কর্ম্মের সার্থকতা কোথায়

[illegible] বলিয়াছেন,—"[illegible] [illegible] কর্ম্মবন্ধনঃ।" [illegible] (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি-[illegible]) বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে, কর্ম্ম আচরণ [illegible], নতুবা কর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া [illegible] শাস্ত্রে উক্ত হই-য়াছে,—

[illegible] নিষ্ঠা [illegible] হরিবুদ্ধির বা
ক্রিয়া।
[illegible] প্রোক্তা তথা ভক্তিঃ
পরাক্তবেদিতি॥
লৌকিকী বৈদিকী যাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে
মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা•
ভক্তিমিচ্ছতা॥

হে নারদ ! ভক্তিকে উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, তাহাই [illegible] অধিকারীর বাঞ্ছিত ভক্তি, উহা ক্রমে পরাভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও বলিলেন, লৌকিকীই হউক, বৈদিকী হউক, হে মুনে, হরিসেবা-নুকূল কর্ম্ম •ভক্তীচ্ছু মধ্যাধিকারিগণ করিয়া থাকেন ; অধমাধি উত্তমাধিকারি-গণ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপরত্ব এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত নির্গুণ-হৃদয়ে সমস্ত ইন্দ্রি-য়ের দ্বারা হৃষীকেশের হরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভক্তিসন্দর্ভ ১৩৩ সংখ্যায় শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন,—"অথ [illegible] ভগবদর্পিত-কর্ম্মাত্মকো [illegible] সগুণবত্মহ [illegible]" [illegible] বর্ণিত আছে,—

[illegible] বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম
তৎ।
[illegible] হিংসাপ্রায়াদি
তামসম্॥

অর্থাৎ অনন্তর সাকাঙ্ক্ষির নির্গুণ [illegible] বলিয়া [illegible] ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে [illegible] —[illegible] আপনাকে [illegible] শ্রীভিব [illegible] নিষ্কাম অর্পণ, তাহাই সাত্ত্বিক [illegible] উত্তম [illegible] [illegible] প্রাণিহিংসা, [illegible] [illegible] সাত্ত্বিক অর্পণই [illegible], সমস্তই বিষ্ণুপ্রাপ্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ [illegible]।

কর্ম্মাধিকারী [illegible] যে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করেন, তাহা সাত্ত্বিক হইলেও সাক্ষাৎ শুদ্ধাভক্তি নহে। আর অনেক সময় নির্ব্বোধ ব্রহ্মানুসন্ধান-তৎপর ও কৈবল্যেচ্ছু ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফল-লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্মাদি করিয়া তাহার নিষ্কামত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যে ভগবদর্পণের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহা রাজস কর্ম্মার্পণ, উহা দ্বারা হরিতোষণ বা জীবস্বরূপের স্বরূপবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয় না, উহাতে আত্মবিনাশরূপ অমঙ্গল ঘটে। আজকাল অনেকেই এই রাজস-কর্ম্মার্পণকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া বাজারে চালাই-তেছেন। প্রাণীহিংসা, বলি, মাৎসর্য্যাদিকৃত যজ্ঞাদিতে যে কৃষ্ণার্পণ, তাহাই তামসিক, ইহার উদ্দেশ্যও হরিতোষণ নহে, ভগ-বানকে বেগার করিয়া আত্মসুখ সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। আজকালকার অকর্ম্মবাদী সম্প্রদায়ের অনেকের ধারণা, কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি উদিত হইবে। শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবত এক বাক্যে তাহা নিষেধ করিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
(চৈঃ চরিতামৃত)

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি
স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ
সত্তমঃ॥ (ভাগবত)
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
(গীতা)

অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। কর্ম্ম জীবের সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির ফলে ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখ-প্রাপ্তির জন্য সেবাই ভক্তি। শ্রুতিও কর্ম্মনিন্দা করিয়াছেন,—

ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
(কঠ)
প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ। (মুণ্ডক)

উচ্ছৃঙ্খল অসৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া পরে তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্যই শাস্ত্রে কর্ম্মের ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন
লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনু-
শাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽ-
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিত-
মীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা
ফলশ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিচার হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বরূপ, সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ, ইহা মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম্মমোক্ষ তাৎপর্য্যেই কর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে পীড়িত লোককে রোগ নিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান করা হয়, সেইরূপ কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ না করে, তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিই কর্ম্মের প্রকৃত ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্যকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতায়ও দেখা যায়,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।" কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষকে কর্ম্মের তাৎপর্য্যে যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা বলিলে সে শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে না, এই জন্য সহসা কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে, কারণ, তাহা হইলে সে সৎকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে। কথায় বলে,—"নাই মামা হইতে কাণা মামা ভাল।" কিন্তু গীতার এই উপদেশ অসমর্থ উপদেষ্টার প্রতি; যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায়
কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি
ভিষক্তমঃ॥

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন, এইরূপ বিদ্বান পুরুষ কখনও অজ্ঞকেও কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার ধর্ম্ম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার বৈরাগ্য ভগবৎ পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত না হয়, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। সুতরাং আধুনিক জগতে

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুত সুরবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পালিয়েছে বলে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে কেমন আনন্দ, আর স[illegible] লোকের মনেও তেমনি কেমন একটা খু[illegible] খুশী ভাব। আজ নবদ্বীপের মধ্যে যেথা[illegible] সেই যাওয়া যাক না কেন, সেইখানে নিমাইয়ের কথা—নিমাইয়ের প্রশংসা[illegible] ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মর্দ্দ সকলেরই মুখে এক কথা—নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজ[illegible] পণ্ডিতকে হারিয়ে দিয়েছে—নিমাই পণ্ডি[illegible] সকলের চেয়ে ভাল। যে যা বলে বলু[illegible]

অভাবিকগণ যে বন্যা, দুর্ভিক্ষদমন, দরিদ্র নারায়ণ জ্ঞানে বদ্ধজীবের দেহ-সেবা প্রভৃ[illegible] বা দেশ, সমাজ উদ্ধার প্রভৃতির কার্য্যকে[illegible] নিষ্কাম জানিয়া নিঃস্বার্থপর কর্ম্ম বলি[illegible] বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তা[illegible] অচ্যুতভাব অর্থাৎ হরিতোষণপর ন[illegible] বলিয়া জীবন-রহিত প্রাকৃত চেষ্টা মাত্র[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ঋষি ব্যাসদেব[illegible] বলিতেছেন,—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎ-
সিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎ-
সিতম্॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি-
হেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে[illegible]
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তি-যোগসমন্বিত[illegible]

অর্থাৎ সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, এতাদৃশ কর্ম্মই আধ্যা[illegible] আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—[illegible] ত্রিবিধ তাপ-নিবর্ত্তক বা উপশমকা[illegible] বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে যে [illegible] ভোজিনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জ[illegible] কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সে[illegible] করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপ[illegible] হয় না, কিন্তু ঐ সব রোগজনক দ্রব্য[illegible] দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত র[illegible] যোগে বিমিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই [illegible] রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগ[illegible] নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন যোনি ভ্রমণের কারণ, কিন্তু সেই স[illegible] কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবৎ[illegible] অহংবুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়। হরিতোষ[illegible] জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভ[illegible] যে স্থলে কর্ম্ম কেবল শুদ্ধভক্তির সে[illegible] যুক্ত হয়, তখন তাহার কর্ম্মত্ব দূর হয়।

নিমাইয়ের তাতে আক্ষেপ নেই যে অর্থের আদর নেই। এই দিন থেকেই গরীব, দুঃখীদের পণ্ডিত মূর্খ সকলের কাছেই নিমাইয়ের আদর সম্মান খুব বেড়ে গেল। পণ্ডিত অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁরা যে কত সম্মান করতেন তা আর বলে শেষ নেই। কোন বড়লোক দোলায় চড়ে কি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন, এমন সময় নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হোলে, দোলা থেকে নেমে নিমাইকে খুব সম্মানের সহিত অভিবাদন করে, তারপর নিমাই চলে গেলে আবার দোলায় চড়ে চলে যায়।

নিমাইয়ের মানসম্ভ্রম যেমন বেড়ে গেল, সংসারের সচ্ছলতাও তেমনি বেড়ে গেল। সংসার চালাবার জন্ত আর কোন ভাবনাই ভাবতে হয় না। নবদ্বীপ বড় সহর, ক্রিয়াকাণ্ড লেগেই আছে। ব্রত সাধ হোক কি অন্নপ্রাশন হোক—কোন একটা কিছু কারো না কারো বাড়ী হোচ্ছেই। কারো বাড়ী কিছু হলেই নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী আগে সিদে দিয়ে তারপর লোকাজ হবে। সিদের জিনিষপত্র যার যেমন জোটে, সে সেই মত দেয়—কেও এক সের চালের সিদেও দেয়, কেও বা আবার পাঁচসের দশসের চালের সিদেও দেয়। এর মাঝে মত ডাল, তরিতরকারী ঘি, তেল, লবণ, আর আর সব রান্নার মসলা দিয়ে দেয়। কোন কিছুরই আর অটুট থাকে না। নিমাই আবার এই সব পেয়ে, যা খাবার জন্ত খরচ হয় তা করে, বাদ বাকী গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেয়, বিক্রিকরা কি ঘরে জমা করে রাখে না। অতিথ-সেবা তো দিন রাত আছে। এমন দিন নেই যে দু একজন নিমাইয়ের বাড়ী খায় না। যারা খুব গরীব, ভারি কষ্টে দিন কাটায়, নিমাই তাদের অন্ন, বস্ত্র, পয়সা দিয়ে দুঃখ ঘুচিয়ে দেয়। বাড়ীতে কোন অতিথ অভ্যাগত এলে তাকে না খাইয়ে আর ফিরিয়ে দেয় না। একদিন নিমাই ছেলেদের পড়াচ্ছে এমন সময় কুড়ি-জন সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। নিমাই তাঁদের ভিক্ষের নিমন্ত্রণ ক'রে, তাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো, আর একটা ছেলে দিয়ে বলে পাঠালে সে মাকে বলগে শীগ্গীর কুড়িজনের খাবার জোগাড় করে। ছেলেটা দৌড়িয়ে এসে নিমাইয়ের মাকে ব'লে গেল, এখুনি কুড়িজনের খাবার জোগাড় করুন, তারা আসছে। নিমাইয়ের মা শুনে অবাক হয়ে গেলেন; লক্ষ্মীকে বল্লেন, হাঁ বৌমা! ছেলে তো কুড়ি জনের খাবার জোগাড় করতে বলেছে, তা কি হবে? ঘরে তো কিছুই নেই? দু এক জনের হলে না হয় কারো বাড়ী থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে এসে জোগাড় করতাম, কুড়ি জনের কেমন করে কি করবো?

লক্ষ্মী। আমাদের ভগবান আছে, যিনি অতিথ দিয়েছেন তিনি খাবারও দেবেন এখন। আপনি ভাববেন না।

নি, মা। তাঁবলে না জোগাড় এবে, মত ভাবনা। আবার এখুনি সব এসে পড়েছে। কি করে এখুনি হবে?

লক্ষ্মী। ভগবান আছে।

নি, মা। তা বটে মা! আমি তো ভেবে মরছি ম'লাম।

শাশুড়ী বৌ দুজনে এই ভাবে কথা কচ্ছে, এমন সময় একজন পশ্চিমাদেশী লোক সদর দরজায় এসে ডাকলে, পণ্ডিতজী পণ্ডিতজী! ঘরমে হ্যায়? ডাকটা কেউ শুনতে পেলে না, সাড়া না পেয়ে-সে আবার ডাকলে, মায়ী! পণ্ডিতজী ঘরমে হ্যায় কি? এবার দুজনেই শুনতে পেলে, লক্ষ্মী তাড়াতাড়ী ঘরের ভেতর ঢুকে পোড়লো, নিমাইয়ের মা, কে ধন, কে তুমি, বলে দরজার দিকে এসে দেখেন, একজন পশ্চিমে, মাথায় একটা বড় চ্যাঙারী করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে আসছ ধন, কি জন্য এয়েছ?

পশ্চিমে। হম হারাধন বাবুকো দারবান হ্যায়, ক্যা জানে বাবুকো ঘরমে কোন কাম হুয়া, বহুত আদমীকো খিলানেকা ইরাদা কিয়া। বড়া বাবু বোলা তুম এ চিজ লে যাও, লড়কা যো পণ্ডিত হ্যায়, নিমাই নেম করকে কহলাতা হ্যায় উন্‌কে ঘরমে পঁহুচা দো। ই সব কাঁহা ধরেগা?

নিমাইয়ের মা এসব কথা কিছু বুঝতে পারলেন না, তবে মোটের উপর বুঝলেন, হারাধন বাবু এসব আমাদেরই দেবার জন্তে পাঠিয়েছেন, বল্লেন, এস ধন বাড়ীর ভেতর এসো। এই বলে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে ঘরের পিঁড়েয় রাখবার জন্ত দেখিয়ে দিলেন। দারবান চ্যাঙারীখানা রেখে বল্লে, মায়ী! আউর পানচো সিয়াতি দিয়া আপ লিজিয়ে। এই বলে ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা খুলে নিমাইয়ের মায়ের হাতে দিয়ে চলে গেল।

দারোয়ান চলে গেলে পর লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, চ্যাঙারীতে কি আছে শাশুড়ী বৌয়ে তাই দেখতে লাগলো। কত জিনিষ! একটা থলের মধ্যে সের দশেক গোবিন্দভোগ চা'ল, তিনটে থলের মধ্যে সের খানিক সের খানিক ডা'ল তিন রকম—মুগ, অড়র, মটর, একটা ভাঁড়ে সের খানিক ঘি, আর একটা ভাঁড়ে সের খানিক তেল, আর একটা ভাঁড়ে সের দুই আড়াই দুধ, একটা হাঁড়ীতে সের পাঁচেক আন্দাজ দই, আর একটা বড় ঠোঙ্গায় অনেক রকম মিষ্টি সামগ্রী, তারপর পোঁটলা বাঁধা নুন, হলুদ, ঝাল, মসলা সব রয়েছে। এসব নামিয়ে দেখে চ্যাঙারীর তলায় কলা, আলু, বেগুন, পটোল, উচ্ছে, শাঁক ক্ত তরকারী রয়েছে। দেখে দুজনে খুব খুসী, লক্ষ্মী বল্লে, মা দেখলেন? আমি তো বলেছিলাম তিনি অতিথ পাঠিয়েছেন, তিনিই আবার খাবারের জোগাড় করে দেবেন। এখন সব হোলো, আর ভাবনা কি?

নি, মা। হাঁ মা! তোমার কথাই ঠিক, আমি তো ভেবে ম'রছিলাম। ভগবান ভিন্ন আমাদের আর কি আছে? আমাদের তো আর চালচুলো নেই? তিনিই আমাদের সব।

জিনিষপত্র সব ঘরে তুলে, নিমাইয়ের মা বল্লেন, বৌমা! তবে তুমি শীগ্গির করে নেয়ে এস গে, আমি উনুন ধরিয়ে দি। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি করে নাইতে গেল, আই উনুন ধরাতে লাগলেন। অন্তদিন নাইতে গিয়ে বা একটু দেরি হয়, আজ কিছুই নয়, ডুব ডাস ক'রে গোটাকতক ডুব দিয়ে বাড়ী চলে এলো।

শীগ্গির করে রান্না করতে হবে ব'লে, আই দুটো উনুন ধরিয়ে দিলেন। লক্ষ্মী নেয়ে এয়েছে দেখে আই বল্লেন, বৌমা, আমি দুটো উনুন ধরিইচি একটায় ভাত হোক, একটায় ডা'ল হোক, হ'তে হ'তে আমি সব কুটনো কুটে দিচ্ছি। লক্ষ্মী তাই করলে, এক আখায় ভাত, এক আখায় ডা'ল চড়িয়ে দিলে। এদিকে আই যা যা রান্না হবে সেই মত তরকারী কুটে দিলেন ঘন্টাখানেক দু'ড়ের মধ্যেই লক্ষ্মী সব রান্না করে নামিয়ে রাখলে। নিমাই সেই কুড়িজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে এসে খুব তো'য়-পুর খাইয়ে বিদেয় করে দিলে। তাঁরাও সব খুব আনন্দে হরিধ্বনি করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

শান্তিপুর, নদীয়া

বন্ধু সভা

শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র রায় এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অনাথিনী বিধবা অনাথ ছাত্র এবং বিদেশাগত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য উদ্দেশ্যে "বন্ধু সভা" নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। আসন্ন মৃত্যু পাচীন ও প্রাচীনাগণের থাকিবার জন্ত এই সমিতি গঙ্গাতীরে একটী সমীচীন গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সভ্যগণের উৎসাহ অভাবে কয়েক বৎসর এই সমিতির কার্য্য ঠিক ভাবে সম্পন্ন হয় নাই। কেবল মাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ রায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধক কর্ম্মী [illegible] ও তাঁহার শেষ বয়সে নব-উদ্যমে এই সমিতিকে পুনরায় সজীবিত করায় [illegible]

[illegible] "বন্ধুসভা" [illegible] উপকার করিয়াছেন, [illegible] করিয়াছেন [illegible] শান্তিপুর [illegible] এই [illegible] একটা [illegible] ভূমিতে সদর [illegible] প্রাচীন [illegible] ধারা [illegible] সাধারণের [illegible] ভাবোপযোগী হয়, এজন্ত সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি। [illegible] সদাশয় ডেপুটী বাবু [illegible] ৫০্ সাহায্য করিয়াছেন।

রেলের কথা

প্রাতে ৭টার পর এক খানি ট্রেণ থাকাতে বরাবর কলিকাতায় যায় [illegible] শান্তিপুরবাসিগণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। জন সাধারণের সুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যেন এ বিষয়ে মনোযোগ করেন।

নদীয়ায় কলেরা মহামারী

চুয়াডাঙ্গায় মহামারী রূপে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে, মুন্সিগঞ্জেও অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে। বহুলোক মারা যাইতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ [illegible] সদর হইতে একজন টিকাদারও প্রেরিত হয় নাই।

জলকর বন্দোবস্ত

নদীয়া জেলায় প্রায় ২০ মাইল [illegible] সুবিধাযুক্ত পঞ্চম বিল মেয়াদী ইজারা বন্দোবস্ত হইবে। প্রার্থীগণ [illegible] বা পত্রের দ্বারা প্রার্থী হইলে সমস্ত অবগত জানিতে পারিবেন শ্রী[illegible] ম্যানেজার চেৎলাপুর এষ্টেট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

[illegible]

[illegible]

[illegible] সামরিক ব্যয়

[illegible] জন্য বৃটিশ সামরিক [illegible] ...০০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে [illegible] বৎসরের তুলনায় [illegible] ...০০ পাউণ্ড কম [illegible]।

[illegible] সদস্যদিগের প্রকাশ যে, [illegible] বিভাগের [illegible] লোক [illegible]। [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] লোক কর্মচ্যুত হইবে।

[illegible] পরিষদ [illegible] যে [illegible] কার্য্যকরী হইবে, তাহাতে আরও [illegible] জন লোক [illegible] বিভাগ হইতে অপসৃত হইবে।

[illegible] বিমান-সচিব যে ১৪,০০০ [illegible] সৈন্য [illegible] রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে [illegible] হইতে প্রত্যাহৃত করা হইবে।

গুজরাটে [illegible] এবং তুষারপাতে ভীষণ অবস্থা

রাজস্ব আদায়ে সরকারের বিবেচনা

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, গত জানুয়ারীর শেষভাগে তুষারপাত হেতু গুজরাটে ফসলের অবস্থা যেরূপ [illegible], গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ফসলের ক্ষতির পর হইতেই রাজস্ব কর্ম্মচারিগণ কৃষকদের ক্ষতি পরিমাণ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, রাজস্ব বাটা ও তাহার সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়মকানুন আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা হইবে। কারণ, কৃষকদের তুলা, তামাক এবং [illegible] ফসল প্রভৃত পরিমাণে ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় তাহাদের লাভ সামান্যই হইয়াছে। অতএব তাহাদের এখন সাহায্য-দানের সময় উপস্থিত [illegible] আয়ের আইনকানুন-পরিবর্ত্তন-বিষয় বিবেচনাধীনে থাকায় সাহায্য বন্ধ রাখা হইয়াছে।

[illegible] বোমার মামলা

[illegible] গাড়ীর নক্সা প্রদর্শন

[illegible] বোমার মামলার শুনানী আরম্ভ [illegible] যে [illegible] হইয়াছিল, [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রবেশের মামলা

[illegible] ব্যবসায়ী খালাস

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণ

শিয়ালদহ রেলের বাজারে অনধিকার প্রবেশ করিয়া মাছ বিক্রয় করিবার অভিযোগে নন্দীগোপাল [illegible] নামক জনৈক মৎস্য ব্যবসায়ী ই, বি, রেলের ওয়াচ ও ওয়ার্ড বিভাগ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর শিয়ালদহের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, সি, সেনের এজলাসে উহার বিচার হইয়াছে। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করিবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণ অবিশ্বাস করিয়া আসামীকে খালাস দিয়াছেন। তিনি রায়ে বলিয়াছেন, আসামীকে বিব্রত করিবার জন্যই ঐ মামলা রুজু করা হইয়াছিল। সাধারণকে যাহাতে অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষের ঐ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমান মহারাজের স্বাস্থ্য

ভারত হইতে বিলাত যাইবার পথে বর্দ্ধমানের মহারাজা—যে কঠিন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছেন চিকিৎসক দিগের পরামর্শে ২ পক্ষ কাল তিনি কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ কিম্বা কোন—কার্য্যে যোগ—দিবেন না।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা

কিছু দিন পূর্ব্বে চেলে দরা আতঙ্ক সম্পর্কে বোম্বাইয়ে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ মুন্সী সভার কার্য্য স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। স্বপক্ষে ৬০ ও বিপক্ষে ৩১ ভোটে প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

কৃষি প্রদর্শনীতে পুরস্কার

ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষি প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়ারেস সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে বিবিধ জাতীয় ফুল গবাদি পশু, হাঁস মুরগী লাঙ্গলের কার্য্যকারীতা, স্থানীয় কুটীর-শিল্প স্কুল ছাত্রদের কারুকার্য্য, মহিলাদের সূচী-কার্য্য প্রভৃতি ও জিলার বাহিরের কুটীর-শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১৫ খানি স্বর্ণ পদক, ৫০ খানি রৌপ্যপদক, ৩১০ খানা মেডেল লাঙ্গল [illegible] কৃষিযন্ত্র, ফুলদানী ও পত্রসকল পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রসহ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বালিকা এবং নারীর মৃত্যু

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়া থানার অধীন [illegible] গ্রামে ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় এক গোলায় অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়ায় বাড়ীটি ভস্মীভূত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ২ বৎসরের একটী ও ৫ বৎসরের একটি বালিকা এবং এক জন যুবতীর মৃত্যু হইয়াছে। ১২ বর্ষীয় একটি বালক অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কার্য্যপদ্ধতি

কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ভ্যানকোভারে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে এখানে সর্ব্বদেশবিশ্রুত শিক্ষাবিদ্দিগের এক সম্মিলন হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে কবি বোম্বাই হইতে পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে আরোহণ করিয়া কলোম্বো, পিনাং, চীন দেশীয় বন্দরগুলি হইয়া মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জাপান পৌঁছিবেন। সেখান হইতে তিনি ভ্যানকোভারে আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা সম্মিলনে যোগদান করিতে গমন করিবেন। অতঃপর তিনি মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। তার পর স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পথে তিনি একবার য়ুরোপও পরিভ্রমণ করিবেন।

পক্ষকালে

বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধি

প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বঙ্গ দেশের ৫টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কলিকাতা ১৯ হইতে ২৩, বাঁকুড়া ২ হইতে ১৬, ২৪ পরগণা ৩১ হইতে ৪১, বাখরগঞ্জ ৭ হইতে ১৭, চট্টগ্রাম ৫ হইতে ১১ এবং নোয়াখালী ১০ হইতে ১৭ হাওড়ায় কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় ২৬, নিম্নলিখিত জিলা গুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, মেদিনীপুর ১৬ হইতে ৬, নদীয়া ১৮ হইতে ৫, রাজসাহী ৪৫ হইতে ১৩, দিনাজপুর ২৬ হইতে ১৭, ঢাকা ১৪ হইতে ১০, ময়মনসিংহ ৫৯ হইতে ২৭ ও ত্রিপুরা ৯৩ হইতে ৮৭। বসন্ত রোগে বর্দ্ধমানে ২২ চট্টগ্রামে ১৮ ফরিদপুরে ১১, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা প্রত্যেক জিলায় ৯, মালদহে ৬, হাওড়ায় ৫, রাজসাহী ও ময়মনসিংহ প্রত্যেক জিলায় ৪, মেদিনপুর ও দার্জ্জিলিং প্রত্যেক জিলায় ৩, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও কুচবিহার প্রত্যেক জিলায় ২, এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ী ও ত্রিপুরা প্রত্যেক জিলায় ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কলিকাতায় ৪ ও ২৪ পরগণায় ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

চৌকিদারের গৃহ-দাহ

সংপ্রতি হাওড়া বাগনানের মিশ্রীপাড়া চৌকিদার গণেশ দিগারের বাড়ীতে কে বা কাহারা আগুন দিয়াছে। প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে চৌকিদার কয়েকজন লোকের বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়া কোর্টে এক মামলা রুজু করিয়াছিল তাই সেই সকল লোক প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত হইতেছে।

নৃশংস হত্যা

হাওড়া সাকরাইলের নেগন মণ্ডলকে এমন ভাবে এক আঘাত করা হইয়াছিল যে, তাহাতেই সে মারা গিয়াছে। প্রকাশ অনেক লোকের সহিত টাকাপয়সা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তাহার ঝগড়া হয় তাহাতে সে তাহাকে এমন ভাবে ছোরায় আঘাত করে যে, তাহার ফলেই সে মারা গিয়াছে।

সামরিক কর্ম্মচারী নিহত

কুকাহিদায় সম্প্রদায়ের একজন সামরিক কর্ম্মচারী ১০টা বন্দুক লইয়া যাইতেছিলেন। পাহারায় নিযুক্ত সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরে এবং তিনি একা কেন ১০টি বন্দুক লইয়া যাইতেছেন তাহারা জবাব চাহে। ইহার ফলে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সৈন্যগণ উক্ত সামরিক কর্ম্মচারীকে ঐ স্থানেই গুলীর দ্বারা নিহত করে এই ঘটনা তৎপ্রণাৎ বড়ো-ই সাকাওয়ের গোচরীভূত করা হয় তিনি সৈন্যগণের এই কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন বলিয়া প্রকাশ ঐ সামরিক কর্ম্মচারীর মৃতদেহ উলটা করিয়া গাধার পিঠে বন্ধ করিয়া লইয়া যাইবার আদেশ হয়

ব্যবসায়ী চোর

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে দোকানদার মৌলাবক্স ও অপর ৯ জন লোক চুরি, অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ ও ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশ্বাস, মৌলাবক্স নেতা হইয়া একটী চোরের দল গঠন করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলাবক্সকে ২ বৎসর। ছই জন আসামীর প্রত্যেককে ১ বৎসর। অপর ২ জন আসামীর প্রত্যেককে ৬ মাস কারা দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ৩ জন আসামীকে ৩ বৎসরের জন্য বরষ্টাল ইনষ্টিটিউশনে প্রেরণ করিয়াছেন। অপর ২ জনের প্রতি অদ্যাপিও কোন আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।

[illegible] কোন বা ভৌতিক কাণ্ড

সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জে আশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী চর মধুদিয়া নামক একটি ছোট গ্রামে কয়েকটা বাড়ীতে গত এক পক্ষকাল দরিয়া, মধ্যে মধ্যে আগুন লাগিতেছে। এইরূপ অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ণয়ের জন্য স্থানীয় লোকেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারে নাই। খুব লক্ষ্য রাখিয়াও তাহারা যখন কোন দুষ্ট লোককে ধরিতে পারিল না, তখন তাহারা একজন হিন্দু সন্যাসী ও মুসলমান পীরের শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহাদিগকে উক্ত গ্রামে লইয়া যাইল। তাঁহারা নাকি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুষ্ট ভূতে এই সকল অগ্নিকাণ্ড বাধাইতেছে।

এদিকে ঐরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কথা শুনিয়া, পুলিসের দারোগা শ্রীযুত শশধর গোস্বামী মুন্সীগঞ্জের প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত ঘটনাস্থলে গমন করেন। তাঁহারা দেখেন যে, কথিত বাড়ীগুলিতে মধ্যে মধ্যে আগুন লাগিতেছে, কখনও কখনও বাড়ীর জিনিস পত্রও জ্বলিয়া উঠিতেছে। দারোগার নিকট জিজ্ঞাসায় জানা যায়, ঐ গ্রামে অসংখ্য বাড়ী সত্বেও মাত্র ৩০ খানা নমঃশূদ্র বাড়ীতে ঐ অগ্নিকাণ্ড হইতেছে। ঐ সকল বাড়ীর কোন কোনটির কিছু কিছু লোক আগুনের ভয়ে তাহাদের গৃহস্থালীর জিনিষপত্র লইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানেও তাহাদের পাছু পাছু অগ্নিকাণ্ডও যাইয়া দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপারে চারগুণ অঞ্চলে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

লতাপাতার গুণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরীতকী

অর্শরোগে—হরীতকী চূর্ণ ও ইক্ষুগুড় ১ তোলা মিশাইয়া প্রাতে সেবন করিলে যে সকল অর্শের বলি দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে উপকার পাওয়া যায়। কাঁচা হরীতকী আধতোলা, গব্য দুগ্ধের মাখন আধতোলা, মিছরী আধতোলা ও খোসা রহিত কৃষ্ণ তিল আধতোলা পিষিয়া একত্র মিশাইয়া প্রাতে খালি পেটে সেবন করিলে অর্শে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিছু দিন সেবন করিলে বলি খসিয়া যায় ও চিরতরে আরোগ্য হয়।

শূলে—১ তোলা গব্য ঘৃত অথবা ১ তোলা গুড় অথবা শুঁঠের গুঁড়া ৵৹ আনা ও সৈন্ধব লবণ গুঁড়া ৵৹ আনা হরীতকী চূর্ণ ।৹ আনা সেবন করিলে অম্ল আর শূল ব্যথা নিবারণ হয়।

গুল্ম রোগে—কাঁচী হরীতকী পিষিয়া গবাদুগ্ধসহ জ্বাল দিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা গরম জল সহ সেব্য, বাতিক গুল্মে উপকার হয়।

পাথুরী-রোগে—হরীতকী দুগ্ধ সহ হরীতকী সিদ্ধ করিয়া আঁটি বাদ দিয়া ছাকিয়া দুগ্ধ পান করিলে পাথুরী রোগের উপকার হয়।

রক্তপিত্তে—হরীতকী গুঁড়া, বৃদ্ধদারক পাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লও, কিঞ্চিৎ পিপুল ও মধু সহ এক মাস সেবন করিলে রক্ত পিত্তের বিশেষ উপকার হয়। (চূর্ণ দ্রব্যে কোন রস দিয়া মাড়িয়া তরল হইলে পুনশ্চ রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে তাহাকে ভাবনা দেওয়া বলে।)

বামন রোগে—মধুর সহিত হরীতকী লেহন করিলে বিবমিষায় উপকার পাওয়া যায়। (গর্ভিনী স্ত্রীলোকের পক্ষে হরীতকী নিষিদ্ধ।)

আঙ্গুল হাড়ায়—হরীতকী লোহার পাত্রে ঘসিয়া আঙ্গুল হাড়ার প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

বসন্ত রোগে—হরীতকী বীজ ফুটা করিয়া কবচের ন্যায় ধারণ করিলে বসন্ত রোগের আক্রমণের ভয় থাকে না।

হরিতকী রসায়ন—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎ কালে চিনির সহিত, হেমন্তকালে শুঁঠের গুঁড়ার সহিত, শীত কালে পিপুলের চূর্ণের সহিত, গ্রীষ্মে ইক্ষু গুড়ের সহিত, হরীতকী প্রত্যহ সেবন করিলে জরা ব্যাধির বিনষ্ট হইয়া বীর্য্য কান্তি ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অধুনা হরীতকীর তরল সার (*Extract of Myrobalan*) প্রস্তুত করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদগণও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহা জ্বর নাশক বিরেচক, আমাশয় রোগে উপকার করে। চামড়া-রঞ্জনার্থ হরীতকীর ব্যবহার হয়। হরীতকী, বহেড়া ও হিঙ্গা সমেত বাবলার বীজ লৌহ পাত্রে, জলে সিদ্ধ করিয়া লৌহ পাত্রে রক্ষা করিবে, পরে ছাকিয়া বোতলে রাখিবে। ইহাতে উৎকৃষ্ট লেখিবার কালী প্রস্তুত হয়।

শাস্ত্রীয় হরিতকী খণ্ড—ঔষধে হরীতকীর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, এই ঔষধটী শাস্ত্র সম্মত নির্দ্দোষ জোলাপ, শূল ও অম্লপিত্তে ইহার বিশেষ উপকার দেখা যায়।

[illegible]

উড়িষ্যার সৌভাগ্য

উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসিগণ— [illegible] অনেকেরই [illegible] ভক্তিকথার [illegible] মুক্তিপ্রাপ্ত হইতেছে [illegible] আমরা যার পর নাই আনন্দ [illegible]। উড়িষ্যার অধিবাসিগণ [illegible] অবগত, তাহাতে [illegible] প্রচলিত [illegible] সম্প্রদায় [illegible] আদরের [illegible] শুদ্ধভক্তি [illegible] স্বাভাবিক শুদ্ধ-কৃষ্ণ-[illegible] ভক্তিকে আদর করিতে শিখিলে তাঁহারা যে অচিরেই ধর্ম-জগতে একটী বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার করিবেন এবং শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। [illegible] কতকগুলি সহজিয়া [illegible] প্রচারিত সিদ্ধান্ত [illegible] ও [illegible] স্বকপোলকল্পিত [illegible] প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বহু নিরীহ সরলপ্রাণ উড়িষ্যাবাসিগণ যে [illegible] উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ-হেতু [illegible] [illegible] করিতেছিলেন, শ্রীগৌড়ীয় ও [illegible] কৃপায় এখন তাঁহাদের অনেকেই যে নিজ নিজ ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া সৎপথে পরিচালিত হইবার জন্য [illegible] হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের [illegible] ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত হইতে পারি না। [illegible] উড়িষ্যা কেন, সকলদেশই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে আগ্রহ-বিশিষ্ট হউন, ইহাই আমাদের [illegible]।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা

[illegible] ফাল্গুন [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] [illegible] ব্যাস-পূজা [illegible] এক বিরাট সভার [illegible] হইয়াছিল। [illegible]

[illegible], সাতক্ষীরা, যশোহর, মেদিনীপুর (আসাম), [illegible], ফুলশিরঙ্গপুর, খুলনা, বরিশাল, নদীয়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, [illegible] প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের [illegible] বিভিন্ন মঠবাসী ভক্তগণের হিন্দী, উর্দ্দু, [illegible], ইংরাজী, আসামী ও উড়িয়া ভাষায় লিখিত অভিনন্দনসমূহ পাঠ হওয়ার পর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'আচার্য্য-[illegible]' নামক এক সুদীর্ঘ প্রতিভাষণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের ব্যাস-পূজা সম্বন্ধে [illegible] বক্তৃতাকে 'বিজ্ঞপ্তি' নামক প্রত্যভিভাষণ পাঠের পর উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। [illegible] বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন-ভাষায় লিখিত অভিনন্দন-পত্রসমূহ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

কর্ম্মাধিকার ও বর্ণবিচার

অধিকার নির্ণয় একটি প্রধান আচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুই প্রকার অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্ম্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্য-কর্ম্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম পূর্ণরূপে করিতে যোগ্য নয়। অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি সেই কর্ম্ম করেন তবে সেই কর্ম্ম ফলবান হইবে কিনা, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য অধিকারনির্ণয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকারবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। উপদিষ্ট কর্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য্য। এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত বরণ করেন। আজকাল যেরূপ গুরু ও পুরোহিত বরণ হইতেছে, তাহা শাস্ত্রকৃৎদিগের অভিপ্রেত নয়। নামমাত্র গুরু ও নামমাত্র পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিক-বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করাই উচিত। নিজ গ্রামে না মিলিলে অন্যত্র অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; কর্ম্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সহসা বোধগম্য হইবে না। পুষ্করিণী খনন একটি পুণ্য কর্ম্ম। যদি নিজব্যয়ে খনন করে, তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলেই ঐ কার্য্যে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থ দান করিয়া খনন করে, তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে, সেই পরিমাণই সেই কর্ম্মের অধিকার। অনধিকারীর কোন ফল হয় না এবং কর্ম্ম করিতে গেলে অত্যাচার হয়। বিবাহ কার্য্যে শরীরের যোগ্যতা, সংসার নির্ব্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী মানসসংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতা আবশ্যক। এইরূপ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। অধিকার দুই প্রকার অর্থাৎ স্বভাবগত-অধিকার এবং অবস্থাগত-অধিকার। মানবজীবনকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষাকাল, কার্য্যকাল ও বিশ্রামকাল। যে কাল পর্য্যন্ত মানবগণ বিদ্যোপার্জ্জন করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষাকাল। ঐ কালে শাস্ত্রালোচনা, সঙ্গ ও অপরের কর্ম্মাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করত যে প্রবৃত্তি যাহার প্রবল হইয়া পড়ে, সেই প্রবৃত্তিকে ঐ ব্যক্তির স্বভাব বলে। যে বংশে জন্ম হয়, সেই বংশানুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনাক্রমে বংশীয় স্বভাব উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্ন-প্রকার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বংশানুক্রম স্বভাবও অনেকস্থলে লক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে, শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে কার্য্যকালের প্রাক্কালে যে ব্যক্তির যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাই তাহার স্বভাব। বিজ্ঞান সংস্কারে যাঁহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারি প্রকার বলিয়াছেন। যথা :—(১) ব্রহ্মস্বভাব, (২) ক্ষত্রস্বভাব, (৩) বৈশ্যস্বভাব (৪) শূদ্রস্বভাব।

যে স্বভাব হইতে অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন; সহিষ্ণুতাগুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশ্বরারাধনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই স্বভাবকে ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান, প্রজারক্ষা, জগৎশাসন ও ঈশ্বরপূজা ইত্যাদি গুণসকল নিঃসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষত্রস্বভাব বলা যায়।

যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্য্য পশুপালন ও বাণিজ্যপ্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবই বৈশ্যস্বভাব।

যে স্বভাব হইতে কেবল পরসেবা দ্বারা নিজের উদরপালনপ্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবকে শূদ্রস্বভাব বলে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধরহিত, আচারভ্রষ্ট-বিরক্ত, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর উদরপরায়ণ, বিবেকরহিত ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে, সত্ত্বভাব হয় না। অতএব সত্ত্বভাবপ্রতিষ্ঠার বাঞ্ছা।

সাধকের জ্ঞাতব্য বিষয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্যাকরণতীর্থ [illegible])

"সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ কি করিলে হয়, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় হইতে পারে, কেননা কেবল অসদ্ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড় শরীর থাকে, ততদিন অপরিচিত কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে?" পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপটবেশধারী ব্যক্তিকে গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, জীবননির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীউপদেশামৃতে এইরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং
প্রীতিলক্ষণং॥

হে সাধকগণ! দেহযাত্রা নির্ব্বাহে সৎ ও অসদ্ব্যক্তি—এই উভয়েরই নৈকট্য অবশ্য-স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েরই সমতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গুহ্য-ভজন ও পরস্পর ভোজনাদি স্বীকার কালে প্রীতি করা হইলে সঙ্গ হয়। স্বার্থ ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং [illegible] দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, সে কর্ত্তব্য-বোধে করা মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়, প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবকে দান ও তাঁহার নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সৎসঙ্গ হয়।

অসদ্ব্যক্তিকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বোধে করিবে পরস্পরের গূঢ় কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক বার্ত্তামাত্র করিবে, হৃদয়ের প্রীতি জন্মে না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি সহকারে করিয়া—তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। বাজারে দ্রব্য ক্রয় সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই দ্রব্য-গ্রহণে প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।

ভক্তি ও কর্ম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

ঊনবিংশ শতাব্দী এক প্রকার জেগাচ-গেল উদ্দেশ্য বিহীন শাখা বিস্তৃত, আবরণ-যুক্ত যে ক্রিয়াটী বিশ্বব্যাপী সর্বত্র কর্ম নামে অভিহিত, এবং আত্মা-রহিত বস্তুর জড়ত্বেই ক্রিয়াটী জড় বিকার শক্তি-সহিত। ঈশ্বরার্পণ-ভক্তি নামে কথিত। জড় (সেবা তত্ত্ব) প্রভু সাথে কি প্রত্যাহার করিয়া [illegible] নিশ্চয়। ক (কর্তা) কর্মে মন আত্মনিয়োগে পূর্ণ শান্ত নিশ্চয়। জাগতিক জীবের মধ্যে ত্রুটি সহজ স্বভাব বাসনা, ইহা প্রাকৃতিক সুতঃসিদ্ধ নিয়ম। যে পর্যন্ত বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃচরণে শরণাগতি লাভ করিবার সৌভাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন আমরা জড়ীয় অক্ষম জ্ঞানোগ বিচারানুযায়ী যতই নীতিপূর্ণ ভাবে কার্য্যাদি করিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করি না কেন, এমন কি চতুর্বিংশতি ঘণ্টার চতুর্বিংশ ঘণ্টাই ঠাকুর ঘরে বসিয়া জপ, পূজা, গায়ত্রী ধ্যান, ঘণ্টা নাড়া, মন্ত্র পাঠ, স্তব-স্তোত্র পাঠ করি না কেন, সবই কর্ম। শুধু কর্ম নহে, একেবারে নিছক ভুক্তি-মুক্তিবশে বৈধ বুদ্ধি, বহুরূপ অপব্যয় অন্ত উপদেশের সহিত কেবল আবশ্যক মত বাহ্যব্যবহার মাত্র করিও, কিন্তু কদাচ প্রীতি করিও না।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রীতিপূর্বকাদে ভোজন করাইবে এবং প্রয়োজন হইলে প্রীতির সহিত তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাঁহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, অর্জন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না। এইরূপ ভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তিলাভের কোন আশা নাই।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্‌গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী করিয়া যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ, অন্নপান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্বদা আদান প্রদানে [illegible] পাইবেন। এই প্রকৃতি অনুসারে যাঁহারা ভক্তিতে প্রকার উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই সুবুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের এই সমস্ত উপদেশের মর্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন। যাহাদের সুকৃতি অল্প, তাহাদের প্রকার অভাব-হেতু সাধু-মহাজনগণের পদ্মপাদপদ্ম কোন প্রকারেই তাহারা বুঝিতে সমর্থ হইবে না।

হয়, সাধু-সেবায় অবসাদ বা অবজ্ঞা-প্রদর্শন-জনিত অপরাধ মাত্র।

শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রৌত-বাণী অনুসরণই নিষ্কপট ভাবে সেবা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। যাঁহাদের ভাগ্যে একপ সেবার সুযোগ অন্ততঃ পলার্দ্ধকালও ঘটিয়াছে, তিনিই সর্বভাগ্যবান; তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিবার ভাষা পৃথিবীর অভিধানে থাকে না। সেই অর্দ্ধ পল বা মুহূর্তটী অনন্তজীবন-ব্যাপী কপটতাবিশিষ্ট চতুর্বিংশতি ঘণ্টা ঠাকুর ঘরে বসিয়া থাকা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

তবে আমাদের কপটতা নানা কামনা-যুক্ত কর্মমিশ্র সেবাটী যে একেবারে বৃথা যায় তাহা নহে, কারণ অদোষদরশী পতিত-পাবন বৈষ্ণব ঠাকুরগণ, অল্প সেবাই সহ নাদেন কিনা, তাই তাঁহারা আমাদের কর্ম মিশ্র কপট ভক্তিটিকে দূর করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধভক্ত-পর্য্যায়ে স্থান দিতে প্রয়াস পান। আমি জগতের মায়িক জীব—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট। আমার ত্রুটী প্রতি পদ-বিক্ষেপে। তাঁহারা যদি আমার সেই সকল অপরাধগুলি গ্রহণ করেন, তবে আর আমি কোথায় যাইয়া স্থান পাইব? তাই তাঁহারা আমার ত্রুটীগুলির গ্রহণ করিয়া আরও দুঃখ সাগরে ফেলিতে চান না। বরং নিজ নিজ গুণে ক্ষমা-ধর্ম বশে নিরন্তর মার্জ্জনা দ্বারাই আমাকে শোধন করিতে প্রয়াসী। তাঁহারা আমার সমস্ত কামনার মূলোচ্ছেদ করিয়া ভক্তি-মার্গে প্রবিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা দান করিতেই সচেষ্ট। সেজন্য শিশু-নীতি ছাড়িয়া সময় সময় গুরু-নীতি দ্বারা আমাকে কশাঘাত করেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহারা আমাকে কত ভাল বাসেন।

আমি মূর্খ, তাই "উল্টা বুঝলি রাম" ভাবের বশে সময় সময় অন্যমনা হই। আমি জানি না যে, নিমজ্জিত মহিষের মস্তকোপরি মক্ষিকাগুলি উড়িতে থাকে, মহিষ যেই জল হইতে মাথা তোলে, অমনি একে একে সবগুলি মক্ষিকা বসিয়া মহিষের মস্তক দংশন করিতে থাকে, সেই প্রকার আমি—যখনই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বিমুখ হই, অমনি দুনিয়ার যত অমঙ্গল রূপ পুর রক্তশোষী মক্ষিকা-রূপী অনর্থ, কামনা, অন্যাভিলাষ সকল-গুলিই আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। তখন ভক্তি বা সেবার ছল দেখাইলেও সবই কর্ম হইয়া যায়। শুধু কর্ম নহে—উপকর্ম, অপকর্ম, কুকর্ম, কুকল্প সব জুটিয়া একত্র হইয়া বসে, কোনটি ছাড়ি কোনটি ধরি—কোন বুঝিই পাই না। সুতরাং স্বতন্ত্রতা-বশে অনুষ্ঠিত ভক্তিটিও কর্ম। ভক্তি সর্বাতিশায়ী [illegible] [illegible]

নিমাই

[illegible]

সেজন্য, আসল ধর্ম অতিথি-সেবা। গেরস্ত হ'য়ে যদি কেউ অতিথি সেবা না করে, তবে তার মনুষ্যত্বই বৃথা—সে পশু পক্ষী চেয়েও অধম। পুরুষদের অর্থ-কষ্টে যদি নিজেদের খাবারই কারো কপালে না জোটে, তা হ'লে তারও অতিথিকে ভাববার জন্য একটু জায়গা, বসবার আসন আর একটু জল দিয়ে উচিৎ, তা ছাড়া দুটো মিষ্টিকথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য। এ সব না করলে অতিথির ওপোরে ভক্তি করাই হয় না। নিমাই অতিথ সেবা ক'রে গেরস্তর ধর্ম যেমন দেখিয়ে গিয়েছে এমন আর কেউ পারবে না। কোন অতিথ এলে, তার সঙ্গে খুব বিনয় করে কথা বলা, আদরের সঙ্গে বসতে জায়গা দেওয়া, তাঁদের খাওয়ান এসব যা করে গিয়েছে, তা আর কারো দ্বারা হবে না। অতিথের ওপোরে নিমাই-য়ের যেমন ভক্তি, লক্ষ্মীরও তেমনি। সেই রকম—অতিথ সেবায় একেবারে বিরক্তি নেই। ভোরে উঠে সমস্ত গৃহকর্ম ক'রে ঠাকুর ঘর পরিষ্কার, ধূপ দিয়ে গন্ধ আর সুগন্ধি জল ছড়িয়ে দেয়। তারপর একুলি দিতে লাগলো। শঙ্খ, চক্র, গদা আরও কত কি এঁকে ঠাকুর ঘর, উঠোন, বাড়ী সব খুব সুন্দর করে ফেলে, দেখে বোধ হয় যেন সব ঝকঝক করছে। তারপর ঠাকুর পুজোর সব সাজ সরঞ্জাম ক'রে রেখে দেয়, এসে ঠাকুরের ভোগ রান্না করে। এই ভাবে সমস্ত দিন, রাত্রিতে না ঘুমোনো পর্যন্ত ঠাকুর সেবার জন্য সংসারের যত কাজ সব বিশেষ করিয়া জীবকে মুক্ত-কুলোপায় আর্যগতি শ্রীবিষ্ণু-সেবায় নিয়োজিত করিয়া নিত্য-যুক্ত করেন। আর কর্ম বিষ্ণু-পরোন্মুখ সগুণ আত্মা কর্মযোগ তখন কর্মের নির্দেশ হয় না "বদ্ধ" মুক্ত প্রতি সব হইতে দেখা যায়। আর সৎকর্ম, সদনুষ্ঠান, ব্রতোপবাসাদি, কীর্ত্তন, জপ, জপাদি করিয়াও মুক্ত-বন্ধনবৎ হইতে দেখা যায়। তাহার প্রধান কারণ তথাকথিত ভক্তি বা সেবার অঙ্গগুলি শুদ্ধ কামনা-শূন্য, শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত হয় নাই। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে সাবধান করিবার নিমিত্ত গাহিয়াছেন:—"কর্মকাণ্ড জ্ঞান কাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত-বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।"

[illegible]

আসিনি তো। [illegible]

পারে, না হলে বলে না। [illegible]

সে সভী [illegible], [illegible]

তা না হ'লে [illegible]

নিমাই ও মানুষ নয়, [illegible]

থেকে এসে [illegible]

করছে। নিমাইয়ের মা এক [illegible]

[illegible] পারেন। নিমাইয়ের [illegible]

লক্ষ্মী যখন ঘুরে থাকে, তখন কে [illegible] থেকে পাড়া শিব হয়ে তাড়ি একটা [illegible] দেখছে দেখতে পান। [illegible] যেন সেই রকম [illegible] আবার এক একদিন পদ্মফুলের [illegible]—সমস্ত বাড়ী যেন পদ্মফুলের গন্ধে [illegible] করছে। এই সব দেখে তাঁর মনে খুব [illegible] হয় তো মানুষ নয়—লক্ষ্মী [illegible] কথা কাকে বড় কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।

এই রকম ভাবে গেরস্থর মত ঘরসংসার করতে করতে কতকগুলি পরে, নিমাইয়ের মনে বঙ্গদেশ দেখতে বড় ইচ্ছে হোলো। শচীদেবীকে বল্লেন মা। আমি কিছুদিন প্রবাস করতে যাব।

শচী। কোথায় যাবে বাবা?

নি। মা, আমি বঙ্গদেশ দেখতে যাব।

শচী। কখন বিদেশে যাওনি, পথে বড় কষ্ট পাবে যে?

নি। না মা, আমার কিছু কষ্ট হবে না। তোমরা সাবধানে থেকো—দেশটে আমি ইচ্ছে হয়েছে।

লক্ষ্মীকে বল্লে আমি প্রবাসে যাচ্ছি, খুব সাবধানে থাকবে, আর মায়ের সেবা করবে। [illegible] তোমার ত কোন [illegible] কষ্ট [illegible] করে দিচ্ছি দেখো। [illegible] কথা বলে রাখলো—[illegible] ছাত্র নিয়ে [illegible] আনন্দে বঙ্গদেশ দেখবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো।

নিমাই খুব [illegible], [illegible] সবাই [illegible] নিমাইকে।

[illegible]

[illegible] পত্র

[illegible] শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]

[illegible] গোস্বামী [illegible] শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ [illegible] প্রভুর [illegible] পুত্র ও প্রাণের [illegible] শ্রীশ্রীগৌর- [illegible] শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] শ্রীমন্নিত্যানন্দ [illegible] সুযোগ প্রদান [illegible] স্বামীর [illegible] মহাপ্রসাদ [illegible] স্বামীর [illegible] শিক্ষিত ও [illegible] যোগদান- [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রবণ [illegible] নিত্যানন্দের পার্থক্য [illegible] করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের মনো- [illegible] শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু [illegible] এবং প্রচারিত শ্রীহরি-কীর্ত্তনই যুগধর্ম [illegible] সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম। অন্য [illegible] দ্বারা কলিযুগে অন্য- [illegible] জীবের পারমার্থিক মঙ্গল [illegible] পারে না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ব্যতিরেকে কলিযুগের [illegible] হইতে পারে না।

[illegible] ছোট বড় [illegible] কেহ বলে এমন [illegible] [illegible] কোটী [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible]

শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] সেবা [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] হইবে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] সর্ব্বতোভাবে [illegible] জীবের [illegible] লাভ হইতে পারে। এই [illegible] হইতে উদ্ধার পাইবার [illegible] উপায় নাই। শ্রীনিত্যানন্দের সেবক- [illegible] জীবের নিত্যা- [illegible] আচণ্ডালে নিত্যানন্দ প্রভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অকিঞ্চন ভক্তগণের একমাত্র [illegible] অপরের এই শক্তি নাই। [illegible] সেবক নিত্যানন্দের সন্ধান পাইতে পারেন না। যাঁহারা নিত্যানন্দ ও [illegible] পার্থক্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্যানন্দসেবার চমৎকারিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। নিত্যানন্দের সেবকগণের সম্পূর্ণ আনুগত্যে নিত্যানন্দের সেবার প্রবৃত্ত হইলে কলিহত জীবের নিত্য আনন্দ, নিত্য কল্যাণ বাক্যের সত্য- [illegible] উপলব্ধি হয়। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন- নিত্যানন্দ। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা অনর্থযুক্ত জীবের অজ্ঞানান্ধকার অপ- নোদনপূর্ব্বক তাহাকে নিরপরাধে নিত্যা- নন্দের সেবার অধিকার প্রদান করেন। যেদিন জগতের সর্ব্বসাধারণ শ্রীমন্নিত্যা- নন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভক্তগণের আনুগত্যে নিত্যানন্দের সেবার কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইবেন, সেই দিনই জগতের প্রকৃত শুভদিন উদিত হইবে। নতুবা [illegible] ব্যবস্থাদ্বারা ত্রিতাপ দূর না হইয়া উত্তরোত্তর প্রবলবেগে বৃদ্ধি লাভ করিবে। একমাত্র নিত্যানন্দের উপলব্ধি দ্বারা জগতের যাবতীয় অভাব প্রকৃত পূরণ হইবে। হরিকথায় দুর্ভিক্ষই সকল দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত উৎকলদেশে হরিকথা প্রচারদ্বারা গৌর- প্রকট-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠের সেবকগণ এবং তাঁহাদের মুখস্বরূপ শ্রীমন্নীলা-প্রকাশ শ্রীশ্রীজগন্নাথ সমগ্র উড়িষ্যার সর্ব্বজনমঙ্গলের আবাহনের জন্য প্রকৃষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ইহার দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত সন্ন্যাসলীলার ক্ষেত্রবাসিগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং তাঁহার ঐকান্তিক সেবকগণের কৃপায় অচিরেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী (এম্, এ)

ভক্তি সুধাকর।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি- প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও গোস্বামী শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের গত [illegible] ফেব্রু- য়ারী [illegible] পদার্পণ পূর্ব্বক তথাকার স্বনামধন্য ডাক্তার ও খ্যাতনামা ব্যক্তি- সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিত্যেশ্বর মজুমদার এম, এম, এস, মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করেন। উক্ত ডাক্তার বাবু ও কাঁটালপাড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহা- শয়ের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহে ভাট- পাড়া গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের অবসর- প্রাপ্ত হেড-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় 'মহেন্দ্র হাই স্কুলে' একটী মহতী-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় স্বামিজী মহারাজ জীবমাত্রেরই দেহাত্মবুদ্ধি-প্রসূত বিদ্যা-ধন- কুলাদির অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া ভগবদ্ভজনের একান্ত কর্ত্তব্যতা- সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল-ব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রবীণ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৯০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। তিনি পরলোকগত সাহিত্য- সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ভাটপাড়া- মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ার ম্যান স্বর্গ বাহাদুর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত বার্দ্ধক্যবশতঃ বহুক্ষণ চেয়ারে বসিয়া থাকিতে অসমর্থ হওয়ায় ১ ঘণ্টা পরে ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুত রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন মহা- শয়কে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন প্রদান করা হয়। তর্করত্ন মহাশয়ও ৭২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। ইঁহার ১২০০০ শিষ্য আছে। ইনি ভক্তি উত্তর সভাপতিত্বে স্বামিজীর সুদার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণে বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করেন এবং স্বামিজীকে বহু প্রশংসা করেন।

স্বামিজী গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কাঁটাল- পাড়ায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বড় বৌল গ্রাম প্রমুখ স্থানে গত ২৫।২৬।২৭ ও ২৮।২।২৯ তারিখের দুইটী মঙ্গল-সভায় অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় "ভগবদ্ভক্তির প্রয়ো- জনীয়তা, জীবের স্বরূপই ভগবদ্দাস বা ভক্তি, কৃষ্ণভক্তিই বেদের প্রতিজ্ঞা, সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে হরিবিধনাম- [illegible] সহিত বর্জ্জনপূর্ব্বক যোগ্যতায় বক্তৃতা প্রভৃতি মহামন্ত্র নামসঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র [illegible] পূর্ণ, শুদ্ধ নামকীর্ত্তন [illegible] করে, শ্রীনাম সাধ্য হইতে, অভি- ধেয়, শ্রীনামই উপায় ও উপেয় বা সাধ্য [illegible] অভিষিক্ত হওয়া পর্য্যন্ত সেই নামে রতি হইতে পারে না" ইত্যাদি বিষয় আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া [illegible] শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করেন। বাঁকুড়া জেলার সর্ব্বত্রই এরূপ সভাসমিতি করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সভা-সমিতি ও সেবাকার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] মাড়োয়ারী, জয়দয়াল মাড়ো- য়ারী, অন্নদা-প্রসাদ দত্ত, গোপীনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ সোম এবং কেদারনাথ পাল (ইন্সপেক্টর বাঁকুড়া জজকোর্ট) প্রভৃতি ভক্তগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়া ধর্ম্মশালায় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ভাগবতভূষণ ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ দত্ত মহাশয় বাঁকুড়ায় যাহাতে শুদ্ধভক্তিপ্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই সকল ভক্তগণকে আগামী পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

নানা কথা

পাবনা জিলা হিন্দু সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

গত শনিবার ও রবিবার শীতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্রের সভা- পতিত্বে বনগ্রামীতে পাবনা জেলা হিন্দু সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমেই পরলোকগত লালা লাজপত রায়, পীযুষ কান্তি ঘোষ ও তারাপদ ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরে একে একে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:— (১) বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে হইবে, (২) জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকেই একীভূত করিতে হইবে, (৩) অস্পৃশ্যতা তুলিয়া দিতে হইবে। বিশেষতঃ যে কোনও হিন্দুর স্পৃষ্ট জল উচ্চতম হিন্দু- কেও গ্রহণ করিতে হইবে (?) (৪) শুদ্ধি প্রথার প্রচলন করিতে হইবে (৫) যে কোনও হিন্দুকে অন্য কোনও হিন্দুর, শব বহন করিতে দেওয়া হইবে (৬) ধোপা, নাপিত, মালী ও নমঃশূদ্র যদি একে অন্যের কাজ করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাহা- দিগকে সামাজিকভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।

ছাত্রকে বেত্রাঘাতে বিপত্তি

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

কোনও ছাত্রকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিয়া জখম করিবার অভিযোগে ঢাকা জিলার কোনও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত ছাত্রের অভিভাবকের সহিত উক্ত শিক্ষকের সদ্ভাব না থাকায় শেষোক্ত ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ ছাত্রকে নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করেন; ফলে তাহার শরীরের নানাস্থান জখম হয় এবং তাহার ১০৩ ডিগ্রী জ্বর হয়। "বহরের" [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হইবার জন্য আসামীর প্রতি সমন জারি করেন, কিন্তু তিনি শেষোক্ত ব্যক্তির আবেদনে মানিকগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরণ করেন। প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীকে কোনও নোটিশ না দিয়া তাঁহার অসাক্ষাতে আসামীকে খালাস প্রদান করেন। আপীলে ঢাকার দায়রা জজ উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ফরিয়াদী পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। তদনুসারে বিচারপতি [illegible] ও গ্রেহাম এক রুল জারি করেন। রুলটির বিচার উহার এক দফা শুনানীর পর বিচারপতিদ্বয় ব্যাপারটি গুরুতর বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে, ঘটনার তদন্ত করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়াছেন। তদন্তের পর রুল সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত হইবে। মিঃ এস, সি, তালুকদার, মিঃ সুবোধচন্দ্র রায় চৌধুরীর সহিত আবেদনকারীর পক্ষ এবং মিঃ জ্যোতিষচন্দ্র গুহ প্রধান শিক্ষকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। —দৈনিকবসুমতী

তহবিল তছরূপ
বাদীর মহানুভবতা

মিঃ এড, মেয়েস নামক জনৈক ব্যবসায়ীর গোয়ালাবাগস্থিত ম্যানেজার মিঃ এডওয়ার্ড ষ্টেবেল ৫০১২ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল বলিয়া শিয়ালদহ পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে দাশগুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামী বাদীকে এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে ক্রমে ক্রমে টাকা গুলি পরিশোধ করিবে; বাদী সেই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২ বৎসরের জন্য জামীন মুচলিকায় আবদ্ধ করিয়াই ছাড়িয়া দেন।

চেকবাজী প্রতারণা

২ জন আসামী জামীনে খালাস

[illegible] কতকগুলি কাগজকে জাল করিবার অভিযোগে, ২ ব্যক্তিকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার তাহাদিগকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। ঐ দিন আরও এক আসামী আদালতে হাজির হয় এবং আর এক আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বিনয়ভূষণ ঘোষের দল এবং আরও ৩ ব্যক্তি লিপটন কোম্পানী হইতে ১৭ শত ২ টাকা ৮ আনা, মাজদা কোম্পানী হইতে ৩ হাজার ৯ শত ৪, টাকা এবং নর্থওয়েষ্ট সোপ কোম্পানী হইতে ১ এক হাজার ৫০ টাকার সাবান ক্রয় করিয়া উহাদের মূল্য স্বরূপ যুনিয়ন ব্যাঙ্ক, মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর চেক দেয়। কিন্তু উক্ত ব্যাঙ্কসমূহে চেক দাখিল করা হইলে অগ্রাহ্য করা হয়।

আগামী ৫ই মার্চ্চ মামলার তারিখ ধার্য্য হইয়াছে।

ব্যাঙ্গালোর হাঙ্গামার অবসান

ব্যাঙ্গালোর সংবাদে প্রকাশ, কয়েক জন মন্দ প্রকৃতির লোক মিথ্যা ভীতি সৃজন ও বিস্তার করায় বহু হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। নিরপরাধ পথিক ও সন্ন্যাসিগণ আহত হয়েন। ঐ সকল ব্যক্তি ধৃত হওয়ায় ও পুলিসের পাহারায় এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ ও সহরের প্রধান ব্যক্তিগণের চেষ্টায় ফলে বালক-অপহরণ-আতঙ্ক ও ভীতি দূরীভূত হইয়াছে। বালকগণ যথারীতি বিদ্যালয়ে গমন করিতেছে এবং কৃষকগণ আপনাপন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছে। প্রকাশ, ১৭ জন মন্দ প্রকৃতির লোক পুলিসের পরিদর্শনাধীনে আছে। সহরে পুলিস-পাহারা চলিতেছে।

বালকের সৎসাহস
মৃত্যুগ্রাস হইতে মহিলাকে রক্ষা

কুমিল্লা জিলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষের বয়স্কা ভগিনী তাঁহার বাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন, ইত্যোমধ্যে উক্ত জিলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ গৌরগোপাল নাথ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছে।

[illegible] পুলিস [illegible]
[illegible]দিগের জন্য [illegible]

[illegible] করিয়াছেন, [illegible] মিউনিসিপ্যালিটীর [illegible] এক জন ইন্‌স্পেক্টর, [illegible] জন প্রধান কনষ্টেবল [illegible] নিযুক্ত করিয়া ঐ স্থানের পুলিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়াছে। [illegible] পুলিস কর্মচারী উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে অবস্থান করিবেন এবং সেই স্থানের অধিবাসিগণ উহার ব্যয়ভার বহন করিবেন। ১লা মার্চ্চ হইতে [illegible] মাস কাল এই আদেশ প্রবল থাকিবে।

মোটর দুর্ঘটনা

সম্প্রতি হাওড়া ডোমজুড়ে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। মোটর খানিতে জনৈক মহিলা ও তাহার সন্তানাদি ছিল। মোটরখানি পথিপার্শ্বস্থিত নর্দ্দমায় পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের কতিপয় প্রতিনিধিকে লইয়া সন্ন কে, আর, রেড্ডী বিচার, রাজস্ব, শ্রম, ডাক ও টেলিগ্রাফ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতীয়গণের কতকগুলি অভাব-অভিযোগের বিষয় নিবেদন করাই উহাদিগের উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য ছিল। সচিবগণ এই প্রতিনিধিদিগকে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে পরে প্রত্যুত্তর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

প্রায় ২ শত মাতোয়ারী গ্রেপ্তার

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এণ্ডোজে, [illegible] পুলিস প্রায় ২ শত মাতোয়ারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, [illegible] সম্পর্কে জুয়া খেলার অপরাধে পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কে এই অঞ্চলে খুবই চাঞ্চল্য ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৯২৯ সালের দারুণ শীত

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তুষার ঝঞ্ঝা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভীষণ শৈত্যাধিক্য হেতু ১৯২৯ সালের দারুণ শীতের সর্ব্বশেষ [illegible] সংবাদ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] ফলে নিহতের সংখ্যা [illegible]। [illegible] ৩১ ডিগ্রি [illegible]

আনন্দবাজার সম্পাদক [illegible]
গ্রেপ্তার

[illegible] জামীনে মুক্ত

গত ২৩শে ডিসেম্বর [illegible] [illegible] কংগ্রেসে [illegible] "বাঙ্গালার বাণী-[illegible]" [illegible] "পূর্ণ" [illegible] এবং [illegible] হইয়াছিল। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুলিস সেই প্রবন্ধ সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে আনন্দবাজার সম্পাদক ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস আনন্দবাজার অফিসে খানাতল্লাস করিয়া একখণ্ড কাগজও লইয়া গিয়াছে।

সম্পাদককে হাজার টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫ই মার্চ্চ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার বিচার আরম্ভ হইবার কথা।

নূতন হাইকোর্টের জজ

এলাহাবাদের দায়রা জজ খাঁবাহাদুর মহম্মদ আবদুল সামাদ এম, এ, হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সোমবার তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ড যাত্রা

নবাব সূর্য্য জঙ্গ বাহাদুরের দুই পুত্র গত ২রা মার্চ্চ ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। কনিষ্ঠটি ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন, জ্যেষ্ঠ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন।

বিমান দুর্ঘটনা

বেঙ্গলস্থিত প্রধান ফরাসী [illegible] এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছেন যে, [illegible] ও লেফার্ড নামক ফরাসী বৈমানিক [illegible] যে বিমানে [illegible] [illegible] হইতে ১৫০ মাইল দূরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ... যোগ্য ... [illegible]

... না, কি, নিজের করিয়া অন্তরের ছাপ ছুটাইয়াছেন ... [illegible] ... মানুষ অনবরত পুরাণের বিচার না করিয়াই আদালতে ছাটিয়া যাইতেছে, কিছুদিন পরে সব মিটিয়া গেলেও বা লাভ লোকসান বিচার করিলে সেটা ছাড়িয়া আর একটী হুজুগে এমত হইতেছে। হুজুগে মাতার দল এমনি করিয়াই ধর্ম্ম ও মানবজীবনের মহামূল্য দিনগুলি বৃথা কাটাইয়া দিতেছে।

মানব, তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র বুদ্ধিটিকে 'বৃহৎ' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? তুমি তোমার বুদ্ধিবৃত্তির '*experiment*' (পরীক্ষা) করিতে গিয়া যে জগতের কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছ, তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবে না? তুমি যাহাকে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা যে সকলের পক্ষেই ভাল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তদ্বিষয়ে কি কিছু নিশ্চয়তা পাইয়াছ? কুলাঙ্গার পিতামাতা পুত্রের রোগ-মুক্তি-কামনায় ব্রহ্মচারিণী মহামায়ার নিকট মানস করিয়া থাকেন—"মা, আমার ছেলের অসুখ সারিলে, তোমায় আধখানা পাঁঠা দিয়া পূজা দিব।" এস্থলে মাতাপিতার 'ভাল' বিচারের সহিত কি ঐ নিরীহ ছাগের বিচার এক হইবে? সে ত' "মা, আমায় রক্ষা কর" বলিয়া অব্যক্ত অস্ফুটস্বরে পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া থাকে। সুতরাং নিজের অপক্ক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে গিয়া কেন জগতের অনিষ্ট সাধন করিবে মানব? যে বিচারে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল বিদ্যমান, সেই বিচারেই অভিজ্ঞতা লাভের [illegible] আমাদের ত্রিকালদর্শী [illegible] মহাজনগণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন কর। তাঁহারা [illegible] পন্থাতেই জীবের সকল দুঃখ দূরীভূত [illegible] পদারবিন্দে [illegible] সুখী হইবে, তবে [illegible]

[illegible]ত্যাগ

সঙ্গ দুই প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুই প্রকার—অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎসংসর্গ। আসক্তিও দুই প্রকার অর্থাৎ সংসারাসক্তি ও বিষয়াসক্তি। যে সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন সহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। অসৎসঙ্গ থাকিলে জীবের সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—বিষয়ের ভাবনা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে অনুরাগ জন্মে, অনুরাগ হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্যতা, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

এই ভগবদ্বাক্য সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিবিড় সঙ্গ করেন, তাহা হইলে অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি [illegible] হইতে থাকিবে। ক্রমেই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, তখনই সর্ব্বনাশের [illegible] হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিন্ময়। আবদ্ধ হইয়া অবিদ্যাযোগে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের মায়াসংসর্গ হয় না, সে অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎসম্বন্ধই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব জড়াবস্থায় জীবের যে নিত্যসঙ্গ, তাহা [illegible]। মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যাসঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত সংসর্গ, যোষিৎসংসর্গ, সংসারাসক্তি ও বিষয়াসক্তি—এ সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসম্বন্ধই জীবের সজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসম্বন্ধই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। [illegible] বিজাতীয় [illegible] অন্বেষণে সাধক মাত্রেরই যত্নের সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

ভজনই জীবমাত্রের একমাত্র স্বার্থ। সেই স্বার্থ অনুসন্ধানে তৎপর হও। নিজ নিজ মনগড়া পথ ত্যাগ কর। অমল পুরাণ প্রমাণশিরোমণি ভাগবত-বাক্যই তোমাদের একমাত্র অবলম্বন হউক। তবেই তোমরা সত্য সত্য [illegible] দূর করিতে পারিবে নতুবা তোমাদের দ্বারা জগতের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। মহাজনপ্রদর্শিত পন্থানিচয় অনুসরণ (অনুকরণ নহে) করিয়া অপরকে সেই পন্থায় লইয়া যাও, তবেই জগতের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। নতুবা তোমার ভালবিচারে তোমার নিজেরই [illegible] থাক, অপরকে [illegible] করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না।

কে?

যাঁহারা পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির অনুগত নহেন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নন, তিনি মনে করেন যে, আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু, জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের [illegible] এবং জ্ঞানবলে [illegible]। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। যাহাতে যে সাযুজ্যমুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না, ইহাই জ্ঞানবাদীর ঘোর চেষ্টা।

আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তিবলে সমস্ত লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ভগবানের প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না; সুতরাং জ্ঞানীমাত্রেই অভক্ত। যদিও কেহ কেহ জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তাঁহারা [illegible] সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্যভক্তি বা ভগবানের আনুগত্যের কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটী [illegible] করেন, তাঁহাদের [illegible] এই লক্ষণ, তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের [illegible] লাভ করেন। কৃষ্ণভক্তিবিনে তাঁহাদের শুদ্ধবুদ্ধির উদয় হয় না। শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটি সাধন ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবাদ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না।

কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন, তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নাম ভক্তি। যে কর্ম্মে প্রাকৃত ফল বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, সে কর্ম্ম ভক্তিবিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না, যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য এই যে, কোন প্রকারে প্রাকৃত সুখ লাভ হয়। স্বর্গাদি কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে। অতএব কর্ম্মিগণকে অভক্ত বলা যায়।

দুস্তর মায়া অতিক্রমের উপায়

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কোন সময় বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে মহর্ষিগণ! অনাত্মবিজ্ঞ লোকসকল এই ঐশ্বরী দুস্তর বিষ্ণুমায়া কিরূপে সহসা উত্তীর্ণ হইতে পারে? তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম বলিতে লাগিলেন,—

হে রাজন্! স্ত্রী পুরুষাদি-সঙ্গকামী ব্যক্তি ত্রিতাপদুঃখ নিবারণ ও সুখপ্রাপ্তি লাভের নিমিত্ত কর্মাচরণকারী এবং বিপরীতাচারী লোকদিগের কর্মফলের ভীষণ পরিণাম সন্দর্শন করিবেন। অর্থ, ভূমি, গৃহ, অপত্য, বন্ধু ও পশ্বাদি অনিত্য নশ্বর জড় বস্তুনাম হইতে মানুষ কি কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? এই সমস্ত নশ্বর বস্তুতে আসক্ত হইয়া জড় প্রাণী নানা যোনি-ভ্রমণে বিবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগের অধিকারী হয়।

এই দুর্লভ মানুষ-দেহ পাইলেও পারমার্থ-রূপ সম্পদের নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বেদতাৎপর্যজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুসমীপে কায়মনোবাক্যে যত্ন পূর্বক শরণাগত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি যাহাতে পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ আত্মবুদ্ধি-দ্বারা তদীয় অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করিবেন। প্রথমতঃ সর্বতোভাবে যাহাতে জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধু মানুষকে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ-যত্নবান হওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। পরে বাহ্যান্তর শৌচ, স্বধর্মাচরণ, ক্ষমা, মৌনভাব, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা ও শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি সহন শিক্ষা করিবেন,

যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্মের ফল বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্ত বলা হয়। বহুদেবপূজকগণের অনন্য শরণাগতি না থাকায়, তাঁহারাও অভক্ত শ্রেণীভুক্ত।

যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্‌বহির্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্ত লোকের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বুদ্ধি নাশ হয়।" অতএব ভগবদ্ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

কুতর্ক

জগতে কোন এক বিষয়ে সকলেরই সমান রুচি দেখা যায় না। একজন যে বিষয়টীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, অপরে সে বিষয়কে আদৌ পছন্দ করে না। বিভিন্ন-রুচি লোক নিয়ে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। কিন্তু 'প্রীতি' সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদাকার হস্তী পর্যন্ত এ বিষয়ের সন্ধান করিতেছে—প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবের ত' কথাই নাই। মায়া মুনিবার 'প্রীতি'র সুধা জগদ্বাসীর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিরাজিত।

অতিবিষয়ে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ কৌশল দৃষ্ট হয়। সেই কৌশল বুঝিয়া উঠা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। একদিকে যেমন সর্বত্র-প্রকাশক আলোক, অন্যদিকে আবার সর্বনাশক অন্ধকার; একদিকে লাভ, অন্যদিকে ক্ষতি, একদিকে আশা, বিপরীত দিকে নিরাশা। এই নিয়মে,

আপনার ও ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অভিমান শূন্য হইবেন এবং বল্কল, শুচি বস্ত্রাদি পরিধান ও যে কোন প্রকারে সন্তোষ শিক্ষা করিবেন।

সেই শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্রে অনিন্দা, মন, বাক্য ও কর্মের নিয়ম, সত্য এবং শম-দমাদি শিক্ষা করা প্রয়োজন। তিনি অদ্ভুতকর্মা ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম ও গুণসকলের শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে অখিল কায়িক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। নিষ্কপট, সতত কৃষ্ণ-ভজনপরায়ণ, ভক্তজনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে সদাচার শিক্ষা করত আপনার প্রিয়বস্তু, দারা, গৃহ, পুত্র, প্রাণ—এ সমুদয়ই পরমেশ্বরে নিবেদন করাই তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু। নিজে সতত নিখিল পাপহরণকারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিবেন ও অন্যকে স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সাধনভক্তি প্রেমভক্তিদ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করিবেন।

কখনও কৃষ্ণচিন্তায় তিনি রোদন করিবেন, কখন হাস্য করিবেন, কখনও আনন্দিত হইবেন, কখন অলৌকিক বাক্য বলিবেন, কখন নৃত্য, কখন গীত, কখন কৃষ্ণানুশীলন, কখন বা নিবৃত্ত হইয়া মৌনাবলম্বন করিবেন। হে রাজন! এইরূপ ভাগবতধর্ম শিক্ষালাভ করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত হইলে দুস্তর মায়াকে অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারা যায়।

প্রীতি ... [illegible] ... তাহা [illegible]।

... [illegible] ... সর্বদা ... [illegible] ... না; ... [illegible] ... শ্রীতি ... [illegible] ... বিষয়ক ... [illegible] ... হইতেছে। ... প্রীতি ... [illegible] ... সর্বজীবই ... [illegible] ... সেই প্রীতি লাভ করিতে হইলে শ্রোতই তাহার মূল সহায়।" শ্রোতকে আশ্রয় না করিয়া কেহই প্রীতিকে উপলব্ধ করিতে পারে না।

প্রীতি অভিলাষ জীবকুল সর্ব ভাবে থাকিতে পারে না। ... [illegible] ... এইরূপে সজীব সর্ব লাভ করিয়া গৃহ, সমাজ ও দেশ গঠন করে। কিন্তু যে গৃহ, যে সমাজে বা যে দেশে গৃহস্থ, সামাজিক বা দেশবাসিগণ যে প্রীতির বশে একত্র বসবাস করে, সেই গৃহে, সমাজে এবং দেশে পরস্পর মিলিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই শ্রোতের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বিবাদ চিত্র বুদ্ধিমান জনগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে পলাইবার সুযোগ পাইতেছে না।

জগতে বিভিন্ন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিও বিভিন্ন। এইরূপ বহুভাবের ব্যক্তিগণকে শাস্ত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত।

যাহারা দেহ, মন ও সমাজেই সুখের সন্ধান করেন, কিন্তু একেবারে যথেচ্ছাচারী হন না তাঁহারা কর্মী। তাঁহারা দেখেন যে সংযম ও নিয়মিতভাবে বিষয়ভোগ না করিলে ভোগসামর্থ্য ও ভোগকাল অল্পস্থায়ী হয়। তাই তাঁহারা, তৎপর হইয়া ভোগকার্যে রত। জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ভোগ, ব্যতীত অন্য কথা তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। তাহারা নিজে যে মন্ত্র দীক্ষিত, যে শিক্ষায় শিক্ষিত, সেই মন্ত্র ও সেই শিক্ষা সকলকে দিবার জন্য উন্মত্ত। তাহাদিগকে ভোগের চশমা পরিয়া দেখিলে খুব ভাল লোক, দেশপূজিত, দেশমান্য বলিয়া বোধ হয়, এবং আমাদের ন্যায় ভোগিকুলের ... [illegible] ... তাঁহারা ... [illegible] ... চশমা দেখিতে গেলে বিপরীত হইয়া যায়। তখন দেখা যায় যে, ইহারা ... [illegible] ... আচরণ করেন না। ... [illegible] ... অনুশীলন করিতেছেন। ... [illegible] ... বলেন যে, জীব-হিংসা ... [illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...তাহার আবরণ মত মলিন। ... সেই ... বিচার করিতে পারিলাম।

আমাদের ... এই যে, ... লিপিবদ্ধ আছে। ... মায়াপ্রকাশ ... ধর্ম ও জ্ঞানের ... সেই সাধনের একমাত্র প্রমাণ ও নিদর্শন; তাঁহাতে ... ভক্তিশিক্ষা হইতে পৃথক পৃথক মত প্রচারিত হইয়াছে।

... করিলেন,—হে পূর্ণতম! ... গোবিন্দমূর্তি ... নিজ নিজ রুচি অনুসারে জীবের ... সেব্য বলিয়া ... কেহ বলেন, ... প্রেম, কেহ ... বলেন, ... কেহ বলেন ... প্রেম। কেহ বলেন ... প্রেম ... কেহ বলেন ... প্রেম ... কেহ বলেন ... প্রেম, কেহ ... প্রেম ... বলেন ... প্রেম।

এই সকল লোকের ... অর্থাৎ ... [illegible]

[illegible]

বৈষ্ণব-নিন্দকের গতি

[illegible] ... নিন্দা করি ... নিন্দুকদিগের ... পতিত ... যে নিন্দা করে ... বৈষ্ণবকে ... সেই বৈষ্ণবের ... ও বৈষ্ণব-দর্শনে যে ... এই ... পুরাণাদি ... লিখিত আছে,—কে ... প্রতি উপহাস করিলে ... ধর্ম, কীর্তি ও সন্ততি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবগণকে প্রপীড়িত করিলে ... পুণ্য ক্ষয় হয়।

... লিখিত আছে যে, মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাবাক্য ... শ্রবণ ... যেই ... বিদীর্ণ ... জন্ম ... ভগবান্ হরি বৈষ্ণবাপমান-কারীর প্রতি প্রসন্ন হন না। কেহ যদি ... বৈষ্ণবের নিন্দা শুনিয়া ... হইতে ... না করে, তবে তাহাকেও ... হইয়া নিরয়ে পতিত হইতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।৪।১৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে,—কোন দুর্দান্ত ব্যক্তি ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে ... যদি তাহার সেই নিন্দককে দমিতে কিম্বা বধ করিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্বক প্রভুর ... সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য, আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের ... জিহ্বাকে বলপূর্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং ... প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাই একমাত্র ...।

শ্রীল ... লিখিয়াছেন,—কেবল যে বৈষ্ণবনিন্দা কারিজন দোষী, তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণব নিন্দা শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ

আমাকে ... গণ্ডিয়না, ... তাঁহাদের পক্ষে ...। আমাতে ... তাঁহারা ... পদ, ... এবং ... যোগ দিয়াছে; ... না, কেবল ...

... আছে,—... প্রতি ... করিয়া যিনি স্থান ... করেন না, সেই ব্যক্তিও ... অসংস্কৃত হন। সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া অসমর্থের পক্ষে বিধান আছে। সমর্থ ... নিন্দাকারীর ... ছেদন, ... কর্তব্য; আবার ... অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।

... লিখিয়াছেন,—

পুণ্যশালী ... যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
... কহে ...॥
ইহা না মানিয়া যে জন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুম্ভীপাক কোন্ তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম যাতনায় পাত্র॥
চৌরাশি সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥

নানা কথা

ভূমি দখলে দাঙ্গা

দাঙ্গা ও অনধিকার ... অভিযোগে ... প্রভৃতি ... ৯ জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল আলিপুরের অতি-রিক্ত-দায়রা জজ শ্রীযুক্ত এস, কে, ... এক জুরির সাহায্যে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ডায়মণ্ড হারবার পুলিশ থানার অধীন ... একখণ্ড ভূমির দখল সম্পর্কে ফরিয়াদী ... ও আসামী ... মধ্যে ... ২ দলে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফরিয়াদী কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া ধান্য রোপণ করিতেছিল, তৎকালে আসামীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে কয়েক ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। হাসপাতালে ... মৃত্যু হয়।

... সহিত একমত হইয়া ... ৩ জনকে ... ও অপর ৬ জনকে ... সশ্রম কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ৩ জন আসামী মুক্তি পাইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

... নামক স্থানে বাজারে আগুন লাগিয়া ৩৭ খানি দোকান ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকার উপর। কোন প্রাণহানি হয় নাই।

চরণ সামন্ত

রায়সাহেব উপাধি-ভূষিত

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, ... সহরের ... ভিক্টোরিয়া ... শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সামন্ত মহাশয় সম্প্রতি 'রায়সাহেব' উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ লোকপ্রিয়, মধুরভাষী, অমায়িক ... পরিশ্রমী, সত্যানুরাগী, সরকারী কার্য বিষয়ে তাঁহার যেরূপ ... দক্ষতা আছে, তাহাতে তিনি এবৎসর 'রায়সাহেব' হইলেন, আগামী বৎসরেই ... 'রায় বাহাদুর' উপাধি-বিভূষিত হইয়া ... আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

... অপহৃত অলঙ্কারের সন্ধান

চোর গ্রেপ্তার

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, প্রায় দুই সপ্তাহ কাল পূর্বে কুচ-বিহারের মহারাণীর ... হোটেলের ভবনে অবস্থানকালে তাঁহার (মহারাণীর) প্রায় দুই লক্ষ টাকার অল-ঙ্কার অপহৃত হয়। উক্ত অলঙ্কারের কতক-গুলি দিল্লীর বাজারে বিক্রয় হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া গত ... পুলিসের ডিপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সন্দেহজনক ব্যক্তি-গণের বাটীর ঠিকানা পুলিস কর্তৃক গোপনে সংগ্রহ করেন এবং রাত্রিকালে তিনি ... ও আবদুল ওয়াহিদ মহ-কর্মচারী তাহাদের বাটী খানাতল্লাসী করিয়া প্রায় ৮ হাজার টাকার মূল্যের অলঙ্কার প্রাপ্ত হন। এই সম্পর্কে ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিসের বিশ্বাস যে, তাহারা অপহৃত সমুদয় দ্রব্যের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে।

এই খানাতল্লাসীতে দিল্লীতে কয়েক বাটী হইতে অপহৃত অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে।

ডাকাতের কাণ্ড

সৈয়দ আকবর খান নামক জনৈক হিন্দুস্থানী মুসলমান ডাকাতি করিবার অভিযোগে আলিপুরের মহকুমা ম্যাজি-ষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল প্রকাশ, জনৈক চীনা কণ্ট্রাক্টর তাহার মজুরদিগের মাহিনা দেওয়ার জন্য ১২৫০ টাকা লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় আসামী তাহাকে ধাক্কা দিয়া টাকাগুলি লইয়া পলাইয়া পড়ে।

ডাকাতের ভীষণ দৌরাত্ম্য

ত্রিচিনাপল্লী হইতে আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি জনৈক কতিপয় দুর্বৃত্ত প্রথম শ্রেণীর এক জন যাত্রীর নিকট হইতে ৪২ হাজার টাকার হীরা প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, বাজকন চেট্টিয়ার নামক জনৈক হীরা ব্যবসায়ী ট্রেণের প্রথম শ্রেণীতে এরোদ হইতে ত্রিচিনাপল্লীতে যাইতেছিলেন। গাড়ী [illegible] কুলীতলাইর মধ্যবর্তী স্থানে আসিলে তিন জন লোক দস্যুর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় ছিলেন সেই কামরায় উঠেন। তার পর তাহার নিকট হইতে বলপূর্বক উপরি-উক্ত টাকার হীরা প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে তদন্ত হইতেছে।

ছেলেধরা আতঙ্ক

বাঁকুড়োর ছেলেধরা সন্দেহে কয়েকজন পথিকদিগকে ছেলেধরা মনে করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া পুলিশও মার খাইয়াছিল। এই অপরাধে কলকাতার জিজ্ঞাস ২২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে চালান দেওয়া হইয়াছে।

চুড়ী ছিনাইবার অভিযোগ

হাসারাণী নামী ৪ বৎসরের এক বালিকাকে মুখাদের বাঁশী দিবার প্রলোভনে বেলিয়াঘাটার এক বাগানে লইয়া গিয়া তাহার হাতের ৬ গাছা সোণার চুড়ী খুলিয়া লইবার অভিযোগে বেচা ওরফে শ্যামাচরণ শীল নামক এক ব্যক্তি শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

হাইকোর্টে খেয়া সম্পর্কে মামলা

আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জানকীনাথ সামন্ত প্রমুখ কতিপয় লোকের প্রতি এই মর্ম্মে এক ইনজাংশন দিয়াছিলেন যে, বর্তমানে যে স্থানে খেয়া রহিয়াছে, তাহার ১ মাইলের মধ্যে তাহারা আর কোন খেয়া রাখিতে পারিবে না। এই ভাবে পর পর ৩ বার তাহাদিগের প্রতি ইনজাংশনের হুকুম হওয়ায় তাহারা হাইকোর্টে এক আবেদন করিয়াছিল। ফলে তৎপূর্বে সেই সম্পর্কে এক রুল জারী হইয়াছিল। গত ১লা মার্চ্চ হাইকোর্টের বিচারপতি মেসার্স সুরাবর্দী ও গ্রেগরীর এজলাসে এই রুল সম্পর্কে শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় রুল খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

পল্লীসমাজ বিষয়ে

[illegible] পরিদর্শন

গত সোমবারে বোম্বাই এর ও লেডী [illegible] "[illegible]" [illegible] গমন করিয়া জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

লাট বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, শিক্ষা গ্রহণ করিবার শক্তি এবং নিজের ভাবে কার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি তাহাদের কর্মচারীদিগের বিশেষত্ব। তিনি আরও বলেন, সাধিকরূপে তাহাদিগকে বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করিতে হইবে এবং সেই উপলক্ষে তাঁহারা আংশিকভাবে নিজ দেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবেন। শিক্ষা কার্য্যে মনঃসংযোগ করা তাঁহাদিগের কর্তব্য। আলাকগানির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য তিনি বালকদিগকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন, ঐ কার্য্যের জন্য বালকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

বেত্রাঘাতে হেড মাষ্টারের বিপদ

জনৈক হেড মাষ্টার তাঁহার এক জন ছাত্রকে বেত্রাঘাত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা রুজু করা হইয়াছিল বিচারে নিম্ন আদালত তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলে এই সম্পর্কে হাইকোর্টে এক আবেদন করা হইয়াছিল। ফলে তৎপূর্বে এই সম্পর্কে এক রুল জারী হইয়াছিল। গত ১লা মার্চ্চ হাইকোর্টের বিচারপতি মেসার্স সুরাবর্দী ও গ্রেগরীর এজলাসে এই রুল সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর এই মর্ম্মে এক হুকুম দিয়াছেন যে, তিনি যেন ব্যাপারটার সম্যক তদন্ত করিয়া অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করেন। ফলে এখনও শেষ হুকুম মুলতুবী রহিয়াছে।

মানমন্দিরের উপর দোষারোপ

এবার কর্পোরেশন সভায় একটি বড় মর্ম্মস্পর্শী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। প্রশ্নটি এই—বহু বৎসরের পর এবার কলিকাতায় শীত পড়িয়াছে ও তাহাতে দেশের লোকের যথেষ্ট কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতীকারের জন্য কি মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়েরা এ প্রকার শীতাগমের পূর্ব্বাভাস দিয়া দেশবাসীকে সতর্ক করিতে পারেন না?

মেয়র বিভাগের সচিব গার জাফুরের কেবল এইমাত্র বলেন যে, নির্দ্দিষ্টরূপ সংবাদ দিবার অবস্থা উপস্থিত হইলেই সতর্কতাসূচক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

[illegible]

শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান, [illegible] হইতে [illegible]

[illegible] নবদ্বীপে [illegible] [illegible] পূর্ণিমা "[illegible]" [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হইবেন।

[illegible]

(যাত্রিগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন ব্যবসাদার কর্তৃক বঞ্চিত না হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীচৈতন্যমঠ, ঠাকুর [illegible] কাজির সমাধি-মন্দির (বহুপ্রাচীন ৪০০ বৎসরের প্রাচীন গোলক চাঁপাফুলের গাছ) প্রভৃতি ভক্ত্যুদ্দীপক স্থানসমূহ অতি অবশ্য দর্শন করেন। এই সকল স্থানে ঠাকুর-দর্শনে ভেট বা কোনরূপ প্রকার কোন অবরদস্তি নাই। সহর নবদ্বীপ হইতে হলোর্ঘ ঘাটের খেয়া পার হইয়া শ্রীমায়াপুরে যাইতে হয়, ইহার দূরত্ব বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ হইতে এক ক্রোশেরও কম। —নঃ প্রঃ সঃ)

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ প্রকোপ

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগের প্রকোপে বৃটেনে বহু লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

লণ্ডন নগরের সরকারী প্রধান চিকিৎসক বলেন, গত সপ্তাহে ঐ দুইটি রোগে নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে ৬৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহেও ৮২৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময়ে ১৪৫ জনের মাত্র প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। উক্ত চিকিৎসক বলেন, "এবারের ইতিহাসে ইহাকে মহামারীর সপ্তাহ" বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

বৃটেনের নানা স্থানে তুষারপাত হইতেছে। রাজপথসকল তুষারাকীর্ণ হইয়া দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে এবং যে সব স্থানে যানবাহনের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে।

তুষারপাত-হেতু নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে, তাহা ইংলণ্ডেই। আরও সংবাদ আসিয়াছে যে, গত এক সপ্তাহে [illegible] নগরের রাজপথের ১৫,২০০টি গ্যাস ও জলের পাইপ ফাটিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়াপুর [illegible]

[illegible]

[illegible]

বাঙ্গালীর কথা শুনিয়া অতিশয় গাঢ় হইয়া আমি শ্রীমায়াপুরে গেলাম। তখন তথায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দোৎসব হইতেছিল। তথাকার বৈষ্ণবগণের সেবার পারিপাট্য দর্শনে আমি এত সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, তাহা আমার বর্ণন করিতে পারি না। ঠাকুর দর্শনের পর প্রত্যেককে ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হয়, এবং তথায় মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রত্যেক যাত্রীকে অকাতরে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। এই উৎসব চারি দিন চলিয়াছে।

ত্রিশতি সন্ন্যাসিগণ যাত্রিদের পারমার্থিক উপকারের জন্য অনর্গল শ্রীশ্রীহরিকথা কীর্তন করিতেছিলেন। মহাপ্রসাদ সম্মানের সময় ও শ্রীহরিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতেছিল। [illegible]

—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

৬৩ বৎসরে এরূপ ঠাণ্ডা পড়ে নাই

কেরোসাফী সাহেব শেষ দিন পর্যন্ত শীতের প্রকোপ অধিক ছিল। [illegible] তুষারপাত কিছু [illegible] হয় [illegible]

[illegible] ব্যবস্থা [illegible] দেখিয়া স্থির হইয়াছে যে, এবারকার মত শীত গত ৬৩ বৎসরের মধ্যে কোন ফেব্রুয়ারী মাসে হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫শে ফাল্গুন, বুধবার, [illegible]১৩৩৪ ।

বৈরাগ্য

বিষয় ব্যাপারে বিশেষের নাম বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুকে বিষয় বলা যায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি জীবের ইন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ার্থ-ভোগ হইয়া থাকে। বদ্ধ জীবের দেহটী যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন বিষয় ভোগ তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বৈরাগ্য দ্বিবিধ,—শুষ্ক বা ফল্গু বৈরাগ্য এবং যুক্ত বৈরাগ্য। বিষয়কে অনর্থ জ্ঞানে তাহা নিবৃত্তি করিবার জন্য যে অস্বাভাবিক চেষ্টা, তাহাই শুষ্ক বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের লক্ষণ শ্রীরূপগোস্বামী রসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥

যাঁহারা জড়দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রয়াস করেন, তাঁহারা মুমুক্ষু। মুমুক্ষুগণ জড়, সুতরাং অনর্থক বলিয়া হরি সম্বন্ধীয় বস্তু পরিত্যাগ করেন। তাহারই নাম ফল্গু বা শুষ্ক বৈরাগ্য। উত্তম-প্রয়াসী ভক্তগণ তাদৃশ শুষ্কবৈরাগ্য স্বীকার করেন না। যেহেতু অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়নিবৃত্তি করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিসাধনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। দেহধারী জীবের বিষয়-চেষ্টা স্বাভাবিক। বহুপ্রয়াসে বিষয় নিবৃত্ত করিলেও প্রকৃতির গুণবশতঃ আবার সেই বিষয় ভোগ হইয়া পড়ে। অতএব ভগবদ্বাক্য, গীতায়—

ন দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং
কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ
প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

বিষয়কে পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না, যাবৎ বিষয় হইতে কোন শ্রেষ্ঠ রস জীব প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ বিষয়-তৃষ্ণা অনিবার্য্য। বহুকষ্টে বিষয় পরিত্যাগ করিলেও, মনে মনে বিষয় ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে
মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ
স উচ্যতে॥

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনে মনে বিষয় স্মরণ করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য
দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা
নিবর্ত্ততে॥

ইন্দ্রিয়গণের দৌর্ব্বল্যহেতু নিরাহারী বা সংযমী ব্যক্তির বিষয় ভোগের সামর্থ্য বিগত হয়, কিন্তু বিষয়তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হয়। কিন্তু যখন বিষয় রসাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম রস লাভ হয়, তখন সুখদুঃখপ্রদ জড়ীয় বিষয় আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য প্রয়াস করিতে হয় না। ভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু বিষয়কে বিষয় রূপে ভোগ না করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলন করেন। চক্ষু রূপ দেখিতে চায়, উত্তম শ্রীমূর্ত্তি বা বৈষ্ণবমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দর্শন করুক। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম যুক্ত বৈরাগ্য। অতএব যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ শ্রীরূপ এইরূপ করিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং
বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্ত ভাবে ভোগ করিয়াও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ দৃষ্টি করিলে যুক্ত বৈরাগ্য হয়। একেবারে বিষয় পরিত্যাগ করত, পরে একান্তভাবে ভগবদ্ভজনের পরামর্শ আকাশ-কুসুমবৎ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক
[illegible] দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত
হঞা॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-
ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায়
করিবেন উদ্ধার॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করত সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনিই উপস্থিত হয়, যথা ভাগবতে,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ
প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ
যদহৈতুকম্॥

ভক্তজন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি অবশ্য বৈরাগ্য প্রকাশ করেন, তাহা না করিলে ভক্তিসাধনে উন্নতি করা যায় না। বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ, অতি ভোজন, অতি নিদ্রা প্রভৃতি ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্যগুলি তাঁহারা অতি যত্নে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবে জ্ঞান বা বৈরাগ্য চর্চ্চা করেন না। যেহেতু শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা এই—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম-নিয়মাদি বুলে
কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, শুষ্কজ্ঞান কর্ম্ম বৈরাগ্য-চর্চ্চা পরিত্যাগ করত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন কর। অনুশীলন যাহাতে বিশুদ্ধরূপে হয় তাহার প্রতি যত্ন কর। ভক্তি অনুশীলন বিরোধী সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি-অনুকূল বিষয়গুলি অঙ্গীকার কর। ক্রমে যখন হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইবে, তখন অহিংসা, যম, নিয়ম প্রভৃতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অঙ্গগুলি আপনিই উপস্থিত হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন, তখন শুষ্কবৈরাগ্য বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া যুক্ত বৈরাগ্য আচার প্রচারে আজ্ঞা দিলেন। যথা, চরিতামৃতে,—

যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥
মধ্য, ২৩পঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুষ্কবৈরাগ্যের প্রতি কিরূপ অনাদর প্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা তদীয় শ্রীচরিত্রাবলম্বনে একটু আলোচনা করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলে নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ প্রভুর শ্রীচরণে উপনীত হইতে লাগিলেন। একদিন শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কহিলেন—"ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনকার দর্শনার্থে আসিয়াছেন, যদি আজ্ঞা হয়, তাঁহাকে এই স্থানে আনা হয়।" প্রভু কহিলেন, "তিনি আমার গুরু সদৃশ পূজনীয়, অতএব আমিই তাঁহার নিকট যাইব।" শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু—

"ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইল অপার॥
দেখিয়া ত ছল করি যেন দেখি নাই।"

প্রভু ভারতীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীভারতী গোসাঞি কোথায় আছেন?" মুকুন্দ ভারতীকে দেখাইয়া দিলেন। পরম রসিক শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান—অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেন পরিবেন চাম॥"
(শ্রীচৈঃ, চঃ,)

শ্রীগৌরাঙ্গের বাক্য শ্রবণে ভারতী বড় লজ্জা পাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার এই চর্ম্মাম্বর প্রভুর ভাল বোধ হইতেছে না—

ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥
(চরিতামৃত)

সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভারতীর অন্তর জানিয়া একখণ্ড বহির্ব্বাস আনাইয়া দিলেন। ভারতী চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া সেই বহির্ব্বাস পরিধান করিলে, তখন—

"প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুষ্ক বৈরাগ্যের এইরূপ অনাদর অনেক স্থানে দেখাইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। ফলতঃ শ্রীগৌরানুগত ভক্তগণ শুষ্ক বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে ভজন করুন, ইহাই আমাদিগের অভিলাষ।

শ্রীধামের স্বরূপ

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন শব্দে নির্দিষ্ট হন। ভগবত্তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দময়, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়। সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ সচ্চিদানন্দধামে নিত্য-বিলাসময়। সচ্চিদানন্দ ধামকে পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং ব্রহ্ম-পুর প্রভৃতি শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হয়। ঐ ধাম প্রকৃতির অতীত-বাক্যে সর্ব্বকালেই অবস্থিত।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পরব্যোমস্থ গোলোকাদিধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজধাম হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহা নয়, অর্থাৎ একই স্বরূপ, একই সময়ে পর-ব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত থাকেন, ভেদ মাত্র। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ধামেও ভূমি চিন্তামণি, বন কল্পবৃক্ষময়, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, চর্ম্ম-চক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ভোগময়ী বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যখন জীবের সেবোন্মুখিনী প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন শ্রীধাম তাঁহার নয়ন গোচর হন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপবৈভবে গোলোকে প্রপঞ্চে ভৌম-বৃন্দাবনে, পরব্যোম বৈকুণ্ঠে, কারণ-বারিতে, গর্ভসমুদ্রে ও ক্ষীরোদকে অবস্থান করেন। গোলোকে মাধুর্য্য ও বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য—অপ্রাকৃত-রাজ্যে এই দুই প্রকার দর্শন। আবার মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যভেদে দুই প্রকার প্রকোষ্ঠ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-অভিন্ন গৌরসুন্দরলীলা নিত্যকাল প্রকট করাইয়া মণ্ডলত্রয় রচনা করেন, শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করাইয়া গোলোক, মথুরা ও দ্বারকাধাম প্রকট করিয়াছেন। সেইরূপ গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্র-মণ্ডল এবং মাথুরমণ্ডলে নিত্যকাল শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলা বর্ত্তমান।

শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপ। সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য"-নামক একখানি গ্রন্থ সরল কবিতায় প্রকট করিয়াছেন। ধামাপরাধিগণ শ্রীধামের নিকট যে সকল অপরাধ করিবার চেষ্টা করেন, প্রাণ ভরিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা নষ্ট হইবে।

ধামাপরাধ দশটী যথা:—১। ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ২। ধামকে অনিত্যজ্ঞান, ৩। ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ৪। ধামে থাকিয়া বিষয়-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান, ৫। শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীমূর্ত্তিবিগ্রহের ব্যব-সায় ও অর্থোপার্জ্জন, ৬। জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। ধামবাসছলে পাপাচরণ, ৮। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধাম-মাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রনিন্দা, ১০। ধাম-মাহাত্ম্য অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য', 'শ্রীগৌরগণো-দ্দেশদীপিকা' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের 'শ্রীনবদ্বীপশতক', শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'ধামপরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীধামের কৃপালাভ করাইতে সমর্থ।

পাঠকগণ! আপনারা ধামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধুর চিন্ময়-ভাবের অনুসরণ করুন, সতর্কচিত্তে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হৃদয়ে ধারণ করুন—শ্রীধামের কৃপায় অচিরেই বৈষয়িকধামে বাসপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে। শ্রীধামের অপ্রাকৃত উদ্দীপন-সমূহ প্রবণ হইলে জড়ভোগপর বিষয়-কথা আদৌ ভাল লাগিবে না। তাই বলি, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য' পাঠ করুন, শ্রীধাম পরিক্রমা করুন এবং পরিক্রমাকালে হরিকীর্ত্তন করুন। বিষয়-কথা ছাড়িয়া ভোগপর বুদ্ধি-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের শরণাগত হউন—সংসারে আর ক্লেশের স্থান থাকিবে না—শ্রীধামবাসী শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের কৃপায় কৃষ্ণবিমুখতারূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

ভুতক্রুক্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবের জড়দেহলাভ ভোগ-কামনার পরিণতি। ভোগবাসনাই দেহ প্রাপ্তি। সেই দেহ-প্রীতি যাঁহারা করেন তাঁহারা ভোগরাজ্যে চির পথিক হইবারই ব্যবস্থা করেন সুতরাং ঈশ্বর ভোগ সুবিধা আনয়নকারী কি সত্য আকারের ভূত-দ্রোহী নহেন?

মানুষ ত মানুষকে ভাল বাসেই, তাহা ছাড়া সে ইতর প্রাণীকেও ভাল বাসে। অত্যন্ত কায়ক্লেশে অন্ন-সংস্থান-কারীও প্রীতির বশে গরু, মহিষ, ছাগ, প্রভৃতি পালন করিয়া থাকে। নিজের হাতে তাহা-দিগকে পরিচর্য্যা করে। তাহারাও অন্নদাতা পিতাকে প্রীতির বিনিময় দান করে। উপরের ব্যাপারটী দেখিতে ভাল হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিতরের ভোগস্রোত ধরিতে পারে। ভোগী স্বহস্তে পালিত পশুকে অপর প্রাণীর হস্তে। [illegible] এবং দুগ্ধ, ভোগকারী নিতান্তই। অহরহঃ পশুকে বিনা করিয়া নিয়ত কাল করিবার বুদ্ধিতেই অন্যায় ব্যবস্থা হয়।

প্রীতির নামে যেখানে অভ্যন্তরে ভোগের পিপাসিত ভূমিকা বর্ত্তমান, সেখানে দ্রোহই তাহার মূলমন্ত্র। যে ভোগসাম্রাজ্যের উপাসকগণ, 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যা-মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ'—বাক্যের প্রচারক, তাহারা যে (দ্রো+হক) প্রকৃষ্ট অজ্ঞ, সে বিষয়ে সন্দেহ কোথায়? বস্তুর পরিচয় অভাবে বস্তুর সুচিন্ত প্রীতি সম্ভবপর ব্যাপার নহে। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক সুখা-ন্বেষী কর্ম্মিসম্প্রদায়ের সকলেরই স্বরূপ বুদ্ধিমান দেখিয়া লইতে পারেন।

কর্ম্মীর ভোগ সন্ধানে ও ভোগ লাভের পর পুনরায় ভোগাভাবে বিবিধ কষ্ট দর্শনে আর এক সম্প্রদায় কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জীব-ঐক্যকারণ-প্রয়াসী হইয়া জ্ঞানী নামে অভিহিত হন। ইঁহারা নিজদিগকে কর্ম্মীর অপেক্ষা বুদ্ধিমান স্বীকার করিলেও শ্রুতিতে অতি-নিদান বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইঁহারা এমনই বিদ্যায় মত্ত যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সহিত জীবের তুলনা করিয়া 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দ ব্যবহার করেন। নিজে ধনীনারায়ণ (?) সাজিয়া দরিদ্রনারায়ণসেবা করিবার প্রয়াসী হন। বিদ্যার অভাবে লোক মূর্খ হয়, আর অতি বিদ্যালাভে বিকৃতমস্তিষ্ক-তার পরিচয় পায় মাত্র। সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক লীলাময় ভগবান্‌কে নিষ্ক্রিয়, জড়রূপ বিকার কাথ্য অপ্রাকৃতরূপ রূপবান ভগবান্‌কে নিরাকার বলা ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র। ইঁহারা ভোগি-সম্প্রদায় ও বিতাপক্লিষ্ট জনগণের নিকট বুদ্ধিমান হইলেও ভোগা-তীত, নিত্যানন্দক দিব্য পুরুষগণের নিকট 'মায়াবাদী' বলিয়া পরিচিত। মায়াধীশ ভগবানে মায়ারোপ জীবকে অনন্ত নরকের পথের পথিক করে মাত্র। যাহারা জীব ব্রহ্মে অভেদ কল্পনা করিয়া সাযুজ্য মুক্তি-প্রার্থী, তাহারা অপরকে হিংসা করা দূরে থাকুক, আত্মঘাতী ও আত্মদ্রোহী। নিজের নিত্যসত্তা বিনাশ, কত বড় অপরাধের কথা, তাহা অপরাধী বা অজ্ঞের বোধগম্য নহে।

কর্ম্মী অজ্ঞতা বশতঃ জড়দেহে জীববুদ্ধি করিয়া ভূতদ্রুহ, আর জ্ঞানী নিত্যাত্মার বিনাশকামনায় আত্মদ্রোহী ভূতদ্রুক্।

এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বিশ্বাসকারী সম্প্র-দায় ভক্ত নামে অভিহিত। ইঁহারা বলেন অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ হইতে বিশ্ব, জীব ও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অন্তরঙ্গ শক্তির বিলাসে অপ্রাকৃত লীলাভূমি, তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টি করে এবং তটস্থা শক্তি হইতে অনন্ত জীব উদ্ভূত। সুতরাং জীব ভগবানের শক্তি-জাত বলিয়া নিত্য সেবাবলে সর্ব্বদাই অভিন্ন।

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধভেদে জীব দ্বিবিধ। নিত্যমুক্ত জগতে অবস্থিত আর বদ্ধ জীব ভোগমুখে অবস্থিত। এই শক্তির ভেদে বিশ্বে আর তাহার বিবিধ ক্লেশাদি প্রাপ্তি। সুতরাং বদ্ধ জীবকে ভোগে প্রমত্ত করা বা তাহার নিত্যস্বরূপ বিনষ্ট করাই প্রকৃত ভূতদ্রোহ, আর তাহাকে তাহার সত্ত্ব ও বিকল্পাদিবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রকৃত দয়ার পরিচয়। যিনি নিজের দয়া না করেন, নিজের অভাব অর্থ মোচন না করেন, তিনি কখনও অন্য জীবের উপকার করিতে পারেন না। অপরকে দয়া করিলে নিজের অসুবিধা থাকে না—একথা কেনা কেবল কর্ম্মমার্গে শোভা পায়। কিন্তু সে সুবিধাটা পল পরেই বহু কারীরই অসুবিধা করিয়া বসে। এই জন্য সর্ব্বচেতনের মূলাধার শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—

জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার

একজন্ম প্রাপ্ত জীবকুলকে অভাবের পার করিবার সদ্বিচারে শ্রীভগবান ও তদীয় শ্রীমুখবাক্যাবলী শাস্ত্রসমূহ ভক্তগণকে তো বলিয়াছেন,—

সত্ত্বো বিশাম্ব চক্রুমে বহিরর্ক সন্নিভঃ।
দেবতা দানবাঃ সত্ত্বঃ সত্ত আত্মানমেব চ

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বেদশাস্ত্র কাব্যভূষণ)

দেহাত্ম বৈদন্ত এবে করহ শ্রবণ,
দূর নাহি হয় মোহ যেই জ্ঞান বিনা।
পরিণামী জড়দেহ অসৎ স্বভাব,
অতএব নহে নিত্য বিনশ্বর হেতু।
পরিণামহীন আত্মা সৎস্বভাব সদা
অতএব নিত্য, জীবের বিনাশ কভু
না হয় সম্ভব। সদসৎ উভয়ের
স্বভাব-বিজ্ঞাত তত্ত্বদর্শিগণ সদা
এইরূপে, সদসৎ করে অনুভব
বিচারিয়া। অবিনাশী জীব স্ব-চৈতন্য,
বিনশ্বর হয় জড়দেহ, বিচারিয়া
কহি এবে তোমার স্বভাব। যাহা দ্বারে
আছে সেই সর্ব্বভূতজালে সর্ব্বদেহে,
অণুরূপে জানহ ব্যাপি এক স্থানে,
তাহারে [illegible] তুমি জীবাত্মা চৈতন্য,
অবিনাশী [illegible] যদি সদা
[illegible]
[illegible]

[illegible]

মাঝে
[illegible] অধ্যয়ের নিত্য
অবিনাশী, অপরিমিত জীবাত্মা, সকলের
বিনাশী শরীর, অতএব আত্মা কিম্বা
[illegible] লোক মোর তব ব্যক্তি
[illegible]! যুদ্ধ কর স্বধর্ম্ম আচারে
[illegible] কারণ। তব হবে [illegible]-
[illegible] আত্মবুদ্ধি নহে বিনাশ।
[illegible] জীব মৃত জীবে করেন হনন
[illegible], কিম্বা হত হন—এক
জীব অজীব [illegible]—জানেন যেজন,
[illegible] জানি জানে কিছু জীবাত্মার
বাস্তব স্বরূপ। অতিসূক্ষ্ম চেতনের
দৈহিক অঙ্গ না হয় সম্ভব। আত্মা
কাহারে হনন না করে, কিম্বা হত নহে।
কোন জন্ম কালে। দেহের বিনাশে আত্মা
না হয় বিনাশ। বিকার-বিহীন আত্মা
ষড়ভাব বর্জ্জিত, এবে কর শ্রবণ।
আত্মা কভু নাহি করে জনম মরণ,
উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি নহে পুনঃ পুনঃ,
অতএব আত্মা অজন্মা নিত্য।
সর্ব্বকালে সম হেতু নাহি অপক্ষয়,
পুরাতন হইলেও নব নিত্যকাল,
হত নহে আত্মা,—জনন-মরণ-শীল
শরীর বিয়োগে। অবিনাশী অজ আত্মা
অব্যয় বলিয়া, সাধু শাস্ত্র-গুরু বাক্যে
জানে যেই জন, হে কৌন্তেয়! তত্ত্বজ্ঞানী
সে পুরুষ, কাহারেও কোনরূপে করে
কি নিহত? কিম্বা হত্যা করান কি কা'রে
ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, কিম্বা তারে
প্রবর্ত্তন করি। যদি বল—না হউক
আত্মার বিনাশ, দুঃখের কারণ কিন্তু
শরীর বিনাশে, পাপ হবে দেহ-প্রাণ
বিচ্ছেদ কারক; অতএব—কিম্বা
যে সব আত্মাচ্ছন্ন শীঘ্র—তাহে কহি
জীর্ণ বাস ত্যজি যথা নবীন বসন
পরিধান করে নরগণ, সেইরূপ
দেহী আত্মা ত্যজি বৃদ্ধ দেহ আত্মনব
অন্যদেহ করেন ধারণ। তাতে দেখ
ধর্ম্মযুদ্ধে ত্যজিয়া পরাণ স্বর্গে গিয়া
সুবাদেব-দেহ করিবে ধারণ শীঘ্র
অতি-সুখকর, বিনা গর্ভবাসে বাহে
যাতনা ভীষণ। অতএব যুদ্ধ হ'তে
হ'য়োনা বিরত। প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রবাক্য
ধর্ম্মযুদ্ধ বিনা, বার্থ বধের বিষয়। (২২)

(ক্রমশঃ)

বাঁকুড়া-প্রচার-প্রসঙ্গ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় বাঁকুড়া সহরের নিকটবর্ত্তী "[illegible]" নামক গ্রামের মিউনিসিপ্যাল [illegible] গত [illegible] তারিখে বহু শ্রোতার [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম [illegible]—বৈদিকধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের স-যৌক্তিক শাস্ত্রসম্মত কথা শ্রবণে শ্রোতৃ-মণ্ডলী বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] কুণ্ডু মহাশয় সভাপ্রভুর কথা প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

নানা কথা

দোকানদারের কীর্ত্তি

কা'র বলে বলীয়ান?

কয়েক দিন হয় স্থানীয় বামনপুকুরের দোকানদার কাদের বামনপুকুর বাজারের মেসেরু মোদকের দোকানে জিনিষ ক্রয় করিতে যায়। দাম ঠিক না হওয়ায় দোকানদার উক্ত মোদকের সহিত ঝগড়া বাধায় এবং তৎপর তাহার দুইটা গুড়ের কলসী বাহিরে ফেলে। তৎপর কলসীদ্বয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং গুড় নষ্ট হয়।

প্রকাশ, দোকানদারের বিরুদ্ধে বামনপুকুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আজিম সাহেবের নিকট নালিশ করিলে, তিনি বলেন,—'দোকানদারের যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহার ঐ প্রকার করিবার ক্ষমতা আছে। আমরা আরও শুনিতে পাইলাম দক্ষিণ পাড়ার মুসলমানগণ একজোট হইয়া অন্যের অনিষ্ট-সাধনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে তাহারা দুর্দ্ধর্ষ হওয়ায় এবং প্রেসিডেন্ট উহাদের কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়ায় নিরীহ ব্যক্তিগণ তাহাদের অত্যাচারের কথা ভয়ে প্রকাশ করে না।

পুনঃ পুনঃ এই সকল সংবাদ আমাদের নিকট আসায় আমরা এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গ্রামের ভিতর শান্তি-স্থাপন করাই প্রেসিডেন্টের প্রধান কর্ত্তব্য। বামনপুকুরের প্রেসিডেন্ট সাহেব তাহা না করিয়া অশান্তির প্রশ্রয় কেন দিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বার্দ্দোলী-অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট

শ্রীযুক্ত কে, এন, মুন্সীর নেতৃত্বে বার্দ্দোলীর অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য গঠিত বে-সরকারী কমিটী তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। গবর্ণ-মেণ্টের রাজস্ব-সম্বন্ধীয় নীতির পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা বিশেষ দাবী জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, কৃষক-কুলের সহিত গবর্ণমেণ্টের কি সম্বন্ধ, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হউক। কর ধার্য্য ঠিক পাশ্চাত্য সভ্য জাতির ন্যায় করিতে হইবে। কর ধার্য্য আপত্তিজনক হইলেই দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দিতে এবং শাসন বিভাগকে জমী বন্দোবস্তের ক্ষমতা হইতে বঞ্চ করিতে হইবে।

বোম্বাই-হাঙ্গামা

ডাক্তার মুঞ্জের প্রস্তাব

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট স্বরূপে ডাক্তার মুঞ্জে বোম্বাই সহরে সম্প্রতি সংঘটিত হাঙ্গামার প্রকাশ্য ভাবে অনুসন্ধানের জন্য বোম্বাই গভর্ণ-মেণ্টের চীফ সেক্রেটারীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি উক্ত হাঙ্গামা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীর অনু-সন্ধানের প্রস্তাব করিয়াছেন:—

১। যখন হাঙ্গামা প্রথম আরম্ভ হয়, তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণ পাঠানদিগকে শত্রু মনে করিয়া তাহাদিগকে একযোগে আক্রমণ করিয়া-ছিল কি না? তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণ মনে করিয়াছিল যে, বেতন-বৃদ্ধি-সম্পর্কে কলের মালিকদের সহিত বিবাদে পাঠানরা মালিকদিগকেই সাহায্য করিতেছে—যদি এ কথা সত্য হয় এবং যদি প্রথমে হাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক-তার নামগন্ধশূন্য শ্রমিক হাঙ্গামা মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, তাহা হইলে পরে ঐ হাঙ্গামায় সাম্প্রদায়িক ভাব কে দিয়াছিল?

২। কেনই বা গভর্ণমেণ্ট হাঙ্গামা সত্বর নিবারণে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং পরে হাঙ্গামা নিবারণে দীর্ঘগতি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন? হাঙ্গামার পূর্ব্বেও কি পাঠানরা সাধারণ লোকদের নিকট বিরক্তিকর এবং ভয়ের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন ছিল না? উহারা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা ধার দিয়া অত্যন্ত উৎপীড়নের সাহায্যে তাহাদের টাকা আদায় করিত। সহকারী ভারতসচিব আর্ল উইণ্টারটন মহাসভায় এই হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুদের প্রতি সাতিশয় অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে।

প্রতারকের দণ্ড

মিষ্টার আর, জি, পুল নামক এক জন ব্যবসায়ীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ৬ হাজার টাকা লওয়ায় ডব্লিউ, বি, টার্ল-টন নামক এক জন শ্বেতাঙ্গকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি কার সেই দণ্ড আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করিয়া সশ্রম কারাবাসের কাল ১ বৎসর করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের ব্যয়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন জন্য ৩, ২০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণতন্ত্রী সম্প্রদায়ের ১,৮০০,০০০ পাউণ্ড আর গণতান্ত্রিকদিগের ১,৪০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

সৎপ্রতিষ্ঠান রক্ষাকল্পে সাহায্য প্রার্থনা

(প্রাপ্তপত্র)

জেলা শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তঃপাতী বুললা গ্রামে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা নামে একটী পরিষৎ আজ ১৫ বৎসর কাল স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম-গ্রন্থপাঠ বক্তৃতা, মহোৎসব ও নানা জন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আর্থিক সাহায্য ব্যতীত এই অনুষ্ঠানটি বজায় রাখা সাধ্যাতীত হওয়ায় উক্ত সভার সভ্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিপিনচন্দ্র দাস, নিকুঞ্জবিহারী রায়, অন্নদাচন্দ্র আচার্য্য যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র দাস ও সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়গণ জন-সাধারণের নিকট বিনীতভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। কেহ কোনরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাইলে তাহাও সাদরে গ্রহণ করা হইবে। সাহায্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায়, সম্পাদক শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভা, পোঃ বুললা, ভায়া হবিগঞ্জ [illegible], জিলা শ্রীহট্ট।

চিত্রগুপ্তের হিসাব

বাঙ্গালার মৃত্যু-সংখ্যা

কলেরায়

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গলায় নিম্নলিখিত এগারটা জেলায় কলেরায় মৃত্যু বাড়িয়াছে।—কলিকাতা ৩০—৩১, বর্দ্ধমান ১০—১৪, বাঁকুড়া ২০—২৫, মেদিনীপুর ১৬—২২, হুগলী ১০—১২, হাওড়া ১০—২৪, ২৪ পরগণা ৪৭—৪৮, রাজসাহী ৬—১০, মালদহ ০—৯, ঢাকা ১০—১৮, ফরিদপুর ২—৫০ এবং বরিশাল ২৭—৩৫। এই কয়টা জেলায় কলেরায় মৃত্যু কমিয়াছে।—দিনাজপুর ৩২—১৭, ময়মনসিংহ ২৩—১৯, ত্রিপুরা ১৩১—৭৭ এবং নোয়াখালী ১৫ ১৩।

বসন্তে

নদীয়া ১৩, ঢাকা ১৮, বর্দ্ধমান ১৮, চট্ট-গ্রাম ৫০, ময়মনসিংহ ৯, বরিশাল, ৯, কলিকাতা ৭, দিনাজপুর ৭, মালদহ ৬, হুগলী ৬ রাজসাহী ৪, দার্জ্জিলিং ৪, মুর্শিদাবাদ, ৩, কুচবিহার ৩, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৩, আসানসোল খনি উপনিবেশ ২, হাওড়া ২, ২৪ পরগণা ১, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ১ এবং ত্রিপুরা ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়

কলিকাতা ১৫, ঢাকা ৬।

অধ্যাপকের উক্তি প্রত্যাহার

যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের পক্ষ হইতে সাইমন কমিশনের নিকট যে যে মন্তব্য-লিপি পেশ হইয়াছে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ এম, এ, খাঁ সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিবৃতির কতকগুলি কথা আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সে সকল কথা প্রত্যাহার করিতে বলিয়াছিলেন। ঐ সম্পর্কে অধ্যাপক খাঁ ভাইস-চ্যান্সেলারের নিকট লিখিয়াছেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত হওয়া অবধি এখানে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষতি হইয়াছে; এরূপ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কমিশনের নিকট মন্তব্যলিপিতে বলা হইয়াছে, ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সমাজের যেরূপ প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগেও তাঁহাদের সেই পরিমাণ প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। এই সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই মন্তব্য গঠিত হইয়াছে। মন্তব্যলিপির ভাষা অসন্তোষজনক হওয়ায় আমি দুঃখিত এবং ঐ সকল উক্তি আমি প্রত্যাহার করিতেছি।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

অধ্যাপক উদনারের সভাপতিত্বে পাটনায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের চতুর্থ বাৎসরিক সভার অধিবেশনে হায়দ্রাবাদের স্যার আকবর হায়দরী, ডাঃ ডবলিউ এস, আর্কুহার্ট, ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ আর, লিটল, হেগন, অধ্যাপক শেষাদ্রি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ল্যাংলি, লক্ষ্ণৌয়ের ডঃ ক্যামেরণ, এলাহাবাদের অধ্যাপক জন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধ্রুব ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সভায় যোগদান করিয়াছেন।

স্যার অন্নামালাই চেটিয়ার অন্নামালাই নগরে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে উদারতা দেখাইয়াছেন, বোর্ডের পক্ষ হইতে তাহার জন্য প্রশংসা করা হয়। পরীক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগে কাজ করা উচিত বলিয়া সভায় স্থির হইয়াছে।

মহীশূরে শিল্পের উন্নতিসাধন

স্যার আলফ্রেড চ্যাটার্টন পূর্বে মহীশূরে শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। রাজ্যের বর্তমান শিল্পের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং উপযুক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য সম্প্রতি আবার তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে গোয়েন্দার উৎপাত
গভর্ণমেন্ট জানেন কি? "না"

কংগ্রেস কর্মিগণের প্রতি গোয়েন্দা পুলিশের উৎপাত সম্বন্ধে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে গতকল্য শ্রীযুত কালেশ্বর রাও একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন উপস্থিত করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ সভার কার্য্যে মাদ্রাজে আসিলে গোয়েন্দা পুলিশ যে তাঁহাদের প্রতি উৎপাত করেন, গবর্ণমেন্ট কি এই সংবাদ জানেন? গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে উহার উত্তরে "না" বলা হয়। তখন সভাপতি বলেন যে, সভার কার্য্যে মাদ্রাজে আসিলে কোন সভ্যের প্রতি যদি গোয়েন্দা পুলিশ উৎপাত করে, তাহা হইলে তিনি যেন তাহা সভাপতিকে জানাইয়া উহা সভার গোচর করেন।

মুন্সীগঞ্জে বসন্তের প্রকোপ

প্রকাশ, বিক্রমপুর পরগণায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার প্রায় সর্বত্র ভীষণ ভাবে বসন্ত আরম্ভ হইয়াছে। আব্দুল্লাপুর, ধাকাবীবাজার, বিনোদপুর, নাঘিরা, তরকীচর প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। ঐ সকল গ্রামে ইতোমধ্যে বহু লোক বসন্তে মারা গিয়াছে। সহরের আশে পাশেও কয়েকজনের বসন্ত হইয়াছে, কিন্তু কেহ মারা যায় নাই। টীকা দিবার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। এই মহকুমায় ৭০টি ইউনিয়নের অন্তর্গত দশ লক্ষ লোক বাস করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহামারী নিবারণের জন্য মাত্র চার জন টীকাদার নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ
বিশিষ্ট সদস্যগণের দিল্লী ত্যাগ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য দিল্লী ত্যাগ করিয়াছেন। লালা লাজপত—[illegible] তাঁহাদের জন্য অর্থ গ্রহ ও অস্পৃশ্যদের সনাতনপন্থীদের রোধ নিবারণের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মালব্য ১লা মার্চ রাত্রিতে অমৃতসর যাত্রা করিয়াছেন। সুরাটে হিন্দু-মহাসভায় যোগদান করিবার জন্য মহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে সুরাট রওনা হইয়াছেন। ডাঃ জয়াকর অসুস্থতাবশতঃ বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামীও কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের কয়েকজন সদস্য অবকাশের সুযোগে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৫

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্

আগামী ১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে [illegible] সংকীর্ত্তন, [illegible] কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোজনদান, [illegible] প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। ১৩ই চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময় শ্রীনাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] সচ্চরিত্র, [illegible] কার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিবারে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় সজ্জনগণের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সজ্জনকিঙ্কর

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী, ভক্তিভূষণ ([illegible])

শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী, ভক্তিভূষণ (সম্পাদক)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

১লা মার্চ, ১৩৩৫।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরং

আগামী ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ শনিবার হইতে নয়দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক পালন ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, [illegible]গঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, [illegible], কাজী আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাজপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ঈশ্রাকপুর, গঙ্গানগর) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ রবিবার।

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী),

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ

শ্রীকুঞ্জবিহারী-বিদ্যাভূষণ

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি [illegible] শ্রীমায়াপুর, শ্রীনদিয়া, [illegible] এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়, শুক্রবার—১৩৩৪।

শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠ-পরিক্রমা-লালসাকৌলিমঙ্গলম্

যাবদুর্ভাগ্যজনকম্

ব্যাসং দৃষ্ট্বা ব্রুবন্তৈক যুক্তেষু নমোঽস্তুতে।
তথা নরবর্তীং ব্যাসং ততো জয়-
মুদীরয়েৎ॥

(১)

ওহে ব্যাসবেদী এই কুরুক্ষেত্র ভূমি,
স্থাপি' তথা ব্যাসগৌড়ীয় মঠ।
স্বরূপ ঢাকিয়া এবে কে গো তুমি,
ছদ্মবাস আজ সন্ন্যাসী কপট॥

(২)

কৃষ্ণদাস-প্রেম মুক্তানন্দধাম,
কেবা প্রকটিল গুর্বিন্দাকি খোলা?
অজ কৃষ্ণ সেই শ্রীচৈতন্য নাম।
বৃথা চেষ্টা তব ওগো আঁধুকোলা॥

(৩)

অথবা যেখানে ঘাটে মাঠে বাটে,
অনন্তার নাম যায় গড়াগড়ি।
সেখানে এক্ষণে শুক যোগ্য বটে;
লক্ষ্মী আজ ভিক্ষা মাগে আজ্ঞা ধরি'॥

(৪)

অথবা এ নীতি তব মন জন,
স্তঃ পানপদ্ধি করে আবিষ্কার।
আত্মজ্ঞান তব আকুল হৃদয়,
চৈতন্যচরণ-চিহ্ন অনুসার॥

(৫)

যে ভাবে যে ভাবে সাধি নিজ কার্য,
ভক্তবৃন্দগণ কারয়া প্রকাশ।
বুদ্ধিমান লোক করিছ বিচার,
এই ভক্তজন, বুদ্ধক হতাশ॥

(৬)

জন্মতত্ত্ব-পূজা ব্যাসমাঝে আজ,
ব্যাসপূজা-ত্রিত করিয়া স্থাপন।
উদ্দাম প্রকাশে গৌড়ীয়ের মাঝে।
আনন্দে আজিব বস্ত্র-অন্বেষণ॥

(৭)

শ্রৌতপন্থকথা, দৈববর্ণাশ্রম,
গৌরাঙ্গতত্ত্ব-পথ নিধারণ।
অপ্রাকৃত বাণী প্রাকৃত বিভ্রম,
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নিরসন॥

(৮)

সম্বন্ধ সহিত যুক্ত বৈরাগ্য,
যোগ্যতানুসারে সেবা অধিকার।
ব্রজাবধি জগদ্গুরুকৃপায়,
প্রদর্শন করি' সাম্য-দুরাচার॥

(৯)

গৌড়ীয়গণের আর্তি...
...আজ ...

...অর্ধ শ্রীতি-শত শত।
...প্রদর্শন করিলে ...বত-মত॥

(১০)

ব্যাসাসন-শোভা শ্রীভক্তগণ করি,'
মনে আছ কেগো ব্যাসাসনোপরি।
ওগো যুগাচার্য! কিবা খোজা যাই!
এ খোজা-বালাই লয়ে যেন মরি।

(১১)

কে কোথা আছরে এস দেখে যাও!
একি সর্বখোজা! সত্য ক'রে কও।
এ সুযোগ আর পাও কি না পাও।
কায়মনোবাক্যে দণ্ডবৎ হও॥

(১২)

ওগো যুগাচার্য! সরস্বতী ব্যাস!
নিজগণে গণি' পুরাও মোর আশ,
তব কৃপা, তব গাহিবারে যশ।
ব্যাসগৌড়বাসি দাসের সাহস॥

পরিক্রমায় আহ্বান

আমরা ইহজগতে প্রথমে কোন নূতন গৃহে প্রবিষ্ট হইতে হইলে স্বামী ও স্ত্রী একত্রিত হইয়া সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকি। তৎপর গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজেদের ও স্বজনবর্গের আহারাদির সংস্থান এবং ভোগ-বিলাস বৃদ্ধির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সেই ভোগাগারের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে গৃহের প্রতি আমাদের প্রাণের আকর্ষণ এতদূর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় যে, কোন কার্য্যোপলক্ষে আমরা দূরদেশে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেও সেই গৃহের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না।

ভোগ-বিলাসের কেন্দ্র গৃহকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে আমরা গৃহাসক্ত হইয়া ক্রমশঃ নিরয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। তাই পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এই প্রপঞ্চে স্বীয় সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিলাসময় ধামকে প্রকট-পূর্ব্বক শ্রীধামবাস, শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি কার্য্যকে ভক্ত্যঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন।

ভাগ্যবান্ জীবগণ বিষয়ের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকে বন্ধনের হেতু ও নিরয়-প্রাপক জানিয়া এবং শ্রীধামপরিক্রমাকে স্বরূপে অবস্থিতির ও পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়রূপে অবগত হইয়া ভোগবিলাসময় গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের বসতিস্থল চিন্ময়ধামের পরিক্রমা-কার্য্যে স্বীয় পদযুগলকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে তাঁহারা অনাদিবহির্ম্মুখ, প্রাকৃত করালগ্রাসে পতিত জীবের ন্যায় দিন দিন এতোগ-বিলাসময়, ত্রিতাপবর্দ্ধনদায়ক গৃহে আসক্ত না হইয়া শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন চিন্ময়ধামের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এইরূপে স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎপার্ষদরূপে নিত্যকাল তাঁহারা গোলোক-বৈকুণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক সেবানন্দে নিমগ্ন হন।

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীধাম পরিক্রমাকে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অঙ্গভূতরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হরিভক্তি-সুধোদয়ে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যতবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য পুনরায় কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যে, যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহে বিচরণ না করেন, তাঁহাদের পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য অর্থাৎ আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষের ন্যায়। মহারাজ অম্বরীষ হরিক্ষেত্রাগমনে স্বীয় পদযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তগণ সম্প্রতি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশমত হরিভক্তিকথা ও হরিনামকীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা গৌরসুন্দরের কথায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীধাম নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিবেন। তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন না। নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় জাগতিক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নামকীর্ত্তনের এই দুর্দ্দিনের দিনে এই শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের জগতে শুভাগমন, ভোগীর ও ত্যাগীর মাৎসর্য্য নির্ম্মূলিত হইবার একমাত্র পথ্য ও ঔষধ।

তাই বলি, হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা আর বিষয়ের চতুর্দ্দিকে আবদ্ধনয়ন বলীবর্দ্দের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবেন না, যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন আছেন, সকলকে সঙ্গে লইয়া শুদ্ধ গৌরগতপ্রাণ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীধামের পরিক্রমা করুন, দেখিবেন, কৃষ্ণচিন্তাক্রমে কৃষ্ণেতর চিন্তাকারী মন নিসৃত হইবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন।

পূজার বিচার

শ্রীভগবানের ভজন সম্বন্ধে বহু ব্যক্তি বহুপ্রকার কথা বলিলেও শ্রৌতপথানুগামিগণ শ্রীভগবান্ ও ভগবানের অনন্য ভক্তগণ-প্রদর্শিত পন্থা ভিন্ন কোন প্রকারই আদর করেন না। দেহ ও মনোধর্ম্মে অবস্থিত থাকাকালে মানবের পরস্পরের মতভেদ উপস্থিত হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্মাবলম্বিগণ এক সূত্রে গাঁথা।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণ 'ভক্তি'কেই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন। সেই ভক্তি আবার সাধন ও প্রেম ভেদে দ্বিবিধ। একটী শাস্ত্রানুগা, অপরটী রাগানুগা। শাস্ত্রানুগা—সাধন বা বৈধী ভক্তি বহুপ্রকারে সাধিতা হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে নয় প্রকারের কথাই উল্লিখিত আছে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

উপরি উক্ত নবধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনের কথাই এই প্রবন্ধে সামান্যাকারে আলোচিত হইবে।

জীবসমূহ শ্রীভগবানের নিত্যদাস হইলেও বর্ত্তমানে দুর্ভাগ্যোদয়ে সেই কথা জীবের বিস্মৃতির বিষয় হইয়াছে। নিজের স্বরূপ ও পরস্বরূপের কথা ভুলিয়া যাওয়ায় জীব আজ অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া সংসার-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এহেন ভ্রান্ত, শ্রান্ত জীবকুলের প্রতি করুণাবারিধি শ্রীভগবান্ অপার করুণা-প্রকাশে "ভবঘোর-প্রেষ্ঠ কোন মহাজনকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ সেই অতিমর্ত্ত্য পুরুষকে ভাগ্যহীনজনগণ সাধারণ জীবজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া অনন্তকালের জন্য নিজেদেরই অমঙ্গল আবাহন করিয়া থাকে। আবার বহুসুকৃতিশালী কোন ভাগ্যবান জীব নিজের উদ্ধারকর্ত্তা, প্রাদুর্ভূত সেই মহাজনের অভয়পদে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। শরণাগত দাসকে তখন সেই শ্রীগুরুদেব বিষয়ের অনিত্যতা বুঝাইয়া নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। ভগবানের সহিত জীবের এই বিশেষ সম্বন্ধ-জ্ঞানই দীক্ষা।

অদীক্ষিত জীব নিজেকে ভোক্তাভিমানে জাগতিক যাবতীয় বস্তু নিজের ভোগ্য-জ্ঞানে সংগ্রহ করে। পাঞ্চভৌতিক জড়দেহে 'আমি' ও সেই দেহ-সম্পর্কিত বস্তু বা ব্যক্তিতে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া সংসারে নিমগ্ন হয়। কিন্তু শ্রীগুরুপ্রসাদপ্রাপ্ত জীব নিজেকে শ্রীগুরুদাসাভিমানে শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের সেবা করেন, আর যাবতীয় বস্তু ভগবানের

সেবোন্মুখবৃন্দ জানিয়া সকল প্রাণীই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দৃষ্টি ভোগীর দৃষ্টির সদৃশ নহে। ভোগি-সমাজে ভোগি-কুলের সহিত বসবাস করিলেও তিনি শ্রীগুরুকৃপাবলে অন্তরে স্ব স্ব সম্বন্ধ ও কর্তব্যাদি লইয়া বাস করেন। তিনি তখন দেখেন যে,—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

আরও দেখেন যে,—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥"

ভগবানের সেবাভিলাষী সেই ভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় আরও দেখিতে পান যে, জীবকুল প্রভুসেবা ভুলিয়া এই সংসারে আসিলেও প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ দয়ায় তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবের সেবারূপে এই সংসারে সর্ব্বদা বিরাজিত, মায়াধীশ ভগবান্ মায়ারাজ্যে মায়া নিপাতিতা আছেন নাই, মায়াতীত অবস্থাতেই লীলা করিতেছেন। প্রাকৃত রূপবর্জ্জিত অপ্রাকৃত রূপেশ্বরবান্ প্রভু অষ্টবিধরূপ-ভেদে প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন,—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ
সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

শ্রীপ্রভুকে পাইয়া প্রভুভক্ত তখন শ্রীভগবৎ কথিত,—

"মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য
চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড় পুরমন্দিরকর্ম্মণি॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডল-
বর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥"

অর্থাৎ ভক্তগণ আমার অর্চ্চাদিবিগ্রহ-স্থাপনে শ্রদ্ধা, পুষ্পোদ্যান, ফলোপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর, মন্দির, নির্ম্মাণ প্রভৃতি আমার তুষ্টিসাধন-কার্য্য স্বয়ং বা অন্যকে মিলিয়া উদ্যোগ করেন। আর মন্দিরাদি সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেক, মণ্ডলাদি কার্য্যদ্বারা ভৃত্যের ন্যায় অকপটে আমার গৃহ-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

শুধু তাহাই নহেন—

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়-
মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

যে যে দ্রব্য সাধু-শাস্ত্রাদি-সম্মত এবং তাহার মধ্যে যাহা আপনার অত্যন্ত প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে, তাহাতে অর্থাৎ অনন্ত ভগবানের সেবায় অনন্ত ফল লাভ হইবে।

গৃহস্থভক্তগণ যেরূপ নিজের ভোগ্যবাস গৃহ এবং বিবাহস্থলাদি নির্ম্মাণ, যেরূপ সেবাবিচারযুক্ত নিজ[illegible] শয্যাদি ভোজন, নিজের কেশমার্জ্জন, বেশরচনাদি কার্য্যে নিরাকার[illegible] থাকে, যতিভক্তগণ সেরূপ [illegible] না, তাঁহারা নিজে সেবারুচিক্রমে প্রভুর জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন, নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যও অনুষ্ঠান করেন না। গৃহব্রতগণ যেরূপ গৃহকে এবং দেবালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহাদি সেবার নিযুক্ত, আর যতিভক্তগণ গৃহমধ্যস্থিত অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট ভগবানের সেবায় নিরত। এইরূপে ভোগীর মধ্যে দুষ্ট ভোগাগার এই বিশ্বে শ্রীহরিদাসগণ শ্রীহরিসেবার এক বিরাট সেবামঞ্চ স্থাপন করেন।

দীক্ষিত ব্যক্তি জনক জননী হইতে প্রাপ্ত রক্তমাংসপিণ্ড দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করেন না, কেননা তিনি দিব্যজ্ঞানে জানবান্, এবং তাঁহার পূজ্য ভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত দ্রব্যজাত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করেন না, তিনি জানেন

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার
সে বিগ্রহ নহে সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥"

শ্রীগুরুদাস শুরুগতপ্রাণ; শ্রীগুরুদেবও প্রিয়শিষ্যগতপ্রাণ। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ শ্রীবিগ্রহের সেবক, তিনি অনুগত জনগণকেও সেই শ্রীবিগ্রহ-সেবায় নিযুক্ত করেন। শিষ্যকে কৃষ্ণসেবায় অভিনিবেশ করাই কৃষ্ণসেবানিপুণ গুরুদেবের জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

"শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অতএব দীক্ষিতব্যক্তির শ্রীগুরুর আনুগত্যে শ্রীবিগ্রহের পূজাই নিত্যকর্ত্তব্য।

যদিও কলিকালে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং যদিও "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈব" উক্ত হইয়াছে, তথাপি (তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব) শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ব্যক্তি শ্রৌতপন্থানুসরণে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন অবশ্যই করিবেন। আবার ধনী গৃহস্থভক্তের পক্ষে অর্চ্চন অত্যাবশ্যক। কেননা, তিনি যে কালে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, অথবা দূরবর্ত্তিস্থানে প্রাপ্ত বা দুর্লভ বা ভগবৎপ্রিয় দ্রব্যাদি দ্বারা ভগবদর্চ্চিত-সেবা করিতে সমর্থ। কিন্তু অর্থব্যয় আশঙ্কায় যদি সামর্থ্য থাকিতেও তিনি পূজা বন্ধ করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদি উচ্চাঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবার অভিনয় করেন, তবে তাঁহার ব্যবহারে বিত্তশাঠ্য প্রমাণিত হইবে।

আবার দীক্ষিতব্যক্তি স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহ-সেবায় অধিকার লাভ করিয়াও যদি নিজে সেবা পূজা না করেন, অপরের দ্বারা নিজের আরাধ্য বস্তুর সেবা করান, তাহা হইলে তাঁহার নিষ্ঠার ও আদরের পরিচয় হইবে। কেননা যে-ব্যক্তি নিজের দেহরক্ষার জন্য নিজেই দেহের সেবা করে, সে কি তাহার দেহরক্ষার্থে [illegible] উদ্দেশ্য নিজ প্রভুসেবা করিতে পারে না ?

(ক্রমশঃ)

ভোগরাজ্য সম্বন্ধে

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রবন্ধের উপসংহারে অভিধেয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। এই সিদ্ধান্ত-টুকুর যথার্থ সত্য, অথচ আমরা মনে করি যে 'ভক্তি' ব্যতীত অন্য কোন উপায় অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞান প্রভৃতি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি অভিধেয় পন্থাবলম্বনে লাভ করিতে পারা যায় না। অথচ ও ব্যতিরেক মুখে তাহা প্রদর্শন করে স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারণ করিয়াছেন, যথা :—

'তদব্যক্তমাহুঃ' [৩য় অঃ শ্লোঃ ২৩শ]
অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"
[৩য় অঃ ২পাঃ ২৪ সূত্র]

পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ অতত্ত্বজ্ঞানগম্য নহেন বলিয়া তাঁহাকে 'অব্যক্ত' বলা হইয়াছে। কৈতবযুক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগীর অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার হইতে নিঃসৃত প্রাকৃত জ্ঞান-চাতুর্য্য বা যুক্তিবাদ কখন অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বস্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজস্বামী বলেন,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'—এই শ্রুতি বাক্যে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা পরমাত্মা ভগবানকে লাভ করা যায় না, তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ অধিকারী বলিয়া মনে করেন, কেবল তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন; শ্রীভগবান্ তাঁহার সেবাপর অপ্রাকৃত সজল নেত্রের গোচরীভূত হয়েন। তাঁহার প্রীতি-সম্পাদক আরাধনা যিনি করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যিনি ভক্তি করেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দর্শন দান করেন।

[illegible]

এইরূপ [illegible] জীব [illegible] বলিয়াছেন [illegible] ভক্তি ও [illegible] যাহারা [illegible] আত্মা [illegible] অভিধেয়রূপে [illegible] করিতে সমর্থ হয়েন। পূর্ব্বপক্ষবাদী [illegible] এবং সম্বন্ধভাবে [illegible] উপাসনা করিয়াছেন, পূর্ব্বকার পরবর্ত্তী সূত্রে 'আদি' শব্দ-প্রয়োগে তাঁহার শিক্ষা করিয়াছেন; ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন, ওহে শুষ্কজ্ঞান-আশ্রয় অভিযোগবাদী তার্কিক, তোমার এরূপ পূর্ব্বপক্ষ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত, কারণ যদি তুমি শব্দ ও প্রত্যক্ষ নিত্যজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রুতি ও স্মৃতি আলোচনা কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, সম্যক্ 'ভক্তি' দ্বারাই সেই পরমপুরুষকে চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষেও গ্রহণ করিতে পারা যায়।

মায়াবাদী সম্প্রদায় বলেন :—অবিদ্যাযুক্ত জীব মায়া-প্রভাবে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌রূপে যে স্বীয় অস্তিত্বের কল্পনা করেন, তাঁহাদের স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় মায়াগঠিত এই ভ্রম নিদিধ্যাসনক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশ; তাহাতে জানা যায় যে, জাগরিত অবস্থায় যেমন স্বপ্নের মিথ্যাত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান বিশেষ দ্বারা জীবের মায়া-গঠিত অহঙ্কার বা জীবাভিমান দূর হয় এবং তিনি যে ব্রহ্ম বস্তু, তাহা বুঝিতে পারেন এবং ব্রহ্মে লীন হয়েন।

মায়াবাদিগণের এই কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুদ্ধ বৈদান্তিকগণ বলেন, ওহে জড়বুদ্ধিবাদিগণ! তোমরা যদি অপ্রাকৃত 'বুদ্ধিমনিকায়'—সৌভ আঘ্রাণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এই দুষ্ট সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

তোমরাই না অদ্বয় নিত্য, নিরুপাধিক চিন্মাত্র বলিয়াছ? আমি জিজ্ঞাসা করি, নিত্যমুক্ত নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম অবিদ্যাযুক্ত হইবার হেতু কি বলিতে পার? তোমাদের কথিত ব্রহ্মে গুণ-সংস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি কি প্রকারে নিজেকে জীবরূপে কল্পনা করেন এবং তাঁহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা-যুক্ত হইতে পারেন? [illegible] তোমাদের বুদ্ধির অসারতাই প্রমাণিত হইতেছে।

[illegible]

[illegible] বিচার করিতে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] করিতে,

[illegible] (যাহা জড় তাহা যদি [illegible]) পরন্তু [illegible] [illegible] [illegible] জীব, [illegible]-রূপে [illegible]

[illegible] নিজেকে [illegible] আশ্রিত-সেবক [illegible] পরিবর্তে 'স্বপদ ও জিগাষুকে' [illegible]-বিশিষ্ট হইয়া ভোক্তৃত্বাভিমান [illegible] এবং [illegible]-বশতঃ সর্ব্বত্র [illegible] বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাবে (যাবৎ জনম মোর, না দেখে তার মূর্ত্তি, [illegible] সেও পাছে, তাহা উচ্চের স্ফূর্ত্তি) [illegible] ভোগ-ভূমিকা ও [illegible] বন্ধন [illegible] বিষাদে প্রমত্ত হয়েন। তখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই তাঁহার পুরুষার্থ হইয়া পড়ে। ইহাই তাঁহার মায়াবদ্ধাবস্থা। যখন কোন সুকৃতি-ফলে শব্দ [illegible] পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্গুরুর নিকট শরণাগত হইয়া তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম উদ্বোধিত হয় অর্থাৎ যখন তিনি নিজেকে ভোক্তা বা প্রভু জানিবার পরিবর্ত্তে [illegible]-বিগ্রহের আশ্রিত ভোগ্য বা সেবক বলিয়া জানিতে পারেন, তখন প্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইয়া পড়ে, এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের একমাত্র উপায় তাঁহার সেবা করা, এই সেবারই অপর নাম 'ভক্তি', সুতরাং ভক্তি দ্বারা আবির্ভূত হইলেই, ভক্ত, সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

কর্ম্মী-জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি অভক্তি-জাতীয় কোন চেষ্টাই ঐ বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। পরন্তু একমাত্র কৈতব-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধাভক্তি দ্বারা আরাধিত হইলেই তিনি ভক্তের অপ্রাকৃত সহজনেত্রে প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিদ্বারা সত্যের এই অর্থই লক্ষিত হয় এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণেও তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়; সুতরাং উক্ত সূত্রের বিবদমানপক্ষ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বা আবশ্যক গৌণ কষ্ট-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না, অতএব মায়াবাদীর ব্যাখ্যা নিতান্তই হেয় ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

অতঃপর শ্রুতি, স্মৃতি, ভাগবত ও পুরাণ দ্বারা যাহা বেদান্ত-প্রতিপাদক [illegible] আকারেই প্রদর্শিত হইতেছে। [illegible] 'পরাত্ত নিত্যশ্রেয়সমান' বাক্যে [illegible] যাহাকে দর্শন করা যায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ১ম শ্লোক]

মতবাদ-খণ্ডনে
শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা মনুষ্য-জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া কথিত। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—প্রাকৃত ধর্ম্ম-চতুষ্টয় অল্পাধিক সমস্ত প্রাণী-মধ্যেই বিদ্যমান। মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা এমন একটি বৈশিষ্ট্য মনুষ্যজাতির ধর্ম্মে প্রদর্শিত হওয়া চাই, যাহা অপরাপর প্রাণীতে একেবারেই সম্ভবে না। সেই ধর্ম্মটিই হইল জীবের স্বরূপ-স্মৃতিদ্বারা বিষ্ণুধর্ম্ম—হরিবিমুখতা হইতে মুক্তিকামী হইয়া আত্মশুদ্ধি লাভের প্রয়াস। সেই আত্ম-শুদ্ধাবস্থায়ই শ্রীহরি একমাত্র সেবার যোগ্য। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-যোগ্যতা লাভই মনুষ্যজাতির মনুষ্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এই হিসাবে অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য জীবনের মূল্য অনেক বেশী।

এমন মূল্যবান সুদুর্লভ মনুষ্য জীবনটা যদি বাজে তর্কবিতর্ক করিয়া, কতকগুলি বিষয়-পাগলা, যশ-পাগলা, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের রচিত মেকমন-গড়া বাজে বই অধ্যয়ন করিয়া তর্কে জয়লাভ করিবার নিমিত্ত, বাস্তব সত্য বস্তুকে আবৃত করিতে চেষ্টা করি, তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আত্মমঙ্গলেচ্ছু সুবুদ্ধিমান জনগণ কখনই এরূপভাবে বাজে কার্য্যে কালক্ষয় করেন না। ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তির নিমিত্ত যাঁহারা যত বেশী ছুটাছুটি করেন, তাঁহারা সংসার-মরুমাঝে তত বেশীদূরে নিক্ষিপ্ত হন, তাঁহাদের আর মরীচিকা ভ্রান্তি খণ্ডনের উপায় থাকে না, শেষে মধ্য মরুদেহেই প্রাণ-বিয়োগ, তৃষ্ণা আর মিটে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় বৃথা ক্ষেপণেই অশান্ত আত্মবিশ্বাসী হইয়া নিরানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়।

যাঁহারা সত্য সত্যই আত্মকল্যাণলাভে প্রয়াসী, তাঁহারা নানাবিধ মতবাদ হইতে সুদূরে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগত হন। যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতি শ্রীমদ্ভাগবতকে অধ্যেক্ষজপন্থার দর্শন-সৌভাগ্য না পান, ততদিন পর্য্যন্ত নানা মুনির নানা মত প্রাণ যত্নে করিয়া তর্করূপের উত্তাল-তরঙ্গে তাসমান থাকেন। উহারাই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নিপতিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে দেশ, কাল, পাত্রভেদে কোন ব্যক্তি-বিশেষদ্বারা পরিকল্পিত নাটক, নভেল উপন্যাস প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে স্থান দেন, বড় জোর প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য ঘটনাবলি দ্বারা পূর্ণ একখানা পুস্তক বিশেষ মনে করেন।

ইহজগতে শ্রীমদ্ভাগবতসূর্য্য উদিত হইয়া জীবের অনাদিকালের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছারূপা, অজ্ঞানতমোময় কৈতবধর্ম্ম তিরোহিত করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপে আমরা অবগত হই—মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ায় লীলাভিনয় করেন, তখন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জানিবার নিমিত্ত বড় বড় মুনিঋষিগণকে আহ্বান করা হয়। সেই সকল মুনিগণ স্ব-স্ব মত স্থাপনার্থে কর্ম্মমার্গাবলম্বনে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত ব্যক্ত করেন। নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিত সেই কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আদৌ আত্মকল্যাণপ্রদ নহে বোধ করিতে পারিলেন এবং বাস্তব আত্মকল্যাণপ্রার্থী হইয়া অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হইলেন। এমন সময় পরকার্য্য-তৎপর, দীনজন-হিতকামী মহাজন-প্রবর পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণই সর্ব্বাপরাধ ও সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং মনুষ্যজীবনের পরম ফলপ্রদ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন লাভ—ইহাই বলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তন্মুহূর্ত্তে তাহাতেই ব্রতী হন। সেই সময় সেই সভায় শ্রীসূত গোস্বামিপ্রমুখ মুনিগণও শ্রীশুক-মুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবতামৃত বাণী শ্রবণ করেন। তাহার কিছুকাল পরেই আত্মমঙ্গলেচ্ছু মুনিঋষিগণ স্ব-স্ব মতবাদের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনৈমিষারণ্যে গোমতীতীরে শ্রীসূতগোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। সেই সভায় দুইশত চারিশত নহে—ষাট হাজার মুনিঋষি উপস্থিত ছিলেন, আমরা পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনায় ইহাই অবগত হই। এই সকল মুনিঋষি আধুনিক ১৫।২০ বৎসরের অর্জ্জিত বিদ্যার ২।৪টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপত্র বা ডিপ্লোমা মাত্র সংগ্রহ করেন নাই, অথবা দেশভ্রমণ প্রয়াসী হইয়া ভিউরেম্বল এর ন্যায় কতিপয় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন নাই। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে যোগবলে অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দশ ভুবন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়াছেন। নানা মতবাদ পূর্ণ শাস্ত্র পাঠন করিতে যাইয়া কোথায়ও পূর্ণানন্দ-স্ফূর্ত্তি লাভ না হওয়ায় পরিশেষে শ্রীব্যাস সূত্রের শ্রৌত পন্থাবলম্বনই শ্রেয়ঃ জানিয়া শ্রীসূত গোস্বামীর শরণাগত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ পর পর ভাগবতের আনুগত্যেই যাবতীয় বৃত্তি ও চেষ্টা নিয়োগ করেন। তখন হইতে আর নানা মুনির নানা মতবাদ তর্ক বিতর্ক থাকে নাই। অবশ্য তখনও যে ভাগবত-বিরোধী কেহ ছিল না, তাহা নহে। সে ত' চিরকালই রহিয়াছে, থাকিবে। শুদ্ধ-ধর্ম্মের পিছনেই অসুর-ধর্ম্ম ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, নতুবা ভাগবতের গৌরব বাড়িবে কিসে?

এক কালে এই নৈমিষ ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু কালের কুটিল প্রভাবে সেই ভাগবত বাজে নিরক্ষর লোকের হাতে পড়িয়া বিপণির পণ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে বসিয়াছে। এহেন দুর্দ্দিন-মধ্যে পুনরায় প্রবলোৎসাহে ভাগবত প্রচারোদ্দেশ্যে এই নৈমিষারণ্যে "শ্রীপরমহংস মঠ" স্থাপিত হইয়া শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বিগ্রহদ্বয়ের নিত্য সেবা বর্ত্তমান থাকিয়া আবার সেই সুপুরাতন স্মৃতি জাগরণ দ্বারা শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠটী শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপ ধাম শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ।

ইহ জগতে যদি আমরা কেহ আত্মমঙ্গলকামী হই, তবে অচিরাৎ সমস্ত মতবাদ-পরিপূর্ণ প্রাকৃত সহজিয়া জড়বাদী আরোহপন্থী দেহ-সর্ব্বস্বধর্ম্মীদের কোনও কথায় কর্ণ নিযুক্ত না করিয়া, নিরস্ত-কুহক সত্য-প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিব। যাহারা, কায়-মনোবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবত মানেন না, শ্রীমদ্ভাগবতের শাসন-বাক্য দ্বারা স্বকীয় কায়, মনো বাক্যকে দণ্ডিত করণার্থে নিদেশের সন্ধান করেন না, তেমন ভাগবতাপরাধীদিগের নিকট ভাগবত শ্রবণ করা না। নামাপরাধের শ্রবণ হয়। যাহারা যাত্রা নাটকের অভিনয়ের অনুসরণ করিয়া প্রাকৃত শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থে সাময়িক হাব-ভাব অঙ্গ-ভঙ্গী হাসা-কান্নার স্রোত প্রবাহিত করেন, পারমার্থিক অপ্রাকৃত চিন্ময়ী প্রাকৃত-রস-বিচারে নিমজ্জন প্রয়াস পান, তাঁহারা বক্তা শ্রোতা উভয়েই যমপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইবার বন্দোবস্ত করেন মাত্র। তেমন ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনে মতবাদ খণ্ডন হয় না, হইবেও না। বার বার সেইমনের গ্রন্থিগুলি আরও দৃঢ় হইয়া মতবাদ বহু গুণে নূতন নূতন আকারে সৃষ্ট হইবে।

বাস্তব ভাগবত-প্রচারক, শ্রীশুকদেব

অর্থাৎ সেই ভগবান সর্ব্বভূতে অন্তর্হিত থাকায় সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু স্বচ্ছমতি ভক্তগণ শ্রবণাদি-জনিত ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতি গোস্বামীর অনুগত ভক্ত চাপ্য শ্রবণেতে ও [illegible] বিশুদ্ধ ভাগবত-পাঠ শ্রবণ হইবে, তবেই মা সমস্ত গন্ডগোল [illegible] যায় উঠিতে [illegible] পারি- পন যাইবে, শ্রীঅদ্বৈতচরণাশ্রমে চাকগোল হইতে অদ্ভুত গোস্বামী [illegible] আচণ্ডালে কোলাকোল, সেবা-সেবক [illegible] সম্মানে যত হইতে পারা [illegible] ব্যতীত শুধুই তর্ক, শুধুই বিবাদ —যুক্তিনাশ করিব (বিবাদের) অভি- প্রায়। ইহাদের চেষ্টা হইয়া কোনই ফল নাই, [illegible] শুধুই পাপের দর্প, বংশগর্ব, হিংসা। ভক্তবর্ণাচার্যদিগের নিকট ভাগবত শ্রবণে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষগুলি দূর হয়। নিতাই-পাদপদ্ম কোটীচন্দ্রসুশীতল তাহার ভবদাব-দগ্ধ মস্তকটি রাখিয়া সংসার তাপ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। জানি না কতদিন পরে তেমন ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া নিরন্তর শুদ্ধভাগবতামৃতবাণী শ্রবণের অবসর দিবে? "আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন?"

শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শন

আই, সি, এস-দ্বয়

গত এই মাসে মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্নে [illegible]নগর সবডিভিসনাল অফিসার রায় সাহেব [illegible] অদ্বৈতচরণ সামন্ত এবং মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জি ও মিঃ দত্ত আই, সি, এস মহোদয়গণ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ আগমনপূর্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর আরাত্রিক-দর্শন, মঠবাসি ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভগবৎকথা-কীর্তন শ্রবণ এবং [illegible] ও শ্রীবাস-অঙ্গন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন পূর্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। মিঃ চ্যাটার্জি এবং মিঃ দত্ত বিলাত হইতে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছেন এত উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তাঁহারা যেরূপ বিদ্যাভিমান শূন্য, বিনয়ী ও অমায়িক স্বভাব-বিশিষ্ট এবং সর্বোপরি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহাতে তাঁহারা বিচারাসনে বসিয়া যে সদসৎ-বিচারকার্যে বিশেষ পারদর্শিতাই প্রদর্শন করিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সামন্ত মহাশয় রাজকার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও শ্রীভগবৎসেবাকার্যে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইঁহারা বিদায় গ্রহণকালে মঠবাসীর প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সৎকুলে জন্ম ও সভ্য সত্য উচ্চশিক্ষার সফলতারই পরিচয় দিয়াছে। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের সর্বপ্রকার উন্নতি প্রার্থনা করি। তবে তাঁহারা রাস্তার অসুবিধার জন্য বড় ক্লেশ অনুভব করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছি। ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহাদিগকে আর অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

বিরাট ব্যাপার

গান্ধিজী গ্রেপ্তার ও জামীনে খালাস

গত ৪ঠা মার্চ সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দপার্কে এক বিরাট সভার অধিবেশনে গান্ধিজী বিলাতী বস্ত্র স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] বিলাতী বস্ত্রে অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, এমন সময় লাঠী হস্তে বিরাট পুলিশবাহিনী আসিয়া সভার জনতাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি নির্বাপণ কার্যে আরম্ভ করে। শুনা যায়, ইহার ফলে সভার সম্বন্ধে কতকগুলি লোক [illegible] আহত হইয়াছে। এই ঘটনার পরে রাত্রি ৮ টার সময় [illegible] স্ট্রিটে শ্রীযুক্ত গান্ধিজী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার সেক্রেটারী কিরণ শঙ্কর রায়কে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ধারার কাষ্টমস [illegible] অনুসারে উৎসাহ প্রদান ও সাধারণ স্থানে বস্ত্র দাহের অগ্নিসংযোগ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট স্বয়ং গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেন। ৫০৲ র ব্যক্তিগত মুচলেকা গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ও ঐরূপ মুচলেকা দস্তখত করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। আগামী ২৬শে মার্চ তারিখে বিচারের দিন ধার্য আছে। গান্ধিজীর মঙ্গলবার মেল ট্রেনে বর্মা রওনা হইবার কথা। ২৫শে মার্চ তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিবেন। লালমোহন রায়, পাঁচুলাল সরকার, ব্রজভূষণ সিংহ ও বিনয়কুমার রায়-চৌধুরী কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে ১০০৲ র জরিমানে মুক্তি পাইয়াছেন। গান্ধিজী এখনও বিদেশীবস্ত্র দহন-কার্যে কৃতসংকল্প বলিয়া প্রকাশ।

আফগান বিভ্রাট

[illegible]

[illegible] প্রকাশ, [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ১৫ দিন [illegible] তিনি [illegible] তিনি [illegible]

[illegible]

[illegible] জেলালাবাদে [illegible] চেষ্টা করিবেন। [illegible] ক-মতে [illegible] তিনি তাঁহার [illegible] অবলম্বিত হইয়া [illegible] আফগানিস্থানের সিংহাসনে তাঁহাদের কাম্য নহে, যাহাতে তাঁহার দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়, এবং জাতি স্বাধীন ও একতাবদ্ধ হয়, ইহাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা—এই সমস্ত সিদ্ধির জন্য তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নন। তাঁহার মতে ভারত ও আফগানিস্থানের মোসলেমগণের পক্ষে এখন শিক্ষা, সংগঠন ও একতা এই তিনটি জিনিষ দরকার।

আফগানিস্থানে মেডিকেল মিশন

আফগান রেডক্রেসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে আফগানিস্থানে • মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত শাহীবাগে পেশোয়ারবাসী জনগণের এক বিরাট সভা হয়। সৈয়দলাল বাদশা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোরাণ হইতে ধর্মিক শ্লোক উচ্চারণ করার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আগামী ২০শে মার্চ তারিখে আফগান রেডক্রেসেন্ট সমিতির প্রতিনিধিবর্গের খান আব্দুল গফুর খান ও [illegible] আফগান [illegible] যাত্রা করিবেন। তাঁহারা মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ সম্বন্ধে আফগান সরকারের সহিত কথাবার্তা কহিবেন। সরকার ইহাতে বাধা দিবেন না আশা করা যায়।

সরকার [illegible] সম্পাদক [illegible] প্রবেশ করিবার অনুমতি [illegible] তাহার তীব্র প্রতিবাদ [illegible]

নানা কথা

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ২৭নং আপ [illegible] গাড়ী খানা বদরপুর জংশন হইতে ৯নং সুড়ঙ্গের ভিতর অতিক্রম করিবার সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী একটী যুবতী কুলী রমণী তাহার এক বৎসর বয়স্ক একটী ছেলে কোলে নিয়া জানালা দিয়া সুড়ঙ্গের ভিতরকার দৃশ্য দেখিতেছিল, এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ হতভাগিনীর কোল হইতে সন্তানটী সেই দুর্গম প্রস্তর নির্মিত সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যায়। গাড়ী দামছড়া ষ্টেশনে থামিলে কুলীগণ সকলকে ঘটনা জানায়। সঙ্গের সকলে তৎক্ষণাৎ সেই কুলী রমণী এবং তাহার স্বামীসহ একখানি নিম্নগামী যোজ্জার গাড়ীতে ঘটনাস্থলে চলিয়া যায় এবং সন্ধ্যা-টিকে একটি লাইন খালাসীর কোলে জীবিত অবস্থায় দেখিতে পায়।

আশ্চর্যের বিষয়, চলতি গাড়ী হইতে এক বৎসরের একটী দুধের শিশু অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে পাথরের উপর পড়িয়া গিয়া সামান্য একটু আঘাতও পায় নাই।

দুই বিমান-পোতের সংঘর্ষ

মধ্যপথে দুই বিমান পোতের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ায় বিমান বিভাগের অন্যতম কর্মচারী মিসি এলেন মারা গিয়াছেন। বিমান-পোত-চালক ক্রিম্যান লম্ফ দিয়া এক বাড়ীর ছাদের উপর পড়িয়া আত্মরক্ষা করেন। এলেন তাঁহার বিমান-পোতের মধ্যেই বসিয়াছিলেন। এমন সময় সংঘর্ষ হয় এবং বিমানপোত খানি নীচে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এলেনের মৃতদেহ এই ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মুন্সিগঞ্জে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মুন্সিগঞ্জের ৫ঠা মার্চের সংবাদে প্রকাশ, তথায় গত শনিবার দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তৎফলে অনেক গুলি গোদাম ভস্মীভূত হইয়াছে এবং তৎফলে অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। আগুন লাগিবার কারণ জানা যায় নাই।

সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতি

বগনরে কয়েক দিন থাকিয়া আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। প্রতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি কিছু সময় জানালার ধারে বসিয়া থাকেন। তিনি ক্রমেই সারিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া সকলেই সুখী হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে ফাল্গুন, শনিবার—১৩৩৮।

[illegible] পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের-পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম প্রাকট্যোৎসব-উপলক্ষে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

এস পূজি সবে গুরুদেবে।
মোরা অভাজন, হেন শুভদিন,
আজ যাঁর পাইব কবে॥

(১)

গোলোকের ধন শ্রীগুরুরতন,
বন্দি ত তাঁর যুগল চরণ,
হিয়া সাজাইয়া ভক্তিপুষ্প দিয়া
আবির্ভাব-মহোৎসবে।
হেরিবে দেখনে অপূর্ব্ব মূরতি,
ছুটিছে চৌদিকে অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ,
পাদপদ্ম গন্ধ-লুব্ধ ভক্তবৃন্দ
মুগ্ধ প্রেমোৎসবে সবে॥

(২)

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ
দয়ার্দ্র হইয়া উদ্বেলিত দেশ,
হেরিল তাঁহার বৈকুণ্ঠ সম্পদ
তাঁহার কৃপা প্রভাবে।
রূপ-সনাতন-রঘুনাথদ্বয়
শ্রীজীব-গোপাল ভট্ট মহাশয়,
শ্রীগৌরকিশোর ভক্তিবিনোদ-
একীভূত গুরুদেবে॥

(৩)

আবির্ভাব-দিনে বসি বীরাসনে
জীবেরে সকলে উপদেশ দানে,
গুরু-পরম্পরা সকলের বাণী
শুনি কর্ণ জুড়াইবে।
জগৎ গুরুরূপে হয়েছে উদয়
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়,
অন্যাভিলাষ ছাড়ি' ও' চরণে পড়ি
দীক্ষা শিক্ষা লও সবে॥

(৪)

পতিত জনারে আসিয়া ভারতে
অবর্ণ্য ভাগবতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেতে,
ভাসে জীবকুল প্রেমবন্যা-স্রোতে
আত্মহারা হয়ে সবে।
জ্ঞানী ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র পাঠ যে
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৫)

কেবা পারে প্রভু বুঝিতে তোমায়
এই সব লীলা অপার অপার,
আমরা অধম ক্ষুদ্র বুদ্ধি তায়
কেমনে হৃদে ধরিবে।
হৃদয়ে থাকিয়া যা' বলাও তুমি
অবিকল তাহা লিখিতেছি আমি,
বৈষ্ণবনিন্দুক হইয়া সদয়
অপরাধ নাহি লবে॥

(৬)

সূর্য্যগ্রহণেতে শ্রীকুরুক্ষেত্রেতে
মহিষী সহিতে চড়ি মহারথে,
আসিলেন কৃষ্ণ শুনি পুরাণেতে
দ্বাপরেতে সবাকারে।
রাজবেশে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি বাঁধি মনে,
গোপীগণ-দৃষ্টি রাখি ঊর্দ্ধ পানে,
সেই কৃষ্ণলীলা প্রকট হইল
তোমারি প্রভাবে এবে॥

(৭)

এ শক্তি সামান্য পরে কি সম্ভবে,
ভুঞ্জাতে প্রসাদ লক্ষ লক্ষ জীবে,
এ প্রসাদ সব কোথা হ'তে এল
বুঝিতে না পারি ভেবে।
কুরুক্ষেত্রে প্রভু এবারযাত্রায়
লক্ষ লক্ষ লোক আসিল তথায়,
মহাপ্রসাদার সকলেতে পায়
দেখে আপামর সবে॥

(৮)

এত লোক সব কোথা হ'তে এল
উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইল।
দেব-লোক হ'তে মানব রূপেতে
আসিল কি দেব সবে,
দেবতা মানব উচ্চরবে গায়
হরি-সংকীর্ত্তন লুটিয়া ধরায়,
আপামর দেখে নয়ন জুড়ায়
মুগ্ধ তোমার প্রভাবে॥

(৯)

হিন্দী বাংলা আর ইংরাজী ভাষায়
উপদেশ দানে তোষিলে সবায়;
কি আনন্দ ধ্বনি উঠিল ধরায়,
জয় জয় জয় রবে।
চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রধান
শুনি তব মুখে হরি-গুণ-গান;
(তাদের) সম্প্রদায়-তত্ত্ব তব মুখে শুনি
বিস্মিত হইল সবে॥

(১০)

মুক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ
(মোরা) তোমার প্রসাদে পাই এ আনন্দ
কত সুকৌশলে প্রকট করালে
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবে।
তোমার মহিমা কি বর্ণিব আমি
প্রভুপাদ যোগ্য কৃপাপাত্র তুমি,
যেন মনে থাকে এই অভাগারে
উদ্ধারিতে ভবার্ণবে॥

(১১)

বাগবাজারের প্রশস্ত স্থানেতে
হবে শ্রীমন্দির আকাশচুম্বিত;
বিপুল বিস্তৃত অট্টালিকা তথা,
মঠরূপে বিরাজিবে।
শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অর্থ লাগে যাহে
খুঁজে লোক দেয় হৃষ্ট মনে দেখে;
(তব) অগম্য অপার অচিন্ত্য ব্যাপার
দাসাধম কি বুঝিবে॥

(১২)

পশ্চিমে সর্ব্বত্র গ্রামে ও নগরে
শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি স্থাপি ঘরে ঘরে,
জাগাইবে সব পশু পক্ষী নরে
গৌরনাম-রসার্ণবে।
গৌর-নামাঙ্কিত বৈজয়ন্তী শিরে
শোভিবে মন্দির গ্রামে ও নগরে,
এ শোভা দেখিয়া কবে আঁখি ভ'রে
মন প্রাণ জুড়াইবে॥

(১৩)

পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হবে মোর নাম,
কার্য্যে পরিণত এই গৌর-বাণী
শুন অচিরেতে হবে।
জ্ঞানী ব্রহ্মচারী হৃদয়েতে ধরে
অর্ণবপোত ভাসিবে সাগরে,
কাঁপাইবে রঙ্গে সাগর তরঙ্গে
গৌর-সংকীর্ত্তন-রবে॥

(১৪)

ইউরোপ আমেরিকা-বাসী সবে
শ্রীগৌর-পার্ষদ-লীলা দেখাইবে,
গৌর-নামামৃত পানে হয়ে রত
ভাসিবে আনন্দে সবে।
হেন দিন প্রভু হবে কি আমার
হৃদয়ে ধরিব এ লীলা তোমার
জানি প্রভু সবে পাশ্চাত্য প্রদেশে
ভাবরসে ডুবাইবে॥

(১৫)

শ্রীআচার্য্যত্রিক শ্রীপরমানন্দ
বাসুদেবানন্দ, শ্রীসুন্দরানন্দ,
তোমা সাথে গণে গোপন সকলে
এ বৈকুণ্ঠ-বৈভবে।
তোমরা প্রভুর শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ
মাগে এক ভক্ত তোমাদের সঙ্গ,
ও চরণাম্বুজে দাও স্থান তাকে
এ দয়া যাচুক সবে॥

(১৬)

জ্ঞানী ব্রহ্মচারী শুদ্ধ ভক্তগণ
শিরে ধরি সকলের শ্রীচরণ;
করিয়া প্রণতি মাগে পাদ রতি
তারিতে ভবার্ণবে।
তোমাদের অহৈতুকী কৃপা বিনে
কে পেয়েছে কবে শ্রীগুরু-চরণে
তাই অকপটে ও' রাঙ্গা চরণে
ধূলি কণা কর সবে॥

পূজ্য সবে প্রভুপাদ সরস্বতী

জগ-নাথ দাস পদে করিয়া মিনতি,
জন্ম-জন্মান্তরে মাগ ও' চরণে রতি,
বোধ হয় গুরুত্ব হবে॥
প্রে-কাশিলা দয়া আপামর সবে
ভু-লে আস যে গৌর-প্রেমার্ণবে
পা-রিষদ সঙ্গে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
দ-লিতে পাষণ্ড সবে॥
স-কাতরে আজ ডাকিছে তোমায়
র-ক্ষা কর দীনে হইয়ে সদয়,
স্ব-চ্ছ হৃদে লোক ও' পদ উদয়,
তী-র ভক্তির প্রভাবে॥

তাঁ-র পদ বিনা আর নাহি গতি

ব্র-ত হও পদ স্মরণেতে নিতি
প-ড় গড় তাঁর রাতুল চরণে
দ-ন্তে তৃণ ধরি সবে।
বি-রা সং-বিষ্টা লোক গেল মারে তাই
ন্যা-ক দিয়া কাণে রহিলে সবাই,
আ-পনার মাথা আপনি খাইলে
র-বে কত দিন ভবে॥
না-চিন অসাধু সাধুবেশে কই
হি-ত ছাড়ি তাই আসিতেছে ছুটে,
গ-তি দাতা তব জন্মে জন্মে যিনি,
তি-নি সম্মুখেতে এবে॥

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের
সেবক-গণের শ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়, (ভক্তিরত্ন)

আঁধারে আলো

বিশ্বে আলোকই সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক। বস্তু থাকিলেও আলোকাভাবে কিছুই দেখা যায় না। অবশ্য জীব দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর দৃষ্টিতে সবই দেখিয়া থাকে। কিন্তু আলোক যদি সেই দৃষ্টিশক্তিকে দর্শনকার্য্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে কি হয়, একথা মানবের জানিতে বাকী নাই?

অন্ধকার সর্ব্ব বস্তুর আবরক বস্তু বিনাশ না করিলেও ইহার এমনি স্বভাব যে কোন বস্তুকেই দেখিতে দেয় না। সুতরাং আঁধারের মাঝে আলোকের আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়।

এই দৃশ্যমান্ জগৎ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি প্রকটিত। সুতরাং দৃষ্ট পদার্থসমূহ প্রকৃতিজাত বস্তু। যদিও এই বিশ্বে চিদচিৎএর সমাবেশ, তবুও দৃশ্য বস্তুর বাহ্য প্রতীতি ও অনুভূতি জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এহেন বিশ্বপতির

বিশ্বে বিশ্বনাথের ভটস্থা শক্তিজাত জীবকুল বর্তমানে জড় বস্তুতে চিৎএর আরোপ করিয়া বদ্ধাবস্থারই পরিচয় দিতেছে। যে জড়দেহের ভিতর জীবাত্মা অবস্থিত, সেই জীবাধার দেহকে 'আমি' জ্ঞানে অপর দেহকে অন্য জীবজ্ঞানে অজ্ঞানান্ধের উদাহরণ স্বরূপ হইয়াছে। অন্ধকার যেমন জড়বস্তুর বাহ্য স্বরূপ আবরণ করে, অজ্ঞানও সেইরূপ নিত্য বস্তুর স্বরূপ জানিতে দেয় না। তাই বুধগণ অজ্ঞানকে অন্ধকারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্ধকার যেমন বস্তু আবরণ করে, তেমনি পথিককে ঠিক পথ গন্তব্য পথ হইতে বিক্ষিপ্ত করে। অজ্ঞানও তেমনি স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে জীবকে স্বার্থগতি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে যাইতে দেয় না। তাই গীতা বলেন—

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন
মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

আলোক অন্ধকারকে বিদূরিত করে সত্য, কিন্তু জীবের হৃদয়ান্ধকার দূর করিবার তাহার সে যোগ্যতা কোথায়? সে যে দশ বার ঘণ্টার, এক মাসের, ২।১০ বৎসরের অন্ধকার নহে — অনাদিকালের অন্ধকার। তাহা দূর করিবার আলোক এই জগদালোককর আলোকের কার্য্য নহে। সেই অন্ধকার দূর করিতে হইলে—

যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি

—সেই আলোক-আলোকের আবশ্যক।

চরাচর বিশ্ব যাহা হইতে উদ্ভূত যাহা কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অবশেষে যে বস্তু আশ্রয়-স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। সেই বৃহৎ পালক বস্তু যাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ, তিনিই সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীগোবিন্দদেব। সেই গোবিন্দদেবই মূল তত্ত্ববস্তু। প্রজাপালক গোবিন্দ সর্ব্বজীব-হৃদয়ে বিরাজিত হইলেও ভক্ত-হৃদয়েই তাঁহার বিহারক্ষেত্র—একথা ভক্তপ্রাণ ভগবান্ নিজ মুখেই স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। সেই গোবিন্দ-সন্ধানদাতা সাধুই ভবাটবী ভ্রমণপর অজ্ঞানান্ধ জীবের নিকট আলোক-স্বরূপ, কেননা—

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ
সমুত্থিতঃ।

পূজার বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ব্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তি কি শ্রীবিগ্রহ-পূজার অধিকারী? এ কথার মীমাংসা বহুবার হইলেও দৃঢ়তার জন্য একটু আলোচনা আবশ্যক। দীক্ষা শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন। জীব মাত্রেই ভগবানের সেবক। তন্মধ্যে অনেকে সেবা-বিমুখ, আর অনেকে সেবা-নিযুক্ত। যেকালে কোন ভাগ্যবান্ জড়-ভোগে উদাসীন হইয়া জড় জগতের জড়-পরিচয়-ত্যাগে নিজের স্বরূপের পরিচয় জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তিনি সাধারণ লোকমধ্যে পরিগণিত হইবেন কি? আর যে ব্যক্তি ভগবদ্ভজন করিবার যোগ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অভিমানী, কিন্তু সেবা-বিমুখ তাহাকে কোন শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে? শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবপ্রভু, তিনি সর্ব্বজীবহৃদয়ে (ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি) বিরাজিত, সুতরাং ভজনোন্মুখ শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্ত নর মাত্রেই ভগবানের সেবা পূজার অধিকারী। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই শ্রীমুখবাক্যে স্বয়ং ভগবানই সকল জীবেরই হরিসেবা-যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। তাই

অর্থাৎ চক্ষু থাকা সত্ত্বেও যেমন দর্শন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, সূর্য্যালোকের সাহায্যে হয়, তেমনি সাধুরাই জীবের ভজন-চক্ষু প্রকাশিকা, কেননা তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত জীব সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর সন্ধান পায় না। সাধুরাই শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করাইতে পারেন। সেইজন্য গোবিন্দ-প্রেষ্ঠ গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে।

সেই সাধু বা গুরুই জীবের ইহকাল পরকাল অর্থাৎ নিত্যকালেই আশ্রয়। সেই জন্য আঁধারে আলোক সদৃশ সাধু-গুরুর প্রণামে আমরা দেখিতে পাই—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-
শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ
শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্মৃতিতেই জীবকে দুঃস্থ ত্রাণ করিবার জন্য স্মৃতিকার শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বলিয়াছেন— বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রের ও স্বহস্তে শালগ্রামশিলা পূজার অধিকার, কিন্তু ব্রাহ্মণ জাত ভাক্ত "আমেধ্যাদি- ভোজনে রত, বিষ্ণুসেবা-বিহীন ব্যক্তির শালগ্রাম-শিলাস্পর্শ নরকপ্রদ। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধীয় বিচারে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ।" শ্লোকের টীকায় 'অর্চ্চনা'র অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীল রূপসনাতনপ্রিয় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিলেন— দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে (অর্চ্চনস্য অকরণে) নরকপাতঃ শ্রূয়তে। অর্থাৎ দীক্ষিতব্যক্তি অর্চ্চন-ত্যাগে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে নরক লাভ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বেষাং' শব্দে নরমাত্রেরই পূজাধিকার বুঝাইতেছে।

উপর উক্ত প্রসঙ্গে দীক্ষিত ব্যক্তির নিষ্কপটে শ্রীবিগ্রহ-পূজার কথা আলোচিত হইয়াছে। এখন শ্রীবিগ্রহ-সেবকের কপটতাও দেখান হইবে।

শ্রীভগবান সর্ব্বারাধ্য আর সবই তাঁহার আরাধক বা সেবক।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।

একেন সর্ব্বসেব্য প্রভুর সেবাই সকলের একমাত্র কৃত্য। 'সেবা' শব্দে প্রভুর সন্তোষবিধান বুঝায়। প্রভু-সেবায় ভৃত্যের যদি নিজের কোন প্রকার ভোগের উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ হইয়া যায়। সেবা ও ভোগের তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যচরণশরণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ভাবে জানাইয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

সুতরাং সংসারসুখাদি কামনা-যুক্ত পুরুষের ভগবানের পূজায় সংসারবন্ধন ছিন্ন না হইয়া সংসারাসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই জন্যই দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভক্ত্যাস্বাদনাশকারী শ্রীনৃসিংহপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন যে, হে প্রভো! যে ব্যক্তি আপনার দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতে সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে,—ব্যবসায়ী বণিক,—

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্।"

এতদ্ব্যতীত অনেকে শ্রীবিগ্রহ-পূজাকে জীবিকা উপার্জ্জনের দ্বার-স্বরূপ বিচার করেন। সংসারে শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন বিদ্যা বুদ্ধি ও বলাপেক্ষা করে, আর ঠাকুর দাঁড় করাইয়া জীবিকার্জ্জন নিষ্ক্রয় স্বরূপ ভোগলাভ অনায়াসেই হইয়া থাকে, এই কুপ্রথা ভগবৎ-সেবা বিরোধী শাস্ত্রে শত্রু (আগম প্রামাণ্য) বিশেষরূপে গর্হিত হইয়াছে এবং

[illegible] নিন্দা করিয়াছেন,—

"[illegible]
উদাহৃতঃ।

বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো
[illegible]।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেব-সেবার প্রাপ্য সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সে কেবল মাত্রে কথিত হয়। যে বিপ্র বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করে, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত গর্হিত।

আবার অধুনা একটী প্রথা লোক-সমাজে প্রচলিত দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ-কুলে জাত অনেকেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়াই বিষ্ণুপূজা-রত। বিষ্ণুসেবাবিমুখ সমাজ এতদূর নিরয়গামী হইয়াছে যে, বিষ্ণুসেবার ভজনশীলেরই অধিকার না জানিয়া কার্পণ্যবশতঃই অধিকার ব্যতীত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুযামল বলেন—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং
নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো
জনঃ॥"

এবেন পশুবিপ্র (ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥—অত্রি) কলিকালে প্রধান পূজক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন বিদ্যমানযুগে শাস্ত্রের আদর নাই, কেননা শাস্ত্রের শাসনে লোকসমূহ যথেচ্ছ সুযোগ পায় না। আবার আর একটি বিষয় এই যে, এখন ব্রাহ্মণক্রম আবার বংশানুক্রমে বিগ্রহপূজক হওয়া সমাজে দেখা যায় করিবার বৃত্তি লাভ করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন—যাহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই—

"এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো
ভবেৎ।
বেদাধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি
যোগ্যতা॥"

এই কথায় যদি কেহ বলেন যে, তাহা হইলে শ্রীবিগ্রহপূজাকারীর জীবন ধারণ হইবে কি প্রকারে? প্রাণধারণের জন্য আহারের আবশ্যক আছে ত? উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের সেবকদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভগবানই চিন্তা করেন। সেবকের অধিক আলোচন করিতে হয় না। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

"চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ [illegible]
[illegible]।
তদর্পিতং [illegible]
কিন্তু [illegible]
কোন বিগ্রহসেবার [illegible]

...ইয়া থাকে, তবে তিনি কি করিবেন?— তিনি শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনের জন্য গুরু, ঋত্বিক নিযুক্ত করিবেন। তারপর তাঁহারা একটি অর্থাগমের উপায় ধরিয়া উপাৰ্জ্জিত অর্থের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সেবানন্তর সেই প্রসাদে গুরুসেবা করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যে নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। তাহার জীবন ভোগের জন্য হইবে না, শ্রীবিগ্রহসেবানুকূলে হইবে। এই কথা অবজ্ঞা করিয়া আপদগ্রস্ত হইয়া যদি কেবল বৃত্তি অর্থাৎ বিগ্রহসেবার অর্থে নিজ জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাহাও শাস্ত্র-গর্হিত—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা

দুর্গতোঽপি বা

পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন ॥"

অর্থ কষ্টদশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

এখন সাধারণ লোকের পূজার কথা আলোচিত হইতে। সংসারে সকলেই ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। সুতরাং ভোগের সুবিধাই সকলে অনুসন্ধান করে। ভোগে বাধা উপস্থিত হইলে বা ভোগ্যভাবে লোকে শ্রীবিগ্রহের পূজার আয়োজন করিয়া থাকে। এতেন পূজা সম্প্রদায় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বা সিদ্ধির জন্য সাময়িক পূজা বা আবাহন করিয়া অন্য সময় ইতর সেবায় নিযুক্ত হয়। আবার কেহ বা ফলকামনা করিয়া সিদ্ধির পর পূজা দিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া ফল প্রাপ্তির অভাবে পূজায় উদাসীন হয়। এই সাম্প্রদায় সম্প্রদায় শ্রীবিগ্রহকে আরাধ্য ও তাঁহার সেবা নিত্যকৃত্য না জানিয়া ফলদাতা ঈশ্বর বলিয়া সাময়িক ধারণা করে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে শ্রীভগবান্ নিজলাভপূর্ণ, তিনি অপরের নিকট কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বদা নিজলাভে পূর্ণ, তিনি আপনার নিমিত্ত অবিদ্বান্ মূঢ় ব্যক্তিদের পূজা গ্রহণ করেন না, দয়াপরবশ হইয়াই ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনার মুখে তিলকাদি শ্রী রচিত হইলেই প্রতিবিম্বে শোভা পাইয়া থাকে, সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বে ঐ শ্রী কখনও থাকিবে না; সেইরূপ তাঁহার প্রতি লোকেরা যথাযোগ্য ভক্তি ও প্রণামাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করে, তাহা তাহাদের আপনার নিমিত্তই হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

"...ভজনাঙ্গ কুলধর্ম্মাদেবহ ইয়া
.... কাহাঃ ।
এবংবিধ কুলকর্ম্মাণঃ মদৈর্ঘ
বিদধতি পাপমশিক্ষমেষু সংস্থিতি"

কারণ সেই ভগবান নিজলাভ দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় স্বাভাবিক স্বানন্দ অনুভব দ্বারা সম্পূর্ণ আছেন। কিন্তু সেই ভগবান্ নিজলাভ পূর্ণ হইয়াও ভক্তকৃত পূজাই গ্রহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিজ পূর্ণতা বরও অতিক্রম করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি সর্ব্বতোভাবে অভাব অপরিগৃহীত হইয়াও স্বীয় ভক্তবর্গ-প্রদত্ত প্রেমসম্পত্তি বা পূজাদাতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তবর্গ প্রদত্ত ভোগ সম্পত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকেন বলিয়া অভক্ত অর্থাৎ অভক্তকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না। যদি বল ধনব্যয়াদি দ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে ব্যর্থ হইতে পারে? উত্তর—পূজকের ধনব্যয়াদি ব্যর্থ হয় না, কারণ ধনব্যয়াদি দ্বারা যাহারা ভগবানের যেরূপ পূজাদ্রব্য অর্থাৎ মান অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই সকল দ্রব্য পূজকের নিজ চিত্তের নিমিত্ত হয়। যেরূপ ধনব্যয় করিয়া পূজা করা যায়, কর্ম্মফল তাদৃশই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ফল গৌণ মাত্র। কারণ উহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অর্পিত হয় নাই। পূজকের কোন ঐহিক বা পারলৌকিক ফলকামনায় অর্পিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, ভগবান পূর্ণ হউন সত্য, কিন্তু পূজকের হিতার্থ তৎপ্রদত্ত পূজা কি জন্য গ্রহণ করেন না? এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হিতাহিত বিবেকশূন্য অবিদ্বান্ ভগবৎপূজার্থ ধনব্যয় করিয়া কোন সময় শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই শ্রীভগবান দয়াপরবশ হইয়াই যেন অভক্ত পূজার অপেক্ষা করেন না। প্রাকৃত ফলদানে পরিশোধ করিয়া থাকেন। অথবা যাহারা অবিদ্বান অর্থাৎ পূজার প্রকার অবগত নহে, অর্থাৎ ভূতহিংসাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদেরও পূজা গ্রহণ করেন না। যদি বলা যায়, সর্ব্বদেব-শিরোমণি হইয়া কি জন্য পূজকের হিতানুষ্ঠান করেন না? এ সম্বন্ধে আলোচ্য এই যে, ভূতদ্রোহী পূজকের হিতসাধন করিলে অন্যান্য ভূতের অহিত আচরণ করা হইয়া থাকে, অতএব পরম দয়ালুর পক্ষে তাহা উচিত হয় না। সেই সর্ব্বভূতগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধম, তাহাদের শাস্ত্র কথিত পূজাফল প্রাপ্ত হয় না।

যদি বিচার হয় যে, ভগবৎ পূজা কোন মতেই বিফল হইতে পারে না, তবে তাহার জন্য নিন্দার সম্ভব হইবে? উত্তর—যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজার ফলও স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ মহাবিষয়-ভোগাদিরূপেই উৎপন্ন হয়। সেই অর্চ্চনার অন্যান্য অশেষ সৎকর্ম্মের ফল হইতে গুরুতর ও উত্তম।

যদি প্রশ্ন হয় যে,—উক্তরূপ সুন্দর ফল যাহা হইতে লাভ হয়, তাহা কিরূপে নিন্দনীয়? উত্তরে বলা যায়, ভগবৎ পূজাফলে ভগবানের চরণে ভক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সেবা লাভ হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কামনাদিমূলে পূজা করিলে তৎসদৃশাদি ফল লাভ হয় না, এই জন্যই একান্ত-ভক্তগণ নিন্দা করিয়াছেন। পুরাণাদিতেও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত পন্থা গর্হিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ যে অভক্তের পূজা গ্রহণ করেন না, কেবলমাত্র ভক্তপূজাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীগীতা হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা
প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

নানা কথা

সরকারী ইস্তাহার

সংপ্রতি সরকার এক মর্ম্মে এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন, এইবারও এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কেহ মজুরের দ্বারা কাজ করাইতে পারিবে না।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নিরানন্দ

গত ৬ঠা মার্চ্চ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী বস্ত্রের যে বহ্ন্যুৎসব হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে গান্ধীজীকে লইয়া মোট ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, এক দিনে যে কড় হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ৩১ জন পুলিস আহত হইয়াছে। চিকিৎসার্থ তাহাদিগকে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে প্রায়োপবেশন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রদের জন্য হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল আছে, তথাকার ছাত্ররা সোমবার রাত্রি ১০টার সময় সভা করিয়া এক মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, আইন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থায় যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিতেছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে তাঁহারা মঙ্গলবার সকাল হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবেন।

ভারতীয় সিভিলিয়ানের মৃত্যু

লণ্ডন, ৫ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ সার উইলিয়াম হল কার্লেভার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম কলিং হাম সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাব ও মহীশূরে বহুদিন কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তরে নিযুক্ত হয়েন এবং ১৮৯৫ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারীর কার্য্যে বহাল ছিলে।

ফ্রান্সের গুপ্ত দলিল

ফ্রান্সের "একো দে প্যারিস" পত্রিকা আর একটি গুপ্ত দলিল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত পত্রিকায় ঐ দলিলের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, ১৯১৮ সালে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট কলোনের কয়েকটি রেলপথ সামরিক কার্য্যে ব্যবহার জন্য জার্ম্মাণীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তদনুসারে যে সকল সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কো-বেলজীয় গুপ্ত সন্ধিপত্র লইয়া হৈ চৈ করিয়াছিলেন, একো দে প্যারিস পত্র এই গুপ্ত দলিলখানা সম্বন্ধে মীমাংসার ভার তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

অ-খৃষ্টানের খৃষ্টান সমাধি

কিয়ানচচ নামক কাইকুয়ু জাতীয় দলপতির গত ৫ই মার্চ্চ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এরূপ সুনাম প্রতিষ্ঠিত লোক ছিলেন যে, সকল সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। তাঁহার সৎকার কার্য্য অতি অদ্ভুতরূপ সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি চিরজীবন অ-খৃষ্টান ও স্বধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। তথাপি রুম, এংলিকান এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পাদ্রীরা তাঁহার সমাধি স্থানে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টান মতে প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার স্বসম্প্রদায়ের রীত্যনুসারে একটি ছাগ সংহার করিয়া কবরের উপর তাহার রক্ত ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহা মৃতব্যক্তির ধর্ম্মপিপাসার পরিচায়ক!

দলপতির ৩০টি পত্নী সমাধি স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

পলিতার কারখানায় আগুন

লণ্ডন, ৩রা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, হল্যাণ্ডের অন্তর্গত উদ্‌ট্রেচ সহরের বারুদ-পূর্ণ পলিতার কারখানায় ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে ১৯ জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে।

অস্ত্রাগারে আগুন

সোফিয়া, ৪ঠা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া সহরের অস্ত্রাগারে আগুন লাগিবার ফলে ২৮ জন নিহত হইয়াছে।

ঢাকায় ভীষণ রাহাজানি

গত ৪ঠা মার্চ অপরাহ্নে ঢাকা লাট ভবনের কাছে রাস্তার উপর ভীষণ রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। সুন্দা সিং নামক মাতৃ ও শিশুমঙ্গল ট্রাষ্টের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ৭ শত ৮০ টাকা লইয়া ট্রাষ্টের সম্পাদিকা শ্রীমতী ড, এ, দের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। সে লাট ভবনের কাছে উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ দুই জন অপরিচিত মুসলমান সাইকেলে চড়িয়া পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে ও তাহার মাথায় গুরুতর আঘাত করে। ঐ আঘাতের ফলে সুন্দা সিং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। আততায়ীদ্বয় তখন ৭ শত টাকা লইয়া পলায়নপর হয়। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই স্থানে তৃণপত্র সংগ্রহ করিতেছিল, সে সেই ঘটনাটি দেখিতে পায়। সে চীৎকার করিবার উপক্রম করিলে দুর্বৃত্তগণ তাহার প্রাণনাশ করে বলিয়া প্রকাশ। ব্যাপারটি শীঘ্রই পুলিসের গোচরীভূত করা হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে এক জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলিতেছে। সুন্দা সিংহ এখনও হাসপাতালে আছে, তাহার অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক।

পুলিসে ও মুসলমানে

বিক্রমপুর লাখবাড়ীর সন্নিহিত এক চরে পুলিসের সহিত একদল মুসলমানের এক সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পুলিস এসমান নামক এক পলাতক খুনী আসামীর সন্ধান করিতেছিল। ঘটনার দিন আসামী ঐ চরে আশ্রয় লইয়াছে সংবাদ পাইয়া পুলিস তথায় গমন করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে থানায় লইয়া যাইবার সময় কয়েক জন লোক তাহাকে পুলিসের হস্ত হইতে মুক্ত করে। তজ্জন্য পুলিস গুলীবর্ষণ করিয়া আসামীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ উক্ত ঘটনায় কেহ হতাহত হয় নাই।

মাথবাড়ে দুর্ভিক্ষ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে অতিরিক্ত শীতের জন্য শস্যহানি হওয়ায় বাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। দিল্লী ক্লথ মিলের মালিক লালা শ্রীরাম চানঘোক [illegible] দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণ ও মধ্যবিত্তদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যোধপুরে সুলভ দামে শস্যের দোকানসমূহ খুলিয়াছেন। বাজারে যে টাকায় ১৷০ সের দরে বিক্রয় হইতেছে; সেগুলি তাঁহারা [illegible] সহ করিতেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা জার্ম্মাণ-বাণিজ্য সন্ধি

কেপটাউন, ৫ই মার্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় যে, জার্ম্মাণীর সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার যে বাণিজ্য-সন্ধি হইয়াছে, তাহা মঞ্জুর করাইবার জন্য সেনেট সভায় পেশ হওয়া উচিত। অনেক বক্তা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, এইরূপ সন্ধি মঞ্জুর করিতে হইলে উভয় পরিষদে উপস্থাপিত করা আবশ্যক। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ এই বলিয়া প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন যে, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে শাসনগত বিষয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৪৯ এবং বিপক্ষে ৫৬ ভোট হওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। মাত্র ৭টি ভোটের জোরে এবার গবর্ণমেণ্ট পরাজয় হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

সম্রাটের ক্রমোন্নতি

গত ৩রা মার্চ রাত্রে সম্রাট স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন এবং জানালার কাছে এক কেদারায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু আবহাওয়া মেঘলা থাকায় এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় জানালা বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

ঐ তারিখে দিনমানেও সম্রাট সন্তোষজনকরূপ ও নিরাপদে সময় অতিপাত করিয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াটসন লণ্ডন হইতে আসিয়া তাঁহাকে সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সম্রাজ্ঞীর বায়ু পরিবর্ত্তন

সম্রাজ্ঞী গত ৪ঠা মার্চ প্রাতে লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং সায়ংকালে "ক্রেগওয়েল নিবাসে" প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ৫ই সম্রাজ্ঞী পদব্রজে বল্‌ডুইনে গিয়াছিলেন এবং নিকট ক্যান্টারবারীর আর্কবিশপকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আর্কবিশপ ডাক্তার গর্ডন ল্যাং শারীরিক বিষম হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যে পীড়া ভোগ করেন, সে জন্য চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একমাস কাল বিশ্রাম ভোগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। সে মাসে তিনি অলড্রেড হইতে বিদায় লইবেন এবং যেখানে, কিছু দিন ভূমধ্যসাগরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিবেন।

তুরস্কে সম্পাদক নির্য্যাতন

কনষ্টাণ্টিনোপল, ৩রা মার্চের সংবাদে প্রকাশ, উগ্র দল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্র সেখানে [illegible] "টাক্রোমিকা" নামক গ্রীক সংবাদপত্র কার্য্যালয়ের জানালা ভাঙ্গিয়াছে ও ছাপিবার যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম তছনছ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ছাত্রগণ সম্পাদককে নিষ্ঠুররূপে প্রহার ও অন্য প্রকার নির্যাতন করিয়াছে। উক্ত সংবাদপত্র ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুর্কদিগের এশিয়া মাইনর জয় সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই অত্যাচার।

সাতকানিয়া সশস্ত্র ডাকাতী

চট্টগ্রাম ৪ঠা মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সাতকানিয়ার শ্রীযুত [illegible] আচার্য্যের ভবনে একটি সশস্ত্র ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ঐ ডাকাতী সম্পর্কে সাতকানিয়ার জনৈক জমীদারের পুত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী ও অপর একটি যুবক শ্রীযুত জানকী চৌধুরী ধৃত হইয়া প্রত্যেকে ১ শত টাকার জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ডাকাতীর অভিযোগে গ্রেপ্তার

সম্প্রতি রেল পুলিসের ইন্সপেক্টার মিঃ পাল ও গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টার মিঃ জে, এন, সেন সোদপুর ষ্টেশনে ফুলান কুর্ম্মী প্রমুখ ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহারা গাড়ী হইতে নামিলেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদিগের নিকট অনেক প্রকার যন্ত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা সোদপুরের নিকট কোথায় ডাকাতী করিতে যাইতেছিল। পুলিস পূর্ব্বাহ্নে এই সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। গত ৫ই মার্চ ধৃত লোকদিগকে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। জামীন দিতে না পারায় তাহাদিগকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

নূতন বৈমানিক

মিঃ আর, এন, চাওলা নামে আর এক জন ভারতীয় বিমানপরিচালন বিদ্যা শিখিয়া সংপ্রতি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এখন পুনায় অবস্থান করিতেছেন। মিঃ চাওলা নিজের খরচে বিমান-পরিচালন বিদ্যা শিখিয়া বলয়ের [illegible] ন টিকিকেট পাইয়াছেন। [illegible] বিমান বিভাগ হইতে ও [illegible] পাইয়াছেন।

কোন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতে বিমান-ভ্রমণ অধিক নিরাপদ ও আরামপ্রদ। তাহার কারণ, এখানে আবহাওয়ার অবস্থা ভাল এবং অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী। ইংলণ্ডে এমন অবস্থা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে কোন বৈমানিক আবহাওয়া বেশ ভাল দেখিয়া বিমান লইয়া বাহির হইলেন, কিন্তু উপরে উঠিয়া হঠাৎ মেঘরাশি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ইংলণ্ডে আবহাওয়ার অবস্থার অনবরত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মিঃ চাওলা বৈমানিকের কাজ গ্রহণ করিবার জন্য শীঘ্রই দিল্লী যাত্রা করিবেন।

নিরুদ্দিষ্ট বালক

গত ৩রা মার্চ রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতার হেদুয়ার নিকটে ৭।৮ বৎসর বয়স্ক একটি সুন্দর পাহাড়ী বালককে নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ছেলেটির পরিধানে একটি সাদা হাফ প্যাণ্ট এবং গায়ে সাদা গেঞ্জি ও ছিটের সার্ট এবং বেগুন রংয়ের খুল কোট। বালকটির কথায় প্রকাশ, যে সম্প্রতি জনৈক বাঙ্গালী বাবুর সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়াছে। বালকটির নাম কাঞ্ছ, সে বলিয়াছে, তাহার পিতার নাম দল বাহাদুর ঠিকানা ৩ নম্বর লরা কাসল, দার্জ্জিলিং। সে বলে, সে যতীন সিংহের সহিত আসিয়াছে। বালকটির সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিলে বাধিত হইব। শ্রীনীলরতন দাস ২৭, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা

ধাম-যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

আগামী ২রা চৈত্র ইং ১৬ই মার্চ্চ শনিবার হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর আসিতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুরে যাওয়া যায়।

[illegible]

[illegible] জলে দিনে দিনে [illegible] যায়। [illegible] বড় বলিয়া সম্মান [illegible] পণ্ডিত, ধনী, [illegible] কৰ্ম করে, [illegible] কৃত্রিম [illegible] গুরুবর্গ [illegible] বড় চেষ্টা [illegible]। এই [illegible] কখনও কর্মী, কখনও জ্ঞানী, কখনও যোগী, আবার কখনও বা [illegible] কবি। কিন্তু [illegible] তথাপি আমরা [illegible] যে, [illegible] চালাইতেছি, [illegible] দিবা [illegible] কথা [illegible] আমাদিগকে এমন [illegible] আমরা একগুণ [illegible] বিনিময়ে [illegible] বলিয়াছি। [illegible] কোটি জন্মের পর, এমন দুর্লভ [illegible] মনুষ্য জন্মটি লাভ করিয়া আমরা [illegible] কি তাহার অসদ্ব্যবহার করিতেছি। আহা! মনুষ্যজন্মটি ভগবানের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। কেননা এই জন্মেই [illegible] তাহারা [illegible] প্রেমসেবা [illegible] সংস্কার [illegible] অধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব [illegible] এবং অমূল্যই বৃথা কাটা-ইয়া দিতেছি, অথচ তাহার জন্য আমরা [illegible]। *

[illegible] সাধু আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] কিছু [illegible] তাহার যে সকল [illegible] যে [illegible] [illegible]

পরম-সত্য কি

জগতের মুখ্য [illegible],—কি [illegible] কি [illegible] কি ধার্ম্মিক, প্রত্যেকেই নিজকে সত্যের [illegible] প্রচারক বলিয়া [illegible],—প্রত্যেকেই নিজের মত ঠিক আছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু [illegible] সত্যের মত ঠিক [illegible]। যেমন, [illegible] যদি সামাজিক লোক স্বকীয় অবস্থানুযায়ী যতটুকু সমর্থন, তাহার যদি ততটুকু যে-ঠিক, সেইরূপ তিনি—স্বপ্রকাশ, পরমসত্য স্বরূপ [illegible] নাই, সকলেই [illegible] আমরা [illegible] জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, সমস্তই অনুযায়ী ভগবৎসেবোদ্দেশে নিযুক্ত করিতে পারি [illegible] অভি-মান করিতে দিয়া [illegible] আরও [illegible] প্রকাশিত হয়। গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের [illegible] একমাত্র উপায় এবং তাহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। তাই [illegible] বলেন—

> 'বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা [illegible]
> তাহা না করিলে লভিবে রৌরব।'

এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিলেও আমাদের নিত্যালোচ্যগোচরে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং পাঠকগণ পুনরুক্তিদোষ ক্ষমাপূর্ব্বক [illegible] পুনঃ পুনঃ আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। শ্রীভগবান্ দীনবন্ধু,—"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্‌, কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান।" সেবাসুখের আমাদিগকে [illegible] অতিশয় ক্রমশঃ করায়, এই অভিমান ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক 'আমি ভগবদ্দাসানুদাস'—এই নিষ্কপট অকৃত্রিম অভিমানই যথার্থ দীনতা! ঐরূপ দীনই জীবকে কৃপাদানে সমর্থ। নতুবা কেবল মৌখিক "আমি দীনহীন, অধম, পাতকী" ইত্যাদি বলিয়া [illegible] ভাব দেখাইলেই দৈন্য হয় না, এইরূপ দৈন্য, 'আমি বড় এই বড় [illegible] একটী প্রকৃষ্ট কৌশল মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়া বাবাজী বৈরাগিগণের মধ্যে এরূপ দৈন্যের অত্যন্ত বেশী প্রাদুর্ভাব। এই সকল কপট দৈন্যের অবতারগণ [illegible] না করিতেছেন, এমন কুকর্ম্ম জগতে নাই। সাধুর পরম পবিত্র বেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া [illegible] আজ [illegible] বৈষ্ণবগণ বা বৈষ্ণবধর্ম্মে যে কি [illegible] আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করিবার [illegible]

[illegible] হইতে যতটুকু অধুক, তিনি সত্য হইতে ততই [illegible]—তত্ত্বই [illegible] বিচ্যুত।

[illegible] জগতের চিন্তাস্রোত একটী [illegible] সীমাবদ্ধ জ্ঞানস্রোত নৈতিক বা সামাজিক [illegible] ভাল বা মন্দকেই 'সত্য' বা 'অসত্য' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। [illegible] 'সত্য' বা বলিয়া 'সত্য-বিপর্য্যয়' বা 'সত্যদ্রোহ' বলিলেই [illegible]। এই [illegible] "আকাশ-কুসুম সত্যের" নেশায় থাকিয়া লোকে আপনাদিগকে 'সত্যবীর' বলিয়া [illegible] সাজাইতেছে।

এইরূপ নেশায় মত্ত হইয়া সত্যযুগের অনেকে মনে করিতেছেন,—'সকলেই এক সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন; সুতরাং ব্যবহারিক সত্য ও সত্যবের সর্ব্বেসর্ব্বা উভয়কেই সমশ্রেণীর বলিয়া মানিয়া লওয়া হউক। যিনি যে কোন মতের ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া দাবী করুন না কেন, সকলেই এক সত্যের প্রচারক—এরূপ একটা আপোষ করিয়া লইয়া অবাস্তব বাস্তবসত্যের বদলে গোঁজামিল দেওয়া যাউক।'

কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্-মহাপ্রভু ও তদীয় আশ্রিত-বিগ্রহ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একবাক্যে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র কপটতাহীন পরম-সত্যের কথা আছে। এই পরম সত্যের সহিত যাহার যতটুকু মতভেদ আছে, তিনি তত পরিমাণে অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। নিরপেক্ষ সত্য কাহারও খাতির করে না,—কাহারও ধার ধারে না,—ব্যক্তিবিশেষের অথবা সামাজিক বা নৈতিক উচ্চ আসনের সম্মান রাখিয়া নিজের অপলাপ করে না। এই সত্য—[illegible] ন্যায় কঠোর, আবার কুসুমের ন্যায় কোমল। এই সত্যের উপাসক "কোটিষ্বপি মহামুনে" অর্থাৎ ত্রিপকোটি লোকের মধ্যে তিনটি বা চারিটি সত্যের উপাসক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই সত্যের কাছে বিনীতভাবে যাইতে হয়, সত্যের কথা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিতে হয়, সত্য আপনাকে আপনিই প্রকাশ করেন,—তখনই সত্যের সত্যস্বরূপ জানা যায়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, কেবল কোন দিনই কাহারও মন রাখিয়া সত্যের অপলাপ বা হ্রস্বীকরণ করেন নাই, তাঁহারা অন্যলোকের—[illegible] ইঙ্গিতভঙ্গি করিতে দিয়া পরম সত্যস্বরূপ ভগবানের শ্রীচরণ-হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই—ইহা তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

"সদ্যঃ প্রভাব, প্রিয়ং প্রভাব, ন প্রভাব সত্যমপ্রিয়ম্‌"—এই লৌকিকী নীতি তাহাদের [illegible] অলৌকিকী নীতির নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একমাত্র [illegible] সত্যেরই প্রচারক, আর সেই [illegible] এক দুই নহে। যথা

ভুল গোড়ায় কি?

প্রথমেই যে ভিত্তিতে আমরা [illegible] যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমাদের আমিত্বের ও তুমিত্বের প্রাসাদ [illegible], যে স্থানকে মূল [illegible] করিয়া আমরা আমাদের সমস্ত অভিযান চালাইতেছি, সেই ভূমিকাটীই সম্পূর্ণ উল্টা।

উল্টা ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া সরোবরের তীরে প্রতিবিম্বিত রাজপুরীর বিলাসভবনে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে আদর্শপূর্ণীয় যে কিছু দৃষ্ট, সকলই উল্টা বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু আবার যাহারা বাস্তব-সত্য মূল আদর্শের অপরিবর্ত্তনীয় ভূমিকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ ঐ প্রতিবিম্বিত ছবির অথবা প্রতিবিম্বিত মাংসখণ্ডের ছায়ায় লোকে কুকুরকুরের ন্যায় প্রকৃত আদর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের জন্য—তাহার জন্য—উল্টা প্রতিবিম্বের জন্য আমাদের প্রয়াস দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিয়া থাকেন। *

আমরা উল্টা জিনিষটাকেই 'সোজা'—বিপরীতটাকেই 'স্বরূপ' [illegible] ধারণা মনে করিতেছি অর্থাৎ বিকৃতকেই বস্তু মনে করিতেছি; কাজেই দেখা যায়,—এই চামড়ার গোলকটাকে দেহ করিয়াই আমাদের সব সাধনা—সব চেষ্টা। মুখে নিজের কথায় মত্ত আমরা এসব কথা বলিলেও বা বুঝিলেও কাজের বেলায় আমরা ঠিক উল্টাপথেরই যাত্রী হই; * কারণ উল্টা স্বভাবটাই আমাদের বর্ত্তমান স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* পরদুঃখদুঃখী গৌরগতপ্রাণ মহানুভবগণ বর্ত্তমানে এই মূল গোড়ার কথাটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য মানুষের মনে এরূপ প্রবলভাবে দাগ বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এত উচ্চকণ্ঠে—এত বিশ্লেষণের সহিত—এত জোরের সহিত এরূপ বিপুল চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কিনা, জানি না। তাঁহারা আমাদের বিবর্ত্ত ঘুচাইবার জন্য

যেরূপ একমাত্র পূর্ব্বদিকেই উঠে, সত্য-সূর্য্য সেইরূপ একদিক হইতেই প্রকাশিত হন—ইহাই তাঁহাদের বাণী।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় একান্ত অনুগত জনগণের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন—'প্রত্যেক মানবসমাজের বাণী ঈশ্বরের বাণী নহে; ঈশ্বরের বাণীই শ্রুতি, তাহাই সত্য তাঁহারা শ্রোত্রিয় গুরুপরম্পরা ও সেই গুরুপাদপদ্মে সতত সংযুক্ত পুরুষকেই সত্যের উপাসক বলিয়া জানেন।

* * ———

আসন্ন বক্তৃতার অধিবেশন

[নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধর্মপ্রাণ ভক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ... তারিখে বরিশাল-... [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ... তীর্থ মহারাজ ও ... শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার ভূমিকা-স্বরূপে ধর্মপ্রাণ পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ... কুমার ... মহাশয়ের ... বক্তৃতার ... তাহা সভাস্থ শ্রোতৃবর্গের ...]

[illegible] ... সুযোগ আসিয়াছে ... ভাবে, ... যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ... [illegible] ... উপাসক ... তোমার, আসিবার ... [illegible] ... তাঁহাদের ... জানাইয়া দিতেছেন।

"ধিক্ সেই ... [illegible] ... গ্রহণ করেন, ... [illegible] ... সেই দিন ... [illegible] ... বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই বিষ্ণুশক্তির অবতার ... পুরুষের ... ও জীবে-দয়ার এই সমস্ত ... প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আহা! আজ অশ্রুপূর্ণলোচনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেছেন:—"ওহে জীব, তুমি ... পরিত্যাগ কর, ... তোমার ধর্ম নহে, ... তোমার ধর্ম, তাহার ... তুমি এই ... [illegible]

[illegible]

... [illegible] ... শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের ... যে সকল সাধু সন্ন্যাসী ... আগমন পূর্ব্বক এখানে ধর্মবিষয়ক সভায় বক্তৃতাদি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ... আমরা পূর্ব্বে ... টাকা পয়সা ... কিন্তু ... শ্রীগৌড়ীয়মঠের ... এখানে ... পূর্ব্বক বক্তৃতা ও ... কথা প্রচার করিয়া, আমাদিগকে ... করিবার জন্য ... সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন; সুতরাং উক্ত গৌড়ীয়মঠ ও ... বক্তৃগণ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধে ধর্মপ্রদর্শনী সভার সেক্রেটারী মহোদয়ের আদেশে ... হইয়াছি। ... এই ... শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তাহা বলিয়া ... আবশ্যক।

আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শিষ্য নহি। তবে আজ ... বৎসর হইল আমি আমার ... একবারের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। নবদ্বীপ সহরে যে সমস্ত বিগ্রহাদি আছেন, ... দর্শন করিয়াছিলাম। আমি ... এবং স্থানীয় ... কোন কোন ... দর্শনীয় ... পয়সা না দিয়া ... দর্শনের সুযোগ পাইয়াছিলাম, ... কোথাও পয়সা না দিয়া ... নাই। আমি ... এবং ... শুনিয়াছিলাম যে, ... নবদ্বীপ সহরে শ্রী... [illegible]

[illegible]

... তিনি আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুভক্তি... ... যে, ... আমাদের নিকট হইতে ... পরিচয় ... [illegible] ... তাহার একটী ধারণা হইয়া গেল। ... শ্রীশ্রীগুরুকৃপা-প্রার্থনা-সময় ... শ্রীশ্রী... [illegible]

[illegible]

[illegible]

... কাহারও নিকট হইতে যে কোন প্রকার টিকিট বা কাহাকেও কোন প্রকার [illegible] ... তাহা কেহ খরচে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। ... পরিচ্ছদ ও খাওয়া দাওয়া ... সুতরাং তাহাতে যে কি খরচ লাগে, তাহা ও সহজেই বুঝিতে পারেন। ... [illegible]

... কার্যক্রমের ... করিবে।

[illegible]

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপুর ... [illegible]

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১১ই ফাল্গুন, ৪৪২ শ্রীগৌরাব্দ।

[illegible]

আগামী ... চৈত্র, ... মার্চ সোমবার হইতে ... শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব উপলক্ষে ... [illegible] ... অনুষ্ঠিত হইবে। ... চৈত্র, ... শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ... অধিবেশন ... শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদ ... কার্য আরম্ভ হইবে। ... উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ... পারমার্থিক ... হইবেন। ... বাহুল্য যে, ... সহযোগিতা ব্যতীত এতাদৃশ বৃহৎ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

সজ্জনকিঙ্কর

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, ভক্তিভূষণ (রায় বাহাদুর)

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র পালচৌধুরী, ভক্তিভূষণ (সম্পাদক)।

[illegible]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৩৫।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরমিদং

আগামী ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ শনিবার হইতে নবদ্বীপের ... শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপাপূর্বক পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। যদি যোগদান করিবার সুযোগ না হয়, এই ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিলেও ... প্রভূত ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, ... মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, ... সুবর্ণবিহার, ... হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, ...) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সমুদ্রগড়, ... চর, ... কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট, বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, ...) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ...) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ রবিবার।

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ সোমবার হইতে নিত্যধাম শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী),

শ্রী... সান্যাল (এম্‌. এ),

শ্রীকুঞ্জবিহারী-বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকত্রয়।

[illegible] ... জিলা নদীয়া ... [illegible]

... ছিলেন ... অনেকের ... হইয়াছিলেন। ... অনেকের মনে ... আক্ষেপ ... রহিয়া গিয়াছে।

শ্রী... বন্দ্যোপাধ্যায়

বরিশাল

[illegible]

কৃষ্ণনগরের সংবাদ

রাস্তা ও ড্রেণ

কৃষ্ণনগর একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সহর। ইহা ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির দর্শনীয় স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার রাস্তাঘাট বিশেষতঃ গলি ও ড্রেণগুলি খুবই খারাপ। রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় ধূলা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাস্তাগুলি ঝাট দেওয়া অথবা উহার উভয় পার্শ্বের আগাছা প্রভৃতি কাটার সন্তোষ-জনক ব্যবস্থা মোটেই নাই। তদুপরি ড্রেণগুলি এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত যে, নাসিকা বস্ত্রাদি আচ্ছাদন করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। এই সকল কারণেই সহরে মশকের ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

শুনা যায়, কৃষ্ণনগরে যক্ষারোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল বিষের অস্বাস্থ্যকর রাস্তাঘাট ও ড্রেণ যে তাহার একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আলোর অভাব

এই সহরে রাত্রিতে পথিকদের আর একটী অসুবিধা হয়, রাস্তায় আলোর অভাবে। কৃষ্ণনগর সহর হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত লোক যাতায়াত করিয়া থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয়—রাস্তার কেরোসিনের আলোগুলি এতদূর অন্তরে যে, একটী আলো হইতে অপরটী দৃষ্টিগোচর প্রায়ই হয় না এবং রাস্তা যে জিনিষে সেই জিনিষেই। রাস্তার উভয় পার্শ্বে জঙ্গল রহিয়াছে। সর্পের ভয়ও আছে। এরূপ অবস্থায় রাস্তার আলোর ব্যবস্থা ভাল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা এই সকল বিষয়ে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কারণ তাঁহাদেরই কার্য্যকলাপের উপর সাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে, এবং সাধারণের অস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহারাই প্রধানতঃ দায়ী।

শান্তিপুর-নবদ্বীপ লাইট রেলে আলোর অভাব

শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট-রেলে দ্বিতীয় যাত্রী [illegible] লিখিয়াছেন যে, উক্ত রেলে আলো থাকে না। [illegible] যাত্রীর একটী অতীব ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা এই যে, "একেত ঘুটঘুটে অন্ধকার, তাহার উপর—

সর্পের কবলে ভেক"

রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় অন্ধকারে একটী যাত্রী একটী কামরায় বসিয়া আছে, এমন সময় নিকটে ভেকের চী-চী শব্দ শোনা গেল। [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারে। যাত্রী ভয়ে অস্থির, কিছু পরে অন্য একজন যাত্রী হারিকেন আলো লইয়া ঐ কামরায় উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া যাত্রীটি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং বলিল—"মহাশয়, আমরা বাঁচলাম। খুলনা পাবনা জেলা হইতে আসিয়াছি, এই অন্ধকারে গাড়ীতে বসিয়াছি, ঐ রকম ভেকের চী-চী শব্দ শুনা যাইতেছে। বোধ হয় বেচারা সর্পের কবলে পতিত হইয়াছে। একেত ঘুটঘুটে অন্ধকার তাহার উপর সর্পের কবলে ভেক। এখানে ট্রেনে আলোর বন্দোবস্ত নাই কেন?"

আমরা আরও শুনিতে পাইলাম, 'চামটার বিল' নামক স্থানে বন্যার ভয় আছে। এই স্থানে রেলপথের [illegible] অপহৃত হইতে পারে।

যাত্রীগণের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, [illegible] রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকা একান্ত কর্তব্য। রাত্রিতে ট্রেনে আলোর অভাবে যাত্রীগণের আরোহণে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাই আমরা এ বিষয়ে ই, বি, রেলের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জমিদার পত্নীর মৃত্যু

নবদ্বীপ [illegible]

গত [illegible] ওয়াড়িকা [illegible] প্রসিদ্ধ জমিদার [illegible] রামগোপাল [illegible] মহোদয়ের পত্নী [illegible] দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন।

সার ভ্যালেন্টাইন চিরোল

সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল [illegible] হইতে লণ্ডনে যাইতেছিলেন, [illegible] তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে [illegible] বিশ্রাম করিতে হইতেছে।

[illegible] সংবাদ

[illegible] সিমিতে [illegible]

[illegible] তাঁহার উত্তম [illegible] আসিয়া [illegible] করিতেন। [illegible] প্রেসিডেন্সি জেলের সঙ্গে [illegible] অবহিত [illegible] হইতে [illegible] আসিয়াছিলেন। [illegible] কোন [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] হইতে [illegible] শ্রীযুত গৌরীনাথ প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে, মহাত্মা তাঁহার [illegible] পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন।

সরস্বতী প্রেসে খানাতল্লাস

বাঙ্গালা সরকারের আদেশ অনুযায়ী ১৮৯৯ সালের ৫ আইনের ৯৯ (ক) ধারা অনুযায়ী পুলিশ কলিকাতার সরস্বতী প্রেস ও সরস্বতী লাইব্রেরী খানাতল্লাস করিয়া কৃতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহের "দেশের পরিচয়" পুস্তকগুলি লইয়া গিয়াছে। পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য-হত্যা

জাপানী পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য [illegible] কোবার পথে হত্যা হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বন্দুকের নিশানা করিয়া লইয়া যায় এবং ছোরার আঘাত করে। পরে অপরাধী নিকট পুলিশ ষ্টেশনে গিয়া সকল কথা খুলিয়া বলে। সে স্বীকার করিয়াছে যে, রাজনৈতিক মতভেদ লইয়া উক্ত সদস্যের সহিত তাহার মতান্তর ঘটে। ইহার ফলেই সে ছোরার আঘাত করিয়াছিল।

[illegible] চুরীতে ১ বৎসর

[illegible] দোকান হইতে একটি [illegible] চুরী করিবার অভিযোগে [illegible] উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] হইয়াছিল। [illegible]

[illegible] তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছেন।

[illegible] ও [illegible]

[illegible]

[illegible] টাকার মত মজুত [illegible] টাকার অন্য [illegible] চলিতে [illegible] প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কুচবিহার মহারাণীর অপহৃত অলঙ্কারের সন্ধান

শিলিগুড়ি, এই মার্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কুচবিহারের মহারাণীর ৬ লক্ষ টাকার পরিমাণ অলঙ্কার ও সাজসজ্জা যে কি ভাবে [illegible], সে সম্বন্ধে [illegible] অনেকটা [illegible] হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ডি, এস, পি, [illegible] কতকগুলি সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া [illegible] একটী বাড়ীতে খানাতল্লাস করেন। তিনি সেই [illegible] উহার [illegible] ও [illegible] গ্রেপ্তার করেন।

[illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] একটি [illegible] নিকট হইতে [illegible] প্রত্যেক [illegible] দোকানে খানাতল্লাস করে। [illegible] একটী [illegible] ও [illegible] টাকার [illegible]।

[illegible] ভীষণ পরিণাম

প্রকাশ, [illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] তাহার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] জন্য বিশেষ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] করিয়াছেন।

উত্তরপাড়া ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

প্রকাশ, গত [illegible] মার্চ রবিবারে ১২৮ [illegible] হইতে ২ [illegible] যাত্রী উত্তরপাড়া ষ্টেশনে [illegible] যায়। এই যাত্রীরা যখন ট্রেন হইতে [illegible], পার্শ্বে সেই সময় ট্রেন [illegible] তাহারা [illegible] ট্রেন [illegible] এই [illegible] যাত্রী [illegible] ট্রেন [illegible] যাত্রী [illegible] তাহাদের [illegible] ক্ষতি [illegible] সংকটাপন্ন অবস্থা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—১৩৩৫

সাময়িক প্রসঙ্গ.

অধুনা জড় সাহিত্যসেবী কতকগুলি ভাগ্যহীন সাহিত্যিক আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গরিমায় এতাদৃশ প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বকেও তাঁহাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য-ব্যাপার-বিশেষ-বিচারে অচিৎসাহিত্য বা চিন্ময়সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত বা আলোচ্য বিষয়-জ্ঞানে ভগবচ্চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ পুঞ্জীভূত করিতেছেন। অধোক্ষজসেবক চিন্ময় সাহিত্যিক তাদৃশ বালসুলভ অমায়াক বিচারের পক্ষপাতী না হইয়া বলেন যে (ভাঃ ১০।৮৪।১৩), যিনি এই স্থূলশরীরে 'আমি' বুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড় বস্তুতে 'ঈশ্বর' বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে তাদৃশী কোন বুদ্ধি করেন না অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি, মমত্ববুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি 'গোখর' বা গোগর্দ্দভ অর্থাৎ গো-সকলের মধ্যে গর্দ্দভতুল্য বৃথা ভারবাহী পশু— অতিশয় নির্ব্বোধ। সেই গোগর্দ্দভগণ ভগবত্তত্ত্বের কি জানিবেন? তাঁহারা 'আমরা বিচার করিতেছি' মনে করিয়া আমাদেরই বিচারেরই প্রার্থী হইবেন। তাহাতে ফলপ্রাপ্তিকালে তাঁহাদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত হইয়া অনাচারে 'ভস্মে' ঘৃতেই কালাতিপাত করিতে হইবে। তবে সেই নির্ব্বোধগণ যদি কোন সময়ে তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা ছাড়িয়া কোন বিশেষজ্ঞের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তবেই তাঁহাদের 'আসন্ন মৃত্যুর করালকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ, নচেৎ নিরুপায়। সর্ব্ব-ত্যাগী গোখর সাহিত্যিকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের এসকল বিচার আদৌ বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের ভাবী পরিণামের জন্য ভাগবতগণ সত্যসত্যই বড়ই দুঃখিত ও শঙ্কাযুক্ত।

"কর্ম্ম-বিদ্যা যত মায়ার বৈভব

তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জন্মাইয়া অনিত্য-সংসারে

জীবকে করয়ে গাধা॥"

'জড়বিদ্যা লাভ করিয়া' মানুষ যতই না আপনাকে বিদ্বান্ বা পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করুন, তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তগত আচার ও বিচার না থাকায় এবং তাঁহারা অনিত্য-সংসারে মুগ্ধ হন বলিয়া, ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে গর্দ্দভাখ্যাই দিয়া থাকেন। সংসারাসক্তি বর্জ্জনপূর্ব্বক সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলন করারই নামই প্রকৃত পাণ্ডিত্য। শ্রীবলদেবের চিদ্বলে বলীয়ান্ হইয়া মায়াকে জয় করার নামই প্রকৃত বীরত্ব-পুরুষত্ব; নতুবা যে অনিত্য-সংসারে 'সুখ' বলিয়া কোন বাস্তব বস্তুর আত্যন্তিক অভাব, সেই সংসারে সুখান্বেষণ-চেষ্টাকে স্ত্রীধাতুভাবিত গোখরবুদ্ধি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে! আমরা ইহ-সংসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার পূর্ব্বক 'বুদ্ধিমান' বলিয়া কতই না বাহাদুরী লইয়া থাকি, কিন্তু বন্ধ-মোক্ষবিৎ ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ভাগবতগণ যে সে বুদ্ধিমত্তাকে অন্ধ-কপর্দ্দকতুল্য বলিয়াও স্বীকার করেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার আমাদের ঐ বুদ্ধির দৌড় যদি কেবল সংসার-সুখান্বেষণ পর্য্যন্তই হয়, তাহা হইলেও না হয় ততবেশী হাসিবার বিষয় কিছু থাকে না, কিন্তু এই বুদ্ধি লইয়াই আমরা যে আবার অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাই, ইহাতে ভজনাবিজ্ঞগণ আমাদিগকে 'আত্মবুদ্ধ' জানিয়া আমাদের গলদেশে রজ্জু বন্ধন না করিয়া আর থাকিতে পারেন না! কেন না, তাহা অনধিকারচর্চ্চা হওয়ায়, পণ্ডিতগণ তাহার আদৌ প্রশ্রয় দিতে চাহেন না। সুতরাং আমাদের গললগ্নীকৃতবাসে নিবেদন, তথাকথিত বুদ্ধিমানগণ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অজ্ঞানান্ধকারমুক্ত না হইয়া যেন 'সাহিত্যিক' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিধি-মন্ত্রোপাদির শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্বকে জড়-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াসী না হন।

আগামী ২রা চৈত্র ইং ১৬ই মার্চ্চ শনিবার হইতে শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইবে, ইতোমধ্যেই পরিক্রমা-যাত্রিগণ একে একে শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে রৌদ্রের তেজঃ যেরূপ প্রখর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পরিক্রমাকারিভক্তগণের রৌদ্রতাপে একটু ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরমসুখ, সেবা-সুখ-দুঃখ পরম-সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ"—এই মহাজন-বাক্যস্মরণে ভক্তগণ বোধহয় তাদৃশ ক্লেশকে ভগবানের অনুকম্পা মনে করিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবেন। যাঁহারা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" —এই বাক্যকেই মহামন্ত্র করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা এই নশ্বর দেহ কায় চিন্তায়ই চিরকাল ভোগময় গুরু-পরিক্রমা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, শ্রীধাম-পরিক্রমা-সৌভাগ্য হইতে তাঁহারা চিরবঞ্চিত। যে পর্য্যন্ত শ্রীহরিক্ষেত্র বা শ্রীধাম-পরিক্রমায় নিযুক্ত না হইল, তাবৎ ত' শ্রমমাত্রক। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত শেষ—তিন সাধনের বল॥ এই তিন সাধ্য হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥" শ্রীধামে আসিয়া সেই সাধনের বলক্রমে বলীয়ান হইয়া মায়াকে জয় করা যায়—সংসারের সুখ-দুঃখ আর জীবকে অভিভূত করিতে পারে না। সুতরাং "হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ শ্রীধামমায়াপুরাখ্যে ধাম্নি শুদ্ধগৌরভক্ত-সঙ্ঘাবাসে গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্। বিলম্বেনালম্।"

মানুষ জড় দেশ, কাল ও পাত্রের অভিমানে প্রমত্ত না হইয়া যদি সত্যাসত্য নিরপেক্ষভাবে আত্মমঙ্গল অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মানুশীলন ব্যতীত তাঁহার মঙ্গলের দ্বিতীয় উপায় আর কিছু পাইবেন না। শ্রীচৈতন্যদেবই জীবকে কৃষ্ণবিষয়ক চেতনতা দান করিয়াছেন। তিনি জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং কৃষ্ণানুশীলন করিয়া জীবকে কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবান বেদব্যাস যে শ্রীমদ্ভাগবতে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে ভগবদারাধনাই কলিজীবের একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরকিশোরানন্দ সেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতারূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীবকে নামকীর্ত্তনেরই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা উপদেশ করিয়াছেন; স্বয়ং নামপ্রেমে মত্ত হইয়া জগজ্জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমনির্ব্বিশেষে জীবমাত্রকেই আদেশ করিয়াছেন—

"অতএব আমি আজ্ঞা দিল্ সবাকারে।

যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

"খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।"

"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।

ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।"

সুতরাং এমন দয়ার ঠাকুর পতিতপাবন গৌরসুন্দরের শিক্ষাকে অমান্য করিয়া নিজে নিজে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে যাওয়া কি নিতান্ত ধৃষ্টতা বা মূর্খতারই পরিচয় নহে? যে নিমাই-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিকট দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দসরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী নিরন্তই নতমস্তক, নিমাই-পণ্ডিতের চরণাশ্রয়ই তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের চরমসীমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই পণ্ডিতের প্রচারিত ব্যবহার উপর আবার পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিতে যাওয়া নিতান্তই স্পর্দ্ধার কার্য্য—অজ্ঞতার চূড়ান্ত নহে কি? শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মই একমাত্র চেতনের ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাই একমাত্র চেতনের শিক্ষা। শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্তই একমাত্র সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রমাণ-গ্রন্থ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যানুগত্যই জীবের একমাত্র মঙ্গলোপায়—শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই।

আচার্য্যের শিক্ষা

ধর্ম্ম এক না বহু?

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে, বিকৃতি স্থলে অনুরাগরহিত হইয়া নিজের শুদ্ধতত্ত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না, যাহার যখন শুভোদয় হইবে, তখন সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পাসনা মাত্রই কি শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম?

পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণু-উপাসনা, তাহাতে দীক্ষা, পূজা—সমস্তই বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়। এই প্রকার বিদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন।

বৈষ্ণবতা কি শৌক্রপরম্পরাগত?

সাংসারিক ব্যবস্থা নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। পরমার্থ ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিগত। 'বৈষ্ণববংশ' বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ 'বৈষ্ণব' হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণব দেখা যায়। আবার নিতান্ত অনাত্মিকদিগের বংশে অনেক 'বৈষ্ণব' প্রকটিত হইয়াছেন, সুতরাং 'বৈষ্ণব-জাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্যবংশ' বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়াই যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না। অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল

সংসারউপাসিমা ক'রতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

আদৌ মঠাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এসমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনও রত হন না। ভণ্ড-তপস্বী ও বৈরাগ্যব্রতিগণই মঠাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন।

কৃষ্ণনামাদি কি ভোগীর পণ্য দ্রব্য ?

হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নাম-দাতা শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।

প্রচারকের যোগ্য কাহারা ?

শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য। প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।

প্রকৃত মানবধর্ম্ম কিরূপ ?

বৈষ্ণবের সম্মান। 'বৈষ্ণব-সন্তান' যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তি-উত্তমত্ব-ক্রমে সম্মানের তারতম্য। 'বৈষ্ণব-সন্তান' যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে, যিনি বৈষ্ণব নন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে, অন্যের প্রতি 'মানদ' না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।

কলির সেবক কাহারা ?

কেহ কেহ কপটভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম-কীর্ত্তন যে তারকণ্য, তাহা দেখাইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, ওলাউঠা ও অন্যান্য পাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থ-প্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট লীলা বাহির করে। নাস্তিকগণ শুদ্ধ বা শুদ্ধপ্রায় কল্পিত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া, আপনাদিগকে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে ঐ প্রকার কপট-ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, তাদৃশ ভাবও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাহারা কপট-বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করত কলির সেবা করিতেছে।

অত্যাহার কিরূপ ?

'আহার' শব্দের মুখ্যার্থ ভোজনই বটে, কিন্তু 'ভোজন' শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষু দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয় ভোগ ব্যতীত জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবন দেহত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়ত্যাগ'—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখ ভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হইয়া পশুত্বের উদয় হয়। অতএব কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতি নিদ্রা, অল্প নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তাহারী, যুক্ত-চেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্ত-জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয়। তাহার প্রকার এই যে,—'আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না'—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয় সকল গ্রহণ করিবে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাদ ও জ্ঞানাদ ত্যাগ পূর্ব্বক আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। এইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—এই শ্লোকদ্বয় গ্রথিত করিয়াছেন।

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয় ভোগ্য বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে, কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপক্ষে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর, ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না, পরমার্থসাধক, পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর—ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর, অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ করিলে সাধক রজোবশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন, আবার উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলেও ভজনোপায়স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রযুক্তি। কুটুম্বপোষণ, অতিথিসৎকার করিতে গৃহস্থগণ এবং ধর্ম্মবিধিতে ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবৎসেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনের অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি সাধনে ও কৃষ্ণকৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষালাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার লাভ হয়। ভাল বস্ত্র পাইয়া আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে অচিরেই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

বেদান্ত দর্শনে

অভিধেয় নির্ণয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ভাষ্যদ্বারা বেদান্তসূত্রে যে ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, তাহা স্ফুটভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রুতি, স্মৃতি, ভাগবত ও পুরাণ-বাক্যদ্বারা সেই ভক্তির অভিধেয়ত্ব যে সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

কাঠক শ্রুতির :—'পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান' বাক্যে তাঁহাকে দর্শন করা যায়, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

(গীঃ ১১ ৫৩-৫৪ শ্লো)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যে ভক্তি বিভাবিত সহজনেত্রে আমার নিত্য নরাকার কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান ও ইজ্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, একমাত্র কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃত শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই।

শ্রীনারদ-ভক্তিসূত্রে কথিত হইয়াছে, জীব একমাত্র ভক্তি আশ্রয়েই সিদ্ধ হয়েন, অমৃত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন; কারণ উহাদ্বারা তিনি পরম পুরুষকে লাভ করেন। যথা—

'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।'

পূর্ব্বসূত্রের অর্থ তন্ন তন্ন বিবেচনা করিয়া কর্ম্মীকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানালোচনায় চেষ্টিত হইতে এবং জ্ঞানীকে যোগসূত্রের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়া পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা লাভের উপায়স্বরূপ শুদ্ধাভক্তি আশ্রয় করিতে প্রবণ করা গিয়াছে; কিন্তু ভক্ত আশ্রয়পূর্ব্বক কোন ভক্ত আপনাকে অসিদ্ধ, অতৃপ্ত বা অমৃত বোধ করিয়াছেন, এরূপ ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুতরাং ভক্তিদ্বারাই যে পুরুষের আত্মার প্রসাদজনক একমাত্র শ্রেয়ঃ লাভ অর্থাৎ পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

শাণ্ডিল্যসূত্রেও কথিত হইয়াছে, ঐকান্তিক অনুরাগ বা পরমাভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি পন্থাবলম্বনে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না।

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে অতি পরিস্ফুট ভাবে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যথা—

'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য * * তৈস্ত্রিলোক্যাং'

জ্ঞানের প্রয়াস বা তর্কপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণতি ভক্তি সহকারে যিনি সাধুগণের মুখপদ্মবিগলিত নিরন্তরকৃষ্ণকথা বা তত্ত্ব সজ্জনের কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, তিনিই কেবল সেই অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, অজিত পুরুষ শ্রীভগবানকে জয় করিতে পারেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার সাক্ষাৎকারের

হয়েন ; কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর কোন চেষ্টাই তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। সূত্রকার ৩য় অঃ ২পাঃ ২৩সূত্রে বলিয়াছেন—

'অব্যক্তমাহহি'

সূত্রকারের এই ভাব পরিস্ফুটভাবে প্রদর্শনকল্পে সূত্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকটি বলিয়াছেন, যথা—

"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য • • ক্লেশলাভয়ঃ"

ভক্তিই একমাত্র পরম শ্রেয়োলাভের উপায়, সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টান্বিত হয়েন, তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টাসমূহ স্থূল তুষাবঘাতের ন্যায় মাত্র ক্লেশেরই কারণ হইয়া থাকে।

ভগবান্ বাদরায়ণ ৩য় অঃ ২পাদের ২৩সূত্রে ব্যতিরেকমুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক 'অতঃপর অন্বয়মুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপনকল্পে ২৪সূত্রে বলিয়াছেন—

'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'

অর্থাৎ সম্যক্ আরাধনা দ্বারাই পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ ভক্তের চিন্ময়নে প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

অহং ভক্ত-পরাধীনোহস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ

(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সেই পরম পুরুষকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি শব্দের বাচ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য, কারণ, ভূতাকাশের কোন শব্দ দ্বারা তাঁহাকে 'ব্যক্ত' করা যায় না, গুরুম্নায়ে অবতীর্ণ চিদ্ব্যোম-প্রকটিত অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মের সহিত যাঁহারা উত্তর-যোগোথিত নামাপরাধরূপ শব্দ-সামান্যকে সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা অনন্ত কালব্যাপী ঐ প্রকার অপরা যুক্ত নামাক্ষর অর্থাৎ 'ওঁ' এই প্রণব বা 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রকে আভিধানিক শব্দ-মাত্র-জ্ঞানে, বহুবার উচ্চারণ করিলেও অপ্রাকৃত নামাভিন্ন-বিগ্রহ নামীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন না, তদ্রূপ নামাপরাধী পাষণ্ডীর নিকট তিনি 'ব্যক্ত' হয়েন না, সেই জন্য শাস্ত্র তাঁহাকে 'অব্যক্ত' বলিয়াছেন।

মনোধর্ম্মী কখনও সেই পরমপুরুষকে তাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, তাহারা বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণুকে চিন্তা-জগতের জড় বিষয়সমূহের অন্যতম মনে করিয়া কল্পনা ও বিকল্পাত্মক মনো দ্বারা কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা চিন্তা করত নিজেদের ভক্তাভিমান করে, অথবা কর্ম্মের দ্বারা অসম্যগ্দর্শী জড়, অভিমানী হইয়া কল্পনা পূর্ব্বক রূপগুণ লীলা-বৈচিত্র্যের চিন্তা করে। এই প্রকার কল্প ও জ্ঞানী-ব্রুব মনোধর্ম্মী, অপরাধী পৌত্তলিকের নিকট তিনি 'অচিন্ত্য' বলিয়া কথিত।

দেহেন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ প্রত্যক্ষবাদী, অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুকে কখনও তাঁহাদের জড়েন্দ্রিয়ের ভোগের উপকরণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, জ্ঞানাভিমানী সম্প্রদায় তর্কপন্থাবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা সম্বল পূর্ব্বক 'নেতি, নেতি' বিচারে যে সর্ব্বসদ্গুণ-সমলঙ্কৃত অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীভগবানকে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ চিন্মাত্র বলিয়া কল্পনা করেন, তাহাও তাঁহাদের জড় চিন্তার অন্তর্গত, এবং কল্পনা কখনও বাস্তব নহে, সুতরাং তিনি তদ্রূপ আস্তিকব্রুব বুভুক্ষু ও নাস্তিক মুমুক্ষুগণের চাক্ষুষের অতীত বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে 'অতীন্দ্রিয়' বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূতা 'ভক্তি'কে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সম্যক্ আরাধনা করেন, সেই প্রকার নিষ্কপট ভক্তের ভক্তি-বিভাবিত অপ্রাকৃত সেবাপর চিন্ময়নে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হয়েন, শুদ্ধ ভক্ত তাঁহার সেবোন্মুখ হৃষীকগণের দ্বারা অতীন্দ্রিয় হৃষীকেশের শুদ্ধভাবে সেবা করিতে সমর্থ হন। ইহাই সূত্রকার ৩য় অঃ ২ পাঃ ২৪ সূত্রে বলিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণোদ্দেশে পুনরায় সূত্র বলিতেছেন, যথা :—

'প্রকাশাদি বচ্চা বৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' [৩য় ২ পাঃ ২৫ সূত্র]।

সেই সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর যদিও সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই প্রকাশমান আছেন, তথাপি তদাশ্রিত জীবসমূহ ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী অশান্ত ও নিষ্কাম শান্ত ভগবদ্ভক্ত-ভেদে দ্বিবিধ, এই উভয়-বিধ আশ্রিতের প্রথমোক্ত ভক্তিহীন অশান্তগণের নিকট তিনি কখনও কল্পনা-প্রসূত পুত্তল অথবা কখনও নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়েন। আবার নিষ্কাম শান্ত ভগবদ্ভক্তগণের নিকট তিনি স্বীয় শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ (যাহা কৈবল্যার্থী মোক্ষকামীকে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রকাশিত) সঙ্কুচিত করিয়া ললিত ত্রিভঙ্গ-গোপবেশ-বেণুকর-মুরলীবদন-শ্যামসুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েন।

বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত ২৫ সূত্রের মর্ম্ম স্ফুটভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈঃ
• • • •
অজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।

(ভাঃ ৩।২।১৫)

ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী প্রভৃতি অশান্ত জনসমূহ যখন নিষ্কাম শান্ত ভগবদ্ভক্তগণের ক্লেশ উপস্থিত হয় (অবশ্য ভগবদ্ভক্তের কোন প্রাকৃত ক্লেশ নাই, তবে লোকবাসিগণ ভক্তের আরাধ্য বস্তুকে নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ প্রভৃতি এবং ভুক্তি ও সিদ্ধিকামিগণ ভক্তের সেব্য অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুকে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা প্রদানকারী দেবতা-বিশেষ মনে করে ইহাই তাঁহাদের ক্লেশের কারণ) তখন অপ্রকাশিত অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া প্রকটিত হয়, সেইরূপ ভগবান ভক্তের সম্যক্ আরাধনায় প্রীত হইয়া আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কাষ্ঠস্থ বহ্নি যেমন মন্থন হইতেই প্রকাশিত ও লক্ষিত হয়, সেই প্রকার সর্ব্বগত বিষ্ণু একমাত্র ভক্তের ধ্যানের দ্বারাই দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। যথা-

যথা কাষ্ঠে স্থিতো বহ্নি মন্থনাদেব দৃশ্যতে।
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুর্ধ্যানাদেব প্রদৃশ্যতে॥

শ্রীশ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞমধ্বাচার্য্য বলেন— ব্রহ্ম অভক্তের নিকট অব্যক্ত হইলেও ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণাদিরূপ আরাধনা-ফলে ব্রহ্মের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই ভক্তির ফল।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য বলেন :—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি যেমন তত্তদুপযোগী সাধন দ্বারা আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ উপযুক্ত সাধনপ্রভাবে অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা আরাধিত হইলেই সেই পরমপুরুষ প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

শ্রীশ্রীল বলদেব প্রভু বলেন :—"ভক্তি দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যাস অর্থাৎ অনুশীলন হইতেই আত্মস্থ গুপ্ত পরব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রবণকীর্ত্তনাদি উপাসনা দ্বারাই পরব্রহ্মের প্রীতিলাভ করণান্তর তাঁহার দর্শন লাভ করে, কিন্তু অভিরোহ পন্থায় পণ্ডজ্ঞানাবলম্বনে 'নেতি নেতি' বিচার অর্থাৎ প্রীতিবিহীন আরাধনা দ্বারা কেহই সেই অব্যক্ত সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন যে, আমি যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, একান্ত অনুরাগ ব্যতীত কেহ আমাকে দেখিতে পায় না। আমার এই স্বতঃসিদ্ধ সঙ্কল্প শক্তিই যোগমায়ারূপে আমার স্বরূপকে লোকবুদ্ধির বহির্ভূত গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাই ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী অশান্ত ভক্তি-হীন মূঢ়গণ আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও দেখিতে পায় না, তাহাদের নিকট আমি মেঘাচ্ছাদিত রবির ন্যায় চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকি। যথা :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

[৭ অঃ ২৫ শ্লোঃ]

অতএব প্রেমভক্তিমান ব্যক্তিগণই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তির দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, আর জ্ঞানাভিমানী ও ভক্তব্রুবগণ তাঁহাকে তাহাদের কল্পনার শিল্পাগারে কল্পিত পুত্তল-বিশেষরূপে দর্শন অথবা তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-পুত্তলভাব চিন্তা করেন।'

অতঃপর বর্ত্তমান প্রবন্ধালোচনায় আমরা জানিতে পারিলাম যে, বেদান্ত-দর্শনে কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃত একমাত্র কেবলা বা শুদ্ধাভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বাক্য দ্বারা সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে। এই ভক্তি,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির ন্যায় আগন্তুক বা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম নহে, ইহা জীবাত্মার নিত্যস্বরূপগত ধর্ম্ম। আমরা 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বিভু-চিদ্-বস্তু শ্রীভগবান্ ও অণুচিদ্-বস্তু জীবের সহিত পাল্য পালক, সেব্য-সেবক, আকৃষ্ট ও আকর্ষকরূপ একটী নিত্য সনাতন সম্বন্ধ বর্ত্তমান, এই আকৃষ্ট ও আকর্ষকের মধ্যে আকর্ষণরূপ যে শক্তিটি দেখা যায়, উহাই শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা 'ভক্তি', সুতরাং এই ভক্তি প্রত্যেক জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপে অন্তর্নিহিতা আছেন, কিন্তু জীব মায়াবদ্ধাবস্থায় আত্মস্বরূপ উপলব্ধির সামর্থ্যাভাব-নিবন্ধন তিনি যে ভগবদ্বস্তুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট তাহা বুঝিতে পারেন না, এই সম্বন্ধজ্ঞানাভাব বশতঃ নিত্যসিদ্ধ ভক্তি তাঁহাতে প্রকাশিত হয়েন না।

সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশশীল বস্তু হইলেও যেমন মেঘ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল গগনে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হয়, তদ্রূপ ভক্তি নিত্যসিদ্ধবস্তু হইলেও স্বরূপ-বিভ্রান্ত সম্বন্ধজ্ঞান-হীন মলিন চিত্তে সম্যক্ উদিত হয়েন না।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-বিগলিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং' শ্লোকে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

এই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তিকে বহির্ম্মুখ বৃত্তিতে আপাতঃ কর্ম্মাঙ্গীভূত বোধ হইলেও উহা কর্ম্ম নহে, কারণ কৃষ্ণানুশীলনের প্রাতিকূল্যেই জ্ঞানকর্ম্মাদির অবস্থান, কিন্তু কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল বলিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদির সাক্ষাৎ ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং ভক্তির দ্বারা ভক্তির সিদ্ধিতে অভিধেয়ের নিরপেক্ষতার বাধা হইতেছে না, অতএব কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃত শুদ্ধাভক্তি যে একমাত্র অভিধেয় তাহা প্রদর্শিত হইল।

নানা কথা

আবাহন

ঋতুরাজ বসন্ত প্রশমাস অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় মাসে পদার্পণ করিতে চলিল। তাঁহার আগমনে উৎফুল্ল হইয়া নানাবিধ পুষ্প বিকসিত হইয়া আমোদ করিতেছে, অলিকুল গুন গুন রবে মধু

আগমনে নব। মলয়ানিল পুষ্প-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেশ একটু গরম অনুভূত হইতেছে। আবার তৎপ্রত্যূষে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এই গরমের জন্য অনেক অনাবৃত শরীরে শয়ন করে কিন্তু শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহাদের অনেকের সর্দ্দি কাশি হইতেছে। সুতরাং আনন্দে অতিশয় মাতোয়ারা না হইয়া পরবর্ত্তী সময়ের কথাও একটু চিন্তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শেষ রাত্রির হিম শরীরে লাগান মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। সর্ব্বোপরি বসন্তের আগমনে পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ-বাজি যখন মাতোয়ারা, একমাত্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্য—আমাদের ভগবৎসেবা-নন্দরসে মগ্ন থাকা কি একান্ত উচিত নহে?

আফগান-বিপ্লব

আমানুল্লার সৈন্য-সংগ্রহ

কান্দাহার হইতে প্রাপ্ত এক পত্রে প্রকাশ, দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্য-দল আসিতেছে। উপজাতিগণ দলে দলে নিজ নিজ পতাকা সহ কান্দাহারে প্রবেশ করিতেছে। আমীর আমানুল্লা খাঁ স্বয়ং প্রত্যেক দলের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। আমীর আমানুল্লার মাতা উলিয়া হজরৎ তাঁহার পুত্রের সাহায্যার্থে যোদ্ধা যুবকদল সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। মহম্মদ ইয়ানীস খাঁ কয়েক দিন পূর্ব্বে পেশোয়ার হইতে কান্দাহার যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বালেপে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং জেনারেল আবদুল করিম খাঁ হিরাট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জেনারেল আবদুল করিম আমীর আমানুল্লার হুকুমের প্রতীক্ষায় তথায় উপস্থিত অবস্থান করিবেন। উক্ত পত্র হইতে মনে হয়, আমীর আমানুল্লার সহিত ২৫ হইতে ৩০ হাজার সৈন্য আছে।

কাপ্তেন মহম্মদ হাসান খাঁর কান্দাহার যাত্রা

আফগান বাহিনীর কাপ্তেন মহম্মদ হাসান খাঁ ৫০জন সিপাহী সহ পড়লচি কর্‌রা হইতে কোয়াটে আসিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কান্দাহার যাত্রা করিয়াছেন। রাইফেল প্রভৃতি তাঁহাদের সহিত যাহা ছিল, তাহা আফগানুসারে কুরাম এজেন্সীর পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছে।

৬২ মন রৌপ্য দিল্লীতে প্রেরণ

প্রকাশ আমীর আমানুল্লার অনুরক্ত জনৈক পারাচিনারের আফগান ট্রেড-এজেন্টের নিকট প্রায় ৬২ মন রৌপ্য ছিল। তিনি তাহা আগ খুলে কে দিবেন। আমানুল্লা তাঁহাকে ঐ রৌপ্য দিল্লীস্থিত আফগান কন্সাল জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে উহা কয়েকদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছে।

বসন্ত ঋতুর কৃষি

ঢেঁড়স, ঝিঙে, করলা, শশা, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাস পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়।

তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটি প্রধান কার্য্য।

ঢেঁড়স ও জোয়ার বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টার দানা এই মাসের শেষে বসাইলে ভাল হয়।

গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভাবীকের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত।

আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদ ফলাইবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

মিশরে ছাত্র ও রাজনীতি

মিশর গবর্ণমেন্ট আদেশ প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন,—যাহারা ছাত্রদিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবে কিম্বা প্ররোচিত করিবে, তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইবে।

রাজকীয় আদেশে আরও প্রকাশ যে, যাহারা ছাত্র ধর্ম্মঘট কিম্বা ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সংবাদ প্রচার করিবে, তাহাদিগকেও দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

লতাপাতার গুণ

মনসা

মনসা দুই প্রকার—সিজু ও ন্যাড়া সিজু। যাহার পত্র হয় না কেবল ত্রিশিরা ডাল তাহারই নাম ন্যাড়া সিজু। কোন কোন জায়গায় ইহাকে 'বাজবারণ' গাছও বলে, বজ্রাঘাত নিবারণার্থে ছাদের উপর রক্ষিত হয়। সিজুর পাতার রসে কাজল পাড়িয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে, চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে। নেড় সিজুর আঠা ২।৩ ফোঁটা দইয়ের সহিত খাইলে শরীরস্থ গরমীর বিষ বাহির হইয়া যায়। ইহা দাস্তকারক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—মনসার আঠা সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, নৃসিংহপল্লী, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গাদিগাছার চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গাঙ্গরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা উপলক্ষে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (Light Railway) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেনের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৫৪ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪,	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৩
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৪	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়।

[illegible]
বুধবার
[illegible] ফাল্গুন, [illegible]—১৩৩৪।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা অহঙ্কার অসদ্বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ-প্রযুক্ত এরূপ উচিতবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদর্শী হইয়া পড়িয়াছি যে, একমাত্র গুরুর মিত্র তিনি ভগবদ্‌ভজনে অনুমাত্র কাল মাত্রও আমাদের পক্ষে যেন অতীব কষ্টকর কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাই সাধুমুখনিঃসৃত সৎকথা শ্রবণ-ব্যাপারে আদৌ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। সাধু ভগবদ্দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করিলে আমরা তাহাতে মনোযোগ করিবার পারিবার্ত্ত একেবারেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়ি; কিন্তু নিজের স্নায় মস্তিষ্ক সঞ্চালন পূর্ব্বক কখনই না উপলব্ধি করিতেছি— এইরূপ ভাণ করি আর মুহুর্মুহুঃ সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি। সাধু অন্তর্যামী, আমাদের অযোগ্যতা বুঝিয়া একাধারে প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দেন। আবার কখনও বা নিজেদের ধারণা-শক্তির অভাবের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া বিচারের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নানাবিধ কুতর্ক উত্থাপন-দ্বারা সাধুর ধারণাকে খর্ব্ব করিবার স্পর্দ্ধা করি, তাহাতে সাধুর চরণে আমাদের গুরুতর অপরাধ হইয়া পড়ে; এইরূপে আমরা কৃষ্ণকৃপা-লাভে একেবারেই বঞ্চিত হইয়া পড়ি। আমরা যতদিন না সম্যক্‌রূপে ভগবদ্‌বার্ত্তা শ্রবণে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি, ততদিন ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টাসমূহ কেবল অপরাধের সমূহে অভক্তিরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে মাত্র; কিন্তু বিষয়াবিষ্ট থাকিয়া 'কৃষ্ণার্পণ-মস্তু'-রূপ কপটতা কি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের নিকট অজ্ঞাত আছে? ভগবান্‌কে প্রতারণা করিবার ন্যায় করিয়া তাঁহার ভোগ-[illegible] দিকে ভোগ করিবার ইচ্ছা কি সিদ্ধান্ত-পাঠক অশোভিতা নহে?

[illegible]-পালনই উপাসনাই আমাদের [illegible], অপ্রাকৃতপালনই—অশোক-অভয় অমৃত-আধার। অপ্রাকৃত ভিন্ন দ্বিতীয় [illegible] অভিনিবেশ হইতেই আমাদের ভয় [illegible]। এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে যিনি যতটুকু নিস্তার লাভ করিবেন, [illegible] অকাতিবিবিক্তভাবেই [illegible] নিরবিচ্ছিন্ন [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] [illegible]

এজন্য আমরা সাধুসঙ্গে সৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাকাঙ্ক্ষাতে ধৈর্য্য ধারণ না করিতে পারিলেও একেবারে অধৈর্য্য না হইয়া সরলভাবে সাধুর নিকট গমন পূর্ব্বক নিজের অধৈর্য্যবিষয় জ্ঞাপন করিতে হইবে। সাধু কপটতার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। সরলভাবে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ ও তপোমদ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সাধুকে অবজ্ঞা করিবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধি দেয় কিন্তু ঐরূপ সাধু-নিন্দা রূপ অপরাধ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। সাধুর নিকট যাইতে যাইতেই যে আমরা সর্ব্বানর্থ-নির্ম্মুক্ত হইব, তাহা নাও হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের অগ্রিম হৈতে চলিবে না। বহুদিনের বিষয়সঙ্গ-জনিত যে সকল কু-অভ্যাসে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা সহসা না হইলেও ক্রমে দূর হইবে। যোগ নিমার্গাবলম্বন অনেক সাধককে বহু উচ্চে উঠিয়াও একেবারে নিম্নে পতিত হইতে দেখা যায়, তাঁহার চিরজীবনব্যাপী সমস্ত সাধন নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকের পতন হইলেও তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা লাভ হয় না, কেননা "ভক্তিমার্গে নিত্যত্ব হেতু যে ভক্ত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন," তিনি ততটুকুই অগ্রগামী থাকিয়া যান। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা উপলব্ধি করিয়া সেখান হইতেই আবার অগ্রসর হইতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৫।১৭) বলেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

অর্থাৎ "নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরি-পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অপক্বাবস্থাতেও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কর্ম্মে অন্য কোন হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু, যে কোন অবস্থায় এমন কি নীচ যোনিতেও থাকুন না কেন, সেই ভক্তিমানদিগের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবা-বাসনা থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের কেবল-মাত্র স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়?"—গৌড়ীয়ভাষ্য।

"অপার-মূলং [illegible] প্রিয়স্ত
[illegible] হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

এ-করভাজন ঋষি ভক্তরাজ নিমিকে বলিয়াছেন—যাঁর পাদমূল ভজনা পারী [illegible] থাকি [illegible] যা সেবকাভক্তে ভাবপূত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রমাদবশতঃ তাঁহার যে কিছু বিকর্ম্ম হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহা সমুদায় ধ্বংস করিয়া দেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি বহু-বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিক্রমে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পুণ্য বা পাপ-প্রবৃত্তি কিছুই না থাকায় তিনি কোন পাপকার্য্য আদৌ করেন না। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে তাঁহার কোন পাপকর্ম্ম হইয়া পড়ে, তাহা কৃষ্ণ তাঁহার অন্তঃ-প্রবিষ্ট হইয়া ধ্বংস করেন, তাঁহার আর কোন প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া "পাপকর্ম্ম করিলেও যখন ভগবান্ ক্ষমা করেন, তখন পাপ-কর্ম্ম করিতে আর আপত্তি কি, পাপকার্য্য করিবার পর যদি একটু ভগবানের নাম করিলেই হইবে।"—ইত্যাকার প্রাকৃত সহজিয়াগণের 'নামবলে' পাপাচরণ—এই নামাপরাধপুষ্ট বিচার পাছে ভক্তাভিমানী নিরীহ জনসাধারণকে পাপ-কর্ম্মে উৎসাহিত করে, এইজন্য শ্রীকরভাজন 'ভাবনাভাব' [illegible] বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সাধকের বহুজন্মসাধনাপ্রভাবরূপ কপটতা তিরস্কৃত হইয়া একায়ন-পন্থাবলম্বনরূপ সরলতাই সূচিত হইতেছে। "আমি আমার বিষয়-ভোগ কামনামূলে পাপ অথবা পুণ্য-কর্ম্ম করিব, অথচ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিয়া প্রেম ফল প্রদান করিবেন"—এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মিকা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-কুল ধর্ম্মজগতে একটী ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে।

নামাপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া-কুল ভক্ত সজ্জা গ্রহণ করিয়া না করিতেছে এমন অপকর্ম্ম জগতে নাই। উহারা মনে করে, ব্যভিচারাদি করিয়া একটু কপট অশ্রুপাত বা অষ্টপ্রহর কি চব্বিশ প্রহর হরিনাম (?) করিলেই বুঝি তাহাদের ব্যভিচার-জনিত অপরাধ দূর হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে বলিতে-ছেন—

'বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
* * *
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

আচার্য্যের শিক্ষা

শুদ্ধভক্তিযাজীর নিরপেক্ষতা কিরূপ?

কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্য-শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে তিনি যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। শুদ্ধভক্ত-গণ লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ। আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন—যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না, ভক্ত দেখিলেই অশ্রু পূর্ণ হয়, কখনও কখনও কথা আলোচনার দশা প্রাপ্ত হন; আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন—বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীও যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বলিলেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

আবার শ্রীভগবান্ বেদব্যাস যে পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

"নাহমেবং যজ্ঞ বাচি তারয়ত্যেব সর্ব্বথা।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"

ইত্যাদি বাক্য তাহাদের আদৌ আলোচ্য বিষয় হয় না। তাহারা মনে করে, তাহারাই কেবল চতুর; কিন্তু ভগবান্ যে নিখিল চতুরের অন্তর্যামী সুচতুর, তাহাদের সকল দুষ্টামি—সকল কপটতা তিনি যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ঐ সকল কপট ধর্ম্ম-ধ্বজী যদি কেবল নিজেরাই নরকের পথে ছুটিত, তাহা হইলেও না হয় আমাদের বেশী কিছু বলিবার থাকিত না, কিন্তু উহারা যে শত শত নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, ইহাই হইতেছে আমাদের বড় দুঃখের বিষয়। সুতরাং, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা এখনও সাবধান হউন।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

হে পাঠকগণ! এই প্রকার লোক-সকলের মিথ্যা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই তাঁহারা [illegible]দিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে, এবং কোনস্থলে অর্থ লাভের আশা-লোভে, ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, পরন্তু তাঁহারা জগজ্জীবের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন।

দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম কিরূপ?

শূদ্রাদির গৃহে যদি শম দম-বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিবে অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও সমাদি-বিহীন হইলে বিপ্র-সন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্মানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে—ইহাই শাস্ত্র-শাস্ত্রাদি ও মহাজনগণের অভিপ্রায়, মনু ও ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী আচার কি?

কপট ধর্ম-প্রচারকদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, অতিবাড়ী স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ-চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশকর কার্য্য-বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম-বিরুদ্ধ।

অপ্রাকৃত সহজিয়াগণের চেষ্টা কিরূপ?

চিন্তনীয় যে জীবের গোপীদেহ প্রাপ্তি ও কৃষ্ণ-সঙ্গলাভ, তাহা প্রাকৃতিক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর অতীত। উক্ত সম্প্র-দায়ে যে কোন পুরুষ দেহ থাকিলেও [illegible] সকলেই স্ত্রী। বাহ্যদেহগত স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই পৃথক থাকিবেন। স্ত্রীলোক-দিগের ভজন-স্থান পৃথক থাকিবে এবং পুরুষদিগের ভজন-স্থান পৃথক থাকিবে; যেমনা একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট [illegible]দিগের ক্রমশঃ অন্তরে স্ত্রী-পুরুষগত বৈরূপ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অর্থ অর্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে অনেক রসিকগণ অনেকেই পতিত হইয়া অবৈষ্ণব লম্পট স্ত্রী পুরুষের ন্যায় জগতে ঘৃণিত হইয়া পড়েন। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধু-চরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষসঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। বক্রচিন্তা ও কামধর্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে তবে গোপীদেহ লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণ-ভজন হইবে না।

প্রকৃত নির্জ্জন ভজন কি?

শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। কেবল ব্রহ্মচর্য্য, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং শারীর যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। একমাত্র বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব, ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব-সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমা-দের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমুদিত হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই—ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।

শ্রীভগবদ্গীতামৃত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কবিভূষণ)

যদি বল' অস্ত্রপাতে দেহ-নাশ-কালে,
যন্ত্রণা পাইবে জীব দেহ-মধ্যে রহি',
গৃহদাহে গৃহস্থিত জনের মতন,
তাহে হয় পাপের সম্ভব', তাহে বলি,
ছেদিতে না পারে কভু অস্ত্র আদি, আর
দহিতে না পারে অগ্নি, বায়ু আর
[illegible] জলে [illegible], বায়ু তারে
না পারে শোষিতে। আত্মা [illegible] অতএব
না হয় [illegible] শরীর-বিনাশকালে [illegible]
অচ্ছেদ্য অদাহ্য, আত্মা, অক্লেদ্য, অশোষ্য,
নিত্য-সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল,
সদা বিদ্যমান হেতু আত্মা সনাতন।
ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য আত্মা অচিন্ত্য-স্বরূপ
তর্ক-অগোচর আত্মা বিকারবিহীন।
(অক্লেদ্য এ' আত্মতত্ত্ব অবোধের হেতু
পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভাবে বর্ণিত [illegible]
[illegible] আর।) এইরূপে [illegible]
[illegible] অর্জ্জুন, জানি এই তত্ত্ব,
শোক [illegible] করিও না [illegible], নিত্য আত্মা
বলিয়া যদি তুমি, আর, যদি জানিয়াছ
দেহ অনিত্য। লোকান্তরিক, বৈদান্তিক
[illegible] মতে, আত্মা দেহ [illegible]
দেহের অবস্থা [illegible]
[illegible] পরিণাম [illegible] হেতু
[illegible]
[illegible] মরণ। [illegible]
বৈদিক লোকায়ত—[illegible]
[illegible]
[illegible] আত্মা [illegible]
অপূর্ব শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সহ
হয় যবে আত্মার সংযোগ, "জন্ম" নাম
তারে' পূর্ব-প্রাপ্ত দেহ ইন্দ্রিয়ের সহ
বিয়োগ হইলে তারে বলে "মৃত্যু" বলি।
আস্তিকের মতে—"জন্ম মৃত্যু শোক হয়
ধর্মাধর্ম-হেতু। আশ্রয় ও নিত্য হেতু"
জন্ম মৃত্যু মুখ্য জীবাত্মার, গৌণ হয়
আত্মা অতিরিক্ত শরীরের। আশ্রয়,
অনিত্যদেহের সতত না হয় কভু,
কৃতহানি অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গেতে।"
এ পক্ষেও শোক তব হয় অনুচিত,
জন্ম হ'লে পাছে জীব অবশ্য মরণ
আরম্ভক কর্ম-ক্ষয়ে। মৃত্যু হ'লে
নিশ্চিত জনম, কর্ম ফল-ভোগ হেতু।
পরিহার-অশক্য যে-জন্ম মরণে
বিষাদ তোমার শোক না হয় উচিত।
যদ্যপি বুঝ তুমি হও বুদ্ধ হেতু
সবে তথাপি মরিবে সবে, আরম্ভক
কর্মক্ষয় হ'লে, কিন্তু তব ধর্ম হ'তে
ঘটিবে বিচ্যুতি। দেহাত্ম পক্ষেতে কিম্বা
আত্মা দেহ হ'তে অতিরিক্ত দেহ, দুই পক্ষে
দেহ-নাশে যুক্ত নহে শোক, আরম্ভক
ভূতমাত্র অবিনাশী হেতু। হে ভারত!
নাম-রূপ-হীন সূক্ষ্ম প্রধান 'অব্যক্ত',
আদি রূপ যার, সেই পৃথিব্যাদি যত
ভূতময় শরীর সকল। জন্ম মৃত্যু
মধ্যে ব্যক্ত হয় নাম রূপ যোগে, পুনঃ
তাহা দেহগণ। অব্যক্ত প্রধানে পুনঃ
নাশ হয় সব নাম রূপ যুক্ত দেহ।
অতএব দেখ বিচারিয়া, আরম্ভক
ভূতগণ সদা বর্ত্তমান; তবে কেন
শোকে তুমি করিছ বিলাপ। অবৈদিক
যদ্যপি এ'মত সব, তথাপি বিচার-হেতু
করিলে স্বীকার, সকলেতে অনুচিত
শোক তব। শোক হেতু জীবগণ অজ্ঞানী
কিম্বা তাত্ত্বিক অপেক্ষায় হীন হ'তে হীন
তুমি হইবে অর্জ্জুন। অতএব তব
কর্ত্তব্য সমর এবে আত্ম-ধর্ম্মেতে॥

সনাতন ধর্ম

সনাতন ধর্মে পৌত্তলিকতা [illegible]

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] দেবশর্ম্মা)

নিরাকার বেদান্তবাদী ভক্তিশূন্য প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু দ্বারা পুতুল নির্মিত হইয়া থাকে, সেই প্রাকৃত পুতুলকেই পৌত্তলিকতা বলে। [illegible] পুতুলপূজাকে শাস্ত্রকারগণ কখনই [illegible] করেন নাই, পরন্তু নিন্দাই করিয়াছেন, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যস্য আত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে [illegible]"

অর্থাৎ যাহার [illegible] প্রভৃতি [illegible] পুত্রাদি [illegible] গো খর সদৃশ [illegible] অর্থাৎ নিরর্থক নির্বোধ।

কোন পিতৃভক্ত পুত্র, যেমন তাঁহার পিতৃদেবের ফটো বা প্রতিমূর্ত্তি, পিতার রূপ-গুণাদির স্মারক-বিধায় সম্মুখে [illegible] তাহাকে যত্ন করত পূজা করেন, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত যে প্রতিমা, বা অর্চা-বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন, তাহাকে পৌত্তলিকতাদোষ আসিতে পারে না। কোন নিন্দাসক্তাধম প্রতিমা বা প্রতিমূর্ত্তি, অর্থাৎ সাদৃশ্যমূর্ত্তি, পোড়াকাঠ, গাদা পুতুলির সহিত, সমতুল্য মনে করে; পিতৃদেবের ফটো বা প্রতিমূর্ত্তির অপ-মাননা করিলে যেমন পিতারই অবমাননা করা হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের অর্চা-বিগ্রহের অসম্মানকারীও শ্রীভগবানেরই অবমাননা হইয়া থাকে।

যাঁহারা অজ্ঞ জ্ঞান-মার্গীয়া ভগ-বানকে নিরাকার বলিয়া কল্পনা বা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, যাহারা পুরাণ ও প্রতিমা-পূজা করেন তাহারাই পৌত্তলিক। [illegible] সাকারবাদী [illegible] নিরাকার [illegible] [illegible] পূজা ও প্রতিমাকে [illegible] [illegible] অন্যায় করেন [illegible] বলা হয়। নিরাকার [illegible] কখনও [illegible] সাকার [illegible] প্রতিমা [illegible] হইতে পারে না [illegible] নিরাকার? [illegible]

[illegible]

[illegible] বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ যুগপৎ [illegible] অবস্থিত, [illegible] সর্ব্ববিরোধী [illegible]

[illegible]

[illegible] একভাবে অবস্থান করিতে পারে, [illegible] রূপ [illegible]

[illegible] সকলের ভাবে অবস্থান করিতে [illegible], [illegible] অভাব। শ্রীভগবানের [illegible] না মানিলে নিরাকার, [illegible] রূপ মানিলে নিরা- [illegible] অস্বীকার করিলে [illegible] দোষ আসিয়া পড়ে। [illegible]

"[illegible] নির্বিশেষ কহি চিৎ[illegible] না মানি। অর্দ্ধ-স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥"

বিষ্ণুপুরাণে ভগবচ্ছব্দের সংজ্ঞা এইরূপ কথিত হইয়াছে:—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতী-
রণা॥"

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী (অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ), সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অপ্রতিভাবে স্থিত, তিনিই ভগবান্। এ স্থলেও অপ্রাকৃত রূপের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

পুনশ্চ ব্রহ্মসংহিতাতে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" অর্থাৎ তাঁহার দেহ ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাদি জড় পঞ্চভূত-নির্ম্মিত নহে, সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটী অপ্রাকৃত উপাদানে গঠিত। তাঁহার যে ত্রিগুণসমন্বিত জড়রূপ নাই বলিয়া, তাঁহাকে নিরাকার বলা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাঁহার গুণাতীত অপ্রাকৃত রূপ থাকিতে আপত্তি [illegible] তাঁহার [illegible] জড়রূপ নাই, অতএব তিনি নিরাকার, কিন্তু গুণাতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিধায় তিনি সাকার—এবম্বিধ বিচারই যুক্তিযুক্ত [illegible] কথা স্বীকার্য্য [illegible] নিরাকার এই উভয় অবস্থার সমাবেশ-[illegible]

মায়াবাদী জ্ঞানী সম্প্রদায় [illegible] [illegible] সর্ব্বদা নিরাকার কিন্তু [illegible] প্রকটকালে তিনি গুণময় দেহ [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু-
[illegible]
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"
[illegible]
[illegible]

[illegible]

নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত [illegible] শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমন্তিনী, সরডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, স্বর্ণবিহার, [illegible], [illegible], [illegible]) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল, আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রকপুর, পঞ্চবটডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্তাদে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেনের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৯—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩[illegible]	৪—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	—১৫	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬—১৮ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

[illegible] **[illegible]**—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া [illegible] কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায়।

তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ জীবশিক্ষার্থ নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক ঈশ্বররূপে জগতের লোকচক্ষুর গোচরীভূত হন মাত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ বিধায় তাঁহাকে গুণের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না—ইহাই সংসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধমহাত্মা সাধক-ভক্তগণ সর্ব্বদা ভক্তি-চক্ষুর দ্বারা শ্রীভগবানের যে সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকট করিয়া যে পূজা করা হয়, তাহাতে পৌত্তলিকতা দোষ আসিতে পারে না। ব্রহ্মসংহিতায় আমরা পাঠ করিয়াছি:—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। জগৎস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ঐ উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র ভক্তগণই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ-দর্শনে সমর্থ, অন্যে অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, যোগী প্রভৃতি তাঁহার ঐরূপ দর্শনে অক্ষম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনাম-প্রচার-প্রচেষ্টা.

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার সুপত্রে দিয়া বাধিত করিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঁকুড়া সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। বাঁকুড়াবাসী বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। [illegible] নেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিবিষয়ে বিশেষ প্রভাবিত হইয়া বাঁকুড়া সহরের মধ্যস্থলে [illegible] প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন [illegible] স্থাপিত হয়, তজ্জন্য একটি প্রকাণ্ড ভূভাগ তটে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রদান করিতেছেন। [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] নিত্যমঙ্গল বিধান [illegible] বাঁকুড়ার [illegible] সমাজ [illegible] শ্রীযুক্ত গোপীনাথ [illegible] তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [illegible] সর্ব্বশক্তি শ্রীনামসেবায় প্রবৃত্ত হউন। তাঁহার নিত্য কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

প্রার্থী শ্রীরামরঞ্জিৎ রায়, নূতন,

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যা-র্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। ন্যায়াসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩॥০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য্য	[illegible]
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	[illegible]
[illegible]।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠমণি	[illegible]
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	জৈবধর্ম্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে ভাষায়, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	[illegible]
১৪	গীতার মাধ্বভাষ্য,	[illegible]
১৫	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	[illegible]
১৬	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৭	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	[illegible]
১৮	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-Indian Rs. 3/4/-; Foreign 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]-প্রসঙ্গ

[illegible] ব্রহ্মাণ্ডে [illegible] সম্পূর্ণ অপরিপূর্ণ। [illegible] একমাত্র ভক্ত, [illegible] অবাধ্যতা [illegible] বা [illegible] জীব কৃষ্ণদাস [illegible] বিষয়কে [illegible] দিয়া [illegible] কৃষ্ণদাস [illegible] তাহারা [illegible] ভক্তাভক্তগণের নিকট [illegible] অজ্ঞানতমোবিশিষ্ট কৈতবাশ্রিত [illegible] পরিগণিত।

কৃষ্ণভক্ত [illegible] পরিগণিত, কৃষ্ণভক্তি আবিষ্কার হইলে কাহারও বা তত্ত্বজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রবোধ নিত্য। কর্ম বা জ্ঞান-কাণ্ডীয় অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ-সম্বন্ধীয় কোন [illegible] প্রাকৃত সুকৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। কৃষ্ণভক্তি দূরের কথা সাধারণ [illegible] লাভ হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি [illegible] জীবের সংসার [illegible] [illegible] সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সাধুসঙ্গ হইতেই কৃষ্ণ-ভজন-প্রবৃত্তি ও ভজনক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপাদপদ্মে উত্তরোত্তর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবভক্তি ও পরে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং "[illegible] হয় সাধুসঙ্গ"। মহাভাগবত [illegible] ভরত রাজা রহূগণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।১২।১২)—হে রহূগণ, কৃষ্ণভক্ত মহাজন, তাঁহার পাদরজঃ সর্ব্বতোভাবে সেই [illegible] অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস [illegible] অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যাদি উপাসনাদ্বারা কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ [illegible]।

[illegible] ভক্তিমান্ জনগণের [illegible] তুলসী, বেদান্তিরাও ভাগবতাদি বা [illegible] আত্মভূত আচার্য্যদিগের ও প্রাপ্ত [illegible] আচার্য্য-বিশেষ ও [illegible] (ভাঃ ১১।২।৩১) [illegible] বাক্যটি [illegible] [illegible] আচরণ [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যদি তাঁহা বরণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃত্তি, [illegible] একাদশ [illegible] [illegible] বর্ণনা, [illegible] [illegible] (ভাঃ ২০।২।৩২)

"[illegible] ন [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] প্রযোজ্য"

অর্থাৎ হে [illegible], যে সকল ব্যক্তি আপনার ভক্ত, আপনাতেই দৃঢ়রূপে [illegible] করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অভক্তদিগের ন্যায় ঐ প্রকার অধঃপতনরূপ দুর্গতি হয় না। তাঁহারা আপনা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের [illegible] মস্তকোপরি বিচরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভক্তিবাধা জয় করেন। সুতরাং [illegible] ভক্তিবাধানাশকারী কৃষ্ণভক্তগণই [illegible] জীবের একমাত্র ভবরোগের [illegible] বল। [illegible] কোটি কোটি জন্ম [illegible] পর্য্যন্ত-বিচারে প্রমত্ত থাকিয়াও কিছুমাত্র লাভ নাই।

কৃষ্ণভক্ত কর্ম্মিজ্ঞানিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত সাধুদের কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাই জীবের মানবীয় [illegible] বিষয়াসক্তিরূপ অনর্থ দূরীভূত হয়। স্কন্দ পুরাণের একস্থলে লিখিত আছে—

[illegible]।
ন তথা [illegible] নারায়ণ-কথা যথা॥

অর্থাৎ নারায়ণ-কথা যেমন মানবকুলকে পবিত্র করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমের অনুষ্ঠান বা সকল তীর্থের অবগাহন তাঁহাদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা বহিঃ-শৌচ দ্বারা শুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন পান, তাঁহারা শুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা আদৌ জ্ঞাত নহেন। ভাগবত (১১।৬।৯ শ্লোক) বলেন,—

"[illegible] ন তু তথোত্তম দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদান তপঃ ক্রিয়াভিঃ।
[illegible] প্রবৃদ্ধ-
[illegible] শ্রবণ-সম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥"

অর্থাৎ হে পুরুষ, হে শ্রেষ্ঠ, আপনার যশঃ শ্রবণে পরিপুষ্ট শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা, শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বেদাভ্যাস, দান, তপশ্চরণ ও যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দুরাশয় সংসারিদিগের তদ্রূপ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] (২।১৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

— সাধুদিগের হিতকারী পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অনর্থ-বিধ্বংসিনী অপ্রাকৃত কথা শ্রবণকারি মানবগণের হৃদয়স্থ হইয়া অর্থাৎ মানবগণের চৈত্ত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ের পাপবাসনা-সমূহ সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকেন।

সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকথা-শ্রবণাভাবকাল পর্য্যন্তই জীবের কৃষ্ণভক্তিবাধক শুভাশুভ কর্ম্মে রুচি থাকে, কৃষ্ণকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে তাহাতে নির্বেদ আসিয়া যায়। সুতরাং জীবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুসঙ্গেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অভিন্ন ব্রহ্মোপাধ্যায়)

সদানন্দ যোগীন্দ্র-কৃত 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত টীকা লিখিত আছে। যথা :—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ মূলে কোন সত্যবস্তু যথার্থ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে তাহার যে রূপান্তর,—তাহার নাম পরিণাম-বিকারমাত্র।

যেখানে বস্তুতঃ অন্য কোন বস্তু নাই অথচ তাহাকে অন্য বস্তু বলিয়া যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। 'দুগ্ধ হইতে দধি' পরিণামের দৃষ্টান্ত এবং 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বিবর্ত্তের উদাহরণ।

অদ্বৈতবাদী কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রৌত-পন্থা পরিত্যাগ করত প্রাকৃত জ্ঞানচাতুর্য্যে প্রমত্ত হইয়া মনোধর্ম্মবশে অধিরোহবাদ বা তর্কপন্থাবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যপ্রস্ফুটিত স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কল্পনাপূর্ব্বক স্বার্থ পরিবর্ত্তন দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন।

তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যদি পরিণামবাদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ দৃশ্য জগৎকে ব্রহ্মের একটি বিকারগত অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিকার বলা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিকৃত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব পরিণামবাদ স্বীকার্য্য নহে। দৃষ্টান্তকল্পে তাঁহারা আরও বলেন যে,—যেখানে সর্প বলিয়া আদৌ কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই অথচ অজ্ঞানতাবশতঃ একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় মাত্র কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম, জগতের সত্যত্ব সম্বন্ধে জীবের যে ধারণা তাহাও এই রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়।

অগৎ বলিয়া কোন সত্য পদার্থ নাই অথচ অবিদ্যা দ্বারা জগৎকে বাস্তব বস্তু বলিয়া যে ধারণা হইতেছে, তাহা অজ্ঞান।

বস্তুর প্রতীতির সত্যতা এই [illegible] সামান্য বিবর্ত্ত, পরন্তু [illegible] এই অবিদ্যা-কল্পিত প্রতীতি দূরীভূত হইলেই [illegible] [illegible] উপলব্ধির বিষয় হয় এবং এই সিদ্ধান্ত স্বীকার দ্বারা ব্রহ্মের অবিকৃত [illegible] রক্ষা করা যায়।

অপরদিকে শুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ মায়াবাদি প্রতিপাদিত এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে কুযুক্তি পূর্ণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত দ্বারা বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্যাসদেব শক্তি-পরিণামবাদই উদ্দেশ করিয়াছেন—পরম-ব্রহ্ম-সং হইতে বা শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবেরই রচিত এবং তাহাই বেদান্ত-দর্শনের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য। সূত্রকারের প্রতিপাদ্য পরিণামবাদ যাহা বেদান্ত-দর্শনে সূত্ররূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা ভাগবতভাষ্যে "জন্মাদ্য * * * সত্যং পরং ধীমহি" শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।' প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে শক্তিপরিণামবাদই স্পষ্টরূপে সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করায় জন্য, প্রধান কণাদাদি ও নিরীশ্বর [illegible] দোষযুক্ত মায়াবাদি সম্প্রদায় শ্রুতিমন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্য জগতের ধারণা করিতে, যাহারা ব্রহ্মবস্তুর বিকার আশঙ্কা করত বিবর্ত্তের কল্পনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব নির্বিশেষ নহেন, পরন্তু সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, তাঁহাকে মাত্র নির্বিশেষ বলিলে, তাঁহার পরিপূর্ণতায় ব্যাঘাত হয়, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট পূর্ণচিদ্ঘন বিগ্রহ।

দৃশ্য জগতের অধিষ্ঠানে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য দেদীপ্যমান। ব্রহ্মের স্বরূপগত কোন পরিণতি নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির বিচিত্র পরিণতি কখনও তাঁহাকে বিকারী করিতে পারে না, দুগ্ধ যেরূপ কোন নৈসর্গিক কারণে দধিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিও তদ্রূপ তাঁহার ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

চুম্বক প্রস্তর হইতে অসংখ্য লৌহ-খণ্ড চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট হইলেও মূল চুম্বক প্রস্তরের শক্তিবিভাগ-হেতু যেমন পূর্ণ শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার পূর্ণ শক্তির কোন হানি হয় না, অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট রূপেই অবস্থান করেন।

অধ্যস্তানরূপে বিজাতীয় বস্তুর অবস্থান এবং সজাতীয় বস্তুপূরক নিত্যাধিষ্ঠান বর্ত্তমান; কিন্তু তাই বলিয়া অনুচিৎ জীবকে

আমি ও মাধু

আজ শনিবার। অফিসের কাজে তত ভিড় নেই। সুতরাং সময় মত পেয়ে রাস্তার ফুটপাথ ধরে চল্‌ছি। চক্ষু দুইটী চারিদিকে ঘুরিছে আর আমি কিন্তু অস্থির হয়ে পড়েছি। এমন সময় দেখ্‌লাম, দুইটী বাবু অন্য রাস্তা ছেড়ে আমারই পথের পথিক হ'লেন। আমি তাঁদের চিনি না চিনলেও কথায় বার্ত্তায় আর জানতে দেরী হ'লো না।

মধু। সিঁধু তোমাকে অনেক দিন থেকে বল্‌ছি যে চৈত্রমাসের প্রথমে এক জায়গায় যেতে হ'বে।

সিঁধু। কোথায় যাবে? বন্ধুবাড়ী না কি?

মধু। হাঁ ঠিক বলেছ। বন্ধু বাড়ীই বটে। আজকাল বন্ধু বাড়ী। দুনিয়ায় যত বন্ধু বান্ধব দেখ, সবই ভাই, পয়সার যম। যেমন গুরুদের বাড়ী যাও, চাল থাক্‌লে দলে দলে খাওয়া এবে জোটে, না থাক্‌লে সে উঠান ও মাড়ায় না সেই-রূপ সময় ভাল থাক্‌লে অমন কত বন্ধু জুটবে ভালবাসা পাতায়। আর অসময়ে পড়লে চাঁড়া আড়াল দিয়ে সরে যায়।

সিঁধু। খুব অদ্ভুতকথা আরম্ভ করলে যে? অফিসের কেরাণীর আবার ধর্ম্ম-চিন্তা! মাস ভরে খাট, মাস গেলে টাকাটা নিয়ে দোকান দেনা শোধকর। এর মধ্যে পরমার্থ চিন্তা কখন হয় ভাই?

মধু—ঠিক বলেছ ভাই। তবে কিনা কাজ না করলে চল্‌বে না তা ছেড়েই বা কি করে থাকি? শরীর রক্ষা করতে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু সেই শরীরের দ্বারা যদি পরমার্থ না পাওয়া গেল তবে সে শরীরের প্রয়োজন কি? পশু, পক্ষীরাও ত খেয়ে দেয়ে দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমরা ও তাদের চেয়ে বুদ্ধিমান্‌ বটে।

সিঁধু, ভাই তোমার কথাগুলি লাগছে ভাল। বেশ যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি, এসব কথা চিন্তা কর কখন?

মধু—একথাটা আবার বোঝাতে হবে ভাই? যখন জন্ম হয়েছে তখন মৃত্যু হবেই। সুতরাং মরণপথের পথিক হয়ে মরণের পরপারের চিন্তা করবো না?

সিঁধু—ঠিক বলেছ ভাই। আমারও মাঝে ২ সেই কথা মনে হয়; তবে কিনা ভাই বাড়ীর কাউকে এসব চিন্তা করতে দেখি না, বন্ধু বান্ধবের কথা ত তুমি সবই জান। একে আমাদের যখনের সময় তার পর আবার কলিকাতা সহর। সবই ভোগের দিকে ছুট্‌ছে। একটু আধটু ধর্ম্মচিন্তা করবার স্থানই নেই।

মধু—কেন? এই সহরে খুঁজলে সবই পাওয়া যায়।

সিঁধু—সত্যি না কি? বলত কোথায়?

মধু—কেন সিঁধু, তুমি কি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম শোন নি?

সিঁধু—নাম শুনেছি। তা ছাড়া আর মাসে রাস্তায় বড় ২ অক্ষরে মহোৎসবের বিজ্ঞাপন দেখেছি। তবে সেখানে যাওয়া হয় নি।

মধু—এই কলি-ক্ষেত্রে সেই আমারই কাছের বিপরীত। মঠবাসী সকলেই ত্যাগী ...মঠের ভক্তগণ ... [illegible] ... লোক সব ... [illegible] ... সেখানে গেলে মুগ্ধ হতে হয়।

সিঁধু—আমাকে নিয়ে যাবে?

মধু—তুমি যেতে চাও যাব? [illegible] নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা হয়।

সিঁধু—তবে ভাই নবদ্বীপে যাব।

মধু—না এ বছরের ... [illegible] ... নবদ্বীপে বড় মহোৎসব হবে। বড় ঠেলা দেখে নবদ্বীপ-পরিক্রমা হবে। সেই সব দিনের পর রোজ, গুপ্তিপাড়া তিন দিন—এই একুনে বার দিন।

সিঁধু—ভাই, নবদ্বীপের ব্যাপার একরকম বেশ। একটা যোগ, ছুটীতে ঠাকুর-বাড়ীর মাতিদেরের সুযোগ। ১০টা ইত্যাদি নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল বাধবে।

মধু—তুমি সহর নবদ্বীপের কথা ব'লছ, সেখানে ব্যাপার ঐ রকমই। এটা হচ্ছে শ্রীমায়াপুরে গৌরজন্মভিটায়।

সিঁধু—নবদ্বীপ আবার কটা?

মধু—একটু আগেই না ব'লুলাম যে নয়টা দ্বীপ এসব। কথা এত দিন অজানা ছিল; এখন সে সব স্থান প্রচার হয়েছে।

সিঁধু—তাই না কি? আচ্ছা যারা পরিক্রমায় যাবে, তারা কোথায় থাকবে, কি খাবে?

মধু—ভাই, সেই কথাই ত বলছো। এমন সুযোগটি আর পাবে না। এখানে যত লোক যাবে, বিনা ব্যয়ে থাকবার স্থান ত' পাবেই। দু' বেলা পেট-পুরে প্রসাদও পেতে পারবে। এখানে ধনী দরিদ্রের সকলেরই সমান অধিকার।

সিঁধু—তুমি কি মায়াপুর যাবার কথাই বল্‌ছিলে?

মধু—হাঁ, আমি আজ ১৫দিনের ছুটীর বন্দোবস্ত করবো। ছুটী পাওনা আছে, হয়ে যাবে।

সিঁধু—তবে ভাই আমিও যাব।

এই কথা শেষ হ'বার পর বন্ধু দুইজন অন্য রাস্তায় চলে গেলেন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, তাই, বাড়ীর কাছে গৌড়ীয়মঠ ও একটু দূরে মায়াপুর। এত ঘটনা হয়ে যাচ্ছে কিছুই জানিনা। যা' হোক দিনটা ত কলুর বলদের মত খেটে খেটেই চ'লে গেল। এবার একবার নিশ্চয়ই খোঁজটা নিতে হবে। সংসারের জন্য এত খাট্‌ছি, কিন্তু আমার পরকালের কি করলাম? ঐ ভদ্রলোক অফিসে চাকরী করেও বেশ সাধু-সঙ্গ, তীর্থ করায়। যাক্‌। উঁহাদের বড় দয়া, তাই আমার এত কথা শুনবার সুবিধা হল। তিনি যদি তাঁর বাড়ীর কথা আমাকে জানাবেন, তবে আমার কর্ত্তব্য করতে হবে। আগামী ... শ্রীমায়াপুর যাবে আমিও যাব।

এবং যাহারা শাস্ত্র-নির্দ্দেশে তৈয়ারী করিয়া থাকেন, ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিতে শ্রীভগবৎস্বরূপের লোমাংশও সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে এবং ভক্তগণ তদ্দ্বারাই চিন্ময়েরই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, জড়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় কর্ম্মকার কুম্ভকারদেরর কথাবার্ত্তা, জড়প্রকৃতির চিন্তায় মগ্ন হইয়া কুকর্ম্মার অবমাননা করেন না। সুতরাং তাঁহাকে পৌত্তলিকতা দোষ আসিতে পারে না।

শ্রীভগবানের প্রতিমূর্ত্তি অষ্টবিধ হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন:—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

অর্থাৎ শিলময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী প্রভৃতি-ভেদে প্রতিমা অষ্টবিধ। শ্রীভগবান্‌ নিজে কখন ঐ সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে স্বয়ং প্রকট থাকিয়া ভক্তগণের অনুগ্রহার্থ নিত্যসেবা-বিধান করিতেছেন। এইসকল মূর্ত্তি না মাননে বা অবমাননা করিলে শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ হয় এবং তাহেতু মহাবৈষ্ণবগণ অপরাধী হইয়া পড়েন। ভক্তগণের বিচারে ঐ সকল মূর্ত্তি নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হন।

[illegible]

বলিয়া ধারণা করা কর্ত্তব্য নহে। স্বরূপ-উদ্বুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃতেন্দ্রিয়ে যে বস্তু সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, দৃশ্য জগৎ অচিন্ত্য শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি মাত্র; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর বিকার নহে। সুতরাং মায়াবাদী সম্প্রদায় যে ব্রহ্মের বিকারে আশঙ্কা করিয়া ব্যাসদেবের উদ্দিষ্ট পরিণামবাদ স্বীকারে দ্বিধা করিয়াছেন এবং সূত্রের বিবর্ত্তকৃতি-গত অর্থ পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত-প্রতীতি বলে যে স্বার্থ কল্পনা করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপনে জড়বুদ্ধি চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই নিরস্ত হইল। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকটী পয়ার উদ্ধৃত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বাদ।
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥

[চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ]

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্‌রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেম-ভার।
জগদ্রূপে হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

[illegible]

…নিকট [illegible] যথার্থ [illegible] কোটি [illegible] … … শীর্ষ [illegible] যাহাই [illegible] … … সুতরাং [illegible] পৌত্ত-লিকতা বা পুতুলপূজা [illegible] পড়িয়াছে।

[illegible] দেখা যাইতেছে [illegible], জগতে সর্ব্ব [illegible] নিরাকারবাদ প্রচলিত আছে, সে [illegible] পৌত্তলিকতা অর্থাৎ পুতুলপূজাদোষদুষ্ট কিন্তু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তগণের পূজ্য শ্রীভগবানের অষ্টবিধ অর্চ্চা, প্রতিমার পূজায় কখনও পৌত্ত-লিকতা অর্থাৎ পুতুলপূজাদোষ স্পর্শ করিতে পারে না।"

নিত্যানন্দের আহ্বান

সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার॥
গূঢ়লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত-জনের চিত্তে না হয় উদয়॥
সে লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি' রাখিল॥
অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা॥
সে সকল মায়াদেবী পণ্ডিত সহন।
[illegible] রাখে গুপ্তভাবে অনুক্ষণ॥
গৌরের [illegible] লীলা হৈবে অপ্রকট।
প্রভু-ইচ্ছা জানি' মায়া হয় অপ্রকট॥
উঠাইয়া [illegible] জীবচক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌরতত্ত্ব এ মর্ত্ত্য জগতে॥
[illegible] অনায়াসে হইল প্রকট।
[illegible] নষ্ট বুদ্ধির সকট॥
[illegible] প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গৌরতত্ত্ব [illegible] জীবের হিয়ায়॥
[illegible] আজ্ঞা-স্নেহে যাহা তাড়ে আবরণ॥
[illegible] পাষণ্ড-বন॥
ইহাতে [illegible] না হয় খণ্ডন।
[illegible] কেন বৃথা জীবন॥
[illegible] বিফল।
[illegible] ভাবে বড় দুঃখী হয়॥
[illegible] এই জানি নিশ্চয়।
[illegible] যদি করিয়া গমন।
[illegible] আছি' কহ শীঘ্র॥
[illegible] পড়ি বারবার॥
[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাময়।

নবদ্বীপ পরিক্রমা

সর্ব্বসাধারণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থান, শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত-অঙ্গন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের [illegible] ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শ্রীধরডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আলমপুর, বামনপুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালির চর, ক্ষেত্রপাল কোল, [illegible], কোলের গঞ্জ, সমুদ্রগড়) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদা-ধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রকপুর, পঞ্চরডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা উপলক্ষে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে পথ্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৬ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৯ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

শিয়ালদহ হইতে—কলিকাতা, পূর্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ও, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে ও অল্প ভাড়ায় মায়াপুর যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কাব্যভূষণ)

যদি বল—হে সর্ব্বজ্ঞ। বহু উপদেশ
তুমি দানিলে আমারে, তথাপিত' আমি
বুঝিতে না পারি কেন আত্মার স্বরূপ—
যা'কে হয় শোকনিবারণ? তাহে বলি
কর শ্রবণ; 'বিজ্ঞানস্বরূপ হ'য়ে
হয়েন বিজ্ঞাতা, আনন্দ স্বরূপ হ'য়ে
নিত্যানন্দবৎ, পরমাণুরূপ কিন্তু
ব্যাপ্ত হয় বৃহৎশরীরে, নানাকায়া
মধ্যে আত্মা হইয়া সম্বন্ধ স্পৃষ্ট নহে
গুণীর বিগুণে। এইরূপ নানাবিধ
বিরুদ্ধ অর্থেতে সমাদেশহেতু, মোর
উপদিষ্ট জীবাত্মারে,—অত্যাশ্চর্য্যবৎ
করে অনুভব, শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা
মার্জ্জিত হৃদয়ে, সদ্‌গুরু-প্রসাদলব্ধ
কোন ভাগ্যবান্। সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে
করেন বর্ণন কেহ আশ্চর্য্যভাবেতে।
আশ্চর্য্যভাবেতে তত্ত্ব করেন শ্রবণ
লব্ধশ্রদ্ধ কোন ভাগ্যবান্। তবু কভু
না পারে বুঝিতে সংশয়াত্মা শ্রদ্ধাহীন
কেহ। জীবাত্ম-স্বরূপজ্ঞানে অনভিজ্ঞ
জন, বহুবাদ ভাগ্যহীন করে উত্থাপন।
যে কারণ বিনশ্বর সকল শরীর
দেহী আত্মা নিত্য-অবিনাশী, সেকারণ
শোক তব উচিত না হয় ভীষ্ম আদি
তাহাদের জন্যও হেতু। ("আত্মা নিত্য,
সর্ব্বদেহ অবশ্য বিনাশী।" এইরূপে
অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করি হরি সর্ব্বজনে
সমতুল্য কৈলা উপদেশ দৈবজ্ঞান
পরমাত্ম-জ্ঞান-উপযোগী। এবে কহে
সনিষ্ঠের যোগ্য নিষ্কামেতে অনুষ্ঠিত
কর্ম্ম সকলে যদি শুদ্ধ হ'লে, তবে
তবে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, সকামেতে ভুঞ্জে
কর্ম্মফল অনর্থের হেতু।) হে অর্জ্জুন!
শুধু যে আলোচ্য তুমি দেহাত্ম বিচারি
তাহা নহে, স্বধর্ম্ম তোমার যদি কর
আলোচনা, তাহাতেও শোক তব নহে
উপযুক্ত। ধর্ম্মযুদ্ধ বিনা নাই আর
শ্রেয়স্কর কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে; তুমি
জয় করি করে প্রজার পালন, গুরু-
ব্রাহ্মণ-সেবায় করে স্বধর্ম্ম নির্ব্বাহ
যথা-শাস্ত্র-অনুসারে ক্ষত্রিয় সকল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-পরিক্রমা-যাত্রিগণের প্রতি

নিবেদন

যাত্রিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আবশ্যকীয় বিছানা-পত্রাদি সঙ্গে আনিবেন। অন্যান্য যানীয় ব্যবস্থা বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ করিবেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভবশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। শ্রৌতায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

"গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩॥০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, বিদেশে ৪৲, ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	॥৶০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য	[illegible]
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্পণকাণ্ড ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	[illegible]
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠমণি	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	॥০
১১।	ভাষান্তর-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	উপদেশামৃত	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে পাঠ, বক্রমৰ্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	৫৲
১৪।	গীতার মধ্যভাষা	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*India* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible] ... ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।৹।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুই সঙ্গ করে। পুষ্প বৈষ্ণব আজ্ঞা পালনে মুক্তি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৮

সাময়িক-প্রসঙ্গ

হে জগদ্বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! হে বন্ধুগণ! তোমরা যে প্রত্যাশা বড় আশা—বড় উৎকণ্ঠার সহিত গৌরধামে আসিয়া গৌরজন-সঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌরলীলাস্থলী দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহোৎসবের দিন গণনা করিয়া থাক, তোমাদের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত—চিরবাঞ্ছিত শ্রীধাম-পরিক্রমা-কাল আবার আগত-প্রায়। আগামী ১লা চৈত্র ইং ১৫ই মার্চ্চ হইতে সেই শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন। কে কোথায় আছ এস ভাই, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ আজ তোমাদিগকে ডেকেছেনই স্বাগত পূত— তোমাদেরই নিত্য বসতিস্থল পরব্রহ্মপুর মায়াপুরাখ্য শ্রীধামে মহামায়া-সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন। ওই শুন, শঙ্খ-ঘণ্টা-করতাল-মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিসহ সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ দেব-মানবকণ্ঠ বিনিঃসৃত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রোল মিলিত হইয়া কি সুমধুর ঐক্যতান আবিষ্কার পূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়াছে। আনন্দের আর সীমা নাই।

ওগো আনন্দের কাঙ্গাল বিশ্ব-মানব! আনন্দই ত' তোমাদের কাঙ্ক্ষণীয় বিষয়? তবে আনন্দের জন্য আর কোথায় ছুটিয়া বেড়াইবে? সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দের চরণকমলই ত' নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধি—গৌরনিত্যানন্দ-প্রচারিত প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তনই ত' জীবের অপ্রাকৃত আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী। কেন ভাই খদ্যোতের লোভে, ঐ সম্মুখে তোমার জীবন্ত কামক্রোধাদিমকরনক্রসঙ্কুল সংসার-জলধি-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া এমন সুদুর্লভ মানব-জীবনটী বৃথা নষ্ট করিতে যাও? আলেয়ার আলো যেমন পথিকের পথ-ভ্রান্তি জন্মাইয়া পথিককে পূতিগন্ধময় পঙ্কিল স্থানে প্রতারিত করিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশ করে, সেইরূপ শত শত মিছাভক্ত সম্প্রদায় আজ আমাদিগকে আনুষ্ঠানিক আনন্দের প্রলোভনে মায়ার দুস্তর নিরানন্দ-নরকে নিমজ্জিত করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে, হে বন্ধুগণ [illegible] হইতে আমাদিগকে পরি-ত্রাণের জন্যই আজ গৌরনিত্যানন্দের [illegible] লইয়া অবতীর্ণ। হে বিশ্ববাসিন্, অবহিত হও। সেই [illegible] [illegible] [illegible] গৌরনিত্যানন্দের আরাধনা

সাক্ষাৎ প্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে। অবশ্যই ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংই— শ্রীগৌরচন্দ্র—"রসো বৈ সঃ" ও ঐ রসকে লাভ করিয়াই জীব পরমানন্দ লাভ করেন, ইহাই বেদের লক্ষ্য শ্রুতি।

হে বন্ধুগণ, যেমন অপকৃষ্ট— দুর্যোগী আজ নিজ ভজনের ছলনায় কীর্ত্তনোৎসব ত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাশাকপা স্বপ্রতারণীয় যোগিনী মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত-বুদ্ধি হইয়া মৎস্য-বংশে প্রভৃতি গৌরজনসঙ্গে, কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইবার সৌভাগ্য হইতে নিতান্ত বঞ্চিত, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তাহাদের আদর্শ যেন তোমাদের অনুসরণীয় না হয়, তোমরা কীর্ত্তনানন্দ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-ভজন-কৈতব বরণ করিতে যাইও না। মহাজন বলিয়াছেন—

"কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব"

শুদ্ধ-ভক্ত-মুখ-বিগলিত গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয়। অভক্ত বা অবৈষ্ণবের মুখোদ্গীর্ণ কথা কৃষ্ণ-কথা হইলেও তাহা শ্রবণাযোগ্য— নিরয়-প্রাপক। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

বিষকুম্ভ-পয়োমুখ বহু যোষিৎসঙ্গী ব্যবসায়ী ভক্তের দল মহাপ্রভুর ভক্তের সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার ছলনায় হে বন্ধুগণ, তোমাদিগকে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গলাভে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস করিতেছে—তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধনাভিপ্রায়ে ঘুরিতেছে। তাই বকাভক্তগণ আজ তোমাদিগকে সেই কৃষ্ণবিরোধী দুষ্ট কংসানুচর বকজাতীয় দাম্ভিকরূপ মর্কট-বৈরাগী কপটি গণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার [illegible] । তারস্বরে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা কপটিগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই বরণ করিও না।

গৌরধামবাসী একায়নপন্থী নিষ্কিঞ্চন গৌরভক্তবৃন্দই গৌরনাম ও গৌরধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে অধিকারী। যাহারা ধামে বাস করিবার ছলনায় অন্ধ-বক-পুত্তলাদির ন্যায় নামাপরাধী ও ধামবিদ্বেষী, তাহারা শ্রীনাম ও ধাম-মাহাত্ম্যের কি জানিবে? তাহাদের কীর্ত্তিত নাম ও ধাম-মাহাত্ম্য নিরয়েরই উদ্দেশ করিয়া দিবে। তাদৃশ ধামদ্বেষী খলব্যক্তিগণ একেবারেই অসম্ভাষ্য। ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—

"তজ্জাতং মম কর্ণমূলমপি ন ব্রজেৎ ক্বাপি
যাঃ[illegible] মায়াদেহো

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজায়
পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠে গত শ্রীব্যাসপূজার পর আজ আর একটি বর্ষ পূর্ণ হইল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আজকার ব্যাসপূজা ষষ্ঠ-বার সম্পন্ন হইতে চলিল। শ্রীব্যাসপূজা— চারি আশ্রমের বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা গুরুর সহিত বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পূর্ণিমা-দিনে শ্রীব্যাসপূজার আবাহন হয়। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব-স্ব-জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজাবিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই—যতিধর্ম্মগ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে-বর্ষে মাঘী [illegible] তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-গণে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান বিধান করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ পৃথক্।

শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্থ যত্র মাহাত্ম্য সাতিশয়ং শ্রূয়তে।
তে যে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামপ্যমু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে ক্ষতিগতেষ্পুত্রা-
সিনো নো খলাঃ॥"

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো! সেই অনচ্ছাস্ত্র যেন স্বপ্নেও আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে, যে সকল খলব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিম্বা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।

আমরাও ত্রিদণ্ডিপাদের সেই আদর্শানুসরণে আজ হে বিশ্ববাসিন্, তোমাদিগের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তোমরা অসজ্জন-গণের যাবতীয় প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রঙ্গে প্রমত্ত হও। তোমাদের জন্যই আজ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন—বিরাট পরিক্রমা মহামহোৎসব।

চারি-আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারিগণ বা দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের মূলাদিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা বার্ষিক-অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষ-কালব্যাপী স্ব স্ব-গুরু পূজার স্মারক দিবস। এই অকিঞ্চন ও ত্রিদণ্ডিগণের দাসগণে বিগতবর্ষে শ্রীব্যাসাচার্য্যাদিষ্ট যে সকল হরিসেবায় সংশ্লিষ্ট ছিল, তাঁহাদের স্মৃতি হইতে বিচ্যুত না হইয়া সেই সকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিলে, যোগ্যতা বর্ত্তমানে প্রারব্ধ বর্ষেও শ্রীগুরুবর্গের অভীষ্ট-বিষয়ে অগ্রসর হইতে উৎসাহান্বিত হইবে।

শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর "শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে পাদ্যার্পণ" বুঝাইলে শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে শুদ্ধ ভগবৎসেবা, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুদ্ধানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্য প্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

আমরা অকিঞ্চন এবং পতিত হইলেও শ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত-পথে অগ্রসর হইয়া গুরুপূজা-বিধানরূপ সেবা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবার দাবী রাখি। পরম-করুণা-পূর্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান-লীলায় শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য নিত্য সেবা-বৈমুখ্যরূপ রোগমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার উপাসনাদর্শ হউক। এতৎপ্রসঙ্গে অন্য প্রয়োজন-ত' কৃষ্ণপ্রেমারই উদ্দেশ লক্ষ্য করি এবং তজ্জন্যই অতীন্দ্রিয় আনুষ্ঠানিক-কার্য্যে শ্রীগৌরের প্রকৃত বদান্যতা অনুসরণ করিবার যত্ন করি। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-বস্তুর ধারণা-বিপর্য্যয়-ফলে, আমাদের উপাস্য-বিচারে যে মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, যে সত্য-বিষয়-সেবার কালোচিত আবরণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ সেবা বৈমুখ্য সুষ্ঠুভাবে অপসারিত করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানিব। সেই কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির আবশ্যকতা লক্ষ্য করিব। কৃষ্ণেতর বিষয়-সেবায় আমাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে এরূপ দুরাশায় আমরা যেন অতিঅল্পক্ষণও নাম করিতে নিযুক্ত না হই। ইন্দ্রিয়গত কৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র আনুষ্ঠানিক বৃত্তি হউক।

কোন্ বস্তু কৃষ্ণ, এবং তাঁহার সেবার শুদ্ধ-বিধান কি, তাহা শ্রীসনকাদি-প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশের মধ্যেই নিহিত

আছে। শ্রীরূপপাদ স্বীয় অনুগগণের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া ভক্তিপথের নির্দ্দেশস্বরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পান করাইয়াছেন, তাহাকে অবগাহন করিবার জন্য সুযোগ দিয়াছেন। সেই সুশীতল অমৃত-পানে জীবন ধারণ করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণসেবা-কল্পে প্রেমার্জনে সমর্থ, তাঁহাদের লোকাতীত অনুষ্ঠানে বর্ত্তমানে আমাদের উদাসীন্য বা নৈরপেক্ষ্য হইলেও তাহা স্বাভাবিক ভাবিবার বিষয়। কৃষ্ণের সেবা বিধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণেতর-বস্তুর সেবা-প্রবণতার পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভক্তের জ্ঞানাভাবে আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি বিপথগামিনী হইয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে কৃষ্ণপ্রেমলাভের সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণজ্ঞানের অভাবে কৃষ্ণেতর অজ্ঞান আমাদের সেব্যবস্তুরূপে পরিণত হইলে আমরা মার্জ্জিত রুচি ও আত্মম্ভরিতাকে ভুলিয়া যাই। তজ্জন্য অপারকৃপাময় শ্রীরূপপাদ তাঁহার অত্যন্ত অনুগগণের জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দিকে যাইবার সরণি বন্ধ করেন নাই। উহাতে যে-সকল অপ্রার্থিত কণ্টক বর্ত্তমান থাকিলে আমাদের গন্তব্যস্থানে যাইবার পরিবর্ত্তে যন্ত্রণা উপস্থাপিত করিবে, তাহা হইতে রক্ষা-কল্পেও তাঁহার কৃপা। এই কৃপানুগামিগণের আমাদের নিয়ামক না হইলে আমি প্রতি পদে-পদেই কৃষ্ণেতর-সেবায় নিযুক্ত হইয়া প্রেমার পরিবর্ত্তে কর্ম্ম-প্রতিপাদ্য ভুক্তি ও জ্ঞান-প্রতিপাদ্য মুক্তি প্রভৃতিকেই প্রয়োজন-তত্ত্ব মনে করিব এবং চিরদিনের জন্য নিজ-মঙ্গল হারাইব। আমাদের জীবন কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে প্রেমার পরিবর্ত্তে উক্ত ধর্ম্মার্থকাম ও মুক্তির উদ্দেশে বৃথা বাঞ্ছিত হইবে। হয় ত' একথা ঔপাধিক গণনে আমাদের সহিত গৃহীত হইবে না, কিন্তু ভুক্তিকামাদ্যন্তরে পরব্যোম অবস্থিত না হওয়ায় স্বরূপের বৃত্তিবিচারে ঔপাধিক-চেষ্টার আবাহন নিত্যত্বের বিরোধী, কেবলজ্ঞানের পরিপন্থী এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিযোগী হইয়া পড়িবে। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর যে অসমোর্দ্ধদয়া-পরবশ হইয়া জীবের দুর্গতি অপনোদন করিবার জন্য স্বীয় বৈকুণ্ঠলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদন্তর্গত শ্রীরূপোপদেশ—মনোধর্ম্মজীবীর নিকট অদ্ভুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য অভিধান। শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যলীলা শ্রীরূপগোস্বামী যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই নিরুপাধিক-শুদ্ধবর্গের একমাত্র অনুষ্ঠানময়ী ভক্তিপদ্ধতি। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রৌতপথাবলম্বনে প্রতিপক্ষিগণের সহিত বিরোধনা করিয়া স্বীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপগমনে বিশুদ্ধচিদানন্দের সেবা করিবার রুচি প্রদর্শন করিলে অচিরেই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হইবে।

'কৃষ্ণ'-শব্দ যদি মনোধর্ম্মের দ্বারা সেবিত হয়, তাহা হইলে আমরা অনেক-সময় কৃষ্ণসেবা বিমুখ [illegible] কৃপরামর্শে প্রেম অর্জ্জন করিতে রুচিবিশিষ্ট হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর অজ্ঞাশ্রিত-জীবগণকে মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য হইতে বিরত করাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, 'কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণসেবা-রহিত-অভিলাষ-বর্জ্জিত'। অহঙ্কার বিমূঢ় কর্ত্তৃত্বে যে দেবতাভিমান এবং সেবা-পর্য্যায়, তাহা যেন আমাদের কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিকে আবরণ না করে। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ভোগপর অহঙ্কৃতি হইতে অবসর লাভ করিবার জন্য যে মানসিকী বৃত্তি, তাহা যেন চিদ্বিলাসকে আবরণ করিয়া আমাদের নিত্যসেব্য-স্বরূপকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রাহুরূপে গ্রাস না করে,—অষ্টাঙ্গ-যোগাদি-তিমিঙ্গিল যেন করালবদনে আমাদের অস্মিতাকে গ্রাস করিয়া নিত্যসেবা হইতে বঞ্চিত না করে,—কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র ভোগ ত্যাগ পিপাসা যেন আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা-পথ হইতে বিভিন্ন বর্ত্মে চালিত না করে,—আমরা যেন কোনদিনই সেবা-বিপরীত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনে আত্মনিয়োগ না করি। যদি শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্টপালনে আমরা পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে শ্রীব্যাসপূজার পরিবর্ত্তে শ্রীব্যাস-গুরুর গর্হণমুখে আমরা কৃষ্ণজ্ঞানে বঞ্চিত এবং ভক্তিবিমুখ হইব, আমাদের কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ সুদূরপরাহত হইবে। শ্রীরূপপাদ যেরূপভাবে মাদৃশ পতিত জীবগণের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট ধ্রুবতারা-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা যে পরিমাণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইব, সেবা-বৈমুখ্য-বশতঃ আমাদের প্রয়োজনলাভতত্ত্বেও সেই পরিমাণেই ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণজ্ঞানাভাবে ন্যূনাধিক বিপন্ন হয় বলিয়া তদবলম্বন অভাবে দুর্ভাগ্য ভাগ্যহীন আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীরূপানুশাসন-স্বরূপ শ্রীদাসগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামিদ্বয়ের পাদ-যুগল-বহ্নি সম্যক্ প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদের সুশীতল উপদেশ প্রভুপাদেশরূপে কার্য্য করিতেছে। অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-দিবসেও আমরা শ্রীল দাসগোস্বামীর মিত্রোপদেশ বিস্মৃত না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাবলম্বিত শ্রীব্যাসানুগত্যের আদর করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। শ্রীচৈতন্য চরিত-লেখক শ্রীল কবিরাজগোস্বামী শ্রীরূপানুশাসন-দ্বয়ের উজ্জ্বল্যবিধানের জন্য কাব্যোপদেশরূপা লীলাপ্যপদ্যাখ্যাই আমাদের যে মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, প্রভুকারে তাহার অনুগমন করিয়া আমাদের জীবন ধন্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগত্যে স্বয়ং আদর্শ বিধান করিয়া আমাদিগকে শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। আজ সেই ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল [illegible], শ্রীচৈতন্যের সেবায় যাঁহারা তাহাদের [illegible] হইয়া [illegible] তাঁহাদের অপূর্ব্ব অনুগমন [illegible]। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের অবিনাশ বাণীর অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] করিয়াছেন এবং অধুনাতনে স্বীয় অলৌকিক [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিনিবেশে অনুভূতির [illegible] উদ্ভব করিয়াছেন, যাঁহার সেবায় আমাদের শ্রীরূপানুগ-বরাক্রমের জন্য স্থাপিত আলোকস্তম্ভরূপে একমাত্র নির্দ্দেশস্বরূপ হইয়াছে এবং তাদৃশ অভিযোগের জীবন যাঁহার অসামান্য কৃষ্ণের নির্দ্দিষ্ট পূর্ণবলশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, সেই কৃষ্ণনিধিগণের নিত্যাধিবাসিদ্বয়ের পূজায় আমরা অদ্য কোন্ কোন্ উপায়দ্বারা অর্চ্চন প্রদান করিব,—এই জিজ্ঞাসার ফলে বহু অনুসন্ধিৎসু সন্ধান পাইয়াছি যে সকল পুষ্প-ভগবানের অতিপ্রিয়—ভগবদ্ভক্তের অতিপ্রিয়, সেই প্রসূনসমূহ পূর্ব্বেই অর্পিত হওয়ায় কৃষ্ণানন্দবিধায়ীর সেবায় সমর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আর অদ্য শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট তথা শ্রীরূপ ও তদনুগমনোহভীষ্ট-কৃষ্ণেতর সেচন-সম্বর্দ্ধন করে যাঁহারা গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অভীষ্টসাধনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল বর্ত্তমান পুষ্প মুখের বন্দনা করিতেছি। তাদৃশ ভক্তিপ্রসূন-সমূহই অদ্য আমার শ্রীব্যাসপূজায় সজীব উপায়ন। ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার—প্রথম আত্মবিক্রয়েই আছে। তাদৃশ আত্মবিক্রয়ের কিঞ্চিৎ আনুষঙ্গিকী সেবা আমা-দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সফলতা হইবে। শ্রীবার্ষভানবীদয়িতের অস্তুল প্রেমসেবা পঞ্চপ্রকার চিন্ময়ী রতিদ্বারা সাধ্য হইলেও উহা—অন্যাভিলাষিতাবিশিষ্ট জনগণের নিত্য দুর্লভ্য ব্যাপার। আমার ন্যায় অকিঞ্চন গৌণের কৃষ্ণবেদী কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই; তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের উপযোগি পুষ্পসমূহের সুগন্ধের সঙ্গ প্রভাবে আরোপিত সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার-সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয় যে, জীবিত-কালের অবশিষ্ট একটী দিবস কৃষ্ণানুগের কুসুম-সমূহ-চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার বাসরে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ করি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

সদীক্ষক হইতে [illegible]

[illegible] কলিকাতায় [illegible] হইয়া পুনরায় [illegible] হইলাম। [illegible] দেশে [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি [illegible]। [illegible] একটি [illegible] যায়। [illegible] যেরূপ গোসেবা করেন, সেরূপটী [illegible] কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। [illegible] (বাঙ্গালা দেশে) বাঙ্গালিগণ গোজাতির উন্নতি সেবায় উদাসীন। বড় [illegible] একটি দুধ দিতেছে [illegible] vegetable [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [illegible] কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রধান কারণ [illegible] হয়, যে সকল দেশের অধিবাসীরা যত বেশী পরিমাণে আমিষাশী, সেই সকল দেশে ততই [illegible] বেশী প্রাধান্য বোধ না করায় গোজাতির [illegible] কম। পশ্চিম ভারতে একটী ছাগী যত দুধ দেয়, বঙ্গদেশে বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গে ওটা খুব ভাল গাভী হইতেও সেই পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ আমরা অনায়াসে নিরন্তর একটা গৌরবে [illegible] "অমেধ্য [illegible], তাই অন্য জাতি হইতে গরু জাতি পর্য্যন্ত ক্ষীণকায়।" যদি ইহাই হয় তবে শুধু পাঁঠার [illegible] ইহার বিপরীত দেখা যায় কেন? [illegible] সকল-[illegible] অনুপুষ্ট হয়, ও পলকার, বাঙ্গালার যে এই দেশের আবহাওয়াতেই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। সুতরাং এ বিষয় ধারণা নহেব, [illegible] আমরা যে সংযম করাতে জীবজীব, [illegible] আর আমাদিগের [illegible] পুষ্টির [illegible] আধিদৈবিক [illegible] যথোপযুক্ত হয় হইতে বঞ্চিত, তাহার বিচার পর্য্যন্ত প্রায় সঙ্গত মনে করি না।

এই সকল কথা [illegible] ভাবিলাম। এমন সময় [illegible] হঠাৎ [illegible] সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তুমি আমাকে [illegible] দিকে [illegible] আমার কথা [illegible] "[illegible]" [illegible] করে।" এই [illegible] [illegible] ছাড়িলাম। [illegible]

বৈকুণ্ঠবাণী

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

যে বাণী কুণ্ঠা (মায়া)-গর্ব্ব-বিবর্জ্জিত, যে বাণী [illegible] জীবন্মুক্তগণের অনর্থ-[illegible] সর্ব্বোত্তমা বাণী, যে বাণী কুণ্ঠা-গর্ব্ব-বিবর্জ্জিত একনিষ্ঠ [illegible] সেবীগণ মুক্তকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃকই কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য, যে বাণী প্রাকৃত [illegible] জীবগণের [illegible] কীর্ত্তিত ও শ্রুত হয় না, যে বাণী দেবে, ঋষি, পিতৃগণ-প্রমুখ মনুষ্য-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন-[illegible] সীমায় পদার্পণ করেন না, যে বাণীর বিচারক একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-সেবক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সেবক, সেবক-সেবক ব্যতীত অচৈতন্য জড় সেবক (জড় কেহ) স্পর্দ্ধা করিলেও যাহার লতা বা খুঁটা প্রকাশ পায়, যে বাণীর [illegible] প্রাকৃতিবোধ অভিধানের কলেবর বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে, যে বাণী আব্রহ্মস্তম্ভ একই সূত্রে, একই বর্ণে, একই সুরে গ্রথিত, যে বাণী দেহ-মনোধর্ম্মোর্দ্ধ বাগতীত প্রাকৃত বাণীকে নিরাস করিতে সমর্থ, যে বাণী অভক্তি—অনিত্যাস্ত-বাক্যরাশি বিদূরিত করিয়া, ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সাম্রাজ্যের [illegible] স্থাপন করিতে সমর্থ, তাহাই বৈকুণ্ঠ বাণী।

বৈকুণ্ঠ বাণী অর্থে সনাতন কথা, যাহা অধুনাতন, নূতন, পুরাতন বিশেষণের অপেক্ষা করে না, নিত্যকালই সুপুরাতন, [illegible] নূতন, সনাতন যাহা, তাহাই বৈকুণ্ঠ-বাণী। আমরা বহির্ম্মুখতাবশতঃ বহু কাল যাবৎ সুপুরাতন, সনাতন বৈকুণ্ঠধামচ্যুত হইয়া এই জগতে আমাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (পার্ম্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট) লইয়া ব্যস্ত আছি। [illegible] [illegible] অধুনাতন দেহ-মনোধর্ম্মোর্থ মাপ কাঠে আবদ্ধ আমাদের বৈকুণ্ঠবাণী সনাতন কথা শুনিবার অধিকার নিকট অশ্রুত-পূর্ব্ব নূতন কিছুত কিম্ভূতাকার বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহা কি বড় দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক? জীবের যখন চরম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তখনই এইরূপ পরিপূর্ণ বিবর্ত্তবাদ উপস্থিত হইয়া বিবর্ত্ত-বিলাসে রত হয়। আমরা কি ঠিক তাহাই নহি? যে জন্য বৈকুণ্ঠ বাণী—ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীকে উপেক্ষা করিবার অবসর খুঁজিয়া মায়ার মন যোগানো কথাগুলিই বেশ করিয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতেছি।

আমরা আমাদিগের মাপ কাঠিতে যাহা পাই না, তাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না। বৈকুণ্ঠ-বাণী যে মাপ কাঠির বাহিরের বস্তু, তাহা আমাদিগের বালসুলভ চপলতা বুঝিতে দেয় না। সনাতন যাহা, তাহা কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। অবহমান কাল, এমন কি অনাদি কাল হইতে আদি হইতে বৈকুণ্ঠ বাণী সনাতন কথা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগচতুষ্টয় একত্র যোগে দিব্য-যুগ নাম ধারণ করে, এই দিব্য-যুগ একাত্তর বার গত হইলে একজন মাত্র মনুর শাসন-কাল শেষ হয়। এই প্রকার চৌদ্দ মনুর শাসন কাল লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার (অর্থাৎ আমাদিগের পিতামহ বলিয়া প্রসিদ্ধ যিনি, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আদি জীব যিনি তাঁহার) মাত্র এক দিবস বা কল্প।

৪৩২০০০ সৌরবর্ষ কলিযুগ × ২ = ৮৬৪০০০ সৌরবর্ষ দ্বাপরযুগ; ৪৩২০০০ × ৩ = ১২৯৬০০০ সৌরবর্ষ ত্রেতাযুগ, ৪৩২০০০ × ৪ = ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ সত্যযুগ। সুতরাং (৪৩২০০০ + ৮৬৪০০০ + ১২৯৬০০০ + ১৭২৮০০০) × ৭১ × ১৪ এই অঙ্কটী সরল করিলে যতগুলি সংখ্যা হয়, তত সৌরবর্ষ অর্থাৎ = ৪২৯৪০৮০০০০ সৌরবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ুর এক দিন মাত্র। "পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ-ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥" আমাদের ব্রহ্মার পরমায়ু পরিমাণের অতি ক্ষুদ্র অংশ, একদিনের হিসাব মত বৎসর হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু-কালের হিসাবতো বাকিই রহিল—এত ব্রহ্মাই সাতটি বিভিন্ন বয়ে বাস্তব সত্য, নিরস্ত কুহক সত্য, সনাতন কথা, বৈকুণ্ঠ বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখন মানুষের কতটুকু পরমায়ু আর কতটুকু বুদ্ধিবে জ্ঞান, লইয়া সেই বৈকুণ্ঠবাণী, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপিতে যাইবে? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত জনাশ্রয় বৈকুণ্ঠবাণীর কোন ও সন্ধান পাইবে না। প্রাকৃত জড় বিচারে, অধুনা এই বৈকুণ্ঠবাণী [illegible] ও জনসংখ্যা বারা শ্রেণীভুক্ত হইলেও সনাতন কথা কখনও অধুনাতনে আবৃত হইতে পারে না। সর্ব্বত্রই বিজয়তে।

পাহাড় দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতে পারিব না, সেজন্য বাদটী হতো মধ্যেই সংগ্রহ করিলাম। কারণ সীতা ঘাট হইতে চণ্ডী পাহাড়ে, চণ্ডী মন্দির আন্দাজ ১০ মাইলের উপর যাত্রা হইবে। বিশেষতঃ পার্ব্বত্য পথে যাত্রা কোন খানে এক মাইল অতিক্রম করিতেই একটি ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং বাসা হইয়া [illegible] ঐ স্থানটী দর্শন [illegible] পারিলাম। অবশ্য সঙ্গের সঙ্গী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা, যে এ জন্য আমাকে আন্তরিক পুরস্কার প্রচুর পরিমাণে [illegible], সেই কথা তাঁহারা স্বীকার করিলেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত এখনও স্বীকার করিতেছি। [illegible] নানা যাহা কিছু নতুন পার্ব্বত্য [illegible] রাস্তায় [illegible] হইয়া [illegible] প্রাকৃতি [illegible] ভাবে [illegible] পাহাড়, [illegible] একটী মন্দির দেখা যায়, তাহাই [illegible] চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আমঘাটা, বামনপুখুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গাদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেশডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভজনাঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমনাগমনাদি সকলের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—০৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৫৫	৭—[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও কম ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶৹ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴৹।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩৷৹ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ তিন্, বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য। ষাণ্মাসিক ১৷৹ ; সাপ্তাহিক /৭

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২৷৹
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	২৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৵৹
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৫৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৹
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চ্চনপদ্ধতি ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵৹
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৶৹
৮।	গোপীকুমোদিনী	৬৹
৯।	সাধককণ্ঠমণি	৹
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৹
১১।	ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷৹
১২।	বৈষ্ণবদর্শন	৮৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধান্ত টীকা, বক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	শ্রীভাব মাধবভাষা	৷৹
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷৶
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	১৲
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit, Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage, Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এরূপ সারগর্ভভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি উত্তম। ভিক্ষা ।৹।

প্রথম দিবস

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা

আজ পরিক্রমার প্রথম দিবস—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টার এক সুমধুর ঐকতানসহ সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি-মিশ্রিত এক মহা বৈকুণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিল। ভক্তগণ বিপুলজয়ধ্বনি ও মহানাম-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত কীর্ত্তনাথের আত্রাত্রিক দর্শনপূর্ব্বক গুরুস্তোত্র কীর্ত্তনান্তে "জীব জাগ, জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥ এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'॥ হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। এদিকে 'সাজ' 'সাজ' বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। যাত্রিগণ সুপ্তচিত্ত-উদ্বোধনকারিণী সেই গীতি শ্রবণে ত্বরা করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী-হস্তে শ্রীমন্দিরের নাট্যপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহ উচ্চস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এই মনোহর দৃশ্য বর্ণন করিবার ভাষা নাই, একমাত্র উপলব্ধিরই বিষয়।

পরিক্রমা-সম্প্রদায় আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন শ্রীব্রজপত্তনক্ষেত্র, শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে (১) শ্রীঅদ্বৈতের টোলবাড়ী—যেখানে মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈত জলতুলসী দ্বারা পাঞ্চরাত্রিকবিধানানুসারে কৃষ্ণারাধনা করিয়া গৌরকৃষ্ণকে জগতে আনিয়াছিলেন, তৎপরে শ্রীঅদ্বৈতভবনের দক্ষিণে (২) মহাপ্রভুর মহা-সঙ্কীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস-খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা অর্থাৎ যেখানে তাৎকালিক সহর নবদ্বীপের বিচারক চাঁদকাজী কীর্ত্তনীয়া নাগরিকের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তৎপর (৩) শ্রীযোগপীঠ অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-গৃহ দর্শন, তত্তৎস্থানে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও পরিক্রমা করিয়া 'গঙ্গার তীরে তীরে পথে' ক্রমে (৪) মহাপ্রভুর নিজঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতেন, (৫) মাধাইয়ের ঘাট—যে ঘাটে নসিব গৌরনিত্যানন্দের কৃপা-প্রাপ্ত মাধাই গৌরাদেশে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবনরূপ সাধন করিয়াছিলেন, (৬) বারকোণা ঘাট—যেখানে মহাপ্রভু পড়ুয়া-বেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা লীলা করিতেন এবং যেখানে দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর বিদ্যা-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন, (৭) নাগরিয়া ঘাট প্রভৃতি হইয়া (৮) পুরাতন গঙ্গানগর—যেখানে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোল ছিল সেই সকল স্থান পরিক্রমা করিয়া উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই কাজীর সমাধির নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। এই চাঁদকাজী কৃষ্ণলীলায় কংস ছিলেন। ইনি প্রথমে কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন, পরে মহাপ্রভুর কৃপায় মহাপ্রভুর বিশেষ অনুগত হন। পরিক্রমা-সম্প্রদায় কাজীর সমাধি বন্দন ও পরিক্রমা করিয়া মহাপ্রভুর সময়কার শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়পল্লীর স্থানসমূহ পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীধর অঙ্গন—যেখানে শ্রীধরের কলা বাগান ছিল—শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে আসিয়া শ্রীধরের নিকট হইতে থোড় কলা মোচা লইয়া যাইতেন ও তাঁহার সহিত আনন্দ-কোন্দল করিতেন এবং শ্রীধরের শতছিদ্র লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আসিয়া উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। এই স্থান শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-বিশ্রাম স্থল। পরিক্রমাকারি ভক্তগণও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর শ্রীচৈতন্য মঠের পথ ধরিলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির পরিক্রমা পূর্ব্বক দণ্ডবৎ-প্রণামান্তে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল—ভাগ্যবান্ ভক্তগণ এ আনন্দের পরিসীমা দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উল্লাসভরে প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদকণ্ঠে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরচন্দ্র।
নবধা-ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি॥
নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গান।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ॥
রসিকপণ্ডিত যাঁরে ব্রজ বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময়॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ বন-মাঝে পাইব দেখিতে॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র নর্ত্তন-বিলাস।
দেখি প্রেম মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়।
এধাম বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ॥
শ্রীসর্ব্বজ্ঞী সজ্জনে আর কিবা কাজ।
বিজ্ঞ পুত্র বিদ্যা যশে শীঘ্র পড়ু বাজ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এসে হও ভাই ধন্য॥
যথা রত্নচূড়াময়ী ভূমি সুকোমল।
খগমৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষলতা ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥"

মহামন্ত্র

বস্তুর আর্দিম নিদর্শন সংজ্ঞা বা নাম। জড়বস্তুর রূপের সহিত, গুণের সহিত ও ক্রিয়ার সহিত বস্তুসংজ্ঞা বা নামের ভেদ আছে। "নাম কিছু রূপ নহে, নাম কিছু গুণ নহে" অথবা নাম কিছু ক্রিয়া নহে। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার অন্তরালে মায়া অবস্থান করে বলিয়া আমরা বস্তুর নাম রূপাদির ব্যবধান বুঝিতে পারি। বৈকুণ্ঠ নাম নিত্যক্রম একই বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় মধ্যে মায়িক বা মায়িকা অবস্থার উপযোগিতা বর্ত্তমান। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান মায়াতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির মধ্যে মায়িক ভাব অবস্থান করিতে পারে না। তাহা অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া প্রকৃতির অতীত বস্তুতে মায়িক ব্যবধান-ঘটিত রূপগুণাদিতে ভেদ উৎপন্ন হয় না। হরি বস্তুটি অপ্রাকৃত, ইহা প্রকৃতির সৃষ্টবস্তু সমূহের অন্যতম নহে। পক্ষান্তরে হরি হইতেই প্রকৃতির উদয় মাত্র। হরি প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় নাম ও নামীর মধ্যে প্রাকৃত মায়িক ভেদের যোগ্যাংশ অবসর নাই। অপ্রাকৃত হরিনাম ও প্রাকৃত মায়িকবস্তুসমূহের নাম পরস্পর ভিন্ন পরিচয়বিশিষ্ট।

মনকে যাহা ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। মন বাহ্য জগতের ভোক্তৃরূপে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বস্তুসমূহ উপভোগে ব্যস্ত। যে অনুষ্ঠান মনকে বাহ্যবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে, তাহা মন্ত্র। বাহ্য-বস্তুর ভোক্তা যদি অন্তঃস্থিত বস্তুতে নিযুক্ত হইলে তাহার বাহ্যবস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যজগতে ভ্রমণশীল হইলে মনের দ্বারা ভোগ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-দেবগণ উপাস্য-বস্তুতে পরিণত হইলে তাহাদের বিষয়-ভোগ অর্থাৎ বাহ্যরূপ, রস, গন্ধ শব্দ, স্পর্শাদি গ্রহণ। তাহারা সংযত হইয়া অন্তর-সমূহের আনুগত্যে নিযুক্ত হইলেই মনের পরিত্রাণ হয়। মনের পরিত্রাণসমূহই সাধন। মন্ত্রকেই সাধন বলা হয়। অসিদ্ধ-মন নিযুক্ত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি। অন্তর বস্তু-সমূহের বহুত্ব ঐকান্তিকতার বিরোধী। বহুত্ব-নিবন্ধন বহু বস্তুর সেবক হওয়া মনুষ্যের ন্যায্যতামাত্র।

অসিদ্ধজন অসংযত মনকে শাসন করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধনকার্য্যে রত বলিয়া সাধক নামে কথিত হন। অনর্থযুক্তজ্ঞান-সমূহ তাঁহাকে যে কালে উদ্বেলিত করে, সেই কালে অনর্থ-হস্ত হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ। উক্ত অবস্থায় অনর্থ নিবৃত্তোন্মুখ হইলে তিনিই মুক্তমন হরি-নাম গ্রহণে উপযোগী হন। মুক্তানর্থ ব্যক্তিই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্র অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে, নাম অনর্থমুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্ত করায়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবের সংসার হইতে উদ্ধার করেন। সংসারমুক্ত বিষয়বাসনারহিত মুক্তকুল শ্রীরূপানুগত্যে হরিনাম গ্রহণে উপাসনা করিতে সমর্থ হন। নামে সম্বোধনের পদ, মন্ত্র নামে চতুর্থ্যন্ত-যুক্ত অহঙ্কারনিরোধক সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট, সম্প্রদানকারী অহঙ্কার নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী।

চতুর্থ্যন্ত প্রণবযুক্ত স্বধা বা নমঃ সম্বলিত মন্ত্রে নামী আছে, তথাপি তাহার সহিত নামের ভেদ এই যে, নাম নামভজনে সম্বোধনের পদমাত্র। নামে সম্বোধন ব্যতীত অন্য বিভক্তি নাই। নামের নিকট আত্মসমর্পণ বা অহঙ্কারনিযুক্ত ভাবরাজ্যই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ট। যেকালে জীব সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহার মন্ত্রজপই

প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুইপ্রকার মানস জপ ও উপাংশু জপ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে নিজের জপের সফলতা হয় না সেজন্য স্বল্প বা লঘূচ্চারণ-যুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানসজপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণ কার্য্য মনে মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপদ্বারা কেবল জপকারীর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, পরের তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না, কিন্তু জপবিচারে উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপ মন্ত্রসিদ্ধির অধিক সফলতা। জপ ও কীর্তনের মধ্যে ভেদ এই যে, জপকারী নিজে স্বার্থপর, কিন্তু কীর্তনে জীবেদয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেদীপ্যমান। যদি কীর্তন না থাকে, তাহা হইলে জাপক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে। মন্ত্রের আকর্ণন কীর্তনমুখেই হয়, পরে তাহাই শিষ্যের জপের অবলম্বন হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণে হেন ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ।
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসংকীর্তনে॥

নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ॥
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

কীর্তনের সংজ্ঞানিরূপণে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন:—

নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।
মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এই যে (চৈতন্য-ভাগবত মধ্য ২৩ অধ্যায়)

শিশু বলে কৃষ্ণকীর্ত্তি করিতে সবার।
কৃষ্ণগুণ নাম বই না স্ফুরয়ে আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, মহামন্ত্রের উপাংশু জপ হইতে পারে আবার মহামন্ত্রের কীর্তন হইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তনের কথা ক্রমসন্দর্ভ ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন যে নামকীর্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব। সুতরাং চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম জপকার্য্য কীর্তন-যোগেই করিতে হইবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়েই "সর্বক্ষণ বল" এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপাংশু বা মানস-জপাদি কীর্তনাখ্য ভক্তিযোগেই কর্ত্তব্য ইহাই গৌরসুন্দরের অভিমত। 'বল' এই বাক্য এবং 'সর্বক্ষণ বল' প্রভৃতি বাক্যে জপ কিরূপে করিতে হইবে, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পুনরায় কীর্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া উক্তিতে মহামন্ত্র জপ কীর্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া উক্তিতে মহামন্ত্র জপকীর্তন এবং অনেকে একত্র হইয়া ঘরে এবং নগরে করতালি সহ কীর্তনের স্পষ্ট আদেশ থাকিতে অন্য মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপের ব্যবস্থা নিরাকৃত হইয়াছে। আধুনিক সাম্প্রতিকতাহীন জাতবাদিসম্প্রদায়ের মহামন্ত্রে কেবল জপপ্রথা প্রচারটী কুপ্রচার ও অসৎসিদ্ধান্তমূলে উদ্ভাবিত বলিয়া অগ্রাহ্য জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। এই সকল কুপ্রথা ও সিদ্ধান্তবিরোধ হইতেই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে নবীন ছড়া সমূহের কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। ছড়া কীর্তন মনুষ্যের রচিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অসম্বন্ধ নামসমূহ মহাপ্রভুর মতবিরোধী। অনর্থযুক্তজীব মন্ত্র রচনা করিতে অধিকারী নহেন। মন্ত্র হইতে প্রাপ্তব্য। যে গুরুসজ্জায় সজ্জিত জীব নিজ অবস্থা-বৃদ্ধির জন্য কল্পিত নাম মন্ত্র রচনা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্তু ততো বরম্।

শ্রীনাম সংকীর্তন না মায়ার কীর্তন?

(প্রাপ্ত)

সংকীর্তনৈক পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু হরের্নাম শ্লোক দ্বারা ইহাই উপদেশ করিয়াছেন যে, কলিকালে কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি অবলম্বনে জীবগণ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"—এই তারক ব্রহ্ম শ্রীনাম সংকীর্তন ও নির্বন্ধ করিয়া জপ দ্বারাই পরম প্রয়োজন প্রেম-ভক্তি যাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দুর্লভ এই কলিকালে জীবগণ অনায়াসে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই মহাপ্রভুর আদেশ।

কলিযুগে শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের স্বরূপতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) জানিবার যদি অন্য কোনও উপায় থাকিত, তবে স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "চেতো দর্পণ-মার্জনং" হইতে "স এব নাপরঃ" পর্যন্ত শিক্ষাষ্টকে শুদ্ধ হরিনাম কীর্তনেরই সমর্থন ও বিধান করিতেন না। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়—এইরূপ লোকশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনাম কীর্তনটী অধুনা আমাদের ন্যায় মায়াকুচরদিগের কবলে আসিয়া বড়ই বিপন্ন। যদিও বা দেশময় শ্রীনামকীর্তনের ছড়া ছড়ি, হুড়া হুড়ি, পাঁচমিশালি সাত মিশালিভাবে এটা ওটা, এখান হইতে, ওখান হইতে ধার করিয়া জোড়া তালি দিয়া কীর্তনের মত কোন রকমে মন বুঝানো গোছের একটা কিছু দাঁড় করানো হইতেছে, তাহাতে তাদৃশ ছড়া নামকীর্তন হইতে শুদ্ধ নাম-কীর্তনের দুর্ভিক্ষেরই প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা উদ্দিষ্ট থাকিলে শ্রীহরিনাম কীর্তিত না হইয়া স্বয়ং মায়াই উত্তমরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। সেই নামাপরাধ শ্রবণ-কীর্তন-কারীর—সুবিধা দূরের কথা অসুবিধাই উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্তনের তাৎপর্য্য সংসার ক্ষয়োন্মুখ হওয়া, মায়ার বন্ধন শিথিল হওয়া, অসৎসঙ্গস্পৃহা বিদূরিত হওয়া, নিবৃত্তানর্থ ইন্দ্রিয়বর্গের হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখী হওয়া, নামে রুচি, জীবে দয়া উদিত হওয়া, 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু,' এই স্বরূপ-তত্ত্বের উদ্বোধন হওয়া প্রভৃতি। উহাই যদি না হইল, তবে অনন্য শ্রবণ কীর্তন দ্বারা নামাপরাধ অর্জন করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। কোন্ বুদ্ধিমান জনই কখনও বিচার-বিভ্রান্ত হইয়া নিষ্প্রাণ কম্বসংঘাতের ন্যায় তুষরাশি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রবণ কীর্তন দ্বারা যদি কোন সুবিধাই না হইল, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, উহা শুদ্ধ কীর্তন নহে, অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ, নামাপরাধ মাত্র। উহা নাম-কীর্তনের অছিলায় বা আবরণে মায়ার কীর্তন হইয়া যায়। তথা-কথিত কীর্তনকারী তৃণাদপি সুনীচ নহেন, কপট; আম্নায় শ্রৌতপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিতে মনোধর্মোত্থ মায়ার বা ভূতের কীর্তন জুড়িয়া দিয়া জগতে কেবল অনিষ্ট বিস্তার করেন। সুতরাং কোন্‌টী হরিকীর্তন কোন্‌টি মায়ার কীর্তন সর্বাগ্রে বিচার্য্য। শুদ্ধ কীর্তনকারী ভাগবতগণ ইহার সূক্ষ্ম বিচার অবগত আছেন। তাঁহাদিগের আনুগত্যে সকল বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করাই একমাত্র সর্ববিধ বিঘ্নশূন্য সংসারে নিরাতঙ্ক বিচরণের ও আত্মকল্যাণ-লাভের পন্থোপায়।

লোকশিক্ষা না বঞ্চনা?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥"

অপরকে শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহে অপরকে শিক্ষা দিতে হয়; নতুবা শুধু মুখের কথায় যে উপদেশ প্রদান করা যায়, তাহাতে শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। জগতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-মূর্খ-পণ্ডিত-সাধু-অসাধু, বিবেচক-অবিবেচক, সকলেই একবাক্যে ইহাই স্বীকার করিবে, যাহা যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের চরিত্রানুসরণ সকলেই করেন। এখানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থে মানুষ স্ব স্ব মনোবিচারে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, সেই সেই কার্য্য বিষয়ে তত্তোধিক পটুতা যাহাই তদনুগ ব্যক্তিগণের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। জাগতিক এই বিচারটী যেমন চির সত্য, পারমার্থিক ধর্মানুসরণেও সেই প্রকার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আধুনিক লোকশিক্ষক পদবীলিপ্সু, লোক-শিক্ষাসনে উপবেশন-কারীর শুদ্ধ আম্নায়িক সম্প্রদায়, বেদানুগ শ্রৌতপন্থী আচার্য্যগণের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ বর্জন করিয়া, শাস্ত্রধারা স্বয়ং শাসিত না হইয়া; শুধু মুখে টিয়া পাখীর ন্যায় বুলি আওড়াইয়া, অপরকেও অনুকরণ শিক্ষা দেওয়া একমাত্র যথা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে জগন্মঙ্গল বিধান হওয়ার পরিবর্ত্তে জগজ্জঞ্জালেরই নিদান হইতেছে। শাস্ত্রবাণী দ্বারা নিজে শাসিত হওয়া ও অপরকে শাসন করাই যথার্থ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য বা লোকশিক্ষা। তদ্ব্যতীত গত নত্ বলীবর্দ্দের বহনযোগ্য অসংখ্য শাস্ত্রাদি কণ্ঠস্থ করিয়া 'আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাহা শোন' ন্যায়ে প্রোগ্রাম দেওয়া থাকিলে তিনিও ঐ প্রকার বহন করিলেন মাত্র। নিজের কল্যাণ ত' করিলেনই না, শুধু বঞ্চিতই হইলেন। পরন্তু সহস্র সহস্র লোককে লোকশিক্ষকের সজ্জায় কেবল বঞ্চনাই করিয়া গেলেন। এরূপ আচরণ-বিহীন শিক্ষা কখনও শিক্ষা নামের যোগ্য নহে বরং শিক্ষা নামের কলঙ্ক! লোক-বঞ্চনা মাত্র।

শ্রীমায়াপুরে যাইবার পথ

যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীশ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভবন, আচার্য্যসম্রাট শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ, শুক্র চাঁদ-কাজির সমাধি-মন্দির, শুক্ল শ্রীধরের অঙ্গন প্রভৃতি পূত স্থানসমূহ দর্শনার্থ ও শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার্থ আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী স্থান হইতে যাতায়াতের ট্রেণের সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর

ষ্টেশনের নাম	৩নং আপ ভোর	৪১নং আপ প্রাতঃ	১৭নং আপ অপরাহ্ণ	২৯নং আপ অপরাহ্ণ
শিয়ালদহ—	৬-৩৬	৮-৫৫	২-২০	৪-৫৪
রাণাঘাট—	আ ৮-০ গাড়ী বদল ছা ৯-৪৭	আ ১২-৯ শান্তিপুর—বদল ছা ১২-২৪	৪-০ ৪-১০	৬-৪৪ ৮-৫২
কৃষ্ণনগরসিটি-	আ ১০-৩০ গাড়ী বদল ছা ১০-৫০	আ ১-১২ ছা ১-৩২	আ ৫-০ গাড়ী বদল ৫-২০	আঃ ৭-১২ গাড়ী বদল ছা ৮-২০
মহেশগঞ্জ—	১১-৩১	২-১৫	৬-৩	৯ ৩

শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতা

মহেশগঞ্জ-	৫-৩৪	৯-১৪	১২-১৬	৩-৪	৬ ৫৬
কৃষ্ণনগর-	আ ৬-১৫ গাড়ী বদল ছা ৬-৩৬	আ ৯-৫৫ গাড়ী বদল ছা ১২-২	১২-৫৭ ১-১৭	৩-৪৫ বদল ৪-০	আ ৭-৩৭ গাড়ী বদল ছা ৮-১
রাণাঘাট—	৭-২৪	আ ১২-৪৩ ছা ১২-৫৩	আ ২-৫ শান্তিপুর—বদল ছা ২-২০	৪-৪২ বদল ৬-২৫	৮-৪৫ বদল ১০-২০
শিয়ালদহ— (কলিকাতা)	৯-২০	২-৪১	৫-৩৭	৭-৩০	১২-৩৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব মাত্র একক্রোশ। এই ষ্টেশন হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়া দেখা যায়।

ঢাকা মেলে শ্রীমায়াপুর

ঢাকা-ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ১১-৩০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১২-২ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ আসে। নারায়ণগঞ্জে যাত্রিগণকে (এক্সপ্রেস) ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। এই ষ্টীমার ১২-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯-১৮ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছে। তথায় ষ্টীমার হইতে ট্রেণে (ঢাকা মেলে) উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৯-৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ১০ ৪৪ এ রাজবাড়ীতে, ১২ ৩১ মিনিটে কুষ্টিয়ায়, ১-৩ মিঃ পোড়াদহ জংসনে এবং ৩-১৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট পৌঁছে। রাণাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ১১৭নং আপ ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৫-৫০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছে। কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ১০-৫০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়িয়া ১১-৩১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌঁছে।

চট্টগ্রাম মেলে শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রাম মেল, চট্টগ্রাম হইতে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ২ ঘটিকার সময় লাকসাম জংসনে এবং রাত্রি ৩-২৫ মিনিটের সময় চাঁদপুর পৌঁছে। চাঁদপুরে যাত্রিগণকে ষ্টীমারে আরোহণ করিতে হইবে। এই ষ্টীমার ভোর ৪॥০ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া বেলা ১৮১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌঁছে। এখানে পুনরায় যাত্রিগণকে ট্রেণে (চিটাগাং মেলে) আরোহণ করিতে হইবে। উক্ত ট্রেণ ১-৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ২-১৬ মিনিটের সময় রাজবাড়ী, ৩-৩৬ মিনিটের সময় কুষ্টিয়া, এবং ৪টার সময় পোড়াদহ জংসন, এবং সন্ধ্যা ৬-৪৩ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌঁছে। রাণাঘাটে যাত্রিগণকে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ৬-৪৪ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর লোক্যাল ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণখানা ৮-১২ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছে। তথায় ছোট গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রিগণ রাত্রি ৯-৩ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌঁছিবেন।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী-	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১ ৩১	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫		৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, জকটাদা বা একডালা মায়াপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইস্রাকপুর, গঙ্গেশডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্তাঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শয্যাদ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবাবাজীমহারাজ করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

• সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন, ৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন, ৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন, ৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, ন্যায়তীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পিটিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট্ চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা, ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই, উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ এখনও আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা ৩॥০ টাকা

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ভিঃপিঃতে ৩।৶০, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা, ষাণ্মাসিক ১৸০ ডাকমাশুলাদি ৵০।

সর্বদাই গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২।৵
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৸০
৩।	আচার ও আচার্য	।৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চনকণ ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	।১০
৮।	গোবরুকোদয়:	৸০
৯।	সাধকতত্ত্বমাণ	•
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬॥০
১২।	জৈবধর্ম	২
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে টীকাদি, চক্রবর্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	১০
১৫।	শ্রীগৌড়ীয়ভাবরসমাধুর্য	১।
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/4/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcut[illegible]

REAL & APPARE[illegible]

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এরূপ ...ভাবে পুস্তক আর হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০।

অতএব যা ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইজন মায়া পাশে তুমি মরে।

৩১শে চৈত্র, রবিবার—১৩৩৫।

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা

[illegible] ভক্তগণ আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন, অদ্য [illegible] ৩১শে চৈত্র রবিবার শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া পরিক্রমা হইয়াছে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অদ্যও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রো[ত্থান]পূর্ব্বক শ্রীভগবন্নাম [illegible] [illegible] ও [illegible]

পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারীর জয়গান করিতে করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিজয়বৈজয়ন্তী শ্রীশ্রীপাদ [illegible] আনুগত্যে শ্রবণাখ্য দ্বীপ-পরিক্রমায় বহির্গত হন। অদ্য পূর্ব্বদিনাপেক্ষা লোক সংখ্যা আরও অনেক বেশী। মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ মৃদঙ্গ করতালাদি সংযোগে সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তনরোল বিশ্ব কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া অতি পাষাণহৃদয়েও সেই চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বের স্মৃতিগুলির উদ্বোধন করাইয়াছিল। তাহাতে "নদীয়ায় আবার বুঝি সে দিন আসিল—নদীয়া আবার [illegible] বন্যায় ডুবি" বলিয়া স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা—সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নদীয়ার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়াছিলেন। কেবল মৎসর পাষণ্ডিগণেরই চিত্তে সুখ নাই; গৌরভক্তগণের উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি তাহাদের কর্ণে যেন শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাই ভক্তগণ গাহিলেন,—

'অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।'

[illegible]

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের উত্তরে সীমন্তদ্বীপ অবস্থিত। অন্তর্দ্বীপের উত্তর [illegible] বিধৌত করিয়া সুরধুনী আজও শীমন্তদ্বীপকে [illegible] অতীতের স্মৃতি [illegible] করিতে প্রবাহিতা। 'সেই [illegible] [illegible] গঙ্গা পার হইয়া যাত্রিগণ অত [illegible] মধ্যেই সীমন্তদ্বীপে উপনীত হইলেন। যাত্রিগণ একটী অশ্বত্থবিটপীমূলে উপবিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমজী [illegible] [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] বিবরণ অবলম্বনে [illegible] শ্রীল নরহরি [illegible] ঠাকুর [illegible]

[illegible]

[illegible] পাঠ

মহামুনি পাণিনি প্রাচীন ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীগৌড়পুরের সংস্থানের কথা নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনোক্ত গৌড়গিরি প্রভৃতি গ্রামসমূহ পরবর্ত্তিকালে গৌড়পুরের অনুকরণে স্থাপিত হইয়াছে। গৌড় শব্দের অর্থ—গৌড্য। কেহ কেহ বলেন—কেলট্ ও তামিল-ভাষার সহিত ঐ শব্দের সম্বন্ধ আছে।

[illegible] দেবগণ পুরাকালে সুরা[পান] [illegible] [illegible] পান করিতেন, তাহাই সুরা শব্দে পর-[illegible] [illegible] পার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভোগের বস্তুগুলি বিবাদ-স্থলে আংশিকভাবে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভোগ্য হইয়াছে।

"একদা সত্যযুগে একদিন বৈষ্ণব প্রবর কৈলাসপতি মহেশ্বরের শ্রীমুখে কাজ [illegible] বৃন্দাবনলীলার [illegible]। শ্রীগৌরহরি মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবী শিরোমণি শ্রীপার্ব্বতীদেবী গৌরারাধনায় প্রবৃত্তা হন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দানপূর্ব্বক 'মৌহোদ্ধারকল্পে কলিকালে সপার্ষদ ও স্বধামসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন' এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতীদেবী সেইস্থান হইতে গৌরপদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক [illegible]

দ্বীপের নাম—সীমন্তদ্বীপ [illegible]। [illegible] সিমুলিয়া [illegible]।

মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার-মানসে কীর্ত্তন সম্প্রদায় লইয়া মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট হইয়া গঙ্গার নগর দিয়া এইস্থানে উপনীত হন।

বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট দিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেল সিমুলিয়া॥

* * *

নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥

অতঃপর পরিক্রমা-সম্প্রদায় সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত শরডাঙ্গায় শ্রীজগন্নাথদেব (ইনি শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজিত। এই স্থানটী আজও শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। একটি সুপ্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব বলরাম ও সুভদ্রার সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন।) এবং শোলডাঙ্গা, যেখানে চাঁদ বিশ্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর প্রভৃতি স্থান দর্শন, পরিক্রমা, সংকীর্ত্তনোৎসব ও তত্তৎস্থানে শ্রীগৌরহরির লীলাবিবরণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন।

আগামী কল্য কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা [illegible]

কতকগুলি ব্যক্তির ভাগ্যে সোমরস পান, কাহারও ভাগ্যে দুগ্ধ, কাহারও ভাগ্যে ইক্ষুরস, কাহারও ভাগ্যে মধু, কাহারও ভাগ্যে [illegible], এবং কাহারও ভাগ্যে অন্ত নিজ নিজ অংশে পতিত হইয়াছে। কেহ বা অশ্বের অধিকারী, কেহ বা গো, কেহ অজ-মেষাদি চয়নে, কেহ বা কুক্কুরাদির [illegible] অধিকার [illegible]। সুগন্ধি পুষ্পবিভাগে কাহারও সুগন্ধিপুষ্পে অধিকার, কাহারও বা নির্গন্ধ পুষ্পের অধিকার-ভেদ দেখিতে পাই। বর্ণভেদে অধিকার লাভ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে কেহ বা বেদপাঠে, কেহ বা রাজ্যশাসন, কৃষ্যাদিতে, কেহ বা বাণিজ্য-কোষাদিতে, [illegible] পর্য্যায়ের সহচরগণের ভাতাদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত।

গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী—এই ত্রিবিধ পেয়-সুরাবোধে সুরাভেদ মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। প্রাচীন সভ্যতার যুগে আর্য্যাবর্ত্তবাসী বিজয় সম্ভারে ব্যাপৃত হওয়ায় পঞ্চগৌড়ের অধিবাসিরূপে সভ্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেন। পুণ্ড্রগৌড় হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গগৌড় পর্য্যন্ত পাঁচটী বিভাগে গৌড়দেশের সংস্থান নির্দিষ্ট হয়। ভারতবর্ষ হইতে ইরাণদেশে এবং ইরাণদেশ হইতে কাস্পিয়ানসমুদ্র-তটে সভ্যতার বিকাশের কথা ঐতিহাসিক [illegible] জানেন। তথা হইতে [illegible] নিয়া প্রদেশে ও মধ্য ইউরোপে সভ্যতা নীত হইয়াছিল। ইরাণীয় সভ্যতা মিশর দেশে, তথা হইতে গ্রীস ও গ্রীস হইতে ইটালীর রোমে সভ্যতাভিগণ বিস্তারণ করিয়াছেন, পরে স্পেন, পর্ত্তুগাল ও [illegible] [illegible]। আটলান্টিক মহাসাগরের অপরপারে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের ইতিহাস অ[illegible]

কথিত আছে যে, অন্তর্দ্বীপে ব্রহ্মার হৃদয়ে যে সকল কথা পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহাই পূর্ব্বগৌড়ে বিস্তৃতি লাভ করে। সেই কথাই মিথিলার দক্ষিণাবর্ত্তীতে, গৌড়-সারস্বত প্রদেশে ও সরস্বতী-তটে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক পাঠকগণ কেহ কেহ বিচার করেন যে, অষ্ট্রিয়ার ও জার্ম্মেণীর উত্তরাংশ হইতে পূর্ব্বদিকে বৈক্তয়ী এবিয়ী ইরাণ প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া [illegible] লোকসকল উপনিবেশ স্থাপন করে।

তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়াই উৎক্রম গতিতে পাঞ্জাব হইতে মধ্য প্রদেশ ও তথা হইতে বিহার, সুহ্মবঙ্গ ও বঙ্গদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিযান হইয়াছিল। এক্ষণে যেরূপ পূর্ব্বদিক্ হইতে পাশ্চাত্য [illegible] শিক্ষা বিস্তৃত হওয়ায় উত্তর [illegible] আধিবাসিক [illegible] হইয়াছিল, [illegible] পরবর্ত্তিকালে সেই সকল [illegible]

সেই তরঙ্গ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। পৃথিবীর পরিমাণ দোলায়মান ভিত্তিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দ্রুতগামী [illegible]। সপ্তগ্রহকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে রাশিচক্রে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ইউরেনাস্ ও নেপচুন গ্রহের গতিবিশিষ্ট বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। গ্রহের গতিও বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইবার সনাতন-প্রণালী প্রাকৃতিক বিচারের যুক্ততা স্থাপন করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গৌড়পুর হইতে বিদ্যা-শিক্ষার গতি পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়াছিল। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য হইতে শিক্ষা-বিজ্ঞানসমূহ প্রাচ্যাভিমুখ হইয়াছিল। আবার সময় আসিয়াছে—যখন পূর্ব্বদেশে উদিত অনন্য শিক্ষা পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া সমগ্র পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষণ বলিয়া পূর্ব্বগৌড়পুরে কথিত হইবে।

আজ গৌড়পুরের স্মৃতিপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি পাণিনি-কথিত গৌড়পুর সুন্দরী বিস্মৃতির অতল জলধি হইতে ভাসিবার সুযোগ নষ্ট করে নাই। প্রাচীন গৌড়পুরের নিদর্শন পৃথুকুণ্ড, উহাই সেনরাজগণের সময়ে সংস্কৃত হইয়া বল্লালদীঘিকানামে সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। এই দীর্ঘিকার অভ্যন্তর হইতে কালে কত বিষ্ণুমূর্ত্তি ও নানাবিধ শিল্প-খচিত উপলখণ্ড প্রাচীনতার চিহ্ন সংরক্ষণ করিয়াছে। এমন কি, সেন রাজগণের [illegible] স্তূপ, সুবর্ণবিহার-স্তূপ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন আজও স্থানান্তরিত হয় নাই। সেই স্থানটি [illegible] যাহা সুরডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্যে প্রাধান্য [illegible]। সুবর্ণবিহারের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে, তথাপি গৌড়পুরের প্রাচীন নিদর্শন একেবারে বিলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। চাম্‌টার বিল প্রাচীনতার নিদর্শনস্বরূপ নদীদ্বয়ের সম্মিলন-জ্ঞাপকরূপে আজও বর্ত্তমান। অলকানন্দা, ভাগীরথী, জলঙ্গী, অজয়, কালন্দী প্রভৃতি নদীস্রোতগুলির ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন ঘটিলেও প্রাচীন কালের কথা আজও একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দিতেছে না। প্রাচীন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী সম্প্রতি ব্রাহ্মণপুষ্করিণী, ব্রহ্মনগর প্রভৃতি নামে কাঁদো অস্ফুটস্বরে গান করিতেছে। প্রাচীন নবদ্বীপনগরের গোয়ালাপাড়া অদ্যাপি প্রাচীন নবদ্বীপের নিদর্শন কখনও [illegible] করিতেছে না। সপ্তর্ষি স্থান, শ্রীদ্রুম সংজ্ঞা পল্লী প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলি এখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করে নাই।

সঙ্কীর্ণচিত্ত ঈর্ষা-পরায়ণ নবদ্বীপবিরোধি অনভিজ্ঞ জনগণ ঈর্ষা-মূলে প্রাচীনের অবজ্ঞা করিয়া নবীনতায় রঞ্জিত হইয়া [illegible]

উপকুর্ব্বাণ

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, উপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ।

উপকুর্ব্বাণের ধর্ম শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে,—শৌক্র জন্ম লাভের পর দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম। পরে তৃতীয় দৈক্ষ্য জন্ম লাভ করিলে জীব ভাগবত হন। গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর বেদাধ্যয়ন জন্য আচার্য্যকর্ত্তৃক আহূত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন। মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, অতৈল নিবন্ধন জটা ধারণ, অধৌত দন্ত ও অধৌত পরিধেয় ও কুশ ধারণ করিবেন। রক্তাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ। স্নান,

(২য় স্তম্ভের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ কালে বাগ্যত হইবেন। কক্ষোপস্থগত লোম ও নখ ছেদন নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রেতস্ত্যাগ করিবেন না। অনিচ্ছায় সেরূপ হইলে জলে অবগাহন পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শৌচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যতবাক্ হইয়া জপ করিবেন। আচার্য্যকে অভীষ্ট দেবজ্ঞান করিবেন, কখনই অপমান এবং মরণশীল জ্ঞানে অসূয়া করিবেন না। গুরু সর্ব্বদেবময়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্য দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন। তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন। আপনাকে নীচের ন্যায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহার যান, শয্যা ও আসন-স্থানের নাতিদূরে কৃতাঞ্জলী হইয়া থাকিবেন। এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া অখণ্ড ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বিদ্যা সমাপন-কালাবধি গুরুকুলে বাস করিবেন। পরে আশ্রমান্তর লাভেচ্ছা হইলে লব্ধবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গুরুর অনুমতিক্রমে স্নান করিবেন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবেন।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় সমাবর্ত্তন করিবেন না, আজীবন ভক্তিযোগদ্বারা নিষ্কাম শুদ্ধান্তঃকরণে বৃহদ্ব্রত ধারণ করিবেন। বৃহদ্ব্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করিবে। ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্ব্বাণ শ্রেণীস্থ হইবেন। তাঁহাদের সমাবর্ত্তন-বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন। নিষ্কাম হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ক্রমে গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন।

আলোচিত হইলে তাঁহাদের অপস্বার্থের মূল্য অধিক নাই, জানা যাইবে। প্রাচীন শ্রীমায়াপুর আজও নিদর্শন-রহিত হয় নাই যে, আধুনিক বাড়ির দ্বীপের মাঠে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মাদ্রাসাকে সপ্তদশ-শতাব্দীর প্রাচীন-নবদ্বীপের ভূমি বলিয়া নির্দেশ করা হইবে। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা-রাজের হস্তি-বিনাশের স্থানটী আজও প্রাচীন মায়াপুরের অব্যবহিত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া নির্দিষ্ট ও প্রদর্শিত হইতেছে। নবদ্বীপের তাতীকাটার মাঠ কিছু মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। মানবের বিবর্ত্ত অনেক সময় সত্যের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয় না। ভুল ধরা পড়ার পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিবর্ত্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু দ্বেষ, হিংসা, মূর্খতা প্রভৃতি সত্যের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া অপস্বার্থপরের যে স্বার্থের মূল্য, তাহা প্রতিপদে পদে বিফল হয়।

প্রাচীন নবদ্বীপের সাধারণ নিদর্শন, যাহা নিতান্ত মূর্খলোকেও বুঝিতে পারে, তাহা এই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের সমসাময়িক সৌভাগ্যবান কাজী কোথায় বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর সন্নিহিত প্রদেশেই শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই স্থানই অদ্যাবধি "বজীর পাট" নামে আবহমান-কাল প্রসিদ্ধ আছে। কাজী মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কথা নদীয়া-জেলার কাহারও অবিদিত নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, নদীয়াকাহিনী, কায়স্থ-কৌস্তভ প্রভৃতি গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন, তাহা আমরা ধারাবাহিকরূপে পাঠকগণের অবগতির জন্য আলোচনা করিব।

গোস্বামী ও গোস্বামিত্রুব জাতিগোস্বামিবাদের মধ্যে

পার্থক্য কি ?

সত্যানুসন্ধিৎসু, সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকৃত গোস্বামীর অনুগত কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও জাতি গোস্বামীদের পরস্পরের কি পার্থক্য, তাহার একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদর্শন করিতেছি :—

গোস্বামিগণ—জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকব্রত; আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ—অজিতেন্দ্রিয় বা অদান্ত-গো, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদির ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য ধনীর দ্বারে, শিষ্যের দ্বারে সারমেয়বৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণৈকব্রত হইবার পরিবর্ত্তে গৃহৈকব্রত; তথাপি জাতিগোস্বামী তথা জাতি-বৈরাগীর মধ্যে 'গোস্বামী' হইবার কোন ব্যাঘাত নাই।

২। গোস্বামিগণ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট—জীবন্মুক্ত পুরুষ; আর জাতি-গোস্বামী, জাতি-অধিকারী, জাতি-বৈরাগিবাদিগণ স্বভোগার্থে অখিল চেষ্ট, কর্ম্মফলবাধ্য সাংসারিক জীব।

৩। গোস্বামিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর; আর জাতি-গোস্বামিবাদিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগানুশীলন-পর।

৪। গোস্বামিগণ অবঞ্চক, নির্দ্দম্ভ, আর জাতি-মাত্রে গোস্বামিগণ বঞ্চনা ও দম্ভমত্তাকে 'গোস্বামি মত' বলেন।

৫। গোস্বামিগণ উত্তম হইয়াও 'অমানী' ও 'মানদ'; আর জাতি-গোস্বামিবাদিগণ পারমার্থিক জগতে কোন স্থান না পাইলেও আত্ম-সম্ভাবিত ও অপরের মস্তকে পদ-প্রদানে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

৬। গোস্বামিগণ আত্মবিচারনিষ্ঠ; জাতি-গোস্বামিবাদিগণ দেহাত্মবাদী বা স্থূল-সূক্ষ্মদেহগত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আসক্ত এবং কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের মুখাপেক্ষী।

৭। গোস্বামিগণ দেহারামী, গেহারামী বা স্ত্রীসঙ্গী নহেন, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ, দেহারামী, গেহারামী, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গীর অনুগ।

৮। গোস্বামীর বংশ যোগ্য, অধিকারী, সেবোন্মুখ-বিশুদ্ধাত্মগণ; আর জাতি গোস্বামীর বংশ অযোগ্য, অনধিকারী, হরিবিমুখশৌক্রসন্তানগণ।

৯। গোস্বামী জীবের সর্ব্বাপহারক, পরদুঃখদুঃখী ও জীবে দয়াময়, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ শিষ্যের বিত্তাপহারক, নিজেই নানাবিধ অভাব-সাগরে পতিত, কাম-ক্রোধাদি দুঃখে মিয়মাণ ও জীবহিংসক অর্থাৎ জীবের আত্মবিষয়ক মঙ্গল করিতে অসমর্থ।

১০। গোস্বামী পতিতপাবন, আর জাতি-গোস্বামিবাদী বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী ও পতিতাগণের সঙ্গজ-দোষদুষ্ট পতিত।

১১। গোস্বামীর সমগ্র বস্তুতেই গুরু-দর্শন, সমগ্র বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি; আর জাতি মাত্রে গোস্বামীর সমস্ত বস্তুতেই ভোগ্যজ্ঞান বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, নিজে প্রকৃত শিষ্য না হইয়াও সকলকে অবৈধ উপায়ে শিষ্য করিবার জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট।

১২। গোস্বামী সমগ্র জগৎকে হরিসেবায় নিয়োগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে সমর্থ; আর অজিতেন্দ্রিয় জাতিগোস্বামিবাদী নিজের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে অপরের উপর প্রভুত্বের ছলনা দেখাইলেও ঐরূপ অবৈধ চেষ্টা ভোগ-মূলা।

১৩। গোস্বামীর 'গুরু' বা 'আচার্য্যের' কার্য্য কৃষ্ণপ্রীতিমূলক; আর জাতি-গোস্বামিবাদী গুরুদেব চরিত্রের ন্যায় আচরণ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর।

১৪। গোস্বামী কৃষ্ণৈকশরণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং অসৎসঙ্গ দ্বারা অভিভূত হইবার অযোগ্য, আর অজিতেন্দ্রিয় জাতি-মাত্রে গোস্বামী যোষিৎসঙ্গে ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ দ্বারা অভিভূত, তাই কখনও বা ধর্মের ছল করিয়া পাঠ, দীক্ষা বা বিগ্রহসেবাবেশরূপে ঠিকাদারী-সূত্রে লব্ধার্থ দ্বারা স্ত্রীর পরিজনের নির্ব্বাহের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, স্ত্রীর সম্মানের, জিহ্বা-বেগের প্রশ্রয় দিবার জন্য মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য সংগ্রহে, কখনও বা পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার জন্য কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পদলেহনে নিযুক্ত।

১৫। গোস্বামিগণ শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত—তাঁহারা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত নহেন; আর হরিবিমুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিবাদী অন্যাভিলাষী অর্থাৎ একমাত্র পরমার্থ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যায় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠারূপ অর্থের জন্য লালায়িত, তাঁহারা কর্ম্মীর অনুগ, প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে জ্ঞানি-যোগীর মনোরঞ্জন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

১৬। গোস্বামিগণ ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির উপাসক—রূপানুগ; বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ ভোগ্যা স্ত্রীর উপাসক, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গীর উপাসক, প্রাকৃতরূপ বা জাতরূপের অনুগত। গোস্বামিগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, আর জাতি-গোস্বামিবাদী প্রাকৃত সহজিয়া।

১৭। গোস্বামিগণ স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও শুদ্ধবৎসল, আর অজিতেন্দ্রিয় জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অপেক্ষাযুক্ত অর্থাৎ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার অধীন বিষয়ীর বা শিষ্যের ইন্দ্রিয়যজ্ঞের ইন্ধন-প্রদাতা, বিষয়ীর প্রতি হিংসাপর বা বাৎসল্যের ছলনাকারী।

১৮। গোস্বামিগণ ষড়্বিধা শরণাগতিযুক্ত—'ভগবানই আমাকে রক্ষা করিবেন'—এইরূপ বিশ্বাসময়ী শরণাগতির স্বরূপ লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে সকল সময়েই বর্ত্তমান; আর অজিতেন্দ্রিয় জাতি-গোস্বামিগণ শরণাগত নহেন বলিয়াই তাঁহারা 'আমার অর্থ না হইলে কিরূপে চলিবে?'—এইরূপ বহির্ম্মুখ বিচার-বিশিষ্ট। তাঁহাদের ভক্তি-অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প নাই এবং প্রতিকূল বর্জ্জন করিবার উপযুক্ত বল ও হৃদয়ে নাই, তাই তাঁহারা ধর্ম্মের অধীন দৈবসমাজে বাস না করিয়া অদৈব-বহির্ম্মুখ-স্মার্ত্ত সমাজের অধীনস্থ হইয়া অসৎপথে রত হন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমায়াপুরে যাইবার পথ

যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর মহাসংকীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভবন, আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ, ভক্ত চাঁদ-কাজির সমাধি-মন্দির, ভক্ত শ্রীধরের অঙ্গন প্রভৃতি পুত স্থানসমূহ দর্শনার্থ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার্থ আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী স্থান হইতে যাতায়াতের ট্রেণের সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর

ষ্টেশনের নাম	ট্রেণের নম্বর ও সময়			
	৫নং আপ	৫৭নং আপ	১৭নং আপ	৫৯নং আপ
	ভোর	প্রাতঃ	অপরাহ্ণ	অপরাহ্ণ
শিয়ালদহ—	৬-৩৬	৮-৫৫	২-২০	৪ ৫৪
রাণাঘাট—	আ ৮-০ গাড়ী বদল ছা ৯-৪৭	আ ১২-৯ শান্তিপুর—বদল ছা ১২-২৪	৪-০ / ৪-১০	৬-৪৪ / ৬-৫২
কৃষ্ণনগরসিটি—	আ ১০-৩০ গাড়ী বদল ছা ১০-৫০	আ ১-১২ ছা ১-৩২	আ ৫-০ গাড়ী বদল ছা ৫-২০	আঃ ৭-৫২ গাড়ী বদল ছা ৮-২০
মহেশগঞ্জ	১১-৩১	২-১৫	৬-৩	৯-৩

শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতা

মহেশগঞ্জ—	৫-৩৪	৯-১৪	১২-১৬	৩-৪	৬-৫৬
কৃষ্ণনগর—	আ ৬-১৫ গাড়ী বদল ছা ৬-৩৬	আ ৯-৫৫ গাড়ী বদল ছা ১২-২	১২-৫৭ / ১-১৭	৩-৪৫ বদল ৪-০	আ ৭-৩৭ গাড়ী বদল ছা ৮-১
রাণাঘাট—	৭ ২৪	আ ১২-৪১ ছা ১২-৫৩	২-৫ শান্তিপুর—বদল ছা ২-২০	৪-৪২ বদল ৬-২৫	৮-৪৫ বদল ১০-২০
শিয়ালদহ—(কলিকাতা)	৯-২০	২-৪১	৫-৩৭	৭-৩০	১২-৩৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব মাত্র একক্রোশ। এই ষ্টেশন হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়া দেখা যায়।

ঢাকা মেলে শ্রীমায়াপুর

ঢাকা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ১১-২০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১২-২ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ আসে। নারায়ণগঞ্জে যাত্রিগণকে (এক্সপ্রেস) ষ্টিমারে উঠিতে হইবে। এই ষ্টিমার ১২-৩৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছে। তথায় ষ্টিমার হইতে ট্রেণে (ঢাকা মেলে) উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৯-৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ১০ ৪৪ এ রাজবাড়ীতে, ১২ ৩১ মিনিটে কুষ্টিয়ায়, ১-৩ মিঃ পোড়াদহ জংসনে এবং ৩-১৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট পৌঁছে। রাণাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ১১৭নং আপ ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৫-৫০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছে। কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ১০-৫০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়িয়া ১১-৩১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌঁছে।

চট্টগ্রাম মেলে শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রাম মেল, চট্টগ্রাম হইতে রাত্রি ৮ ৪ ০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ২ ঘটিকার সময় লাকসাম্ জংসনে এবং রাত্রি ৭ ১০ মিনিটের সময় চাঁদপুর পৌঁছে। চাঁদপুরে যাত্রিগণকে ষ্টিমারে আরোহণ করিতে হইবে। এই ষ্টিমার ভোর ৬॥০ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া বেলা ১-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌঁছে। এখানে পুনরায় যাত্রিগণকে ট্রেণে (চিটাগাং মেলে) আরোহণ করিতে হইবে। উক্ত ট্রেণ ১-৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ২-১৬ মিনিটের সময় রাজবাড়ী, ৩-৩৭ মিনিটের সময় কুষ্টিয়া, এবং ৪টার সময় পোড়াদহ জংসন, এবং সন্ধ্যা ৫-৪৩ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌঁছে। রাণাঘাটে যাত্রিগণকে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ৬-৪৪ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণখানা ৭-৩২ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছে। তথায় ছোট গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রিগণ রাত্রি ৯-১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌঁছিবেন।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া যাতায়াতে কমসময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, গরুড়াঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গাদিগাছার চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা-মাজিপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গানগর) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা উৎসবে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন ভেট প্রথা নাই।** নবদ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে দধ্যাদি বহনের ব্যবস্থা শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

[illegible]

২৩ চৈত্র, গৌরাব্দ—১৩৩৪।

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা

অদ্য কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপে গৌরকৃপা-কথার মূর্ত্ত শ্রবণ ফলেই কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ হয়। তাই ভক্তগণের আজ গোদ্রুমাভিযান। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকীর্ত্তন-দাস গজরাজ সুমনোহর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কীর্ত্তনমাথ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে পৃষ্ঠে বহন করিবার সৌভাগ্য স্মরণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়াছেন। তৎপশ্চাদ্ভাগে বীণা, জয়ঢাক, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতালাদির মধুর বাদ্যধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া বিরাট পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রবরের আনুগত্যে প্রেমময় নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা। এইরূপে ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে সরস্বতী তটে আসিয়া উপনীত হইলেন। গজরাজ সন্তরণ করিয়াই পারে গেলেন, যাত্রিগণ দলে দলে খেয়া নৌকার পার হইতে লাগিলেন। মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারি-ভক্তগণের নদী পারের সে দৃশ্য দর্শনে আজ কাহার হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে—শুদ্ধগৌরভক্তগণের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে লুটিয়া পড়িতে চায়! কিন্তু হায়! উলুকে যেমন সূর্য্যের কিরণ—ভোগরাজ্যের বিষয়-রসে প্রমত্ত থাকিয়া তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিমুখ। শুদ্ধভক্তের কীর্ত্তনানন্দ-সেবায় চির বঞ্চিত!

পরিক্রমা-যাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই পার হইয়া কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপেরই অন্তর্গত সুবর্ণবিহার নামক স্থানে উপনীত হইলেন। শ্রীনারদের মুখে শ্রুত সত্যযুগের সুবর্ণসেন রাজা—যিনি শ্রীগৌরলীলার কৃত্তিবাস খান নামে পরিচিত, তাঁহারই গৃহ-ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি 'সুবর্ণবিহার' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। জনৈক ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসি-মহারাজ 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', ও 'শ্রীনবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থাদি হইতে সুবর্ণ গৌরসুন্দরের নৃত্যস্থলী এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ভক্তগণ সে স্থানকে দণ্ডবন্নতি ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীল ঠাকুরের অভিন্নসুহৃৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজ এইস্থানে কিছুকাল ভজন করিয়াছিলেন। এইস্থানে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার প্রিয়-সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান। এস্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর, রাধাগোবিন্দ ও ক্ষেত্রপাল শম্ভুর নিত্যসেবা বিরাজিত। শ্রীল ঠাকুরের ভক্তিগ্রন্থাগারও নিত্য পূজিত হইতেছেন। ইহার অনতিদূরেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সুরভিকুঞ্জ বর্ত্তমান। এই স্থানটী স্বরূপগঞ্জ বলিয়া কথিত। এই স্থানে সুরভিগাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন। মার্কণ্ডেয় মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই স্থানে একটী বিস্তীর্ণ অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সুরভিগাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম গোদ্রুম। ইহাকে অপভ্রংশভাষায় গাদিগাছা বলে।

পরিক্রমা-যাত্রিগণ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, নবধাভক্তিরূপী ভক্তগণবক্ষ শ্রীধাম, তথা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিরূপী শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এবং সর্ব্বোপরি ধাম-প্রদর্শক কীর্ত্তনকারিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের জয়গান করিতে করিতে শ্রীমন্দির দর্শন, পরিক্রমা ও ভূলুণ্ঠিত প্রণতি করিয়া বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন। এস্থানে আসিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। অতঃপর সহস্র সহস্র সমবেত পরিক্রমা যাত্রী কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপে শুদ্ধভক্ত মুখ-বিগলিত সাবরণ গৌরহরির মহিমা অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। সন্ধ্যা রাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ গোদ্রুমদ্বীপমাহাত্ম্য ও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিবেন। আগামী কল্য অর্থাৎ ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা-মুখে হরি হরক্ষেত্র, জেবপল্লী প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা হইবে।

আচার্য্য-আরতি-ধ্বনি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মানেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ,)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহাদের আচার্য্য-আরতি সম্পাদন করিলেন। বর্ত্তমান সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়গণের চিন্তাশীলতার উপযোগী করিয়াই তাঁহাদের কর্ণে পবিত্র আরতি-কীর্ত্তন ধ্বনিত হইল। এই বৈজ্ঞানিকযুগে অতি সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক ভাষা-সাহায্যে বর্ত্তমান বিবদমান জগতের শান্তিসমস্যার সমাধানোৎসুক মনীষিগণের সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, সর্ব্বসঙ্কেশনী-মহামূর্ত্তির মহাবাণী আবার মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিলেন। সেই সুপ্রাচীন, সনাতন-চেতনের বাণী—যাহা যুগযুগান্তরে জড়বদ্ধ জীবের উদ্বোধন-জন্য দশদিকে ধ্বনিত হইয়াছিল, চেতনের অবিনশ্বর ভূমিকায় জীবস্বরূপের অধিষ্ঠান জানাইয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়ে আহ্বান করিয়াছিল, আজ আবার সেই মহাবাণী, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নানা মতভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল, বিবদমান, জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যজাতিকে জড়াত্মবোধরূপ অবিদ্যাশৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া অমর্য্যাদাজুষ্ট ক্লৈব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ করিতেছে।

বর্ত্তমান জগতে সাম্যবাদের পরস্পর প্রতিযোগী যে ঢক্কানিনাদ, অভাবক্লিষ্ট জীবকর্ণে বিজয়ধ্বনির ন্যায় ক্লেশের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া, নিজ নিজ কৃত্রিমতার পরিচয় দিতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী তাহার অন্যতম নহে। এ বাণী বাস্তব সমন্বয়যুক্ত, সনাতন ভগবদ্ধাম হইতে মহা আশীর্ব্বাদরূপে, জীবের ভাগ্যে তাহার অনাদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকল্পে আগত। ইহা প্রতিষ্ঠাকামীর উর্ব্বর-মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পিত মতবাদ মাত্র (*Theory*) নহে। ইহা মহাবদান্য জগৎপিতার অবাধ্য সন্তানগণের সন্তাপনাশী অটে ভূকী করণ-ধারা।

জীবতত্ত্ব

"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ॥
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন।

উপর্যুক্ত চৈতন্যচরিতামৃত বচন হইতে বুঝা যায় যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-শক্তিসহ একাত্ম হইয়াও বিলাসার্থ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ এই দুইরূপে তিনি বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করেন। তন্মধ্যে স্বাংশ বিস্তার—বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ এবং মৎস্যাদি অবতারগণ। ইহারা সকলেই শক্তিমদ্বস্তু, আর বিভিন্নাংশরূপে অনন্ত জীবগণ।

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক 'নিত্য মুক্ত', এক নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

জীবগণ—শক্তিতত্ত্ব। সেই জীব দুই প্রকার, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয় না, কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণে উন্মুখ থাকিয়া কৃষ্ণসেবাসুখে মগ্ন, তাঁহাদিগকে 'কৃষ্ণপার্ষদ' বলে। বহির্ম্মুখা মায়াশক্তির ক্রিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার

জগতের জননায়কগণ তাঁহাদের কর্ম্ম-ব্যস্ততা সাময়িক সংবরণ করিয়া কি একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাইবেন? তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে যেন তাঁহারা অনবহিত না হন। নতুবা জাগতিক, গতানুগতিক ন্যায়ে যে সহস্র সহস্র লোক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের অনুসরণ বা অনুকরণ করিতেছে, তাহাদের উৎসাদনের বা প্রত্যাবিধ্বংসের কারণ হইতে হইবে।

সর্ব্বশেষে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে—হে মানব-সমাজের অকৃত্রিম সেবকবৃন্দ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য বলের কথা কিছু ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করুন। তিনি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজে প্রচলিত বিচিত্র পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্ত্তন উদ্দেশে করিতেছেন বলিয়াই যেন গৌড়ীয়ের প্রিয়বান্ধবগণ ভুল করিয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ সাধন না করেন।

করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা নিত্যবদ্ধ, তাহারা কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্মুখ। এই বহির্মুখতাই তাহাদের বদ্ধাবস্থার কারণ। কৃষ্ণকে 'প্রভু' এবং 'ভোক্তা' জ্ঞান করিয়া অতদ্ভাব স্বপ্রবৃত্তিক্রমে নিজে ভোক্তা সাজিয়া বসে। সেই দোষে মায়া তাহাদিগকে ত্রিগুণে আবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করে এবং আবরণীবৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে তাঁহার আত্মবৃত্তি করিয়া দেয়। এইরূপে দেহাভিমানী জীব নানাপ্রকার যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যখন সুকৃতি-ফলে সাধুসঙ্গলাভ হয়, তখন জীবের সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। 'মুক্তি' শব্দের অর্থ অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিত। জীব যখন নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তাঁহার আটটী অবস্থা লাভ হয়, তাহা শ্রুতিতে এইরূপ আছে,—

আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।

আত্মা অপহতপাপ অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য। বিজর অর্থাৎ জরাদশারহিত। 'বিমৃত্যু' শব্দে আর পতন বা মৃত্যু হয় না। 'বিশোক' শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আশা, শোক, দুঃখ ইত্যাদি রহিত। 'বিজিঘৎস' শব্দে ভোগবাসনারহিত। 'অপিপাস' অর্থে অন্যাভিলাষাদি অতীব পিপাসাদি শূন্য, কেবল প্রেম অন্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আর কিছু চাহেন না। 'সত্যকাম' শব্দে কৃষ্ণসেবোপযুক্ত কামনা-যুক্ত এবং 'সত্যসঙ্কল্প' অর্থে যাহা সঙ্কল্প বা বাসনা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। বদ্ধজীবে এই আটটী ধর্ম্ম থাকে না।

উৎকল দীপিকা হইতে উদ্ধৃত
(তাং ২৪।১১। ৫ ইং ৯।৩২৯)

"মহামহোৎসব"

গত ২১ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসদয় গিরি মহারাজ উপস্থিত ভক্তমানক নিকটে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে গোটে সুললিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কটক ভক্তসজ্জনী এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান পূর্ব্বক পাঠ কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সেবন করি সুকৃতি অর্জ্জন করি অছন্তি। কটকর ডেপুটী বাবু মদন মোহন ট্রেনিং কলেজের প্রফেসার নিশিকান্ত বাবু, মিশন স্কুলর হেড পণ্ডিত সুরেশ বাবু ও অন্যান্য স্কুল কলেজর বহু সংখ্যক ছাত্রবৃন্দ মহারাজঙ্কর ভক্তিকথা শ্রবণ করি নিজকু কৃতার্থ মানি অছন্তি।

মঠস্থ ব্রহ্মচারিবর্গঙ্কর সেবানুষ্ঠান, আচার ও প্রচার অতীব প্রশংসনীয়।

গোস্বামী ও গোস্বামিব্রুব জাতিগোস্বামিবাদের মধ্যে

পার্থক্য নিরূপণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত পর)

১৯। গোস্বামিগণ সর্ব্বদা হরিজন ও হরিসেবকের সহিত কৃষ্ণকোলাহল-পূর্ণ নির্গুণ স্থানে বাস করেন; আর বহির্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ হরিবিমুখ স্ত্রী-পুত্রাদির গ্রাম্য কোলাহল-পূর্ণ নিরয়-প্রাপক গৃহে বা কর্ম্মজড়-সমাজে ইন্দ্রিয় সুখলোলুপ হইয়া বাস করিতে ভালবাসেন।

২০। গোস্বামিগণ ব্যবসায়ী বা বণিক নহেন; জাতি-গোস্বামিগণই অপরাপর শাস্ত্র-বিগর্হিত ব্যবসায় ও বণিগ্‌বৃত্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ।

২১। গোস্বামিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব, তাঁহারা পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণববিদ্বেষীর সঙ্গ করেন না; আর বহির্মুখ জাতি-গোস্বামিগণ 'বিদ্ধবৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবপ্রায়' থাকিয়া পঞ্চোপাসকের অনুগত ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের শাসনাধীন হয়।

২২। গোস্বামিগণ কৃষ্ণরসামৃতসাগরে নিমগ্ন, কৃষ্ণবিষয়ে লিপ্ত; আর বহির্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ বহির্মুখ সংসারসাগরে নিমজ্জিত ও বিষয় বিষের পীড়ায় জর্জ্জরিত।

২৩। গোস্বামিগণ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, উপশমাশ্রয় ও নিষ্কাম, সুতরাং সমগ্র জগতের 'গুরু' ও 'আচার্য্য' হইবার যোগ্য আর বহির্ম্মুখ জাতিগোস্বামিগণ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে অনিপুণ বলিয়া শিষ্যের সন্দেহ দূরীকরণে অসমর্থ, কখনও বা শিষ্যকে অসৎসিদ্ধান্ত শুনাইয়া বঞ্চনা করিতে প্রস্তুত। বহির্মুখ জাতিমাত্রে 'গোস্বামী' নামধারিগণ কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব হইয়াও লোক-বঞ্চনার জন্য নিজদিগকে 'ঈশ্বর,' 'মুক্ত' প্রভৃতি বলিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ধাবিত এবং তাঁহারা নানা বহির্মুখ-কামনা যুক্ত; সুতরাং তাঁহারা 'আচার্য্য' বা 'গুরুর' আসন গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

২৪। গোস্বামিগণ আচারবান্, সুতরাং তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক সমগ্র জীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন; আর বহির্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ আচারহীন, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিলে জীবের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর ভোগ-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে।

[illegible] গোস্বামিগণ [illegible] গোস্বামিব্রুব [illegible] তাঁহারা [illegible] 'গোস্বামী' [illegible] [illegible] [illegible] 'জীবস্মৃতি' 'শ্রীচাণক্য' [illegible] 'কটক্ষ-লাঙ্গুর' প্রভৃতি [illegible] শাস্ত্র বলিয়া অসামী [illegible] ও বৈষ্ণবাচারে আচরণে অনুপযোগী বহির্মুখ জীবকে গুরু বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর গোস্বামিব্রুব অযোগ্য জাতিগোস্বামিগণ প্রকৃত গোস্বামিগণের সেই শাস্ত্রবিহিত আদর্শ শিক্ষার বিরুদ্ধে কর্ম্মজড় বা [illegible] মাত্রের পশ্চাতে 'গোস্বামী', [illegible] নিজেই নিজকে বড় মনে করিয়া [illegible] নির্বিকল্প, মহাজনগণকে [illegible] জাতিবুদ্ধি করেন এবং শিষ্যদিগকে কর্ম্মজড়মার্গের অনুগমনে কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় ব্রাহ্মণাদি জাতিতেই আবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ও তৎফলে কর্ম্মমার্গের আবর্ত্তে পতিত হন।

২৬। গোস্বামিগণ নিজদিগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় জাতির পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, বা দীক্ষিত শিষ্যদিগের জাতির অভিমান সংরক্ষণে সাহায্যকারীও নহেন—তাঁহারা সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য, নিজদিগকে 'গোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণের অনুগত দাসানুদাস বলিয়াই জানেন ও শিষ্যগণকে সেই মহাপ্রভুর শিক্ষা বা সম্বন্ধজ্ঞানই প্রদান করেন, পরন্তু কুলপরম্পরাবাদী জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ নিজদিগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ ও শিষ্যদিগকে কেলি, শাণ্ডিল্য, মুখ, জাতি প্রভৃতি রাখিতেই ব্যস্ত।

২৭। গোস্বামিগণ কখনও বৈষ্ণবক্রব নহেন, কারণ তাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥"

আর গোস্বামিব্রুব, জাতিগোস্বামিবাদী বৈষ্ণবব্রুব, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভক্ত—"অহংশ্রেষ্ঠো যদি দৈবাৎ সত্তাৎ বৈষ্ণবো মতঃ।"

২৮। গোস্বামিগণ নামগুণযশোবাদী, ভাগবতধর্ম্মবাদী বা নিত্যধর্ম্মবাদী নহেন। যথা:—শ্রীনারদ গোস্বামী, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীরূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল জগদানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, আর বহির্মুখ জাতি-গোস্বামিগণ [illegible] নহেন, বলিয়া আপনারা পাষণ্ড-ব্যবসায়ী, [illegible] ব্যবসায়ী, শিষ্য-বিত্তহারী ও [illegible] ব্যবসায়ী।

[illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] অনাদি-বহির্মুখ জীবসমূহ [illegible] দুষ্পরাধবাদী হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ [illegible] স্বর্ণ দেখিলেই আবার মনে করিয়া বিবর্জিত হইবেন, তখন [illegible]

বিরুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] যায়। গোস্বামী বহির্মুখ [illegible] [illegible] [illegible] বিচারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী-অধ্যাপী পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] [illegible] উপাধি, জাতীয়, বৃত্তি, প্রভৃতি [illegible] [illegible] চলিল। বৈরাগ্য-যুক্ত 'বৈষ্ণব' উপাধি কাল প্রভাবে শৌক্রজাতিগত হইল, আবার নিত্যসিদ্ধ [illegible] বৈষ্ণব-সমাজের 'গোস্বামী' বা 'অধিকারী' উপাধিটাও [illegible] আবদ্ধ করিয়া শৌক্র বংশগত করিবার চেষ্টা হইল। [illegible] অবৈধ চেষ্টা কাণ্ডজ্ঞান-বির্জ্জিত; বুদ্ধি বিমূঢ়তার চেষ্টা মাত্র। উপরে 'গোস্বামী' শব্দের যে সমস্ত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জিতেন্দ্রিয় সংযত ব্যক্তিই 'গোস্বামী' উপাধি ধারণের যোগ্য। "সে.গাস মাতার শাস্ত্র" বলার প্রায় নিরর্থক। অনধিকারী গোস্বামিব্রুবকে তাঁহার জাতি 'গোস্বামী,' জাতি বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা [illegible] প্রকৃতপক্ষে গোস্বামিত্ব কোন শৌক্রজাতিগত বা বংশগত ব্যাপার হইতে পারে না।

[illegible] ও আর্যোপাধ্যাপাধি [illegible]

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যোচিত আচরণ করেন, কুল-গৌরব ও শৌর্য, কৃত্রিম বর্ণ ও বিশুদ্ধ বর্ণ [illegible] থাকিলেও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি [illegible] বিশুদ্ধ বর্ণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীমায়াপুরে যাইবার পথ

যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীধাম অঙ্গন, মহাপ্রভুর প্রকাশ্য শ্রীঅদ্বৈত ভবন, জগন্নাথের শ্রীচৈতন্য-দেবের আচার্য্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ, ... চন্দ্র-কালিন্দীর অধিষ্ঠিত, শ্রীগৌরের ... দর্শনার্থ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার্থ আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান হইতে যাতায়াতের রেলপথ সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতা হইতে শ্রীমায়াপুর

ষ্টেশনের নাম	ট্রেণের নম্বর ও সময়			
	[illegible] আপ ভোর	[illegible] আপ প্রাতঃ	[illegible] অপরাহ্ণ	[illegible] আপ অপরাহ্ণ
শিয়ালদহ—	৬-৩৬	৮-৫৫	১২-২৪	৪-৫৪
রাণাঘাট—	আ ৮-৭, গাড়ী বদল, ছা ৮-৫৭	আ ১২-৫, শান্তিপুর—বদল, ছা ১২-২৪	৪-০ ... ৪-১৭	৬-৪৪ ... ৬-৫২
কৃষ্ণনগরসিটি-	আ ১০-৩০, গাড়ী বদল, ছা ১০-৫০	আ ১-১২, ছা ১-৩২	আ ৫-০, গাড়ী বদল, ছা ৫-২০	আ ৭-৩২, গাড়ী বদল, ছা ৮-২০
মহেশগঞ্জ—	১১-৩১	২-১৫	৬-৩	৯-৩

শ্রীমায়াপুর হইতে কলিকাতা

মহেশগঞ্জ—	৫-৩৪	৯-১৪	১২-১৬	৩-৪	৬-৫৬
কৃষ্ণনগর-	আ ৬-১৫, গাড়ী বদল, ছা ৬-৩৬	আ ৯-৫৫, গাড়ী বদল, ছা ১২-২	১২-৫৭ ... ১-১৭	৩-৪৫, বদল, ৪-০	আ ৭-৩৭, গাড়ী বদল, ছা ৮-১
[রাণাঘাট]—	৭ ২৪	আ ১২-৪৭, ছা ১২-৫৩	আ ১-৫, শান্তিপুর—বদল, ছা ২-২০	৪-৪২, বদল, ৬ ২৫	৮-৪৫, বদল, ১০-২৯
শিয়ালদহ— (কলিকাতা)	৯-২০	২-৪১	৫-৩৭	৭-৩০	১২-৩৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব প্রায় একক্রোশ। এই ষ্টেশন হইতে কিছু অগ্রসর হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়া দেখা যায়।

ঢাকা মেলে শ্রীমায়াপুর

ঢাকা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ৮-২৮ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১০-২ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ আসে। নারায়ণগঞ্জে যাত্রিগণকে (এক্সপ্রেস) ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। এই ষ্টীমার ১২-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯-১৬ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছে। অবশ্য ষ্টীমার হইতে ট্রেণে (ঢাকা মেলে) উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৯-৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ১১-৪৪ এ রাজবাড়ীতে, ১২-৩১ মিনিটে কুষ্টিয়ায়, ১-৫ মিঃ পোড়াদহ জংসনে এবং ৩-১৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট পৌঁছে। রাণাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ১১৭নং আপ ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ৫-৫০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছে। কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণ ১০-৫০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়িয়া ১১-৩১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জ পৌঁছে।

চট্টগ্রাম মেলে শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রাম মেল, চট্টগ্রাম হইতে রাত্রি ৮ টা ৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া রাত্রি ২ ঘটিকার সময় লাকসাম জংসনে এবং রাত্রি ৩-২০ মিনিটের সময় চাঁদপুরে পৌঁছে। চাঁদপুরে যাত্রিগণকে ষ্টীমারে আরোহণ করিতে হইবে। এই ষ্টীমার ভোর ৪-৩০ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া বেলা ১-১০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌঁছে। এখানে পুনরায় যাত্রিগণকে ট্রেণে (চিটাগাং মেলে) আরোহণ করিতে হইবে। উক্ত ট্রেণ [illegible] মিনিটের সময় ছাড়িয়া [illegible] মিনিটের সময় রাজবাড়ী, [illegible] মিনিটের সময় কুষ্টিয়া, এবং [illegible] সময় পোড়াদহ জংসন এবং সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌঁছে। রাণাঘাটে যাত্রিগণকে পুনরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ৮-৫৪ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর লোক্যাল ট্রেণে উঠিতে হইবে। এই ট্রেণখানা ৭-৩২ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছে। কৃষ্ণনগর ছোট গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রিগণ রাত্রি ৯-১ মিনিটের সময় মহেশগঞ্জে পৌঁছিবেন।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে যাইবেন তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে যাইতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬—৪৫ মিঃ	১০ ৫০	-৩২	৫—২	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩,	-১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি-	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুর যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুর যাওয়া যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

বর্ত্তমানবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীগঙ্গানগর) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেবপল্লী) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগরের চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহাট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেনডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম পরিক্রমা ভক্ত্যঙ্গে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে যোগদান করিবার অধিকার। **ইহাতে কোন 'ভেট' প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে পথ্যাদি বহনের ব্যবস্থা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা করিয়া থাকেন। **যাত্রিগণের কোন প্রকার ব্যয় নাই।**

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

[illegible]

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা

[illegible] শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা [illegible] এবং [illegible] শ্রীসমুদ্রগড় [illegible] পরিক্রমা করিয়াছেন। কোলদ্বীপকে অপভ্রংশে 'ভাষায়' 'কুলিয়া' [illegible] বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই সেই কোলদ্বীপ বা কুলিয়া। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও পরপারে কুলিয়া। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে,—"গঙ্গার ওপার [illegible] কুলিয়া।" "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" এই কুলিয়া "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" বলিয়া খ্যাত। এইস্থানে মহাপ্রভু ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী [illegible] গোপাল চাপাল বিপ্র এবং ভাগবতপাঠক দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন করেন। এই জন্যই ইহা অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা [illegible] পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান শ্রীকুলিয়া পাহাড় নামেও খ্যাত। সত্যযুগে বাসুদেব [illegible] ব্রাহ্মণ কুমারের সাধনায় তুষ্ট হইয়া শ্রীবরাহদেব পর্ব্বত-সমান উচ্চ শরীর-ধারী কোল বা বরাহরূপে দর্শন দেন। এই দ্বীপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু ও ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী প্রভুর [illegible] সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান।

[illegible] পরবর্ত্তী সংখ্যায় কোলদ্বীপ পরিক্রমায় বিশেষ বিবরণ প্রকাশ [illegible] পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণের প্রয়াস পাইব।

[illegible]

[illegible]

বিষয় [illegible] জীব [illegible] করিতে হইতেছে, [illegible] তাঁহারা [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা [illegible] করিয়াছেন। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ"—ইহাই বিজ্ঞগণের অভিমত। গ্রাম্য-বিষয়-পরিক্রমা ও শ্রীধামের বিষয়-পরিক্রমা—এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। প্রথমটী আপাত-সুখকর হইয়াও পরিণামে দুঃখাবহ, কিন্তু দ্বিতীয়টী আপাত দুঃখপ্রদ বলিয়া মনে না হইলেও পরিণামে নিত্যানন্দ-দায়ক। জড়-বিষয়-চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইয়া মানুষ চৈতন্যের ধর্ম্ম ভগবৎসেবানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া—জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া চিরদুঃখে দুঃখী হইয়া পড়ে। বিষয় পরিক্রমা-কারিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত গৃহব্রতী বা ঘর-পাগলা আখ্যা দিয়াছেন। কেননা তাঁহারা ভজনের মূল নরদেহটী পাইয়াও তাহা দ্বারা হরিভজনের পরিবর্ত্তে জড়ের ভজন করিয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়া থাকেন। বিদ্যা-ধন-কুল-মদোন্মত্ত দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ জড় বিষয় পরিক্রমা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু সুকৃতিমান্ জনগণই বুঝিয়া থাকেন যে, শুদ্ধভক্তসঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাস্থান-দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিজনিত আনন্দের নিকট জড়বিষয়ভোগের আনন্দ কতদূর হেয়, অনুপাদেয় ও ঘৃণ্য! আনন্দ সকলেরই প্রয়োজন বুঝিয়া সেই আনন্দের নিত্যানিত্য বিচার পূর্ব্বক নিত্যানন্দ বরণে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাই বস্তুতঃ প্রশংসনীয়। জড়ের সুখদর্শনকে প্রকৃত দর্শনাভিজ্ঞতা বলা যায় না, যাঁহারা প্রকৃত স্বার্থ বা আত্মপ্রয়োজন দর্শন করিতে পারিয়া [illegible] স্বার্থগতির স্বার্থ সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ [illegible] বা অভিজ্ঞ [illegible]।

[illegible]

জীবের "সুদর্শন" বিলুপ্ত হইলেই জীব সুদর্শনের [illegible] সুতরাং সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই

[illegible]

প্রকাশ ও সিউড়ীর মালিক

[illegible] কোন [illegible] প্রভৃতি [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] তিনি [illegible] যে, তাঁহারা [illegible] বিশ্বাস [illegible] এ, শাল কম্বল, অনেক [illegible] পারেন, [illegible] কণ্টক [illegible] পরিবর্ত্তে [illegible] খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। [illegible] প্রভৃতি [illegible] অপরাধ [illegible] সেবা করিতে [illegible] উপস্থিত হয়। [illegible] অনুমোদন করেন না। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অর্থ বুঝিতে পারিবেন, এরূপ কোন [illegible] পাওয়া যায় নাই। [illegible] অপূর্ব্ব করিয়া [illegible] জীবসমূহকে [illegible] সেবা করাইতে প্রবৃত্ত করান। [illegible] কাটলেট, ডিম প্রভৃতি গোপনে [illegible] কোন [illegible] যে কর্ত্তব্য নহে, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। যাঁহারা [illegible] শরীরের পুষ্টি সাধন করেন, তাঁহারাই যে অধিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অর্থ বুঝিতে পারেন, আমাদিগের তাহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না। যেখানে [illegible] পাওয়া যায় সেই [illegible]

শারীরিক বা মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-লাভার্থ বিষয়-পরিক্রমণাভিলাষরূপ কুদর্শন ছাড়িয়া সুদর্শনের কৃপা-লাভার্থ ভগবদ্ভক্তসঙ্গে ভগবদ্ধাম পরিক্রমায় যোগদান করাই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যাঁহারা প্রেম-লাভে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া সামান্য দৈহিক বা মানসিক সুবিধা অসুবিধার চিন্তায় অধীর হইয়া পড়েন, তাঁহারা প্রেমধন লাভে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন।

[illegible] সেই দলের লোক হওয়া কপটতার [illegible] আমরা প্রত্যেক কপটীদিগকে তাঁহার [illegible] দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি। [illegible] হইয়া [illegible] বলে না। [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত নাই। [illegible] পাঠিকা [illegible] যায় [illegible] ত্বরায় [illegible] জানিতে হইবে। কিন্তু কথাটি কি সত্য? [illegible] বা [illegible] আমাদের [illegible] গৌড়ীয় [illegible] আছে। [illegible] প্রকাশের সম্পাদক বলেন, তিনি [illegible] সম্পাদক [illegible] সম্পাদক [illegible] 'চোর বলে—ঐ চোর'—এই কপট [illegible] অবলম্বন করিয়া পলায়িত হইতে শিখিয়াছে যে তাঁহাকে [illegible] বলিতে হইবে, [illegible] [illegible] সমপর্য্যায়ে [illegible] করিবার চেষ্টা কপটতা [illegible] বিচারে [illegible] চরিতামৃত [illegible] বাবসা [illegible] তাঁহাদের অক্ষয় [illegible] পোষণ করেন না। [illegible] মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বা তাঁহার পত্রিকা পাঠ করিয়া জীবের কোন মঙ্গল হয় না, একথা সত্য, কিন্তু যাঁহারা উহার উপদেশ বক্তৃতার [illegible] করিতেছে, সদী [illegible] পাঠ করিয়াও তাঁহাদের উপকার হয় না, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। [illegible] ব্যক্তি একদিন [illegible] অতিরিক্ত [illegible] আত্মহারা [illegible] হইয়াছিলেন, আজ কিনা তিনি [illegible] জীবের হাস-[illegible] প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিতে [illegible] হইয়াছেন। আজ কিনা তিনি [illegible] প্রয়োজনীয়তা, [illegible] প্রয়োজনীয়তা, [illegible] আচার-প্রচার [illegible] যুগে সম্ভব নহে, এইরূপ প্রলাপ বকিতেছেন, এই সকল প্রলাপ আলোচনা করিলে [illegible] যে আদর্শ [illegible] যাহাতে [illegible] হইয়াছে, সেখানে প্রবিষ্ট হইবে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]

যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কতকগুলি ভক্তের মাধ্যমে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীঅর্চ্চনমার্গের আদর করিয়াছেন। শ্রীঅর্চ্চ-

কবিবার ব্যবসার করে নিযুক্ত হইয়া অর্থসঞ্চয় বৃদ্ধি করিবার লোভ হইতেও বিরত হইতে পারেন। যদি তিনি নদীয়াপ্রকাশের কথা শুনিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৈনন্দিন উক্তিজালসমূহ ও অর্থসংগ্রহের সকল কৌশল, যাহা না এঃ অফিসে সংগৃহীত আছে, তাহা অল্প একটা করিয়া প্রকাশিত হইবে। তাঁহার জীবনচরিতে অনেক অনুদ্ঘাটিত সত্য প্রকাশিত করিবে। যেদিন তিনি সাক্ষীগোপাল নাগীব ও তাহার সঙ্গীগণের সাহায্য করিবার জন্য গলাবাজী করিতে করিতে নবদ্বীপ হইতে বামনপুকুরের দিকে ছুটিতেছিলেন, যেদিন তিনি মণ্ডিরপোলার ঘোষ মহাশয়কে গৌরনিতাই-মিলিত-তত্ত্ব করাইবার জন্য অপরের নামে গ্রন্থ লিখিবার সাহায্য করিতেছিলেন, সেদিন বুঝি তাঁহার উদর-পোষণের চেষ্টাটা ধর্মানুষ্ঠান কম পড়িয়াছিল। কটকবাসী এবং কটকপ্রবাসী সকলে তাঁহার প্রকৃত চিত্র দর্শন করিবার সুযোগ করিয়া লউন। নদীয়া-প্রকাশই নদীয়া চাঁদের বিরোধী সম্প্রদায়ের সকলচিত্র সরলভাবে চিত্রিত করিবার জন্য প্রকৃত বদ্ধ রাখেন। যেদিন তিনি নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর হোটেলে গত এবসর ধুলটের সময় কৃষ্ণনগর আসিতেছিলেন, সে দিনের কথা কি কুলদাবাবুর মনে পড়ে না? বিভিন্ন জনের সততার অভাব আছে, একথাও ত' তিনি জানেন? কুলদা বাবু অন্নবিদ্যা লইয়া প্রকৃতার্থবিৎ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের সহিত যে আলোলন করিতে গিয়াছিলেন, তাহার প্রসূত ফলের কথা কি কুলদা বাবুর স্মরণপথ পরিত্যাগ করিয়াছে? তিনি যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং সেই চরিতামৃতের দর্শন-সৌভাগ্য বৈষ্ণবাপরাধ থাকা-কালে যে কাহারও নাই, এ কথা আমরা কতিপয় সরলপ্রবন্ধে তাঁহাকে তাঁহার প্রাকৃত-সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিব। পরিশেষে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু শ্রীরূপানুগদীগণের কথাটা সাধিক মহাশয়ের প্রাকৃতসম্প্রদায়কে বলিয়া আমাদের মত বিশ্রাম লাভ করি—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।

হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি

চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

বিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ এতাদৃশ প্রতীতি শ্রীমদ্ভাগবতের ... মতে পরিপুষ্ট ... মৃণ্ময় ভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করেন মাত্র। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রতিষ্ঠাকাল হইতে যথাশাস্ত্রীয় বিধিমতে পূজাকার্য্যাদি চলিয়া আসিতেছে। অন্যত্র জগতে বর্ত্তমানকালে অনেকস্থানে শ্রীমূর্ত্তিসেবা আছে ও চলিতেছে। কিন্তু তাদৃশ সেবাসমূহের সহিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমূর্ত্তি সেবার সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে। পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীভাগবতধর্ম্মেই জানিতে পারিবেন যে, শ্রীমায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ব্যতীত অন্যত্র প্রায় সকল সেবাকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত। অন্যত্র সেবকের বা সেবকগণের অসংখ্য সম্পত্তির মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি একটী জড়ভোগ্য সম্পত্তি বিশেষ। সেবাকার্য্যটী তাঁহাদের জগতে প্রতিপত্তি ফলভোগার্থম্ কর্ম্মবিশেষ, কিন্তু এই দুই প্রকার বিচারই জগদ্বুদ্ধি উৎপাদিত করিয়াছে। শ্রীমায়াপুরের শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বস্তু। শ্রীমায়াপুর প্রকৃতির অতীত রাজ্যের তত্ত্ব—বৈভব, সদ্ভাক্ত প্রপঞ্চে উদিত এবং প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষুর দ্বারাই দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মফল-ভোগের বস্তুবিশেষ নহে। ভগবৎসন্তোষোদ্দেশে উপায়ন ও উপচারসমূহ সমর্পিত হওয়ায় তত্তদ্বস্তু অপ্রাকৃত। কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ম্মালয়ে বদ্ধ হইয়া নিজের অসংখ্য জড়বস্তুর অন্তর্গত, জ্ঞানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার বৈভবসমূহকে নিজ ভোগপরতায় পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহারা যে কোন প্রকারে সেবা করেন, সকলগুলিই ভগবানের নিজস্ব, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মযোগ্য ফলাধিষ্ঠান নাই। একটু সূক্ষ্মভাবে বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করিলে, ভক্তগণ জানিতে পারিবেন যে, অন্যত্র যে সকল সেবা-উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি সম্পাদিত হয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের উদর-পোষণ, ভাগবতে স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন, পুত্রকলত্রাদির ভূষণনির্ম্মাণ ও অন্যান্য ভোগপর ব্যবহারিক কার্য্য সম্পাদনের কারণ মাত্র। আর শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সম্পত্তি তাঁহার নিজের। উহাতে অপরের ভোগের অবসর দেওয়া হয় না। সেবকগণ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ভোগ্যবস্তু বিশেষ, তাঁহারা প্রাকৃত সংজিয়ার ন্যায় কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। সেবকগুলিও শ্রীগৌরসুন্দরের আংশিক ভোগ্য সম্পত্তি, সুতরাং এইরূপ অর্চ্চাবতারের আদর্শলীলা জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরই সেবকগণের মালিক; সেবনযোগ্য উপায়নের মালিক। আর অন্যত্র তত্তৎকার্য্যানুষ্ঠানব্যাজে ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণপরতা লক্ষিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বসাধারণ গৌরভক্তের আরাধ্য

প্রকৃত নীতিধর্ম

নীতিবিষয়ে জগতের অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলেন, কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত, শুদ্ধ ভক্তভাগবতগণের প্রচারিত নীতি—সাধারণ নৈতিক, পুণ্যবাদগণের বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের নীতির নিকট জড়জগতের সমস্ত নীতিই পরাজিত; তাঁহাদের নীতি—'ভক্তি'। কর্ম্মী-জ্ঞানীর নীতি—মানুষের নির্ম্মিত, আর শুদ্ধভক্তের নীতি অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবানের পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত। আমাদের এই উক্তিসমূহ

বস্তু। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের ভোগপরতা নাই। পরন্তু ভোক্তৃবিচার খণ্ডিত হইতেছে মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ও বর্ত্তমান বাউল সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবকগণের ভূলোক হইতে গোলোক পর্য্যন্ত পরস্পরের পার্থক্য অর্থাৎ আকাশ পাতাল ভেদ। মাণখাতায় যে শ্রীমূর্ত্তি-সেবার মহাপ্রকাণ্ড দেখা যায়, তাহাতে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় হয় এবং তাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সেবা। শ্রীজগন্নাথের সেবাও সর্ব্বজন বিদিত। তাহা হইলেও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবার যে বৈলক্ষণ্য ও বিশেষত্ব আছে, তাহা ধীর ভক্তবর্গ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের এবং অন্যান্য ভারতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া যে বিষম বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরিহার পূর্ব্বক ভক্তির বিশুদ্ধতা সংস্থাপনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় যে বিশুদ্ধ পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণের অভাব হইলে, পূর্ব্বপ্রচলিত আবিলতা আসিয়া সমস্ত পদ্ধতিকে পঙ্কমধ্যে পুনরায় প্রোথিত করে। পঙ্কনিমগ্ন জনগণ বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াও ভক্তের শুদ্ধপথে বিচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া অভক্তিপথকেই বহুমানন করেন ও পঙ্কে নিমগ্ন হন। সাধন ভক্তিপথ ভুলিয়া সাধন ভক্তিকে নিজ ভোগপর কর্ম্মপথ জানিয়া যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তির সেবাকেও ভোগপর কর্ম্মকাণ্ডে পতিত করেন। কিন্তু বাস্তবিক যোগপীঠের সেবা নিত্যকাল স্বীয় অপ্রাকৃত মর্য্যাদা স্থাপনে অসমর্থ নহে।

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ ভক্তগণ অনেকেই শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবায় বিশেষত্ব ও আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া সেবার মর্য্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশে ... বিশুদ্ধভাবে ভক্তিসেব্যাভিপ্রায়ে ... ভোগযোগ্য দ্রবিণ ও চেষ্টা-সমূহ আংশিকভাবে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন।

যাগে উঠিতে পারে, উঠিয়া ... 'ধর্ম্ম' বিচার করে, তাহাই লৌকিক-সমাজে 'নীতি' বলিয়া প্রচারিত। মানুষের ... কম বা বেশী পরিমাণানুসারে নীতিতত্ত্ব ... মোটের উপর জগতের নীতিটা একটা সাধারণ ... সেই জ্ঞান-নীতির তারতম্যানুসারে উহা উচা-নামা করিয়া ...

অনেক সময় এই নীতিকেই আমরা ধর্ম্মের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি; কিন্তু ধর্ম্ম-নীতির মধ্যে একটা প্রভেদ আছে বা নীতিমাত্র নহে। আমরা এই নীতিকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়া প্রায়ই, দান, তপস্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, ধরিত্রের সেবা, সমাজের সেবা, দেশের সেবা, পশুর সেবা, মাতাপিতার সেবা প্রভৃতিকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করি। কিন্তু এইগুলি সমস্তই ম ভবের কাছে নীতি

এই কল্পিত নীতিগণই 'সার্ব্বভৌম', কিন্তু ভক্তের নীতির এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব,—যেখানে এই সকল আপেক্ষিক-নীতি সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া যায়। ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া জানেন। ভক্তের নীতি-প্রবাহের এত বড় একটা প্রবলতম বেগ যে, তাহার কাছে প্রাপঞ্চিক বড় বড় নীতিগুলিও ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া সেই স্রোতের এক পার্শ্বে নগণ্যভাবে স্থানলাভ করে, সে গুলি আর তত বড় হইয়া নিজ নিজ আধিপত্য দেখাইতে পারে না।

জগতের সাময়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই ভক্তি-নীতিকে বিবিধ নীতির অন্তর্গত বলিয়াই প্রচার করেন, কেহ বা ভক্তি-নীতিকে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি, দেশের প্রতি ভক্তি—ভক্তিনীতির অন্যতম বা একটা অংশ-বিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক আবার লিখিয়াছেন,—মাতা-পিতার সেবার জন্য ভক্তি-নীতিকে খর্ব্ব করা যাইতে পারে, কেহ কেহ বলিয়াছেন,—মাতা-পিতা বা তাঁহার প্রাণে কষ্ট দিয়া কিছুমাত্র ভক্তি হইতে পারে না। মাতা-পিতার সেবা বা তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যাঘাত হইলে ভগবৎসেবা হয় না।

কিন্তু বড় মানব-রাজ্যের বড় বড় মহাজনগণের এই বিচার অতিক্রম করিয়া ভগবানের একান্ত অনুগত জনগণ এই বাক্যে নিত্যকাল পালন ... আসিয়া তাঁর ... এই মত সত্য-বাণী বলিয়া ... আর কোন নীতি নাই বা ... [illegible]

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা ঢ্যাকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৩৪ সালের ২৭শে তারিখে কলিকাতার এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ ভিক্ষা-ব্যবসায় ব্যবসায়ীদল ঈর্ষামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় ঢ্যাকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া ঢ্যাকড়ার মাঠকে মুসলমানের দেওয়া নাম মিঞাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু গঙ্গার পূর্ব্ব-পারস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ঢ্যাকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলব-বাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী ঢ্যাকড়ার মাঠ কোনদিন মিঞাপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণ-কারী নিকৃষ্ট নরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিংহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও একবস্তু নহেন। ঢ্যাকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের রামসীতার মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর—নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মহিলাগণের চরণ-নখ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ-ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তৈল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কাশিমবাজারের অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজন-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। মহামহা রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অপস্বার্থমূলে ঢ্যাকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাহির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভূমি যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

[illegible] বেদ [illegible]

[illegible] বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে বিদেহরাজ নিমি, নবযোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ঋষিগণ! কিরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা পুরুষ সংস্কার ও আকর্ম্ম-বন্ধন হইতে [illegible] লাভ করেন? [illegible] তদুত্তরে আবির্হোত্র বলিতে লাগিলেন,—

ব্রাহ্মণ! বিহিত, অবিহিত ও নিষিদ্ধ এই ত্রিবিধ প্রকার কর্ম্ম কেবল বেদবাক্য[illegible]। [illegible] সুতরাং, যতই বুদ্ধি-প্রয়োগ করুন, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। এক প্রকার অর্থ অন্য প্রকার করিয়া বলার নাম পরোক্ষবাদ; বেদ যাহা পরোক্ষবাদ, ইহা [illegible] লোকের [illegible] অর্থাৎ পিতা যেমন শিশু [illegible] প্রলোভন দেখাইয়া বালককে ঔষধ সেবন করান, তদ্রূপ [illegible] অনুশাসন স্বরূপ এই বেদ [illegible] পরোক্ষবাদে কর্ম্মফল বিধান করেন।

অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত [illegible] আচরণ না করে, তাহা হইলে সে [illegible] ফলে জন্মরূপ মৃত্যুধারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্মফলে আসক্ত না হইয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণ করত যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি কর্ম্মের বাস্তবিক [illegible], অন্য যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্যকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে জানিবে।

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে [illegible] শ্রীচমস বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রৌতজন্ম লাভ করিয়া হরিভজনের অধিকার পায়। যদি তাহারা উচ্চাধিকার লাভ করিয়াও বেদার্থ [illegible], তাহা হইলে তাহারা মোহ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মমীমাংসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত। বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, শ্রীশিব, অগ্নি-হোত্রাদি [illegible] বেদের প্রেরণা অর্থাৎ [illegible] ব্যবস্থাপিত হই-য়াছে; কিন্তু তাহারা জানেনা যে, ঐ সকল [illegible] মাত্রেরই নিদর্শনস্বরূপ, সুতরাং [illegible] অপেক্ষা করে না। সেই সকল [illegible] নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহ [illegible], [illegible] বিধিরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব [illegible] গূঢ় তাৎপর্য্য।

[illegible]

ক্রিয়াবিশেষে মনের প্রাণকেই অঙ্গ-রূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের আলম্ভনই বিধান। পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য বিহিত, রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ বেদমতই স্বধর্ম, কিন্তু বেদার্থবাদকারিগণ তাহা জানেন না। যে ব্যক্তি এই বেদ-তাৎপর্য্য জানে না, সে অসৎ, স্তব্ধ ও সদতি মানী। সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশু বধ করে এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ পশু-সকল তাহাদিগকে খায়। দেখ! আত্ম-স্বরূপ ঈশ্বর হরি পরশরীরে অবস্থান করিতেছেন। মূঢ়গণ পরকায়াশ্রিত হরিকে বিদ্বেষ পূর্ব্বক এই শবতুল্য অনিত্যদেহের পোষণাভিপ্রায়ে পশুবধ দ্বারা দেহে বদ্ধ-স্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয়।

একাদশ স্কন্ধের ১১শ ও ২১শ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—শব্দব্রহ্মরূপে বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি কেহ বেদতাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীন গাভীরক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎ-পাদন করে। দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অসৎপুত্র, অসৎপাত্রে অর্জ্জিত ধন যেরূপ দুঃখের কারণ, সেইরূপ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যে যিনি যত্ন করেন তিনি বড় দুঃখী।

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে এই সকল বেদ-বাক্য, কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ক্রিয়াত্রয়; কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝিলে সকল বেদবাক্যই ভগবদ্ভজনরূপ ব্রহ্মাত্মার্থসূচক বলিয়া দেখা যাইবে। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ অর্থাৎ যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ইহার তাৎপর্য্য নয়, পরমার্থই গূঢ় তাৎপর্য্য।

আফগান-প্রসঙ্গ

আমানুল্লার ভাগ্য পরিবর্তন

আফ্রিদিদের সাহায্য

গত ১৩ই মার্চ আফ্রিদিগণ তিরাহের বাগে সমবেত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, আমানুল্লা যে পর্য্যন্ত সিংহাসন পুনর্ধিকার না করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা কোন রূপ শুল্ক দিবে না। তাহারা আরও বলিয়াছে যে, তাহাদের আরও যুদ্ধ করিতে আমানুল্লার পক্ষে যুদ্ধ করিবে। শিনওয়ারিগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদের কয়েকজন প্রবীণকে কোরাণসহ আফ্রিদিগণের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং এই কথা জানায় যে দোস্তাদের প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। তাহারাও আমানুল্লার পক্ষে দাঁড়াইবে তবে তাঁহাদিগকে রাজা যেন ক্ষমা করেন।

শিনোয়ারীদের ক্ষমা ভিক্ষা

আফ্রিদিগণ বলিয়াছে যে, তাহারা শিনোয়ারীদের পক্ষে রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে; কিন্তু রাজা যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে পারিবে না। কাজেই তাহাদের পক্ষে আশ্বাস দেওয়া সম্ভবপর নয়। শিনোয়ারীরা দেখে এই অনুরোধ জানাইয়াছে যে, তাহাদের কথা যেন রাজাকে জানানো হয়। রাজার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করা না হয়। আফ্রিদিগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে।

বাচ্চা ই সাক্কোর বিরুদ্ধে লড়াই

কাবুল হইতে গত ১০ই মার্চ তারিখে একজন আসিয়াছেন। এই নবাগত বলিতেছেন—কাবুল এবং জালালাবাদের মধ্যে একস্থানে যুদ্ধ হইতেছে, ইনি তিনি আমিরের সময় ভ্রমিয়া আসিয়াছেন। একজন আতাবাম্, ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়া অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বাচ্চা-ই-সাক্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন। এই ব্যক্তির নাম নবাগত ভুলিয়া গিয়াছেন।

জেনারেল নাদিরের রাজ্য আনুগত্য

জেনারেল নাদির ও তাঁহার দুই ভ্রাতা আমানুল্লার অনুগত প্রজা বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বাচ্চার আধিপত্য বিনাশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সেইদিকেই তাঁহারা কাজ করিতেছেন। সেখানে ২৮শে মার্চ তারিখে উপজাতিদের এক বিরাট সভার আয়োজন তাঁহারা করিতেছেন।

আফজল খাঁ

অনরন শিনোয়ারী সম্প্রদায়ের নেতা অফজল খাঁকে তাঁহারই সম্প্রদায়ের লোকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

[illegible] শ্রীমায়াপুর

জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব

হিন্দু-তীর্থ যাত্রীগণের

তীর্থভ্রমণ, মেলাযাত্রা, উৎসবদর্শন ও নামসংকীর্ত্তনের যোগদানে অপূর্ব্ব সুযোগ

আগামী ২রা চৈত্র (ইংরেজী ১৬ই মার্চ) শনিবার হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে হিন্দুদিগের নানা ধর্ম্মোৎসব হইবে। উৎসব এক পক্ষকাল স্থায়ী হইবে। নিম্নে কয়েকটী বিশেষ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

২রা চৈত্র (ইংরাজী ১৬ই মার্চ) শনিবার যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুর হইতে বহির্গত হইয়া ১০ই চৈত্রের মধ্যে নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ৪৪৩ তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে (প্রাচীন নবদ্বীপ) আগামী ১০ই চৈত্র রবিবার হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক দিবস-ব্যাপী ধর্ম্মোৎসব হইবে। আবির্ভাব পূর্ণিমাতিথিতে এবং দোলযাত্রা উপলক্ষেও শ্রীনবদ্বীপধামের নানা স্থানে উৎসব হইবে।

এই সকল বিরাট ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে বহু সাধু-সমাবেশ হয় এবং মেলা, যাত্রা, গান প্রভৃতির আয়োজন থাকে। শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কর্তৃপক্ষগণ সমাগত যাত্রিবর্গকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ করেন ও থাকিবার স্থান দেন।

রেলকর্তৃপক্ষ এই উৎসব উপলক্ষে প্রয়োজন মত অতিরিক্ত প্রত্যেক গাড়ী দিবার এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ও স্যানেটারী ইন্সপেক্টরগণকে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩ নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা, তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯

জি, এল, বোকে, ট্রাফিক ম্যানেজার।

[উক্ত বিজ্ঞাপনটী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী বৃহদাকারে প্রকাশিত করিয়া বিভিন্ন ষ্টেশনের গাত্রে সংলগ্ন করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীও তাঁহাদের বিভিন্ন ষ্টেশনে বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিয়াছেন—নঃ প্রঃ সঃ]

অহিফেন সেবনে প্রাণত্যাগ

গত ১৭ই মার্চ রবিবার কৃষ্ণনগর মুকুলপাড়ার মুহম্মদ সেক নামক অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক জনৈক যুবক অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে

সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের স্থানীয় পরামর্শ সভার ২৬শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় সভাপতি বলিয়াছেন,—রেলওয়ে বোর্ডের আদেশানুসারে কাঁথি পর্য্যন্ত শাখা রেলপথের নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত আছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের ভাড়া হ্রাস সম্পর্কে তিনি বলেন, ঐ বিষয় বর্ত্তমানে বিবেচিত হইতেছে। তিনি আরও বলেন, তোমপুর ও পাঁচকুড়ার মধ্যে একটি ষ্টেশন স্থাপন করা উচিত নহে। কারণ তথায় রাস্তার সুব্যবস্থা নাই। সভাপতি আরও বলেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস অপেক্ষা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উক্ত রেলপথের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আফ্রিদী ও শিনওয়ারী

বহু মুসলমান মালিকের স্বাক্ষরিত এক পত্র আফ্রিদীরা শিনওয়ারীদের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। তাহাতে তাহারা বলিয়াছে, আফ্রিদীরা রাজা আমানুল্লার বিরোধী সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে।

জেনারেল নাদির খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকেও তাহারা আমল দেয় নাই। এখন শিনওয়ারীদের কর্ত্তব্য, তাহাদের ভাই আফ্রিদীদের মত তাহারাও রাজার পক্ষে থাকেন এবং যে সকল আফগান সম্প্রদায় রাজার পক্ষে, তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়া রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

স্থানীয় পর্য্যটকের প্রশংসা

'অমৃতবাজার' ১৭ই মার্চের সংখ্যায় প্রকাশ, ক্যাথলিক-এর মোনোয়েল রুবীয়া-বাসী মিসি বোটন মাইকেল পুণ্যধাম পরিভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রী চৈতন্যের স্মৃতিনিদর্শন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন অভিজ্ঞতার আতিথেয়তার তুলনা নাই। শীঘ্র তিনি পুনরায় ভারতে [illegible] পরিভ্রমণ করিবেন।

[illegible]

[illegible] রেলওয়ের [illegible]

[illegible] ঐ ষ্টেশনটি বেঙ্গল নাগপুর [illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible]

চীনদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

১৩০০০০০০ লোকের অনাহার

সাংহাই, ১৬ই মার্চ, চীন দেশের [illegible] দুর্ভিক্ষ পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, [illegible] রিপোর্ট দিয়াছেন,—[illegible] এই তিন প্রদেশে [illegible] লোক অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। তন্মধ্যে [illegible] দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছে।

ষ্টেট রেলওয়ের সপ্তাহের আয়

২রা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ষ্টেট রেলওয়ের [illegible] লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরের এই সপ্তাহের তুলনায় [illegible] লক্ষ টাকা বেশী [illegible] গত বৎসরের এই সপ্তাহের তুলনায় [illegible] টাকা কম আয় হইয়াছে। [illegible] পর্য্যন্ত এই বৎসরের মোট [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে, [illegible] এই সময়ের তুলনায় [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] আয় হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] ২১২৫[illegible] [illegible] হইয়াছে। ১৯২৮ সালে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

পরিক্রমার

শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা

"অন্য অর্ককাশী" দ্বীপ পরিক্রমা। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া গঙ্গা কড়াই শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের মূর্ত্তি উপনীত হইয়াছেন। এইস্থানে শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুগল-দর্শন শ্রীগৌরগদাধর শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধ-সেবকগণের দ্বারা নিত্য সেবিত হইতেছেন। দ্বিজবাণীনাথ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের অনুরক্ত ছিলেন। এই সুপ্রাচীন-সেবা সেবকগণের অযত্নে একরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা উপলক্ষে এস্থানে আসিয়া এই প্রাচীন সেবার দুরবস্থা-দর্শনে বিশেষ ব্যথিত চিত্ত হন। গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তিনি এই লুপ্তপ্রায় সেবার পুনরুদ্ধারকল্পে তথায় এক সুন্দর শ্রীমন্দির ও সেবকগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা বিশেষভাবে সেবোজ্জ্বল্য সাধন করেন। এইস্থানে বসন্ত-সহিত ষড় ঋতু শ্রীগৌর ভগবানের অবতার চিন্তা করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ঋতুদ্বীপ হইয়াছে। কথিত আছে যে, এইস্থানে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীল জয়দেব ঠাকুর পদ্মাবতীদেবী-কর্ত্তৃক আহৃত চম্পকপুষ্প দ্বারা রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে করিতে এই স্থানে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেন। পূর্ব্বে এই স্থানে চম্পক বৃক্ষের বন ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে চম্পকপুষ্প হাটে বিক্রয় হইত, ভক্তগণ সেবার্চ্চনার উদ্দেশ্যে উহা ক্রয় করিতেন, এইজন্য এইস্থানের নাম চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটী হইয়াছে। বর্ত্তমানেও শ্রীগৌরগদাধর শ্রীমন্দিরের সন্নিহিত প্রদেশে কয়েকটী চম্পক বৃক্ষের গাছ আছে।

এই স্থানে প্রতিবৎসর ন্যায় বিপ্রলম্ভ-ময়ী বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ [illegible] [illegible] ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের [illegible] বিবিধ [illegible] যুক্ত মহাপ্রসাদ [illegible] [illegible] [illegible] দিগকে [illegible] [illegible]

উদরম্ভরি কে ?

[illegible] পেট-পূজক ও হরিপূজক দুই সম্প্রদায় আছে। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতোষণ-মানসে কপটতা বা নিষ্কপটতা অবলম্বন করিয়া পেট-পূজার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাগবত পাঠের ভণ্ডামী, মন্ত্র দেওয়ার ভণ্ডামী, অর্চ্চনের ভণ্ডামী, বিগ্রহ নাড়া কড়িয়া পয়সা রোজগার করে, বর্ণাশ্রম-বৈষ্ণবের বেশে ভেকটী লয়, গৈরিক বসন গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী সাজে— সেই সকল লালাচৌর্য্যযুক্ত লোকগুলিই বক-ব্যবসায়ী প্রকৃত উদরম্ভরি বা পেট-পূজক; আর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রীত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবক-সম্প্রদায়ই শুদ্ধভক্ত বা হরিপূজক। প্রথমোক্ত দলের পেট চালাইবার জন্য জাতি-গোস্বামী সাজা, জাতি-গোস্বামীর দৌহিত্র সাজা, দেবল-সম্প্রদায় গোঁসাই-গিরিকরা, টিকি বাউরী চুল রাখা, পাগড়ি ফলান, গলাবাজী করা,—এই সমস্তই উহাদের পেট-পূজার সাধ্য। গৌড়ীয়সম্প্রদায়রূপে ঐ প্রকার যে সকল অপরাধপর-লোকের তাণ্ডব-নৃত্য দেখা যায়, তাহাদিগকে সম্প্রদায়ের গণ্ডীর পার করিয়া দিয়া চিৎ-সমুদ্রের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়-মঠের কার্য্য। ভাগবতের কোন সন্ধান না রাখিয়া ভাগবতের বক্তা বলিয়া পরিচিত হওয়ার জন্য ভাড়াটীয়া গিরি করা —পেটপূজারই অন্তর্গত। নদীয়া-প্রকাশ সেইরূপ পেট-পূজক-সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধভক্তিবিবর্জ্জিত হইয়া কারণ-বারির জলে অবগাহন করিতে দেন না। আমাদের মনে পড়ে,—এক দিন

- - - - - -

করেন। প্রত্যহদিন সহস্র সহস্র লোকের কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রসাদ-সেবন এস্থানকার একটী দর্শনীয় বিষয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা যাত্রিগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ আজ দুই বৎসর হইল এখানে একটী নলকূপ প্রোথিত করিয়াছেন।

গত কল্য সন্ধ্যায় এক মহতী সভার অধিবেশনে অর্চ্চনা ভক্তাঙ্গ ও এইস্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। ভক্তগণ অদ্য ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীসমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিবেন, অদ্যও সন্ধ্যায় বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইবে।

শ্রীসমুদ্রগড় সাক্ষাৎ গঙ্গা-সাগরতীর্থ। এইস্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে আগমন পূর্ব্বক গৌরলীলা দর্শন করেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীম যুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেন রাজাকে শুদ্ধভক্তি জানিয়া দর্শন দান করেন

এক পুঁটু-প্রামুখে আপনাকে 'পণ্ডিত' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া তীর্থভ্রমণে, পি, এ ডিগ্রির বর্করে ও গলাবাজীর জোরে, [illegible] [illegible] বহন করিতে গিয়া যে পেটপূজা করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সেই পেটপূজার জন্য ভাড়া খাটিতে খাটিতে অন্তরঙ্গ সাজিয়া বসিয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর কথা মনে পড়িয়াছিল এবং তাহার ঐ অপকার্য্যে নিষ্কাশন পরিত্যাগ ব্যতীত মঠের আর গত্যন্তর ছিলনা। এই প্রকার পেট পূজক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে বাধা উপস্থিত হওয়ায় তাহারা কপটতার আশ্রয়ে পালি ব্যবসিতার নিত্যভূষণকে পরবিদ্যাভূষণের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে গণনা করিবার চাতুরী করিয়াছিল। কপটতা আর কতদিন টিকিবে? নদীয়া-প্রকাশে সকল কথা এখন প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; নদীয়ার তাঁহাকে সন্ন্যাসী করাইবার কারণগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাই বলি, যখন নদীয়া-প্রকাশ ঘরে ঘরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিতে থাকিবেন, তখন পেট-পূজক সম্প্রদায় যে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রবল বাধা উপস্থিত দেখিয়া বাবারে গেলামরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকিবে। প্রবঞ্চকের অকল্যাণ ব্যবসায় জগতের বহু ক্ষতি হইয়াছে; সুতরাং পেট-পূজার ব্যবসায় একটু কমাইতে হইবে। এখন থেকে সাদা-সিধা মাধুকরী কোরে না থেকে তার মুখে ভাগবত কেউ শুনবে না। সেই মাধুকরী-খাওয়া লোককেও উৎকৃষ্ট প্রসাদ খাওয়াইবে। আর যাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য পেট-পূজক হইবে, তাহাদের কপালে নারিকেল-পাত্রে নির্ম্মিত তব্যাদি নিহিত হইবে। শ্রীরূপপাদের শ্লোকটী এই—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

এই থুথু ধরিবার পতদ্গ্রাহরূপ উপকরণ হইবার জন্য যে সকল বিষয়ী ধর্ম্মবকের তুলনায় নিজেদের পেট-পূজা করে, সেই সকল জড়েন্দ্রিয়ভোগী পৈতৃক-পরায়ণ যুগ্যজীবের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের একমাত্র কৃত্য।

ভাই, পেটপূজকের কথায় ভুলিও না। শ্রীরূপের উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া ভাড়াটিয়া বক্তা, ভাড়াটিয়া পাঠক, ভাড়াটিয়া মন্ত্রদাতৃগণ ব্যবসা ছাড়িয়া দেও। তোমাদের বধ দিবার জন্য তোমাদের গুরুগণ চলিতেছেন, গৌড়ীয়মঠের পতাকা লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হও। মৎস্য, মাংস ভোজন ও পান, তামাক, চা পান করিয়া মানবজীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হরিভজনে বিমুখ হইও না,—বৈষ্ণবাপরাধ করিও না। যদি কর, তবে তুমি নরকেই অবস্থিত জানিবে; তোমাকে আলাদা করিয়া নরকে যাইতে হইবে না। তোমাদের ঐ কোটি-কোটি পেটপূজক যে সকল ছুঁচোর কীর্ত্তন করিতেছে, তাহা হরিকীর্ত্তন নহে বা ভাগবত-পাঠ নহে। মঠের ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীদিগের মুখে ভাগবত শ্রবণ কর, তবেই চরিতামৃতের অর্থ বুঝিতে পারিবে, নচেৎ দোষ মহাশয়কে গৌর-নিতাই-মিলিত তত্ত্ব বলিয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে পথে যাইবে, তার সন্ধান তোমরাই ভাল করিয়া বলিতে পারিবে। তাহা হইতে লোককে সাবধান করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের পাঠকগণ নিজেদের সদাচার দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা চা, চুরুট, কর্ফট, ডিম্ব, ছাগশিশুর মাংস ভোজন ও জলচর প্রাণিসমূহ খাইবার জন্য ভাগবত পড়েন না। গৃহস্থগণের স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালনের ন্যায় ভোগপর অর্থের জন্য কোন উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করেন না, পরন্তু তোমাদের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিগণকে কু-পথ হইতে সৎপথে চালাইবার জন্য শুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। সজ্জন-প্রাণিগণ তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ রাখিবার ছলে সেবা করিতেছেন। তাঁহাদের মনো উদরোপস্থ জীবিগণের ভাগুনৃত্যের মত কোন কথাই নাই কার্ত্তবীর্য্য দুর্ভিক্ষের দিনে তোমরা যাহ আনও দুর্ভিক্ষ বাড়াও, তাহা হইলে তোমাদের বক্তৃতা করান, পাঠ করার ব্যবসাদি সমস্তই যে কেবল পেটপূজার জন্য, তাহা সকলেই বুঝিয়া ফেলিবে। আর তখনই চারু-কথা-দুর্ভিক্ষের অপসারণকল্পে গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষালব্ধ অর্থবায় যে চৈতন্যদেবের যে মহাদান, তাহা বুঝিতে পারিবে। বলি হে পেট-পূজকগণ আর কতদিন তোমরা লোক ঠকাইবে? ওহে নির্লজ্জ পেটপূজকদল, তোমরা নির্লজ্জ হইতে পার, তোমাদের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমাদিগকেও নির্লজ্জ হইয়া লোকের চোখ ফুটাতেই হইবে। তবে এটা নিশ্চয়ই জেনো—হরি-পূজাতেই প্রেমলাভ, আর পেট-পূজায় নরকলাভ।

কৃষ্ণকৃপা

এবার শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপায় আকাশের অবস্থা বেশ ভাল থাকায় আজ পর্য্যন্ত পরিক্রমা যাত্রিগণকে এক রৌদ্রতাপ ব্যতীত অন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। অযাচিত এরূপ সুবিধা সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তনানুকূলরূপে স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর অকুণ্ঠচিত্তে কৃষ্ণকীর্ত্তন রত হওয়াই বস্তুতঃ বুদ্ধিমানের কার্য্য। মায়াকৃত বিপাকে সমুদ্রে যিনি যতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন, তিনি ততই কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হন।

'কীর্ত্তনদাস' হস্তী

মানবজন্ম হরিভজনের মূল হইলেও কোন অজ্ঞাত সুকৃতিবশে ইতর প্রাণীর মধ্যে বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপা লাভের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপায় বনের হিংস্র পশুকুলও দোদুর্ল্লভ ভগবৎ-প্রেমা লাভ করিতে পারে। তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্য-লীলায় ঝারিখণ্ড-পথে ব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতিরও হরিনাম শ্রবণে উল্লাসভরে নৃত্য-মধ্যে দেখিতে পাই। যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ জীবকুলকে উদ্ধার করেন, তদ্রূপ যুগে যুগে ভগবৎ প্রতিনিধি বৈষ্ণবগণ অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র প্রাণিজগতের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা যেরূপ অন্যান্য বিভূত অবতারের কৃপা হইতে বিশিষ্টতা স্থাপন করিয়া জীবকুলকে সুদুর্ল্লভ প্রেম-সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্যজন আচার্য্যগণের কৃপাও কোন বিশিষ্ট সেবাসম্পত্তিতে প্রাণিজগৎকে উত্তরাধিকারী করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-প্রকটকালে আমরা শ্রী সেন শিবানন্দের কুকুরের কথা শুনিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট এবং সেন শিবানন্দের বিশেষ স্নেহ কৃপা লাভ করিয়া প্রাণিজগতে অত্যন্ত হেয় বলিয়া পরিচিত কুক্কুরও বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনায় জানা যায় যে, এক মত্তহস্তী মুরারি প্রভুর নিকট হইতে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গোপাল দাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পশুযোনিতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ অধিকার যে ভগবৎসেবা, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর, সেন শিবানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু প্রভৃতি পরদুঃখ-দুঃখী পুরুষগণের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠাকামী প্রাকৃত সহজিয়া কুকুরকে ছড়াগানে দীক্ষিত, গলদেশে তুলসীমালা প্রদান, কুক্কুটকে তুলসী-পত্র ভক্ষণান্তর উহার মাংস ভোজন প্রভৃতি নানা-প্রকার আনুকরণিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল চেষ্টা দ্বারা ইতর প্রাণিজগতের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবকুলেরও অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে। কুকুরকে ছড়ামন্ত্রে দীক্ষিত করিলে কুকুরের কোন মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। ছড়াগান অপরাধ-ময় বলিয়া উহার প্রাকৃত শব্দের গানের সহিত কোন অংশে ভিন্ন নহে, বরং প্রাকৃত শব্দ গানময় বলিয়া লোক অধিকতর পতনগামী হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দের নাম করিয়া অপরাধময় প্রাকৃত শব্দের অনুশীলনে বিশুদ্ধ ব্যক্তিকে অপরাধপঙ্কে ঠেলিয়া ফেলা হয়। পরদুঃখ-দুঃখতা ও আনুকরণিক চেষ্টা অদ্ধ প্রতিষ্ঠাশা দুইটাই ভিন্ন জিনিষ। একটি অপ্রাকৃত সহজধর্ম, আর একটি প্রাকৃত সাহজিকতা।

এই সকল কপটতার বিভিন্ন আবরণ উন্মোচন করিয়া দিবার জন্যই যুগে যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের প্রচারকারী আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর পর গৌড়ীয়গগন এইরূপ নানা প্রকার কপটতায় প্রাকৃত সাহজিক ঘনঘটায় আবৃত হইয়াছিল। মানবজগৎ পশুজগতের ধর্ম্মগুলি বরণ করিয়া লইতেছিল। যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানদর্শনে প্রতিফলিত বিশ্বমানবের শ্রেয়োগতি লক্ষ্য করিবার নিরপেক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য, নিটশের দার্শনিক বাদ প্রভৃতিকে উপদিষ্টক কঠোর সত্যের সাক্ষ্য পাইতে পারেন। যে যুগ ম্যামাপ্যাবকোভা প্রভৃতির কলা-কৌশল শিক্ষিত সমাজের চিত্তরঞ্জন করে, সেই যুগে আমাদের বৃত্তিগুলি পশু-বৃত্তির অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিলে কঠোর সত্য কথা বলা হয় বটে, কিন্তু সত্যের অপলাপ করা হয় কিনা, তাহা সুধী সমাজের বিচার্য।

এমন এক যুগে শ্রীচৈতন্য-প্রেরিত কোন লোকোত্তর মহাপুরুষের দান হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকটা সহিষ্ণুতা ও নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসা আবশ্যক—ইহা কোন সুধী-ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন না। মানব হইতে পশুজগৎ পর্য্যন্ত সকলের ভিতরেই সংসার-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক গৃহপরিক্রমা বা বিষয় পরিক্রমা করিতে ভালবাসি। বানর, কুক্কুর, বায়স ও নানাবিধ সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুর মানবের ন্যায় গৃহ পরিক্রমা বৃত্তি প্রবল। আমরা অনেক সময়ে উদ্দাম প্রেমের প্রেমিক হইয়া শ্মশান হইতে কিছু ভস্ম কুড়াইয়া লইয়া কিছুকালের জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া গিরিকান্তারে বেড়াইতে পারিলেই গৃহপরিক্রমা হইতে মুক্ত হইয়াছি মনে করি এবং ইতর প্রাণী হইতে আমাদের পদবী অনেক শ্রেষ্ঠ—ইহাও যোরগলায় ঘোষণা করিয়া থাকি; কিন্তু নিরপেক্ষ-বিচারের তুলাদণ্ডে ওজন করিলে আমাদের ঐরূপ পর্য্যটনবৃত্তি পশুর গৃহপরিক্রমা-বৃত্তিরই রূপান্তর মাত্র। ঐরূপ মর্কট ধর্ম্মে আমাদের কোন উপকার হয় না। বর্ত্তমানের আদর্শ মানবকে ক্রমশঃ পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে পশু-জগতের আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহা আমরা অনেক সময়ে প্রকৃতিতে মুগ্ধ থাকিয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের নীতিবাদ বা নীতিলঙ্ঘন করিয়া মানবজীবনকে লক্ষ্য দিয়া যাহা অর্জ্জন করিবার স্পৃহারূপা অদ্বৈত-ভিক্ষ-বাদ-উৎকৃষ্ট চরমসীমায় উপনীত হইলে পশুর আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিবে। আবার ঐ আদর্শ আমাদের উদ্ধতর হইয়া অচেতনত্বাদির আদর্শকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া বরণ করিতেছে।

আমাদিগের এই অবস্থার বিরাট-মায়া-জিক প্রলোভন দিয়ে নবদ্বীপ পরিক্রমা নামক একটী অনুষ্ঠান কোন মহাপুরুষের কৃপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অতি সহজ স্বভাবে আমাদের নৈসর্গিক প্রকৃতি-পরিক্রমা প্রবৃত্তি অপসারিত করিয়া আমাদিগকে আমাদের নিত্যগুরুর দিকে অগ্রসর অভ্যাস করাইতেছে। আমাদিগের পশু-ভাবসমূহ বিদূরিত করিয়া ক্রমশঃ চেতন তার সত্য আদর্শে উন্নত করিতেছে।

আমরা যে 'কীর্ত্তনদাস' হস্তীর বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, সেই হস্তীটির সৌভাগ্য ও প্রকৃতি আমাদের আলোচনার বিষয়। আচার্য দেব পশুদর্শিত দুই এক হস্তীটিকে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় সর্ব্বাগ্রে স্থাপন এবং 'গুরুপতি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠান করাইয়া আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যে মানবজগৎ পশুজগতের আদর্শে সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে, সেই মানব-জগৎকে তিনি আজ এই হস্তীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—বন্য পশু পর্য্যন্ত আজ ইতর বিষয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে চেতনের দাস্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, আর তবে বিশ্বমানব, তোমরা অচেতনের দর্পেই মজিয়া রহিলে? আজ পশু পর্য্যন্ত অচেতনের বৃত্তি এবং অচেতনের বৃত্তি-সূচক অভিধান হইতে পরিমুক্ত হইয়া বৈষ্ণব কৃপায় চেতনের বৃত্তি—চৈতন্যের সর্ব্ব কীর্ত্তন-মন্ত্রে দীক্ষিত হইল, 'কীর্ত্তনদাস' আখ্যা লাভ করিল, আর তোমরা মানব হইয়া—ভাষাবিদ্ হইয়া জড়ের কীর্ত্তনে, বা অকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে। বন্যপশু আর তাহার স্বমনোগত-পরিক্রমা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে পৃষ্ঠে শ্রীচৈতন্যদেবকে ধারণ করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে লাগিল, আর তোমরা মানব হইয়া—শ্রেষ্ঠ বিচারক বুদ্ধিমান হইয়া গৃহান্ধকূপ পরিক্রমার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে না? তোমরা জগতে যতই বিদ্যাবুদ্ধিশালী হও, জগতের মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হও, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর পদে আরূঢ় হও, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া বিখ্যাত হও না কেন, আজ তোমাদের বুদ্ধি যদি, তোমাদের ভাগ্য যদি, তোমাদের চেষ্টা যদি ঐ পশুর বুদ্ধি, ভাগ্য ও চেষ্টা হইতেও ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই লজ্জা রাখিবার স্থান আর কোথায়? বর্ত্তমান জগৎ প্রধানতঃ গণেশের উপাসক হইয়া 'অচৈতন্যধর্ম্মের চরমসীমায় উপনীত হইতেছে। এই অচৈতন্য-যুগের শেষ পরিণাম একজন আচার্য্যদেব তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ করিয়া মনুষ্যদের চরণে প্রণতিই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক জানাইয়াছিলেন।

এই কীর্ত্তনদাস হস্তী আচার্য্যদেব শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিশেষ কৃপা-পাত্র শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একান্ত উৎসাহ ও যত্নে আসাম হইতে নবদ্বীপ-মণ্ডলে শ্রীধাম পরিক্রমায় শ্রীমায়াপুর, গৌরসুন্দরের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সেবা করিবার জন্য আনীত হইয়াছে। ঘাস, মহাঘাস, অমীদার, ভিক্ষুক ইত্যাদি সাধারণে যা না কুকাদি পরিত্যাগ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি তথা পরপীড়ন করিয়া থাকেন; কিন্তু জগদ্গুরু আচার্য্যের কৃপায় সেই হস্তী কোন প্রকার জীবহিংসা বা পরপীড়নের সহায়ক না হইয়া সেবকাভিমানেরও সকলের আদর হরিসেবার অধিকার পাইল, আর পর-পীড়নের পরিবর্ত্তে এই হস্তী বিশ্বময় পরোপকারের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার সহায়ক হইলেন। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর সেবাপ্রাণ এই হস্তীটি কীর্ত্তনদাস নামে বৈষ্ণবমণ্ডলে খ্যাত হইয়াছেন। আসাম-নিবাসী ভক্তবর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি,এ, বি এল মহাশয়, শ্রীযুক্ত উমেশ-পাঠক প্রভৃতি অনেকেই এই হস্তী আনয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

পরিশেষে পরম ভক্তিমতী উদার-হৃদয়া মহিলা শ্রীমতী বিজয়বসন্তবালা মহোদয়া যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বহন করিয়া সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচারের সহায়তা-কল্পে এই হস্তী আনয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া হইতেছে। তাঁহার সেবাচেষ্টা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

তীর্থযাত্রার ফল কি?

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা মথুরা মায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে,
এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম,
নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ;
সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ,
স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ,
সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে,
মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন,
ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূত আপনি হ্লাদিনী।
সেবক কহিছে ভাই,
ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবায় যোগ্য নই

…ে ব্যক্তি বহুজন্মের ভক্তি-প্রকৃতি-প্রভাবে অনুরক্ত, অন্যমনে, উদাসীন হইয়াছেন, এবং অপ্রাকৃতত্বপূর্ণ হইয়া সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন এবং একান্ত শরণাগত, তিনিই শ্রীনামকে অপ্রাকৃত ও চিন্ময়বোধে অনন্যভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের শ্রবণ কীর্ত্তনই মুখ্যপ্রধান ভজনাঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুকুন্দমুক্তাবলী—

গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগাদ্যুত্থসংসারবন্ধনৈঃ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্॥

…বেদশীর্ষেও নামের শ্রেষ্ঠতা ও চিন্ময়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে যুগন্তিং তদাত্মনে ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি।" শ্রীনাম চিন্ময় ও পরমানন্দ স্বরূপ। শ্রীনাম গ্রহণে দেশ, কাল, শৌচাশৌচ-বিধি নাই। জীব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শ্রীনাম করিতে পারেন। অগ্নি অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে যেরূপ দহন করে, শ্রীনাম হেলায় ও অশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হইলেও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়তাযুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির পাপ দূর করে। "যে ঘটাশ্চ জীবঃ নাম সঙ্কীর্ত্তনাৎ তরন্তি তে"—ব্রহ্মপুরাণ। শ্রীনাম জড়চক্ষে অক্ষরাকারে দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হওয়ায় জীব শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্থূল শরীরের কার্য্যদ্বারা, প্রাকৃত মনবুদ্ধি দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগাদির সাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির মরীচিকাবৎ আশায় স্বীয় কণ্ঠবন্ধনে শ্রীনামে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥

শ্রীনাম ও স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন। সুতরাং স্বয়ং বস্তুর সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার নামে আছে। নাম নামী অভিন্ন বিধায় নাম অপ্রাকৃত শুদ্ধ চিন্ময় নাম গোলোক বৃন্দাবন হইতে বিগ্রহস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় জীবের সম্বন্ধ আছে। জীব জড়বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত থাকিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীনাম জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। নাম উচ্চারণকারী নিজেকে চিন্ময়ে উপলব্ধিক্রমে নিজ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে স্থূল জিহ্বা ও অধরে শ্রীনাম নৃত্য করিতে থাকেন। চিন্ময়রূপ, চিন্ময়গুণ, অপ্রাকৃতলীলা তাঁহার স্ফূর্ত্তির বিষয় হয়।

নাম যতই শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইবে, ততই জীব প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ মুক্ত হইয়া নামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধ করিতে পারেন। শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অন্যান্য উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া বহুপ্রাণে তাঁর নিরন্তর নাম করিলেও নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। শুদ্ধ নাম উচ্চারিত না হইলে, হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইবে। নামাপরাধের হাত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধনাম করিবার জন্য ও নামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত, কৃষ্ণৈকশরণ, নিরপেক্ষ, শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। শুদ্ধ জীব অপ্রাকৃত ভজন-বলে জিহ্বাকে কৃপা করিয়া নামের চিন্ময়ত্ব-নামাশ্রয়-কল্যাণাভিলাষী ভক্তগণ অতি সাবধানের সহিত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিবেন, অপরাধযুক্ত হইয়াও নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিলে জীবের অপরাধ ক্ষয় হয়। শাস্ত্রোক্ত দশটী অপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অপর উদ্দেশ্যযুক্ত কপট নামাপরাধ প্রধান হইয়া যে কীর্ত্তন হয়, তাহাতে যোগ দিলেও নামাপরাধ হয়। সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান অন্তরায় নামাভাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। "কৈতবাভূক্তং শুদ্ধ-সত্ত্বাদিরহিতং মুক্তগণমোক্ষাসক্তং নৈব নামাভাসঃ।" কর্ম্মিগণ-বাঞ্ছিত ভুক্তি ও জ্ঞানিগণ-বাঞ্ছিত মুক্তি নামাভাস হইতে হয়। সরলভাবে শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রভাবে নামাভাস দূর হইলে জীবের চরম বাঞ্ছিত কৃষ্ণসেবায় অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয়। অখিল রসের ধাম, চৈতন্যরসবিগ্রহ, নিত্য-মুক্ত, শুদ্ধ, অপ্রাকৃত, চিন্ময় শ্রীনাম, যে নাম আশ্রয় করিলে জীব পঞ্চবিধ মুক্তি অনায়াসে ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যাদি তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন সেই শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রাকৃত সুখভোগপর বুদ্ধি বর্জ্জিত, প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা লালসা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ ত্যাগ না করিয়া অপ্রাকৃত, শুদ্ধ, সদ্গুরু, ভক্তিশাস্ত্রবিৎ পরম ভাগবতের শ্রীপাদপদ্ম চরণতলে আশ্রয় না লইলে জীবের কৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, অন্যান্য উদ্দেশ্য-সম্পন্ন প্রাকৃতবুদ্ধিবশতঃ নামকীর্ত্তনকারীকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান দিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধ হয় মাত্র। শ্রীনামকে যাঁহারা সাধারণ শব্দ মনে করেন এবং প্রাকৃত জ্ঞান করেন, তাঁহারা নারকী।

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা কঁ্যাকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৫৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতার এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ, ভিন্ন-ব্যবসায় ব্যবসায়ীদল ঈর্ষামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় কঁ্যাকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া কঁ্যাকড়ার মাঠকে ফুলিয়ার তন্তুবায়ের দেওয়া নাম মিশ্রপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু গঙ্গার পূর্ব্ব-পারস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা কঁ্যাকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলব-বাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী কঁ্যাকড়ার মাঠ কোনদিন মিশ্রপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণকারী বিকল্পেনরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিদ্ধ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও একসত্ত্ব নহেন। কঁ্যাকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের রামজীহার' মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের তরলিতমতি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর—নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মহিলাগণের চরণ-বক্ষ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ-ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তৈল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কাশিমবাজারের অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজন-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। মহামহা রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অপসম্প্রদায়মূলে কাকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে যথেষ্ট জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাড়ির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভূমি যোগমায়াপুর পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

পরিক্রমার কথা

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহোৎসবের আজ ৭ম দিন। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ প্রত্যহ প্রাতে হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পরিক্রমা করিয়া থাকেন। পরে মহাপ্রসাদ সম্মানের পর কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে বিশ্রাম করিতে করিতেই এদিকে সন্ধ্যার আয়োজন হয়। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ ও অন্যান্য সুযোগ্য বক্তৃগণ প্রত্যহ যাত্রিগণের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। বক্তৃতার পূর্বে ও প্রশান্ত করতাল মৃদঙ্গের সুমধুর ঐকতানসহ উচ্চ হরিনাম কীর্তন হয়। পরিক্রমা-সময়ে, কীর্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মানকালে কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠীকালে কীর্তন, বক্তৃতা-কালে কীর্তন—কীর্তন ব্যতীত আর অন্য কথা নাই। যাহারা বৎসরের অধিকাংশ কালই বিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারাও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার এত কৌশলে পড়িয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত এ কয়দিন অন্যকথা বলিবার ও শুনিবার আর অবসর পান না। যাত্রিগণকে এক্ষণদিন আহার বাসস্থানাদির চিন্তায় বিব্রত হইতে হয় না, অনুক্ষণ শুদ্ধভক্তমুখনিগলিত গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ এবং অনুকীর্তনের জন্যই ব্যস্ত হইতে হয়। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মমঙ্গল-সাধনের এমন সুযোগ ছাড়িতে চাহিবেন?

কোলদ্বীপ-পরিক্রমা

গত কল্য (৬ই চৈত্র) বুধবার শ্রীধামস্থ সুবর্ণ-কুঞ্জ হইতে বিরাট শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা বহির্গত হইয়া কোলদ্বীপ-বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। সর্বাগ্রে একটী রথে সুবৃহৎ ঘণ্টা শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার বার্তা ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হয়। তৎপরে আশা-সোটা-পতাকাধারী সুসজ্জিত সেনাগণ, সুসজ্জিত অশ্ব, তৎপরে পাশ্চাত্য ঐকতান-বাদ্য যাদবেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ও অভক্ত-দলের হৃদয় সন্ত্রস্ত করিয়া চলিতে থাকে। 'কীর্তনদাস হস্তী' ও আর একটী বৃহৎ হস্তী বিচিত্র আভরণে ভূষিত, তিলকাদি চিহ্নে চিহ্নিত এবং পৃষ্ঠে যাদবেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে ধারণ করিয়া মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে থাকিল। হস্তীপৃষ্ঠে কয়েকজন সেবক স্বর্ণছত্র ধারণ, চামর ও ব্যজনাদি দ্বারা মহাপ্রভুর সেবায় রত ছিলেন। তৎপর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমগ্র পরিক্রমা ও সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের অগ্রণীস্বরূপ পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দের ন্যায় সকলকে চালনা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া চলিতে থাকিলে মনে হইল যেন প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ডদলন এই উভয় আচার্য্যের কার্য্য। চতুর্দিক মুহুর্মুহুঃ গুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীধামমায়াপুরের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া আকাশ-পাতাল ভেদ করিয়া বিশ্বে শ্রীধাম মায়াপুরের নিত্য বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সেবা সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আর সে সঙ্গে মৎসর অসজ্জনগণের যেন তোপাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বিবিধ সম্প্রদায়ের [illegible] বিরাট পরিক্রমা-সম্প্রদায় সঙ্কীর্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সংকীর্তনের উপরে পুষ্পবৃষ্টি নিরন্তর হইতে থাকিল। সরকারের [illegible] হইতে শান্তিরক্ষার জন্য বহু পুলিশ এবং [illegible] ডি, ও, [illegible] ডি, [illegible] ইন্‌স্পেক্টার, সব্‌ইনস্পেক্টার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কোন অনিবার্য্য কারণে এস, পি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। পোড়ামা-তলায় উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-মহারাজ শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কোলদ্বীপের বিবরণ ও মাহাত্ম্য-সংকীর্তন করেন।

শ্রীনবদ্বীপ সহরের পক্ষে একটা বড়ই লজ্জার কথা যে, যেস্থান একদিন মহাপ্রভুর সংকীর্তন-ধ্বনিতে প্লাবিত হইয়াছিল, যেস্থানে চাপালগোপাল, দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ব্যক্তিগণও পূর্বে অজ্ঞতাক্রমে সংকীর্তনের বিরোধ করিয়া পরবর্তিকালে সংকীর্তনের সহায়ক হইয়াছিল, সেইস্থানে আজ সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া হরিনাম সংকীর্তন—শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে হয়। সমগ্র সভ্যজগতের নিকট তাঁহাদের এই কীর্তি-কথা যতই বিঘোষিত হইবে, ততই তাঁহাদের কলঙ্ক বৃদ্ধি ব্যতীত গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না। এই লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া এখনও তাঁহাদের শ্রীধাম মায়াপুরধামে প্রপন্ন হওয়া আবশ্যক। আমরা তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া পরিতাপ করি এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের চরণে প্রার্থনা করি যে, তাঁহাদের সুবুদ্ধি হউক, জয় শ্রীমায়াপুরচন্দ্র কি জয়! জয় শ্রীচৈতন্যমঠ কি জয়!!

ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব

কতকগুলি মৎসরপর্ণ শুদ্ধকৃষ্ণকীর্তন-বিরোধী অসুরোপম ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বিরাট কৃষ্ণকীর্তন-যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান করিতে না পাইয়া নানা প্রকারে যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যে যজ্ঞে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদেশ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণকীর্তন-বাধা দূর করিতেছেন, হিরণ্যকশিপু-প্রমুখ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ অসুরকুলের সাধ্য কি যে সে কীর্তন-যজ্ঞে বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে? গৌরলীলায় কংসাবতার চাঁদকাজী কীর্তন-বিরোধ করিতে গিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট হইতে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ বিচার করুন—

'কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয়॥
সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি না করিমু প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি, সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখ চিহ্ন, আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥"

তদ্রূপ শ্রীবাস-পণ্ডিতের স্থানে অপরাধী চাপাল গোপাল, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নিকট অপরাধী হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কীর্তনবিরোধ করিতে গিয়া যে কি শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও কীর্তনবিরোধী পাষণ্ডিগণের আলোচ্য বিষয়। অনেক পাষণ্ডী সদ্য সদ্য শাস্তি না পাইয়া নির্ভয়ে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধে অগ্রসর হয়। কিন্তু সে সকল অপরাধি-কুলের জন্য যে কি এক মহারৌরব নরকের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। শাস্তি পাওয়া গেলে ত' কৃষ্ণের কৃপাই পাওয়া গেল, পাষণ্ডিকুলের এত সৌভাগ্য কোথা হইতে হইবে যে, সাক্ষাৎ বিষ্ণু তাহাদিগকে এত শীঘ্র শাস্তি দিবেন। যমযাতনার পাত্র হইয়া অনন্তকালের জন্য নরকগামী হওয়াই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর সে ব্যবস্থা যমরাজের অনুচরগণ ভাল করিয়াই করিয়া থাকিতেছেন। যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়া দিয়াছেন যে—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দ-মকরন্দ-রসাদজস্রং।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥

—হে যমদূতগণ, যে সকল অসজ্জন মুকুন্দ-পাদপদ্ম সেবাবিমুখ, নিরন্তর লোলুপ গৃহমেধীর ধর্মে আসক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবকুলের সঙ্গ করিতে চাহে না, [illegible] তাহাদের নিকট [illegible] করে না, যাহাদের চিত্ত [illegible] সেবায় নিযুক্ত নহে, যাহাদের মস্তক কৃষ্ণপাদপদ্মে একবারও অবনত হয় না, সেই বিষ্ণুসেবা-বিমুখ অসজ্জনকে তোমরা আমার নিকট ধরিয়া আন।

অকৃতবিষ্ণুকৃত্যদিগের বাধা [illegible] নিযুক্ত।

হরিচরণ-বিমুখান্ প্রশাধি হরিচরণ-প্রণতান্ সমস্তরোষি।

"শ্রীভগবান্ আমাকে লোকের বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাই আমি হরিচরণ-বিমুখদিগকে শাসন করিয়া থাকি, কিন্তু হরিচরণে প্রণত ভক্তগণ আমার নমস্য।

সুতরাং যে সকল অজ্ঞ জীব বিষ্ণুভক্তি-প্রচারে বিঘ্ন করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়াও সদ্য সদ্য শাস্তি না পাইবার নিশ্চিন্ত আছে, দুর্বুদ্ধি হইতেছে, আমরা তাহাদের কল্যাণ-কামনায় তাহাদিগকে এখনও বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। শ্রীভগবান্ যে-কোন রূপে ভক্তিবুদ্ধ হইবার ইচ্ছা থাকিলে হিরণ্যকশিপুর চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবপাদপদ্মে একান্ত ভাবে আশ্রয় লওয়াই তাহাদের একমাত্র মঙ্গলের পন্থা। এখনও সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। অপরাধের মাত্রা যত বাড়িতেছে, সর্বনাশের পথ ততই পরিষ্কার হইতেছে, উহা অপরাধিকুল স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে পরিক্রমা মহোৎসব উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন

গত ২রা চৈত্র শনিবার হইতে শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। সুদূর চট্টগ্রাম, আসাম, মণিপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ী, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে দলে দলে যাত্রিগণ আসিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণ যাত্রিগণের শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার সুবিধার জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সুযোগ্য [illegible] কৃপাবদান্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা মহোৎসব সম্বন্ধে [illegible] যথাযোগ্য। [illegible] এবং একটী [illegible]

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা

অন্ত বর্দ্ধমানে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। অন্তর্দ্বীপকে "অন্তর্দ্ধান" ভাষায় আতপুর বলে। এই স্থান ব্রজলীলার বৃষভানু-বাসভূমি অথবা উঞ্চাঁন। এই স্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। মহর্ষি কপিলশাপভস্মীভূত সগরবংশের উদ্ধার-সাধনের জন্য সগরবংশোদ্ভব ভগীরথ যখন মর্ত্যে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন, তৎকালে মহাতপা জহ্নুমুনি এইস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। ভাগীরথীর স্রোতোবেগে জহ্নুমুনির কোশা কুশি ভাসিয়া গেলে মুনিবর এক গণ্ডূষে ভাগীরথীর জল সমস্ত পান করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথ অকস্মাৎ গঙ্গাদেবীর অদর্শনে বিহ্বল হইয়া ধ্যানাবিষ্ট হইলে স্বয়ং গঙ্গার কৃপায় সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া মুনিবরের উপাসনারত হইলেন। মুনিবর ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বাহির করিলেন। সেই হইতে গঙ্গাদেবী সকল সংসারে 'জাহ্নবী' নামে খ্যাত হন। কতকদিন পরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জহ্নুমুনিকে দর্শন দিতে আসিলে মুনিবর তাঁহাকে অনেক প্রকার শিক্ষা দিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীভীষ্মদেব আবার সেই ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধামে থাকিয়া ভীষ্ম ভক্তিধন পাইয়া মহাজন বৈষ্ণব-মধ্যে গণিত বলিয়া এই স্থানটী পরম পাবন। এস্থান পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমাসম্প্রদায় গোদ্রুমদ্বীপে গমন করিবেন।

শ্রীবিদ্যানগর পরিক্রমা

পরবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ-একাদশীদিবস শ্রীকোলদ্বীপ, সমুদ্রগড় তীর্থ পরিক্রমা করিয়া শ্রীঋতুদ্বীপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ঋতুদ্বীপান্তর্গত 'বিদ্যানগর' নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থান সরস্বতীর পীঠস্বরূপ। সত্যযুগের ঋষি এই স্থান হইতে বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই বাল্মীকি, ব্যাস, বৃহস্পতি, ঋষিগণ, পঞ্চরাত্র, বেদ-ব্যাসাদি ঋষিগণ বহুবিধ পুরাণ রচনা করিবার প্রেরণা লাভ করেন। জ্যোতিষ এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীগৌর-লীলায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে" বিদ্যার পাণ্ডিত্যপূর্ব্বক বিদ্যা-প্রচার আরম্ভ করেন। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম যখন মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া বাঙ্গলায় প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলন করেন তখন সাক্ষাৎ বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম, পরে শ্রীনিত্যানন্দের দুর্দিনে গৌরাঙ্গের সেবা করাইবার জন্য, এই স্থানে করিয়া গৌরকৃষ্ণ পূর্ব্বেই সেখানে নীলাচলে গমন করেন, এবং তথায় তিনি গৌরকৃপায় অবিদ্যা-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা ভক্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নবদ্বীপে সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণকে মহাপ্রভু ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া হারাইয়া দিতেন, কখনও কখনও আবার মহাপ্রভু বিদ্যানগরে আসিয়া সার্ব্বভৌম-স্থাপিত বিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া যাইতেন। সাক্ষাৎ পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতা গৌরসুন্দরের এই বিদ্যাবিলাস শ্রবণে জীবের অবিদ্যান্ধকার দূরীভূত হইয়া পরবিদ্যাবধূর কৃপায় কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে এই স্থান পরিক্রমাকালে প্রভু নিত্যানন্দের নিকট জীবশিক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র—এসকল নিত্যধামে থাকে কেন? তাহাতে জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন যে—প্রভুর নিত্য-ধামে কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে না। তর্ক শাস্ত্র প্রাকৃত কেহই এখানে আপনা হইতে প্রবল হইতে পারেন না। এখানে ভক্তিই মহাদেবী, আর সকলেই তাঁহার দাস। কর্ম্ম,জ্ঞানাদি সকলেই ভক্তির সেবা করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকগণকেই কেবল শাস্ত্র শুষ্কভাববাদিনী হইয়াছি প্রদান করেন, তাহাদেরই তাহারা কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকে ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। নিরক্ষরকে সেই শাস্ত্র কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে বিদ্যাপাঠ করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ শুষ্ক-তার্কিক কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভ করিতে পারে না।

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয়॥"
"পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে
তা' যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীধামে বাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রৌঢ়া মায়া যোগমায়া পরাবিদ্যাবধূরূপে শরণাগত মুমুক্ষু মান্য জীবের শুষ্ককর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তি-মুক্তি বা অভিজ্ঞ নষ্ট করিয়া জীবকে পরবিদ্যা বা কৃষ্ণভক্তিসম্পৎ দান করেন। যাহাদের ভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া-বৈভব দর্শন লাভ ঘটে না, তাহা-রাই

'নবদ্বীপে পাঠ করি, ভারতে নাম ধরি'
রেখের ছটফটি কৈল সার।"

অপ্রাকৃত

প্রাকৃত গোচর নহে

দেওয়ান সরকার গোবিন্দ সিংহের রামসীতার মন্দিরের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুরের কি সম্বন্ধ আছে? কুটকৌশল মূলে সত্য-বিরোধকল্পে অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া প্রচারার্থ 'হয়'কে 'নয়' বলিয়া দিলেই কি 'নয়' টী নয় হইয়া যাইবে? শ্রীধামতত্ত্বানভিজ্ঞ গোস্বামসন্তান সংযোগিবৈরাগ্যের শ্রীধাম ও ধামবাসী-বৈষ্ণব-বিরোধ-চেষ্টা কি সকলেরই অনুসরণীয় হইবে? একজন নরকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া কি সকলই গড্ডালিকা-প্রবাহ-স্রোতে তাহার অনুসরণ করিবে? মানুষের বিচার করিবার শক্তির কি একেবারেই অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা সাহেবের কিম্বদন্তী কে কারয়া অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া দেখিবে না? গৌরজন্ম-ভূমি প্রাচীননবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর বৈভব সহ্য করিতে না পারিয়া মৎসর মলবাসিগণ উন্মত্তের ন্যায় যে সমস্ত প্রলাপ বাক্য বকিতেছে, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার করিতে যাইবেন?

এক স্থানে পরবিদ্যাবধূ সরস্বতী দেবী সর্ব্বক্ষণ তাঁহার জীবন-ধন-কৃষ্ণকান্তি-নিরূপিত-গৌরসুন্দরের আরাধনা করেন। সুতরাং এই পরবিদ্যানগরের কৃপাহীন জীবের অবিদ্যার প্রভাব ঘুচিয়া গিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌর-নাম ও গৌরধামতত্ত্ব সম্বন্ধে শুদ্ধ দিব্য দিব্য জ্ঞান লাভ হয়।

অবিদ্যা-পীড়িত হইয়াই জীব বাহ্য দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর বলিবার স্পর্দ্ধা করে, অবিদ্যাই জীবকে গৌরকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন হইতে বিরত করিয়া ছড়ানাম কীর্ত্তনে আভিনিবিষ্ট করে, তজ্জন্য সেই নামাপরাধ ও ধামাপরাধ-ফলে তাহারা বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হইতেও ভগবদ্ভক্তচরণে অপরাধ যে আরও ভীষণ, তাহা সেই অবিদ্যা-গ্রস্ত জীবগণ বুঝিতে পারে না।

শ্রীবিদ্যানগরে এইরূপে শুদ্ধভক্ত-মুখে সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির কথা বর্ণন-মুখে বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা শ্রবণ করিয়া পরিক্রমা-সম্প্রদায় পুনরায় শ্রীগৌরপাদের শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহানাম-সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হন। সন্ধ্যায় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ যাত্রিগণের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দেওয়ানজী গৌরজন্মভূমি অধিকার করিয়া তাহার উপর রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, অথচ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন না, আবার মহাপ্রভুর জন্মস্থান যে শ্রীধাম মায়াপুর, তাহার নামটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ না করিয়া সে স্থানের নাম রাখিলেন—রামচন্দ্রপুর, এ সকল কথা কি কাহারও বিচার্য্য বিষয় হইবে না? মৎসর মূর্খেরা যাহা বলিবে, বিজ্ঞেরা কি তাহার অকাট্যযুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইবেন? যে গৌর-জন্মভূমির সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই স্থানটী অধিকার করিয়া দেওয়ানজী তাহার 'মায়াপুর' নামটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন বুঝিলেন না, ইহাই নাকি একটা প্রমাণ-যোগ্য কথা? আর এ সকল কথা লইয়াই কি শিক্ষিত সম্প্রদায় নাচিয়া উঠিবেন? রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের মন্দির থাকিতে পারে না পারে, তাহার সহিত গৌরজন্মভিটার কি সম্বন্ধ আছে?

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা একজন নিতান্ত সরল প্রকৃতির ভাল লোক। তাঁহার সেই সরলতার সুবিধা লইয়া মর্কটবৈরাগীর দল নানাবিধ বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধ করিবার সুযোগ পাইতেছে। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে জানি। তিনি কোন বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধ-জনক অনুষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শেষবয়সে আত্মমঙ্গল-সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন, একথা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। 'সঙ্কল্পমতিক্রমে স্থির হইয়াছে' কথার অর্থ কি? 'সঙ্কল্প' বা কাহাকে বলে, আর 'স্থির হইয়াছে' কথারই বা তাৎপর্য্য কি? শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সভাপতিত্ব একজন মাত্র নহেন। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের সহস্র সহস্র লোক গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থিত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মভিটা বলিয়া জানেন, তাঁহারা বাহির-দ্বীপের ক্যাকড়ার মাচাটী সংযোগি বৈরাগিদলের আখড়ার তাঁহাদের নিত্যারাধ্য প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটভূমিকে স্থানান্তরিত করিবার তাঁ'আদৌ পক্ষপাতী নহেন? তাঁহারা বলেন, বাহির-দ্বীপে বাহির্ম্মুখ লোকেরাই আখড়া খুলিয়া লোকপ্রতারণা করিবার চেষ্টা করে, গুরুগৌরাঙ্গের সেবার পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের অঞ্চলধৃক্ হইয়া স্ত্রীসেবা করিয়াই 'বৈরাগী' নামে কলঙ্ক আরোপ করে, কিন্তু গৌর-প্রকটক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ ত' সাক্ষাৎ আত্ম-নিবেদনক্ষেত্র, সেখানে গুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন গৌরভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ গৌর-কৃষ্ণোদ্ভব-ভজনে আত্মহারা। সুতরাং কোন 'সর্ব্বজ্ঞ' বাহিরদ্বীপকে 'অন্তর্দ্বীপ' বলিয়া

সংশয়ি, ছিলেন ? রসপ্রবাহাদি [illegible] কতকগুলি অবস্তু-মায়াকে 'বস্তু' বলিয়া স্থির করিবে, অথচ তাহাই 'স্থির হইয়াছে' বলিয়া অনুমোদন করিবেন ? শ্রীধাম-নিরূপণ বহু [illegible] স্থির হইয়া আছে, তাহা তাহাও নূতন করিয়া স্থির করিতে হইবে না। যাহারা মহাজনপন্থা স্বীকার না করিয়া আত্মবুদ্ধি—দাম্ভিকতামূলে ধাম নির্ণয় করিবার স্পর্দ্ধা করে, তাহারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরোধী বলিয়া সজ্জনগণের অসম্ভাষ্য।

মুসলমান জাতিকে ঘৃণা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি-মূলে যাহারা ব্যক্তিদেক ভাবে জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিয়া বলে, তীর্থস্থানে মুসলমান বাস করিলেই তীর্থস্থান মুসলমানপল্লী হইয়া যায়, তাহারা রামজন্মভূমি, অযোধ্যা, কৃষ্ণজন্মভূমি মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানকে কি বলিবে ? নিতান্ত বালকেও মূর্খদিগের এই সকল যুক্তির দৌড় দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। অহো! কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অভক্তের দল মনে করিয়াছে যে এ জগতে বুঝি তাহারা চিরকালই অবস্থান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ করিতে পারিবে ! কিন্তু যমরাজ যে তাঁহার দূতগণকে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, ঐ যে যমদূতগণ সুদৃঢ় শৃঙ্খল হস্তে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত, মৃত্যু যে তাহাদের অতি নিকটবর্ত্তী, তাহা তাহারা এখনও বুঝিতে পারিতেছে না ! আর বোধ হয় বুঝিতেও হইবে না !

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যদি সত্য সত্যই নিরয়াগমন হইতে রক্ষা পাইয়া বৈকুণ্ঠবর্ত্ম অনুসরণ করিতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অভক্তদের প্রতারণাময় বাক্যে ভুলিও না, সিদ্ধ মহাত্মা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ, সিদ্ধমহাত্মা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ [illegible]পাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র মহাজনপন্থা বলিয়া অনুসরণীয়। হে বন্ধুগণ, মায়াপরাধী, ধামাপরাধী, বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী সঙ্কটবৈরাগীদলের প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের পুণ্য কাকড়ার মাঠকে ছাড়িতে যাইও না। তোমরা সকলেই [illegible]স্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের আনুগত্যে ভক্তজনগণের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক [illegible] নিনাদে বল—

"[illegible] দৃষ্টিপথং ন যান্তু [illegible]
সত্ত্ব... [illegible]
যে মায়াপুর-বৈভবে ক্ষতিগণেঽপ্যস্মাসিনো
[illegible]"

নিষিদ্ধাচার।

সদাচার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যিনি [illegible] আসিয়া, আচারশীল, তিনি আচার্য্য। জীবের অসম্পূর্ণতা [illegible] বলিয়া তাঁহার আচরণ অসম্পূর্ণ। কর্ম্মী বা মুমুক্ষু যে আচরণ করেন, তাহা খণ্ডিত বা আংশিক বলিয়া সম্পূর্ণ নহে। সেইজন্য তাঁহাদিগের আচরণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গাশ্রিত নিত্যযুক্ত পরমপূর্ণ পুরুষ ভগবানের সেবন-পথে বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাতে কোন অনুপাদের বা অসমঞ্জ আচরণ থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্মের যে স্বভাবশীলতা আচরণ বা বৃত্তি পাওয়া যায়, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় আচার। যে স্থলে বিষয় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ অর্থাৎ অসমৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ এবং যে স্থলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্য নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যই বিষয়, সে স্থলে আচারে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা নাই, তাহাকে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিতে হয় না, সেই আচার নিত্য। তাহাই সদাচার।

যেখানে নিত্যের আচার নাই, যুক্ত, শীল বা আচার নশ্বর বা অনিত্য, তাহাই নিষিদ্ধাচার। যিনি [illegible] যাঁহার পূর্ণতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং যিনি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ। অসিদ্ধের আক্রমণে সিদ্ধ নিজ নিত্য স্থান হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি অপ্রাকৃত ধর্ম্মে অবস্থিত। অসিদ্ধগণই উচ্চ হইতে নিম্নে অধঃপতিত হন এবং পুনরায় উচ্চে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। যাঁহারা ধীর, শান্ত, অচঞ্চল, তাঁহারা কখনই বিপথগামী হইয়া নিম্নদেশস্থ স্থানকে নিজ বাসস্থলী জ্ঞান করেন না। অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সঙ্গে শ্রীমান্ বাস করিলে দারিদ্র্যের আবাহন অবশ্যম্ভাবী। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের সান্নিধ্যে নিজজ্ঞানের ক্ষয় হয় অর্থাৎ মূর্খতা বা জড়-জ্ঞান অনুশীলনফলে অচিদ্ বস্তুর সঙ্গ-প্রভাবে জ্ঞানী অজ্ঞানে কাঁচাকাশিষ্ট হন এবং তাঁহার জ্ঞান আচ্ছাদিত-প্রায় হয়। শুদ্ধজ্ঞানে অবস্থানে কারো অজ্ঞানীর অনিষ্ট নিবারণ করিলে কখনই জ্ঞানীর পতন হয় না। জ্ঞানী যখন অবোধ কর্ম্মীর সহিত সঙ্গ করেন, তখনই তাঁহার জ্ঞান [illegible]

—যে সকল বলবান্ শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হন না, তাহারা যেন কখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত, কিম্বা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।

সম্ভাষ্য পরং দীয়াং"

[illegible] হইতে [illegible] বলে, অথবা [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] এবং ব্রহ্মচারী। ক্রমে [illegible] করিতে করিতে অবশিষ্ট হইলেই জীব মায়ার [illegible] করিতে [illegible] অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত জীবের অপব্যবহার করিতে গিয়া মায়িক বস্তুর ভোক্তৃত্বজ্ঞানে ভুক্ত জগদ্বস্তু ভোগ করিতে আরম্ভ করেন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রজোগুণ গ্রহণ। ক্রমশঃ তামসিক প্রবৃত্তিক্রমে আত্মবিচার-রহিত হইয়া অনাত্ম মায়াকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্ভেদবাদী মায়াবাদে বশীভূত হন। সেইকালে তমোময়ী বুদ্ধি মুক্তাভিমানী জীবকে কেবলমাত্র মায়াবাদী করিয়া তুলে—ইহাই জীবের নিত্য নিষিদ্ধাচার।

পতিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হন এবং মায়ার সংসার আবাহন করেন। সেইকালে কৃষ্ণ-সংসার তাঁহার অদূরবর্ত্তী। কৃষ্ণ-সংসারকেও মায়ার অন্যতম সংসারজ্ঞানে অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তমোময় সংসারের বিশেষরহিত প্রকাশের অবস্থাকেই ব্রহ্মের নিত্য স্থিতি বলিয়া ঘোর মায়াবাদে প্রবিষ্ট হন। যোগী স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া মায়াকেই ব্রহ্ম ও বিশেষরহিত অবস্থাকেই মুক্তি বলিতে গিয়া কেবলাদ্বৈত অচিতের ধর্ম্মকেই চিদ্বস্তুতে নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করেন। পরিশুদ্ধ নিত্যযুক্ত আত্মাই নিত্য বুদ্ধিমান্ এবং ভোগময় রাজ্যে ভ্রমণকারী নহে জানিলেই স্বরূপোপলব্ধিক্রমে জীবের নিত্য বৃত্তি ভক্তিতে নিত্য অবস্থিতি ঘটে। যে যোগবিদ্যার পরম পরাকাষ্ঠা ভক্তি নহে, সেই যোগ কখনই আচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অনিত্য নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত। অবিমিশ্র শুদ্ধ আত্মার পরমাত্মভূমিতে বিচরণই মুক্ত পার্ষদের ভক্তিতে অবস্থান। সে কালে শুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যবৃত্তি প্রেমা অখণ্ড, বহু নহে এবং অদ্বিতীয়। ভগবানের [illegible] সারসমবেত প্রেমময়ী স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত বিচিত্রতাময়ী লীলাবিলাসের সমুচ্ছলিত বিচিত্রতা বা পার্ষদই [illegible] সেই চিৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন—যে আচার [illegible] নিত্যকালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন,—[illegible] [illegible] করিবার জন্য যদি কাহারও [illegible] [illegible], তাহা হইলে তিনি [illegible] কীর্ত্তিত নিষিদ্ধাচারবিষয়ক [illegible] [illegible]। সেই [illegible] [illegible] হইতে জীব, বর্ণাশ্রম [illegible] [illegible] আশ্রমকে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক [illegible] মায়ী জানিয়া [illegible] নিত্যাচার নির্দ্ধারণ অবস্থিত [illegible]। নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ করিলেই জীব ব্রহ্মচারী হইতে পারেন, ব্রহ্মচারী হইলেই [illegible] অনুশীলন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের সহিত যোগ লাভ করিতে পারেন এবং সুতরাং যোগ লাভ করিলেই স্বভাবতঃ ভক্তিবৃত্তি নিত্যকাল প্রকটিত হইবে, সুতরাং যোগভ্রষ্ট হইয়া সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক [illegible] ভক্তযোগের প্রতিকূলবর্গে অবস্থিতি [illegible] কোথায় অশেষ ক্লেশ [illegible] নশ্বর সংসার হইতে কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাময় নিত্যমঙ্গল-লাভ ; আর, কোথায় ভক্তি পথবিচ্যুত হইয়া অনাত্মধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে পতন। কোথায় নিত্য সিদ্ধাচার অনন্ত কল্যাণ আর কোথায় নিষিদ্ধাচারে অনাদি [illegible] যোগ্যতা। সদাযুক্ত ব্রাহ্মণ উচ্চভূমি হইতে পদ চ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের ধর্ম্মবর্দ্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হও বহুলোকে প্রবিশন সদাচারভ্রষ্ট বৈশ্য, এবং [illegible] শূদ্রাদি জীবনে কতই না ক্লেশ ভোগ করে আবার, এই ক্লেশকে [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘসময় করিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করে না। ভোগময় বিষয় ধ্যান করিতে করিতে বদ্ধজীবের জীব করিবার বিষয় কিছুই ভাল লাগে না। কেবল অ[illegible] নিষিদ্ধাচারকেই সদাচার—নিত্যাচার বলিয়া মনে হয়। অতএব, মানুষ মনো নিগ্রহ করিতে না পারিলে জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অবস্থানরূপ অবস্থান সেবাবৃত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকটিত হয় না। অপ্রাকৃত রাজ্যে মায়ার রাজ্যে ভ্রমণপরায়ণ পথিকের নিষিদ্ধাচার পরিহার করা কঠিন বলিয়া প্রথমেই মনে হইতে পারে, কিন্তু মহাপুরুষ প্রথমমুখে সিদ্ধাচারে অবস্থিত হইলে নিষিদ্ধাচারপরতা, [illegible] [illegible] হৃদয়ে নিত্যস্থান লাভ করিবে।

আচার্য্যের ডাক

[illegible] শ্রীগৌর [illegible] গোস্বামী ভক্তিপথ [illegible] আমরা সাত্ত্বিক জীব [illegible] বহু ভূমিকায় বিচরণ করিতেছি। আমরা নিজের প্রাম্য সুখ [illegible] যাত। তাই প্রামে [illegible] যেখানেই বাস করি না কেন, গ্রাম্য সুখ-[illegible] গ্রাম্য কথা, গ্রাম্য বার্ত্তা, সকল [illegible] অভ্যাসের বশে একই কার্য্য করি। [illegible] যাহা করি, ধামে বাস করিয়ায় [illegible] করিয়াও তাহাই করি; [illegible] একটু নূতন রকমের [illegible] পাইয়া যাই। তাই আমার দুঃখ দর্শনে [illegible] "যত দেখি দুঃখ [illegible], না দেখি তাহার শেষ।" কোনও খানে [illegible] নাই; [illegible] যেমন, [illegible] সেই একই অবস্থা; গ্রাম্য সুখভোগাকাঙ্ক্ষা আর ছাড়িবে না, যে পর্য্যন্ত বহু ভূমিকায় বিচরণ করিব।

আমাদিগের এহেন দুঃখ দুর্গতি দর্শনে পরদুঃখ-বিয়োগুদুঃখী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার আচার্য্যগণ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-[illegible] নববিধা-ভক্তি-শিক্ষা [illegible] বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবকে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান শুধু [illegible] জন্য নহে, নিত্য কালের জন্য। এ আহ্বানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিচার নাই, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, নীচজাতি উচ্চজাতি, পাষণ্ড-ভক্ত, কোন বিচার নাই—বিশ্বমানবের জন্য অবারিত —উন্মুক্ত দ্বারা সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। "কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার" বাণীর জীবন্ত প্রমাণ এই আচার্য্যের ডাক। এ'ডাকে কপটতা নাই, এ'ডাকে জাগতিক কোন স্বার্থ নাই, এ ডাকে টাকা পয়সার বিনিময় নাই, আছে শুধু শ্রদ্ধা বা ভালবাসার বিনিময়, প্রাণের বিনিময়। এ'ডাকের উদ্দেশ্য [illegible] ভক্তি হাতে-কলমে শিখাইয়া দেওয়া।

আমরা গ্রামে বাস করিয়া নিজের গৃহ ও গ্রামটিকেই পরিক্রমা করি আর [illegible] করি, তাই আচার্য্যগণ আমাদিগের [illegible] শিথিল করিবার অভিপ্রায়ে ডাকিয়া আনিয়া [illegible] ও ভক্তগণের মহোৎসব [illegible] প্রসাদ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ডাকে হিংসা, দ্বেষ, [illegible] বিশ্ববাসী সকলেরই [illegible] বাঞ্ছনীয়।

যাত্রিগণ, সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা কাঁকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

একশ্রেণীর সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৫৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় মৎলববাজ ভিন্ন-ব্যবসায় ব্যবসায়ীদল ঈর্ষামূলে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় কাঁকড়ার মেঠোদল মাদ্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া কাঁকড়ার মাঠকে বুলিয়ার ভদ্রলোকের দেওয়া নাম মিঞাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু সভার পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা কাঁকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলব-বাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসার মুসলমানপল্লী কাঁকড়ার মাঠ কোনদিন মিঞাপুর নামের সার্থকতা রক্ষিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণ-কারী নিকৃষ্ট নরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিংহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও এক নহেন। কাঁকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের রামসীতার মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর—নদীয়া-জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মহিলাগণের চরণ বস্ত্র নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাহাদের দেবতার নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তৈল কপটতার উদ্দেশ্যে যাচিত হয়, বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কামস্কাটকার অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজ্ঞ-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। মহামহা রাজাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন স্বার্থমূলে কাঁকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে উচিত জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাতির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বর্জ্জিত-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভূমি যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

(১)

আচার্য্যের বাণী নিন্দা-ব্যঞ্জক নহে

ইহ জগতে আমরা যে যতই সাম্যবাদের বড়াই করি না কেন, সকলেই অপ্রাকৃত ভক্তি ছাড়িতেই উৎসুক। ভক্তির বিপরীত যে দোষাবলী আমাতে বিরাজিত, সেইগুলি উদ্ঘাটিত হইতে না দেওয়াই আমাদিগের সাম্যবাদ রক্ষা করার সন্ধানের কারণ। দেখা যায় সেই গুলি উদ্ঘাটিত হইলেই একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চটিতেছি। ইহাই হইল জাগতিক দেহাত্ম বুদ্ধি-সম্পন্ন মনোধর্ম্মি-গণের বিচার। জগতে যিনি যত বেশী-সংখ্যক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-তোষণ-যোগ্য স্তব-স্তুতি দ্বারা জীবগণকে আরও বিমুখ-মোহিনী মায়ার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন, তিনি তত বেশী সাম্যবাদী লোক-রঞ্জক বলিয়া বিখ্যাত হন।

বহুজীবমাত্রেই অনাচারী। অসৎ-সঙ্গ, যোষিৎ সঙ্গ কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ করাই বদ্ধ জীবের চিরন্তন স্বভাব ও প্রতিভাবক। তাহাদিগের সংসঙ্গ স্বভাবতঃ মনোরম নহে বলিয়া বদ্ধজীব কোনও সদাচার গ্রহণে উন্মুখ নহে।

আচার্য্যগণ এরূপ দেহ-মনোধর্ম্মী [illegible] রঞ্জক নহেন। আমরা কৃষ্ণভজন [illegible] করিয়া এরূপ বহু ভূমিকায় বিচরণ [illegible] বলিয়াই আচার্য্যগণ শাস্ত্রের [illegible] বাণী স্বয়ং আচরণ দ্বারা আমাদিগকে [illegible] তাহারা সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করেন ইহাই জগদ্গুরু আচার্য্যের কার্য্য ও [illegible] চয়।

কাচ ও কাঞ্চনে, [illegible] খাঁটি সোনায়, ঝাঝালো ও দানা, [illegible] চুণ গোলায় ও বালিতে কি তফাৎ, তাহা বুঝাইয়া দিলে যদি কাচ, কেমিকেল [illegible], চুণ গোলার অপবাদ ব

নিন্দা-ঘোষণা বুঝি, তবে ঠিকিবে কে? এই প্রকার জগমঙ্গল-বিধাতা আচার্য্য কে সাধু? কে অসাধু? কাহার সঙ্গ-প্রভাবে জীবের মঙ্গল হইতে পারে? কাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে? কে স্ত্রী-সঙ্গী? কে কৃষ্ণভক্ত? কে কলি-সন্ততির কলিপক্ষক সেবক? কোন্‌টী কদাচার? কোন্‌টী সদাচার? এগুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চরূপে কীর্ত্তন করাই যদি নিন্দা বুঝি, তাহা হইলে আপন মাথায় আপনি কুঠারাঘাত করিয়া আত্মঘাতী হওয়ার বন্দোবস্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? যদি বলা যায়, কাচ কিনিতে কিনিতে কাঞ্চন কিনিব, কোদালে কোপাতে কোপাতে খাঁটি সোনা পাইব ও চুন গোলা খাইয়া দধির আস্বাদ পাইব, অভক্ত বৈষ্ণবব্রুবগণের সেবা করিয়া বাঞ্ছিত সদ্গুরু-পদাশ্রয় করিতে পারিব। এ কথা গুলি যেমন মূর্খতা-ব্যঞ্জক, খেয়ালতামি, কেমন আর কি হইতে পারে?

আমাদিগের কি ভ্রান্ত উপস্থিত। যিনি সমস্ত কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া, দেহ মনোসুখে লিপ্ত না হইয়া, নিরন্তর আমাদের পক্ষে ভব-বিমুখ-সংসার-বিপজ্জাল হইতে অনুদিন কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত, তিনি কি এতই বুদ্ধিহীন যে, নিন্দারূপ অপকার্য্য যাহা সাধারণ জাগতিক অসৎ মানুষেরও যোগ্য উচিত নহে, মনুষ্য মাত্রেরই নিন্দা গর্হণ-যোগ্য, আর তিনি তাহাই সাদরে বরণ করিয়া লইবেন? ইহা কোনও স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তির মস্তিষ্কেও স্থান পায় না। আমাদিগের বিচারে আমরা বদ্ধ জীবগুলিই হইলাম অনিন্দক মায়াবাদী, আর যিনি মুক্ত কুল-তিলক তিনিই হইলেন কিনা নিন্দার পক্ষপাতী! কি দুর্দ্দৈব! কি দৌরাত্ম্য। সোজা কথাটাও মাথায় স্থান পায় না? স্থান পাবে কিসে? মাথায় কিছু থাকিলে ত? অন্তঃসারবিহীনমস্তিষ্কে সারবুদ্ধি কি ভাবে থাকিবে? আমরা যদি ভাল চাই, সত্য সত্য শ্রেয়ঃকল্যাণ এই জীবনেই লাভ করিবার আশা করিয়া থাকি, তবে সময় থাকিতে ইহাই যেন বুঝিয়া লই যে, আচার্য্যের বাণী কখনও নিন্দা-ব্যঞ্জক নহে।

চাঁপাহাটীতে যাত্রা

গত ৬ই চৈত্র বুধবার এবং ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার চাঁপাহাটী শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দগণের বিশেষ আগ্রহে উক্ত গ্রামের শ্রীশ্রীগৌরগদাধর নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক ত্রিশরণ ও মাঙ্গল্য একখানি নাটক অভিনীত হইয়াছে। অভিনয় দেখিবার জন্য বহু লোক সমাগত হয়। প্রকৃত শ্রীভগবান ও তাঁহার 'প্রচ্ছন্নের প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহা কেবল লৌকিক ব্যসন মধ্যে পরিগণিত হয়। তদ্রূপ ব্যসনের আবাহন না করিয়া যাহাতে সত্য কৃষ্ণানুশীলন হয়, তৎপ্রতি চাঁপাহাটী গ্রামবাসীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার

কুকুরগুলি চীৎকার করিয়া মরিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে গজরাজের কিছু যায় আসে না, তিনি কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে হেলিয়া দুলিয়া চলিতেই থাকেন, লোকের মধ্যে কুকুরগুলিরই স্বরভঙ্গ হয়। শ্রীধাম-মায়াপুর-বৈভব দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কতকগুলি সারমেয়োপম ব্যক্তির দশাও আজকাল সেইরূপ হইয়াছে। পরমধামাশ্রিত শ্রীসম্প্রদায় শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র-প্রচারিত পরমানন্দময় সজ্জনাগ্রগণ্যগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত-ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ ধারণা করিতে না পারিয়া তাহাকে অপরাজ্ঞান-কাণ্ডাশিত মাৎসর্য্যপর লোকের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তবাদ ও মায়াবাদের আবাহন করিয়া বসিতেছে। সেই সকল স্মার্ত্ত ও মায়াবাদীর দল মায়াপ্রপঞ্চের ভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিয়া কেবল কৃষ্ণকার্য্যবিরোধ ব্যতীত আর কিছুই করিতেছে না। অভক্তের দল শ্রীভগবানের তত্ত্বপরিচয় অপ্রাকৃত শ্রীধামকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক্ জ্ঞানে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া গোধরত্ব বা গোষ্ঠীদ্ভবত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আরোহ-পন্থায় অপ্রাকৃত শ্রীনামতত্ত্ব নিরূপণ করিবার স্পর্দ্ধায় তাহারা নানা বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করিতেছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতে তাহারা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ক্রমে সাধারণ নৈতিক বিচারের সীমাও অতিক্রম করিয়া বসিতেছে। মূর্খ আস্তিক-ব্রুব নাস্তিক দলের এতাদৃশ আচার প্রচার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই সাত্বত শাস্ত্রের কোন কথাই তাহারা জানে না, অথচ তাহারা আসে 'পণ্ডিত' বলিয়া পরিচয় দিতে! অবশ্য মূর্খগণের নিকটই তাহাদের সে পাণ্ডিত্য বা মহামূর্খতা শোভা পাইয়া থাকে, বিজ্ঞগণ 'নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'—ন্যায়াবলম্বনে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু কতকগুলি সরল প্রাণ নিরীহ লোক পাছে তাহাদের হস্তে পড়িয়া ঘোর অনর্থকেই 'ধর্ম্ম' জানিয়া বঞ্চিত হন, সেই জন্যই বিজ্ঞগণের কিছু কিছু কথা বলার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞগণের আলোচনা দেখিয়া মূর্খগণ মনে করে, তাহারা বুঝি বিজ্ঞগণের প্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু ব্যাপার তাহা নহে। বিজ্ঞগণ মূর্খগণকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বি জ্ঞানে কোন কথা বলিতে যান না, পরন্তু বালিশ বা তত্ত্বানভিজ্ঞ নিরীহ লোকগণকে সাবধান করিবার জন্যই তাঁহাদের চেষ্টা।

নাই। সে মনে করে, তাহাকে এ পৃথিবীতে চিরকালই থাকিয়া যাইতে হইবে, আর চিরকালই সে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ করিবে—কি ভ্রান্তি! যে বিষয় ভোগ করিবার জন্য মানব, এখন কুমন্ত্রণা লইয়া লাগিয়াছে, বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অতি ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিতেছ তুমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না, সে বিষয় নিরুদ্বেগে ভোগের সামর্থ্য যে তোমার একটুও নাই। তুমি ভোগ করিতে যাইবে, আর শত শত রোগীর দল আসিয়া তোমার ভোগে বাধা জন্মাইবে। তবে লাভ কি? অমূল্য মূল্য বাড়ান লইয়া বা ঐরূপ কোন উদ্দেশ্যে একটী পরম সত্যের অপলাপ করিয়া ইহপরকাল নষ্ট করিয়া কি ফল? তাই বলি এখনও সাবধান হও!

সাধুন কো ভুক্তাবন্ নেহি যাউ
নিন্দে সংসার।

সাধু সমস্ত কৃষ্ণবিমুখ সংসারকেই যখন নিন্দা করেন, তখন ঐরূপ দুই চারিটা কুক্কুরোপম ব্যক্তির চীৎকারে তাঁহারা কেন কর্ণপাত করিবেন? তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিয়া যান, অসাধুর চেষ্টাসমূহ বরং ব্যতিরেক ভাবে ভগবদ্‌মহিমাই প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু অসাধুর তাহাতে কোন মঙ্গলেরই সম্ভাবনা নাই।

নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ নিয়মিতরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মহামায়ার ধামে আপাততঃ শ্রেয়ঃকথা-প্রচারকারিণী গণকোলাহলী পত্রিকাসমূহের দৈনিক সংস্করণ কিছু বিস্ময়কর নহে, কিন্তু একান্ত শ্রেয়ঃ-কথা-প্রচারকারিণী পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে অভিনব ও আশ্চর্য্যকর। বিশেষতঃ এই পত্রিকার লেখকগণ বেতনভোগী ভৃত্যক নহেন বা আচারহীন প্রচারক নহেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অন্যান্য সেবা-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই দৈনিক সংবাদ-পত্রের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

চৈতন্যবাণী প্রচারিণী [illegible] যত্নের সহিত সর্ব্বতোভাবে, জগতে অথবা উদ্ভট বিচিত্র কল্পনার বিভিন্ন মনোধর্ম্ম, মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা প্রাকৃত তাহাই পরিমাণ করা হয়। কিন্তু কেবল পরমার্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়োগ কিরূপে হইতে পারে, তাহার আদর্শ নিদর্শনস্বরূপ এই নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়। সম্প্রতি এই নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীগোদ্রুমে

বিরাট মহোৎসব

গত ৪ঠা এবং ৫ই চৈত্র তারিখে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে পরিক্রমা মহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে গত সোমবার রাত্রিতে এক বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ এবং তাঁহার পর শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শুদ্ধভক্তপাদাশ্রয়ে দশাপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমধনে অধিকারী হওয়া যায়—ইহাই তাঁহাদের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম। গত মঙ্গলবারে অত্যধিক লোকসমাগম-নিবন্ধন 'সুবর্ণকুঞ্জ' নামক স্থানের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রসারণ-কার্য্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন?" বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে আজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা যেরূপ প্রবল উৎসাহে মহাপ্রভু-কথিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে শ্রীগৌর-সুন্দরের—"পৃথিবী প্রচার হইবে মোর নাম,"—এই বাক্যের সার্থকতা আশা করিয়া ভক্তগণ [illegible] [illegible] [illegible]। মদুর, উড়িষ্যা, [illegible] প্রভৃতি স্থানেও গৌরকথা-প্রচারের বিশেষ উদ্যোগ করা হইতেছে।

[illegible]

পরিক্রমার অষ্টম দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ

আজ পরিক্রমার অষ্টম দিবস—অদ্যকার অষ্টমদ্বীপ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা। গত কয়েক দিন শ্রীনবদ্বীপের সাতটী দ্বীপের পরিক্রমা সু-সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্যাবধি শ্রীঋতুদ্বীপ ও জহ্নুদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া এই দ্বীপে আগমন করিয়াছেন। মাউগাছি, অর্কটিলা বা একডালা, মাতাপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এইস্থান বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্তর্গত, ভাণ্ডীর বন হইতে অভিন্ন। এই বন দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া শিষ্টগণ এস্থানকে 'মোদদ্রুমদ্বীপ' বলেন। শ্রীরামলীলায় বনবাস লীলা প্রকটকালে শ্রীভগবান্ এইস্থলে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটির বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। এইস্থানের একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে যে—মামগাছি গ্রামে এক রামভক্ত বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, সেইদিন এই বিপ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে দেখিয়াই স্থির করিলেন, "আমার প্রভু রামচন্দ্রই নবদূর্বাদল শ্যামকান্তি লুকাইয়া আজ এই তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি সুবলিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। মিশ্র ও তাঁহার পত্নী যে, দশরথ কৌশল্যার অনুরূপ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" এবং এই শিশুও কখন সামান্য মানব নহেন। বিপ্র এই কথা চিন্তা করিতে করিতে মামগাছিতে নিজ ভবনে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন-দান করিলেন। বিপ্র নিজ ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে দর্শন করিতে করিতেই [illegible] [illegible] দর্শন করিলেন।

"[illegible] গৌরসুন্দরকে বিপ্র আইল
নিজঘরে।
ইষ্টদেবকে দেখে বিপ্র
গৌরাঙ্গ-সুন্দরে।
সিংহাসনে বসিয়াছে
শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চামর ঢুলায়॥
পুনঃ দেখে রামচন্দ্র দূর্ব্বাদল শ্যাম।
নিকটে লক্ষ্মণবীর শ্রীঅনন্ত-ধাম॥
বামে সীতা সম্মুখে স্তবকত হনুমান্।
দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞান॥"

বিপ্র নিজ ইষ্টদেবের নিকট শ্রীগৌর-লীলার নিগূঢ় রহস্য জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ-তত্ত্ব জ্ঞাপন পূর্ব্বক অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই মোদদ্রুমদ্বীপই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-ভূমি। এইস্থান বহুদিন তৃণগুল্মলতায় সমাকীর্ণ থাকিয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের সেবা-বুদ্ধির শিথিলতা প্রচার করিতেছিল। বর্ত্তমানে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের প্রযত্নে এইস্থানের পুনরুদ্ধার হইতেছে। অতিশীঘ্রই যাহাতে এইস্থানে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটী শ্রীমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট্যমন্দির এবং সেবকখণ্ড নির্ম্মিত হইতেছে। গত বৎসর (২০শে ফাল্গুন ১৩৩৪) ধাম পরিক্রমার সময় ঠাকুর বৃন্দাবনের এইস্থানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

এই স্থানকে বিজ্ঞগণ 'ব্যাসপীঠ','গৌড়ের নৈমিষ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেমন মহাভারত, ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া জীবকে কৃষ্ণকথা উপদেশ করিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও সেইরূপ শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা দ্বারা মহাবদান্য গৌরসুন্দরের লীলা-কথা রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ঠাকুর-বৃন্দাবনের কথার তুলনা নাই। শ্রীনারায়ণী-নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালার আদি কবি। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামি ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন। এই ঠাকুর বৃন্দাবনেরই লেখনী-প্রসূত। শ্রীগৌরসুন্দরের অনিন্দ্য-বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

অভিন্ন-ব্যাসদেব শ্রীনিত্যানন্দের 'শেষ ভৃত্য' ঠাকুর বৃন্দাবন। নিত্যানন্দ-নিন্দক অত্যানন্দবহুমাননকারিগণের শিরে পাদপ্রহার রূপ কৃপা প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা হইতে জগজ্জীবকে সাবধান করিয়াছেন।

এই স্থানেই শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী-দেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভিটার অদূরে শ্রীগৌর-পার্ষদ পরদুঃখদুঃখীর আদর্শ চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরই অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া কথিত। মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমভক্ত শ্রীবাসুদেবের বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় ব্যয়বাহুল্য দর্শন করিয়া শ্রীসেন শিবানন্দকে তাঁহার সরখেল হইয়া ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই বাসুদেবই জীবদুঃখে কাতর হইয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

এইস্থানে গৌরপার্ষদ শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুর বা শার্ঙ্গ মুরারি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা বিরাজিত। শ্রীল শার্ঙ্গ মুরারিপ্রভু এইস্থানে গঙ্গাতীরে থাকিয়া নির্জ্জন-ভজন করিতেন। তিনি প্রথমে কাহাকেও শিষ্য করিতে চাহেন নাই, পরে শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে চাহিয়া স্থির করিলেন, আগামী কল্য প্রাতে যাহার সহিত দেখা হইবে, তাহাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী স্নানকালে তাঁহার পাদমূলে একটী মৃতদেহ স্পৃষ্ট হওয়ায় তাহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। তাঁহাই শ্রীঠাকুর মুরারি' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় 'শর'গ্রামে বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শার্ঙ্গ মুরারিঠাকুর—উভয়ের প্রতিষ্ঠিত সেবারই বর্ত্তমানে বড়ই অযত্ন হইতেছে। শুদ্ধভক্তগণের তত্ত্বাবধানে সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পরিক্রমাকারিভক্তগণ এই সকল স্থান দর্শন, পরিক্রমা ও স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণপীঠ ও মহৎ-পুর বা মাতাপুর নামক স্থানে দর্শন ও পরিক্রমা করিবেন। আমরা আগামীকল্য ঐ দুইটী স্থানের বিবরণ প্রকাশ করিব।

যাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য

উপদেশাবলী

নামকীর্ত্তনকারী যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন না করিয়া নামকীর্ত্তন করিলে নামীপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন না, ধামযাত্রিগণের পক্ষেও তদ্রূপ দশবিধ ধামাপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধাম-যাত্রার ফললাভ হয় না। ধামাপরাধ এই,—

(১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থ-উপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

নামাপরাধী ব্যক্তি শ্রীধামের নিকট যে সকল অপরাধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীধামের শরণ লইয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থ (শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলে, তাহা বিনষ্ট হইবে।

পাঠক, ধামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধু নিষ্কপটভাবের অনুসরণ করুন—সর্ব্বক্ষণ চিত্তে 'শ্রীনামমাহাত্ম্য' হৃদয়ে ধারণ করুন—শ্রীধামের কৃপায় অচিরেই বৈকুণ্ঠ ধামে বাস-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইবে। শ্রীধামের অপ্রাকৃত উদ্দীপনাসমূহ প্রবল হইলে ভোগপর বিষয়-কথা আদৌ ভাল লাগিবে না। তাই বলি, 'শ্রীনামমাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ ধাম গ্রন্থমালা পাঠ করুন, শ্রীধাম-পরিক্রমা করুন এবং পরিক্রমাকালে হরিকীর্ত্তন করুন, বিষয় কথা ছাড়িয়া ভোগপর বুদ্ধি ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের শরণাগত হউন, সংসারে আর ক্লেশের স্থান থাকিবে না, শ্রীধাম বাসী বৈষ্ণবগণের কৃপায় কৃষ্ণবিমুখতার জন্য হইতে মুক্ত হওয়া, পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

পরা

বা

সারস্বততীর্থ

শ্রীচৈতন্যসারস্বতীর —পরা বাণী বা পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যা বা শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জীবকুল অক্ষর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপা ব্যতীত অক্ষর ব্রহ্ম জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাই মুণ্ডকোপনিষদ্ জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী-দর্প দমন-লীলায় সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন যে, প্রাকৃতজন-পূজিত সরস্বতী সেই শুদ্ধা সরস্বতীরই বিকৃতা ছায়ামাত্র। তাঁহার অনুগত শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য নাই। প্রাকৃত সরস্বতীর দ্বারা মায়িক জীবসমূহ মোহিত হয়। বিশ্বে যত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্যাদি প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধা সরস্বতীরই বিকৃত আংশিক প্রতিফলন মাত্র। বুদ্ধিমানগণ খণ্ড, প্রাকৃতিকলিত, ছায়াপ্রায় নশ্বর বস্তু উদ্দেশে মানবজীবনের শক্তি ও সময় ব্যয় না করিয়া আকর, পূর্ণ, পরম-বাস্তববস্তুর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বততীর্থে সেই পরবিদ্যার অনুশীলন হইয়া থাকে,—যে বিদ্যা সকল চৈতন্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাতৃকা—যে বিদ্যা অবিদ্যাধ্বংসকারিণী—যে বিদ্যা কৃষ্ণসেবানুকূলময়ী—কৃষ্ণানুশীলনময়ী। এই বিদ্যাবধূর জীবন—অক্ষরাকৃতি পরব্রহ্ম। এই সারস্বততীর্থ বা পরবিদ্যাপীঠ সমগ্র বিশ্বে বিদ্যাতীত অমৃতের ধারা বিলাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন। বিশ্বে অচৈতন্যবিষজ্বারটী প্রসারিত করিয়া অচৈতন্য বিশ্বকে আরও ভাল করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু জাগরণের দিনে অচৈতন্য, নিষ্প্রাণ বিশ্বকে মহাজাগরণের চেতনময়ী বাণী শুনাইয়া চির উদ্ধার করিবার জন্য এই বিশ্বগুরু-বাণীর মহাপীঠ ভুবনমঙ্গলাধষ্ঠাত্রীরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সারস্বত-তীর্থ কুরুক্ষেত্রে সামন্তপঞ্চকের সারস্বত-সমীপে ভারত-পাঠশালা, নৈমিষক্ষেত্রে ভাগবত-পাঠশালা, মথুরামণ্ডলে বিনোদ-বিদ্যালয়, প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়েছেন—শ্রীশ্রীল জীবপ্রভুর শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] বিদ্যাকে শব্দের বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এবং পুরাণাদি শ্রবণ, ঐতিহ্যাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তিশাস্ত্রাসন, তত্ত্বশাস্ত্রাসন, বেদান্তাসন, একায়নাসন প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া অচৈতন্যে চৈতন্যশক্তির প্রাণ আনয়ন করিতেছেন। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটী মহাযুগান্তর। সেযুগে সাবিন-

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিভূষণ

এই মনসার পাহাড়টী হরিদ্বারের সন্নিকট। ইহারই অভ্রংলিহ পথে রেলওয়ে ট্রেনে হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ হইয়া, দেরাদুন যাইতে হয়। ইহারই সর্বোচ্চ শিখর-প্রদেশে একটী মনসা মাইয়ের মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের পূজারী মহাশয় কেবল মাত্র যাত্রিগণের সমাগম-কালে অর্থাৎ প্রাতে ৮টা হইতে সায়াহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করেন। তদ্ব্যতীত অপরাপর সময় মনসা মাই একাকিনীই তরু-বিটপী হেতু পাহাড়ের মাথায় থাকিতে বাধ্য হন। কেননা তাঁহার সেবকগণ বাঘের ভয়ে, মাকে ছাড়িয়া জনতা পূর্ণ সহরমধ্যে পত্নী-পুত্র-সমভিব্যাহারে নিশ্চিন্তে সুখ-শয়নে নিদ্রা যান। মনসা সহ প্রচুর অর্থ (পয়সা) সংগ্রহ করিয়া দেন বলিয়া দিবসে অন্ততঃ সামান্য পাষাণ একটু গঙ্গাজল, বিল্বপত্র, দুই একটী পুষ্প ও চাউল কলা পান, অথবা মায়ের কপালে উহা জুটিত কিনা সন্দেহ, কারণ, সমতল ভূ বক্ষে থাকিয়াই পয়সা রোজগারের অভাবে এমন কত কত মা ও বাবা অনাহারে শুষ্ক-বদন মলিন-বেশ, আবার পাহাড়ের উপর উঠিয়া মাকে কে খাইতে দিবে, এত মাথা ব্যথা কাহার? তবে স্ত্রী-পুত্র পালনের যথেষ্ট সাহায্য পাইলে কষ্টে সৃষ্টে না হয় কিছু মায়ের সেবাটা করা যায়। নতুবা মা অনাথিনী, দীন দুঃখিনীর ন্যায় পাহাড়ের মাথায় একাকিনীই থাকিতেন।

এখান হইতে ফিরিবার পথে অন্য একটী পাহাড়ে সূর্য্যকুণ্ড নামক একটী স্থান আছে। তথায়ও ঐ প্রকার পূজার ব্যবস্থাকারী একটী পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল অর্থাৎ তিনিও ইতাবসরে সহর হইতে ফিরিতেছেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার

সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যমধ্যে সমাদৃত হইয়া, বিংশশতাব্দীর সাহিত্যগণ পথ বাহিয়া, নদনদী-কান্তার পার হইয়া অগৎ পারপ্রবেশে বাহির হইয়াছে—যে যুগে নাট্যসের দর্শন-বাদ ও সমসাময়িক ইউরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অকপট চরমসীমায় উপনীত হইতেছে এবং যে যুগের বাংলার জনজীবনেও সেই সাহিত্য বৈদেশিক ভাব উঁকি ঝুঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই অচৈতন্যবিষজ্বারটীর দুর্গে—সমবায়ের ন্যায় করিয়া চিন্তনের পৌত্তলিক দেওয়া যুগে [illegible] পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কৃত হইয়া-[illegible]

ঠাকুর মূর্ত্তি দর্শন করাইবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তবু আগ্রহ করে, হরিদ্বার আসিয়া হর কি পৌড়ী গঙ্গা না দেখিয়া তীর্থ ভ্রমণের সকল বাসনা বিফল হইয়া যায়, বলিয়া [illegible] নাই। যাহা হউক যা একটু উঁচা টিলা যে, যাইতে তাঁহার অত্যাগ্রহে [illegible] ধরিলেন, সে দিনের দিকে দীর্ঘে ধীরে, প্রণাম করিল। কি মুস্কিল? ইহারা যেন, যাত্রীর যাত্রা হইয়া পড়িয়াছে। কপালে কোথাও একটু নিরিবিলি হইয়া দণ্ড দর্শ করিবার উপায় নাই—তীর্থ-ক্ষেত্র মাত্রেই পাণ্ডাপাণ্ডাদের অত্যাচার। প্রাযে হতক পাঠক, কেবল পুরোহিত, মন্ত্র-ব্যবসায়ী গুরুকগণ, ইহাদিগের দৌরাত্ম্য ত' অতিষ্ঠ, অন্যত্র কোথাও শান্তি-প্রদক স্থান নাই, তার পর তীর্থ-স্থানেরও এরূপ অবস্থা। রাস্তায় পথে, ঘাটে, দেবালয়ে এমন, কি পর্বত-গহ্বরেও, উহাদিগের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। বহু বহু বাগ্ বিতণ্ডার পর শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা পাণ্ডার যাবতীয় পাশবিক প্রশ্রয় আবৃত হইল। তখন পণ্ডিতাভিমানী অক্ষর-জ্ঞান-বিবর্জিত কেবল ব্রাহ্মণটী "ছেড়ে দে বাবা কেঁদে বাঁচি" হইয়া অন্য রাস্তা ধরিয়া পলাইয়া [illegible] বিশ্রাটের কথা-বাক্যের সাক্ষ্য দিলেন। সঙ্গে বিভিন্ন জেলার বহু যাত্রী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "উহাদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাওয়ার এতো অতি সুন্দর অস্ত্র। ইহা দেখিলে বোধ হয় প্রাণের তথা-কথিত আপদ বিপদগুলিও পলাইবে"? আমি বলিলাম—মহাশয়! শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী সাক্ষাৎ সুদর্শন অস্ত্র, জাগতিক যাবতীয় অপদর্শক নামক কুদর্শন অস্ত্রগুলি ও স্বর্গীয় অস্ত্রশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের বজ্র, এমন কি ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত এই ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কৃপা বৈকুণ্ঠাস্ত্র ভয়ধের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ডিত। আপনারা কৃপা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইয়া মঠবাসী প্রত্যেক সেবকের বাড়িতে যথোপযুক্ত বৈষ্ণবীয় তেজঃপুঞ্জ ও তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতার আদর্শের সমাবেশটা দর্শনের সুযোগ পাইবেন। আমি তাঁহাদিগের একটা পালিত কুক্কুরাধম, নিজ অজ্ঞতা-দোষে কিছুকাল, ছুটা-ছুটি করিয়া ভ্রমণ করিবার আগ্রহে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। যেখানে যেখানে নানা-প্রকার বিঘ্ন অর্থাদির দ্বারা আক্রান্ত হই, সেখানেই তাঁহাদিগের প্রদত্ত রক্ষা-কবচ ধারণ করি, নতুবা এতদিনে আমারও অস্তিত্ব বিলোপ পাইত।

এখান হইতে পাহাড়ীকে-হরিদ্বারে [illegible] প্রধান তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড নামক [illegible] দর্শন করিলাম।

[illegible] সর্ব্বতীর বর্ত্তমান [illegible] আমার ন্যায় প্রাকৃত [illegible] কাহারও পক্ষে ত কথাই নাই। [illegible] এইস্থানটিতে যাত্রা [illegible] তাঁহারা ত এই স্নান [illegible] স্নান-তর্পণাদি করেন এবং [illegible] যাত্রা ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গা দেবীর আরতি [illegible] অর্থাদি [illegible] এই ব্রহ্মকুণ্ডে [illegible] যাত্রী। মোট কথা, এই ব্রহ্মকুণ্ডটীই হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ-ক্ষেত্র; সেই ঠাকুর আরতিও একটী দেখিবার জিনিস। অসংখ্য দীপাবলী গঙ্গার স্রোতে ভাসমান হওয়ায় মনে হয়, নক্ষত্র-পুঞ্জ আকাশটা যেন নীচে নামিয়া আসিয়া গঙ্গাতীর [illegible] গণকে আপ্যায়িত করিতেছে। [illegible] রুপী তামাসা দেখিতে পছন্দ করেন। [illegible] দিগের ও মনোরঞ্জক আরতির প্রত্যেকদিন মন্দিরের সম্মুখে বেশ কতকগুলি মানুষ ঢোলক সাজিয়া অরিয়া দুই, তিনটী করিয়া, যাত্রার ঘণ্টা বাজায়, ধুনি বাজায়, দেখিতে খুবই মজা। আমি ত' উহাই দেখিতে লাগিলাম, ঠাকুর ত' মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে বা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গেলেই দেখিতে পাইব, কিন্তু সেখানে ত' এরূপ [illegible] তামাসা দেখিতে পাইব না? শুধু সাধুগুলি সাজিয়া বসিয়া থাকে মাত্র, তাহাদিগের সম্মুখ ভাগে এক এক থালা প্রসাদ থাকে। তাহাতে মুদ্রা পয়সা অর্পণ করে। যেন ঠাকুর দেখিয়া কি তাহাদিগের [illegible] দর্শন করিয়া কত কি দেখিয়া রহিয়াছে।

এখানে আরও একটী, অত্যাশ্চর্য্য দ্বারা ইংরাজি মতে যাত্রিগণের অর্থাদি প্রদান [illegible] যায়। সবই এক জাতীয় মৎস্য, ইহারা মহাদেবের [illegible] পরিচিত। আমি যাহারা পাণ্ডার অবস্থান-কালে ইহাদিগের সহিত [illegible] ছিলাম। ধৃতবেশে [illegible] ইহাদিগের [illegible] কেহ নাই [illegible] নির্বাধে নির্ভীক ভাবে বিচরণ করিয়া [illegible] পায় এবং [illegible]

হয় না; কারণ তাহাদের [illegible] কেহ হিংসা করিতে না [illegible] একটা [illegible] ছোট [illegible] ব্রাহ্মণ, তিনি আমাকে [illegible] —প্রত্যেকটী মাছ কত [illegible] হইবে? মাছগুলির নাম কি? আছে কিনা? [illegible] আমি [illegible] [illegible] পুরাণে [illegible] প্রধান তার ও আছিল [illegible]

যাত্রিগণ সাবধান !!!

প্রতারণায় ভুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পূজা ক্যাঁকড়ার মেঠোদলকে দিবেন না।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ 'হিন্দুগণকে' জানান যাইতেছে যে, বিগত ১৩৩৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভায় কাশীমবাজারাধিপতির সরল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া কতিপয় স্বার্থান্বেষী ভিক্ষা-ব্যবসায় ব্যবসায়ীদল [illegible] সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে আদৌ কোন প্রমাণাদি দেখাইতে না পারায় ক্যাঁকড়ার মেঠোদল মাত্রাসার ইষ্টকখণ্ড খুঁড়িয়া ক্যাঁকড়ার মাঠকে কুলিয়ার তন্তুবায়ের দেওয়া নাম মিঞাপুর বলিয়া নাম দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু সভার পূর্ব্ব-পারম্পর্য্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত, সমর্থিত ও সিদ্ধ মহাজনগণের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সেই সভায় সমাগত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ক্যাঁকড়ার মাঠকে কল্পিত মায়াপুর নাম দিবার অধিকার কাশীমবাজাররাজের নাই বা মৎলববাজ ভক্তিবিদ্বেষী জনগণের থাকিতেও পারে না, তাহাদিগকে এক মৌজার নামকে নামান্তরিত করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু লোক প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই মাত্রাসার মুসলমানপল্লী ক্যাঁকড়ার মাঠ কোনদিন মিঞাপুর নামের সার্থকতা করিতে পারে নাই। ঐ সভায় লোক-প্রতারণা-মূলে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদই কাল্পনিক নামকরণের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ চেষ্টা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণকারী নিকৃষ্ট নরগণ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্র' প্রভৃতি নাম অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। গৌরাঙ্গসিংহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও একবস্তু নহেন। ক্যাঁকড়ার মাঠের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের রামসীতার মন্দিরের সহিত শ্রীগৌরজন্মভূমির কোন সম্পর্ক নাই। এ কথা ভুলিয়া এবং না দেখিয়া যাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সত্যের অপলাপ করে, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুদ্ধিমান যাত্রিগণ কখনই আদর করিবেন না। শ্রীমায়াপুরের সন্ধান জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তিরত্নাকর, পরমানন্দদাসের প্রাচীন কড়চা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর—নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের মানচিত্রই প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা সত্যের অপলাপ করিতে বাসনা করিয়া অবৈধভাবে মহিলাগণের চরণ-বস্ত্র নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যে ভাগবতপাঠ ব্যবসায়, মন্ত্রদান-ব্যবসায়, ধামনির্ণয়-ব্যবসায় করেন, তাহাদের [illegible] নামে ধর্ম্মের নামে ব্যবসা ও পয়সা রোজগার ও পরদারের কেশের জন্য নারিকেল তেল কপটতার উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বলিয়া ঐ প্রতারকগণকে শ্রীমায়াপুর দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণ বিশ্বাস করেন না।

কলিকাতার এলবার্ট হলে যদি কামস্কাটকার অধিপতিকে কামাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝান হয়, তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বজন-সম্মত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি—এ কথা প্রমাণিত হয় না। কাশিমবাজারাধিরাজের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অপসাংখ্যমতে ক্যাঁকড়ার মেঠোদলের মুখপাত্র হইয়া জনৈক পালচৌধুরী গলাবাজী করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরিবর্ত্তে শুষ্ক জবাব পাইয়াছেন। সুতরাং যাত্রিগণ সাবধান!! যাহারা বাহির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে,—এরূপ বঞ্চক ও বহিরঙ্গ-সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলক কথায় ভ্রান্ত না হইয়া একবার স্বচক্ষে অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দভূমি যোগমায়াপুর-পীঠ দর্শন করুন। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সাবধান! কপটকে বিশ্বাস করিবেন না।

[illegible]

... তাহার মধ্যে প্রীতির অভাব হইলে বৈষম্য।

... সম্বন্ধ বা দ্বৈত বিভক্তি বর্ত্তমান। ... একতা বা সার্ব্বজনীনতা। ... সেখানে আমির অভাব, মমতা ... [illegible]

... আমি পূর্ব্বে ছিলাম, সেই আমি আমাদের সহিত ... সংশ্লিষ্ট হইলাম।

[illegible]

যে আমি আগে ছিলাম, পরবর্ত্তিকালে আমাদের সহিত মিলিত হইলাম, সেই 'আমার' জ্ঞান পূর্ব্বে না থাকায় আমির মধ্যে নিত্য হইল না। যে আমি ও আমাদের মধ্যে নিত্যধর্ম্মের ব্যত্যয় নাই, সেই আমি ও আমার অনিত্য নহে। নিত্য যুগপৎ আমি আমার এরূপ উপলব্ধিতে একের নিত্যধর্ম্ম ও অপরের অনিত্য ধর্ম্ম যুগপৎ স্থিত হয় না।

আমি চিত্তপথে আমি দেখি যে আমার ... [illegible]

আমি বলিতে দৃশ্য জগতের অন্তর্জনকারীকে বুঝিয়া লইতেছি; এই দৃশ্য জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, তজ্জন্য আমাদের পরিবর্ত্তন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বের পরিবর্ত্তন বুঝিতেছি। বালক আমির সহিত যুবা আমির ভেদ, যুবা আমির সহিত বৃদ্ধ আমির ভেদ, মূর্খ আমার সহিত পণ্ডিত আমির ভেদ, অজ্ঞ আমির সহিত [illegible] আমির ভেদ, অনিত্য আমার [illegible] পরিবর্ত্তন হইতে উৎপত্তি লাভ করিতেছে। নিত্যানিত্য-বিবেক যখন আমি ও আমার মীমাংসা করিতে বসে তখন উহা নশ্বর উপলব্ধির এবং—অনিত্য হয়। নশ্বর

সম্বন্ধে, অধিকারিসূত্রে যে আমিতে অবস্থান করি, সে আমিও অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল। অনিত্য আমি জন্ম, শোক, লোভ, স্পৃহা ও পবিত্রাদি-ধর্ম্মাধীন; যিনি তাদৃশ ধর্ম্মাধীন নহেন এইরূপ আমি ভক্তধর্ম্মের অধিকারসূত্রে সেবা না করিলে ভগবানের সেবক। তিনি যদি কোন প্রকারে আমার হন, তাহা হইলে আমি অনিত্য আমির উপলব্ধি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। আমার নিত্য যখন ... [illegible]

বরং শ্রীগুরুদেব আমার এই বুদ্ধিই হরি-সেবক ব্যতীত অন্য কেহই আমায় দিবেন এই বাক্যে প্রত্যাবিশিষ্ট হয়। আমি যখন আমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি তখন আমার আমার মৃত্যু হয়, অনিত্য আমার কাহার পুরোক্ত বলিরূপে সমর্পিত হইয়া যায়। সে বস্তুতে নিত্য আমার আর অধিকার থাকে না। এই নিত্য আমি সত্য জ্ঞানময় বস্তু, তাহাতে অচিতের কোন আক্রমণ নাই, চেতনময় বস্তু নিত্য চিন্ময়ভাবাপন্ন। তাহাদের মধ্যে কোন অচিৎ বা অবিকৃত আসিয়া জড়তা অর্থ প্রবেশ করিতে পারে না। অনিত্য নশ্বর জগতে মাপিয়া লইতে হয়। নিত্যজগতে পারমিত বিচিত্রতা অপরিবর্তনীয় হইয়া বিরাজমান সুতরাং চেতনরাজ্যে যে অসীম বৈচিত্র্য অবস্থান করে তাহা জড়রাজ্যের ন্যায় স্থূল চিৎ নহে বা সূক্ষ্ম অচিৎ নহে। অবিমিশ্র চিৎ অপর অবিমিশ্র চিতের সহিত নিত্যানন্দ লাভে অবস্থিত, কিন্তু অচিৎ-স্থায়কার চেতনদ্বয়ের অন্তরালে অচিৎ-সম্বন্ধ-প্রভাবে স্নেহ, ভালবাসা বা মিত্রতা বাধা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ অসুবিধা সচ্চিদানন্দ রাজ্যে নাই, সেখানে নিত্য নবনব আনন্দ-স্রোত নিত্যকাল কেবল চেতনেরই পরম উপাদেয়তা নির্দেশ করিতেছে।

আমি ও আমার উপলব্ধির মধ্যবর্তী প্রদেশে যে স্থলে নিত্য প্রেম বিরাজমান, তাদৃশ নিত্য আমারও তাঁহার সহিত ভালবাসা বাড়িয়া গেলেই, অনিত্য আমার জড় বস্তুরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥ আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।" শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যতীত জীবের আর কোন বন্ধু নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও মধ্যমাধিকার নির্দ্ধারণে উহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ। অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনে মিত্রতা মহাভাগবত হইবার কারণ। কৃষ্ণভক্ত হরিজন আনিবার, হরিসাধিধ্য করিবার, হরির নিত্য ভজন করিবার আর কোন পথ নাই। ভারতবাসি বন্ধুগণ! তোমরা হরিজনের সহিত বন্ধুতা স্থাপন কর, হরিজনগণই তোমাদের নিত্যবন্ধু। নিত্যবন্ধুর সহিত কপটতা করিয়া বন্ধুত্ব করিও না, যেহেতু কাপট্য অনিত্য ধর্ম। ভগবান ও বিশ্বাসী ভক্তগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করিতে পারিয়াই অনিত্য আমিরই এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। আসুন! অবন্ধুর সঙ্গ পরিহার করিয়া নিত্যবন্ধুর সহিত মিলিত হই। জগতের বন্ধুরূপে শ্রীনীলাচলপতি অর্চ্চামূর্ত্তিতে আমাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, আমরা

অভিনন্দন-পত্র

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ স্বামিজী পূজ্যপাদেষু।

শ্রীমন্, শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের লীলা-নিকেতন এই ভারত-ভূমির প্রাচীনত্ব অতুলনীয়। আজ সত্য ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইল, মহাযুগের কলিযুগ চলিতেছে। চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরমায়ুর মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার আটাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রাচীনতম যুগ হইতেই সভ্যতায়, আদর্শ ও ধর্ম্মে আমরা সকলের অগ্রণী। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও উহা প্রমাণিত হইয়াছে। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, দুষ্কৃতগণের বিনাশ-সাধন করিয়া সাধুগণকে পরিত্রাণ করিতে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইবেন; উহাই ভগবদ্ভক্ত-নিঃসৃত শ্রীশ্রীগীতার আশ্বাসবাণী। যখন বাস্তব বেদান্ত-ধর্ম্মের মধ্যে প্রেমভক্তি পরিত্যক্ত হইয়া দ্বৈত অদ্বৈতের স্রোত সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে মায়াবাদ ও ঘোর নাস্তিকতা প্রবেশ করিল, এবং বিজাতীয় ভাব-সংস্পর্শে সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার অপ্রকটিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া মহান্ ত্যাগের আদর্শরূপে, শুদ্ধভক্তি প্রেমধর্ম্ম আপনি আচরিয়া জীবোদ্ধার করত দুষ্ট মায়াবাদ ও নাস্তিকতা ভারত হইতে অপসারিত করিলেন।

মহাপ্রভু যে যে অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অধুনা উক্ত পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেও পুনরায় উদ্ভূত হওয়ায় এই অতি শুদ্ধ পবিত্র নিষ্কপট প্রেমধর্ম্মের ভাব নিতান্ত মলিন ও দুরবস্থায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। নির্ম্মল প্রেম ধর্ম্মের অনুভব ও উপযুক্ত প্রচারকের আত্যন্তিক অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কতিপয় নীচ স্বার্থপর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বারা কলুষিত হইয়া এই পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম শয়তানের ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান সমাজে এক বিকৃত রুচি আনয়ন করিয়াছে। যে প্রেমধর্ম্মের মাহাত্ম্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রবর, প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপন অস্তিত্ব হারাইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রান্তে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন,

বর্ণনির্ব্বিশেষে, অধিকার নির্ব্বিশেষে, যোগ্যতা নির্ব্বিশেষে সেই মহাপ্রসাদ লইয়া পরস্পর মধ্যে মহাপ্রসাদ পাতাই। মহাপ্রসাদে নিষ্কপট বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পাত্রের ভোজন করি। তাহা হইলেই দুঃসঙ্গের পরিহার এবং সৎসঙ্গের আবাহন হইবে।

ছিলেন, আজ উহা অজ্ঞতের নিকট শুধু উপহাসরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীভগবানের আসন টলিল, তাই এই শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রচারকপ্রমুখ প্রভুপাদ শ্রীআচার্য্য আপনগণ-সহ প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। আপনারা এবং আপনি তাঁহার শিষ্যরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে লুপ্ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে নিজেকে আগার্থক ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া জগৎকে বিশেষতঃ ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চিত্তপদে স্বেচ্ছায় আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। সন্ন্যাসেই তাহার পূর্ণ নিদর্শন। জগতের হিতের জন্য আপনাদের বা আপনার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাই ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী হইয়া, জ্ঞান-সন্ন্যাসের আচরিত-পূজা বিসর্জ্জন দিয়া ভগবদর্থিতা কীর্ত্তন করিতে প্রতিজ্ঞায় ঘরে ঘরে যাচিয়া সাধারণ উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ আজ শক্তির উপাসনার জন্য বলিয়া আসিতে। ভক্তপ্রেম-লাভে সমর্থ প্রেমভক্তি-পরায়ণ আজ অল্পসংখ্যক সাধক ব্যতীত কেহই সত্যধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সত্যানুভব জাগাইতে তোমার পক্ষে বিশুদ্ধ বেদান্তরহস্য বা শুদ্ধভক্তি বর্ত্তমান সময়ের অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তাই আপনাদের বা আপনার মত প্রেমভক্তির প্রচারক বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসিবর্গের অভ্যুত্থান হইয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে যদি আপনাদের দান গ্রহণ না করি, তবে নিশ্চিতই আমাদের আত্মহত্যা করা হইবে। এই যুগে আমাদের প্রেমধর্ম্মের এতই আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের অভাবে বেদান্তের উচ্চ আদর্শসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য না থাকায়, অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রবল হওয়ায়, সমাজে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং আমরা অবনত মস্তকে এই অনুরোধ প্রেমদাতা হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া যাহাতে ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তদনুকূল শক্তি দান করুন। এক্ষণে বিশ্বপ্রেমিক ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ও সনাতনধর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া, সংস্কারক জনগণের হৃদয়ে আপনোদয় করুন। সমাজ নবজীবন লাভ করিয়া এই প্রেম ও মুক্ত ত্যাগধর্ম্মের আদর্শ গ্রহণ করুক, সর্ব্বত্র জয় হউক। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি [illegible] ১৩৩৩ সাল ২৮শে ফাল্গুন [illegible]।

[illegible]

বড় লাট লর্ড [illegible] কলেজের [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন [illegible] এম, এ, বি, এল মহাশয় পরিবারবর্গ সহ [illegible] শ্রীধাম [illegible] পরিক্রমা করিতেছেন।

নানা কথা

সাম্রাজ্যের গভর্ণর জেনারেল বড়লাট ও বড় লাটের আদেশ যাত্রা

নূতন দিল্লী, ১৪শে মার্চ। [illegible] সংবাদে প্রকাশ, ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড বড় লাটকে মাত্র ৪ মাসের ছুটি লইয়া আগামী জুন মাসে একবার বিলাতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঠিক কোন্ বিষয়ে পরামর্শ করাই এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য। সরকারী কাজের বিশেষরূপ চাপ না পড়িলে বড় লাট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

বড় লাটের অনুপস্থিতিকালে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড গোশেন বড় লাটের পদে অস্থায়ি-ভাবে কার্য্য করিবেন।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও জল ছোঁয়ার ব্যাপারে

করাচী, ১৮ই মার্চ মুলতানী হিন্দুদের একটি ধর্ম্ম-সম্পর্কিত শোভাযাত্রা যখন গত কল্য সন্ধ্যাকালে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিল, সেই সময় কতকগুলা মুসলমান বালক তাহার উপর কটুক্তি করে। তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে একটা দাঙ্গা বাধিয়া যায়। দাঙ্গায় দুইজন মুলতানী হিন্দুকে ছোরার দ্বারা আহত করা হইয়াছে। পুলিশ আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়াছে। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

জল-সংকোচন

গতকল্য [illegible] [illegible] [illegible] হইতে দুই দিন [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু [illegible] পাওয়া গেল যে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি মহারাজ পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের অগ্রণীরূপে প্রত্যহই পরিক্রমা চালনা করিয়া সকলের হৃদয়ের সোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ বিভিন্ন দ্বীপে অক্লান্ত, অনর্গল, হরিকথাকীর্ত্তন করিয়া বহু জীবের সংশয়-গ্রন্থি ছেদন ও হরি-ভজনের ঐকান্ত কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরিক্রমা-ব্যাপার প্রতিবর্ষেই বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া চলিতেছে। পরিক্রমা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বর্ণনাদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সহস্র সহস্র বিভিন্ন দেশীয় ভক্তবৃন্দের একত্র সম্মেলন, সহস্র-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন, সহস্র লোকের একসঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবন যে কি দৃশ্য, তাহা ভাষাদ্বারা চিত্রিত করা অসম্ভব। শত শত গোযান, অশ্বযান, হস্তী, পতাকা, ছত্রতম্বু, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ভ্রমণশীল পরিক্রমার যাত্রিগণের পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদ, জলাহার ও বিশ্রামাগারের বন্দোবস্ত যে কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর অনুপম সেবা-নৈপুণ্য, অধ্যক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কলিকাতার কোন বিখ্যাত বায়স্কোপ কোম্পানি শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার এই সকল চিত্র বায়স্কোপে প্রচার করিবার জন্য ক্যামেরায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও বিভিন্ন দ্বীপের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ৮ই চৈত্র শনিবার কলিকাতা হইতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায়গুপ্ত, ট্রান্সলেটার হাইকোর্ট, সস্ত্রীক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃতানন্দ অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠে আগমন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার প্রাতে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন ডেপুটিপোষ্টমাষ্টার-জেনারল, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহোদয়দ্বয় সপরিকরে শ্রীমায়াপুরে উৎসব দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা-সম্প্রদায় গোদ্রুমদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যদ্বীপ দর্শন ও সেই স্থানের আনুষ্ঠানিক কার্য্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে বেলা ১২টার সময় শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

এবার পরিক্রমায় যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য-বারের তুলনায় ...গুণ হইয়াছে। সুদূর আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, এদিকে বঙ্গের প্রত্যেক জিলা ও প্রধান প্রধান মফঃস্বলের বহু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের শিরোমণি মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের বহুবিধ চেষ্টা শ্রীধাম-পরিক্রমাকারি সত্যানুসন্ধিৎসু যাত্রিগণের আকুল উৎকণ্ঠায় বাধা দিতে পারে নাই, বরং ঐরূপ মৎসরতা নির্ম্মৎসর সাধুগণের মহত্ত্বের উজ্জ্বল্যই বিধান করিয়াছে।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীপরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, অন্যান্য বারের আবাসস্থলগুলি পরিপূর্ণ হইয়াও যাত্রিগণের জন্য [illegible] অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অস্থায়িনিবাস নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর ১৫ মিনিটের জন্য বায়ুপ্রবাহ হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রিগণের কোন অসুবিধা হয় নাই, বরং ঐভাবে ঐ স্থানে তাঁহারা প্রত্যুষ পর্য্যন্ত ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ সুরক্ষিত যাত্রিগণ পরমানন্দে বিশ্রামাদি করিতে পারিয়াছিলেন।

শনিবার প্রাতঃকালে পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীপাদ মুরারি ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ দর্শন ও সেই স্থানে শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যাদি মহাজন-গ্রন্থ হইতে সংকীর্ত্তনমুখে পাঠ করিয়া ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভিটায় উপস্থিত হন সেইস্থানে বাগ্মিবর গৌড়ীয় সম্পাদক এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সম্প্রদায় মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের নাম বাঙ্গালার নরনারীর নিকট অপরিচিত নহে। তিনি যে সহজ সরল ছন্দে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও লীলামাধুর্য্য-সারপূর্ণ মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অপূর্ব্ব। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং বলিয়াছেন—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

ঠাকুর বৃন্দাবন অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-কুলগুরু। যাঁহারা আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর কত বড়। প্রকৃত-প্রস্তাবে সাহিত্যই সমাজ রচনা করে এবং সমাজের চিন্তা, ভাব-ভাবনার সৌগন্ধ বা দুর্গন্ধ উদ্গীরণ করিয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী সকলেই সাহিত্যের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়। বর্ত্তমান যুগে বিশ্বসাহিত্য বিরাট সমাজ দেহের অন্তরের সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া যেরূপ অকালমৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সমাজশরীর রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত বলা যাইতে পারে। সুধীগণ ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা বাঙ্গালার সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বিষয় একটু তলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রাকৃত বা গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই ঠাকুর বৃন্দাবনের উপর তাঁহাদের নৈসর্গিক স্বভাবানুসারে হাড়ে হাড়ে চটা। কারণ ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রাম্য সাহিত্যিকগণের অবাধ—উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়-তর্পণের গতিমুখের পথ বন্ধ করিয়া শ্রেয়ঃ-কথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বিপথগামীকে অনেকটা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন লক্ষবদ্দেই—এমন কি নিত্যানন্দচরণে—অপরাধ ও অপরা ধ ব্যক্তিগণকেও পদাঘাত করিয়া তাঁহাদের ... মঙ্গল-কামি ব্যক্তিগণ ... তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহার পরম কৃপাময় চরণে নানা প্রকার অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দৈবের কথা কোন বিশেষ সাহিত্যিক এক অপর করিয়া আত্মরক্ষা নাই, কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া ব্যাধিরূপে এই অপবাদের বিষাক্ত বাষ্প বিস্তার করায় সমগ্র সমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান সমাজের পাঠশালার বালক বালিকা হইতে যুবক যুবতী, এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রাম্য সাহিত্যের আপাত-মোহন দেশে মুগ্ধ হইয়া সমাজকে যে কিরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা যে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঠাকুর বৃন্দাবন ভাবি সমাজের এইরূপ জীবন দুর্দ্দশার কথা তাঁহার সুদূরদর্শনে জানিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবতরূপ এক মহা নিদান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনে করুণা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীমহাভারতে পুত্র মুখি নিজ্জ্বলাদির কথা অবতারণা করিয়া নীতি ও সাধুতা শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন পরম বাস্তব শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব চরিত্রের দৈনন্দিন-ঘটনাবিধি দ্বারা সকল শৈক্ষ ভক্তিনীতির যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে কলিহত জীবের প্রতি ঠাকুরের অশেষ কৃপা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রন্থাকারে যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসবীট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠ-সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ বিশ্বমানবকে এক একটী শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রকাশিত করিতে চাহিতেছেন। এই সকল শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রত্যেক জীবনপত্র অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের নাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন।

সুতরাং যদি বর্ত্তমান সমাজ, অতীত সমাজ ও ভাবি সমাজকে রক্ষা করিতে হয়—বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাঁহাদের কলঙ্ক দূর করিতে হয় এবং আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিতে হয়, তাহা হইলে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটা বাসপীঠ বা ভক্ত-পীঠের স্মৃতি-পূজার উপাসনা সংস্থাপন করা সকলেরই আবশ্যক। অসৎ সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, যাহা বিরাট সমাজ-দেহে রাজযক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করিয়া সমাজ-

শরীরকে অবশ্যম্ভাবী অকাল-মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার চিকিৎসা আদি-কবি ঠাকুর বৃন্দাবনের অব্যর্থবিধান-গ্রন্থের প্রচার ব্যতীত অন্য প্রকারে সম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্যমঠের কার্য্য সকল ক শ্রীচৈতন্যভাগবত করা। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রচার ব্যতীত অন্যের বিশেষ মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

এই স্থান "গৌড়ের নৈমিষক্ষেত্র"। একদিন নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীল সূত গোস্বামি মহাশয়ের শ্রীমুখে সহস্র ঋষি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগবত হইয়াছিলেন, আমরা আচার্য্যের বাণী হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, অদূর ভবিষ্যতে এই গৌড়ের নৈমিষে বহু লক্ষ লোক আগমন পূর্ব্বক আচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণফলে এক এক জন এক একটী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইবেন।

স্বামিজীর এই আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভিটা 'জয় জয়' কলরবে মুখরিত হইয়াছিল। কলিকাতা-নিবাসী কোন ভক্তিমতী মহিলা ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকল্পে যে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র মন্দির, সেবকগণ প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় এবং একস্থানে ব্যাসাবতারের স্মৃতি স্থায়িভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক বিচার করিয়া অনেক উদারহৃদয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ও অনেকে আনুকূল্য করিয়াছেন আমরা সময়ান্তরে তাঁহাদের নাম নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত করিব, ইচ্ছা থাকিল।

গত ৯ই চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বসন্তাখ্য ভক্ত্যাঙ্গ-কথা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বন্দনা ও গুরু-বন্দনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন,—জগতে মোক্ষাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, কর্ম্মকাণ্ডক, যোগিসন্ন্যাসী প্রভৃতির বন্দনাই প্রচলিত রহিয়াছে। ভগবদ্ভক্তের বন্দনা বাস্তব প্রকৃত সত্য করিতে পারেন না। বৈষ্ণবের কাছে এক, যে কেহ ভগবদ্ভক্ত তাঁহার স্বভাবই দৈন্যবশতঃ আপনাকে নীচ অধম মনে করিয়া থাকেন; সেই হেতু তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ', অমর্ষ-রূপেই কীর্ত্তিত হইবেন। তাঁহার প্রশংসা করা বিশেষ অন্যায় কার্য্য—ইহাই অত্রজ্ঞবাদ। বৈষ্ণবের বন্দনা বলিতে যাঁহাদের হৃদয় কোটিগুণে স্ফীত না হয়, জানিতে হইবে তাঁহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ, দোষজ্ঞ-শ্রম-পীড়িত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত লোক। তাঁহাদের দুর্নিবারগণ-কল্পে

ভক্তিশাস্ত্রে একমাত্র বৈষ্ণববন্দনার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈষ্ণব বন্দিত না হইলে বিষ্ণু কখনও বন্দিত হন না। বিষ্ণু বন্দনা অপেক্ষা বৈষ্ণব-বন্দনা বড়।

বৈষ্ণববন্দনায় আমাদের কোটিজিহ্বা, কোটি জিহ্বা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক। যাঁহারা অন্য সমস্ত বন্দনা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-বন্দনা করেন, তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের বন্দনাই গোবিন্দের পাদপদ্মে পৌঁছে। কিন্তু যাঁহারা অবৈষ্ণবের বন্দনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের বন্দনায় অবৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত সয়তান বন্দিত হয়। ভক্তিশাস্ত্রের সার, মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার—বৈষ্ণব বন্দনা। গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা তোষামোদ নহে। তাহাই জীবের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণবগণ বিশেষবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী নহেন। জড়বিশেষবাদিগণ জড়ের প্রতিষ্ঠা বা তোষামোদ শুনিতে ভাল বাসেন আর নির্ব্বিশেষবাদিগণ অপরের দ্বারা প্রশংসিত হইলে কপটতা করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা অধিক মাত্রায় সংগ্রহ করিতে চান। বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস্যগর্ব্বী প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া অধিকতর কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত হন এবং তৃণাদপি সুনীচতার চরম আদর্শ প্রদর্শন করেন, যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি, তাঁহারা অনেক সময় কপটতা করিয়া বৈষ্ণবের সম্মুখে বৈষ্ণবের প্রশংসা করেন, কিন্তু পশ্চাতে বৈষ্ণব-নিন্দারূপ মহাপরাধে লিপ্ত হন। এইরূপ ব্যক্তির চেষ্টা বৈষ্ণব-বন্দনা নহে। যাহাতে আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণববন্দনা শিক্ষা করিতে পারি, যাহাতে আমাদের হৃদয় বৈষ্ণবের প্রশংসাবাদ করিতে সহস্র গুণে স্ফীত হইয়া উঠে, তজ্জন্য আমাদের নিষ্কপটে ভগবানের চরণে—বৈষ্ণবের চরণে আর্ত্তি জানান আবশ্যক। এই বৈষ্ণব-বন্দনা শিখিতে পারিলেই আমরা বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারিব।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার ত্রিদণ্ডি অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি মহারাজ অতি আবেগময়ী ভাষায় শ্রীধাম, শ্রীনাম, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও বৈষ্ণব-প্রেম সারতত্ত্ব-চতুষ্টয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ময়মনসিংহ কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয়ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পরিক্রমায় ঐশ্বর্য্য

কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে, অধিকাংশই মাৎসর্য্যবশতঃ মনে করিতে পারেন যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পরিক্রমাদিতে আড়ম্বর করিয়া তথায় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করার আবশ্যকতা কি? বরং উহাতে দাম্ভিকতা ও অকিঞ্চিত স্বাভাবিক দীনতা-বুদ্ধির লক্ষণাভাবই লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বপক্ষকারিগণের এই কথার বহু-মীমাংসা সহজভাবে ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা স্থানান্তরে সেই সকল সমাধান এই স্থানে প্রদান না করিতে পারিলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রের দুই একটী ঘটনা এই কথার সুষ্ঠু উত্তর প্রদান করিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

কোলদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে মাৎসর্য্য-বশতঃ কোন কোন প্রাকৃত সাহজিক কপট ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, পরিক্রমাতে হস্তী অশ্ব প্রভৃতির আড়ম্বরের প্রয়োজন কি, আর মহাপ্রভু যখন অত্যন্ত দীনদরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন, তখন তাঁহাকে হস্তীর উপর আরোহণ করাইবারই বা প্রয়োজন কি?

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণমধ্যে দেখিতে পাই যে, তিনি বহির্ম্মুখগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরিত্রের সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-দ্বারা পাষণ্ডদলন-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন শ্রীমায়াপুরচন্দ্র কীর্ত্তনবিরোধী কাজীদলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকারের অমৃত লেখনীতে আমরা দেখিতে পাই—কাজীও কোন কোন মাৎসর্য্য-পরায়ণ কুলিয়াবাসীর ন্যায় গৌরসুন্দরের মহাসংকীর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কাজী বলে শুনি আজি কি গীত-বাদন।
কি বা কারবিভা কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানী।
ঝাট জান তত্ত্ব তবে চলিব আপনি॥
কাজীর আদেশে সবে অনুচর ধায়।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার লাজ পায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজি যায়।
ভয়ে পলাইল তবে কাজির কিঙ্কর॥
নড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥

শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্কীর্ত্তনপ্রকার লিখিয়াছেন,—

কোটি কোটি লোক-সঙ্গে নিমাই
[illegible] আইলা।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কাজী॥
[illegible] শুনিয়া কম্পিত [illegible] যে যাই।
দর্শকের যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
সাঙ্গে সাঙ্গে মহাভাগ্য কৌতুকেতে
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি হৈল।
জগতে প্রভাবে কথা এই আশ্চর্য্য॥
পূর্ণিমার শশী যেন বেদি নদীয়ায়।
সাধ্যমাত্র ভক্তের বই কড়ি ফুল লাগে।
বাজন ধ্বনিতে দুই শ্রবণ উন্মাদে॥
এই সব অদ্ভুত মহিমার জগতে মগনে।
রাজ্য আসিতেও কেহ এমত না করে॥

কাজী বলে হেন বুঝি নিমাই

বিবাহ করিতে যাইতেছেন কোন ঠিক॥

কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত, পাতালাদি পূরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সবে যায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
পূরিল সকল স্থান বিষ্ণুবগণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই হওয়া অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ভয়ে হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহ নাহি জানে॥
সবেই নাচেন সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া হরি বলে সর্ব্বলোকে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অনেক মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তির কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর ন্যায় উক্তি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সর্ব্বাচার্য্যশেখর বিশ্বগুরু গৌরনারায়ণ দীনদরিদ্র, সুতরাং হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণের অযোগ্য—ভোগকুলের এই দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদন করিবার জন্যই পাষণ্ডদলনবানা আচার্য্য এইরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দর পাষণ্ডদলনের জন্যই শ্রীবাস-অঙ্গনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, নৃসিংহরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কাজী দলনে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সকল দুষ্টব্যক্তি বিষ্ণু বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য নাই বিচার করিয়া তাঁহাদিগের চরণে নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সেই অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আচার্য্য বিষ্ণুবৈষ্ণবে নানাপ্রকার বৈভব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পোড়া-মা-তলায় এবং নবদ্বীপ সহরে যে সকল কীর্ত্তন-বিরোধিসম্প্রদায় কীর্ত্তনে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা চৈতন্যভাগবতের বিচারের মত—
[illegible] শুনিয়া কম্পিত [illegible] যে যাই।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

কোন কোন কীর্ত্তন-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া ভুলিয়া সর্ব্বে পরিক্রমায় ঐশ্বর্য্য দেখিবার জন্য—

"ঈর্ষায় বাড়িয়া পাক দেয় সেই মেলে।
অলক্ষিতে মাচয়ে অন্তরে প্রাণ হারে॥"

কিন্তু যাহারা বিশেষ মাৎসর্য্যপরায়ণ কীর্ত্তন বিরোধী তাহারা চৈতন্যভাগবতের চিত্রের ন্যায়

"যার বাড়ী আছে সেই হওয়া অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ভয়ে কাঁপে বুক॥"

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যদর্শনে মাৎসর্য্যপরায়ণ কীর্ত্তন-বিরোধি সম্প্রদায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাই তাহারা মাৎসর্য্যের দুর্গন্ধময় উদ্গার করিতেছে। সে দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু-নাথ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া পোড়া-মা-তলার কাহারও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কীর্ত্তনে বাধা দিবার অধিকার নাই, উহা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের

আশ্বাস-বাণী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন অধোক্ষজ কৃষ্ণের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ' উপদেশ করিয়াছিলেন, যখন প্রাকৃত ভাষায় অবাঙ্মনসোগোচর বস্তুর কথা গান করিয়াছিলেন, সেইকালে অনেকেই বাস্তববস্তুর সন্ধানকার্য্যে বিফল-মনোরথ হইয়া অপরিহার্য্য অজ্ঞানে নৈরাশ্য-জলধিতে নিমগ্ন হইতেছিলেন। "সেবোন্মুখ হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের বস্তুও অধীন হয়"— শ্রীরূপের এই বাণী যেরূপ জগতের জীবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, যেরূপ বাস্তববস্তুর সন্ধান শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ লাভ করিবার জন্য আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ গোপাল-তাপনী-পাঠে 'ভক্তিরস্য ভজনং' প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ বৈরাগ্যের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সেইরূপ আজ কলি-যুগ কলিতে জীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়্‌রিপুর উপাসনায় পা ভাসাইয়া জগতের নানা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অনেক নিরীহ ব্যক্তি অসৎকে সত্য বলিয়া, মরীচিকাকে বারি-জ্ঞানে—আত্মবঞ্চনাকে সাফল্য মনে করিয়া কোন্ পথে যাইতেছেন আজ পথিকগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে একখানি কল্পিত 'গঙ্গার চিত্র'-মুদ্রিত কাগজ দর্শন করিয়া

ত্রিচত্বারিংশদধিকচতুঃশততম শ্রীচৈতন্যপ্রকটাতীতাব্দপ্রারম্ভে
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায়া বার্ষিকাধিবেশনে প্রদত্তমিদং

প্রশস্তিষট্‌কম্

শ্রীকৃষ্ণাত্মাবতীর্ণা নিখিলজনিমতাং
মার্জ্জনী মানসানাং
ব্রহ্মব্যাসাদিভির্যা ভুবনপরিগতা
মায়িকান্ সংহরন্তী।
বিদ্যা শ্রুত্যাদিগূঢ়া ভবতি চ নিতরাং
মাশ্রিতা সা যয়াত্মা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ১॥

দৃষ্ট্বা গ্লানিং হি ধর্ম্মে সকলনরগণে
নিত্যমুদ্ধর্ম্মলীঢ়ে
আগত্যাগত্য পৃথ্বীমকপটহৃদয়াৎ
কৈতবং নাশয়ন্তী
সদ্ধর্ম্মালোকবর্ত্তিং প্রথয়তি বিশদাং
নিত্যধাম্নোঽবতীর্ণা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ২॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামিমুখ্যাঃ সুবুধজনগণাঃ
শুদ্ধ আম্নায়তত্ত্বে
যান্ যান্ সিদ্ধান্তবাদান্ কলিজন-
সুখদান্ সুষ্ঠু সংরক্ষ্য যাতাঃ।
মধ্যে তেষামতীবপ্রবলনিলয়বৎ
সূত্র-সংস্থাপিকা যা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৩॥

যস্যাঃ কারুণ্যধারা প্রকটয়তি
নবদ্বীপখণ্ডে পুরীং তাং
মায়াখ্যাং গৌরভানোর্বিলসিত-
সুভগাং গোকুলাভিন্ন-গোত্রাম্।
শাখাস্তস্যাশ্চ দিক্ষু প্রচরণজননীঃ
শুদ্ধরাদ্ধান্তবাচাং
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৪॥

যা কৃত্বা পাদপীঠাদ্ গমনপরিসরে
কৃষ্ণচৈতন্যপুত্তে
দৈবান্ বর্ণাশ্রমাংশ্চ প্রচলিত-
সকলানাসুরাংস্তারয়ন্তী।
বিদ্যাদানীশ্চ কার্য্যার্জ্জনচয়-সরণী-
স্রোতস্তে সং প্রকাশ্য
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৫॥

সন্ন্যাসে চ ত্রিদণ্ডং নিয়তমহবিধিং
শ্রীনদীয়াপ্রকাশং
গৌড়ীয়ং হ্যাম্নিষ্টং কলিযুগতরণীং
সাত্বিকীং ব্রহ্মবিদ্যাম্।
ব্যাখ্যাং গোস্বামিগুপ্তামপি বিত-
রতি যা ভূরিশো লোকমধ্যে
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ॥ ৬

শ্রীমায়াপুরধামস্থ পরবিদ্যাপীঠান্তে-
বাসিনাম্।

১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ।

ভ্রান্ত পথিকগণের কুপথে গমন হইতে রক্ষার জন্য কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, উহাই আশ্বাস-বাণীরূপে পাঠকের মঙ্গল উৎপন্ন করিতে পারিবে।

১। শ্রীগৌরাঙ্গদিগের জন্মভূমি রাম-চন্দ্রপুরের কাঁকড়ার মাঠে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ স্থানে একটী মাদ্রাসার বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। মাদ্রাসার ঐ হটগোলকে দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দসিংহের রামসীতার মন্দিরের হটক বলিয়া কাহারও ভ্রম উৎপন্ন না হয়, দেখা আবশ্যক।

২। দেওয়ানের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া স্থানভ্রষ্ট হওয়া বহুদূরে চলিয়া যাওয়ায়, সেইস্থান গৌরাঙ্গদিগের জন্মস্থান বলিয়া কিরূপে নির্ণীত হইবে?

৩। দেওয়ানের স্থাপিত গৌরাঙ্গ-দিগের জন্মস্থান নিরূপণ সত্য হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মস্থান ভিন্নতত্ত্ব বহুকালের পর দেওয়ান মহাশয় পারেন, তাহা হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সেইগুলি অবিসংবাদিত সত্য নহে বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। মহাপ্রভুর জন্মস্থান-সংক্রান্ত মন্দির দেওয়ানের মন্দিরের সহিত কিরূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা অগ্রে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

একখানি কল্পিত চিত্র, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হালি ম্যাপ প্রভৃতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহাতে যে ভুল-ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। কল্পনা-প্রভাবে ১৪৮২ ও ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের গঙ্গার ধারা, যাহা চিত্রিত হইয়াছে, উহা কেবল ঈর্ষা-মূলে অবৈধভাবে অঙ্কিত। বঙ্গদেশ অশিক্ষিত কোন মিস্ত্রী প্রভৃতির ঈর্ষা-মূলে কল্পিত চিত্রের উপর নির্ভর না করিয়া পূর্ব্ব ও নিরপেক্ষ-পাঠকদিগের প্রাচীন চিত্র ও প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করা আবশ্যক।

যাঁহারা হস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিভিন্ন ঈর্ষামূলক ঘটনা-সমূহ দর্শকগণের জানা না থাকায় সর্ব্বসাধারণের ভ্রম উৎপাদন লাভ করিবে।

৬। পৃষ্ঠপোষকগণের নামের মধ্যে যাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে, উঁহারা অনেকেই অথবা সকলেই প্রভুর জন্মস্থানের সম্বন্ধে আদৌ কোন আলোচনা করেন নাই। সকলেই চিত্রবিদ্যানিপুণ নহেন। সকলেই ঈর্ষা, হিংসা, কাম, ক্রোধাদির বশীভূত নহেন। সুতরাং চিত্রকরের ঈর্ষ-মূলক চিত্রের উপর কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অর্থ উপার্জ্জনের অবৈধ সাহায্য করিবেন না।

৭। পৃষ্ঠপোষকগণ কে কি ভাবে উক্ত চিত্রকর সহিত, কোন কোন সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, আমাদের তাহা জানা আবশ্যক।

৮। ষোড়শশতাব্দীর নবদ্বীপ-গ্রাম কোথায় ছিল, সেই বিষয়ে যাঁহাদের ইতিহাস জ্ঞান নাই, ভৌগোলিক সংস্থান বুঝিবার সুবিধা প্রবেশাধিকার নাই, সেই সকল অনভিজ্ঞকারীর পরামর্শ কখনও সেই পৃষ্ঠপোষকগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভ্রান্তির সংশোধন জন্য অর্থলোভ, কামনা ও হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং সংযত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

৯। অতি শীঘ্রই এই সকল কথার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবৈধ অভিপ্রায় ও অনুমানমূলক চিত্রিত হইয়া প্রকৃত মান-চিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে বিচারকগণ তারতম্য নির্দ্দেশে সাম্প্রদায়িক চিত্রকরের সকল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেন ও এই শ্রেণীর লোকের পৃষ্ঠপোষক হইতে গেলে সত্য হইতে কিরূপে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

১০। চিত্রকারস প্রমুখ বাক্য কোন্ উদ্দেশ্যে কি প্রয়োজনে সমাজের কতকগুলি ব্যক্তিগণকে বিপথে চালিত করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীমদ্ভাগবত, বাকদেশস্থ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, প্রাচীন নদীয়ার কাহিনী, শ্রীপরমানন্দ দাসের কড়চা, প্রাচীন নদীয়ার সম্বন্ধি-মীমাংসা, রেনেলের ম্যাপ, জাহ্নবীর চিত্র, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীভক্তিরত্নাকর শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা, মিত্রাক্ষরী, ষ্ট্যাটিষ্টিকাল একাউণ্ট বারদ-কৌস্তুভ, নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, সজ্জন-তোষণী, গৌড়ীয় ও পঞ্চাশবৎসরের সাময়িক, চাকদহ, দেওয়ানের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ানের তাবেদারগণের দুর্দ্দমনীয় কল্পিত চিত্র ...প্রভৃতি বহু মহাশয়ের গমনাগমন, কাশিম-বাজার রাজের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী ললিত বাবুর ক্রিয়াসমূহ, কাসিমবাজার সাম্যতীর্থ ও

মৃত কাষ্ঠি যষ্টি, প্রিয়নন্দী এবং তাঁহাদের 'চেলা' ফর্দী দল, সংগ্রাম যৌন ও কুলধর্ম বর্জিত অত্যাচার-প্রসূত লেখনীসমূহ, সখী-ভেকী, গৌরনাগরী, জাতিগোস্বামিগণের আস্থায়া-বংশে প্রবেশের উৎকট চেষ্টার ইতিহাস-সমূহ, 'কপট ব্যবসাদারের মন্ত্রব্যবসা, বিগ্রহ-ব্যবসা, ধর্ম ব্যবসা প্রভৃতি, কাশমারীর চক্রবর্তী মহাশয়ের দর্শনশাস্ত্রাধিকার, শ্রীচৈতন্য-ধামিগণের নদীয়াধামীর প্রতি অত্যাচার-কাহিনী, অর্বাচীন নবমুগসম্প্রদায়ের অর্থোপার্জ্জন-জন্য অধ্যক্ষ হইবার অবৈধ চেষ্টার ইতিহাস, পাশিগাথার পণ্ডিতের বর্দ্ধিত স্পর্দ্ধাধীনে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-নিগড় জনগণের অবৈধ অর্থ-চেষ্টা, গৌড়ীয়ের উকীল মহাশয়ের পিঞ্জরবদ্ধ কারখানায় চিকিৎসাগারের উত্তরাধিকারীর অনুসন্ধান, অজ্ঞানান্ধগণের 'জ্ঞানী' উপাধির ইতিহাস, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্থাপন-কার্য্যে কৃষ্ণনগর নিবাসী জনৈক মহিলার দুঃখ প্রভৃতি অনেক কথা আলোচনা করিতে গিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আমূল হাস্যরস। আলোচনার ফল যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহাদের সকল পাঠকই পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, টাকার জোরই, মাধ্যিকার প্রাধান্যই, ঈর্ষা ও হিংসা প্রভৃতি মূল্য বৃদ্ধি সংবর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর অমৃতনিষ্যন্দ হইতে পারে না। সুতরাং জনসঙ্ঘ পরিবর্জ্জন করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের কোন উক্তও কোথাও স্থান নাই। প্রাকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও প্রাকৃতাভিমানী সম্প্রদায় চিরকাল প্রতি অবৈধ শ্রীগুরু বশবর্ত্তী হয়। যে সকল মাধ্যিকগণ লেখাইয়াছেন, ঐ গুলি ঐন্দ্রজালিক অসত্য। 'তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত 'ভেকোবাদিমৃদাং' বাক্যের আবাহন করিয়াছিলেন। এখনকার সুধীজনগণ ভবিষ্যদ্বাণী সুতরাং তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের চতুরতা পোষণ করিবার জন্য তাঁহাদের হাতে তোলা দিবেন না।

সকলেই জানেন, বানরের হস্তে খড়্গ, শূকরের নিকট মুক্তামালার সুব্যবহার নাই, অভক্তের নিকট ভক্তির আদর নাই— আদর আছে আর কিছুর। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আসামীসমূহ সকলেই ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায় নাই এবং তাই আজও উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভক্তিবিরোধী, ভক্তবিরোধী, শ্রীচৈতন্যবিরোধী, শ্রীচৈতন্যধর্ম্মবিরোধি জনগণ চিরদিন থাকিবে ও তাহাদের নানাপ্রকার অশিক্ষিত অনেক ব্যক্তিকে দলে টানিবার জন্য অন্যাইটাকে চোখমুখ দিয়া কায়ক্লেশে কনক রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিবে। কিন্তু ঐ সকল চাতুরীর অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া কায়ক্লেশে ফলে [illegible] জন্য কোন অকট [illegible] ত্যক্ত [illegible] আয়ত্ত [illegible] জানেন না। যদি

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

১২ই চৈত্র, ১৩৩৫ ইং ২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৯ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীযোগপীঠের নাট্যমন্দিরে ধাম-প্রচারিণী-সভার পঞ্চত্রিংশদ্ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে শ্রীগৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃ সজ্জনগণের সমাচরিত সেবা-কার্য্য স্বীকার ও সম্মান-প্রদত্ত হইবে। সকলের যোগদান [illegible]।

বুঝিতাম, কাশকুড়ার মঠের জমির জন্য বাড়াইবার জন্য আন্দোলনের নিরালম্বীন কথায় গা ঢালাইয়া জমির মূল্য বাড়াইয়া অর্থবৃদ্ধি না হইত, যদি বুঝিতাম, গৌড়ীয়ের উকীল মহাশয়কে পিঞ্জরবদ্ধ কারখানায় গলায় গণ্ডী দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অজ্ঞাতভাবে না থাকিত, যদি বুঝিতাম, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বংশপরিচয়ের পাণ্ডিত্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের শিষ্য ভাবক সম্প্রদায়ের দ্বারা কাশিমবাজারাধিপতি প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির বহু অর্থনাশ না করাইতেন, যদি বুঝিতাম, নানাকৌশলে পেটপূজক সম্প্রদায়ের মূল্য দিয়া বক্তৃতা খরিদ করা না হইত, যদি বুঝিতাম, কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশার লোভমুক্ত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে কায়মনোবাক্যে যোগদান করিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষককেই সত্যের দিকে আসিবার জন্য আহ্বান করিতাম। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকগণের এই সত্যানুসন্ধানে চেষ্টা অপেক্ষা কপট-ক্রন্দন নিরত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা পরায়ণ দোকানদারগণের পৃষ্ঠপোষকতা করা ব্যতীত ব্যক্তিগত অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্যও আছে। তজ্জন্য তাহাদের অসৎপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত অগ্রসর হইতে আমি কাহাকেও প্রোৎসাহিত করি না। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা শীঘ্রই এক অধিবেশনে একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়া এই পৃষ্ঠপোষকগণের সহিত চিত্রকরের কোন্ কোন্ প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সম্বন্ধ আছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করুন এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্য জগতে স্থাপিত এবং একখানি প্রকৃত তালিকা প্রস্তুত হউক, তাহা হইলে আমরাও উহা আলোচনা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার সম্যালোচনার সুবিধা হইবে।

মন্তব্য

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-কাহিনী যেরূপ অসমোর্দ্ধ, অপার ও অতলস্পর্শ, তদ্রূপ, তদ্রূপবৈভব গৌরধাম নবধাভক্তির অধিষ্ঠান কলাপস্থান গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপের কাহিনীও অসমোর্দ্ধ, অপার ও অতলস্পর্শ। এই সকল বাস্তববস্তু গৌরপ্রপত্তি-জনের আনুগত্যে গৌরধাম-সেবাফলে স্বয়ং স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হয়।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ নগর। বহু পূর্ব্ব হইতেই এখানে সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সে স্থান সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লীনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্নগতির পরিবর্ত্তনে শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটলীলায় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ওড়ুন প্রকটকালীন কুলিয়াগ্রাম বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থানেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপনগর কুলিয়াদহ বা কালীয়-দহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীর নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্বে ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, কাজীপাড়া, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'যেখানে চাঁদ'র প্রাচীন বিল্ব-পুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাঁকড়ার মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি, প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চাঁপাহাটী, পারডাঙ্গা প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও তেঘরির কোল, বেলপুকুর, নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] অদ্যাপি [illegible] আছে। [illegible] করিতেছে। গঙ্গার পূর্ব্বপারে নিদয়া, শঙ্কর, বামুনপাড়ি, কোলদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে নবদ্বীপের উপকণ্ঠ [illegible] অবস্থিত ছিল। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি কালে প্রাচীন নবদ্বীপ [illegible] বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক ধারণা প্রচারে নানাকারণে জীবন-মুক্তি দর্শন করিবার অবসর পাইলেও প্রকৃত ভাগ্যবান নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমাধিস্থ বিন্দুপুরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ মিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ (প্রভুর জন্মভিটা) অবিসম্বাদিতভাবে বিবাদমুক্ত শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রভুর সিদ্ধভক্তগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ সুধীবৃন্দই ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিচলিতভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করে।

নবদ্বীপের পরিধি

শ্রীনবদ্বীপধামের পরিধি ষোলক্রোশ। 'ষোলক্রোশ' বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় না বা জড় জগতের মায়িক পরিমিত বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীনবদ্বীপধাম স্বরূপ-শক্তির সন্ধিনী-প্রভাব দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। কেবলমাত্র সেবোন্মুখ চক্ষুর দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান্ যেরূপ সুপরিচ্ছিন্ন বস্তু হওয়াও তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তবৃন্দের নিকট অপরিচ্ছিন্নরূপে নিত্য শ্রীবিগ্রহবান্, তদ্রূপ চক্ষুর্দর্শিত শ্রীধামাদিও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট পরিমিতবিশিষ্ট। ইহা পার্থিব পরিমিতক নহে। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সমাগত ধামযাত্রী

চৌদ্দপল্লীর জমিদার রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, মঙ্গলদিঘির কলেজের অধ্যাপক, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মাণিকলাল ব্যানার্জ্জী এম, এ, বি, এল, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত আর, এম, [illegible] প্রভৃতি মহোদয়গণ অদ্যাবধি যোগদান করিবার জন্য যোগপীঠে আগমন [illegible] অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible] সংখ্যা [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

১২ই চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫

পরিক্রমা প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের অগ্রণীরূপে প্রত্যহই পরিক্রমা চালনা করিয়া সকলের হৃদয়ের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ বিভিন্ন দ্বীপে অজস্র, অনর্গল হরিকথাকীর্ত্তন করিয়া বহু জীবের সংশয়-গ্রন্থি ছেদন ও হরি-ভজনের একান্ত কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরিক্রমা-ব্যাপার প্রতিবর্ষেই বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া চলিতেছে। পরিক্রমা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বর্ণনাদ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সহস্র সহস্র বিভিন্ন দেশীয় ভক্তবৃন্দের একত্র সম্মেলন, সহস্র-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন, সহস্র লোকের একসঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবন যে কি দৃশ্য, তাহা ভাষাদ্বারা চিত্রিত করা অসম্ভব। শত শত গোযান, অশ্বযান, হস্তী, পতাকা, বাদ্যভাণ্ড, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ভ্রমণশীল পরিক্রমার যাত্রিগণের পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদ, ফলাহার, ও বিশ্রামাগারের বন্দোবস্ত যে কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর অনুপম সেবা নৈপুণ্য, অধ্যক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কলিকাতার কোন বিখ্যাত বায়স্কোপ কোম্পানি শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার এই সকল চিত্র বায়স্কোপে প্রচার করিবার জন্য ক্যামেরায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও বিভিন্ন দ্বীপের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ৯ই চৈত্র শনিবার কলিকাতা হইতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ দাসগুপ্ত ট্রান্সলেটার হাইকোর্ট, সস্ত্রীক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, পণ্ডিত অদ্বয়জ্ঞানানন্দ অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠে আগমন করিয়াছেন

গত ১০ই চৈত্র রবিবার প্রাতে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন ডেপুটিপোষ্ট-মাষ্টার জেনারল, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহোদয়দ্বয় সপরিকরে শ্রীমায়াপুরে উৎসব দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্প্রদায় মোদদ্রুমদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া রুদ্রদ্বীপ দর্শন ও সেই স্থানের আনুষ্ঠানিক কার্য্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে বেলা ১২টার সময় শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন

এবার পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য-বারের তুলনায় ত্রিগুণিত হইয়াছে। সুদূর আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মদ্রাজ, উড়িষ্যা, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, এদিকে বঙ্গের প্রত্যেক জিলা ও প্রধান প্রধান মহকুমার বহু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের কুমন্ত্রণা চেষ্টা শ্রীধাম-পরিক্রমা-কারি-সত্যানুসন্ধিৎসু যাত্রিগণের আকুল উৎকণ্ঠার বাধা দিতে পারে নাই, বরং ঐরূপ মৎসরতা নির্ম্মৎসর সাধুগণের মহত্ত্বের উজ্জ্বল্যই বিধান করিয়াছে।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীপরিক্রমার যাত্রি-সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, অন্যান্য-বারের আবাসস্থলগুলি পরিপূর্ণ হইয়াও যাত্রিগণের জন্য তত্রস্থ জঙ্গলে কয়েকটী বৃহৎ অস্থায়ীনিবাস নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর ২।৩ মিনিটের জন্য সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রিগণের কোন অসুবিধা হয় নাই, বরং শীতলতা ও স্নিগ্ধতারই সঞ্চার হওয়ায় যাত্রিগণ পরমানন্দে বিশ্রামাদি করিতে পারিয়াছিলেন।

শনিবার প্রাতঃকালে পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীশার্ঙ্গ মুরারি ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ দর্শন ও সেই স্থানে শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যাদি মহাজন-গ্রন্থ হইতে সংকীর্ত্তনমুখে পাঠ করিয়া ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মভিটায় উপস্থিত হন সেইস্থানে বাগ্মিবর গৌড়ীয় সম্পাদক এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, "শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের নাম বাঙ্গালার নরনারীর নিকট অপরিচিত নহে। তিনি যে সহজ সরল ছন্দে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও লীলাকাহিনী-পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অপূর্ব্ব। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং বলিয়াছেন—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ;
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

ঠাকুর বৃন্দাবন অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-কুলগুরু। যাঁহারা আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের প্রভাব সমাজের উপর কত বড়। প্রকৃত-প্রস্তাবে সাহিত্যই সমাজ রচনা করে এবং সমাজের চিন্তা, ভাব-ভাবনার সৌগন্ধ বা দুর্গন্ধ উদ্গীরণ করিয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী সকলেই সাহিত্যের দ্বারা পালিত ও পরিচালিত হয়। বর্ত্তমান যুগে বিশ্বসাহিত্য বিরাট সমাজ-দেহের অভ্যন্তরে সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া যেরূপ অকালমৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সমাজ-শরীর রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত বলা যাইতে পারে। সুধীগণ ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা বাঙ্গালার সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বিষয় একটু তলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রাকৃত বা গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই ঠাকুর বৃন্দাবনের উপর তাঁহাদের নৈসর্গিক স্বভাবানুসারে হাড়ে হাড়ে চটা। কারণ ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রাম্য সাহিত্যিকগণের অবাধ—উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-তর্পণের গতিমুখের পথ বন্ধ করিয়া শ্রেয়ঃ-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বিপথগামীকে অনেকটা বঞ্চনা করিয়াছেন ; কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন সকলকেই—এমন কি নিত্যানন্দচরণে—গুরুচরণে অপরাধি ব্যক্তিগণকেও পদাঘাত করিয়া অমায়ায় কৃপার আদর্শ প্রদর্শন করিতে যাওয়ায় বঞ্চনা কামি ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাচার্য্যের অহৈতুকী কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার পরম কৃপাময় চরণে নানা প্রকার অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। ইহা সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দৈবের কথা। কোন বিশেষ সাহিত্যিক এই অপরাধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া সাধারণে এই অপরাধের বিষাক্ত বাষ্প বিস্তার করায় সমগ্র সমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান সমাজের পাঠশালার বালক বালিকা হইতে যুবক যুবতী, এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রাম্য সাহিত্যের আপাত মোহন বেশে মুগ্ধ হইয়া সমাজকে যে কিরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা যে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঠাকুর বৃন্দাবন ভাবি-সমাজের এইরূপ ভীষণ দুর্দ্দশার কথা তাঁহার সুদূরদর্শনে জানিতে পারিয়াই শ্রীচৈতন্য ভাগবতরূপ এক মহা নিদান-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতেও চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের করুণা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতে গৃধ্র মূষিক-পিঙ্গলাদির কথা অবতারণা করিয়া নীতি ও সাধুতা শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবন পরম বাস্তব শ্রীচৈতন্যদেবের স্বতন্ত্র-চরিত্রের দৈনন্দিন ঘটনাবলী দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিনীতির যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে কলিহত জীবের প্রতি ঠাকুরের অশেষ কৃপা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রন্থাকারে যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠ-সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ বিশ্বমানবকে এক একটী শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে প্রকাশিত করিতে চাহিতেছেন। এই সকল শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রত্যেক জীবনপথ অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের নাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন।

সুতরাং যদি বর্ত্তমান সমাজ, অতীত সমাজ ও ভাবি সমাজকে রক্ষা করিতে হয়—বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহাদের কলঙ্ক দূর করিতে হয় এবং আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিতে হয়, তাহা হইলে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটা বাক্পীঠ বা গুরু-পীঠের স্মৃতি-পূজার উপায়ন সংগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক। অসৎ সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, যাহা বিরাট সমাজ-দেহে রাজযক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করিয়া সমাজ-

শরীরকে অবজ্ঞাবাদী অকাল-মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার চিকিৎসা, আদি-কবি ঠাকুর বৃন্দাবনের মহানিধান-গ্রন্থের প্রচার ব্যতীত অন্য প্রকারে সম্ভব নহে, শ্রীচৈতন্যমঠের কার্য্য সকলকে সেই পথে [illegible] করা। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রচার ব্যতীত [illegible] বিশ্বের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

এই স্থান "গৌড়ের নৈমিষক্ষেত্র"। একদিন নৈমিষের শ্রীল সূত গোস্বামি মহাশয়ের শ্রী[illegible] সহস্র ঋষি শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শ্রবণ করিয়া মহাভাগবত হইয়াছিলেন, আমরা আচার্য্যের বাণী হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, অদূর ভবিষ্যতে এই গৌড়ের নৈমিষে [illegible] লোক আগমন পূর্ব্বক আচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্য-কথার [illegible] এক এক জন এক একটী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইবেন।

স্বামিজীর এই আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভিটা 'জয় জয়' শব্দে মুখরিত হইয়াছিল। কলিকাতা নিবাসী কোন ভক্তিমতী মহিলা শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দানন্দ-বিগ্রহের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকল্পে যে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য মন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্মৃতি স্থায়িভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক বিচার করিয়া অনেক উদারহৃদয় ভক্তিমান্ ব্যক্তি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ও অনেকে আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে তাঁহাদের নাম "নদীয়া-প্রকাশে" প্রকাশিত করিব, ইচ্ছা রহিল।

গত ২৪ চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বন্দনাখ্য অর্চ্চন-কথা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বন্দনা ও গুরুবন্দনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতায় বলেন— জগতে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, [illegible], যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতির বন্দনাই প্রচলিত রহিয়াছে। ভগবদ্ভক্তের বন্দনা সাধারণ লোক গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়-[illegible] স্বভাবের [illegible] আপনাকে নীচ অধম প্রবৃত্তি [illegible] থাকেন, [illegible] ভগবদ্ভক্ত [illegible] অধঃপতনেই কীর্ত্তিত হইবেন। তাঁহার প্রশংসা করা বিশেষ অন্যায় কার্য্য—তাহা অভক্তিপ্রদ। বৈষ্ণবের বন্দনা করিতে যাহাদের হৃদয় কোটিগুণে [illegible] না হয়, জানিতে হইবে তাহারা দাস-[illegible]। বৈষ্ণব-প্রেম-পীড়িত শ্রীচৈতন্যদেব বোধ। তাহাদের ব্যাধি-নিরাকরণ-কল্পেই ভক্তিশাস্ত্রে একমাত্র বৈষ্ণববন্দনার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈষ্ণব বন্দিত না হইলে বিষ্ণু কখনও বন্দিত হন না। বিষ্ণু বন্দনা অপেক্ষা বৈষ্ণব বন্দনা বড়।

বৈষ্ণববন্দনায় আমাদের কোটীইন্দ্রিয়, কোটি জিহ্বা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক। যাঁহারা অন্য সমস্ত বন্দনা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব বন্দনা করেন, তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের বন্দনায় গোবিন্দের পাদপদ্ম [illegible]। কিন্তু যাঁহারা অবৈষ্ণবের বন্দনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের বন্দনায় অবৈষ্ণবের অনর্থযুক্ত সন্তান বন্দিত হয়। ভক্তিশাস্ত্রের সার, মহাপ্রভুর মতের সার—বৈষ্ণব বন্দনা। গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা কোথায়ও নাই। তাহাই জীবের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণব [illegible] নির্ব্বিশেষ-বাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী [illegible] বাদিগণ মতের প্রতি বা কোনও বাদ [illegible] আর [illegible] বাদিগণ অপর দ্বারা প্রশংসিত [illegible] কপটতা [illegible] অন্যের পদানুগত [illegible] অধিক মাত্রায় সংগ্রহ করিতে চান। বৈষ্ণব [illegible] প্রাকৃত [illegible] হইয়া অধিকতর [illegible] নিযুক্ত [illegible] তাহা [illegible] আদর প্রদর্শন করেন, যাঁহাদের শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাকৃত [illegible] কপটতা করিয়া বৈষ্ণবের সম্মুখে বৈষ্ণবের প্রশংসা করেন, [illegible] বৈষ্ণব-নিন্দাকারী [illegible] হন। এইরূপ ব্যক্তির চেষ্টা বৈষ্ণব-বন্দনা নহে। যাহাতে আমরা নিষ্কপট বৈষ্ণববন্দনা শিক্ষা করিতে পারি, যাহাতে আমাদের হৃদয় বৈষ্ণবের প্রশংসাবাদ করিতে সহস্র গুণে স্ফীত হইয়া উঠে, তজ্জন্য আমাদের নিষ্কপটে ভগবানের চরণে— বৈষ্ণবের চরণে আর্ত্তি জানান আবশ্যক। এই বৈষ্ণব-বন্দনা শিখিতে পারিলেই আমরা বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারিব

গত ২৫ চৈত্র রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি মহারাজ অতি আবেগময়ী ভাষায় শ্রীধাম, শ্রীনাম, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও বৈষ্ণব-প্রেম সারতত্ত্ব-চতুষ্টয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] পুরী মহারাজ, নবদ্বীপ [illegible] কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয়ও অনেক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে, অধিকাংশই সাবধানতাবশতঃ মনে করিতে পারেন যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পারমার্থিকতে আড়ম্বর করিয়া তথায় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করার আবশ্যকতা কি? বরং উহাতে সাত্ত্বিকতা ও তক্রপাচক স্বাভাবিক দীনতা-বুদ্ধির অন্তরায়ই লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বপক্ষকারিগণের এই কথার ছত্র-মীমাংসা বহুস্থানে ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা স্থানাভাবে সেই সকল সমাধান এই স্থানে প্রদান না করিতে পারিলেও স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রের দুই একটী ঘটনা এই কথার স্থুল উত্তর প্রদান করিবে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি

কোলদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে যাহারা বশতঃ কোন কোন প্রাকৃত সাত্ত্বিক কপট ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, পরিক্রমাতে কত অর্থ প্রভৃতির আড়ম্বরের প্রয়োজন কি, আর মহাপ্রভু যখন অত্যন্ত দীনহীন ব্যক্তি ছিলেন, তখন তাঁহাকে হস্তীর উপর আরোহণ করাইবার বা প্রয়োজন কি?

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণের দোষত্বে পাই না, তিনি বহির্ম্মুখগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বত্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরিত্রের সর্ব্বত্র ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-দ্বারা পাষণ্ডদলন-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিরোধী কাজীদলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন, [illegible], কি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের অমৃত লেখনীতে আমরা দেখিতে পাই—কাজীও কোন কোন মাৎসর্য্য-পরায়ণ কুলিয়া-গ্রামীর ন্যায় গৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,-

কাজী বলে শুনি আজ কি গীত-বাদন।
কিবা কাব্য কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥
ঘোর রোল শুনিয়া কে করে হিন্দুয়ানী
বাট আন ভঙ্গ করে চালাব আপনি॥
কাজীর আদেশে সবে অনুচর ধায়।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজি মার।
ভয়ে পলাইল তবে কাজির কিঙ্কর॥
দাড়ি দিয়া কাজিরে কহিল বাট গিয়া।
কি কর চলহ বাট যাই পলাইয়া॥

শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সজীব ভাষায় লিখিয়াছেন,—

কোটি-কোটি লোক-মধ্যে নিমাই
[illegible] আচার্য্য
গাহিয়া [illegible]

লাখে লাখে মহাদীপ যেগুলি সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক দেখি হরিবোল বলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা [illegible]।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ায়॥
নারীগণ [illegible] হুলু পড়ে।
[illegible] প্রবল উপাড়ে॥
এই মত নদীয়ার নগরে নগরে।
[illegible] কেহ কেহ এমন
না করে॥

কাজী বলে হেন বুঝি নিমাই
পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিলা
কোন ভিত॥

কোটি কোটি চন্দ্রধ্বনি মহা কোলাহল।
[illegible], পাত্রাপাত্রি পুরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সঙ্গে যায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভরগণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিশ নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে মাঝে আছয়ে প্রাণ হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই হৈয়া অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ভয়ে কাঁপে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহ নাহি জানে।
সবেই নাচেন সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাও শুনিয়া বান বলে সর্ব্বলোকে।

শ্রীশ্রীনারায়ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অনেক মাৎসর্য্য পরায়ণ ব্যক্তির কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর ন্যায় উক্তি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সর্ব্বাপেক্ষাশ্রেষ্ঠ বিশ্বম্ভর গৌরনারায়ণ দীনদরিদ্র, স্বতন্ত্রাং হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণের অযোগ্য—জোগি-কুলের এই কুযুক্তি অপনোদন করিবার জন্যই পারমহংস্য-[illegible] আচার্য্য এইরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর পাষণ্ডদলনের জন্যই শ্রীবাস-অঙ্গনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন নৃসিংহরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কাজীদলনে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সকল দুর্ভাগা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য নাই বিচার করিয়া তাঁহাদিগের চরণে নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সেই অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আচার্য্য বিশ্ব নানাপ্রকার বৈভব প্রদর্শন থাকেন।

গোদ্রুম-মালতী-ভঙ্গায় এবং নবদ্বীপ সহরে যে সকল কীর্ত্তন-বিরোধিগণ আমার কীর্ত্তনে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা চৈতন্যভাগবতের চিত্রের মত—
কাজি [illegible] কাজিগণ সবে যায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

কোন কোন কীর্ত্তন-বিরোধী আকৃষ্ট হইয়া খুলিয়া সংহে পরিক্রমায় ঐশ্বর্য্য

সারাদেশ মাতিয়া যায় কেহ সেই

'অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হাসে।'"

কিন্তু যাহারা বিশেষ ধারণা মায়া কীর্ত্তন বিরোধী, তাহারা চৈতন্যভাগবতের ভিত্রের কাছ

"যার বাড়ী আছে সেই বড়ো অধোমুখ। লাজে মাথা নাহি তোলে চড়ে কালে বুক॥"

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যাদর্শনে মাৎসর্য্যপরায়ণ কীর্ত্তন-বিরোধি সম্প্রদায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাই তাঁহারা নানাপ্রকার দুর্দ্দমনীয় উদ্গীর করিতেছে। সে দিন শ্রীপল্লী বিষ্ণুপ্রিয়া-নীর্থ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া পোড়া-মা-তলায় কাহারও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কীর্ত্তনে বাধা দিবার অধিকার নাই, তাহা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকচতুঃশততম শ্রীচৈতন্যপ্রকটাব্দীয়াব্দপ্রারম্ভে
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভীয়া বার্ষিকাধিবেশনে প্রদত্তমিদং

✽ প্রশস্তিষট্‌কম্ ✽

শ্রীকৃষ্ণাত্মাবতীর্ণা নিখিলজনিমতাং
মার্জ্জনী মানসানাং
ব্রহ্মব্যাসাদিভির্যা ভুবনপরিগতা
মায়িকান্ সংহরন্তী।
বিদ্যা শ্রুত্যাদিগূঢ়া স্তবতি চ নিতরাং
যাশ্রিতা সা যয়াত্মা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ১ ॥

দুষ্টা। গ্লানিং হি ধর্ম্মে সকলনরগণে
নিত্যমুক্তর্ষলীঢ়ে
আগত্যাগত্য পৃথ্বীমকপটহৃদয়াৎ
কৈতবং নাশয়ন্তে।
সৎকর্ম্মালোকবর্ত্তিং প্রথয়তি বিশদাং
নিত্যপাদ্মোপবর্ত্তী
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামিমুখ্যা। স্তবুধজনগণাঃ
শুদ্ধ আম্নায়তত্ত্বে
যান্ যান্ সিদ্ধান্তবাদান্ কলিজন-
সুখদান্ সুষ্ঠু সংরক্ষ্য যাতাঃ।
মধ্যে তেষামতীবপ্রবলনিগমবৎ
সূত্র-সংস্থাপিকা যা
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৩ ॥

যস্যাঃ কারুণ্যধারা প্রকটয়তি
নবদ্বীপখণ্ডে পুরীং তু
মায়াখ্যাং গৌরভক্তোর্বিলসিত
সুভগাং গোকুলাভিন্ন-গোত্রাম্।
শাখাস্তম্ভাশ্চ দিক্ষু প্রচরণজননীঃ
শুদ্ধরাধানুবাচাং
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৪ ॥

যা কৃত্বা পাদপীঠাম্ গমনপরিসরে
কৃষ্ণচৈতন্যপূতে
দৈবান্ বর্ণাশ্রমাংশ্চ প্রচলিত-
সকলানাস্থরাংস্তান্নিরস্য
বিদ্যাধানীশ্চ কার্য্যার্জনচয়-সরণী-
স্রোতসে সং প্রকাশ্য
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসে চ ত্রিদণ্ডং নিয়তমহর্নিশং
শ্রীনদীয়াপ্রকাশং
গৌড়ীয়ং হাম নিষ্টং কলিযুগতরণীং
সাত্বিকীং ব্রহ্মবিদ্যাম্।
ব্যাখ্যাং গোস্বামিগুপ্তামপি বিতং
রতি যা ভূরিশো লোকমধ্যে
জীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা
সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীমায়াপুরধামস্থ পরবিদ্যাপীঠান্তে-
বাসিনাম্।
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের

আশ্বাস-বাণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন অধোক্ষজ কৃষ্ণের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ' উপদেশ করিয়াছিলেন, যেন প্রতিসঙ্গ অবাঙ্‌মনসোগোচর বস্তুর কথা গান করিয়াছিলেন, সেইকালে অনেকেই আত্মবঞ্চন সম্মানকার্য্যে বিফল-মনোরথ হইয়া অপূর্ব্বব্যাখ্যানে নৈরাশ্য-জলধিতে নিমগ্ন হইতেছিলেন। 'সেবোন্মুখ হইলে সেই প্রভু স্বয়ং অধীন হয়'— শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী যেরূপ জগতের জীবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, যেরূপ পাশ্চাত্যের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ সত্য লাভ করিবার আশায় আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, যেরূপ গোপাল-তাপনী পাঠে 'ভক্তিরস্য ভজনং' প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ নৈরাশ্যের মূলে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সেইরূপ আজ কলি-পদ্ম কলিতে জীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়্‌রিপুর উপাসনায় না আসাইয়া জগতের সর্ব্বনাশ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অনেক নিরীহ ব্যক্তি অন্যত্রের কথা ধুলায়, মরীচিকাকে 'বারি-ভ্রমে—আত্মবঞ্চনাকে সাফল্য মনে করিয়া কোন্ পথে যাইতেছেন, তাহা পরিষ্কার তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে একখানি কল্পিত 'গৌরাঙ্গ-চিত্র' মুদ্রিত আকারে দর্শন করিয়া

ভ্রান্ত পাঠকগণের কুপথে গমন হইতে রক্ষার জন্য কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, ইহার আস্বাদন-প্রসঙ্গে পাঠকের বিশেষ উপকার করিতে পারিবে।

১। শ্রীগৌরাঙ্গসিংহের জন্মভূমি রামচন্দ্রপুরের ক্যাকড়ার মাঠে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ স্থানে একটী মাত্রামার বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। মাত্রামার • হইতেছে দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দসিংহের বামনীতার মন্দিরের হরক বলিয়া কাহারও ভ্রম উৎপন্ন না হয়, দেখা আবশ্যক

২। দেওয়ানের প্রাচীন মন্দির যদি নিম্নভূমে স্থানভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে চলিয়া যাওয়ায়, সেইস্থান গৌরাঙ্গসিংহের জন্মস্থান বলিয়া কিরূপে নির্ণীত হইবে?

৩। দেওয়ানের স্থাপিত গৌরাঙ্গসিংহের জন্মস্থান নিরূপণ সত্য হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মস্থান তিনশত বৎসরের পর দেওয়ান মহাশয় কোন্ কোন্ প্রমাণমূলে স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইতে [illegible] চতুর্থ পর্য্যন্ত এবং সেইগুলি অবিসংবাদিত সত্য নহে বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। নতুবা পাতুর জন্মভূমি-সংক্রান্ত মন্দির দেওয়ানের মন্দিরের সহিত কিরূপে সম্পর্কিত, তাহা অগ্রে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক

একখানি কল্পিত চিত্র, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হালি সাপ প্রভৃতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহাতে যে ভুল-ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কল্পনা-প্রভাবে ১৪৮২ ও ১৫০৯ শ্রীগৌরের গঙ্গার ধারা, যাহা চিত্রিত হইয়াছে, উহা কেবল ঈর্ষা-মূলক আবেগভরে অঙ্কিত। অন্যত্র আশঙ্কিত হইতেছে। শিল্পী প্রভৃতির ঈর্ষা-মূলক কল্পিত চিত্রের উপর নির্ভর না করিয়া পূর্ব্ব ও শিল্পবিদ্যা-পারদর্শিগণের প্রাচীন চিত্র ও প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করা আবশ্যক

৪। চিত্রখানি অঙ্কনা করিবার জন্য যাঁহারা হস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিভিন্ন ঈর্ষা-মূলক ঘটনা-সমূহ সম্বন্ধে জানা না থাকায় সর্ব্বসাধারণের ভ্রম উৎপাদন লাভ করিবে।

৬। পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যের মধ্যে যাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা অনেকেই অথবা সকলেই প্রকৃত জন্মস্থানের সম্বন্ধে আদৌ কোন আলোচনা করেন নাই। সকলেই চিত্রবিদ্যানিপুণ নহেন; সকলেই ঈর্ষা, হিংসা, কাম, ক্রোধাদির পরাভূত নহেন। সুতরাং চিত্রকরের ঈর্ষা-মূলক চিত্রের উপর কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও স্বার্থ ইত্যাদির অবধান সাহায্য করিবেন না।

৭। পৃষ্ঠপোষকগণ কি কি কারণ উক্ত চিত্রের সহিত কোন কোন সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, আমাদের তাহা জানা আবশ্যক।

৮। গোস্বামিপাদগণের নবদ্বীপ-ধাম দেখিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে তাঁহাদের ইহা কোন স্থান নাই, ঐতিহাসিক সংস্থান বুঝিবার সুবিধা অবশেষ আর নাই, সেই সকল অনুসন্ধানের প্রমাণ কখনও কেহ পৃষ্ঠপোষকগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি গ্রহণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যাখ্যা সংশোধন জন্য অর্পণ ও কারণের ও হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং সত্যের সেবা বিশেষ আবশ্যক।

৯। কিন্তু যদি এই সকল কথার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবৈধ অভিপ্রায় ও অভিসন্ধিমূলক চিত্র হয়, প্রকৃত মানচিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে বিচারকগণ ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ চিত্রকরের সকল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন ও এই শ্রেণীর লোকের পৃষ্ঠপোষক হইতে গেলে সত্য হইতে কিরূপ দূরে বিচ্যুত হইতে হয় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

১০। চিত্রকরের প্রকৃত যাহা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ, সমাজের কতকগুলি ব্যক্তিগণকে বিশেষ চালিত করিয়াছে, তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, বাক্যগ্রন্থ, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, প্রাচীন নদীয়ার কাহিনী, শ্রীনরহরি দাসের কড়চা, প্রাচীন ও প্রাচীনত্ব, প্রাচীন নদীয়ার সংস্কৃতি-বিজ্ঞাপন, রেনলের ম্যাপ, সাহেবের চিত্র, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, মিতাক্ষরী, ঐতিহাসিক রিপোর্ট কামস্‌-রোজ্জত, শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, সজ্জন-তোষণী, গৌড়ীয়, গৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমার মাসিক প্রভৃতি, যেগুলি পূর্ব্বপুরুষ লেখকগণের অবিকৃত ভক্তিনিষ্ঠ কল্পিত চেষ্টা শ্রীমায়াপুরের সম্বন্ধ মহাশয়ের গমনাগমন, কাশীম-বাজার রাজের ভক্তগণের বক্তৃতা ললিত বাবুর প্রবন্ধসমূহ, ভাগবিশারদ সাংখ্যতীর্থ ও রামপ্রসাদ ঘোষের লিখিত প্রবন্ধসমূহ,

কৃত কাটি দাড়ি, প্রিয়নন্দী এবং তাহাদের চেলা অশ্বিনী দত্ত, সন্তোষ বোস ও কুলদা বাবুর অত্যাচারপ্রসূত লেখনীসমূহ, সখীভেকী, গৌরনাগরী, জাতিগোস্বামিদিগের আচার্য্য-বংশে প্রবেশের উৎকট চেষ্টার ইতিহাস-সমূহ, কপট ব্যবসাদারের মন্ত্রব্যবসা, বিগ্রহ-ব্যবসা, নাম ব্যবসা প্রভৃতি, কাগমারীর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দলপালন-বিকার, শ্রীপাট-বাসিগণের নদীয়াবাসীর প্রতি অত্যাচার-কাহিনী, অনাচার ও সম্প্রদায়ের অর্থোপার্জ্জন-জন্য ভক্ত হইবার অবৈধ চেষ্টার ইতিহাস, পাড়াগাঁর পাণ্ডিতের কবীর সাহিত্যালাপ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-নিপুণ জনগণের অবৈধ অর্থ-চেষ্টা, মৌতাতের উকীল মহাশয়ের শিয়ালদহ কারখানায় চিকিৎসাগারের উত্তরাধিকারীর অন্তর্নাদ, অজ্ঞানাগুলির "জ্ঞানী" উপাধির ইতিহাস, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্থাপন-কার্য্যে কৃষ্ণনগর নিবাসী জনৈক মহিলার কাণ্ড প্রভৃতি অনেক কথা আলোচনা করিতে গিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আমূল ইতিহাস আলোচনার ফল যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহাদের সকল পরিচয় পাঠকেরা বুঝিবেন যে, টাকার চোটে, সাহিত্যের প্রগল্ভে, ঈর্ষা ও হিংসা প্রভৃতি ঘৃণ্য বৃত্তি সংবর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর অন্যথা-নিরূপণ হইতে পারে না। সুতরাং জনসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের কোন শুদ্ধভক্ত কেহ তথা যান নাই। 'প্রচ্ছন্ন'-বদ্ধেষী সম্প্রদায় ও প্রকাশ্যবিদ্বেষী সম্প্রদায় চিত্রকরের প্রতি অবৈধ প্রীতির বশবর্ত্তী হওয়া যে সকল ম্যাজিকলণ্ঠন দেখাইয়াছেন, ঐ গুলি ঐন্দ্রজালিক অসত্য। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্ষোবাদিমূঢ়াঃ' বাক্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। এখনকার সুধীজনগণ ভবিষ্যদ্দর্শী সুতরাং তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের চতুরতা পোষণ করিবার জন্য তাহাদের ফাঁদে ভোলা দিবেন না।

সকলেই জানেন, বানরের হস্তে খস্তা, শূকরের নিকট মুক্তামালার ব্যবহার নাই, অভক্তের নিকট ভক্তির আদর নাই—আদর আছে আর কিছুর। ভারতীয় দণ্ড-বিধি আইনের আসামীসমূহ সকলেই ভারত-বর্ষ হইতে চলিয়া যান নাই বলিয়াই আজও উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভক্তিবিরোধী, ভক্তবিরোধী, শ্রীচৈতন্যবিরোধী, শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মবিরোধি জনগণ চিরদিন থাকিবে ও তাহারা নানাপ্রকার অশিক্ষিত অসংযত মনোবৃত্তিকে ফসল রক্ষা করিবার জন্য কালাহাঁড়িতে চোখমুখ দিয়া কামক্রোধাদি ফসল রক্ষা করিবার যত্ন করিবে। কিন্তু ঐ সকল চতুরের অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া কামক্রোধের ফসল চুরি করিবার জন্য কোন ভক্তই উহাদিগের সহিত সমকক্ষ হইয়া আত্মমানি উপস্থিত করিবেন না। যদি বুঝিতাম, ক্যাকড়ার মাঠের জমির দর বাড়াইবার জন্য আসানসোলের ফিটারমিস্ত্রীর কথায় গা ভাসাইয়া জমির মূল্য বাড়াইয়া অর্থবৃদ্ধি না হইত, যদি বুঝিতাম, মৌতাতের উকীল মহাশয়কে শিয়ালদহ কারখানার গণ্যমান্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অন্তর্নিহিত না থাকিত; যদি বুঝিতাম, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বংশপরিকরের পরিচিত ব্যক্তিগণ তাহাদের শিষ্য স্তাবক সম্প্রদায়ের দ্বারা কাশীমবাজারাধিপতি প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির বহু অর্থনাশ না করাইতেন, যদি বুঝিতাম, নানাকৌশলে পেটপূজক সম্প্রদায়ের মুখ দিয়া বক্তৃতা প্রদান করা না হইত; যদি বুঝিতাম, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশার লোভমুক্ত ব্যক্তিগণ এই বাদে কায়মনোবাক্যে যোগদান করিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষককেই সত্যের দিকে আসিবার জন্য আবাহন করিতাম কিন্তু পৃষ্ঠপোষকগণের এই সত্যানুসন্ধানে ইচ্ছা অপেক্ষা কপট-ক্রন্দন নিরত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ দোকানদার-গণের পৃষ্ঠপোষকতা করা ব্যতীত ব্যক্তিগত অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্যও আছে। তজ্জন্য তাহাদের আদর্শবুদ্ধি-গ্রহণজন্য অগ্রসর হইতে আমি কাহাকেও প্রোৎসাহিত করি না। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা শীঘ্রই এক অধিবেশনে একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়া এই পৃষ্ঠপোষকগণের সহিত চিত্রকরের কোন্ কোন্ প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সম্বন্ধ আছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করুন এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্য জগতে স্থাপিত এবং একখানি প্রকৃত মানচিত্র প্রস্তুত হউক, তাহা হইলে আসলও নকল আলোচনা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার সমালোচনায় সুবিধা হইবে।

শ্রীশ্রী পধাম সভা

১২ই চৈত্র, ১৩৩৫ ইং ২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৯ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীযোগপীঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী-সভার পঞ্চত্রিংশদ্ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে শ্রীগৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃ সজ্জনগণের সমাচরিত সেবা-কার্য্য স্বীকার ও সম্মান-প্রদত্ত হইবে। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীধামনবদ্বীপ

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-কাহিনী যেরূপ অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ, তদ্রূপ, তদ্রূপবৈভব গৌরধাম নবধাভক্তির মহাপীঠ কৃপাবতার গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপের কাহিনীও অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ। এই সকল বাস্তবতথ্য গৌরপ্রণয়ি-জনের আনুগত্যে গৌরধাম-সেবাফলে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ-নগর। বহু পূর্ব্ব হইতেই তথায় সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লীনামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্নগর্ভের পরিবর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকট-বর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়াগ্রাম বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থলেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপনগর কুলিয়াদহ বা কালীয়-দহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীর নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্বে ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, ত্রিগুণবাস, করিয়াটি, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'মেথার চড়া'য় প্রাচীন বিল্ব-পুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, ক্যাকড়ার মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি, প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও কেবলমাত্র কোল, কোলআমাদ, কুলিয়ার গঞ্জ প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরের স্থান সমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিদ্যানগর, মামগাছি, কোবলা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি কালে প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক ধারণা এক্ষণে নানাকারণে ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃতস্থান নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু-দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ (প্রভুর জন্মভিটা) অবিসম্বাদিতভাবে সিদ্ধমুক্ত শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধ-ভক্তগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিতর্কিতভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করে।

নবদ্বীপের পরিধি

শ্রীনবদ্বীপধামের পরিধি ষোলক্রোশ। 'ষোলক্রোশ' বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় না বা জড় জগতের মায়িক পরিমিত বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীনবদ্বীপধাম স্বরূপ-শক্তির সন্ধিনী-প্রভাব দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। কেবলমাত্র সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান্ যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হইয়াও তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তবৃন্দের নিকট অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নিত্য শ্রীবিগ্রহবান্, তদ্রূপ তদ্ধামবৈভব অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট পরিধিবিশিষ্ট। ইহা মায়িক পরিধিযুক্ত নহে। সেবোন্মুখব্যক্তিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সমাগত ধামযাত্রী

চৌদ্দরশীর জমিদার রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বাগচী এম, এ, বি, এল, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত আই, এম, চন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য যোগপীঠে আগমন করিয়াছেন। অন্যান্যস্থান হইতে এপর্য্যন্ত যাত্রি-সংখ্যা চতুর্গুণিত হইয়াছে। আজ আরও বহুযাত্রীর আগমন অপেক্ষা করা হইতেছে

শ্রীধাম মায়াপুরে

[illegible]

গত ... ১২ই চৈত্র সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসব ... [illegible]

[illegible]

রামচন্দ্রপুরের চড়ায় প্রাচীন মায়াপুর, পূর্বতন ... প্রভৃতি সব ... ইতিহাস ... [illegible]

[illegible]

... শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ... [illegible] ... হইয়া নষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

গত ১২ই চৈত্র সন্ধ্যার অনন্তরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পঞ্চ... বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। পরবর্তী সংখ্যায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

[illegible]

সমালোচনা

[illegible]

... হইয়াছে ... [illegible]

[illegible]

হইবে না। ভ্রান্ত পাল, গ্রাম, পুরী ও জাহ্নবীর এই পারে কলিধর্ম-যাজকগণ মায়া-সীতাবিক্রয়, গৌরসুন্দরের জন্মভূমি স্বসং-ক্রান্ত অবতার-লীলার কাল্পনিক অনুরাগ কাল্পনিক মেঠোদল সাজিয়া সেও ভগবান-জীর জন্মমন্দিরের নামে মাজারের প্রাচীন ইষ্টকবস্তু উদ্ধার করিয়া যে ভক্তিবিরোধ প্রচার করিবেন, তাহা নিত্য ভক্তির অনুষ্ঠান নহে। পরন্তু উহা মায়াবাদীর চিত্ত মাত্র অনিত্য কথা। সুতরাং যাহারা মিথ্যা চিত্তে নিযুক্ত হইবেন, যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অপমান করিবেন, যাহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের আশ্রয়কে যাহাকে গালাগালি মনে করিয়া কোন প্রকার উপ বা অপসম্প্রদায়ের মধ্যে আপনাদিগকে ধ্বংস করিয়া আত্মকলঙ্কিত করিবেন, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য যে চৈতন্যভাগবত-শিক্ষা, তাহা অপসম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকাস। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবিরোধী হইয়া মুখে "গোসাঞি" আচার্য "গোসাঞি দিবার" ব্যবস্থা স্বীকার করি, তাহাদের তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বলক্ষণ অর্থ থাকিতে পারে না। বাস্তবিক কখনই অপ্রাকৃত মধুর ভক্তির বিষয় হইবে না—অপরাধিগণ পাণ্ডিত্য কখনই পরবিদ্যাকে ঢাকিতে পারিবে না; মেঘ কখনই সূর্য্যকে স্থায়ি-ভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সাহজিয়াগণ কখনই বেদান্তজীর ন্যায় প্রকৃত-স্মৃতিভূত বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে না—গৌরাঙ্গদিগের জন্মভূমি কাঁচড়াপাড়ার মাঠ রামচন্দ্রপুরে কখনই গৌর-জন্মভূমি হইতে পারিবে না, ৮০ নম্বর, পর্যন্ত বস্তু কখনই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারের বিনাশ করিতে পারিবে না, ভূম্যধিকারিগণের সম্পত্তিসমূহের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ শ্রীগৌরজন্মভূমির একটী বালুকা-কণা অধিকার করিবার সামর্থ্য নাই—প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেব প্রভুবর বলিয়াছেন এবং তাহাই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা সর্বকালে প্রচার করি-তেছেন। গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের বিপরীত মত সকল খণ্ডন করিয়াছেন, তবে কেন দীনেশ বসু, মুরারিবাবু সাহিত্যের বিরোধী হইয়া এবং ভোগবাসনাসক্ত-লোকের মাৎসর্য্যের দাসগণ অর্থগৌরবে স্ফীত হইয়া শুদ্ধভক্তির বিরোধ কামনা করিতে-ছেন? ইহাই পাপপূর্ণ সম্বন্ধবাদীর চেষ্টা মাত্র নহে। আমরা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। কলিকাতার দ্যুত-পানাদি পঞ্চোপাসনার বর্জ্জন যাহা আছে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমায়াপুর দর্শন করুন, শ্রীযোগপীঠে মস্তক অবনত করুন, তাহা হইলেই তাহাদের নিজ নিজ দুষ্কৃতা অপনোদিত হইবে এবং তাঁহারাও ধন্য হইতে পারিবেন।

মেকি ও আসল।

বস্তু নহে কিন্তু বস্তুর ন্যায় প্রতীতি-বিশিষ্ট তাহাই মেকি বস্তু; অভিধানেও মেকি বস্তুর অভাব নির্দেশিত হইলে তাহাই অবস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। উহা আসল নহে। আসলের মত দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ আসল নহে, অজ্ঞানের ভ্রম মাত্র। যাহা নিত্যকাল অবাধিত বিশিষ্ট, তাহাই বস্তু। বস্তুর অর্থ শক্তি বলিয়া পরিচিত। যে স্থলে বস্তু নিত্য, তথায় শক্তি নিত্য। যেখানে শক্তি অনিত্য, সে স্থলে বস্তুর ধারণা নিষ্কপট নহে। নশ্বর শক্তিবিশিষ্ট বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহে, সুতরাং তাহা অবস্তু বা মেকি। বস্তুরূপ বা উদ্ভূতবৈভব নিত্য ও অপ্রাকৃত। তদ্রূপ-বৈভবের অবতার বা বিলাস প্রাকৃত বস্তু বা অবস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়; কিন্তু অনুভূতি যেস্থলে সত্য বা তদ্রূপবিষয়ক, সে ক্ষেত্রে নশ্বর মেকিবস্তুর সদৃশ অনু-ভূতি বলিয়া তাহাকে ভ্রমপূর্ণ মনে করা উচিত নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর যে কালে নশ্বর অনু-ভূতিবিশিষ্ট মানবের উদ্ধার, সেকালে গৌরসুন্দরের আবরণ উপলক্ষে কোনরূপ জীবের যে বহু প্রতীতি, তাহা আসল নহে, তাহাই মেকি। সম্প্রতি যে কালে আত্মবৃত্তিতে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলো-চন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন, অপ্রাকৃত গুণের উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেন, তৎকালে তাহা আসল। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার তদ্রূপ-বৈভব তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। জগতে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দর বা তদ্রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপধাম নশ্বর প্রতীতির অনুভবনীয় মেকি বস্তু নহে। অপ্রাকৃত ভক্তের উপাস্য গৌরধাম কিছু কপট মেকিস্বরূপের দৃশ্য বস্তু নহে। জগতে তদ্রূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপ আবির্ভূত হওয়ায় তাহা ভক্তের আবাস ভূমি। প্রাকৃত 'অভক্ত' তাহার আদৌ দর্শন পায় না, সেই ভূমি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ বস্তু কাচের অভ্যন্তর-স্থিত মধু বাহ্যপ্রদেশস্থিত মক্ষিকার লভ্য বস্তু হয় না, তদ্রূপ-বৈভব সেইরূপ প্রাকৃত নয়নের দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তের অনুভূতি আসল, মিথ্যা-ভক্তের অনুভূতি মেকি। মেকিভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান যোগপীঠ দেখিতে পায় না। তিনি মিথ্যাভক্তগণের অপ্রাকৃত যোগপীঠকে আচ্ছাদিত করিয়া মেকীর মায়াপুর নির্মাণ করেন, তাহার সাহায্যে মিথ্যাভক্তের অনুগত, তাহারা মেকি মায়াপুরকে আসল বলিয়া মনে করেন।

যে প্রেমবৃত্তিতে স্বপ্রকাশ বস্তু তদ্রূপ-বৈভব মায়াপুর অক্ষজ ও অনুভবগম্য দর্শন হইবে তাহার ভক্তিবিরোধ পরিভাষা মায়াপুরকে [illegible] বা অনুভব নহে [illegible] উপাদান [illegible] সিদ্ধান্তের [illegible] নির্দিষ্ট হয়। মেকী [illegible] যে, আসল, [illegible] মেকী বাসনা তাহাদের ভ্রম হয়। [illegible] মেকী ও আসল [illegible] অনুভবকগণ জানিতে পারেন। সুতরাং [illegible] অভিজ্ঞানলোলুপ মিথ্যা ভক্তগণ মেকী নির্দিষ্ট করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শন করিতে যাইয়া দুই প্রকার বুদ্ধি জন্মে। মেকী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেকী [illegible] সাহায্যে মেকী স্থানকেই মায়াপুর বলেন। মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া চালা-ইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুর নাম দেন। মিথ্যা ভক্তের কথায় মিথ্যা ভক্তগণই [illegible] বস্তু ছাড়িয়া মেকীতেই আদর করেন। তাহারা আদর করিলেও যে, মেকী বস্তুটি ছাড়িবে, তাহা নহে। আসল চক্ষু দ্বারা আসল বস্তু দেখিবার বস্তু হইতেই আসল বস্তু পাওয়া যাইবে। সকল স্বর্ণ চর্ম্ম কিছু স্বর্ণচর্ম নহে, পিত্তল কিছু সোনা নহে, ঢুলের সোনা কিছু স্বর্ণ নহে, মিথ্যাভক্তের অনুভূতি কিছু সত্য ভক্তি নহে, সাহজিকের অনুভূতিতে কিছু ঈশ্বর স্থাপিত নহেন, কপট সাধা-রণের চেষ্টা কখনও সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হয় না, বিষয়ী কিছু নির্বিষয় বুদ্ধিতে পান না, পরন্তু "ভোগ করিতে পারিয়া মন্দ বুদ্ধিতে প্রাপ্তি" এই নীতি গ্রহণ করেন। কর্ম্মজ্ঞানাসক্ত চেষ্টাকে ভক্তি বলিয়া চালাইব, শুদ্ধভক্তকে বলিয়া 'মিথ্যা-ভক্ত' ঠকাইব, এরূপ বুদ্ধি যেন কোন বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে স্থান না পায়। মেকী ভক্তির দ্বারা জনসাধারণ প্রতারিত হয়। সত্য পরমেশ্বর বস্তু দর্শনে জীবের মিথ্যাভক্তি চলিয়া যায়। সেই জন্যই বৈষ্ণ-বিক সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীনারায়ণ পুরুষ-বৃন্দ-সংহিতার প্রারম্ভেই নিরস্তকুহক সত্য বস্তুর ধ্যান করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে কুহকশূন্য সত্য বস্তুর প্রয়াস করিব। বস্তুবিজ্ঞানবাদীর মিথ্যা প্রাকৃত আদৌ [illegible] নিত্য নহে। [illegible] উৎপাদন করিয়া [illegible] স্থাপিয়া দিলে কালে তাহা [illegible] বীজ উৎপাদন করিতে যায়, পাওয়া যাইবে না। মেকী [illegible] না।

প্রয়োজন-লাভের উপায়

([illegible])

[illegible] প্রয়োজন [illegible] উপায় [illegible] অন্বেষণকারীকে উদ্দেশ করে, না, বস্তু [illegible] করে। জীব নিত্যকাল [illegible] ও শ্রীভগবানের সেবা জানিয়া যে [illegible] সেই অন্বেষণকারীর [illegible] প্রয়োজন [illegible] অপর নাম [illegible]।

[illegible] বস্তুই [illegible]; [illegible] তত্ত্ব অবস্থাভেদে [illegible] উপাসকের [illegible] যোগ্যতানুসারে আবির্ভূত [illegible] পরমাত্মা, ও ভগবান এই ত্রিবিধভাবে [illegible] কর্তৃক উপলব্ধ হয়েন। [illegible] জ্ঞানীর একদেশীয় ধারণার উপযোগী [illegible] যাদের অসম্যক আবির্ভাববিশেষ [illegible] শব্দে কথিত হয়েন।

অপূর্ণ বা খণ্ডযোগীর অভিজ্ঞ চিত্ত-বৃত্তিতে উপলব্ধির উপযোগী শ্রীভগবানের অসম্যক প্রকাশবিশেষই 'পরমাত্মা' শব্দে উক্ত হয়েন।

আর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরিপূর্ণ [illegible] অন্তর্যোগীর নিত্য সহ আবির্ভূত, [illegible] ভক্তের অপ্রাকৃত সম্বন্ধের [illegible] বিষয়ক, পরতত্ত্বের সম্যক প্রকাশই ভগবান্ শব্দে কথিত হয়েন।

এই পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানাভাবই জীবের প্রয়োজন লাভের অন্তরায়।

অপর বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবের সুখ-দুঃখাত্মক সংসার। সুখ বা দুঃখ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, সুখরূপ বৃত্তি প্রবৃত্তিজনিকা এবং দুঃখরূপা বৃত্তি নিবৃত্তি-জনিকা।

মনুষ্য দুঃখরূপা হইতে পরিত্রাণ এবং সুখরূপা বৃত্তি লাভের জন্যই, জ্ঞানপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলেও, জীবের উদ্দেশ্য সব সময়ে সফল হইতে দেখা যায় না, ইহার হেতু, মানবের জ্ঞানশক্তির সঙ্কীর্ণতা। মায়ারচিত জ্ঞান-যোগ্যতা [illegible] জীব জ্ঞান পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না।

যেহেতু আত্মবৃত্তিরূপ বিবর্ত্ত [illegible] হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয় না। দেহাত্মবোধরূপ বিবর্ত্ত [illegible] চিত্তবৃত্তি। প্রাকৃত জ্ঞান-বস্তুতে [illegible] নিবৃত্ত হইতে পারে না, অপ্রাকৃত [illegible] নিত্যজ্ঞান লাভের [illegible] লাভ দ্বারাই জীবের [illegible] [illegible] [illegible]।

...জ্ঞান মোক্ষ-সাধক, কিন্তু, ভক্তি-বর্জিত কেবল-জ্ঞান কখনও মোক্ষ উৎপাদন করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥

নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল-জ্ঞানেরও যখন মোক্ষ-দানের শক্তি নাই, তখন সাধন-কালে ও সাধ্যকালে দুঃখপ্রদ যে সকল কাম্য কর্ম, তদ্দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, উহা বলাই বাহুল্য।

যে স্থলে যে জ্ঞানকে কোথাও মোক্ষসাধনের সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞান-সম্বন্ধে নহে, ভক্তিবর্জিত শুষ্কজ্ঞান মোক্ষোৎপত্তির সামর্থ্য দাবি করিতে অক্ষম।

সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অধীনীভূত জ্ঞানের আধারভূত শুদ্ধ-ভক্তি, উহা জ্ঞান-সাহচর্যে মোক্ষফল উৎপাদন করে বলিয়াই উহাকে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি বলা হয়।

এই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সম্বন্ধে শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে,—যথা—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে"

অর্থাৎ সাধকের চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তি-বিশিষ্ট নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই আমার বিশেষ প্রিয়, আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়।

জ্ঞানমিশ্রারূপা শুদ্ধাভক্তি একমাত্র যে মোক্ষপ্রদ, উহা সাক্ষাৎ মোক্ষজনিকা। এই ভক্তিভক্ত কর্মজ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই মোক্ষফল উৎপাদন করিয়া থাকেন।

ভক্তিতত্ত্বের সাধ্যতত্ত্বই স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি। এই স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীগীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"
[৯ অঃ ৩৪ শ্লোঃ]

অর্থাৎ তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার অর্চন কর, তোমার প্রাণকে আমার ভক্তি যজনে নিযুক্ত কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শুদ্ধভক্তি স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি বলিয়া কথিত হইলেও, উহাতে দুঃখ-নিবারণরূপ আনুষঙ্গিক আকার, সাক্ষাৎ মোক্ষ-সাধিকা হয় না, উহা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক পাপরাশিকে দূর করিয়াই নিবৃত্ত হয়, এই শরণাগতি-যুক্তা ভক্তি শ্রীগীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
[১৮ অঃ ৬৬ শ্লোঃ]

অর্থাৎ সর্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র শরণাপন্ন হইলেই, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষজনিকা, সেই শুদ্ধতম কেবলা ভক্তির কথা গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি,
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
[১৮ অঃ ৬৪-৬৫]

অর্থাৎ পূর্বে তোমাকে গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্যতর পরমাত্ম জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে এই গীতাশাস্ত্রে আমি যত উপদেশ দিয়াছি, তন্মধ্যে গুহ্যতম যে ভগবদ্-জ্ঞান তাহাই অতঃপর তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, ইহা তোমারই শ্রবণের উপযুক্ত। তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া আমার ঐকান্তিক সেবা কর, কর্মী, জ্ঞানী বা যোগীর আচরণ অবলম্বন করিও না, তুমি আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহা হইলেই তুমি আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিতে পারিবে। তুমি আমার প্রিয়তম বলিয়াই তোমাকে এই পরম গুহ্য নির্গুণ ভক্তির কথা বলিলাম।

এই শুদ্ধাভক্তি সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধা, উহাদের সাধ্য শুদ্ধাভক্তির আবার দুইটি অবস্থা—ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। উহা বিশুদ্ধ জ্ঞান বা জ্ঞানের সামান্য, কিন্তু উহা চিত্তবৃত্তি নহে, পরন্তু স্বরূপ-শিক্ষার স্বাভাবিকী বা সহজ বৃত্তি। আত্মার জ্ঞানস্বরূপ বৃত্তি-বিশেষের অঙ্কুরাবস্থার নাম ভাব এবং ঐ ভাবের পরিপাকাবস্থার নাম প্রেম। এই প্রেম আবার মিশ্র ও কেবল ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যযুক্তরই মিশ্র প্রেমের সাধনা এবং তাঁহার মাধুর্য্যযুক্তরই কেবল প্রেমের সাধন। কেবল প্রেমই ভাবের পরাকাষ্ঠা। এই কেবল প্রেমলাভই পরম প্রয়োজন তত্ত্ব অথচ এই প্রেমই আবার প্রয়োজন লাভের সাধন। সাধ্য ও সাধনের অভেদে পরমার্থ জ্ঞানশ্রোতাদিবিক এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্রীশ্রীধাম-পরিক্রমা

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ]

শ্রীধামকে যাঁহারা এই জগতের কোন একটি স্থান বিশেষ মনে করেন, তাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমাকে দেশভ্রমণ ব্যাপার মাত্র বিবেচনা করিতে বাধ্য। অনেকে শ্রীধামপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সমাগত যাত্রিমণ্ডলীর সংখ্যা এবং উৎসাহ, প্রাসাদাদির পারিপাট্য, অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য, প্রাচীনত্বের নিদর্শনাদি উপভোগ করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করিতে পারেন। এবং নবদ্বীপ ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও পর্যটকের কৌতূহল নিবারণ করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ও হইতে পারেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় এইরূপ অনুষ্ঠান-গুলিকে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, ও আধুনিক যুক্তি-সমূহের প্রভাব ও স্বাধীনতের বিশেষ সুযোগ বিবেচনা করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমার অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিমাত্রই এইরূপ তর্কবিতর্ক অবলম্বন পূর্বক শ্রীধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে উহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

আবার যাঁহারা বিচারকে ভক্তি-বিরোধী বিবেচনা করেন, তাঁহারা শ্রীধাম-পরিক্রমা বিধিবিচারে সম্পাদন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। ইঁহারা অচিন্ত্য ব্যাপারে চেতনবৃত্তি পরিচালনার অবকাশ মাত্র বিবেচনায় বিচার-শূন্য হইয়া সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত (?) শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির সম্পাদন পরমার্থপ্রাপক (?) মনে করেন। শিক্ষিত জ্ঞান-গর্বিত ব্যক্তিমাত্রেই এই পন্থার পক্ষপাতী হওয়া সম্ভব।

কিন্তু এতাবৎকাল শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশে এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার অসারতা প্রদর্শনের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীধাম এই জগতের স্থান মাত্র নহেন। শ্রীধাম পরিক্রমা এই জগতের স্থান-বিশেষ-ভ্রমণ ব্যাপার মাত্র নহে। শ্রীধামপরিক্রমার উদ্দেশ্য কিম্বা ফল অনর্থযুক্ত জীবের চিন্তা-স্রোতের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার। সাধু অনর্থযুক্ত জীব নহেন। সাধু অপ্রাকৃত দেহ-মন-বিশিষ্ট এবং অপ্রাকৃত শ্রীধামের সেবক। সাধুর আনুগত্যে ও কৃপায় অনর্থযুক্ত জীবেরও শ্রীধামের সেবা সম্ভব।

সাধুই শ্রীধামপরিক্রমার মূল। সাধুই একমাত্র শ্রীধামপরিক্রমার যোগ্য। যদি আমরা প্রকৃত শ্রীধামপরিক্রমার ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাধুর আনুগত্য দ্বারাই উহা সম্ভব। শ্রীধামে আসিয়াও যদি বিষয় চিন্তায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শ্রীধামে আসিয়াও প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। শ্রীধামে আসিয়া—সাধুগণের কথা নির্বিষ্টচিত্তে শ্রবণ এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ এবং ঐ সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান ও আলোচনায় সর্বদা সর্বতোভাবে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা অচিরে, অপ্রাকৃত শ্রীধামের উপলব্ধি হয়। সাধুদিগের সেবা দ্বারা শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়। শ্রীধামের কৃপায় শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। শ্রীধামের অপ্রাকৃত-স্বরূপ উপলব্ধি হইলে, শ্রীধাম পরিক্রমা সিদ্ধ হয়। সুতরাং সাধুসেবাই শ্রীধামপরিক্রমার যোগ্যতা লাভের একমাত্র উপায়।

সাধুর মাহাত্ম্য শ্রীধামের, শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য অপেক্ষাও—অধিক। সাধুর কৃপায় আমরা শ্রীধাম এবং শ্রীভগবানের কৃপা-লাভে সমর্থ হই।

কিন্তু সাধুকে যদি আমাদিগের ন্যায় অনর্থযুক্ত কিম্বা রক্তমাংসের দেহ-বিশিষ্ট বিবেচনা করি, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে, আমরা তাঁহাদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হই। 'শ্রদ্ধা' অর্থে বিশ্বাস। যিনি শ্রদ্ধাবান, তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে, সাধু এ জগতের ব্যক্তি নহেন। সাধু কি তাহা আমরা কেবল তাঁহারই কৃপায় জানিতে সমর্থ হই। ইহা শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রের এই কথার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলে সাধুর কথায় কিরূপে আমাদের বিশ্বাস হইবে? পণ্ডিত ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা আমাকে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন যে, পণ্ডিতগণ অনেক বিষয়ে অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ হইলেও কোন বিষয়েরই আসল সত্য জানেন না। আসল বস্তুর নাম 'তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে আছে। সাধু-কৃপা হইলে মূর্খ ব্যক্তিও 'তত্ত্ব' জানিতে পারেন। সাধুর কৃপা না হইলে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও 'তত্ত্ব' জানিতে পারা যায় না। 'তত্ত্ব' যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। 'তত্ত্ব' সাধুকৃপায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। আমরা সাধারণতঃ 'সিদ্ধান্ত' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা 'ভক্তি-সিদ্ধান্ত' নহে। জাগতিক পাণ্ডিত্যের সমুদয় সিদ্ধান্ত 'অসিদ্ধ' 'অসত্য'। 'ভক্তিসিদ্ধান্ত'ই প্রকৃত 'তত্ত্ব', ইহাই একমাত্র, আসল সত্য। যাঁহার হৃদয়ে সাধুকৃপায় ভক্তি-সিদ্ধান্তরূপ অপ্রাকৃত সত্য স্বয়ং-প্রকাশিত হন, কেবল মাত্র তিনিই যাবতীয় বস্তুর আসল সত্য জানিতে পারেন। অসাধু পণ্ডিতদিগের তথাকথিত 'সিদ্ধান্ত' দ্বারা তাঁহারা নিজেরাও ঠকেন এবং অন্যকেও ঠকাইয়া থাকেন। চালাকি কিংবা কোন প্রকার অসাধুতা দ্বারা পারমার্থিক জগতে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং সরল ভাবে

শ্রীধাম মায়াপুরের

ভৌগোলিক অবস্থান

যিনি শ্রীধাম-সেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না, তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেও সেরূপ চেষ্টা দ্বারা তাঁহার কোন প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। অসাধু শ্রীধাম-সেবার অনধিকারী। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি শ্রীধামের 'তত্ত্ব' সম্বন্ধে উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া সাধুদিগের নিকট শ্রীধামের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থানের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের এবং জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

সাধুদিগের চরণ আশ্রয় না করিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি সাধুদিগের কথা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য না করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সাধুদিগের প্রতি অনাদর ও অবিশ্বাস প্রকাশিত হয়। কিন্তু যদি আমরা সাধুদিগের কথাগুলি তাঁহা শ্রবণ করিয়া কিছু অংশ কার্য্যতঃ পালন না করি, তাহা হইলেও আমাদিগের নিজের ইচ্ছা মতই কার্য্য হয়, সাধুদিগের আদেশ পালন হয় না। সাধুদিগের আদেশ পালন আমার মঙ্গল অনুকূল ব্যক্তির প্রথমে ভাল লাগে না, কিন্তু যদি শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা করিয়াও সাধুদিগের আদেশ পালন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে অন্য কার্য্যে প্রতি আসক্তি কমিয়া গিয়া সাধুসেবায় প্রতি আসক্তি বাড়িয়া যায়। শ্রীধামে আসিয়া সাধুসেবা করিলে অনায়াসে সে সুকৃতি লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীধামের সেবা করিলে সাধুগণ সন্তুষ্ট হন। শ্রীধামে সাধুদিগের নিকট দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে শ্রীধামের সেবা হয়, যদিও উহা এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না, কিন্তু যদি আমরা সাধুদিগের কথা শুনিয়া, বুঝিয়া এবং বুঝিয়া পালন করিতে না করি, কিম্বা শ্রীধামে আসিয়া বিষয় করিয়া বিষয়-চিন্তায় ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় না।

এক পক্ষ শুনিয়া নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। শ্রীধাম মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহার নৈয়ায়িকতা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কয়েকজন শিক্ষিত এবং মহৎ ব্যক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংগৃহীত প্রমাণাবলী, সেগুলি কিম্বা তাহার নিজের বিবরণ প্রধান করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; উহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য মূল গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হইলে তাঁহারা বর্ত্তমানের সংস্করণ-প্রভৃতি সিদ্ধান্তগুলি অচিরে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইবে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যায়।

কিন্তু ভৌগোলিক মায়াপুর ও শ্রীধাম মায়াপুর একই বস্তু নহেন। ভৌগোলিক মায়াপুরে আসিলে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন হয় না। ভৌগোলিক মায়াপুর দর্শনের জন্য যাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের ভৌগোলিক স্পৃহা চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের একমাত্র অনুরোধ যে শিক্ষিত-সম্প্রদায় কায়মনোবাক্যে অপ্রাকৃত শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ধানে নিযুক্ত হউন।

ভৌগোলিক মায়াপুর শ্রীধাম মায়াপুরের মায়াপ্রকাশিত দর্শন। আমরা যদি শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীবিগ্রহের 'ভৌতিক' উপাদান অনুসন্ধানে ব্যস্ত হই, তদ্দ্বারা আমাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্ত হইলেও কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয় না। বরং কাঠের কৃষ্ণ, মাটির কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রতীতি যতই দৃঢ় হয়, ততই পৌত্তলিকতার পঙ্কে অধিকতর মজ্জমান হইতে হয়। তদ্দ্বারা অমঙ্গলই লাভ হয়। এই জন্যই এক পক্ষ শোনা অসঙ্গত ও বিপজ্জনক। শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে আর একটী পক্ষ আছে, যে পক্ষ সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে অবশ্য এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। কাঠ, পাথর, মাটি, চূণের বৈজ্ঞানিক সন্ধানে বাধা-প্রদান কিম্বা উহার প্রতিপোষকতা করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। আমাদের চেষ্টা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের জন্য। প্রকৃত সত্যের বিকৃত প্রতিফলনের বৈচিত্র্য দুই আলোচিত হইলে তদ্দ্বারা সত্যই সমর্থিত হইবে, ইহাও অবশ্য আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীধাম মায়াপুরের দর্শন ও সেবা মানবের অত্যন্ত দুর্লভ লভ্য বস্তু, উহাই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য। আমাদের বিশ্বাস শ্রীধাম মায়াপুরের দর্শন ও সেবা দ্বারা শ্রীমায়াপুর-দর্শন-আকাঙ্ক্ষী লাভ হইলে আমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে। ভৌগোলিক মায়াপুরের দর্শন দ্বারা ভৌগোলিক মঙ্গল লাভ মাত্র হইবে। ভৌগোলিক মায়াপুরের অবস্থানের নিদর্শন মাত্র ভৌগোলিক গঙ্গা কিম্বা সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হইবার যোগ্য। উহার দর্শক এবং অধিবাসিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধির কবলে কবলিত সাধারণ অমঙ্গল-যুক্ত জীব মাত্র। এসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব ও ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের সহিত একমত হইবেন আশা করিতে পারা যায়।

ভৌগোলিক মায়াপুর দর্শনের জন্য যাঁহাদের এত ব্যাকুলতা, তাঁহারা কেন শ্রীধাম-মায়াপুরের দর্শন লাভের জন্য কিয়ৎ পরিমাণেও ব্যস্ত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই ক্ষুদ্র বিষয়ের একটি অসম্পূর্ণ গণ্ডগ্রাম দর্শনের লালসায় ভৌগোলিক কিম্বা প্রত্নতাত্ত্বিক কারণেই বা কেহ কি? যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত, তুমি বলিয়াই আমাদের শ্রীমায়াপুরদর্শনের ব্যাকুলতা হইত, তাহা হইলে তো সর্ব্বাগ্রে আমরা ভৌগোলিক মায়াপুরের সন্ধান অপেক্ষা শ্রীধামমায়াপুরের দর্শন-যোগ্যতা অর্জ্জন-সামর্থ্যযুক্ত সাধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন কখনও ভৌগোলিক মায়াপুরের দর্শন-প্রার্থী নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন কিরূপ মায়াপুর দর্শনের জন্য ব্যস্ত, তাহা শ্রবণ করিবার পিপাসা কি শিক্ষিত সমাজের কখনও হইবে না? শ্রীধাম পরিক্রমাকারী সাধুদিগের আনুগত্যে শ্রীধাম দর্শনীদের সমস্ত জীবের প্রকৃত দর্শন লাভের যে পারমার্থিক চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে যোগদান করিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সেবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া বুদ্ধিমান শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জনসাধু ব্যক্তিগণ পারমার্থিক চেষ্টার বিরোধী হইলেও সাধুগণ সর্ব্বদাই সত্য প্রচার দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল বিধানের জন্য যত্নবান্।

পর্য্যালোচনা

শ্রীধাম নবদ্বীপ, অভিন্ন-ব্রজভূমি এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমায় শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে পাঠকগণ অতীব রুচিতে যোগদান করিয়া থাকেন। এই পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ, শ্রীগৌড়ীয়-প্রকাশের ২৯ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণকে ঐ প্রবন্ধ নিবন্ধ পর্য্যালোচনা এবং বিশেষভাবে আগামী ফাল্গুনে নিমিত্ত আগামী শ্রীগৌর-আবির্ভাব উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সেনবাহাদুর ও [illegible]

বঙ্গ-সাহিত্য নিবিড় নিশা [illegible] 'বঙ্গীয়সাহিত্য', 'গোবিন্দদাস-কড়চা', [illegible] চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি [illegible] প্রশংসাকারী, পাশ্চাত্য [illegible] ইংরাজীর বাহুর আবাস, কৃতিম [illegible] ডিগ্রী, কলিকাতা কলেজ [illegible] বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের [illegible] কর্ণধার, ডাক্তার রায় [illegible] 'ভারতবর্ষে' যে বিদ্যা [illegible] তাহার নমুনা আমাদের [illegible] বিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী [illegible] [illegible] হইতে [illegible] দর্শন করিয়াছেন। [illegible] করিবার যোগ্য [illegible] করিবে, [illegible] না।

"বঙ্গ, [illegible] রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর [illegible] "গৌরাঙ্গের বৃন্দাবনগমন" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে [illegible] বক্তব্য এই যে, প্রভুর [illegible] বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের [illegible] একটী [illegible] বড়-বড় চলিয়াছিল। [illegible] মধ্যে প্রভুর অপ্রকটের [illegible] ঘটনাগুলি ও তাহার পরবর্ত্তী [illegible] সমূহ লিপিবদ্ধ করিবার [illegible] বাধা উৎপন্ন হইয়াছিল। [illegible] অনুরোধ, আপনাদের পক্ষ [illegible] বিশেষভাবে তীব্র [illegible] দীনেশ বাবুর ন্যায় লোকেরা [illegible] আপনাদের মূর্খ [illegible] একটুও লজ্জা বোধ করেন না। [illegible] যায় দুই দিন, — উহারা [illegible] সমর্থ হইয়া যখন [illegible] অসমর্থ হয়, তখন [illegible] জীবন [illegible] অর্থাৎ মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল লোক নিজ নিজ ক্ষীণ প্রতিষ্ঠা বা আধিপত্যের দৈন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া বহুদিন [illegible] বা কাহিনী সৃষ্টি করিয়া [illegible] বিষয়, — [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] যে প্রভুর [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

১৪ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৫

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

(আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আজকার পুণ্যতম-বাসরে গৌর-জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই নিকট শ্রুত কথা কীর্ত্তন দ্বারা আত্মশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হইবার সাহস পাইয়াছি। আজ যে পুণ্যতম বাসর, সেই পুণ্যতম বাসরের বন্দনা করিয়া থাকেন সুরাসুরসমাজ—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ। জগতের যত কিছু বন্দনীয় আছে, সেই বন্দনীয়গণের পরম বন্দনীয় বিশ্বপতি বিশ্বম্ভরের আবির্ভাব তিথি আজ। আজ সেই আবির্ভাবতিথির আরাধনা হইতেছে সেই আবির্ভাব-স্থলী মহাযোগপীঠে। গৌর নিজ-জনগণ—সত্য-সত্যই শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজজন করিতে পারিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই আজ প্রভু-পূজায় উপস্থিত। আজকার যে মহোৎসব—যে পুণ্য-তমতা, তাহার তুলনা মানুষের বর্ণনাতীত।

এই গৌরসুন্দরের আবির্ভাব অনেকে অনেক রকম বিচার করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন, "নিমাই পণ্ডিত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্র, ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে পিতা-মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যেমন জন্মগ্রহণ করি, আবার চলিয়া যাই, তিনিও বুঝি সেইরূপ আমাদেরই মত একজন জনন-মরণ-শীল প্রাকৃত মনুষ্য মাত্র। চৈতন্যদেবের চরিত্রে যখন দেখিতে পাই, সমস্তই মনুষ্যোচিত কার্য্য, তখন তিনি মনুষ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারেন।" আবার আধুনিক যুগে [illegible] দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক [illegible] বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা মনে করেন—নিমাইয়ের বৈশিষ্ট্য আর কি আছে, তবে, তিনি [illegible] খুব পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-সম্পন্ন, ইহাই বলা যাইতে পারে। কিছু দিন পরে [illegible] আবার অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবকে 'রূপক' বলিয়াই মনে করিবেন, বলিবেন—শ্রীচৈতন্যদেব, বলিয়া কোন বাস্তব-বস্তু ছিলেন না, সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাতে বাস্তবতা আরোপ করা হয় মাত্র ইত্যাদি। আবার কোন কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক তাঁহার বিকৃত-বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন পাগল বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। এই প্রকার নানা বিবদমান অপরাধ-ময় বিচার-স্রোতে জগতের অধিকাংশ লোকই ভাসমান।

এই অপরাধময় বিচার স্রোতের মূল কোথায়? ইহার মূলীভূত কারণ একমাত্র মায়াদেবী। মায়াদেবী জড়বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া আমাদিগকে চিরকাল জড়কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘোরাবার জন্য কত আত্মীয়তা না করে! যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব বিশ্বের সমগ্র চেতনের একমাত্র মালিক—পূর্ণ মালিক, সেই পরাৎপর পুরুষ আমাদের মত রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জগতে আসেন নাই—আসেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় নহে। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে—যেখানে মায়িক জগতের কোন গুণের বিন্দুমাত্রও বিদ্যমানতা নাই, যে ভূমিকা রূপক, কাল্পনিক বা জড়চিন্তা-স্রোত প্রসূত কোন ভূমিকা নহে, সেই ভূমিকায় প্রকাশিত হন—তাঁহার অধীনস্থ চেতনগণের প্রেমামৃত দ্বারা আহূত—সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি তাঁহার স্বরূপ জগতে প্রকাশিত করেন। সেইরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার আগমনে জীবের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়—বিশ্বমানব যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না, সেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়।

কৃষ্ণেতর-বিষয়াসক্ত কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ জীব আমরা "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"—এই শরণাগতিমূলক বিশ্বাস না করিতে পারিয়া বলিয়া থাকি—"হে অন্নকষ্ট-প্রপীড়িত জীব, অন্নের জন্য চীৎকার কর, গৌরসুন্দরের আরাধনায় আর লাভ কি হইবে?" কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যখন আবির্ভূত হন, তখনকার সামাজিকগণ তাঁহার কি কার্য্য—কি আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, তাহা দেখুন—

> স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
> শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
> যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং
> তপস্তাপসাঃ।
> জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়-
> শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
> মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং
> নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া পরাভক্তিপদবী আবিষ্কার করিলে যাঁহারা বিষয়ী, অনুক্ষণ জড়বস্তুই যাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি-কথালোচনা সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—গৌর-পাদপদ্মমধু পান করিয়াছিলেন। যে শাস্ত্রের কচকচি—শুষ্ক বাদানুবাদ স্পৃহা, যে ঘটপটীয়া মূর্খতা একদিন সমস্ত নবদ্বীপকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গরিমায় প্রমত্ত করাইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সেই প্রকার স্পৃহাগুলিকে পণ্ডিতগণ অত্যন্ত নগণ্যবোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বায়ু লইয়া যে ক্রীড়া অর্থাৎ বায়ুকে নিয়মন করা—শাসন করা—অধীন করিয়া রেচকাদি করা—এই যে যোগাদি-চেষ্টা, যাহার জন্য যোগিগণ হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে কত ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তাঁহারা সেই তপঃক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর অন্য কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

আজ যে স্থানে আপনারা উপস্থিত, সেইস্থান সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীযোগমায়াপুর শ্রীধাম। কিন্তু ভগবন্মায়া বদ্ধজীবনেত্রকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া বদ্ধজীবের এই চিন্ময় ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না, তাই লোককে আসল বলিয়া জীবের বঞ্চনাই লাভ হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন—অনর্পিতচর বার্ষভানবীর ভজন কথাটী সাধারণের কাছে গুপ্ত রাখার জন্য মায়াদেবী কিরূপ না চেষ্টা না করিয়াছেন? মায়ামুগ্ধ জনগণ বলিয়া থাকেন—"ভাগবতেই যখন বার্ষভানবীর নাম নাই, তখন বৃষভানুজার ভজন বলিয়াই কিছু নাই।" কিন্তু "জনসাধারণের এই যে ধারণা; ইহা ভগবানেরই ইচ্ছায় অত্যন্ত গোপনের বস্তু, সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে বলিয়া শ্রীভাগবতবক্তায় শ্রীভাগবতের সর্ব্বাবেশাবতার ব্যাসদেব তাহা অতি সংগোপনে গোপন করিয়াছেন। বঞ্চিত জীবগণের নিকট যেমন মায়াদেবী শ্রীবার্ষভানবীর কথা গুপ্ত রাখিয়াছেন, শ্রীবার্ষভানবীর ভাব-বিভাবিত গৌরাবির্ভাব ক্ষেত্র শ্রীধামের কথাও সেইরূপ মায়াদেবী কৃষ্ণবিমুখজনের নিকট গোপন রাখিলেন। নতুবা শ্রীচৈতন্যলীলাসম্বন্ধে কত লীলাগ্রন্থ লিখিত হইল, শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সব লিখিতে পারিলেন কেবল গৌর-জন্মস্থানটীর কথাই লিখিতে পারিলেন না? তাহার কি কোন কারণই নাই? আছে—উদ্দেশ্য আছে। যে ধামে পরম-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইতে পারে, তাহা বিমুখজনের নিকট মায়াদেবী গোপন করিলেন—সত্য-বস্তুতে অসত্য ভ্রম উৎপাদন করিলেন কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখজন মায়ার সে চাতুরী বুঝিয়া প্রকৃত বস্তু চিনিয়া লইলেন।

মায়াভক্তগণ বলিতে লাগিল—"আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীযোগমায়াপুরে গেলে আত্মনিবেদন করিতে হবে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, সেখানে যাইও না, তোমরা কেহই সেখানে যাইও না।" কিন্তু তাহারা এরূপ বন্দোবস্ত করিলে কি হইবে? ছিদ্রচ্ছিদ্র শ্রীযোগমায়া ভাগ্যবান্ লোকদের সুবিধা করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ—এই সকল গৌরনিজজন সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্ জনগণকে সে গুপ্তনিধির সন্ধান দিলেন। 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সয়তান যেমন নকল স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিয়াছিল, আজ সেইরূপ কতকগুলি সরস্বতীদ্বেষী ব্যক্তি প্রকৃত শ্রীধাম-মায়াপুরের নামে নকল মায়াপুর সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে; অবশ্য উহা ভগবানেরই ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বঞ্চনা প্রয়াসি-জীবগণই এইরূপে চিরকালই সত্য-বঞ্চনাতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

[সন্ধ্যারাত্রিকের সময় হওয়ায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রবল শ্রবণাগ্রহ সত্ত্বেও বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে এই স্থানেই বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।]

শ্রীমদ্ভাগবত

'শ্রীমদ্ভাগবত'-শব্দদ্বারা দুইটী শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়,—একটী বিষ্ণু ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে শব্দব্রহ্ম-মূর্ত্তি; শব্দব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্ ভাগবত বিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত, ভগবদুপাসকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু দাস নহেন। বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণু-ভক্তি-রহিত আত্মবস্তুর ধারণা নির্ব্বিশেষপর, সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন না। ভগবান্ ও ভাগবতের বিশেষত্ব ক্ষীণ হইলেই ধর্ম্মদৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী।

গ্রন্থ ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ-নিরূপিত হইয়াছে এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই কৃষ্ণানুশীলন-ধর্ম্ম-নিরত।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলান্বিত, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণেতর প্রতীতিসম্পন্নের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয় সেবক-স্বরূপ ভাগবত। ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত। কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তির পরিস্ফুরণ নাই। ভাগবত যে কালে ভগবৎ সেবা বা ভাগবত পাঠ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে বিরত হন, সেই কালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কারণেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা— শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণপর ধারণাদ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কারণেই মানবের নিজ বৃত্তি ভক্তি সম্পাদিত হয়। ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা রূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয়। তখন সুনির্ম্মল ভগবৎ প্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের প্রাপ্য বিষয়বোধে প্রাণকীর্ত্তন বিচারণকারীর অনুশীলন করায়। আশ্রয় ব্যতীত বিষয়ের অবস্থান এবং বিষয়-ব্যতীত আশ্রয়ের অবস্থান সম্ভাবনা নহে [illegible] বিষয়াশ্রয় ভেদে বিশিষ্ট অদ্বয় জ্ঞান অবস্থিত। উহা দেহ বা মায়িক বিচিত্রতার ন্যায় তুচ্ছ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্দর্শন স্ফুর্ত্তি বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনেই ভগবৎসেবা বিমুখ অনাত্মপ্রবৃত্তি শিথিল হইয়া যাইবে, শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হইবে। সেই কালে জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কৃষ্ণেতর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিপর্য্য আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তিবাদ হইতে জীবন্মুক্তগণই স্বস্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অদ্বয় জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাত্ব প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ— একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবন-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। তদনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

"এই ভবসংসার হইতে অনন্ত কালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর পরমহংস বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা তাদৃশ ধারণা ফলে নিত্যবদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদিগের রুচি নাই, তাঁহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড়জ্ঞানের ক্রীড়া-পুত্তলী।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য সত্য কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলে বেদগম্য হরিকথা প্রচারকারী [illegible] গ্রন্থ ভাগবত বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে বিবর্ত্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের আলোচনীয় নহে, এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] শুধু অমল প্রমাণই [illegible] বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপনিষদের বিদ্বৎসমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল বামনের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও সেই চন্দ্রিকালোকে সুশীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রণালিকা-দ্বারা কখনই শ্রীমদ্ভাগবত আয়ত্তীকৃত করিতে পারেনা; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

'এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতির সভ্যতার বিকাশমূলে সর্ব্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়জীব ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতাক্রমে কৃষ্ণবিমুখতা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রাণ হইতেছে। আবার যে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকাখ্য জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ভাগবত ব্যবসায়ীর জীব্য পণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে শ্রবণ ও অনর্থের বিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা না হইয়া ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্ত পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের ত্রিবর্গ-সঙ্গ কখনই ঘুচিবেনা। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগবৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধজীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয় তাৎপর্য্য বিশিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার ন্যায় অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে [illegible] প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। পরে [illegible]

প্রকৃতির মুখাপেক্ষী কি?

জীব মাত্রই ভ্রমাদি দোষে দুষ্ট। মনুষ্যের পদে পদেই ভ্রম, প্রমাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা [illegible] পাটবতা দেখা যায়, আবার মনুষ্য স্বার্থের দাস বলিয়া তাহার বিপ্রলিপ্সা [illegible] অবশ্যম্ভাবিনী সুতরাং এতাদৃশ দোষগ্রস্ত জীবের প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণ সকল অলৌকিক ও অচিন্ত্য স্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিতে পারেনা. কিন্তু তাই বলিয়া পরব্রহ্মের কোন প্রমাণ নাই—এমন বলা যায় কি?

নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাচিন্ত্য এবং স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারেন না, গুরুপুরুষ-পরম্পরায় অলৌকিক জ্ঞানের সহিত বলিয়া যাহাকে অপ্রাকৃত বাক্য বলা যায়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই পরব্রহ্ম বিষয়ে একমাত্র অমল প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" শাস্ত্রই পরব্রহ্মের প্রমাণ, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বেদশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব নিরূপণে যত্ন করিবেন না। শাস্ত্র বলেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া কথিত হয়। জীব প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা আবদ্ধ, সেই কারণে তাঁহার প্রত্যক্ষ বৃত্তি ও অনুমান বৃত্তি প্রাকৃত জগতের মধ্যেই আবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু তর্কের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন না।

ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন :—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।"

ও অঙ্গকে নির্দ্দেশ করিতে [illegible] তখন তাঁহাকে প্রাকৃত [illegible] ক্রমোন্নতিবলে ভগবদ্ভক্তের সহিত [illegible] আরম্ভ করিয়া ভগবৎপ্রেমপর্য্যন্ত [illegible] যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে [illegible] বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখ[illegible] হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত [illegible]

…যুক্তি-কেহ গ্রহণ করেন যে, যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, সেই প্রকার, তর্কপ্রয়োগে ব্রহ্ম নিরূপিত হউক। তদুত্তরে আমরা বলি,—না, তাহা হইতে পারে না; কারণ স্বতন্ত্র তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-রূপ দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, যেহেতু, প্রতিষ্ঠিত তর্কের বিরোধিরূপে তর্কান্তর থাকে, অতএব একমাত্র অপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্ম নির্ণীত হইতে পারেন।

অচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিই মূল প্রমাণ; তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'। শাস্ত্র শ্রুতির প্রমাণ সাহায্যে 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ' দ্বারা উক্ত প্রমাণকে সার্থক করিয়াছেন।

সর্বপ্রমাণ চূড়ামণি বেদ শাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রস্থান—শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি-প্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম উক্ত হইয়াছেন, ন্যায়প্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম বিচারিত হইয়াছে, আর স্মৃতিপ্রস্থানে শ্রুতি ও ন্যায়ের অর্থ অনুমোদিত হইয়াছে। শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থই গ্রাহ্য, স্মৃতিতে প্রস্থানদ্বয়ের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আরোহপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করত কল্পনা পূর্বক গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রুতিকথিত ব্রহ্মশব্দের রূঢ়িবৃত্তিতে অসমোর্দ্ধ চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবানই বোধিত হয়েন। চিদ্বিভূতিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের দেহও চিন্ময়। পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যে ত্রিপাদবিভূতি জ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহাই চিদ্বিভূতি। শ্রুতিতে শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির ন্যায় চিদ্বিগ্রহের কথাও কথিত হইয়াছে।

শ্রুতির গৌণার্থ-কল্পনাকারী অপরাধী মায়াবাদিগণ তাঁহার চিদ্বিগ্রহ অস্বীকার করেন। পেচক দিবান্ধতা নিবন্ধন সূর্যকে দর্শন করিতে পারে না, কেবল চর্ম দ্বারা উত্তাপ অনুভব করিতে পারে, সেই কারণে তাহার নিকট সূর্যের উত্তাপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, স্বয়ং সূর্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না কিন্তু তাই বলিয়া সূর্যের অস্তিত্ব লোপ হয় না, তদ্রূপ মায়া কর্তৃক আবৃতচক্ষু পেচকধর্মবিশিষ্ট মায়াবাদী তাহার খণ্ড জ্ঞানের অপ্রাদুর্ভূতত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তিমান [illegible] বিগ্রহ শ্রীভগবানকে তাহাদের [illegible] প্রাকৃত [illegible] বিষয়-রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ [illegible] তাহাকেই [illegible]

[illegible]

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার যে অপ্রাকৃত রূপ, তাহা জ্যোতির্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছে, সেই আবরণ তুমি দূর কর, আমরা তোমার অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তির দর্শনপ্রার্থী।

হে জগৎপোষক, হে প্রজাপতি-প্রিয়, তোমার তেজোরাশি যাহা জ্ঞানিগণ কর্তৃক ব্রহ্মরূপে কথিত হয়, তাহা সঙ্কুচিত কর, তাহা হইলে তোমার কৃপায় আমরা তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করিতে পারি।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা দ্বারা মায়াবাদীগণ ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিপরিণাম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়ারূপী একটি অনির্বচনীয়া শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটী বৃত্তি আছে। মায়ার আবরণবৃত্তিদ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা মায়ামোহিত হইয়া ব্রহ্মই আপনাকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন, এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া এই ভ্রমময় বিশ্ব দর্শন করেন।'

'ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, এই ব্রহ্মই সমষ্টি মায়ামোহিত হইয়া ঐন্দ্রজালিকস্থানীয় ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিমায়ামুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ স্থানীয় জীবরূপে পরিচিত হয়েন। বদ্ধজীবের অনুভূতিতে মায়া ও তৎকার্য্য সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মুক্তিদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ ও অলীক বলিয়া উপলব্ধ হয়—অতএব সমষ্টি মায়াবরণে প্রাকৃত ব্রহ্মের ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মায়াবরণে আবৃত ব্রহ্মের জীবোপাধি—এই উভয়ই মিথ্যা।

জগৎ, জগতের সৃষ্ট্যাদি, জীবের বন্ধ, মোক্ষ, পুরুষার্থ ও তৎসাধনাদি সমস্তই কল্পিত হয় বটে কিন্তু স্বরূপতঃ সমস্তই মিথ্যা। তবে এই সমস্ত মিথ্যা হইলেও প্রস্তাবিত মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের ন্যায় শূন্যবাদ নহে, কারণ মায়াবাদ-মতে এক নিত্য সত্যস্বরূপ নির্গুণ নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মসত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী একায়নপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মায়াবাদকে বৌদ্ধমতেরই রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা করেন।

নাস্তিক বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব অসৎ, তাঁহারা শূন্য হইতে সৃষ্ট্যাদির কল্পনা করেন, আর আস্তিকরূপ মায়াবাদীও সৎ মাত্র ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করেন ও জগৎকে মিথ্যা বলেন, সুতরাং তত্ত্ববিচারে মায়া-[illegible] ক্রিয়া ও সংস্কারবহিত চিন্মাত্র [illegible] বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই দেখা যাই-[illegible]

[illegible]

[illegible] বৌদ্ধমত [illegible]

[illegible]

এখন দেখা যাউক শ্রুতিতে এই মায়াবাদ স্বীকৃত হইয়াছে কিনা।

মায়াবাদী বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিঃশক্তিক, কিন্তু শ্রুতি বলেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

[শ্বেতাশ্বঃ ৬৮]

তিনি পরাৎপর বস্তু, তিনি অবিচিন্ত্য পরাশক্তির আধার, সেই পরাশক্তির জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ, শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা ভগবানের এই ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবম্বিধ শক্তি-মদ্বিগ্রহ শ্রীভগবানকে গৌণার্থ কল্পনাদ্বারা নিঃশক্তিক বলা হইয়াছে।

মায়াবাদী বলেন ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ মিথ্যা ও মায়াময়।

কিন্তু শ্রুতিতে 'বিশ্বমেব পারেণ' বাক্যে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের কথাই পরিস্ফুটরূপে কীর্তিত হইয়াছে। মায়াবাদী পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বেদান্তের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রে এবং শ্রুতির 'যতো বা ইমানি ভূতানি' বাক্যের মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

মায়াবাদী জীবকে বিভু ব্রহ্মবস্তু বলেন কিন্তু শ্রুতির—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ' 'বালাগ্রশতভাগস্য' 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' 'অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং', প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার অণুত্ব ও ব্রহ্মের শব্দ কথিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণদ্বারা তর্কপন্থী আরোহবাদীর মায়াবাদ কখন স্থাপিত হইতে পারে না, মুখ্যার্থ গ্রহণ দ্বারা যখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তখন কল্পনা বা লক্ষণাদ্বারা সূত্রার্থ পরিবর্তন করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না,—যখন স্বাভাবিক অর্থদ্বারা বাক্যার্থ নির্ণীত হয় না, তখনই লক্ষণাদ্বারা অর্থান্তর করিবার প্রয়োজন হয়।

মায়াবাদী সম্প্রদায় বেদান্ত ও শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা স্বীয় মতবাদ স্থাপনে অসমর্থ হইয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গৌণার্থ কল্পনাপূর্বক অশ্রৌত ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপনে প্রযত্ন করিয়া জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুজীবকে ভগবৎপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া অনন্ত রৌরবের ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র।

(পণ্ডিত—শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

নানা কথা

লোকান্তরে ভরতপুর-মহারাজ

ভরতপুরের মহারাজা দীর্ঘ ছয়মাস রোগে ভুগিয়া গত ২৭শে মার্চ বেলা ৪টার সময় দিল্লীর লেডী-হার্ডিঞ্জ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ অল্পসময়ের মধ্যে সহরে ছড়াইয়া পড়ে। অনেক রাজা, মহারাজা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় ছুটিয়া আসেন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশ্মীর, বিকানীর, ঢোলপুর, পাতিয়ালা ও সাপুরা-দিগের মহারাজা, স্যর উমিয়ন, সচীব সেনাধ্যক্ষ বার্ডউড, বড়লাটের শরীররক্ষক মিঃ ওয়াটসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শতশত সহস্র প্রজাবাসী তাঁহাদের প্রিয় মহারাজাকে শেষ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

মহারাজার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর ছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মহারাণী ও তাঁহার সন্তান সন্ততির প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

বেলা ১২ টার সময় মৃতদেহ গাড়ীতে উঠাইয়া গোবর্দ্ধন লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

সুরাটে হিন্দু মহাসভা

৩০শে ও ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসিবে। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ফণীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন ও স্বামী সত্যানন্দ ২৭শে মার্চ পাঞ্জাব মেলে সুরাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হিসাব লুকাইবার অভিযোগ

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কসের সাধনচন্দ্র পাল তাহার কারবারের অংশীদার ভোলানাথ পালকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে, হিসাবের খাতাপত্র লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগে আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, বানার্জীর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বুধবার ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি এক কাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

"ইউরোপ" ভস্মীভূত

হামবর্গের ২৬শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সমুদ্র অতিক্রমকারী প্রকাণ্ড টর্পো জাহাজ "ইউরোপ"—জার্মাণীর হামবোগ বন্দরে ভস্মীভূত হইয়াছে। অকস্মাৎ ইহার অভ্যন্তরে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

গতবর্ষের আগষ্টমাসে "ইউরোপ" নির্মাণ শেষ হয়। আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখে নিউ ইয়র্ক অভিমুখে এই টর্পো জাহাজ যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। পাঁচ দিনে আমেরিকায় পৌঁছিয়া জার্মাণীর জন্য গৌরব অর্জন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

চীনে আবার রণচণ্ডী

চেঙ্কু হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ,-গত ২৫শে মার্চ্চ রাত্রি হইতে জেনারেল চেং টাং চেং উত্তরদেশের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছেন। জাতীয় দলের ৭ হাজার সৈন্য আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছে। সাম্মিলিত সৈন্যদল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিল, এমন সময় দুই হাজার বিপক্ষদলের সৈন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করে। ইহাতে সাময়িকভাবে একটু গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু পরে জাতীয় দল প্রবল বিক্রমে ইহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। তাহারা ওয়ে-হাই-ওয়ে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

জাতীয় দলের সৈন্য এখনও সংখ্যায় ভারী বিরুদ্ধবাদীদের দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

সিমলায় সরকারী আফিস

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনকাল বর্দ্ধিত হওয়ায় ভারত সরকারের আফিসাদি সিমলায় স্থানান্তরিত হওয়ার তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী ১১ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে আফিস বন্ধ হইয়া ১২ই তারিখে সিমলায় খুলিবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন শেষ না হইলে ঐ তারিখও পরিবর্তিত হইতে পারে।

ছয় হাজার কমিউনিষ্টের আক্রমণ

লণ্ডনের ২৮শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া যুনান কর্তৃপক্ষের হুনানের গভর্ণর হুটিপিংকে প্রত্যাহার করায় দুই কর্তৃপক্ষের ভিতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উহার ফলে চীনে যুদ্ধের বহ্নি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

নানকিংএর এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর পূর্ব হুপে, উত্তর আনহুই ও দক্ষিণ হোনানের সীমান্তে নানকিংএর যুঝান দলের ভিতর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইয়াংসির চাঙ্গানের জন্য টোকিও নৌ-কর্তৃপক্ষ তথায় তিনটী সামরিক জাহাজ প্রেরণ করিতেছেন।

সুচৌর ৬ হাজার কমিউনিষ্ট সৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কুকিয়েন আক্রমণ করিয়া চিং চৌফু সহর অধিকার করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্ম্মঘট

কাঠের কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে বাড়ী নির্ম্মাণকারী ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। মিঃ ক্যারিং প্রমুখ বিশিষ্ট শ্রমিক নেতারা এক সভায় বক্তৃতা করেন। তথায় ২৫০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। পুনরায় কার্য্যে যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য শ্রমিকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ঘরে আগুন লাগাইবার অভিযোগ

গণেশচন্দ্র মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লাগাইবার অভিযোগে চাকুরিয়ার জানকীনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ৪৩৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত মঙ্গলবার আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, পি, মুখোপাধ্যায় এই মামলার 'রায়' প্রদান করিয়াছেন। আসামীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, আসামী বাদীর বিরুদ্ধে একটি ডিক্রী পায় এবং তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলে। বাদী অস্বীকার করিলে আসামী তাহার দারোয়ানের সাহায্যে তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে সে আইন অনুসারে বাড়ীর অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং সে বাদীকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই।

বৃন্দাবনে মদ্যপান বর্জ্জনের সঙ্কল্প

সহর বৃন্দাবনের জনৈক সংবাদে প্রকাশ, বৈষ্ণবের সেবা-স্থান হইলেও এখানে মদের দোকান আছে। অনেক নামধারী বৈষ্ণব মদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সহরে ভদ্রলোকদের ভিতরও ইহার কাটতি কম নহে। তবে, মেথর, চামার, কুলীবাহ তহা বেশী পান করিয়া থাকে। তাই মাদক দ্রব্য নিবারণের জন্য গত ২৪শে মার্চ্চ এখানে চামার, মেথর প্রভৃতির এক সভা হয়। অধ্যক্ষ যুগলকিশোর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু লোক আসিয়াছিল। অস্পৃশ্যদের সভা বৃন্দাবনে এই প্রথম। তাহারা ভদ্রলোকদিগকে একসঙ্গে বসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছে এবং বক্তৃতা শুনিয়া সবাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা আর নেশা করিবে না। এইজন্য তাহাদের মধ্যে এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

প্রতারণার অভিযোগ
বিচারপতিদ্বয়ের মতবিরোধ

এস, এন, ব্যানার্জ্জী প্রমুখ ৬ জন লোক কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছে যে, তাহারা মেসার্স ম্যাকলিওড এণ্ড কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এস, এন, ব্যানার্জ্জীর পক্ষ হইতে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে জামীনের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না-মঞ্জুর হওয়ায় হাইকোর্টে ইতঃপূর্ব্বে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ২৭শে মার্চ্চ বিচারপতি মাননীয় মেসার্স সুরাবর্দ্দী ও গ্রেগোরীর এজলাসে এক সম্পর্কে এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ায় ব্যাপারটা প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আলী আমেদ

পেশোয়ারের ২৮শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সর্দ্দার আলী আমেদ খান পেশোয়ার-পেশোয়ার এক্সপ্রেসে কান্দাহারের পথে কোয়েটা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য বন্ধু এবং স্থানীয় আফগান সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্ত্তৃক ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়েন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় আফগানিস্থানের শান্তি ও শক্তি প্রার্থনা করেন। এবং পরিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে আমীরের প্রতি তাঁহাদের 'আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মহাসভায় চ্যানেল সুড়ঙ্গের কথা

গত ২৬শে মার্চ্চ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন মহাসভায় প্রকাশ করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ ব্যাপার আসন্ন হওয়াতে ইংলিশ চ্যানেলের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ বিষয়ক অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের নেতৃগণের একত্র মিলন অসুবিধাজনক। সে জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, একটা বে-সামরিক নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়া অর্থ-নীতির দিক হইতে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ফলাফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে। আর্থিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া যত দিন না উক্ত কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিতেছেন, তত দিন সুড়ঙ্গনির্ম্মাণে রাজনৈতিক ও সামরিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বুধবারের অধিবেশনে সরকারের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষতঃ পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনের অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে। উহার কারণ উল্লেখ করিয়া মিঃ বি, কে, বসু বলেন, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক গ্রাজুয়েট বাহির হইয়া আসে। তাহারাই ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হয়।

শিক্ষা বিভাগের ব্যয়-হ্রাস প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় শিক্ষা বাবদ ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত ৫৩ টাকার দাবী হইতে এক টাকা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সামান্য সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকার কি পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সঙ্কোচ সাধন করিতে চাহেন?

সরকার পক্ষের উত্তর

রাজস্ব-সচিব মিঃ মার বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ টাকা সর্ত্তে প্রদান ব্যতীত সরকার কলেজসমূহে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা এবং স্কুল সমূহে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা সরকারের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমান আর্থিক সম্বন্ধ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। উহার পর সরকারের শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শদাতাগণ ঐ বিষয়ের তদন্ত করিবেন। উক্ত বন্দোবস্ত পুনরায় বহাল করা হইবে কি না, তদন্তের ফলে উহা স্থিরীকৃত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ঐ বিষয় উত্থাপন করা সমীচীন নহে। অর্থাভাবের জন্য সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহাদের ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য প্রদান করিতে পারেন না।

অতঃপর উক্ত হ্রাস প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

বড়বেলুনে ওলাউঠার প্রকোপ

প্রকাশ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে লাইনের তিন মাইল পূর্ব্বে বড়বেলুন গ্রামে ভীষণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রতিবৎসরই তথায় ম্যালেরিয়া-ওলাউঠা-বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে বহু লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এবৎসরেও সেইরূপ হইয়াছে। এই মাসের ১০ দিনের মধ্যে ২৩ জন ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতি দিনই ৪।৫ জন এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। উত্তম পানীয় জলের অভাবই এই রোগের কারণ। আমরা শুনিতে পাইলাম, এ বিষয় জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে দরখাস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। আমরা আশা করি, চেয়ারম্যান মহাশয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের দুঃখ নিবারণের জন্য অন্ততঃ দুই একটী নলকূপ বা পুষ্করিণীর ব্যবস্থা করিয়া গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

[illegible] চৈত্র, শনিবার—১৩৩৫ [illegible]

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

(শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব-[illegible] প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] পরিশিষ্ট।)

আজকার পুণ্যতম-বাসরে গৌর-জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই নিকট শ্রুত কথা কীর্ত্তন দ্বারা আত্মশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হইবার সাহস পাইয়াছি। আজ যে পুণ্যতম বাসর, সেই পুণ্যতম বাসরের বন্দনা করিয়া থাকেন [illegible]—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ। জগতের যত কিছু বন্দনীয় আছে, সেই বন্দনীয়গণের পরম বন্দনীয় দিকপতি বিশ্বম্ভরের আবির্ভাব তিথি আজ। আজ সেই আবির্ভাবতিথির আরাধনা হইতেছে সেই আবির্ভাব-স্থলী মহাযোগপীঠে। গৌর-নিজ-জনগণ—সত্য-সত্যই শ্রীগৌরসুন্দরকে [illegible] করিতে পারিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই আজ প্রভু-পূজায় উপস্থিত। আজকার যে মহোৎসব—যে 'পুণ্য-তমতা', তাহার তুলনা মানুষের বর্ণনা-[illegible]।

এই গৌরসুন্দরের আবির্ভাব অনেকে অনেক রকম বিচার করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন, "নিমাই পণ্ডিত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্র, ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে [illegible] হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যেরূপ জন্মগ্রহণ করি, আবার চলিয়া যাই, তিনিও তদ্রূপ আমাদেরই মত একজন জনন-মরণ-শীল প্রাকৃত মনুষ্য মাত্র। [illegible] যখন দেখিতে [illegible] কার্য্য, তখন [illegible] আধুনিক [illegible] [illegible] তিনি যে একজন খুব পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-[illegible], ইহাই বলা যাইতে পারে। কিছু দিন পরে হয় ত আবার অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবকে 'রূপক' বলিয়াই মনে করিবেন, বলি-বেন—শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া কোন মানুষ-বস্তু ছিলেন না, সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাতে [illegible] আরোপ করা হয় মাত্র ইত্যাদি। আবার কোন কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক তাঁহার বিকৃত-বুদ্ধি-অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন পাগল বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। এই প্রকার নানা বিবদমান অপরাধ-ময় বিচার-স্রোতে জগতের অধিকাংশ লোকই ভাসমান।

এই অপরাধময় বিচার স্রোতের মূল কোথায়? ইহার মূলীভূত কারণ একমাত্র মায়াদেবী। মায়া-দেবী জড়বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া আমাদিগকে চিরকাল জড়কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘোরাবার জন্য কত আত্মীয়তা না করে। যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব বিশ্বম্ভর সমগ্র চেতনের একমাত্র মালিক—পূর্ণ মালিক, সেই পরাৎপর পুরুষ আমাদের মত রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জগতে আসেন নাই—আসেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবি-র্ভাব মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় নহে। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে—যেখানে মায়িক জগ-তের কোন গুণের বিন্দুমাত্রও বিদ্য-মানতা নাই, যে ভূমিকা অপ্রাকৃত, কাল্পনিক বা জড়চিন্তা-স্রোত প্রসূত কোন ভূমিকা নহে, সেই ভূমিকায় প্রকাশিত হন—তাঁহার অধীনস্থ চেতন-গণের প্রেমামৃত দ্বারা আহূত—সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি তাঁহার স্বরূপ জগতে প্রকাশিত করেন। সেইরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার আগমনে জীবের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়—বিজ্ঞানবিৎ যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না, সেই সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান হয়।

কৃষ্ণেতর, বিষয়াসক্ত, কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ জীব আমরা "বুভুক্ষাতীতি [illegible]"—এই [illegible] বিচার না করিতে পারিয়া বলিয়া থাকি—"[illegible]", [illegible] ইত্যাদি।[illegible] কিন্তু শ্রীভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার সাধারণজনগণ তাঁহার কি আদর্শ—কি আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, তাহা দেখুন—

> স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
> শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
> যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং
> তপস্তাপসাঃ।
> জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয-
> শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
> মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং
> নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া পরাভক্তিপদবী আবিষ্কার করিলে যাঁহারা বিষয়ী, অনুক্ষণ জড়বস্তুই যাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি-কথালোচনা সর্ব্বতো-ভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—গৌর-পাদপদ্মমধু পান করিয়াছিলেন। যে শাস্ত্রের কচকচি—শুষ্ক বাদানুবাদ স্পৃহা, যে ঘটপটীয়া মূর্খতা একদিন সমস্ত নবদ্বীপকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, আধ্যক্ষিক জ্ঞান-গরিমায় প্রমত্ত করাইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সেই প্রকার স্পৃহাগুলিকে পণ্ডিতগণ অত্যন্ত নগণ্যবোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বায়ু লইয়া যে ক্রীড়া অর্থাৎ বায়ুকে নিয়মন করা—শাসন করা—অধীন করিয়া রেচ কাদি করা—এই যে যোগাদি-চেষ্টা, যাহার জন্য যোগিগণ হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে কত ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তাঁহারা সেই তপঃক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞান-সন্ন্যাসি-গণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর অন্য কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

আজ যে স্থানে আপনারা উপস্থিত, সেইস্থান সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীযোগমায়াপুর শ্রীধাম। কিন্তু ভগ-বানের বহির্জীবনেত্রাবে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া বদ্ধজীবের এই চিন্ময় ভূমি [illegible] যোগ্যতা লাভ হয় না, তাই [illegible] বলিয়া জীবের মঙ্গলই লাভ হয় আর। শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন—"ভাগবতেই যখন [illegible] নাম নাই, তখন ভুবনাইবার [illegible] বলিয়াই- [illegible] আরাধ-নাদ্যবশের এই যে ধারণা, ইহা ভগবানেরই ইচ্ছায় অজ্ঞ লোকদের [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ্য নহে বলিয়া শ্রীভগবদিচ্ছায় শ্রীভগবানের [illegible] বালদের দ্বারা অতি গোপনে গোপন করিয়াছেন। বঞ্চিত জীবগণের নিকট যেমন মায়াদেবী শ্রীগর্ভমালীর কথা গুপ্ত রাখিয়াছেন, শ্রীবার্ষভানবীর [illegible]-বিকারবিস্তৃত গৌরাবির্ভাব ক্ষেত্র শ্রীধামের কথাও সেইরূপ মায়াদেবী কৃষ্ণবিমুখজনের নিকট গোপন করিলেন। নতুবা শ্রীচৈতন্যলীলাসম্বন্ধে কত লীলাগ্রন্থ লিখিত হইল, শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সব লিখিতে পারিলেন, কেবল গৌর-জন্মস্থানটীর কথাই লিখিতে পারিলেন না? তাহার কি কোন কারণই নাই? আছে—উদ্দেশ্য আছে। যে ধামে পরম-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইতে পারে, তাহা বিমুখজনের নিকট মায়াদেবী গোপন করিলেন—সত্য-বস্তুতে অসত্য ভ্রম উৎপাদন করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণসেবোন্মুখজন মায়ার সে চাতুরী বুঝিয়া প্রকৃত বস্তু চিনিয়া লইলেন।

মায়াচ্ছন্নগণ বলিতে লাগিল—"আত্ম-নিবেদনক্ষেত্র শ্রীযোগ-মায়াপুরে গেলে আত্মনিবেদন করিতে হইবে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, ভোগময় দাওয়া হইবে না, তোমরা কেহই সেখানে যাইও না।" কিন্তু তাহারা এরূপ ষড়যন্ত্র করিলে কি হইবে। [illegible] শ্রীযোগ-মায়া ভাগ্যবান্ লোকদের স্থাপনা করিয়া দিলেন। [illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ—এই সকল গৌরনিজজন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্ জনগণকে সে গুপ্তনিধির সন্ধান দিলেন। 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সয়তান যেমন নকল স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিয়াছিল, আজ সেইরূপ কতকগুলি সয়তানোপম ব্যক্তি প্রকৃত শ্রীধাম-মায়াপুরের নামে নকল মায়াপুর সৃষ্টি করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে। অবশ্য উহা ভগবানেরই ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বঞ্চনা প্রয়াসি-জীবগণই এইরূপে চিরকালই সত্য-বস্তুলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

[সন্ধ্যারাত্রিকের সময় হওয়ায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রবল শ্রবণাগ্রহ সত্ত্বেও বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে এই স্থানেই বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।]

শ্রীমদ্ভাগবত

'শ্রীমদ্ভাগবত'-শব্দদ্বারা দুইটী শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়,—একটী গ্রন্থ ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে শব্দব্রহ্ম-মূর্ত্তি; শব্দব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্ ভাগবত গ্রন্থকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত, ভগবদুপাসকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন। বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি-রহিত আত্মবস্তুর ধারণা নির্ব্বিশেষপর, সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ-আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান হইতে চাহেন না। ভগবান্ ও ভাগবতের বিশেষত্ব ক্ষীণ হইলেই খর্ব্বদৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী।

গ্রন্থ ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে তাহারা সকলেই কৃষ্ণানুশীলন-ধর্ম্ম-নিরত।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলাবিহিত, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, ক্রমোত্তর প্রতীতিসম্পন্নের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয় সেবক-স্বরূপ ভাগবত। ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত। কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তির পরিস্ফুরণ নাই। ভাগবত যে কালে ভগবৎ সেবা বা ভাগবত পাঠ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে বিরত হন, সেই কালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণাদি ধারণাদ্বারা সংসাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিজ বৃত্তি ভক্তি সমুদিত হন। ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা রূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয়। তখন সুনির্ম্মল ভগবৎ প্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের আরাধ্য বিষয়বোধে শ্রবণকীর্ত্তন বিচারণকারীর অনুশীলন করায়। আশ্রয় ব্যতীত বিষয়ের অবস্থান এবং বিষয়-ব্যতীত আশ্রয়ের অবস্থান সম্ভবপর নহে।" [illegible] ভেদে বিশিষ্ট, অথচ জ্ঞান অবস্থিত। উহাদের বা মায়িক বিচ্ছিন্নতার ন্যায় দুষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ধর্ম্মের শুদ্ধতা বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎসেবা বিমুখ অনাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া যাইবে, শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় ব্যস্ত হইবে। সেই কালে জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কৃষ্ণেতর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তিবাদ হইতে জীবন্মুক্তগণই স্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অবর জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাত্ব প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ—একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে নিজ সেবন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। তদনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

"এই ভবসংসার হইতে অনন্ত কালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর পরমহংস বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির বশ হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা তাদৃশ ধারণা ফলে নিত্যবদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদিগের রুচি নাই, তাঁহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড়জ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলী।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য সত্য কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলে বেদগন্য হরিকথা প্রাণস্বরূপ মহাপুরাণ গ্রন্থ-ভাগবত বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে বিবর্ত্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু আমরা বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় মতে, এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। [illegible] এই অতুল গ্রন্থকেই বেদান্তবর্ণিত বিষয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, পৃথিবীর উপরিভাগে বিশ্বসমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের আসন অধিকার করিবে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল বামনের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও সেই চন্দ্রিকালোকে সুশীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রদীপ-চন্দ্র কখনই শ্রীমদ্ভাগবত আয়ত্তীকৃত করিতে পারেনা, উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

'এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্ব্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়জীব ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতাক্রমে কৃষ্ণবিমুখতা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎস্যমজ্জা-রূপে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রাণ হইতেছে। আবার যে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকাখ্য জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ভাগবত ব্যবসায়ীর জীব্য পণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে শ্রবণ ও অনর্থের বিচার উপস্থিত হয়, তাহা না হইয়া ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্ত পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের ত্রিবর্গ সঙ্গ কখনই ঘুচিবেনা। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগবৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধজীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয় তৎপর্য্য বিশিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার ন্যায় অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। পরে যখন তিনি অর্চ্চায় অপ্রাকৃত বিগ্রহ-জ্ঞানে [illegible] হরিপূজার চেষ্টা [illegible]

প্রাকৃত যুক্তি [illegible]

জীব মাত্রই ভ্রমাদি দোষে দুষ্ট। সুতরাং পদে পদেই ভ্রম, প্রমাদ দুষ্ট হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বিবশতা অসামর্থ্য প্রভৃতি দেখা যায়, আবার মনুষ্য [illegible] বলিয়া তাহার [illegible] অবস্থাবিশেষ সুতরাং এতাদৃশ দোষগ্রস্ত জীবের প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণ সকল অলৌকিক ও অচিন্ত্য স্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিতে পারেনা, কিন্তু তাই বলিয়া [illegible] কোন প্রমাণ নাই,—এমন বলা যায় না।

নির্দ্ধারিত পরব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, অচিন্ত্য এবং স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, অতএব ব্রহ্মবস্তু কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারেন না, সর্ব্বপূর্ব্ব-পরম্পরায় অলৌকিক জ্ঞানের নিয়াম বলিয়া যাহাকে অপ্রাকৃত বাক্য বলা যায়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই পরব্রহ্ম বিষয়ে একমাত্র অমল প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"

শাস্ত্রই পরব্রহ্মের প্রমাণ, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বেদশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণে যত্ন করিবেন না। শাস্ত্র বলেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া কথিত হয়। জীব প্রকৃতির গুণজাল দ্বারা আবদ্ধ, সেই কারণে তাঁহার প্রত্যক্ষ বুদ্ধি ও অনুমান বুদ্ধি প্রাকৃত জগতের মধ্যেই আবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু তর্কের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন না।

ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন:—
"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।"

ও অবস্থা নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিফলে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎপ্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে অনর্থ বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখপ্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে জীবনে মধ্যমাধিকার লাভ করেন। [illegible] ভজনপ্রভাবে [illegible] প্রতীতি, ভগবৎ প্রতীতি [illegible] [illegible] প্রতীতি [illegible] [illegible]

তথাপি কেহ প্রশ্ন করেন যে, যেরূপ তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, সেই প্রকার তর্কাশ্রয়ে ব্রহ্ম নিরূপিত হউক। তদুত্তরে আমরা বলি,—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ মনুষ্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, যেহেতু, প্রতিষ্ঠিত তর্কের নিরূপণও অর্থান্তর সাপেক্ষ, অতএব একমাত্র অপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্ম নিরূপিত হইতে পারেন।

আবার, নিম্নেও প্রতিই মূল প্রমাণ; কারণ, স্মার্ত বলেন,—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'। মায়াবাদী শ্রুতির প্রমাণ সাহায্যে মায়াবাদের সাধনী দ্বারা উক্ত প্রমাণকে অর্থবাদ করিয়াছেন।

সর্বপ্রমাণ চূড়ামণি বেদ শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রস্থান—শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতিপ্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম উক্ত হইয়াছেন, ন্যায়প্রস্থানে ব্রহ্ম ও কর্ম বিচারিত হইয়াছে, আর স্মৃতিপ্রস্থানে শ্রুতি ও ন্যায়ের অর্থ অবধারিত হইয়াছে।

শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থই গ্রাহ্য, স্মৃতিতে এতদুভয়ের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আরোহপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করত কল্পনা পূর্বক গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রুতিকথিত ব্রহ্মাদের রতিবৃত্তিতে অসমোর্দ্ধ চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবানই প্রোথিত হয়েন। চিদ্বিভূতিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের দেহও চিন্ময়। পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যে ত্রিপাদবিভূতি জ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহাই চিদ্বিভূতি। শ্রুতিতে শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির ন্যায় চিদ্বিগ্রহের কথাও কথিত হইয়াছে।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনাকারী অপরাধী মায়াবাদিগণ তাঁহার চিদ্বিগ্রহ অস্বীকার করেন। পেচক দিবান্ধতা নিবন্ধন সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে না, কেবল চর্ম্ম দ্বারা উত্তাপ অনুভব করিতে পারে, সেই কারণে তাহার নিকট সূর্য্যের উত্তাপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, স্বয়ং সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ হয় না, তদ্রূপ মায়াকর্ত্তৃক আবৃতচক্ষু পেচকধর্ম্মবিশিষ্ট মায়াবাদী তাঁহার খণ্ড জ্ঞানের খণ্ডানুভূতিতে অর্থাৎ অচিন্ত্য অলৌকিক সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবানকে তাহাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গজ্যোতির আকারশূন্য লইয়া তাহাকেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে বলিয়াই কি তাঁহার চিদ্বিগ্রহ অস্বীকৃত হইবে?

শ্রুতি বলেন—

[illegible] রথেন [illegible] পিহিতং মুখম্।
[illegible] সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে
[illegible]
[ঈশোপনিষৎ]

অর্থাৎ হে জগৎপোষক! তোমার যে অপ্রাকৃত রূপ, তাহা জ্যোতির্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই আবরণ তুমি দূর কর, আমরা তোমার অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শনপ্রার্থী।

হে জগৎপোষক, হে প্রজাপতি-প্রিয়, তোমার তেজোরাশি যাহা জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপে কথিত হয়, তাহা সঙ্কুচিত কর, তাহা হইলে তোমার কৃপায় আমরা তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করিতে পারি।

শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা দ্বারা মায়াবাদীগণ ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিপরিণাম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ামায়ী একটি অনির্বচনীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটী বৃত্তি আছে। মায়ার আবরণবৃত্তিদ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা মায়ামোহিত হইয়া ব্রহ্মই আপনাকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন, এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া এই ভ্রমময় বিশ্ব দর্শন করেন।'

'ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু,' এই ব্রহ্মই সমষ্টি মায়ামোহিত হইয়া ঐন্দ্রজালিকস্থানীয় ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিমায়ামুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রজালমুগ্ধ স্থানীয় জীবরূপে পরিচিত হয়েন। বদ্ধজীবের অনুভূতিতে মায়া ও তৎকার্য্য সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মুক্তিদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ ও অলীক বলিয়া উপলব্ধ হয়—অতএব সমষ্টি মায়াবরণে প্রাকৃত ব্রহ্মের ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মায়াবরণে আবৃত ব্রহ্মের জীবোপাধি—এই উভয়ই মিথ্যা।

জগৎ, জগতের সৃষ্ট্যাদি, জীবের বন্ধ, মোক্ষ, পুরুষার্থ ও তৎসাধনাদি সমস্তই কাল্পনিক বটে কিন্তু স্বরূপতঃ সমস্তই মিথ্যা। তবে এই সমস্ত মিথ্যা হইলেও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের ন্যায় শূন্যবাদ নহে, কারণ মায়াবাদ মতে এক নিত্য সত্তামাত্র নির্গুণ নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মসত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী একায়নপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মায়াবাদকে বৌদ্ধমতেরই রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা করেন।

নাস্তিক বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব অসৎ, তাঁহারা শূন্য হইতে সৃষ্ট্যাদির কল্পনা করেন, আর আস্তিকব্রুব মায়াবাদীও সত্ত্ব মাত্র ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করেন ও জগৎকে মিথ্যা বলেন; সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে মায়াবাদীর গুণ, ক্রিয়া ও সংস্কাররহিত চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই দেখা যাইতেছে।

শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যথা:—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং, প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

এখন দেখা যাউক শ্রুতিতে এই মায়াবাদ স্বীকৃত হইয়াছে কিনা।

মায়াবাদী বলেন, 'ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিঃশক্তিক, কিন্তু শ্রুতি বলেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥
[শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮]

তিনি পরাৎপর বস্তু, তিনি অচিন্ত্য পরাশক্তির আধার, সেই পরাশক্তির জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ, শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা ভগবানের এই ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবম্বিধ শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীভগবানকে গৌণার্থ কল্পনাদ্বারা নিঃশক্তিক বলা হইয়াছে।

মায়াবাদী বলেন ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ মিথ্যা ও মায়াময়।

কিন্তু শ্রুতিতে 'হিরন্ময়েণ পাত্রেণ' বাক্যে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের কথাই পরিস্ফুটরূপে কীর্তিত হইয়াছে। মায়াবাদী পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বেদান্তের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রে এবং শ্রুতির 'যতো বা ইমানি ভূতানি' বাক্যের মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

মায়াবাদী জীবকে বিভু ব্রহ্মবস্তু বলেন কিন্তু শ্রুতির—'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ' 'বালাগ্রশতভাগস্য' 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো' 'অণুর্হ্যেষ আত্মা' প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার অণুত্ব ও ব্রহ্মের অংশত্ব কথিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণদ্বারা তর্কপন্থী আরোহবাদীর মায়াবাদ কখন স্থাপিত হইতে পারে না, মুখ্যার্থ গ্রহণ দ্বারা যখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন কল্পনা বা লক্ষণাদ্বারা সূত্রার্থ পরিবর্তন করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না,—যখন স্বাভাবিক অর্থদ্বারা বাক্যার্থ নির্ণীত হয় না, তখনই লক্ষণাদ্বারা অর্থান্তর করিবার প্রয়োজন হয়।

মায়াবাদী সম্প্রদায় বেদান্ত ও শ্রুতির মুখ্যার্থ দ্বারা স্বীয় মতবাদ স্থাপনে অসমর্থ হইয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গৌণার্থ কল্পনাপূর্বক অশ্রৌত ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপনে প্রসক্ত করিয়া জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুজীবকে ভগবৎপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া অনন্ত রৌরবের ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র।

(পণ্ডিত—শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

নানা কথা

লোকান্তরে ভরতপুর-মহারাজ

ভরতপুরের মহারাজা দীর্ঘ হৃদ্রোগে ভুগিয়া গত ২৭শে মার্চ্চ ভোর ৫টার সময় দিল্লীর সেকেন্দ্রা-রোডস্থিত শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ অল্পসময়ের মধ্যে সহরে ছড়াইয়া পড়ে। অনেক রাজা, মহারাজা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় ছুটিয়া আসেন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশ্মীর, বিকানীর, ঢোলপুর, পাতিয়ালা ও নাভার-দিগের মহারাজা, সার টমসন, সস্ত্রীক সেনাধ্যক্ষ হাইটিক, বড়লাটের শরীররক্ষক মিঃ ওয়াটসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সহস্র সহস্র গ্রামবাসী তাঁহাদের প্রিয় মহারাজাকে শেষ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

মহারাজার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর ছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মহারাণী ও তাঁহার সন্তান সন্ততির প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

বেলা ১২ টার সময় মৃতদেহ গাড়ীতে উঠাইয়া গোবর্দ্ধন লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

সুরাটে হিন্দু মহাসভা

৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসিবে। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন ও স্বামী সত্যানন্দ ২৭শে মার্চ্চ পাঞ্জাব মেলে সুরাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হিসাব লুকাইবার অভিযোগ

গার্ডেনরীচ্ এলাকার সাধনচন্দ্র পাল তাহার কারবারের অংশীদার রাধারমণ পালকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে, হিসাবের কাগজপত্র লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগে আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, বানার্জ্জীর এজলাসে যুক্ত হইয়াছিল। বুধবার ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

"ইউরোপ" ভস্মীভূত

রামবর্ষের ২৬শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সমুদ্র অতিক্রমকারী প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ "ইউরোপ"—জার্ম্মাণীর ব্রামহোস বন্দরে ভস্মীভূত হইয়াছে। অকস্মাৎ ইহার অগ্রভাগে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

গতবর্ষের আগষ্টমাসে "ইউরোপ" নির্ম্মাণ শেষ হয়। আগামী ২১শে আগষ্ট তারিখে নিউ ইয়র্ক অভিমুখে এই উড়োজাহাজ যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। পাঁচ দিনে আমেরিকায় পৌঁছিয়া জার্ম্মাণীর জন্য গৌরব অর্জন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

চীনে আবার রণচণ্ডী

চেক্ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ,—গত ২২শে মার্চ্চ রাত্র হইতে জেনারেল চেং চীং চেং উত্তরদলের সৈন্য-বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছেন। জাতীয় দলের ৭ হাজার সৈন্য আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছে। সম্মিলিত সৈন্যদল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিল, এমন সময় দুই হাজার বিপক্ষদলের সৈন্য আকাশ হইতে অবতরণ করে; ইহাতে সাময়িকভাবে একটু গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু পরে জাতীয় দল প্রবল বিক্রমে ইহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। তাহারা ওয়ে-হাই-ওয়ে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

জাতীয় দলের সৈন্য এখনও সংখ্যায় ভারী বিরুদ্ধবাদীদের দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

সিমলায় সরকারী আফিস

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনকাল বর্দ্ধিত হওয়ায় ভারত সরকারের আফিসাদি সিমলায় স্থানান্তরিত হওয়ার তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী ১১ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে আফিস বন্ধ হইয়া ১২ই তারিখে সিমলায় খুলিবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন শেষ না হইলে ঐ তারিখও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

ছয় হাজার কমিউনিষ্টের আক্রমণ

লণ্ডনের ২৬শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া য়ুহান কর্ত্তৃপক্ষের হুনানের গভর্ণর কুটিংকে প্রহার করায় দুই কর্ত্তৃপক্ষের ভিতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উহার ফলে চীনে যুদ্ধের বিভীষিকা পুনরায় আত্মপ্রকাশিত হইতেছে।

নানকিংএর এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর পূর্ব্ব হুপে, উত্তর আনহুই ও দক্ষিণ হোনানের সীমান্তে নানকিংএর য়ুহান দলের ভিতর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইয়াং-সিয় অঞ্চলের জন্য চৌকিও নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ ওখানে তিনটী সামরিক জাহাজ প্রেরণ করিয়াছেন।

ফুচৌর ৬ হাজার কমিউনিষ্ট সৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিম ফুকিনের আক্রমণ করিয়া চিং চৌফু সহর অধিকার করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্ম্মঘট

কাঠের কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে বাড়ী নির্ম্মাণকারী ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। মিঃ স্কালিং প্রমুখ বিশিষ্ট শ্রমিক নেতারা এক সভায় বক্তৃতা করেন। তথায় ২৫০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। পুনরায়, কার্য্যে যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য শ্রমিকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ঘরে আগুন লাগাইবার অভিযোগ

গণেশচন্দ্র মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লাগাইবার অভিযোগে ঢাকুরিয়ার জানকীনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ৪৩৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত মঙ্গলবার আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, সি, মুখোপাধ্যায় এই মামলার 'রায়' প্রদান করিয়াছে। আসামীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে আসামী বাদীর বিরুদ্ধে একটি ডিক্রী পায় এবং তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলে। বাদী অস্বীকার করিলে আসামী তাহার দারোয়ানের সাহায্যে তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে সে আইন অনুসারে বাড়ীর অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং সে বাদীকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই।

বৃন্দাবনে মদ্যপান বর্জ্জনের সঙ্কল্প

সহর বৃন্দাবনের জনৈক সংবাদে প্রকাশ, বৈষ্ণবের সেবা-স্থান হইলেও এখানে মদের দোকান আছে। অনেক নামধারী বৈষ্ণব মদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সহরে ভদ্রলোকদের ভিতরও ইহার কাটতি কম নহে। তবে, মেথর, চামার, কুলীরাই ইহা বেশী পান করিয়া থাকে। তাই মাদক দ্রব্য নিবারণের জন্য গত ২৪শে মার্চ্চ এখানে চামার, মেথর প্রভৃতির এক সভা হয়। অধ্যক্ষ যুগলকিশোর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু লোক আসিয়াছিল। অস্পৃশ্যদের সভা বৃন্দাবনে এই প্রথম। তাহারা ভদ্রলোকদিগকে একসঙ্গে বসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছে, এবং বক্তৃতা শুনিয়া সবাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা আর নেশা করিবে না। এইজন্য তাহাদের মধ্যে এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

প্রতারণার অভিযোগ
বিচারপতিদ্বয়ের মতবিরোধ

এস, এন, ব্যানার্জী প্রমুখ ৬ জন লোক কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছে যে, তাহারা মেসার্স ম্যাকলিওড এণ্ড কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এস, এন, ব্যানার্জীর পক্ষ হইতে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আসামীদের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না-মঞ্জুর হওয়ায় হাইকোর্টে ইতঃপূর্ব্বে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ২৭শে মার্চ্চ বিচারপতি মাননীয় মেসার্স সুরাবর্দ্দী ও প্যাটারসনের এজলাসে এক সম্পর্কে এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ায় ব্যাপারটা প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আলী আমেদ

পেশোয়ারের ২৬শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সর্দ্দার আলী আমেদ খান বোদে-পেশোয়ার-এক্সপ্রেসে কান্দাহারের পথে কোয়েটা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য বন্ধু এবং স্থানীয় আফগান সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্তৃক ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়েন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় আফগানিস্থানের শান্তি ও শক্তি প্রার্থনা করেন; এবং পরিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে আমীরের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইংলিশ চ্যানেল সুড়ঙ্গের কথা

গত ২৬শে মার্চ্চ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন মহাসভায় প্রকাশ করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট 'ওক ব্যাপার' আসন্ন হওয়াতে ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ বিষয়ক অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের নেতৃগণের একত্র মিলন অসুবিধাজনক। সে জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, একটা বে-সামরিক বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়া অর্থ-নীতির দিক হইতে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ফলাফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে। সামরিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া যত দিন না উক্ত কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিতেছেন, তত দিন সুড়ঙ্গনির্ম্মাণে রাজনৈতিক ও সামরিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক [illegible] অধিবেশনে সরকারের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষতঃ পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রতি উদাসীন [illegible] অভিযোগ আরোপ [illegible] উত্থাপন করিয়া উক্তেন, [illegible] বহু বৎসর প্রতি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] আসে। তাহাতেই [illegible] আন্দোলনকারী হয়।

শিক্ষা বিভাগের ব্যয়-হ্রাস প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় শিক্ষা [illegible] বাবদ ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৮ শত [illegible] টাকার দাবী হইতে এক টাকা ছাঁটাইয়ার প্রস্তাব করিয়া বলেন, [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] নামমাত্র [illegible] হয়। সরকার [illegible] বিভাগের সঙ্কোচ সাধন করিতে চাহেন [illegible]

সরকার পক্ষের উত্তর

রাজস্ব-সচিব মিঃ মার বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] টাকা [illegible] প্রদান বাতীত সরকার কলেজসমূহে [illegible] ১০ লক্ষ টাকা এবং [illegible] লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য অত্যল্প। বাঙ্গালা সরকারের [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] সম্বন্ধ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। উহার পর সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শদাতাগণ ঐ বিষয়ের [illegible] করিবেন। উক্ত সাহায্য পুনরায় বর্দ্ধিত করা হইবে কি না, তাহাদের মতে [illegible] স্থিরকৃত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরে ঐ বিষয় উত্থাপন করা সমীচীন নহে। অর্থাভাবের জন্য সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহাদের [illegible] স্থায়ী সাহায্য প্রদান করিতে পারেন না।

অতঃপর ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

বড়বেলুনে ওলাউঠার প্রকোপ

প্রকাশ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে লাইনের [illegible] ষ্টেশন পূর্ব্বে বড়বেলুন গ্রামে ভীষণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] তথায় [illegible] কলেরা [illegible] অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। [illegible] গেষ্টরূপ হইয়াছে। এই মাসের ১০ দিনের মধ্যে ২০ জন ওলাউঠায় [illegible] এবং প্রতি দিনই [illegible] রোগে আক্রান্ত হইতেছে। [illegible] কলেরা [illegible] ঐ বিষয় [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

১৮ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৪

বৈষ্ণব সেবা

"তাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"—এইবাণী মহাজনের কথা। বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া কাহারও নিত্য কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। কলি-হত জীবের সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের সহজ উপায় একমাত্র বৈষ্ণবসেবা। সেবকের প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন এই দুইটী বৃত্তির অভাব থাকিলে সেবা হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবসেবা করিতে হইলে সেবোন্মুখ ব্যক্তির সর্বপ্রথমে বৈষ্ণব চরণে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করা আবশ্যক।

প্রণিপাত

কেবলমাত্র লৌকিকভাবে বা অন্তরে কপটতা রাখিয়া মস্তক অবনত করিলেই তাহাকে প্রণিপাত বলে না। আমরা অনেক সময় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতির অভিমানে মত্ত হইয়া ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া যে প্রণিপাতের অভিনয় করি, তাহা কপটতা ব্যতীত কিছুই নহে। আমি যতই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করি না কেন, খুব রূপবান ও ধনবান হই না কেন এবং আমার যতই পাণ্ডিত্য থাকুক না কেন, সে সকলের দ্বারা আমি অধোক্ষজ ভগবানের বিষয় বুঝিতে পারিব না, কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুর প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তিনি ভগবানের প্রভু—তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই ভগবান্ বিশ্রাম করেন, সুতরাং সেই বৈষ্ণব ঠাকুরই ভগবানের কথা বলিতে পারেন এবং ভগবৎ সেবার অধিকার দিতে পারেন, অতএব সর্ব্বপ্রকার জড় অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কপটে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণিপাত-কারমা সেবা প্রার্থনা করা উচিত।

পরিপ্রশ্ন

[illegible] অভাবে সেবাবৃত্তিটী [illegible] হয় না। সেবকের স্বরূপ নিজের [illegible], সেব্য বস্তু ও সেবার স্বরূপ জানা না [illegible], [illegible] সেবাটী [illegible] হয় না। [illegible] অনেক সময় দেহযুক্ত 'আমি' [illegible] বলিয়া এবং বৈষ্ণবকে প্রাকৃত [illegible] মনে করিয়া সেবা করিতে [illegible] হই, কিন্তু সেস্থলে সেবার [illegible] মাত্র, [illegible] থাকার [illegible] আমরা দুই প্রকার [illegible] করি। [illegible] আমরা বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব-সেবার খুব আগ্রহ দেখাই বটে, কিন্তু আবার প্রতিষ্ঠাকামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং [illegible] প্রভৃতির অনুষ্ঠানের পা চাটিয়া [illegible] সেবা হইতেছে মনে করি। উহাতে আরাম, অমঙ্গল, লৌল্য প্রভৃতি ভক্তির কণ্টকগুলির প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। পরিপ্রশ্নের অভাবই উহার কারণ।

সেবা

বৈষ্ণব যাহাতে প্রীত হন, তাঁহার জন্য কায়মনোবাক্যে তদ্রূপ করার নামই বৈষ্ণব-সেবা। সেবাটী আত্মার বৃত্তি, সুতরাং তাহা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশ্য থাকিলে সেবা হয় না। অনেক সময় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঐ সকল বাসনা লুক্কায়িত থাকে; সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র-ময়লাগুলি বর্জ্জন না করিলে সেবার অভিনয় করিয়াও সেবা হইবে না—সেবাটি বৈষ্ণবের নিকট পৌঁছিবে না। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হইলে বৈষ্ণব-সেবার অধিকার লাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত চারিটীগুণ না থাকিলে মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া জীব অসৎসঙ্গ ও অসতের সেবা করিবার জন্য ধাবিত হয়। তখন সঙ্গদোষে ও অসাধুর সেবা করিয়া তাঁহাদের অনন্ত নরকের পথটী পরিষ্কার হয় মাত্র। সুতরাং সাধুগণের আদর্শ চরিত্র আলোচনা করিয়া ও দর্শন করিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে নিজের চরিত্রটী গঠন করা আবশ্যক। অন্তরটী সরল ও স্বভাব নম্র হইলে বৈষ্ণবগণ কৃপা-পরবশ হইয়া সেবার অধিকার দিবেন।

সেবার উপকরণ

প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি যাহার যাহা আছে নিষ্কপটে তাহা দ্বারাই সেবা করিতে হইবে। যাঁহার অর্থ আছে তিনি অর্থ দ্বারা সেবা করিবেন। আমরা স্বরূপ বিভ্রান্ত হইয়া ঐ অর্থকে নিজের ও স্ত্রীপুত্রের ভোগের বস্তু মনে করি। তাহা যে কৃষ্ণসেবা ও কার্ষ্ণসেবা করিবার জন্য কৃষ্ণের ভাণ্ডারের ধন আমাদের নিকট গচ্ছিত আছে ইহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। তখন কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর ভিক্ষুকের বেশে আমাদের নিকট আসিয়া বলেন—"তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" আমরা অনেক সময় ধনমদে মত্ত হওয়ায় সেই সাধুগণের অহৈতুকী কৃপাটী গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করি। সেই অপরাধ ফলে আমাদিগকে অনন্ত কাল রৌরব নরকে হাবুডুবু খাইতে হয়। অতএব ধনবান ব্যক্তি [illegible] অর্থনীতি শিক্ষা করা আবশ্যক। [illegible] সদ্ব্যবহার কথা উচিত তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থ ভক্তগণ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে আমরা বহু আদর্শ দেখিতে পাইব। যাঁহার অর্থ নাই তিনি বাক্য, বুদ্ধি ও প্রাণের দ্বারা বৈষ্ণব সেবা করিবেন।

বৈষ্ণব কে?

বৈষ্ণবসেবা করিতে হইলে 'বৈষ্ণব কে?' ইহা বিচার করা আবশ্যক। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ থাকিলেই তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাহা হইলেই বৈষ্ণব সেবার ফল পাইব। কে বৈষ্ণব? কে অবৈষ্ণব? তাহা আমাদের বিচার করিবার আবশ্যক নাই। এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই বঞ্চকের নিকট বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কারণ অনেক সেবোপজীবি বঞ্চক কপটতা পূর্ব্বক বৈষ্ণবের বেষ লইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেরূপ অমৃত বোধে বিষপান করিলে বিষের ক্রিয়াই হয় সেই প্রকার সাধু মনে করিয়া অসাধুর সঙ্গ করিলেও অসৎসঙ্গের কুফল অবশ্যই হইবে। সুতরাং মিছাভক্তগণের সেবা না করিয়া সাবধানের সহিত শুদ্ধভক্তের সেবা করাই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ নহেন। তিনি কনকের দ্বারা মাধবের সেবা করেন, কামিনীকে কৃষ্ণ-কান্তারূপে দর্শন করেন এবং জড়ের প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার তুল্য জ্ঞান করেন। তাই কোন মহাজন বৈষ্ণব চিনিবার সুহজ উপায় বলিয়াছেন—

কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।

কি হ'লো?

কত দিন, কত মাস, কত বৎসর হ'য়ে গেল মঠে এসেছি। কিন্তু হ'লো কি?

আমি মনে ভাবি কিই না জানি হ'য়ে গেলাম। কখন মনে হয় এবার বৈষ্ণবতা লাভ করা হয়ে গেল। কখন মনে হয় বেশ সাধন করছি। আমার মত বৈরাগ্যবান্ কে? হরিনাম ত' অনেক করা হ'লো! আমি বৈষ্ণবগণকে কত সেবা কত ভালবাসা দ্বারা বুঝি এবার বশীভূত ক'রে ফেলেছি! আবার কখন মনে হয় অহো, আমার মত ভিক্ষা-কৌশল কে জানে?—গর্ব্ব করি, বক্তৃতাদ্বারা আমি সর্ব্বমনোরঞ্জন বিধান ক'রে জগতে সর্ব্ব বাগ্মিগণের বাগ্মীতাকে ধিক্কার দিতে পারি। আবার ভাবি বিষয়ীর আসক্তির মূলে আঘাত ক'রে তাদের মনে কত ভোগের বিষয় কৃষ্ণকার্য্যে সেবায় লাগান বা বক্তৃতা দেওয়া—সে আর একটা এমন কি কাজ। কিন্তু আমার লেখনী প্রভাবে সাহিত্য সমাজে শিক্ষিত সমাজে জগতে যে এক মহাবন্যা-প্রবাহ এনেছি তা' কে পারে? আবার ভাবি, ওঃ আমি কত কত বিষয়ীকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবায় লাগিয়ে দিয়েছি—কত মূর্খ মানবকে বৈষ্ণবতায় মণ্ডিত ক'রে দিয়েছি?—এও কি ভজনে কম উন্নতির কথা? আমি যখন এত সব কর্ত্তে পারি—শ্রীল প্রভুপাদ বা বৈষ্ণবগণ যখন আমার এত প্রশংসা করেন তবে নিশ্চয়ই আমি আমার ভজন শেষ ক'রে দিয়েছি! কিন্তু তবু ভাবি না—এতদ্বারা আমার কি হ'লো?

আমি কি করতে এলাম আর কিই বা করিলাম! যখন জগতের সমগ্র বস্তুতে একটা ঘোর বিরক্তি উপস্থিত হ'য়েছিল, যখন বন্ধুগণের বা আত্মীয়গণের এক একটা কথা বিষসদৃশ হৃদয়ে যন্ত্রণা দিয়েছিল, যখন কি করি, কোথা যাই—ব'লে উন্মত্ততা এসেছিল, যখন প্রকৃত সাধু দর্শন অভাবে সমগ্র জগৎ ঘোর অন্ধকারময় মনে হ'য়েছিল, যখন কতকটা ব্যাকুলতা সহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ার্থ ছুটাছুটি করেছিলাম এবং যখন জগতের চক্ষে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে বৃদ্ধ জনক জননীকে মৃত্যুশয্যায় রেখে পাগল হ'য়ে ছুটেছিলাম—তখন কি এই সব প্রাপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল? আমি জানি না—আমি কেন কাঁদি না, কেন চিত্ত দ্রবীভূত হয় না? কেনই সে স্বভাবের অভাব বোধে বিলাপ জাগে না?—কই ভজন চিন্তা ত' নাই! কি জন্য এ'লাম, আর কি ক'রে মত্ত রইলাম! কি লাভ হ'লো?

শ্রীগুরুদেব বলেন, ভজন করলে অনর্থ নিবৃত্ত হয় এবং অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ক্রমশঃ প্রেমোদয় সম্ভব। কিন্তু হায়! ভজন বল্‌তে কি কেবল বক্তৃতা দেওয়া, ভিক্ষা করা, লোকের প্রশংসায় ভুলে থাকা, স্বীয় ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য গর্ব্বভরে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করাই কি আমার ভজন? আমরা শুনেছি বাহ্যে সাধক দেহোচিত কার্য্য এবং মানসে সদা ব্রজবাস ক'রে শ্রীকৃষ্ণভজনে নিরন্তর প্রমত্ত থাকতে হ'বে। শ্রীগুরু-আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন, গুরুসেবা ও বৈষ্ণব সেবা, স্বীয় আচরণমুখে বিষয়ীকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করান'রূপ জীবে দয়া করতে হ'বে আবার মানসিক যেমন এক দিকে, তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবকগণ সঙ্কাশে অভীষ্ট ভাবেক্সমানে স্বাভাবিক সখ্যাদিষ্টো বা প্রেমময়ী কৃষ্ণাদি নিজ অভিমত ব্রজরাজসুত

জীবের ত্রিতাপের হেতু

ও

তন্নিবারণের উপায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই, একমাত্র বিষয়-বস্তু। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ [illegible]। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, তাঁহারই অসমগ্র আবির্ভাবভেদ নাম-ভেদ মাত্র।

তিনি সূর্য্য স্থানীয়, আর জীবসকল তাঁহার মণ্ডল-বহিশ্চর কিরণ-পরমাণু-স্থানীয়। কিরণ পরমাণু সকল সূর্য্যাংশ বলিয়া যেমন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাদি-ধর্ম্ম বিশিষ্ট, তদ্রূপ অণু জীবাত্মাসমূহও চিচ্ছক্তি সূর্য্যের কিরণ-স্থানীয় অণুচিদংশ বলিয়া তাঁহার ন্যায় জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়া বিশিষ্ট।

জীব চেতনময় বস্তু, সেই কারণে তাঁহাতে স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি বর্ত্তমান আছে। জীব বাহ্য-বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রিয়া-বৃত্তির প্রকাশ হয়, অন্তর্মুখ হইলে ইচ্ছা বৃত্তির প্রকাশ হয়, আর শাস্ত্র বা ভগবদ্বিষয়ক হইলে জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়।

জীবের এই যে বৃত্তিত্রয়, ইহা তাঁহার স্বভাবগত অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-যুক্ত। জীব-সত্তা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, 'অহং'-অনুভূতিই এই সত্তার প্রমাণ। আত্ম-সত্তার সহিত উহার বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও স্বীকৃত হইতেছে, যেহেতু 'আমি আছি' এই উপলব্ধিই আত্ম-সত্তার জ্ঞানবৃত্তির প্রমাণ। ইচ্ছা ও ক্রিয়াবৃত্তি এই জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে যেন রাজা নদীতে চুবায়॥

[চৈঃ চঃ]

জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাদি সমন্বিত হইলেও অণুত্ব ও তটস্থা-ধর্ম্মবশতঃ তদীয় স্বভাবগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বৈমুখ্যে অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ। পরন্তু বৈমুখ্যরূপ তাহার ছিদ্র এবং এই ছিদ্র অনুসন্ধান পাইয়া মায়া সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করতঃ, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত করিয়া তাহাকে স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত করে, মায়া-মোহিত মুগ্ধ জীব মায়াকে ভোগ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ অভিলাষ-যুক্ত হয়। আত্ম-স্বরূপ-বিস্মৃতির ফলে জীবের ভগবদ্বিস্মৃতি ঘটে।

শ্রীল মহাজন গাহিয়াছেন,—

'কৃষ্ণ মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।'

ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে মায়া তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয়ের বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ড দিয়া, ব্যাধের ন্যায় কখন তাহাকে স্বর্গে আবার কখন তাহাকে নরকে ডুবাইতেছে; ইহাই জীবের ত্রিতাপ ভোগের হেতু।

আত্মস্বরূপ-জ্ঞানহীন মায়া-কবলিত জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ উপাধিতে অভিমান ও তদনুরূপ তাহাতে অভিনিবেশ জন্মে।

সত্ত্ব-প্রধান কারণ-দেহে আত্মার জ্ঞান-শক্তির প্রকাশ দর্শনে তাহাতে যে অভিমান ও অভিনিবেশ জন্মে এবং তদ্দ্বারা জীবের যে বন্ধন জন্মে, তাহাকে সাত্ত্বিক-বন্ধন বলে।

রজোগুণ-প্রধান সূক্ষ্ম-শরীরে আত্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ দর্শনে উহাতে যে অভিমান ও অভিনিবেশ জন্মে এবং তদ্দ্বারা জীবের যে বন্ধন হয়, তাহাকে রাজসিক-বন্ধন বলে।

আর তমোগুণ-প্রধান স্থূল শরীরে আত্মার ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ দর্শনে তাহাতে যে অভিমান ও অভিনিবেশ জন্মে এবং তদ্দ্বারা জীবের যে বন্ধন হয়, তাহাকে তামসিক-বন্ধন বলে।

এই ত্রিবিধ মায়িক-বন্ধন হইতে জীবের ত্রিবিধ তাপভোগ হইয়া থাকে। গুণাবৃত জীবের ত্রিবিধ বিরূপে অবস্থিতিকালে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তাহার আত্মস্বরূপের স্বাভাবিক বা সহজনিত্য ধর্ম্ম নহে, পরন্তু তাহা ঔপাধিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম এবং তাহা নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। [illegible] জীবের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পরিবর্ত্তনশীলতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

যেমন বিশুদ্ধ-সত্ত্বের [illegible] নিত্য-ধর্ম্ম, [illegible] [illegible] গত [illegible] — নিত্য [illegible] হইতে পরস্পর পৃথক, [illegible] [illegible] আবার যখন পুনরায় তাহাকে পূর্ব্ব [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন [illegible] [illegible]-রূপ একটী মাত্র নিত্যধর্ম্মে অবস্থিতি [illegible], তদ্রূপ শরণাগতিযুক্ত [illegible] জীবের যে ধর্ম্ম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাশ্রয় আবৃত স্বরূপ জীবের ধর্ম্ম তাহা হইতে পরস্পর ভিন্ন।

জ্ঞানই সত্ত্বগুণাবৃত জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এই সত্ত্বগুণ 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি' ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে।

কর্ম্মই রজোগুণাবৃত জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গ লিপ্সার উৎপাদক, অপ্রাপ্য বস্তু পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা ও প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত মনোবেগের নাম আসঙ্গ। ভোগ-প্রবৃত্ত হইয়াই রজোগুণ জীবকে কামের বশবর্ত্তী করিয়া নানা-কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাতেই জীব বন্ধন-দশাগ্রস্ত হয়।

অজ্ঞানই তমোগুণবৃত জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। তমোগুণ প্রাবল্যে, সৎপদার্থে অনাদর, অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, কার্য্যকালে আলস্য প্রভৃতি দ্বারা জীবকে ঘোর অন্ধতামসে আবৃত করিয়া রাখে।

কোন ভাগ্যে জীব যখন শ্রীগুরু কৃপায় আত্মস্বরূপ জ্ঞানলাভ করেন ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন ত্রিগুণজাত নৈমিত্তিক বা ঔপাধিক ধর্ম্মসমূহ তাঁহাতে আর থাকিতে পারে না।

চিৎসূর্য্য স্থানীয় শ্রীভগবানের সহিত কিরণস্থানীয় জীবের আশ্রয়-আশ্রিত, পাল্য-পালক বা সেব্য ও সেবকরূপ নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং এই সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট স্বরূপাবস্থিত বিশুদ্ধ-সত্ত্বসমন্বিত জীবের 'ভক্তি' বা সেবাই একমাত্র স্বাভাবিক ও সহজ নিত্য ধর্ম্ম। ইহা ত্রিগুণাবদ্ধ জীবের ধারণার যোগ্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-সমূহের অন্তর্গত নহে।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই উক্ত ত্রিতাপ এবং ত্রিতাপের হেতু স্থূল সূক্ষ্মাদি ত্রিবিধ দেহ-বন্ধনের [illegible] হইতে মুক্তি [illegible] নিষ্কপট শ্রীগুরুদেবে দৃঢ় [illegible] বৃদ্ধ [illegible] পূর্ব্বক শরণে অবস্থিত হইয়া, নিষ্কাম [illegible] কর্ম্ম-জ্ঞান অনাবৃত, অন্যাভিলাষিতা [illegible] [illegible] দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিবেন। [illegible]

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ [গীঃ ৭।১৪]

স্বরূপাবৃত ত্রিরূপগ্রস্ত জীবের [illegible] স্বয়ং মায়ার বন্ধন হইতে উদ্ধার [illegible] [illegible] [illegible] অর্থাৎ, ত্রিগুণাত্মক, [illegible] কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রভৃতি নৈমিত্তিক [illegible] সাধনার দ্বারা, মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, তাহাতে, [illegible] [illegible] মনোরথ হইতে পারে না। [illegible] নিজ কৌশলে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া [illegible] অতিক্রম করিব,—এইরূপ অভিমানে [illegible] মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়রূপে [illegible] করে, কিন্তু যিনি কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির ভরসা ছাড়িয়া পূর্ণ কায়মনোবাক্যে [illegible] ফেলিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় [illegible] বালকে অসমর্থ গতি জানিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাতে শরণাগত হয়েন, ভগবান্ তখন দয়া করিয়া, শ্রীগুরুরূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয়েন।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গত চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জন ও ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণকারী চেতনময় বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ-ফলে জীবের স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহের আসক্তি চিরতরে ধ্বংস হইয়া যায়।

স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহের আসক্তি দূর হইলে উক্ত শরীরাদি দ্বারা কৃত কার্য্য সকলের ফল আর তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং ত্রিতাপ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন তিনি নিরন্তর সুখভোগ [illegible] [illegible] স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিত্যধাম-স্বরূপ-রূপানুগত্যে নিত্য-দশাপ্রাপ্তে নিত্য-বৃন্দাবনে নিত্য কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনে রত থাকেন।

অতএব মায়া-কবলিত ত্রিতাপ দগ্ধীভূত জীবের সত্ত্ব ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত চেতনময় [illegible] শ্রবণ, এবং তাঁহার অনুগমন করা ব্যতীত, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিরূপ নৈমিত্তিক [illegible] ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান দ্বারাই [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিতে পারে না, এবং সেই কারণে, নিত্য ধর্ম্মের আশ্রয় না [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারেন না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সেবাপ্রার্থিগণোক্তে বাগাত্মিকা-ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীদের অনুগত হ'য়ে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ভজন করতে হ'বে অপর দিকে, স্বীয় নিজদেহে নিজ স্বরূপের ভজনের সঙ্গ উৎকর্ষ সম্পাদন করে। কীর্ত্তনপ্রভাবেই সেই শুদ্ধ চিন্ময়-স্বরূপের উদয় হয়। কিন্তু হায়! সে পথের পথিক হওয়ার যোগ্যতা পেলাম কোথায়? শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহের সেবা ব্যতিরেকে বিষয়ের সেবায় যে অকিঞ্চিৎকর সে উৎপাত ও ব্যাকুলতা আসে সে কোথায়? যদি তা' না হ'লো, তবে কি কেবল বাহ্য আচারেই দম্ভশাস্তি চূর্ণ হ'বে, অন্যস্থলের মধু আস্বাদন করা কি হবে না? শুদ্ধ বলখাত নিষ্কপট সুবাসিত শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের উদ্দেশ্য-প্রাপ্তে স্বরূপে অর্পিত হ'য়ে বন্দনা করতে না পা'লাম, কেবল কল্পনাদ্বারা প্রতারিত হয়ে উদ্দেশ্য হ'তে দূরে পড়ে যাচ্ছি; তাই বলি, আমার শান্তি হ'বে কি? ইতি—

জনৈক হতভাগ্য

সেবাভিলাষী

"কল্যাণ কল্পতরু"

[illegible]

... প্রতিদিনের সুখ প্রার্থনা ... ভিন্ন ভিন্ন ... সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ... লক্ষ্য রাখিয়া ... আমরা ... "কল্পতরু"র ... প্রার্থী নিয়ত ... অনাদি বহির্ম্মুখতা ... কোনও উপায় বিধান ... করিয়া ... প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। যতদিন আমরা ... প্রাকৃত ... অথবা অর্থবিশিষ্ট ... "কল্যাণকল্পতরু"র কোনও সন্ধান পাই না, ... অন্বেষণের ... পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়। আমরা স্বরূপ-বিস্মৃতি হেতু ভগবানের ... মহামায়ার ... মুক্তি ... অবস্থা ... হইতে থাকি, তখন সেই ... মুক্ত হইবার জন্য ... আস্বাদন করিয়া ... প্রাপ্ত হইতে হইতে ... কিন্তু ... আমরা ... প্রকৃত সাধিকের ... করিয়া ... প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এই ... কর্ম্মকাণ্ডী-জ্ঞানীকে অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও ... প্রকৃত শান্তির আস্বাদ ... মুক্তি ... অন্যাভিলাষরূপ উপসর্গে ... নিজের নিত্যকল্যাণের পরিবর্তে ... মায়ার ... অবস্থা বিপাকে পতিত হইয়া ... কোন উপায় ... মুক্ত হইবার ... না, তখন আমাদের ... "কল্পতরু"র নিকট ... মুক্ত হইবার আশা মনে মনে ... পোষণ করিয়া থাকি। ... ভগবদ্ভক্তের ... "কল্পতরু"র ... [illegible]

যাহা ভোগের আমার মনে মনে "কল্পতরু"র অপর ফল আস্বাদন করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া জীবন অনন্ত আবর্ত জন্মজন্মান্তর যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা যদি প্রকৃত সেই "কল্যাণ কল্পতরু"র প্রকৃত ফল আস্বাদন করিতে অভিলাষী হই, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের কর্তব্য এই যে কোথায় সেই বৃক্ষের অবস্থিতি আছে জানিতে হইবে। কে তাহার মালিক? সেই বৃক্ষের ফল আস্বাদনে কতটুকু পরিমাণে তৃপ্তি লাভ করিব। এই প্রকার জ্ঞেয়পদার্থ অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের ফলে সাধুমহাপুরুষদের আশীর্ব্বাদে কৃপায় "কল্যাণ কল্পতরু"র সংবাদ পাই। একমাত্র পরমহংসগণেই দীক্ষিত নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তেরই তাহাতে পূর্ণ অধিকার আছে। জড় দোষবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বৈষ্ণববিমুখ জন ভোগীকুলের তথায় কোন অধিকার লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা যে কালে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি লইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে উপস্থিত হই সেই কালে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে নিত্যবাস অসংখ্য "কল্পতরু" নিত্য নবনবায়মান শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, শুনিতে পাই। তাহার মধ্যে এক "কল্যাণ কল্পতরু" আজ নিত্যকাল নিত্যধামে বিরাজ করিয়া পরাভক্তরূপে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছেন। এক "কল্যাণ-কল্পতরু" তিনটী বৃক্ষ আছে। প্রথম বৃক্ষটী উপদেশ, দ্বিতীয়টী উপলব্ধি ও তৃতীয় বৃক্ষটী উচ্ছ্বাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবার এক এক তিনটিতে "ভক্তি" প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া কোটী গুণে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছে। শুধু তাহাই নহে "কল্যাণ" নামক বহু বহু ফল দোদুল্যমান রহিয়াছে। যে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুদেবের নিত্যানন্দ [illegible] বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করিয়া এই "কল্যাণ কল্পতরু"কে আশ্রয় করেন তিনিই মাত্র বৃক্ষ সেবা রূপ সুকল্যাণ ফললাভ করেন। আমরা যদি ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়া বৃক্ষকে [illegible] করিতে যত্নবান হই তাহা হইলে যুগল-সেবারূপ কল্যাণ ফল লাভ করিয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিব তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। যদি সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া অন্যাভিলাষ পরিপূরণে ব্যস্ত থাকি, তবে "কল্যাণকল্পতরু"র নিত্যমঙ্গলপ্রদ অসংখ্য ফলের মধ্যে একটিরও আস্বাদন করিতে পারিব না, নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত থাকিব ইহা স্থির নিশ্চয়। অতএব আমরা যে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, সেই অবস্থা হইতে সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অহৈতুকী কৃপা লাভ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইতে চেষ্টা করিব।

বিশুদ্ধ আনন্দ কোথায় ?

ভক্তি বলিতে কি বুঝি? ধাতুগত অর্থ হইতে ভক্তির অর্থ সেবা। সেবা বলিলেই তিনটী তত্ত্ব স্বতঃই হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে, —সেব্য, সেবক ও তদাধারভূত বস্তু সেবা। সেব্যরূপে আমরা তিনটী বিষয় লক্ষ্য করি, ঈশ্বর, জীব ও জড়; তন্মধ্যে ঈশ্বর-সেবাই শুদ্ধ ভক্তি। বদ্ধজীব সেবা আবার মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, জীবে দয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া থাকে; আর জড়সেবা প্রধানতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয় সেবাতেই পর্য্যবসিত। জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মে সেবা ধর্ম্ম নিত্যকাল অনুস্যূত আছে, তাহার পরিত্যাগে জীব অসমর্থ। জীব যতই স্বরূপ উপলব্ধির যত্ন করুক না কেন, যতই সেবা ছাড়িয়া সেব্য হইতে সঙ্কল্প করুক না কেন, যতই স্বরূপগত স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়া সেবাকে নিরানন্দাগার বলিয়া মনে করুক না কেন, সেবা ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই। অথচ আনন্দ নাই যতই তাহার সেবা পরিত্যাগে সঙ্কল্প বর্ত্তমান হইবে ততই সে নিকৃষ্ট সেবার কবলে পতিত হইয়া স্বরূপগত শুদ্ধসেবা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে, কিন্তু সেবাযুক্ত অবস্থা তাহার কখনও ঘটিয়া উঠিবে না। যে নিজেকে সেব্যজ্ঞানে বা সেব্য সেবক ব্যতিরেকে নিরঞ্জনজ্ঞানে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অজ্ঞাতভাবে জড়ের সেবক হইয়া পড়িবে, ইন্দ্রিয়-সেবক থাকিয়া আনন্দভ্রমে নিরানন্দ আবাহন করিবে। ইন্দ্রিয়গ্রামকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। স্থূলদেহের পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া স্থূলেন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের ইন্দ্রিয় মন। ইন্দ্রিয়-সেবাতে মনেরই কর্তৃত্ব। মন স্থূলেন্দ্রিয় সহযোগেও সেবাগ্রহণ করিতে পারে অথবা স্থূলেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় সূক্ষ্মবৃত্তির দ্বারাও সেবিত হইবার যোগ্যতা ধারণ করে। স্থূলেন্দ্রিয়ের সেবকগণকে ভোগকামী আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। আর তাহাদের সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সেবকগণ ত্যাগবাদী বা মোক্ষকামী বলিয়া অভিহিত। এই উভয় শ্রেণীর ইন্দ্রিয়সেবীর দল সময় স্বাভীষ্টতত্ত্বপ্রাপ্তি সুগম করিবার জন্য কখনও কখনও সেব্যভাব আবাহন করে, তাহা বস্তুতঃ সেবা-বুদ্ধি-প্রণোদিত নহে। স্বীয় আরোপিত-সেব্যত্বের পরিপুষ্টি জন্য এরূপ করিয়া থাকে। ভোগকামী বাতুলাশ্রয় কর্ম্মিগণ স্ব স্ব স্থূলেন্দ্রিয়ের ভোগাবৃত্তি চরিতার্থতা মানসে কর্ম্মফলপ্রদাতা নানা দেবদেবীর উপাসনা, ভোগবর্দ্ধনযোগ্য পুণ্যার্জ্জন মানসে পূজ্য ব্যক্তিগণের বা তদ্রূপ কোন জীবের সেবা স্বীকার করিয়া থাকে—আমরা অনেক স্থলেই তাহা ভক্তি বলিয়া জানি। কিন্তু আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যে, তাহা কখনও শুদ্ধ ঈশ্বর ভক্তি নহে। তাহা কেবল স্বীয় অপরুষ্ট কৃত্রিম স্বার্থসিদ্ধিপরতা। এরূপ সেবাকে যেন আমরা আমাদের স্বরূপধর্ম্ম ভক্তির সহিত এক করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত না হই। তাহা করিলে আমরা আনন্দ স্থলে কেবল নিরানন্দই আবাহন করিতে থাকিব, জীব কেবল স্বরূপাবস্থাতেই বিশুদ্ধ আনন্দের সন্ধান পান। আজ নিত্য স্বরূপের আনন্দ কোথায়? সেই স্বরূপে নিত্য ঈশ্বর সেবা ও নিত্য স্বাস্থ্য সানন্দভাবে বর্ত্তমান, সে সন্নিকৃষ্ট [illegible] তাহার প্রাপ্তিতে আনন্দের ধ্রুব স্রোত বহিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

নানা কথা

কলিকাতা গেজেট

নিয়োগ ও বদলী

বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর, এচ, হাচিংস্ পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইলেন; জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইল।

পুলিশ

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এল, এইচ কোলসন পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইলেন।

ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হুড বাখরগঞ্জের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সীগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত [illegible] ৩ মাস আন্তরিক ছুটী পাইলেন।

বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে জেমসন ২রা এপ্রেল হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ১০ই এপ্রেল হইতে ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

ভারত-বিশ্রুত শুদ্ধসনাতনধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ বারাকপুরে শুভবিজয় করিয়া আগামী ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ শনিবার ও ১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ রবিবার বারাক-পুর নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলীর নিকট বহু জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দান ও সংকীর্ত্তন করিবেন। নিম্নে স্থান ও কালের পরিচয় প্রদত্ত হইল। সহৃদয় জনমণ্ডলী এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উক্ত দুই দিবস হরিকথামৃত আস্বাদন করুন,—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীযুগলকিশোর দাস ব্রহ্মচারী।

স্থান—

বারাকপুর বেনেপাড়ায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

কাল ও বিষয়—

১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন।

১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

ঐ ঐ সন্ধ্যা ৭টা " "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

প্রাদেশিক শিক্ষক সম্মিলনী

স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন

ডাক্তার বেণ্টলীর বক্তৃতা

গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে বাজসাহী লোকনাথ স্কুল প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষক সম্মিলনীর প্রথম উৎসব-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন কার্য্য, গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার বেণ্টলী করিয়াছেন। সে সময়ে তিনি যে সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নষ্ট

আপনারা আজ আমাকে এই স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্যের জন্য নিমন্ত্রণ করাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা যে আজ সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য এত উৎসুক ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। বাঙ্গলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা বাঙ্গলার শিক্ষক সম্প্রদায়কে দিতে হইবে। কলিকাতার ও অন্যান্য সহরের ছাত্রদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ছিল—এখন তাহার কিছুই নাই। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আহার্য্য দ্রব্যের উন্নতি বা পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রকৃত উপকার করা যাইতে পারে।

অত্যধিক শিশু মৃত্যু

যে সব ছেলে জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ৮ বৎসর পার না হইতেই মারা যায়। অনেকে আবার স্কুলে যাইবার বয়সও পায় না। ১০ হইতে ১৫ বৎসরের ছেলে, আমেরিকা ও ইউরোপের চেয়ে, এদেশে ৬ গুণ বেশী মারা যায়। ভয়ঙ্কর অবস্থা। ৫০ বছর পূর্ব্বে এ রকম ছিল না। এই অন্যায় ধ্বংসের প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যদি অর্থ স্বাস্থ্য আনিতে পারে তবে স্বাস্থ্য অর্থ আনিতে পারিবে না কেন? পূর্ববঙ্গের চাষার ছেলেদের দেখিয়াছি, তারা কলিকাতার ধনী ছাত্রদের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন। তাই সকল সময়ে অর্থ স্বাস্থ্য আনিতে পারে না। ভগ্নস্বাস্থ্য দরিদ্রতা আনয়ন করে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। রোগ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে—কিন্তু দরিদ্রতা রোগ বৃদ্ধি করে না। আবার দারিদ্র্য ও রোগ এক সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক জোয়ালে এক জোড়া বলদ বাঁধিলে তাহারা এক সঙ্গেই ঘুরিতে থাকে। তাই, বাঙ্গলা দেশকে ধনে সম্পদে শ্রীসম্পন্ন করিতে হইলে ইহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

দরিদ্রতাই অকাল মৃত্যুর কারণ

অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলাদেশ উজাড় হইতে চলিল। ইহার কারণ দরিদ্রতা। একটি ছেলেকে মানুষ করিতে একটি চাষা ৫ শত টাকা খরচ করে, একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক সেই অনুপাতে খরচ করেন ৫ হাজার টাকা। কিন্তু এ সমস্ত অর্থই নষ্ট হইতেছে, কারণ—দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানেরা স্বাস্থ্য হারাইয়া অকেজো হইয়া পড়িয়াছে শতকরা ৭৫টি শিশু ৪ বছরে না পড়িতেই মারা যায়। সাম্রাজ্যের কোন কাজ করিবার পূর্ব্বেই ৩ ভাগের ২ ভাগ লোক মারা পড়ে, তাই বাঙ্গলার লোকেরা ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে অর্থ খরচ করিতেছেন তাহা একপ্রকার জলেই ফেলা হইতেছে।

সমস্ত জিনিষে ভেজাল

ইহা নিরোধ করিবার উপায় কি? ইহার উপায় কিন্তু আমাদেরই হাতে আছে। আমরা যা চাই তার শত করা ৪৫টি খাদ্যই ভেজাল। সহরে শতকরা ৭৫টী নমুনার ঘৃত ভেজাল ক্রমে পাওয়া গেল। সহরে শতকরা ৬০ রকম দুধ ভেজাল। আবার খাঁটি দুধ পাওয়া দুষ্কর। এইরূপ আরও অনেক আছে।

খাদ্য বাছাইতে ভুল

শুধু ভেজাল খাদ্য আমাদিগের অনিষ্ট করিতেছে তাহা নহে। আমরা খাদ্য বাছাই করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আজ আমাদের আর ঢেকীতে ছাটা লাল চাউল পছন্দ হয় না, মিলের সাদা ঝকঝকে চাউল না হইলে মন উঠে না। বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালী সস্তায় ভাল জিনিষ চাহে না—বেশী দামে অসল অসার পরিষ্কার কলের চাউল খাইয়া খাদ্যের ভাল অংশ পরিত্যাগ করে। লাল চাউল কুলীর খাদ্য বলিয়া বাঙ্গালী দূরে রাখে। বাঙ্গালী আজ এমন সব খাদ্য খায়, যাহাতে ভাইটামিন জাতীয় জীবনীশক্তির অভাব দেখা যায়। এদিকে ব্যবসাদারেরাও সুবিধা পাইয়া মিলে ছাটা চাউল বিক্রয় করিয়া দু-পয়সা লাভ করিতেছে। কারণ, ঢেকী ছাটা চাউল নাকি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ব্যবসাদারের ক্ষতি করে, মিলের চাউল অনেক দিন যেমন ইচ্ছা রাখা যায়। এইভাবে অজীর্ণ বেরিবেরি রোগ দেখা দিতেছে। আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালার এক প্রিয় খাদ্য হইতেছে, পাউরুটি। ৩০ বৎসর আগে যখন আমি রেল ষ্টেশনে যাইতাম—দেখিতাম বাঙ্গালীরা চিঁড়া খই, মুড়ি প্রভৃতি খাইত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা খায়—চা, আর পাউরুটি তাহারা ভাল আহার ত্যাগ করিয়া বাজারের খাদ্য খাইতেছে। আজকাল কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে চিঁড়া, মুড়ি খাইতে দিলে আপনারা তাহা অপমানিত বোধ করিবেন। মুখের আহার ছোলা, গুড় এই খাদ্য বাঙ্গালী ভুলিয়াছে।

পয়সা দিয়া রোগ ক্রয়

বাঙ্গালী সকালবেলায় খায় চা, বিস্কুট আর পাউরুটি। ইহাতে খরচ কম বেশী পড়ে। ৩০ টাকা যার মাহিনা—তার শতকরা ১৭ টাকা এই জলখাবারেই যায় কিন্তু। তাহাও খাদ্য—সারহীন। আজ বাঙ্গালা পয়সা দিয়া রোগ ক্রয় করিতেছে। তাহারা যাঁতার ময়দা খায় না—কলের ময়দা দেখিতে ফর্সা, দোকানে বসে খায়— তাহাই বেশী খায়। অথচ তাহাতে যে ভাইটামিন কম তাহা তাহারা জানে না।

অজ্ঞতাই প্রধান কারণ

খারাপ খাদ্য রোগ আনে, ধীরে ধীরে তাহা দেহকে মরণের পথে টানিয়া লয়। এই দুরবস্থা অর্থের অভাবের জন্য নহে। জ্ঞানের অভাবে এবং না জানার দোষেই হইতেছে।

আহারে বাবুগিরি ছাড়িতে হইবে

বাঙ্গালী জাতি ঘোরতর বাবু হইয়া পড়িয়াছে। অধিক সিদ্ধ খাবার না হইলে তাদের চলে না। ভাত খাদ্য হয় কিন্তু তার আসল জিনিষ—ফ্যান ফেলিয়া দেওয়া হয়। আজ বাঙ্গলার লোক এই ফ্যান ভাত খাইতে ভুলিয়াছে। প্রতিদিন কিছু কাঁচা ফলমূল প্রত্যেকেরই খাওয়া দরকার। আমি নিজে তাহা খাইয়া থাকি। হিন্দুর বিধবারা একাদশীর উপবাসের দিন এই জিনিষ সব খান। নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান— বিধবারা উপবাসের পর যাহা খান—আমি তাহা আনন্দ করিয়া খাইয়া তৃপ্তি পাই।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৪র্থ খণ্ড ১৬ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যা এই দশদিনের নদীয়া-প্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ।০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ত্রিদণ্ডি-পাদ-গণের ও মহাত্ম ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া [illegible] লাভ করিতে পারিবেন। [illegible] [illegible] এক অপূর্ব্ব সুযোগ। [illegible] সত্বর [illegible] করুন আমরা [illegible] বিনামূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যা [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবত্বের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণত্বের নিন্দা করে এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের পক্ষপাতী হইয়া বৈষ্ণবত্বের নিন্দা করে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনও তাহা করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডালে কেন ইহা বসাইলে?
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥"

যে ভাগ্যবান্ জীব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার হৃদয় স্বভাবতঃই নির্ম্মল এবং সেই সুনির্ম্মল হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হৃদয়ে যদি মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-ভক্তিদেবী তিরোহিতা হন, তখন আর সেই ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। পরসুখে দুঃখী এবং পরদুঃখে সুখী হওয়ার নামই মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য ও প্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ। মাৎসর্য্য-শূন্য হৃদয়ই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচয়, উহাই প্রেমের একমাত্র জন্মভূমি। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনে বলেন,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ
ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম
লক্ষণম্॥"

যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহার শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুত-ভক্তি (শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি) ও সত্য, এই একাদশটী লক্ষণ অবশ্য আছে, যাহাতে এই গুণ সমুদয়ের অভাব তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। এই সমুদয় গুণালঙ্কারে, অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণের হৃদয়েই কৃষ্ণভক্তি-শিখা দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-ভক্তি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় নাই। নারদ বলেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভি-
ব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্‌যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

এই সকল পারমার্থিক শাস্ত্র-বচন এবং মন্বাদি সংসারনির্ব্বাহী স্মৃতিবচন অনুশীলন করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে ব্রাহ্মণ দুই প্রকার ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। বৃহদারণ্যকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের লক্ষণ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

"এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশবিধ ব্যবহারিক ক্রিয়াতে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্মৃতি-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; দীক্ষা, উপাসনা, সন্ন্যাস ও ভজনাঙ্গ ব্রতাদি সম্বন্ধে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না হইলে বৈষ্ণবত্ব লাভ হয় না, তাই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন করিবেন।

এই সমুদয় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া আমরা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছি যে উন্নতি পক্ষে ব্রাহ্মণত্বে ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া উদিত শ্রদ্ধ হইলেই জীব কৃতকৃত্য হইয়া ভক্তি লাভ করেন।

জড়ভরতাদির উদাহরণ দৃষ্টি করিয়া অনেকের মনে একটী সংশয় উদিত হয় যে নীচ বর্ণে উদ্ভূত ব্যক্তির ভক্তি হইলেও পরাগতি লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মের প্রয়োজন হয়। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত বাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়। যথা

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ
পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি
যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা
রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং
প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-জন্মে যদি তীব্র-ভক্তির উদয় হয় তাহা হইলে যে জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্ত্যজ পাপযোনি-প্রাপ্ত চণ্ডালাদি সকলেই আমার শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে।

যে দুইটী বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বস্থিত দুইটা বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে
মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো
হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং
নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন
মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই সাধারণতঃ জীবগণ ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন হইয়া ভক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সাধুসঙ্গবলে ব্রাহ্মণত্ব সম্প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অনন্য-ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাকেও সাধু বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেননা মৎকৃপায় অতি স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ ভক্ত্যধিকারযোগ্য ব্রাহ্মণত্ব ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলক্রমেই লাভ করিবেন।

সজ্জন—গম্ভীর

সজ্জন আত্মবিৎ বলিয়া দেহ ও মনের চঞ্চল অনিত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন না। আত্মার বৃত্তি নিত্য, সুতরাং সজ্জনের বৃত্তি নিত্য। দেহ মনের বিক্রিয়াবিষয় আচ্ছাদন করিলেও আত্মাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। আত্মার যে নিত্য বিচিত্রতা তাহা পরিবর্ত্তন করিতে দেহ ও মন সমর্থ নহে।

মনের সাহায্যে মায়াবাদী যে চৈতন্য আত্মধর্ম্মে আরোপ করেন, তাহাও তাঁহার মায়াবাদ শিক্ষার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে এক অবস্থা ও পরে অন্যাবস্থা—এরূপ জাড্যময় ব্যাপারটীতের বাধক-কারক। মায়াবাদী যদি নিত্য স্থির আত্মধর্ম্মের শুদ্ধ ভাবে আলোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার খণ্ডজ্ঞান-প্রসূত মানস-দর্শন সাহায্যে আত্মার নিত্য ধর্ম্ম স্থাপনে চাঞ্চল্য দেখাইতেন না; মায়াবাদীর ভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অবি-পরীত ধর্ম্ম চাঞ্চল্যই তাঁহার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্ব্বদা নিত্য-অবস্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য

হে কৌন্তেয়! তাঁহার পুনর্জন্মাদি রূপ পতন কখনই হইবে না। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। এই জন্যেই আমি তাঁহাকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব দিয়া প্রেমদান করিব।

হে পাঠকবর্গ! ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের ভেদ করিবেন না। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ বৈষ্ণবত্বের অধিকারী। এতন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ব্রাহ্মণদিগকে এতদূর সম্মান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সকলের একান্ত কৃপা লাভ করিলে আমরা শুদ্ধ হইতে পারি, ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রাতৃত্ব তাহাই জগতে প্রোদ্দীপ্ত হউক। স্বার্থপরতা ও মূর্খতা প্রবেশ করতঃ যেন তাঁহাদের মধ্যে বৈরভাব উৎপন্ন না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ সম্মান জগতে বিস্তৃত করিবার জন্য ব্রাহ্মণচরণামৃত পান দ্বারা স্বীয় নর-লীলার অঙ্গ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে কৃপা করুন।

———

চিন্ময়-বিগ্রহ হরি-সেবায় নিযুক্ত সুতরাং মানসিক যুক্তি, বিচার গাম্ভীর্য্যময় হরি-সেবা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে না।

কলি-কল্মষ-গ্রাসিতগণের অজ্ঞানজনিত মনঃ-সহ্য চঞ্চলতার পরিচায়ক। মনঃ-প্রাপক অনিত্য ফলাকাঙ্ক্ষায় অনিত্য কর্ম্ম-সমূহের আবাহন করিয়া অসার ফললাভ করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের উদ্দেশে কোন কার্য্যই করেন না। নিত্য হরি-সেবা ব্যতীত তাঁহার আর কোন নিত্য-কার্য্য নাই। বৈষ্ণব নিজ অন্তঃকরণে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্মবৃত্তিই গাম্ভীর্য্যে আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিণামশীল, অনিত্য ও অনাত্মবস্তু। দেহ ও মনের সাহায্যে অসজ্জনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ-চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অনাত্মচেষ্টা থাকিলেই উহা তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল।

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে পৃথক্ ও প্রতিকূল শক্তিসম্পন্ন। যে কালে আত্মা সজ্জনরূপে পরিচিত তৎকালে মন ও তদনুগ স্থূলদেহ উভয়েই আত্মার অনুকূল ভাবে অবস্থিত। যেকালে আত্ম-বৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনাত্মবৃত্তি প্রবল হইয়া নশ্বরবাহ্য-দর্শনে ব্যস্ত থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুপ্তপ্রায়। সজ্জন বা বৈষ্ণব সর্ব্বদা আত্মস্থিত থাকিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বশীভূত রাখিয়া উদ্দাম-প্রচণ্ডতা করিতে অসমর্থ, সেইজন্য শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ,
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

অর্থাৎ হে ভগবন্ যদি তোমার পাদ-পদ্মে আমার অচলা সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি আমাদের ভজনীয় বস্তুরূপে উদিত হইয়া সফলতা বিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি আমাদিগের বদ্ধ মুকুলাকারে সেবা করিবে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আমাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

সজ্জন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গাম্ভীর্য্য মায়াদেবীর প্রেরিত পারবশ্যতা অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সজ্জন শ্রীদামোদর স্বরূপের গাম্ভীর্য্য মায়াবাদী বাঙ্গাল কবি এবং ... আচার্য্য বিচলিত করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যে ক্ষুদ্র বক্ষ-জ্ঞান চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বহুদিনব্যাপী মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াও তাঁহার গাম্ভীর্য্যে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক

সেবা

মোক্ষকামীর সেবা শুদ্ধা সেবা নহে কেন?

জড়কর্ম্মীর ভক্তির আবাহন যেমন প্রকৃষ্ট সেবা-বুদ্ধি নহে, মোক্ষকামী জ্ঞানীরও সেইরূপ ভক্তির আবাহন। সে স্থূল-মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে বিমুখ, নিজেই ব্রহ্ম, তবে তাহার চিত্ত নির্ম্মলতার জন্য "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা" (পঞ্চদশী) করিয়া কিছুকাল ভক্তি অভিনয় করিবে মাত্র। এই উভয়বিধ ভক্তিই 'ভক্তি' পদবাচ্য নহে, ভাষাসৌষ্ঠবের নিমিত্ত তাহাকেও ভক্তি বলা হইয়া থাকে। এতদ্রূপ ভক্তি হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য যথার্থ ভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলা হয় এবং ভক্তির অভিনয়কে বিদ্ধা বা মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। সজ্জন-তোষণী পত্রিকা শুদ্ধ-ভক্তিপরা। সুতরাং এই প্রবন্ধে বিদ্ধা-ভক্তির কথা কিছু বলা হইবে না। এই প্রবন্ধে পরে ভক্তি বলিলেই শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ কৃপা-পূর্ব্বক এইটুকু স্মরণ রাখিয়া বিশেষ মনো-যোগের সহিত প্রবন্ধের অনুশীলন করিবেন।

সেবায় সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন

শুদ্ধভক্তির মূলে সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত যে ভক্তির ক্রিয়া, তাহা প্রাণ-হীন দেহের বিভূষণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও পরিত্যাজ্য উহার কোন উপ-যোগিতা নাই, বরং ক্রমে পূতিগন্ধে দশদিক্ ভরপুর করিবে। ভক্তি—সেবা, কাহার সেবা?—যদি তাহাই স্থিরীকৃত না হইল, তবে কি আসমানে সেবা চলিবে? তুমি কাহার সেবক গো? না, আমি তা জানিনা, সেবা করিতেছি। এরূপ সেবা বাতুলতা মাত্র। সেবার পূর্ব্বেই সেব্যতত্ত্ব নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর স্বতন্ত্র ঈশ্বর না মান, যদি সর্ব্বশক্তি-মান্ চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট সবিশেষ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের কল্পনা করিয়া নিজেকেই তৎস্থানীয় ঠিক করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ভক্তির স্থান কোথায়? কাযে যা দেখাও সব বুজরুকি, বুদ্ধিমান্ জন তোমার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তোমার মনে মুখে লোকো চুরি তাঁহার কাছে টিকিবে না।

... স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। রাবণ-কর্ত্তৃক মায়াসীতা অপহৃত হইলেও রামদাস-গণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা পারিপাট্যরূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সজ্জনের গাম্ভীর্য্যের পরিচয়।

বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য

আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে দেশে আতিথ্য নাই সে দেশে মরুভূমি তুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাঁহার আতিথ্য নাই, তাঁহার বৃথা জীবন। লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না। সুতরাং তিনি একজন পাপিষ্ঠ-দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থের যে সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের ফলে দূর হয়। বৈষ্ণব-গৃহস্থই সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই জন্য শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আতিথ্য শিক্ষা দিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি॥

যে পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের গৃহত্যাগে অধিকার জন্মে নাই, সে পর্য্যন্ত গৃহস্থ থাকিয়া বৈষ্ণব সর্ব্বদা অতিথি সেবা করিবেন। বৈষ্ণব-সেবা যে বৈষ্ণবের নিত্যধর্ম্ম তাহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত বটে। সেই বৈষ্ণব-সেবা করিয়াও গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অতিথি-সেবা করিতে হইবে। অতিথি-সেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় এই ভেদ যে অতিথি-সেবা গৃহস্থধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব-সেবা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। যিনি বৈষ্ণব হইয়াও গৃহস্থ তিনি অবশ্য অতিথি সেবা করিবেন এবং বৈষ্ণব বলিয়া বৈষ্ণব-সেবা করিবেন। অবৈষ্ণব গৃহস্থ কেবল অতিথি সেবা করেন, বৈষ্ণব সেবায় তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। অবৈষ্ণবের গৃহে শুদ্ধ বৈষ্ণব অতিথি হইলে, তাঁহার সেবা অতিথি-সেবারূপেই কৃত হয়।

অতিথি কে? উত্তর এই যে, যিনি ক্ষুধিত হইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হন, তিনি অতিথি। স্বগ্রামবাসীকে অতিথি বলিয়া গ্রহণ করা বিধেয় নয়। ভিন্ন-দেশবাসী ব্যক্তি পান্থ অবস্থায় ক্ষুধিত হইয়া আসিলে, তাঁহাকে আদর করিয়া সেবা করিবে। অতিথিকে সমাগত নারায়ণ বলিয়া মনে করিবে, সুতরাং জাতি প্রভৃতি বিচার করিবে না। অকৈতবে অর্থাৎ নিষ্কপট শ্রদ্ধার সহিত অতিথিকে সেবা করিবে। যার যেমন শক্তি অর্থাৎ যথা-শক্তি সেবা করিবে। গৃহস্থের ঘরে যদি খাদ্য না থাকে তাহা হইলে কেবল জল-দান ও মিষ্ট সম্ভাষণায় অতিথি সেবা

... ভক্ত করিতে গেলেই ভজনীয় তত্ত্ব প্রথমে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। তাহা নিরূপিত হইলেই সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইল।

অনৎসর ত্যাগ

... প্রেম লাভের কোন্ ... অনৎসর আছে তিনি ... ফললাভ করিতে পারেন না। ... অনেকেই জ্ঞানলিপ্ত স্বীকার করিয়া ... সেই ... সকল পালন করেন, ... পরেও বিচার করিয়া দেখিলে ... উন্নতি দেখা যায় না। ... না দেখিলে কাজে ... হয়, ... পরিত্যক্ত হয়। ... করিয়া দেখুন কোনই বা ...

করিবে। এইরূপ যথাসাধ্য অতিথিসেবা করা গৃহস্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

গৃহস্থ কে? উত্তর এই যে, যিনি বিধিমত বিবাহিত হইয়া গৃহে বাস করেন তিনিই গৃহস্থ। কেবল গৃহে থাকিলে গৃহস্থ হওয়া যায় না। নিম্নলিখিত শ্লোক বচনটী শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় উপদেশ।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্
সমশ্নুতে॥

অস্যার্থঃ। গৃহকে গৃহ বলা যায় না গৃহিণীই গৃহ, সেই গৃহিণীর সহিত গৃহস্থ জীব সকল পুরুষার্থ ভোগ করেন।

এই প্রকার গৃহস্থই সকল ধর্ম্মের ... দাতা হইতে পারেন। তিনি ... আশ্রমের আশ্রয়। সুতরাং ধার্ম্মিক গৃহস্থ মহাপুরুষ। সেই দশ পুরুষাদগের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন তাঁহারা মহাজন। সেই মহাজন ... গৃহে যখন অতিথি পান, তখন সেবা থাকেন। সে আতিথ্যটী সাধারণ অতিথি বৈষ্ণব অতিথি। যদি বৈষ্ণব অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় আত্মার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতিসাধন করেন। যদি সাধারণ অতিথি পান তবে সাধারণ আতিথ্যবিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ... দ্বারাই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার ...

মহাপ্রভু নিজ চরিত্রেও এই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে ...
সর্ব্বাস্তর্যামী প্রভু হইয়া ...
শ্রীমহাপ্রভুর ... গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ...

[illegible] আমাদের [illegible] ভক্তেরা যুক্তি হয় না। [illegible] বলিয়াছেন,—

[illegible]-সঙ্গ এক অসাধু,
[illegible] ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার॥
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-[illegible] হয় না। অতএব দুই প্রকার স্ত্রী সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলা যায়? বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সহবাস কি স্ত্রীসঙ্গ বলে? এরূপ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ ইন্দ্রিয় অবলম্বনপূর্ব্বক কলিজীব উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিত পত্নীর সহিত সংসার যাপন করিলে জীবের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হওয়া সুখে থাকুক, আবার সাধারণ হয়। কৃষ্ণসেবার উপকরণ-স্বরূপ স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায় এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধ বৈরাগ্যের বিশেষ অনুকূল ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিত পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদগর্ভজাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস বলিয়া যে আনন্দলাভ করা যায়, তাহা ভক্তেরগণের কিছুমাত্র দূষণীয় নহে, যদি বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যুক্তবৈরাগ্যের ব্যবস্থাক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলে? উত্তর এই যে, সঙ্গ শব্দে আসক্তি। সেই বিবাহিত স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি জীবের একটি নিত্যধর্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি করিলে কৃষ্ণাসক্তি খর্ব্ব হয়। কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্তবৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার সহবাস করাকে ও স্ত্রীসঙ্গ বলে। যুক্তবৈরাগ্য বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। অন্য স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ, হেয় ও পাপময়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ পদ্ধতির দ্বারা লব্ধপত্নীর সহিত অনাসক্তরূপে সহবাসকে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎসঙ্গ নয়। অবৈধ পত্নী বা উপপত্নী গ্রহণই স্ত্রীসঙ্গ। যে পুরুষেরা তাহা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গও অসৎসঙ্গ। অতএব অনাসক্ত গৃহস্থ ভক্তের সঙ্গ ও স্ত্রীসহবাস-রহিত অনুরূপ বৈরাগী ভক্তের সঙ্গ সৎসঙ্গ অনুকূল। অতএব স্ত্রীসঙ্গী ও ভক্তিহীন পুরুষ বা অনুষ্ঠানরহিত সঙ্গ পরিত্যাগ [illegible] শ্রীহরিনাম সাধন করিলে, [illegible] দিন দিন মনোবৃত্তি হইবে, [illegible]। এ সম্বন্ধে আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া দেখা [illegible] যে [illegible] আমাদের [illegible] উন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে তাহা হইলে অসৎসঙ্গই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ রামেন্দ্র স্বরূপ দাসাধিকারী)

জীবন-সমর-মাঝে অরাতি-সম্মুখে
কাঁপিলে কি সাজে তোমা হে ক্ষত্রিয় সিংহ?
অযত্নে আগত এই মহান্ সময়
উদ্মাদিক মহাবীরগণ, স্বর্গদ্বার
অনাবৃত যাহে। বিপরীতে দোষ এবে
কর শ্রবণ। এই সর্ব্বধর্ম্ম'ছ
না কর এমন, তবে তব সর্ব্বনাশ;
নিবাত-কবচাদি,—কত্রের যে বলে
অর্জিলে যে কীর্ত্তি, নষ্ট হবে—
হ'বে পাপভাগী।
"যুদ্ধারম্ভেতে ভীত হ'য়ে পলাইল
কুন্তীনন্দন"—এহেত অকীর্ত্তি কথা
ঘোষিবে তোমার চিরদিন সর্ব্বলোকে।
অতি প্রতিষ্ঠিত যেইজন, হে অর্জুন!
মরণ অধিক তার অকীর্ত্তি ঘোষণা। (৩৪)
যদিবল,—'কুলক্ষয় দোষহেতু আর
করুণায় যুদ্ধ হ'তে বিরত মোর,
অকীর্ত্তি ঘটিবে কেন বুদ্ধিমান্‌গণ?
তাহে কহি—তোমাদের আদি মহারথগণ
বুঝিবে না তাহা;—"কর্ণ ভয়েভীত
হ'য়ে পলাইল কুন্তীনন্দন-রণস্থল
হ'তে"—মানিবে একথা; অতএব
যাঁরা তোমা বলে বহুমান্য তাঁরা এবে
মানিবে লাঘব। আরো দেখ বৈরিগণ
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, পূর্ব্বসিদ্ধ-পরাক্রম
নিন্দিয়া তোমারে, অবক্তব্য কটুভাষা
বলিবে এখন, 'ষণ্ড' 'তিল' আদিকত;
ইহা হ'তে দুঃখতর কিবা আছে আর
তোমাহেনবীরের পক্ষেতে। যদিবল—
'যুদ্ধে মোর হইবে বিজয়—এ গোবিন্দ
তা'রও নিশ্চয় নাই কিছু, অতএব
যুদ্ধ হ'তে হইব নিবৃত্ত? তাহে শুন',
হে কুন্তীনন্দন, যুদ্ধে হত হ'লে তব
হবে স্বর্গভোগ, অথবা বিজয়ী হলে
ভুঞ্জিবে ধরণী; নিশ্চয় করিয়া ওঠ
করিবারে রণ—দুই পক্ষেলাভ তব। (৩৭)
সুখ দুঃখ-লাভালাভ জয় পরাজয়
সমজ্ঞান করি তুমি যুযুধু রীতিতে
যুদ্ধকর, পাপভব না হইবে কভু
অবিক্রিয়াবিনাশ কারণ। আত্মজ্ঞান
তত্ত্বকথা কহিনু তোমারে; অতঃপর—
কারণ্য উদ্দীপন-কর্ম্মযোগ-লক্ষণী—
বুদ্ধিকথা শুনে যোগহ করিল অর্জুন।
যোগ-বুদ্ধিযুক্ত হ'লে হইবে সমর্থ
[illegible] বুদ্ধিযুক্ত। এই কর্ম্মযোগ,—বিনাশ না হয় কভু
আরব্ধ তাহার, কিম্বা নাই প্রত্যবায়
হ'তে। আরোহনেসকিয়ার নাশকরে
উপনাদে—সন্ন্যাসির অঙ্গ বিকলতা।
ভগবৎ সমর্পিত কর্ম্ম-যোগ ধর্ম্ম
আপনতে অল্প অনুষ্ঠানে, মহাভয়
সংসার হইতে ধর্ম্মঅনুষ্ঠাতাজনে। (৪০)

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণনগর টাউনহলে বক্তৃতা

গত ৩০শে মার্চ শনিবার অপরাহ্নে শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে, অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সমাজধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বক্তৃতার সময়ে তাঁহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। আমরা আগামী সংখ্যায় তাহার বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইব।

নানা কথা

মুড়াগাছায় মেলার আয়োজন

বহুকাল হইতে বৈশাখী সংক্রান্তি ও জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ দিবস সাত্তা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু লোকের সমাগম হয়। যাত্রা, থিয়েটার, চপ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। জমীদার শ্রীযুক্ত শ্যামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নিজে তত্ত্বাবধান করেন এবং গ্রামের সমস্ত যুবক পূজা ইত্যাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন। আগামী বর্ষেও যাহাতে মেলা সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়। তদ্বিষয়ে এখন হইতে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

এই স্কুলটী অতি প্রাচীন। মুড়াগাছা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের ছেলেরা এখানে পড়ে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলের ফার্ণিচার লইয়া পুরাতন ছাত্রদের সাহায্যপত্র ব্যবহার করিতেছেন। আবাসিক স্কুল, বোর্ডিংএ মাত্র দুই তিনটী ছাত্র ও দুইজন শিক্ষক থাকেন। স্কুলটির মেরামত, দরজা জানালা ও টেবিল বেঞ্চের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

স্বাস্থ্য

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার রোগ ও মড়ক কম। কিন্তু জলাশয়টির উদ্ধার এখনও হইল না। এবার যে প্রকার গ্রামের প্রখরতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রায় ১০।১২টি গ্রামের অধিবাসীদের বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হবে। বর্ষার রাস্তাগুলি একেবারে দুর্গম হয়, পথিকদের কষ্টের সীমা থাকে না। আবেদন নিবেদন অনুরোধ অনেক করা হইয়াছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্ণপাতও করেন না। দরিদ্র পল্লীসংস্কার সমিতি আর কত করিতে পারেন? মুড়াগাছা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বহু ভদ্রলোকের বাস। যাঁহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল তাঁহারা গ্রামত্যাগী আর যাঁহারা তথায় বাস করেন, তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কিছু সম্ভবে না।

ফুটবল গ্রাউণ্ড

যুবকগণ একটি বৃহৎ মাঠ খেলিবার জন্য সম্প্রতি লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারাপদ সরকার প্রভৃতি কর্মী যত্ন সহকারে ফুটবল গ্রাউণ্ড তৈয়ার করাইতেছেন। এবার প্রতিযোগিতা ফলক মুড়াগাছা হইতে দেওয়া হইবে।

মোটর-বাস-দুর্ঘটনা

গত "দোলী" উৎসব উপলক্ষে আড়াইদিপুর একখানা মোটরবাস কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী ঘোষপাড়ায় গমন করিতেছিল। বাসখানি দৈবাৎ একটি গর্ত্তে নিপতিত হওয়ায় ১২ জন লোক আহত হয়। আহত ব্যক্তিগণকে কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২ জন লোক হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। উক্ত বাসের চালক হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। স্থানীয় পুলিশ ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শুক্রবার প্রাতে রঙ্গপুরে পৌঁছিয়াছেন। ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের শোভাযাত্রা সহ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার সহিত সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষও ছিলেন।

সুরাটে হিন্দু মহাসভা

সুরাটের ২৮শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের ব্যবস্থা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। বিশাল মণ্ডপ, স্বেচ্ছাসেবকদিগের শিবির অন্যান্য কার্য্যালয় এবং ষ্টল নির্ম্মাণের কাজ অতি সত্বর সমাধা করা হইতেছে। সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থা অতি শীঘ্র শেষ করিবার পক্ষে চেষ্টার কোন ত্রুটী হইতেছে না। প্রতিনিধিগণ ইতোমধ্যেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নগরবাসিগণ তাঁহাদের অবস্থানের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালা ছাড়িয়া দিয়াছেন। উক্ত দিন প্রাতে লক্ষ্মৌ হইতে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বাজপেয়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গুজরাট, বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্র হইতে প্রায় ৩ শত প্রতিনিধি আসিয়াছেন ঐ সকল স্থান হইতে আরও প্রতিনিধি আসিবার সম্ভাবনা। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন আরও কিছুদিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনায় উক্ত দুই পরিষদের সদস্যগণ মহাসভার কার্য্যে যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। অনেক অনেক প্রস্তাব মহাসভায় উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আভিজাত্য সমিতি ভারতের ভাবী শাসনপ্রণালী গঠন সম্পর্কে যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতের ভিতর মধ্যস্থতা করেন শ্রীযুত বিজয়রাঘব আচারিয়া সেই মর্ম্মে এক প্রস্তাব, মহাসভায় উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়া পাঠাইয়াছেন।

আর্টস্কুলে ধর্ম্মঘট

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা সরকারী আর্টস্কুলের প্রায় ৩ শত ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ ছাত্রেরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবারে তাহারা বলে যে, তাহাদের অভিযোগের প্রতীকার তখনই করিতে হইবে। স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে ছাত্রদের বিষয় সুবিবেচনা করা হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও অপরাহ্নে তাহারা দলবলে ক্লাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

স্কুলের পরিচালক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে বাৎসরিক পরীক্ষার দিন ২রা এপ্রিলের পরিবর্ত্তে ৫ই এপ্রেল ধার্য্য করিয়া অধ্যক্ষ এক নোটিশ জারি করেন এবং তাহাতে লিখেন, "পরীক্ষার সমুদায় ছাত্রকেই উপস্থিত থাকিতে হবে। অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে কোন ছাত্র যদি পরীক্ষায় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে এ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইবে না, এবং তাহার বৃত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে।"

পুরাতত্ত্ব-বিভাগ

মুর্শিদাবাদ, কান্দীতে রাঙ্গামাটী-চাঁদপাড়া গ্রামে পুরাতত্ত্ব বিভাগ মাসাধিক কাল হইতে খানিকটা জায়গা খনন করিতেছেন। মাটীর নীচে প্রায় ১৫ ফিট দূরে বৌদ্ধ মঠের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। মঠের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে। বোধিসত্ত্বের একটি সুন্দর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। তবে কোন শিলালিপি এখনও পাওয়া যায় নাই। এখন বাঁকসডাঙ্গায় এই খনন-কার্য্য চলিতেছে, অর্থের ব্যবস্থা হইলে রাজার ডাঙ্গাতেও উহা আরম্ভ করা হইবে।

আজিমগঞ্জের শ্রীযুত নির্ম্মলকুমার সিংহ সাগরদীঘির নিকট চন্দনপাড়াতে মহীপালের মন্দিরবাটী নামক স্থান খনন করাইয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ৫ ফিট শিবলিঙ্গ পাইয়াছেন। এই ঐতিহাসিক বস্তু সকল নওলক্ষার বাগানবাটীতে আছে। এগুলি পালরাজাদের সময়ের মধ্যযুগের। মন্দিরটী খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর। এখানে শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চীন-জাপানে মিলন

স্যাংহাইয়ের ২৮শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিনোজাপ চুক্তি অনুসারে ১ মাসের মধ্যে সাংহাই হইতে সমস্ত জাপানী সৈন্য প্রত্যাহৃত করিবে, তৎপরে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চীনে জাপানীদিগের ধনপ্রাণ রক্ষার পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবে।

সাংহাইয়ের ঘটনার জন্য চীনা ও জাপানীদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে একটি চীন-জাপান মিলিত কমিটী তাহার তদন্ত করিবেন। তাঁহারা উভয় জাতিরই ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন। আশা করা যায়, অতঃপর চীন জাপানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

'মুক্তি' পত্রের মামলা

রাজদ্রোহ মামলায় দণ্ডিত "মুক্তি" পত্রের মুদ্রাকর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী পাটনা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত নিম্ন আদালতে মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, বর্ত্তমানে তিনি আপীলও করেন নাই। মুদ্রাকর জামীনের প্রার্থনা করেন নাই।

মহাবালেশ্বরে প্লেগ

মহাবালেশ্বরে প্লেগরোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ঘরবাড়ী পরিষ্কার করা ও মূষিক হত্যা চলিতেছে। চিকিৎসকগণ আশা করিতেছেন যে, আরও তিন সপ্তাহের মধ্যে এই পার্ব্বত্যশহর রোগমুক্ত হইবে। বিস্তৃতভাবে টীকা দেওয়া হইতেছে।

ব্যবস্থা-পরিষদে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

বড় লাটের সহিত সেণ্ট্রাল কমিটীর আলোচনা

নব দিল্লী, ২৯শে মার্চ।

বড় লাটের সহিত সেন্ট্রাল কমিটীর যে আলোচনা হয়, দিল্লীতে সেই বিষয় গুজব চলিতেছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির পক্ষ সমর্থন সকল সভ্য একবাক্যে করিয়াছিলেন। পরিষদেও এ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ আলোচনা হয়।

বড় লাট নিজে কোন মতামত ব্যক্ত না করিলেও তিনি সভ্যদের পক্ষপাতী। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী পরিষদগুলির আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া যাউক ইহাই তিনি কহেন।

ইহা হইতে রাজনৈতিক মহল এই অনুমান করিতেছেন যে, বড়লাট ইচ্ছা করেন যে নব নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হইয়া যাক এবং শাসন-সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপির আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্ত্তৃক একটী নূতন কমিটি গঠিত হউক।

—দৈঃ বসুমতী।

দিল্লীতে অস্পৃশ্যতা ও মাদক বর্জ্জন

গত ২৮শে রাত্রে দিল্লীতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মাদক বর্জ্জনের ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রীযুত সি, রাজাগোপালাচারিয়ার, ডাঃ আন্সারী, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বল্লভভাই পেটেলকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটী গঠন করা হউক কমিটীর কাজের জন্য আগামী মাস হইতে মাসে ৫ শত টাকা হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের জন্য শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং আর যে সকল সদস্যকে মিঃ বাজাজ মনোনীত করিবেন, তাঁহাদের লইয়া আর একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীর জন্য মাসে ২ শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে।

রঙ্গপুর-প্রদর্শনী

ডাঃ বিধান রায়ের দ্বারোদ্ঘাটন

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বুধবার শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ডাঃ রায় এরূপ প্রদর্শনীর উপযোগিতা বুঝাইয়া সকলকে জাতীয় শিল্পকে সাহায্য করিতে বলেন।

প্রদর্শনীতে প্রতিদিন আসাম ও বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে দর্শনীয় দ্রব্য আসিতেছে। প্রদর্শনী সমিতি প্রত্যেক সকলের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কৃষি গুরুত্ব, আর্টিষ্ট বাসন, সূচি-শিল্প, ছবি প্রভৃতি প্রদর্শনীর নানা বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর হত্যায় ষড়যন্ত্র

বরিশালে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

বরিশাল, ২৮শে মার্চ। সব-ইন্সপেক্টর হত্যা সম্পর্কে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার বৈকালে বরিশালের উপকণ্ঠে আলেকান্দায় খানাতল্লাস করিয়াছে। ইহা ছাড়া, তাহারা আবদুল ওয়াহেদ নামক এক ব্যক্তির কাগজের দোকানেও খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে নাকি লাইসেন্স ছাড়া একখানা ছুরি বিক্রয় করিয়াছিল।

আফগান সীমান্তে রুশ

সোভিয়েটের কর্তৃপক্ষ আফগানিস্থানের সীমান্তে প্রবেশদ্বার আফগানদিগের পক্ষে বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে, সরকারী সংবাদে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বহুদিন হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহাতে আফগানগণ অবাধে সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রবেশ করিতে পারেন। সোভিয়েট সৈন্য আফগান সীমান্তে গমন করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অনিষ্টসাধন উদ্দেশ্যে প্রচার করা হইতেছে, এইরূপ বলিতেছেন।

ডিউক অফ ইয়র্ক

সম্রাট তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব ইয়র্ককে আবুল অব কেমারের পরিবর্ত্তে স্কটলণ্ডের চার্চের লর্ড হাই কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজপুত্র চার্চ অব স্কটলণ্ডের জেনারেল এসেম্বলী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

[illegible] মূল্য [illegible]

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়

জগতে বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে। কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যদেশেও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। লোকের নানাবিধ রুচি, নানারূপ রুচি হইতে নানা মত; আবার নানা মত হইতে নানা পথের সৃষ্টি। মনোধর্ম্মের চিরকালই এই অবস্থা, কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই মনের পরিবর্ত্তন। যেই মন একবার বলে 'দুগ্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য', আবার সেই মনই বলিয়া থাকে—'দুগ্ধ অতি অখাদ্য খাদ্য'। সুতরাং মনোধর্ম্মের স্বভাবই "এই ভাল, এই মন্দ"। মনোধর্ম্মের কথাই এই—'নানা মত নানা পথ' 'যার যেমন মনে লয়, সে তেমন' ইত্যাদি। কিন্তু আত্মার ধর্ম্মে এইরূপ 'এই ভাল' 'এই মন্দ' নাই; যাহা ভাল, তাহা পূর্ব্বেও ভাল, এখনও ভাল, পরেও ভাল,—অনাদি অনন্তকাল ভাল। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য—এ সত্য অখণ্ড সত্য। এই সত্য এক। সকলের পক্ষেই এক।

জীবাত্মা, পরমাত্মার অংশ। বিশ্ববাসী সকলেই পরমাত্মার অংশ। হিন্দু বা ভারতবাসীই যে কেবল পরমাত্মার অংশ, তাহা নহে, যে কোনও জাতি বা যে কোন দেশের লোক হউক না কেন, সকলেই ভগবানের দাস। কেবল মনুষ্যই যে পরমাত্মার অংশ বা দাস, তাহাও নহে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত,—সকলেই জীব, সুতরাং পরমাত্মার অংশ। কেবল বিশেষ এই যে, কাহারও জ্ঞান সুপ্ত, কাহারও জ্ঞান ঈষৎ-বিকশিত, কাহারও পূর্ণ-বিকশিত।

"জীব যাতে, ইহা না মানে, সব তাঁর দাস।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

[illegible] আত্মা-অজ্ঞ, যিনি নিজকে ভগবানের দাস বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু [illegible] আত্মা অজ্ঞ আবৃত, তিনি তাহা [illegible] করেন। বস্তুতঃ আত্মার পক্ষেই [illegible] সুতরাং যখন ভগবান সকলেরই [illegible] সকলেই সমজাতীয়, তখন [illegible] সকলেরই এক। সেই ধর্ম্মই [illegible]—একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—[illegible] ধর্ম্ম—ভাগবত ধর্ম্ম (জীবাত্মার [illegible]) বা [illegible] [illegible]

সাধ্য ও সাধন

যে বস্তুকে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, তাহাই সাধ্য; সেই সাধ্যবস্তু পাইবার যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম সাধন। মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্য বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লয়েন। বস্তুতঃ সাধ্যবস্তু এক বই দুই নাই। প্রবৃত্তি ও অধিকারভেদে সাধ্য বস্তু তিন প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি। যাহারা প্রাপঞ্চিক, স্বর্গ আদি ও প্রাপঞ্চিক সুখের বাসনায় ব্যস্ত, তাহারা ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র কামধেনু; যিনি যাহা পাইবার বাসনা করেন শাস্ত্র-মধ্যে তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন। প্রাপঞ্চিক সুখভোগের 'কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শাস্ত্রগুলি' বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক জগতে যত প্রকার ভাবিসুখের আশা আছে, সেই সমস্ত ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। সুতরাং যাঁহারা এই নিত্যধর্ম বা আত্মার ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনোধর্ম্মের সহিত সমান মনে করিয়া নিত্য-ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণ মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করেন নাই। যে আত্মার ধর্ম্ম—বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম সকলকেই আত্মীয় (আত্মীয় সম্বন্ধীয়, দেহের সম্বন্ধীয় নহে) জ্ঞানে যে বৈষ্ণব (ভগবদ্ অংশ) জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, তাহা কি সঙ্কীর্ণ?

জগতে সৎধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম এক—আত্মধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য সম্প্রদায়ও এক—সেটিই বিশ্ববাসী সকলের একমাত্র সম্প্রদায়,—উহারই নাম সাত্ত্বত-সম্প্রদায়। এই সাত্ত্বত-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য (১) যাঁহারা আত্মধর্ম্ম-যাজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনোধর্ম্মের কল্পিত নানা মত, নানা পথ হইতে রক্ষা করা, (২) বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্মে তাঁহাদিগের নিষ্ঠা উৎপাদন করা; (৩) সাধুসঙ্গাশ্রয়, মহাজনগণের পদাঙ্ক-অনুসরণ ও ভজন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আত্মার বিকাশসাধন করা।

এই সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালীর আদিপ্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। বহু নিঃস্বার্থ, বিশ্বপ্রাণ, ত্রিকালজ্ঞ মহাজনগণ এই সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালীকে সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আত্মায় [illegible] প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রেম-সংস্থাপনই এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশুদ্ধ-প্রেম নাই—আত্মাতেই [illegible] প্রেম নিত্যকাল আছে।

[illegible] এই জগতে প্রাপঞ্চিকদের সাক্ষাৎ করিয়া জীব ইন্দ্রিয়গণের [illegible] করে। সেই ইন্দ্রিয়সুখের ভোগায়তন এই জড়-জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ পর্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ হয়, তাহার নাম আমুষ্মিক সুখ। আমুষ্মিক সুখ বহুবিধ—স্বর্গে [illegible] অমৃত-ভোজন, [illegible] পুষ্পাদির ঘ্রাণ, অপ্সরা ও [illegible] শোভা-দর্শন, গন্ধর্ব্বদিগের গীত শ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস, এই সকল সুখের আম স্বর্গসুখ। এই প্রকার মহঃ, জনঃ, তপঃ ব্রহ্ম-লোকেও কিছু কিছু ইন্দ্রিয়সুখের বর্ণন আছে। ভূলোকের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ, স্বর্গ-পর লোকে ইন্দ্রিয় সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, এইমাত্র ভেদ; কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রিয় সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ বই আর কিছুই নয়। ঐ সমস্ত লোকে চিৎসুখ নাই; চিদাকাশ যে, গোলোক বিজ্ঞরীয়, তাহাতে সুখই তত্ত্বার বর্ত্তমান। এই সব সুখভোগের নাম ভুক্তি। কর্ম্মচক্রগত জীবগণ ভুক্তির আশায় ভুক্তিসাধক যে কর্ম্মের আশ্রয় করেন, তাহাকে তাঁহারা সাধন বলেন। ভোগ-পুরুষ-প্রকৃতিদিগের ভুক্তিই সাধ্য।

আবার কতকগুলি লোক এই সংসারারণ্যে জ্বালাতন হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগায়তনরূপ এই চতুর্দ্দশ লোককে তুচ্ছ ভাবিয়া কর্ম্মচক্র হইতে নির্গত হওয়ার বাসনা করেন তাঁহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য। ভুক্তিকে তাঁহারা বন্ধন মনে করেন। তাঁহারা বলেন, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" গীতার এই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে, ভুক্তি কখনও নিত্য নয় অর্থাৎ অনিত্য, যাহা নিত্য, তাহারই সাধন করা কর্ত্তব্য। মুক্তি নিত্য, অতএব তাহাই জীবের সাধ্য, তাহার জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন-চতুষ্টয় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রে এই প্রকার সাধ্য-সাধনের বিচার দেখা যায়। জীব যেরূপ অধিকার লাভ করেন, কামধেনুরূপ শাস্ত্র সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। মুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্তা থাকে, তাহা হইলে মুক্তিই চরম সাধ্য হয় না; এইজন্য তাঁহারা নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত মুক্তির সীমা-স্বীকার করেন।

জীব স্বরূপতঃ নিত্য, সেইজন্য নির্ব্বাণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" এই প্রকার বেদমন্ত্রে জীবসকলের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। নিত্যবস্তুর নির্ব্বাণপ্রাপ্তি অসম্ভব। মুক্ত হইয়া জীবের সত্তা অবশ্য থাকিবে, এজন্য যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারা ভুক্তি মুক্তিকে চরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। ঐ দুইটী [illegible] সাধ্যবস্তু। [illegible] সাধ্য ও সাধন আছে, যে তাহাকে উদ্দেশ করেন, [illegible] এবং [illegible]

বৈষ্ণবের সঙ্কর

অনেক লোক বলিয়া থাকেন, যে বৈষ্ণবের সঙ্কর করা উচিত নয়। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু জীব গুরু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

গৃহস্থ হয়েন ইঁহা চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥

বৈষ্ণব দুই প্রকার—গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী। উভয়বিধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সমান। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম বৈষ্ণব ও মধ্যম বৈষ্ণব ভেদে, ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম উভয়বিধ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ, গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ ও অর্থলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থসঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবসেবা করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তিসমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর ভক্তিসম্পত্তি হইয়াছে তাঁহাকে, তত

সাধিত হয়, তাহাই সাধন। এইরূপ পুরুষ [illegible] কারণ ঐ পুরুষের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায়, তাহাই চরমসাধ্য, তাহা আর সাধন হয় না; কেননা, তদ্রূপে আর কিছু সাধ্য নাই। এই সাধ্য সাধন-পর্য্যায় পুরুষের বাহ-অঙ্গরূপ সাধ্য হইয়া ভক্তিরূপ অঙ্গবস্তুকে শেষে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য; যেহেতু ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধধর্ম্ম।

মানবজীবনে যত কার্য্য আছে, সমস্তই সাধ্যসাধন-পুরুষের কর্ম্মরূপ পর্ব্বকে নির্মাণ করিয়াছেন। আবার অনেকগুলি অঙ্গবস্তু তদুপরে জন্মগত জ্ঞানরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ পর্ব্বের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিরূপ পর্ব্বের প্রারম্ভ। কর্ম্মপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—ভুক্তি। জ্ঞানপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—মুক্তি। ভক্তি পর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—প্রেমভক্তি। জীবের নিত্যতার বিচার করিলে চরিতামৃত সাধ্য ও চরিতার্থ সাধ্য, এইরূপ [illegible] সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রীসম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্যকথা, উত্তম আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে স্থলে সুখে হরিভজন হয় সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন। স্বচ্ছন্দে হরিভজন হয়, এরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়া অনেকে আশ্রম, মঠ, ও গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে সমস্তই বহ্বারম্ভ ও অর্থ-সাধ্য। তাহা করা উচিত নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা যে সেবা প্রকাশ করেন তথায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ অল্প অল্প কাল থাকিতে পারেন। বহুদিন একস্থানে থাকিলে যদি কোন অপদার্থে আসক্তি না হয় থাকা হইলে দোষ নাই। যে সকল গৃহ-ত্যাগী বৈষ্ণব অর্থসাধ্য বহ্বারম্ভে প্রবৃত্ত হন তাহারা অনধিকারচর্চ্চা দোষে পড়িয়া অবশেষে অর্থলালসায় ভজনত্যাগী হইয়া পড়ে। তাহারা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবার জন্য বৈষ্ণবসংসার পত্তন করিবেন। ভজন প্রতিকূল না হয় এরূপ সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপত্তি করিতে পারেন। সংসারে জীবননির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কার্য্য আছে সকলই যথাশাস্ত্র করিতে পারেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সম্মত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কুটুম্বভরণ করা ও অতিথিসেবাদি করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। সংসারে সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে সত্য, সরলতা ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবেন। পরোপকার যতদূর সাধ্য সর্ব্বদা করিবেন, গৃহত্যাগী অকিঞ্চন ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে সমাদরপূর্ব্বক সেবা করিবেন, কেবল এই মাত্র দৃষ্টি রাখিবেন যে কোন প্রকার হরিভজনপ্রতিকূল কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিসহকারে ভজন অনুকূল সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিবেন। গীতার চরম শ্লোকে ভগবান্ এরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি

মা শুচঃ॥

অর্জ্জুন গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, জ্ঞান-প্রবৃত্তি ও যোগ-প্রবৃত্তি, রূপ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাগত, প্রবৃত্তির, [illegible] ব্যবহার সংসারযাত্রা, নির্ব্বাহ, [illegible] হইলে তোমার আর, [illegible] ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন থাকিবে না।

ভক্তি সোপান

(শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল)

সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে ভজনের ক্রমোন্নতি

যখনই বদ্ধজীব বুঝিতে আরম্ভ করিলেন যে বেদের প্রতিপাদ্য অদ্বয়জ্ঞান ভগবানই একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তদ্ব্যতীত আর সেব্যতত্ত্ব নাই, যে পরিমাণে আমরা দেহের বা মনের বিক্রিয়ার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হই বা তৎসম্পৃক্ত বস্তু ব্যক্তিনিচয়ের আদর আমাদের করণীয় বলিয়া মনে থাকে, সেই পরিমাণে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব, সুতরাং সেই পরিমাণে আমাদের ভক্তির সৌষ্ঠবহানি। যাঁহার যে পরিমাণে সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পরিমাণে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সেব্যতত্ত্ব, যে পরিমাণে যিনি কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও যে পরিমাণে যাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি দৌরাত্ম্য প্রশমিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তি সেই পরিমাণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে শুদ্ধভক্তি সন্নিকট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যতটুকু স্ফুরণ হইবে, কৃষ্ণেতর বস্তুতে ততটুকু বিরাগ ও ততটুকু শুদ্ধভক্তি প্রাপ্য হইবে। ভগবদবতার বাদরায়ণ বেদব্যাস নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এক কালঃ।

তোমাকে ক্রমশঃ মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী করার ভার আমার থাকিল।

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে যে গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত বিবাহ, সন্তানোৎপত্তি, অর্থ উপার্জ্জনাদি করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ শরণাপত্তির সহিত যাহারা সংসার নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের স্বীয় রুচিতেই সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, তথাপি কোন কার্য্যই ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা শরণাপত্তি প্রবৃত্তিক্রমে নিজে নিজে, যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই অজ্ঞলোকের শাসন জন্য শাস্ত্রকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি কোন গৃহস্থ, বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য দেখা যায় তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র বিষয় বিরুদ্ধ হইতে পারে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব সম্বন্ধে ইহাই বিচার। উত্তমাধিকারী প্রেমী বৈষ্ণবের কোন বৈগুণ্য বিচার নাই, ইহাতেও অনেক বিচার আছে। [illegible]

প্রেমভক্তিস্তু যথাস্যুঃ স্যাত্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোজনকারী যে পরিমাণ আহার করিলেন, সেই পরিমাণে তাহার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে। আপনার সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় যে পর্য্যন্ত হইয়াছে, আপনি সেই পর্য্যন্ত ভক্তি বা ভজনের অধিকারী। অন্যদিক ব্যাহার কেবল উৎপাত। এইরূপ কপটতারূপ উৎপাতের হাত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তি যাজন করিতে হইবে। তাই শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ করিতেছেন, 'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান দূর।' সম্বন্ধজ্ঞানহীনের প্রচুর জড়াভিমান থাকে, তাহার তো আমি 'কৃষ্ণদাস ভিন্ন আর কিছুই নহি।' 'বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অমুকের পিতা, অমুকের স্বামী, অমুকের পুত্র ইত্যাদি নহি' এরূপ অপ্রাকৃত অভিমান পুষ্ট হয় নাই, তিনি জড়সম্বন্ধেই ভোরপূর। সে অবস্থায় কি ভজন সম্ভবপর? এইরূপ নিম্ন অধিকারী যে সম্যক্ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট উন্নত অধিকারীর চেষ্টাসমূহ অনুকরণ করিয়া নিজেকে ভক্ত বলিয়া মনে করে ও জাহির করে, তাহার ফল নিরয়-গমন। ঠাকুর বলিতেছেন—"'আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।" ইহাদেরই জন্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।

শাস্ত্রবিধি মুক্তপুরুষগণের জন্য নহে

অবশ্য যাঁহাদের হৃদয় জড়বিষয়ানুরাগ-মুক্ত, যাঁহারা ঐকান্তিক শরণ, শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন যাঁহাদের অন্য কৃত্য নাই, যাঁহারা সর্ব্বোচ্চস্তরে শ্রীকৃষ্ণসেবাতে নিরন্তর অধিষ্ঠিত, নম্রী হইতে আছেন, শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ যাঁহারা অবিচ্ছেদে করিতেছেন, যাঁহাদের ক্রিয়ার মধ্যে কৃষ্ণসেবেতর বুভুক্ষা বা স্বীয় ভোগবাসনার লেশ নাই, তাঁহাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, তাঁহারা মাধুর্য্যের লোক, তাঁহাদের শ্রীনামে জাত-রুচি, তাঁহাদিগকে আর শাস্ত্রবিধি দেখিয়া চলিতে হইবে, তাঁহাদের আচরণই শাস্ত্র, বিধিবদ্ধ বিধি নিষেধ তাঁহাদিগকে সংযত করিবার নহে, তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় বিভোর হইয়া সমস্ত চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

শাস্ত্রবিধি বদ্ধজীবের অবশ্য পাল্য

তাই বলিয়া আমার সম্বন্ধজ্ঞানপুষ্ট হয় নাই, আমার নামে রুচি নাই, তবে সাধুগণের আচরিত পথে কিরূপে শ্রদ্ধা হইয়াছে, [illegible] পারমার্থিক শিক্ষা [illegible] আমি [illegible] আমার [illegible] নাই—এরূপ অবস্থায় বিধি-নিষেধ [illegible] তখন আমি যদি ঐ [illegible] করণে প্রবৃত্ত হই, আমার [illegible] আমার কেবল উৎপাত [illegible] বুদ্ধির পরিবর্ত্তে গোপনে ভোগবুদ্ধিই [illegible] প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভক্তিতে অর্থাৎ ভজনক্রিয়া সমস্তই সম্বন্ধজ্ঞানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহার যে পরিমাণে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে তিনি তদনুযায়ী স্তরের ভজনে অধিকারী। ক্রমে ভজনসৌষ্ঠবের দ্বারা সে অধিকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নচেৎ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চাধিকারীর ভজনপ্রণালীপ্রয়াসে বিশেষ [illegible] করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্তিও আছে,—

"যে যেষধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥"

(ভাঃ ১১।২১।২)

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি বিশেষ বিচার্য্য।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০)

ভগবৎ-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি সর্ব্বকর্ম্মফলে নির্ব্বেদযুক্ত হইলেও আর জড়বাসনার পরিত্যাগে অসমর্থ হইলে তাহাকে দুঃখের মূল জানিবেন। শ্রদ্ধালু দৃঢ় নিশ্চয়সহকারে প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বাসনাসমূহের চরমফল দুঃখ জানিয়া তাহার [illegible] করিতে করিতে নিন্দার সহিত [illegible] করিবেন। এইরূপ ভক্তিযোগদ্বারা নিরন্তর [illegible] করিতে থাকিলে [illegible] হৃদয়ে অবস্থিত হইলে [illegible] সমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়। তখন [illegible] গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় [illegible] সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা [illegible] হয়েন ও কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [illegible]

সেবার প্রকার ভেদ

সর্ব্বকার্য্যের মূলসূত্র শ্রীব চিন্তা ভাবনায়, কিন্তু তাহার কিছু প্রকার-ভেদ আছে। যেমন সংসারে সেবকের প্রকার দুই রূপ, সেইরূপ ভগবৎসেবাও এক প্রকার নহে। গৃহে যেমন এক-ভৃত্য প্রভুর বিশেষ গৌরবের সহিত সেবা করিতেছে, আবার একজন যে বহুকাল পূর্ব্বে কর্ত্তার আমল হইতে সংসারে আছে, সে ভৃত্য গৌরব প্রদর্শন না করিলেও তাহার সেবায় কিছু ন্যূনতা আসিল, সে বরং প্রভুর সঙ্গ, পরামর্শদাতা আপন প্রাণতুল্য ইত্যাদি বরং তাহার সেবাই প্রভুর অধিক প্রীতিপ্রদ। সেবা হইলেও এই উভয় সেবায় একটু ভেদ দেখা যায়। দাস হইলেও উভয় ক্ষেত্রে সম্বন্ধ যেন একটু পৃথক্। কিন্তু উভয় সম্বন্ধেই সেবার শুদ্ধতা আছে, এইজন্য যে জীব ভোগতাৎপর্য্যময় হইবেই এমন কোন কথা নাই। প্রথম প্রকারের সেবাকে গৌরব-সেবা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ও দ্বিতীয় প্রকারের সেবাকে বিশ্রম্ভসেবা বলা হয়। এই উভয় সেবার সেব্যতত্ত্ব একই ভগবান্, উভয়তঃই জীবে ও ভগবানের দাস প্রভু সম্বন্ধ, কিন্তু এই সম্বন্ধের মধ্যেও একটীতে একটু দূরত্ব, অপরটীতে নৈকট্য পরিদৃষ্ট হয়। আবার নৈকট্যের তারতম্যানুসারে এবং সম্বন্ধে নানারূপ পরিদৃষ্ট হয়। গৌরব দাসাভিমানী সেবকগণ তাঁহাদের আরাধ্য ভগবত্তত্ত্বে শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের ভক্তি, ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমমূলা। শ্রীমদ্রা-মানুজাচার্য্যের অনুগ শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-গণ এই সম্প্রদায়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠধামে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক। তাঁহারা শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার সংবাদ রাখেন না। কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহারা শুদ্ধভক্তিমার্গাবলম্বী, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরান্না প্রবল থাকিয়া শ্রীভগবানের ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় বাধা দিতে পারে না। তাঁহারা বহির্ম্মুখবাদী নহেন। অদ্বৈতবাদী, অথবা অশুদ্ধভক্ত হইতে পারেন না, যেহেতু সেব্যতত্ত্বের বহুত্ব ভগবানের নিষ্ঠা দ্বারীভূত হয় না। যেমন পতিব্রতা সাধ্বী একমাত্র স্বামীসেবাই জানেন। অন্যের সেবার স্বামিসেবার আনুগত্য পতিব্রতা ধর্ম্মের হানি, হইলেও, যদি তাঁহাদের সেবায় আসিয়োগ ব্যাঘাত না হইয়া, পরিপুষ্ট হয়, আসিবের [illegible] হন, তাঁহাদের সেবাও স্বামিসেবার অনুকূল ও অঙ্গীভূত; সেইরূপ সেবাভিমানী ভক্তের একমাত্র শ্রীভগবানই সেব্যতত্ত্ব [illegible] ঈশ্বরবুদ্ধিতে আর কাহারও সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না, যাহিতার বঞ্চিত হয়, তবে তদীয় বুদ্ধিতে আনুগত্য সেবার ব্যবস্থা আছে, আর ভাগবত-সেবা দ্বারাই ভগবৎসেবা পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং একনিষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ-সেবকগণ শুদ্ধভক্ত। শ্রীনারায়ণ সেবায় একটু সম্ভ্রমভাবের আভাস দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে গৌরব-মিশ্র ভাবই প্রবল। এইরূপ বিভিন্ন ভাবযুক্ত সম্বন্ধকে রস বলে। নারায়ণ-সেবায় গৌরবরসের উপরে আর অধিকতর নৈকট্যসূচক ভাব নাই। এখানে সম্ভ্রম-মার্জ্জিত স্বামী। যেখানে শ্রীনারায়ণ আমাদের পূজনীয় প্রভু এই ভাব প্রবল, যেখানে দাসোচিত বিশেষ কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই সেই দাস-ভাবকে শান্তরস বলে। শ্রীনারদ, সুদর্শন, সনক প্রভৃতি চতুঃসন ইঁহারা শান্ত রসের উপাসকচূড়ামণি। শান্তরসে ভক্তির অপ্রতুলতা নাই, কেবল ভাবগাঢ়ত্বের অভাব। বৈকুণ্ঠে গরুড়, জয় বিজয় প্রভৃতিকে দাস্যরসে অবস্থিত দেখা যায়। শ্রীরামাবতারে শ্রীহনুমানের দাস্য আদর্শস্থানীয়। আর গৌরবসখ্যের উপাসকরূপে আমরা পরব্যোমে বিশ্বক্সেন প্রভৃতিকে ও শ্রীরামাবতারে লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকে লক্ষ্য করি। বৈকুণ্ঠে বিশ্রম্ভ সেবার প্রচার নাই, তাহা একমাত্র গোলোক-বৃন্দাবনের সম্পত্তি। এমন কি শ্রীদেবীও গৌরবসেবারই অধিকারিণী, তাঁহাতে বিশ্রম্ভজনিত মধুরতার অভাব। তাই কথিত আছে, বৈকুণ্ঠধামে কেবল আড়াই টী রসের বিকাশ আছে, যথা শান্ত, দাস্য ও সখ্যের অর্দ্ধ অর্থাৎ কেবল গৌরব সখ্য বিশ্রম্ভসখ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনের সৌভাগ্য

আরাধ্য ভগবত্তত্ত্বে পূর্ণত্ব লক্ষ্য করিতে পারিলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য হইতে পারে। "শ্রীকৃষ্ণসেবায় পাঁচটী পূর্ণ-রস বর্ত্তমান" তা' বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে শ্রীনারায়ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণের চারিটী বিশেষ গুণ (অপ্রাকৃত গুণ, জড় গুণ নহে) যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ

"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলাপ্রেম্ণাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং
বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য
চতুষ্টয়ম্॥"

এই চারিটি গুণ বাতিরেকে শ্রীকৃষ্ণ বস্তুত্বের উপলব্ধি করিতে গেলেই শ্রীনারায়ণতত্ত্বই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। নচেৎ একই বস্তু অদ্বয় জ্ঞান। পরিণত-বিকারাদি শ্রীনারায়ণে বিশ্রম্ভভাবের অবকাশ নাই। তাই ঐশ্বর্য্য বা গৌরব-সেবা বাস্তব শ্রীনারায়ণতত্ত্ব শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য কিন্তু ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা প্রেম শিথিলীকৃত হয়, প্রেমের পূর্ণপরাকাষ্ঠা ঐশ্বর্য্য ভাবপরাসেব্যদ্বারা লভ্য নহে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভয় মিশ্রিত ভক্তি, তাহাতে কি প্রেমের মাধুর্য্য অনুভূত হয়? যাহার সহিত একটু মাখামাখি না হইল তাহার সহিত কি খোলা প্রাণের ভালবাসা হয়? সম্ভ্রম করিতে করিতে ভয় আসিয়া ভাল-বাসায় ব্যাঘাত জন্মায়। প্রেমের অর্থই নিজেকে ভুলিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসা। এই বিশুদ্ধ ভালবাসা সর্ব্বমাধুর্য্যময় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভব, শ্রীনারায়ণ-বুদ্ধিতে তেমনটী হয় না। তাই সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিধ উপাসনা হইতে শ্রীকৃষ্ণভজনই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ইহাতে দেশগতসীমা কালগত ব্যবধান, সমাজগত বৈষম্য, ভাষাগত নানাত্ব প্রভৃতির কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই শ্রীকৃষ্ণসেবাই সার্ব্বজনীন, যিনিই চূড়ান্ত প্রেমের ভিখারী তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অধিকারী। ইহাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম যিনি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণে প্রেমধর্ম্মের যাজনকাম তিনি শ্রীনারায়ণ-সেবা করেন, ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনিও শুদ্ধভক্ত। মুসলমান ধর্ম্মেও অঙ্কুরিত সুফের সাধকদিগের মধ্যে কিছু কিছু প্রেমের বার্ত্তা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা মাধুর্য্য সেবা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় নাই।

নানা কথা

নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী

সহর নবদ্বীপের অধিকাংশ ড্রেণই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। ঐ সকল আবর্জ্জনা পচিয়া তাহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় যে পথ চলা অতি কষ্টকর। কোনও কোনও স্থানে দেখা যায় অল্পবয়স্ক বালক-গণ রোয়াকে বসিয়া ড্রেণে মলমূত্র পরি-ত্যাগ করে। ইহাতে ড্রেণগুলি আরও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই সকল পূতিগন্ধযুক্ত জিনিস হইতে উৎপন্ন মশকের উৎপাতে সন্ধ্যার পর সহরনবদ্বীপ মশারীর ভিতর ব্যতীত অবস্থান করা এক প্রকার অসাধ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

দূষিত জলবায়ুর দরুণ যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের উপর সাধা-রণের স্বাস্থ্যের অনেকটা নির্ভর করে। তাই উপরি উক্ত বিষয়ের প্রতিকারের নিমিত্ত আমরা নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সুরাটে নিখিলভারত হিন্দু মহাসভা

সভাপতির অভিনন্দন

গত ৩০শে মার্চ্চ, প্রাদেশিক হিন্দু মহা-সভার দ্বাদশ অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সদলে কলিকাতা হইতে আগ্রা আমেদাবাদ পথে সুরাট উপনীত হইয়াছেন। রেল ষ্টেশনে প্লাটফরমে বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিষ্টার রায়জী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করেন। অতঃপর নির্ব্বাচিত সভাপতিকে বিশ্রামাগারে লইয়া গিয়া সুরাটের কর্ম্মিগণ ও নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করা হয়। ষ্টেশনের সম্মুখেও বহু ব্যক্তি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অতঃপর মোটর গাড়ীযোগে তাঁহাকে এবং ডাক্তার মুঞ্জে, মিষ্টার রায়জী ও শ্রীযুক্ত দেবব্রত শর্ম্মাকে কাটার গাম রোডে একটী বাংলোতে লইয়া যাওয়া হয়।

নেতৃবৃন্দের আগমন

উক্ত রেলগাড়ীযোগে অপর যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য,—ডাক্তার সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন, এলাহাবাদের ডাক্তার নীহাল চাঁদ, ডাক্তার পরমানন্দ ও ডাক্তার মুঞ্জে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অপরাহ্নে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম, এম, রায়জি প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান হিন্দুর কর্ত্তব্য হিন্দুজাতির সংগঠন করা। মানবসমাজের উপর বিশেষতঃ, হিন্দুসমা-জের উপর হিন্দু মহাসভার প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু-সমাজের সেবাব্রতই মহাসভার সভ্যবৃন্দের গুণ হওয়া চাই। "সামন্ত রাজ্যে, বৃটিশ ভারতে, ও অন্যান্য দেশে যেখানে যে হিন্দু আছে, আজ মহাসভার পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াও। সমাজে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল কৃত্রিম ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা আজ দূর কর।"

তিনি বলেন মহাসভার দৃঢ় সংগঠন সাধন করিয়া উহাকে হিন্দুসমাজের প্রাণময়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে, এতদুদ্দেশ্যে একটি শক্তিমান্ কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ গঠিত করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, হিন্দু জাতীয়তার নামান্তর মাত্র" হিন্দুর যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি বলেন 'যে,

কংগ্রেস হিন্দুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বুঝিয়া থাকে, কিন্তু বাংলার সভায় ক্ষুদ্র মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, হিন্দু মহাসভা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের নিজের ধর্ম ও সমাজ সেবার সঙ্গে ভারতীয় সমাজ সেবাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। পরিশেষে হিন্দু সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'।

মন্ত্রিভবনে অত্যাচার

অনৈক দুষ্ট ব্যক্তি এক লৌহ প্রহরণ হস্তে লইয়া ডাউনিং ষ্ট্রীট প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের রক্ষাকর্ত্রী শ্রীমতী বেরীকে সরকারী দপ্তরের পিছনের উঠানে আক্রমণ করে এবং তাঁহার হস্ত হইতে ২টি ব্যাগ ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। শ্রীমতী বেরীর চীৎকারধ্বনি শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া যান। শ্রীমতী বেরীর অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বৃত্তকে কেহ ধরিতে পারে নাই।

ম্যালেরিয়া নিবারণ ও স্বাস্থ্যোন্নতি

ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সভা রায় গোপাল চন্দ্র চাটার্জ্জী বাহাদুর শিলং হইতে আসিয়াছেন। তিনি গত ২৯শে মার্চ্চ স্থানীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও স্বাস্থ্য সমিতি পরিদর্শন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল এবং শিল্প সম্বন্ধে যাহাতে সাধারণে জ্ঞানলাভ করিতে পারে সে জন্য একটি প্রদর্শনী শিলাইদহে খোলা হইয়াছে। এক সপ্তাহকাল এই প্রদর্শনী থাকিবে।

মুসলমান রমণীর সতীত্ব রক্ষা

দুর্বৃত্তের নিধন, সতীর অব্যাহতি

শ্রীহট্টের এক সংবাদে প্রকাশ, উক্ত জিলার জালালপুরের সচীন শেখ তাহার আত্মীয়া সমুজা বিবিকে স্বামীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করে। অল্প দিনের মধ্যেই সমুজার উপর সচীনের কুদৃষ্টি পড়ে। দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া সে তৃতীয়বার গভীর রাত্রিতে সমুজার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সমুজা সে সময়ে নিদ্রিতা ছিল। সমুজার সতীত্ব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সচীন ঐ সময়ে তাহাকে আক্রমণ করে। সহসা নিদ্রাভঙ্গে সমুজা কোনও প্রকারে একখানি কুঠার গ্রহণ করিয়া উহার কয়েক আঘাতে চিরদিনের জন্য দুর্বৃত্তের কাম লালসার নিবৃত্তি করে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ও ৩২৪ ধারা অনুসারে সমুজা দায়রা সোপর্দ্দ হয়। দায়রা জজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া সমুজাকে অব্যাহতি দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন

গত ৩০শে মার্চ্চ অপরাহ্নে রংপুর টোবাকো কোং লিমিটেডের পূর্ব্বে সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সর্বাঙ্গ সুসজ্জিত মণ্ডপে চন্দ্রাতপতলে বিশেষ উদ্যমের মধ্যে দিনাজপুর নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, যুব-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাদেশিক সম্মেলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সহিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। বালিকাগণ সভাপতিকে মাল্যদানপূর্ব্বক সুমধুর স্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সভাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়া ৪৬ মিনিট ব্যাপিয়া বক্তৃতা করেন। তাহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলা হইতে প্রতিনিধিগণ, মহিলা ও দর্শকগণ আসিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৫ সহস্র লোক সমাগত হইয়াছেন। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ললিতমোহন দাস, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ও শ্রীমতী লতিকা বসু, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়।

আর্কবিশপের অভিষেক

সম্রাটের পীড়ার পর তিনি এইবার প্রথম একটি রাজকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি বাকিংহাম প্যালেসে ক্যাণ্টারবারি ও ইয়র্কের নূতন আর্কবিশপের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। আর্কবিশপ যথারীতি শপথ গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইন শপথপত্র পাঠ করেন।

এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য সম্রাট তাঁহার উপরতলার শয়ন কক্ষ হইতে বিজলী অবতরণ-আসনে বসিয়া নিম্নতলে উপস্থিত হয়েন। যে কক্ষে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, আর্কবিশপ এক সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তথায় প্রবেশ করেন ও এক লোহিত বর্ণ আসনে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হয়েন ও সম্রাটের হস্ত চুম্বন করেন। সম্রাট এই সময়ে যথারীতি দণ্ডায়মান ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইলে মিঃ বল্ডুইন ও আর্কবিশপ উভয়ে সম্রাজ্ঞীর সহিত জলযোগ করেন। পরে মিঃ বল্ডুইন সম্রাটের শয়নকক্ষে গিয়া দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করেন।

আফগান বিপ্লব

আমানুল্লার ৩৫ হাজার সৈন্যসহ যাত্রা

কাবুল-সিংহাসনের জন্য পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। প্রকাশ, আমানুল্লা খাঁ ৩৫ হাজার সৈন্যসহ অভিযান করিয়াছেন। কান্দাহারে আফগানদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। আফ্রিদি, ওয়াজিরী, মোমান্দ, মঙ্গল ও জদ্রানদের অধিকাংশই আমানুল্লার পক্ষে যোগদান করিয়াছে।

বাচ্চার সিংহাসন ত্যাগের ইচ্ছা

কোন কোন স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাচ্চাই সাক্কাওকে জাতীয় স্বার্থের জন্য সিংহাসন ত্যাগ ও আমানুল্লা খাঁয়ের সহিত যোগদান করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইবার জন্য আমানুল্লা খাঁ সম্প্রতি ১২ জন লোককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমানুল্লাকে তাঁহার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য করিবার জন্য বাচ্চা-ই-সাক্কাওকে প্রলোভিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, বাচ্চা উপযুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজনীতির সম্পর্ক ছাড়িয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক।

সিনোয়ারীদের দাবী

সিনোয়ারী ও মুগিয়ানীদের এক ডেপুটেশন আমানুল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আপনাদের দাবী জানাইবেন। প্রকাশ, তাঁহারা জীবন-ধন-সম্পত্তি নিরাপদ রাখিবার দাবী করিবেন। উহার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইলে, তাঁহারা আমানুল্লা খাঁয়ের বশ্যতা স্বীকার করিবেন।

শিয়া ও আফ্রিদিদের যুদ্ধ

সম্প্রতি আফ্রিদিগণ তাহাদের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন এক জির্গার অধিবেশনে গমন করিয়াছিল, তখন শিয়াগণ তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তিরা দুর্গ অধিকার করে। তিরার শিয়া খান সমস্তার ফলে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আফ্রিদিগণ দুর্গ পুনরধিকার জন্য স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

কাবুলের পথে আমানুল্লা

সীমান্তের এক সংবাদে প্রকাশ, আমানুল্লাগণ কাবুল হইতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গ অধিকার করিয়াছে। আমানুল্লা খাঁয়ের সেনাপতি ঐ দলের সর্দ্দার। প্রকাশ, আমানুল্লা খাঁ কাবুল দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

লণ্ডনে দাস ব্যবসায়

সে দিন লণ্ডনে শিশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ-নিবারণী সভার এক কর্ম্মচারী বলেন যে, বহুকাল হইতে লণ্ডনে শিশুদের নিকট সত্য সত্যই একটা দাস-ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুসন্ধানে প্রকাশ, লণ্ডনের খালের নৌকা নির্ম্মাতারা সর্ব্বদাই ৮ বৎসরের ও তদুর্দ্ধ বয়সের বালকবালিকাদিগকে কিনিয়া লয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা চুরি করে। এই সকল শিশুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার নৌকায় তাহাদিগের সাধ্যাতীত অধিক পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয়, তাহারা ভীত তাহাদিগকে বোঝা টানিতে, খালের লৌহ কটক খুলিতে এবং নৌকার গুণ টানিতে নিযুক্ত করা হয়। তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না।

একদা ৪টি শিশুর পিতামাতা তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া দেয়। উহাদের মধ্যে একটির বয়স ছিল ৮ বৎসর এবং অপর তিনটির বয়স পর্য্যায়ক্রমে ১০, ১২ ও ১৩ বৎসর ছিল। তাহাদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে লইয়া উহাদিগকে নৌকার কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহারা সে কাজ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল।

এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য মিঃ বেন্সিংটন কমন্স-সভায় একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি দাখিল করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৪।

সাময়িকী

বিগত ৩০শে মার্চ শনিবার কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান সাহিত্যিক কবি মাইকেল এর মল্লিনাথ অবসরপ্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর মহাশয়-দ্বয়ের আহ্বানে কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন-হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের দিল্লী-শাখার সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়-বন মহারাজ "বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিগত ৩১শে মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণনগরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকগণের সমক্ষে এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীমহারাজের আনুগত্যে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ কৃষ্ণনগর একায়নমঠের উদ্বোধন-কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা সরলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়া একায়ন-পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা সম্যক্ষরূপে অনুমোদন করেন। একমাত্র একায়নপন্থিগণই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ কীর্ত্তন-দ্বারা মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিবেন, ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনামুখে তিনি যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ কৃষ্ণনগর সহরের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট একায়নপন্থী ও বহ্বায়ন শাখিগণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করিতে-

৩১শে মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃকালে বঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বাহাদুর একায়ন-মঠে প্রভুপাদকে দর্শন করিতে

সজ্জন—কৃপালু

হরি-বিমুখ জীবগণ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে সজ্জন-শব্দের অন্যরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন, তাহা এই,—কৃপালু (১), অকৃতদ্রোহ (২), সত্যসার (৩), সম (৪), নির্দ্দোষ (৫), বদান্য (৬), মৃদু (৭), শুচি (৮), অকিঞ্চন (৯), সর্ব্বোপকারক (১০), শান্ত (১১), কৃষ্ণৈকশরণ (১২), অকাম (১৩), নিরীহ (১৪), স্থির (১৫), বিজিত ষড়্গুণ (১৬), মিতভুক্ (১৭), অপ্রমত্ত (১৮), মানদ (১৯), অমানী (২০), গম্ভীর (২১), করুণ (২২), মৈত্র (২৩), কবি (২৪), দক্ষ (২৫), মৌনী (২৬)।

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কৃপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্য এবং কৃপালুগণের মূলাধার ও মূলপুরুষ। গৌর বিমুখজন কখনও যথার্থ কৃপালু বা অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবন-প্রবৃত্তি আছে, তিনি সকল গুণের অধিকারী। যিনি হরি-সেবা বঞ্চিত তাঁহার মহদ্গুণ কিপ্রকারে থাকিতে পারে? সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তরথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্যবস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়-সেবনমার্গে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে সুতরাং হরি-বিমুখজনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না, কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপা-সমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধ সেবকগণেও কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র। গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া, নয়

আসিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যাহাতে কৃষ্ণনগরে রীতিমতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। রায়বাহাদুর সান্যাল মহাশয় কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা বহুদর্শী প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রচারকবৃন্দ সচেষ্ট হইয়াছেন।

প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী সেগুলি শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্রাকৃত পূর্ণ নিত্যশুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য-রসময়ী সুতরাং কোনপ্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

১। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণরূপ ত্রিবিধ শ্রেণীর দুঃখের ধূলীতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌর-বিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদত্রয়রূপ ধূলি সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপ-নাশিনী চরণ সেবা প্রদান করিয়াছেন।

২। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃতজগতে মহাজন বা আদর্শ সজ্জার ত্রিবিধ মলবাহক, বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া নিজ নিজ মতভাবে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের ঋষি বা চিত্তশাসনে যে সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে, স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্য্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ-সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয়-বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনও নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

৩। বদ্ধজীব, শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের নিত্যানন্দ। সেবনধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ হয়। ঐ ত্রয়ের ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া পরমার্থে ভক্তি ব্যতীত অন্যপথ নাই—ইহার সম্যগ্ ধারণা চেষ্টাই অমন্দোদয় দয়া।

৪। কৃষ্ণ সেবা জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

৫। মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণ-সেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রসলাভ করেন।

৬। জড়ভোগ তাৎপর্য্যপর জড়রস-বর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তি-রসোদয়ে ভক্ত সমৃদ্ধ হন।

৭। কৃষ্ণের অভাবজনিত খেদ ধূলী উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

৮। শাস্ত্র বিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্বরসোদয়ে হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্ব কৃষ্ণভাবসন্দর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখী মর্য্যাদা সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণ দয়ানিধি মহাপ্রভুর নিকট এই নয় প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময় সুতরাং ভক্ত স্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপা হীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহা নিজগণে স্বীকার করেন না। যে নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন শ্রীগৌরহরি, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সর্ব্বোত্তম, স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধ সেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীন জনের উৎপাতের অনুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করি না? প্রাকৃত সহজিয়া যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়াল নিত্যানন্দের অনুগত, দয় ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতা সাহায্যে স্বার্থ প্রচারে নিপুণ তাহা পূর্ব্বোক্ত নব প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে তাদৃশ পুরুষ পাষণ্ড, অপরাধী এবং তদ্ভক্তকে কৃপাময় বলিয়া নিন্দা করিতে প্রস্তুত হন। তিনি নিজ আপাতমধুর ইন্দ্রিয় তর্পণময় স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সামগ্রী বাধা দিবে তিনিই কৃপাবর্জ্জিত, কৃষ্ণ নহেন ভগবান্ নহেন। তাঁহার কল্পিত গৌর তাঁহার ভগবান্ নহেন। পরন্তু বিলাসময় ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু সজ্জন অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায় আপনা নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন

হরিবিমুখ চাঞ্চল্যগুলির সমর্পণে ব্যস্ত এবং প্রতিষ্ঠাশার কপটতা দ্বারা ভোগময় সংসারকে মূর্খজনের নিকট হরিসেবাময় বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা কৃপালু নহেন। সজ্জনগণই কৃপালু। যিনি ইন্দ্রিয় পর দুর্ব্বল জীবদলের অন্যাভিনিবেশ প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে সত্যকে আচ্ছাদন করেন অপ্রিয় সত্যবাক্য বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বাহ্যে লোকের নিকট সৎরূপ হইবার যত্ন যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না। দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন করিয়া কপট হইতে নাই। মুখে শুদ্ধদেবের বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণবঠাকুরের অমর্য্যাদা করিয়া কুমত আচরণ ও প্রচার করা দয়া নয়, অত্যাচার মাত্র। সজ্জন সর্ব্বদাই দয়ালু।

ভক্তি সোপান।

(শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল)

যাহারা ভক্তির নামে আসল কিছু জড় জগতে চাই, যশ, ধন, মান, পুত্র, আরোগ্য, দুঃখনিবৃত্তিরূপা মুক্তি প্রভৃতি বিষয় লইয়া নানা দেব দেবীর দ্বার ধরিয়া স্ব স্ব কার্য্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতে ব্যস্ত তাহাদের ভক্তি যে কতটুক, আর সে টুকুই বা কি ধাতুর তাহা একটু নিরপেক্ষ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। আমরা হিন্দু আমরা বড় উহারা অহিন্দু উহারা ছোট এরূপ কখনও তত্ত্ব বিচারের অনুকূল নহে, বা সে যে সেবকের উপাসনা প্রণালীতে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন সেই শুদ্ধভক্ত এরূপ বিচারও যথার্থ সার্ব্বজনীনতা বা উদারতার পরিচায়ক নহে। উপাসনার ভাব লইয়া বিচার। অন্য ভাষাগত পার্থক্য থাকিতে পারে, বা ভাবগত ঐক্যও থাকিতে পারে কিন্তু যদি ভাবের ঐক্য বা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে কেবল ভাষার উপর নির্ভর করায় বিষয়বিচার হয় না। গীতামতে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ঐশ্বর্য্যযুক্ত মধুর সেবাদের দ্বারা উপাস্য ত্রিভঙ্গবেশের মত বা উচ্চ আর কোন হয় নাই। সুতরাং সকল জীবই তাঁহারই সেবার জন্য যত্নবান হউন—এর অপেক্ষা অধিক উদারতা বা সার্ব্বজনীনত্ব আর কি হইতে পারে। সুতরাং সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমরা দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, তিনিই আমাদের নিত্য সেব্য, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।

এই সম্বন্ধ জ্ঞান ভুলিয়াছে জীব কৃষ্ণদাস্য [illegible] নিজকে [illegible] করিয়াছে। তটস্থাশক্তি জীবে সম্বন্ধজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে চিরকাল থাকিয়া নিত্যকাল [illegible] থাকিতে পারে। এইরূপ জীব নিত্যমুক্ত। আর যাহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার দ্বারা চিচ্ছক্তি পরাঙ্মুখ হয় মায়াশক্তি বিমোহিত হয় তাহারা নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড় কালের অতীত অনাদিকাল হইতে বহির্মুখ। নিত্যবদ্ধ শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবেনা যে যাঁহারা বদ্ধ হইয়াছেন আর তাঁহাদের স্বরূপমুক্তি একেবারে অসম্ভব। তাহা নহে। বাস্তবিক তাঁহাদের বদ্ধত্বের কর্ত্তৃত্বাভিমান অহংকারের অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু সকলেই সাধুসঙ্গক্রমে গুরুপাদাশ্রয় প্রভাবে ভক্তিযোগ দ্বারা স্বরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। তাহাতে সম্বন্ধ যুক্ত ও মুক্ত হইয়া তাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবা করিবেন। নচেৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস হইতেন না। কৃষ্ণদাস্য নিত্যকালই জীবে অনুস্যূত, কেবল সাধনপ্রভাবে নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটতা বিধান করিয়া জড়ীয় আবরণ উন্মুক্ত হইলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। যেমন আমি প্রজা নই, রাজা—এই কথা বলিলেই ও তাহা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে থাকিলেই আমার প্রজাত্ব ঘুচিয়া রাজাগিরি সাব্যস্ত হইবেনা, সেইরূপ বদ্ধাবস্থায় আমি ভোক্তা দাস নহি এই অভিমান করিতে থাকিলেও আমি দাস্যমুক্ত হইয়া প্রভু হইতে পারিব না। অনন্ত সেবার যোগে প্রভু সাজিয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকিব মাত্র, প্রভুত্ব আমাতে আসিবে না। এই বুঁদ হইয়া বসিয়া নিজে নিজেকে প্রভু মনে করিয়া থাকা আর "সোহং" অর্থাৎ বলিয়া আমি ব্রহ্ম হইয়া পড়া একই কথা, উভয়ই নেশার ঘোর বা বদ্ধাবস্থা, উভয়বিধ জড়ানন্দ, যথার্থ ব্রহ্মানন্দ নহে। গীতোক্ত "ব্রহ্মভূত" অর্থে এরূপ বুঝায় যে জড়মুক্ত ঘটিয়াছে, আর অন্য নাই, এখন শুদ্ধভাবে ভক্তি সুগম হইয়াছে। জীব যে ব্রহ্মজাতীয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ, তাহাতে হইয়াছে, আর জড়ের কোন ক্লেদ তাহাতে নাই। তাই ব্রহ্মভূত। নচেৎ ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে এমন নহে। তাহা হইলে আর পরে ভক্তিলাভের উল্লেখাদি না। শ্লোকটী এই:—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"
(গী, ১৮।৫৪)

অর্থাৎ জড় ভোগাভিনিবেশ ঘুচিয়া [illegible] মাত্র যেমন তখনই তিনি ব্রহ্মভূত অভেদধর্মীয় (স্বয়ংব্রহ্ম নহে) হন, তখন তাঁহার চিত্ত পরম [illegible] বস্তুতে স্পৃহা নাই, সুতরাং তদনুগ উদ্বেগাদির দ্বারা আর অভিভূত হন না, হর্ষশোক তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল, পরিসরাপন্ন বুদ্ধিবিশিষ্ট অন্য চিন্তা তাহাতে স্থান পায় না। তিনি জড়াভিনিবেশ মুক্ত বলিয়া আর তাঁহার কোন শোকের বিষয় নাই, তাঁহার গোলকত্ব অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পাওয়ায় পুত্রাদিতে তাঁহার স্বত্ব বা আত্মীয় বুদ্ধি নাই, সুতরাং সে সকলের বিয়োগে শোকেরও অবসর নাই। তাঁহার ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি নাই বলিয়া কোন জড়বস্তুতে তাঁহার অভিনিবেশ নাই, তিনি জাগতিক কোন বস্তু বা ব্যাপারের জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহেন। সর্ব্বজীবই কৃষ্ণদাস—এই ধারণা তাঁহার প্রবল থাকায় এ ব্যক্তি আমার মিত্র, এ ব্যক্তি আমার শত্রু, এটি হেয় জীব আমার ভোজ্য বা ভোগ্য এরূপ ধারণা তাঁহার নাই, তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, তাঁহার আচরণে বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় না। তবে সঙ্গদোষে ভক্তিবৃত্তিনাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়া কৃষ্ণদাস হইয়াও ভগবদ্বিদ্বেষী জনের সঙ্গের দোষ প্রদর্শন করেন মাত্র। তিনিই শুদ্ধভক্তিলাভের যোগ্য হইয়াছেন। পরাভক্তি বা শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ শ্রীচরণে ঐকান্তিক ভক্তিলাভের যোগ্যতা একমাত্র তাহাতেই আছে অন্যে নাই, অন্যত্র কেবল আড়ম্বর। সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় না হইলে এরূপ অবস্থা আসিতে পারে না। ইহার সম্বন্ধজ্ঞানোদয় হইয়াছে, এখন ইনি শুদ্ধাভক্তি কি তাহা বলিয়াছেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত এক্ষণে [illegible] ভাগ্যবান হইতে পারেন, অন্যে নহে। সকলকেই কৃষ্ণদাস জানিয়া সকলের প্রতিই মৈত্রীভাবাপন্ন, ভক্তজনকে যথাযোগ্য আদর সম্মান ও সেবা দ্বারা মৈত্রীসাধন করেন। সাধারণ লোককে প্রাপ্ত কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তিমার্গ প্রদর্শন দিয়া মৈত্রীবিধান করেন ও ভগবানে ও ভক্তে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন জনের সঙ্গত্যাগ করিয়া ও তাহাদের উপেক্ষা দ্বারা তাহার মঙ্গল চেষ্টাপূর্ব্বক তাহার প্রতিও মৈত্রীভাবাপন্ন থাকেন। সেই মৈত্রী ভগবৎপ্রেমেরই অন্তর্গত। এইরূপ করিতে করিতে তিনি সত্যাধিকার উন্নত হইয়া প্রেমভক্তিরাজ্যে উন্নীত হয়েন। তখন তিনি মহাভাগবতাবস্থা প্রাপ্ত হন। আর ভেদদৃষ্টি নাই, সর্ব্বভূতেই ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, তাঁহার নায়ক দর্শন আর থাকেনা। সুতরাং জীবের মায়িক বন্ধন জন্য উদাসীন ও অনুশোচনা তাঁহার চিন্তার বিষয় নহে। তিনি সকলকেই স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে দেখেন। তিনি যে লোকে অবস্থিত থাকায় সকলেই গোলোকবাসী দেখেন যেহেতু "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" [illegible], "যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।" [illegible] সংসার ও নিত্য। যাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হইয়াছে তাঁহারাই এই সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন, আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য এখনও হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে এ সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। অথবা সম্বন্ধজ্ঞান যে শুধু দার্শনিক জ্ঞান বা বেদাদিশাস্ত্র-জ্ঞানের অপেক্ষা করে তাহা নহে ও [illegible] তাঁহাদেরও সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে এরূপ নহে। সম্বন্ধ জ্ঞান আর কিছুই নহে, "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" ইহার উপলব্ধি ব্যতীত কিছু স্বতন্ত্র নহে, উপলব্ধিই সর্ব্বমূল। এই উপলব্ধি করিতে গেলে সেবাবৃত্তির বিকাশ ও পরিপুষ্টি আবশ্যক। যাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিত সাধনবলে হরিসেবায় স্বতঃই অনুরাগ আসিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহাদের সে সৌভাগ্য উদিত হয় নাই, অথচ সুকৃতিবলে কিছু শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের "সাধন" করিতে হইবে। তবে সেবাবৃত্তি ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করিবে। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তরায় আসিয়া গেলে তাহা ফুটিয়া উঠিল না। সুতরাং তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও মহাজনগণোক্ত বিধি অনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয় ও নিষিদ্ধাচার (অসৎসঙ্গাদি) বর্জ্জন করিতে হয়। সুতরাং ভক্তিমার্গে ক্রমপন্থার একান্ত উপযোগিতা। স্ব স্ব অধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমভঙ্গ করিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, সেবাবৃত্তির উন্মেষের পরিবর্ত্তে আত্মতৃপ্তিক্রমে ভোগবৃত্তিই প্রবল হইবে, সেবাবৃত্তির নাশ হইবে। শাস্ত্রোদ্দিষ্ট ও সাধুজনানুমোদিত প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে নূতন নূতন মত (আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কালাচাঁদী প্রভৃতি), নূতন নূতন প্রণালী (সখীভেকী প্রভৃতি), নূতন নূতন রসাভাসযুক্ত নাম (নিতাই গৌর রাধেশ্যাম প্রভৃতি), নূতন নূতন মন্ত্র (হরে গৌর হরে গৌর, হরিপুরীয় প্রভৃতি), নূতন নূতন [illegible] (মা ও দাদা দাস [illegible] বংশপরিণতি প্রভৃতি), নূতন নূতন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ (ভাড়াটিয়া গোসাই প্রভৃতি), নূতন নূতন আচার্য্য (ভাড়াটিয়া পাঠকবক্তা প্রভৃতি), নূতন নূতন সেবাভিনয় (ভেট লইয়া গৃহীর সংসারপালন প্রভৃতি), নূতন নূতন ভক্তিশিক্ষাবাদ, (অভক্তের নিকট পরীক্ষা দিয়া ভক্ত্যুপাধি স্বীকার প্রভৃতি) এইরূপ কত আর বলিব, ভক্তের ভাবে কত কি নূতন নূতন কথা লইয়া কত যে অসদাচার, কদাচার, বিকৃতাচার, দুরাচার চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্তিমার্গে সেগুলিকে দূর হইতে বর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রোল্লিখিত ও সাধুজনানুমোদিত (নূতন সাধু পরিচয়ে পরিচিত গুরুপ্রণালীকে উল্লঙ্ঘনকারীর প্রবর্ত্তিত নহে) বিধি অবলম্বন করিলে তবে মঙ্গলের আশা আছে। নচেৎ পূর্ব্বকথিত অসৎ শিক্ষকের পাল্লায় পড়িয়া নানা অনর্থ আচারদুষ্ট হইয়া সোজাসুজি নরকের পথে চালিত হইবে। ভক্তিসাধন হইবে না। তাই ভক্তিসাধনমার্গে ক্রম একান্ত আবশ্যক।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেব, বিদ্যা দেবশর্ম্মা কাব্যভূষণ)

হে কুরুনন্দন ? আত্ম-অনুভব সিদ্ধি যার ফল,— জ্ঞানাঙ্গ-নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-ভগবদ্-অর্চ্চন স্বরূপা—তাতে যেই একবুদ্ধি,—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" [illegible] আত্মঅনুভব মাত্র এক বিষয়িণী [illegible]

নানা কর্ম্ম-অনুষ্ঠাতা অনুষ্ঠাতাগণের অন্তর বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধি। ইহলোকে পশু আদি পুত্রধনজন, স্বর্গলোকে দেবাঙ্গনা, নন্দনকানন, সুধা আদি অনন্ত কামনা, তাহে বহু শাখাময়ী কর্ম্মনাশ, প্রত্যবায় তাতে। অনভিজ্ঞ কর্ম্মজড়হেতু সদা বেদবাদেরত মুখ্যতাৎপর্য্য কভু না জানে বেদের। "কর্ম্মফলে স্বর্গভোগ ছাড়া নাহি আর নিত্যসুখ অতিশয়-বিমুক্ত লক্ষণ— ঈশজ্ঞান লভ্য। জীবাংশী ঈশ্বর যিনি তিনি ইন্দ্র কর্ম্মাঙ্গ দেবতা"। কাম্য কর্ম্ম কর্ত্তা যজ্ঞী স্বর্গপ্রার্থী জন, কাম্যকর্ম্ম ফলপ্রদ ক্রিয়া বাহুল্যেতে, ভোগৈশ্বর্য্য সুখলাভ সাধন ব্যাপারে, অনুরক্ত হয়ে—পুনঃ পুনঃ কহে এই বেদবাণী, "স্বর্গকামো যজেত যজন", দেবাঙ্গনা সুধাহেতু শ্রেষ্ঠ হয় স্বর্গ। কুসুমিত নির্মলতা যথা আপাত মনোজ্ঞ দোষ মধুপ সকল—সেই মত চতুরঙ্গ হ'য়ে, কাম্যকর্ম্মী তথা জন্ম মৃত্যু হয়— লভে পুনঃ পুনঃ, অনিত্য স্বর্গের ফলে। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত জনের নাহিক স্ফূর্ত্তি, তার অযুক্ত দোষ,—ভোগৈশ্বর্য্যে আবেশ কারণ। নিষ্ফল সেই বাক্যে বিলুপ্ত চেতন, তাদৃশ বিবেকহীন বিমূঢ় জনের, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি না হয় বিহিত সমাধিতে। যদি বল নিরপেক্ষ ফলে করিলেও সকাম ব্যক্তিবে কর্ম্মীরে স্বভাবতঃ কর্ম্মগণে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, কিরূপে সম্ভব? তাহে কহ,—নির্দ্দিষ্ট ত্রিগুণ বেদবাক্য না হ'য়ে আবদ্ধ হে অর্জ্জুন! নিস্ত্রৈগুণ্য বেদবাক্য করিয়া স্বীকার—নিত্য যে উদিত আত্মতত্ত্ব করি লাভ। মান অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখে হও দ্বন্দ্ব হীন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই চৈত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মঠের পারকনা-মহোৎসব সমাপনান্তে কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে চুঁচুড়ার খড়ুয়া বাজারে আহুত হইয়া সন্ধ্যায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় ৪ঘণ্টাকাল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সভায় বহু গণ্যমান্য শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। প্রচারব্যাপারে বক্তৃতায় মোহিত হইয়া চুঁচুড়া জজকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল পরম গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের সুদৃঢ় ভক্তি-সিদ্ধান্ত সুপ্রচারে উৎসাহী হইয়া নিজ সাত্যানন্দ খোলিনপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহে ১৭ই চৈত্র তারিখে সন্ধ্যায় এক বিরাট সভার অধিবেশনের আয়োজনপূর্ব্বক খোলিনপাড়ার অধিবাসী-গণকে হরিকথা শ্রবণের অবকাশ প্রদান করিয়া নিজ অসাধারণ বদান্যতা ও গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দান করিয়াছেন। এই শুদ্ধভক্তি প্রচারের সহায়তা তাঁহার নিত্য-মঙ্গল বিধান করুক, শ্রীচৈতন্য-চরণে ইহাই প্রার্থনীয়।

নানা কথা

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে বিস্তর যাত্রী নানা স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে এই ষ্টেশনটীতে যাত্রিগণের বিশ্রামের কোনও ঘর নাই, বিশেষতঃ মহিলাগণের অবস্থানের বড়ই অসুবিধা। এখন ঝড়বৃষ্টির সময় আসিয়াছে, এ সময়ও যদি যাত্রিগণের থাকিবার নিমিত্ত কোনও স্থান না হয়, তাহা হইলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যে যাত্রিগণের কি প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তদ্ব্যতীত এখন ভয়ানক গরম পড়িয়াছে, কিন্তু ষ্টেশনে পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই। দুই তিন মাইল প্রখর রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়া যাত্রিগণ যদি অবস্থানের নিমিত্ত স্থান না পায় এবং তদুপরি যদি পানীয় জলের বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের আর ক্লেশের অবধি থাকিবে না।

তাই আমরা ই, বি, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে যাত্রিগণের অবস্থানের নিমিত্ত একটী কুঠরী এবং পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত একটী ইন্দারা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতি

লণ্ডনের ২৯শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, দারুণ ব্যাধি বিনাশক। সম্রাটের পীড়া সম্বন্ধে ও সম্রাটের স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। তাঁহার দেহের ওজন ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে। বেশ স্ফূর্ত্তিও হইতেছে। সম্রাট বর্ত্তমানে যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে সরকারী কার্য্য হইতে দূরে থাকা এবং শান্তভাবে জীবন যাপন তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। বগনরে ঐভাবে জীবন-যাপন করিতেছেন বলিয়াই সম্রাটের মানসিক ও দৈহিক শক্তি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উন্নতি হইতেছে।

শান্তিপুর-নবদ্বীপ লাইট রেলওয়ে

আলো নাই

শান্তিপুর-নবদ্বীপ লাইট রেলওয়েতে বিস্তর যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর অন্ধকারের ভিতর ট্রেণটী কয়েক বার যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, (সেই রেলওয়ে) গাড়ীতে মোটেই আলো দেওয়া হয় না। কৃষ্ণনগর হইতে যে ট্রেণটী শান্তিপুর এবং যে ট্রেণটী নবদ্বীপ আসে—সেই ট্রেণ দুইটী প্রায়ই কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পাশাপাশি ভাবে অবস্থান করে। অন্ধকারের ভিতর পশ্চাতের ট্রেণটীতে যাইতে যাত্রিগণের যে কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের উপলব্ধির বিষয় নহে।

তদ্ব্যতীত ট্রেণে অনেক সময় দুষ্ট প্রকৃতির লোক অসদুদ্দেশ্যে আগমন করে। রাত্রির অন্ধকারেই সাধারণতঃ চোর পকেটমারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তাই যাত্রীদিগকে আতঙ্কের উদ্বেগের সহিত কাল কাটাইতে হয়।

যাত্রিগণের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় তৎপ্রতি রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা এ লাইট রেলওয়ের আলোর অভাবের কথা ইতঃপূর্ব্বে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একবার জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু তথাপি এপর্য্যন্ত কোনও প্রতিকারোপায় দেখিতেছি না। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্র সত্বর এই গাড়ীতে আলোর ব্যবস্থা করিয়া যাত্রিগণের উপকার সাধন করিবেন।

ভারতে ধরপাকড়

লণ্ডনের ২৮শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বৃটেনের স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত যুব-সঙ্ঘের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্ঘ ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এই যুব-সঙ্ঘ দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহাদিগকে যেন অবিলম্বে মুক্তিদান করা হয়। এই যুব-সঙ্ঘের মতে ইহা দ্বারা ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক এবং আর্থিক পরাধীনতাই ভারতের বর্ত্তমান গোলযোগের মূলীভূত কারণ এবং নির্য্যাতন অপেক্ষা স্বাধীনতাই বর্ত্তমান ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

হিন্দু ও ব্রাহ্মণ

(১৬ই চৈত্র, দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

সম্প্রতি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নবীন হিন্দু মহাসভায় যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, "হিন্দুমাত্রকেই অবিলম্বে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করা হউক।" উক্ত সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ঐ প্রস্তাবে আপত্তি করেন শুনিয়াছি, তিনি ঐ প্রস্তাব অশাস্ত্রীয় বলিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তি টিকে নাই। তখন উক্ত সম্মিলন আর এক ব্যক্তিকে সভাপতি করেন এবং সেই প্রস্তাব অত্যন্ত অধিক সংখ্যক সভ্যের ভোটে এই সম্মিলনে গৃহীত হয়। এই ব্যাপার কলিকাতার এবং কলিকাতার সন্নিহিত কয়েক স্থানে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কিন্তু এই ব্যাপারের যে কোন গুরুত্ব আছে, তাহা মনে করি নাই। আমরা দেখিতেছি যে, এই ব্যাপারে এক দিকে হিন্দু সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য আমরা এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই—বলা আবশ্যক মনে করি নাই। কিন্তু কথাটা লইয়া যখন সংবাদপত্রে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে, তখন এ সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করি।

আমাদের বিশ্বাস, ঐরূপ সভায় ঐ ভাবের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে হিন্দুর বর্ণাশ্রম লোপ পাইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণই নাই। হিন্দু-সমাজে চিরকালই চারিটি বর্ণ বিদ্যমান আছে। কালসহকারে এই চারিটি বর্ণের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী-বিভাগ লাভ হইয়াছে। আজ কয়েক জন ব্যক্তি কলিকাতা সহরের এক প্রান্তে বসিয়া এই চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দু সমাজের বর্ণলোপ করিয়া একটা ফতোয়া দিলেই যে এই বিশাল হিন্দু সমাজ তাহা অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে, ইহা মনে করা অপেক্ষা উৎকট বাতুলতা আর কিছুই হইতে পারে না। যে হিন্দু সমাজে একদা বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মণ্য লাভের জন্য সহস্র বৎসর ধরিয়া উৎকট তপস্যা করিতে হইয়াছিল, সেই হিন্দু সমাজ যে জনকয়েক অর্বাচীন যুবকের কথায় নবো মুনি মুখী হইয়া সকলকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিতে নিয়োগ করিবে, ইহা কেহ কস্মিনকালেও কিছুতেই কল্পনা করিতে পারা যায় না।

হইতে যাঁহারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার কার্যকরী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। ইহাতে তাঁহারা হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘোর মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের যদি হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের গৃহীত প্রস্তাবের ফলে হিন্দু-সমাজের সকলেই একেবারে ব্রাহ্মণ বনিয়া যাইবে না। আর ব্রাহ্মণ হওয়া বড় সহজ কথা নহে।

হিন্দুর বিশ্বাস হিন্দু সমাজের এই বর্ণ বিভাগ মনুষ্যকৃত নহে, উহা ভগবানেরই সৃষ্ট। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ **আমিই** (ভগবানই) গুণ এবং কর্ম অনুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহার কর্তা হইলেও আমি অব্যয় অর্থাৎ অনাসক্ত ও ভ্রমরহিত, সুতরাং আমাকে অকর্তা বলিয়াই জানিবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হিন্দুর ধারণা এই যে, হিন্দুর এই জাতিভেদ মনুষ্য-কৃত নহে,—ভগবানেরই কৃত। মানুষ উহার প্রবর্তক বা নিবর্তক হইতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কয়েক ব্যক্তির কথায় যে হিন্দু সমাজ ঐ ব্যবস্থা অবাধে গ্রহণ করিবে, ইহা মনে করা ভুল।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? এই বিষয় লইয়া কেবল এখনই নূতন তর্ক উঠে নাই। তর্কটা অনেক দিন হইতেই উঠিয়াছে। জাতি কেবল জন্মগত নহে, উহা গুণগতও বটে। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায় যে, ঋষিগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া নহুষ রাজা প্রকাণ্ড সর্পদেহ ধারণ করিয়া হিমালয়ের এক গুহায় বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি ভীমসেনকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হয়েন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময়ে সর্পরূপী নহুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। নহুষ তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, যুধিষ্ঠির যদি তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহোদর ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিবেন। প্রশ্নটি এই:—

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ
যুধিষ্ঠির।

হে রাজা যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণই বা কে এবং বেদ্যই বা কি?

ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলং আনৃশংস্যং
তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ
ইতি স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র-বল, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া এই কয়টি গুণ বিদ্যমান, তিনিই ব্রাহ্মণ।

সর্পরূপী নহুষ ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, যদি শূদ্রে এই সকল গুণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই শূদ্র কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে। যুধিষ্ঠির তাহাতে উত্তর করিয়াছিলেন যে—ন বৈ শূদ্রো ভবেদ্ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প। বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প। তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥

জন্মগত শূদ্র হইলেই মানুষ শূদ্র হয় না, আর জন্মগত ব্রাহ্মণ হইলেই মানুষ ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তিতে ঐ সকল গুণ বিদ্যমান, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, আর যাহাতে ঐ সকল গুণের অভাব, সে ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে শূদ্র বলিয়াই নির্দেশ করা বিধেয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে জন্মগত জাতিভেদ ছিল,—কিন্তু গুণগত জাতিভেদেরই উৎকর্ষ ছিল।

শেষে উভয়ের এই বিষয়ে অনেক কথা বার্তা হয়। শেষকালে নহুষ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে—

সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং
নৃপ॥

অর্থাৎ হে রাজা যুধিষ্ঠির! মানবের সত্য, দম, তপস্যা, দান, অহিংসা এবং ধর্মনিষ্ঠাই সিদ্ধি সম্পাদক, জাতি বা বংশ তাহার পুরুষার্থসাধক নহে। ইহাতে জন্মগত জাতিভেদের অস্তিত্ব বিশেষ ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুণোৎকর্ষের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে।

হিন্দু গুণগত উৎকর্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও একেবারে জন্মগত জাতিভেদ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু হিন্দু-সভার এই নব্য হিন্দুরা দেখিতেছি জন্মগত বা গুণগত কোন প্রকার জাতিভেদই স্বীকার করেন না। ব্রহ্মণোচিত গুণ থাকুক বা না থাকুক, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হউক বা না হউক, যে কেহ হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে সেই ব্রাহ্মণ হইবে, ইহা বড় বিষম কথা। তাঁহারা কি মনে করেন যে, তাঁহারা যাহাই ফতোয়া দিবেন, হিন্দু-সমাজ তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে? তাঁহাদের এই ধৃষ্টতা যে অমার্জনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাব-
জম্॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং আস্তিক্য বুদ্ধিই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বীয় প্রকৃতিবশেই এই সকল গুণলাভ করিয়া থাকেন।

হিন্দু-সভায় কিন্তু এ সকল গুণবিচারের বালাই নাই। তাঁহারা হিন্দু বলিলেই তাহাকে ব্রাহ্মণদানে অগ্রসর। তাঁহাদের এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমরা বিস্মিত।

জন্মগত জাতিভেদের যে হেতু নাই, তাহা মনে করা অত্যন্ত ভুল। উত্তর-পুরুষেরা পূর্বপুরুষের গুণেরই অধিকারী হইয়া থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ডাক্তার জেমস্ ক্রেগলী অনেক গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—

"জনকজননীরা তাঁহাদের সন্তানেই অনেক সময়ে অবস্থিতি করেন। বালক-বালিকারা যে কেবল মুখশ্রীতে এবং দৈহিক আকৃতিতে তাহাদের পিতামাতার সাদৃশ্য লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু মানসিক ভাবে, সদ্গুণে এবং অসদ্গুণেও তাহারা জনকজননীর সাদৃশ্য লাভ করে।"

এই কৌলিক শক্তি বা বংশক্রিত জন্মগত জাতিভেদের বনিয়াদ। উহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক জাতিই তাহাদের পূর্বপুরুষের কতকগুলি বিশেষ কৌলিক অবদান বলিয়াই জানিয়াছে। উহা ব্যক্ত বা গুপ্ত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে থাকে। উহা সহজে লুপ্ত হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এখন সকল জাতি কি তাহাদের পৈতৃক সাধনালব্ধ সদ্গুণ সমস্ত পরিহার করিয়া এই একাকারে আত্মনিমজ্জন করিতে সম্মত হইবেন। তবে ব্রাহ্মণ হইবার প্রলোভনে কেহ কেহ হয় ত আপনাদের জাতীয় গৌরব পরিহার করিতে সম্মত হইতে পারেন। কারণ তাঁহারা মনে মনে ব্রাহ্মণ জাতিকে কতকটা এবং অনেকটা ঈর্ষা শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এখন হিন্দু সভার ফতোয়া অনুসারে উচ্চ বর্ণে উন্নীত হইলেই কি তাঁহাদের সকল আশা এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে? যে দেশে লোক দেবীবরের কৌলীন্যই সহজে ভাঙ্গিতে চাহে না, সে দেশে সব একাকার করা বড় সহজ হইবে না। অধিকন্তু যদি গুণের আদর করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক শৌচাচার বর্জিত উচ্চবর্ণের লোককে নিম্নতম জাতিতে নামাইয়া দিতে হয়, সকলকে উচ্চবর্ণে উন্নীত করা চলে না।

(বারান্তরে এবিষয়ে আমাদের যথাশাস্ত্র বক্তব্য নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। নঃ প্রঃ সঃ)

শ্রীযুক্ত গান্ধী ও শেঠ যমনালাল লইয়া যে সালিসী-সমিতি গঠিত হইয়াছে, শ্রমিক য়ুনিয়ন কর্তৃক পারিশ্রমিক বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত মার্চ অপরাহ্নে সত্যাগ্রহাশ্রমে তাহার অধিবেশন বসিয়াছিল। কলওয়ালারা শ্রমিকদের নূতন প্রস্তাবে উত্তর দিবার জন্য সময় চাহেন। উক্ত উত্তর প্রস্তুত সম্ভব করিতে হইলে তাহা করিতে অবশেষে স্থির হয়, শ্রমিক য়ুনিয়ন তাঁহাদের দীর্ঘ প্রস্তাবের প্রত্যাহার করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব করিবেন। ইতিমধ্যে কলওয়ালারা তাঁহাদের উত্তর প্রস্তুত করিবেন। সালিশী সমিতির অধিবেশন ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে। গান্ধিজী নবাজী হইতে ফিরিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৫।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বর্ণন-মুখে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-নামক গ্রন্থরাজ-সম্পদ্ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনদাসের যাঁহাদের ঐকান্তিকী লালসা, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণে গণিত হইবার যোগ্য।

শ্রীচৈতন্যদেব—অভিন্ন-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের সেবক-সম্প্রদায়ই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। গৌরভক্ত শব্দে কেহ কেহ দৌরাত্ম্য করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার অবমাননা করিয়া থাকেন। তাঁহারাই আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্র-দায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীচৈতন্যভাগবত-গণই প্রকৃত গৌরভক্ত, কিন্তু গৌর-ভক্ত-নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষি সম্প্রদায় আপনাদিগকে আউল-বাউলাদির সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসমতে শিষ্য-পর্য্যায়ে গণনা করায় তাহারা শ্রীচৈতন্যলীলার প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়াছে। কেহ কেহ জড়ৈশ্বর্য্যে প্রমত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে জগদ্-গুরুমাত্র বলেন,—উপাস্যতত্ত্ব বলেন না। আবার কেহ গৌরসুন্দরকে জড়ৈশ্বর্য্য-পর অভিধানে অভিহিত করিতে গিয়া, সম্ভোগবাদের আশ্রয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সহিত বিরোধ করিয়া বসেন। 'শ্রীগৌর-ভগবান্—ব্রজেন্দ্রনন্দন নহেন, তদপেক্ষা আর কিছু বেশী' এই বলিয়া কথঞ্চিৎ মায়া-বাদ প্রচারপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার বিকৃত আবরণে তাঁহাকে নাগর সাজাইতে যান। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও ধারণা এই যে, শ্রীগৌর-শিক্ষা ও [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার করাই গৌর-

সুজন—অকৃতদ্রোহ

গতকল্য আমরা সজ্জনের কৃপা-লুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি। অবান্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে তাদৃশ আচরণ কখনই তাহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না। যিনি যথার্থ হরিবিমুখ, বাহিরে লোক-বঞ্চনার জন্য বৈষ্ণবনামে আখ্যাত, তাহারও অন্তরে হিংসা নাম্নী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব তাঁহার নিজ স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণব সুজন—কৃপালু। কৃপা যেরূপ মনুষ্যের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্য্যতা। বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট কিন্তু হিংসাবশে বিদ্রোহী নহেন। বিদ্রোহীতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে তাঁহাকে কৃপালু বলা যায় না। আবৃত সত্য পরোপকারের জন্য প্রকাশিত হইলে তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয় পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিব্যক্ত হয়।

বৈষ্ণবে ছাব্বিশটি গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃতদ্রোহিতা। বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃতদ্রোহ। তিনি পরের হিংসা করেন না। হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। প্রকাশ্য-ভাবে পরহিংসার জন্য কায়মনো-বাক্যে যত্ন করিলে এক প্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার, জীবের প্রতি-নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায় কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্তি না করিয়া হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভি-লাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে হইয়া হরিসেবা করিতে

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ কিন্তু এরূপ অবৈধ চেষ্টাগুলিকে সর্ব্বথা গর্হণ করেন। চৈতন্যদেব সাজিতে গিয়া যদি কেহ অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের চিত্রকে বিপ্রলম্ভরসা-শ্রিত করিবার জন্য অবৈধ চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টা শ্রীগৌরলীলার প্রাকট্য-সাধনে কখনই বাধা দিতে পারিবে না।

বলেন। ইহাতে তাঁহার অকৃত-দ্রোহিতা জানা যায়, অবোধ অপরি-ণামদর্শী জীব মনে করেন বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন, হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। রজস্তমোগুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। পশু-মাংসভোজনলোভে, মৎস্যের চর্ম্ম-শোণিতভোজন-বাসনায়, অণ্ডাভক্ষ-রসু কলল ভোজন মানসে, আমরা নানাপ্রকার জীব হিংসায় অভিনয় জাত আছি। ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কুযুক্তির অবতারণায় হিংসাবৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্ব্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতি-শাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণ কল্পে, সুসভ্য মানব সমাজে নানাপ্রকার বিধি-বিধান আইন ও লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বার্থজ্ঞানে এই নীতি অতিক্রম করেন তাহাতে সমাজের অন্যান্য সভ্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসাবৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীব হিংসা রহিত হইতে পারেন।

অবৈষ্ণবের হিংসা করিলে পাপ হয়। পাপ করিলে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে, সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না যেরূপ বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র-প্রসবে অসমর্থা, যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নয়বিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

কিন্তু উদারমতি বৈষ্ণব বলেন,

বৈষ্ণবের হিংসা করিলে বৈষ্ণব উহা নীরবে সহ্য করিবেন।

যে কালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের হিংসা করিয়াছিলেন তখন আদর্শ-চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অম্লানবদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃতদ্রোহিতা; আবার যখন শ্রীজীবগোস্বামী নিজ গুরু-হিংসা বৈষ্ণবদ্বেষী প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসা-বৃত্তি দেখাইয়া-ছিলেন তখন শ্রীজীবের কৃপার্দ্র হৃদয় হিংসাদোষে দুষ্ট হয় নাই। যে কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী, বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবণিতা প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রাম-চন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা। জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা, বারবণিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্ব্ব-ভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই। বাসু-দেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য নিজে শাস্তি গ্রহণ, ক্রুসে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌর-সুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন—"তরোরপি সহিষ্ণুনা"।

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না
বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না
বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না
মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তাকে দেই
আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে
রক্ষণ॥

বুঝিয়াও বুঝিলাম না

বিগত ১৩ই চৈত্রের 'বঙ্গবাণী' পত্রে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় 'বুঝিলাম না' বলিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকার লেখককে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাঁহার ভ্রম বড় কম নহে, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয়ে দোষ-চতুষ্টয়ের অন্যতম বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। গোস্বামিমহাশয় তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত 'জাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদী'র কুমত-প্রচারের পক্ষপাত-দোষদুষ্ট হইয়াছেন। গোস্বামিমহাশয় গৌরসেবা-বিরোধী সমাজের অবজ্ঞনসূত্রে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা করিতে পরমনিপুণ। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, জন্ম একটি নহে কিন্তু তিনটি। 'দুর্গমসঙ্গমনী'র মধ্যেও শৌক্র ও সাবিত্র-জন্মের কথার প্রমাণ লাভ করা সত্ত্বেও জন্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার বিপ্রলিপ্সা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি 'গোলে হরিবোল' দিয়া 'জন্মান্তরাপেক্ষা' শব্দে শৌক্র জন্মান্তরাপেক্ষা ব্যাখ্যা করিতে উদ্গ্রীব হইয়াছেন। ইহাই যদি গোস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে গোদাসের ব্যাখ্যা আর কিরূপ? গোদাসগণ সূত্রত্র-পন্থ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্বিরচিত প্রপঞ্চে শৌক্র সংস্কারের আবাহন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুকূলে ত্রিবিধ জন্মই স্বীকার করেন। দীক্ষা-শব্দে যখন দিব্যজ্ঞানকে বুঝায়, এবং গোদাস-সম্প্রদায়ের আধ্যক্ষিক জ্ঞানমাত্রকে বুঝায় না, তখন পণ্ডিত রাধাবিনোদ কিপ্রকারে 'জন্মান্তরাপেক্ষা' বিচার করিতে গিয়া ভক্তি-বিরোধি-স্মার্ত্তগণের ন্যায় কেবলমাত্র শৌক্র-জন্মকেই লক্ষ্য করিলেন? তিনি কি বলিতে চান যে, শ্রীপাদ জীবপ্রভু দৈক্ষ-জন্মের কথা জানিতেন না? বা গোদাসগণের ন্যায় শ্রীজীবপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণ ঘটে নাই! গোদাসগণের বিচারানুসারে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালের পুনরায় শৌক্র-জন্ম ঘটিবে—এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা কখনই গোস্বামি-সিদ্ধান্তবিদের সম্ভব হয় না। ভগবৎসেবক চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও তাঁহাতে ভগবৎ-সেবনকালে চণ্ডালত্ব থাকে,—এরূপ কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির দৈন্য শৌক্রজন্মেই পরিমিত হয়। ভক্তের মুখে গোস্বামিপাদের বাণী, 'বুঝিয়াও বুঝিলাম না' বা অপর তাহার, 'কপটতা' প্রভৃতি অনভিজ্ঞ সমাজে আদরের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভক্তির পরিণাম—শ্রীমদ্ভাগবতের 'যেষাং স এষ' শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। কপটতা কখনই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তের পরিনামে এ অর্থকষ্টে পুনরায় শৌক্রকুক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক শৌক্রজন্মের বাসন—তাহাদের 'প্রয়োজনতত্ত্ব' বলিয়া সিদ্ধান্তের বিষয় হইয়াছে, তাহাদের পাণ্ডিত্যের তুচ্ছতা শ্রীমদ্ভাগবতই তারস্বরে গান করেন। সুতরাং রাধাবিনোদ পণ্ডিত মহাশয়ের "ঠিকে ভুল" হইয়াছে। তিনি কোন দিনই গোস্বামি-সিদ্ধান্ত আলোচনা না করায় তাঁহার শৌক্রকুলগত-বিচারে গোস্বামি-সিদ্ধান্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি "বুঝিলাম না" প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভের দুষ্পাঠতা কেবল মাত্র অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই উক্তি, এরূপ নহে পরন্তু অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই শ্রীজীব প্রভু "ব্রহ্মসংহিতার টীকায়" যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার ভাগ্য এই লেখকের ঘটে নাই। শ্রীল সনাতনের 'দিগ্দর্শিনী টীকা' তিনি ভুলিয়াও দেখেন নাই। 'তত্ত্বসাগর' গ্রন্থ শৌক্র-বিচার-পরায়ণ স্মার্ত্তগণেরও যে প্রামাণিক গ্রন্থ একথা পণ্ডিত মহাশয়ের জানা নাই বলিয়া জন্মান্তরাপেক্ষা বিচারে "দীক্ষিত, অদীক্ষিত" বলিয়া কোন কথা নাই' এরূপ অনভিজ্ঞতামূলা উক্তি করিয়াছেন। "তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" এই তত্ত্বসাগর-বচন একান্ত ভ্রান্তিবিহিত সংস্কারের কথা। স্বীয় আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভ না করায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অধিক প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তাঁহার গুরুদেব মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ যদি তাঁহাকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অধ্যয়ন করাইতেন, একায়ন ঋষিগণের বিচার-গ্রন্থ আগম-প্রামাণ্য পড়াইতেন, শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব
হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য,
প্রতিবোধয়েৎ॥"

প্রভৃতি বিধি শিক্ষা দিতেন, শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বিনির্ণয়কারী শ্রীমদ্ভাগবতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করাইতেন, তাহা হইলে তিনি "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকটীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্তিবিরোধী সঙ্কীর্ণ-স্মৃতির বিচার পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগোপাল ভট্ট পাদ ও শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন। দীক্ষা-সংস্কারের সহিত পরিচিত না হইয়া কেবল মাত্র দাম্ভিকতার্জ্জনের জন্য স্মার্ত্তগণের চরণার্চ্চন পরিহারেচ্ছাই স্মার্ত্তমতাবলম্বী শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়কে বিপথে চালিত করিয়াছে।

আর একটী কথা এই যে, বিবাহাদ-অন্য ভগবদ্ভক্ত সুবর্ণবণিককে ব্রাহ্মণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ইহ জন্ম ও পর শৌক্র জন্মে কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিবেন—এরূপ ভগবদ্ভক্তকে তামস ভক্তির যাজক বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগমণগণ বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেন গোস্বামী মহাশয়ের এরূপ বিপ্রলিপ্সার উদয় হইল? ভগবদ্ভক্ত কখনই চণ্ডাল নহেন, স্মার্ত্তের চর্ম্মবিচারের কারখানায় তাহা মনেন যে, তিনি গোস্বামিমহাশয়ের ন্যায় মানসা-ভোগের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি-বিরোধী 'বঙ্গবাণী' পত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। সোমযাগকারীর পূজায় কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ-সমাজে আদরের বস্তু। ভগবদ্ভক্ত কখনই কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই বলিয়া তাঁহাকে সোমযাজী ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট কল্পনা করায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য গোঁসাইয়ের কর্ত্তব্য নহে। ঋষভের কর্ম্মনিপুণ একাশীতি ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে কেহই নবযোগীন্দ্র ভক্তব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য কোন দিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, পরন্তু দশটী ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায় পার্থিব সম্মানে বিভূষিত হইবার জন্যও প্রয়াস করেন না, কিন্তু নবযোগেন্দ্রের সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নির্বিবাদে সাত্বত-সূত্রোক্ত বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-নামে নির্দ্দিষ্ট হন। বাদরায়ণসূত্রের ব্যাখ্যাতৃবর্গ শ্রীসদানন্দ-তীর্থকথিত শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-সূত্রের সংবাদ না রাখায় ব্রহ্ম শব্দে আধ্যক্ষিক কল্পনাপর নির্গুণত্বে আবদ্ধ করেন, পরন্তু ব্রহ্মশব্দ বেদরুচি-বৃত্তিতে একমাত্র বিষ্ণুশব্দেরই অভেদত্ব প্রতিপাদন করে। আমরা বলি—পণ্ডিতমহাশয় কিছুকাল গোস্বামি-সম্মত সিদ্ধান্তপর বৈষ্ণবের নিকট আলোচনা করিয়া অভেক্ষিয়ের মাৎসর্য্যোপেত গ্রাস হইতে বিরত থাকিলে ভক্তিবিরোধী বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার আর কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না।

পরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, অপরবিদ্যায় পারঙ্গম দর্শন সম্ভব নহে। যদবধি তিনি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত "যদবধি মম চেতঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসার শৌক্রপদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে না শিখিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি ভারতি-বিন্দুগণের গোস্বামী হইতে নিরিহানের উপায় দেখিতে পারিবেন না।

নিমাই

(ডঃ কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইভাবে চ'লে চ'লে কয়েকদিন পর নিমাই পদ্মানদীর পারে এসে পৌঁছোলো। পদ্মাবতী নদীর এমন চমৎকার শোভা, যে, দেখে নিমাইয়ের মনে খুব আনন্দ হ'তে লাগলো। [illegible] চারিদিক দেখা যাচ্ছে, [illegible] জোয়ারে [illegible] জলের ঢেউ হচ্ছে যে, দেখে মনে আনন্দ হয়ে ওঠে। এই জলের উপর দিয়ে ছোট বড় কত নৌকা যাচ্ছে, দোল খাচ্ছে, যেন নাচ্ছে। কোন নৌকা পাইল তুলে, কোন নৌকা দাঁড় বেয়ে চলে যাচ্ছে—[illegible] এর শোভা বড় চমৎকার। নদীর মাঝে মাঝে একটা দ্বীপ (চর, চড়া) জেগেছে, তাতে চকাচকী, রাজহাঁস, [illegible], উৎক্রোশ, শামকোটী, মাছরাঙা, টিটিভী, কাদাখোঁচা, চটিটি, বক, [illegible] আরও ছোট বড় কত রকম পাখী আনন্দে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, আর মনের সুখে, আপন আপন বুলিতে ভগবানের গুণগান করছে। দেখতে যেমন সুন্দর, বুলিও তেমনি মধুর। নদীর ধারে কত রকম অতি সুন্দর গাছপালা হয়ে রয়েছে। সে সব দেখতেই এক চমৎকার ব্যাপার। বড় বড় মাঠ, বালুচর সব ধূ-ধূ করছে, দেখলে মনে বড় আনন্দ হয়। জায়গায় জায়গায় গাছে এমন সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে যে, দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে, তারা পদ্মাবতীকে যেন আলো করে রয়েছে, দেখে মনে বড় আহ্লাদ হোলো, নিমাই এইখানেই থেকে গেল। গঙ্গাজলে যেমন খেলা করেছে, সাঁতার দিয়ে বেড়িয়েছে, পদ্মাবতীর জলেও শিষ্যদের সঙ্গে সেইভাবে রোজ রোজ মনের আনন্দে খেলা করতে লাগলো।

সেইদিনই সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেল—নিমাই পণ্ডিত এদেশে এসেছে, শুনে সকল লোকেরই মনে বড় আনন্দ হোলো। আগে এদেশের লোক কেও কোনদিন নিমাই পণ্ডিতকে দেখেনি, শুনেছে—অত বড় পণ্ডিত নবদ্বীপের সকল পণ্ডিতের শিরোমণি, বড় ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণ সজ্জন সবাই নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসতে লাগলেন। অমন একজন মহাপ্রভু অধ্যাপকের কাছে শুধু হাতে দেখা করা ভাল দেখায় না ব'লে সবাই ভাল ভাল জিনিষ কি টাকা কড়ি নিয়ে এলেন। মানুষের এ রকম চেহারা কেও কখন দেখেনি, তো, তাই নিমাইকে দেখে সকল লোক মোহিত হয়ে গেলেন। যে যা এনেছে তাই [illegible] নিমাইয়ের পায়ের গোড়ায় রেখে, [illegible] হ'য়ে বলতে লাগলেন—[illegible] ভাগ্যিতে আপনার এদেশে [illegible] আমরা [illegible] দিতে

নারায়ণপুর প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গদাধর-প্রিয়া ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পর প্রতিবৎসরই নারায়ণপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখামঠ শ্রীগোপীনাথমঠের প্রচারকগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার হইয়া থাকে। পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী, মল্লিক মহাশয় ও শ্রীপাদ যুগলকিশোর ব্রহ্মচারী মহোদয়ের অতীব আগ্রহই ইহার কারণ। এবৎসরও তাঁহারা মহামহোৎসবান্তে শ্রীচৈতন্যমঠে যাইয়া মহোৎসব অন্তে প্রচারক পাঠাইবার জন্য শ্রীল পরমহংসঠাকুরের নিকট নিবেদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সত্যকথা-প্রচারে তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া শ্রীল পরমহংসঠাকুর গত ১৫ই চৈত্র শুক্রবার তারিখে শান্তিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্বশুর ও জগতে কেও নেই—আপনার নাম শুনা আছে, বিদ্যায় মুরুব্বিও আপনার সমান নয়। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাকে আর কোন সন্দেহ নেই, তা না হ'লে এত পাণ্ডিত্য মানুষের হতে পারে না। আপনার চরণে আমরা এই নিবেদন কর্‌ছি যে আপনি আমাদিগকে কিছু বিদ্যাদান করুন। আপনার টীপ্‌পনি এমন সুন্দর হয়েছে যে আমরা তা' নিজেও পড়ি অন্যকেও পড়াই। ব্যাকরণের এত টিপ্‌পনি কোন অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত লিখ্‌তে পারেন নি। এখন আপনাকে সাক্ষাৎ পেয়েছি, আমাদের সকলকে শিষ্য করে বিদ্যাশিক্ষা দেন। কথাগুলো শুনে, নিমাই একটু হেসে বল্‌লে, আচ্ছা তোমাদের আশাপূর্ণ হবে, তোমরা এসো।

নিমাইয়ের কথা শুনে সকল লোকেরই মনে বড় আনন্দ হোলো, কত লোক যে চারিদিক থেকে পড়্‌তে আস্‌তে লাগলো তা' আর বলে শেষ নেই। ভাল ক'রে শিখবো বলে কত অধ্যাপক পণ্ডিতও নিমাইয়ের কাছে পড়তে এলেন। নিমাইয়ের পড়ান, সেই শুনেছেই, একবার যাকে যা বলে দেবে সে জীবনে কখন তা ভুলবে না। দু-মাস পড়েই সব লোক বিদ্বান্‌ হ'য়ে যেতে লাগলো। এই সব লোকের দেখাদেখি আরও কত শত লোক পড়্‌তে আসতে লাগলো। রাস্তায় রাস্তায় ছেলে কোথায় কোথায় কি ভাবে পড়্‌ছে, তা' কিছুই বুঝবার যো নেই। নিমাই কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সব ছেলেকেই পড়িয়ে যাচ্ছে, কারো কিছুই বুঝবার শক্তি নেই—কেবল [illegible] নিমাইয়ের কাছে, [illegible] এসব ছেলেকে [illegible]

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীমহারাজকে ও কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মায়িক লোকের অবস্থা

সর্ব্বপ্রকার জীবই চায় আনন্দ কিন্তু যতক্ষণ তাঁহারা অশোক অভয়ামৃত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মের অনুসন্ধান না পায়—সেই কোটিচন্দ্র সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ না করেন ততক্ষণ আর বিমল আনন্দ পাইবেন কোথায়? যে জগৎ বদ্ধ জীবের কারাগার, যে স্থানে কেবলমাত্র শোক, দুঃখ ও ভয় আছে সেখানে আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিলে নিত্য আনন্দ পাইবেন কেন? তাই দুর্ভাগ্য জীবকুল অসৎসঙ্গ-প্রভাবে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি আপাত মধুর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া ভবদাবানলে ঝাঁপ দিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, আবার কতকগুলি লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীমায়াদেবী বিবাহবাসরে ভাগবতপাঠক ও ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ারূপে সংসারে আসিয়াছেন। কলির আশ্রয়ে প্রচারকের বেশে থাকিয়া কিরূপে বঞ্চিত হইতে হয় এবং নিরীহ লোককে বঞ্চনা করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হয় তাহার জলন্ত আদর্শ বিপ্রলিপ্সাময়ী মূর্ত্তিতে দেখা যায়। লোকে হরিকথাকীর্ত্তনের মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ চায়, শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীনাম-কীর্ত্তন যাহা শ্রবণ করিলে মনের ব্যাপার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেই প্রকার শ্রৌতবাণী অনেকেই শুনিতে চান না সেইজন্য প্রাণহীন প্রচারক কপট বৈষ্ণববেশে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঐ প্রকারে বঞ্চনা করিবার সুযোগ পায়।

স্বামিজীর উপদেশ-চুম্বক

১৬ই চৈত্র সন্ধ্যায় সময় সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর মধুর কীর্ত্তনের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ রাত্রিপ্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত খুব সরল প্রাঞ্জল ও আবেগ-পূর্ণ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্তি বিধান করেন। প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতই যে শ্রীভগবানের অভিন্নবিগ্রহ তাহা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকের ও শ্রোতার স্বরূপ বর্ণনা করেন। পরে শ্রীনৃসিংহদেবের কোপ প্রশমনের জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ যে স্তবপাঠ করিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যায় মর্ম্ম—জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্যও রূপমদে মত্ত থাকিয়া জীব কখনও হরি-তোষণ করিতে পারেন না, দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি অভক্ত হন তবে তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় হইতে পারেন না; আবার অজাতিজাতযুক্ত [illegible]

ভক্তি যাঁহার আছে এরূপ ব্যক্তি যদি চণ্ডালকুলেও অবতীর্ণ হন তিনিই শ্রীহরির কৃপাপাত্র হন। নিজলাভে পূর্ণ শ্রীভগবান্ জীবের মঙ্গলের জন্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকটেও পূজাদি গ্রহণ করেন এবং ভগবদ্বিরহ-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার দান করেন—সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়াদ্বারাই জীবের হৃদয়মল দূর হয়। জীবের মঙ্গলের জন্যই ভগবানের প্রকটলীলা; সুতরাং নৃসিংহদেবের দর্শনে এমন কি তাঁহার স্মরণেই জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ জনিত ভয় দূর হয়। অভক্তগণ শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তিকে ভীষণ বলিয়া দেখিলেও তাহা ভক্তের নয়নমনোমুগ্ধকারিণী। মায়াধীন শরণাগতপালক শ্রীভগবানে যাঁহারা প্রপন্ন হন তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। আবার ভগবদ্ কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার নিজ জন অর্থাৎ সাধু ও গুরু কৃপা আবশ্যক কারণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আবেদনেই কৃষ্ণ সদয় হন। ইত্যাদি বহু সারগর্ভ উপদেশ তাঁহার স্বভাবসুলভ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় তৃপ্ত হইয়া স্বামিজীকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেন।

বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন

পরদিন অর্থাৎ ১৭ই চৈত্র প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত বহুভক্ত সঙ্গে লইয়া স্বামিজী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন করেন; ইহাতে অসংখ্য বালকবৃদ্ধবনিতা, এমন কি পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে শুদ্ধভক্তের মুখ-নিঃসৃত পরমোচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া-আত্মার নিত্য কল্যাণ-লাভ করেন। অহো! শ্রীগুরুদেবের কি অসীম দয়া—তিনি দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, অযাচকে যেচে যেচে এই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার নিজ জনগণকে প্রেরণ করিতেছেন! তাই আজ বিশ্ববাসী জীবের এত সৌভাগ্য। ইহারই নাম অমন্দোদয়দয়া।

নানা কথা

আবহাওয়া

কয়েকদিন যাবত প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হইতেছে। আকাশে মেঘ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। প্রাতঃকালে প্রায় দুইঘণ্টা যাবত আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তপ্ত-ধরিত্রীদেবী বারিপাতে সিক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবেন, তাঁহার ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গ পরিকৃত হইবে এবং তাঁহার শ্যামলকান্তি পুনরায় বালসূর্য্যের কিরণমালাভরণে সু-সজ্জিত হইয়া মনোমুগ্ধকর-শ্রী ধারণ করিবে।

আফগান বিপ্লব

বহু সৈন্যসহ আমানুল্লার অভিযান

নূতন দিল্লীর ১লা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, আমানুল্লা খাঁ হিরাত ও কান্দাহারের সৈন্য এবং কান্দাহারের দুরানী জাতীয় লস্কর সহ গত ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে অভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি হবিবুল্লা ও ওয়ার্দাকদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কাবুল ও গজনীর মধ্যে যাতায়াতের পথ সুগম করিয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে ওয়ার্দাকগণ ঐ পথে নানারূপ বিঘ্ন ঘটাইত।

উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন

অনুভব যে, হবিবুল্লার সৈন্যদলের অগ্রভাগ, খিলজাই জাতীয় বহু-সংখ্যক লোকসহ, আমানুল্লার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অধিকৃত বালাতই-খিলজাই নামক স্থানের অদূরে উপস্থিত হইয়াছে।

আমানুল্লার কাবুল যাত্রা

দিল্লীর আফগান দূত কান্দাহারের পররাষ্ট্র আফিস হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে, "রাজা আমানুল্লা খাঁ গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে হিরাত, কান্দাহার, কাবা, কাজমার সৈন্যসহ কাবুল যাত্রা করিয়াছেন।

শিয়া সুন্নী বিবাদ

কোহাট জিলার পার্শ্ববর্ত্তী কালয় নামক স্বাধীন অঞ্চলে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ শিয়া-সুন্নী বিবাদের ফলে শিয়ারা সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শিয়া সুন্নীদের বিবাদ সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, বিতাড়িত শিয়াগণ, ২ দিন পূর্ব্বে কালয় নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল, ঐ গ্রাম বর্ত্তমানে মোল্লা মহম্মদ আখুন্দাদার অধিকারে আছে। আক্রান্তগণ সুন্নীদের পক্ষে ছিল, প্রকাশ যুদ্ধে তাহাদের কয়েক জন হতাহত হইয়াছে।

বাচ্চার আহ্বানে শিনোয়ারী

জেনারেল নাদির খাঁ ও শাওয়ালী খাঁ গিয়াসুদ্দীন খিলজাইয়ের সহিত মাতুন হইতে সার্দ্দেহ যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বিদ্রোহী শিনোয়ারীদের নেতা মহম্মদ আলাম খাঁ বাচ্চা-ই-সাকাওর আহ্বানে কাবুলে যাত্রা করিয়াছেন।

তুমুল যুদ্ধ

পেশোয়ার, ৩০শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ যেরূপ সংবাদ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, আফগানিস্থানে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। হাবিবুল্লা খাঁ ওয়ার্দাক গজনী [illegible] তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থান-স্থান রক্ষার জন্য নানারূপ মন্ত্রণা করিতেছেন।

আফগান সিংহাসনে নূতন দাবীদার

ওমর খাঁ নামে আফগান রাজবংশের যে ব্যক্তি সংপ্রতি এলাহাবাদ হইতে পালাইয়াছিলেন, তিনি আফগান সিংহাসনের নূতন দাবীদার রূপে উপস্থিত হইয়াছেন।

কাবুলে ব্যবসায়ীদের প্রতি জুলুম

৫ জন হাজী ডকা ও জেলালাবাদ হইয়া পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়াছে। পথে দস্যু হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা নগদ মুদ্রার পরিবর্তে হুণ্ডী লইয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে, কাবুলের অবস্থা ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণের ন্যায় শান্ত। বাচ্চা-ই-সাকাও এক বৃহৎ ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। উহাতে ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের মোট আমদানী শুল্কের শতকরা ১৫ ভাগ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য করা হইতেছে।

জেনারল নাদির খাঁ

জেনারল নাদির খাঁ গার্দ্দেনে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার পরিবারবর্গ কাবুলে বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছেন।

মসজেদ অপবিত্র

নূতন দিল্লীর ১লা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ইসমাইলিয়া খোজাগণ ওরাঙ্গর নামক স্থানে মস্কটের সুলতানের প্রজাদের মসজেদ অপবিত্র করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে ঐ স্থানে উভয় পক্ষে এক সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ, উহাতে এক জন খোজা হত এবং ৩ জন আহত হয়। অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সুলতানের ওয়ালীর হেপাজতে রাখা হইয়াছে। আরও ৬ জন খোজাকে গ্রেপ্তার করিয়া বৃটিশ এজেন্সীতে আটক রাখা হইয়াছে। ব্যাপার আয়ত্বে আনা হইয়াছে, সুলতানের জনৈক মন্ত্রী ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের উদ্দেশ্যে ৫০ জন সৈন্যসহ গত ৩০শে মার্চ্চ ওরাঙ্গ যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ

সার চীমনলাল শীতলাবাদ ১২ বৎসর যাবৎ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংপ্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করায় মিঃ মিরজা আলী মহম্মদ খাঁন এই পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হয়েন নাই।

মিঃ মিরজা আলি মহম্মদ খান বিচারপতি মাজ্ঞবর মিরজা আলি আকবর খানের ভ্রাতা ও বোম্বাই হাইকোর্টের এক জন বিশিষ্ট এটর্ণী।

কর্ম্মবীর খড়্গবাহাদুর

সরকার-কর্ত্তৃক সৎসাহসের পুরস্কার

রাজসাহী জেল হইতে মুক্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে রাজকুমারী নামক এক নেপালী বালিকার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য হীরালাল আগরওয়ালাকে হত্যা করিবার অপরাধে নেপালী বীর যুবক খড়্গবাহাদুর সিং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ্চ তারিখে ৮ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গত রবিবার রাজসাহী জেল হইতে খড়্গবাহাদুরকে মুক্তিপ্রদান করা হইয়াছে। খড়্গবাহাদুর সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, নেপালের রাজ-পরিবারের রাজকুমারী নামক একটী বালিকাকে পদ্মপ্রসাদ কলিকাতায় লইয়া আসে, কলিকাতায় হীরালাল আগরওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হয়। হীরালাল রাজকুমারীকে বলে যে, তাহাকে তাহার নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। হীরালাল ও তাহার বন্ধুগণ রাজকুমারীর উপর বলাৎকার করে ও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে মদ খাওয়ায়। ৫ মাস পর্য্যন্ত এই দুর্ব্ব্যবহার চলে। খড়্গবাহাদুর রাজকুমারীর আত্মীয়। সে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার জন্য হীরালালকে হত্যা করে। খড়্গবাহাদুরের শাস্তির পর তাহাকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য অথবা তাহার শাস্তি হ্রাস করিবার জন্য লর্ড লীটন ও বড়লাটের নিকট একাধিক ডেপুটেশন গিয়াছিল।

বৃক্ষশাখায় শিরহীন শবদেহ

বারাণসীর ৩১শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে ২টি গাছে ২ দিন ২টি শিরহীন শব ঝুলিতে দেখা যায়। এ যাবৎ উক্ত নরহত্যার কারণ অবগত হওয়া যায় নাই, হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশের ঘোর তদন্ত চলিতেছে।

বে-আইনীভাবে মদ্য প্রস্তুত

প্রকাশ, বর্দ্ধমান জিলার কালনার ভক্তাঘাটে অর্জ্জুন মাঝি গত ১লা চৈত্র রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাহার নৌকায় মদ্য প্রস্তুত করিতেছিল। স্থানীয় পুলিস ও আবগারী বিভাগের পুলিস সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন ও তাহার সহকারী একজন মাঝিকে ধৃত করিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সময়ে তাহারা ১১ আউন্স মদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল। মামলা বিচারাধীন।

দিনাজপুর সংবাদ

নূতন রেলপথ

দিনাজপুরের ১লা আপ্রেলের সংবাদে প্রকাশ, একলাখী হইতে কাহেন পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্যে দিনাজপুরের জিলা বোর্ড সম্মতিদান করিয়াছেন। রায়গঞ্জ রেলষ্টেশন পথে উক্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইবে। কলিকাতার এজেন্সীয়ার মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর হস্তে উক্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

নীল আলোতে সহর উজ্জ্বল

একটা অকস্মাৎ ঘটনায় গত ৩০শে মার্চ্চ রাত্রিতে দিনাজপুর সহরের অধিবাসীদের আশ্চর্য্যান্বিত উপস্থিত হয় রাত্রি প্রায় ১০টার সময় একটা নীল উজ্জ্বল আলোকে সহরটা আলোকময় হইয়া যায়। অনুমান হইল, সহরের নিকটে কোথাও তারায় তারায় সংঘর্ষের ফলে এই আলোক উৎপন্ন হইয়াছে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ

দক্ষিণোত্তরভারত-ট্রেণ

গত ১লা এপ্রিল প্রাতে সর্ব্বপ্রথম ম্যাঙ্গালোর পেশোয়ার ট্রাণস কনটিনেন্টাল এক্সপ্রেস মাদ্রাজ হইতে পেশোয়ার যাত্রা করিয়াছে। উহাতে বহুসংখ্যক যাত্রী ছিল। এই রেলপথ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম। ইহা একমাত্র আমেরিকার ট্রান্স আটলাণ্টিক রেল পথের সমান। এই রেলপথ পশ্চিম প্রান্ত অতিবাহনপূর্ব্বক দক্ষিণাপথের মধ্য দিয়া পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়াছে, তথা হইতে নিজাম রাজ্য ও মধ্য ভারত অতিক্রম করিয়া দিল্লী ও পেশোয়ার পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ স্থানে ৬টি বড় বড় রেলপথ আছে।

কৃষি-বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি

বোম্বাই প্রদেশের গত বৎসরের কৃষি বিভাগের রিপোর্টে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে ভারতবাসিগণ কৃষি-বিভাগের উপকারিতা অধিকতর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কৃষি-বিষয়ে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কৃষকগণ উন্নত পদ্ধতি অনুসারে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে অভিলাষী। উদ্যান প্রস্তুত কার্য্যেও জনসাধারণের আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। উৎকৃষ্টতর বীজ প্রাপ্তির জন্য সকলে আগ্রহান্বিত। ভারতীয় কৃষি কমিশনের কার্য্য দ্বারা কৃষি বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ঝুলা সেতু ভঙ্গ

[illegible]

ডালহৌসী বাগান ক্যাম্পের [illegible] নদীর উপর এক ঝুলা সেতু ছিল, [illegible] ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ২০ জন জখম হইয়াছে।

৪০ জন এক ফুটবল খেলায় [illegible] যোগিতা দেখিতে গিয়া ফিরিয়া আসিতে কাল যেমন ঐ সেতু পার হইতে [illegible] অমনি উহার এক প্রান্ত ছিঁড়িয়া [illegible] এবং সেতুর উপরিস্থ সমস্ত লোক ২২ [illegible] নিচে নদীর জলে নিমজ্জ হয়।

ত্রিপুরা চা বাগানের উন্নতি চেষ্টা

ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্য মধ্যে যে সব চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সব চা বাগানে নানারূপ অসুবিধা আছে, তাহা দূরীকরণার্থ মহারাজ বাহাদুর একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার সেন ও সদস্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত, বোলনাবাগ [illegible] এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডে তদন্ত

গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে ডিষ্ট্রী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লাইন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর উমেশ চন্দ্র চাকলাদারের প্রতি বোর্ড কর্ত্তৃক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আভ্যন্তরী অবস্থা পরিদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তিনি ঔষধ ক্রয় ও ট্রিউবওয়েল সম্বন্ধীয় নথিও মাপ দেখিয়াছেন। বোর্ডের সদস্য লেফটেনাণ্ট হৈদর মহম্মদ হোসেন চৌধুরী ও কালিপদ মুখার্জি এবং বাজিতপুরের উকীল জ্যোতিষচন্দ্র নন্দী মহাশয়গণের সাক্ষ্য গ্রহণ [illegible] হইয়াছে।

শ্রীরামপুর জেল-পরিদর্শক

শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চাটার্জ্জী শ্রীরামপুর সাব-জেলের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে মহিলা-কলেজ

ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুলে মহিলাদের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত [illegible] পাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাময়ী স্কুল [illegible] ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস [illegible] আবেদন করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] — [illegible]

"[illegible]মঠের বাবা মহাশয়"

[illegible]-শিক্ষার্থিগণ [illegible] বাস করেন, [illegible] না। লৌক-[illegible] অবিমুক্ত মঠের আশ্রয় করেন। [illegible] পরিজন-স্বজনই [illegible] হইতে [illegible] না। [illegible] [illegible] অবিরোধী [illegible] হইতে পারেন। তাঁহারা [illegible] বিরোধী নহেন। মঠে পাঞ্চরাত্রিক কায়স্থ-বিপ্রাস এবং [illegible] ব্যবহার-[illegible] [illegible] 'শৌক্রপথে' অগ্র-[illegible] হয়। তাঁহারা শৌক্রপদ্ধতির [illegible] নহেন। শৌক্রপদ্ধতিতে জাত [illegible] বাস্তু ঋষিকুলের আচার [illegible] কখনও কখনও [illegible] সম্প্রদায় [illegible]-সম্প্রদায়কে মাতুল-সম্বোধনে বিভিন্ন-[illegible] করিবার প্রয়াস করেন। পিতৃ ও [illegible] হইতে সন্তানের পরিচয় লাভ [illegible] সত্য; তজ্জন্য সাত্বতবর্গ [illegible] গৌরব-সম্মানে পুত্রগণকে 'পিতা' [illegible] প্রভৃতি নামে অভিধান করেন। [illegible] মাতৃকুলে জাতগণ অর্থাৎ মাতামহ [illegible] শচীনন্দনকে পাণীশিলীর ছেলে [illegible] থাকেন। ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-[illegible] হিন্দু-মুসলমান মঠবাসিগণের বাবা [illegible] মাতুলবংশ-গীত বলায় সম্মত [illegible] পিতৃকুলের পরিচয়ই প্রবল।

মঠ—চারি প্রকার; [illegible], কর্মকাণ্ডের মঠ, জ্ঞানকাণ্ডের মঠ ও [illegible] ভক্তি-মঠ। [illegible] ঐকান্তিক [illegible] মঠের নামই গৌড়ীয়মঠ, সুতরাং গৌড়ীয়-মঠের [illegible] ব্যবস্থা গৌড়ীয়মঠ-[illegible]গণকে পিতৃ সম্পর্কিত বাবা সম্বোধন [illegible] অধিক [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] ভক্তিবিরোধী [illegible] [illegible] বলিয়াই [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মাল্‌সা ভোগ

[illegible] [illegible]-চরিত [illegible] দিয়া [illegible] পারিভা-[illegible] দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়াছেন। এই [illegible] বিলুপ্তের বিচারে ভক্তভক্তি ও [illegible] পবিত্র-বিষয়ে মাল্‌সা-ভোগের সৃষ্টি হইয়াছে। মাল্‌সায় থাকে [illegible] চিড়া, দই, পাকা কলা, মিঠাই প্রভৃতি। মাল্‌ভোগে জল ঢালিয়া "[illegible]" প্রভৃতি-বৃদ্ধি করিয়া প্রসাদ হইতে দূরে পতিত হন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস যাহাকে 'বিমুখ' বলেন, সেই সকল ব্যবহারে স্পর্শদোষে দুষ্ট জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই মাল্‌সা-ভোগের আসামী।

শ্রীলক্ষ্মী-শক্তি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের চিন্ময়-হস্তের দ্বারা পাচিত প্রাপঞ্চাতীত শুদ্ধদ্রব্যসমূহই শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যবহৃত হয়। শ্রীঅদ্বৈত-বংশ প্রাণগোপাল গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মাল্‌সা-ভোগের কোন দ্রব্য গৌড়ীয়মঠে গৃহীত হয় না। গৌড়ীয়-মঠবাসিগণ শুষ্কচিপিটক ভিজাইয়া মহা-প্রসাদ বিতরণ করেন না। পরন্তু জগ-দীশের সেবক সূত্রে অদ্বৈতক সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্যমত স্থাপন করিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ যোগাযোগের ভায় প্রসাদে জড়বুদ্ধি করেন না। এবং ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তগণের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্যকে ভগবন্নৈবেদ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। "মহাপ্র-বুদ্ধিঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁহাদের জ্ঞান নাই,—তাদৃশ অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের স্পৃষ্ট দ্রব্যকে কখনই তাঁহারা ভগবন্নৈবেদ্য বলিয়া জ্ঞান করেন না। সুতরাং মাল্‌সা-ভোগের ব্যবস্থা-দাতৃগণ ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত মাত্র। গৌড়ীয়মঠ ইহাদেরই স্বতীত্র-আছে। পাষণ্ডত্ব বিধিবত, তথায় অনাদর নাই। এই সকল কথা অনভিজ্ঞ সমাজ প্রথমমুখে বুঝিতে পারেন না। অতএব অপ্রবীণিতের ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হউক। বেদের একাদনকঙ্ক-[illegible] প্রাবিদ্যা আবার জাগ্রত প্রাধান্ত স্থাপন করুক, বাবা-মহাশয়ের পূজকদের স্মার্ত্তগণ [illegible] পরিহার করুন, [illegible]-বিশেষের গৃঢ়াত্মসমূহের বিবাদ প্রশমিত হউক, আবার সত্য যুগের প্রবর্ত্তন হউক, শ্রীনামযজ্ঞের দ্বারাই পৃথ্বীর শান্তি হউক, অনুশান্তি প্রভৃতি [illegible] বা [illegible] তত্ত্ব-পৌত্তলিক-পদ্ধতির [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত হউক এবং [illegible] [illegible] আবদ্ধ হউক।

সজ্জন—সত্যসার

সজ্জনের তৃতীয় গুণ, তিনি সত্যসার। সত্যসার [illegible]-কায়মনোবাক্যে যিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন না। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলেই মানুষ 'অসাধু' বা 'অজ্জন' সংজ্ঞা লাভ করেন। সজ্জন বা শুদ্ধ বৈষ্ণব একমাত্র সত্যসার। যিনি অসত্যকে অসার জানেন এবং সত্যকে নিষ্কপটে সাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই সত্যসার।

লৌকিক নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়া যে বস্তু-ধর্ম্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় তাহাই লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কাম-ক্রোধাদিসম্পন্ন মানব তাঁহার তাৎকালিক প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া যে সত্যাচরণ করেন তাহা তাঁহার তাৎকালিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু কামক্রোধাদির অপগমে তিনিই পূর্ব্ব সত্য প্রতীতির বাধা অনুভব করিয়া থাকেন। মানব-সভ্যতার আদিম-কালে জ্ঞানের অভাবক্রমে আজকালকার জড়-বিজ্ঞান-বিষয়ক উপলব্ধি অনেক স্থলে অভাবগ্রস্ত ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণের, চীন-দেশীয় জ্ঞানিগণের, ভারতীয় নিবং সম্প্র-দায়ের জড়দর্শনসূত্রে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন তাহার ধারণা অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মানব যখন মানব সমা-প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। [illegible]-কাটী মহোৎসবের মাল্‌সার জল দিবার পরেও স্মার্ত্তগোলামগণ স্পর্শদোষের বিচার আনয়ন করেন নাই। কিন্তু অর্ব্বাচীন "ভক্তিরে ছাঁচা" স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণু-প্রসাদেও স্বীয় পাপবুদ্ধির পরিচয় দিয়া ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া পড়ে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পূণ্যার্দ্র—মহা-প্রসাদ। তাহার ঘ্রাণের সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে তাহাতে তাহাদের "মুক্তি মল্লিকার" সৌরভ ইতর-গন্ধ লাভ করিয়া পিপাসিগণকে অবকাশ দেয় নাই। কিম্বদন্তী এই যে, পিপাসি-পরগণার কতিপয় স্মার্ত্ত কর্ম্মিগণ ব্রাহ্মণের নাসিকায় পাচিত অমেধ্য মাংস-গন্ধ ও নিষিদ্ধ গব্য-দুগ্ধ-দধির গন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। উহা নিবৃত্ত হওয়ায় না হওয়ায় গন্ধপ্রাপ্তি-বিপদগণ হরি-পদের শুদ্ধির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম-ক্রোধ দুরন্তসূত্রে অর্চ্চিরাদি-মার্গের পথিক-দিগকে বিপথগামী করে নাই। দক্ষিণা-পথের পথিকগণ উত্তরায়ণ পথের পথি-পথী হওয়ায় যে সকল বিচিত্র উপলব্ধ [illegible] অলৌকিক জনগণের ন্যায়কারের প্রবেশ [illegible] [illegible] [illegible] পৌত্তলিক বিচারে কল্পিত হইবে।

যেমন পূর্ব্বাদিগত অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন তাঁহার সত্যপ্রতীতি নিত্যই [illegible] থাকে। অশিক্ষিত মানবের ধারণা কামক্রোধহেতু সত্যপ্রতীতিরূপ [illegible] [illegible] পরিবর্তিত হয়। তাৎকালিক সত্য [illegible], ক্ষেত্রভেদে ভিন্নরূপে সত্য [illegible] দাঁড়ায়। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব অনেকস্থলে অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করায়, আবার তাহাদের অপগমে অসত্য অপস্থিত হইলে সত্য আসিয়া অজ্ঞানতমের নিরাস করে।

নিত্য সত্য ও তাৎকালিক সত্যে ভেদ আছে। তাৎকালিক সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া জীব অস্থায়ী লাভী হইয়া পড়েন, কখনও বা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কর্ম্মিপূর্ণ পুণ্যবান্ হন, কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায় পাপ-পুণ্য ছাড়িয়া অংশ্রেয়ো-পাসক মায়াবাদী হন। ইহাদিগকে অজ্ঞানী কুকর্ম্মক ও যথেচ্ছাচারী বলা হয়। ইহা-দিগের প্রত্যেকের সত্য-ধারণা ভ্রমপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও তাৎকালিক হেতুমিশ্র। অপ্রা-কৃত হরিজনের ধারণা সেরূপ হেয় নহে। তিনি হরিকেই পরম সত্য জানেন। হরি হইতে বিচ্যুত হইয়া হরিজন যখন হরিবিমুখ অভিমান করেন তখনই তাঁহার পরম সত্য বস্তু তাঁহার উপলব্ধি হ্রাস হইয়া পড়ে। বৈমুখ্যাবুদ্ধ তাঁহার অস্মিতা ও বুদ্ধিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অসত্য বস্তুতে সত্যের আরোপ করায়। হরিজনই আংশিক জ্ঞানকে সত্য জানিয়া হরিদর্শনে বিমুখ হইয়া পরমাত্মা দেখেন, তখন তাঁহার সত্যদর্শনে পরমাত্মা প্রকটিত হন। আবার অপ্রাকৃত সবিশেষ দর্শনের চিন্মাত্রাবরণকেও সত্য বলিয়া প্রতীতি হইলে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হন, আবার তাদৃশ জ্ঞানাভাবে বহির্দর্শনে দেবীধামে সত্যানুভব করিতে গিয়া বিবর্ত্ত-বাদাশ্রয়ে গুণমায়ামিশ্রিত দেহকেই আমি বলিয়া রহেন। এই অহঙ্কারটি ক্রমশঃ হরিবিমুখ বাহ্যদর্শনে স্থির হইয়া বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়, পরে নশ্বর অনিত্য স্থিরবুদ্ধি চাঞ্চল্যবশতঃ সঙ্কল্প বিকল্প করিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে আসিয়ে অস্তিত্ব দেখেন। মন দেবীধামের গুণমায়ার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাবে জড়ভোগের মালিক হন। এইখানে তাহার হরিবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। পরম সত্যবস্তু কৃষ্ণ হইতে বিমুখ হইতে হইতে জীব কোথায় আসিয়া পড়িলেন। সকলই তাঁহার স্বতন্ত্রতার নিক্রম। মধুরলীলাময় পরিপূর্ণ-স্বরূপ হরি, সর্ব্বশক্তিমান্ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ ছাড়িয়া পরম সত্য ব্যতীত পরমাত্মাকে, পূর্ণ-জ্ঞানে আংশিক কেবল মনুষ্যাকারবিশিষ্ট সত্য অনুভূতি ও পরে নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্র। উপনিষদ্ আঁকে সত্যপ্রজ্ঞা, প্রতীতি, করিতে লাগিল। পরম সত্য এইবার কুহক আক-

রূপে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের অস্মিতা অহঙ্কারভেদের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ্যা, বহুল সত্যের তাৎকালিক, [illegible] আদর হইল। তাৎকালিক [illegible] প্রত্যাকৃতি তাহাতে সত্যাসত্য [illegible] দিল না।

এই [illegible] জীব গৌরভক্তাভিমানে বহী ইন্দ্রিয়বর্গকে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নশ্বর বস্তুতে তাৎকালিক সত্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর-ভগবানও তখন তাহাকে বিমুখ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।" শ্রীগৌরভগবানকে বৈমুখ্য-বিচারবশে [illegible] জীব তখন নিজের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। 'বিপ্রলম্ভ সত্যোপের পুষ্টিকারক'—এই পরম সত্য ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত সম্ভোগকেই শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিয়া বসিলেন।" সেই সকল কাল্পনিক গৌরপরায়ণ জীব আপনাদিগকে "আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত-জাত, গোঁসাই। অতিবাড়ী, গোপীভাড়ী, গৌরাঙ্গ-নাগরী" প্রভৃতি অভিমান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় নিজজনগণকে তাঁহাদেরই মত জীব বিশেষ মনে করিলেন। সে কারণই সত্যের অপলাপ হইবে দেখিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু গাহিলেন—"অবাঙ্ কুলিনিন ইন্দ্রিয়বৈভিষ্মর্থাঃ শ্রীভক্তিমার্গে [illegible]।" কি প্রকারে গৌর-ভক্তিকে কলুষিত করিয়া "গৌরভক্ত" নামে আউল বাউলাদির অভিমান গুরু-ভক্তগণকে ব্যথা দিতে লাগিল, এইগুলি জানিবার জন্য সেই সেই দলের গৌর ভক্ত অনেকেরই কৌতুহল দেখা গেল, তবে যাহাদের তাদৃশ কৌতুহল তাঁহারা "ভক্তিভি প্রতিপাদেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ভুলিয়া বৈষ্ণব নিন্দায় উন্মত্ত হওয়া সত্য জানিয়া লইবেন, এরূপ ঘৃণিত সঙ্গ করায় অসত্য ও অসারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বৈষ্ণব বা গৌরভক্ত সত্য সার, সুতরাং উপরিলিখিত গৌরভক্ত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দলের ভক্তিবিরোধী চেষ্টাগুলি গৌরভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই দুঃসঙ্গবর্জ্জনই তাঁহার সত্য সারত্বের প্রকৃত উদাহরণ। "প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিতগণের এক মাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণ-যুগল"—ইহাই গৌরভক্তের সত্য-সারত্ব। ইহাই শুদ্ধ গৌরভক্তে সত্য-সারত্ব। ইহাই অবিমিশ্র নিত্যশুদ্ধ গৌর ভক্তের সত্যসারত্ব। ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অসত্য অসারে কখনও গৌরভক্ত হয় না। শ্রীগৌর ভগবান্ মায়া নহেন, মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী নহেন, ভক্তিবিমুখ জীবের কল্পনার পণ্যদ্রব্য নহেন, তিনিই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধর, অন্য বস্তু [illegible] নহেন। কৃষ্ণের, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ হইতেই যাবতীয় শক্তি উৎপত্তির

হ্লাদিকা হইতে যাবতীয় শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে। কৃষ্ণ, রাধা বা নিত্যসঙ্গী সকল অংশাংশে পূর্ণতম শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর। সুতরাং গৌরপদাশ্রিতের তাঁহারাই একমাত্র আরাধ্য, অন্যথা "[illegible] পাত্র" শ্লোকানুসারে সেবা অর্থহীন হইবে।

শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

(শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

কোন কোন মনীষি প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, শ্রুতি সকল নির্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, অথচ শ্রুতিতে সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ প্রকার বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সগুণ ও নির্গুণ উভয় বাক্যই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক।

এক ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভেদের অবকাশ নাই। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ব অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" এই প্রাপ্ত বাক্যগুলি যেমন ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, আবার,— "একোদেবঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যও তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন, আপাততঃ এইরূপ বেশ দৃষ্ট হয় বটে, এবং এই উভয়বিধ ভেদ দর্শনে পূর্ব্বপক্ষী কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতিতে যেখানে সগুণ বাক্যের বিধান দেখা যায় তাহা অণু-বিধানে [illegible] নির্দিষ্ট হবে, পরন্তু গুণের আশ্রয়ত্বেই তাৎপর্য্য, অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে, পাপ্মাদিত্যাদি-গুণ প্রদর্শন করিয়া যে প্রকার ব্যক্তি সকলকে পাপাদি রহিত পুরুষে অনুরাগ-যুক্ত করা হয়, নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ ঐ সকল গুণের আরোপ দ্বারা সাধারণ লোক সকলকে ব্রহ্ম গুণগানে অনুরক্ত করিবার নিমিত্তই ব্রহ্মকে তাদৃশ গুণযুক্ত-রূপে বর্ণন করাই প্রত্যুক্ত সগুণপর বাক্য-সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা আরও বলেন যে, শ্রুতির সগুণদ্যোতক বাক্য সকল যদি নির্গুণ-দ্যোতক বাক্য সকলের সহিত একার্থ বোধক না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধসঙ্কট হয়, সুতরাং তাহাদের একার্থতা স্বীকার করাই যুক্তি-যুক্ত, কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম বেদের প্রতি-পাদ্য বিষয়, সগুণের সহিত বিভু বেদের লক্ষ্য নহেন।

মায়াবাদীর এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে, একায়নপন্থী শুদ্ধ বৈদান্তিকগণ বলেন, ওহে অণুযুক্তিবাদিগণ! তোমাদের

প্রত্যুক্তি, অতি বাতুলতার কার্য্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য, তাহাতে বস্তুর কোন অবকাশ নাই, শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে তাহে তোমাদেরই [illegible] নির্দ্দ-ষ্ট স্বরূপকে কোথা স্থাপন করিতে না পারিয়া, অদ্বয়সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়-বস্তুর অর্থের আবাহনপূর্ব্বক [illegible] নামে গৌরবার্থ তত্ত্বনা করিয়াছ, দুর্ব্বল প্রদর্শন করিয়াছ মাত্র কিন্তু অদ্বয়মাত্র তোমাদের উক্ত সকল তর্ক আর, কারণ তোমরা গুণবিধানকে অনুরাগ বলিয়াছ, যাহা পূর্ব্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ কথনের নামই অনুবাদ, কিন্তু শ্রুতিকথিত সকল ব্রহ্মসম্বন্ধীয় গুণসকল প্রমাণান্তর হইতে প্রাপ্ত নহে, অতএব তাহাদের অনুবাদেরও সম্ভব হয় না।

বেদ সুপ্রসিদ্ধ বাক্য,—বেদকর্ত্তৃক সগুণপর বাক্য সকল কখনও কল্পিত গুণের প্রতিপাদক হইতে পারে না, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে * * * * * * * * স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ" এই শ্রুতি বাক্যের "স্বাভাবিকী" শব্দে উক্ত জ্ঞান-বল ক্রিয়াদির শক্তিত্বে যে বহির্মুখতার কাজ তাঁহাতে স্বাভাবিক, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার নিত্যত্বও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আরও শ্রুতি-কথিত দহর বাক্যে, "ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণাষ্টক মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি মায়াবাদীর কল্পনা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়—অর্থাৎ শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের উক্ত গুণসকল যদি বাস্তবিক কল্পিত হয়, তাহা হইলে উহা কখনও মুমুক্ষুগণের অন্বেষণীয় হইত না, ব্রহ্ম-সূত্রের "দহর উত্তরেভ্যঃ" ১।৩।১৪ প্রভৃতি অনেকটী সূত্রে উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে ৮ম অধ্যায়ে "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" এই বাক্যের "দহরাকাশ" শব্দের বাচ্য পরমাত্মা; তাহা জীব বা ভূতাকাশ নহে; কারণ উক্ত প্রস্তাবের শেষ ভাগে কথিত হইয়াছে যে পৃথিবী ও স্বর্গ এই উভয় ইহারই অন্তরে অবস্থিত, এই পরমাত্মা অপাপবিদ্ধ, নির্গুণ, বিজর, এই সকল গুণানুবাদই পর্ব্ব, তদ্বারা উক্ত [illegible] পরমাত্মাই বোধিত হইতেছেন, অতএব মায়াবাদী এ [illegible] অগুণী বলিয়াছ

[illegible]
[illegible] সগুণ [illegible]
[illegible] বলিতে [illegible]
হয় না, আর [illegible]
অভিধানকে [illegible]

আরও মায়াবাদিগণ যে [illegible] নির্দেশে [illegible]
বাক্যে শ্রুতির সর্ব্বস্ব [illegible]
অর্থ [illegible]
প্রকাশে সকল [illegible]
যাহা সাধন [illegible]
সম্বন্ধের অভিধেয় মাত্র, অতএব শ্রুতি [illegible] পরিণাম [illegible] ক্রমই ঐ সকল অর্থের [illegible] যায় না, তাহাকে কেবল এই, যে [illegible] ব্রহ্ম শব্দের শক্তি [illegible] পাইতে পারে না; উক্ত [illegible] মায়াবাদিগণ সম্পূর্ণরূপে [illegible] না [illegible] অচিন্ত্য [illegible] পাইয়া শব্দের শক্তি-ধারা [illegible] হইতে নিবৃত্ত হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতি মুক্ত-প্রগ্রহবৃত্তি-লভ্য স্বাভাবিক অর্থ— ও যদি উক্ত শ্রুতিবাক্যের সর্ব্বদা সর্ব্বাবাচ্য এই অর্থ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে প্রত্যক্ষে অবিরত "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্ববেদ যে ভগবানকে প্রতিপাদন করেন, ইহার কোন প্রকারে সঙ্গতি হয় না, অতএব শ্রুতির সর্ব্বদা সর্ব্বার্থবাচ্যত্ব কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রুতি বচন সুপ্রসিদ্ধ বাক্য [illegible] তদ্‌ভাবত্ব সগুণ ও নির্গুণপর বাক্য সমূহও সত্য বলিয়া গ্রহণীয়, আবার ব্রহ্মবস্তুকে কখন সগুণ, কখন নির্গুণ এরূপও বলা যায় না, কিম্বা সগুণ বাক্যকে ব্যবহারিক গুণবিধানে এবং নির্গুণ বাক্যকে পারমার্থিক গুণাভিধেয় বোধক এরূপ বলাও সঙ্গত নহে কারণ তাহাতে "সগুণ, গৌণ" এই [illegible] নিরোধ হইয়া পড়ে, অতএব 'সগুণ' শব্দে সর্ব্বসদ্‌গুণবিশিষ্ট ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ এবং "নির্গুণ" শব্দে প্রাকৃত গুণ রাহিত্যই বোধিত হইয়া থাকে, এ [illegible] শ্রুতি [illegible] [illegible] অভিধান [illegible] সকলের [illegible] শক্তি হইয়া থাকে, সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

([illegible] শ্রীযুক্ত বিহারী [illegible])

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিহারী [illegible] কোনো [illegible] দেখলো, [illegible] ক্ষীরের কি হোলো তা যদি দেখে। সেদিন [illegible] বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো, সেই [illegible] বাড়ী যা তার মা ... সব ছেড়ে [illegible] কোথায় গেল, কি [illegible] আর দেখা পাই কি না, [illegible] পথ চলেছি, পথে ক্ষেতে কত [illegible] কাছে, [illegible] পা, পথে হয়তো [illegible] পাশে দেখে কত [illegible] পথে কাঁটা প'ড়ে থাকে, হয়তো পায়ে ফুটে গিয়ে কি যন্ত্রণা [illegible] রক্ত পড়ছে; পথ চলে চলে পায়ে ফোস্কা হয়েছে, হয়তো আর এগোতে পারছে না, এক জায়গায় পথের ধারে বসেছে, কেউ বা দেখছে, কেউ বা গায়ে পায়ে হাত বুলুচ্ছে; কখন রো'দে পাচ্ছিল, এই রোদ!—রোদে মাথা গা সব পুড়ে যাচ্ছে, পায়ের ধূলো বালি তেতে আগুন হয়ে গিয়েছে, পায়ে আর সইছে না—হয়তো কত ছটফট করছে, আর হয়তো চলতে পারছে না, কোন গাছতলায় বসেছে দুপুরবেলায় কোথায় যাবে, কে খেতে দেবে [illegible] হয়েছে, কত কষ্ট পাচ্ছে, গাছতলায় বসলে কেবা একটু বাতাস দিচ্ছে, কেবা একটু জল দিচ্ছে—কেবা কিছু খাবার দিচ্ছে। এই রকম সব ভাবনায় লক্ষীর বুক ফেটে যেতে লাগলো। রাতে শুয়েও ঘুম নেই, সমস্ত রাত ব'সে ব'সে কান্না। কচি বৌ, খাওয়া দাওয়া নেই আর কদিন এ কষ্ট সহ্য করবে? আজনা সইতে না পেরে, সে যে দেশে গিয়েছে আমিও সেই দেশে যাই ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে গেল।

[illegible] শ্রীশ্রী[illegible]

এথা নবদ্বীপে লক্ষী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নিরবধি [illegible] দেবী [illegible]।
[illegible] চৈতন্য [illegible] রোদন॥
[illegible] যার [illegible] করে।
[illegible]॥
[illegible]॥
[illegible] না পারেন [illegible]॥
[illegible] না পারে [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

([illegible])

(শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible])

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[illegible] শ্রীবিনোদ [illegible] ... নিত্য [illegible] কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করি তুমি [illegible] নিত্যতৃপ্ত-পরমাত্মা [illegible] সর্ব্বদেশ [illegible] বহুকাল হয় বহু [illegible] সেই বুদ্ধি হইবে স্থির? তবে শুন—সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ে যথা—স্নান পান আদি যাহা প্রয়োজন, ক্ষুদ্রে তাহা হয় সম্পাদন; বেদার্থ-তাৎপর্য্যবেত্তা-ব্রাহ্মণ অনেক [illegible] যাহা প্রয়োজন, সেইরূপ [illegible] আশ্রয়ে, লাভ কর সেই আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান। যদি বল—'কর্ম্মে জ্ঞাননিষ্ঠা নয়'—অতএব আমি তবে হোক [illegible]; বহুত প্রথমে যোগ কিবা প্রয়োজন? তাতে বলি,—অনিষ্ঠানিকারে—যতদিন অনর্থ [illegible],—অবশ্য বুদ্ধিহেতু [illegible], ততদিন কর্ম্মাশ্রম [illegible],—[illegible] অধিকার; [illegible] কারণ কলে নাহি অধিকার। নাহি তুমি [illegible]—কর্ম্মাশ্রয় কভু, কিবা, কর্ম কৈলে—[illegible] হেতু সর্ব্ব কাম্যকর্ম্মফল, অনিচ্ছায় নিয়োজিবে। আমি মোরে"—এই ভয়ে অকর্ম্ম করণে [illegible] প্রীতি যুগ। নিষ্কাম করম [illegible], অন্তরেতে—মতি থাকবেন জ্ঞাননিষ্ঠা হইবে তোমার; অতএব আমি যাব আছে পুষ্ঠদয়। সঙ্ক্ষেপে শুন এই তত্ত্ব। ফল অভিলাষ, আর কর্তৃত্ব আবেশ ত্যাগ করি যোগস্থিত হ'য়ে, কর তুমি যুদ্ধ আদি কর্ম্ম। কর্ম্মফল অভিলাষে—হবে মায়ানিবদ্ধিত। কর্তৃত্বাভিনিবেশেতে—কোনিবেক মায়া, ব্যক্তয়াত্মান কর্ত্তৃ' পরেশের ধর্ম্ম চৌর্য্যাপরাধে। কর্ম্মফল যোক সিদ্ধি অথবা অসিদ্ধি, নাহি তাতে রাগ কিবা দ্বেষ; সমবুদ্ধে কর তুমি কর্ম্ম। চিত্ত সমাধানরূপা, 'সমবুদ্ধি' ইহা, আমি [illegible] কহি 'যোগ' নাম। এই বুদ্ধিযোগ [illegible] যে নিকৃষ্ট কাম্য কর্ম্ম,—জন্ম মৃত্যু অনর্থের হেতু, [illegible] তাহা [illegible]? আশু ব্যথামুক্ত-সাধক [illegible] যুক্ত বুদ্ধি কর আশ্রয়। [illegible] কাম্যকর্ম্ম করে যে কৃপণ, [illegible] কর্ম্ম প্রাধান্যেতে নিপতিত হীন। (ক্রমশঃ)

[illegible]-কৃষ্ণনগর

[illegible] ও [illegible]

[illegible] ১লা এপ্রিল ১৮ই চৈত্র [illegible] ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা [illegible] শ্রী[illegible]মঠে [illegible] শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible] ও অধ্যাপক [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং [illegible] ও কৃষ্ণভাগ [illegible] শ্রীভাগবতোক্ত [illegible] উপাখ্যান বর্ণন [illegible] নিকট বৈষ্ণবের অপার মহিমা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন।

প্রসঙ্গতঃ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত 'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আত্মমঙ্গল লাভ করিতে হইলে আত্মধর্ম্মে দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইতে হইবে; আত্মধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে আত্মধর্ম্মবিৎ বৈষ্ণবগণের নিকট যাইতে হইবে, তাঁহাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে এবং তাঁহাদেরই নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে যে একমাত্র তাঁহাদেরই প্রবেশাধিকার আছে, অন্যের নাই, থাকিতে পারে না। [illegible] বিদ্যায় অতিশয় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকিলেও, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও ভাগবতের কৃপা ব্যতীত ভাগবতের অর্থ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি কখনও হইতে পারে না।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী গোস্বামী ভক্তি-সারঙ্গপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রী[illegible]মঠে শুভাগমনকরত গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে "নিমি-যোগেন্দ্র সংবাদ" অতি আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী বৈকুণ্ঠ-[illegible] বা বৈষ্ণব-দর্শনের উপর বিশেষ জোর দেন এবং পাঠ-মূলে এই বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় একটী অতি সুচিন্তিত গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকার [illegible] শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় "একাদশ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী[illegible]" উদ্ধারপূর্ব্বক একটী সারগ্রাহী সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন। বাক্যান্তরে [illegible] এবং [illegible] কৌতু-

[illegible] নিমিত্ত এই বৈষ্ণব-প্রবরের বক্তৃতার সুফল প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রোতৃমণ্ডলী গভীর অভিনিবেশের সহিত স্বামীজীর এবং শ্রীপাদ [illegible] বক্তৃতা দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া শ্রবণ করেন।

নানা কথা

[illegible]

আমানুল্লার [illegible]

পেশোয়ারের এক [illegible] সংবাদে প্রকাশ রাজা আমানুল্লা সৈন্যদল সমূহ সমবেত করিয়া লইয়া কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রগতির কোন নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না। অনবরত অগ্রগমনের পথে নানা আফগান-সম্প্রদায় তাঁহার সহিত যোগদান করায় সৈন্য সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে।

বাচ্চার আয়োজন

অন্যদিকে বাচ্চা-ই-সাকাওয়ের আয়োজনও পূর্ণ বেগে চলিতেছে। তিনি কাবুল হইতে ২৫ মাইল দূরে আমানুল্লার সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। [illegible] শিনওয়ারী প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায়ের দল, তাহারা যদি [illegible] আমানুল্লার উৎসাহিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আমানুল্লার পক্ষে যোগদান করিতে পারে, কারণ, চয়ানীদের বিরুদ্ধে তাহাদের বহু দিনের বিদ্বেষ আছে। এইরূপে বাচ্চা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে। আমানুল্লার লোকজনও ঐ সকল সম্প্রদায়কে তাঁহাদের দলে টানিয়া লইবার [illegible] চেষ্টা করিতেছে।

বাচ্চার সাহায্যে শিনোয়ারী

বাচ্চার দলে যোগদানের জন্য ৫ হাজার শিনোয়ারী যাত্রা করিয়াছে। [illegible] তাহাদিগকে নির্ব্বিবাদে যাইতে দিবে কি না, তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না। তাহারা শিনোয়ারীদের প্রথম দলকে যেরূপ বাধা দিয়াছিল, ইহাদিগকেও সেরূপ বাধা দিতে পারে। কতকগুলি আফ্রিদি সম্প্রদায় আমানুল্লার পক্ষে যোগদানের জন্য যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি তিরা অঞ্চলে [illegible] মধ্যে যে বিবাদ বাধিয়াছে, তাহাতে তাহাদের গমনে বিশেষ বাধা পড়িবে বলিয়া মনে হয়। এ বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের যাত্রা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইবে। বর্ত্তমান সংবাদে প্রকাশ, [illegible] প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নিরানের অধিকারে সম্মতি [illegible] প্রস্তাব করিয়া মিটমাটের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা পূর্ব্বের মত ব্যর্থ হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষাই—
জাতির জীবন !

নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলী পরিচালিত "বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের" একবিংশ বার্ষিক পুরাণ পরীক্ষা আগামী ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৬ সাল ইং ১৩ই ও ১৪ই জুলাই শনি ও রবিবার আদ্য সারস্বত, ... ও ৫ই শ্রাবণ ইং ২০শে ও ২১শে জুলাই শনি ও রবিবার মধ্য পরীক্ষা এবং ১০ই, ১১ই ও ১২ই শ্রাবণ ইং ২৭শে, ২৮শে জুলাই শুক্র, শনি ও রবিবার উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানের অধিবাসীই এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ন্যূনকল্পে ৪জন পরীক্ষার্থী হইলেই উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে পরীক্ষা-কেন্দ্রের অনুমোদন করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইবেন। উপাধি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ "পুরাণ-রত্ন" ... "ভারতী" উপাধি পাইবেন। ... আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় ... অনুসারে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। পরীক্ষা মাতৃভাষায় লিখিতভাবে গৃহীত হয়। বর্তমান ... পরীক্ষা, হিন্দী ও ... গৃহীত হয়। পরীক্ষার পাঠ্য :—

আদ্য :—১ম পত্র—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সমগ্র); কাশীদাসী মহাভারতের ... ও বনপর্ব।

দ্বিতীয় পত্র—উল্লিখিত পাঠ্য-সম্বন্ধীয় রচনা।

মধ্য :—১ম পত্র—কাশীদাসী মহাভারত (সমগ্র); চণ্ডী ও গীতার বঙ্গানুবাদ (সমগ্র)।

দ্বিতীয় পত্র—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম, এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয় রচিত "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী-বিষয়ক রচনা।

উপাধি :—১ম পত্র—বিষ্ণু-পুরাণের বঙ্গানুবাদ (সমগ্র), ও গীতার মূল (সম্পূর্ণ)

দ্বিতীয় পত্র—শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ, ৭ম ও দশম স্কন্ধের রাসলীলা পর্যন্ত (বঙ্গানুবাদ) ও চণ্ডীর মূল সম্পূর্ণ।

৩য় পত্র—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, চণ্ডী, ইত্যাদি বিষয়ক রচনা। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয় রচিত "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং ... বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রণীত "..." পুস্তক হইতে রচনা।

(সংস্কৃত ভাষায় অতিরিক্ত পত্র আছে। তাহাতে পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন)।

পরীক্ষার ফি :—আদ্য ১॥০, মধ্য ১, উপাধি ২, ।

নাম, ঠিকানা, জাতি, বয়স, ... ইত্যাদি লিখিয়া এবং ... পরীক্ষা দিবেন তাহার উল্লেখপূর্বক ১০ই আষাঢ় মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের ফর্ম চাহিলেই পাঠান হয়।

ভারতের নানা প্রদেশে, জেলায় জেলায় এই পরিষদের পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য আবেদন করিলে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে পরীক্ষার ফি প্রভৃতি সকল অর্থই প্রধান কার্যালয়ে সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য এবং রসিদ দ্বারা অর্থ গৃহীত হয়। বিশেষ বিবরণের জন্য /০ টিকেট সহ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

সদগ্রন্থ আলোচনায় এই কার্য্যে আমরা সাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি নিবেদন—

শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সম্পাদক, কলিকাতা শাখা—২৯ নং ... স্ট্রীট।

শ্রীনলিনীকান্ত মৈত্র এম, এ, বি, এল, কাব্যতীর্থ। শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। সম্পাদক, প্রধান কার্য্যালয়।

লণ্ডনে দুগ্ধের মূল্য বৃদ্ধি

লণ্ডনে দুগ্ধের মূল্য ও তাহার উপর লাভ গ্রহণ সম্বন্ধে খাদ্য সমিতি বাণিজ্য সংক্রান্ত সচিবদিগের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন :—

লণ্ডনের দুগ্ধ সরবরাহকারিগণ সাধারণকে জানাইয়াছে যে, তাহারা ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে ৮ মাসের জন্য খুচরা হিসাবে প্রতি কোয়ার্ট বোতল দুগ্ধ ৭ পেন্স হিসাবে বিক্রয় করিবে এবং অবশিষ্ট ৪ মাস ঐ পরিমাণের জন্য ৬ পেন্স লইবে।

যদি সত্য সত্যই এই মূল্যে খুচরা দুধ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে ১৯২৩।২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে যে মূল্য প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উহা বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে দুগ্ধ সরবরাহকারিগণ ১৯২৫।২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যে হারে লাভ লইয়া আসিতেছে, তাহা অপেক্ষা প্রতি গ্যালনে আর বেশী লাভ থাকিবে। আমরা তদন্ত করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে খুচরা দুগ্ধের মূল্য ৮ মাস প্রতি কোয়ার্ট বোতলে ৭ পেন্সের অধিক লইবার কোনরূপ সঙ্গত কারণ নাই এবং অবশিষ্ট ৪ মাস ৬ পেন্স হিসাবে ...

... এই পত্র ... বিমানে ... পাঠাইতে ... যথেষ্ট সময় ... পারে না।

লণ্ডন হইতে করাচী
বিমানের সময় পরিবর্তন

গত ৩০শে মার্চ বেলা ১০টার সময় লণ্ডন হইতে করাচীতে বোমা-ডাক যাত্রা করিয়াছে। পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, আনুমানিক ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় ডাক যাত্রা করিবে, কিন্তু তাহা হইলে উহা জেনিভাতে পরদিন প্রত্যুষে ৩টার পৌঁছিবে এবং তাহাতে লোকের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনায় এই পরিবর্তন করা হইল।

ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে বিনা আড়ম্বরে ডাক ছাড়িয়াছিল। উহাতে যে চিঠিপত্র গিয়াছে, তাহার ওজন ৩৬৬ পাউণ্ড। বিমান সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ও তাঁহার সেক্রেটারী মেজর বুশ, বোম্বাই ইন্‌চার্জ স্যার ডাইরেল ডিভিয়ান এবং বোমা কোম্পানীর এক ডাইরেক্টর ব্যতীত অন্য কোন যাত্রী এই ডাকে যায় নাই।

বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় এই ডাক প্যারিসে পৌঁছিবার কথা ছিল এবং অপরাহ্ণ ৩টা ১৫ মিনিটের সময় সুইজারল্যাণ্ডের দেশ বা বেসেল নগরে যাইবার সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বেসল হইতে জেনোয়ার রেলপথে ডাক লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সর্বসমেত ৫,০০০ মাইল পথ বিমানে ও রেলে যাইতে ৭ দিন পোনে ৫ ঘণ্টা লাগিবে। বর্তমান ব্যবস্থায় এই পথ আসিতে ১৪ দিন লাগিতেছে। কেবল বোমপথে ৫৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে। বিমান ডাকের সময়-তালিকা এইরূপ :—

লণ্ডন (শনিবার) পূর্বাহ্ণ ১০টায় ছাড়িবে, অপরাহ্ণ ১২॥টায় পৌঁছিবে
বেসল সুইজারল্যাণ্ড পূর্বাহ্ণ ৪।০ টায়
জেনোয়া (ইটালী) রবিবারে ৭ ...
রোম অপরাহ্ণ ১০।০ ...
সাইরাকিউজ (সিসিলি) সন্ধ্যা ৭ ...
ম্যাকাবিনো (গ্রীস) সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ...
আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর) মঙ্গলবারে ... ৫ ...
বাগদাদ (ইরাক বুধবার) ... ৮।০ ...
বুশিয়া ... ৬ ...
জাস্ক (পারস্য) বৃহঃ পূর্বাহ্ণ ১০ ...
... (পারস্য) ... ৩।০ ...
গোয়াদার (বেলুচিস্তান) শুক্রবার
করাচী (ভারত) ...

...

... বোমা-ডাক ...

... ইংলণ্ডে ... মানচেষ্টার ... মিঃ এম, ডব্লিউ, জী ... বাণিজ্য সচিব নামে ... বোমাপথে ... হইয়াছে ... তাহাদের ... যে অধিকতর ... ও ... পরে যে কথা বিবৃত করিয়াছেন ... হইয়াছে, ... বাণিজ্যের পরিমাণ ... কোনও দেশের পরিচয় ... বাণিজ্যের পরিমাণ ... অনুসারে, বহু ম্যাঞ্চেষ্টারবাসী ... করিয়া ... পরিচালনা ... অতএব এই ... মত ... ব্যবস্থায় এই ২টি দেশের সামাজিক ... ব্যবহারিক সফলতা ... বুঝা যাইবে ... তাহা বলা যায় না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে খানাতল্লাস

মীরাটের ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক জন বিহারী ছাত্রের কক্ষে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। পুলিশ কতকগুলি পুস্তক ও কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে, ... গ্রেপ্তার করে নাই।

অপূর্ব্ব সুযোগ !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

ভক্তগণ সত্বর লউন

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও জীবন সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৩য় খণ্ড ১৩ সংখ্যা হইতে ... সংখ্যা এই বৎসরের নদীয়াপ্রকাশে বিস্তৃতভাবে বাহির হইয়াছে। ... আনায় ডাক টিকেট পাঠাইলে ... নমুনা দেওয়া হবে। ... শ্রীধাম পরিক্রমার যোগদান ... পাঠিয়া প্রকাশ হইয়াছে, ... সপ্তদ্বীপ ... বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ... পথের ও ... নিম্নক ... [illegible]

[illegible] ... খণ্ড

[illegible] ফেব্রুয়ারী—১৯৩[illegible]

[illegible]—সম

দুইটী বস্তু একে প্রকারের হইলে তাহাদিগকে সম বলা হয়। দুইটি বস্তু পার্থক্য থাকিলে তাহাদিগকে সম বলিবার পরিবর্তে বিষম বলা হয়। বাহ্যিক জড়ীয় প্রতীতিতে সংজ্ঞার ভেদ হইলে, রূপের ভেদ হইলে, গুণের ভেদ হইলে, এবং ক্রিয়ার ভেদ হইলে বস্তুগুলিকে সম বলা হয় না। সেজন্য জড়-জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তু বা জ্ঞানাধিকৃত বিষয় সকল বিষম বা উচ্চাবচ গুণবিশিষ্ট [illegible] বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয় [illegible] স্বরূপে বস্তুর একত্ব নিবন্ধন সজ্জন পণ্ডিতগণ বহিরঙ্গা শক্তি পরিণত জড়ীয় বিষম বস্তুগুলিকেও সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ বহিরঙ্গাশক্তিজাত সমবস্তু জানেন, আবার বহিরঙ্গা শক্তি-জাত প্রতীতি না থাকিলে স্বরূপশক্তির সহ অভিন্ন প্রতীতি হইলে, তাদৃশ বিচিত্রতাকে অপ্রাকৃত সাম্য বা অদ্বয় জ্ঞান করেন। [illegible] অভেদবাদিগণ জড়ীয় ভেদের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিচিত্রতা শক্তি লোপ করাইয়া বস্তুর অদ্বয়তায় ভূরি গুণানুবাদ করেন। সজ্জনগণ অভেদবাদী না হইলেও বস্তুর একত্ব-বিনাশী বিরোধ [illegible] তিনিই আহ্বান করেন না। [illegible] শক্তি পরিণাম ধারণাই [illegible] করেন। সুতরাং শক্তি-পরি[illegible] বস্তুগুলি গুণদ্বারা পরিচিত ও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা পরস্পর বিষম বা বিভিন্ন।

[illegible] শক্তির মধ্যে বস্তু সমূহে ভেদ প্রতীতি প্রবল হইলেও সজ্জনগণ [illegible] তাহাদিগের মত [illegible] নামে [illegible] বিরোধ করেন না। [illegible] বিচিত্রতা বা [illegible] [illegible] ঐ প্রকার [illegible] [illegible] না

[illegible] শক্তাক্ত ভাবে সজ্জন স্বয়ং কলুষিত হন না। সেকালে, [illegible] নিত্য শক্তিবৈচিত্র্য [illegible] বলিয়া অপ্রাকৃত [illegible] তৎকালে [illegible] সহিত বৈষম্য [illegible] আরোপ করেন না। অপ্রাকৃত [illegible] সজ্জনের [illegible] আছে, সুতরাং সেজন্যই একমাত্র সমদর্শী।

বিষমদর্শী মায়াবাদী বলেন, শক্তি পরিণত জগৎ মিথ্যা। শক্তিপরিণাম বা মায়া শব্দে ভেদ নাই। ভগবানের স্বরূপশক্তি ও ভগবান্, পরস্পরের পরিচয়-গতভেদ মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানে পরিচয়গত পার্থক্য থাকিলেই বস্তুর দ্বৈতভাব উৎপন্ন করে তখন সমদর্শনাভাব [illegible] হয়। সজ্জনগণ বলেন, শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও বিষয় ও আশ্রয়গত সম্বন্ধভেদ বিশিষ্ট হইয়াও এক বা সম। শক্তিমান্ এক বস্তু তাঁহার নিত্যশক্তি সমূহে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত শক্তি-ভেদ আছে, বস্তু অভিন্ন হইলেও তিনি শক্তিমান্, নিঃশক্তিক নহেন, তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়। বহিরঙ্গা মায়াশক্তিজাত বস্তুগুলি, তাঁহার তটস্থ বহির্জগতে স্থিত জীব-শক্তির বিচারে ভিন্ন প্রতীত হইলেও সেবোন্মুখ শুদ্ধজীবের নিকট হরি-সেবার সহায় সুতরাং সজ্জনগণ তাহাকেও বিষমজ্ঞান করেন না। সেবোন্মুখ শুদ্ধজীব নিন্দা ও প্রতিষ্ঠায় সম, প্রশান্তাত্মা হইয়া অভাব-জন্য শোকাভিভূত হন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ সজ্জন পরের স্বভাব ও কর্মের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ করেন না। সর্বজন [illegible] উষ্ণের তীব্রতা সহ্য করিয়া সমদর্শী। সজ্জনগণ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও শ্বপচ-চণ্ডালে সমবুদ্ধি-বিশিষ্ট, পরম পবিত্র ধেনুতে ও অস্পৃশ্য সারমেয়ে সমদর্শী, ক্ষুদ্র-কায় সারমেয় সহ বৃহৎকায় কুঞ্জরে সমদর্শন তাঁহার ধর্ম। শক্তির [illegible] বস্তুস্বরূপে বৈষম্য-দর্শনের [illegible] থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, [illegible] হস্তীতে [illegible] বাহিরেও সকলেই

[illegible] হরিদাস [illegible] প্রাকৃত [illegible] সাধুর উপর কার্য্য করে [illegible] তিনি অনাসক্তভাবে যথা-যোগ্য [illegible] ঐ সকল দ্রব্যে সেবায় আরোপ করেন না। সকলই তাঁহার কৃষ্ণসেবনের সহায় জানেন। কৃষ্ণেচ্ছায় কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইয়া যে কালে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি ভক্তিতে প্রেম, হরিদাসে মিত্রতা, কৃষ্ণোন্মুখে দয়া, এবং হরিবিরোধি জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়াই সমদর্শী হন। এই মধ্যমাধিকারে তিনি কপটতা করিয়া তাঁহার সমদর্শিতা দেখাইতে গিয়া যদি খলিশে দয়ার পরিবর্তে সমবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে সাধুর সমদর্শন বিচারে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়, কৃষ্ণদ্বেষিজনে ভক্তজন সহ সমজ্ঞান করেন, তা'হলে তাহার বিমুখতা বৃদ্ধি হয়।

হরিসম্বন্ধি বস্তুগুলিকে যদি প্রপঞ্চজাত মনে করিয়া বৈষম্য আশ্রয়ে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাদৃশ মুমুক্ষা, তাঁহার সমতাকে বিনাশ করিবে। সমতা বিচারে অধিকার অতিক্রম করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না, পরন্তু ফল্গু-বৈরাগ্যরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহার সমতার হানি করে।

সমতা বিচারে অসাধুগণ যেরূপ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ সহ বিষ্ণুর তুল্য কল্পনা করেন, সমদর্শি-বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত জগতের অনিত্য কালোৎপন্ন উচ্চাবচ অবস্থাসমূহ কখনও নিত্যের সহ সম নহে, পরন্তু কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাময় সাধু, জড়ীয়বস্তুর প্রাকৃত সাম্য ছাড়িয়া তাহাতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং সমগ্র বস্তুকে নিজভোগ্য জানিবার প্রতিপক্ষে কৃষ্ণসেবোপকরণ অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন। কাম-ক্রোধাদি জড়-জগতের নিত্য সহচরগণ বস্তুতে বৈষম্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ দর্শন না করিয়া নানা-প্রকার অনর্থ সৃষ্টি করেন। কিন্তু পারমার্থিক সজ্জন কামকে কৃষ্ণকর্মার্পণে, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, মত্ততাকে হরি-গুণ গানে, মূঢ়তাকে ইষ্টলাভে-তর প্রাকৃতি চেষ্টায় নিয়োগ করেন। বিষমদর্শী হরিবিমুখ এই সকল বৈষ্ণব সমদর্শিতার বিরোধী, মনে করিয়া নিজেরাই সর্বনাশ করেন। সজ্জনে রিপুজন্য বৈষম্য নাই, তিনি নিরন্তর সমতাযুক্ত।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হরিদ্বার হইতে লছমনঝোলা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, [illegible])

হরিদ্বারে যাহা যাহা দর্শন করা উচিত মোটামুটি সে সকলের দর্শনকার্য্য সমাধা করিয়া হৃষিকেশ ও লছমন-ঝোলা অভিমুখে রওনা হইলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ পর্যান্ত রেল রাস্তা আছে এবং কাটা রাস্তাও আছে। উভয় রাস্তাই প্রায় সমানদৈর্ঘ্য—২৩ মাইল। পার্ব্বত্য দেশ—অধিকাংশ স্থানই জন-মানব-শূন্য মধ্যে মধ্যে যে সকল স্থানে দেবমন্দিরাদি ও রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, তথায় হাট, বাজার, বন্দরাদির ন্যায় স্থান হইয়া; তাহাতে অল্প বিস্তর লোকের বসতি হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ ট্রেনে যাইতে হইলে রাস্তায় দেবমন্দিরাদি দর্শনে একটু অসুবিধা ঘটে, কারণ স্থানে স্থানে ঠাকুর দর্শনের জন্য আর ট্রেনখানা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না? সেজন্য মন্দিরাদি দর্শন না করিয়া যাঁহারা সরাসর হৃষিকেশ যান, তাঁহাদিগের পক্ষে রেলে যাওয়াই খুব সুবিধা। মটর বাসেও যাওয়ার সুযোগ আছে। ইহার যাত্রী সেয়ারে জন প্রতি ১।০ ।২৲ টাকা হিসাবে পড়ে। আমরা সমাবে ১৷০ হিসাবে মটর বাসেই চলিলাম।

হরিদ্বার সহরের একটু বহির্ভাগে ভীমগোদা নামক স্থানে ভীমকুণ্ড দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে (ও বোধ সত্য নারায়ণ নামে বিখ্যাত) শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ও গরুড়-বিগ্রহ দর্শন করিলাম সেবাটী প্রাচীন সেবা বলিয়াই বোধ হইল। এখানে একটী পার্ব্বত্য ঝরণা থাকায় যাত্রিগণের জলকষ্ট ভোগ করিতে হয় না ও স্থানটী অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। এথা হইতে যাত্রা করিয়া কৈলাসাশ্রমে চন্দ্রশেখর মহাদেব বিগ্রহ দর্শন করিলাম। স্বামী ধনরাজ গিরিজী এখানে মহাদেব ও শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত স্বামীজীর অধস্তনগণ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি পার্শ্বে স্বামীজীর চিত্রপট স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছেন। এখানে একটী ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। ৩০।৪০ জন সেবায়েৎ সর্ব্বদা এখানে অবস্থান করেন বলিয়া জানা গেল। এখান হইতে অল্প দূ[illegible]

মটর বাস ছাড়িয়া, পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে সকলে পদব্রজে লছমনঝোলা অভিমুখে চলিলাম। রাস্তায় [illegible] নামে একটী অতি সুন্দর স্থান ও তন্নিকটে একটী মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ পূজিত হন দৃষ্ট হইল। স্বামী [illegible] দাসজী ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া সেবা-য়েতগণ প্রকাশ করিলেন। এই সেবা-য়েতগণের স্বভাব বেশ স্নিগ্ধ ও সরল বলিয়া জানা গেল। এখানেও একটী অতি সুন্দর ঝরণা আছে। এ'অঞ্চলে রাস্তার ধারে অনেক স্থলেই দেখিলাম, পাইপ লাগান কলের জলের ন্যায় পর্ব্বত গাত্রের ছিদ্রদ্বারে অতি নির্ম্মল জল নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, দেখিলে কলের জল সরবরাহ হইতেছে বলিয়া অনেক সময় ভ্রম উপস্থিত হয়।

লছমনঝোলায় পৌঁছিয়া একটী সুপ্রাচীন মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মণ-বিগ্রহ দর্শন করিলাম। এই পর্য্যন্তই সর্ব্ব-সাধারণের গন্তব্য স্থান। এখান হইতেই বদরি-কাশ্রম যাইবার রাস্তা আরম্ভ, ইহা অতি-দুরারোহ পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ, সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ভাগ্যেই বদরিকাশ্রমে যাওয়া ঘটে। এখানে শুধুই পর্ব্বত, গঙ্গা দেবী যেন উত্তর দিকের পর্ব্বত রাশি বিদীর্ণ করিয়া আমাদিগের কলুষ-কলাপ বিধৌত করণার্থে অতি দ্রুতবেগে প্রবা-হিতা। এস্থানটীর নাম লছমনঝোলা। কারণ ঐ দেশে সেতুকে ঝোলা বলে। এখানে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত একটী সেতু বা ঝোলা বহুকাল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। পুনরায় সেতুটী নির্ম্মাণের জন্য বহু প্রস্ত-রাদি সংগৃহীত হইতেছে।

সম্প্রতি আমরা নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া স্বর্গাশ্রম নামক স্থানাভিমুখে চলিলাম। স্বর্গাশ্রম যাওয়ার রাস্তার দুই ধারে বহু পান্থনিবাসের ন্যায় গৃহ তৈয়ারী রহিয়াছে। কালী-কমলী-ওয়ালা নামক একজন সাধু ঐ গৃহগুলি নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসী জনের জন্য আবাস স্থলী করিয়া দিয়াছেন এবং নিকটেই একটী ছত্রও খুলিয়াছেন যেন তথাকথিত ব্যক্তিদিগের আহারাদির নিমিত্ত অন্যত্র যাইতে না হয়, স্বর্গাশ্রমেই একটী ছত্র অংশে দেখিলাম।

এই স্বর্গাশ্রমের ঘাটেই গঙ্গা পুনরায় পার হইলাম। দুই বারই নৌকায় গঙ্গা পার হইলাম, কেহই পয়সা চাহিল না। কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম ইহাও নাকি ঐ কালী-কমলী-ওয়ালা মহাশয়ের অনুষ্ঠিত-কর্ম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ঘাটের মাঝিগুলি এত অসভ্য যে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। যাত্রীদের সহিত ইহাদের ব্যবহার বড়ই অপ্রীতিকর। গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় মটর-বাস যোগে, হৃষিকেশ পথে হৃষিকেশ-দর্শনের জন্য নামিলাম। তখন বেলা ১টা। মন্দিরের দরজা ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। অতএব বাধ্য হইয়া তত সময় অপেক্ষা করিতে হইল। ইহার ভিতরে আমরা দুর্দৈববশতঃ জেলা ফরিদপুরনিবাসী জনৈক গেরুয়াবসন-পরিহিত শ্মশ্রুগুম্ফ দীর্ঘকেশবিশিষ্ট বেশধারী কুকাপরাধী (মায়াধারী) ব্যক্তির সুদর্শন ঘটিল। তিনি স্থানীয় পাণ্ডা নামক মনুষ্যটীর দৌরাত্ম্যের সহযোগিতা করিয়া কয়েক জন নিরীহ শিক্ষিত ভদ্রলোককে অন্যায় পূর্ব্বক অপমান করিতেছিলেন। পাণ্ডা বলে "বাঙ্গালী বাবুরা ইংরেজী শিখিয়া আর গঙ্গাস্নান শ্রাদ্ধ-তর্পণ কিছুই করেন না" বাবুরা বলিলেন, "আমরা বেড়াইতে আসিয়াছি; তীর্থ-দর্শনের চক্ষু ত আমা-দের নাই যে সেই হিসাবে সকল কার্য্য করিব?" ইত্যাদি কথা লইয়া পাণ্ডার সহিত বচসা ও তথাকথিত বেশধারীর আরক্তলোচনে দন্ত কড়মড়ি ও ভীষণ আক্রমণ। অগত্যা নিরুপায় দেখিয়া সরল-প্রাণ সাধুবিশ্বাসী ভদ্র মহোদয়গণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। ইতোমধ্যে ভদ্রলোকদিগের সহা কথায় সায় দিয়া আমি বলিলাম—"ইহাই সত্য কথা, তীর্থদর্শনকারী সাধুদিগের পদাশ্রয় ভিন্ন জড়দর্শনকারী ব্যবসিকের পূজায় তীর্থ-দর্শন ও স্পর্শন হয় না।" যেই উহা বলা অমনি বেশধারীটী যেন আমাকে গলে ফেলিয়া মধুসংযোগে গিলিতে উদ্যত আর কিলিতে কত অলাবা। অকথ্য ভাষা প্রয়োগ, আমিত বঙ্গবেশ বিজয়ী নহি! বঙ্গবেশদাস। কিন্তু ভদ্রস্তরে অত্যন্ত শুদ্ধা সরস্বতী আমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হইয়া ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, "খুনের দায়ে পড়িয়া, মহা-জনকে ঠকাইয়া মামলা মোকদ্দমার ভয়ে এরূপ কত শত কাম ক্রোধের দাসগণ লাল কাপড় পড়িয়া শ্মশ্রুগুম্ফ ও কেশ দ্বারা বদন ঢাকিয়া, অথবা মাথা মুড়াইয়া নেংটি পরিয়া বাবাজী সাজিয়া বেশাশ্রয় ধারণ দ্বারা বহুরূপী সাজিয়া পর্ব্বত কন্দরে ও অরণ্যে লুকাইতে চেষ্টা করে, তাহার সীমা নাই। এত চোর-বাবাজী সাধু-দিগের ভণ্ডামী দেখাইয়া শুধু নিজের স্বরূপ প্রকাশের পন্থা আবিষ্কার করিয়া লাভ কি?" ইহা বলিবামাত্রই বেশধারী তাড়িৎ বেগে অন্তর্দ্ধান। বোধ হয় অপ্রিয়-সত্যের কবলে পড়িয়া নিজের স্বরূপটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; তাই চম্পট।

এই সকল গোলমালে ২টা বাজিয়া গেল, মন্দিরের দ্বার খোলা হইল। এই মন্দিরে শ্রীভরত-বিগ্রহ পূজিত হন। এখানে যাত্রীর অবস্থানের জন্য সামান্য বন্দোবস্ত আছে। এ'অঞ্চলে দেবমন্দির গুলিতে সেবায়েতগণ কোনরূপ দৌরাত্ম্য নাহ করিলেও চলে। তবে গঙ্গার ঘাটে আছে। দরজায় দাঁড়াইয়া টাকা আদায় একমাত্র নবদ্বীপধামের কুলিয়ার ঠাকুর বাড়ীগুলিতেই দেখা যায়। ইহারা ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানের দেবমন্দির গুলি দর্শন করিয়াছেন কিনা জানি না; দর্শন করিলে বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের অতি আগ্রহ করিয়া ঠাকুর দেখাইতে বল-পূর্ব্বক পয়সা আদায়ের প্রবৃত্তি হইত না।

কৃপাময় পাঠকগণ! এই কয়েক মাস ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় অনেক নষ্ট করিয়াছেন, সে জন্য আমি আমার ত্রুটী স্বীকার করিয়া সকল অপরাধ ক্ষমা চাহিতেছি; নিজগুণে ক্ষমা করিবেন; অদ্য বিদায় লইলাম। প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতির বিবরণ অনেক ছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল। এখন অন্যান্য প্রবন্ধ দ্বারা আপনাদিগের সেবা করিতে প্রয়াস পাইব। সকলে কৃপা করুন।

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারী লাল [illegible])

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবদ্বীপে তো এই কাণ্ড হয়ে গেল। এদিকে থাকতে থাকতে [illegible], নিমাইয়ের বাড়ী আসবার কথা শুনে [illegible] সব ছাত্রদের বল্লেন, দেখ, আমি অনেক দিন তোমাদের দেশে এসেছি, এখন বাড়ী যাব মনে করছি। ছেলেরা কেউ আর কোন আপত্তি করলে না, অধ্যাপক—গুরু; তাঁর যা ইচ্ছা তাতে কার মত? তারাই মনের আনন্দে যাঁর ঘরে যা ভাল জিনিষ ছিল, এনে এনে নিমাইয়ের কাছে হাজির করলে। সোনা রূপার জলপাত্র, ভাল ভাল আসন, ভাল ভাল শাল, বনাত, কোট-কম্বল, ভসর গরদের ভাল ভাল কাপড়, আরও কত জিনিষ—যার চক্ষে যা ভাল বোধ হোলো সে আর তা ঘরে রাখলে না, নিমাইয়ের কাছে এনে দিলে। অনেক পোড়োও নিমাইয়ের সঙ্গে গিয়ে পড়বো বলে সেজে গুজে এসে খাড়া হোলো।

তপন মিশ্র নাম ক'রে এক বামুন ধর্ম্ম-কর্ম্মের কিছুই জানে না, কেবল ঘরে ব'সে বসে আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করে। ভগবান্ কি বস্তু, কি করলে ভগবান্কে পাওয়া যায়, সে সব কিছুই ঠিক করতে পারে না। কাকেও শুধায় যে এ সব কথা জানে, সে রকম লোকও খুঁজে পায় না। তার [illegible] [illegible] গোসাঁই নেই। [illegible] করে ঘুম হয় না। একদিন স্বপন দেখলে, যেন একজন [illegible] দাঁড়িয়ে বলছে, দেখ তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি আর [illegible] কোরো না, বল ঠিক [illegible] পণ্ডিত এসেছে, তুমি তার কাছে যাও, তিনিই তোমার ভাবনা দূর করবেন, [illegible] যায় কি বস্তু, কেমন করে ভগবানকে পাওয়া যায়, সব কথা বলে দেবেন। তিনি [illegible] নন—নারায়ণ, জগতের [illegible] মানুষের রূপ ধরে, জীবে দয়া করছেন। তিনি তোমাকে [illegible] এ [illegible] কথা [illegible] কি বেদেও এসব নেই। তুমি কারো কাছে এসব কথা বলবে না, বললে [illegible] দুঃখ পাবেই, আর [illegible] ছাড়াতে পারবে না। এই সব কথা বলে সে কোথায় লুকিয়ে গেল আর [illegible] পেলো না।

স্বপন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল, [illegible] কাঁদতে লাগলো। রাত পোহাতে [illegible] পোহাতে নিমাইয়ের খোঁজে বেরুলো। [illegible] জনকে জিজ্ঞাসা করতেই, নিমাই কোথা আছে সে বলে দিলে। নিমাই বাড়ী যাবার জন্য তোরঙ্গ হয়ে বসে ছিল। বামুন একেবারে ছুটে গিয়ে নিমাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে। নিমাইয়ের চারদিকে শিষ্যরা সব দাঁড়িয়ে ছিল, বামুন তাদেরই ভেতর দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললে,—ঠাকুর আমি বড় দীনহীন, তুমি আমার ওপোর দয়া-চক্ষে চেয়ে আমাকে সংসার থেকে মুক্ত করে দাও; ভগবান কি বস্তু কি করে ভগবানকে পাওয়া যায়, সে সব আমি কিছুই জানিনে, তুমি আমাকে তা বলে দাও, বিষয়সুখ আমার মনে ভাল লাগে না; তুমি দয়াময়, কিসে আমার প্রাণ জুড়ায় তাই আমাকে বল।

নি। দেখ, তোমার ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলবো, তোমার মন কৃষ্ণ-ভজন করতে চেয়েছে, তবেই দেখ তোমার যাচ্ছে যে সকল সুকর্ম তোমার উঠে এসেছে। যার সৌভাগ্য হয় সেই কৃষ্ণ ভজন করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কৃষ্ণ-ভজনটা সোজা নয়, বড় শক্ত ব্যাপার, সৃষ্টির পর থেকে তিন যুগ বয়ে গিয়েছে, সত্যযুগ চলে গিয়েছে, ত্রেতাযুগ গিয়েছে, দ্বাপর যুগ বয়ে গিয়েছে, এখন কলিযুগ চলছে। এই এক যুগের [illegible] যুগে এক এক রকম [illegible] দিয়ে, ভগবান্ নিজেই [illegible] তিন যুগ চলে গিয়েছে [illegible] ধর্ম্মের কথা বলে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] …নিমাই তাকে [illegible] বললেন [illegible] … [illegible] যে তার নাম [illegible] হরিনাম [illegible] কথা বলে শেষ করা [illegible] তোমাকে [illegible] … [illegible] মনে মনে [illegible] হরিনাম-সংকীর্ত্তন করছে [illegible] তোমারই [illegible] সাধন-তত্ত্ব শিখে যাবে, [illegible] পুকে কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম ছাড়া কারো [illegible] নাই, একথা তুমি নিশ্চয় জেনো। যে [illegible] তুমি সাধন করবে, তা ব'ল দেবো,—

[illegible] হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
[illegible] হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তুমি সাধন করতে থাকবে। সাধন করতে করতে [illegible] তোমার প্রেমের অঙ্কুর হবে, প্রেমের অঙ্কুর হলেই সাধ্যসাধন-তত্ত্ব তুমি সহজেই বুঝতে পারবে।

তপন মিশ্র নিমাইয়ের কাছে এই সব শিক্ষা পেয়ে বড় খুশী হোলো, আহ্লাদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে লাগলো, বললে প্রভো! যদি আজ্ঞা করেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই। নিমাই বললে,—না, তুমি আমার সঙ্গে এসো না, তুমি শীঘ্র বারাণসী (কাশী) গিয়ে থেকো, সেইখানে আমার সঙ্গে তোমার আবার দেখা হবে, তখন তোমাকে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বলবো। এই সব বলে নিমাই তপনের সঙ্গে কোলাকুলি করলে। নিমাইয়ের কোল পেয়ে তপনের যে কি আনন্দ, তা আর বলে শেষ নেই; শরীর থেকে যেন প্রেমানন্দের ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। যাবার সময় নিমাইয়ের কাছে স্বপ্নের কথা সমস্ত বলে গেল। নিমাই শুনে' এসব কথা কারো কাছে বলতে বারণ করে দিলে। তপন মিশ্র চলে গেল। নিমাইও শুভক্ষণ-লগ্নের অপেক্ষা করছিল, যেই শুভক্ষণ-লগ্ন পেয়েছে অমনি উঠে যাত্রা করলে, ছাত্রেরাও সঙ্গে সঙ্গে চললো। (ক্রমশঃ)

পরলোকে

কলিকাতা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র [illegible] ভক্তিরত্ন মহাশয়ের পরমা ভাগবতী সহধর্মিণী গত ১০ই চৈত্র [illegible] হরিনাম নিমগ্ন [illegible] পরলোক [illegible] গৌড়ীয়-পাঠ-শ্রবণ ও হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] ভক্তিরত্ন ম[illegible]

[illegible] আনুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রতি ইঁহার সর্ব্বদাই ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন [illegible] আমরা [illegible] পাইয়াছি [illegible] করেক মাস পূর্ব্বে ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের [illegible] প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য একটী সাহায্য [illegible] করিয়াছেন। ভক্তিরত্ন মহাশয়ের ভগবৎ-সেবাচেষ্টা তাঁহার পরমা ভাগবতী সহধর্ম্মিণীর প্রেরণায় বিশেষ বিকশিত হইয়াছে। সংসারীগণ অনেক সময় ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত করিবারই চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই পরমা ভাগবতী সেরূপ সংসারগত না হওয়ায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় সর্ব্বদা আনুকূল্যই করিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহক্রমে ভক্তিরত্ন মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাদরে বিবিধ সেবোপকরণ দান করিয়াছেন। এই সুকৃতিশালিনী কয়েকবার নিজ ভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি-উৎসবে তিনি যোগদান করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগৌরসুন্দরকে তিনি বিবিধ অলঙ্কার ও বসনাদির দ্বারা বিভূষিত করিয়া পূজার সেবারও আনুকূল্য করিয়াছেন। যে দিন তিনি এই জগৎ হইতে বিদায়-গ্রহণ করিবেন, সেই দিন তিনি স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে "গৌড়ীয়" পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। গৌড়ীয়পাঠ-শ্রবণ ও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে এই পরমা ভাগবতী অনিত্য ধাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে আরোহণ করেন। এই সুকৃতিশালিনী জাগতিক বিচারে কোন শ্রেষ্ঠী, ধনাঢ্য পরিবারে আবির্ভূত হইলেও সম্পূর্ণ বৈষ্ণবোচিত সদাচার পালনে কখনই পরাঙ্মুখতা দেখান নাই। শ্রীযুত ভক্তিরত্ন মহাশয় ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা এই পরমা-ভাগবতী সহধর্ম্মিণীর আত্মার তৃপ্তি-বিধান করিবেন। বৈষ্ণব ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারাই তৃপ্ত হন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবসঙ্গে কীর্ত্তন-মুখে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করি শ্রীযুক্ত ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহার এই পরমা-ভাগবতী এবং পরমা ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণীর স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে তাঁহার [illegible] আকাঙ্ক্ষা, শ্রীধাম মায়াপুরে কোন একটি স্মৃতি-মন্দিরের ব্যবস্থা অচিরেই করিবেন।

নানা কথা

আবহাওয়া

[illegible] বুধবার সন্ধ্যার পর হইতেই প্রবলবেগে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বর্ষণ চলিতে থাকে। বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল হইতে আকাশ নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন থাকে এবং ঠাণ্ডা অনুকূলে হাওয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে কিন্তু সময় সময় জলদমালা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে।

ফরাসী-বিমানবিহারীর দমদমায় অবতরণ

ফরাসী-বিমানবিহারী মেসারস্ বালী ও বিজেল সাই ভারতবর্ষ ও চীনভ্রমণে যাত্রা করিয়া বুধবারে বেলা ১২॥ টার সময় কলিকাতার সন্নিকটে দমদমায় অবতরণ করিয়াছেন। সেই দমদম-বিমান আড্ডায় বহুসংখ্যক দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা করাচী হইতে মঙ্গলবার অপরাহ্ণে এলাহাবাদে আগমন এবং বুধবার প্রাতে তথা হইতে যাত্রা করিয়া নির্ব্বিবাদে নিরাপদে কলিকাতায় উপনীত হন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা আগমন বড়ই মনোরম হইয়াছিল। তাঁহারা শীঘ্রই চীনের পথে রেঙ্গুন গমন করিবেন।

জিয়াগঞ্জে ডাকাতী

প্রকাশ, জিয়াগঞ্জের একজন ব্যবসাদার তাঁহার দিবসের কার্য্যের পর একটি থলিয়ায় নোট ও নগদে দুই হাজার টাকা লইয়া সন্ধ্যাবেলা জিয়াগঞ্জের সদর রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি যখন মাঠ পার হইতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি পশ্চিম প্রদেশীয় লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া টাকা চায়। তিনি বলেন যে, তাঁহার নিকট টাকা নাই। তিনি তদানীন্তন অবস্থা সম্যক অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে দস্যুগণ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থপূর্ণ থলিয়াটি কাড়িয়া লয়। তিনি চীৎকার করিয়া উঠেন; কিন্তু তাঁহার সাহায্যে কোন লোক-আসিবার পূর্ব্বেই দুর্বৃত্তগণ লুণ্ঠিত টাকা লইয়া অন্ধকারের মধ্যে পলাইয়া যায়। এই সম্পর্কে ৩ জন পশ্চিম প্রদেশীয় লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে, তন্মধ্যে ২ জন আসামীকে পুলিশের হেপাজতে মুর্শিদাবাদে পাঠান হইয়াছে এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে আরও অনুসন্ধানের জন্য ১ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি দিয়াছেন।

উত্তর আফগানিস্থানে বাচ্চার প্রভাব বিস্তার

প্রকাশ, আফগান তুর্কীস্থানের প্রধান সহর মাজার-ই-শরিফ এক নূতন হবিবুল্লা গাজীর কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে। স্থানীয় গণ্যমান্য অধিবাসী মীর্জা মহম্মদ হবিবুল্লাই পক্ষে কার্য্য করিতেছেন। তিনি এক্ষণে তথায় গবর্ণর হইয়াছেন। সেখানে এই বিদ্রোহের জন্য কোনরূপ রক্তপাত হয় নাই এবং বৈদেশিকদের দল প্রাণও সেখানে নিরাপদে আছে।

পরলোকে
পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা

গত ৩রা এপ্রিল অপরাহ্ণে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামবতার শর্ম্মা এম, এ, সাহিত্যাচার্য্য তাঁহার পাটনার বাস-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৩০ বৎসরের অধিককাল পাটনা কলেজে সংস্কৃতের সিনিয়র প্রফেসর ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিয়োজিত হন। 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত' বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি কয়েক বৎসর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক লেকচারার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

আজমীরে অগ্রবাল মহাসভা

আজমীরের ৩রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২১শে, ২২শে ও ২৩শে তারিখে এখানে নিখিল ভারত অগ্রবাল মহাসভার যে অধিবেশন বসিবে, তাহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য সনাতনীদলের উদ্যোগে গত২রা রাত্রিতে যে জন-সভা বসিয়াছিল, তাহাতে নানা গোলমাল উপস্থিত হয়। সনাতনী অভিলানন্দ যখন শাস্ত্রাদেশ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, সংস্কারকদিগকে একঘরে করা যুক্তি-সঙ্গত, তখন সকলে তাঁহার নিন্দা করিতে থাকে। শেষে বক্তাকে সভাস্থল ত্যাগ করিতে হয় ও সভা ভাঙ্গিয়া যায়

সম্রাটের স্বাস্থ্য

রাত্রিকাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়া সম্রাট গত ৭ই এপ্রিল প্রাতঃকালেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন এবং প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া ক্রেগওয়েল নিবাসের উদ্যানে বিচরণ করিয়াছিলেন, যদিও ঠাণ্ডা পূবে-বাতাস বহিয়াছিল, কিন্তু রৌদ্র বেশ ফুটিয়াছিল।

কলিকাতা গেজেট

নিয়োগ ও বদলী

মিঃ জে, পি, ক্রেক মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন।

নারায়ণগঞ্জের সাবজজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখুটির স্থানে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন রায় অস্থায়িভাবে বুড়িরা মহকুমার ভার পাইলেন।

সাবডেপুটি সৌরীন্দ্রকুমার মিত্র ছুটি শেষ হইলে ঢাকা বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

সাবডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র ভাদুড়ী ছুটি শেষ হইলে চট্টগ্রাম বিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

সাবডেপুটি শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছুটি শেষ হইলে রাজসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

সাবডেপুটি মৌলবী খোন্দকার আস্‌গর কারাম ছুটি শেষ হইলে রাজসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

সাবডেপুটি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দে ছুটি শেষ হইলে রাজসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

পুলিশ

নওগাঁপুরের সহকারী পুলিস সাহেব মিঃ ই, এইচ, মিত্রক পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত খুলনার পুলিশ সাহেব নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের সহকারী পুলিশ সাহেব মিঃ এম, কে, জনষ্টন ওজাপুর "বি" সার্কেলের ভার পাইলেন।

ঢাকার সহকারী পুলিশ সাহেব মিঃ আর, সি, ক্লেপি অস্থায়িভাবে বীরভূম সদরে বদলী হইলেন।

ত্রিপুরা ডেপুটি পুলিস সাহেব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মল্লিক চট্টগ্রাম সদরে বদলী হইলেন।

ঢাকার সহকারী সাহেব মিঃ ই, স্প্রিং-ফিল্ড ই, বি, রেল পুলিশের পুলিশসাহেব নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অস্থায়ী ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, এইচ, হুড্‌স্‌ বেতনসহ ২ মাস ২০ দিনের ছুটি পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত লালবিহারী দাস আরও ১০ দিনের ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলভী মাহ্মুদুর রহমান সিরাজী আরও ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

সাবডেপুটী শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী আরও ২ মাসের ছুটী পাইলেন।

ই, বি, রেলপুলিশ সাহেব মিঃ জ্যাকসন আরও ৩ মাসের ছুটি পাইলেন।

বিচার বিভাগ

উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র রঙ্গপুর কুড়িগ্রামে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুর কুড়িগ্রামের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস গুপ্ত ঢাকা—মুন্সিগঞ্জে বদলী হইলেন।

ঢাকা মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ হুগলী আরামবাগে বদলী হইলেন।

হুগলী আরামবাগের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শৈলেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁবড়ায় বদলী হইলেন।

দিনাজপুর সাইগঞ্জের অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১১ নং হুগলী উলুবেড়িয়ায় বদলী হইলেন।

ফরিদপুর সদরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র সান্যাল ২রা এপ্রিল হইতে ৮ দিনের ছুটি পাইলেন

নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক কনফারেন্স

নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক কনফারেন্সের রাজসাহী অধিবেশনে নিম্নলিখিত মর্ম্মের কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে, (১) মধ্যশিক্ষা-সভায় প্রত্যেক বিভাগ হইতে ১ জন এবং কলিকাতা সহর ও সহরতলী হইতে ১ জন প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ নির্দ্দেশানুসারে ২৫ জন প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী, (৩) পাঠ্যপুস্তক কমিটীতে শিক্ষকগণের মধ্য হইতে শতকরা অন্ততঃ ৫০ জন সদস্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাবিধান প্রবর্ত্তন এবং জন-সাধারণের উপরে স্থাপিত শুল্কের প্রত্যাহার; (৫) সমুদয় বিদ্যালয়ে সরকারী প্রভিডেণ্ট ফণ্ড নীতি প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা (৬) সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রাদেশিকতা পরিহার (৭) বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সালিসী সভা স্থাপন (৮) সমুদায় বে-সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত বিদ্যালয় বিধান প্রবর্ত্তন, (৯) বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার নির্দ্ধারণ; শিক্ষকগণের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৫০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষকগণের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৭৫ টাকা ও প্রধান শিক্ষকগণের বেতন ১ শত ৫০ টাকা অবধারণ; (১০) বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ডাকঘরে বীমার সুযোগ প্রদান, (১১) শিক্ষকগণের রেলভ্রমণ কালে অধিকতর সুবিধা প্রদান করিবার জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ, এবং (১২) শিক্ষক ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডাক্তার নিয়োগ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ।

ভীষণ নৃশংস কাণ্ড

দুইজন পুলিস খুন

১ জনের উপর ২টা

অপর জনের প্রতি ১০ গুলি

এলাহাবাদের ৩রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গোন্ডা জেলায় সম্প্রতি দুই জন পুলিস কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক জন যুক্তপ্রদেশের গোয়ালিয়র ডাকাত-গ্রেপ্তার বিভাগের পুলিস কর্ম্মচারী ও আর এক জন গোন্ডাপুর ষ্টেটের পুলিস কনষ্টেবল। তাহারা ডাকাতের সন্ধানে ২৮শে মার্চ্চ সমস্ত রাত্রি চম্বল নদীতীরস্থ একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে আর কোন পুলিস কর্ম্মচারী ছিল না। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এক দল সশস্ত্র ডাকাত সহসা সেখানে হাজির হইয়া তাহাদিগের উপর গুলী বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, বেচারীরা নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদিগের সেই নিদ্রাই চিরনিদ্রায় পর্য্যবসিত হয়। নিয়াম সিংহের উপর ২০টা ও মজহারের উপর ১০টা গুলী ছোড়া হইয়াছিল। এই লোমহর্ষক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পরেই দুষ্কৃতেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটি

মিঃ এচ, এ, এফ, লিণ্ডসে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগে ৯ মাসের জন্য জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কাজ করিবেন, এ কারণ মিঃ এস, এন, গুপ্ত জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন, পৃথিবীর চিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে বিশেষ সাব-কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য আগামী কল্য তিনি জেনিভা যাত্রা করিবেন। ৮ই এপ্রিল হইতে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত যে অর্থনৈতিক কমিটীর অধিবেশন হইবার কথা আছে, তিনি তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন।

ওলন্দাজ-ভারত ব্যোমপথ

সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকারের ইরাকে যে বিমানপোতাশ্রয় আছে, ওলন্দাজ-ভারত ব্যোমপথের বিমান তাহাতে রাখিবার জন্য বৃটিশ সরকার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে ওলন্দাজ-ভারত ব্যোমপথে বিমান চলাচলের সম্ভাবনা নাই। ঐ সময় হইতে ঐ পথে প্রতি পক্ষে দুই দিন হইতে বিমান যাতায়াত করিবে।

[illegible]

[illegible]

কলিকাতায় [illegible] মুসলমানের [illegible] করিয়াছেন, [illegible] কার্য্যে ব্যাপৃত [illegible] বিক্রয় [illegible] আগুনে [illegible] লইয়া [illegible] করিবার [illegible] ভিন্ন মত [illegible] তাহাকে ফিরিয়া [illegible] জাতীয় কমিটীর [illegible] আবদ্ধ থাকিবে এবং ইংলণ্ড [illegible] পূর্ব্বে [illegible] থাকিবে। [illegible] পর ফ্রান্স, জাপানী, আমেরিকা, [illegible] ল্যাণ্ড এবং ইটালী প্রভৃতি দেশে [illegible] করিবে। এই উদ্যোগের [illegible] যে, ইহা একবারে অদ্ভুতপূর্ব্ব। [illegible] হিন্দুর আচারানুসারে [illegible] নিরামিষ ভোজনেরই ব্যবস্থা থাকিবে।

শিলংএ প্রবল ঝড়

গত ২রা এপ্রিল প্রাতঃকালে শিলংএ [illegible] প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে, সে ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে দেখা দিয়াছিল। অনেক বড় বড় গাছ পড়িয়া যাওয়ায় টেলিগ্রাফ লাইনে ও বিদ্যুৎসরবরাহে বাধা পড়িয়াছিল। অনেক ঘর বাড়ীর ছাদ উড়িয়া বা পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৪র্থ খণ্ড ১৭ সংখ্যা হইতে [illegible] সংখ্যা এই দশদিনের নদীয়াপ্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] আনায় ডাক টিকেট পাঠাইলেই [illegible] সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। [illegible] শ্রীধাম পরিক্রমার যেসকল [illegible] পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, [illegible] সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই [illegible] বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, [illegible] গণের ও [illegible] নিঃসৃত বক্তৃতা, কবিকথা [illegible] বিষয় অবগত হইয়া [illegible] লাভ করিতে পারিবেন। [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৮

সজ্জন—নির্দ্দোষ

শ্রীমহাভারতে সনৎসুজাত বলিয়াছেন :—

ক্রোধকামৌ লোভমোহৌ বিধিৎসা
কৃপাসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষ্যা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা বর্জ্জ্যাঃ
সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্॥

মানবগণের এই বারটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

১। ক্রোধ—ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ ২। কাম—স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা ৩। লোভ—ধন-জন-কাতরতা ৪। মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা ৫। বিধিৎসা—উত্তরোত্তর লভ্যাংশ পাইয়াও পিপাসার অতৃপ্তি। ৬। অকৃপা—নির্দ্দয়তা ৭। অসূয়া—পরগুণসমূহে দোষ-দর্শন, ৮। মান—আপনাতে পূজ্য বুদ্ধি ৯। শোক—অর্থনাশে মনস্তাপ ১০। স্পৃহা—ভোগবর্গে আদর ১১। ঈর্ষ্যা—পরশ্রী-কাতরতা ১২। জুগুপ্সা—পরনিন্দা। এই দ্বাদশ প্রকার দোষের যে কোন একটী মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। দ্বাদশটীর একত্র সমাবেশে মনুষ্যের যে কি ভীষণ পরিণাম হয় তাহা বর্ণনাতীত। সজ্জনগণ, মানবের এই দ্বাদশ প্রকার কোন দোষকেই আবাহন করেন না।

পূর্ব্বকথিত বারটী দোষ ব্যতীত অদান্ত পুরুষের আরও আঠার প্রকার দোষ আছে। মন্ত্রজনের আঠার প্রকার দোষ ও ছয় প্রকার নৃশংসতা। একত্রে চব্বিশ প্রকার দোষ এবং প্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎসুজাত বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত। মায়াবাদী হরিপাদপদ্মে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবাবিমুখগণের অগ্রণী। তাহার দোষ সমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না।

নির্ব্বোধ মিছাভক্ত আপনাকে ভক্তাভিমান না করিয়া নানাপ্রকারে দোষে পতিত হয়। তন্মধ্যে দৈন্যের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া সুনির্ম্মল সজ্জন চরিত্রে দৈন্যাভাব-ছিদ্র দর্শন করিয়া সজ্জনের চরণে অপরাধী হয়। কনিষ্ঠ ভাগবতের তাদৃশ চেষ্টা তাহাকে অধিকারে উন্নতির [illegible] করে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জগবন্ধু বিবেকীর প্রতি তীব্র উক্তি শুনিয়া তাহাতে দৈন্যের অভাব [illegible] করে। মায়াবাদিদিগের পাপচরিত্রের

ভক্তি ও ভক্ত

'ব্যবসায়-গ্রন্থে মত্ত সকল সংসার।' ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির আদর করিবার ও আদর বুঝিবার লোকের বড়ই অভাব। ভক্তি ও ভক্ত বলিতে সাধারণের যাহা ধারণা, তাহা মহাজনগণের ধারণা হইতে এতই পৃথক্ ও এমনই কুসংস্কার-পুষ্ট যে, তাহাকে 'ভক্তি ও ভক্ত ত' বলাই যায় না, পরন্তু তাদৃশ ভক্তি ও ভক্তের অস্তিত্ব জগৎ হইতে যতশীঘ্র লুপ্ত হয়, ততই মঙ্গল। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-দ্বারা মানুষ এতই বিমোহিতধী হইয়া পড়িয়াছে যে, যে যাহা বস্তু নয়, তাহাকেই বস্তু বলিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। সাত্বত-শাস্ত্রে যে ভক্তি ও ভক্তের কথা কীর্ত্তিত আছে, তাহা কেহ বা পাঠ করে, আর কেহ বা শ্রবণ করে! বক্তা ও শ্রোতা—উভয়েরই অভাব। বক্তা কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের নাম করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত, শ্রোতাও কৃষ্ণকথা শ্রবণের নাম করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা কাহারও নাই, অথচ তাহার অভিনয়টী বেশ আছে।

[illegible]জন-প্রয়াসীকে বা নদীয়া-নাগরীদিগের বয়রাশ্রয়গত বোধরাহিত্য প্রদর্শনকারীকে নক্ষরহিত মনে করিলে নিজের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইবে না, কোমলশ্রদ্ধদিগের বিচার অসম্যক্ ও একদেশদর্শিময়, তাহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীকে শত্রুজ্ঞান করে এবং ভাগ্যবানদিগের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিজ ভক্তিলতা সমূলে উৎপাটন করেন, সজ্জন দৈন্যের রূপ বুঝিয়া নিন্দাকারিগণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করেন না। যেহেতু তিনি নির্দ্দোষ। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মিষ্ট কথায় কোমলবাক্যে বঙ্গদেশীয় মায়াবাদীকে উৎসাহ দিবার পরিবর্ত্তে কপট-দৈন্য বিহারপূর্ব্বক তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভভট্টের মঙ্গলের জন্য শ্রীকালা কৃষ্ণদাসকে ভট্টমারীদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তৃণাদপি-সুনীচ এই মহাসত্য-শিক্ষক কিছু দোষ করেন নাই পক্ষান্তরে কোমলশ্রদ্ধ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-বৈষ্ণবে তৃণাদপি-সুনীচ স্বভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে শত্রু-জ্ঞানে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দীনতার ভাব আছে জানিলে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধে [illegible] স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নির্দ্দোষ জানিলে তাঁহার সত্য সত্য অমানী ধর্ম্ম দৈন্য উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বালিশগণের দোষ অপসারিত হইয়া সজ্জনের ন্যায় নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন।

জীবের এইরূপ বঞ্চিত হওয়ার প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া বঞ্চনা করিতেছেন।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে, ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

অতি গোপনের মহামূল্য প্রেমনিধি কি আর যা'কে তা'কে দেওয়া যায়? অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র যে জন; যিনি সেই মহামূল্য ধনের আদর করিতে জানেন, এমন পাত্রের নিকটই সেই মহামূল্য সম্পত্তিটী গচ্ছিত রাখা হয়। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-নাম্নী মায়ানুচরী পিশাচিনীদ্বয় যে হৃদয়ে তাণ্ডব-নাট্য জুড়িয়া দিয়াছে, সে হৃদয়ে সে অমূল্যনিধির স্থান কোথায়?

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি
বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষবাসনারূপা দুইটী রাক্ষসী যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতি-বিধায়ক সেবানন্দের কি প্রকারে অভ্যুদয় হইতে পারে?

আত্মেন্দ্রিয়তোষণমূলে কৃষ্ণারাধনার অভিনয় করিতে করিতে ধনজনাদি-বিষয়ভোগ পাইয়া, মানুষ 'কৃষ্ণ-কৃপা পাইয়াছি' বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়, শত মুখে কৃষ্ণের-প্রশংসা করে, আবার সেই প্রাপ্ত-ধনাদির কোনপ্রকার অপচয়ে শোকে মুহ্যমান হয় এবং কৃষ্ণের প্রতি নানা দোষারোপ করে, শেষে হয়ত একেবারে কৃষ্ণারাধনাই ছাড়িয়া দেয়। ধন জন পাইয়াই ত' কৃষ্ণকে আদর? তাহা না থাকলে আর কোথাকার কৃষ্ণ।—ভুক্তি পিশাচী-গ্রস্ত লোকের কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে এইরূপই একটা অদ্ভুত ধারণা। কোথায় কৃষ্ণের সুখ হইবে বলিয়া কৃষ্ণের সেবা-চেষ্টা আর কোথায় নিজের সুখের জন্য কৃষ্ণসেবাভিনয়। এ সকল কথা বলেই বা কে আর বুঝেই বা কে? সত্যের জন্য অনুসন্ধিৎসা কোথায়? কাহার হৃদয় সত্যকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে? অতো তেমন সত্যের কাঙ্গাল বলিয়া ত' কাহাকেও পাওয়া যায় না। 'ভক্ত'-নামধারী ভক্তিকথা কীর্ত্তন করেন, কেবল কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা বুকে বাঁধিয়া। বাহ্যে অনেকে কনক কিম্বা কামিনীর প্রত্যাশী বলিয়া পরিচয় না দিলেও প্রতিষ্ঠাশা নাই এমন হৃদয় খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু মহাজনগণ বলেন, প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী যে হৃদয়ে নৃত্য করে, সে হৃদয়ে কখনও সাধু কৃষ্ণ-প্রেমার স্থান হইতে পারে না।

অনেকে আবার মুক্তির জন্য বড় লালায়িত। ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া না যাইতে পারিলে কিংবা ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্য্যাদি পাইয়া নিজে একজন ভগবান্ না

শ্রীএকায়নমঠে

হরিকথা-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বিগত ২রা এপ্রিল ১৯শে চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৭॥০ ঘটিকা হইতে ৮॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা কাল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর শ্রীএকায়নমঠে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধোক্ত নিমিরাজ ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ আলোচনামুখে 'জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয়' বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরমানন্দ বিধান করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও সভায় যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পাঠের পূর্ব্বে ও অবসানে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। অতঃপর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু একায়ন-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ সংবাদও পাঠকগণ অবগত আছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বর্ত্তমানকালে আমরা অনেক স্থানে এই একটী কথা শুনিতে পাই,—যত মত, তত পথ। এই কথাটার প্রচলন

হইতে পারিলে তাঁহাদের আর কিছুতেই যেন সুখ নাই। তাঁহারা এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া বহুদিন ধরিয়া জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গে বিচরণ করিয়া শেষে নিজেকে মহাপুরুষ বা ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। ইহাতে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা অনেক সুবিধা জুটিয়া যায় বটে, কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিকট হইতে কতদূর ছুটিয়া পলাইয়াছেন, তাহা দুর্ভাগা তাঁহারা কি করিয়া বুঝিবেন? হায়, হায়, এমন করিয়াই জগৎ আজ কৃষ্ণভক্তিবহির্ম্মুখ?

হা শিক্ষিতাভিমানি জগৎ। এসকল কথা ভাবিয়া দেখা কি তোমাদের একটুও প্রয়োজন বলিয়া মনে হইবে না? 'আমরা খুব বুঝি'—এই অভিমানই কি তোমাদের আ-মরণ প্রবল থাকিবে? মনুষ্যত্বের অধিকারি মানব, পশুর ন্যায় আহার-বিহারাদিতে প্রমত্ত থাকাই কি তুমি তোমার মানবত্বের চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? নদীয়াপ্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমাদিগকে প্রত্যহ যে সকল কথা শুনাইতেছেন, তাহার আলোচনায় কি তোমাদের মস্তিষ্ক একটুও আলোড়িত হইবে না?

এত বেশী যে, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে এক একটী মত গ্রহণ করিয়া দাম্ভিক সাজিতে চাই, কেহ শাস্ত্র ও মহাজনগণের নির্দ্ধারিত কোন একটী বিশিষ্ট মত গ্রহণপূর্ব্বক তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চাহিলেই আমরা তাহাকে গোড়ামী মনে করি। এই স্থলে একায়নমঠ স্থাপিত হইয়াছেন। 'একায়ন' শব্দের অর্থ—একমাত্র পন্থা। শ্রীভগবানের নিকট পৌছিবার পথ একটী, দ্বিতীয় পথ হইতে পারে না। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়" আমাদের বর্ত্তমান ধারণার সহিত আপাত-দৃষ্টিতে এই মতটী একটি বিরুদ্ধভাব আনয়ন করে। ধর্ম্ম-জগতে কোন একটী বিশিষ্ট মত নিয়া চলিতে হইবে, এরূপ গোড়ামী আমরা স্বীকার করি না। আমাদের প্রচলিত মত বা খেয়ালকে বাধা দিয়া সাত্বতশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দ্বাদশজন মহাজনের আচরিত ও প্রচারিত বাস্তব-সত্যে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই 'একায়নমঠের' উদ্বোধন। স্থিরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে সমস্ত শাস্ত্রই তারস্বরে একায়ন-পন্থার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—যাঁহাদের চিত্ত বিবিধ বিষয়ে প্রধাবিত অর্থাৎ জাগতিক ধারণায় যাঁহারা অভিভূত, তাঁহারাই বহুমতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি, তাঁহারা একমতে প্রতিষ্ঠিত হন। অব্যভিচারিণীভক্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়? অনিত্য দেহ-মনের সাময়িক বা তাৎকালিক মঙ্গল অনেক প্রকার হইতে পারে, এরূপ ক্ষণস্থায়ী মঙ্গলের কথা বলা হইতেছে না। আত্যন্তিক মঙ্গল—আত্মার মঙ্গল—যে মঙ্গল আমাদিগকে কখনও ছাড়িয়া যায় না, সেই নিত্য বাস্তব-সত্যের একমাত্র পথ। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এক পথ ছাড়া কেন অন্য পথ হইবে না? যেমন কৃষ্ণনগর আসিতে হইলে আমরা বিভিন্ন পথে আসিতে পারি। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যদি সব পথ কৃষ্ণনগরের দিকে আসে, তবে যে কোন পথই আমরা অবলম্বন করিনা কেন সকলেই অবশেষে কৃষ্ণনগরে উপনীত হইতে পারি, কিন্তু পথগুলি যদি আমাদিগকে কৃষ্ণনগরের বিপরীতদিকে নিয়া যায়, তবে তাহা যথার্থ এক পথ নহে। আমরা যে পথে ভগবানের নিকট পৌছিতে চাই, যদি তাহা শাস্ত্রোক্ত ও মহাজন-গণ-নির্দ্দিষ্ট ভক্তি-পন্থা হয়, তবে আপত্তি নাই; কিন্তু যদি আমরা শুষ্ক-জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা আত্ম-বিনাশ ও নানারূপ বিভূতি লাভে যত্নবান হই, তাহা হইলে আমাদের বাস্তব-পন্থা গ্রহণ করা হইল না—আমরা ভক্তি-পথের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না, সুতরাং আমাদের প্রাপ্য বস্তুও 'ভগবান্' হইলেন না।

আত্মধর্ম্ম একটী, কিন্তু মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম বহু। বিভিন্ন প্রকার লোকের বিভিন্ন প্রকার রুচি; আপনার টক ভাল লাগে, আমার টক ভাল লাগে না, আমি মিষ্টান্ন ভালবাসি, আপনার তাহা ভাল লাগে না। এই প্রকার প্রত্যেকের দেহ ও মনের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক, কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম সকলেরই এক প্রকার। হাতী ও পিপীলিকার আত্মা এক সমান, কিন্তু উভয়ের দেহ ও মনের ধর্ম্মে পার্থক্য আছে। হাতীর দেহ—প্রকাণ্ড, পিপীলিকার দেহ—অতি-ক্ষুদ্র, হাতীর খাওয়ার রুচি একপ্রকার, কিন্তু পিপীলিকার খাওয়ার রুচি অন্য-প্রকার। এই প্রকার প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনের ধর্ম্ম ভিন্ন থাকিলেও আত্মার ধর্ম্ম সকলেরই এক প্রকার, আত্মার ধর্ম্ম—ভগবৎসেবা বা ভক্তি। যখন আমরা বহ্বয়নাশ্রিত অর্থাৎ বহুমত-অবলম্বনকারী হইয়া পড়ি—যখন আমরা একায়ন-পন্থা ভুলিয়া যাই, তখন আমাদের বহু কাজ পড়িয়া যায়, কিন্তু একমাত্র পন্থা—ঐকান্তিকীভক্তি। যাঁহারা আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে চান—ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে চান, তাঁহারাই একায়নপন্থী, সাত্বতশাস্ত্র মাত্রই এই একায়ন-পদ্ধতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শাস্ত্র একায়ন-পন্থিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কিরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন দেখুন,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী-ভক্ত অর্থাৎ যিনি একায়ন-পন্থা-অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যদেব এই একায়ন-পন্থার কথাই বলিয়াছেন; চৈতন্যদেব কি বলিয়াছেন শুনুন,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে, কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দ-প্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

আমরা অনর্থযুক্ত অবস্থায় জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা যেরূপ বৃন্দাবনাদি ধাম, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব দর্শন বা তত্ত্ববিষয়ে ধারণা করিয়া থাকি, একায়ন-পন্থী বৈষ্ণবগণের দর্শন ও ধারণা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈষ্ণবগণ আমাদের মনগড়া কৃষ্ণ, বৈষ্ণব ও ধামের উপাসনা করেন না, তাঁহারা অপ্রাকৃত-নেত্রে চিন্ময়-বৃন্দাবন ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন এবং যাঁহারা ঐকান্তিকী ভক্তি পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই প্রকার বৈষ্ণবের উপাসনা করেন। ব্রজবধূগণ সকলপ্রকার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেরূপভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন, সেইটীই একায়ন-পন্থা, এই পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থায় উপাসনা করিলে কৃষ্ণের উপাসনা না হইয়া মায়ার উপাসনা হইয়া যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন, এটা তাঁহাদের গোড়ামী—তাঁহাদের মতের পরিপোষকের জন্য এরূপ কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাই একমাত্র পন্থা অর্থাৎ ভক্তি-পন্থা।

সর্ব্বজনাদৃত গীতাশাস্ত্রও, তারস্বরে এই কথারই অনুমোদন করিতেছেন; আমরা মনে করিতে পারি, গীতাতে কর্ম্ম, যোগ, তপস্যা ও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথা উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমরা যদি স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে গীতার উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, গীতা এই একায়ন-পদ্ধতির কথাই বলিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবের বর্দ্ধন বহুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" এই শ্লোকে এই একায়ন পন্থা আশ্রয়ের জন্যই আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ গুরু ও বৈষ্ণব সাধুগণ আমাদিগকে ক্রম-পন্থায় এই একায়ন-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করাইয়া আমাদিগের আত্যন্তিক-মঙ্গল-বিধান করিয়া থাকেন।

বিগত ২৮ শে চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউনহলে নিম্নলিখিত পাশ্চাত্যনামা [illegible] সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিকুলতিলক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বনমহারাজ "Mission of life" অর্থাৎ "মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একঘণ্টাকাল হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল মৌলভী কামালুদ্দিন আহম্মদ এম্, এ, (কলি) বি, এ, (ক্যান্টাব) আই, ই, এস্, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের সমস্ত প্রফেসার, কলেজের ছাত্র ও উকীল বৃন্দ এবং আরও অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্যলোক সভায় যোগদান করায় টাউনহল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদূর বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন যে অনেকে স্বামিজীকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া ১৫ মিনিট কাল পূর্ব্বোক্ত বনমহারাজের বক্তৃতার সার কথা অতি সরল বাংলাভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন তাঁহারাও স্বামিজীর কৃপায় মানবজীবনের উদ্দেশ্যের বিষয় অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃমহোদয়দ্বয়ের বিশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহরিনাম

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন,
নন্দ তনয় রসকূপ॥
পুতনা ঘাতন, তৃণাবর্ত্ত-হন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘবক মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল॥
কেশী মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী॥
রাধিকা রঞ্জন, রাস রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-বিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদি-গণে অবতারী॥
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল রঞ্জন,
রাধাভজন-সুখশালী॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাশ,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপস্বরূপ-পদ, 'জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি মাগে॥

নিমাই

(ভক্তিরত্ন শ্রীযুক্ত বিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কয়েকদিন হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যাবেলায় নিমাই বাড়ী উঠলো। মায়ের চরণে দণ্ডবৎ করে, যে সব টাকা, মোহর, সোনা, রূপো, জিনিষ পত্র যা যা এনিছিল, সব মায়ের কাছে দিয়ে, শিষ্যদের সঙ্গে করে গঙ্গা নাইতে গেল। শচীদেবী মনে ভারি দুঃখ, নিমাইকে কিছু বল্লেন না, চুপ করে রইলেন। অনেক দিন পর গঙ্গায় এসেছে, নিমাই মনের সুখে গঙ্গা করতে লাগলো আর সাঁতার দিতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্যদের সঙ্গে জলে খেলা করে, গঙ্গা নেয়ে, বেশ করে গঙ্গাকে একটা নমস্কার করে বাড়ী এলো। রোজ সন্ধ্যার সময় যে সব নিত্য-কর্ম্ম করে, নিমাইয়ের সে সব সারা হ'লে পর, শচীদেবী নিমাইকে খেতে দিলেন। নিমাই খেয়ে বিষ্ণু-ঘরের দুয়োরে বসলে পর, নিমাইয়ের আপনা আপনি যে সব লোক আছে, তারা সব নিমাইয়ের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এলো। সবাই নিমাইকে 'ঘরে বসলে পর, বাঙালরা যে ভাবে কথা বলে, নিমাই হেসে হেসে সেই ভাবে সব কথা বলতে আরম্ভ করলে, সবাই বসে বসে শুনছে, কেউ আর লক্ষ্মীর কথা বলছে না। নিমাইয়ের মনে দুঃখ হবে বলে, কেউ আর সে কথা বলছে না। নিমাইয়ের কথা শুনতে শুনতে রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে আপনি আপনি যে সব লোক এসিছিল, তারা বাড়ী চলে গেল, শিষ্যরা সব থাকলো নিমাই তাদের সঙ্গে হাসি তামাসা করতে লাগলো।

শচীদেবীর মনে ভারি দুঃখ, নিমাইয়ের কাছে কি বলবে তাও ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। মনের দুঃখে একটীবারও নিমাইয়ের কাছে গেলেন না কি তার সঙ্গে দুটো কথাও কইলেন না। দুঃখ ভাবনায় চোখে জল বেরুতে লাগলো। নিমাই সকলের সঙ্গে হাসি তামাসা করতে করতে মনে করলে, তাই তো, মা একবারও কাছে এলোনা, কি বিদেশে কোথায় কেমন ছিলাম, সে সবও কিছু শুনলেন না, কথাটা কি? এই ভেবে উঠে মায়ের কাছে গেল। মায়ের খুব মলিন মুখ দেখে নিমাই বল্লে, 'হ্যামা! তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে যেন তোমার মনে ভারি একটা দুঃখ হ'য়েছে, এর কারণ কি? কেন এ রকম হয়েছে বল। আমি দূরদেশ থেকে ভালয় ভালয় বাড়ী এলাম, তুমি কোথায় ভাল করে মঙ্গল আচার করবা, মনে আহ্লাদ করবা, সব কথা শুনবা তা কিছুই নয়, তোমাকে দেখছি ভারি দুঃখ করে চুপ করে আছ। সত্যি সত্যি বল, কি হয়েছে?' ছেলের কথা শুনে শচীদেবী মাথা হেঁট করে কাঁদতে লাগলেন, কোন জবাব দিলেন না। নিমাই মায়ের কান্না দেখে বুঝতে পারলে, বল্লে মা! আমি সব জেনেছি, তোমার বৌএর কিছু অমঙ্গল হয়েছে, তাই তোমার মনে এত দুঃখ।' এই কথা শুনে সবাই বল্লে, 'পণ্ডিতমশায় ঠিক বলেছেন, আপনার ব্রাহ্মণী গঙ্গালাভ করেছেন।' লক্ষ্মী নেই শুনে, নিমাই খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল। লোকানুকরণে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করে শেষে বলতে লাগলো, "এ সংসারে কে কার পতি, কে কার স্ত্রী, কে কার পুত্র—কেউ কার নয়। মা! তুমি কেন দুঃখ করছ, যা হবার তা হবেই, কেউ তা খণ্ডন করতে পারবে না। কালের গতিই এই রকম, এইজন্য বেদে বলে, সংসার অনিত্য—কেউ কখনও চিরদিন থাকবে না, কাল পূর্ণ হলেই যেতে হবে। সকলই ঈশ্বরের হাতে, তিনি যা করবেন তাই হবে, আর কেউ বাড়াতেও পারবে না কমাতেও পারবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন সকলই হয়, তখন তার জন্য আর দুঃখ করে ফল কি? আবার সে সুকৃতিবশে স্বামীর আগে গঙ্গালাভ করে, তার মত ভাগ্যবতী এ সংসারে আর কে আছে? মা! তুমি তার জন্য কোন দুঃখ কোরো না—বেশ গিয়েছে।" এই সব কথা বলে মাকে বুঝিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বসে নিমাই যেমন গল্প করছিল তেমনি করতে লাগলো। নিমাইয়ের এই সব কথা শুনে কেউ আর কোন দুঃখ করলে না।

বঙ্গদেশ থেকে, এসে নিমাই আবার সেই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে ছেলে পড়াতে আরম্ভ করলে। নিমাই খুব ভোর বেলায় উঠে, সন্ধ্যাবন্দনা আরও অন্য অন্য যে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সকাল বেলায় করতে হয়, সে সব সেরে মাকে একটা দণ্ডবৎ করে, সেই টোলে গিয়ে বসে। তার পর একে একে সব ছেলেরা গিয়ে নিমাইয়ের চা'রদিকে ঘিরে বসে পড়তে থাকে। তোমাদের মাষ্টার মশায়রা যেমন তোমাদের কাকে ধর্ম্মের কোন কথা বলেন না—কাকে কিছু শিখানও না, নিমাইয়ের তেমন নয় সব ছেলেকে ধর্ম্মের কথা বলে; শিখোবে শুধোবে কে কি করেছে। এমন কি, কেও যদি ভুলক্রমে কপালে তিলকটি না দিয়ে আসে, তা হ'লেই নিমাই তাকে ২টা কথা বলে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। কপালে তিলক না দেখলেই নিমাই অমনি বলে, কি ভাই, আজ কপালে তিলক দেখছি না কেন? কি যুক্তি এঁটেছ তা তো বোঝা যায় না, বড় লজ্জা করে, নয় ভাই? কপালে তিলক না দিলে কি হয় তা জান? ব্রাহ্মণের কপালে যদি তিলক না থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণের কপালখানা যেন শ্মশান-সদৃশ। বোঝা গেল, তুমি তাই আজ সন্ধ্যা পূজা করনি; আজ তাই তোমার সন্ধ্যা বন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। যাও বাড়ী ফিরে যাও, সন্ধ্যা ক'রে তারপর আবার পড়তে এসো। যতক্ষণ সে না যাবে কিছুতেই ছাড়বে না। নিমাইয়ের কাছে যারা পড়ে, তারা সবাই ধর্ম্ম কর্ম্মে খুব মন লাগায়। ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু না করলে নিমাই তাকে কেবল ঠাট্টা করে। নদের মধ্যে এমন লোক নেই, নিমাই যাকে এই জন্য ঠাট্টা না করে। আর ঐ সব নিয়ে কেবল হাসি তামাসা। তবে নিমাইয়ের একগুণটা খুব বেশী ছিল যে, মেয়েমানুষ দেখলে তার সঙ্গে আর কোন কথা নেই, ঘাড় হেঁট করে থাকে। পথ দিয়ে আসতে আসতে যদি কোন মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, অমনি দূরে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া, দেবশর্ম্মা কবিভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম্মের কৌশল বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযুক্ত নরগণ নাশ করে পাপপুণ্য দ্বয়
অনাদি-সঞ্চিত-জ্ঞান-প্রাতিবন্ধহেতু,
অতএব যত্ন কর বুদ্ধিযোগ-লাভে।
বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিত সকল— ত্যাগ ক'রে
কর্ম্মজাত ফল, বিনির্ম্মুক্ত হ'য়ে জন্ম-
বন্ধ হ'তে লাভ করে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
যদি বল—নিষ্কাম কর্ম্মে কবে মোর
বুদ্ধিযোগ হবে উদয়? শুন তবে—
বুদ্ধি তব তরিবে যখন তুচ্ছ ফল
অভিলাষ-অজ্ঞান গহন, তবে তুমি
লভিবে নির্ব্বেদ শ্রোতব্য ও শ্রুতসব
তুচ্ছতার বলে। বুদ্ধিযোগ লাভ হয়
নির্ব্বেদের বলে, কবে হবে লাভ, নাই
কিছু কালের নিয়ম। যে কালে তোমার
বুদ্ধি নহে বিচলিত বেদ-অর্থ-বাদে,
তবে তুমি হইয়া অচল (বায়ুহীন
দীপ-শিখা হেন) লভিবে বিশুদ্ধযোগ
আত্ম-অনুভবরূপা বেদার্থ নিশ্চিত
সমাধিতে। যোগলক্ষণে শাস্ত্রে কহে
স্থিতপ্রজ্ঞ যদি। ফল অভিলাষ-শূন্য
অনুষ্ঠিত কর্ম্মে, স্থিতপ্রজ্ঞরূপা—সাধন
জ্ঞাননিষ্ঠা, লক্ষ্যজ্ঞানে আত্ম-অনুভব,
'আত্ম-অনুভবী' হয় স্থিত-প্রজ্ঞরূপ মতো
'কে কেমন?' পুছিলা অর্জ্জুন, 'সমাধিস্থ
স্থিতপ্রজ্ঞ কহে কি লক্ষণে? নিন্দাস্তুতি
মান-অপমান, স্নেহ দ্বেষ উপস্থিত
হ'লে—স্থিতপ্রজ্ঞজন কি করে ভাবনা,—
সমাধি উত্থানে? কিরূপে ইন্দ্রিয়বৃন্দ
করে বিনিগ্রহ বাহ্য বিষয়েতে? কিম্বা
নিগ্রহ অভাবে কিরূপে বিষয় সব
করে ব্যবহার? জানিবারে ইচ্ছা মোর
হ'য়েছে এখন!' 'কে কোথায়?' কহিলেন
ভগবান্ তবে,—'(স্বরূপ তটস্থ ভেদে
দ্বিবিধ লক্ষণ। বস্তুর স্বভাবে জানি
স্বরূপলক্ষণ, কার্য্যদ্বারে জানা যায়
তটস্থ লক্ষণ।) মনোগত কাম সব
ত্যাগ করে যোগী,—স্থিতপ্রজ্ঞ কহে তবে
(হৃদিস্থিত কাম ত্যাগ তটস্থ লক্ষণ।)
যবে ধর্ম্ম কামনা সকল পরিত্যাগ
হয় বুদ্ধি যুক্ত। আত্মধর্ম্ম হ'লে তবে,
অশক্য হইত পরিত্যাগ, অগ্নি আর
উষ্ণতা যেমন। সকল বিষয় হ'তে
প্রত্যাহৃতমনে, ভাগমান হয় যবে
আত্মরূপ, স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপ,
দরশনে তুষ্ট হয় যোগী সমাধিতে,
তবে, ত্যক্তকুপ্রজড়ানন্দরত, আমি
তারে কহি—'স্থিতপ্রজ্ঞ', স্বরূপলক্ষণে ইহা।

প্রাপ্ত-পত্র

আকুই (বর্দ্ধমান)
১০ই চৈত্র

শ্রীচরণেষু

দেব। ১৯ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশের "পরিক্রমার পঞ্চম দিবসে" লিখিয়াছেন "তাঁহারা গৃহে যেরূপ সুবিধা উপভোগ করেন, তাহার তুলনায় হয়ত অনেককেই অল্প বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে"। তাহা নহে—আমি নিজে ভুক্তভোগী, কারণ দেখিয়াছি ভোক্তা তরকারী-প্রস্তুত 'চাই না,' "চাইনা" বলিতেছেন, তথাপি ঢালিতেছেন, শেষে পাতে অনেক পড়িয়া থাকে। পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি সকলের পাত দেখেন, সকলের প্রসাদ পাওয়া হইলে তিনি প্রসাদ পান। তৎপর তিন দিন মায়াপুরে অবস্থান সময়ে লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। এখানকার সুকণ্ঠ পদ-কীর্ত্তনকারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাসাধিকারী আমার বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ছাত্র। তাঁহাকে বেলের নিকট প্রাচীন-নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া মায়াপুর যাইতে কহিয়াছিলাম তিনি আসিয়া কহিলেন যে, মহাপ্রভুর প্রাতঃকালের ভোগ যাহা পাইলাম, তেমন সুস্বাদু দ্রব্য জীবনে কখনও খাই নাই। শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমাকালে বাজার সায়—সকলে দ্রব্য কিনিয়া পাক করেন, এখানে সেরূপ বাজার করা নাই, পরিবেশনায় হাজার পাত পড়ে, চর্ব্ব্য চোষ্য-প্রসাদ, কিন্তু কে দিতেছেন বুঝা যায় না। সকলই প্রভুপাদের শ্রীশক্তি। তিনি যে মহাপ্রভুর পার্ষদ—সন্দেহ মাত্র নাই, তজ্জন্য কুটীল হৃদয়ে নিবেদন। ইতি-

প্রণত
শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরত্ন

নানা কথা

নদীয়া সাহিত্যপরিষদ

রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুরের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউনহলে নদীয়া-সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এম. এ এ সভায় পাশ্চাত্য বিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বেলডাঙ্গারমেলা

(বাঙ্গালার কথা ২১শে চৈত্র হইতে উদ্ধৃত)

"বাঙ্গলার 'কথা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"গত কয়েক বৎসর হইতে মুর্শিদাবাদ বেলডাঙ্গা তরল ষ্টেশনের সম্মুখস্থ ময়দানে 'শিবরাত্রি মেলা" নামে কতকগুলি গণিকা বসান হইতেছে, অন্যান্য দোকান পাটের কোন সম্বন্ধই নাই। এবারে কিন্তু শিবরাত্রির সময় উক্ত মেলানাম-ধারী গণিকাদি বসানের ব্যবস্থা না হইয়া গত কয়েকদিন হইতে পূর্ব্ব কয়েক বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী গণিকা বসান হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম যে এই মেলা মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের অগোচরে হইতেছে। কিন্তু কার্য্য দেখিয়া সে ধারণা দিন দিন দূরীভূত হইতেছে। জনরব যে, মহারাজ বাহাদুর গরুর হাট জমাইবার জন্যই এইরূপ আয়োজন করিয়াছেন। গরুর হাট জমাইতে গিয়া দেশে পাপের স্রোত বহাইয়া দেশকে জাহান্নমে দেওয়াট, ধর্ম্মানুরাগী মহারাজ বাহাদুরের কখনই উচিত হইতেছে না। যাহাতে এই সব অনাচারের উচ্ছেদ সাধন হয় সে বিষয়ে আমরা মহারাজ বাহাদুর ও মহারাজকুমার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"—জনৈক গ্রামবাসী

['বাঙ্গলার কথা'র এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই অতিশয় বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের ন্যায় সরল-প্রকৃতির ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি এই প্রকার একটা অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিবেন—ইহা আমাদের ধারণার অতীত। আশা করি তিনি অতি সত্বর ইহার প্রতিবিধান করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে অন্যথা করিবেন না। 'মাননীয় মহারাজ এই অনাচারের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন' এই সংবাদ আমরা অতি সত্বর প্রকাশ করিতে পারিলে সুখী হইব।— নঃ প্রঃ সঃ।]

পক্ষাঘাতের ঔষধ

সর্প-দংশন

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, পক্ষাঘাত যখন দুরারোগ্য ব্যাধি তখন সর্পদংশনই ইহার উপযুক্ত ঔষধ, কারণ এই দুই ব্যাধি হইতে এই ঔষধে চিরতরে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, অবশিষ্ট জীবন কষ্টে অতিবাহিত করিতে হয় না। আমরা কিন্তু এই অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত "সর্পদংশন পক্ষাঘাতের ঔষধ" এই সংবাদের অবতারণা করি নাই, আমরা যে উদ্দেশ্যে লিখিতেছি তাহা নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পুরাকাল হইতে বিশ্বাস আছে যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে সর্পে দংশন করিলে রোগীর প্রাণবিয়োগ হয় না, পরন্তু সে রোগমুক্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশীয় জনৈক ডাক্তার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি পক্ষাঘাত-রোগীকে সর্পদংশন দ্বারা আশ্চর্য্য উপায়ে আরোগ্য করিতেছেন। কোন্ সর্পের বিষ কার্য্যকরী হইবে, তাহা চিন্তার বিষয় বটে, কারণ বিষ যদি এরূপ তীব্র হয় যে, প্রয়োগমাত্রে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ত আর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই ডাক্তার সাহেব সর্পও বাছিয়া লইতেছেন। প্রকাশ, তিনি যে কয়টি পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটীতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সাধারণ অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রকার একটী ঔষধের আবিষ্কার হইলে অতিশয় সুখের বিষয় হয় সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তি যাহা উপেক্ষার চক্ষে দেখে বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সাধারণ বিষয় গুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জগতের কত উপকার সাধন করিয়া থাকে। অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েরই সদ্ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন।

বিমানপোত হইতে বোমা নিক্ষেপ

নাকো (আরিজোনা), ২রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মেক্সিকোর বিদ্রোহী দলের বিমানপোত হইতে বোধ হয় দৈবাৎ ২টি বোমা পড়িয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক জন নাগরিক আহত এবং কয়েকটী বাড়ীর জানালা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। নগরবাসীদিগকে ভয়ে নিজ নিজ বাটীর গর্ভগৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা পুনরায় যাহাতে না হইতে পারে, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট কঠোর উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

গায়ক কুকুর

"কুকুর বড় প্রভুভক্ত, প্রাণ দিয়াও প্রভুর সেবা করে, সেণ্টার্ণ প্রভৃতি আলো ও নানা বিধ দ্রব্য লইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যায়" প্রভৃতি বিষয় পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন, কিন্তু কুকুর গান গাহিতে পারে, গানের সুর ভাঁজিতে জানে এ কথা বোধ হয় খুব কম লোকেই জানেন। প্রকাশ, জার্ম্মান দেশের ষ্টাম্পফোর্ড হিলেব-ফেয়ারভিউ-রোডস্থ মার্কসিলার নামক জনৈক মেষ রক্ষকের বুসি নামক সপ্তম বৎসর বয়স্ক কুকুর "গড্ সেভ্ দি কিং" গাহিতে পারে, এবং 'মাম্মা' বলিয়া ডাকিতে পারে। সে ইংরেজী ও জার্ম্মান ভাষায় কথোপকথন বুঝিতেও সক্ষম। বুসি তাহার প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া গান করে এবং প্রভুর কথানুসারে তাহার কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে অপত্যনির্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকে এবং সেই ভাবে সেও শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারত হইতে ব্যোমডাক
পোষ্টমাষ্টার জেনারলের নোটিশ

কলিকাতা ২রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গালা ও আসাম সার্কেলের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, গত কল্য যাহা জানান হইয়াছিল, তাহার পর এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে যে ভারত হইতে প্রতি সপ্তাহে যে ব্যোম-ডাক জাহাজ যাইবে, তাহাতে কেবল যে ইরাক, প্যালেষ্টাইন, ঈজীপ্ট ও গ্রেট বৃটেনের চিঠি পত্র থাকিবে তাহা নহে, তাহার দূরবর্ত্তী দেশেরও পত্রাদি থাকিবে। ব্যোমডাক ষ্টেশন হইতে সেগুলি সাধারণ পোষ্টে যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈজীপ্টের ব্যোম-ডাক জাহাজে য়ুরোপ খণ্ডের ও লণ্ডনের জাহাজে আমেরিকার পত্রাদি যাইবে সেখান হইতে সাধারণ পোষ্টে চিঠিপত্র পাঠান হইবে।

ব্যোম ডাকের পত্রাদি কলিকাতা জেনারল পোষ্টাফিসে প্রতি বুধবারে অপরাহ্ণ ৬-১৫ মিনিটের মধ্যে ফেলিতে হইবে।

অবৈধভাবে অহিফেন ও কোকেন রক্ষা

অবৈধভাবে অহিফেন আমদানী করিবার ও প্রায় ৪ সের অহিফেন ও ১১ শিশি কোকেন রাখিবার অভিযোগে আমির উদ্দীন ও অপর ৬ জন লোক জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর [illegible] আমেদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা।

প্রকাশ, আবগারী বিভাগের ইন্সপেক্টার আবদুল রজক তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ও কয়েকজন পুলিস সার্জ্জেন ও ইন্সপেক্টার সঙ্গে লইয়া জোড়াসাঁকোর কাশীনাথ মল্লিক লেনে একটা বাটিতে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন এবং আসামীগণকে ধৃত করেন। আরও প্রকাশ, কয়েকজন আসামী পুলিসকে প্রহার করিয়াছেন।

গত বুধবারে ঐ মকদ্দমার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

পাগলের কাণ্ড
১২ জন লোক আহত

ক্যানানোরের নিকট এক জন এক মদের দোকানে দোকানদার ও আর ১২ জনকে ছোরা মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ যে, সে একটি মজুরের নিকট হইতে ছোরা কাড়িয়া লইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে, তাহাকেই মারিয়াছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ জন হাসপাতালে আছে এবং তাহাদের দুইজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। এই কার্য্য করিবার পরই সে নিজে রেল পুলিসে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে। সে এখন হাজতে আছে।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৪র্থ খণ্ড ১৬ সংখ্যা হইতে ২২ সংখ্যা এই দশদিনের নদীয়া-প্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ।০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ত্রিদণ্ডি-পাদগণের ও অন্যান্য শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অপূর্ব্ব সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি, নিঃশেষে নির্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে চৈত্র, বুধবার—১৩৩৫

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ

অধুনা ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ বিচার লইয়া সমগ্র ভারতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সে আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করিয়া বিশেষজ্ঞ সারগ্রাহিগণ বড়ই ব্যথিত হইতেছেন। কেননা কোন একটী বিচারের মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে এমন একজন মধ্যস্থের আবশ্যক হয় যিনি সম্পূর্ণ নৈরপেক্ষ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সচ্ছাস্ত্রানুকূল-বিচার-পুষ্ট সুসিদ্ধান্ত সংস্থাপন দ্বারা উভয় পক্ষীয় বিবাদ প্রশমিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। মধ্যস্থ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-তত্ত্ববিৎ হইয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্যবিশিষ্ট, সর্ব্বসদ্গুণ সমলঙ্কৃত, সর্ব্বজীবের হিতসাধন-তৎপর, নিষ্কাম এবং ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া সকলের সকল প্রকার সংশয় ছেদনে সমর্থ হইবেন। যিনি নিজে ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষদুষ্ট, সদসদ্বিচারে অসমর্থ, সচ্ছাস্ত্রানভিজ্ঞ অথবা শাস্ত্রের একদেশদর্শী, কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া গৃহমেধীয় ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মেন্দ্রিয় তোষণমূলে পরার্থতৎপরতা-শূন্য, মাৎসর্য্য-পরায়ণ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গলোভে পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমে স্পৃহাশূন্য, ত্রিধাতুক কুণপাত্মবাদী হইয়া সর্ব্বদা শৌক্রবিচারের পক্ষপাতমূলে জীবাত্ম স্বরূপবৃত্তি কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাদৃশ ব্যক্তি কখনও মধ্যস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা কখনও দুইটী বিবদমান পক্ষ নিরস্ত হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত মধ্যস্থের অভাবে এই বিবাদের পরিণাম যে কতদূর ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িবে, তাহা ভাবিতেই গাত্র শিহরিয়া উঠে।

একদল বিচার করিতেছেন—"সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" এই মহাভারতীয় বচনানুসারে সকলেই যখন ব্রহ্মা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তখন আর ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু নাই, আচণ্ডাল সকলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। সুতরাং নির্ব্বিচারে সকলকেই উপনীত করিয়া সবন যজ্ঞাধিকার প্রদান করা হউক। অন্যদল অমনিই বলিয়া উঠিতেছেন—না, তাহা হইবে না, শৌক্র-বিচারই প্রবল রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মণের ছেলেরই ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ, ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রাহ্মণেতরই থাকিয়া যাইবে। এই উভয়দলেরই বাদবিসম্বাদ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় ইঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবকই যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবাই যে ব্রাহ্মণতা, সে বিষয়-বিচারে সকলেই উদাসীন, অথচ উচ্চবর্ণাভিমান লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত।

প্রথম-পক্ষের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা যে বিচার করিতেছেন, তাহা দ্বিতীয় পক্ষের বিচার হইতে অনেকটা মৎসরতা ও পক্ষপাতদোষশূন্য হইলেও ব্রাহ্মণতার নির্দ্দেষ্টা কে হইবেন, মধ্যস্থ কে?—ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়। জীবমাত্রেই যে স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবাবিমুখ জীবের ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্যতা থাকিলেও সেবা-বিমুখাবস্থায় ব্রাহ্মণতা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অব্রাহ্মণতা কে দূর করিবে? পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধান ব্যতীত অশুদ্ধ শূদ্রকল্প কলিসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের কখনই শুদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই ত' শাস্ত্রের অভিমত।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং
জায়তে নৃণাম্॥"

যেমন রসবিধানের দ্বারা কাংস্য কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানানুসারে জীবমাত্রেরই বিপ্রতা লাভ হয়।

এই দীক্ষাদাতা পঞ্চরাত্রাচার্য্য কে? কে দীক্ষা প্রদানে সমর্থ? যাঁহারা গৃহমেধী, কৃষ্ণেতর বিষয়াকৃষ্ট হইয়া পশুজীবন যাপনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের গুরুতা বা দিব্যজ্ঞান-দাতৃত্ব কোথায়? বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্ববিৎ গুরুদেবই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানদানে সমর্থ, তিনিই জীবের অব্রাহ্মণতা দূর করিয়া ব্রাহ্মণ স্বভাব বা ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবাপ্রবৃত্তি উন্মেষ করিয়া দিতে একমাত্র সমর্থ। সদ্গুরুই ব্রাহ্মণতা ও অব্রাহ্মণতা বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত ব্রাহ্মণতা বা ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবা সংরক্ষণে সমর্থ। তাদৃশ সদ্গুরুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া অর্থাৎ নিজেরা অদীক্ষিত অব্রাহ্মণ থাকিয়া কতকগুলি শাস্ত্রবচনের সাহায্যে পরপক্ষের সহিত বাগ্যুদ্ধ করিয়া কোন লাভই হইবে না। বরং তাহাতে দেশে একটী ঘোর অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইবে মাত্র।

দ্বিতীয়-পক্ষের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে,—তাহারা ব্রাহ্মণতা-বিচারে যে শৌক্র সম্বন্ধ আনিয়া ফেলিতেছেন, তাহা নিতান্তই মৎসরতা-জ্ঞাপক ও দেহাত্মবাদিতার পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবাধিকার কেবল মাত্র শৌক্রবিচারে আবদ্ধ থাকিলে, ইহা অপেক্ষা ঘৃণার, লজ্জার, মহামূর্খতার কথা আর কিছু থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান্ গীতায় যে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" এই শ্লোকটী বলিয়াছেন, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীভগবান্ চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে যাহার যে বর্ণ সেই বর্ণে থাকিবার জন্য একটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া পাঠাইয়াছেন, পরন্তু তিনি চতুর্ব্বর্ণের যে ধর্ম্ম তাহাই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা যে বর্ণাভিব্যঞ্জক ধর্ম্মোপেত হইবে, তাহারা সেই বর্ণে নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহাই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য উত্তমরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকায় এই শ্লোকের অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥"

সুতরাং বর্ণবিচারে শৌক্রবিচারপ্রবর্ত্তক জাতির কোন কথা আসিতে পারে না, গুণ এবং কর্ম্ম-বিচার দ্বারাই বর্ণবিচার সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রের বহুবিধ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া মৎসর অবৈধ ব্রাহ্মণব্রুব স্মার্ত্তসমাজ যে সকল বিচারের পক্ষপাতিত্ব-হেতু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎসাদনকল্পে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্তই ঘৃণার কথা। শ্রীমহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব (১৬৩অ০, ৫১) বলেন—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং
ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু
বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং
নিযচ্ছতি॥

—জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—ইহার কোনটীই দ্বিজত্বের কারণ নহে, অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবই একমাত্র কারণ। বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ বৃত্তবিচারের পক্ষপাতী হইয়া যতদিন না বিবদমান পক্ষ দ্বয় দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসংরক্ষক ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরু-পদান্তিকে উপনীত হইতেছেন, ততদিন কে ব্রাহ্মণ আর কে অব্রাহ্মণ—এ বিচারের মীমাংসা হবে না এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যদেবের সেবা-বিমুখতা-হেতু জীবকুল নরকগামী হইতে থাকিবে। দেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ 'আমি ব্রাহ্মণ,' 'আমি ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি অভিমানের প্রাবল্যে জীবগণ যে কি সর্ব্বনাশ আবাহন করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগকে কে-ই বা বুঝাইবে আর কে-ই বা নিজে বুঝিবে? একদিকে স্মার্ত্ত শুক্রশোণিতাভিমানী ব্রাহ্মণব্রুব কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় 'আমি জাতি-ব্রাহ্মণ' 'আমি জাত-ব্রাহ্মণ' করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, অন্যদিকে সেই স্মার্ত্তপদাবলেহী শুক্রশোণিতগর্ব্বী গোস্বামিব্রুবদল 'আমি জাত-গোস্বামী' 'আমি জাতি গোস্বামী' বলিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কে-ই বা ব্রাহ্মণ আর কে-ই বা গোস্বামী—এ সকল বিচার করিবার লোক কোথায়? মধ্যস্থ কে? তাই মনুষ্য-সমাজ আজ এত বিপন্ন।

মনুষ্যসমাজের এই বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—মধ্যস্থ শ্রীভাগবত গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতকে মধ্যস্থ করিয়া ভক্তভাগবতের আনুগত্যে সেই ভাগবতানুশীলন হইতেছে মনুষ্য-সমাজের মঙ্গল। শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদভিন্ন ভক্ত-ভাগবতকে মধ্যস্থ না মানিয়া যাঁহারা প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পরস্পর বাদবিসম্বাদে রত হইবেন, তাঁহারা নিরন্তর সৎসিদ্ধান্তে

প্রকৃত বন্ধু

সংসারে মানবসমাজ সঙ্গ ব্যতীত অবস্থা করিতে পারেনা। যদিও কেহই এই নিত্য চিরদিনের জন্য বাস করিতে আসে না তবুও প্রয়োজনে প্রত্যেকের জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত নিজের প্রকৃতি মত বন্ধু খুঁজিয়া লয়।

'মিত্র' ও 'বন্ধু' শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইলেও বিচারে পার্থক্য আছে। 'বন্ধঃ সম্বন্ধো বিদ্যতেঽস্য' অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া হিতেচ্ছু বা উপকারককে বন্ধু বলে। সে বন্ধু ত্রিবিধ আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু।

আত্মপিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ

আত্মমাতুল-পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ।

পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ

পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ

মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।

মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥

আধিক স্মৃতিশাস্ত্রে বন্ধু নির্ব্বাচনে উপরি উক্ত তিন প্রকার বন্ধুর পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু পারমার্থিক স্বার্থ-বিচারে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ত্রিবিধ বন্ধুর বন্ধুত্বে প্রাকৃত দেহই প্রধান অবলম্বন। পিতামাতা হইতে কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণ প্রাকৃত' কখনও উপনীত হইতে পারিবেনই না, পরন্তু মাৎসর্য্যপর সিদ্ধান্ত দ্বারা কলিপূজা বিধান পূর্ব্বক কলিরই আনন্দ-বিধান করিবেন মাত্র—জগৎ একটি মহা অশান্তি ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিবে।

পরিশেষে আমরা উপরিউক্ত বিবদমান দলের বিচারসমূহে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া একমাত্র ইহাই বলিতে চাই, প্রাকৃত জ্ঞান-বলোদ্দীপ্ত হইয়া তর্কপন্থাবলম্বনে কখনও সেই অবিতর্ক্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ। তর্কপন্থা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপন্থাবলম্বনে ব্রহ্মণ্যতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যদেবের সেবা-রত হইলেই যথার্থ ব্রাহ্মণতা লাভ হইবে, নতুবা বৃথা শাস্ত্র-বিবাদ লইয়া থাকিলে সুদুর্লভ মানব-জীবনের দিনগুলি নিরর্থক ব্যয়িত হইবে মাত্র, তাহাতে দেশের ও সমাজের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। 'তর্কে জিতিব' এই জিদ ছাড়িয়া ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই যথার্থ ব্রাহ্মণ বুদ্ধি। এই ব্রাহ্মণতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কূটতর্ক-তরঙ্গটার আকৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে সাত্বত-শাস্ত্রানুকূল তর্করত্নে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ

রাজত্বে বিচরণোপযোগী দেহলাভ করেন সেই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ-সুখে মত্ত হন এবং দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মনোনিবেশ করেন। পুত্র যেমন নিজকে পিতা মাতা হইতে জাত অভিমান করেন, অপর দিকে পিতা ও মাতা সেই পুত্রের জন্মদাতা বলিয়া অভিমান করেন। এবং নিজকে স্বীয় পিতামাতা হইতে জাত বলিয়া নিশ্চিত ভাবে জানেন। মায়া বিশ্বে এইভাবে বন্ধুত্ব ভাবটী প্রসারিত হইয়া আজ বন্ধুর সূত্রে আবদ্ধ জীবকুল কোথায় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহা না হইয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যাসক্তিটা এত দৃঢ় হয় ভাব ধারণ করিয়াছে যাহাতে স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবকুলের স্বভাবের পথে যাইবার সুযোগ কোন দিন মিলিবে না ঠিক হইয়াছে।

কৃষ্ণ-সেবাভ্রান্ত জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতিতে এই রাজত্বে আগমন। সুতরাং বর্ত্তমান বদ্ধজীবের বিচরণ ভূমিটা তাহাদের পক্ষে আরামদায়ক নহে পরন্তু ত্রিবিধ ত্রিতাপপূর্ণ। এহেন শান্তিক্ষেত্রে, আসিয়া জীবকুলের অপরাধ বিমোচন কার্য্যটাই একমাত্র কৃত্য। সে কার্যটি আর কিছুই নহে ভগবৎস্মৃতি।

ভগবৎ স্মৃতি ও দেহ-স্মৃতি দুইটি বিপরীতধর্ম্মী বস্তু। আত্মজ্ঞানবানই পরমাত্মা ভগবানের স্মরণে তৎপর, আর দেহ-সুখ স্মৃতিপর ব্যক্তি ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। সুতরাং এ জগতে যাহারা জড় দেহকে 'আমি' বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিয়াছেন, তাঁহারা অপর বন্ধুকে হরি সেবায় নিযুক্ত করা ত' দূরের কথা, নিজেরাও সেবা-বিমুখ।

দেহাত্মবাদী জীব যে সেবাবিমুখ, তাহা ভাগবতে 'গোধন' শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিশেষভাবে জনাইয়াছেন পুত্রের জন্মদাতা ও গর্ভধারিণী বলিয়া অভিমানেও যে পিতা মাতা নিজেরা হরিসেবাপরায়ণ হইয়া পুত্রকে হরিসেবায় নিযুক্ত না করেন তাঁহাদিগকেও পুত্রের জনক জননী না হইবার জন্যই কলিতমসাচ্ছন্ন যুগে পুরাণার্করূপে উদিত তারাস্থুর ভাগবত মেঘগম্ভীর শব্দে জনাইয়াছেন।

কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণ কর্ম্মফলানুযায়ী সংসার-গতি লাভ করেন। সেই ভ্রমণ পথে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা ভ্রাতাদিরূপে বন্ধুরূপে মিলিত হন। আবার কর্ম্মানুরোধে নিজ নিজ গতি অনুসারে বন্ধুর নিকট হইতে বিযুক্ত হন—এ কথা ভ্রান্ত জীবেরও আত্মসাক্ষ্যরূপে জানা আছে। এ সংসারে পিতা মাতা লাভ ও বিয়োগ কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। এমন কি যে দেহকে আমরা স্বপ্নেও 'আমি নই' ভাবিতে পারি না—যাহার সুখের জন্য অবিচারে নির্ভীক কার্য্য না করিয়া থাকি, সেই দেহকেও ছাড়িয়া দিতে হয়। তবে দেখা যাইতেছে যে, জগতে সকলই বন্ধুহীন।

জগতের বন্ধু চিন্তা জগৎপতির জীবের জন্য চিন্তাও তাঁহার, তিনি সর্ব্বপ্রভু সুতরাং সকলেরই জন্য তিনি চিন্তিত ও ব্যস্ত। নিত্যে অনাদরকারী অসৎ সঙ্গবুদ্ধি বিশিষ্ট জীবকুলকে বন্ধুহীনতায় নিরাশ্রিত হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জগদ্বন্ধুর হৃদয় কাঁদিয়া যাইতেছে। নিজ সেবকগণের বিমুখতা দর্শনে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহারই অপ্রাকৃত সদৃশ নিজজনগণকে এই রাজ্যে প্রেরণ করেন। তাঁহারাই জীবের নিত্য বন্ধু, প্রকৃত বন্ধু। অনিত্য দেহ সম্বন্ধে বন্ধুগণের মত কিছুদিনের জন্য বন্ধু তাঁহারা নন। তাঁহারা জীবকুলের ইহকালেরও বন্ধু, পরকালেরও বন্ধু। তাঁহারা নিত্যদেহধারী, সুতরাং বদ্ধ জীবের জন্য দেহাভিমান ছাড়াইয়া স্বরূপের পরিচয় অভিমান দিবার জন্য আগত। তাঁহারা নিত্য কৃষ্ণ-সেবাপর, সুতরাং ভোগপর জীবকুলকে প্রভু-সেবায় নিযুক্ত করা তাঁহাদের প্রভু সেবা এবং জীবে দয়া। তাঁহারা নিজেরা বঞ্চিত নন সুতরাং অপরকে বঞ্চনা করেন না। তাঁহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা দেশবাসি-বিশেষের বন্ধু নন—বিশ্বপতির যাবতীয় বিশ্বেরই অধিবাসিগণের বন্ধু। বদ্ধ হউন বদ্ধমুক্ত হউন, সকলেরই বন্ধু ও আশ্রয় তাঁহারা ছাড়া জীবের আর কেহই আশ্রয় নাই, শরণ নাই, পাবন নাই, বন্ধু নাই সুতরাং বিষ্ণুজন বৈষ্ণবগণই জীবের প্রকৃত বন্ধু। এই কথা বন্ধু-নির্ব্বাচনে অসমর্থ জীবকুলকে কৃপা করিয়া শ্রীভগবানই জানাইয়াছেন—

"দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব ..."

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা দেবশর্ম্মা।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আধ্যাত্মিক আদি দুঃখ উপস্থিত হ'লে উদ্বেগ না হ'ন যিনি, কহেন "প্রারব্ধ মোর অবশ্য ভোক্তব্য", উত্তম আহার, সৎকার আদি সুখ উপস্থিতে স্পৃহা-শূন্য যিনি—(অনপেক্ষোক্তব্যাখ্যানে নহে) হইবে; যতক্ষণ কর্ম্মবন্ধ'রূপে রাগহীন, দুঃখে নাই ক্রোধ, ভয় নাই স্বকর্ম্ম দুর্জ্জনে; সদাত্মমননশীল এইরূপ জনে কহি আমি 'স্থিতপ্রজ্ঞ' স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যবহার কহিনু তোমারে।

উপাধিক দেহসুখ সকল জীবেতে উত্তম ভোজন, মাল্য-চন্দনাদি ভোগ লাভ হ'লে বলে না কখন 'আনন্দিত হ'নু' "সে প্রাপ্তিক, হ'ক তিরস্কৃত" কিম্বা লাভের অভাব, যেথা কভি মাত্র বলে "সে পাপিষ্ঠ শীঘ্র তব হউক মরণ"। ভক্তি-নিন্দাক্রমাবাদী মানবে যেজন 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলি তুমি জানিবে তাহারে। স্বকর চরণ কূর্ম্ম যথা ইচ্ছামত অভ্যন্তরে করয়ে গ্রহণ, সেইরূপ যবে এই যোগী, স্বাধীন ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি হইতে অনায়াসে ইচ্ছামত করে সংহরণ, 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলি তুমি জানিবে তাহারে। কহিনু তোমারে এই স্থিতপ্রজ্ঞ-স্থিতি। যদি বল 'যোগাভ্যাস বিমূঢ়-মূঢ়ের ইন্দ্রিয়ের অপ্রবৃত্তি বিষয় সকলে, স্বভাবতঃ দেখি' বল কিরূপে বুঝিব স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ'? শুন তবে,—রোগার্ত্তির করে, কিম্বা মূঢ় বুদ্ধজন, ত্যজিয়া ভোজন-পান আদি যদ্যপি নিবৃত্তি লভে বিষয়-গ্রহণে তথাপি বিষয়-তৃষ্ণা না করে বর্জ্জন, অন্তর হইতে, প্রকাশিবে কার্য্যে তাহা; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞজন যদ্যপি সমর্থ রসাদি গ্রহণে, তথাপি বিষয়রাগ হয় নিবর্ত্তিত অনুভবি' স্বপ্রকাশ আনন্দ আত্মারে। গ্রহণসামর্থ্যসত্ত্বে বিষয়-বিরাগ পররস দেখি, এই স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ,—নহে ব্যভিচার॥ এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা অত্যন্তদুর্লভ, শুন বিপরীত। শুষ্কজ্ঞানমার্গগামী পণ্ডিত সকল, বিরাগ লভিতে চিত্তে করেন যতন জড় উপরতি বশে, কিন্তু তাহে ক্ষোভকারী অত্যন্ত ইন্দ্রিয় হঠাৎ কখন মনে করিয়া হরণ বিষয়-গ্রহণ-কালে বলাৎকার করি। অতএব চোর হ'তে মহানিধি হেন রক্ষণীয় জ্ঞাননিষ্ঠা ইন্দ্রিয় হইতে॥ ৬০॥

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সিলেটের-লোকজন দেখলেও কিন্তু তাদের সঙ্গে খুব ঠাট্টা তামাসা করে। সিলেটের লোকেরা যেমন ক'রে কথা বলে নিমাই তাদের ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে তেমন করে কথা বলে। তারা রাগ করে বলে তোমার বাপ-দাদারা সিলেটের লোক তাদের কি সিলেটে জন্ম হয় নি? তুমি তো সেই সিলেটের লোকেরই ছেলে তবে তুমি আমাদের ভাঙাচ্ছো? নিমাই উপহাস ছেড়ে দেন, সে কথা কিছুই শোনেন না। [illegible]

ছাড়ে দিয়ে যখন ডাকাডাকি করে, তখন পালিয়ে যায়, মধুকে না পেয়ে তারা খুব তর্জন-গর্জন করে। নিমাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। কোনদিন যদি কেও ধরতে পারে তবে শিকদারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কোঁচা ধরে টানাটানি করে। তারপর নিমাইয়ের মিথ্যে এসে মিটমাট ক'রে দেন।

সিলেটের লোকেদের সঙ্গে নিমাই, যেমন রগড় করে, ঢাকার লোকেদের সঙ্গে সে রকম নয়, আর এক রকম। ঢাকা থেকে 'নবদ্বীপ' দেখবার জন্য দলে দলে লোক আসে, তাদের সঙ্গে প্রায়ই একটা করে লাউএর খোল (বা ওলাস) থাকে এর মধ্যে পান, সুপারী, চকমকী, সোনা আরও কত জিনিষ থাকে। নিমাই কোন দলে এই বাউলাস দেখলেই পা আড়ে আড়ে থাকে, যেই লোকগুলো একটু এদিক ওদিক হয়, অমনি সেটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা বাওলাস ভাঙা দেখে সব্বাই মিলে চেঁচামেচি করতে থাকে, দেখে শুনে নিমাই বড্ডো খুশী হয়।

সব লোকের সঙ্গেই নিমাইয়ের এই রকম ভাব, কেবল মেয়ে মানুষের সঙ্গে নিমাইয়ের কোন কথা নেই। এমন কি মেয়ে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে না। তাদের কথা কানে শোনে না। এটা যেন নিমাইয়ের স্বভাব।

"এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধজনে॥"

নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে সব ছাত্রকে পড়ায়, আর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, ছাত্রেরা নিমাইকে ঘিরে বসে শোনে। কেও কেও নিমাইয়ের মাথায় বিষ্ণুতেল মালিস করে আর ব্যাখ্যা শোনে। সকাল থেকে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কত রকমে ব্যাখ্যা ক'রে যে সব ছেলেকে বুঝিয়ে দেন, তা আর বলে শেষ করা যায় না। বেলা দুপুর হলেই সব ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে যায়। এদিকে আবার রাত দুপুর পর্য্যন্ত সকলকে পড়ায়, কে কেমন শিখেছে তা দেখে, কেও না পারলে কি ভুলে গেলে আবার তাকে বেশ করে বলে দেয়, বুঝিয়ে দেয়। ছেলে পড়া'য়ে নিমাইয়ের যেন বড় আনন্দ। এই রকম আনন্দে পুব মান সঞ্জয়ের সুতো নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে ছেলে পড়াতে লাগলো।

শচীদেবীর মনে বড় দুঃখ। ছেলের আবার বিয়ে দিতে পারলে যেন মনের দুঃখ দূর হয়। সব সময় ভাবেন কোথায় মেয়ে পাব—কেমন করে বা আবার বিয়ে দেব। আবার মেয়েটা একটু বেশী বয়েসের হবে, বাড়ী এলেই ঘরকন্না করতে পারবে, কিছু শিখতে হবে না। এ আশাও খুব—এ ভাবনাও হতে লাগলো। ঘটনাচক্রে সবই ভগবানের হাতে, মানুষের ভাবনায় কি হবে? শচীদেবী তলায় তলায় সর্ব্বত্র নবদ্বীপের মেয়ে খোঁজ করতে লাগলেন—ভাল মেয়ে ভাল ঘর চাই। যেমন লক্ষ্মী বৌ ছিল, তেমনটী হলেই মনে যেন বড় আহ্লাদ হয়। নিজেও খোঁজ করতে লাগলেন, গিন্নী-বন্নীদের কাছে ছেলের বিয়ের কথা বলে তাদের দিয়েও মেয়ে খোঁজ করতে লাগলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

নদীয়া-জিলা ছাত্র-সম্মেলন

বিগত ৩রা এপ্রিল সহর নবদ্বীপের ছাত্রগণের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, নদীয়া-জিলা-ছাত্রসম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন নবদ্বীপ সহরে হইবে। তন্নিমিত্ত একটী অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিতাই চাঁদ ভট্টাচার্য্য উক্ত সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ মজুমদার উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

মীরাট ৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মীরাট জেল হইতে কবুল নামে এক কয়েদী পলায়ন করিলে ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন কয়েদীদের সহিত তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বর্গের সাক্ষাৎকার হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হাজতসমূহ তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সমস্ত অঞ্চলে টেলিফোনযোগে জানান হয়। অতিরিক্ত পুলিশও আমদানী করা হয়। কবুল অন্যান্য কয়েদীদের সহিত জেলের মাঠে কাজ করিতে গিয়াছিল, তথা হইতে সে ওয়ার্ডারদের অলক্ষিতে পলায়ন করে। তাহাকে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপারে সহরে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রিন্স জর্জ্জ

গত ৩রা এপ্রিল হইতে প্রিন্স জর্জ্জ পররাষ্ট্র দপ্তরে তাঁহার কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, মহামহিমান্বিত সম্রাট প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, রাষ্ট্রীয় দপ্তরে শাসনকার্য্যে ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রিন্স জর্জ্জ পররাষ্ট্র বিভাগে কার্য্য শিক্ষা করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ৬ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ "জীবের জন্মমৃত্যু রহস্য" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজীর বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

ভীষণ দুর্ঘটনা
৬ জনের মৃত্যু ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন

রেঙ্গুণের ৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর বয়লার ঘরে এক বিষম দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটা বয়লার ফাটিয়া যাওয়ায় সেই ঘরের দেওয়াল পড়িয়া যায়। ফলে সেখানে যাহারা কাজ করিতেছিল, তাহারা সকলেই চাপা পড়ে। তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে ৯ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আহত লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯ জনের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বাকী ৩ জনের অবস্থা সঙ্কট-জনক। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে।

আরও ৩ জনকে স্তুপের মধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে।

ভীষণ শিলাবৃষ্টি
(সংবাদদাতার পত্র)

প্রকাশ, পাবনা জিলার রবিগঞ্জ থানার অধীন, ঝাপদা, কাজীপুর, কুমারগাতী, মহেশপুর ইত্যাদি কতিপয় গ্রামে ২০শে চৈত্র বুধবার বেলা ৩ টার সময় হইতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। ঝড়ে কাহারও তেমন বিশেষ ক্ষতি করে নাই, কিন্তু এমন ভাবে শিল পড়িয়াছে যে, যাহারা ধান, পাট ইত্যাদি বপন করিয়াছিল, তাহাদের বিশেষভাবে ক্ষতি হইয়াছে। বৃষ্টি প্রায় ১ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল, ইহার মধ্যে ১৫২০ মিনিট কাল অনবরত শিল পড়ে, এরূপ ভাবে শিল বোধ হয় ১৫।২০ বৎসরের ভিতর পড়ে নাই। এবার দেশে আদৌ আম নাই। যাহাও ২।১টী ছিল, তার কোন চিহ্ন কোন গাছেও নাই।

চলন্ত ট্রেণ ও অশ্ব শকটে ভীষণ সংঘর্ষ

মহিলার দেহ খণ্ড খণ্ড ও ঘোটকীর মুণ্ডচ্ছেদ

গত ৫ই এপ্রিল প্রাতে ৮টার সময় অমৃতসর রামবাগের মোড়ে এক ভীষণ দুর্ঘটনার ফলে দুইটী মহিলা ও একটি ঘোটকী, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং বৃদ্ধ কোচম্যান ও একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ মহিলা দুইটি ও বালকটি বুন্দালা গ্রাম হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা পথমধ্যে রেল রাস্তা পার হইবার জায়গায় আসিয়া দেখেন যে গেট বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু বামদিকের তারের বেড়া ভাঙ্গা দেখিয়া তাহার দরোয়ানের নিষেধ সত্ত্বেও সেই স্থান দিয়া পার হইতেছিলেন সেই সময়ে একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া পড়ে। বৃদ্ধ কোচম্যান ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরে, কিন্তু ঘোড়াটি ভীত হইয়া পশ্চাৎ দিকে চলিয়া আসে, অমনি চলন্ত ট্রেণের এঞ্জিনের সহিত ধাক্কা লাগে। তাহার ফলে মহিলা ২টি ও ঘোড়া ২৫ গজ তফাতে ছিটকাইয়া পড়ে। ঘোড়াটি দ্বিখণ্ডিত হয় ও মহিলা ২টি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। কোচম্যান ও বালকটি আঘাত প্রাপ্ত হয়। ট্রেণখানির সেখানে দেড় ঘণ্টা বিলম্ব হয়। পুলিস আসিয়া শব লইয়া যায় এবং কোচম্যান ও বালকটীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ভারতের জন্য বর্ম্মাবৃত শকট
পথহীন প্রদেশে যাইবার উদ্দেশ্য

লণ্ডনের ৪ঠা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, হোয়াইট হলে একখানি নূতন রকমের বর্ম্মাবৃত শকট প্রদর্শিত হইবার কালে স্থানটী লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই শকটের উপরিভাগে একটা স্তম্ভাকার চূড়া আছে ঐ চূড়ার ছিদ্রপথে দুইটী কামানের মুখ দৃষ্টিগোচর হয় এবং একটি সার্চ্চলাইটও আছে।

ভারত-সচিবের দপ্তরের সম্মুখে সার ক্লড জেকব উহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। প্রকাশ যে, ভারত-বর্ষের পথহীন প্রদেশে উহা পরিচালিত হইবে।

—দৈঃ বসুমতী

পিতৃদর্শনে যুবরাজ

গত ৩রা এপ্রিল যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বার্লিনে পিতৃদর্শনে গিয়াছিলেন। বার্লিনে যাত্রা করিবার কয়েক মুহূর্ত পূর্ব্বে তিনি তথায় যাইবার মানস করেন এবং তৎক্ষণাৎ ইয়র্ক ভবন হইতে ক্রেগওয়েল নিবাসে টেলিফোন দ্বারা সংবাদ পাঠান। তৎপরে তিনি নর্থোল্ট বিমানাগারে মোটরগাড়ী আরোহণে গমন করেন, ঐ স্থানে সর্ব্বদাই তাঁহার জন্য একখানি ৩৫ আসনযুক্ত বিমান প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তিনি চাইচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী ট্যাংমিয়ার বিমানাঙ্গনে উপনীত হন এবং তথা হইতে মোটরগাড়ী আরোহণে ক্রেগওয়েল নিবাসে গমন করেন।

বিমানখানি ট্যাংমিয়ার আগারে অপরাহ্ণ কাল পর্য্যন্ত ছিল। যুবরাজ ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ৩৮ মিনিটের মধ্যে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যদিও সে সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল, যুবরাজ তাহাতে কিছুমাত্র দৃকপাত করেন নাই।

বারাণসীর

তুলার কলে ধর্ম্মঘট

বারাণসীর ৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, বেনারস তুলা ও রেশম কলের কর্তৃপক্ষের নির্দ্দয় ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ বয়ন বিভাগের এক শতের উপর তাঁতী ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের প্রতি সহানুভূতির বশে অন্যান্য বিভাগও বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটকারিগণ বলে যে, তাহাদের নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় এবং বিশেষ আবশ্যকতা পড়িলেও তাহারা কাজ ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

মহীশূরে নিজামের আগমন

গত ৪ঠা এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥০ ঘটিকায় নিজাম বাহাদুর সদলবলে মহীশূরে পদার্পণ করিলে উক্ত রাজ্যের মহারাজা, দেওয়ান, রাজকর্ম্মচারী এবং বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। মহারাজা ও নিজাম বাহাদুর রাজশকটারোহণে যখন যাইতেছিলেন, তখন দর্শকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করে এবং টাউন স্কোয়ারে তাঁহারা আগমন করিলে মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি এই রাজ অতিথিকে পুষ্পোপহার দান করেন।

কুষ্টিয়ার বিতাড়িত ছাত্র

পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে তদন্ত

ম্যাট্রিক পরীক্ষার উপলক্ষ্যে ছুটির পর স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গত ২রা খুলিয়াছে। ৬টী ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ায় ছাত্রদের অভিভাবকবর্গ একটী সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটী তদনুসারে বিদ্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শককে উক্ত বহিষ্কার-আদেশ রহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই এই বিষয় তদন্ত করিতে এখানে আসিবেন। স্থানীয় লোকসকল ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

অদ্ভুত প্রতারণা

বগুড়া জেলার শেরপুর হইতে একটী প্রতারণার সংবাদে প্রকাশ, জনৈক বেদীয়া স্ত্রীলোক স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরেন গুপ্তের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলে যে তাহার নিকট প্রায় ৭ শত স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং কবিরাজ তাহাকে মাত্র ৭ শত টাকা দিলে সে তাঁহাকে উহা প্রদান করিবে। প্রকাশ, উক্ত কবিরাজ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া উক্ত টাকা প্রদান করেন। উক্ত রমণী মোহর করা একটী বাক্স তাঁহাকে প্রদান করে এবং পরদিন প্রাতের পূর্ব্বে উহা খুলিতে নিষেধ করে। পরদিন প্রাতে উক্ত কবিরাজ বাক্সটি খুলিয়া দেখেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড মাত্র রহিয়াছে। পুলিশে সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চীনে জাতীয়দলের জয়লাভ

তুঙ্গানী সৈন্যদলকে জাতীয়দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলিলেও তাহারা তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিয়া বসে। এই জন্যই গভর্ণর বিদ্রোহী দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সৈন্যাধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি তাঁহার সদর খালী করিয়া দিতে বাধ্য হয়েন। বৃটিশ মিয়ার ম্যাডমিরাল টুইডীকে চীনা কর্ম্মচারীরা শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে বলেন। মিয়ার ম্যাডমিরাল সে সাহায্য করেন। বৃটিশ প্রজাদের ধন প্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠে, কিন্তু সেনাপতি বলেন, এখনও অবস্থা সেরূপ গুরুতর হয় নাই। যাহা হউক, উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছে। নানকিনের সৈন্যেরা আজ শান্তভাবে সহর অধিকার করিবে বলিয়া মনে হয়।

এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

২০জন নিহত ও ৬০জন আহত

কিউবিওর নিকট গত ৫ই এপ্রিল ক্রিস্‌মিউ বুখারেষ্ট এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। ৩টি যাত্রিপূর্ণ গাড়ী উল্টাইয়া যায়। ২০ জন যাত্রী নিহত ও ৬০জন গুরুতররূপে আহত হয়। ঝড়বৃষ্টি ও বরফপাতের জন্য যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

খড়্গ বাহাদুরের অভ্যর্থনা

পাঠকগণ অবগত আছেন, কর্ম্মবীর খড়্গ বাহাদুর সিংহের মুক্তির জন্য দেশবাসীর লাট ও বড় লাটের নিকট একাধিক ডেপুটেশন প্রেরণের ফলে কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রাজসাহী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

এই সদ্য-কারামুক্ত কর্ম্মবীরের সমুচিত অভ্যর্থনা ও কলিকাতাবাসীর জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের নিমিত্ত গত ১৫ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ৫॥ ঘটিকার সময় টাউনহলে শ্রীমতী নাগশ্রী দেবীর সভানেতৃত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

সীমান্তে সমর সরঞ্জাম তৈয়ার

প্রকাশ, পেশোয়ার হইতে কোহাট যাইবার রাস্তার দুইধারে ছোট ছোট মাটীর ঘরে এক প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণাগার বসিয়াছে। ঐ সকল ঘরে আফ্রিদী প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা গোপনে বন্দুকাদি প্রস্তুত করে। ও ঘণ্টা প্রভৃতি তৈয়ার করে। এক একটী রাইফেল তৈয়ার করিতে তাহাদের বহু সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু এ পরিশ্রম যথেষ্ট অর্থার্জ্জন হয়, কারণ, সীমান্ত অঞ্চলে অস্ত্র-শস্ত্রের চাহিদা খুব বেশী।

বর্ত্তমানে ঐ সকল 'কারখানা'য় দিবারাত্র কাজ চলিতেছে। টোটা ভর্ত্তি করার জন্য প্রত্যেক আফ্রিদী বালককে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকরাও কারিকরদের সাহায্য করিতেছে। সিমান্তে হাঙ্গামার জন্যই এ সকল কারখানার কাজ বাড়িয়া গিয়াছে।

রেলে লণ্ডন হইতে বাগদাদ

ইংলণ্ড হইতে তুরস্ক ও ইরাকের মধ্য দিয়া রেলপথে যাইতে ১০ দিনে বাগদাদে পৌঁছান যায়, যে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে ঐ পথে নিয়মিত ভাবে ট্রেণ চালাইবার ব্যবস্থার জন্য আনাটোলিয়ার কাহদার পাশা নামক স্থানে তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া ও কুর্দ্দিস্থানের রেলওয়ে প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে সাব্যস্ত হইবেন। নিসিবাইন ও মোসলের মধ্যে মোটরের ব্যবস্থা থাকিবে।

কৃষ্ণনাথ কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রদের প্রায়োপবেশন

বহরমপুরের ৪ঠা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষের অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ উক্ত কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ গত ৩রা রাত্রি হইতে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছে।

প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ষ্টেপলটন কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করে। অতঃপর বি, এস, সি ক্লাসের জনকয়েক ছাত্র খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা অধ্যক্ষের নিকট জানাইতে যায়। ইহাতে অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন। কারণ হরতালের পর হইতে অধ্যক্ষ ও ছাত্রদিগের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। অধ্যক্ষ হরতালের জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিতে আবেদন পেশ করিতে আদেশ দেন।

এইরূপ ভর্ৎসনার ও উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ ছাত্রেরা অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছে।

৬ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় জনসাধারণেরও একটি প্রতিবাদ সভা হইবে।

নদীয়াপ্রকাশ

পরিক্রমা ও উৎসব-সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও উৎসবের বিবরণ ৪র্থ খণ্ড ১৬ সংখ্যা হইতে ২৫ সংখ্যা এই দশ দিনের নদীয়া-প্রকাশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ।০ চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই এই সংখ্যা সমূহ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংখ্যা-সমূহ পাঠ করিলেই দ্বীপ-সমূহের বিবরণ, পরিক্রমার বিবরণ, ত্রিদণ্ডি-পাদগণের ও অন্যান্য গুরুবৈষ্ণবৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত বক্তৃতা, হরিকথা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই অপূর্ব্ব সুযোগের নিমিত্ত সত্বর অগ্রসর হইতে আমরা প্রার্থনা করি, বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

১৮শ খণ্ড, বৃন্দাবনমাস—১৩৩৫

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কুলিয়া নবদ্বীপের ঠাকুরবাড়ী-ওয়ালাদের ভেটপ্রথা, তথা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যাপার লইয়া কত লোক কতবার কত প্রকারে কে কত প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন এক দিন যাইতেছে না, যেদিন আমাদের কর্ণে তাঁহাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপতার সংবাদ প্রবিষ্ট হইতেছে। ঠাকুরবাড়ীওয়ালা গোঁসাই মহাপুরুষেরা তাহা অম্লানবদনে হজম করিয়া যাইতেছেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে বড়ই ঘৃণা ও লজ্জার কথা। যাহা ধর্ম্ম হওয়ার কথা দূরে থাকুক, সাধারণ নীতি-গন্ধ পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত, তাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইয়া লোকবঞ্চনা-মুখে আত্মবঞ্চনা করিয়া যে কি লাভ, তাহা তাঁহারাই ভাল করিয়া বিচার করুন। উদরভরিতার ফলে যে তাঁহাদিগকে কি ভীষণ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে হইতেছে, তাহা কি তাঁহাদের একবারও ভাবিবার বিষয় হইবে না? শুধু তাঁহারা নিজেরা নহে, সঙ্গে সঙ্গে যে কত নিরীহলোককে বিপথগামী করিতেছেন, ইহা আরও দুঃখের বিষয়।

শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম-মন্ত্র এবং তাঁহারই অভিন্ন শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রকে ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করা যে সাত্বত-ধর্ম্ম-মর্য্যাদার কতদূর হানিকারক, সাত্বত-সদাচারবিগণের কিরূপ মর্ম্মান্তিক বেদনা-প্রদ, তাহা উপলব্ধি করিবার লোকের আজ বড়ই অভাব। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দর্শন বিক্রয়ের ফলিতে নাই, একজ দর্শনার্থিগণ তাঁহাদের শ্রদ্ধানুযায়ী উপায়ন প্রদান করুন, তদ্বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু সেই উপায়ন সমূহ শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তসেবায় ব্যয় না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করা নিশ্চয়ই সাধু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য। ভক্তকাঞ্চন সেবোপকরণ কি আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল অপরাধী দেহ গেহ পোষণের ভোগ্য হইবে? ভক্তকাঞ্চন উচ্ছিষ্টভোজী [illegible] অন্যথা তাঁহাদের কেবল-পাপের ভাগী [illegible] হইতে পারি। যথা-যোগ্য বিষয় অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণের প্রসাদ না [illegible] গ্রহণ করাই আমাদের যথার্থ [illegible] পরিচয়, তাহা না করিয়া [illegible]

[illegible] গৌড়-বঙ্গাদিস্থানে ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিবংশ হইয়া শ্রীগোবিন্দের উপায়নের প্রতি লোভ আদৌ সমীচীন নহে।"

এ সকল কথা লইয়া পূর্ব্বেও বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। একই কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে না। কুলিয়ায় যে সত্যানুরাগী সৎলোকের নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আশা করি, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া এ সকল বিষয়ের যাহাতে শীঘ্র যথোচিত প্রতীকার হয়—তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। দেশ-বিদেশের লোক আসিয়া কুলিয়ার ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইবেন, অথচ কুলিয়াবাসীর মর্ম্মে সেজন্য কোন আঘাতই লাগিবে না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। একে কুলিয়ার সহজিয়া সখিভেকী গৌরনাগরী ও মর্কট-বৈরাগি-দলের কার্য্য দেখিয়া শিক্ষিত সমাজ 'ছি' 'ছি' করিতেছেন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপরই বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন, মনে করিতেছেন গৌরভক্তের সজ্জাটী বুঝি কেবল ব্যভিচারেরই প্রশ্রয় দিবার জন্য, তাহার উপর ঠাকুর-সেবার নাম করিয়া কুলিয়াকে একটী ব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে দর্শন যে তাঁহাদের নিকট কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায় যে কেবল কুলিয়ায় প্রচলিত, তাহা নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই অপরাধজনক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে, তবে তন্মধ্যে কুলিয়ার কাণ্ডটী যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি। আশা করি কুলিয়ার শিক্ষিত সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনায় মনঃসংযোগ করিবেন।

যে নবদ্বীপ একদিন কলিযুগপাবনাবতারী সর্ব্বচৈতন্যশিক্ষা গৌরসুন্দরের আনা নাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, অত্যন্ত কুতার্কিক, মায়াবাদী, পাষণ্ড কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তকুল পর্য্যন্তও যে বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, যে নবদ্বীপ হইতেই প্রেমরস-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া সমস্ত জগৎ প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, আজ সেই নবদ্বীপে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে, একথা শুনিতেও অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়—হৃদয় ফাটিয়া যায়! যে গৌরসুন্দর পরম-নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারক, সেই গৌরাবির্ভাবস্থলী পুণ্যপদ নবদ্বীপে আজ মাৎসর্য্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা বড়ই মর্ম্ম-তুদ। যে নবদ্বীপ একদিন কোটি কোটি গৌরভক্ত-নিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহলে মুখরিত হইয়াছে, এখনও কোন কোন ভাগ্যবান্ জন যে কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন, সেই নবদ্বীপ আজ [illegible] বাউল সহজিয়া সখিভেকী, আউলে গোষাই

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল অবতার, চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া ব্যক্ত করিয়া তাহাই বিতরণ করিতে মুক্তহস্ত। যাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তি-রসমাধুরী অযোগ্য-জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দ-নন্দনের অপার মধুরিমা ভজন-পারঙ্গত অপরাধমুক্ত সিদ্ধাসিদ্ধেরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীনন্দন বদান্য-শিরোমণি বলিয়া তুর্ণিত, প্রাকৃত সমস্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া তুলিতা সকল বিচারমুক্ত করিয়া পরতত্ত্বের ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। বদ্ধজীবকে আত্মবিদ্যা কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়াভিনিবেশ ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় অজ্ঞান-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অমনাদন হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত বিতাড়িত হইবেন। আরাধ্যবস্তু গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিও সকল

দলের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লভ্য কলি-কলরবে মুখরিত হইবে, ইহা নিতান্তই অসহনীয় ব্যাপার।

সত্য সত্য সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হউক, জগদ্গুরু জগৎপ্রিয়কর করুণাবতার নিত্যুত্তর, যুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-কথা—সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের কথা কোটিকণ্ঠে নিনাদিত সংকীর্ত্তিত হউক, গৌরপ্রেমরসসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া আবার বিশ্বকে প্লাবিত করুক, গেহে গেহে তুমুল হরি-সংকীর্ত্তন ধ্বনি উত্থিত হউক, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কদম্ব শোভা পাউক, বেদগুহ্য উন্নতোজ্জ্বল রস প্রচারিত হইয়া আপামরে সেই রস-সিন্ধুর তরঙ্গে ডুবিয়া যাউক, দ্বেষ, হিংসা, মৎসরতা, কোটিল্য, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা, জড়ৈশ্বর্য্য প্রভৃতির আক্রমণ প্রভৃতি অবৈষ্ণব অনাচার জীবহৃদয় হইতে চির-তরে উৎসাদিত হউক, কৃষ্ণসেবোন্মুখে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করুক, বিশ্বে শান্তি সংস্থাপিত হউক, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।

ঈশ্বরের ঈশ্বর ও জগতের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি, এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়, শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব, বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত স্বরূপ-বৈভব-সমূহ প্রাভব প্রকাশ বাসুদেব-প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয় বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনা-সমূহ, রেবতীপ্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, রুক্মিণ্যাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর মহামাধুর্য্যের একমাত্র বিষয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ রাধিকার নিজ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর সম্বন্ধবিরহিতে নিত্য লীলা বিলাস করিতেছেন। আশ্রয় ভাবাঙ্গী-কারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয় ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্য লীলা নাই। সেই মধুর-রসদাতা বদান্য হওয়া শ্রীরূপের নিকট 'নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ' বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী-সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না—বলিয়াই সেই মহাবদান্য প্রভুই তাঁহার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন-বন্দ্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয় আভীর-ভজনে বা গৌর-লীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই এই পরম সত্য মহা বদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর নাগরীর অবৈধ ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
তবে শ্রীবাস তার (ছোট হরিদাসের)
মৃত্যুর কহিলা।
বৈছে সকল ছৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

সনাতনমর্ত্তাগ এই বৈষ্ণব আচার ।
গৌরিবননী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥
স্ত্রীসঙ্গ, কুসঙ্গ, সঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ ।
কেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত ব্যক্তি ভাবে অঙ্গ ॥

যে সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে সঙ্গ ত্যাগ তাঁহাদের ন্যায় অভীষ্ট জানিয়া পালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌর-নাগরীগণ বদান্ত একথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্ত তাহাও বুঝিবে না । বদান্ত শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দ্দোষ মধ্যমাবস্থায় ভাবি বালকগণের ও মল-পন্ডিতগণের জন্যই রস শাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত স্থূল, সূক্ষ্মভাবে জানাই-য়াছেন । সেজন্য অবরাঙ্গ গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্ত তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই ।

কোন গৌরভক্ত মিথ্যাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না, যে লীলা আশ্রয়তাবাজী-কারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই, যা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই সেই মিথ্যা নাগরীভাব, মিথ্যা কল্পনা করিয়া মিথ্যাভক্ত সাজিবার আবশ্যক কি ? মিথ্যাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্র-চরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূল কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্‌যুক্তি বা মহাজন-পথ না পাইয়া আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তিনী বৈধিনী সাজাইবার আবশ্যক কি ? কোন বদান্ত মিথ্যাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না । পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা মহাবদান্ত গৌর-সুন্দর বলেন না । যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরিসেবাবিমুখ নিজ ফলভোগময় কোন পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না । ভক্তগণকে হরি-বিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগতাৎ-পর্য্যপর নদীয়া-নাগরীসহ ব্যভিচার করেন নাই, রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর সহিত গৌরপার্ষদ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই । যাহা মীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর সাথে নাচন : অতঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর শ্লোকের কুব্যাখ্যাদলে গৌরনাগরী নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্ত জগদ্‌গুরু না বলিয়া ভোগপর ব্যভিচারী বলেন ইহাই আশ্চর্য্য । কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময় এরূপ ভ্রম ধারণাই নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী-গণকে বিপথগামী করিয়া গৌরবিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে ।

আশা করি, বদান্ত শুদ্ধ গৌরভক্ত, মিথ্যা গৌরভক্তগণকে যাই কাঁদুক অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড় ভোগতাৎপর্য্যপর গৌরনাগরীদের হৃদগত কাম বিনাশ করিবেন, এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌর-ভক্ত তাঁহাকে বদান্ত বলিয়া সকলেই জানিবে ।

ভোগের নিদান

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভৃঙ্গ)

হরিবিমুখতাই ভোগের নিদান । ইহ জগতে আমরা বিচারনিপুণতা দ্বারা অপরাপর জাগতিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই, কিন্তু যে কারণে আমরা ভব মহা দাবাগ্নিতে ভস্মী-ভূত হইয়া যাইতেছি, তাহা অনুদ্ঘাটিত অবস্থায়ই রহিয়া গেল । ইহা বড়ই পরি-তাপের বিষয় । সর্ব্ববিপদুন্মূলনযোগ্য মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও সেই তথ্যানু-সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু থাকিলাম ।

শ্রীশুকদেবের উক্তিতে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণমূলে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীভগবদ্‌-বিস্মৃতিই একমাত্র ভোগোৎ-পাদক । যে দেশে, যে সমাজে প্রকৃতি-মূলে শ্রীভগবৎ-সেবানুশীলন যত কম, সেই দেশে সেই সমাজে ভোগপ্রবণতা তত অধিক । শুধু আহারবিহারের ঠাট বাট লইয়াই নিয়ত সকলে ব্যতিব্যস্ত । 'ভগবান্‌ আছেন, তিনি সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা, তাঁহার সেবা করা প্রত্যেকের প্রয়োজন', একথাটা ভোগময় রাজ্যে স্থান পায় না । বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে ভগবদ্ভজন ব্যাপারটি এক-রূপ অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়াই আধু-নিক শিক্ষিতাভিমানীর ধারণা । তাই অনেক সময় আমরা অনেকে ভগবানকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেরাই সে আসনে উপবিষ্ট হইবার প্রয়াস প্রদর্শন করি, অথবা ভগবান্‌ আমারই মত একজন জন্মমরণশীল, দেশকালপাত্র-ভেদে কাল কর্ম্মস্বভাবযুক্ত মনে করিয়া দৈবী মায়ানু-গত্যে শাক্তের পন্থাবলম্বন করি ।

আমরা শ্রীভগবদনুগত্যে শুদ্ধসত্ত্ব-বিচারে স্ব স্ব অনুভববলে ইহাই পরিজ্ঞাত হই, যখনই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-ভোক্তা শ্রীভগবানকে স্মরণ পথের বাহিরে রাখি, তখনই ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা মায়া-সাহচর্য্যে ভোগবুদ্ধি প্রবল হয় । দুষ্পারা মায়া আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া কেবল ভোগময় ভূমিকাতেই বিচরণ করায় । তাহাতে মায়া ছাড়া আর কিছুই দেখি না । ভগবান্‌ বলিতে কোন বস্তুর বাস্তবতা হৃদয়ে স্থান পায় না, বাস্তব রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কল্পনাময় জগতে বিচরণ করিয়া আকাশ গড়া অনিত্য ব্যাপারে বস্তুর বাস্তবতা জ্ঞান হারাইয়া নাস্তিক হই । যতক্ষণ পিশাচী মায়া হৃদয়সিংহাসনে আসন পাতিয়া বসিয়া আছে, ততক্ষণ আমিও পিশাচীর সেবকসূত্রে নিশাচর থাকি । তখন কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভোগময় চেষ্টাই আমার উদয় থাকে । মুখে বলি 'আমি

সঙ্গ-প্রভাব

আমরা, বাল্যকাল হইতেই পাঠ্য পুস্তকে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছি, 'স্বর্গসঙ্গে মালা কোথ হটে, সৎসঙ্গের অনেকগুণ' । কিন্তু সঙ্গ জিনিষটা কি ? সৎ কি ? অসৎ কি ? এই সকল বিষয়ে বিচার-চর্চ্চা লাভ করি নাই । শুধুই মতবাদ বুলি আওড়াইয়া আসিয়াছি । "সৎ"শব্দটী নিত্য, সনাতনবাচক । যাহা দেশে কালাতীত, কুণ্ঠা বা মায়াগর্ব্ব-বিবর্জ্জিত বৈকুণ্ঠ, বস্তু অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ও বিষ্ণুসম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুই নিত্য ও সৎ, তদতীত অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অবস্থা মাত্রেই অনিত্য ও অসৎ । কৃষ্ণেতর অসদ্বস্তুর সেবকসূত্রে যতকিছু সবই অসৎ । অতএব সদসৎ বিচারে নিপুণতা না থাকিলে, অসদগুণীর প্রতি প্রায় বিক্ষেপে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক । হইতেছেও তাহাই । সেই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে সদসৎ বিচার প্রয়োজন, তৎপর সঙ্গ বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক ।

"দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্‌ক্তে, ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌ ।"

এই ষড়্‌বিধ ক্রিয়াই সঙ্গের লক্ষণ । যিনি যাহাকে প্রীতি করেন, তিনি তাহার সহিত উক্ত ষড়্‌বিধ কার্য্য দ্বারা সঙ্গ করিয়া থাকেন । সুতরাং এই কার্য্যগুলি কৃষ্ণেতর সেবক অসতের সহিত হইলে অসাধু-সঙ্গে অসাধু হওয়া যায় আর কৃষ্ণকার্ষ্ণ বস্তুর সেবক সাধুর সঙ্গে হইলে সাধু হওয়া যায় । অসৎ সঙ্গ ভক্তিপ্রতিকূল আর সাধুসঙ্গ ভজনের মূল । অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গই করিয়া থাকেন । যেহেতু সাধুগণ উপদেশাদি-দানে চিত্তের যাবতীয় ক্লেশ নাশ করিতে সমর্থ ।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

"সাধুসঙ্গকৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥

সাধু কহি নহে ভগবদিচ্ছার কৃত নয়, সবই ভগবানের, তিনিই সব, আমাকে ভোক্তা সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন ।" এরূপ অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ প্রলাপের কোনই প্রতিষ্ঠা নাই । ইহা নাস্তিকতারই প্রকার ভেদ মাত্র । এইরূপ নাস্তিকতাই ভোগের নিদান ।

কাছেবোঝা লোকজন

("অবধারণ" পর্ব্ব হইতে [illegible])

স্থান—মহাপ্রভু রোড ।

গৌ গৌ যাই—ও মশায়, আজ্ঞা অতি সত্যায় অপূর্ব্বদর্শন । দেখে যাও, দেখে যান ।

যাত্রী । কত নেবেন মশায় বাবু আমাদের পয়সা বেশী নেই ।

গো । তিন আনা মশায়, তিন আনা । অতি সস্তা—আসুন, আসুন ।

(কাছে আসিয়া কহিলেন)

যাত্রী । না মশায়, আমাদের তিন আনা নেই, দুই পয়সায় হবে ?

গো । আসুন, দুই পয়সা দেবেন ।

যাত্রী । —না মশায়, সাত পয়সা দিতে পারি ।

গো । আচ্ছা আসুন, [illegible] দেবেন, আর তাড়াতাড়িতে কাজ নেই ।

টীকা—মনে হয়, মেছোবাজারেও এ রকম দর-কষাকষি হয় না ।

স্থান—গোবিন্দ দেউল

নাটমন্দিরে অষ্ট প্রহর সংকীর্ত্তনের কবিগণ ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া একাকিনী বিধবা চারটী সন্ন্যাসী বৈষ্ণব কীর্ত্তন করিতেছেন ।

মূলগায়ক—এখানে অনুগ্রহ করে একটা পয়সা দেবেন, এটা হরিসভা ।

জনৈক—আমি তো মশায় এখানকার স্থানীয় লোক । আমি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি, পয়সা তো কাছে নাই ।

মূ । (তাহাকে ছাড়িয়া) মশা, একটা পয়সা দেবেন ?

অন্যাং একটা

মূ । এখানে একটা পয়সা দিন না ।

জনৈক । মশায়, কীর্ত্তন করেন, না অনবরত পয়সা চাইবেন ?

টীকা—যত যাত্রীর ধুম—কীর্ত্তন হচ্ছে শুন্‌ শুন্‌—খোল বাজছে টুন টুন । এও একটা ব্যবসার ফিকির ।

স্থান—আগড়া বাড়ী,

আখড়া পূজারী—ও মশায়, ঠাকুর দেখে যান অন্ত কেউ ।

জনৈক—মশায় আমাদের ছেড়ে দিন, কতবার,—আমরা তো কেউ দেব না ।

দুঃসঙ্গ করিতে কৈতব আচ্ছাদন কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ।

[illegible]

অসৎসঙ্গ-প্রভাবে জীব মায়া-মোহিত পথে প্রবাহিত হয়, আর সাধু [illegible] [illegible] অনাদি কালের [illegible] [illegible] তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

প্রাপ্ত পত্র

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রের সম্মানিত সম্পাদক শ্রীচরণেষু—

বিনীত নিবেদন এই যে—

বিগত ২১শে চৈত্র সোমবার দোল পূর্ণিমা তিথিতে ঢাকা জেলার অন্তর্গত [illegible] বালিয়াটী গ্রামে "শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের" প্রভুর সেবকবৃন্দ পরম [illegible] এবং মহা সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কারুকার্য্যখচিত [illegible] ধ্বজা, পতাকায় সুশোভিত শ্রীমঠ অতীব বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। [illegible] সম্মুখভাগে স্থাপিত কদলী বৃক্ষ, মাঙ্গলিক ঘট, লতাপাতা মালাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীমঠের শোভা [illegible] শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতেই (ঢোল সানাই প্রভৃতি) এবং বাদ্য অতি সুমধুর স্বরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিয়া দেশ বিদেশ হইতে সমাগত [illegible] ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমঠে সাদরে আহ্বান করিতেছিল। প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীখোল ও শ্রীকরতাল সহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শ্রীশ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া গ্রাম ও নগর পরিক্রমণ করত [illegible] শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যা [illegible] সুমধুর নর্ত্তনকীর্ত্তনে শ্রীমঠ [illegible] হইয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ এবং শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপর শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ পরম উৎসাহের সহিত উপস্থিত ভক্তগণকে অকাতরে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। সমাগত ভক্তমণ্ডলী ও

অ্যা। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেমন [illegible]?

অ। আমরা বাপু এখানকার লোক।

অ্যা। (একটু ক্রোধ দমন করিয়া) এই যে আপনারা সকলেই? তা' আপনাদের এ গ্রামে আসা উচিৎ হয় নাই,— এটা হল একটা গরব।

অ। এই তো ঠিক সময় মশায়! এই [illegible] লাগালো বড় ভাল।

অ্যা। (মিমাংসা না পারিয়া) তবে [illegible] একটা হুকো প্রণামী দেবেন। এই [illegible] ছাড়িয়া চলিল।

[illegible] বাড়ীর অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য [illegible] ভক্তি কেন? এত কি [illegible]?

[illegible]

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারী জ্যোতিষ্ক বল)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ছেলের ঘটনা কিছুই বলা যায় না, একদিন শচীদেবী নাইতে গিয়েছেন, দেখলেন একটা মেয়ে সেই ঘাটে নাইতে এসেছিল, তাঁকে দেখে খুব আদর করে আস্তে আস্তে তাঁর পায়ের গোড়ায় এসে একটা দণ্ডবৎ ক'রে চলে গেল। দিব্য মেয়ে, যেমন মুখের শ্রী—ঠোঁট দুখানা রাঙা টুক্‌টুকে, তেমনি নাকের গড়ন, ডাবডেবে লম্বা লম্বা দুটো চোক, দেখে মনের ভেতর যেন চেঁ'ৎ করে উঠলো। মনে হোলো, আহা! এই মেয়েটা যদি পাই, আমার নিমাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দি। কিন্তু কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত কিছুইতো জানতে পারলুম না, তবে কি হবে! এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে গেলেন। পরদিন আবার ঘাটে এয়েছেন, দেখলেন সেই মেয়েটা সেই ভাবে এসে দণ্ডবৎ করলে। শচীদেবী আশীর্ব্বাদ করলেন বেঁচে থাক মা, আমার যত মাথায় চুল, তত পরমাই হোক—তোমার যোগ্য বর হোক। মেয়েটা চলে গেল। শচীদেবী ঘাটে গিয়ে জলে নেমে গঙ্গাকে বললেন, এই মেয়েটার সঙ্গে আমার নিমাইয়ের ঘটনা হোক। আমার আর কিছু কামনা নেই। শচীদেবী ঘাটে

শ্রীশ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীহরিকথা শ্রবণাবলোকনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। বালিয়াটী গ্রামে শুদ্ধ "হরিকথা" প্রচারার্থে শ্রীমঠ-স্থাপন ও মহামহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া আপনারা আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত আমরা আপনাদিগকে আমাদের আবেগ ও ভক্তিপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীশ্রীমঠের বর্ত্তমান সুযোগ্য মঠরক্ষক শ্রীমৎ স্বামিকারানন্দপ্রভু মহাশয়ের সৌজন্যে এবং সাধুচিত বিনম্র ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজন [illegible] জমিদার শ্রীযুক্ত যোগিনী মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বালিয়াটীগ্রামে শ্রীশ্রীমঠ ও শ্রীশ্রীহরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনবরত মঙ্গলময় যে অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; ভগবান্ তাঁহাদিগকে সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘ জীবন দান করুন। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা বি, এ।

সেদিন মেয়েটীর সঙ্গে দেখা হয়, মেয়েটাও সেইভাবে দণ্ডবৎ ক'রে চলে যায়, শচীদেবীও ঐ সব ব'লে আশীর্ব্বাদ করেন আর গঙ্গার কাছে নিমাইয়ের জন্য কামনা করেন। কিন্তু করলে কি হবে? মেয়ের তো কিছু জানতে পারেন না? দু'দিন মনের মধ্যে তোলপাড় করেন—কার মেয়ে কি ক'রে জানবো। কথায় বলে যে যা ধ্যায় সে তা পায়। একদিন শচীদেবী ঘাটে গিয়েছেন, মেয়েটাও যেমন দণ্ডবৎ করে তেমনি দণ্ডবৎ করে চলে গেল। দিব্য মেয়ে, রূপে যেন লক্ষ্মী, চাউনেই বা কি ঢং, যেন মরাল চলে হাঁস যাচ্ছে, শচীদেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। খানিক যেতে না যেতে না যেতেই এক বুড়ী নাইতে আসছিল, মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন কি সব বললে, শচীদেবী তা শুনতে পেলেন না, দেখলেন ছজনায় কথা হ'চ্ছে। মনে বড় আশা হোলো—তবে তো হয়েছে—এ বুড়ী তো মেয়েকে চেনে!—একে শুধলেই ত' সব জানা যাবে। হয়েছে, বলে মনে মনে যেমন আশা হ'তে লাগলো, আনন্দও এসে মনের ভেতর তেমনি উঁকি মারতে লাগলো। শচীদেবী এই সব ভাবছেন আর ব'সে ব'সে পা রগড়াচ্ছেন, এমন সময় সেই বুড়ী এসে পোলো। শচীদেবী বুড়ীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ মা! ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?

বুড়ী। ও মা! ও যে আমাদের রাজপণ্ডিতের মেয়ে। বড় ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে। যেমন মা-বাপের ওপোর ভক্তি তেমনি বিষ্ণুভক্তি, আচার আচরণের কথা আর কি বলবো, ছেলেবেলা হ'তেও দুবার তিনবার করে গঙ্গা নায়। অমন মেয়ে আর হবে না, ম'লেও মধ্যে অমন মেয়ে আর দেখা যায় না। মেয়ে যেমন রূপসী—মেয়ে যেমন লক্ষ্মী তেমন বর পাওয়া যাচ্ছে না বলে আজও বিয়ে দিতে পারেন নি। বেঁচে থাক।

শচী। রাজপণ্ডিত! কে?

বুড়ী। ওঁর নাম আমি নিতে পারি নে, ঐ যে কি বলে সনাতন মিশ্র। আমার ভাসুরের নাম ছিল। বড় ভাগ্যবন্ত মানুষ, বড্ডো দয়া, মনে কোন খলকপট নেই, কিসে পরের উপকার হবে কেবল এই চিন্তা। বড় মিষ্টি কথা বলে, স্বভাবও খুব ভাল, কোন দোষ নেই, বিষ্ণুভক্তিও খুব বেশী, বংশও খুব উঁচু, বাড়ীতে অতিথসেবা রয়েছে, সকল লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলে, বড় ভাল, নরের মধ্যে মানুষ খুব, এমন লোক আর হবে না। শচীদেবী আর কোন কথা বললেন না, চুপ করে রইলেন। তবে মনের আশাটা বড্ডো বেড়ে গেল, মনে খুশীও হ'তে লাগলো। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, যদি এ মেয়েটী আমার নিমাইয়ের সঙ্গে

ঘটনা হবে। খোঁজ তো পেলাম, এখন দেখা যাক চেষ্টা করে কি হয়। সবই ভগবানের হাতে। এই রকম সব ভাবতে ভাবতে নেয়ে বাড়ী এলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

লাহোরে হুলস্থুল কাণ্ড

প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপাল নিহত

মুসলমান আততায়ী ধৃত

লাহোর ৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত দিবস বেলা ২টা ১০ মিনিটের সময় যখন মহাশয় রাজপাল লাহোরসহরের আনারকলী হস্পিটাল-রোডস্থ স্বীয় পুস্তকের দোকানে বসিয়া ছিলেন, সেই সময় ইলামাদ্দিন নামক জনৈক ২৫ বৎসর বয়স্ক মুসলমান আততায়ী তাঁহাকে ১০ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা একখানা ছোরার আঘাতে নিহত করিয়াছে। আততায়ী সেই সময়ই নাতনচাঁদ নামক এক হিন্দু যুবককর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুলিসের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

এই ব্যাপারে লাহোরে হুলস্থুল পড়িয়া যায় এবং ঐ স্থানের যানবাহনাদির যাতায়াত বন্ধ হয়। অতঃপর পুলিস কোর্ট জীবিত মৃতদেহ পরীক্ষার্থ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে স্থানান্তরিত করে। মৃত্যুর সময় রাজপালের বয়স ৪০ বৎসর ছিল।

রাজপাল কে?

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজপাল 'রঙ্গিলা-রসুল' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দণ্ডিত হন, কিন্তু তিনি হাইকোর্টের আপীলে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় (১৯২৭ সন ২৬শে সেপ্টেম্বর) একবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু আততায়ী কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই ধৃত হইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে।

লাহোরে ১৪৪ ধারা জারী

গত ৬ই এপ্রিল রাজপাল নিহত হওয়ার পরে লাহোর সহরে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে তথায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সমস্ত প্রকার সভাসমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শান্তিরক্ষার জন্য বিরাট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, সেনাবাহিনী সাঁজোয়া গাড়ী সমস্ত লইয়া আসা হইয়াছে। এর্থ হ্যাম্‌শায়ার ও ল্যাং-টাক সেনাবাহিনী সহরে টহল দিয়া বেড়াইতেছে। গত ৭ই এপ্রিল সকালবেলা হাসপাতাল হইতে শ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত শবানুগমনে শোভাযাত্রা করিয়াছিল।

কর্ম্মিবর খড়্গ বাহাদুর

অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ৭ই এপ্রিল রবিবার নেপালী যুবক শ্রীযুক্ত খড়্গবাহাদুর সিংহের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পাঠকগণ ইহাও অবগত আছেন যে, রাজকুমারী নাম্নী এক নেপালী বালিকার সম্মান-রক্ষার্থ হীরালাল আগরওয়ালা নামক এক ব্যক্তিকে ছোরার দ্বারা গুরুতর আঘাত করিবার অভিযোগে খড়্গবাহাদুর ৮ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসীর লাট ও একজিকিউটিভের নিকট আবেদন করিবার ফলে তিনি মাত্র দুই বৎসর কারাভোগ করিবার পরেই রাজসাহী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সভায় বিরাট জনতা

সভা ৫॥০ ঘটিকার সময় আহূত হইবার কথা কিন্তু ৪॥০ ঘটিকার মধ্যেই সভাস্থল এরূপ জনাকীর্ণ হয় যে, টাউনহলের ভিতরের অংশটা পূর্ণ হইয়া যায়। দলে দলে মহিলাবৃন্দ সভায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ভর্ত্তি হইয়া যায়, পরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পুরুষদিগকে নিজেদের আসন ছাড়িয়া দিতে হয়, এবং মহিলারা অবশেষে মেজের উপর স্থাপিত আসনে উপবেশন করেন। অন্য কোনও সভায় মহিলাদের এত আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় জনতা এত বৃদ্ধি হয় যে, স্থানাভাববশতঃ বাহিরের দিকেও বিস্তর লোকের সমাগম হয়। তখন টাউনহলের সিঁড়ির উপর আর একটি অতিরিক্ত সভা করিতে হয়।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনীদেবী

এই সভায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সভানেত্রীর আসন-গ্রহণের কথা ছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি উপস্থিত হইতে না পারিয়া খড়্গবাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এক লিপি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত মোহিনীদেবী সভানেত্রী নিযুক্তা হন।

শোভাযাত্রা

শ্রীযুত খড়্গবাহাদুর সিংহকে মেছুয়াবাজারস্থ তাঁহার বাস ভবন হইতে ধ্বজ-পতাকাসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সভাক্ষেত্রে নেওয়া হয়। টাউনহলের বাহির ঐ মিছিল উপস্থিত হইলে আগ্রহাকুল জনসঙ্ঘ বিপুল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করে। অনেক বালক এবং বালিকা জাতীয় পতাকা লইয়া মিছিলের অনুগমন করিয়াছিল।

অভিনন্দন

শ্রীযুত মহাত্মাজীর শ্রীযুত খড়্গবাহাদুরকে অভিনন্দিত করিয়া একটি বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, সভায় উহা পঠিত হয়।

প্রথমে পণ্ডিত মহাদেব শুকুল খড়্গবাহাদুরকে অভিনন্দিত করিয়া হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি নারীর সম্মান রক্ষার জন্য যুবকদিগকে খড়্গ বাহাদুরের আদর্শ গ্রহণ করিতে বলেন।

খড়্গ বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে উঠিয়া অধ্যাপক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বক্তৃতায় খড়্গবাহাদুর ফিরিয়া পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী একখানা রৌপ্য থালিতে করিয়া আশীর্ব্বাদের উপকরণ নারিকেল প্রভৃতি খড়্গ বাহাদুরকে প্রদান করেন। তিনি তাঁহার ললাটে চন্দনের তিলক পরাইয়া খদ্দরের টুপি প্রদান করেন।

শ্রীমতী অনুরূপা সেন খড়্গ বাহাদুরকে একটি সোনার মেডেল প্রদান করেন।

অতঃপর কলিকাতার হিন্দী ভাষাভাষীদের পক্ষ হইতে শ্রীযুত পুরুষোত্তম রায় হিন্দী ভাষায় একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া খড়্গবাহাদুরকে সংবর্দ্ধিত করেন।

বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন :—

শ্রীযুত খড়্গবাহাদুর সিংহের

করকমলে

বীর যুবক!

একদিন বিপন্ন সতীনারীর আর্ত্ত, অসহায় ক্রন্দন তোমার তরুণ অন্তরে যে ব্যথার সৃজন করিয়াছিল—অপমানিতা নারীর উষ্ণ অশ্রুজল তোমার প্রাণে যে অগ্নিজ্বালার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই মহতী প্রেরণায় তুমি নবীন যৌবনের সকল আশা, সকল আনন্দ—এমন কি জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া এক অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলে। তাহাতে তোমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল বটে কিন্তু সুদীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী কারাদণ্ডের অভিশাপ তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

তাহার পর অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার বীরত্বের সে অবদানের কাহিনী স্মৃতিপটে অটুট রাখিয়াছে। তাই আজ তোমার কারামুক্তির অব্যবহিত পরে তাহারা তাহাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার এই ক্ষুদ্র নিদর্শন লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছে।

তুমি সাদরে ইহা গ্রহণ কর। তোমার আদর্শে বঙ্গদেশের প্রতি তরুণ প্রাণ অনুপ্রাণিত হউক ও তোমার ভবিষ্যৎ নবনব গৌরবে মণ্ডিত হউক। ইতি

কলিকাতা
৭-৪-২৯

তোমার গুণমুগ্ধ—
কলিকাতাবাসিগণ

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

সমস্বরে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে খড়্গবাহাদুর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। ইংরাজীতে তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তিনি বলেন—"দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন অপরাধীর বেশে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছিলাম তখন ভাবি নাই এমন করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে আমার নিজের প্রশংসাবাণী শুনিতে হইবে। যাঁহারা আমাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এখানে আনিয়াছেন, তাঁহাদের পদতলে উপবেশন করা আমার উচিত ছিল; এই বক্তৃতা দেওয়া আমার সাজে না। আপনারা এখানে আজ আসিয়াছেন লাঞ্ছিতা নারীর বিষয়ে আনন্দ প্রকাশের জন্য। আজ আমার কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী মনে পড়িতেছে—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। নারীর অপমান আমাদেরও অপমান; নারীর সম্মান আমাদের সম্মান। নারীকে আপনারা অবলা বলিয়া থাকেন। যতদিন আপনারা নারীগণকে সবল বাহুর দ্বারা রক্ষা করিতে না পারেন, ততদিন নারীগণকে অবলা বলিবার আপনাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা যেন মনে রাখি শিবাজী ও রাজপুতবীরগণের আমরা বংশধর। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রাণাঘাটে ট্রেণ দুর্ঘটনা

রাণাঘাটের ৭ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ই, বি, আর এর বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাণাঘাট হইতে তারযোগে জানাইতেছেন যে, উক্ত দিবস বেলা ২টা ১৫ মিনিটের সময় ২৫ আপ পেসেঞ্জার ট্রেণখানা রাণাঘাট ষ্টেশনে ঢুকিবার সময় মধ্য শ্রেণীর একটি কামরা ও তৃতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়ীখানা পড়িয়াছে, তাহাতে প্রধান রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন যাত্রীর বা রেল কর্ম্মচারীর কোন অনিষ্ট হয় নাই। পরে সংবাদ আসিয়াছে প্রধান লাইনটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আফগান বিপ্লব

সীমান্তে উপজাতিগণের সভা

পেশোয়ারের ৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, আবদুল গফুর সভাপতিত্বে সীমান্তের উপজাতিগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আফগানিস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা ও স্বাধীন পাখ্তুন দেশ... যে অন্তর্বিপ্লব হইয়াছে, উহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, আফগান-সমস্যা সম্বন্ধে ৫টি প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সি... সম্বন্ধে সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ২য় প্রস্তাবে বাচ্চা-ই-সাকাও ... মুসলমান ও তাঁহার অনুচরগণকে ইসলাম শাস্ত্রানুসারে বিদ্রোহী, ... ঘোষণা করা হইয়াছে। তৃতীয় প্রস্তাবে সোয়াট ও দির রাজ্যের শাসকগণকে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিসর্জ্জন দিয়া অন্তর্বিপ্লব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। চতুর্থ প্রস্তাবে সিয়া-সুন্নী বিরোধ সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পঞ্চম প্রস্তাবে উপজাতিগণকে আফগানিস্থানে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ায় সরকারী নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং শান্তি প্রচারের জন্য একদল উপজাতিকে আফগানিস্থানে পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত দিবস খিলাফতের ময়দানে এক সাধারণ সভায় এই সমস্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ করার কথা।

আফ্রিদিগণের সভা

বিগত ৬ই এপ্রিল তিরার সিয়া-সুন্নী বিরোধ সম্পর্কে আলমগীরী গেটের বাহিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আফ্রিদিগণের এক বিরাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ইহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহারা কিছুতেই সিয়াগণকে তাহাদের দেশ দখল করিতে দিবে না, তাহারা তিরা যাইয়া তিরার অধিবাসিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবে, সিয়াগণকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। আজ তাহাদের অনেকে মোটর ও টোঙ্গায় পেশোয়ার হইতে যাত্রা করিয়াছে। প্রকাশ যে, উহারা তিরার বাড়ী নামক স্থানে যাইয়া সমবেত হইবে।

কুকুর মিনার হইতে লম্ফ প্রদান

প্রকেসার বি বেকার কোনও সংবাদপত্রের মারফতে প্রচার করিয়াছিলেন যে, ৭ই এপ্রিল অপরাহ্ণে তিনি কুতুব মিনারের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিবেন। এই বিজ্ঞাপন ... আকৃষ্ট ... হইয়াছিল ... সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে।

সজ্জন—মৃদু

[illegible] নিকট [illegible] কঠিন-হৃদয়। [illegible] ক্রোধানলের তীব্র কটাক্ষ [illegible] তাঁহার হৃদয় [illegible] কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। [illegible] মূর্খেরা তাঁহাকে পদে পদে [illegible] দেখিয়া তিনি নানা প্রকার কঠোর অভিজ্ঞানতার পার-[illegible] চেষ্টা করেন। [illegible] অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত [illegible] উদ্ঘাটিকা করিয়া কোমলতা [illegible] হন। তর্ক বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কুটিল করেন এবং [illegible] বিচার না করিয়া তার্কিক-[illegible] হইয়া নিগ্রহাকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময়ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান্ বিষয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। বিচারকের নিকট দণ্ডধারী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরিমা সুকোমল-হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয়। ভগবানের পরম মনোজ্ঞ করুণারতা-প্রভাবে তাঁহার নিজ-[illegible] ভক্তগণে, মৃদুত্বের উৎস সর্ব্বদাই বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের জীবন প্রণালীতে অনর্থ-নিবৃত্ত [illegible] জগতের সমাগমে জড়-বিষয়ে [illegible] বলিয়া একটি অবস্থা লক্ষিত হয়।

[illegible] বিবর্ত্তী কঠিনেরা [illegible] [illegible] অনর্থযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] বিগ্রহ-[illegible] জীবের দুর্দশা [illegible] নির্দ্দেশকর্ত্তার পরম [illegible] শ্রীভাগবত ধর্ম্ম যে পূর্ব্ব সনাতন ধর্ম্ম তাহা জগজ্জনকে জানাইয়া সর্ব্বদা [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন। নির্ব্যলীক কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর সৌভাগ্যবান্ জীবগণের সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ-ত্যাগই আচরণীয়। সৎসঙ্গ প্রভাবে যেরূপ জীব মৌলিক বিষয়ে অভি-নিবিষ্ট না হইয়া কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, দুঃসঙ্গ-প্রভাবে তদ্রূপ অনুক্ষণ কৃষ্ণেতর মায়িক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া পক্ষান্তরে জগতে মায়িক সুখদে [illegible] আবদ্ধ থাকিতে পারে।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরি-ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকপরায়ণ, বিরক্ত সংপ্রা-

অবলোধক-চিত্তের শুদ্ধজ্ঞান-প্রকাশ-কারী অনুষ্ঠান সমূহ তাহার কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, সজ্জনের কপটতা-রহিত গান ও নৃত্যাদিতে অপূর্ব্ব কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিজ্ঞান-দ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সঙ্গ বলে। এতাদৃশ শুদ্ধ-সঙ্গ হইতে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়িভাব কৃষ্ণ রতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ-ভাবের প্রকাশ করায়। কোন-কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্র-ভাবের অভাব নাই। সজ্জন নিত্য-কাল মৃদু। সাধনকালে হরি-বিরোধী জ্ঞানসমূহের দুঃসঙ্গ-ত্যাগ-বাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তাঁহার কঠিন হৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মৃদুভাব বর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্ব-কাল মৃদুস্বভাব আছে। কঠিন সামা-জিকগণের অসদ্ব্যবহাররূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করে না। [illegible] ব্যতীত অন্যে কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসৎ ব্যক্তি কোনকালেই মৃদু নহে।

[illegible] হইয়া ভগবৎ-[illegible] ধর্ম্ম ব্যতীত শ্রীভগ-বানে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সাধুগণ নির্ব্বেদ কঠোর সত্য বলিয়া বাধক মায়িক জীবের বিষয়-ভোগময় হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। স্বার্থান্বেষী কপট বিষয়-ভোগান্ধ জীবগণ তাদৃশ কঠোর সত্যবাক্য [illegible] হইলেও সাধুগণ সত্যের অপলাপে প্রস্তুত নহেন। সঙ্গ শব্দের অর্থ যে স্থলে দুইপ্রকারের মধ্যে প্রীতি বা আসক্তি-ক্রমে আদান প্রদান ও ভাবের বিনিময়। যথা—

দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি, গুহ্যমাখ্যাতি, [illegible] পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে, ভোজয়তে, চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম্॥

একগ্রামে বা এক যানে ভ্রমণ করিলে সঙ্গ হয় না। "অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার, স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" স্ত্রীতে যাহাদের আসক্তি বা সম্যক্ ভোগবুদ্ধি তাহারা স্ত্রীসঙ্গী। অকি-ঞ্চন, কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নিরপেক্ষ মহদ্ ব্যক্তির শ্রীপাদ-পদ্ম আশ্রয় গ্রহণ না হইলে সমস্ত জানাভাবে জীব নিজেকে বিষয়জাতীয় বস্তু অভিমান করিয়া কৃষ্ণের সংসারের মালিক। বস্তুকে নিজের ভোগের সামগ্রী বলিয়া বোধ করে। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব ললনা-লোলুপ সহজিয়া বাউল, [illegible] প্রভৃতি মিছাভক্তগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিক সকলেই স্ত্রীসঙ্গী। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর, আসক্তি ও স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আসক্তিই স্ত্রীসঙ্গের উদাহরণ স্থল। ভগবৎ-সেবাপর বৈষ্ণবগণ তদৃশ স্ত্রীসঙ্গী ও তাহার সঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবেন।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গ-সঙ্গতঃ॥

দ্বিতীয় প্রকার অসৎ কৃষ্ণাভক্ত—কর্ম্মী ও জ্ঞানী অভক্ত বলিয়া অসৎ মধ্যে পরিগণিত। প্রথমব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ লাল-সায় আত্মরত পর্য্যন্ত অনেক নিরয় লাভের জন্য সতত উন্মুখ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি দ্বারা শুষ্কজ্ঞান ও ফল্গু-বৈরাগ্যবশে যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থানসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে অনন্যশরণের অভাবে অসৎ। একান্ত ভগবৎ-প্রপন্ন সরল ভক্ত ব্যতীত যাবতীয় লোক প্রাকৃত বিষয়ী যথা—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীভগবানে অনন্যশরণের অভাব-হেতু সমস্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগমার্গীয়, বেদান্ত [illegible] নির্ব্বিশেষবাদী, নাস্তিক, অসৎ। [illegible] কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি [illegible] [illegible] [illegible] হইবার সম্পূর্ণ

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতার চুম্বক
জন্মমৃত্যু-রহস্য

বিগত শনিবার ২৩শে চৈত্র [illegible] সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'জন্মমৃত্যু-রহস্য' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

জন্মমৃত্যুরহস্য প্রকৃত প্রস্তাবে একটী [illegible] বটে, এর মত রহস্য জগতে আর নাই। আমরা বহির্জগতের অনেক সংবাদই জানিয়া থাকি, কিন্তু এই [illegible] জানিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, উহাতে প্রেয়ের কথা নাই। প্রেয়ঃকামী আমরা শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করি না। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে আমরা কঠশ্রুতিতে দেখিতে পাই, নচিকেতার পিতা কতকগুলি বৃদ্ধা গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছিলেন, [illegible]

সম্ভাবনা। ভক্ত্যে প্রথম প্রকারের (স্ত্রী-সঙ্গী) অসৎ সঙ্গীর মধ্যে যাহারা [illegible] স্বতঃ স্ত্রীতে আসক্ত বা কৃষ্ণ ব্যতীত [illegible] নিরত অথচ নির্ব্বোধ, সাধুগণ তাহাদিগকে বালিশ জ্ঞানে কৃপা করেন। পক্ষান্তরে যাহারা কপটতার আশ্রয়ে তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির নির্দ্দেশ কৃপার নিদর্শন স্বরূপ অমল উপদেশ প্রীতি না করিয়া ধর্ম্মধ্বজী বা যোষিৎ [illegible] কিম্বা দুষ্ট মায়াবাদ আশ্রয় করেন তাহারা কপটী, দ্বেষী বা অপরাধী। ভক্তগণ তাদৃশ হীন ব্যক্তিকে দূরে হইতে ত্যাগ করেন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা মায়ামুগ্ধ, স্বার্থপর বিচারশক্তিশূন্য, বিষয়ী লোকের নিকট পরম আদরের পাত্র হইলেও অপ্রাকৃত জগতে তাঁহাদের মূল্য আড় কম।

ভগবদ্ভক্তগণ নিরন্তর কৃষ্ণসেবাতে নিযুক্ত তাঁহারা কৃষ্ণেতর অসৎ সঙ্গের সেবায় সময় ক্ষেপণ করেন না। বিষয়ীগণ স্বীয় ভোগবুদ্ধি ক্রমে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবাপর শুদ্ধ ভাগবত গণকেও তাদৃশ বিষয়ী বলিয়া কল্পনা করেন।

উত্তম ভাগবতগণের সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শন হেতু তাঁহাদের নিকট সৎ ও অসৎ তুল্য বস্তু। মধ্যম অধিকারীর অবস্থা তাদৃশ নহে। সম্যক্‌রূপে অনর্থ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যমাধিকারী ভক্তগণ অত্যন্ত যত্ন সহকারে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। জীব দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একান্ত বৈষ্ণবগণ ভাগবতের চরণ রেণু দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই কৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন।

তৎপরে নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, 'আমাকে দান করুন—আমাকে দান করুন—আমাকে কাহাকে দান করবেন ?' এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ পিতা বলিলেন,—'তোকে যমের হাতে দিব।' পিতার আদেশ-পালনার্থ নচিকেতা যমভবনে উপস্থিত হইলেন এবং যমরাজের অনুপস্থিতি-হেতু তিনরাত্র যমগৃহে অনশনে যমরাজের অপেক্ষায় অবস্থান করিলেন। প্রত্যাগত যমরাজ অতিথিপরায়ণ নচিকেতার উপযুক্ত সৎকার করিয়া তাঁহাকে তিনটী বর প্রদানের ইচ্ছা করিলেন। সেই তিনটী বরের মধ্যে নচিকেতার তৃতীয় বর ছিল জন্মমৃত্যু-রহস্য-বিষয়ক প্রশ্ন। যম প্রথমে নানা প্রলোভন দেখাইলেন—হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, সাম্রাজ্য, অপ্সরা স্ত্রী এবং মনুষ্যগণের প্রেয়ঃ যাবতীয় বস্তুই প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু নচিকেতা ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। আমরা কিন্তু ভুলিয়া যাই। দুনিয়ার লোক আমরা প্রেয়তে মুগ্ধ হইয়া যাই। ধন, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দিয়া মায়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে,—'ও প্রশ্নটী করো না, আর সব জিজ্ঞাসা কর।' কিন্তু যে মহারাজ পরীক্ষিতের অনুসরণ করিয়াছে, যে মৃত্যুর বিষয় অনুভব করিয়াছে, সে কি কখনও ঐহিক ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয় ? সে কি জগতের শ্রেষ্ঠ পদবী চায় ? যে ধন অমৃতের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে—আমাদিগকে নিত্য, শাশ্বত পদ দিতে পারে, নচিকেতা তারই প্রার্থী। তখন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

''শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
(স্তৌ) সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥''

[শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই পুরুষের আয়ত্তাধীন বস্তু। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের তত্ত্ব সম্যক্ বিচার করিয়া প্রেয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। মন্দবুদ্ধিগণ দেহাদি নশ্বর বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়কে বরণ করে।]

যাঁ'রা সামান্য ধন বা অন্নের প্রার্থী, তাঁ'রা ভোগ প্রার্থনা করে। যাঁ'রা দুনিয়ার সামান্য জিনিস চায়—আধিপত্য চায়, প্রতিষ্ঠা চায়, তাঁ'রা—প্রেয়ঃকামী, তাঁ'রা জন্মমৃত্যুরহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু যাঁরা শ্রেয়ঃ চায়—পূর্ণ স্বাধীনতা চায়—নিত্য স্বাধীনতা চায়, যাহা পাইলে, আর কখনও অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারে না, সেই স্বাধীনতার কামনা যে করে, সে ঐ নচিকেতা'র আদর্শ গ্রহণ করে। তখন সে যমরাজের ন্যায় বৈষ্ণবের উপদেশ লাভ করে।

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষের বিষয়—মৃত্যু। যাঁ'রা প্রত্যক্ষকেই বড় প্রমাণ মনে করে, তা'রাও মৃত্যুকে অস্বীকার করিতে পারে না। যদি আমরা ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ প্রার্থী হই, তবে মহারাজ পরীক্ষিতের অনুসরণে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্রাদির মমতা ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের অনুসন্ধান করি। কিন্তু যদি প্রেয়ঃপ্রার্থী হই, তাহা হইলে বলি,—

''[illegible] কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ?''

মৃত্যু দেখিতেছি। জগতের অনিত্যতা দেখিতেছি। দেখিতেছি ফুলটী ফুটিয়াছিল—পরিমলে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছিল, তাহা ঝরিয়া পড়িল। জগতের যাবতীয় বস্তুরই ঐ অবস্থা। এই অনিত্যতা উপলব্ধি করিলে মহারাজ পরীক্ষিতের মত চক্ষু হইবে, সেই দিন জানিতে পারিব যে আমাদের হরিকথা ছাড়া মৃত্যু জয়ের আর কোন পন্থা নাই।

আমরা যুগের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি, তাই দিবারাত্রি নানা কার্য্যে ব্যস্ত। সকলেই বিবিধ অভিনয় করিতেছে। যেখানে প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় হইতেছে, সেখানে কেউ প্রহ্লাদের বংশের কথা আলোচনা করিতেছে, কেহ রূপ, কেহ বেশ, কেহ বা কণ্ঠস্বরের বিষয় আলোচনা করিতেছে, কিন্তু প্রহ্লাদ-চরিত্রের মুখ্য ব্যাপার কেউ দেখে না, প্রহ্লাদের উপদেশ হরিকথা কেউ গ্রহণ করে না—প্রহ্লাদের চরিত্রানুসরণ কেউ করিতে চায় না। যদি 'মৃত্যু' বুঝত, তবে দু'দিনের জন্য সামান্য জিনিষ লইয়া মারামারি করিত না। আমরা প্রতি-মুহূর্ত্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছি, কিন্তু দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। যে জলস্রোত এক মিনিট পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহা আর নাই। প্রদীপের যে শিখা একমিনিট পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহা চলিয়া গিয়াছে, আমরাও প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু বলিতেছি, ''যেমন ছিলাম, তেমনই আছি।''

পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব দেহ গ্রহণের নাম জন্ম। জন্মিলেই মৃত্যু হয়। আবার জন্ম হয়। কিন্তু যাঁরা নিত্যজন্ম পাইয়াছেন,—যাঁহারা মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন—যাঁহারা আচার্য্যের কৃপায় ভগবন্মন্ত্র লাভ করিয়াছেন—দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর মৃত্যু নাই। নিত্যজন্ম বা দিব্যজন্মটী-কি ? তাহা পারমার্থিক বিপ্রতা।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥

কোন একটী পণ্ডিত লিখিয়াছেন, 'জায়তে' শব্দটী অস্বাভাবিক। একবার জন্মলাভ করিলে পুনর্ব্বার জন্ম কিরূপে হইতে পারে ? তাহা হইলে 'দিব্যজন্ম' লাভ হইয়া যায়। তিনি জন্মমৃত্যুরহস্যের যাবতীয় উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। যদি জানিতেন, তবে বুঝিতেন, যে জন্ম আমরা পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা কেবল আমাদিগকে ভুলাইবে। কিন্তু যিনি দিব্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর মৃত্যু নাই—তিনি অমৃত, অশোক, অভয়ের রাজ্যে চলিয়া যান। তথাপি তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণের শুদ্ধ মৃত্যু নাই, তাঁহারা জগতে জন্মমৃত্যুরহস্য জানাইবার জন্য আসিয়া থাকেন—যে তুচ্ছ বিষয়ের মমতায় আমরা মৃত্যু ভুলিয়া আছি, সেই মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে আসেন।

শ্রীমান্ নচিকেতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—'জন্মমৃত্যুর আলোচনা করে শ্রেয়ের পথে চলে যাও।' এইজ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে অটুট আছে, তাঁর কৃষ্ণানুসন্ধান ছাড়া আর কোন দিকে মতি যায় না।

বর্ত্তমানে আমরা এ প্রকার নাস্তিক্য চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত যে, জন্মমৃত্যুর কথা বিশ্বাস করিতে চাই না, আচার্য্যের উপদেশে শ্রদ্ধা করি না। অনেক সময় দেশের দশের উপকারে ব্যস্ত হই, কলেরা, মহামারী, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতির চিকিৎসা করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আবার অন্য রোগ আসিলে, এমন ব্যাধি আসিবে, যাহা হইতে অব্যাহতি দিতে কাহারও সাধ্য নাই, তখন কি হইবে ? আহা। যদি মৃত্যু হইতে চিরতরে রক্ষা পাইতে পারিতাম। 'মানুষ যাঁ'রা, তাঁরা কিন্তু ঐ প্রকার ক্ষুদ্র বিষয়ে (রোগ আরোগ্যাদি) তুষ্ট থাকেন না। যদি এ প্রকার কোন ব্যবস্থা থাকিত যে, চিরদিনের জন্য বাঁচিতে পারা যাইত, তাহা হইলে সুখের হইত। যিনি চিরদিনের জন্য বাঁচাইতে পারেন, তাঁর উপকার সব চেয়ে বড় নয় কি ? নচিকেতা এই রকম হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন—

''আপাত-মধুর প্রেয়ঃতে মুগ্ধ না হ'য়ে যারে আঘাত কর,—আরো অধিক জিনিস চাও। এখানে শত বৎসর অথবা আর্য ভূতলেকা অধিক দিন বাঁচিতে পার, কিন্তু আরো আসছে দুখ—আবার জন্ম-মৃত্যুর হাতে পড়তে হবে।''

আত্মা প্রভুত্ব, কিন্তু মন নিত্য প্রতি-নিধি। রাজা ঘুমাইয়া থাকিলে কর্ম্মচারি-বর্গ বিদ্রোহী হয়—রাজার ধন লুণ্ঠন করে। আত্মা ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু মন প্রবল হইয়া উঠিয়া ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করিতেছেন—[illegible] হইয়া যাইতেছেন। মন বলিতেছে, 'খাব'; জিহ্বা বলিতেছে—''খাও''। মন স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ত্বক তাহার বাসনা-পূর্ণ করিতেছে। তাহাতে তুমি আমি, কেবল দুর্গাধীন হইতেছি। কিন্তু [illegible] মূল মালিক আছেন, [illegible]

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা
৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৩, ১৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ২৮শে মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯২৯, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার চতুশ্চত্বারিংশ অধিবেশন হয়।

সকল ভক্তিসিদ্ধান্তের আকর সর্ব্বপূর্ব্ব ভাগবত হরিদাস [illegible] কৃপার জন্য সভায় প্রার্থনা করেন-[illegible] সভার ক্রমোন্নতির [illegible] ও বিষ্ণুপূজা-সম্বন্ধে পরিবর্দ্ধি-চার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সমুপস্থিত হইলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় হয়। শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু আরম্ভে বলেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, বহু বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ন্যায় একরূপ নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক দ্বিতীয় নাই, যাঁহার অধীন হইয়া সকলে চলিতেছে। তাঁহা বলিতেছে,—ভগবৎ-সেবা কর, তদীয় মহারাজের অনুসরণে মন কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত, বাক্য কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত, করযুগল হরিমন্দির মার্জ্জনে নিযুক্ত, শ্রবণদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে ব্যস্ত, চক্ষুর্দ্বয় শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে, কৃষ্ণভক্তের গাত্রস্পর্শে [illegible] তুলসী আঘ্রাণে রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে পদদ্বয়, হৃষীকেশচরণ-বন্দনে মস্তক, কাম-রহিত দাস্যে কামকে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

যাঁহাদের বাসনা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত, তাঁরা শ্রীনিত্যমুক্ত। আত্মধর্ম্ম-রহিত বাসনায় ব্যস্ত, তারা অমনোময় কোষে আবদ্ধ হইয়া বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টিত।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এ বিষয়ের অনু-শীলন একদিনে এক কথায় কিছু হ'বে না, তাই আজ সংক্ষিপ্তভাবে দাস ভৃত্য বা [illegible] পূর্ব্বক সকলের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, হে সজ্জন ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা জন্মমৃত্যু-রহস্য [illegible] নিযুক্ত হউন, তাহা হইলে আর জন্মমরণ-চক্রের পরিভ্রমণ করিয়া পর্য্যটন, [illegible] লাভ করিতে হইবে না, নিত্য [illegible] অন্তর্ব্বহির্দ্দৃষ্টিতে [illegible] গৌরবিষ্ণুর [illegible] করিয়া ধন্য হউন।

তিনিই ... আর ... দ্বিতীয় ... ও ... বর্ত্তমান যুগে তাঁহার আর ... তাহারই ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও আছেন বলিয়া তাঁহার ন ... মা। অতএব পরমহংস গোস্বামী ... কৃপাপূর্ব্বক এই সভার সভা ... পদ গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহার ... প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু ... সভাপতি-নির্ব্বাচন-বিষয় প্রস্তাব ... করিলে সজ্জনানন্দপুরের পক্ষ হইতে ... শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... সংস্কৃত-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ ... মহাশয় পরম ভক্তিভরে ... উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। ... সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানু- ... কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ ... পরিব্রাজকগণ বি. এ ... একটি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন ... সঙ্গীত-কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ ... প্রতিবিদ্যাবিনোদ বি. এ মহোদয় ... বৎসরের শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ... বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর ... বন্দ্যোপাধ্যায়, ... মহোদয় ... সভার সম্পাদকীয় সভ্য ... প্রস্তাব করেন যে, দিনাজপুরের ... কুমার ... সাধারণ সভার অগ্র- ... সম্পাদক-পদে বরণ করা হউক। ... পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ... বি. এ মহাশয় প্রোক্ত কুমার বাহা... সততা ও ... প্রশংসা করিয়া ... প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত ধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়- ... গণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী ... সভাপদে মনোনীত করা হয়। ... অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত ... বিদ্যাবিনোদ মহো- ... সমর্থনে (১) অনারেবল খাজা ... সিং মিনিষ্টার ফর এডুকেশন, ... ই, পি) মহাশয়, শ্রীপাদ ... মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তি ... গিরি মহারাজের সমর্থনে (২) ... কুমার মহীজিৎ কুমার ... মিনিষ্টার ফর এগ্রিকালচার (ইউ, ...) শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের ... প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ... সমর্থনে (৩) মিষ্টার মদনগোপাল ... এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সীতা- ... পণ্ডিত শ্রীপাদ অমিয় বাসুদেব ... বি, এ, মহোদয়ের প্রস্তাবে ও ... শ্রীযুক্ত ... বসু বি, এ মহাশয়ের ... বিজাপুরপ্রবাসী ঠাকুর ... শ্রীযুক্ত টিকুম্ সিংহ, শ্রীপাদ ... তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ... ও শ্রীপাদ ... মহারাজের, সমর্থনে (৪) ঠাকুর শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহ জমীদার মহোদয়, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের সমর্থনে (৬) শ্রীযুক্ত চন্দ্রগোবিন্দ ব্যানার্জ্জী গোপালনগর, শ্রীপাদ ... মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ... কুমার ঘোষ বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে (৭) শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র হালদার ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে (৮) শ্রীযুক্ত ... রায় ... শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের সমর্থনে (৯) মিষ্টার জে, এম, ... সেশন জজ, ঢাকা, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত ... এম, পি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১০) রায় শ্রীযুক্ত ... নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর জমীদার চৌধুরী মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যা-ভূষণ বি, এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সমর্থনে (১১) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু কলিকাতা, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে (১২) শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী জমিদার ... শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১৩) মৈমনসিংহ সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদপ্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমর্থনে (১৪) শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য জমীদার মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহা-রাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে (১৫) শ্রীযুক্ত কান্তিলাল শাহা মার্চেন্ট মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে বৃত হইলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় সেবা-নুষ্ঠাতৃগণকে ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। কলিকাতানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দাস অধিকারী মহাশয় 'শ্রেষ্ঠার্য্য' ও 'ভক্তিরঞ্জন' উপাধিতে বিভূষিত হন। কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়, মহাশয়কে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা হইতে 'ভক্তিবিজয়' উপাধি প্রদত্ত হয়। আসাম প্রদেশে ... হরিকথা-প্রচারকারী ... শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি, এজি, বি, টি, মহোদয়কে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা 'সেবাতীর্থ' এই ভক্তি ... করেন এবং শ্রীমায়াপুর ... অধ্যাপক ব্রহ্মচারী শ্রীগৌর দাস ব্যাকরণতীর্থকে 'উপদেশক' উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রম্

আর্ত্তে ... ন বৈ স পর্য্যং স্বার্থং
প্রসূতে স্বয়ং
যুক্তা চেৎ পরমার্থসাধনবিধৌ যুক্তা
ভাবপ্রিয়াণঃ।
তস্যং ... ক্ষুটং ... কে
মহান যঃ সুধীঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠস্থ নির্দ্দিষ্টকৃত্যাবর্ণনাং
সাধয়ন্ ॥১॥
শ্রীমদ্ভং সৎগুণাশ্রয়ং ভূবি জগদ্বন্ধুং
যথার্থাভিধম্।
দীনা ... কুশলিনং বিষ্ণুপ্রিয়ং
সত্তমম্ ॥
কৃত্বা ... তং নরবরং শ্রেষ্ঠার্য্য
ইত্যাখ্যয়া সানন্দং সহ ভক্তিরঞ্জন
ইতি খ্যাতা দিবং বাঞ্ছতি ॥২॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রম্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ সুচরিতগ্রন্থস্য
সংমুদ্রণে
শ্রীচৈতন্যমঠস্য সেবনকৃতে
চার্থব্যয়ঃ ...
সশ্রীকেন মহাত্মনা ... ভক্তিঃ
সদা দর্শিতে
যেন শ্রীগুরুগৌরচন্দ্রচরণে
কল্যাণসম্বর্দ্ধিনী ॥১॥
সখীচরণরায়ায় তস্মৈ দদাতি সাদরম্
উপনামবরং ভক্তিবিজয় ইতি
বিশ্রুতম্ ॥২॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

আসামাখ্য প্রদেশে ... জনানাং
বিষ্ণুভক্ত বার্ত্তা-
প্রণালীবাহুকূলাং ... পরমং
শ্রদ্ধয়া সুখদা যঃ।
পুণ্যঃ ... সুশয়তি ...
সজ্জনান্ বিষ্ণুভক্তান
ধীরো দাসাধিকারী হরিগুরুচরিতঃ
শ্রীনিত্যানন্দনামা ॥১॥
তস্মৈ সেবাবিধি বিজ্ঞায় দীয়তে
বিমলাশয়ে।
উপাধিরত্ন ... সেবাতীর্থ
ইতি প্রভুঃ ॥২॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীমায়াপুরপুণ্যধামনি পদে
সংস্থাপিতেঽস্মিন্ প্রাগ-
বিদ্যাপীঠবরে মহামতিরয়ং
শ্রীগৌরদাসাভিধঃ।
নানাশাস্ত্রবিশারদঃ পরময়া ভক্ত্যা
যুক্তঃ ...
শিষ্যাধ্যাপনসৎকরো নিপুণতাং
প্রাপ্যাপ্যয়ং সুধীঃ ॥১॥
তস্মৈ প্রদীয়তে ব্যাকরণতীর্থায় সাদরম্।
উপদেশক ইত্যেবমুপাধিরুত্তমং মহৎ ॥২॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ
১ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীকুঞ্জ বিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কাশীনাথ মিশ্র ঘটকালী ক'রে বেড়ায়, হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেছেই শচী-দেবী একটা লোক পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে ডাকালেন। তাঁকে কাশীনাথ এসে ... শুনে, শচীদেবী তাড়াতাড়ি ঘর হ'তে বাহির হ'য়ে এসে বললেন, বাপ কাশী এয়েছ, ধন ? বেশ হয়েছে, আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম, বস। কাশীনাথ ব'সলে শচীদেবী বললেন, আমি একটা কথা বলবো বাপ, তা তোমাকে করতে

হবে, তোমরা না ক'লে আর [illegible] কে আছে বল।

কাশী। বাঃ! আপনি একটা কথা বল্লেন, তা কথা [illegible] কেন, আর শুনতে না বা কেন! [illegible], সাধ্য হ'লে নিশ্চয়ই করবো।

[illegible] কথা এমন কিছু নয়, আমার [illegible] বটে, রাধপণ্ডিতের একটী মেয়ে [illegible] তুমিও দেখে থাকবে—বড় সুন্দরী, [illegible] নিমাইয়ের সঙ্গে মেয়েটীর বিয়ে [illegible] না? মেয়ে দেখে আমার বড় মন লেগেছে। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা জান, আর যাতে ক'রে হয় তাই কর।

কাশী। মেয়েটি সুন্দরী বটে, [illegible] [illegible] মেয়ের যোগ্য বর খুঁজে পাওয়া যায় নি, তাই এখনও বিয়ে হয় নি। আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা শুনলে পিন্নী [illegible] উঠবেন। এখন আর না [illegible] অমত করলেও যাতে হয়, তা করবো, আমি এখুনি যাচ্ছি।

এই বলে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলে কাশীনাথ উঠে গেল।

বেলা আর বেশী নেই—ঝিকিমিকি বেলা—দুর্গাদেব পাটে ব'সতে যাচ্ছেন, [illegible] মিশ্র অনেক লোকজন, বামুন, পণ্ডিত নিয়ে ব'সে আছেন, নানারকম [illegible] হচ্ছে, এমন সময় কাশীনাথ মিশ্র গিয়ে উঠলেন। সনাতন মিশ্র কাশী [illegible] বড় খুসী হলেন, বল্লেন, আজ আমার সু-প্রভাত, কোনদিন আসেন না, আজ যখন আপনি এসেছেন, তখন আমার কপাল প্রসন্নই বলতে হবে। এই রকম সব বলে, খুব আদর সম্মান করে [illegible] আগে এসে কাশীনাথকে বসতে দিলেন। বাড়ীর খবর বার্ত্তা সব জিজ্ঞাসা করে বল্লেন, কি মনে করে আসা হয়েছে?

কাশী। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বলেই এলাম, যদি শোনেন তো বলি।

সনাতন। সে কি? উপযুক্ত কথা হ'লে না শুনবার কারণ কি? বলুন না?

কাশী। কথাটা [illegible] বটে, আর [illegible] জন্যই এসেছি। বলি শুনুন, [illegible] সব ভদ্রলোকও আছেন। যোগ্য পাত্র পাননি বলে, এ পর্য্যন্ত আপনার কন্যার বিয়ে দিতে পারেন নি—খোঁজ করছেন। আমি একটী পাত্রের খোঁজ পেয়েছি, যদি আপনার মনে [illegible] বলে তবে, সে কাজ করতে পারেন।

সনা। বা! সুসমাচারই বটে, তবে কার ছেলে, কি বৃত্তান্ত—সে সব কথা না হলে [illegible] তো মত অমত বলতে পারা যায় না! বলুন না! এই সব ভদ্রলোকও আছেন, [illegible], তাঁরা বলে উপযুক্ত বোধ করলে কন্যাই [illegible] হবে বলে।

কাশী। বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে না দেখেছেন নবদ্বীপের মধ্যে এমন লোক কেউ আছে বলে মনে হয় না, আর তার সুখ্যাতি না করে, এমন কোন লোকও দেখতে পাওয়া যায় না। সেই বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে আপনার কন্যা দান করুন। আমি এই পাত্রই উপযুক্ত মনে করছি। [illegible] আপনার কন্যার যোগ্য পতি, আর আপনার কন্যাই বিশ্বম্ভরের যোগ্য পত্নী। সে বিষয়ে কোন ভুল বলে মনে হয় না। দ্বাপরে কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর যেমন মিলন হয়েছিল, আর এই কলিযুগে বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিমাই পণ্ডিতের সেই রকম মিলন হবে। আমার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে আপনাদের অমত করা উচিত নয়। সকলেই আছেন, দেখুন কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা।

কাশীনাথ মিশ্রের কথা শুনে, সেখানে যে সব লোক ছিলেন সবাই বল্লেন, বা! এ অতি সু-সম্বন্ধ, শুনে আমাদের সকলেরই মনে আনন্দ হচ্ছে। আপনার কন্যার যোগ্যপাত্রই বটে। আমাদের মত যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা প্রাণ খুলে এ কার্য্য করতে বলি। তবে ওঁদের ঘরে ঘরে কি মত হয়, তা বলতে পারিনে; আমাদের মতে এ সম্বন্ধ ছাড়া উচিত হয় না।

সনাতন। এ সম্বন্ধে আমারও কোন অমত নেই, আমি মনে করি এরকম পাত্র জগতে দুর্লভ।

সনাতন মিশ্রের আপনা আপনি লোক যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা সকলেই বল্লেন, যদি সৎপাত্রে দেখে কন্যাদান করা মনে হয়, তবে এরচেয়ে যোগ্য পাত্র আর কোথাও কেউ নেই। এই পাত্রকেই কন্যাদান করা উচিত। তবে মেয়েদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাঁরা কি বলেন সেটাও শুনতে হয়।

আচ্ছা আপনারা একটু বসুন, আমি একবার আসি, বলে—সনাতন মিশ্র উঠে বাড়ীর ভেতর গেলেন। (ক্রমশঃ)

নির্য্যাণ

গত ২৪শে চৈত্র ৭ই এপ্রিল রবিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ-ধাম পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীর শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের শাখা কমলাপুরস্থ শ্রীগোপালজীউর মঠের একান্ত সেবক শ্রীপাদ গৌরগোপাল দাসাধিকারী মহোদয় উক্ত গোপালজীর মঠেই প্রপঞ্চত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ভক্তবর শ্রীযুত বিরাজমোহন দে মহাশয়ের যত্নে সমারোহের সহিত তাঁহার সমাধি প্রদান ও বিরহ-মহোৎসব সু-সম্পাদিত হইয়াছে। সেবানুকূল্যার্থ নিমিত্ত আমরা বিরাজবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নানা কথা

বগুড়া লোকাল বোর্ড

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত

লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচনের পর [illegible] অধিবেশন সভায় স্থানীয় [illegible] মৌলবী [illegible] ও বাবু [illegible] যথাক্রমে ঐ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ওবেই বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছেন মৌলবী আব্দুল [illegible] ও বিজয়চন্দ্র কুণ্ড।

কয়লার খনির কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন

নিখিল ভারতীয় কয়লার খনির কর্মচারী সমিতির এক অধিবেশনে ধৃত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এবং তাঁহাদের প্রতি যে নৃশংস ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার জন্য সহানুভূতি জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। আর একটী প্রস্তাবে তাঁহাদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে।

প্রবঞ্চনার অভিযোগ

কিষেণলাল আগরওয়ালার নিকট হইতে দেওলাল চৈন পরদিন দাম দিবে প্রতিশ্রুত হইয়া ২২০ টাকার চিনি ও ঘি লয়। পরদিন তাহার ঠিকানায় লোক পাঠাইয়া দেখা যায় তাহার দোকান বন্ধ। অনুসন্ধানে জানা যায় যে ঐ জিনিষগুলি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কিষেণলালের পক্ষ হইতে আবেদন করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ও তল্লাসী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

লণ্ডন কংগ্রেসের শাখা

গত ৯ই এপ্রিল ভারতীয় কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার মাসিক অধিবেশন হইয়া গেল। বলশেভিক [illegible] বিলের আলোচনা প্রথিত [illegible] পরামর্শ, [illegible] ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিঃ প্যাটেল যে নিভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করা হয়। [illegible] প্রতিনিধিদের [illegible] মিঃ প্যাটেল [illegible] তাহাকে [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] বিদেশে [illegible] যে [illegible] ১৯২৭ সালের [illegible] তুলনা করিলে দেখা যায় [illegible] সংখ্যা ৮০৯ এবং [illegible] ৯৩৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মৌঃ মহম্মদ আলীর বাড়ী আবার [illegible]

[illegible] ও [illegible] এবং [illegible] মুসলমানদের [illegible] দুই পক্ষে মিঃ মহম্মদ আলী ও মিঃ [illegible] অনেক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রে [illegible] যে, মিঃ সওকত আলি বিলাত [illegible] কথা প্রচার করিয়া আন্দোলনের [illegible] নিকট হইতে বিলাত যাইবার পূর্বে ২৫ হাজার টাকা সাহায্য [illegible]। বিলাতে যাইয়া ভূপালের নবাব [illegible] সঙ্গে তার দেখা হয়, তাহাতে নিজামের নিকট ৮০০০ হাজার পাউণ্ড সাহায্য পান। মিঃ মহম্মদ আলী বিলাত হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া [illegible] নিকট এক পত্র লেখেন। কোন সাহায্য না পাইয়া মহাত্মাজীর উপর আলী ভাইয়েরা বিষম চটিয়া যান। তারপর [illegible] ভূপাল হইতে প্রত্যেক মাসিক ২৫০ টাকা পেন্সন পান। কয়েক মাস পরে [illegible] কারণে এই পেন্সন বন্ধ হইলে, আলী ভ্রাতৃদ্বয় [illegible] উঠেন। আন্দোলনের [illegible] উপলক্ষে ১৩ লাখ টাকাও [illegible] আলীর পকেটে যায়।

মিঃ মহম্মদ আলী [illegible] সর্ব্ব [illegible] বলিয়াছেন যে, হিন্দু মুসলমানের [illegible] মিলন হইবে না। আমি [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

...শে চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৫

াপ্রসাদ-সেবা কিরূপ?

'আমরা দেখিতে পাই যে, পুরু-ষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রসাদ সম্মান ...তে বসিয়া ভক্তগণকে বলিয়া-ছিলেন,—"বিস্তর লাফরা মোরে ...। পিঠা-পানা ছানা-বড়া তোমরা ... লহ।" মহাপ্রভু ঐই উক্তিচ্ছলে ...ধক জীবগণকে শিক্ষা দিলেন, ...ন মহাপ্রসাদ গ্রহণের ছলে কেহ ...হাতে ভোগবুদ্ধি করিয়া না বসেন। ...য় নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ ...স গোস্বামী প্রভুকে উপদেশ-...লেও মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকালে এই ...লাচলেই সাধকজীবকে এইরূপ ...ক্ষা দিয়াছিলেন,—

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি-
উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ
নাহি পায়॥"

মহাপ্রসাদ সেব্য বস্তু, তাহা ...মাদের ভোগ্য বস্তু নহে। আমরা ...
...লি হইয়া বলিব,—হে মহাপ্রসাদ! ...পনি বৈকুণ্ঠ বস্তু, আপনি আমার ...ভু; আপনি আমার জিহ্বা-...ম্পট্য আমার যাবতীয় প্রাপঞ্চিক-...ধারূপ দুর্দ্দমনীয় ব্যাধি বিদূরিত ...রিয়া অপ্রাকৃত সেবারসে আমার ...চি জন্মাইবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক ...গতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুরু-...বস্তুতে—ঈশ্বর-বস্তুতে যে ভোগবুদ্ধি ...রে, সে বঞ্চিত হয়, আমাকে ...ঞ্চিত করিবেন না। আপনাতে ...ন আমার জাতি সামান্যবুদ্ধি না ..., চিন্ময় মহাপ্রসাদকে যেন আমি ...ভাত-ডাল' জ্ঞান করিয়া ভোগে ...প্ত না হই। আমি আমার ...ধিকার-উপযোগী আপনাকে গ্রহণ ...রিয়া যেন প্রপঞ্চত্রয় ও কৃষ্ণসেবার ...যোগিতা লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রভু আজ সাধক-জীবকে ...প্রসাদে ভোগবুদ্ধি ... করিবার জন্য এইরূপ লীলা দেখাই-লেন। সার্ব্বভৌম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আজ কৃপা পূর্ব্বক সকল প্রকার মহাপ্রসাদই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জগন্নাথদেব কিরূপ ভোজন করিয়া-ছেন,—এই সকল উপকরণ ভোগে তাঁহার কিরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়াছে, মহাপ্রসাদ আস্বাদ করিয়া তাহা অনুভব করুন। ইহা বলিয়া ভট্টা-চার্য্য মহাপ্রভুকে পিঠা-পানা-ছানা-বড়া মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের বিচিত্র-মহাপ্রসাদ সেবন করাইলেন। পাঠক! এখানে সার্ব্বভৌম ভট্টা-চার্য্যের উক্তিটী লক্ষ্য করুন,—

"জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন
ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর
আস্বাদন॥"

অনর্থযুক্ত বিষয়ী বা সাধক, আর অনর্থমুক্ত সিদ্ধবৈষ্ণব বা পরম-হংসের আচরণ বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও তাঁহাদের অন্তর নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। যাহারা মৎসরতাবশতঃ সাধক ও সিদ্ধকে সমশ্রেণীতে গণনা করে, তাহারা কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারে না। অনর্থমুক্ত পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হন, মহাপ্রসাদ তাঁহার নিকট নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জাগাইয়া না দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের স্মৃতিই জাগাইয়া দেয়। তিনি বিচিত্র প্রসাদ সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে নিজের কোন ভোগস্পৃহা থাকে না, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রসাদ আস্বাদন করেন। প্রসাদ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া দেয়।

আমরা মহাভাগবতগণের আচ-রণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আচরণ দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, অনর্থমুক্ত পুরুষগণ যে কোন বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-পরতাই সাধিত হয়, তাঁহারা সকল বিষয় গ্রহণে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতএব মহা-ভাগবত বা বৈষ্ণবগণকে ভোগী বা বিলাসী মনে করিয়া কাহারও ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করা উচিত নহে, তাঁহা-দিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই বিধেয়। তবেই জীবের মঙ্গল।

মহাপ্রভু অন্যদিকে নিজ আচ-রণের দ্বারা জানাইলেন যে, পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি 'মহাপ্রসাদ' গ্রহণে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নাই। তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে লাফরা ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা উচিত। কারণ পিঠা-পানা-ছানা বড়া প্রভৃতি গ্রহণ করিবার ছলে অনর্থযুক্ত পুরুষের প্রসাদে ভোগ-বুদ্ধিই বৃদ্ধি হইবে।

প্রশ্ন

নদীয়াপ্রকাশের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে 'ভূতগ্রহ' প্রবন্ধে লেখক মহা-শয় লিখিয়াছেন—'ইহারা এমনি বিদ্যার মত্ত যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সহিত জীবের তুলনা করিয়া নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করেন।" একথা বলায় কি দোষ হইল বুঝিলাম না, কারণ প্রতি ঘটে কি নারায়ণ নাই? একটী হস্তী হইতে একটী পিপী-লিকাতে পর্য্যন্ত তিনি কি নাই? প্রতিঘটে যে নারায়ণ থাকেন তাহার প্রমাণ—

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈ র্ভূত সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌-
গুণান্॥

শ্রীভাগবতে ১।২।৩২

অন্যত্র—

একেবাস্মব ভূতানাং হরির্নিত্যং হৃদি স্থিতঃ।

স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে ২৩৪ অধ্যায়ে।

ততোধিক—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যোপনিষদি ৩।১৪।১।

দরিদ্র ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিবে না, তাহাকে নারায়ণ জ্ঞানে যত্ন করিয়া সেবা করিবে। তজ্জন্য 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বি. মহাশয়ের জীবনে দেখিতে পাই তিনি বলিতেন 'দরিদ্রনারায়ণ।' তিনি কমলোক থাকেন নাই। আমেরিকাকে মাতাইয়াছিলেন। কত ইংরাজ মহিলাকে ব্রহ্মচারিণী করিয়া মৎস্য মাংস ত্যাগ করাইয়াছিলেন। যাহাদিগের বিলাসিতায় গা ঢালা, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারিণী করা কঠিন কথা। আমি হিন্দু, আমি ব্রহ্মচারী হইতে পারি, কিন্তু ইংরাজ মহিলাকে মৎস্য মাংস ত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণী করা কঠিন কার্য্য নহে কি? একবার এক সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে ক্যালিফর্ণিয়াতে ৭০ জন ইংরাজ মহিলা ব্রহ্মচারিণী হইয়া কহিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মচারিণী হইবার পূর্ব্বে যখন মৎস্য মাংস ব্যবহার করিতাম, এখন ত্যাগ করিয়া মন অনেক উচ্চ হইয়াছে। 'ক্যালিফর্ণিয়াতে ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলা রাজযোগ শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের গলে ফুলের মালা গায়ে আলখেল্লা, পায়ে নেকড়ার জুতা ঐ দোকানকার ফটো ও পাইয়াছি। সুতরাং বি মহোদয়ের কথা কখন অসার হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ হইয়া মৎস্য মাংস ত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু ইংরাজ বা ইংরাজ মহিলার মৎস্য মাংস ত্যাগ কঠিন নহে কি?

শ্রীমধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ,
ভক্তিরঞ্জন।
আকুই, বর্দ্ধমান।

উত্তর

বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় ভক্তিরসামৃতের ... চক্রে উঠিবার পরিবর্ত্তে যে শেষকালে বেদ শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া ভয়ঙ্কর মায়াবাদ-হলাহল হস্তে করিয়া উত্থিত হইবেন, তাহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। এতকাল ধরিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল ও বৈষ্ণবোচিত বেদ ব্যাখ্যা-দানের তাৎপর্য্য যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অপরাধী মায়াবাদীকে মহাজন বলিয়া মায়াবাদীর সিদ্ধান্তকেই বহুমানন করা হয়, তাহা হইলে আমরা ... ও ... কোন মূল্য গ্রহণের পক্ষ-পাতী না হওয়াই বরং সমীচীন মনে করি। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া যদি শেষে 'সীতা কাহার ভার্য্যা?' এই প্রশ্নের অবতারণা হয়, তাহা হইলে তাহা সজ্জন-সমাজে বড়ই হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রীমহাশয় সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র "গৌড়ীয়" ৫ম বর্ষ ... সংখ্যা ১০ম পৃষ্ঠায় লিখিত 'বাউলিয়ার বিশ্বাস' নামক প্রবন্ধটী অনুগ্রহ করিয়া আলোচনা করিলে তাঁহার প্রশ্নের সর্ব্ব-প্রকার সুমীমাংসা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। সর্ব্বভূতেই যে নারায়ণ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ ..., এবিষয়ে আর কাহার মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে। হস্তী, পিপীলিকা প্রভৃতি সর্ব্বভূতে নারায়ণ পরমাত্মা-রূপে থাকিতে পারেন, এ কথায় কে আপত্তি উত্থাপন করিতে যাইবেন? কিন্তু ঘটে নারায়ণ অংশরূপে আছেন বলিয়া সেই ঘটকেই যে নারায়ণ বলিতে হইবে, এ কোন্ দেশীয় সিদ্ধান্ত? দরিদ্রে পরমাত্মারূপী নারায়ণ থাকিতে পারেন, তাই বলিয়া দরিদ্র কখনও নারায়ণ ...

হইতে পারে না। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণে দরিদ্রতারোপ করিয়া দরিদ্রনারায়ণ বলাও যেমন, আর জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর হস্তে ভিক্ষা-পাত্র প্রদান করাও সেই কথা। সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন এক কথা, আর সর্ব্বভূতের সহিত ভগবানকে সমজ্ঞান করা আর একটি কথা। মহাভাগবত স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দর্শন করেন, তাঁহাকে স্থাবরজঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই দর্শন করেন।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবরজঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥
স্থাবরজঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম)

মহাভাগবতের নারায়ণ দর্শনে নারায়ণের দরিদ্রতা দর্শন রূপ কপটতা নাই। তাঁহার বহির্দর্শনের আত্যন্তিক অভাবনিবন্ধন তিনি অপ্রাকৃত ভাবপ্রাবল্যে সর্ব্বত্র সেব্যসেবক ভাবান্বিত কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শন করিয়া থাকেন। দারিদ্র্য দেখিব, অথচ নারায়ণ দেখিব, এরূপ কপটতাপূর্ণ নারায়ণ দর্শন কখনও পণ্ডিতের 'সমদর্শন' শব্দ-বাচ্য নহে। পদ্মপুরাণ এইরূপ কপট দার্শনিকগণকে 'নারকী' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

"* * বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ"

অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর মায়াধীশ বিষ্ণুর সহিত তদিতর মায়াবশ জীবকে সমান জ্ঞান করে, তাহারা নারকী।

দরিদ্র ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণই জ্ঞান করিতে হইবে, তাহা না করিলে তাহাকে ঘৃণা করা হইবে—এ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিলেন? শাস্ত্রী মহাশয় যে মহাপ্রভুর আরাধনা করিবার অভিমান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন, সেই সময় বৃন্দাবনের কয়েকজন লক্ষপ্রকৃতি ব্যক্তি মহাপ্রভুকে "সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥ বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার। তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥"—এইরূপে স্তব করায় জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু তাদৃশ স্তবে স্তুত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াও লোক-শিক্ষার্থ কি বলিয়াছিলেন, তাহা একবার তিনি গৌড়ীয়-ভাষ্যসহ অনুধাবন করিয়া দেখুন।

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' ইহা না
কহিবে।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'জ্ঞান কভু না করিবে॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব-ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তা'রে যম॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-
ধ্রুবম্॥

(শ্রী চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ)

জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি ভয়ঙ্কর মায়াবাদ। উহা অপেক্ষা পাষণ্ডতা আর কিছুই হইতে পারে না। দণ্ডিগণকে কেবলাদ্বৈত মায়াবাদিগণ 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া সম্ভাষণ করেন, কিন্তু জীব বদ্ধ ও মুক্ত—সর্ব্বাবস্থাতেই মায়াধীশ পরমেশ্বর নারায়ণের নিত্যবশ্য বলিয়া কখনও 'নারায়ণ' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না, যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত 'সমান' বা 'এক' বলেন বা জ্ঞান করেন, তিনি মায়াবাদী অপরাধী। মহাপ্রভু এজন্যই বলিলেন,—সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছুই নয়, তিনি কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসূর্য্য-সম হইতে পারেন না, তিনি চিৎকণ জীব মাত্র, অতএব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণ-কণ সম, তাঁহাকে কখনও 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়। সুতরাং 'দরিদ্র নারায়ণ' একথা বলার সাহস একমাত্র গৌর-কৃষ্ণ-পদাপরাধে অপরাধী মায়াবাদীরই হইতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়ের 'বাউলিয়া বিশ্বাস' প্রবন্ধ আলোচনা করিলে শাস্ত্রী মহাশয় জানিতে পারিবেন যে—কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর একজন নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত শিষ্য ছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে ইঁহাকে নীলাচলে সঙ্গে লইয়া আসেন। কমলাকান্ত নীলাচলে আসিয়া নীলাচলাধিপতি-মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। পত্রখানিতে তিনি স্বীয় গুরু অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়া আচার্য্যের কিছু ঋণ হইয়াছে জ্ঞাপন করেন এবং সেই ঋণ পরিশোধার্থ-মহারাজের নিকট তিন শত মুদ্রা যাচ্ঞা করেন। দৈবে সেই পত্রখানি মহাপ্রভুর হাতে পড়িয়া যায়। মহাপ্রভু তাহা পড়িয়া দুঃখিত হইয়া বলেন—কমলাকান্ত আচার্য্যকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই, কেননা আচার্য্য প্রকৃতই মহাবিষ্ণুর অবতার ঈশ্বর। কিন্তু কমলাকান্ত একদিকে আচার্য্যকে ঈশ্বর, অপর দিকে আবার সেই ঈশ্বরের অভাব বা দারিদ্রতা আছে, ইহা বলায় আচার্য্যকে লঘু করিবার চেষ্টা প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে তচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্র বুদ্ধি মায়াবাদী বাউলিয়া মত।

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,ইহাঁ আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১২।৩৫-৩৬

অর্থাৎ মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে—'দরিদ্র নারায়ণ'-মতবাদটি অসম্মত বা বাউলিয়া মত। নারায়ণত্ব ও দরিদ্রত্ব একসঙ্গে সামঞ্জস্য হইতে পারে না। নারায়ণত্ব—দরিদ্রতা নহে, দরিদ্রতাও নারায়ণত্ব নহে। নারায়ণের দরিদ্রতা বা কোন ঋণ থাকিতে পারে না, নারায়ণের কথা দূরে থাক্, নারায়ণের দাসানুদাসগণেরও কোন অভাব থাকিতে পারে না। যদি বল দরিদ্ররূপী নারায়ণ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপতা কিছুকালের জন্য দরিদ্রতাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ নারায়ণ মায়াধীশ, তিনি কখনও মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারেন না। খণ্ডবস্তুই আচ্ছন্ন হয়, অখণ্ডবস্তু আচ্ছন্ন হইতে পারেন না। অতএব 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দ কখনই সিদ্ধান্তসম্মতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা লইয়া আলোচনা করিয়া কাহারও অসন্তোষের ভাগী হইতে চাহি না। তবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোন অশ্রৌত মতবাদ প্রচারককে আমরা সজ্জন বলিবার পক্ষপাতী নহি। কতকগুলি লোকের রুচি বদলাইয়া মৎস্য মাংস ছাড়াইতে পারিলেই যে তাঁহার কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ভক্তিবর্জ্জনের পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে না। মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলেই কি ব্রহ্মচারী হওয়া যায়? অনেক পশুপক্ষীও ত সেরূপ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পশুরাই কি ব্রহ্মচারী হইবে? অবশ্য মৎস্য মাংস ত্যাগ, গেরুয়াবসন পরিধান প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ইংরাজ মহিলাদের পক্ষে একটু অভিনব দেখায় বটে, কিন্তু উহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য নহে।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুপাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা ও গুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতসিদ্ধান্ত শ্রবণই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মে বিচরণ রূপ কার্য্য। মৎস্য মাংস ত্যাগাদি সামান্য নীতি-বাদীরাও করিয়া থাকেন। কেবল উহার দ্বারাই জীব-হিংসা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করিতে পারেন—প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস যাঁহার হরিভজনের জন্য গৃহীত ও ত্যক্ত হয়, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই বেদাজ্ঞা পালন করা হয়। রাজসিক ও তামসিক আহার্য্য ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিলেই পাপ ...

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

৪৪৩ গৌরাব্দের অধিবেশন-বিবরণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭ সংখ্যার পর)

অনন্তর শ্রীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃগণের তাঁহাদের সেবার উপলব্ধি এবং গুণাবলী প্রশংসামুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীগৌর কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অমানুষিক সেবাচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—

এই শুভ বাসরে যাঁ'র কথা বলা যা...

হওয়া যায় না; কিন্তু ত্রিগুণাতীত মহাপ্রসাদকে সেব্য-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রপঞ্চ জয় হয়, রসনা ভুক্তিদেবীর মনোরঞ্জন করিবার পরিবর্ত্তে মায়াবাদীর মনোরঞ্জন করা হইয়া পড়ে—ভক্তিসিদ্ধান্তে আদর কমিয়া মায়াবাদীর সিদ্ধান্তেই অতি আদর হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ কতকগুলি ইংরাজ মহিলাকে মৎস্য মাংস ত্যাগ করাইয়াছেন, গলদেশে ফুলের মালা, গায়ে আলখেল্লা ও পায়ে নেকড়া জুতা পরাইয়াছেন বলিয়া তিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ-মূলে ষড়ৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণে দারিদ্র্যারোপ পূর্ব্বক 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দ ব্যবহার দ্বারা মায়াবাদ প্রচার করিবেন আর আমরা অম্লানবদনে তাঁহার কথাকে 'সার' বলিয়া মানিয়া লইব, এরূপ কুশিক্ষা শ্রীগুরুদেব আমরা আমাদের ... আচরণ হইতে পাই নাই। ব্যক্তিবিশেষের 'কম' লোকই থাকুন, আর 'বেশী' লোকই থাকুন, তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, তবে আমরা তাঁহার মায়াবাদী সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারি না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।'

(চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৯)

আশা করি, অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত 'কৃষ্ণভক্ত' প্রবন্ধান্তর্গত ভক্তিসিদ্ধান্তে অনাদরপূর্ব্বক মায়াবাদকে বহুমানন করিতে ছুটিবেন না এবং মৎস্য মাংস ত্যাগ করাকেই ব্রহ্মচর্য্যের চরম আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। তিনি বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত, অতএব বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা ভক্তিসিদ্ধান্তেই তাঁহার আদর হওয়া কর্ত্তব্য। ... বৈষ্ণব, তিনি, তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির মায়াবাদীর সিদ্ধান্তে আদর দেখিয়া আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি বলিয়াই এই কথার অবতারণা।

... মোর্য্যতা বর্ণন ... মার ... সেবাবিমুখ জনের পক্ষে ... তবে যদি শুদ্ধা সরস্বতী স্বয়ং ...রেন, তবেই আচার্য্যত্রিক প্রভুর ... বর্ণন করতে এবং তদ্দ্বারা ...বনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি। ...চার্য্যত্রিক প্রভু গৌরপ্রিয়তম প্রভু...দের প্রিয়তম। তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি—...মার শিক্ষাগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ— ...চৈতন্যমনোভীষ্টপ্রচারক শ্রীগৌরজনের ...ভক্তিপ্রচারের মূলস্তম্ভ তিনি ...বিজ্ঞ... গুরুদেবকে জগতের সম্মুখে ... জগতের অশেষ কল্যাণ ... কচ্ছেন। ... বৈকুণ্ঠধ্বনিতে—যে ...বাণীতে আজ সমগ্র জগৎ ... হ'তে চলেছে, শ্রীশ্রীআচার্য্যত্রিক ...ভু তাঁদের মুখ। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত ...হ জগতের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ...ল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করতে পারে ..., ... গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের কৃপা পাইলে গৌরকৃপা লাভ করা যায় ...তাঁহার বৈরাগ্যের আদর্শ অতুলনীয়। ...নি যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। ...নি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন। ...ান আমাদের ন্যায় কত লোককে ...াত মুহূর্ত্ত দুরত্যয়া দৈবী মায়ার হস্ত 'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত কচ্ছেন। নিতান্ত অপ...ধীও তাঁ'র কৃপায় অপরাধমুক্ত হ'য়ে ...বার ভগবৎসেবার অবসর পেয়েছেন। ...'র মধুর স্নিগ্ধ স্বভাব, তাঁ'র সঙ্ঘ-...রিচালনক্ষমতা সকলকে নিয়মন করবার ...পূর্ব্ব কৌশল, তাঁ'র গুরুদেবতাত্মতা তুলনীয়। আমরা তাঁ'র ... পাদ-...গার আশ্রয় না পেলে প্রাকৃ...ত বিপথগামী হ'তাম।

অনন্তর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা-...নোদ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-...বিদ্যাভূষণ বি, এ, আচার্য্য প্রভুর গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন,—

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ...বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, তৎসঙ্গে সঙ্গেই আর একটী ...মূর্ত্তি আমাদের চিত্তপটে উদিত হইয়া থাকে; ইনি আচার্য্যত্রিক প্রভুর অকৃত্রিম অভিন্নাত্মা আচার্য্যবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, যাঁহাকে আমরা বাসুদেব দা' বলিয়া ডাকিয়া থাকি। আমরা বৈষ্ণব ইতিহাসে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের অকৃত্রিম ...বন্ধুত্বের কথা শুনিয়াছিলাম, আর এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি কুঞ্জ দা' ও বাসুদেব দা'র অকৃত্রিম গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা যেন দুইটী মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া জগতের কল্যাণবিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ... সেবা-বিগ্রহ আর একজন সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ; শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর এই দুইটী অঙ্গ। একটী হইতে আর একটী পৃথক্ করা যায় না। সিদ্ধান্ত জিনিষটা *intellectualism* নহে। সিদ্ধান্তই সেবা। যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সেবা জানেন। আর যিনি সেবানিপুণ, তিনিই সিদ্ধান্তবিৎ।

কুঞ্জদা' ও বাসুদেবদা' যে কত বড়, তাহা আমরা বাহ্য চিন্তাস্রোতে অভিভূত থাকিয়া বুঝিতে পারি না। তাঁহারা এই উত্তপ্ত সংসার-মরুতে যে কিরূপ শ্রীচৈতন্যসেবা-সিদ্ধান্তের সুশীতল মলয়সমীরণ প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় চৈতন্য-প্রতিষ্ঠানের দ্বার ছাড়িয়া একটুকু বাহিরের 'লু' গায়ে লাগিলেই বেশ বোঝা যায়। গৌড়ীয়মঠের প্রণালিকা-...রিষ্কারকারী একজন সেবকও কত বড়—যার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুর তুলনা হয় না। গৌড়ীয় মঠের সাধারণ-সেবাপর একজন সেবকও কত বড় স্বাধীন—কত বড় বলীয়ান্—কত বড় পণ্ডিত—কতবড় বুদ্ধিমান্—কত বড় ত্যাগী—কত বড় মহাপ্রাণ। সর্ব্বোপরি সকল মহত্ত্বের মূল আদর্শরূপে কুঞ্জদা ও বাসুদেবদা'। আমরা দুই চারিজন পরিবারবর্গসমন্বিত একটী ক্ষুদ্র সংসারের চিন্তা করতে গিয়া হাঁপাইয়া পড়ি, অধৈর্য্য, অসহিষ্ণু হইয়া যাই, আর কুঞ্জদা' বিরাট কৃষ্ণের সংসারের সমগ্র ভার স্কন্ধে লইয়াও কিরূপ সহিষ্ণুতার সীমা অতুলন প্রদর্শন করিতেছেন। শুধু এতগুলি মঠ প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের অসংখ্য প্রকার সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াই তিনি শান্ত নহেন, ... বিরাট কৃষ্ণের সংসারের সহিত যে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংসারের কার্য্য-কলাপ, বিষয়বস্তু, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিভিন্ন আবেদন-অভিযোগের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তিনি একা নিজস্কন্ধে বহিয়া লইয়া গুরুদেবতাত্মার অলৌকিক আদর্শ জগতের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। প্রভুপাদ সমস্ত বিশ্ব ভরিয়া যে সংসারটী পাতিয়াছেন ও পাতিতেছেন, সেই সংসারের সমস্ত লোকের রক্ষক, পালক, ব্যবস্থাপক কুঞ্জদা'। আজ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কীর্ত্তন করিতেন না, যদি কুঞ্জদা' না আসিতেন। আজ কলি-পঙ্কের প্রধানস্থান কলিকাতায় কে বৈকুণ্ঠ অবতরণ করাইত, যদি কুঞ্জদা' জগতে না আসিতেন? আজ যে গৌড়ীয় মঠের বার্ত্তা বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রচারিত হইতে চলিয়াছে, সেই গৌড়ীয় মঠ আজ কে প্রকাশিত করিত, যদি অচিন্ত্যশক্তিধর কুঞ্জদা' স্বয়ং জীবন্ত গৌড়ীয়মঠ হইয়াও গৌড়ীয়মঠরক্ষক-রূপে জগতে প্রকাশিত না হইতেন? আজ কে শ্রেষ্ঠাচার্য্য ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুকে গৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিত? আজ কে ভক্তি-মধুকর মদনমোহনকে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবাকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিত? আজ কে ভক্তি-বিজয় শ্রীযুক্ত যতীচরণকে গুরু গৌরাঙ্গ সেবায় নিযুক্ত করিত? আজ কে আমার ন্যায় অসংখ্য সেবানভীপ্সুর হৃদয়ে সেবোন্মুখতার অঙ্কুরোদ্গম করিতে পারিত? আজ কে আমার ন্যায় পাতকী, অপরাধীকে পাষণ্ডতা ও অপরাধগর্ত্ত হইতে টানিয়া উঠাইত, যদি কুঞ্জদা'র কৃপায় বঞ্চিত হইতাম, আর তাঁহারই অভিন্নাত্মা বাসুদেবদা' জগতে না আসিতেন? কুঞ্জদা' নামটী উচ্চারণ করিলেই যেন সেবা বিমুখতারূপ জড়তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সেবাকুসুম শুভ্র চাঞ্চল্যে ফুটিয়া উঠে। কুঞ্জদা'র আদেশ পাইলে দুর্ব্বলের চিত্তেও শত হস্তীর বল ও শত অশ্বের গতিবেগ আপনি জাগিয়া উঠে। কুঞ্জদা'র আদেশে কোপাগ্নির সম্মুখেও বুক পাতিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। এমনই তাঁহার সেবাপ্রাণতা। অনেকে মনে করিতে পারেন, কুঞ্জদা'র আদেশ সকলে বিনা বিচারে পালন, এমন কি, না বলিতে ইঙ্গিত মাত্রেই কুঞ্জদা'র অভীষ্ট সাধনে ব্যস্ত হন কেন, আর অনেকের পুনঃ চীৎকারও কার্য্যকারী হয় না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কুঞ্জদা'র অক্লান্ত, নিষ্কপট সেবাপ্রাণতা। ... না করিয়া আমাদের সেবাবিমুখতার জন্য অনুতাপ করাই উচিত। গুরুদেবতাত্ম কুঞ্জদা' নিজের ভোগ কখনও কিছু রাখেন না। শ্রীভুপাদের সেবা করিবার ছল ক'রিয়া তাহাকে নিজে কখনও ভাগ বসান না। তাঁহার অধীনে অ... সেবক এবং সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুগত। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনদিন গুরুগৌরাঙ্গের সেবা ছাড়া পৃথগ্ভাবে নিজের সেবায় নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা ছাড়া মুহূর্ত্তের জন্য অন্য অস্মিতা নাই। গুরুগৌরাঙ্গসেবারূপ তাপমান (*temperature*) মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহা হইতে হ্রাস হয় না। কুঞ্জদা' শুধু প্রভুপাদের বিশ্বব্যাপী বিরাট সংসারের ও তাহার সহিত যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য সংসারের ব্যবস্থা করিয়াই শান্ত নহেন, তিনি প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সকল সেবা বিন্দুমাত্র অমনোযোগী না হইয়া সম্পূর্ণরূপে ও সুষ্ঠুভাবে করিয়া থাকেন। এত বড় গুরুদেবতাত্ম শক্তিধর পুরুষ কোন যুগে কেহ দেখিয়াছেন কিনা, আমাদের জানা নাই। তাঁহারই অপর সংস্করণ বাসুদেবদা'।

বাসুদেব দা'র গুণের কথা স্বয়ং অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই সকল চরিত্র ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের (*Fanatics*) সাজান কল্পিত প্রশংসাবাদ নহে। ইহা বাস্তব হইতেও বাস্তব। বাসুদেবদা'র গুণবর্ণনাই চরিত্র আমার মত অনর্থগ্রস্ত লোক কিছুই বর্ণন করিতে পারে না। কেবল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বাসুদেবদা'র সম্বন্ধে যে দুই চারিটী কথা শুনিয়াছি, তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে একদিন—একদিন কেন, বহুদিন প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বোধহয় দু'এক দিনের বার, তারিখও আমার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ আছে, কৃষ্ণেতর-বিষয়-গন্ধ-বুভুৎকৃতি ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণবিষয়গন্ধলেশ-আরতি যদি কাহারও বিশেষভাবে থাকে, তাহা হইলে সেটী পরবিদ্যাভূষণ শ্রীবাসুদেব প্রভুতে বর্ত্তমান। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও শুনিয়াছি, —"বাসুদেব আমার যেরূপ সম্পূর্ণভাবে আমি যাহা বলিতে চাই, ঠিক সেইটী পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।" শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও একটী কথা শুনিয়াছি, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল স্বরূপাদি কয়েকজন ভক্ত, তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি কয়েক জন সঙ্গীতবিদ্যায় অতুলনীয় হইয়াও বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তিকালে অধিকাংশ সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিতে চরিত্রভ্রষ্টতা, না হয় নাম 'মন-তর্পণসাধক নানাপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর অভিলাষ, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাদির ...নৃত্যই দেখা যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে একমাত্র অনন্ত বাসুদেব প্রভু সঙ্গীতবিদ্যায় পরম নিপুণ হইয়াও বৈষ্ণবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আর একটী কথা, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীবাসুদেবদা'র পাণ্ডিত্যের অলৌকিকতার কথা শ্রীচৈতন্য মঠে ও শ্রীগৌড়ীয় মঠে একাধিকবার শুনিয়াছি। আমরাও একথা জোর গলায় বলিতে পারি যে, এই বাসুদেব প্রভুর মত পরবিদ্যার অনুসরণকারী, শুদ্ধা সরস্বতীর অনুগমনকারী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বহু বহু মহামহোপাধ্যায়, বহু বহু প্রাকৃত বিদ্যার বরপুত্রগণ তাঁহার অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যপ্রতিভার নিকট পরাস্ত ও ম্লান হইয়াছেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই চোখ থাকিলে এই বাস্তব বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিবেন। বাসুদেবদা'র নিকট কাহারও সিদ্ধান্ত বিরোধী বাক্য বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। যে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধী বাক্য বা কার্য্য তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে ধরিয়া ফেলেন। বাসুদেবদা'র চরিত্রে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি যে সেবা করেন, তিনি তাঁহার সেবার কখনও *advertise* করিয়া বেড়ান না। তিনি নীরবে, একান্তভাবে সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যদেবের সেবা করিয়া যান। ... কোন প্রকার কোনদিনই তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র

আস্ফালন দেখাইতে পারে না। মায়ার কোন কীর্ত্তি কোনদিনই এই নিত্যমুক্ত প্রেমপ্রবরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বাসুদেবদা' আমাদের অনেকের বিভিন্ন প্রকার খুঁৎগুলি দেখাইয়া দিয়া থাকেন এবং বন্ধুগণের ভিতর দিয়া আমাদের সেই অনর্থগুলি। এরূপভাবে চিত্রিত করেন যে, আমরা তখন আমাদের দোষগুলি মূর্ত্তিমানরূপে দেখিতে পাই। বাসুদেবদা'র ঐরূপ কার্য্যে এত করুণা, স্নেহময়ী শিক্ষা ও মঙ্গলোপদেশ নিহিত রহিয়াছে যে, তাহা গ্রহণ করিলে আমরা অচিরেই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি। যাহারা বাসুদেবদা'র ঐরূপ স্নেহময় শিক্ষাদান ও শাসন-প্রণালীকে 'হিংসা' মনে করেন, তাঁহারা চিরতরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়াদাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত হন—একথা নিশ্চয়। নিজে নিখুঁত—খাঁটী না হইলে অপরের খুঁৎ ও অনর্থ ধরাইয়া দিবার সাহস ও সামর্থ্য আসিতে পারে না। বাসুদেবদা' সম্পূর্ণ নিখুঁৎ ও খাঁটী। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত করিয়া বিশ্ববাসীকে শ্রীচৈতন্যমঠ দিয়াছেন, আর এই বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠকে *entrusted* করিতেছেন এই কুঞ্জদা' ও বাসুদেবদা'র উপর। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র জগৎকে আহ্বান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"বাসুদেব অনুগ দাস্যে থাকিয়াতো
সদা লহ নাম।"

পণ্ডিতবিদ্যাভূষণ শ্রীবাসুদেবের আনুগত্যে সকলে সর্ব্বদা শ্রীনাম-কীর্ত্তনে রত হও, তাহা হইলেই শুদ্ধনাম জিহ্বাগ্রে উদিত হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ 'নদীয়া-প্রকাশে' জানাইয়াছেন যে, পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ বাসুদেবপ্রভুর কৃপা-ভূষণে বিভূষিত হইলেই বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের পরাবিদ্যার বিনোদন কার্য্যে সামর্থ্য লাভ হয়, নতুবা অপরা বিদ্যায় মজিয়া বিপথগামী হইয়া যাইতে হয়। আমার ব্যক্তিগত সাধন-জীবনে বাসুদেবদা' আমাকে অনুক্ষণ বিরূপ বিপুল কৃপা করিয়াছেন, তাহা আমার কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারিবে না। অনেকে আমাকে গৌড়ীয়-সম্পাদক বলিয়া জানেন, কিন্তু গৌড়ীয়ের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলির মূল ভাববীজ শ্রীগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ বাসুদেবদা'ই আমাতে সঞ্চারিত করিয়াছেন। বাসুদেবদা'র সঞ্চারিত ভাবরাশিকে ভাষাকারে পরিণত করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদে তাহা সকলের নিকট পরিবেশন করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে বাসুদেবদা'ই গৌড়ীয়।

অতঃপর শ্রীপাদকুঞ্জবাবাজী পণ্ডিতবিদ্যা-বিনোদ প্রভু শ্রীকুঞ্জদা'র অত্যদ্ভুত বৈষ্ণবগুণগ্রাম উল্লেখপ্রসঙ্গে বলেন, যেসকল ঈর্ষাপরায়ণ-ব্যক্তি অজ্ঞতামূলে কিছুদিন পূর্ব্বে বলিতেছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দণ্ডাম্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কুঞ্জদা'র নিকট লিখিত পত্রখানি শ্রবণ করিলেই ঐ ঈর্ষামূলা কথার অলীকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধর্ম্মজগতের তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্মকে অসংখ্যগুণে মহান, তাহা জগতে জানাইবার জন্যই অত্যন্ত প্রেরিত হইয়াছেন। আমরা নিম্নে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম—

জব্বলপুর
৮ই চৈত্র শুক্রবার, ১৩৩৫

কুঞ্জদা,

দণ্ডবৎ। আপনি পরিক্রমায় ব্যস্ত। কিন্তু এই ব্যস্ততা মধুময়ী—শান্তিময়ী—নিস্তব্ধতাময়ী। আপনাকে আমি এখানে সহস্র মাইল দূরে বসিয়া দেখিতেছি—দেখিতেছি, আপনার সেবা। আপনি বয়সে ও শরীরের বিস্তারে আমা অপেক্ষা 'ছোট', কিন্তু নিষ্ঠায় ও পরনিষ্ঠায় বহুগুণে 'বড়'। আপনার বৈষ্ণবতার জন্য আপনাকে ভালবাসি—দয়ার জন্য শ্রদ্ধা করি। আপনি আমার ধর্ম্মজীবনের 'চারাটী'কে যেভাবে বারিসিঞ্চন দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পুলকিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। ভারত অন্ধ—বাঙ্গালাদেশ অন্ধ, আপনাকে চিনে না, পাশ্চাত্যদেশ হইলে আপনার ন্যায় মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠকে 'শিরোমণি' বলিয়া বিঘোষিত করিত।

কুঞ্জদা, আপনাকে শুধু 'কুঞ্জদা' এই অন্যভাবে সম্বোধনে ভাল লাগে না। সেজন্য ক্ষমা করিবেন।

আগামী দোলপূর্ণিমা'র নামপ্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশনে আমার এই পত্রখানি পাঠ করিবেন। যাঁহারা ভারতের প্রান্ত-প্রান্তর হইতে "মহান প্রভুর্বৈ সঃ," "রসো বৈ সঃ," "সত্যম্ পরম্" এর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন, আমি আজ তাঁহাদিগকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে অভিবাদন করি। তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিবেন, যেন তাঁহারা প্রত্যহ আমার যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ ও নিষ্কপট সেবাবৃত্তি পাইবার জন্য সেই 'মহান প্রভুর' নিকট প্রার্থনা করেন। আমার মানসনেত্রে সেই শোভা বিরাজমান।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ আমার ঘরে বিরাজ করেন, তাঁহার ফটো আমার ঘরে এখানে আছে। বিশ্বের যত মানব এখানে আসেন, আমি প্রত্যেককে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাই,—"ইনি আমার বন্ধু—আমার নিত্যপথের প্রদর্শক—ইঁহার চরণতলে সর্ব্বপ্রথম বসিয়ে নিত্যধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণ করি—ইঁহার ন্যায় দয়ালু মানব ভারতে ভারতবাসীর মধ্যে দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না" ইত্যাদি। তাঁহার শ্রীচরণে আমার 'সবল সভক্তি দণ্ডবৎ' জানাইবেন। আমি বিশ্বাস করি, তিনি আমার বন্ধু—তিনি আমাকে ভাল বাসেন, তাঁহার 'উপকার' জীবনে ভুলিব না।

যাবতীয় 'মহারাজ', যাবতীয় 'ব্রজবাসী', যাবতীয় 'ব্রহ্মচারী' যাবতীয় 'গৃহস্থ' যাবতীয় ঈশভক্তকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবেন। আমি সকলকে যথার্থই ভালবাসি।

আপনি দয়া করিয়া 'গৌড়ীয়' ও 'হরিজনিষ্ঠ' পাঠান, সমস্ত উৎসবের বিবরণ পাঠান, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ঐ সকল কাগজ আমি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করি। ক্রমশঃ সেবাকার্য্যের প্রসার ভারত ব্যাপিয়া চলিয়াছে,—ইহা দেখিয়া আমার আনন্দ আর ধরে না। পরিক্রমার ফটো ও নূতন মন্দিরের ফটো থাকিলে পাঠাইবেন। যিনি আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ-পথের যাত্রী করিয়াছেন, আজ তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হই। দণ্ডবৎ।

আপনার সতকর্ম্মী
অতুল দা'

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

ভীষণ হত্যা কাণ্ড

কৃষ্ণনগর, ১৪।৪।২৯

গতকল্য সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর হাতার পাড়ার বুনী শেখের পুত্র খুশী শেখকে জনৈক গুণ্ডা ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, আমী হাতার পাড়ার একটী বাব ন্নিতার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ঐ সময় হত্যাকারী তাহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করে। উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তী আরম্ভ হইলে হত্যাকারী তাহাকে বক্ষের উপরে ছুরিকা বসাইয়া পলায়ন করে, ফলে আমী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অদ্য ৯ ঘটিকার সময় পুলিশ সন্দেহক্রমে জয়লাল নামক একটী লোককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে। জয়লাল জিলাবোর্ডে দপ্তরীর কার্য্য করিত।

কম্যুনিষ্ট ডেপুটির কারাদণ্ড

সোভিয়েট ক্রুশিয়ার পার্লামেণ্ট সভার অন্যতম ডেপুটি লেভিনসন ডাইজেক্টি এই একজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কমিউনিষ্ট মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য ইঁহারা অভিযুক্ত হন। পার্লামেণ্টের সদস্য বলিয়া ইঁহারা কোনরূপ অপরাধ করিতে পারেন না—এরূপ এক প্রস্তাব পারলামেণ্টে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও এই দুইজনের প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

"সাদার্ণ ক্রশের" অনুসন্ধানে সিডনি সান

সিডনির ১৮ এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, "সিডনি সান" নামক বিমানপোত খানি "সাদার্ণ ক্রশের" সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। উইণ্ডহামের উত্তর অঞ্চল উপকূলের উপর দিয়া প্রায় ৩০ মাইল স্থান অনুসন্ধান করিয়া "সিডনি সান" ফিরিয়া আসিয়াছে। "সাদার্ণ ক্রশের" কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কানাডার বিবাহ-বিভ্রাট

মন্ট্রিলের আদালতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কানাডায় বিবাহ করিয়া যে কানাডাবাসী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইবে এবং তথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া নূতন বিবাহ করিয়া কানাডায় ফিরিবে, তাহাকে বহু বিবাহের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হইবে। ইহাতে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে।

প্রায় চারি শত কানাডাবাসী একণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া নূতন বিবাহ করিয়া কানাডায় ফিরিয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন বিভিন্ন দলের তোড়জোড়

পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সকল দলই প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছে। হাণ্ডবিল, পুস্তিকা ও প্রাচীর পত্রে লণ্ডন নগর ভর্ত্তি হইয়াছে। নানাভাবে প্রচারকার্য্যের প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

নির্ব্বাচন সংগ্রামের জয়ধ্বনি রচনা করিয়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

লিবারেল দলের বিজ্ঞাপিত এই পুরস্কার মিঃ এইচ, জে, এডওয়ার্ড পাইয়াছেন। তাঁহাকে ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে জয়ধ্বনি রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপে করা যাইতে পারে—"উদারনৈতিক মতবাদ সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক।"

[illegible]

তিনি প্রণম্য।

মিস্ মেয়ো ও 'ভগবানের দান'

সম্প্রতি মিস্ মেয়ো 'ভগবানের দান' নাম দিয়া একখানি নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে সত্যকারে ভারত-... [illegible]

[illegible]

পাইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতা যদি কোন প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম-তত্ত্ববিৎ আচার্য ... লাভ করিতেন, তাহা হইলে জানিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত সার্বজনীন প্রেমধর্মের মধ্যে কোন ... নাই, বরং ব্যভিচারি সম্প্রদায়কে শ্রীচৈতন্য বিরো-... [illegible]

... Comparative study ... [illegible]

শব্দের প্রয়োগ

এক দুই বা ততোধিক অক্ষরযুক্ত হইয়া কোন অর্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে শব্দ বলে। শব্দ যথাযথ প্রযুক্ত হইয়া বাক্যাকারে এক একটী ভাবের প্রকাশ করে।

যাঁহারা শব্দের অর্থ যথার্থরূপে অবগত হইয়া তাহা ভাষায় অথবা লেখনীতে প্রকাশ করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত। কিন্তু সংসারে কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি শব্দের অর্থ বোধ না করিয়াই শব্দবিন্যাস করিয়া থাকেন। তাদৃশ শব্দের অর্থ সুধী সমাজে হাস্যো-দ্দীপক হইয়া থাকে। নিম্নে কএকটী শব্দ প্রকাশ করা হইল,—

"সোণার পাথরবাটী"—পাথরের বাটী দেখা যায়, কিন্তু সোণার পাথর হয় না বা হইতে পারে না।

'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'—'আমসত্ত্ব' আম হইতেই হইয়া থাকে, কিন্তু, কাঁঠালের কোন অংশ হইতেই আম পাওয়া যায় না, সুতরাং আমসত্ত্ব হইবে কোথা হইতে?

'দরিদ্র নারায়ণ'—'নারায়ণ' কথাটী শুনিয়া মাত্র আমরা অনেক প্রকার ধারণা করিয়া থাকি। কেহ নিজের আক্ষেপে কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। কেহ বা 'নারায়ণ' নামধারী কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে বোধ করিয়া থাকে। আবার কেহ বা দরিদ্র নারায়ণ শুনিয়া মনে করেন, বোধ হয় কোন গ্রামে একজন 'দরিদ্র নারায়ণ' ও একজন 'ধনী নারায়ণ' আছেন, তাই পরস্পরের পার্থক্য করিবার জন্য ঐরূপ বলিতেছে। কিন্তু এক শ্রেণীর মূর্খ আছে, 'যাহারা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আর এক প্রকার ধারণা করে: 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ ব্যাকরণ-মতে কি বুঝায়? (নার + অয়ন) হইতে নার হইয়াছে অয়ন যাহার—এই অর্থ হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ সহকারে 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—

ভাঃ ১০।১৪।১৪ "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্ব দেহিনাং" শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মস্তবে,—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টো যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥

* * *

নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক-কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম॥

* * *

নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥

যাঁহারা বেদান্ত (শ্রীভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, ভগবানের একটা নাম 'সর্ব্ব-নাম'। সকল শব্দেরই বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্‌কে জীব অথবা ইতর-দেবতা বলিয়া কেহ বলে না, অথবা ইতর-দেবতা বা জীবকে কেহ 'ভগবান্' বলিতে পারে না। 'নারায়ণ'-শব্দে ভগবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে। 'ভগবান'-শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ-সম্পন্ন। যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী, তাঁহার দারিদ্র্য একথা বলাও যা', আর মা-লক্ষ্মীর কাছে ভিক্ষাপাত্র দেওয়াও তা'ই। যিনি লক্ষ্মীদেবীর পতি, 'তিনি দরিদ্র' (!) একথা সোণার পাথরের বাটী অথবা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই।

যাঁহারা এইরূপ শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? পণ্ডিত অথবা মূর্খ? সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন।

[illegible] শ্রীভক্তাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধা-[illegible]আত্মিকা ভক্তিলতা পক্ষযপূর্ব্বার্থ প্রেম-[illegible] ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া উপদেশ করেন।

অতএব 'ভগবানের দান' বিচার করিতে হইলে শ্রৌতপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। কোন বিষয়ের আংশিক জ্ঞান মাত্র গ্রহণ করিয়া সেই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক। নিজে প্রায়ই দোষদুষ্ট হইয়া অপরকে দোষ-নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টা কখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় না। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই বিপদে পতিত হয়। সুতরাং নিজে চক্ষুষ্মান হইয়া অন্ধকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করা হয়। অন্যের দোষ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে নিজেকে নির্দ্দোষ হইয়া সারগ্রাহী হইতে হইবে, বস্তুর বাহ্যাবরণ দৃষ্টে বস্তু বিচার করিতে গেলে অনেক সময় বাস্তব সত্যের অপলাপ করিতে হয়। প্রাকৃত সাহিত্যা-মোদী হইয়া অপ্রাকৃত সাহিত্যের মর্য্যাদা হানি করিবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় [illegible] বিকারাত্মক জড় মন যাঁহা তদ্রূপ বিচার কখনই দোষবর্জ্জিত হইতে পারে না। প্রত্যেক লেখকের এরূপ বিচারের প্রতি দৃষ্টি [illegible] কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

শ্রীগোলোক বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর। ব্রজধাম, গৌরধাম অভিন্ন, একতত্ত্ব। ব্রজবনে গোকুলে সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ও বিহারস্থলী, আর গৌরবনান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌর-কৃষ্ণোদয় ও বিহারক্ষেত্র। উভয়ে কোন ভেদ নাই; উভয়ই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অবতরণস্থলী চিদ্ধাম। ইহা কোন প্রকার কালক্ষোভ্য ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক অথবা কয়েকটী রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থান মাত্র নহে। সমগ্র জগৎ এই বৃন্দাবন বা নবদ্বীপধামাশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বাস্তবতা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাবতারী মূল পুরুষ, তদ্ধামও সেইপ্রকার যাবতীয় জীবের নিত্য বাসস্থান। বিরূপা-বস্থায় আমরা যে যেখানেই রহিয়াছি বলিয়া অভিমান করিনা কেন—"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" অর্থাৎ জীব যখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অবগত হন "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" তখন তিনি গোলোক, বৃন্দাবন, মায়াপুর ছাড়া আর কোথাও থাকেন না। স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ লইয়া যেখানে থাকি না কেন, মায়াপুরে বসের সৌভাগ্য না ঘটিলে কাহারও কোন সুবিধা হইতেছে না।

স্বরূপানুভূতির অভাবে বৃন্দাবন-নবদ্বীপ বাস করিয়াও জগদ্দর্শন-ভক্ত ধামকে গ্রাম দর্শন হইয়া যায়, যেহেতু "(১) ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা এবং জাতি-বুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যের অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের বা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্য-সূচক শাস্ত্র-নিন্দা, (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান"—এই দশবিধ ধামাপরাধ উপস্থিত হইয়া প্রত্যেককে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে। একেতো নামাপরাধ চিরন্তন অভ্যাস লাগি-য়াই রহিয়াছে, তার উপর ধামাপরাধে একেবারে দুর্ব্বল করিয়া চিরকালের জন্য মরণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

যিনি যত বড়ই হউন না কেন, ধন-বিদ্যা-রূপ-কুল-মদ যাঁহাদের যতই থাকুক না কেন, যে পর্য্যন্ত পাপা, [illegible] [illegible] কচি [illegible] শ্রী-মূর্ত্তিকে [illegible]

[illegible] বর্ত্তমান থাকিবে, [illegible] ভাগবত পাঠ, [illegible] বাধা জনকারী সংযুক্ত হইবে, [illegible] ব্যাভিনী অভিভাবকদের কোন [illegible] থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, [illegible] দূরের কথা, দর্শন করিবারই কোন উপায় নাই। শুধু টাকা দিয়া টিকিট কাটিয়া রেল স্টেশনেই বৃন্দাবন, নবদ্বীপ যাওয়া হয় না। ইট কাটিয়া [illegible] বাঁধিলেই নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ধাম [illegible] দুই-চারিটা অলঙ্কার [illegible] ও [illegible] ইংরেজী-পড়া বাড়িলেই বৃন্দাবন, [illegible] আচার্য্য বা গোসাই হওয়া যায় না, [illegible] পর্য্যন্ত কালপুরুষের হস্তী হইতে [illegible] হওয়া না যায়। যদি তাহাই [illegible] যত ধন-পাগলা, গৃহব্রত, [illegible] সকলেই মায়াপুর ধাম দর্শন করিয়া [illegible] একটা করিয়া [illegible] আপ্ডা-বাড়ী করা [illegible] কিন্তু তাহা হয় [illegible]? [illegible] মায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর [illegible] দেন কোথায়? আমার মত [illegible] আত্মা হইবে জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] গ্রন্থ লেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত, [illegible] দামোদর, শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ও শ্রীনরোত্তম [illegible]-ঠাকুর প্রমুখ কৌশলী প্রাচীন [illegible] গণ শ্রীল ব্যাসদেবের অনুসরণ করিয়া [illegible] ব্যাসদেব যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] ভাবীর নামটী গোপনে ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা শ্রীমতী রাধিকা [illegible] ব্যতীত [illegible] করিবার ক্ষমতা কাহারও [illegible] শ্রী[illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা শ্রীচৈতন্য যুগ শ্রীরূপানুগত শ্রীজীবপাদাশ্রিত ভিন্ন বৈষ্ণব-রাজসভার পাত্রগণ ভিন্ন ব্য[illegible] করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে যা কেহ দুইটা কাগজ বলে যে, "তোমরা [illegible] অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের আকাশে চাঁদ আনিয়া দিতেছি" উহা শুধু এক প্রহসন ছাড়া আর কি?

গায়ের জোরে গলাবাজি করিয়া "গৌরনাম লেখা" ছাপ [illegible] করিলেই শ্রীগৌরধামে বাস [illegible] যার যোগ্যতালাভ হয় না। [illegible] যাঁহারা আমার ও আমার [illegible] শরণাগত, একমাত্র তাঁহারাই [illegible] পার হইয়া যোগমায়াপুরে বাস করিবে। তাঁহারাই নিরন্তর সুখে [illegible] আমাকে আপন করেন এবং [illegible] বাস করেন। [illegible] [illegible] [illegible] নাম, [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্য- [illegible] বিষয়। [illegible]

[illegible] চৈতন্য-দাস [illegible]

[illegible] লিখিতে, নিজ নিজ অধিকার [illegible]

[illegible] পাপ।

[illegible]-ভূমি যেথা আমে চিন্তামণি [illegible] রাস র”

[illegible] মহাশয়ের এক মহাবাক্য [illegible] প্রবাদ। পাঁচক্রোশ বিস্তারী [illegible] ধাম-দুর্গমে, যাওয়া কেবল [illegible]-সকল। যে মায়াপুর-ধাম [illegible] বিরাজিত শ্রীগৌরাঙ্গ- মাধু- [illegible] সম্পূর্তি, তাহা একমাত্র শ্রীরূপা- [illegible] প্রাণের সম্পদ। উঁহাকে [illegible] একটা নূতন ক্ষেত্র তৈয়ার [illegible] থাকিলে, সেই ক্ষেত্র তৈয়ারকারী [illegible] পাইতে হইবে।

[illegible] যাহারে কহিল, এখন প্রসঙ্গ [illegible] নিরস্ত [illegible]। [illegible] বাধা দিয়ে নিজের [illegible] [illegible] করা হয়।

অতি নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি [illegible] পায়ে পড়িয়া উহাই অনুরোধ [illegible], যাহা হইবার হইয়াছে আর [illegible] প্রথম কিম্বা নানাবিধ অপরাধা [illegible] করা কর্ত্তব্য নহে। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় [illegible] [illegible]-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]। যেদিকেন শ্রীধাম-মায়াপুর- [illegible] সজ্জনমণ্ডলী কত মহৎ, কত উদার, [illegible] ত্যাগী, যাঁহাদের সদ-প্রভাবে [illegible] [illegible] প্রবেশে সমর্থ হইতেছেন। [illegible] কত আনন্দ, কত সুখ! আর [illegible] বিপন্ন হইতে হইবে না। [illegible] বুদ্ধিমান্ জনেরা আর হাসিবেন [illegible] আপনা হইতেই ছুটি লইবে। [illegible] আপনিই পাওয়া যাইবে। [illegible] শ্রীমায়াপুরে বাস করা যাইবে। সেই [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন [illegible] এমন দুর্লভ মানব জীবন কেন [illegible] হইবে? [illegible] করিয়া কোন লাভ নাই। [illegible], সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা [illegible]।

পরলোকে

বিগত [illegible] শনিবার প্রত্যুষে [illegible] ভক্তিমতী [illegible] নিবাসী [illegible] ঘোষ [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] গত চট্ট [illegible] পত্রিকার সংবাদে, [illegible] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কমন- [illegible] গতি সেবাবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি [illegible] করিয়া [illegible] ভগব- [illegible]-প্রকাশে উহার প্রতি শ্রীশ্রীগৌর- বিনোদ জীউর বিশেষ কৃপা উপলব্ধি করিয়া লোক সকল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণ জীউর প্রতি [illegible] ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করুক, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

নানা কথা

আফগান বিপ্লব

কাবুলে খাদ্যাভাব

পেশোয়ারের ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে শস্য না হওয়ায় কাবুলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, রুটির দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একখানি রুটি ৮ আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

কাবুলে বৃটিশ দূতাবাস

বৃটিশ দূতাবাসের মহমৎ খাঁ নামে জনৈক ব্যক্তি এখনও কাবুলে থাকিয়া ৭ শত টাকার অধিক মাহিনা পাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছিল; কিন্তু নয়াদিল্লীর সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে প্রকাশ কাবুলস্থিত বৃটিশ দূতাবাসে আর কোন কর্ম্মচারী নাই।

আমানুল্লার সাহায্যার্থ মোহমন্দ ও ওয়াজিরি

মোহমন্দ ও ওয়াজিরিদের নিকট হইতে আফ্রিদিগণ পত্র পাইয়াছে যে, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আফ্রিদিদিগকে সাহায্য করিবে। উত্তরে আফ্রিদিগণ জানাইয়াছে যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা নিজ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,—শত্রু পক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য আমরা যাহাতে আমীর আমানুল্লাকে সাহায্য করিতে না পারি। মোহমন্দ ও ওয়াজিরিদিগকে উক্ত পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে সিয়া সুন্নী বিরোধ মিটাইয়া লইবে। আফ্রিদিগণ আশা অনুমান করিয়াছে যে মোহমন্দ ও ওয়াজিরিগণ যেন তাহাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া আমীর আমানুল্লাকে সাহায্য করে। তাহারা আশা করে যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবে।

আফগানিস্থানে ভারতীয় চিকিৎসক দল

পেশোয়ারস্থিত আফগান হেড্‌কোয়ার্টার সোসাইটিকে পাশপোর্ট প্রদান বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, আফগানিস্থানের কোন অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যদি সোসাইটী আমন্ত্রিত হয়েন, তবেই তাঁহারা পাশপোর্ট প্রদান বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারেন। সোসাইটী আফগানিস্থানে একদল চিকিৎসক প্রেরণার্থ পাশপোর্টের জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আফগানিস্থান হইতে প্রাপ্ত কোন রাজকীয় আমন্ত্রণপত্র পেশ করেন নাই।

বিমানযোগে সম্রাটের পত্র

বিমানপোতযোগে সম্রাট স্বয়ং এক পত্র ভারতের বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। শনিবার দিন সন্ধ্যায় তাহা করাচীতে পৌঁছে। রবিবার অতি প্রত্যুষে ফ্লাইট-লেফ্টেনাণ্ট মিঃ হ্যারিস একখানি বিমানপোত লইয়া বড়লাটের নিকট পত্র বিলি করিতে দিল্লীতে যাত্রা করেন। সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই পত্র লর্ড আরউইনের হস্তগত হইয়াছে।

বিমানপোতে ডাক চলাচল সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত

৯ই এপ্রিল তারিখে প্রাতে ভিক্টোরিয়া হইতে সাপ্তাহিক ডাকবাহী বিমানপোতখানি যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ১-৩০ মিনিটের সময় বাগদাদে পৌঁছিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, প্রত্যেক শুক্রবার দিন এই ডাকবাহী বিমানপোত বাগদাদ হইতে রওনা হইবে।

চোরের বাহাদুরী

বোম্বাইয়ের ১০ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মহাদেও লক্ষ্মণ নামক এক চোর গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের জহরত চুরী করিয়া পলায়ন করিবার সময়ে গুরুতররূপে আহত ও ধৃত হইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তথা হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। গত ২রা এপ্রিল তারিখে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার একটি ফোঁড়া হওয়ায় গত রাত্রিতে তাহাকে গোকুলদাস তেজপাল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। যাহাতে সে পুনরায় পলায়ন করিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। তাহাকে উত্তমরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ৩ জন কনষ্টেবলের পাহারায় রাখা হইয়াছিল।

১০ই এপ্রিল প্রাতে সে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াইয়া শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পুনরায় পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এলফিনষ্টোন ময়দানে তাহার হাতকড়া আর পাইয়াছে।

সৈনিক কর্ম্মচারী খুন

লণ্ডনের ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় সৈনিক বিভাগের [illegible] কর্ম্মচারী কাপ্তেন জে, ডে'নস্ [illegible] ভাবে নিহত হইয়াছেন। [illegible] হোটেলের এক তালাবদ্ধ কক্ষে উঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মস্তকে পিস্তলগুলির গুলীর আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে এবং মৃতদেহের নিকটে একটি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

বৃটিশ জাহাজে গুলি বর্ষণের মোকদ্দমা

নিউ অর্লিয়ান্স, ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ জাহাজ “আই এম এলোন” [illegible] কাপ্তেন ও খালাসীগণ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেই মামলার বিচারের ফলে সমস্ত আসামীই মুক্তিলাভ করিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণি জেনারেল আদালতে হাজির হইয়া বলেন,—আসামীদিগকে মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে এই প্রসঙ্গে আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, মদ্যবাহী জাহাজের উপর গুলী করা ও তাহা উড়াইয়া দেওয়ার অধিকার আমেরিকান উপকূলরক্ষীদের আছে। বর্ত্তমান মামলা যাহা সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে একথা যেন কেহই মনে না করেন।

লণ্ডনগামী জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

লণ্ডনের ৯ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ লণ্ডনগামী জাহাজ “সিটি অব সিমলাতে” অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। ইহাতে অনেক মালপত্র বিনষ্ট হইয়াছে। ধূমের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস বাহির হইতেছিল। যাহারা অগ্নিনির্ব্বাপনের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল, গ্যাসের ধূম তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়াছিল। ফলে তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, উহারা এক্ষণে সুস্থ হইয়াছে। ২নং হোল্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। জল দিয়া তাহা একেবারে ডুবাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

জাহাজের মালপত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। তবে জাহাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বোধ যায় না।

মাদারিপুরে ধরপাকড়

সম্প্রতি পুলিশ মাদারীপুরে ১৪৩ ধারা অনুসারে গত সরস্বতী পূজার শোভাযাত্রা সম্পর্কে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বোম্বাইএ ভীষণ হত্যাকাণ্ড

গত ৯ই এপ্রিল বোম্বাইএ সোমান নামক একজন মধ্যবয়স্ক সটচ্যাণ্ড টাওপিষ্ট এপোলো বন্দরের নিকট সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইতে পুলিস কর্তৃক উদ্ধার হয়। ঐ ব্যক্তি চেতনালাভ করিবার পর বলে যে, সে তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করিবার পর আত্মহত্যা করিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিল। অল্প ক্ষণের পর পুলিস গতা লক্ষ্ণৌ তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে গলাকাটা অবস্থায় দেখিতে পায়। সোমান বলে যে, তাহার একটা কন্যা গুরুতরভাবে পীড়িত হয়। কয়দিন দশবর্ষী চেষ্টা সে তাহার চিকিৎসা না করায় কন্যাটি মারা যায়। এই ঘটনার দিনকয়েক পরে সে তাহার স্ত্রীর সহিত যুক্তি করে যে, সে তাহাকে ও অপর কন্যাটিকে হত্যা করিয়া পরে আত্মহত্যা করিবে। সে বলে যে, তাহার স্ত্রী নাকি স্বেচ্ছায় ইহাতে স্বীকৃত হয় এবং তাহার স্বীকারোক্তি অনুসারে সোমবারে এই কার্য হয়। এই হত্যার পরই সে নিজে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে।

পুলিসে ডাকাইতে

[illegible] এপ্রিল রাত্রিতে পুনা জেলার আর্মীভুলি থানার পুলিস রাম-[illegible] প্রসিদ্ধ ডাকাইত মন্দার গাইনের দলের ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ দিন ৭ জন ডাকাত এক নৌকায় চড়িয়া ডাকাতী করিতে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের সহিত বন্দুক ছিল। পুলিসের উপস্থিতিতে ২ জন নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে থাকে; ইহাতে নৌকায় ২ জন ডাকাইত আহত হয়। অবশেষে তাহারা বন্দুক জলে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। ঐ সময়ে মন্দার এক বন্দুক লইয়া গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। জনৈক কনষ্টেবল তাহার হাতে গুলী করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ডাকাইতদের নৌকায় ডাকাতী করিবার বহু সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে খানাতল্লাস

চাইবাসা, ১০ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, পুলিস গত ৯ই এপ্রিল চিত্তরঞ্জন যুক্তাশ্রমে খানাতল্লাস করিয়াছে। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'দেশ কা পুকার' নামক হিন্দী পুস্তকের কয়েকখণ্ড তাহারা লইয়া গিয়াছে।

রেঙ্গুণে অগ্নিকাণ্ড

কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ

গত ৮ই এপ্রিল দালাল ষ্ট্রীটের একটি জায়গায় আগুন লাগিয়াছিল। দুইটি গহবের পূর্বাপাশে। একটা প্রধান ষ্ট্রীটের নিকট, অপরটী অটোর নিকট এক অবারিত। প্রথম আগুনে খুব জোর হইয়াছিল। ৫টী বাড়ী আধকাঁচা ও দুইটী কাঠের। সকল বাড়ীই দোতালা ছিল। তিনখানি বাড়ী বীমা করা ছিল। আগুন দ্রুত বিস্তার লাভ করায় কেহ কিছু বাঁচাইতে পারে নাই।

'রেঙ্গুণ ডেলী নিউজে'র সম্পাদক মিঃ ওয়াই, ডি, মোটালা এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ৯ই এপ্রিল প্রাতে মিঃ মোটালা যখন অগ্নিকাণ্ডের স্থল পরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন দেখিতে পান, তাঁহার একটা ট্রাঙ্ক খোলা রহিয়াছে আর তাহার ডালির উপর কুড়ালের আঘাতের চিহ্ন। ট্রাঙ্ক হইতে তাঁহার জিনিষপত্র অপসারিত হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কায় তিনি সে ব্যাপার পুলিসের গোচরে আনয়ন করেন।

দমকলের যে সকল লোক তথায় অগ্নি নির্বাপনে নিযুক্ত ছিল, পুলিস তাহাদের গাত্রবস্ত্র খানাতল্লাস করিয়া দেখে। ফলে, ২ জন লোকের নিকট এক তাড়া চাবি ও কতকগুলি নোট পাওয়া যায়। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গঙ্গায় স্নানের ঘাটে দুর্ঘটনা

গত ৯ই এপ্রিল অপরাহ্নে উত্তরপাড়ায় ডাক্তার কেশবচন্দ্র বসু গঙ্গায় স্নান করিবার সময় নানের জলে ভাসিয়া গিয়াছেন। এক জন মাঝি তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া বাটীতে লইয়া যায়। তিনি এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছেন।

একই ঘাটে একজন স্ত্রীলোক স্নান করিবার সময় স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর পাওয়া যায় নাই।

নিমতলায় দুর্ঘটনা

বৈদ্যুতিক তার বিদীর্ণ

কুলীর জীবন রক্ষা

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে, মঙ্গলবার চিনু নামক জনৈক কুলী রাস্তা খননকালে হঠাৎ ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক তারে আঘাত করে; ফলে ভীষণ শব্দে তার বিদীর্ণ হয়, সৌভাগ্যবশতঃ কুলী অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছে। উক্ত দুর্ঘটনার ফলে জোড়াবাগান অঞ্চলে এবং ঐ অঞ্চলের অনেক বাড়ীতে কিছুকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল।

সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতি

প্রকাশিত ৮ই মার্চের সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত দিবস বেলা ১২টার পূর্বেই সম্রাট ঘরের বাহির হইয়া প্রতিভাবন্ধ বায়ু সেবন করিয়াছিলেন। [illegible] বাহুল্য, প্রাতঃকালেও তিনি ভ্রমণার্থ অভিলাষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে, দেখিয়া সকলেই সন্তোষপ্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে যে একটু ব্যথার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মারাত্মক নহে, তবে ইহা সাময়িক অস্থির, কারণ হইয়াছে, একারণ ডাক্তার ডাইইত ও ডাক্তার উড্স একদিন অন্তর সূর্যোত্তাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহারাই কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সম্রাটকে ক্রমে সূর্যালোক প্রয়োগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

এই নূতন প্রণালীর চিকিৎসায় শরীরের অভ্যন্তরে তাড়িত-তরঙ্গ প্রবাহিত করা যায়। ইহাতে যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং বেশ একটু স্ফূর্তিও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহমধ্যে একটু তাপও অনুভূত হয়।

বৃটিশের সঙ্গে বাণিজ্য

রুশিয়ার পক্ষের নূতন সর্ত্ত

প্রকাশ, বৃটেন হইতে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যের একদল প্রতিনিধি রুশিয়ায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। সোভিয়েট ষ্টেট ব্যাঙ্কের গবর্ণর ইহাদের সম্মুখে এক সর্ত্ত দিয়াছেন ও তাহার মর্ম্ম এই যে, বৃটিশ ব্যাঙ্ক হইতে যদি রুশিয়ার শিল্প বাণিজ্য খাটাইবার জন্য ২০০০০০০০০ পাউণ্ড পরিমিত অর্থ ধার দেওয়া হয় এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যদি তাহা সমর্থন করেন—তাহা হইলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে রুশিয়া, বৃটেন হইতে ১৫০০০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষপত্র ক্রয় করিবে।

"টাইমস্" পত্র এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উভয়ের বাণিজ্য সর্ব্ব প্রকারে উন্নতিলাভ করুক—ইহাই বাঞ্ছনীয়। তবে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা "আয়ান্তি" বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

বিমান-পথের ট্যাক্সি

প্রতি মাইলে এক শিলিং ভাড়া

ইংলণ্ডের যে কোন স্থানে যাইবার জন্য বিমানপথে চালিত ট্যাক্সি আগামী জুন মাস হইতে পাওয়া যাইবে। প্রতি মাইলের জন্য এক শিলিং করিয়া ভাড়া লওয়া হইবে। ক্যানওয়ার্থের এয়ার গ্যারেজে এরূপ ট্যাক্সির আড্ডা থাকিবে। এই গ্যারেজ হাইড পার্ক হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

ট্রেণ বিভ্রাট

[illegible] গত [illegible] একটী মালগাড়ী মেদিনীপুর [illegible] খোলাশিয়াখালী ষ্টেশনের মধ্যে [illegible] হইয়াছে। [illegible] যাত্রীদের [illegible] যুক্ত [illegible] দিকে ছাড়িল সেখানে [illegible] নিয়মাবলী [illegible] ছিলেন।

[illegible] প্রাতঃকালে [illegible] মেদিনীপুর [illegible] ট্রেণ [illegible] অনেক [illegible] প্রভৃতি [illegible] রওনা হইয়া যায়। [illegible] লাইন [illegible] অনেকটা [illegible] খোলাশিয়াখালী [illegible] মেদিনীপুর [illegible] চলিয়া আসেন।

[illegible] টায় [illegible] প্যাসেঞ্জার মেদিনীপুর ষ্টেশনে [illegible] অপর দিকের গাড়ী [illegible] অপর দিকে আসিয়া থামে। [illegible] গাড়ীখানির ঘটনাস্থলের এ দিকে [illegible] যাত্রীরা গাড়ী বদল করে। [illegible] দিক হইতে যে গাড়ী আসিয়াছিল আবার সেই গাড়ী সেই [illegible] চলিয়া যায়। দুই গাড়ী [illegible] লাইনচ্যুত [illegible]।

আজাদ সম্পাদকের দুর্ভোগ

কুষ্টিয়ার মুসলমান [illegible] "আজাদ" পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আ.কছার উদ্দীন আহম্মদকে পুলিশ [illegible] শনিবারে গ্রেপ্তার করে। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন। "আজাদ" [illegible] এবং ডাঃ সদরউদ্দীন আহম্মদের কুষ্টিয়া বাসাবাটিতে পুলিশ খানাতল্লাসী করে। ডাঃ সাহেব সম্পাদকের [illegible]। এই ১২৪।এ ধারার পুলিশ কর্তৃক [illegible] নিকটে সাম্প্রদায়িক বিরোধ [illegible] অভিযোগ আনা হইয়াছে। [illegible] কোন পুলিশ কর্মচারীর [illegible] বিবরে ব্যক্তিগত [illegible] করায় নাকি এই মামলা রুজু হইয়াছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৪ঠা বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৮

ভক্তি না কপটতা ?

যাহারা জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সনাতন শিক্ষাকে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহার 'ভক্ত' বলিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়, তাহারা মুখে গৌরনামা হইলেও অন্তরে ভয়ঙ্কর গৌরবিরোধী কপটী। এই কপটিদল আজ গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মকে নানাপ্রকারে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ ইহারাই হইয়াছে বর্ত্তমান জগতে বিদ্ধভক্ত বা ভেকধারীর আদর্শ স্থল। 'ভক্তি' বলিতে যে কি বুঝিয়া বসিয়াছেন, তাহা তাহারাই জানে। আমরা সাধারণ লোকের 'ভক্তি' সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, অনেকে মনে করে, মালা-তিলক-ধারণ, হরিনামোচ্চারণে ভাবু কতা প্রদর্শন অর্থাৎ আশু পাশু ভাব, একটু কাঁদা কাটা প্রভৃতি থাকিলেই ভক্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভক্তের সকল ভক্তের অকৃত্রিম-প্রেম চেষ্টাগুলি যে কিরূপে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। বুঝাইতে গেলেও বলিয়া উঠে, "আমাদের অত দেখিবার আবশ্যক কি ? ভক্তই হউক, যাহাই হউক, ভগবানের নাম ত' করিতেছে ? ইত্যাদি" তাঁহাদের এরূপ উত্তর শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভগবানের নাম কে করিবে ? বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ—সরলতা ; কপটতা বৈষ্ণবতার সম্পূর্ণ বিরোধী। সেই কপটতা থাকিতে যতই না কেন ভক্তি-চেষ্টা প্রদর্শিত হউক, তাহা কেবল ভগবানকে উপহাস করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। [illegible] নরকগামী [illegible] যাহারা প্রকৃত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের অনুগামী হন। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থে (পূঃ বিঃ ২।১০৯১) লিখিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। নিষ্কপট সেবোন্মুখ অবস্থায় ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁহারা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কপটীরা 'ভাবুক' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাস দ্বারা অশ্রু, রোমাঞ্চাদি আয়ত্ত করিয়া থাকে। সুতরাং অশ্রু পুলকাদিই যে সর্ব্বদা ভক্তির লক্ষণ হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি স্বভাব-পিচ্ছিল-চক্ষু ভাবপ্রবণ দুর্ব্বল-হৃদয় লোক আছেন, তাঁহারা সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাদের অশ্রুপতনাদি ভক্তিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাদৃশ হৃদয় দৌর্ব্বল্যকে যদি কেহ 'ভক্তি' বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যের কখনও প্রশংসা করা যায় না।

আবার দেখা যায়, অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণের চিত্ত হরিনাম কীর্ত্তনাদিতে দ্রবীভূত হইলেও তাঁহাদের বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি প্রকাশিত হয় না। সুতরাং বাহিরের বেষ বা কৃত্রিম অশ্রু-পুলকাদি দেখিয়াই যাঁহারা ভক্তাভক্ত-বিচারের পক্ষপাতী তাঁহারা ভক্তকে অভক্ত ও অভক্তকে ভক্ত বলিয়া ভক্ত ও ভক্তিদেবীর চরণে ভয়ঙ্কর অপরাধ সঞ্চয় করেন।

যে সকল ব্যক্তি বৈরাগ্যবান্ ভক্তের বেষ ধারণ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে প্রকৃতি সম্ভাষণাদি করিয়া নামাপরাধ ও ধামাপরাধ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং যাঁহারা সেই সকল অপরাধীর অপরাধের প্রশ্রয়দাতা তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর কিরূপ দণ্ডার্হ, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ছোট হরিদাস-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর বৈরাগ্য প্রধান পার্ষদ বৈষ্ণব ভক্ত, ভগবান্ আচার্য্যের কথায় পরমা বৈষ্ণবী বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্যই সূক্ষ্মতণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু উত্তমান্ন দেখিয়া তাহা কোথা হইতে কে আনিল জিজ্ঞাসায় যখন আচার্য্য-মুখে সমস্ত সংবাদ জানিলেন, তখন ভক্তবৎসল প্রভু আচার্য্যের সন্তোষের নিমিত্ত ভোজন-সমাপনান্তে নিজ গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন—

"আজি হৈতে এই
মোর আজ্ঞা পালিবা ।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ
আসিতে না দিবা ॥"

ছোট হরিদাস তাহা শুনিয়া অন্নজল ছাড়িয়া দিলেন। তিন দিন উপবাসী। স্বরূপাদি প্রভুপার্ষদগণ সকলে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্ অপরাধ প্রভু
কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার মানা,
করে উপবাস ?

তদুত্তরে—

প্রভু কহে, "বৈরাগী করে
প্রকৃতি সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পারে৺
আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো বসেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া ।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥"

মহাপ্রভু এই পর্যন্ত বলিয়া ক্রোধা-বেশে স্থান ত্যাগ করিলে ভক্তগণ সকলেও মৌনাবলম্বন করিলেন। অন্যদিন ভক্তগণ আবার প্রভু সমীপে নিবেদন করিলেন 'প্রভো, বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীসম্ভাষণ মহদপরাধ বটে, কিন্তু তোমার সেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে সামান্য বলিলেও বলা যায়। অতএব,—

অল্প অপরাধ, প্রভু, করহ প্রসাদ ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥

কিন্তু জগদ্গুরু লোকশিক্ষক নিরপেক্ষ [illegible] প্রভু পাছে অন্যান্য লোকে স্ত্রীসম্ভাষণাদি করিলেও মহাপ্রভু উহা ক্ষমা করেন, তখন আর ভয় কি ?—এইরূপ ধারণায় স্বেচ্ছাচারিতে পাছে ও কপটতা বিস্তার পূর্ব্বক কলিকালোচিত অবৈধ মত প্রচার করিতে পারে, তন্নিবারণেচ্ছায় নিজজন হরিদাস সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বলিলেন, 'না তাহা কখনই হইতে পারে না।'

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন ।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥
নিজকার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা ।
পুনঃ যদি কহ, আমা না দেখিবে হেথা ॥"

প্রভু কহিলেন—"প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী আমার অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য, তোমরা যদি তাহাকে প্রশ্রয় দিতে চাও, তাহা হইলে আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব।" তখন প্রভুর লীলা দুর্ব্বোধ্য জানিয়া সকলেই সভয় ও সলজ্জচিত্তে নিজ-নিজ কার্য্যে গমন করিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলায় ভেকধারী সাধক ভক্তগণের চিত্তে এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা স্বপ্নেও স্ত্রীসম্ভাষণ ছাড়িয়া দিলেন—

"দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে ॥"

এক বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি মহাপ্রভুর অটল নিরপেক্ষতা দর্শনে হরিদাস প্রভু সেবা-প্রাপ্তি-নিরাশ পূর্ব্বক ত্রিবেণীতে আসিয়া দেহরক্ষা করিলেন। বর্ষান্তরে শিবানন্দাদি ভক্ত আসিয়া হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্ ॥" "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।" অর্থাৎ ভেকধারী সাধক বৈষ্ণব যদি ভক্তাভিমানে স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যজন্মে নির্দ্দোষ হইবার জন্য ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত। আর নির্দ্দোষ হইবার ইচ্ছা না করিয়া আরও পাপের প্রশ্রয় দিলে ত' কোন জন্মেই নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল শিক্ষা আলোচনা না করিয়া যে সকল মর্কট-বৈরাগী নিশ্চিন্ত মনে প্রকৃতি সম্ভাষণ করিতেছে ও জাল দলিল ও কাগজপত্র বগলে করিয়া লোকের নিকট ক্ষ্যাকড়ার মাঠকে 'শ্রীধাম-জাহ্নবাপুর' বলিয়া প্রচার করিতেছে আর যে সকল ব্যক্তি তাহাদের সেই সকল অসৎকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের জন্য যমরাজ যে কি ভীষণ স্থান রচনা করিতেছেন, তাহা ভাবিতেও গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মহাপ্রভু যে সকল প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীকে অসম্ভাষ্য, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য বলিয়া বর্জ্জন করেন, তাহাদের সহিত কোন্ উৎকট-গৌর-প্রীতিযুক্ত লোকে বাক্যালাপ করিতে সাহসী হন, শুধু বাক্যালাপ নহে, তাহাদিগকে 'ভক্ত' বলিয়া সম্মান দেন, তাহা আমরা ভাবিয়া

গৌড়ীয়-সাহিত্য

সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্য সৃষ্টির অভাব নাই—যে দিকে তাকান যায়, সেই দিকে সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য-বৃষ্টি, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক জাতিতে, উপজাতিতে, সম্প্রদায়ে সমাজে, প্রতিষ্ঠানে কত সাহিত্য প্রচুর সৃষ্টি হইতেছে। সে সাহিত্য কত পঠিত, আদৃত, প্রশংসিত, সভাসমিতিতে আলোচিত, সমালোচিত, প্রচারিত ও প্রসারিত হইতেছে। আর কত বড় লেখকের অক্ষরে, চিত্রে, বর্ণে মুদ্রিত, অঙ্কিত, রঞ্জিত হওয়া লোকচিত্ত হরণ করিতেছে। আমরা যাহা চাই, আমাদের সেই ইন্দ্রিয় তর্পণ হউক—আশা করিতেছে বলিয়া সেই সকল সাহিত্য আমাদের আদরের বস্তু। রোগীর কাছে কুপথ্য রুচিকর—ঔষধের আদর নাই। বিত্তীয়ত-যোগ বোধ হইলে ঔষধের যতটুকু আদর ততটুকু আদরও আমাদের নাই, কেননা, আমাদের অধিকাংশেরই রোগ বোধটুকু পর্যন্তও নাই।

অচৈতন্য বিশ্বমানবের সাহিত্য হইতে চৈতন্য-বিশ্বম্ভরের সাহিত্যের—অগৌড়ীয় সাহিত্য হইতে "গৌড়ীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। আমরা অনেকেই ভাবিতে পারি না অথবা ভাবিবার জন্য কে মত চেষ্টা করি না। দুনিয়া [illegible] অগৌড়ীয় সাহিত্যের প্রচার—অচৈতন্য সাহিত্যের প্রচার আর "গৌড়ীয়" একাকী এক বিরাট প্রচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চৈতন্য-সাহিত্যের একমাত্র প্রচারক হইয়া অন্য সকলে যে সাহিত্যে অনুরাগ অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছেন—ডুবিয়া ডুবিয়াছেন—অতিবিশ্বাসে প্রায় যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়—সঙ্কল্পবিকল্পে, যাহার অনুশীলন করিতেছেন, সেই সাহিত্য সমুদ্রের মধ্যে অসীম সাহসে একাকী অচল অটলগিরির ন্যায় প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা লইয়া দাঁড়াইয়া "গৌড়ীয়"।

"গৌড়ীয়ের অসীম সাহস, অভূতপূর্ব আশা অত্যাশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহা জগতে অন্যত্র সম্ভব নহে। সকল লোক-সমাজের বিরুদ্ধ রুচি, এ ভাব ভাষা, বিজ্ঞান অভিজ্ঞান, শিল্পকলার প্রতিকূলে, সে বিরাটের সাহিত্য-প্রচার কতদূর সাহসের কার্য, তাহা সাধারণ লোক বুঝিবেন না।

[illegible] করিতে পারি না। ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা জানিয়াও যাহারা মহাপ্রভুর নির্দেশাজ্ঞা অবমাননা পূর্বক অপরাধ করে এবং সেই অপরাধকে অবাধে বৈষ্ণবাচার বলিয়া চালাইতে চাহে, তাহাদের মত অনন্ত গৌরবিরোধী ধর্মধ্বজীর অস্তিত্ব ধর্মজগৎ হইতে যতদিন বিলুপ্ত না হইবে [illegible]।

আমরা বর্তমান যুগকে "বিজ্ঞানযুগ" বলি আর অনেকেই বিচারের পক্ষপাতী, অন্ধবিশ্বাসের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এ বিচারটি কি আমরা কার্যকালে সব সময় ঠিক রাখিতে পারি? অচৈতন্য সাহিত্য রাশি রাশি কত সময়, কত অর্থ, কত শক্তি ব্যয় করিয়া পাঠ করিয়াছি ও করিতেছি কিন্তু সেই সাহিত্য আমাদের জীবনের সার্থকতা কতটুক করিয়াছে, তাহা কি আমরা আমাদের "বৃথা কাটো সব বাসু" চলন্ত জীবন খাতার দেখি কখন তাহার জমা ও খরচ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি? যে স্থানে প্রাকৃত পণ্ডিত মায়ামগ্ন সেমি অর্থাৎ সাবত্রীর প্রভাব নিশাচরের মনোদর্শ শুদ্ধ হইয়া বাস্তব সত্যের বিচিত্রতায় ধাবিত হইবার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই নৈমিষ-সাহিত্য—যাহা গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর, তাহা কি আমাদের অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে? সেবা-চেষ্টা ব্যতীত ভোগ-চেষ্টার নৈমিষ সাহিত্য বা গৌড়ীয় সাহিত্য প্রকাশিত হন না, মন্ত্রাবদ্ধ হইয়াই থাকেন। নৈমিষ-সাহিত্য সুন্দরী—সজ্জনতোষণী, তাহাই গৌড়ীয়-সাহিত্যের জননী; যাহা সজ্জন-তোষণী তাহা কখনই অগৌড়ীয়-সাহিত্য-কামিনীর ন্যায় ব্যাভিচারিণী নহেন। তাহা কৃষ্ণস্বরূপা, সজ্জনসেবিকা।

যে যুগে অগৌড়ীয় সাহিত্য জগতের সর্বত্রই, সর্বকাল, ও সর্বপাত্রেরচিত্ত বিভ্রান্ত করিতেছে, সেই দুর্দিনযুগে কোনও এক অতিমর্ত্য আচার্যের গৌড়ীয় সাহিত্য প্রচারের অসামান্য ও অতুলনীয় চেষ্টা হইয়াছে। অগৌড়ীয়-সাহিত্যের শব্দরাশি—যাহা আমাদিগকে অন্ত্যজাতিনিবেশ প্রবল করায়—আমাদিগকে মনুষ্যত্বটুকু হইতেও পতিত করিয়া ক্রমে পশুত্বে লইয়া যায়, পশুত্ব হইতে ক্রমে অচেতন প্রস্তরত্বে পরিণত করিয়া ছাড়ে, জগতে সেই অচৈতন্য-সাহিত্য-শব্দ রাশির কোলাহলের অভাব নাই। কিন্তু নৈমিষ সাহিত্য, গৌড়ীয়-সাহিত্য, যাহার এক একটী শব্দ—শব্দ নহে আকার ব্রহ্ম, বৈকুণ্ঠ,—যাহা আমাদিগকে অজ্ঞতা হইতে মুক্ত করিয়া চেতনরাজ্যে লইয়া যায়—যাহা নিত্য সেবনীয়, জড় জগতে যাহা পরম কল্যাণময় ভুবন-মঙ্গল অবতার—অজড় জগতে যাহা অমিতের পতিবাস, বৈকুণ্ঠ বৈভাতিক-বার্তাবহ—সেই গৌড়ীয়-সাহিত্য শব্দরাশির কোষ নির্মাণ করিয়া—নৈমিষ সাহিত্য—গৌড়ীয় সাহিত্য, সজ্জন-সাহিত্যের শব্দরাশি বৈকুণ্ঠ-সুধায় পরিপূর্ণ করিয়া জগৎকে নিরন্তর অর্পণ করিতেছে, যে স্থান ইতর-বেদারস্থ শব্দরাশিতে [illegible] কর্ণপুর যে স্থানে শব্দব্রহ্মের ধ্বনি [illegible] পূর্বক ইতর কোলাহলকে থামাইয়া [illegible]

[illegible] —যাহা কখন অভিব্যক্তিরূপে [illegible] বাণী [illegible] অতিক্রম [illegible] না—বিশ্বরূপের সর্বত্রই ব্যাপ্তিক যে চিৎস্বরূপের অর্থ, তত্ত্ব সমস্তই [illegible] বিশ্বরূপ গৌরকৃষ্ণ যাহা অন্যের হ্রাস করিবার ক্ষমতা নাই—সেই শব্দ কাহাদের কোষ গ্রন্থ প্রচারিত হইলে আর জগতের কত বড় কাজ হইবে।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সঙ্কীর্ণ, কুপণ, দেহ দৈহিক স্বার্থে আত্মকল্যাণ ও বিশ্বকল্যাণের বিরাট অভিযান, যাহা সজ্জনপক্ষে, মহাবদান্যশীল অনুষ্ঠান আয়োজন করিয়াছেন, তাহা কি উপেক্ষা করা কর্তব্য? নৈমিষ-সাহিত্যে আজ জগৎ প্লাবিত হউক, তাহা হইলে নির্জনের দেহ সুখের জড়তার প্রমত্ত হইয়া থাকিবার আপাত মধুর অচিৎ শব্দরাশি আর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না—গৌড়ীয় সাহিত্য-শব্দরাশি চতুর্দিকে নদী-বক্ষী বর্ষাধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকুক, তাহা হইলে আর অগৌড়ীয়-সাহিত্যের জড় শব্দরাশি আমাদিগকে মায়ামরুতে মরীচিকার ছায়া ছবি দেখাইয়া ভ্রান্ত করিতে পারিবে না, সজ্জনতোষণী-সাহিত্য-সুন্দরী সজ্জনগণের অনুগ্রহ কন্ঠ হইতে সমগ্রদেশের প্রাণ প্রীত হইয়া ভুবন মঙ্গল উষার উদ্বোধন করুক, তাহা হইলে আর দুর্জন-তোষণী সাহিত্য-কামিনী অর্থাৎ আমাদের দুর্লভ জীবনের আদর্শের উপর কাল যবনিকা টানিয়া দিতে পারিবে না—নদীয়া-প্রকাশ সাহিত্য আজ "পূর্ণিমায়" আর যত অগ্রণীর প্রাণ" স্র অ নদীয়াপ্রকাশকে প্রকাশিত করুন, নদীয়াপ্রকাশ-প্রকাশকে প্রকাশিত করুন, তাহা হইলে আর দাম্ভিক চিত্তা-স্রোতের অমানিশার নিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না, গৌরসুন্দরের পূর্ণচন্দ্রের সমুদিত অকলঙ্ক নদীয়াপ্রকাশ-ভাস্করের চিরপ্রভায় আমরা উদ্ভাসিত হইতে পারিব, তাহা হইলে, সাহিত্য আজ বিশ্বমাতাভারতীর ঐশ্বর্যবান হইয়া বাকে বাক্যে "বৈষ্ণব" করিয়া জড় তারকের—জড় বিশ্বের কোটি-কোটি তুটিকা, গৌরসুন্দরের বাণীর মধ্যে ফুটিয়া পূর্ণ সেবার করে, তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে—ক্ষুদ্র অপাসা—ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্র অহঙ্কারিতা, ক্ষুদ্র দুষ্টতা, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্র জপন—ক্ষুদ্র অর্থীর অর্থ, ক্ষুদ্র জাতীয় হওয়ার আদর্শ—ক্ষুদ্র রোগী, ক্ষুদ্র ভোগ [illegible] —ক্ষুদ্র [illegible] —বাহ্যীয় ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া গৌরসুন্দরের বাণীর [illegible] হইবে, গৌরসুন্দরের বাণী [illegible]

[illegible] —গৌরসুন্দরের, বাণী—গৌরসুন্দর [illegible] সুন্দরের বাণী—[illegible] গৌরসুন্দরের বাণী [illegible] বাণী "পূর্ণিমায়" [illegible] সকল প্রচার হইবে [illegible]

গৌরসুন্দরের বাণী—

অসংশয় তাঁর এই বৈষ্ণব আচার। [illegible]

গৌরসুন্দরের বাণী—

[illegible] ভক্ত [illegible]

যাহা [illegible]

গৌরসুন্দরের বাণী—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"

গৌরসুন্দরের বাণী—

তত্তৎ স্বাধিকারূপেণ পরস্য [illegible]

গৌরসুন্দরের বাণী—

"অহং ত্বং [illegible]

[illegible] ভূর্দং [illegible]

[illegible]

সংক্ষেপে বলিতে গেলে "গৌড়ীয় সাহিত্য"—আচার-প্রচারক গৌরসুন্দরের বাণী—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর-বাণী। 'সহিত'-শব্দের প্রত্যয় করিয়া 'সাহিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন; 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ সহিত বা একত্র অবস্থান, সংসর্গ, এক ক্রিয়ান্বয় অর্থাৎ "গৌড়ীয়-সাহিত্য" অর্থে 'গৌড়ীয়ের' বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আকর সহিত নিত্য অবস্থান; সর্ববিধ গুণের সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া গৌড়ীয়ের সংসর্গ, গৌড়ীয়ের সহিত এক ক্রিয়ান্বয় অর্থাৎ গৌড়ীয় বা বৈষ্ণবের আচার অনুসরণ, [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশিক্ষাষ্টকের বাণী—

"রাধা কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই।"—ইহাই 'গৌড়ীয়-সাহিত্য'।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আচার্য [illegible] আচার্যের [illegible]। তিনি [illegible] পরিপূর্ণ, বেদবেদ, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ... বর্ণিত [illegible] অর্থাৎ [illegible] ... [illegible] ... সাময়িক [illegible] ... [illegible] ... যায় যে [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... অনুকূল, [illegible] ... বৈষ্ণবকুলের শ্রেষ্ঠ প্রাণ, অর্থ, ... [illegible] ... আমাদিগকে কি কহিয়াছেন,—

এতাবানেব [illegible] ...
... [illegible]
তারক-ভূমিতে [illegible] ...
... [illegible] উপকার

অর্থাৎ ... জীব ! তুমি শ্রীভগবানের নিত্যসেবক। তুমি তোমার প্রভু-সেবা ছাড়িয়া এই জগতে কতই না কষ্ট পাইতেছ ! যদিও আপাতঃ সুখ-ভোগের আশায় তুমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতেছ না, তথাপি আমার নিষ্কপট ব্যক্তি বলিতেছি যে, ঐ প্রকার কার্য্য ছাড়িয়া তুমি তোমার নিজকার্য্য শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত হও। দেহ ও মন তোমার স্বরূপের আবরণ মাত্র। তাহাদের কার্য্য—[illegible], তোমার নিজকার্য্য নহে। তুমি আর ... যে [illegible] মানবজন্ম, [illegible] ... [illegible] ... সার্থকতা, [illegible] সার্থকতা, বুদ্ধির সার্থকতা সম্পাদন কর। [illegible] ... সেবা ... প্রভুর সেবা- ... সেবকস্বরূপে প্রভুরই সেবায় নিয়োগ কর। ইহাই স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, ও নিঃস্বার্থপরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে ... নিজেই ... অপরকে ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... প্রকৃষ্টরূপে আপনাকে [illegible]।

আচার্য্য [illegible] ... শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে- ... [illegible] ... পারেন। ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... শ্রীগৌরসুন্দর ... [illegible] ...

[illegible] ... বিরূপ ... [illegible] ... শ্রীপাদ ... [illegible] ... তাহা ... [illegible] ... বাণী ... [illegible] ... হরিকথা- ... [illegible] ... নামের ... [illegible] ... শ্রীহরিকথা ... [illegible] ... আছেন ? একণ ... [illegible] কথা—... কথা এবং ... আচার্য্যের শ্রীচরণে একান্ত অনুগত হইবারই কথা।'

পরম করুণা-বারিধি জীবোদ্ধারকারী শ্রীগুরুদেবের পতিতপাবন লীলা চমৎকারময়ী। জীবের প্রতি করুণাবিতরণ ... তাঁহাকে সকল ভাবে বর্ত্তমান ; কোন কারণে কয়েক দিনের জন্য নহে। পরিক্রমায় আহূত সজ্জনমণ্ডলী যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা কার্য্যবশতঃ যোগদান করিতে পারেন নাই, এই উভয় শ্রেণীর নিকট শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এই ব্যাকুলতা তাঁহার নিত্য-স্বভাব। তাই তিনি তাঁহার অনুগত জনগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশবাণী

'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।'—

এই বাক্যটীর যাথার্থ্য সম্পাদন করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদ

ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মুর্শিদাবাদে বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ করিয়া পাষাণ-হৃদয় ও বিগলিত হইতেছে।

মেদিনীপুর

যুক্ত-বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী-মহারাজ মেদিনীপুরের চিরুলিয়া বাসুদেব-পুর গ্রামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তথাকার শ্রীভাগবত-জনানন্দমঠে শ্রীপাদ ভাগবত-জনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। শ্রীভগবান্ নিজ-মুখে বলিয়াছেন যে— 'মদ্ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।' তাই আচার্য্যদেব শ্রীল পুরীমহারাজ স্বামীকে ... বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিয়া জীবে যাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য- ... [illegible] ... জীবের ... [illegible] ... কীর্ত্তন করিতেছেন।

পুরী

শ্রীমদ্ভক্তি ... [illegible] ... সঙ্গে ... শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বশ্রী ... নীলাচলে প্রভু-সেবা করিতে ... লোক গমন করিয়া থাকেন। ... কোটির মধ্যে একজনেরও ... সৌভাগ্য হয় কিনা সন্দেহের বিষয় এরূপ ক্ষেত্রে একদিন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া জীবের পরম-প্রয়োজনের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু শরীর-সুখ-প্রয়াসী জনগণের চিত্তে সেই স্মৃতি জাগাইতে জীবের ত্রিতাপ নিবারণের জন্য ... আচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়াছে তাই তিনি অদ্য ... বৈশাখ স্বয়ং তথায় গমন করিতেছেন।

'আচার', 'প্রচার'-মাসের অমৃত 'দুই' কার্য্য। তুমি-সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ,

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

বিবিধসম্মানপুরঃসরং নিবেদনমেতৎ—

আগামী বঙ্গাব্দ বৈশাখ, ১৩৩৬ সাল, ১১ই ... শনিবার ও তৎপর দিবস প্রাপঞ্চিক মঠে গোলোকধামপ্রাপ্ত শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহামহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিবেকভারতী মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। অতএব মহোদয়গণ এই মহোৎসবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়।

... তাং ... চৈত্র, সন ১৩৩৫ সাল।

শ্রীনিবেদক—

(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)

শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী।

নানা কথা

শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে

আলোর অভাব

শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট রেলওয়েতে বিস্তর যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোক, [illegible] শ্রীধাম নবদ্বীপ-দর্শনার্থ ভারতের নানাস্থান হইতে যাত্রিগণ কৃষ্ণনগর সিটিতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া এই লাইট রেলওয়ে যোগেই নবদ্বীপ আসিয়া থাকেন।

রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ লেখার ফলে দেখিতে পাইতেছি, অল্পেক দিন যাবত প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আলোর বন্দোবস্ত হইয়াছে কিন্তু বড়ই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত কোনও আলোর বন্দোবস্ত হইল না। অধিকাংশ যাত্রীই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। অথচ সেই গাড়ীতে আলো নাই। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বোধ হয় অবিদিত নহে যে বদমায়েস, চোর দস্যু, লম্পট, গুণ্ডা প্রভৃতি অসচ্চরিত্রের লোক গাড়ীতে আসিয়া যাত্রিগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে, এমতাবস্থায় তাঁহারা গাড়ীতে আলোর বন্দোবস্ত না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাত্রিগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে ? আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ সকল শ্রেণীর গাড়ীতেই অতি সত্বর আলোক বন্দোবস্ত করিবেন।

ফিলিপাইনে ভীষণ ষড়যন্ত্র

প্রকাশ, পুলিশের চেষ্টায় ফিলিপাইন বাসীদের মধ্যে এক ভীষণ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ চান্দী স্থানে হানা দিয়াছিল। ফলে অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ ও বিদ্রোহমূলক সাহিত্য ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ এই সঙ্গে ২৪জন ফিলিপাইনবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

যে সমস্ত চিঠিপত্র পুলিশের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মার্কিণ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। জাপানের অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করা, জাপানের নৌবাহিনীর সাহায্য লাভ করা এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বনের আয়োজন হইয়াছিল।

যাহারা এই বিদ্রোহকে কোন দিকে চালাইতেছিল তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা লইয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই অর্থ দ্বারা বিদ্রোহের কাজ চালাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল এমন তথ্য হস্তগত পড়িয়াছে।

আমানুল্লার ভাগ্য
পরিবর্ত্তনের কারণ

মিঃ জন, ওয়েছেয়া নামক একজন ইঞ্জিনীয়ার সংপ্রতি আফগানিস্থান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান কাল আফগান সরকারের অধীনে কাজ করিয়াছেন এবং ১ বৎসর কাল কান্দাহারে ছিলেন।

আমানুল্লার হঠাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট এক আশ্চর্য্য সংবাদ দিয়াছেন। রাজা আমানুল্লা যখন প্রথম কান্দাহারে আসেন, তখন লোকে তাঁহার প্রতি সেরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। দুইমাস চেষ্টা করিয়া তিনি লোকজনের সেরূপ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন নাই। শেষে তিনি এক দিন জুম্মা নামাজের সময় ঘোষণা করেন যে, তিনি তীর্থে যাইবেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জনসাধারণকে হজরৎ মহম্মদের পবিত্র জামা দেখাইবেন। এই পবিত্র জামা গত ২ শতাব্দীকাল কোন তীর্থস্থানে বাক্সের মধ্যে চাবী দেওয়া পড়িয়াছিল; লোকে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য পায় নাই। এই জামার বাক্স সম্বন্ধে আফগান জনসাধারণের ধারণা এই—কোন চাবী খুলিতে পারিবে না। হজরতের এই জামা আফগানদের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। কাজেই, নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ জামা দেখাইবার জন্য কান্দাহারের উপকণ্ঠে ঈদগায় ৫০।৬০ হাজার লোক সমবেত হয়।

আমানুল্লা ২ ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিবার পর ঐ বাক্স খুলিতে সমর্থ হয়েন, তাহার পর সেই পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন তিনি সেই বিরাট দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

আমানুল্লার সৈন্য

আমানুল্লার ঐ বাক্স খুলার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সে সংবাদে সকলেরই বিশ্বাস হয় যে আমানুল্লা তাঁহার সেই সিংহাসনের পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইবে। এক দিন হইতে ভক্তিবশে বা ভবিষ্যতে শাস্তির আশঙ্কায় লোকে দলে দলে তাঁহার পক্ষে যোগদান করে।

ওদিকে কান্দাহারের যে গভর্ণর আবদুল করিম খাঁ ও তাঁহার ভাই ব্রিগেডিয়ার আবদুল আলিকে লোকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আমানুল্লা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন, ইহাতেও লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ঐ বাক্স খুলার পর যে সকল লোক আমানুল্লার বিরোধী ছিল, তাহারাও তাঁহার অনুরক্ত হয়। যাহা তাঁহার জন্য [illegible] সংগ্রহ করিতে থাকে। এরূপে ৩ সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজার [illegible] সংগৃহীত হয়।

আমানুল্লা ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া কাবুল যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু পথে তিনি অনেক সৈন্য পাইবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যদলে ৫০ হাজার সৈন্য সংযোগ হবে। আমানুল্লার সৈন্যদের অধিকাংশের [illegible] রাইফেল আছে, [illegible] পাইবেন। যে সকল কান্দাহারে অস্ত্র[illegible] করা হইয়াছে তাহার অনেক [illegible] কামান [illegible] নাই, য়ুরোপ পরিভ্রমণের সময় তিনি যে সকল বড় কামান কিনিয়াছিলেন, তাহা এখন বাক্সে [illegible] কিন্তু গোলন্দাজ সৈন্য না থাকায় সেগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

লোকে মনে করে, রুশিয়া আফগানিস্থানকে সাহায্য করিতেছে। আমানুল্লা সে বিষয়ে খুব সাবধান, পাছে বৃটিশ আফগান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, এ আশঙ্কায় তিনি রুশিয়ার কোন সাহায্য লন নাই।

'নব-জীবন মণ্ডল'

গত ১১ই এপ্রিল রাত্রিতে নিখিল [illegible] 'নবজীবন মণ্ডলের' [illegible] অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কানপুরের মিঃ নন্দ কিশোর ভারতীয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] চাদকরণ সারদা প্রতিনিধিবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রসঙ্গে এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া বলেন, যুবক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সামাজিক, আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করা।

প্রেসিডেন্ট তাঁহার অভিভাষণে পর্দ্দা প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া খদ্দর পরিধান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াও তাঁহার অভিভাষণে অনেক প্রাণস্পর্শী কথার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পেশোয়ারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ই এপ্রিল রাত্রিতে পেশোয়ারে একটী অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়ায় ৮টি দোকান ও ২টি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। দমকল এবং খিলাফৎ ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণের চেষ্টার ফলে উক্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। অনুমান এই দুর্ঘটনার ফলে ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সাইমন সপ্তকের বিলাত যাত্রা

গত ১৩ই এপ্রিল স্যার জন সাইমন ও সাইমন কমিশনের অন্যান্য সদস্য, সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী, ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি স্যার শঙ্করণ নায়ার ও সেক্রেটারী ডাক্তার [illegible] বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত দিবস বোম্বাইয়ের অধিবাসিবৃন্দ জাতীয় সপ্তাহের ছুটীর ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিদায়কালে কোন প্রকার আন্দোলন করা হয় নাই।

বিদায়কালে সরকার পক্ষ হইতে স্যার জন সাইমনকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে এবং তিনি অনুচরগণকে বলিয়াছেন যে ভারত ত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইলেও যাইবার সময় তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন।

বিদায়কালে স্যার জন সাইমন বড়লাটকে যে তার করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই—

"ভারতবর্ষ হইতে অপরিসীম সহৃদয়তা লাভ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞহৃদয়ে আমি ও আমার সহকর্মিগণ ভারত ত্যাগ করিতেছি [illegible] ভবিষ্যতে সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে কিছু প্রদান করিবার জন্য আমাদের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইতে যাইতেছি।"

বড় লাটের অর্ডিন্যান্স জারী

অর্ডিন্যান্স জারীর জন্য গত ১৩ই এপ্রিল [illegible] গেজেটের অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের নাম হইয়াছে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বলশেভিক নিবারণ অর্ডিন্যান্স। অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে কতকগুলি আন্দোলনের [illegible] বাধা দেওয়াই এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য। [illegible] সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক যে ভাবে সংশোধিত হইয়াছে, তাহাই অর্ডিন্যান্সে [illegible] হইয়াছে। ইহার সহিত বড়লাটের এক বিবৃতি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে অর্ডিন্যান্স জারী পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বড় লাট স্বয়ং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইহা জারী করার সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাও [illegible] হইয়াছে।

[illegible] গত ১৩ই এপ্রিল [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] কয়েদী [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] কর্পোরেশন

বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে [illegible] কর্পোরেশন শিক্ষা বিভাগের ব্যয় [illegible] লক্ষ ১৪ হাজার টাকা [illegible] ৬ লাখ ২৪ হাজার টাকা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। নূতন স্কুল বাড়ী ও তাহার [illegible] জন্য কর্পোরেশন [illegible] ১০ লক্ষ টাকা ঋণ লইবেন। নূতন ৫১টি স্কুল খোলা হইবে এবং [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। নূতন স্কুলগুলি খোলা হইলে স্কুলের সংখ্যা মোট ১৮২টি হইবে।

জেলে [illegible] সংঘর্ষ

লাহোরের ১২ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মণ্টগোমারী জেলের [illegible] কয়েদী [illegible] গুরুতর আঘাত [illegible] অভিযুক্ত হইয়াছিল। [illegible] মুক্তি পাইয়াছে।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] বৈশাখ, বুধবার, [illegible]

ধর্ম্মাচারীর প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ

প্রভু কহে বৈরাগী করে স্ত্রী-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ মুই তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১২০, ১২৪)

প্রভুর নিত্যাবির্ভাব-স্থান

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥

গঙ্গাস্নানাপেক্ষা বৈষ্ণবসঙ্গ শ্রেয়ঃ কেন ?

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ বলেন, মম বৈষ্ণব পরাণ॥

(ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা)

শরণাগত বৈষ্ণবের লক্ষণ কি ?

শরণাগতের আকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৬, ৯৯)

জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য

এই প্রকালকাময় প্রাপঞ্চিক মরজগতে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে প্রপীড়িত ও অশান্তি-সাগরে নিমগ্ন ভবমহাব্যাধিগ্রস্ত মায়ামুগ্ধ জীবগণ সুখশান্তির আশায় লালায়িত। কিন্তু এই সংসারে ঐ বস্তুটীর একান্তই অভাব। তাহার কারণ একমাত্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব নিজে ভোক্তা সাজিয়াছে। তাই আজ মায়া তাকে সংসার-দুঃখ প্রদান করিতেছে। সুতরাং মরুভূমিতে জল অন্বেষণের ন্যায় এই দুঃখপূর্ণ সংসারে সুখ কোথায় পাইবে ?

অনেকে সুখের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়াছে। নিজের চেষ্টায় না হইলে তখন নানা দেবদেবীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। আবার কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ বা যোগাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সকলকে ধর্ম্ম জ্ঞানে তদ্দ্বারা ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গললাভের চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবদ্বিমুখতোত্থ চেষ্টা হইতে ঐ সকল অনুষ্ঠান যথাযথ রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও উহা কিঞ্চিন্মাত্রও আত্মমঙ্গলকর না হওয়া বৃথা-শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। তাই সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

অর্থাৎ লোক যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, তদ্দ্বারা যদি হরিকথাশ্রবণে রতি উৎপাদিত না হয়, তবে উহা সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলেও বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অতএব জীবমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীহরিভজন।

অদৃষ্ট মন্দ

বহু জন্ম বহু ভাবে কাটিয়েও এবার শ্রীভগবানের দয়ায় মানুষ হয়েছি। সব জন্মেই আহার নিদ্রাদি বিষয় মিলে সত্য, কিন্তু মানব জন্ম ছাড়া শ্রীহরিভজনের সুযোগ আর কোনও জন্মে নাই। সুতরাং শ্রীহরি এবার আমাকে অশেষ কৃপা করেছেন।

এ জগতে 'রত্ন' বা 'মণি' বড়ই মূল্যবান্। রত্নকে আদর করে না এমন বুদ্ধিহীন এ জগতে আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রত্ন সুসমাদৃত। কিন্তু যে রত্ন চিনে না, সে কি ক'রে রত্ন-মাহাত্ম্য জানিবে ? সে যে সম্মুখে পাওয়া অমূল্য রত্নকেও মূল্যহীন বস্তু জ্ঞানে অনাদর ক'রে চলে যায়। আমার দশাও ঠিক তেমনই হয়েছে। আমি এমন পরমার্থ লাভ করা জন্ম পেয়েও, সেই প্রাকৃত অর্থ—যাহা সব জন্মেই পাব, তাহাই লাভ করবার জন্য ছুটাছুটি করছি। একেই বলে—অদৃষ্ট মন্দ। কেননা অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হলে কি প্রাপ্ত নিধি অযত্নে হারাই ?

মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এই জন্ম লাভ হয়। কিন্তু এত কষ্টে পাওয়া জন্ম চিরস্থায়ী নয়। কখন, কোন্ সময় এই দেহ ছাড়তে হবে তার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। 'মৃত্যু' কাহারও প্রার্থনার বা অভীপ্সিত বিষয় না হলেও অবশ্যম্ভাবী। ইহার হাত থেকে ছুটী পাবার উপায় কাহারও নাই। সুতরাং এই অপহারী জীবনে মায়ার পরপারের লোক, যাঁরা দয়া করে পতিত জীবকে উদ্ধার করবার জন্য আসেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত মহাজন, তাঁহাদিগের সঙ্গ পাওয়া আরও দুর্লভ। তাই শাস্ত্রে সাধুসঙ্গ দুর্লভ ব্যাপার বলেছেন।

সাধুসঙ্গ থাকিলেই শ্রীভগবানের সেবা লাভ। যাঁহারা ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই জানেন না এবং ভগবান্ যাঁহাদিগকে ছাড়া জানেন না, তাঁহারাই সাধু। শ্রীভগবান্ যদিও সকলের অন্তর্য্যামী, যদিও কেহ তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই তবুও সর্ব্বাবরকগুণের সমাশ্রয় শ্রীভগবানে ভক্তপক্ষপাতিত্ব ভাবটী চমৎকারিতা আনয়ন করে। ভক্তপ্রাণ ভগবানের ভক্তপক্ষাবলম্বনে, অজিত ভগবানকে লাভ করবার উপায় সাধুকেই একমাত্র আশ্রয়স্বরূপে পাওয়া যায়। সুতরাং মানবজন্মে এহেন সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যদি কেহ আত্মোন্নতি না করিতে পারে তবে সে 'আরূঢ়চ্যুত'। আমার অবস্থাও তাই। আমার ভাগ্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়-সঙ্গ লাভ হইয়াও অদৃষ্ট ফেরে সেই সাধুগুরুপদে বিক্রীত হইতে না পারায় এত দুর্দ্দশা। তাই বলি—আমার অদৃষ্ট মন্দ।

পদ্মবনে অনেক ভেক বাস করে। অনেক সময় পদ্মপুষ্পের উপরও লাফালাফি করে, কিন্তু ভাগ্যহীনতা দোষে ভেককুল পদ্মমধু-পানে বঞ্চিত হয়। অথচ দূর স্থান হইতে আগত ভ্রমরকুল পদ্মে সুরক্ষিত সুমধুর মধুপান-সৌভাগ্য লাভ করে। আমার অবস্থা ভেককুলের ন্যায়। সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেব ও তাঁর অভিন্ন-তনু ভাগবতগণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহাদিগের অতিমর্ত্ত্য স্বভাব বুঝিতে না পারিয়া বঞ্চিত হলাম। এ দোষ তাঁহাদের নহে। কেননা তাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াও আমার ন্যায় ঘৃণিত পাষণ্ডকে ভাল করিবার জন্য তাঁহাদিগের সেবা, সুদুর্ল্লভ সঙ্গও দিয়াছেন, কিন্তু আমি প্রাকৃত বুদ্ধিতে, অসূয়া-পরবশে তাঁহাদিগের সে কৃপা ধরিতে পারিলাম না। তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও তৃণাদপি সুনীচ, আমি সর্ব্বাধম হইয়াও দাম্ভিকশিরোমণি, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে মাননীয় হইয়াও অমানী এবং মানদ, আর আমি সকল বিষয়ে নীচ হইয়াও অভিমানমত্ত ও মানাভিলাষী। সুতরাং তাঁহাদিগের সুমঙ্গলময় ব্যবহারে আমি আমাকে চালিত না করিয়া, তাঁহাদিগের আদর্শ জীবনকে ধ্রুবতারা না করিয়া নিজেই বৈষ্ণবাভিমানে মত্ত হইলাম। ফলে বৈষ্ণবসঙ্গে বৈষ্ণবসেবায় বৈষ্ণবপ্রসাদ লাভ না হইয়া বৈষ্ণবাপরাধে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিমুখিনী মায়ারই দাসত্ব লাভ হইল। আমার চরিত্র জগতের সাধারণের নিকট বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত, তাহাতে অনেকে সাবধান হইবার সুযোগ পাইবেন। তাই বলি আমার ন্যায় হতভাগা কেহই নাই।

আমার উর্দ্ধতন গুরুবর্গ অনেকবার অনেক ভাবে অভিমানশূন্য হইয়া সমস্ত ব্যাখ্যা আমার চেতনোন্মেষের জন্য আমারই নিকট শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে,—জীব নিজ নিজ সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মফলে অনিবার্য্যরূপে সাংসারিক সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু যখন সেইগুলিকে স্বকৃতকর্ম্মবিপাকে অবশ্য-প্রাপ্য ব্যাপার জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করিতে থাকে এবং কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই কৃপা জানিয়া কৃপাভিখারী হয়, তখন এই বদ্ধভূমিতে বাস করিয়াও তাহার পক্ষে মুক্তিপ্রদাতা মুকুন্দের চরণপদ্মে অধিকার হয়। সংসারে দুঃখাদির অবস্থান সেই পরমমঙ্গলময়েরই আশ্রয়প্রাপ্তির নিদর্শন—একথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনি নাই। এই দুঃখাদি ভোগে জীবের নির্ব্বেদ প্রাপ্তির সাহায্য করে। কিন্তু সেই দুঃখপ্রাপ্তিকে যাহারা সাজা মনে করিয়া তাহা দূর করিয়া সুখ প্রাপ্তির জন্য যত্নবান হয়, তাহারা পুনরায় গভীরতম দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়—এই অক্রূরবাক্য অপদার্থ রাজ্য হইতে আগত বৈকুণ্ঠদূতের নিকট শ্রবণ করিয়াও এমন কি বহু লোককে উপদেশ দিয়াও নিজে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ফলে ব্যাধিমন্দির যন্ত্রণাময় দেহে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাপথে অগ্রসর না হওয়া অনিত্য [illegible] সুখে প্রমত্ত হইয়া সারা জীবনটা পরনিন্দা-চিন্তায় কাটিয়া গেল। ইহকালেও ত সুখ হইলই না, পরকালের কথা অন্ধকারেই রহিল।

মহামহোপাধ্যায় গৌরনিজজনের ক্রিয়ামুদ্রা দেবতাগণেরও দুর্বোধ্য ব্যাপার। তাঁহারা আমার ন্যায় নরাধমকে সর্বক্ষণ নিকটে রাখিয়া নরোত্তমদাসের পদবী দিবার জন্য অশেষ বিশেষ ভাবে চেষ্টিত থাকিলেও আমি, "স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে" ন্যায়ানুসারে, আমার স্ববৃত্তি ছাড়িতে অক্ষম হইয়া বিষয়-বিষ্ঠা সেবনে প্রমত্ত থাকিলাম। পরদুঃখদুঃখী দয়ালু জনের ইহাতে হৃদয়-বেদনা উপস্থিত হইল, আর আমি খুবই ভাল করিতেছি জানিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় সুখনেশায় রহিলাম। "দুর্ভাগার এই ত লক্ষণ"।

একেই বলে অদৃষ্ট মন্দ !

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগন্তুক

সন্ন্যাসী

গত ১লা বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যাকালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দ ও স্বামী সত্যোবানন্দ নামক দুইজন সন্ন্যাসী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক মহ-

কলমাখৎ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী' শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীল ঠাকুর কর্ম্ম-ফল ভোগানুসন্ধান-তাৎপর্য্যপর ভক্তিবাদ এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটী বিনাশ-সাধনপর নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তিবাদের নিন্দা করতঃ প্রতিপাদন করিয়া একায়ন-পন্থা শ্রীভগবদ্-ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন-মুখে বলেন—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র
কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীব হৃদয়ে ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা নাম্নী দুইটী পিশাচী বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে কখনও ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না"।

চিৎকণ জীব এবং বিভুচিৎ ঈশ্বরে অভেদ—এইরূপ অপরাধমূলক মতবাদ ছাড়িয়া জীবগণ যতদিন না শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে প্রীতিবিশিষ্ট হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নিত্যানন্দ বলিয়া কোন বস্তুর সন্ধান আদৌ পাইতে পারেন না। নির্ব্বিশিষ্টে আনন্দের স্থান কোথায়?

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', '[illegible]ক্তিং ভুক্তিমুদস্য' ও "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" প্রভৃতি শ্লোক উপলব্ধির সৌভাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মায়াবাদরূপ অনর্থ হইতে নিস্তার নাই।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিমার্গরূপ একায়নমার্গ অবলম্বন ব্যতীত জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ান্তর থাকিতে পারে না।—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শ্রীভগবান্ মায়াবাদীর ধারণায় নির্ব্বিশেষ বা সবিশেষ কিছুই নহেন। তিনি অপ্রাকৃত চিদ্ বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন; শ্রীভগবান্ কোন অপ্রাকৃত বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে পারিবেন না, ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ভ্রান্তি পূর্ণ ধারণা। এরূপ সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত না হইলে জীব কখনও সমদর্শী হইতে পারেন না, সমদর্শী হইবার ছলনায় চিজ্জড় সমন্বয়বাদের প্রচারক হইয়া পড়েন মাত্র। বস্তুতঃ 'সমন্বয়'শব্দের অর্থ তাহা নহে। শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিই এ সকল সিদ্ধান্তে জীবকে পারঙ্গত করিতে পারেন।

গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একদেশদর্শিতা মূলে বেদের কতকগুলি প্রাদেশিক বাক্যাবলীকে মহাবাক্য জ্ঞানে জীবেশ্বরে নির্ভেদবাদী হইয়া অহংগ্রহোপাসনা-মানে প্রমত্ত হওয়া কখনই নিঃশ্রেয়ঃপ্রার্থীর পক্ষে সমীচীন নহে।

সন্ন্যাসিবর ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল আচার্য্যদেবের এরূপ 'ভক্তিশাসন-বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করেন।

বেষোপজীবী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

জগতে ভক্ত ও অভক্ত—দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কতক গুলি কতকগুলি কেন, অধিকাংশই অভক্ত।

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটীমুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

অতএব ভক্তের সংখ্যা অতীব অল্প। কিন্তু ভক্তবেষধারী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ভক্ত জ্ঞান করিয়া যাহারা তাহাদের আনুগত্য করে অথবা উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাহারা অবশেষে বঞ্চিত হইয়া থাকে। পুলিশ অথবা ষ্টেশন মাষ্টারের বেশ দেখিয়া তাহাদিগকে চেনা যায়, কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদিগকে দেখিয়া চেনা দায়, তবে আসলের নিকট অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের নিকট ইহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় জগৎ একদিন কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল, অদ্যাপি তাঁহার আচার ও প্রচার জগতে বহুপরিমাণে গৃহীত হইতেছে এবং যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থা অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। তাঁহারাও মহাপ্রভুর ন্যায় জীব-দুঃখে দুঃখী, জীবের দুঃখবিমোচনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। তাহা দেখিয়া বঞ্চিত ও বঞ্চকদলের গাত্রদাহ হইয়া থাকে। তাহারা চায় না যে, সকলেই ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহাদের ভোগের ইন্ধন জুটিবে না। তজ্জন্য পুতনার বেশ ধরিয়া এই বঞ্চিতের দল অপরকে বঞ্চনা করিতেছে

'ধর্ম্ম' বলিতে একমাত্র হরিভক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের ধারণা অন্যরূপ। যাহারা প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকপন্থাবলম্বী, তাহারা বরং ভাল, যাহারা আচ্ছাদিতচেতন পশু, তাহাদেরও একদিন নিষ্কৃতি হইবে, কিন্তু এই বেষোপজীবি ব্যক্তিগণের দুর্গতির মোচন কোনদিনই হইবে না। জীবের সহজ সরল একমাত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ-কারীদিগকে হিংসা করিতে গেলে অথবা তাহাদের কার্য্যাবলীর অনুকরণ করিতে গেলে—

কামাদের কাম ক্ষুধারে মরে।
ধরিতে গিয়ে পুড়ে মরে॥

—অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জীবের যতদিন দেহাত্মবুদ্ধি না যায়—চামারের প্রবৃত্তি নষ্ট না হয়, ততদিন তাঁহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। নিষ্কপট না হইলে—কপটতা করিয়া সরল ব্যক্তিগণকে ঠকাইলে ঐহিক কিছু প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু পরকাল বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, যাহাকে কোনরূপে এড়াইতে পারা যায় না, তার জন্য ইহাদের কি একদিনও বুদ্ধি আসিবে না?

বেষোপজীবী কে? ইহার বিচার করিতে গেলে জানা যায় যে, একের বেষ গ্রহণ করিয়া যে নিজের কিছু জীবিকার উপায় করিয়া থাকে। গলায় তুলসী-মালা দিয়া উদ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া বৈষ্ণব সাজিতে পারা যায়, কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবতা কি তাহাতে আসিবে? মহাপ্রভুর উপদেশ, তাঁহার আচার ও প্রচার গ্রহণ করিতে পারিলে তবে বৈষ্ণব হইতে পারিব। যতদিন এই দুর্ভাগ্যগণ নিজ ভোগপ্রবৃত্তি বিদূরিত না করিবে—যতদিন তাহারা নিজেদের দুর্গতির বিষয় চিন্তা না করিবে —যতদিন তাহারা শ্রীচৈতন্যানুগগণের চরণে শরণাপন্ন না হইবে, ততদিন তাহাদের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে চিদ্বিলাসাভাববাদ খণ্ডন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অ[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

শঙ্কর-প্রতিপাদিত মায়াবাদ বৌদ্ধবাদেরই ছায়া বিশেষ। বৌদ্ধ দর্শন শূন্যকেই তত্ত্ব বলেন, আর মায়াবাদী যদিও ব্রহ্মকে তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের কল্পিত ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বস্তু বিশেষ, তদ্রূপ ব্রহ্ম একটী কথার কথা মাত্র, কারণ যে সমস্ত উপায়ে বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়, শঙ্করের ব্রহ্মে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের

অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন বস্তু নাই সুতরাং তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে কোন কথাই হইতে পারে না, তবে মায়া বা অবিদ্যা নাম্নী এক সদসদ্‌ভিন্ন অনির্ব্বচনীয়া শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবৃত করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম উক্ত অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়াই নিজেকে জীব বলিয়া বোধ করেন এবং ঐ অবিদ্যাবৃত জীবসকল রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্ম বস্তুকেই জগদাকারে বিবর্ত্তিত মনে করেন, কিন্তু আলোক সাহায্যে দৃষ্ট রজ্জুতে যেমন আর সর্প ভ্রমের অবকাশ হয় না.

যেরূপ জ্ঞানালোকে, উপাধি[illegible] নাই মায়াবৃত ব্রহ্মের জীব ভ্রম, [illegible] কর্ত্তৃক দৃষ্ট, ব্রহ্মে বিবর্ত্তিত জগৎ ভ্রম দূরীভূত হয়, তখন একমাত্র অদ্বয় স্বরূপ [illegible] ব্রহ্মই স্বস্বরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

অপর পক্ষে শুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ বলেন যে, জগদ্বস্তু ব্যতীত ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, ব্রহ্ম বলিলেই ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু ভগবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে। অশেষ-কল্যাণ-গুণময় পুরুষই 'ভগবান্'; তিনি বিবিধ অচিন্ত্য-শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ, শ্রুতিতে যে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাঁহারই স্বরূপ ত্রিবিধ বৃত্তির পরিচয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, [illegible] সম্প্রদায় ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার [illegible] ইঁহারা বলেন, ব্রহ্মবস্তু কেবল, [illegible] মাত্র। চিৎ ব্যতীত অন্য কোন গুণ ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু, তদীয় সন্দর্ভ গ্রন্থে নির্ব্বিশেষ বাদীর এই অশ্রৌত অলীক সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম শক্তির নিত্যত্ব ও স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ-মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন;—যথা:—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞান ক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥

[ভাঃ ১১।৩।৩৮]

ব্রহ্মই অনেকাত্ম-শক্তিশালী। মূল শ্লোকে যে 'ব্রহ্মৈব'পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার 'এব' শব্দটী 'নিশ্চিত' অর্থের দ্যোতক অর্থাৎ ব্রহ্মে শক্তি কল্পিত নহে, পরন্তু উহা ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে বহু-শক্তির প্রকাশ হইল? তদুত্তরে শ্রীল জীবপাদ বলেন, প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণাত্মক প্রধান, তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি প্রাণ কার্য্যাধার স্বরূপ সূত্র, জ্ঞান-শক্তি প্রধান মহান্, এবং মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারই জীব বা তটস্থা শক্তি।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, 'অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন, তাঁহা হইতেই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে, 'তিনি মনে করিলেন আমি বহু হইব,' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য উল্লেখ করিয়া শ্রীল জীব প্রভু সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যথা:—

"[illegible]
[illegible]।"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম, [illegible] তৎপরে তাঁহার [illegible]

মূত হয়েন, [illegible] তাঁহার শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শক্তির স্বাভাবিকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কারণ শ্রুতি যখন এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ব্যতীত পূর্বে কিছুই ছিল না বলিতেছেন তখন তাঁহার অবস্থায় ব্রহ্মে উপাধি সংযোগ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ব্রহ্ম উপাধির সংযোগ স্বীকার করিলেই উপাধিকেই সর্বাদি বলিতে হয়, কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মকেই আদি বলিয়াছেন, অতএব উপাধিকত্বের অযোগ্য-হেতু এই শক্তি ব্রহ্মেই স্বাভাবিকত্ব লাভ করিতেছেন।

অর্থাৎ সূর্য-রশ্মিসমূহ যেমন সূর্য্যেরই উপাদান ও সূর্য্যমূলক ব্যতীত সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বস্তু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তিসমূহও, ব্রহ্মের স্বরূপ বৈভবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গবৎ নিত্যসিদ্ধ হইলেও, ঐ শক্তিসকল ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই নিজ-নিজ সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি . . .
. . . তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি

[মুণ্ডক ২।২।৬]

অর্থাৎ দীপ্যমান এই পরমাত্মার প্রকাশেই সমুদয়-বস্তু অনুপ্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

অতএব শক্তিসমূহ ব্রহ্মসত্তামূলক হওয়ায় ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

অর্থাৎ ব্রজভূমি, ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলা-বিলাস, এবং তদীয় পরিকর বৈশিষ্ট্যাদি সমস্তই তাঁহার স্বরূপবৈভব, ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই সত্তামূলক, অতএব এই স্বরূপবৈভব-বিশিষ্ট ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্ম-সত্তা শক্তি ও শক্তির বিলাসে অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিয়াই বিবিধ স্বাভাবিক শক্তি-সমন্বিত একই অদ্বয়-বস্তু।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত-ভেদ-রহিত কেবল-জ্ঞান বা চিন্মাত্র-বস্তুই পরতত্ত্ব, সেই পরতত্ত্বে জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃরূপ কোন ভেদ থাকিতে পারে না, কারণ, জ্ঞান শব্দটী, জ্ঞপ্তি, অববোধ ও বোধ-পর্য্যায়-ভুক্ত, এই জ্ঞানকে শক্তিমৎ বলিতে পার না বা এই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে স্বরূপভূত শক্তি ইহাও বলিতে পার না। স্বরূপ শক্তি বস্তুটী কি? ইহা অদ্বয় জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত? অদ্বয় জ্ঞানকে ভগবান্ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার ভগবত্ত্বই যে গুণাত্মক, অর্থাৎ যে গুণ দ্বারা তিনি "ভগবান্" বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং ভগবদ্বাদিগণ যে স্বরূপশক্তির কল্পনা করেন, উহা জ্ঞান না হইয়া অন্য কোন ভিন্ন পদার্থ নহে, সুতরাং এবম্বিধ শৌণজ্ঞানবস্তুর বিলাস বলিয়া কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না।

অতঃ যে ভগবদ্বাদিগণ বলেন, জগৎ যখন কার্য্যময় এবং শক্তি ব্যতীত যখন কোন কার্য্য নিষ্পত্তি হয় না, তখন শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে আমরা বলি;— এই যে শক্তি উহা তত্ত্বও নহে, অতত্ত্বও নহে, উহা অনির্ব্বচনীয়া সুতরাং উহা অলীক এবং স্বরূপভূতা নহে, তথাপি কেবল যখন তাবরূপ তব, তখন "গুণ গৃহীত" ভাবানুসারে ইহার স্বরূপ শক্তি, অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। জগৎ যখন কার্য্য, তখন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য, সুতরাং এই শক্তি বস্তুরই ধর্ম্ম এবং ঐ ধর্ম্ম ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না। জগতের উপাদানে, নিমিত্তে ও কারণে এই স্বরূপ-ভূতাশক্তি নিত্য বিরাজমান।"

মায়াবাদিগণ! তোমাদের পক্ষেও একটী অধিষ্ঠান অংশও স্বীকার্য্য হইতেছে, কারণ যখন শুক্তিতে রজত বা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন শুক্তি বা রজ্জুকেই রজত ও সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান বলিতে হইবে এবং ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শুক্তিতেই রজত ভ্রম হয়, অন্যাধারে হয় না এবং রজ্জুতেই সর্প ভ্রম হয়, অপর বস্তুতে হয় না, সেইরূপ যখন ব্রহ্মেই জগদ্ ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না, তখন ব্রহ্মই জগদ্ ভ্রমের অধিষ্ঠান হইতেছেন, আরও যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন অন্য পদার্থই নাই, তখন জগৎ ব্রহ্মশক্তিরই পরিচায়ক।

সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন, আচ্ছা, ব্রহ্ম যখন জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনি নিজে তৎসম্বন্ধে কিছু করেন কি না? যদি বিবর্ত্তন ব্যাপারে তাঁহার অকিঞ্চিৎকরত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অজ্ঞানই বিবর্ত্তের হেতু, কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞানের অস্তিত্বই স্বীকৃত হইতে পারে না, আর যদি বিবর্ত্তন ব্যাপারে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎকরত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানাশ্রয় গুণ-স্বরূপ শক্তি স্বতঃই প্রমাণিত হয়।

যদি পূর্ব্ব-পক্ষ বলেন যে—জ্ঞান, এই যে শক্তি ইহার বস্তু-সংজ্ঞা হউক না কেন, ইহাতো বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ, শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? তদুত্তরে শুদ্ধ বৈদান্তিক বা বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে, না আমরা শক্তিকে বস্তু বলিতে পারি না, কারণ প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় যে, বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদির প্রয়োগ দ্বারা বস্তুশক্তিই স্তম্ভীভূত হয়, বস্তু আছে কিন্তু উহার কার্য্যোন্মুখত্ব স্তম্ভিত, এস্থলে শক্তির পৃথকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু এই পৃথকত্বও বস্তু হইতে একান্ত স্বতন্ত্রভাবে চিন্তার অযোগ্য আবার বস্তু হইতে একান্ত অভিন্ন রূপেও চিন্তা করা যায় না এবং এই ভেদত্ব ও অভেদত্ব পৃথক পৃথক স্বতন্ত্রভাবে চিন্তনীয় না হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ রূপ একটী নিত্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণের শ্রৌত বিচার-পুষ্ট চরম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ যুক্ত বিবিধ স্বাভাবিক শক্তি সমন্বিত অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তুই ভগবান্ শব্দ বাচ্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। যেমন একই ব্যক্তি 'শ্রীমত্ত,' 'সুলত্ব' ও 'পাণ্ডিত্য' প্রভৃতি বহু গুণ বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার একত্বের ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম, পরিকর 'বৈশিষ্ট্যাদি,' লীলা ও লীলা-উপকরণসমূহ তাঁহারই সত্তামূলক অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিণতিবিধায় তাঁহার অদ্বয়ত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ তাঁহাতে সজাতীয় ভেদ সম্ভাবিত হইতেছে না। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মের চিদ্বিলাস অঙ্গীকার করিলে তাঁহার অদ্বয়ত্ব বিরোধ উপস্থিত হয় কল্পনা করেন, সেই তর্কপন্থী মায়াবাদীর মায়াহত তর্ক চাঞ্চল্য দূরীভূত হইতেছে।

আমার দুর্দ্দশা মোচনে

বৈষ্ণব ঠাকুরের অসীম চেষ্টা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বৈষ্ণব ঠাকুরগণ কত প্রকারে আমাকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত, অজ্ঞ আমি, অন্ধ আমি, বধির আমি, অর্ব্বাচীন আমি, ধৃষ্ট আমি, তাহার কিছুই বুঝি না, দেখি না, শুনি না বা শুনিবার কোন চেষ্টাও করি না। আমি চাই, আমার মূর্খতা ঢাকায় রাখিয়া, জগতে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে। আমি চাই কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার ভিখারী থাকিয়া জন সমাজে তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে; কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমার মূর্খতাটিই জনসমক্ষে ধরাইয়া দিয়া ও আমাকে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার গন্ধ রহিয়াছে অনুভব করাইয়া, আমার মূর্খতা ও পাষণ্ডতা প্রচারের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা আমাকে মূর্খ বা পাষণ্ড থাকিতে দিবেন না, একজন্ত তৎসঙ্গে আমাকেও 'মূর্খ' 'পাষণ্ড' একপাটী জানাইয়া দিতেছেন। আমি চাই অজ্ঞ থাকিয়া ভক্ত-সজ্জায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যোগ্য কিছু সংগ্রহ করিতে; কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুরগণ এরূপ অবৈধ কপটতা যে প্রত্যেক মানুষের গর্হিত-যোগ্য, তাহাই জনমণ্ডলীর কাছে প্রচার করিয়া আমার কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার্জনে, অথবা জলিপকের সেবায় কিছু বাধা প্রদান করেন। তাহাতে আমার জাগতিক মান সম্মানও অর্থাগমের পন্থাটী বন্ধ হইলেও তাহাই বাস্তব কল্যাণের হেতু।

জাগতিক যে সকল বস্তুতে আমার অত্যধিক আসক্তি, বৈষ্ণবঠাকুরগণ কৃপা করিয়া, সেই আসক্তিটী নিরাকরণ করে প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন। পিতা বা অভিভাবকগণ যেমন আমার ভাবী অকল্যাণকর কোনও কার্য্যের প্রশ্রয় দেন না, আমার বালসুলভ চাপল্যে কার্য্যগুলি আপাত মধুর বোধ করিয়া তাই সাধনোদ্দেশ্যে প্রবল বেগে ধাবিত হইলেও তিনি তৎকালিকভাবে আমাকে বাধা দিতে তৎপর হন। বৈষ্ণবঠাকুরগণও সেই প্রকার হিতাহিত [illegible] আমি, আমাকে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত বিরত রাখিবার জন্যই আমার যাবতীয় ত্রুটী সংশোধন করিতে চেষ্টিত। উহা কখনও পরচর্চ্চা-জ্ঞাপক বা অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না। আমার সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত মস্তিষ্কে যদি উহা স্থান না পায়, তবে আর উপায় কি? আমার দুর্দ্দশা মোচনে তাঁহাদের অসীম চেষ্টা।

নৈরাশ্যে আশা

আমি মানুষ, সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, সন্তোষ, সদ্দৃক্ সেবা, গ্রাম্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কর্ম্মে ধীর নিবৃত্তি, মানবগণের মিথ্যা কার্য্য দর্শন, মৌন, আত্মবিবেক, প্রাণীদিগকে যথা-যোগ্য অন্নাদি বিভাগ, সকল ভূতে আত্ম-ও দেব জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তগণের চরণাশ্রয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য সমুদ্যোচিত গুণাবলী আমার নিকট [illegible]

শ্রীবনের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যদি খতিয়ান করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমার উত্তান এমন কোনও একটী সদগুণ সংকার্য খুঁজিয়া পাই না, যদ্দ্বারা বাস্তব মনুষ্য সমাজে একটী যেমন তেমন ক্ষুদ্র মনুষ্য বলিয়াও পরিচিত হইতে পারি। তবে কি আমি আমার নিজ ধন অযত্ন করিয়া, মনুষ্যেতর প্রাণীর ন্যায় অবনে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? বোধ হয় বাস্তবিক তাহাই, নতুবা আজ পথের ভিখারীর ন্যায় অতি দীনহীনাবস্থায় জগতে বিচরণ করিব কেন? আমার ত' কোন ধনের অভাব ছিল না। শুধু যত্নের অভাবেই আজ অভাব-গ্রস্ত।

আমার রূপ, আমার ঐশ্বর্য্য, অশেষ পাণ্ডিত্য, আমার সৌন্দর্য্য, যত গুণাদি আমার আমার বলিয়া মনে করিতেছি, ইহার কোনটীই তো আমাকে স্বল্প শান্তি আনন্দ দিতে পারিতেছে না, বরং ইহাদিগের সেবা করিয়া মাৎসর্য্যানলে নিদগ্ধ হইতেছি। "অভিমানী ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন," মহাজন বাক্যও সম্পূর্ণ প্রত্যয় হইতেছে না।

এখন উপায় কি? এমন সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মটী পাইয়াও পশুধর্ম্ম পশ্বাচারে নিযুক্ত রহিলাম। নিজের নিজস্ব যাহা কিছু ছিল, একে একে সবই হারাইয়া বসিলাম। যম মন্দিরে যাওয়ারও তো আর অধিক সময় বাকি নাই? এত নিরাপূর্ণ নৈরাশ্যে আর কে আশা বাণী শুনাইবে? এমন বান্ধব সংসারে কেহই নাই, একমাত্র শ্রীগুরুদেব ভিন্ন। আমার এ হেন দুঃসময়ে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই ভয়ে অভয়, শোকে অশোক, মরণে-অমৃত, নৈরাশ্যে আশ। শ্রীগুরুদেবের কোটী-চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ যদি অযাচিত ভাবে কোটী কল্পতরু-শক্তিযুক্ত হইয়া এই সংসার-মরু-প্রাঙ্গণে সুস্নিগ্ধ ছায়া দান করিবার নিমিত্ত উদ্যত না হইতেন তবে জানি না আজ আমার কোনও অস্তিত্ব বর্তমান থাকিত কি না? বোধ হয়—না। সংসার-দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে ভস্মরাশির স্তুপাকারে পরিণত হইয়া বায়ু-প্রবাহে আকাশপথে বিলীন হইয়া পঞ্চে পঞ্চ লয়ের সাক্ষ্য দিতে থাকিতাম। মহাভাগ্যে শ্রীগুরুদেবের কারুণ্য ঘন হইতে সুস্নিগ্ধ বারি বর্ষিত হইতেছে, ইহাই নৈরাশ্যে আশা।

শ্রীধামসেবায় আনুকূল্য

১। চৌদ্দগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে 'নরেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা'র নির্ম্মাণকল্পে ৭৫০০৲ সাড়ে সাত হাজার টাকা ব্যয়ের প্রতিশ্রুত করিয়া শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীযোগপীঠে ধর্ম্মশালার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

২। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিবিজয়-ভবন' নামক একটী সুবৃহৎ সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-জন্মবাসরে উক্ত ভবনের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

৩। কলিকাতা-নিবাসিনী বদান্যবরা শ্রীযুক্তা পান্নাময়ী দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বৈষ্ণবখণ্ড নির্ম্মাণের জন্য ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন।

৪। কলিকাতানিবাসিনী সাধুজন-হিতৈষিণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে বাতাহত শ্রীআশ্রম-কুটীরের পুনর্নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিতেছেন।

৫। কলিকাতানিবাসিনী উদার-হৃদয়া ভাগ্যবতী মহিলা শ্রীযুক্তা বিজয় বসন্ত দাসী মাতাদেবী শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবকে বহন পূর্ব্বক 'শ্রীধাম' পরিক্রমণকল্পে 'কীর্ত্তনদাস' নামক হস্তীসংগ্রহের আনুকূল্য স্বরূপ ৪০০০৲ চারিহাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৬। ময়মনসিংহ নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে একটী সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের জন্য ২০০০৲ দুই হাজার টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া শ্রীগৌরজন্ম বাসরে উহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

৭। কলিকাতা নিবাসী বদান্যবরা শ্রীযুক্তা হরিমণি দাসী শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীরাধা-কুণ্ডের ঘাট নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিতেছেন।

৮। খুলনানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস শ্রীযোগপীঠে একটী সেবক-খণ্ড নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲ এক হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুত করিয়া উক্ত গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

৯। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দাস শ্রীযোগপীঠে গৌরকুণ্ডসংস্কারের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া বর্তমানে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

১০। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকল্পে ভক্তগণ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পদবরণ পত্র

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, অধৈর্যগুণযুক্ত শ্রী-বিভূষিত, বিপুলসম্মানভাজন দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর ও সাহেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ-সভায় অন্যতম সম্পাদকের (শ্রীধাম প্রচারিণী সভার গত অধিবেশনে প্রস্তাবিত ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে একবাক্যে সমর্থিত) পদ গ্রহণ করিবার আন্তরিক সম্মতি জানাইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট নিম্নলিখিত পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন।

"শ্রীবাস পোঃ ত্রিবেণী" (হুগলী)
৭ই এপ্রিল ১৯২৯।

শ্রীচরণকমলেষু

অসংখ্য প্রণামান্তে সবিনয় নিবেদন,—

অনুগত-পত্রী প্রাপ্তে ধন্য হইলাম। আমি অযোগ্য হইলেও আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মহাসম্মানের পদ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা আমি শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদ জ্ঞান করিয়া বহু মান ও বিনয়সহ মস্তকে ধারণ করিতেছি।

প্রণত সেবক
ভগবদ্দাসদাসানাং দাসস্য প্রার্থী
(স্বাঃ) শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায়।

নানা কথা

ভীষণ বাত্যা

গত ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। বেলা ১২ টার পর হইতেই দুই চার খণ্ড মেঘ আকাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা যায় এবং দেখিতে দেখিতে উহা আকাশ ছাইয়া ফেলে। বেলা প্রায় ৩টার সময় হইতে প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়। বাত্যোদ্দীপ্ত ধূলিরাশিতে ধরিত্রীদেবী প্রলয়কালীর ভীষণ ক্রোধব্যঞ্জক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভোগ-মগ্ন প্রাণীবৃন্দের হৃদয়ে ভীষণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং ভগবদ্ভজন ত্যাগ করিবার জন্যই যেন তাহাদিগকে শাসাইতেছিলেন।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য বৃষ্টিও ছিল।

কংগ্রেস কার্য্যের সমস্যা

কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কিরূপে কাজ করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য পশ্চিম কৃষ্ণা জিলায় প্রধান প্রধান কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী সে সভায় যোগদান করেন।

[illegible] সে, মার্ট, সে [illegible] মহারাজ [illegible] করিয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে গমন করিবেন তথ হইতে যখন তখন আবশ্যক হইবে তিনি মোটর আরোহণে [illegible] প্রাসাদে যাইতে পারিবেন ও নিয়মিত [illegible] মন্ত্রণাধিবেশন করিতে পারিবেন।

মামলা

ঢাকার ২৪ই এপ্রিলের [illegible] প্রকাশ, তথাকার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক ডাকাতী মামলা শুনানী হইতেছে। ঐ ডাকাতি কিছু দিন পূর্ব্বে বাদীগঞ্জ থানার অধীন কোন গ্রামে হয় এবং সে সম্পর্কে ইব্রাহিম শেখ নামে এক জন নামজাদা বদমায়েস ও আর একজন দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে। ডাকাতরা অপর স্থান হইতে ফিরিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তাহারা তামাক খাইতে চাহে এই কথা বলিয়া তাহার গৃহস্বামীকে দ্বার খুলিতে বলে। দ্বার খোলা হইলে লোক জনকে মারধর করিয়া উহারা নগদ ও গহনাপত্রে ৫ হাজার টাকার জিনিস লুটিয়া লইয়া যায়।

থানার পুলিস তদন্তের সময় মোহর বাশী মণ্ডল নামে এক জনকে গ্রেপ্তার করে। সে অনেককে জড়িত করিয়া ঢাকা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির নিকট এজাহার করে। পুলিস চুরি জিনিস ও কিছু উদ্ধার করে।

নোয়াখালীতে ডাকাতী

লক্ষ্মীপুর থানার বীরাহিমপুর গ্রাম গ্রামে একজন ধনী মুসলমানের বাড়ীতে গত ১২ই এপ্রিল ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রায় বিশজন ডাকাত দ্বার ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে। উহারা নগদ টাকা জিনিষপত্র লইয়া পলাইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

পুনায় [illegible]

গত ১২ই এপ্রিল বিদেশী বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে সিটি কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মার্কেটের ময়দানে মিঃ এন, ভি, গাডগিলের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য [illegible] সকলকে 'পণ' [illegible] বিরাট বিদেশী বস্ত্রের স্তুপে অগ্নি প্রদান করা হয়। ঐ বস্ত্রবর্জ্জন সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

২৬ বৈশাখ, রবিবার—১৩৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ১৯শে বৈশাখ রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-মুখে বক্তা বলেন—আজ বঙ্গাব্দের প্রথম দিবস। বঙ্গদেশবাসী আজিকার দিন আনন্দে কাটাইতে পারিলে সমস্ত বৎসর আনন্দে কাটিবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নানা আনন্দজনক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। গায়ক, বাদক, নর্ত্তক, ব্যবসায়ী, বিদ্যার্থী প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ প্রীতিকর কার্য্যের আলোচনায় আজ বড় ব্যস্ত। কিন্তু হে জগদ্‌বাসিন্, তোমরা ত' এইরূপ বহু বহু নববর্ষদিবস নবীন আনন্দে কাটাইয়াছ, তবে কি সে আনন্দ তোমাদিগকে একদিন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে উৎফুল্ল রাখিতে পারিয়াছে? না, তাহা ত' পারে নাই। কয়েকের তরে উহার কারণা আবার যে তোমাদিগকে গভীর নিরানন্দ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়াগিয়াছে! সুতরাং যে আনন্দের পরিণাম দুঃখ নহে, যে আনন্দ জীবকে নক্ষত্রের ন্যায় চমকিত করিয়া আবার মুহূর্ত্ত পরেই গভীর অন্ধতামিস্রে নিক্ষেপ করে না, যে আনন্দ দুগ্ধকালান্তের পরিণত নিত্য নব নবায়মানরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে, সেই আনন্দে মাতোয়ারা হও, আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে সেই আনন্দের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। সেই আনন্দের নাম নিত্যানন্দ, জড়ানন্দ নহে। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দই সেই আনন্দের জনক। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনানন্দই সেই আনন্দ। সেই নিত্যানন্দ লাভের জন্য সমিৎপাণি হইয়া নিত্যানন্দময় সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হও, শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র লাভ করিয়া নামপ্রেমে মাতোয়ারা হও, সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই একমাত্র মহাপুণ্যাহ অনুষ্ঠান। তাহা করিলেই তোমাদের সব দিন ভাল ভাবে কাটিবে—যম তোমাদিগকে আর ভয় করিতে পারিবে না। সে হইতে তোমরা সর্ব্বদাই তোমাদের জীবনের পরিশুদ্ধিকালে আর কখ [illegible] সেই [illegible] পরম উৎসব [illegible] হইবে। আজ নববর্ষে তোমাদের [illegible]—হরি- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বলপূর্ব্বক সৎসঙ্গোদ্ধারে বিসর্জ্জন দিয়া সাধুসঙ্গ [illegible] কখনও নিত্যা- নন্দের সন্ধান পাইতে পারে না। কত জন্মজন্মান্তরের কত বর্ষ বৎসরাদি অবসাদকে কাটাইয়া আসিয়াছি, হরি-ভজনের মূল অপহরণকারী আমাদের বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে, আজ হইতে আর বৃথা কার্য্যে দিন পাত না করিয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াই আমাদের আজকার বর্ষারম্ভের একমাত্র কৃত্য। সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়াপিশাচীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নতুবা মায়ার হস্ত হইতে আমাদের আর রক্ষা নাই। আজ বর্ষপ্রারম্ভে মানব-জীবনের কর্ত্তব্য বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হউক। যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখা, খেলাধূলা করা, ভাল খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-মূলক প্রাকৃত আনন্দের আরাধনা অথবা পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়সপথের পথিক হওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ এবং ভক্তের সেবায় দিনাতিপাত করাই বস্তুতঃ পক্ষে দিনের সদ্ব্যবহার।

প্রাকৃত বৈশ্যগণ যেমন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলা অর্থাগমনী বুদ্ধি-প্রণোদিত প্রাকৃত বৈশ্যবাজনের সহিত দ্রব্যাদি বিনিময়ে সন্তান সংরক্ষণ ও তাঁহার নিকট আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী হইয়া থাকে, অপ্রাকৃত বৈশ্যজগৎ সেইরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলে একায়নপন্থী হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বনে অপ্রাকৃত বৈশ্যকুলচূড়ামণি মূল মহাজন শ্রীনন্দনন্দনের পাদপদ্মে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেবা করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনে তৎপর হন এবং সেবাবৃত্তিতে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত—ফলাফলসহিত আশা করিয়া থাকেন। একায়নপন্থী অপ্রাকৃত বৈশ্যগণের ন্যায় আমরাও যেন সেইরূপ নিত্য নববর্ষোৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইতে পারি।

একাদশীর মাহাত্ম্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ

একদা শ্রীব্যাস-সমীপে জৈমিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি একাদশীর সর্ব্বপ্রকার ফল জানিতে অভিলাষ করি। একাদশী কোন্ পুরুষ হইতে জাত হইয়াছেন এবং তাহার বিধান কি? কোন্ সময়ে পালনীয় ও প্রত্যেকের ফল কি? কেন্ সেবই না তাহাকে পূজা এবং অকরণে কি প্রত্যবায় ঘটে?

শ্রীব্যাসদেব এই প্রশ্ন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—হে [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণীয় প্রাণীদের রক্ষার জন্য কর্ম্মাত্মক সংসারে পাপিগণের দমনার্থ পাপপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ পুরুষের মস্তক ব্রাহ্মণবধ, লোচনযুগল মদিরাপান, বদন স্বর্ণচুরি, কর্ণযুগল গুরুপত্নী-হরণ, নাসিকা স্ত্রীহত্যা, বাহু গোহত্যা, গ্রীবা গ্রামাপহরণ, গলদেশ ভ্রূণহত্যা, বক্ষঃপ্রদেশ পরস্ত্রীগমন, উদর বন্ধুবধ, নাভি শরণাগতহত্যা, কটিদেশ গর্ব্ব, উরু যুগল গুরুনিন্দা, গুহ্যাঙ্গ কন্যাবিক্রয়, পায়ু বিশ্বাসভেদ, চরণযুগল পিতৃবধ, রোমরাজি উপপাতকসমূহ দ্বারা কল্পিত হইয়াছিল। সেই পুরুষ বিশালশরীর, ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গলনেত্র এবং নিজাশ্রয়ের অতীব দুঃখপ্রদ হইয়াছিল। পুরুষোত্তম সেই পাপপুরুষকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—প্রজাদিগের দমনার্থ এই দুর্জ্জন ক্রূর, ক্লেশপ্রদ, অত্যুগ্র পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বয়ং যমরূপী হইয়া পাপিগণের দুঃখপ্রদ রৌরব প্রভৃতি নরকসমূহ সৃজন করিলেন। পাপিগণ যমের আজ্ঞাক্রমে ঐ সকল নরকে গমন করিয়া থাকে।

একদা ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাগণের দুঃখনাশ-মানসে গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যমমন্দিরে গমন করিলেন। সূর্য্যতনয় জগদীশ্বরকে সমাগত দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। সেই সর্ব্বদেবেশ যম কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। যমের সহিত উপবিষ্ট থাকিয়া সেই দৈত্যারি প্রভু দক্ষিণ দিকে রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজ উত্তর করিলেন—দেব! পাপিকুল স্বকৃত কর্ম্মদোষে অতিশয় দুঃখপ্রদ নিরয়ে পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। হে বিভো! পাপকর্ম্মের ফল অতীব ক্লেশদায়ক, অতএব পাপিগণ সেই ক্লেশহেতু ক্রন্দন করিতেছে, ইহা তাহাদেরই মহান্ রোদন-শব্দ। যমবাক্য শ্রবণানন্তর কৃষ্ণ পাপিগণের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া যে রৌরবাদি নরকে তাহারা ক্রন্দন করিতেছে, তথায় গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি সমুদয় প্রজা সৃষ্টি করিলেও তাহারা নিজকর্ম্মদোষে অতীব দুঃখজনক নরকসমূহে নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে এবম্প্রকার চিন্তা করিয়া সেই করুণানিধি ভগবান্ সহসা স্বয়ং একাদশীরূপ গ্রহণ করিলেন এবং সেই সমস্ত পাপিবর্গকে ঐ ব্রত পালন করাইতে লাগিলেন তাহাতে তাহাদিগের পাপরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা পরম ধামে গমন করিল। অতএব ঐ একাদশী তিথিক পরমাত্মা বিষ্ণু [illegible], সুকৃত-

একাদশী তিথিকে ত্রিলোকপাবনী জানিয়া পাপপুরুষ শঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুর নিকটে আসিয়া স্তব করিতে লাগিল। সে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বিবিধ বাক্যসমূহ দ্বারা জনার্দ্দনের স্তব পাঠ করিল। তাহার স্তুতি শ্রবণান্তে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহার অভিলষিত জিজ্ঞাসা করিলে পাপপুরুষ বলিল—হে বিভো! পাপাশ্রিতগণের সংহারার্থ আপনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু একাদশীর প্রভাবে আমি সম্প্রতি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছি। আমার অঙ্গে এই জগতে সকল দেহীর অবলম্বন হইতে মুক্ত হইবে। হে পুরুষোত্তম! সকল প্রাণী এই প্রকারে বিমুক্ত হইলে আপনি এই সংসাররূপ ক্রীড়া-ক্ষেত্রে কাহার সহিত ক্রীড়া করিবেন? হে কেশব! যদি আপনার এই কৌতুকমন্দিরে ক্রীড়ার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমাকে সম্প্রতি একাদশীর ত্রাস হইতে রক্ষা করুন। অপর সহস্রবিধ পুণ্য দ্বারা আমার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। কিন্তু আপনার আজ্ঞাহেতু একাদশীই আমার বিনাশে একান্ত সমর্থা। হে কৈটভারে! আমি একাদশীর ভয়ে পলায়ন করিয়া মনুষ্য, কীট, পক্ষী, অপর জন্তু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, জল, স্থল, সমুদ্র, প্রান্তর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দেব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিতে কুত্রাপি নিরুদ্বেগ স্থান প্রাপ্ত হই নাই। হে দেবদেব! কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও আমি একাদশী তিথিতে স্থান প্রাপ্ত হই না। প্রভো! আমি একাদশী তিথিতে যে স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারি, তাহা নির্দ্দেশ করুন।

পাপপুরুষ ইহা বলিয়া ক্লেশনাশন অচ্যুতের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ হাস্য করিয়া একাদশীর ভয়ে অভিভূত পাপপুরুষকে বলিলেন, হে পাপপুরুষ, শোক ত্যাগ করিয়া উঠ, একাদশী তিথিতে তুমি যেখানে থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি। একাদশী তিথির আগমনে জগত্রয় পবিত্র হইতে থাকিলে তুমি অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। তুমি অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকিলে আমার মূর্ত্তি একাদশী তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। অনন্তর সেই দেবদেব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপপুরুষ কৃতার্থ হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

অতএব হরিবাসর উপস্থিত হইলে আত্মকল্যাণকামী কোন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। একাদশীর দিনে সংসারের সমস্ত পাপ শ্রীহরির আদেশে অন্ন আশ্রয় করিয়া বাস করে। যাঁহারা হরি-

যাহারা বত ভক্ষ্য ভোজন করে, তাহার প্রতিভক্ষ্যে কোটী ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ জন্মে। সুতরাং সকলপাপের আশ্রয় অন্ন-মাত্র হরিবাসরে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা অজ্ঞানকৃত ভোজন করে, তাহারা পাপিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। আমি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়-ভাবে ঘোষণা করিতেছি—হে মানবগণ শ্রবণ কর। শ্রীহরিবাসরে আহার করিও না, করিও না, করিও না। ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য যে জাতি হউক, সকলেরই সপ্তাধিক চতুর্দশীপ্রাপ্ত একাদশী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। প্রতিমাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষে একাদশীযুগল উপস্থিত হয়েন। সকলকেই তাহা পালন করিতে হইবে। শুক্ল ও কৃষ্ণা একাদশী তুল্যভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া, সুতরাং তাহাদের ভেদদর্শন নরকের পথ। মহাপাতকীও একাদশী-ব্রত পালনপূর্ব্বক পাপনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করে। মাতাকে মাতা বলে না, একাদশীই নরগণের মাতা। যেহেতু মাতা এই পৃথিবীতে পালন করেন, কিন্তু একাদশী সর্ব্বত্র পালন করিয়া থাকেন। একাদশী ব্রত ত্যাগ করিয়া যে মূঢ়বুদ্ধি অন্য ব্রত পালন করে, সে করস্থিত মণি ত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র গ্রহণ করে। সভক্তি একাদশীপালনকারীর সমুদয় যজ্ঞ ও ব্রত সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীতে ভোজন করে, শ্রীহরি তাহাদের প্রতি রুষ্ট হয়েন। ঐ তিথির পালনে সমস্ত ধর্ম্ম পালিত ও তাহাতে সমুদয় অধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হয়।

“যেরূপ দেবগণমধ্যে বিষ্ণু, আদিত্যগণ-মধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্র, রুদ্রদিগের মধ্যে শিব, সর্পদিগের মধ্যে অনন্তনাগ, অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, তীর্থসমূহের মধ্যে গঙ্গা, বৃক্ষদিগের মধ্যে অশ্বত্থ, বেদ-চতুষ্টয় মধ্যে সাম, কবিগণমধ্যে উশনা, বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, মুনিগণমধ্যে ব্যাস, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, সর্ব্বপ্রকার দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমস্ত ব্রতের মধ্যে একাদশী শ্রেষ্ঠ। এই জগতে যেমন পুণ্যের তুল্য মিত্র ও মাতৃসম গুরু নাই, সেইরূপ ত্রিভুবনে একাদশীর সদৃশ ব্রত নাই। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের তুল্য, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ সদৃশী, বিপদ্ ... মধ্যে ... ন্যায় ... একাদশী সমস্ত ব্রতের শ্রেষ্ঠ। বেদবিদগণ,বেদ,আগম,পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে একাদশীতুল্য কোন ব্রতের প্রশংসা করেন নাই। মানবগণ একাদশীব্রত পালন না করিয়া নির্ভয়ে মহীমণ্ডলে বিচরণ করে। যমদূত তাহাদিগকে কি করিতে পারেন? পাপিগণ ও একাদশীব্রত করিয়া নির্ভয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করে এবং নারায়ণপ্রিয় এই তিথির সম্মান করিয়া সর্পের নির্মোক হইতে মুক্তির ন্যায় পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে।

(আমি পরে প্রকাশ্য)

অধিবেশনক বিবরণী
(গৌরাব্দ ৪৪৩)
(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর)

অনন্তর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর লোকপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানসমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, এই মহাত্মার শুদ্ধগৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ জগতে অতুলনীয়। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং ষড়্‌বেগবিজয়ী গোস্বামী। ইনি প্রকৃত নিত্যানন্দবংশ বা নিত্যানন্দের বংশধর। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও বল ইহাতেই যথার্থভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যন্ত বিমুখ, জড় ব্যক্তিগণকেও ইনি অত্যাশ্চর্য্যরূপে হরি-সেবায় নিয়োগ করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা যেখানে মনে করি, অত্যন্ত সেবাসক্ত ব্যক্তিগণকে হরিসেবায় নিযুক্ত করা তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার, তিনি সেইরূপ স্থলেও তাঁহার অপূর্ব্ব শুদ্ধকৃপাশক্তির দ্বারা অতি সহজে ঐ সকল সেবাবিমুখ ব্যক্তিকে হরিসেবায় নিযুক্ত, এমন কি তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎসেবার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল সঞ্চার করিতে পারেন। আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা শ্রীভক্তিসারঙ্গ স্বামী প্রভুর যে অমন্দো-দয়-দয়াকে নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার মনে করিয়াছি, তাহা আমাদেরই দুর্ব্বলতা ও সেবাবিমুখতার পরিচয়—আমরা ততটুকু পরিমাণে অনধিকারী। কিন্তু শ্রীভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী প্রভু সর্ব্বতোভাবে অনর্থমুক্ত ও শুদ্ধগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সর্ব্বস্বসমর্পণকারী বলিয়াই তিনি সকল জীবের সর্ব্বস্ব শুদ্ধগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সমর্পণ করাইবার অদ্ভুতপূর্ব্ব বল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় আদর্শ সর্ব্বত্যাগী পুরুষ জগতে নাই। তিনি যে কত বড়, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ধারণার অতীত। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ পত্রের যে সংখ্যায় (২৫শে মাঘ ১৩৩৪) এই মহাত্মার গুণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, আমি সকলকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন উক্ত পত্রের সেই সংখ্যাটী সংগ্রহ করিয়া শ্রীভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর আদর্শ বৈষ্ণব চরিত্র পাঠ করেন। সেই আদর্শ জীবন অনুসরণ করিয়া অনেকে নিষ্কপট ভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ অধিকারী বি, এ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পাশ্চাত্যখণ্ডে স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচারের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলেন, আমি আজ এই মহাত্মার কথা বলিবার অধিকার পাইয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্য-বান মনে করিতেছি। প্রভুপাদের "সোনার চাঁদ ছেলেদ্ কাটিল" তথা এই "সোনার চাঁদ ছেলেটী" শ্রীচৈতন্যের বাণী শুদ্ধদেবের আনুগত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত অভিজাতসম্প্রদায়ের কর্ণে ধ্বনিত করিতে-ছেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি শুদ্ধভাগবত মহামন্ত্রোপদেশক পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে সুশিক্ষিত সমাজে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যখন বোম্বাই সহরে গুরুদেবের বাণী প্রচার করিতেছিলেন, তখন সেখানকার সাময়িক পত্রগুলি একবাক্যে তাঁহার গুণ-গরিমা ঘোষণা করিয়াছিল। বোম্বাইএর একটী পত্র সেই সময় এই স্বামীজির সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বাকাশ হইতে সূর্য্য-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া যেমন সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে, আমাদের স্বামীজী মহো-দয়ও সেইরূপ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃপালোকে উদ্ভাসিত করিতেছেন। আজ নিখিলপরিষদ, শুধু নিখিলপরিষদ কেন, সমগ্র মুম্বাই-নগরী, শুধু মুম্বাই নগরী নহে, সমগ্র ভারত, শুধু ভারত নহে, সমগ্র পৃথিবী পারমার্থিক গগনের এরূপ একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়ে গর্ব্বানুভব করিতেছেন। পারমার্থিক জগৎ তাঁহাকে পাইয়া নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ এবং উন্নত হইবেন, সন্দেহ নাই।" তিনি যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মহামান্য লাট বাহাদুর মালকম হেলি সাহেবের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলাপ করেন, তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় মাননীয় ... সাহেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সুযোগ্য শিষ্যবর এই শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের বিরূপ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মহারাজের বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে এই ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারকারী শুদ্ধগৌরাঙ্গ-সেবক স্বামীজীর আলাময়ী বক্তৃতায় মুখরিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর বাহাদুরের সঙ্কলয়িতা আর্চ্চডেকন সেক্রেটারী ডক্টর এল, ডি, ইত্যাদি মাননীয় ... আদ্যের কবি-বিদ্যারত্ন ... [illegible]

... দেবকীনন্দন মিশ্র, মিস্টার বিস্কারের ... কাঙ্গড়া-রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী রাজকুমার ... সিংহ ও কলিকাতা হাইকোর্টের ... বোর্ডের ... প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, কে, ... ম্যান প্রভৃতি অসংখ্য অভিজাত ... দের নেতৃগণ এই স্বামীজী... বৈদিক জ্ঞানবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

জীবের দুর্গতির কারণ

মায়ামুগ্ধ জীব ইন্দ্রিয়গণকে তোষণ করিয়া সুখলাভের চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু নিজ অভাব ঘুচিয়া যাওয়ার নিত্য অভাব অনুভব করিয়া থাকে। ... অভাবসকল মোচনের বিবিধ চেষ্টা ত্রুটী করে না। যখন যাহার যে অভাব হয়, সে তাহা পাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে, না পাইলে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু 'যেমন চাইতে তেমন পাওয়ার' ন্যায় যদি কেহ ... বস্তুটী প্রদান করে, তাহা হইলে ... তাহাকেও একটা 'মহাপুরুষ' 'মহাত্মা' অথবা 'ভগবানের অবতার', বলিতেও ... করে না। সেই সকল দুর্ভাগা ... কিন্তু এটা আদৌ বুঝিতে পারে না ... এই সংসারই দুঃখ ও অভাবপূর্ণ। ... একটা অভাব মোচন করিতে পারি ... দ্বিতীয় অভাব আসে। যে লোকটা ... তাহার ধর্ম-জোগের কষ্ট নাই, সে ... ভাবিয়াছে,—"যদি ভগবান্ অন্ততঃ এ ... আমায় ঘোড়া জোগাড় দিতেন!" ... 'কোন জানা গোরু পা-কুড়' ব্যাপার ... এত গুলি লোক যে, একদিন তাহার ... রূপে অনুবাদ হইলে বিপদ। এই হইতেছে মহামায়ার খেলা। আসল ব্যাপার না বুঝিয়া সকলেই হা-হুতাশ করে, ... মূলনাশের চেষ্টা না করিয়া সকলেই একটি উপসর্গের চিকিৎসা করিতে ... হয়। তাহারা সদ্বৈদ্য বৈষ্ণবের আশ্রয় ... করে না, যাহাতে সকল অভাবের পরি... হইবে। তাই আজ জীবের এ দুর্গতি। বৈষ্ণবগণ জীবের অভাব জানাইয়া মূলে অবিদ্যা বিনাশ করিয়া দেন। আমরা ... তা চাহিনা, তাই দুর্গতির মূলে ...

পাষণ্ডমত নিরসন

[(পণ্ডিত শ্রীপাদ ... গোস্বামী ... নন্দ ... কৃত্ ... পুস্তক ...) illegible]

নাম করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ-শারীরকভাষ্যে পারমার্থিক বিচার করিয়াছেন। শঙ্করমত মায়াযুক্ত অবস্থায় যে জীব ও ব্রহ্ম এক বলিয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি মতে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল, যথা—ব্রহ্ম—মায়াধীশ, জীব—মায়াধীন, জীব—অজ্ঞান, ব্রহ্ম—জ্ঞানময়; জীব—ত্রিবিধ অবস্থাবিশিষ্ট, ব্রহ্মের তাদৃশ বিভাগ নাই। জীব জন্ম-মৃত্যুর অধীন, ব্রহ্ম নিত্য ও অজ, ব্রহ্ম বৃহৎ, জীব ক্ষুদ্রকণা সদৃশ; ব্রহ্ম—সূর্য্যসদৃশ, জীব কিরণকণা সদৃশ; ব্রহ্ম—বৃহৎ অগ্নি-পিণ্ড সদৃশ, জীব অগ্নির ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সদৃশ; ব্রহ্মের কর্ম্মফলবাধ্যতা নাই, জীব কর্ম্মফলভোগী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতাদৃশ ব্রহ্ম ও জীবে সমান জ্ঞান করা যে কতদূর দুর্ব্বুদ্ধি পরিচায়ক, তাহা বলিবার নহে; বৈষ্ণবরাজ শম্ভু এই পাষণ্ড-গণের মুখদর্শন নিষেধ করিয়াছেন। যদি কেহ দৈবাৎ দর্শন করে, তবে তাহাকে সচেলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।

যাঁহারা সত্যসত্যই আত্মমঙ্গল বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন শঙ্করাচার্য্যকৃত 'মায়াবাদ শতদূষণী' অথবা এতাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া স্ব স্ব পাষণ্ডমত নিরাস করেন নতুবা বিদ্যার অভিমান—ধর্ম্মের অভিমান—তাপের অভিমান—আভিজাত্যের অভিমানে মত্ত ব্যক্তিগণের দাস্য করা দ্বারা এতাদৃশ মূর্খতা নরক গমনের সুবিধা করিয়া দিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের প্রয়োজন। জীবের এই প্রয়োজন নিত্য। জীব কখনও এই প্রয়োজন হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণ-প্রেমাভিলাষী। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-ক্রমে জীবের এই নিত্য প্রয়োজন লুপ্ত হইয়াছে। "জীব নিত্যকৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।" কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবের বন্ধনের হেতু। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে "জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস" এই নিত্য সম্বন্ধের কথা যদি জীবের স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তাহা হইলে জীব পুনরায় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন। জীব যে সময় "আমি নিত্যকৃষ্ণদাস" এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার মায়ার বন্ধন খুলিয়া যায়। তিনি তখন উত্তরোত্তর অভীষ্ট ... অভীষ্ট

প্রয়োজনের দিকে অগ্রসর হন। "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই বিচারের মূল শ্রদ্ধা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। কোন সুকৃতি ক্রমে জীবের যদি শ্রদ্ধা হয়, তখন সেই জীব সাধুসঙ্গ করেন।

শ্রদ্ধা দুই প্রকার, কোমল ও দৃঢ়। কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তি "শব্দ ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্মে নিষ্ণাত" ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বীয় অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু ঐ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি যদি উক্ত বিধির অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মার সেবা-প্রবৃত্তিরূপ নিষ্ঠা-ধর্ম্মের উদয় হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনই শ্রদ্ধার পরিচয়। বহু জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ফলে যদি কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহা হইলে তিনি শাস্ত্রবিধি ও যুক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই আত্মোন্নতি ও কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিতে পারেন। মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি নাই। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস দ্বারাই জীবের শ্রদ্ধা বলবতী ও মনোভীষ্ট পূরণের উপায় হয়। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে সমর্থ করিতে সাধুসঙ্গ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

সাধুসঙ্গ হইতে জীবের শ্রবণ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন প্রভাবে চিত্ত নির্ম্মল হয় ও সর্ব্ব প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হয়। অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিতে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে ক্রমে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রীতির অঙ্কুর জন্মায়। এই প্রীতি গাঢ় হইলে প্রেম হয়।

শ্রদ্ধা-ফলে ও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে জীবের তখন স্বতঃই সম্বন্ধ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হৃদয়ে উদিত হয়।

"জীব নিত্যকৃষ্ণদাস" ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ নিত্য-প্রভু ও জীব নিত্য দাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ-বৃত্তি। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

সম্বন্ধ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা হয়। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রেম লাভই জীবের নিত্য প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুই সেই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা দাতা। অতএব

হে সাধব সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

জীবের যোগ্যতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

জীব তটস্থাবস্থায় অবস্থিত। এখান হইতে ঈশ-বশ্যতা ও মায়া বশ্যতা, উভয় যোগ্যতাই জীবে বিদ্যমান। ত্রিগুণ-মোহিনী গুণময়ী মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইলেই, মায়া-বশ্যতা দ্বারা জীবগণ ক্রমশঃ তলিয়া হইয়া ভবজলধির গভীরতম প্রদেশে অবাধে গমন করিতে থাকে। এই ভবসমুদ্র-মধ্যে কাম, ক্রোধাদি মকর, কুম্ভীরসমূহ নিয়ত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—দেহধারী জীব প্রাপ্তি-মাত্রেই ভক্ষণ করিতে থাকে; কোন কালাকাল বিচার করে না।

আমরা, যতই মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মায়ার পিছনে ধাবিত হইতে থাকি, ততই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ বিরজার পর পার হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হই। অনাদিকাল হইতে এই প্রকার মায়া-বশ্যতায় এত সুদূর প্রদেশে অর্থাৎ বিদেশে আমরা পড়িয়াছি যে, স্বদেশের কোন সংবাদই পাইবার হেতু নাই। বিশেষতঃ বিদেশে বহুকাল ধরিয়া অবস্থান করিতে করিতে স্বদেশ-বৈকুণ্ঠের ভাষা ও হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বিদেশের (প্রাপঞ্চিক জগতের) যাবতীয় ভাষা বৈখরীতে আমি বিশেষ অভ্যস্ত। সুতরাং স্বদেশকে বিদেশ মনে করিয়া বৈকুণ্ঠ ভাষা শ্রীমদ্ভাগবত-সূত্রে অশ্রদ্ধাবান হইয়াছি এবং প্রাকৃত সাহজিক ভাষা, অভাব-যুক্ত ভাব সমস্ত আয়ত্ত করিয়া, স্বকীয় যাবতীয় সম্পত্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত সেই যোগ্যতা ফিরিয়া পাওয়ার উপায় নাই। ভগবান্ ও জীবে কি প্রভেদ তাহা আরোহ-বৃত্তি দ্বারা আরোহ পন্থায় অবধারিত হয় না। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, তিনি কখনও মায়া-বশ নহেন, হন না; এমন কি কোন কালেও কখনও মায়া শ্রীভগবৎসন্নিধানে যাইতে সমর্থা নহেন। কিন্তু জীব মায়া-বশ-যোগ্য। ভগবৎবশ্যতাই এই যোগ্যতা আনিয়া দেয়। সেব্য ভগবান, সেবক জীব এই সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রতিভাত মায়া-বশ-যোগ্যতা। শ্রীগুরু-কৃপায় লব্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞানই মায়া হইতে মুক্ত করিয়া ঈশ-বশ্যতা আনয়ন করে।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

হাওড়া জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমের বড় ভুজ মহাপ্রভুর সেবা উক্ত আশ্রমের সেবক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ মিত্র ভূষণ মহোদয় সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের উপর সমর্পণ করিবার একান্ত প্রার্থনা ও অভিলাষ জানাইলে গত ২৪শে চৈত্র (১৩৩৫), ৭ই এপ্রিল (১৯২৯) রবিবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত ঐ স্থানে শুভবিজয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন—আচার্য্য ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জ-বিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রভৃতি, শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বড় ভুজ মহাপ্রভু দর্শন ও বন্দনা করেন এবং ভক্তগণকে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভাবে বিভাবিত হইয়া সার্ব্ব-ভৌমকৃত শ্লোকদ্বয় স্মরণ করিতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় কীর্ত্তন করিয়া তাহার অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং
প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং
লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

নানা কথা

আবহাওয়া

ঋতুরাজের অবসানে নিদাঘ তাঁহার অধিকার করিতে না করিতেই বঙ্গজননী প্রখর আতপ-তাপে ক্লিষ্টা ও দুঃসহ গ্রীষ্মে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা অনুভূত হয়। বেলা ১০টার পর হইতেই তাপাধিক্য এরূপে প্রবল হয় যে, মনে হয় যেন তপ্ত-পূর্ণ মর্ত্ত্য-বাসীকে দগ্ধ করিবার জন্য পবনদেব 'অগ্নিশর্ম্মা' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বরুণদেব তাঁহাকে শান্ত করেন।

গত ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্নে এক ভীষণ ঝড় হয়, ইহাতে দুপাশাপাশি এরূপ ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল ধূলি ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রায় এক ঘণ্টার

পর কিছু [illegible] মধ্যে শীতলা হয়, [illegible] হইতে থাকে এবং [illegible] হইতে থাকে এবং [illegible] সুনির্দ্দিষ্ট হয়। [illegible] নভোমণ্ডলে [illegible] হইয়া [illegible] নিক্ষেপ-কর-দ্বারা [illegible] করে।

রাজপ্রতিনিধির স্বাস্থ্য

সম্রাটের [illegible] ভাবে [illegible] সুচিকিৎসার ফলে [illegible] বেশ উন্নতি [illegible]।

[illegible] এপ্রেল সম্রাজ্ঞী [illegible] সহিতে [illegible] হন। এ নিমিত্ত উক্ত দিবসে চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তিনি [illegible] বাহিরে যান নাই। [illegible] প্রকাশ তিনি সুস্থ [illegible]।

দারোগা খুনের মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত [illegible] মার্চ বরিশালের [illegible] ইন্সপেক্টার জ্যোতিষচন্দ্র রায়কে খুন করিবার অপরাধে রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০২ ধারা অনুসারে আদালতে অভিযুক্ত হয়। গত ১৫ই এপ্রিল জিলা জজের আদালতে উক্ত মামলার বিচার আরম্ভ হয়। আদালতে [illegible] আসামী-ব্যক্তির পুন [illegible]। খুব [illegible] আদালতগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত দিবস ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাহাদের নাম [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, কনষ্টেবল [illegible], [illegible] দত্ত, কম্পাউণ্ডার, রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার মীর আফিজল আলি বোর্ডিংয়ের মালিক এবং [illegible] সহকারী।

রায় [illegible] দাস বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত [illegible] সেন সরকার পক্ষে ও ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় আসামী পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধানের ভার

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] আফিজকে এই ব্যাপারের অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইয়াছে। [illegible] উহার উপর ছিল।

পরলোকে আলোয়ারের মহারাণী

গত [illegible] আলোয়ারের মহারাণী [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

লাহোরে বোমা-প্রাপ্তি

৪ জন গ্রেপ্তার

গত ১৫ই এপ্রিল [illegible] পুলিস লাহোরের ম্যাকলিয়োড রোড স্থিত কাশ্মীর বিল্ডিংয়ে খানাতল্লাস করিয়া ১১টা বোমা ২টা পিস্তল ও ২৪টা টোটা পাইয়াছে। এই সম্পর্কে এই স্থানে বিষম চাঞ্চল্যভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিস ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাঙ্গালী ও এক জন মুসলমান। প্রকাশ, যে কক্ষে এই বোমা পাওয়া গিয়াছে, গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় সেই কক্ষ [illegible] নামক জনৈক লোকের নামে ভাড়া করা হইয়াছিল। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগের কাহারও নাম [illegible] নহে। এই সম্পর্কে আরও লোক ধৃত হইতেছে।

পিস্তল ও অন্যান্য সরঞ্জাম

বোমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, উক্ত দিবস প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় যে গৃহে বোমা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মালিক [illegible] মহম্মদ বাসির। এক জন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টারের সহিত ঐ গৃহে উপস্থিত হন, তিনি তথায় ভাড়াটিয়াকে আহ্বান করিলে এক জন সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। সব-ইন্স্পেক্টার তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। প্রকাশ যে, গ্রেপ্তারের সময় ঐ লোকটীর নিকট একটা পিস্তল [illegible] লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। বোমা, পিস্তল ও কার্তুজ ব্যতীত ঐ গৃহে [illegible] এসিড ও বোমা প্রস্তুতের অন্যান্য সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। ৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ গৃহে খানাতল্লাস হইয়াছিল।

কমন্স সভায় বাজেট

গত ১৫ই এপ্রিল, কমন্স সভার অধিবেশনে বহু সদস্য ও দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। যুবরাজ, বহু লর্ড ও সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণ গ্যালারীতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ চার্চিল বলেন, গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের দেশ-ব্যাপী ধর্ম্মঘটের ফলে রাজস্বের ৮ কোটি ষ্টার্লিং ক্ষতি হইলেও বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে মোটা অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে। উহাই দেশের ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধির পরিচায়ক। দেশের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ যে, চা ও চিনির ব্যবহার বর্দ্ধিত এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

খানাতল্লাসের কারণ

[illegible] বোমা নিক্ষেপ ব্যাপারের এক জন আসামীর প্রদত্ত বিবরণের ফলেই এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভগবতীচরণের নামে ঐ গৃহ ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। ভগবতীচরণের নিজ [illegible] গৃহেও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। ভগবতীচরণ ২ দিন পূর্ব্বে লাহোর হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছে। পুলিস এই ঘটনা সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে চাহিতেছে না। পুলিস লাহোর ও অমৃতসরে আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিবে বলিয়া প্রকাশ।

'বাঙ্গালার কথার' রায়

গত সোমবার কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার [illegible] 'বাঙ্গালার কথা'র রাজদ্রোহ মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিচারে 'বাঙ্গালার কথা'র-সম্পাদক ১নং আসামী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর ৬ মাস এবং মুদ্রাকর ২নং আসামী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ৩ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে উক্ত পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত করা হইয়াছিল, তাহা ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য প্রচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সেইজন্য তিনি আসামীদিগকে ঐরূপ দণ্ড দিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ রেল ষ্টেশনে সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলনের সময় কোন মুসলমান যুবক জহরলাল নেহরুকে ছুরী [illegible] মারিতে গিয়াছিল বলিয়া যে কথা প্রকাশ পায়, সেই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর নিকট লিখিত জহরলালজীর পত্রের উদ্ধৃতাংশের উপর উক্ত পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহারই জন্য এই দণ্ডাদেশ।

বোমা সমেত গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ের ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার বিলাসপুরের রেলওয়ে পুলিস ৭টী বোমা সমেত একটী লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

ধানবাদ কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান

ধানবাদের ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই এপ্রিল ধানবাদ টাউনহলে কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই ১৫টী গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রামে [illegible] প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্য [illegible] প্রায় ১ শত আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা-কর্পোরেশন

কর মকুব

গত বুধবার [illegible] শ্রীযুক্ত জে, এম সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভা হইয়াছিল। [illegible] ট্রেট, [illegible] সংস্থা [illegible] নিবাসকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সভায় ৪৭টি জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রায় ১ লক্ষ টাকা দান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে কয়টী সংস্থাকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের করের পরিমাণ ৩০ হাজার [illegible] টাকা হইবে। যে সকল সংস্থা কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা [illegible] নিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, কুষ্ঠাশ্রম, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যে সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান দান লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হিন্দু অবলা আশ্রম [illegible], শিশু রক্ষা সমিতি, মুক্ত [illegible] [illegible] সঙ্ঘ, চিড়িয়াখানা, মুসলমান অনাথালয়, সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় ইহা স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে ওয়ার্ড কাউন্সিলারগণের উপযুক্ত প্রতিনিধি লইয়া যথারীতি একটী কমিটি গঠন করিতে হইবে। যে সকল অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করা হইবে, এই কমিটি তাহাদের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত [illegible] ১৯২৮—২৯ খৃষ্টাব্দে ২ হাজার ৪ শত টাকা অর্থ-সাহায্য করা হইবে স্থির হয়।

দাঙ্গা

চড়কপূজা উপলক্ষে শ্রীরামপুর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী [illegible] নামক গ্রামে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক জন অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে, চড়কপূজা উপলক্ষে মুসলমানদের মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য সহকারে হিন্দুগণের [illegible] লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, পর দিন বাদ্য সহকারে হিন্দুগণ চড়কের শোভাযাত্রা করিলে মুসলমানগণ তাহা আক্রমণ করে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানুষ যদি প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসেন, 'আমি আমার মঙ্গল চাহিব না', তবে কেহ কোন প্রকারেই তাঁহার মঙ্গলবিধান করিতে পারেন না। কেননা, জীব যে স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্রতার সুব্যবহার-ক্রমে ভগবদ্ভজন করিয়া ধন্য হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে ভগবদ্ভক্তিহীন হইয়া নরকপথের যাত্রী হইতে পারেন। বহুভাগ্যের অনুক্তিফলে জীবের ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার সুব্যবহার করিবার ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছানুসারে জীব সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ করেন এবং সেই সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হন। ভাগ্য বা সুকৃতিবল হীন জীব কখনও দুঃসঙ্গকে আত্মবঞ্চনারূপ কৈতবজ্ঞানপূর্ব্বক তাহাতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভাগ্যহীন কৈতবাসক্ত ব্যক্তিগণ লোকব্যবহারক্রমে বাহ্যে গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিলেও তাঁহারা সদ্গুরুর কৃপালাভ হইতে চিরবঞ্চিত অসদ্গুরুর সংসর্গে পড়িয়া হরিভজনের নামে আত্মবঞ্চনাই লাভ করিয়া থাকেন। গুরুব্রুব নিজে অসদ্বিষয়ে আসক্ত থাকায় শিষ্যকেও অসতে আসক্ত হইবার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সৎসাহস রাখেন না। ফলে শিষ্যও নির্ব্বিবাদে কৃষ্ণেতর বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া নরকে যাইতে পারেন, বরং দীক্ষিতের বেশ ধারণ করিয়া কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহরূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ব্যবস্থাটী বেশ ভাল করিয়াই করিতে পারেন। মানুষ সাধারণ বেশে থাকিয়াও যে কুকার্য্য করিতে লজ্জাবোধ করে, সাধুবেশধারী ভণ্ডগণ তাহা করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। এই ভণ্ডদলের ব্যভিচার দেখিয়াই শিক্ষিত সমাজ 'সাধু' নামের প্রতিই যেন কেমন একটু বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। অবশ্য তাঁহাদের ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, সাধুরা কেহ অসদাচরণ করিয়া থাকে বলিয়া যে 'সাধু' নামেই চটিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। শ্রীভগবান্ যখন নিত্য, তখন তাঁহার সেবকও নিত্য। সাধু দুর্লভ বলিয়া 'সাধু' নাই ইহা আদৌ বিচার্য্য নহে। আমাদের চিত্ত যদি সত্যসত্যই ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়, ভগবৎসেবাই যদি আমাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হয়, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই আমাদের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া আমাদিগকে তাঁহারই অভিন্ন বিগ্রহ সদ্গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণের সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন এবং বাহিরে মহান্তগুরুরূপে প্রকট থাকিয়া আশ্রয়প্রার্থী আমাদিগকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করিয়া কৃষ্ণানুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেন।

মোটকথা, ভগবদ্ভজন করা না করার সম্পূর্ণ দায়ী আমরা। ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছেন। আমরা যদি একবারও নিষ্কপটে বলিতে পারি—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার নিত্যপ্রভু আমাকে তোমার দাসানুদাস বলিয়া অঙ্গীকার কর" তাহা হইলে গুরু কৃষ্ণ আমাদিগকে নিশ্চয়ই মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিদান করিবেন।

অনেক ভাগ্যহীন ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা আবার সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়াও তাঁহার পাদপদ্মসেবা প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হন, নিরিনির্ঝরিণীর সুপেয় পানীয় সম্মুখে পাইয়াও তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা গুরুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। গুরুদেব তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য যতই না কেন ব্যস্ত হউন, তাঁহারা গুরুদেবের সে অযাচিত কৃপা গ্রহণ করিবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন, পরন্তু গুরুদেবের শাসনবাক্যগুলিকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিবন্ধকরূপে জানিয়া গুরুদেবকেই তাঁহাদের সুখের পথের কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। "উল্টা বুঝলি রাম" ছায়াবলম্বনে তাঁহারা সাধুগুরুর হিতবচনগুলিও অহিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহাতে গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধে তাঁহারা যে উন্নতির পথ হইতে বহু জন্মের জন্য পশ্চাতে পড়িয়া যান, তাহার ইয়ত্তা নাই। সদ্গুরু কখনও শিষ্যকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিয়া ভুলাইতে চাহেন না, কিন্তু শিষ্য ভুলাইতেই ভুলিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে তিনি তাহাকে দণ্ডদান করিয়া শোধন করিবার চেষ্টা করেন। শিষ্য গুরুদেবের সে অহৈতুকী কৃপা চেষ্টা বুঝিলে অচিরেই কৃষ্ণকৃপালাভে সমর্থ হন, না বুঝিলে জগতের পিতা কৃষ্ণসেবাবিমুখ্যবশতঃ পিতৃদ্রোহী পাতকী হইয়া জন্মজন্ম ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করেন।

অসদ্গুরু বা গুরুব্রুব শিষ্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দিয়া নিজেরাও ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে, অপরকেও নরকপথের যাত্রী করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। সদ্গুরু জীবকে ঐরূপ অসদ্গুরুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য—তাঁহার নিত্য মঙ্গল বিধান করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ কতই না চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টার মূল্য বুঝিবার মত সৌভাগ্য আজ জগতের কয়টা জীবের হইয়াছে। হতভাগ্য জীবকুল আজ সত্যের আদর ছাড়িয়া অসত্যকে সত্যভ্রমে বরণপূর্ব্বক বঞ্চিত হইতেছে। 'সত্য' বলিয়া জানিয়াও জিদ করিয়াই সত্যপথ ত্যাগ করিতেছে। নকলকে আসল বলিয়া দাঁড় করাইতেছে। হা ভ্রান্ত জীব, তোমাদের ইহাতে লাভ কি হইবে তাহা কি তোমাদের কাহারও চিন্তার বিষয় হইবে না? সত্যের বিরোধ করিয়া তোমরা সত্যের কি ক্ষতি করিবে?

অতএব হে বন্ধুগণ, সাধুগুরুর কথা শ্রবণ কর, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না। নিষ্কপটে নিরপেক্ষভাবে সত্য জানিবার জন্য বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলে স্বয়ংপ্রকাশ সত্যসূর্য্য নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়গুহায় উদিত হইয়া তথাকার চিরসঞ্চিত অজ্ঞানতমোরাশি অপসারিত করিয়া দিবেন। অবরোহ বা শ্রৌতপন্থাই বাস্তব সত্য জানিবার একমাত্র উপায়। আরোহপন্থা বা তর্কপন্থানুসরণের জিদ ছাড়িয়া দাও। বাহাদুরী আপাততঃ কম হইলেও ইহাই তোমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হউক। অসদ্গণ তোমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিবার জন্য—অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিবে, তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও স্বার্থ আলোচনা করিয়া তাহাদের ছলনায় না ভুলিবার জন্য যত্ন কর। সত্যসত্য যাঁহারা সরল সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা কৃষ্ণকৃপাভাজন। তাহা না হইয়া যাহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বশবর্ত্তী হইয়া সত্যালোচনার ভাণ করিতেছে, তাহারা এখনও কৃষ্ণকৃপাভাক্ নহে। "আমি ভাল হইব, তজ্জন্য আমি সাধুগুরুর সর্ব্বপ্রকার শাসন স্বীকার করিতে প্রস্তুত" নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেই জগতে আজ সত্যের জয় বিঘোষিত হইবে।

অন্ধ কে?

'অত জোরে চল্লে আমি যে চল্তে পারি না'।

'না পারলে আমার তাতে এসে যায় কি?'

বৈশাখ মাস। বেলা ১২টা। দিবাকর তাঁর কিরণজাল প্রখর ভাবে বিস্তার ক'রে, সারাদিনের গন্তব্য-পথের মাঝখানে এসেছেন। তাঁ'র প্রভাবের কাছে কারো বাহাদুরী খাটছে না। তাই তিনি সকলকে চলাফেরা হ'তে অবসর দিয়ে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু যার জরুরী কাজ পড়েছে, সে তাঁ'র প্রখর-তাপের ভিতরও চল্‌ছে। সেই চল্‌বার দলের দুটী লোকের কথাই বল্‌ছি।

একটী লোকের হাতে একখানা লাঠি আর একটী লোকে সেই লাঠিটা ধরে পিছন পিছন চলেছে। পিছনের লোকটা অন্ধ। চোখে দেখে না, তাই সে আর একটী লোক ও লাঠিখানাকে সম্বল করেছে। রৌদ্রের প্রখর তাপে ক্লিষ্ট হয়ে আগেকার লোকটা খুবই তাড়াতাড়ি যেতে, অন্ধ তার সঙ্গে চল্‌তে না পেরে নিজের অসুবিধার কথা জানাচ্ছে। অপর লোকটা অন্ধের দুঃখ বুঝতে না পেরে জবাব দিচ্ছে।

রাস্তার পাশে একটী ঘরের জানালা খুলে অমর ও অশোক দুই বন্ধু বসেছিল। তারা উপরিউক্ত দুই জনের আলাপ শুনে জানালার নিকটে এসে দাঁড়াল। অন্ধের কাতরোক্তিতে তাদের কোমল-হৃদয় গলিয়াছে, তখনই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল।

বলিলেন—ওহে অন্ধ। এদিকে এস। ডাক শুনিয়া তাহারা উভয়ে সেদিকে আসিল। তখন যুবকদ্বয় দরিদ্র অতিথি-দ্বয়কে রৌদ্রের তাপে দাঁড়াইতে বসিতে না দিয়া একেবারেই ঘরের ভিতর লইয়া বসিতে দিয়া বলিলেন—নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম কর।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর অমর অন্ধের পাত্রায় কিছু পয়সা তাহাকে দাদাকে প্রদান করিল। অতঃপরে বিশ্রাম করিয়া অংশুমালীর প্রখরতা হ্রাস হইলে অন্ধ তাহার অনুসরণ আশীষ করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

বন্ধুদ্বয় নীরব। কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ক্ষণকাল পরে অশোক বলিল—ভাই অমর, এই অন্ধকে দেখ্‌বার পর, আমার মনে অনেক চিন্তা উঠ্‌ছে।

অমর—তুমি ভাই ভাবুক, তাই তোমার সব বিষয়ে সাধারণের চেয়ে ভাবনা বেশী।

অশোক—অমর দেখ, লোকটার সবই অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ আছে, চক্ষুও আছে, তবুও অন্ধ

অমর—তাদের কথা উঠ্‌লে বুঝি 'চোক্ থাকতে আছে তবুও অন্ধ।' সে আর নূতন কথা কি? চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির অভাব।

অশোক ভাই অমর, সত্যিই সব বস্তু থাকতেও অন্ধ গুলি দেখ্‌তে পায় না। হায় অন্ধের কি যন্ত্রণা!

অমর—যারা অন্ধ, তারা কিছুই দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু চোক্ থাকতে যারা দেখ্‌তে পায় না, তাদের অবস্থা কেমন বেশ তো।

অশোক—সে আবার কি? দেখ্‌ছি তুমি আমার চেয়েও ভাবুক হয়ে পড়্‌লে।

অমর—ভাবুকের ধার ধারি না, সত্য বলছি। এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুতে অন্তর্যামী ভগবান্ বিরাজিত আবার বিরাট মূর্ত্তিতে তিনি বিশ্বব্যাপী, কিন্তু আমরা সেই সর্ব্বত্র বিরাজিত প্রভুকে দেখ্‌তে পাই কি?

অশোক—এত ভাল কথা বলেছো তো।

অমর—দেখ ভাই অশোক, ময়ূর-পাখায় অনেক চোখ আঁকা আছে, কিন্তু সে চোকে দেখা কারো হয় না। আমরা যারা, বিষ্ণু ভগবানকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তাহাদেরও চোকের অবস্থা সেইরূপ নয় কি?

অশোক—ঠিক্ কথা। কিন্তু ভাই এজগতে ক'জন সে কথা চিন্তা করে?

অমর—তাতে ভগবানের ক্ষতি নাই। যারা আমরা এখানে এসেছি, ভুলে গিয়েছি যে, এ জগৎ ছাড়্‌তে হবে। এটা আমার চির দিনের বাস করবার স্থান নয়। আমরা এখান থেকেই সাধনা-বলে ভগবানকে লাভ করতে পারি, আবার কপাল ফেরে বার বার আসবার বন্দোবস্ত করে যেতে পারি।

অশোক—একথা কি কেউ জানে না?

অমর—না! একথা যদি সকলে জান্‌তো তবে এখানে মায়াদেবীর প্রভাবটা প্রকাশ পেতো কি করে? এস্থানটা হচ্ছে ভগবানকে ভোলা লোকের কারাগার। সুতরাং তাঁকে ভজনা কর্‌লে আমার খুব অপরাধ দূর হবে। একথা খুব বেশী ভাগ্যবান ছাড়া মনে করে না। তাও আবার কয়েদীর সঙ্গে থেকে হয় না। যদি ভাগ্যবশে প্রকৃত সাধুর সঙ্গে দেখা হয় এবং সেই জীবের অভিরুচি হয়, তবে সাধুকৃপায় নিজের মঙ্গলের কথা জান্‌তে পারা যায়।

অশোক—আচ্ছা সময় মত এসব বিষয় আলোচনা করা যাবে। এখন জিজ্ঞাসা করি 'চোখ থাকতে অন্ধ' বিষয়টী ভাল করে বল

অমর—শ্রুতি ও স্মৃতি হ'চ্ছে দুটী চক্ষু। শ্রুতি মানে শ্রবণ, স্মৃতি মানে স্মরণ। এই বিশ্বে যত কথা আছে, সবই ভোগের কথা, যত স্মৃতির বিষয় আছে সবই ভোগের, যারা সব সময় ভোগের কথা শোনে ও চিন্তা করে, তারাই নিজের কাছে অন্ধ হয়ে পড়ে। তারা জগতের সমস্ত জগৎপতির প্রকাশ ও সকল বস্তুকে ভগবানের সেবোপকরণ দেখে না। বরং নিজেকে জগতের ভোক্তা মনে ক'রে সব বস্তুই নিজের ভোগের উপকরণ জেনে সেই সব সংগ্রহ করতে ছোটে। অন্ধের ন্যায় পদে পদে তাদের পতন হতে থাকে। কিন্তু যিনি সাধুমুখে সরল হয়ে শ্রীহরিকথা শোনেন ও জীব-স্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপের চিন্তাটা নিয়ে সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্। সেই জন্য শাস্ত্র বলেন,—

শ্রুতি স্মৃতি উভে নেত্রে বিপ্রাণাং

পরিকীর্ত্তিতে।

একেন বিকলঃ কাণঃ দ্বাভ্যামন্ধঃ পরি-

কীর্ত্তিতঃ॥

কুরুক্ষেত্র-সমাচার

কুরুক্ষেত্র ১৩।৪।২৯

(নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত)

(১)

কুরুক্ষেত্রে সরকার-পক্ষের আবার আয়োজন

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন যে, বিগত কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে স্নানার্থীদিগের জন্য প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আগামী বৈশাখে আবার সূর্য্যোপরাগ উপস্থিত। এবার কুরুক্ষেত্র হইতে উহা দৃষ্ট না হইলেও ন্যূনাধিক দুই লক্ষ লোকের উপযোগী আয়োজন সরকার-পক্ষ হইতে ব্যবস্থিত হইতেছে। সমাগত যাত্রিগণের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তন্নিমিত্ত আবশ্যক উপায়াদি স্থিরীকরণোদ্দেশে স্থানীয় সুযোগ্য ডিপুটী-কমিশনার শ্রীযুত এন, কে, কৃপালিনী মহোদয় আগামী ১৫ই তারিখে বিশিষ্ট জনগণকে এক পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে কুণ্ড-সংস্কার

(২)

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঠের পঞ্জাব প্রদেশস্থ অন্যতম শাখামঠ কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের পাদদেশে দক্ষিণদিকে বিশাল কুরুক্ষেত্র-কুণ্ড অবস্থিত। ঐ কুণ্ড বা হ্রদ ব্রহ্মকুণ্ড, লক্ষ্মীকুণ্ড বা সরস্বতীকুণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। শুনা যাইতেছে যে, এই কুণ্ডের উত্তরতীরে যেস্থানে পূর্ব্বে মহাভারতাখ্যিনিত শ্রীমদ্ভগবদ্গী-তার অবস্থান ছিল, সেই জায়গাটি স্থানীয় পণ্ডা শ্যামাচরণ পাণ্ডার অধিকারে ছিল এবং তাহাই বর্ত্তমান শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়-মঠের অবস্থান-ভূমি।

যাহা হউক কুরুক্ষেত্র জীর্ণোদ্ধার-সমিতি ঐ সুবিশাল কুণ্ডের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বহুকাল হইতে সংস্কার-বিহীন থাকায় হ্রদটি প্রায় পূরণ হইয়া গিয়াছে। উহাতে বর্ত্তমানে স্থান-বিশেষে ২।১ হস্ত পরিমিত মাত্র জল রহিয়াছে এবং অধিকাংশই জল মাত্র শূন্য। উহার সু-সংস্কার সাধন করিতে হইলে বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই ব্রহ্মকুণ্ড অবশ্য সর্ব্বভারত-প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন তীর্থ। এমন কি শাস্ত্রসমূহে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের বাহিরের ও বহুদেশের তীর্থযাত্রী গ্রহণ-সময়ে স্নানার্থী হইয়া এখানে আগমন করিতেন। সুতরাং হিন্দু মাত্রেরই এই প্রাচীন তীর্থ-ক্ষেত্রের সংস্কার-বিষয়ে দৃষ্টিদান আবশ্যক সন্দেহ নাই। স্থানীয় জীর্ণোদ্ধার সমিতির তীর্থসেবার এই দুঃসাহসিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসা-জনক। অবসর-প্রাপ্ত *Director of public Instruction* লালা দেওয়ানী রাম ইহার সম্পাদক এবং প্রাণ স্বরূপ। তাঁহার উদ্যোগে কয়েক মাস পূর্ব্বে কালকাতা হইতেও কয়েক সহস্র মুদ্রা এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের নিকটবর্ত্তী গীতা-ভবনের সম্মুখে খনন-কার্য্য চলিতেছে। ভগবান্ তাঁহাদের এই মহৎ উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত করুন।

-সমাচার

নিউদিল্লী, ১৩।৪।২৯

(রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য, বি, এ-প্রেরিত)

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন দিল্লীনগরে নবপ্রতিষ্ঠিত আফিসের কয়েকজন মেম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় ফিরিতেছি; বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। ফিরিতে আসিতে শ্রীযুত হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা তিন ভাই। সকলেই দিল্লীতে রাজ-সরকারে পদস্থ কর্ম্মচারী এবং গৌর-কিশোর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত। আমাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের জন্য পরিচয়-সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিতে অনেক সময় দেখিয়াছেন।

ঐ দিন সাক্ষাৎ মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা অমুকের (কোন ইংরাজী অশ্লীলতার শব্দ প্রয়োগ করিয়া) সম্বন্ধে কি করিলাম। কাহার সম্বন্ধে,—জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সাহিত্যিক দীনেশ বাবুর নাম ঐ ইংরাজি শব্দ শব্দের সহিত যোজনা করিয়া বলিলেন। আমি তাঁহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে কহিলে তিনি বলিলেন যে, সাহিত্যিক নামযশঃপ্রার্থী আকাঙ্ক্ষী যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানলীলা-সম্পর্কে অত্যন্ত হেয় কল্পনা প্রকাশ করিতেছেন। আমি বলিলাম যে, "আমাদের এরূপ অভিজ্ঞতা নূতন নহে। বহু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধি প্রসূত নানারকম ভুঁই ফোঁড় মত বাহির করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট।" তিনি অসহিষ্ণুভাবে জনমতের এই সব বিষয়ে প্রশ্রয় দিবার অর্ব্বাচীনতার কথা তুলিতে পুনঃ পুনঃ আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে জনমতের স্বাস্থ্য-সম্পাদনের প্রাথমিক আবশ্যকতা দেখাইয়া শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক, আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচার-প্রণালী লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিলাম।

বিস্তৃত আলাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল। সর্ব্বশেষের আলোচিত বিষয় এই যে, নামের প্রতিষ্ঠার জন্য অতি ভীষণতম অপরাধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু এই জন্যই প্রতিষ্ঠাকে ধৃষ্টা শ্বপচরমণী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

অতঃপর শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়-বনমহারাজ বর্ধবিশ্রুত পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বিদ্যাবিনোদন কার্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—সুন্দরানন্দ প্রভুর সকলই সুন্দর, তাঁহার অবয়ব সুন্দর, তাঁহার ভাষা সুন্দর, তাঁহার বক্তৃতা সুন্দর, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবায় নিষ্কপট অনুরাগ, বৈষ্ণবগণের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞানতিজ্ঞ লোকে আত্মাপদেশরূপ কৃপা, কৃষ্ণ এবং কাঙ্ক্ষবিমুখজনে উপেক্ষা দ্বারা কৃপা, তাঁহার সুমধুর বাক্যালাপ, বজ্রাদপি কঠোর অথচ কুসুমাদপি মৃদু স্বভাব, তাঁহার অপূর্ব বৈরাগ্য, বৈষ্ণবোচিত দৈন্য, তাঁহার সরলতামাখা সুগম্ভীর ভাবপূর্ণ রচনাশৈলী সমন্বিত তাঁহার শ্রীসুন্দরানন্দ নামই সুন্দর,—তাঁহার যাহা কিছু, তাহার সকলগুলিই সুন্দর। নিখিল সৌন্দর্যের খনি শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে যাঁহার চির আশ্রয়, যিনি মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিত-চরী স্বভক্তিশ্রী লাভ করিতে পারিলেন, তাঁহাতে কি আর সৌন্দর্যের কোন অভাব থাকিতে পারে? সুন্দরেই তাঁহার আনন্দ, কুৎসিতে তাঁহার আনন্দ নাই, তাই তাঁহার নাম সুন্দরানন্দ। একদিকে যেমন প্রভুপাদের অভিন্ন-হৃদয় কুঞ্জদা ও বাসুদেব প্রভু মূর্তিমান সেবাবিগ্রহ ও সন্ন্যাসবিগ্রহ রূপে প্রভুপাদের মনোভীষ্ট-প্রচারকরূপ, অপরদিকে তেমনি তাঁহারা দুইই অভিন্নবিগ্রহরূপে জগদ্‌গুরুর বাণী—শুদ্ধা সরস্বতী-কথা কীর্তন করার জন্য শ্রীসুন্দরানন্দ প্রভু। জগতে যে প্রভুপাদের কথা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, সেইই জানিতে পারিত না, যদি এক দিকে কুঞ্জদা, বাসুদেবদা' ও ভক্তিসারঙ্গ প্রভু না দাঁড়াইতেন এবং অপরদিকে সুন্দরানন্দপ্রভু সেই প্রভুপাদের কথা কীর্তন না করিতেন। আজ জগতের ভাষা—জগতের বিষয় কোলাহলে শুদ্ধ করিয়া প্রভুপাদের ভাষা—কৃষ্ণ কোলাহল স্বরূপে কে বুঝাইয়া দিত যদি সুন্দরানন্দপ্রভু না আসিতেন। সুন্দরানন্দপ্রভু সার্বভৌমিক বটে কিন্তু তিনি কোন জাগতিক সাহিত্যের কথা কীর্তন করেন না, অপ্রাকৃত সাহিত্যই তাঁহার কীর্তনীয়। তিনি অপ্রাকৃত সাহিত্যিক। আমি সর্বপ্রথমে ১৩২৪ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ যখন সদ্‌গুরু অন্বেষণে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করি, তখন সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁহার হৃদয়রাগে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ একসময় অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর গুণ কীর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরানন্দ প্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "সুন্দরানন্দ আমার কথাগুলি বুঝিয়া তাহা ভাষাদ্বারা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া লোকের বোধগম্য করিতে পারেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরই সুলেখক ও সুবক্তা রূপে এই সুন্দরানন্দের আবির্ভাব।" কলিকাতা এলবার্ট হলে সুন্দরানন্দ প্রভু 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে তিন দিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা শ্রবণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছিলেন—বক্তার এক একটী কথায় এত অনন্তভাব যে তাহা একমাস কাল ব্যাখ্যা করিলেও শেষ হবে না। বক্তৃতার তৃতীয় দিবস 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন—আমি চিরজীবন 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' বলিয়া চীৎকার করিয়া আজ বক্তার মুখে স্বাধীনতার অর্থ জানিলাম যে, পরমাত্মার অধীনতাই স্বাধীনতা। নিখিলভারত তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে কুমার বাহাদুর রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, পাঞ্জা মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'এমন সরল অথচ সুগম্ভীরভাবপূর্ণ ভাষা আমি কখনও পড়ি নাই।' যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের সম্পাদকীয় ভাষা ও ভাষা-সম্পদ দেখিয়া সুন্দরানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি অপ্রাকৃত শব্দ-সম্পদ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিযুক্ত। সুন্দরানন্দ প্রভুর স্থায় সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তির জগতে বড় বেশী দেখা যায় না। জগতে সাহিত্যিক নাম দিয়া অনেকেই থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বিশিষ্ট কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা বর্ত্মোত্তর পাণ্ডিত্যেরই আত্যন্তিক অভাব। সুন্দরানন্দ প্রভু যে অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যের আদর্শ জগতের সম্মুখে স্থাপন করিতেছেন, সেই আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত জগৎ কৃষ্ণবহির্মুখতারূপ মূর্খতা হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। জগৎ চিৎসাহিত্য শ্রীগৌড়ীয়ের সেবা করিলেই অচিরে সাহিত্যের শ্রেয়তা উপলব্ধি পূর্বক শ্রীচৈতন্যানুগত্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

পাঠ ও কীর্তন

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্তন হইয়া থাকে। জনসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে

সেদিন সৌভাগ্যক্রমে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রাতঃকালেই মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গমন করিলাম এবং সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যায় মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। মায়াপুরের মঠসেবকগণের আদর যত্ন ও শ্রীমহা-প্রসাদ সেবার্থ অত্যধিক অনুরোধ প্রশংসনীয়।

ষ্টেশনে একটী বেঞ্চের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে পার্শ্বস্থিত দুই ব্যক্তির কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। পরিচয়ে জানিলাম, একজন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী * * * মুখোপাধ্যায় এবং আর একজন তথাকার একায়নমঠ-সেবক।

মুখোপাধ্যায়—আপনি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছেন?

মঠসেবক—আমি শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা কৃষ্ণনগর একায়ন মঠের জনৈক সেবক। সম্প্রতি মায়াপুর হইতে আসিতেছি।

মুখোপাধ্যায়—আপনারা মঠে কি করেন?

মঠসেবক—আমাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

মুখোপাধ্যায়—আচ্ছা, আপনি বাড়ী যান না?

মঠসেবক—না, বাড়ী যাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না।

মুখোপাধ্যায়—আপনার বাড়ীতে কে আছেন?

মঠসেবক—দেখুন, অত পরিচয় দেওয়ার কোন আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। আপনারও যেমন পিতা মাতা আছেন বা ছিলেন, আমারও তেমনি পিতামাতা বা অন্য আত্মীয় আছেন কিম্বা ছিলেন।

মুখোপাধ্যায়—আচ্ছা, মনে করুন, আপনার পিতামাতা আছেন, তাঁদের দেখা শুনাটাও কি আপনার কর্ত্তব্য নয়? পিতামাতার চোখের জল ফেলিয়ে কি ধর্ম্ম হয়? মাতাপিতার প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা কি ধর্ম্ম নয়? তাদের উপেক্ষা করলে কি প্রত্যবায় হয় না?

মঠসেবক—পিতামাতার সেবাই সন্তানের ধর্ম্ম। কিন্তু পিতা কে? এই বিচারটা হওয়া আবশ্যক। আমাদের বর্তমান বিচারটা হচ্ছে স্থূল দেহটাকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া, কিন্তু এই রক্ত মাংসের থলেটা ত 'আমি' নয়। 'আমি' বুঝায় যাঁকে, তাঁর পিতা—সেই পরম-পিতা পরমেশ্বর, তাঁর সেবাই জীবমাত্রের ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন আর কোন কৃত্য কারো নাই বা থাকতে পারে না। বৈষ্ণবের বিচার সাধারণ ভোগী মনোধর্ম্মী জীবের পক্ষে একটুকু উল্টো রকম মনে হয়, কারণ সে ভোগটা ছাড়তে পারে না, তাই ভোগের অনুকূল যুক্তিটাই তার ধর্ম্ম বলে মনে হয়, কিন্তু শাস্ত্র বড় কঠোর, মায়িক প্রীতি বা ভোগাবস্তুর প্রতি যে একটা প্রবল আকর্ষণ, তাকে একেবারে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, তাতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায় যাক্। জগতের প্রতি বহির্ম্মুখ না হ'লে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা যাবে না। কৃষ্ণকেও ভালবাসব, আর মায়াকেও ভালবাসব, এ'দুটো একসঙ্গে কখনও হবে না বা হতে পারে না। শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে মনোধর্ম্মের বশে চললে আমাদের ঐরূপই ধারণা হয়, সুতরাং প্রকৃত জন্মদাতা যিনি, তিনি যদি ভক্তির প্রতিকূল হন, তবে শাস্ত্রে তাঁদেরও ত্যাগ করতে বলেন। তাতে কোন প্রত্যবায় হয় না, যদি কেউ হরিভজনের জন্য—পরম পিতা—নারায়ণ তাঁর সেবার জন্য একজন্মের পিতাকে ত্যাগ করেন।

মুখোপাধ্যায়—দেখুন, আপনাদের ধর্ম্মটা বড় কঠিন।

মঠসেবক—আমাদের ধর্ম্মটা বলেন কেন, এটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। বর্ত্তমানের বিচারে ইহা কঠিন ব'লে মনে হলেও বাস্তবিক ইহা অতীব সহজ। যে রকম রোগ তার অনুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা হওয়া চাই, নচেৎ কেবল চাপা দিলে রোগ পরে আবার প্রবল হ'য়ে উঠবে। ভবব্যাধি-মোচনের একমাত্র ঔষধ—শাস্ত্রোক্ত "আমাদের যে প্রণালী" শাস্ত্রের অনুসারে কর্ম। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, নচেৎ এক চুলও মায়াকে অতিক্রম করতে পারবেন না।

মুখোপাধ্যায়—খুব ভাল কথা। একেবারে না হবে 'জীবে দয়া' কথাটা শাস্ত্রে আছে কি না? কেন, যিনি এই ধর্ম্মটা প্রচার করেছেন, তিনি আমাদের কত বড় সুহৃদ।

মঠসেবক—জীবমাত্রেই একটা আমাদের নিত্য রুচির বশে নিজ ধর্ম্মের বিচার হয়। জীবে দয়া কথাটা অন্যায় নয়, তবে জীবের মানসিক অভাব দূর করেই যদি 'দয়া' ব'লে মনে ক'রে নি তবে অবস্থার পড়তে হবে। আপনি উপকারের এজগতের লোকের সাময়িক উপকারকেই 'ধর্ম্ম' বলেছেন—এই উপকারকগণকেই 'সুহৃদ' বলছেন, কিন্তু আপনি কি শ্রীকৃষ্ণকে 'উপকারক' মনে করতে পারেন না? তিনি কি আমাদের শত্রু? পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি আমাদের দুষমন ছিলেন? আপনি এ সকল কথা ভুলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের গীতায় উপদেশ পরিত্যাগ ক'রে একজন মায়াবাদীর কথায় ভুলে

গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ কি অভয় বাণী দিয়েছেন দেখুন দেখি—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এমনভাবে আর কেউ কি কখনও ব'লেছেন? আর মহাপ্রভুর চরিত্রটা একবার আলোচনা ক'রে দেখুন দেখি। ছেলে ওষুদ খাবে না, উপবাস করবে না ব'লে যেমন মাতা নিজে উপবাস দিয়ে ওষুদ খেয়ে ছেলেকে খাওয়ান, তেমনি দয়াল প্রভু আমার জীবদুঃখে কাঁদতে কাঁদতে নেবে এসেছেন, তাঁর সেবাটাই শিক্ষা দিতে নিজে আচরণ ক'রে। নিত্য জীব আপনি, নিত্য ধর্ম্মকথা—নিত্য পিতার কথা ছেড়ে এ কি বলছেন?

ইত্যবসরে ট্রেণ আসিয়া পড়ায় সকলে আপনাপন গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে গাড়ীতে উঠে পড়লেন।

শ্রী...... ... .

নানা কথা

তেড়ামারায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ই এপ্রিল বেলা প্রায় ১টার সময় স্থানীয় মহাজন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কুণ্ডুর পাটের গুদামে হঠাৎ আগুন লাগে। গ্রামবাসীর এবং বাজারের লোকের প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। উক্ত মহাজনের এবং অন্য আড়তদারের কয়েকখানি ঘর পুড়িয়াছে কোথা হইতে কি ভাবে আগুন লাগিল তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

রাণাঘাটে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব

রাণাঘাটের ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার প্রাতে ৮॥০ ঘটিকার সময় রাণাঘাট কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিদিবস প্রতিপালনার্থ কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল, সভায় জাতীয় সঙ্গীতের পর সভাপতি কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন হয়। সভায় সভাপতি জাতীয় পতাকা এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতাদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় জাতীয় পতাকার নিম্নে কৃষ্ণনগরের প্রবীণ উকিল শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিলাতী বস্ত্রের এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব হয়।

নদীয়া জেলা যুবক সম্মেলন

আগামী ২১শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়ে নদীয়া জেলা যুবক সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির এক সভা হইবে। আলোচ্য বিষয়—১। সভাপতি নির্ব্বাচন। ২। দিন ধার্য্য করা ৩। সব কমিটী নিয়োগ ৪। বিবিধ।

বোমা প্রাপ্তির জের
সংবাদ গোপন কেন?

গত ১৫ই এপ্রিল বোমা ও পিস্তল আবিষ্কার সম্পর্কে যে ৩ জন যুবক ধৃত হইয়াছে তাহাদের নাম ও পরিচয় পুলিস বিশেষভাবে গোপন রাখিতেছে। জনৈক দায়িত্বশীল পুলিশ কর্ম্মচারী কোন প্রেস প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে বিকৃত রিপোর্ট যদি ছড়াইয়া পড়ে, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, তথাপি সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িয়া তাঁহাদের তদন্ত ব্যাঘাত ঘটাইবে তাহা তাঁহারা চাহেন না।

আরও তদন্ত

ধৃত ব্যক্তিত্রয়কে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। আরও তদন্তের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট, তাহাদিগকে এক পক্ষকাল হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। আরও তদন্ত চলিতেছে। প্রকাশ, একজন আসামী লাহোরের অধিবাসী এবং অপর দুইজন বাহিরের লোক। তাহারা সকলেই পাঞ্জাবী হিন্দু বলিয়া প্রকাশ।

রাওয়ালপিণ্ডিতে খানাতল্লাস

গত ১৬ই এপ্রিল অপরাহ্ণে পুলিস কর্ত্তৃক স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক চৌধুরী কিষণদাস ভাটিয়া এবং হরিনাম শেঠি, রামনাথ শাস্ত্রী স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর হেড ক্লার্ক মঙ্গল সৈন মারওয়াহার বাড়ী এবং কংগ্রেস কমিটীর অফিস এবং পিণ্ডি দুই ষ্টোর দোকানে খানাতল্লাস করে। সকল স্থানে একই সময়ে খানাতল্লাস হইয়াছিল। প্রকাশ, অপরাধজনক কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। লাহোর ও দিল্লীর বোমার ব্যাপার সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রাজপাল হত্যার মামলা
স্থানান্তরে আবেদন অগ্রাহ্য

লাহোরের ১৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মহাশয় রাজপালের হত্যাকারী আসামী ইলাম দীন অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আফগান বিপ্লব

পেশোয়ারের ১৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, আমীর আমানুল্লার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্দ্দার ইনায়েতুল্লা খাঁ সসৈন্যে কাবুলের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছেন। আমানুল্লা আমীরা সুলতানা কোম হাজারা জাতীয় সৈন্যদল সহ বাচ্চা-ই-সাকোর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। সর্দ্দার ইনায়েতুল্লা, হাজারা সৈন্যদের সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। আমানুল্লার সঙ্গে ২৮খানি বিমানপোত আছে, কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা দেশের কোন অংশ ধ্বংস করিতে চাহেন না, কারণ তিনি নাকি শত্রুদিগকে জীবন্তে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আফগানিস্থানের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার লোকনাথের পুত্র [illegible] সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি বিশেষ উচ্ছ্বাস সহকারে আফগানিস্থানে হিন্দু-মুসলমান প্রীতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

ওবাইদুল্লার বিবরণ

ফ্রী-প্রেসের প্রতিনিধির নিকট আফগানিস্থানের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ ওবাইদুল্লা বলিয়াছেন কান্দাহারে বহু সংখ্যক হিন্দু ব্যবসায়ী আছেন। সমস্ত হিন্দু আফগান নাগরিকদিগের ন্যায় সমস্ত সুখ সুবিধা ভোগ করেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়ও তাঁহারা বিনা বাধা বিপত্তিতে তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছেন। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ 'পর্দ্দা ছাড়া চলাফেরা করেন। সে দেশে এ পর্য্যন্ত হিন্দুনারীর উপর অত্যাচারের কথা শোনা যায় নাই। হিন্দুদের নিজেদের মন্দির আছে। কান্দাহারে একটা প্রথা আছে যে, যে সমস্ত ব্যবসায়ী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ শুল্ক প্রদান করেন তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর পুরস্কার দেওয়া হয়। আনন্দের কথা এই যে, প্রথম ১০টি হইতে ১৫টি পুরস্কার সাধারণতঃ হিন্দুগণই পাইয়া থাকেন।

আমানুল্লা সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে যখন গোলমাল আরম্ভ হয় তখন কান্দাহার প্রদেশের অনেকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেই আমানুল্লা তথাকার শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, অমনি সমস্ত গোলমালের নিবৃত্তি হইল। সুতরাং কান্দাহারের সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়, সেখানকার অবস্থা পূর্ব্বাপরই স্বাভাবিক আছে।

শিক্ষার জন্য ২৫০০০৲ দান

সেকেন্দ্রাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, জায়গীরদার রাজবাহাদুর [illegible] তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষা ও সমাজ সেবার জন্য ২৫০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

আফগান সংবাদ

কাবুল রাজ্য হইতে এবার যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে আমীর আমানুল্লা শীঘ্রই কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার সৈন্যবৃন্দ কান্দাহার হইতে কাবুলের প্রায় মধ্যপথে গজনী অধিকার করিয়াছে। খিলজী নামক শক্তিসম্পন্ন পার্ব্বত্য জাতি এইবার প্রকাশ্যে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, আর নানা উপজাতি এখন দলে দলে তাঁহার প্রতি রাজভক্তি নিবেদন করিতেছে। খিলজী জাতি যে কেবল তাঁহাকে সৈন্য যোগাইয়া সাহায্য করিবে, তাহা নহে; তাহারা তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র রসদ খাদ্য-ব্যাপারে অনেক সাহায্যও করিবে। জেনারল নাদির খাঁ কাবুল আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব রটিয়াছিল, তাহা মিথ্যা; তিনি এখনও নিশ্চিন্ত [illegible] গার্দ্দেজে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ তিনি নাকি এখনও বিনাযুদ্ধে [illegible] লাভের চেষ্টা করিতেছেন।

রাজদ্রোহের মামলা

যুগবার্ত্তা প্রেস হইতে প্রকাশিত 'লণ্ঠন' নামক সাপ্তাহিক পত্রের গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় রাজদ্রোহজনক এক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে উক্ত পত্রের সম্পাদক বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সোমবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ গঠন করিয়াছেন আগামী ২২শে এপ্রিল মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

ডাক-জাহাজে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

বৃটেন ও ভারতের মধ্যে 'মাশোরা' নামক যে ডাক জাহাজ যাতায়াত করে, তাহা ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজে দুইজন লস্কর বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন আরোগ্যোন্মুখ হইয়াছে। এই জাহাজে লর্ড বার্কেনহেড আসিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বসমেত ১৩৫ জন যাত্রীকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। এই জাহাজ ২০শে এপ্রিল তারিখে লণ্ডনে পৌঁছিবে। জানা যাইতেছে যে, এই জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছলে যাত্রি যাহারা কোথায় যায়, কি ভাবে থাকে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য চিকিৎসা-বিভাগ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

'টাকানিয়া' জাহাজের সংশ্লিষ্ট আরও দুই ব্যক্তি গ্লাসগো সহরে বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছে। ইহা লইয়া উক্ত [illegible] বসন্ত রোগাক্রান্ত হইল। [illegible] অবস্থা খুবই গুরুতর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অপ্রাকৃত তত্ত্বকে প্রাকৃত বিচারের বিষয়ীভূত করিতে গিয়া নানা প্রকার দোষের আবাহন করিতে হয়,—এবিষয়টী আমরা আদৌ আলোচনা করিতে চাহি না, ফলে তত্ত্ববস্তু হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়ি। সাহিত্যিক, বিচারক, পণ্ডিত বক্তা প্রভৃতি রূপে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানমাত্র অবলম্বনে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া আমরা যে ভগবচ্চরণে কত প্রকারে অপরাধী হই এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যে কত লোককেও অপরাধে প্রবৃত্ত করি, তাহা বুঝিবার মত নৈরপেক্ষ্য, উদারতা, সৎসাহস আমাদের কবে হইবে তাহা জানি না। অপ্রাকৃত তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা-সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য কঠ-শ্রুতি (২।২৩) তারস্বরে বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থাৎ পরমাত্মা কখনও তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রুতির এই সুমহতী উপদেশবাণীটী আমরা কয়জনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছি? এই বেদবাক্যই যে আমাদের ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায়—ইহার উপরই যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের সুবৃহৎ সৌধ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিবার মত সৌভাগ্য থাকিলে আমরা 'যত মত তত পথ' এই ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রচারকারী স্বেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। এই বেদবাক্য বলিতেছেন—শ্রৌতপন্থ বা আনুগত্যধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা ভগবানের কৃপা হইলেই ভগবান্‌কে জানা যায়, নতুবা তাঁহাকে জানিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই নিমিত্তই শ্রীনন্দনন্দনকে বলিয়াছিলেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

অর্থাৎ হে দেব, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপা [illegible] পাইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার বিষয় জানিতে পারেন, কিন্তু আপনার আনুগত্যবিহীন অজ্ঞলোকে আরোহপন্থায় চিরকাল ধরিয়া শাস্ত্রবিচার করিয়াও আপনার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫), 'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে। কৃপা বিনা কেহ নাহি ঈশ্বরতত্ত্ব জানে॥" (ঐ ৬।৮২), "পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে॥" (ঐ ৬।৮৭), "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ", "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২) প্রভৃতি অসংখ্য মহাজনবাক্য সর্ব্বক্ষণ আলোচনাদী তর্কপন্থিগণকে তাঁহাদের দুঃসাহসিক উদ্যম হইতে নিরস্ত হইতে বলিতেছেন। তথাপি যাঁহারা সেই সকল কথাকে আদর করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন হইয়া জগতের এক মহা অনিষ্ট সাধন করিতে বসিয়াছেন।

ঐ সকল অশ্রৌতপন্থী ভাগ্যহীন ব্যক্তি সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতির ছলনায় চিৎসাহিত্য শ্রীগৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী হইয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রাকৃত মানব জ্ঞান এবং তাঁহারই অভিন্ন লীলাশক্তি শ্রীধামকে প্রাকৃত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থান মধ্যে পরিগণিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। অপ্রাকৃততত্ত্ব শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা কি শেষে প্রাকৃত যুক্তিতর্ক, মেধা ও পাণ্ডিত্যের গোচরীভূত ব্যাপার হইয়া পড়িল? সামান্য ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষদুষ্ট মানব কেমন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র সসীম বিচার-শক্তিকে বহুমাননপূর্ব্বক 'সব জান্তা' সাজিবার স্পর্দ্ধা করে। নিজে যাহা বুঝি, তাহাই ঠিক—এ দুর্ব্বুদ্ধি জীবের কেন হয়! আমাদের সঙ্কীর্ণ মস্তিষ্ক-প্রসূত অনুমানটী জগতের সমক্ষে উপস্থিত করা কি কেবল মাৎসর্য্য ও কুটিলতার পরিচায়ক নহে? মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্মের উদারতা—সার্ব্বজনীনতা আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মস্তকে ধারণা করিয়া উঠিতে না পারায় তাহাতে দোষ দর্শন করি বলিয়া যে আমার অজ্ঞানান্ধতা সকলেরই বরণীয় হইবে—এরূপ কু-ধারণা কেন হয়? শ্রুতি বা মহাজন-কথিত শব্দ-প্রমাণের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকৃত না হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কি বাস্তবতা থাকিতে পারে? আমরা যে আমাদিগকে জনার্দ্দন, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগোত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করি, শ্রুতিই কি তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে? কাটামুণ্ড খেলা দেখিতে গিয়া মুণ্ডহীন মানব-দর্শনে কি আমরা প্রত্যক্ষকেই বহুমানন করিব? পর্ব্বতের উপর দূর হইতে ধূম দর্শনে বহ্নি আছে বলিয়া অনুমান করিলে কি আমরা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব? সামান্য জাগতিক ব্যাপারেই যখন আমাদের স্বকপোলকল্পনা-প্রসূত বিচার-শক্তির সঙ্কীর্ণতা লক্ষিত হয়, তখন অতর্ক্য অচিন্ত্য প্রকৃতির অতীত তত্ত্ববিচারে আমরা কি করিয়া উদারতা দেখাইতে পারি? শব্দপ্রমাণকে যদি আমরা অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমরা মহাপ্রভুকে কেন, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি কাহাকেও ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, বর্ত্তমানে প্রচারিত বৃন্দাবনাদি ধামেরও সত্যতা স্বীকার করিতে পারি না। একটা ভয়ঙ্কর নাস্তিক হইয়া পড়ি। সুতরাং অশ্রৌতপন্থা ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থা বা মহাজনানুগত্য স্বীকারই সত্যানুসন্ধানের একমাত্র উপায়। আমরা এবিষয়ে পরে আরও আলোচনা করিব।

মনোধর্ম্ম

জগতে অসংখ্য জীব। একটী জীবদেহের সহিত অপর জীবদেহের সাদৃশ্য নাই। অধিক কি, এক মাতার গর্ভে যমজরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহের মধ্যেই যখন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দেহস্বভাবে যে বৈচিত্র্য থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একজনের শরীরে যাহা সহ্য হয়, অপরের তাহাতে অসুখ হয়, একজন ঝাল খাইতে ভালবাসে, অন্য-

অণুচৈতন্য জীব যখন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া মায়াকে অভিনিবিষ্ট হয়, তখনই তাহার বিচার-বুদ্ধি জড়ীয় মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার হইতে প্রসূত হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মমত সৃষ্টি করে। কিন্তু যাহা বাস্তবসত্তা, তাহা "এক" বই দুই নহে। আজ আমার কোন বস্তুর অভাব হইল, সেই অভাবটী যিনি মোচন করিয়া দিলেন, তিনি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার বাক্যই যে ঠিক, একথা মনীষিগণ স্বীকার করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে "যত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ" বাক্যে জানা যায় যে, দেবতাগণ পর্য্যন্ত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নিরূপণে মোহপ্রাপ্ত হন। সেই মনোধর্ম্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে একমাত্র ভাগবতের শরণ গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

প্রায়শ্চিত্ত

পাপক্ষয় সাধক কার্য্যের নাম—প্রায়শ্চিত্ত। পাপ চতুর্ব্বিধ,—প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, বীজ এবং কূট। 'প্রারব্ধ' অর্থে ফলোন্মুখ, 'বীজ' অর্থে বাসনা-ময় বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতা-কারণ; 'কূট' অর্থে বীজত্বের উন্মুখতা কারণ, আর 'অপ্রারব্ধ'—যাহাতে কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই।

পাপ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরকপাতাদি ঘটিয়া থাকে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া পুরুষ পাপকে নিজের অহিতকর বলিয়া জানিতে পারে, ঐ সকল পাপের ক্ষয়ার্থ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যথা চান্দ্রায়ণাদি। কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সম্যক্ প্রকারে উচ্ছেদ হয় না; কারণ, ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত। তাহাদের অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরের অঙ্কুরোদগম হইয়া থাকে। যে পথ্যে রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ খাদ্য যে ব্যক্তি আহার করে, তাহাকে যেরূপ ব্যাধিসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না, পরন্তু পূর্ব্বব্যাধিরও নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ যিনি নিয়ম পালন করিয়া চলেন, তিনিও ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন। চিত্তের একাগ্রতা ব্রহ্মচর্য্য, দম, দান, সত্য, শৌচ, যম-নিয়মাদি প্রভাবে জ্ঞানিগণ কায়বাক্য-বুদ্ধিকৃত পাপরাশিকে অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম বিনাশের ন্যায় দূরীভূত করেন। বেণুগুল্ম বিনাশ হইলেও মূলদেশ-প্রভাবে পুনর্ব্বার অঙ্কুরোদ্গমের আশঙ্কা আছে, তদ্রূপ এই সকল

দ্বারা পাপ সম্যক্ প্রকারে বিনষ্ট হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় পুনর্ব্বার পাপে প্রবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু বাসুদেব-পরায়ণ পুরুষ কেবল ভক্তি দ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করিতে সমর্থ, প্রভাকর যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে পাপকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারেন। পরন্তু কেবল পাপবিনাশই ভগবদ্ভক্তির মুখ্য কার্য্য নহে, সূর্য্যের আলোকদান যেরূপ মুখ্য এবং হিমাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভক্তিবলে চতুর্ব্বিধ পাপাদি বিনষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা বা প্রেম প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার পাপে প্রবৃত্তি হয় না।

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

লীলাবিলাসী শ্রীভগবানের অনন্ত লীলার মধ্যে জীবোদ্ধার লীলাটী পরম চমৎকারিতা পরিপূর্ণ। জীবের প্রতি শ্রীভগবানের যত অনুগ্রহ, তাহা এই লীলায় ভাগ্যবান্ জনগণই সহজে বুঝিতে পারেন। আর ভাগ্যহীন, ভাগ্যদোষে বৈকুণ্ঠ চিন্ময়ী লীলাকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে বুঝিতে যাইয়া পদে পদে অপরাধ করিয়া বসে। 'একক্রিয়ো করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।"—এই বাক্যের মধ্যে উন্মুখতোষণ ও বিমুখ-মোহন দুইটী বিষয়েরই বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায়।

পরমকরুণাম্বুধি নিখিলের শ্রীগোবিন্দদেব জীবের প্রতি সদয় হইয়া নিজ নিত্য ধামসহ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও গোলোকবিহারীর নিত্য ব্রজবিহারের অনবকাশ হয় না। জীবোদ্ধারকার্য্যে বহুভাবে শ্রীভগবানের জগতে আবির্ভাবের মধ্যে শ্রীবিগ্রহস্বরূপে অবতরণ-লীলা অন্যতম। সেই লীলার একটী অভিনয়-স্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনার বিষয়ীভূত ব্যাপার নহে। মন ও বাক্য বর্ণনার সম্বল। কিন্তু শ্রীক্ষেত্র মনোবাক্যের অতীত তত্ত্ব। শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র ভগবদভিন্ন বস্তু। সুতরাং শ্রীভগবানের কৃপায় যেমন তাঁহার অনুভব হয়, সেইরূপ শ্রীধাম অথবা শ্রীধামবাসী মহাজনের অনুগ্রহে চিত্ত অনুগতজনের উপলব্ধি হয়। তবে শাস্ত্র ও মহাজন-মুখে শ্রুত শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বর্ণনাই জীবের একমাত্র সম্বল। সেই শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনে প্রাকৃতাসক্তির হ্রাস হইয়া জীবের শ্রীধামে নিত্যাসক্তির উদয় হয়।

শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চাবতরণ-লীলা প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার লীলাবিলাসের সহায় হন তাঁহারাই প্রিয়তম ভক্ত। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার কোন লীলাই সম্ভব হয় না। তাই সুভাগ্যবান্ নরপতি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা শ্রীক্ষেত্রের লীলা প্রকাশ করিলেন। কত কত সুকৃতিসম্পন্ন জীব এই লীলায় পদে পদে শ্রীবিষ্ণুর সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহা কে বলিবে?

শ্রীভগবান্, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনচক্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া স্ব-স্ব বেদের কথা দৈববাণীচ্ছলে নরপতিকে জানাইলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে মহাবেদীর নিকটে গমন করিয়া আবরণ উন্মোচন করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। যে প্রভুর জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, যাঁহার জন্য নিজ রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেই প্রভু কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। ভক্তপ্রবর ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখিলেন—শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলদেবের মধ্যে শ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজিতা। আর শ্রীজগন্নাথদেবের বামভাগে বালার্কসদৃশ মহাতেজোময় সুতীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্র। তখন ভক্ত নৃপতি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

দেবর্ষি নারদের বিবিধ বাক্যে প্রবোধিত হইয়া রাজা দেবচতুষ্টয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও মন্ত্রপাঠদ্বারা পূজা করিলেন। পূজাশেষে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে কোটী-কোটি গো এবং প্রচুর দক্ষিণাদ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। দানার্থে সংগৃহীত অসংখ্য গো-সমূহের ক্ষুরদ্বারা ক্ষেদিত ও সেই স্থানদান জলে পরিপূর্ণ হইয়া পুষ্করিণীরূপ ধারণ করিল। সেই পুষ্করিণীই মহাফলপ্রদ তীর্থরাজ 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' নামে আজও সুপরিচিত।

যজ্ঞসমাপনান্তে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত এবং অনুগত রাজন্যবর্গের সাহায্যে প্রস্তর সংগৃহীত হইল। শিল্পশাস্ত্র-সুনিপুণ ব্যক্তিদিগকে উচ্চহারে পারিতোষিকাদি প্রদানে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইল। বজ্রাঘাতাদির হস্ত হইতে মন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য তদুপরি মণিময়-পুরষাকৃতি স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই এই সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবৎপ্রিয় দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীব্রহ্মকর্ত্তৃক শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়—এই বাসনা রাজার হৃদয়ে উঠিল। শ্রীভগবানের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্রীনারদের অনুগমনে নরপতি ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। পথে রবিমণ্ডল, ধ্রুবমণ্ডল, জনলোক এবং মহর্লোকাদি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুভক্ত-কুল-চূড়ামণি দেবর্ষির কৃপায় রাজার তথায় গমন করিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। দেখিলেন, প্রবেশদ্বারে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালবৃন্দ, পিতৃগণ, মন্বাদি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারপালের বহুকালাবধি আরাধনা করিয়া প্রবেশাধিকার পাইতেছেন না।

সর্ব্বত্র অবাধগতি দেবর্ষি রাজাকে বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পদ্মযোনি প্রভু তখন স্বীয় প্রভু শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণে নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ শ্রীনারদকে দেখিয়া, আগমন-কারণ বুঝিতে পারিয়া চক্ষুভঙ্গী দ্বারা নরপতিকে ভিতরে আনিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজা সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীনারদের আদেশে দূরে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী পিতামহ শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণান্তে রাজাকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—"প্রভো, আপনার অশেষ কৃপায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে। আপনি তথায় গমন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবকে স্থাপন করেন, ইহাই প্রার্থনা।" ব্রহ্মা নরপতির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—'মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুকাল অতীত হইয়াছে। তোমার রাজ্য নাই, সন্তান সন্ততি কেহই নাই। তুমি আমার নিকট আসবার মধ্যেই দ্বিতীয় মনুর আদিযুগ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তুমি তথায় যাইয়া প্রতিষ্ঠা সম্ভার আয়োজন কর, আমি যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইব।"

(ক্রমশঃ)

ভাব না ভঙ্গী!

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী-ভক্তিরত্ন)

কিছুদিন পূর্ব্বে দেখা যাইত, কীর্ত্তনাদিতে দশায় (ফিট, অচৈতন্য, মূর্চ্ছা, ভাব নামক আত্মহারার ভাণ) পড়া একটা ছোঁয়াচে ব্যাপার। কীর্ত্তন-সভায়, বিশেষতঃ অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর নামসংকীর্ত্তন নামক ব্যাপারে, ভাবের অত্যধিক ছড়াছড়ি দেখা যাইত। সাধারণ নিরক্ষর সাধু নামধেয় কয়েকটী মাত্র প্রাণীতেই উহা সীমা-বদ্ধ ছিল। তার পর ক্রমে সর্ব্বত্রই সংক্রামিত হইতে থাকিল। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিকেও তথা-কথিত ভাবরোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ব্যাপার কি বুঝি না! সাধন ভজন গুর্ব্বানুগত্য না থাকিলেও ভাবের উদয় হয়,—এ কথাটা যেন বড় খাপ খায়না। তবে কি কোন অভাবে পড়িয়া ভাবের টানা টানি? যেমন ভাগবত শুনিয়া বুড়ীর কান্না। বুড়ীর হারাইয়াছে ছাগল, পাঠক ঠাকুরেরও দাড়ী নিখিল ছাগের শ্মশ্রুগুচ্ছ যেন বর্ণে বিশিষ্ট। সুতরাং বুড়ীর শিক্ষাশিক্ষ অন্তর দ্বিগুণ বেগে দাউ দাউ করিয়া জলিবার কথা। তেমনি শ্রোতা দিগের মধ্যে আজকাল অনেকেই উপপত্নী-বিরহগ্রস্ত; মাথুরাদি লীলা-কীর্ত্তন শুনিলে সভাশুদ্ধ প্রায় সকলেরই মূর্চ্ছা যাওয়া খুব অসম্ভব নহে। তার পর ভাবের ঘোরে নারী পুরুষে মিলন লোক-সমাজে নিন্দনীয় নহে, বিশেষতঃ উহাকে আইনের আমলে আসিবার মত বা আনিবার মত কোন পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই।

একটু গা ঝিকি মিকি দিয়া ভাবুকের ভাণ করিয়া ঢং দেখাইলেই যখন বিচারবিমুখ মূর্খ লোকেরা অত্যধিক সম্মান করে, তখন "ভাল কাজের ভাগও ভাল" ন্যায়ের পন্থী হইয়া শতকরা প্রায় শত জনই সং সাজিতে প্রস্তুত।

তাই সব। 'আর কেন? বৃথা ভেল্কী বুজ্‌রুকীতে মজিয়া বাস্তব পন্থার অবমাননা? অনেক দিন তো সং সাজিয়া ভাবুকের অনুকরণ করিতেছ! কই তোমার চেহারায় ত' ভাবুকতা মালুম হয় না। শুধু আফিং গাঁজায় চোখ তৈয়ার করিলেও চক্ষুষ্মান লোকের চক্ষে ভাবুক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিতেছ না! এখনও সময় থাকিতে ভাবের ভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্য ভাবুকের শ্রীচরণ শরণ লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে যতীন্দ্র কুমার ঘোষ, বি, এ, মহাশয় কটক র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস-পরীক্ষক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, এই মহাত্মা হারমনিষ্ট পত্রিকায় অনেক সুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতের সজ্জন এবং পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত সভ্য-সমাজের নিকট শ্রীমহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। যাঁহারা ইঁহার রচিত *Erotic Principle and Unalloyed Devotion* নামক পুস্তিকাটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ মহাত্মার অপ্রাকৃত প্রতিভা এবং কৃষ্ণানুশীলনের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইনি পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যে পরম উচ্চপদ অধিকার করিলেও অমায়িকতা, দৈন্য, অকৃত্রিম অনুশীলন, শ্রদ্ধা,

সুদৃঢ় নিষ্ঠা প্রভৃতি মহদ্গুণরাজি ইঁহাতে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইনি সাধারণ পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রবৃত্ত জীবন যাপনে রত নহেন। ইনি কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবাকল্পে নিরন্তর গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, হরিকথা প্রচার এবং সদাচারময় জীবনযাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। ইঁহারই বিশেষ চেষ্টায় কটক নগরীতে শুদ্ধভক্তির বহুল প্রচার হইতেছে। কটকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিকথা প্রচার, শ্রীগুরু ও ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাব উৎসবাদির অনুষ্ঠান, উড়িয়া ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার প্রভৃতি নানাবিধ সেবাকার্য্যে ইঁহার অসামান্য চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের গুরুগৌরাঙ্গসেবাচেষ্টা ও হরিকথা প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, এই স্বামীজী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যথার্থ অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিত্ব লাভ করিয়া জগতের যত বড় জড়ৈশ্বর্য্যগ্রস্ত-শ্রীমদ-গর্ব্বিত ব্যক্তিই হউন না কেন, সকলকেই বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ভগবৎসেবার পরমোপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন। তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ সেবায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ধানবাদ প্রবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যিনি ভক্তিমহাগুণের খনি, তাঁহার হৃদয়গাহ গুণ স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিগুণাকর প্রভুর উপর ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনসেবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এত বড় কার্য্যের ভার আমার ন্যায় অযোগ্যের উপরে ন্যস্ত হয় নাই। সুযোগ্য ভক্তিগুণাকরের উপরেই এই মহান্ বিশ্রম্ভ সেবার ভার অর্পিত হইয়াছে; তবে আমার প্রার্থনা এই, তিনি যখন সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কৃপা পূর্ব্বক আমার এই হৃদয়-মরুতে যেন একটী শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন করিয়া আমাকে ভক্তিগুণাকরের গুণ কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইনি অতি বাল্যকালেই শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহভাজন হইয়াছেন। মঠগৃহাদি নির্ম্মাণ, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য পরিচালন প্রভৃতিতে ইঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে। ইনি চাঁপাহাটীর শ্রীমন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামের উন্নতি কল্পে এই সকল জনহিতকর কার্য্য করায় তিনি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যেমন আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিষয় স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়, তদ্রূপ আচার্য্যত্রিক প্রভুর নামের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যরূপে এই কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর নামও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। গৌর প্রিয়তম প্রভুপাদের প্রিয়তম কুঞ্জদাকে কীর্ত্তনানন্দ প্রভু যেরূপ হৃদয়ের ষোল আনা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুঞ্জদা'র আজ্ঞায় আমাদের তোপাগ্নির নিকট বুক পাতিয়া দিতেও দ্বিধা হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ গুরুগৌরাঙ্গের নিরন্তর সেবক কুঞ্জদা'র সেবার জন্য ঐরূপ আদেশে পূর্ব্বেই শত শত তোপাগ্নির নিকট বুক পাতিয়া দিতে পারেন। এত বড় অকৃত্রিম প্রীতির আদর্শ কোথাও আছে কিনা জানি না। ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ গুরুগৌরাঙ্গসেবায় এত প্রমত্ত যে, তাঁহার দেহস্মৃতি নাই। একটী কিংবদন্তী আছে যে, কোনও সময় কেহ শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত দাস বজ্রাঙ্গজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আজ কি তিথি? উত্তরে বজ্রাঙ্গজী বলিয়াছিলেন—"আমি শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা ছাড়া তিথিনক্ষত্রের খবর রাখি না।" আমাদের কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর চরিত্রে তাহাই দেখিতে পাই। তাঁহার স্নান-আহার-বিশ্রামের কোনও সময় নাই। তিনি গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতে স্নানাহারের সময় ভুলিয়া যান। অনেক সময় সারাদিন অনাহারের পর রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইবার পর প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু রাত্রি বিনা বিশ্রামে কাটাইয়া দেন। মঠসেবকগণ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, ইহা শত শতবার স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি নিজের দেহের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। সেবাতে তাঁহার নেশা এতদূর স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে কেহই তাঁহাকে অন্য অনুসন্ধানে আনিতে পারে না।

"কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥"

—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই উক্তি পূর্ণ মাত্রায় আমরা কুঞ্জদা' ও তাঁহার পরম স্নেহভাজন ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দে লক্ষ্য করিতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল "সোনার চাঁদ ছেলের হাট" পাতিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুন্দর। আর একটী গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর নাম করিতেছি। ইনি ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমে সুদূর মরু দেশের অধিবাসী এবং 'আগরা' ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বতোভাবে অভিনিবিষ্ট আছেন। আমরা বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়া জাতিকুল-পাণ্ডিত্যের বৃথা মদে বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে চিনিলাম না, গৌরজনের মুখে গৌরসুন্দরের কথা শুনিলাম না, আর আজ সুদূর মরুদেশবাসী ব্রাহ্মণ, যাঁহার আবির্ভাবস্থান মায়াবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কালাড়ির অতি সন্নিকট, তিনি আজ আভিজাত্য, পাণ্ডিত্যাভিমান বা মায়াবাদাদি অসৎমতে প্রমত্ত না হইয়া—সর্ব্বস্ব দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। এই মহাত্মা আমাদের নিকট "গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার অমায়িকতা, সহিষ্ণুতা, দৈন্য এবং গুরুগৌরাঙ্গ সেবায় অক্লান্তি আদর্শস্থানীয়।

উক্ত মঠের আর একটী ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এই মহাত্মার নাম শ্রীপাদ প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী। ইনি সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্যে সুনিপুণ। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের বাণীর শকট সঞ্চালনে, মুদ্রাযন্ত্র বিভাগের সমস্ত সেবা-কার্য্য-পরিচালনে, গুরু বৈষ্ণবগণের যাবতীয় সেবা-সাধনে ইঁহার দক্ষতা—আদর্শস্থানীয়। ইনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তাদি বিষয়েও নিপুণ। বাল্যবয়সে জাগতিক সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া গুরুগৃহে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় আদর্শ এই কলিকালে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের "সোনার চাঁদ ছেলে" সমূহেই পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান।

শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীরই সহকারী সেবকরূপে ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয়গোবিন্দ কৌমারকাল হইতে গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নিষ্কপট ও অক্লান্ত গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

আসাম প্রদেশের মূর্ত্ত আদর্শ-গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ যাদবানন্দ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবা-সৌষ্ঠব ও ভক্তিপ্রচারে অদ্ভুতপূর্ব্ব উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্তি বাণী ব্রহ্মচারী যাদবানন্দের চরিত্র ও ভাষায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একটী সেবক, ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ তাঁহার নিষ্কপট সেবাফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচারিত সত্যকথা কীর্ত্তনে ভার-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিত কথাগুলি বক্তৃতাদি মুখে অনুকীর্ত্তন করিতে পারেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহার উত্তরোত্তর হরিসেবায় আকুতি ও নিষ্ঠা কামনা করিতেছেন।

বারেন্দ্র-বিপ্রকুল-গৌরব ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ অতি যত্নসহকারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নানাবিধ সেবায় রত আছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে একান্ত আনুগত্য, অমায়িকতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তিনি ভজন-পথে অগ্রসর হউন, গুরুবৈষ্ণবগণ ইহাই অভিলাষ করিতেছেন। শ্রীধাম প্রচারিণীসভা তাঁহার সেবাকার্য্যের বিশ্রম্ভতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আর এক মহাত্মার নাম আমরা এখানে কীর্ত্তন করিতেছি। এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি উত্তমঃশ্লোকের জন্য সর্ব্বস্ব সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রয় করিয়াছেন এবং নিরন্তর গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত আছেন। ইনি পূর্ব্বে মধ্যভারতপ্রান্তে কর্ম্ম করিতেন। জীব-জগতের শিক্ষার জন্য তিনি দেখাইলেন যে, মায়ার চাকুরীতে মজিয়া থাকিয়া কৃষ্ণের চাকুরীর একমাত্র পরমযোগ্য সুদুর্ল্লভ অনিত্য মানব জীবনটাকে নষ্ট করা কখনও বুদ্ধিমান অর্থনীতিজ্ঞের কার্য্য নহে। তিনি নিষ্কপটে "কৃষ্ণ তোমার হঙ"—এই কথা বলিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণ তাঁহাকে আমাদের বহির্ম্মুখদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। তাঁহার মঠাশ্রয়ের কয়েকমাস পূর্ব্বেই তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ভার্য্যা মহামায়ায় প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত বা অনাথ সন্তানের জন্য কোনও প্রকারে চিন্তিত না হইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আরও বিপুল উৎসাহের সহিত কৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সকল আদর্শ বর্ত্তমান জড়ভোগময় যুগের ইতিহাসে এক একটী মহাযুগান্তর আনয়ন করিবে। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় "লোকদেখান গৌরভজা" নহেন। তাঁহারা সত্য সত্য, যথা-

প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের এক একটী সেবক এক একটী চৈতন্যমঠ, গৌড়ীয়মঠ বা চৈতন্য-ভাগবত।

(ক্রমশঃ)

দশমী-বিদ্ধৈকাদশী

(ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

গত ৬ই বৈশাখ শুক্রবার একাদশী দশমী বিদ্ধা হইয়াছে। অতএব এক দিবস উপবাস সকলের পক্ষে অকর্ত্তব্য। দশমী-বিদ্ধা একাদশী শাস্ত্রসম্মত বিধান নহে। কি স্মার্ত্ত, কি বৈষ্ণব সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে দশমী-বিদ্ধা একাদশী বর্জ্জন করিবেন। নারদীয় পুরাণে উল্লিখিত আছে—

নোপোষ্যা দশমী-বিদ্ধা সদৈবৈকাদশী ক্রিয়া।
যমুপোষ্য নরো জহ্যাৎ পুণ্যং বর্ষশতোদ্ভবম্‌।

দশমীবিদ্ধা একাদশীতে কেহই উপবাস করিবেন না, সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা পরিত্যাগ করিবেন, যদি কোনও ব্যক্তি দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করেন, তবে তাঁহার শতবর্ষ সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে।

অন্যান্য পুরাণেও এই প্রকার উক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা ব্রহ্মে—

উপোষ্যৈকাদশীং মোহাদ্দশমী শেষ-সংযুতাম্।
ন নরঃ সুগমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥

যদি কেহ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত দশমীশেষ-সংযুক্ত একাদশীর উপবাস করেন, তাহা হইলে তিনি ইহামুত্র সুখলাভ করিতে পারেন না। স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

একাদশ্যাস্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসাচ্চনাদিকং।

বিদ্ধা একাদশীতে উপবাসরূপ অর্চ্চন করিবে না।

আরও উক্ত হইয়াছে—'যদা তু সূর্য্যোদয়ানন্তরং দশমী-যুক্তৈকাদশী অথচ পরদিনে ন নিঃসরতে তদা তাং বিহায় পরদিনে দ্বাদশ্যামুপবসেৎ। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর দশমী বিদ্ধা হইয়া একাদশী পরদিন না থাকে, তথাপি সে দিবস উপবাস না করিয়া পরদিন শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

অন্যান্য আরও অনেক পুরাণে দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব ৬ই বৈশাখ শুক্রবার একাদশীর উপবাস অকর্ত্তব্য।

বঙ্গবাসী পঞ্জিকায় উক্ত ৬ই তারিখে একাদশীর উপবাসের বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু কিরূপে ঐ বিধান পালন হইতে পারে? ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহুর্ত্তদ্বয় বিদ্ধা
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধাহন্যা পরিকীর্ত্তিতা

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তদ্বয় ব্যাপিয়া একাদশী আরম্ভ হইলেই তাহা সম্পূর্ণা বলিয়া উক্ত হয় অন্যথা বিদ্ধ বলিয়া স্থির করিবে। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অরুণোদয় বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষয়েদ্‌ ক্রিয়াপরঃ॥

অরুণোদয় বেলায় দশমী থাকিলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

ভবিষ্যপুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে—

অরুণোদয় কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম্॥

অরুণোদয়কালে দশমী দৃষ্ট হইলে উহাকে পাপমূলা বলিয়া জ্ঞান করিবে।

স্মার্ত্তগণ অরুণোদয়-বিদ্ধা স্বীকার না করিলেও ঐ দিবস সূর্য্যোদয়ের পরেও কয়েক পল দশমী রহিয়াছে। ইহাতে অবশ্য দশমীবিদ্ধা একাদশী হইতেছে সুতরাং উহা বর্জ্জনীয় না হইবে কেন? যদি দ্রাঘিমান্তরের পার্থক্যহেতু দশমী মানের ন্যূনতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাই প্রদর্শন করান উচিত ছিল। সূর্য্যোদয়ের পর পর্য্যন্ত দশমী স্থিতি দেখান হইতেছে, সুতরাং বিদ্ধা উপবাস নিষেধ কিন্তু বলা হইতেছে উপবাস কর্ত্তব্য। প্রতারণায় কাহার? ব্যবস্থাপক না ব্যবস্থা নিতের।

নানা কথা

ঝড় বৃষ্টি

গত ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। বেলা ৫টার পর হঠাৎ আকাশ নিবিড় মেঘজলে আবৃত হয় এবং ঝড় প্রবাহিত হইতে থাকে। সহসা কয়েক মিনিট পরেই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। সন্ধ্যার কিছু পরেই ঝড় প্রশমিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টিও বন্ধ হয়। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হইয়াছিল। পর দিন অর্থাৎ ১৯শে এপ্রিল প্রাতঃকালেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বেলা ৭ ঘটিকার পর আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে থাকে।

রুশিয়ায় নূতন বন্দোবস্ত

প্রকাশ, রুশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ একটি নূতন আইন পাশ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মবিষয়ক যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে দণ্ড প্রদান করা হইবে।

যে সমস্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সমবায় সমিতির সভ্য শ্রেণী হইতে নাম কাটিয়া দেওয়া এবং জমি চাষ করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া—এই দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত আইন দ্বারা আরও অনেক বিধি নিষেধ জারী করা হইয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে কেবল ধর্ম্মপ্রচার করাই চলিবে। কিন্তু লাইব্রেরী চালনা, সাধারণ শিক্ষা, প্রসার এবং আর্থিক উন্নতি বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদি কিছুই করা চলিবে না।

শ্রীরামপুর দাঙ্গার জের ধরপাকড়

গত শনিবার চড়ক উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মিস্ত্রি বাগান-তলায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, শ্রীরামপুর পুলিস ঐ সম্পর্কে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশকেই আরও তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

দাঙ্গার তদন্ত

হুগলীর জিলাম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, হালদার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টুর্নী মির্জ্জা গত সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐ স্থানে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করার পর কোনও গোলযোগ হয় নাই। শ্রীরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হাঙ্গামার তদন্ত করিতেছেন।

আহত ব্যক্তিদের অবস্থা

শ্রীরামপুর হাসপাতালে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, সেখানে ৭ জন মুসলমান ও ৮ জন হিন্দু মোট ১৫ জনের চিকিৎসা করা হইয়াছে। ৩ জন মুসলমানকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, আহত ৩ জন মুসলমানের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বৃন্দাবন-সমাচার

মিউনিসিপাল সহর বৃন্দাবনস্থ প্রেম-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র পাল মহাশয় জানাইতেছেন যে, উক্ত সহরে গোপনে যে কসাইখানা চলিতেছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ সহর-বাসী গভর্ণরের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার নাকি জবাব আসিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট কসাইখানা বন্ধ করিবেন না। ইহাতে সহরবাসী বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমরা পুনরায় সরকার পক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যাহাতে সহরবাসীর ধর্ম্মনিষ্ঠায় কোন আঘাত না লাগে, তদ্বিষয়ে সহৃদয়তা প্রদর্শন করিবেন।

আফগান-বিপ্লব

কাবুলের নিকট সমর-সজ্জা

পেশোয়ারের ১৭ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, বহুসংখ্যক হাজরা যোদ্ধা কাবুলের নিকট সমবেত হইতেছে, ফলে কাবুল বাজারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। দোকানপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাবুলের অধিবাসিগণ সহর পরিত্যাগ করিতেছেন। বাচ্চা-ই-সাকোর সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তিনি প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ আছেন এরূপ শোনা গিয়াছে। পেশোয়ারে একজন নবাগত বলেন যে, জেনারেল নাদির খাঁর পরিবারবর্গকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পরিবারের অর্দ্ধেক স্ত্রীলোককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ব্রিটিশ কন্সাল

জালালাবাদে ব্রিটিশ কন্সালকে নকীব সাহেব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া বিভিন্ন স্থানের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে, কিন্তু তিনি এখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই শুনিয়া সকলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কাবুলের দিকে নাদির খাঁ

প্রকাশ, নাদীর খাঁ বহুসংখ্যক জাজি মঙ্গল, জাদরান এবং আহমদজাই প্রভৃতি উপজাতি সমূহের লোকজন লইয়া কাবুল অভিমুখে অভিযান করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ কাবুল হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে আছেন।

হজরত সাহেবের পুত্র

পেশোয়ারের ১৭ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, জালালাবাদের নিকটবর্ত্তী চারবাগের হজরত সাহেবের পুত্র কান্দাহারে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আফগান বাণিজ্যদূত সর্দার আবদুল হাকিম খানের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। হজরত সাহেবের পুত্র রাজা আমানুল্লার সমর্থক। তিনি পূর্ব্ব আফগানিস্থানের অধিবাসীদের নিকট হইতে রাজাকে আহ্বানজ্ঞাপক কতকগুলি প্রস্তাব ও নীর চিঠিপত্র লইয়া আসিয়াছেন। তিনি সত্বরই কান্দাহার যাত্রা করিবেন। তাঁহার পিতা রাজদ্রোহের অপরাধে আমীর হবিবুল্লার বন্দী ছিলেন

সাধুর পরিচয়

সাধু কে, জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অসাধুর পরিচয় লওয়া আবশ্যক, যেহেতু বর্ত্তমানে সাধু নির্ণয় করা একটি সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, বহু অসৎ কপটাচারী ব্যক্তি নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া সাধুর স্বরূপ বা তটস্থলক্ষণগুলির ভাণ করিয়া সাধারণ লোককে ঠকাইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী ইত্যাদি আশ্রম-চিহ্নধৃগ্‌গণকে দেখিয়া অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণান্তর্গত ব্যক্তিকে দেখিয়া সাধুনির্ণয় করা যাইবে না; কারণ আধুনিক বর্ণ বা আশ্রম শাস্ত্রানুগ সত্যবিচার দ্বারা বিহিত নহে, অপার্থিক কলি-সমাজ দ্বারা কবলিত ও সংগঠিত। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অসাধুর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অসাধুর পরিচয়াত্মক শ্লোকের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

> অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার।
> স্ত্রীসঙ্গী এক, অসাধু,
> কৃষ্ণাভক্ত আর॥

'স্ত্রীসঙ্গী অর্থে যাহারা পরস্ত্রীতে আসক্ত এবং যাহারা নিজ স্ত্রীতে অবৈধভাবে আসক্ত। কৃষ্ণাভক্তগণ ত্রিবিধ—(১) মায়াবাদী, (২) ধর্ম্মধ্বজী এবং (৩) নিরীশ্বর।

মায়াবাদী—যাহারা সমস্ত সবিষয়ে 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়, ব্রহ্মকে মায়াতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতা সকলের দেহকে মায়িক দেহ বলে, জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার 'অহং-বুদ্ধি মায়ানিন্দিত' এইরূপ বলে; সুতরাং [illegible] 'মুক্তজীব' বলি[illegible] আর কোন অবস্থা থাকে না অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভে[illegible] [illegible] হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত করে।

[illegible]—যাহারা অন্তরে ভক্তি[illegible] বা বৈরাগ্যের লেশ মাত্র নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেষাদি করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর—যাহারা নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

এই সকল ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে যিনি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি সাধু। সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ কৃষ্ণৈকশরণতা।

যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন অথচ শুদ্ধ-ভক্তি-তত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া হরিভক্তের পূজা করেন না, তাঁহারা কনিষ্ঠ সাধু।

যাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষি ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন তাঁহারা মধ্যম সাধু।

যাঁহারা সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তাঁহারা উত্তম সাধু।

মোটকথা যাঁহার যে পরিমাণে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ হইয়াছে এবং কৃষ্ণৈকশরণতা লাভ হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে সাধুত্ব লাভ করিয়াছেন।

মাৎসর্য্যানল

পরসুখাসহিষ্ণুতার নামই মৎসরতা। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্ব্বজনী প্রেম-ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রচার দর্শনে মৎসর সম্প্রদায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানাপ্রকারে তাহার বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ সাহিত্যিকের সজ্জায়, কেহ বা শ্রীধাম তত্ত্বনির্ণায়কের সজ্জায় অন্তর ও ব্যতিরেক ভাবে নানাপ্রকারে গৌর-বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

কতকগুলি সাহিত্যিক আছেন, তাঁহারা বাহিরে 'গৌর-মানা' হইলেও অন্তরে প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীর দাস-সূত্রে মহাপ্রভু-প্রদর্শিত কোন বিচার-মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই যাহা কোন প্রকারে মহাপ্রভুর আচরিত বা প্রচারিত সিদ্ধান্ত নহে, তাহাকেই মহাপ্রভুর শিক্ষা বলিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতে একটা ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিতেছেন। ঐ সকল সাহিত্যিকের কুবিচার-ফলেই জগতে গৌরনাগরী, বাউল, ন্যাড়া, জাত-গোঁসাই, সহজিয়া, সখীভেকী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় প্রসারলাভ করিয়াছে। একটু ভাষাজ্ঞান বা ভাব-বিন্যাসের ক্ষমতা থাকিলেই লোকে তাহার অপব্যবহারক্রমে সাহিত্যিক বা লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির লোভে এমনই মোহিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা তাহার লেখায় সিদ্ধান্তবিরোধ কিংবা রসাভাস-দোষ প্রবেশ করিতেছে কিনা লিখিত বিষয়ের সহিত মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টের কোন বিরোধ ঘটিয়াছে কিনা কিম্বা প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ লিখিত মূলবিষয়কে প্রাকৃত ভাবের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া বিষয়টিকে অন্য প্রকারে গঠন করা হইতেছে কিনা,—এসকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিবার কোন ধৈর্য্য বা ক্ষমতা তাহাদের থাকে না বা তাহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। মহাপ্রভুর প্রতি যদি কাহারও একটু আন্তরিক প্রীতি বা মহাপ্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যদি কাহারও আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবেই না তাঁহার বিচারের সুষ্ঠু ও সংরক্ষণের জন্য একটু আন্তরিক চেষ্টা হয়, সিদ্ধান্ত-বিরোধের ভয় হয়? নতুবা কেবল বহির্ম্মুখ লোক চিত্ত-রঞ্জনার্থ শব্দপ্রবন্ধে ভাষা-সৌন্দর্য সংরক্ষণের দিকেই লক্ষ্য পড়িয়া যায়, 'সিদ্ধান্ত-সম্মত হউক আর না হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না।'—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। এ সকল কথা বিচার করিবার লোক কোথায়? আধুনিকযুগে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ও অর্থের বলে নিজেদের মনোধর্ম্মের কথাগুলি 'মহাপ্রভুর কথা' বলিয়া পুস্তকাকারে বা সাময়িক পত্রাকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িলেই আর কথা নাই। গ্রন্থকার বা সম্পাদক বলিয়া নাম ও জাহির হউক, তাহার পর যাহা হইবার হইবে। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থকার ও সম্পাদক হইতে গিয়া যে নিজের সঙ্গে সঙ্গে কত নিরীহ লোককে কুপথে চালিত করা হয়, জগতের কি মহা অনিষ্ট সাধন করা হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? শিক্ষিত সমাজ কি এ সকল বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখিবেন? সাহিত্য-পরিষৎ জগতে অনেক গুণী আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষিতব্য বিষয় কি কেবল প্রাকৃত ভাব ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা, না সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা? প্রাকৃত যুক্তি, তর্ক, ভাব ভাষাই কি অপ্রাকৃত নিত্য-সত্যের নিয়ামক হইবে? না অপ্রাকৃত সত্যকর্ত্তৃকই যাবতীয় যুক্তি, তর্ক, ভাব ও ভাষা নিয়মিত হইবে? যেখানে মত জন-পথা উদ্ভাবন করিয়া ব্যক্তিগত মতামতকেই বহুমানন করা হয়, সেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা কোথায়? সকল বিষয়ই যখন মনের ধর্ম্ম, তখন সে মনোধর্ম্মিগণের মতের সামঞ্জস্য কোথায়? সাহিত্যিকগণ এসকল কথা বিচার করিয়া থাকেন কি?

অপর কতকগুলি সাহিত্যিক আছেন, তাঁহারা প্রকাশ্যেই মহাপ্রভুর বিরোধ করিয়া বসেন। তাঁহাদের এরূপ বিরুদ্ধ হইবার কারণ ও মনোধর্ম্ম। প্রাকৃত মন দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনা করিতে গিয়া হিতে বিপরীত বুঝিবার স্বাভাবিকই গৌরবিরোধ। মহাপ্রভু-প্রচারিত সত্যের উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা সঙ্কীর্ণ যুক্তিতে ধারণা করিতে না পারিয়া ঐ সাহিত্যিকের দল তাঁহাদের সাহিত্য-মধ্যে গৌরসুন্দর সম্বন্ধে নানা অপরাধজনক অসত্যের অবতারণা করিয়া নিতান্ত অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধেও ঐ সাহিত্যিক-দল নানা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরসুন্দরের অলৌকিক মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যলীলা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমারই ন্যায় রক্তমাংসের দেহধারী জন্মমৃত্যুশীল মানব ছিলেন—এরূপ অপরাধজনক ধারণা লোকসমাজে প্রচার করা কি ভয়ঙ্কর মৎসরতা ও কপটতার পরিচায়ক নহে? ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত আমার মতটা জগতে সাহিত্যের নামে প্রচার পূর্ব্বক জগতে সাহিত্যিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আমি জগতের কি কল্যাণ সাধন করিতে পারি? বেদ, গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থ যাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, যিনি জগতের কোন জীবের কোন অনিষ্ট সাধন করেন নাই, বরং ভুবনমঙ্গল শ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া কলিহত জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়া হে সাহিত্যিকদল তোমাদের কি লাভ হইতেছে? বেদে যাঁহাকে "মহান্ প্রভুর্বৈ সঃ" "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" (সামবেদ), "সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈ স্বমনূ শিক্ষয়াত" (অথর্ববেদ) প্রভৃতি সহস্রনাম-স্তোত্রে যাঁহাকে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী", সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ প্রভৃতি এবং ভাগবত যাঁহাকে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" প্রভৃতি শ্লোকে উদ্দেশ করিয়াছেন, যিনি গীতার "পরিত্রাণায় সাধূনাং" শ্লোকোক্ত যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সামান্য মানব জ্ঞান নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। এই সকল হতভাগ্য মাৎসর্য্যানল-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ পাছের জ্বালায় অস্থির হইয়া সাহিত্যের নামে যে সকল আকথা কুকথা প্রচা[illegible]

করিতেছে এবং যে সকল ভাগ্যহীন মানব সেই সকল সাহিত্যের আদর করিতেছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া থাকেন—

নূনং নানা মদোন্নদ্ধঃ শান্তিং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥

আবার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছলে আর কতকগুলি গোষ্ঠী আছে, তাহারা কপটতা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি দেখাইলেও কি জানি কোন্ উৎকট গৌরপ্রীতিমূলে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন ধামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত ইতিহাস ও ভূগোলের স্থানবিশেষে পরিমাপিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিতেছে। ইহারা মহাজন-প্রদর্শিত ও সজ্জনানুমোদিত গৌরপ্রকটস্থলী অপ্রাকৃত শ্রীধামমায়াপুরের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া কণ্টক-পল্লীর মাহাত্ম্যেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরহরির যখন নদীয়ায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার প্রকট বিহারকালেই যখন বহির্ম্মুখ পাষণ্ডিদল তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয়জনবর্গকে নানা অকথা কুকথা বলিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, তখন এখন যে সম্প্রদায় ওইরূপ কিছু বলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সজ্জনগণ বহির্ম্মুখদলের ঐ সকল অপরাধপূর্ণ সাহিত্য ও আলোচনাদিতে আদৌ কর্ণপাত করেন না, নিরীহ লোকসকলকে মাৎসর্য্যানল হইতে সাবধান হইবার জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ঐ সকল মৎসর সাহিত্যিক ও ধামাপরাধীর নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল "সোনার চাঁদ ছেলের হাট" পাতিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোন একটীর কথা বলিতে গেলে হৃদয় স্বতঃই নাচিয়া উঠে। সেই সকল আদর্শ জীবনের কথা স্মরণ হইলে এ নিজ দুর্নিত জীবনে শিক্ষার উদ্দীপন হয়—আর কেবল শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্মের অনুভিন্দরূপ সেই সকল আদর্শ জীবনকুসুমের, শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় "কুসুমিতোরু কুসুমমালিকা" সৌগন্ধে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটী সেবকের নাম বলিতেছি, এই মহাত্মার নাম পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ। ইনি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—সর্ব্ববিষয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াও সম্প্রতি গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার স্নিগ্ধ সৌম্য দর্শন, ইঁহার সুমধুর সরলতা, ইঁহার নিষ্কপট সেবানুরাগ আদর্শ স্থানীয়। ইনি কিছুকাল শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীকুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তৎপ্রদেশবাসীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি দিল্লী গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হিন্দী, ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন, অকৃত্রিম সেবারূপে ইনি অতি অল্প দিন মধ্যেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একজন সেবক ও পৃষ্ঠপোষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় বিবিধ গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। এই মহাত্মা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বহুল প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের "ভক্তিবিজয় অতিথি ভবন" নামক একটী সুবৃহৎ সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং শ্রীধাম যাত্রিগণের আবাস স্থান বিস্তৃতির জন্য তিনি প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া বৃহৎ সেবকখণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, ইহাও জানাইয়াছেন, এরূপ বদান্যতা ও শ্রীধামসেবার আদর্শ নিষ্কপট গুরুবৈষ্ণবানুরাগীতেই সম্ভব। তিনি কেবল অর্থের দ্বারাই হরিসেবা করিয়া তৃপ্ত নহেন, কায়মনোবাক্যদ্বারাও তিনি হরিসেবায় বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার নয় দিবস এবং শ্রীযোগপীঠে জন্মোৎসবের তিন দিবস কাল তিনি মহাজনের পর্য্যবেক্ষণ-সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্বয়ং প্রসাদ বিতরণাদি সেবাতে ব্যাপৃত ছিলেন। পরম ভাগবত ভক্তিবিজয় মহোদয়ের অদম্য সেবাচেষ্টায় গুরুবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছেন।

আর এক বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাত্মার নাম আপনারা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি সেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্থান প্রদানকারী পরমভাগবত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়। এই মহাত্মা জগতে যে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপিলেন, তাহা বর্ত্তমানজগতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে গৌড়ীয় মঠের বাণী আজ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে চলিতেছে, সেই গৌড়ীয় মঠের কথার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নামও অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংলগ্ন থাকিবে। আমরা আশা করি, এই মহাত্মার সেবোৎসাহে আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আগামী বার্ষিক মহামহোৎসব—তাঁহার নবনির্ম্মিত 'শ্রীমঠেই' অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পারিব। কারণ জীবন অনিত্য, আর—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। অতএব অতি শীঘ্র তাঁহার সঙ্কল্পিত পরম শুভ সেবা কার্য্যের পূর্ণতা দর্শনে আমাদের অভিলাষ হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক ব্রহ্মচারী পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় সুনিপুণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি অল্পকালের মধ্যেই গুরুগৌরাঙ্গের সেবায় যেরূপ অনুরাগ ও নিষ্কপটতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি গুরুবৈষ্ণবের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। ইনি বাহ্যে অত্যন্ত শীর্ণকায়রূপে প্রতীয়মান হইলেও সেবাকার্য্য-নির্ব্বাহে ইঁহার অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিলে সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পত্রের কার্য্য পরিদর্শনের ভারও ইঁহার উপর ন্যস্ত। ইঁহার নিকট যাঁহারা চিকিৎসিত হন, তাঁহাদের দেহরোগ ও ভবরোগ উভয় পথ্য প্রাপ্ত হয়। উচ্চ শিক্ষিত ও চিকিৎসাবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া বহু অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভে সম্পূর্ণ সামর্থ্য থাকিতেও ইনি জাগতিক লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে ও নশ্বর উপলব্ধি করিয়া অতিঅল্প বয়সেই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র স্বার্থগতি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় যেরূপ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্বার্থান্ধ জগতের যেদিন উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইবে, সেদিন জগতে অশান্তি বলিয়া আর কিছু থাকিবে না—জগৎ নিত্যানন্দের বিহারক্ষেত্র হইবে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রগাঢ় সত্যানুরাগ ও বিনীত স্বভাব আদর্শ স্থানীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একজন সেবক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। এই মহাত্মা যখন শ্রীগৌড়ীয়ের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, "হরিভজনই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম", তখনই তিনি আত্মীয়-স্বজন, ধন লাভাকাঙ্ক্ষা, পাণ্ডিত্যাভিমান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়কে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের শরণাপন্ন হইলেন। ইঁহার শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিষ্কপট অনুরাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম, অমায়িক স্বভাব ও বৈরাগ্য আদর্শ স্থানীয়। ইনি প্রেক্ষণ নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সহিত প্রত্যেক সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার্হ।

কলিকাতা-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিকল্প মহাশয়ও গুরুগৌরাঙ্গের সেবায় বিবিধ আনুকূল্য করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিরাট তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারসেবার আনুকূল্যে একটী অশ্বযুক্ত শকট দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত অশ্ব ও শকট আজ শ্রীধামাগত সজ্জনবৃন্দের বহু সেবা করিতেছে। ভোগিগণ গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া ভোগস্থানে মায়ার সেবায় গমন করে, আর আজ সজ্জনগণ গাড়ী-ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় গমনাগমন করিতেছেন। ভক্তের গৃহে কোন পুণ্যফলে অশ্ব অবস্থান করিয়াছিল বলিয়াই অশ্বও আজ গুরুবৈষ্ণবগণের সেবা ও শ্রীধামপরিক্রমার অবসর পাইল। অভক্তের গৃহের অশ্ব অভক্তগণের ভার বহন করিয়া মায়ার অপবিত্র স্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকে। ইহা হইতেই ভক্ত ও অভক্তের পার্থক্য বুঝা যায়।

নিমতা-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে পঞ্চসহস্র মুদ্রা-ব্যয়ে একটী ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া শ্রীধামের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রীধাম ও শ্রীবৈষ্ণবনিষ্ঠার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার জামাতা এবং তাঁহার পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীগৌরপাদপীঠ-সংস্থাপনের সেবার আনুকূল্য করিয়া সপরিবারে গৌরপাদপদ্মের কৃপার নিত্যাধিকারী হইয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

একাদশী-ব্রতবিধি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—হে বৈমিনে! একাগ্রচিত্তে একাদশী-বিধান শ্রবণ কর। দশমী দিনে প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দন্তধাবন করিয়া অতৈল স্নান সমাধা করিবে। অনন্তর গন্ধাদি উপচারে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে একভোজন আচরণ করিবে। দশমীতে আমিষ, মসূর, মাষ

ও দুগ্ধভিন্ন, দ্বিবার ভোজন, পরান্ন, মৈথুন, মধু, কাংস্যপাত্রে আহারগ্রহণ, শিম্বপত্র, মসুর, মাষকলাই, মরীচ, ঘৃত ব্যতীত গব্য, অতিভোজন, অভ্যঙ্গপান, তাম্বুলচর্ব্বণ পরিত্যাগ করিবে। দশমীতে নিষিদ্ধ বস্তুগুলি দ্বাদশীতেও নিষিদ্ধ, তাহাতে সংশয় নাই। সম্পূর্ণ ব্রতফলাভিলাষী দশমী বা দ্বাদশীতে নিশিভোজন করিবে না। ব্রতী অনন্তর হবিষ্য করিয়া অপরাহ্নে পুনরায় বিধিপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। বা পবিত্র মুখপূর্ণ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। সায়ংকালে দেবমন্দিরে গিয়া চিত্তে কেশবের ধ্যান করিতে করিতে এই বলিয়া নারায়ণকে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবে—হে গোবিন্দ! আমি ভবৎসমক্ষে একাদশী-ব্রত গ্রহণ করিতেছি, আপনার পাদপদ্মের কৃপায় আমার এই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক। আমি অতি চঞ্চলচিত্ত, লোভ ও মোহে অভিভূত, আপনার প্রসাদ ব্যতিরেকে এই ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ। অনন্তর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক গেহ, গৃহের ভূ মধ্যে কুশশয্যায় শয়ন করিবে।

অনন্তর প্রভাতে দন্তধাবন না করিয়া দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে এবং বিষ্ণুপূজাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিবে। পরে নিশাকালে সমস্ত ব্রতিগণ একত্র হইয়া মাতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও মিত্রের সহিত শ্রীহরির উদ্দেশ্যে জাগরণ করিবে। হরিবাসরে বিষ্ণুমন্দিরে গুপ্ত পঙ্কদ্বারা বা অন্যান্য বর্ণদ্বারা শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন অঙ্কন করিবে, ধ্বজারোপণ, নানাবর্ণ পতাকাবলিদ্বারা মন্দিরসজ্জা, বিষ্ণুমন্দিরে মনোরম চন্দ্রাতপ, পুষ্পমণ্ডপাদিস্থাপন, বস্ত্র গৃহ করিলে চামরবন্ধনকার্য্যে মহাফলসমূহ পুরাণে উল্লিখিত আছে। অতঃপর শ্রীনারায়ণের প্রতিমা বা শালগ্রামশিলা তাহাতে স্থাপনপূর্ব্বক সংকল্প বস্ত্যয়ন, ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করিবে। অতঃপর আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, সোত্তরীয়বসন, উপবীত, নৈবেদ্য, আচমনীয়, কর্পূরাদি সহিত তাম্বুল ও নানাবিধ উপচারদ্বারা প্রহরচতুষ্টয়ে শ্রী-শ্রীর সহিত বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। এই বিষয়ে ধনদানে বিত্তশাঠ্য পরিহার করিবে। তৎপরে সকল বৈষ্ণব একত্র মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন, নৃত্য, স্তবপাঠাদি দ্বারা রাত্রিজাগরণ করিবে। এইরূপ জাগরণশীল ব্রতীকে দর্শনপর ব্যক্তিও সর্ব্ব সমুদয় মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। হরিবাসরে কদাপি পাষণ্ডগণের সহিত আলাপ করিবে না। তাহাতে সমস্ত পুণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মূঢ় পাষণ্ডিগণ বীণাধ্বনিশ্রবণে কুক্কুরের ন্যায় ভক্তিগণের শুকণ্ঠনিঃসৃত নারায়ণযশোগান শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হয় না। ভক্তিজন গান, নৃত্য বা স্তবপাঠ করিতে থাকিলে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা পাপী হয়। ত্রিভুবনমধ্যে হরিবাসর-দিবসে নৃত্য না করিলে প্রতিজন্মে খঞ্জ এবং সঙ্গীত না করিলে মূক হইবে। মধুসূদন মৃদঙ্গাদি বাদ্যে অতীব সন্তোষ লাভ করেন, অতএব তত্তৎকার্য্য বাদ্য করিবে। বেদাধ্যয়ন, পুরাণ, রামায়ণ, ভারত বা ভাগবত পাঠ করিয়া হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করিবে। নিদ্রা জয় করিয়া সতত কেশবধ্যানপূর্ব্বক শ্রীহরির প্রদক্ষিণ করিবে ও ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। পরদিন প্রভাতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক দুগ্ধদ্বারা শ্রীহরির স্নান করাইয়া পূজা করিবে এবং স্বশক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া দ্বাদশীমধ্যে পারণ করিবে। দ্বাদশী লঙ্ঘনপূর্ব্বক পারণ করিলে কোটিজন্মে উপার্জ্জিত সমুদয় পুণ্য নাশপ্রাপ্ত হয়। উপবাসদিনে নিশাকালেও যত্নপূর্ব্বক নিদ্রা বর্জ্জন করিবে এবং উভয়পক্ষে জাগরণ পালন করিবে। নতুবা ব্রত নিরর্থক হইবে। এই বিধানে একাদশীব্রতপালনকারী মোক্ষলাভ করে। অতএব জন্মমৃত্যুহরণের মূলীভূত সৎব্রতসার একাদশী চন্দ্রপ্রমুখদেবেরও কর্ত্তব্য।

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে শক্ত, পরমধার্ম্মিক, রাজনীতিবিদ্‌, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জিতশত্রু, নারায়ণপরায়ণ, হরিবাসরনিপুণ কোটিরথ নামে রাজা ছিলেন। সুপ্রজ্ঞানাম্নী প্রমদা, প্রিয়বাদিনী, পতিব্রতা, একাদশীব্রতপরা, সর্ব্বপ্রাণীর হিতৈষিণী, জাতিস্মরা, সুশীলা মহাভাগ্যবতী তাঁহার মহিষী ছিলেন। সেই রাজা যথাবিধানে দশমী পালনান্তে একাদশী রাত্রিতে জাগরণ-বিধি পালনে উদ্যত হইলে লোমহর্ষক কোন তেজস্বী বিপ্র তাঁহার জাগরমণ্ডপে সমাগত হইলেন। সেই বৈষ্ণব নৃপতি সস্ত্রীক সাগ্রহে পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। সেই অগ্নিসদৃশ বিপ্র তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া বহু সংখ্যক উৎফুল্ল ব্রতীকে সমাগমন করিতে দেখিলেন। কেহ নানা মনোরম পুষ্পদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিতেছেন, কেহ দিব্য গন্ধ, ধূপাদি উপহার দিতেছেন, কেহ কেহ পবিত্র স্ত্রকায় অলঙ্কৃত হইয়া গলদেশে তুলসীপত্রমালিকা ধারণ পূর্ব্বক শ্রীহরির অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা করতালধ্বনির সহিত সুমধুর গীত গাহিতেছেন। কেহ মনোরমার্থ কোমলাক্ষর বাক্যাবলী দ্বারা জগদীশের অনুপম স্তব করিতেছেন, কেহ শ্বেতচামর বা শীতল বীজন করিতেছেন, কেহ ললিত শ্রুতি-সুখাবহ বীণাদি বাদ্য সহকারে কেশব-স্তুতি গান করিতেছেন। সেই রাজা ও রাজমহিষী অতিহৃষ্টচিত্তে মধুর গীতের সহিত মনোহর নৃত্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বিপ্রবর শৌরি রাজদম্পতীকে বলিলেন—রাজন্! তুমি ও তোমার মহিষী উভয়ে ধন্য। পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় চরিত্র অতীব দুর্লভ। এই ভগবৎপ্রিয় একাদশীব্রত তুমি সস্ত্রীকে পালন করিতেছ, অতএব তুমি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তুমি সপ্তদ্বীপের সম্রাট্‌ হইয়াও শ্রীহরিচিত্তে নারায়ণাগ্রে সদাই নৃত্যগীত করিতেছ। তোমাদের এই অদ্ভুত অতীব নির্ম্মল বুদ্ধি কোন্‌ স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ, জানিতে ইচ্ছা করি।

সেই দ্বিজের বাক্য শ্রবণান্তে সুপ্রজ্ঞা ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—পূর্ব্বজন্মে আমরা একাদশীব্রত-প্রভাবে মহাপাতক হইতে যমরাজ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছি এবং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিপ্রভাবে এই দিব্য একাদশীব্রত পালন করিয়া পরম স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। শৌরি বলিলেন—সুন্দরি! যদি তুমি পূর্ব্বজন্ম কথা স্মরণ করিতে পার, তবে মদীয় কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা বিবৃত কর। পূর্ব্বজন্মে তুমি কে ছিলে, তোমার পতিই বা কে ছিলেন? তোমরা পাতকী হইলেও ধর্ম্মরাজ কেন মুক্তি দিলেন?

সুপ্রজ্ঞা বলিলেন—আমি পূর্ব্বজন্মে চিত্রপদা নাম্নী রতি-বিশারদা বারবনিতা ছিলাম। সেই জন্মে আমি নরকপ্রদ বহুল পাপ করিয়াছিলাম। ইনিও সদাচারহীন, পরদারাসক্ত, ক্রূর, তস্কর, সুরাপায়ী, নিত্যহন্তা, ক্রোধী, পুংশ্চলীপ, অহঙ্কৃত নিত্যোদর নামে শূদ্র ছিলেন। একদা উদ্ধত ব্যবহার-হেতু জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বেশ্যালম্পট ইনি আমার ভবনে উপস্থিত হইলেন। সুন্দর যুবক দেখিতে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক সুরত দ্বারা সন্তুষ্ট করিলাম। আমার সঙ্গ কামসুখানুভবে আনন্দিত হইয়া ইনি বিনীতভাবে আমার ভবনে বাস প্রার্থনা করিলে আমিও ইহার সহিত দম্পতিভাবে কাটাইতে লাগিলাম। একদা দৈবক্রমে একাদশী দিবসে উৎকট জ্বররোগে পীড়িত হইয়া আমি কোন ভক্ষ্য বা পানীয় গ্রহণ করি নাই। ইনিও আমার স্নেহপরবশ হইয়া বিষণ্ণ ভাবে পানাহার বর্জ্জন করিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে রোগে ব্যাকুল হইয়া ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালন পূর্ব্বক জাগরণ করিতে করিতে "হে নারায়ণ, হে হরে, হে কৃষ্ণ, আমায় রক্ষা করুন" এই প্রকার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। ইনিও জাগরণ করিলেন। উপবাস ও কেশবের নামোচ্চারণ-প্রভাবে আমাদের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইল এবং প্রভাতে সূর্য্যোদয় কালে ঐ জ্বরপীড়াতেই আমার দেহান্ত ঘটিল। ইনিও আমার মৃত্যুতে শোকে অতীব কাতর হইয়া সকল লোকে নিন্দা করিতে থাকিলেও মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজের জলদমিলোচন দূতগণ দৃঢ় পাশে বন্ধন পূর্ব্বক দুর্গম পথে আমাদিগকে যমসদনে লইয়া গেল। যমাদেশে চিত্রগুপ্ত পাপপুণ্যের বিচারার্থ প্রেরিত হইয়া বলিলেন—যদিও ইহারা মহাপাতকীদিগের মধ্যে নিতান্ত অধম, তথাপি একাদশীতে উপবাসহেতু ইহাদের সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়াছে। অনিচ্ছাক্রমেও যে ব্যক্তি পবিত্র একাদশীর ব্রত পালন করে, সেও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করে।

চিত্রগুপ্ত এই প্রকার বলিলে যমরাজ সহসা আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, অতঃপর মৃত্যুদেব আমাদিগকে চন্দন, পুষ্প, দিব্য বসন, আভরণ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া অমৃততুল্য নানাবিধ ফল ভোজন করাইলেন। তদনন্তর দিব্য স্তব দ্বারা আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া যম স্বয়ং দিব্য রথে উত্থাপন করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—আপনারা সর্ব্বপাপবর্জ্জিত মহাপুণ্যবানগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব এক্ষণে বিষ্ণুলোকে গমন করুন। বিনীত যমরাজ এইরূপ বলিলে আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলাম আমরা সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিব, কিন্তু নরকদর্শনে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করুন। অতঃপর আমরা রথে আরোহণ পূর্ব্বক তদ্দর্শনে সমুদয় নরক দর্শন করিলাম।

নরকদর্শনান্তর আমরা বিমান দ্বারা শ্রীনারায়ণ ধামে উপস্থিত হইয়া কোটীসহস্র যুগকাল দিব্য ভোগ লাভ করিয়া এই বিশুদ্ধ রাজকুলে জন্মলাভ করিয়াছি। অনিচ্ছা পূর্ব্বক কৃত হইয়াও যদি একাদশী এতদ্রূপ ফলদান করেন, তবে যাঁহারা ভক্তিসহকারে ঐ ব্রত পালন করেন, তাঁহারা বাসুদেবের কত অধিক অনুকম্পাভাজন হইতে পারেন, তাহার কথা আর কি বলিব।

সুপ্রজ্ঞার এবংবিধ পরমামৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্র একাদশীব্রতে সুদৃঢ় মনোযোগ দিলেন। সেই রাজাও মহিষীর সহিত বহুকাল সমুদ্ধি উপভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দিশাহারা পথিক

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সমুদ্রমধ্যে উপস্থিত হইলে যেরূপ দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ব্যতীত নাবিকগণের স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে যাওয়ার উপায়ান্তর নাই, সেই প্রকার তটস্থিত জীব মায়াকর্ষণে ভবসমুদ্রমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আমরা, দিশাহারা হইয়া দিগ্‌দর্শন যন্ত্র অভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি। কাহারও সান্ত্বনা

যাই বলিয়া প্রত্যেকে স্ব-স্ব, দেহ মনের যোগালে 'নিজনিজ সুবিধা খুঁজিয়া সেই হিসাবে নির্বাচিত মার্গে চলিতে চলিতে কেহ অন্ধকূপে, কেহ কণ্টকাকীর্ণ অগম্যপথে কেহ শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বিজন কাননে, কেহ বা অনুর্বর মরুপ্রান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হই। আবার এইরূপ ঘূর্ণায়মানাবস্থায় পথ হইতে পথান্তরে শেষসীমায় উপস্থিত হইয়া নব নব বিপদে প্রবেশ করি।

কেহ বা কর্ম্মমার্গ পছন্দ করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হই। কিন্তু কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের নির্বাণ হয় না বলিয়া কর্ম্মই পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে, কারণ আপাতমধুরকর কিছু মনঃপ্রসাদ লব্ধ হয় বলিয়া কর্ম্মই আমাকে কর্ম্মে ব্যাপৃত হইবার প্রেরণা করে। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মভোগে বিরতি না হয়, অথবা শ্রীভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠেয় বটে, কিন্তু কর্ম্ম করার সহিত অথবা কর্ম্ম করার উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন না থাকিলে কখনও অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া কর্ম্মফলে নিস্পৃহ হওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণের দ্বারা বহুবয়নবাদী ফলকামীর ব্যবসাদারী বুদ্ধিটা শিথিল হইয়া নাস্তিকতা দূর করে ও একায়নে স্থাপিত করিয়া আস্তিকতা আনয়ন করে।

কেহ বা যোগমার্গ ভালবাসিয়া প্রাণবায়ুকে আয়াম করণার্থে রেচক, পূরক, কুম্ভক, অভিস্থ করিয়া দেই। কাযটী খুব সোজা নহে, বিশেষতঃ অল্লায়ু দৈন্য ও সংযমহীন কলিজীবের পক্ষে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন বলিয়া অনেকে আরম্ভমুখেই ইতি দিতে বাধ্য হই। খুব কপালের জোর থাকিলে, অতি ভাগ্যে কারও অষ্টাদশসিদ্ধির দু'একটা ছিটা ফোঁটা লাভ করিয়া পাগলের হাতে খড়্গা দিলে যে অবস্থা হয়, সেইরূপ যোগৈশ্বর্য্য ভোগে নিযুক্ত হইয়া পড়ি। তাহাতে ভোগমাত্রা বৃদ্ধি করিবার সুযোগটা পাইলেই স্বেচ্ছাচারিতা আসক্ত হইয়া, বাস্তব পথের কোন্ সুদূর দেশে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইতে থাকি, তাহা কে জানে?

কেহ বা জ্ঞান-বিচারটাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া নেতি নেতি আরম্ভ করি। একেবারে শক্ত বৈরাগী হইয়া, আমি মিথ্যা, জগন্মিথ্যা, সকল মিথ্যা, সুতরাং সবছাড়া শেষে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া যে ধুয়াটী মুখে আবৃত্তি করি, তাহাও কার্য্যতঃ মিথ্যা হইয়া যায়। কে কার সাধন করিবে, সবই ব্রহ্ম, সুতরাং 'ব্রহ্মাস্মি,'ব্রহ্মাস্মি; 'সোঽহং সোঽহং', কেহবা 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্' প্রভৃতি বাণী আওড়াইয়া বিচরণ করিতে থাকি, কিছু দিন পরে মরিয়াই যাই।

মূল নীতি-যুক্ত পন্থার কথা। তদ্ব্যতীত নিরীশ্বর নাস্তিক নীতিশূন্য পন্থিকেরও যথেষ্ট আমদানী করিয়াছে। যাহাদিগের জন্য সংসারে অবস্থান করা দুর্ঘট। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদি মার্গ ও নীতিশূন্য নাস্তিক পন্থাবলম্বন করিয়া আমাদিগের কত কত লক্ষ লক্ষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তবুও স্বগম্য স্থানে যাইবার নিমিত্ত বাস্তব মার্গানুসন্ধানে বিরত রহিলাম। যদিও বা এই সকল অসংখ্য রাস্তার ন্যায় বাস্তব রাস্তাটী শুধু অন্ধকারাবৃত নহে, দিব্য জ্যোতিঃ দ্বারা দেদীপ্যমান, তবুও আমি উলূক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া সে জ্যোতিঃ দর্শনে বিমুখ। অন্ধ সমাজ কখনও বৈকুণ্ঠ-জ্যোতিঃ দর্শন করেন না, করিতেও চায় না। অন্ধের ন্যায় দিশাহারা পথিক হইয়া, সমশীল অন্ধগণের দ্বারাই চালিত হইয়া, এই সংসারেই কর্ম্মের উচ্চাবচ হিসাবে জন্ম মরণ-মালা পরিয়া, পুনঃ পুনঃ গতায়াত ও বিচরণ করিবে। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন সাধুসঙ্গ ভিন্ন কি প্রকারে জানিব যে—আমরা দিশাহারা পথিক? সর্ব্বাবতারী শেষশায়ী সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। এই শ্রীগুরুচরণে যিনি যত শরণাগত তিনি তত অধিক পরিমাণে দিক্ ও রাস্তা অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আজ কয়েক দিবসাবধি প্রাচীন নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ জলপাইগুড়ী জেলায় শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় চা বাগানের ডিরেক্টার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয়ের আগ্রহে আর্য্যনাট্য-সমাজমন্দিরে ১২ই ও ১৪ই এপ্রিল দুইদিবস বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজের সনাতনধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা ও সুকণ্ঠ গায়ক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ প্রভুর সংকীর্ত্তন হইয়াছে। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণে সবিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহে স্থানীয় বহু ভদ্রমহোদয়গণের গৃহে প্রত্যেক দিন ৩৪ স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইতেছে। ১১ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত গিরীশবাবুর গৃহে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঊনবিংশ বার্ষিক সংকীর্ত্তনোৎসবে এই শুদ্ধ ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া শুদ্ধনামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন শ্রবণ-সৌভাগ্যলাভ করেন।

১৪ই এপ্রিল নাট্য সমাজে সর্ব্বসাধারণী সভার পর উক্ত যোগেশবাবুর গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহাতে যোগেশবাবু স্বয়ং এবং অপরাপর শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দলাভ করেন। তৎপর রাত্রি ৮টার সময় স্থানীয় মাড়োয়ারীদিগের ঠাকুরবাড়ীতে উহাদিগের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজির ও ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভুর সংকীর্ত্তন হয়। ইন্‌কম্‌ট্যাক্স অফিসারবাবু ও অন্যান্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়া হরিকথাদ্বারা স্বস্বসন্দেহ-গ্রন্থি ছেদনের অবকাশ পাইয়াছেন।

ডেপুটী কমিশনারের আফিসের অবসরপ্রাপ্ত হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত ভৌমিক, এই পরম ভাগবতদ্বয় প্রচারক আচার্য্যগণকে স্বগৃহে স্থান দিয়া সবিশেষ সেবাগ্রহ দেখাইতেছেন। ইঁহারা বাস্তবিকই গৃহস্থ। অতিথি ও ভক্তসেবাই সর্ব্বপ্রধান কৃত্য। ইঁহারা তাহারই আদর্শ। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা কথা

পরলোকে নবাব নবাবালী

গত ১৭ই এপ্রিল প্রাতে বাঙ্গলা সরকারের খাস মন্ত্রী এবং লাট সাহেবের শাসন পরিষদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট অনারেবল নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী খান বাহাদুর সি, আই,ই, নিউমোনিয়া রোগে দার্জ্জিলিংস্থ 'ইডেন ক্যাসল' নামক স্বীয় ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ সমাধির জন্য ময়মনসিংহ জেলায় ধনবাড়ীতে তাঁহার নিজ আলয়ে লওয়া হয়। গত ১৮ই এপ্রিল প্রাতে তাঁহার বাড়ী হইতে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত একটি শব-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ ১৭ই তারিখ সমস্ত আফিস বন্ধ দিবার জন্য এবং গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বাড়ীতে রাজকীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত করিবার জন্য আদেশ দান করিয়াছেন।

নবাবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী ময়মনসিংহের ধনবাড়ীর সৈয়দ বংশে উদ্ভূত। তিনি ১৮৬৩ সনে ডিসেম্বর মাসে নাটোরে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা [illegible] পান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত [illegible] পরে ১৯০৮—১৯১১ সন পর্য্যন্ত [illegible] পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক [illegible] সদস্য থাকেন। ১৯১২ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য [illegible] ১৯১১ সনে দিল্লীর দরবারে ইহাকে ব্যক্তিগত উপাধি হিসাবে নবাব উপাধি [illegible] করা হয়। ১৯১৮ সনে ইনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬—১৯২০ পর্য্যন্ত ইনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ঐ বৎসরই তিনি মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯২১—১৯২৩ সন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২৩ সনে পুনরায় ঢাকা পশ্চিম মুসলমান নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হন এবং [illegible] মার্চ্চ পুনরায় মন্ত্রীপদ লাভ করেন [illegible] কিছুদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২৪ সনে ব্যক্তিগত উপাধি হিসাবে তাঁহাকে নবাব বাহাদুর উপাধি প্রদত্ত হয়। ১৯২৫ সনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শাসন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

পুরুষের বেশে নারী

হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রঘুনাথ কাহোয়া এবং কালকট্টি চামারণী একটি বালিকার গলা হইতে নেকলেস চুরি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। স্ত্রীলোকটিকে পুরুষের বেশে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট রঘুনাথকে ১৫ মাস ও স্ত্রীলোকটিকে ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

চাঞ্চল্যকর দালালী

জুয়েলার মণিলাল এণ্ড কোংর মণিলাল ভাইর পক্ষ হইতে টি, ডি মুখার্জ্জির বিরুদ্ধে ৩০০০৲ টাকা মূল্যের জহরতাদি সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতার এক অভিযোগ আনেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে আসামী জহরতের দালাল বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া কিছু জহরতাদি লয় এবং বন্দোবস্ত থাকে যে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা দশ টাকা করিয়া সে দালালি পাইবে। আসামী নাকি জিনিষগুলি কলিকাতায় বেচিয়া দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিয়া কাশী পলায়ন করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট জিনিষগুলির জন্য তল্লাসী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

মনোধর্ম্ম

জীবমাত্রেই মনোধর্ম্মী, সুতরাং তাদৃশ লোকগণের বাক্যের সত্তা কতটুকু, তাহা সহজেই আলোচনা করা যাইতে পারে। সকালের মন যাহা সঙ্কল্প করে, বৈকালেই তাহা বদলাইয়া যায়, অধিকাংশ সময় বিষয়টী দুইদিন পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিত্যক্ত হয়। এমন কি, এক মুহূর্ত্তমধ্যে মতির পরিবর্ত্তন বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষবিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

জীবমাত্রেরই উপরিউক্ত চারিটী দোষ আছে, কিন্তু বিজ্ঞ মহাজন শ্রীবেদব্যাস ঋষির বাক্যে কোন দোষ নাই বা থাকিতে পারে না; তাঁহার প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতে বিপ্রলিপ্সাদি কোন দোষ নাই। সেইজন্য জীবদুঃখদুঃখী সাধুগণ জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃ মহামুনি বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শরণগ্রহণ করিতে উপদেশ করেন।

অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ পারায়ণ করিয়াও মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রোজ্ঝিত কৈতব-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তিত আছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব।

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

যতদিন আমাদের কৈতব থাকিবে—ততদিন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা থাকিবে, ততদিন আমরা ভাগবতের কৃপা লাভ করিতে পারিব না এবং ভাগবতের (গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবত) কৃপা না হইলে মনোধর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটিবে না। জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত-বাদ্য-শ্রীমান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কবে পতিতপাবন-অবতারী নিতাই-গৌরের চরণে গললগ্নীকৃতবাসে কবে আমি আত্মনিবেদন করিতে পারিব?

ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র কি?

আমরা অনেক সময়ে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটী শুনিতে পাই—'আমার কর্ত্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে?' অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম্ম-জীবনযাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্যাবলীর একটী তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সঙ্কল্প করেন। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম। কিন্তু এতৎপূর্ব্বে একটী জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিকব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতি-গৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে তদ্বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালকার অভিভাবকের চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন, পতিগৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার ন্যায় উদ্দেশ্য-বিহীন গৃহকার্য্যগুলি সযত্নে সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী সুখশান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠানকারিণীকে ইন্দ্রিয়পরায়ণা, পাপ ও অধঃপতিত নরকেই নিক্ষেপ করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে 'সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা' বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুলখেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ মাত্র। বালিকার পুতুলখেলায় যাহা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতিসম্বন্ধবিমুখিনী ব্যভিচারিণী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটিই পতির সুখান্বেষণ-উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহপরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৬) ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত ভক্তের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এবং বিষয়ী ও অভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—'যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়সুখভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেবপিত্রাদি পূজার জন্যই তত্তৎ কার্য্য করেন, ভগবদ্ভক্তগণও তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য সেইরূপভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে মূত্রপুরীষত্যাগ হইতে শ্রবণ-কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

মূলকথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই। কেবল মাত্র অন্তরনিষ্ঠার ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্য্যই ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যে করেন, আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি নিজ নিজ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তত্তৎ কার্য্য করেন। যেমন সাধ্বী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশরচনা, গৃহ সংস্কার ও রন্ধনকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্যই করেন, আর নিজ সুখতাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তত্তৎ কার্য্যগুলিই নিজ অর্থাবিলাস-জনিত সুখের আশায় করিয়া থাকে।

অতএব আমাদের সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক, সম্বন্ধের পরে অভিধেয় অর্থাৎ আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না, আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না, যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে—নানাপ্রকার অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে, তখনই বালিকার অভিভাবকগণ এবং অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য পতিসেবা করেন না। কিংবা পতিসেবার পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখের উদ্দেশ্যে অলঙ্কার বা বেশ-ভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি চান —পতির সুখের জন্যই পতির সেবা, পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন, পতির সুখেই তাঁহার সুখ।

দেনা শোধ

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই অভাবের তাড়নায় অভাব মিটান বস্তুর সন্ধানে বেড়ায়; কখনও সে নিজের চেষ্টায় সেই বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে, আবার কখনও বা অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া লয়। এই ভাবেই সংসারটা চলিতেছে।

এ সংসারে অভাব নাই এমন একটীও লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যেহেতু সংসারই অভাবময়। আবার 'আমার অভাব আছে' এই বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই এই সংসারে আগমন করে। সুতরাং অভাবাগ্নির লেলিহান জিহ্বা সারা বিশ্বটাকে গ্রাস করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, আমরা ধনী, আমরা কাহারও ধারি না, বরং অপরে আমার ধারে—তাঁহারাও দেনাগ্রস্ত। বিশ্বপতি এ বিশ্বটা এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিশ্ববাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট ঋণী।

দেনার প্রকার অনুসন্ধান করিতে গেলে শেষ পাওয়া যায় না, তবে প্রধানতঃ বদ্ধজীব মাত্রেই পাঁচ প্রকার দেনাগ্রস্ত। (১) দেববৃন্দ, যাঁহারা আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূলে, ভোগের ইন্ধন সংগ্রহে অনেক সাহায্য করেন। যাঁহাদিগের কৃপা ব্যতীত যে বস্তুগুলি (দৈবাধীন বস্তু) অন্য মানবের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভোগাসক্ত জীবকুল আমরা দেব-ঋণে ঋণী।

(২) ঋষিকুল সংসারসুখ ত্যাগ করিয়া বহু বহু বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনালব্ধ পারত্রিক সুখের সন্ধান দিয়াছেন, যাহা অনুসরণ করিয়া পরকালে বিবিধ বিলাস-সম্ভার সংগ্রহের সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা ঋষিঋণে আবদ্ধ।

(৩) জনক জননী ব্যতীত বদ্ধজীবের জড়দেহ লাভ অসম্ভব। সুতরাং পিতামাতার কৃপায় আমরা এ বিশ্ব দর্শন করি। তাঁহাদিগের অপার করুণাবিন্দুর অভাব হইলে আমাদিগের জীবন-সংশয়। তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা যে কত সুখ সুযোগ পাই, তাহা বলা যায় না বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যের সাক্ষাৎ দেব-দেবী বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করি। এই ভাবে আমরা পিতৃ-ঋণে ঋণী।

(৪) এসংসারে একে অপরকে সাহায্য না করিলে চলা যায় না। আমরা মানব

অতএব সর্ব্বাগ্রে নিত্যপতি ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভগবানকে নিত্যপতিরূপে বরণ করিয়া একমাত্র তাঁহার প্রীতি অনুসন্ধানই ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র।

আমরা যেমন অপরকে সাহায্য করি অপরের নিকট হইতেও বহুভাবে সাহায্য পাইয়া থাকি, সুতরাং তাঁহাদের নিকট ঋণী।

(৫) মানবেতর পশু, পক্ষীর ভিতর কতকগুলি আমাদিগকে সাক্ষাদ্ভাবে আর কতকগুলি পরোক্ষভাবে উপকার করিয়া থাকে। কতকগুলি পশুর নিকট এত বেশী উপকার পাই যে, তাহাদিগকে অন্নদাতা পিতা বলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই ভাবে ভূত-ঋণে ঋণী।

দেনা করিলে শোধেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরিউক্ত পাঁচপ্রকার দেনা শোধের ব্যবস্থায় শাস্ত্র বলেন—যজ্ঞের দ্বারা দেব-ঋণ, শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ, তর্পণের দ্বারা পিতৃঋণ, অতিথি-সৎকারের দ্বারা নৃঋণ এবং আহারাদি দ্বারা ভূতঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

সামান্যবুদ্ধিতে দেনাশোধের ব্যবস্থাটী ভাল বলিয়াই বোধ হয়, এবং অনেকে এইমাত্র উপায়জ্ঞানে সেই সেই পন্থা গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ ব্যবস্থাকে চরম বা একমাত্র ব্যবস্থা বলা যায় না। কারণ উপরিউক্ত পঞ্চদ্বারে আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন সুযোগ মাগিয়া লইতেছি। আর শুধু এই জন্মের মত নহে। অনাদিকাল হইতে কত লক্ষ লক্ষ দেহ লাভ করিয়া আসিতেছি। প্রত্যেক জন্মেই পাঁচ প্রকার দেনায় পড়িয়াছি। সুতরাং আমার দেনা শুধু আমাকে আপাদমস্তক ডুবায় নাই—বহু বহু জন্মের দায়ে ফেলিয়াছে যদি দেনার একটা কিনারা হয়, তবে তাহা শোধ দেওয়া যায়, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাকে নূতন নূতন দেনা না করিলে চলে না, তাহার দেনা কখনই শোধ হইবার নহে। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পিতৃঋণ শোধ দিতে না দিতে জন্মলাভ করিতে হইয়াছে। আবার নূতন পিতার ঋণ পড়িল, আবার এই দেনা শোধ না দিতে পরজন্ম আসিল, এই প্রকারে সূক্ষ্ম বিচারে দেখিতে গেলে পাগল হইতে হয়। তখন কেবল চিন্তা হয়—উপায় কি?

আমরা যখন কোন বিষয়ে কূলকিনারা না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ি, কাহারও আশা-ভরসায় থাকিলে যখন আমাদের চলে না, তখন একজন আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করেন। তিনি আর কেহই নহেন—সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ সকলের মূল। সকলের রক্ষক, পালক এবং নিয়ন্তা। চরাচর স্থির, দৃশ্যাদৃশ্যালোক সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। দেবতা বলুন, পিতৃগণ বলুন, মানবকুল বলুন, ভূতকুল বলুন, সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহাদ্বারা রক্ষিত। সুতরাং আমরা যদি একাগ্রচিত্তে, সব দেনা ফেলিয়া—দেববৃন্দ যাঁহার সেবক, পিতৃগণ যাঁহার সেবক, মানবকুল যাঁহার সেবক ভূতগণ যাঁহার সেবক সেই সর্ব্বপ্রভুর চরণসেবায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে আমাদের দেনার চিন্তা বিন্দুমাত্রও থাকে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥

আমরা অজ্ঞ, তাই বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন না করিয়া শাখা-প্রশাখায় জল দিবার জন্য ব্যস্ত হই। প্রত্যহ—তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং শ্লোক আওড়াই বটে, কিন্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য জীবকে বা বস্তুকে পৃথক্ পূজ্য বুদ্ধি করিতে ছাড়ি না! ভাবি সেই সকল অসন্তুষ্ট হইলে আমার উপায় কি? কিন্তু আমি একথা ভুলিয়া যাই যে, ভগবানের সত্তায় সকলে সত্ত্ববান, ভগবানের দয়ায় সকলেই জীবিত। তিনি অসমোর্দ্ধ পুরুষ। যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাহা হইলে কি দেবতাকে, ঋষিকুলকে পিতৃগণকে, অন্যজীবকে এবং প্রাণীকে ঘৃণা করা হয় না? কিন্তু ঘটনা তাহা নহে। দেবারাধ্য, পিতৃগণারাধ্য, ঋষিকুলবৃন্দ্য, সর্ব্বজীবপ্রভুর আরাধনায় আরাধকগণের আনন্দ বৃদ্ধি হইবে না কি? প্রভুর সেবায় দাসগণের যদি আনন্দবর্দ্ধন না হয়, তবে প্রভু-সেবাবিমুখ অসতের সঙ্গ কখনই বুদ্ধিমানের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইতে পারে না। শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া অপরকে পৃথক্ পূজ্যবুদ্ধিতে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা অপরাধী। আর যে পিতৃকুল বা আত্মীয়বর্গ নিজ নিজ সন্তানাদিকে শ্রীভগবানের সেবা ছাড়াইয়া নিজেদের পূজা করাইবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারাও কু-দার্শনিক দুর্ব্বাসারই ন্যায় বিপদে পড়িবেন। বিমুখবিমোহিনী মায়াদেবীর দাসত্বে আমাদের আজ এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, সর্ব্বপিতা শ্রীভগবান্ হইতে আমরা উদ্ভূত—এই জ্ঞানের অভাবে জড়দেহধারী পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি অভিমান করিয়া মূল পিতার সেবা ছাড়িয়া মায়াজনিত 'মায়া' পিতামাতার সেবাকে ভগবৎসেবা হইতে বড় বিচার করিয়াছি। আমাদের চৈতন্যের অপলাপ দেখিয়া বিশ্বগুরু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

গুরুকরণ-প্রণালী

ভক্তিলাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—সদ্গুরুপদাশ্রয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" বেদ বলেন,—ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি' হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে।" "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন।" "যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান্, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমনি শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।" শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্গুরুর পাদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈকশরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।

আত্মকল্যাণকামি ব্যক্তিমাত্রেরই পারমার্থিক গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। পারমার্থিক গুরুবরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্যলাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে" (ভক্তিসন্দর্ভ)। বিষ্ণুস্মৃতি বলেন,—"শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 'গুরু'পদবাচ্য নহেন।" "স্নেহ বশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তিবিলাস)।" কেহ যদি এই সকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন অগুরুকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তিবিলাস)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে; কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন,—"এরূপ অসদ্গুরু পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ)। "যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অন্যায় কথা কীর্ত্তন করেন ও [illegible] যিনি শিষ্যগণের [illegible] গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই [illegible] কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সমর্থন করেন।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"গুরু যেরূপই হউক না বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা শুদ্ধদ্রব্য হইতে দুগ্ধ বা অমৃত [illegible] আর কিছুই খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে।"—এই সকল কথা সমর্থন করিবার জন্য বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র এই সকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন না কেন' এরূপ দুঃসঙ্গবিচার বর্জ্জন না করিলে কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে।

পরমার্থ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, "যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনি আচার্য্য।" উৎপথগামী কখনও 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, শোকক্লিষ্ট, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানের শরণাপত্তিরহিত ব্যক্তি কখনও 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারে না। এক দোঁহায় কোনও একজন ভক্তকবি লিখিয়াছেন,—

"গুরু-লোভী শিখ্ লালচি, দোনো খেলে দাও
দোনো বপুরা ডুব মরে, চঢ়্‌হে পথিরকে নাও॥"

অর্থাৎ যে গুরু অর্থলোভী এবং শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইহারা দুই জন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগর পার হইবার জন্য পাষাণের ন্যায় দৃঢ় কাষ্ঠ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক খেয়া পার হইতে যান, তাহা হইলেও দুই জনই নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

সুতরাং শ্রীগুরুদেবৈকবাক্যতায় সরলতার সহিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি বাঞ্ছা-রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-ভজনই জীবের একমাত্র কৃত্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

জলপাইগুড়ী [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারক [illegible] বিদ্যা [illegible]

শ্রীশ্রী ... স্বামী

... ও ... অদ্য ... গ্রামে ... স্থানীয় ... শ্রীযুগলকারী, ভক্ত ... ভক্তি-রাজ্য-শিরোমণি শ্রী ...নিত্যানন্দাচার্য, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু ও ... ব্রহ্মচারী ও ভক্ত-গণ ... জলপাইগুড়ী টাউনে কয়েক দিবস-যাবৎ জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

অন্যান্য সহর অপেক্ষা জলপাইগুড়ীর বৈশিষ্ট্য এই—এখানে যাঁহারা বসবাস করেন, তাঁহারা প্রায় সকলে ঔপনিবেশিক হইলেও, সরকারী চাকরী প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে স্থানীয় ভূসম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। বিশেষতঃ জমিদার পাল-গণের ... আবাদের জায়গা 'চা'-বাগান বিস্তারের একটী প্রধান কেন্দ্র-স্থল। এখানকার লোকেরা যত অধিক সময় কর্ম্ম-কোলাহলে ব্যস্ত, তেমনটী অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে আর কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। অবশ্য এরূপ কার্য্য-ব্যস্ততার ফল-স্বরূপ মালক্ষ্মী দেবীর কৃপা দৃষ্টির বাহিরে বড় কেহ নাই। মা লক্ষ্মীর কৃপা পাত্র যিনি যত বেশী, তিনি ততোধিকমাত্রায় রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ প্রমোদ, কলা বিদ্যা হইতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিপালন করিতে পারেন। এই সকল কার্য্যের ব্যবসায় লইয়া যাঁহারা উহাদিগের ব্যাপৃত হন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক কল্যাণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ স্থলে হরি-সম্বন্ধিনী কোন কথারই স্থান নাই। এখানে জাগতিক বিচারে দেহমনের সুখ-সম্বর্দ্ধন-যোগ্য রসের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পারমার্থিক বিচারে একটী মরুভূমি বিশেষ। যেস্থানে শ্রীহরির কথামৃত সিঞ্চিত হয় না, সেস্থানে মরুভূমি হইতেও ভীষণ মৃত্যু-ভয়-দাতা অগ্নিকুণ্ড বিশেষ!

এহেন মরু-রাজ্যে আজ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীপদ-রেণু সংস্পর্শে যেন প্রেমের বন্যা আবির্ভূত। অবশ্য এবন্যা আমার ন্যায় প্রাকৃতরস-মত্ত অষ্টৈশ্বর্য্য-প্রমত্ত আসব পানাসক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শও করিতে পারিবে না; কারণ অভিমান পর্ব্বতের শিরোদেশে আসন পাতিয়া নির্জ্জনতার উপবিষ্ট। যতই প্রবল বন্যা আসুক না কেন, জগৎ ডুবু ডুবু হউক না কেন, অভিমানের গৌরী-শৃঙ্গে যাহারা থাকিবে, তাহাদিগের কোন চিন্তা নাই। পারমার্থিকগণের বিচারে আমরা বড়ই দুর্ভাগা হই না কেন, দুঃখে তাহে রত্নাকরে সুখে আছি তো? তবে আর দুঃখ কি? "খাব দাব বেড়াইব ... ..." কিসের এত ভাবনা!

আমরা দেহ ... সুখেই থাকি, আর সুখেই থাকি—পরমহংস অবস্থায় বৈষ্ণব ঠাকুরগণ, আমাদিগের মর্ম্মচিন্তা ও অত্যন্ত দুঃখ দৈন্য দর্শনে বড়ই ব্যথিত। তাঁহারা প্রকৃষ্ট রূপে অবগত আছেন, সংসার-সুখে যে জীব যত শ্রীমন্ত, সে তত বড় দুঃখী। তাই তাঁহাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে চাই না, তাঁহাদের কোন কথায় কর্ণ নিয়োগ করি না, তবু যেন আমার চৌদ্দ পুরুষের ঋণের দায়ে জড়িত আসামীর মত, দ্বারে ঠেকিয়া, কত মতে কাকুতি মিনতি করিয়া, আমার নরক বাসের আয়োজনের সময় হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সময় ভিক্ষা লইয়া হরিকথা শুনাইতে ব্যস্ত! তবুও শুনিনা। আমাদিগের চক্ষু আছে, ইহা বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস কামারের হাপরের ন্যায় প্রাণহীন ভিন্ন আর কিছুই নহে, আমাদের হৃদয় পাষাণাপেক্ষা কাঠিন্য লাভ করিয়াছে, অপস্বার্থপরতা মায়া মমতা দ্বারা সীমা-বদ্ধ হৃদয়ে একটুকু স্থানও নাই, যাহাতে এরূপ মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়-বিদারক ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে বা শ্রবণে সামান্য দাগটীও বসিতে স্থান পায়। ধন্য আমরা মানব জাতি, এই কলিকালে!

সেদিবস আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, প্রবীণ ব্যবহার-জীবী সহায় সম্পদে ধনৈশ্বর্য্যে প্রথিত-নামা শ্রীযুক্ত * * * রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ স্বামিজী ও গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ভক্ত-সহ উপনীত হইলেন। তিনি তখন সাংসারিক কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। সাধুদর্শনে বর্ত্তমান কালে মানুষের যেমন একটা অশ্রদ্ধা-জনিত ভাবের উদ্রেক হয়—প্রথমতঃ এখানে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। তবুও পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুর অজ্ঞাত সুকৃতি দানার্থে তাঁহাকে কর্ম্ম-জঞ্জাল হইতে ক্ষণিক অবসর লওয়াইয়া, তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা আগত-প্রায় সংবাদ দিয়া মনুষ্য জন্মের একমাত্র কৃত্য, পরমার্থানুসন্ধান সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু বহু কথা কীর্ত্তন করিলেন। এই সকল সত্য কথা শ্রবণে উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান উকিল মহোদয় বুঝিলেন—ইঁহারা জগতের ডাইলিউসন করা বাস-মসল্লা-মিশ্রিত আধুনিক বেশ-ধারী অসচ্চরিত্র দুর্ভাগার দল নহেন। ইঁহারা বাস্তবিকই বিশ্ববাসীদিগকে মহা সৌভাগ্য দান করিতে সমর্থ। তাহার প্রমাণ তিনি কিছু সময় পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, এখন তদপেক্ষা অনেক সুস্থতা বোধ করিতেছেন। তাই তিনি "সরল প্রাণে প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "মহাশয়! কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তিগুলিই আমার চক্ষুশূল। ইহারা ... ... হইলেই হই।

অবাক্ কাণ্ড!

"কি সুখে ভাসিল জীব
গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

—এই মহাজন বাক্যটী অধুনা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়, মাসিক শ্রীসজ্জনতোষণী বা দি হারমোনিষ্ট ও দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ এবং ভক্তিগ্রন্থাদি দ্বারা ও আদর্শ-চরিত্র সুশিক্ষিত বৈরাগ্যবান্ ভক্তগণের দ্বারা শ্রীগ্রন্থ পাঠ,কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-মুখে জগতের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর সুবহুল প্রচার দেখিয়া মৎসর সম্প্রদায় একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আমাদের গ্রন্থাদি কিম্বা সাময়িক-পত্রসমূহ যেখানে যেখানে যাইতেছে, সেখানেই মৎসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়া ... ... বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মূর্খগণ জানে না যে সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে, মিথ্যার কখনও জয় নাই। বহিন্মুখ দল সত্য প্রচারে যত অধিক বাধা প্রদান করিতেছে, শুদ্ধভক্তগণ ততই তাহার সহস্রগুণ অধিক উৎসাহের সহিত সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছেন।

পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥

শুদ্ধভক্তগণ রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী অসুরগণের পরিণাম উত্তম-রূপেই জ্ঞাত আছেন। সুতরাং তাঁহারা বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের কুচেষ্টায় আদৌ ভীত নহেন।

বৃন্দাবন-নবদ্বীপ যেখানে যাওয়া যায়, এরূপ লোকের অভাব নাই। আমার ওকালতি কালে আমার অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র জনৈক গোসাই সামান্য কিছু অর্থ-লোভে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া ফেলিলেন, ইহা আমার প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা। তিনি বহু শিষ্যের গুরু আচার্য্য! সেই হইতে আমি আরও এ রকম ভক্তবিটল শ্রেণীর উপর বিতৃষ্ণ।" প্রভৃতি। এই সকল বাক্য শ্রবণে গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অনেক কথা বুঝাইয়াছিলেন যে, "আপনি যাহা-দিগকে কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব, গোস্বামী বলিয়া ধারণা করিয়া এরূপ ভাবে নিজ অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা কৃষ্ণের কোন সন্ধানই জানে না। শুধু উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধির চেষ্টার নানা প্রকার সাধুর বেশ ধারণ করিয়া সরল প্রাণ ব্যক্তিদিগকে কুপথগামী করিতে বসিয়াছে। আপনি বাস্তব সাধু দর্শন করেন নাই, সাধু-দর্শনের ফল সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া কৃষ্ণাসক্তি প্রবলা হওয়া। ইহাই সাধু দর্শন স্পর্শনের স্বরূপ লক্ষণ।" এই সকল বাক্য শ্রবণে উকীল মহাশয় বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং এখনও সংসারে বাস্তব কৃষ্ণভক্ত আছেন, তাহাও উপলব্ধি করিলেন। বৃথা কাজে সময় যাইত বলিয়া আক্ষেপও করিলেন!

এক্ষেত্রে অনাচারী, আচার্য্যব্রুব অসদাচারী অবৈষ্ণব বৈষ্ণবব্রুবদিগের কি কৈফিয়ৎ রহিয়াছে, যদ্দ্বারা বিশ্ববাসী কৃষ্ণ-ভোগী সকলের মুখাচ্ছাদন করা যায়? —জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী।

নদীয়াপ্রকাশে যে সকল সত্যকথা প্রচারিত হইতেছে,তাহাতে ব্যবসাদার ধর্ম্ম-ধ্বজিদলের ভণ্ডামি ক্রমে ক্রমে সবই ধরা পড়িতেছে দেখিয়া ধর্ম্মধ্বজিদল মরিয়া হইয়া নদীয়াপ্রকাশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ঐ সকল বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি আর কোন দোষ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—নদীয়াপ্রকাশের কাগজের উপর যখন জুতার বিজ্ঞাপন থাকে, তখন উহা অস্পৃশ্য, অদৃশ্য। কেহ বলিতেছে,—নদীয়াপ্রকাশ বড় বৈষ্ণব নিন্দা করেন। কেহ বলিতেছে,—নদীয়াপ্রকাশে কতক-গুলি সাম্প্রদায়িক কথা থাকে ইত্যাদি। এইরূপ যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই বলিয়া কোন না কোন প্রকারে নদীয়া-প্রকাশের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা কমাইবার যত্ন করিতেছে। কিন্তু ভাগ্যবান্ লোক-গণ বুঝিয়াছেন যে, নদীয়াকে যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ সংকীর্ত্তনৈকপিতা মহাপ্রভু। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বার্ত্তা-পরিপূর্ণ বলিয়া শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রও তদ্রূপ নদীয়া-প্রকাশ মহাপ্রভুর শাব্দিক অবতার। নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীগৌরনারায়ণ ও তাঁহার অনুগজনের শ্রীপাদপদ্মে বিনামা শোভিত হইতে পারে, তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই। বরং সেই বিনামা যিনি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই ধন্য হইবেন। বিজ্ঞাপনদাতাও সপার্ষদ শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্মে বিনামা পরিধান করাইতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। যাঁহারা এরূপ বিচার অবলম্বন না করিয়া বিষ্ণুর ভোগ্যবস্তুকে প্রাকৃতজ্ঞানে ঘৃণা করিবার স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন, যেহেতু জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরে দেওয়ালের গায়ে অশ্লীল ছবি অঙ্কিত রহি-

[illegible], যেহেতু জগন্নাথও দ্রষ্টব্য হয়েছেন। বিজ্ঞাপনদাতা যদি নদীয়া-প্রকাশের কৃপায় কিছু অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহাতে লোকের এত মাৎসর্য্য কেন? ছিদ্রানুসন্ধানকারিগণের দশাই এইরূপ। রামচন্দ্রপুরী গম্ভীরায় মহাপ্রভুর নিকট পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল—মহাপ্রভু রাত্রে মিষ্টি খান, তাই পিপীলিকা বেড়াইতেছে। তর্কপন্থা বা অনুমানের এই রূপেই ব্যভিচার দুষ্ট হইয়া থাকে। নদীয়া প্রকাশের কলেবরের বিজ্ঞাপনগুলি নদীয়া-প্রকাশের কিছু সেবানুকূল্য করিয়া থাকে। সেগুলিও লোকগুলি তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চাহে। এমনই মৎসরতা!! যাঁহারা এক পয়সা দিয়া কাগজটী লইয়া নদীয়া-প্রকাশের প্রচারকগণকে একেবারে বড়লোক করিয়া দিতে চাহেন, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে দু'চারটী কথাও শুনাইয়া দেন, তাঁহারা ত' নদীয়া-প্রকাশের সেবায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন? মোট কথা জগতের লোক চাহে কতক গুলি বহির্জগতের উত্তম-কথা লইয়া মজিয়া থাকিতে, সত্যানুসন্ধিৎসা যদি প্রকৃত পক্ষে কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তির থাকিত, তাহা হইলে তিনি জুতার বিজ্ঞাপনটী মাথায় করিয়া নাচিতে নাচিতে ভিতরের সত্য আলোচনা করিতেন। 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা' এইরূপ অসারবাদীরা যত কথাই বলুক না কেন, নদীয়া-প্রকাশের সেবকগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না।

নদীয়া-প্রকাশ কোন সাম্প্রদায়িক কথা প্রচার করেন না। মহাপ্রভু ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রভু মাত্র নহেন। তিনি নিখিল জীবের উপাস্য তত্ত্ব—সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহার কথা কীর্ত্তন করাকে কখনও সম্প্রদায় মত প্রচার করা বলে না।

নদীয়া-প্রকাশ বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, এ কথা নিতান্ত পাষণ্ডীরাই বলিয়া থাকে। নদীয়া-প্রকাশের সেবকগণ বৈষ্ণবনিন্দার ভয়াবহ পরিণাম ভালরূপেই জানেন। অবৈষ্ণবের বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধকে লোক সমক্ষে প্রচার করিয়া নিরীহ লোকসকলকে সাবধান করিয়া দেওয়ার নাম বৈষ্ণব-নিন্দা নহে। মালাতিলক-ধারী, স্ত্রীসঙ্গী, লম্পট, গৃহমেধী ভোগিদলের মধ্যে বৈষ্ণবতার গন্ধ মাত্রও নাই।

সুতরাং বন্ধুবর্গের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন মৎসরদলের প্ররোচনায় ভুলিয়া নদীয়া-প্রকাশ মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় না করেন। নদীয়া-প্রকাশের বাণী—স্বয়ং মহাপ্রভুর বাণী, তাহাতে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষের গন্ধ মাত্র [illegible]। নদীয়া-প্রকাশের নির্ভৎসনা সাধু-গণেরই পরম সত্য বর্ণিত হইয়া থাকে। 'সদা সত্যমেব বিজয়তে, নানৃতম্'।

সমালোচনা

আমরা 'নিতুর নিমাই' নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইলাম, গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু। মূল্য এক টাকা চারি আনা। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীসরস্বতী প্রেস হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত রমণী-মোহন বসু, দত্তপাড়া। আমরা উদীয়মান লেখকের রচনা-চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করি। গ্রন্থখানি লোক-চিত্তরঞ্জন হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানিতে নদীয়ায় মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে বহির্ম্মুখ নগরবাসিগণের নানাভাবে সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধ-চেষ্টা, কাজি-উদ্ধার ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণার্থ গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তবে ভাষার লালিত্য রক্ষা ও জন-মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক স্থলে যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষের আবাহন করিয়াছেন এবং মূল বিষয়ের প্রামাণিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাহা শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট কতটা আদর লাভ করিবে, তাহা বিবেচ্য। মূল বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগলীলা ও আশ্রয়ের ভাব বিভাবিত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বিপ্রলম্ভ-রসের মধ্যে সম্ভোগরস আনিয়া ফেলিলে রসাভাস-দোষ ও গৌরনাগরীবাদরূপ অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে তত্ত্বানভিজ্ঞ-জনগণের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় জনগণ কতদূর প্রীত হইবেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদোক্ত পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিপ্রবেশী প্রাকৃত কবির বৃত্তান্ত হইতেই দ্রষ্টব্য।

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥"

যাহা হউক, গ্রন্থকার যদি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীস্বরূপ গোস্বামি প্রভুর "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥ তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণিবা নির্ম্মল॥" এই হিতোপদেশের সার-বক্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৈষ্ণব সদ্গুরুচরণাশ্রয় ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি পরিণামে একজন সুলেখকরূপে সজ্জন-সমাজে আদৃত হইতে পারিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

বামুনপুকুরিয়ার বাজারে

ভীষণ দাঙ্গা

গত ২১শে এপ্রিল রবিবারে বামুনপুকুরিয়ার খোন্দকার রেজাউল হক্ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খন্দকার সৈয়দহোসেন সাহেবের প্ররোচনায় গ্রামস্থ এবং অপর গ্রামের প্রায় তিনশতাধিক লোক লাঠি, দা, ইট প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বহুকালের বামুনপুকুর হাটবাজারের ঘরগুলি কাটিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। সৈয়দ সাহেব নিজে বন্দুকসহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া লোকজনকে হুকুম দিয়া এই কার্য্য করাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। অপর পক্ষ (বাজারের মালিকেরা) অযথা দাঙ্গা এবং রক্তপাতের আশঙ্কায় বিশেষভাবে বাধা না দিয়া থানায় জানাইয়াছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতেয়ান হইয়াছে এবং পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

বামুনপুকুরিয়ার কতকগুলি বদমাইস ও গুণ্ডাশ্রেণীর লোক অনেক দিন হইতে স্থানীয় ভদ্রলোকের উপর নানারূপ অত্যাচারাদি করিয়া আসিতেছে একথা আমরা পরপর অনেকবার আলোচনা করিয়া আসিতেছি। এমন কি ঐ গুণ্ডার দলের ভয়ে কেহ উহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ মোকর্দ্দমা বা সাক্ষ্য পর্য্যন্ত দিতে পারেন না। স্থানটী সদর সবডিভিসনের ৭ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এবং নবদ্বীপ থানা হইতে মাত্র দু মাইল দূরে। এইরূপ দিন দিন অরাজকতা হইয়া উঠিলে নিরীহ প্রজাগণ ওখানে কিরূপে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মোটের উপর বামুনপুকুর ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য একটী বিশেষ অশান্তির স্থান হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে নদী প্রামাণিকের গর্ভবতী গাভীটীকে হত্যা,—স্থানীয় শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী ষণ্ড হত্যা, বিগত দুর্গোৎসবের সময়ে ঠাকুরের নাসিকা ও মস্তক কর্ত্তন করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসমূহের অঙ্গহানিকরণ, প্রকাশ্য বাজারের সময়ে দেবেন্দ্র মোদকের দোকানের মিষ্টান্নাদি বলপূর্ব্বক রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া, স্ত্রীলোকের উপরে অত্যাচার প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার কি [illegible] প্রতিকার হইবে না? এসব দেখিয়া শুনিয়া আমরা একবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছি। এরূপ সুশাসিত শান্তিময় ইংরাজ-রাজত্বে যে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত।

নানা কথা

শ্রীযোগপীঠে মহোৎসব

গত ১৬ই বৈশাখ সোমবার মায়াপুর যোগপীঠে মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ও পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য অতিথি অভ্যাগত মহানন্দে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বারদোল

কৃষ্ণনগর বারদোলের মেলা গতকল্য শেষ হইয়াছে। এবার মেলায় বহু যাত্রী হইয়াছিল। মেলায় দেখিবার প্রধান বিষয় থাকে ঠাকুর সেবার নিলাম! ঠাকুরকে নিলামের পণ্যদ্রব্য করিতে দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে! জানি না, এদেশের দুর্দ্দশা আর কবে ঘুচিবে!

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ

গুরুদাস সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য নামে একজন স্বর্ণকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার এক অভিযোগ আনিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে বাদী প্রতিবাদীর নিকট ৩০৲ টাকা লইয়া ৪৫০৲ টাকার গহনাপত্রাদি বন্ধক দেন, যখন তিনি গহনাপত্রগুলি খালাস করিতে যান, তখন বাদী জানায় যে, সে শুধু একজোড়া পায় জোড় বন্ধক রাখিয়াছে। বাদী-পক্ষ হইতে প্রতিবাদী-পক্ষকে রোকা ও খাতাপত্র দাখিল করিতে বলেন, প্রতিবাদী পক্ষ হইতে খাতাপত্র আদালতে দাখিল করা হয়। প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, যে খাতাপত্র তাহারা চাহিয়াছিলেন, উহা তাহা নহে। প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ইহা ছাড়া আর কোন খাতাপত্র তাহাদের নাই। তখন প্রতিবাদী পক্ষ হইতে খাতাপত্রাদির জন্য তল্লাসী পরোয়ানা চাওয়া হয়, তদনুযায়ী তল্লাসী করিয়া খাতাপত্র আদালতে দাখিল

[ঈশ্ব]র স্বরূপ-বিচার

ইহ জগতে আমরা তিনটী বস্তু দেখিতে পাই। বস্তু তিনটীর নাম —ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছা-শক্তি নাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু, গৃহ, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন; ইহাদের বিচার-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তাঁহার জড়-শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ-চেতন-পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। ভাগবতের ১১।৩।৩৬ শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম পিপ্পলায়ন বিদেহরাজ নিমিকে বলিয়াছেন,—"হে নরেন্দ্র। যিনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু, স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তিকালেও ধ্যানাদিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব জানিব।"

জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের জড়েন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,—ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত [illegible] শ্রবণ করেন। [illegible] যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বিষয় অবগত আছেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

সকল পদার্থেরই এক একটী স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও স্বরূপ আছে। ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩২ শ্লোকে ভগবানের স্বরূপের বিষয় এইরূপভাবে বর্ণিত আছে,—"যাঁহার বিগ্রহ আনন্দস্বরূপ, চিন্ময়, নিত্য এবং উজ্জ্বল, সুতরাং জগৎ হইতে বিভিন্ন, যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই নিখিল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য জগৎকে দর্শন, পালন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" জড়বস্তু মাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতনপদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতনপদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীরবিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময়-স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটিই তাঁহার আকার। সেই আকার কেবল আমাদের শুদ্ধ-চেতনময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে দেখিতে পাই। ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে—"ভক্তিরূপ লোচন-যুগলকে প্রেমরূপ অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত করিয়া সাধুগণ নিয়তকালের জন্য হৃদয়-মধ্যে অচিন্ত্যগুণ ও স্বরূপবিশিষ্ট যে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করিয়া থাকি।"

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া তাহারা মনে করে যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে। এই জন্যই গীতায় ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পর-সম্ভূত (স্ত্রীপুরুষের মৈথুন-সম্ভূত), অধিক আর কি, কাম-হেতুকই বলিয়া থাকে।"

মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করে, তাহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না; তাহাতে তাহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে।

"কেহ মানে, কেহ না মানে,
সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তাঁর হয় সেই পাপে
নাশ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

ঋণশোধ

কর্ম্মমার্গীয় ধর্ম্মাচারিগণ নিজে ভোক্তা সাজিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কার্য্যেই নানাপ্রকার ত্রুটী ও প্রত্যবায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাঁহারা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও নৃঋণ—এই পঞ্চ-ঋণে ঋণী। তাঁহাদিগকে ঐ সকল ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে হোম দ্বারা দেবযজ্ঞ, অধ্যাপন-অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলি দ্বারা ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সৎকারাদি দ্বারা নৃযজ্ঞের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে সে যেমন পুনর্ব্বার গায়ে ধূলা কাদা মাখে, তদ্রূপ কর্ম্মমার্গিগণ পুনঃ পুনঃ ঐ সকল যজ্ঞাদি সাধন করিয়াও আবার পাপকার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া তাহাতেই বিজড়িত হইয়া পড়েন। কথায় বলে,—"জননীর একবিন্দু দুধের ধার শোধ করিতে পারা যায় না।" জীব কত যোনি পরিভ্রমণ করিতেছে এবং কত পিতামাতাকে প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং সে কি প্রকারে ঐ সকল পিতামাতার ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? তাহা হইলে কোন দিনই কি জীবের ইহ সংসার হইতে মুক্তি হইবে না? কখনই কি তাহার ভববন্ধন-শৃঙ্খল মোচন হইবে না? যদি কাহারও এইরূপ সংশয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে অভয়বাণী দিয়া থাকেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

অর্থাৎ

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে
শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষিপিত্রাদিকের
কভু নহে ঋণী॥

হরিভজনের উদ্দেশ্যে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব নশ্বর ক্ষুদ্র সংসারের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিশাল সংসারে প্রবিষ্ট হন, তবে তাঁহার মহাপাতকে লিপ্ত হওয়া ত' দূরের কথা, তিনি ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষগণের সহিত স্বয়ং পরমাগতি লাভ করিয়া ধন্য হন।

যে কুলে বৈষ্ণব হয়
সে কুল উদ্ধারে।
স্বর্গে নৃত্য করে আর
পিতৃলোক তরে॥

আত্মসমর্পণ

মনুষ্যগণ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধন ভজন করিতেছে, কিন্তু যে পর্যন্ত তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করা যায়, সে পর্য্যন্ত বৃথা পরিশ্রমই সার হয়।

আত্মসমর্পণের অর্থ—নিজেকে প্রদান করা। অতএব ভগবানে আত্মসমর্পণ বলিলে এই বুঝাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, তদপেক্ষা বড় অথবা তাঁহার সমান কেহ নাই। তিনি স্বাধীন পুরুষ, তাঁহার ইচ্ছায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। জীব তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবের কোন কার্য্য হইলেই অর্থাৎ তাঁহার সেবা ভুলিয়া নিজে কর্ত্তা বা ভোক্তা সাজিলেই তাহাকে ভগবদ্দাসী মায়া সংসারে নিক্ষেপ করিয়া নানারূপ দুঃখ প্রদান করিতে থাকেন।

যখন জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট হইয়া সাধুগণের কৃপায় নিজ স্বরূপ উপলব্ধ করিতে শিখে, তখনই সে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—হে ভগবন্, আমি নিজে ভোক্তা সাজিয়া কামক্রোধাদি রিপুগণের সেবায় কত কাল না অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাদের কতই না দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি,

প্রভু আমার প্রতি তাঁহাদের দয়া হইল না আমারও লজ্জা হইল না। হে প্রভো, সম্প্রতি জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার নিকট আসিয়াছি, আমাকে নিজদাস্যে নিয়োগ করুন।

ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে আমাদের ভগবদভিন্ন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "নৃদেহমাদ্যং" শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, এই নরতনু ভবসমুদ্র তরণের নৌকা এবং গুরুদেব কর্ণধার স্বরূপ। যদি উহা শ্রীগুরুদেবের নিকট সমর্পিত হয়, তবে তাহা ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অনায়াসে ভবসমুদ্রের পরপারে বিরজা ব্রহ্মলোক পার হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ধন্য হয়। আত্মসমর্পণকারীর অভিমান এইরূপ,—

মানস দেহ গেহ যে কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়াপদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদবরণে॥
মারবি রাখবি যে ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীট-জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
বিনোদ-সেবক কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥

আত্মসমর্পণের অর্থ গীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো" (৯।৩৪ এবং ১৮।৬৫) শ্লোকের অনুশীলনপূর্ব্বক তদনুসরণ করা। রাজভক্তের রাজসেবা ব্যতীত নিজের স্ত্রীপুত্র আত্মীয়াদির চিন্তা করিবার অবসর থাকে বা করিলে কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভগবানে আত্মসমর্পণকারীর পক্ষে একমাত্র ভগবচ্চিন্তা, ভগবৎকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই করিবার উপায় নাই, তাহা হইলেই তাহার অন্যাভিলাষাদি আসিয়া ভক্তিপথে বিঘ্ন ঘটাইবে। শ্রীকৃষ্ণকেই নিজস্বামী জানিয়া—পরমপুরুষার্থ জানিয়া অনবচ্ছিন্ন মধুধারাবৎ সর্ব্বদা চিত্ত সুনিবিষ্ট করিতে হইবে। দেহ, মনঃ এবং বাক্যের সহিত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাশ্রয় করিতে হইবে, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় অভিনিবেশ আসিয়া তাহাকে লুব্ধ বা চঞ্চল করিতে পারিবে না।

যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ

বৈকুণ্ঠধাম কিরূপ?

বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, পেরিস প্রভৃতি স্থানসকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে, জড় শরীরের পদ চালন করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ স্থানীয় প্রদেশ নয়। সমস্ত জড় জগতের অতীত একটী অবস্থান-বিশেষ। ব্রহ্মসংহিতার ৫।৫৬ শ্লোকে সেই ধামের স্বরূপ এইরূপ ভাবে বর্ণিত আছে,—

"যেস্থানে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীগণ যাঁহার

উপলব্ধি হয় না, কৃষ্ণে আত্মসমর্পণও হয় না। যখনই কৃষ্ণদাস্য অনুভব ও স্বীকার করিয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণে উৎসর্গ করিবে, তখনই তাহার প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিমান দূরে যাইবে এবং নিষ্কপটে আত্মপরিচয় দিবে,—"আমি ব্রাহ্মণ নহি ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নহি, কিন্তু উদ্দীপিত নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদকমলের দাসানুদাস। তখন জীবের অন্য কোন অভিলাষ থাকে না, কেবল এই বাসনা হয়,—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ অধম দাস করে সেবা অভিলাষ॥

হায়! কৃষ্ণবিমুখ বিষয়বিষ্ঠাকূপগত কীট আমি—জড় অভিমান-অগ্নিজ্বালাময় আমি—দেহমনঃসর্ব্বস্ব আমি কতটুকু ভগবানকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছি? পদে পদে প্রত্যেক কার্য্যেইত আমার নিজের কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দিয়া থাকি। বরং কোন কষ্টে পড়িলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া থাকি যে, ভগবানই আমাকে দুঃখ দিতেছেন। তখন আর "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক আওড়াই না, এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করি না যে, আমি নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে আসিয়া দুঃখ পাইতেছি। শ্রীগুরু-ভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের নিকট নিষ্কপট কৃপা প্রার্থনাই এই দুঃসহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। কবে আমি বলিতে পারিব—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

কান্তা, স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই কান্ত, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণে পরিবেষ্টিত, জল অমৃতময়, কথা সমুদায়ই গান, গমনমাত্রই নৃত্য, বংশীই প্রিয়-সখী, চিদানন্দই জ্যোতিঃ এবং তাহাই পরম আস্বাদ্য, যথায় সুরভিগণের উধঃপ্রদেশ (স্তন) হইতে প্রসিদ্ধ সুমহান্ ক্ষীরাব্ধি (দুগ্ধধারা) ক্ষরিত হইয়া থাকে, এবং যথায় অর্দ্ধনিমেষ পরিমিত সময়ও বৃথা যাপিত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজনা করি। এই সংসারে যাহাকে সাধুগণ "গোলোক" এই নামে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ সেই গোলোকবেত্তা সাধুগণ স্বল্পসংখ্যক।" এই বৈকুণ্ঠধাম চিন্ময়, নিত্য ও নির্দ্দোষ। তাহা জড় চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না বা জড় মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্যধামে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া তদীয় নিত্য পার্ষদরূপে সেবা-সুখ লাভ করিতে পারিব।

জড়জগৎ ও দুঃখ

আমরা যে স্থানে বাস করিতেছি, তাহা জড় জগৎ নামে অভিহিত। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হইয়া পড়ে। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপালি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্ব্বদাই আছে। শীত, উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহ নির্ম্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

এই সংসারে অমিশ্র সুখ বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাবসকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে অবস্থান করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধামবাসী হইতে পারিলে আর অনিত্য সুখ দুঃখ কিছুই থাকিবে না, তখন অজস্র নির্ম্মল নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বর শ্রীহরির সন্তোষসাধনে যত্নবান্ হওয়াই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর-ভজনের প্রয়োজনীয়তা

যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। এ সম্বন্ধে ভাঃ ৭।৬।১-৫ শ্লোকে দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে আমরা জানিতে পারি,—প্রহ্লাদ কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! এই মনুষ্যজন্মে কৌমারকালেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করা উচিত; তাহার কারণ এই যে, মানব-জন্ম অতি দুর্ল্লভ, কদাচিৎ লব্ধ হয়, তাহাও আবার স্থির থাকে না। অতএব এই জন্মে মহাপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পাদ-সেবাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর এবং সুহৃদ। হে দৈত্যতনয়গণ! ইন্দ্রিয় জন্য যে সুখ, তাহা দেহযোগ-দ্বারা দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্র অর্থাৎ পশ্বাদি দেহেও পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্ট-বশতঃ বিনা যত্নেই লভ্য হইয়া থাকে। তদর্থ প্রয়াসকরণে কোন ফল নাই, তাহার নিমিত্ত প্রয়াসে অনর্থক পরমায়ুর ব্যয় মাত্র। অধিকন্তু মুকুন্দ চরণ-সেবন দ্বারা যেরূপ পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ প্রকারে তদ্রূপ মঙ্গলও পাওয়া যাইতে পারে না। এ কারণ সংসার প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ শরীর পুষ্ট থাকে এবং যাবৎ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সত্বর হইয়া আত্মকল্যাণার্থ যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

আপাততঃ আমরা সংসারের সুখভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিব,—এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। কারণ এক মুহূর্ত্তে যে আমাদের মৃত্যু হইবে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বালককালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যল্প শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে। জীবনের প্রথম হইতে ভগবদ্ভজনে যত্নবান্ হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিঘ্নাবলী দূরীভূত হইতে থাকিবে, এবং ক্রমে ক্রমে আমরা নিজ নিজ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া আমাদের স্বরূপের নিত্য-বৃত্তি ঈশ্বর-ভজনে আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক এই মানব-জন্মের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারিব।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।৬।১-৫ দ্রষ্টব্য

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

পত্র

ওঁ শ্রীকৃষ্ণ

চট্টগ্রাম, ৯।২।২৯

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু! প্রিয় যতীন, আশাকরি বেশ শান্তিতে আছ। শ্রীগৌরভজনে তোমার নবানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক। সজ্জনের মুখে শুনিতে পাই, তুমি নূতন গুরু লাভ করিয়া এবং নূতন ভজন পাইয়া নিজকে খুবই ভাগ্যবান্ ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছ। বাস্তবিক গৌরব করিতে হয়, ত' শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৌরব করা ভাল। আর যে প্রেমধন লাভ করিয়াছে, সেই-ই প্রকৃত ভাগ্যবান। অন্যধনের ধনীকে ভাগ্যবান্ বলি না। আমরা তোমার ভাগ্যে আনন্দিত হইতেছি। কারণ তুমি আমাদের নিজজন। তোমার পাশ ধরিয়া আমরা অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইব। শুনিয়াছি, একজন বৈষ্ণবে একা চতুর্দ্দশ গ্রাম পবিত্র করিতে পারে। তোমার নিয়মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ভগবান্ তোমার ধারণানুযায়ী পথে তোমায় টানিয়া লউন। তবে আমরা পতিত, অজ্ঞ ও কৃপাবিহীন বলিয়া অবৈষ্ণবের মত আমাদিগকে তুচ্ছ করিও না, বা ঘৃণা করিও না। বরং মহাজনের ন্যায়—পতিতপাবন বৈষ্ণবের ন্যায় মনে প্রাণে ইচ্ছা করিও এবং তোমার গৌরের নিকট বলিও, যেন ব্রজের পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। সাধনভজনে জীবের রুচি যদি বিভিন্ন হয়, তার জন্য তোমার গৌরই দায়ী। রুচি অনুযায়ী যার যে প্রকার ভজন, সে যদি একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত তাহা করিয়া যায়, ভগবান্ তাকে নাকি তদনুযায়ী ফল দান করেন। যে যাহা চায়, কৃষ্ণ তাহাকে তাহাই দেন। উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া ও গন্তব্যস্থান ঠিক রাখিয়া যে যে-পথে যাউক না কেন, দু'দিন আগে আর পরে, সরল বা বক্রপথে, সুখে বা দুঃখে একদিনি না একদিন সে পৌঁছিবেই, এটা আমার বিশ্বাস। তোমাদের ন্যায় বৈষ্ণবের সদিচ্ছাই আমাদের সাহস ও সম্বল। সুতরাং তাই আমার অজ্ঞতাহেতু

সারমর্ম আমাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন,—"অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরম-কল্যাণলাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য অভিশাপ দিও না, বরং কৃপা করিও। পরিবারের একজনে একটা ভাল বস্তু পাইলে সকলকে দিয়াই খায়। আমারও তাই তাই আশা। তোমার গৌর—পতিতপাবন! তোমরাও তাই হও॥ ইতি—

বৈষ্ণবকৃপাকাঙ্ক্ষী

দীন—'

উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়তঃ

কালগ্রহোষ্টেল

ময়মনসিংহ।

৬।৩।২৯

বৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই :—প্রিয় কবিরাজ দা,—আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে—বোধ হয় গত জানুয়ারী মাসের শেষভাগে আপনার নিকট একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম। কিন্তু পত্রখানির উত্তর আপনার পরিবর্ত্তে ডাক্তারভায়ার কাছ থেকে পাইয়া বাস্তবিক বিস্মিত হইলাম। আপনার কাছে লিখিত পত্রের উত্তর ডাক্তারের হাত থেকে আসাটা যদি তেমন দোষের ও বিস্ময়ের না হইয়া থাকে, তবে ডাক্তারের লিখিত পত্রের জবাবও আপনার কাছে লিখিলাম বলিয়া তেমন কিছু হইবে না আশা করি।

ডাক্তার আমার আত্মীয় পিসতুতো ভাই। তাতে আবার বয়সে আমার কিঞ্চিৎ বড়। তার উপর অতি বাল্যকাল থেকে উভয়ে সহপাঠী,—উভয়ে মারামারি—গলাগলি করিয়া বাল্যজীবন কাটাইয়াছি। কিন্তু ডাক্তারের পত্রের সুর প্রথম থেকেই উপহাসব্যঞ্জক। সে আমাকে শিরোনামায় লিখিয়াছে—"পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু।" চিঠিখানি খুব সম্ভবতঃ আপনি দেখিয়াছেন। চিঠিখানিতে আদ্যোপান্ত আমার প্রতি এইরূপ উপহাসের ভঙ্গিত আছে। আপনাকে আত্মীয় মনে করিয়া আমার সত্য-বিশ্বাস আপনাকে জানাইয়াছিলাম। আপনিও তাহার ভুলভ্রান্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মীয়ভাবে জবাব দিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইতাম। কিন্তু এইভাবে উত্তরটা পাওয়াতে এবং ডাক্তারের উপহাসে আমি প্রাণে একটু কষ্ট পাইয়াছি, আমাকে অনর্থক অন্যের উপহাস্য করিলেন কেন?

আপনি আজীবন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকটেই সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও একটা আর্য্যশাস্ত্রেরই ব্যবসা করিতেছেন। অতএব শাস্ত্র কি বস্তু, ইহার প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয়তা কেন ও কোথায়, তাহা আপনি জানেন ও বুঝেন। অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি আপনার নিকট সহজেই আশা করা যাইতে পারে—নাস্তিক্য আপনাতে সম্ভাবিত নহে। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃই নাস্তিক—তাহারা শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ ডাক্তারগণ—তাহারা মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করে কিনা—নিতান্ত প্রত্যক্ষবাদী। অপ্রাকৃত জগৎ ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়াই দিলাম—প্রাকৃত জগতের জড় বস্তু বিষয়েও কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয়তা নাই? আপনি কি প্রাচীন শাস্ত্রাদি একেবারে বাদ দিয়া, অধ্যয়ন ও অনুসরণ না করিয়া, শুধু আপনার মনের খেয়াল ও ধারণানুযায়ী চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে ও ব্যবসা করিতে পারিতেন? এবং যদি করিতেন, তাহার মূল্য, বৈজ্ঞানিকতা, বিশ্বস্ততা ও উপকারিতা কি পরিমাণ হইত বলুন দেখি? যদি স্থূল-সূক্ষ্ম-জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধেই শাস্ত্র-প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য হয়, তবে কি শুধু ইন্দ্রিয়াতীত মনোবুদ্ধির অতীত, মায়ার অতীত বিষয়েই শাস্ত্রের কোনও উপযোগিতা থাকিবে না? জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্র এবং সিদ্ধ-মহাজনগণের বাক্য ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার আর কোন উপায় জগতে আজও পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে কি? আপনি ইহাও অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, এই ভারতেই ঐ সকল তত্ত্বের চরম আবিষ্কার হইয়াছে, জগতে আর কোথায়ও এত সকলের পূর্ণ বিকাশ নাই। অতএব ভারতের শাস্ত্র ও মহাজনগণের কথা স্বাধীনে মানিয়া লওয়া ভিন্ন ভগবত্তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার আর অন্য পদ্ধতি নাই।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—
তুগং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

আপনি ইহাও জানেন যে, সকল শাস্ত্র মধ্যে শ্রুতি বা বেদই মূল প্রমাণ। অন্যান্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য বেদের আনুগত্যের উপরেই নির্ভর করে। ইহাও বোধ হয় আপনার জানা আছে যে—বৈষ্ণব ধর্ম্ম (সনাতন ধর্ম্ম) সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগোস্বামিগণের প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত শাস্ত্রসকলও তদ্রূপ প্রামাণ্য। যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বাদ দিয়া কবিরাজী ব্যবসা করাও যা', এই সকল শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যাজন করাও তাহাই। জগতে কৃষ্ণ-নাম-প্রেম প্রদান, কৃষ্ণ নাম প্রেমতত্ত্ব ও ব্রজের ভজন প্রচার, এবং বেদ-বেদান্তের শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ প্রামাণ্য পুনঃসংস্থাপন করিবার জন্য যিনি স্বয়ংভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্র ও সিদ্ধমহাজনগণ তারস্বরে প্রচার করেন, সেই সকল শাস্ত্র ও মহাজনগণের ভজনবিষয়ক উপদেশ না মানিলে কৃষ্ণভজন—ব্রজের ভজন সম্ভব হইতে পারে কি? তাহা কি শুধু খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় না? যদি শুধু মনের খেয়ালেই ভগবদ্ভজন হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, যত কল্পনাকুশল মানস-সৃষ্টিনিপুণ ঔপন্যাসিক এবং কবিগণই পরম তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। কিন্তু বেদ বলেন—ভগবান ও তাঁহার নাম-ধাম-রূপ-গুণ-লীলা সমস্তই 'অবাঙ্মনসগোচর'। তিনি এবং তাঁহার সমস্তই জড় মন ও বাক্যের অগোচর। ভগবান ও তাঁহার নামরূপাদি কাল্পনিক নহে,—তৎসমস্ত নিত্য, বাস্তব পরম সত্য। শুধু নিজ নিজ মনের খেয়ালে—অতীন্দ্রিয় বস্তু কৃষ্ণের ভজন বা সেবা করিবেন—এইরূপ শাস্ত্র মর্য্যাদালঙ্ঘিনী বুদ্ধি বা নাস্তিকতা আপনাতে শোভা পায় না এবং আমিও কখনও প্রত্যাশা করি নাই। যদি আপনার শাস্ত্র-শ্রদ্ধা ও আস্তিকতা সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ থাকিত, তবে আপনার কাছে ঐরূপভাবে কখনও লিখিতাম না। কৈ আমি ত ডাক্তারের কাছে কখনও কোন দিন ঐ সকল কথা লিখি নাই। আমি জানি সে নাস্তিক, শাস্ত্রে ও সিদ্ধমহাজনে তাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকিতে পারে না। তাহার মনোভাবের, কল্পনার মানসম্ভোগের অনুমোদন ও সমর্থন যেখানে মিলিবে, সেখানে সত্য তাহার মানস-কল্পনাকে চুরমার করিয়া দিবে না, সেখানেই তাহার শাস্ত্র ও মহাজন। তাদৃশ লোক শুধু জড়েন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞানের বহুমাননকারী। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞান জড় জগতেরই বা কোন্ বস্তুর কতটুকু তত্ত্ব জানিতে পারে বা জানিয়াছেন—? তবে সেই ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতা বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান পরিপূর্ণতম, একমাত্র সত্য, পূর্ণতমচেতন বস্তুকে জানিয়াছে বা জানিতে পারিবে—এ স্পর্দ্ধা, মূঢ়তা কেমন করিয়া হয়?

আপনি কি একটুও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, আমার মত ক্ষুদ্রতম জীবকীটের কাহাকেও বর বা অভিশাপ দেওয়ার শক্তি আদৌ থাকিতে পারে কিনা? আমার কথাগুলির ত ৎপর্য্য কি অভিশাপ না আর ? কথাগুলি সত্য সত্যই শাস্ত্রসম্মত বা মহাজনবাক্য না হইলে, অত জোরের সহিত বলিবার সাহস বা ধৃষ্টতা সম্ভব কিনা, এই সকল বিচার করিবার পরিবর্তে আপনি করিলেন কিনা—ডাক্তারের কাছে নালিশ!

আপনি কৃষ্ণভজনই করুন, বা কাজ ভজনই করুন,—নাস্তিকই হউন, বা আস্তিকই হউন; তাতে আমার কি আসে যায়? জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই ত' নাস্তিক ও ভগবদ্ভজন-বিমুখ। তাতে কার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে? তবে বহুদিন থেকে আপনাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে, আপনাদের কিছু কিছু অন্ন সময়ে সময়ে পেটে যায়, এবং আপনারা ভগবদ্ভজনে কিঞ্চিৎ আগ্রহ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইত। তাই বিশুদ্ধ হরিভজন ও প্রকৃত কল্যাণের পথের সংবাদ নিজে অনেক ঘোরাঘুরির পর সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকেও আত্মীয়জ্ঞানে জানাইয়াছি মাত্র। নতুবা এত দীর্ঘকালের পরিচয়ের মধ্যে কখনও ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি কি? বিষয় সম্বন্ধেও সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছি, তাহা নিজের জ্ঞানবিশ্বাসমতে সৎপরামর্শই দিয়াছি—কুপরামর্শ দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

আপনার ও আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা যৎকিঞ্চিৎ বন্ধুভাবের আত্মীয়তা। চিকিৎসক রোগীর সম্বন্ধমাত্র নহে। মক্কেলের সঙ্গে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে নানারকম সত্যমিথ্যা, কাল্পনিক অকাল্পনিক কথা বলিতে হয়, এবং আপনিও বলিয়া থাকেন—ইহা আমি জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার সেরকম ব্যবসাদারী কথার কোন প্রয়োজন হয় বলিয়া মনে করি না এবং তাহা শোভনও নহে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলাপ করিতে গেলে ঐরূপ ব্যবসাদারী কথা বলা কখনও সঙ্গতও হয় না। তাহাতে উভয়েই বঞ্চিত হয় মাত্র।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পত্র

(১)

৭ই বৈশাখ, ১৩৩৬

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম কেন্দ্র হইতে প্রচারার্থ দেশসমূহে প্রচারার্থ প্রেরিত গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় এতদঞ্চলে নাইরের বাঁধ প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া ৬ই বৈশাখ আমাদের সোণামুখী গ্রামে শুভাগমনপূর্ব্বক সোণামুখী হাটতলায় ২॥ ঘণ্টাকাল ব্যাপী বহু গবেষণা ও উত্তেজনাময়ী ভাষায় শ্রীনামের স্বরূপ ও নামভজনের প্রাতিকূল্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহুকাল হইতে এই সময়ে সোণামুখী গ্রামে মনোহর দাসের মেলা উপলক্ষে বহুসংখ্যক প্রাকৃত সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ী, প্রভৃতি জীবহিংসকের সমাবেশ হইয়া আসিতেছে। এই কর্ত্তাভজা, গিরীভজা, তথাকথিত ম্যাভাজী বাবাজীর মেলা দেখিবার জন্য এই সময়ে সোণামুখী গ্রামে কয়েক দিবস বহুলোক-সংঘট্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এইসময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই মহাত্মার শুভাগমন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের যুক্তিশাস্ত্রমূলা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিরাট জনমণ্ডলী মোহিত ও আবিষ্টপ্রায় অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার উত্তেজনাময়ী আবেদন-বাণী-নৈপুণ্যে বহু গণ্যমান্য শ্রোতৃমণ্ডলীর 'সাধু সাধু' ধর্ম্মধ্বজিগণকে প্রশ্রয় প্রদান নিশ্চয় কর্ত্তব্য নহে, প্রভৃতি রবে পুনঃ পুনঃ সভাস্থল মুখরিত হইয়াছিল। বক্তব্য বিষয় নিরপেক্ষ সত্য এবং দূষণ ও গর্হণপর হইলেও বক্তার উত্তেজনাময়ী ভাষা ও ভাব-প্রয়োগনৈপুণ্য সকল শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহাদের শ্রবণপিপাসা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে পরদিবস লালবাজারে হরিসভায় এক বিরাট সভার আয়োজন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠাধ্যক্ষপ্রভু সুযোগ্য প্রচারক প্রেরণপূর্ব্বক এদেশে পুনঃ পুনঃ সত্য প্রচার করেন, ইহা তাঁহার শ্রীচরণে আমার সানুনয় প্রার্থনা।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশ্রীপতিচরণ দে, বি এ

ডিমনষ্ট্রেটার, গিভিল্ম

বাঁকুড়া

(২)

দেবশালা, বর্দ্ধমান

১লা বৈশাখ, ১৩৩৬

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার সহচর ভক্তগণসহ তালকোলা, মানকর আদিস্থানে বক্তৃতামুখে শ্রীনামতত্ত্ব প্রচার করিয়া ৩০শে চৈত্র দেবশালা গ্রামে শুভাগমন করিয়া গ্রামস্থ শিবতলা নামক স্থানে শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব এবং নামাপরাধের স্বরূপ অতি হৃদয়গ্রাহী-ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বর্ণন করেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা নামাপরাধের বিষয় এবং তাহার অবশ্যবর্জ্জনীয়ত্ব কখনও শ্রবণ করি নাই। অশ্রুতপূর্ব্ব নিত্যসত্য বিষয়ক ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবার শক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রচারবৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পতিতোদ্ধারণ আচার্য্যপ্রবর পরমহংস প্রভু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, যেন তিনি কৃপাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রচারক শিষ্য প্রেরণ করিয়া এই পতিত দেশের মঙ্গলবিধান করেন। ইতি—

প্রণত

শ্রীঅতুলচন্দ্র বক্সী, ভূম্যধিকারী

দেবশালা।

নৈমিষারণ্য-সংবাদ

নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত সীতাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের নিকট ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্রহ্মচারিদ্বয়ের স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি তদুপরি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র ও সরলতা গুণ দেখিয়া সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাদের নিকট শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীমঠে একটী ভাগবত পাঠশালা আছে। তথায় তদ্দেশীয় কতকগুলি বালক ছাত্র ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠাভ্যাস এবং বৈষ্ণবসদাচার শিক্ষা করিতেছেন। বালকগণের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। অধুনা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কৃপায় মহাপ্রভুর কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত ও আদৃত হইতেছে। "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর সার্থকতা—শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার-কার্য্য তাঁহারাই সম্পাদন করিবেন—ইহা নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর জগতের পক্ষে একটা বড় আনন্দের সংবাদ বটে।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং প্রত্যহ সমাগত শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণের নিকট শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমঠের অন্যান্য সেবকগণ পুরী টাউন ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে গৌরকথা প্রচার করিতেছেন। ভোগীরা যেরূপ পুরীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থান বা স্বাস্থ্য ভোগের আড্ডা বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন, ভক্তেরা পুরীকে সেরূপ ভাবে দর্শন করেন না। ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়াই শ্রীধামবাসকে আদর করিয়া থাকেন।

নানা কথা

বামনপুকুর দাঙ্গার জের
খন্দকার সাহেব ৫০০৲ জামিনে খালাস

গত ২২শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণে নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য সাবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুপ্ত বি, এ, মহাশয় বামনপুকুর বাজার অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। সে-আইনী জনতা করিয়া অপরের [illegible] জমিদারী প্রবেশ করিয়া [illegible] উড়ান' এবং বন্দুক, ইট, লাঠী, দা, সড়কি প্রভৃতি দ্বারা মারপিট-দাঙ্গা-হাঙ্গামা [illegible] তিন প্রমাণ লইয়া এই দাঙ্গার [illegible] আসামী খন্দকার সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সাবইনস্পেক্টর বাবু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। বর্ত্তমানে তিনি ৫০০৲ টাকা জামীনে খালাস আছেন। আরও [illegible] চলিতেছে।

ভীষণ মড়ক
চারিদিকে জলকষ্ট

বাঙ্গালা সুভীষণ মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। গত ২ সপ্তাহে বাংলাদেশে কলেরায় ১১[illegible] জন ও বসন্তে ৩১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অন্নকষ্ট ত' আছেই, কিন্তু জলকষ্টই যেন এই মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ। বিশুদ্ধ জলের অভাবে পল্লীবাসিগণ দূষিত জল পান করিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধিপীড়িত হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসরই যেন মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়াই উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। নদীয়া জেলার বহুস্থানে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসী দরিদ্র প্রজাকুলকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জলকষ্ট নিবারণ জন্য নব নব কূপ খনন ও পুরাতন কূপগুলি সংস্কার বিষয়ে সরকার বাহাদুরের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

লণ্ডনে বসন্তের আতঙ্ক
লেডী বার্ণহামের টীকা

লণ্ডন, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, "মশবরা" জাহাজ বহুসংখ্যক যাত্রী লইয়া প্লাইমাউথে উপস্থিত হইলে ডাক্তার তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। স্মার্কে বন্দরের পরীক্ষায় বসন্তের আশঙ্কা হইয়াছে বলিয়া যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহাদের জলবসন্ত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। জাহাজ হইতে ১৪ জন যাত্রীকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইয়াছে বটে, তবে তাহাদের ঠিকানা লওয়া হইয়াছে। অতঃপর ডাক্তার গিয়া ইহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন।

সাইমন কমিশনের অন্যতম সদস্য লর্ড বার্ণহাম ও তাঁহার পত্নী লেডী বার্ণহাম এই জাহাজের যাত্রী ছিলেন। লেডী বার্ণহামকে জাহাজেই টীকা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাইবার পূর্ব্বেও লেডী বার্ণহামের টীকা হইয়াছিল।

ভিজাবাবী সময়ে গিয়া সমস্ত [illegible] দিগকে অবস্থান করিতে দেওয়া [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে অবৈষ্ণব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সাত্বত-ধর্ম্মোপদেশ বিস্তৃত করিয়া বলিবার লোক পান নাই বলিয়া সংক্ষেপে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও সৎক্রিয়া সারদীপিকা নামক দুইখানি একায়নপদ্ধতিগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এখন ৫ম শতাব্দী চলিতেছে, আবার যাহাতে সেই সকল কথা পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই একায়ন-পদ্ধতি যাহাতে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য যত্ন করা আবশ্যক।

এক অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই আমাদের একমাত্র অয়ন বা গতি, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকেই একমাত্র সর্ব্বসেব্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভু-জ্ঞানে তাঁহার সেবাবিধানই একায়ন-পন্থা। এই একায়নপন্থা বা ভক্তি-পন্থা অনুসরণ ব্যতীত জীবের কখনও পরমমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই একায়নপন্থা উপদেশ করিয়াছেন—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" (২।৪১)

হে কুরুনন্দন, ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একাশ্রয় বশিষ্টা বা এক বিষয়-নিষ্ঠা, কিন্তু অব্যবসায়িলোকের বুদ্ধি বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনা লক্ষিণী। অব্যবসায়িগণ তাহাদের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করে, বেদবাদে রত হয় অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত থাকে, কাম্যকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্গপ্রার্থী হয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়া-বাহুল্যদ্বারা ভোগৈশ্বর্য্যের লালায়িত হয়। অত্যন্ত আসক্ত, অবিবেকী মূঢ়-জনগণের সমাধি অভাবে শ্রীভগবানে একনিষ্ঠা বুদ্ধি হয় না, ত্রয়ীর আপাত শ্রবণমনোমুগ্ধকর পরিণাম বিষময় মধুপুষ্পিত বাক্য দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। অব্যবসায়িগণ এইরূপ প্রেয়ঃকামী হইয়া বহুকামনা-বশতঃ বহুশাখাবলম্বী হয় বলিয়া তাহাদিগকে বহ্বয়নশাখী বলা হয়, কিন্তু শ্রেয়ঃকামি ব্যবসায়িগণের একমাত্র সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সেবাভিলাষ থাকায় তাঁহারা একায়ন পন্থী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূলতাৎপর্য্যই হইতেছে—একায়ন পন্থানুসরণ। ইহা না বুঝিয়া অর্থাৎ ভক্তিযোগ ছাড়িয়া যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানাদিকে বহুমানন করিতে চাহেন, তাঁহারা বহ্বয়নশাখী হইয়া গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকেন। বদ্ধ জীব তাঁহার ভুক্তিমুক্তিস্পৃহোদ্ভূতা অনন্তকামনাময়ী-বুদ্ধি দ্বারা গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র বিচার করিতে গিয়া পাছে এইরূপ বহ্বয়নশাখী হইয়া যান, সেইজন্য তাঁহাদিগকে মহাজনগণ "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে॥"—এই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া একায়ন-পন্থাই উপদেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুও তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা একায়ন-পন্থা উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীসৎক্রিয়া-সারদীপিকা ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস—কোন গ্রন্থেই একায়ন-পন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া বহ্বয়নপন্থানুসরণের উপদেশ দেওয়া হয় নাই। সৎক্রিয়া-সারদীপিকাগ্রন্থের দুইটী অংশ। প্রথমাংশে গৃহ্যসূত্র অর্থাৎ পরমার্থানুকূল গার্হস্থ্যবিধান এবং সংস্কার-অংশে শ্রৌতসূত্র অর্থাৎ ত্যাগীদিগের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রৌতসূত্র বর্ণিত আছে। সাধারণ গৃহ্যসূত্রের বিষয় কতকগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে, আর কতকগুলি গ্রহণ করা হয় নাই। হরিভক্তিবিলাসে পাঞ্চরাত্রিক বিশেষ সংস্কারের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব স্মার্ত্তগণ যে সকল গৃহ্য-সূত্রের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে জীবগণের কেবল কর্ম্মপ্রবৃত্তি লক্ষিত হয়, কিন্তু সৎক্রিয়াসারদীপিকা-গ্রন্থে যে সকল গৃহ্যসূত্র সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা স্মার্ত্ত অসৎপ্রবৃত্তির আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। শ্রীগীতার 'যেঽপ্যন্যদেবতা' শ্লোকানুসারে শ্রীগোপাল ভট্ট পাদ পিতৃদেবার্চ্চনাদি কাম্যকর্ম্মের আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীভট্টপাদোক্ত গৃহ্যসূত্রানুসরণফলে জীব গৃহমেধীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একায়নপন্থী হইয়া বাস্তব বৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎ-পাদপদ্মলাভের যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে প্রথমে বিধিমার্গরতজনের কৃত্য সকল বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একান্তিগণের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে ঐকান্তিক ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আপনা হইতেই ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। ভক্তিবিপ্লবকর ব্রতাদির দ্বারা তাঁহাদের কি হইবে?"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অধিকারী হিসাবে ব্রতনিয়মাদির কথা থাকিলেও, তাহা বহ্বয়নপন্থার নির্দ্দেশক নহে। পরন্তু একায়নপন্থানুসরণই নিখিল সাত্বত শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া-সারদীপিকাগ্রন্থের বহুল প্রচার-ক্রমে জীবের বহ্বয়নশাখাশ্রয়ের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংসিত হইবে।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫ সংখ্যার পর)

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ ও শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের বহুভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইলাম, তিনি অচিরেই শ্রীধাম-মায়াপুরে ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে একটী সেবকভবন নির্ম্মাণ করিয়া অনেকের থাকিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। আশা করি, তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প শীঘ্রই যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যত্ন করিবেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহার এই সকল সদনুষ্ঠান-চেষ্টার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ মহাশয় হরিকথা-প্রচার ও ভক্তিবৈভবদর্শন এবং তাহাদের অপসিদ্ধান্ত-নিরসনকার্য্যে বিপুল উৎসাহ ও অকৃত্রিম সেবানুরাগ দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের শিক্ষিত ও অজ্ঞতামূলে বিপথগামী সম্প্রদায়কে পরম বাস্তব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি তাঁহার নিষ্কপটতা ও সরলতাপূর্ণ সেবাচেষ্টার ফলে আচার্য্যত্রিকের প্রচুর বিশ্বস্তভাজন হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারে তাঁহার সেবাচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

হুগলী জাগগ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত এন, জি, ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমির কোন একটী স্থানে গৌর-পাদপীঠ সংস্থাপনের আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময় বহুপ্রকারে ভগবৎসেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহার এই সকল সাধুকার্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বরিশাল নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের শ্রীধামমায়াপুর ও বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহাত্মা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন 'শ্রীমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান কোথায়' অনুসন্ধান করিতে করিতে সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে অজ্ঞলোকের নিকট কিংবদন্তী শুনিয়াছিলেন যে, গৌর-গৃহ গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে কে যেন বলিয়া দিলেন, ভগবদ্গৃহকে কখনও গঙ্গাদেবী বিনষ্ট করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জানাইয়া তাঁহাকে আরও বলিলেন, 'দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ। বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥ নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ। স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥' সমুদ্র ক্ষণকালমধ্যে কৃষ্ণপরিত্যক্ত দ্বারকা জলপ্লাবিত করিলেও শ্রীমদ্ভগবদালয়,—যে স্থানে ভগবান্ মধুসূদন স্বীয় পার্ষদ যাদবগণের সহিত নিত্য বাস করেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানগুলি প্লাবিত করিয়াছিল। শ্রীভগবদালয়ের চতুর্দ্দিকে উহা পরিখার ন্যায় আবরণ জানিতে হইবে। যে স্থান জলমগ্ন হইয়াছে, তথায় বাহিরের লোকের বাসস্থান ছিল, কিন্তু যে আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য বিরাজিত আছেন, যাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ বিনষ্ট

ভূমি, যাহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সেই নিত্য দ্বারকা কখনও জলপ্লাবিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধামমায়াপুরের যোগপীঠও কখনই গঙ্গাদ্বারা প্লাবিত হইতে পারে না,—পরম ভাগবত গুপ্ত মহাশয়ের হৃদয়ে এ সকল গুপ্ত কথা উদিত হইলে তিনি ব্যাকুল হইয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শনে আগমন করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযোগপীঠ নিম্ববৃক্ষ মূলের তলে আসিলে তাঁহার দৃঢ় উপলব্ধি হইল যে, এই স্থান ছাড়া অন্য কোন কল্পিত স্থান শ্রীগৌরজন্মস্থলী হইতে পারে না। বহুধামবিদ্বেষি ব্যক্তি বহুপ্রকারে পরমভাগবত গুপ্ত মহাশয়ের শ্রদ্ধায় অবৈধভাবে হানাদিবার বহুবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু গুপ্ত মহাশয় সকলকে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তিনি অলৌকিকভাবে উপলব্ধ বাস্তব সত্যকে কখনও অস্বীকার করিতে পারেন না। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের সেবকগণের নিষ্কপট ধামসেবার চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীধামের সেবা-উজ্জ্বল্য ও শ্রীধাম প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা এই মহাত্মার সাধু কার্য্যের জন্য অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরমভাগবত গুপ্ত মহাশয়ের বন্ধুবর বরিশাল-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েরও শ্রীধাম মায়াপুর এবং শ্রীধামের নিষ্কপট সেবকগণের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরের শান্তিময় ও সেবাময় ভাব লক্ষ্য করিয়া দুইবার শ্রীধাম মায়াপুরের উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছেন এবং বরিশালের সংবাদ-পত্রে এসকল কথা বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই মহাত্মার সজ্জনতা, শ্রদ্ধা, দৈন্য, হরিকথা-শ্রবণে স্পৃহা, বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে নিজগৃহে স্থান প্রদান পূর্ব্বক বরিশালে হরিকথা প্রচারে প্রতিবৎসরই বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। ইনি বলেন, 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ যতদিন কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে থাকেন, ততদিন আমি গৃহে বৃন্দাবনের শান্তি ও মধুরতা অনুভব করি। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই উচ্চহৃদয় সজ্জনবর পরমভাগবত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রাজগঞ্জনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল্ মহোদয়ের শ্রীধামমায়াপুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই মাতৃদেবীর একান্ত ইচ্ছায় ও আনুকূল্যে শ্রীযোগপীঠের নিম্ববৃক্ষমূলের তলে এবার শ্রীধুক্তিকাপুষ্ট বা গোকাঠাকুরের একটী নূতন পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই মহাত্মার সাধুকার্য্যের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আসাম নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত মিমানন্দ দাসাধিকারী বিএ জি. বি, টি সেবাতীর্থ মহাশয় আসাম প্রদেশে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কথা প্রচারে কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ বিপুল চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রচারিত বাস্তব সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। সেবাতীর্থ মহাশয় আসাম প্রদেশে প্রচলিত অসম্মতবাদসমূহ নিরাস করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারে যেরূপ আদর্শ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভগবন্নির্ভরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহারই একান্ত আগ্রহে গত শারদীয়া পূজাবকাশ কালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ আসাম প্রদেশে শুভবিজয় করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। ধাম-প্রচারিণী সভা এই মহাত্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্য মহাত্মগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবায় আনুকূল্যের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীধামের উৎসবাদির আনুকূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌড়ীয় মঠে অক্লান্তভাবে গুরুবৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহ মন্দিরের সেবাসৌষ্ঠবের জন্য শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বাবাজী, শ্রীপুরীধামে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহযুগল প্রকাশের সেবানুকূল্যের জন্য ময়ূরভঞ্জনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহোদয়দ্বয়, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-সেবার আনুকূল্য প্রদান-জন্য কটক নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়, আমলাজোড়ানিবাসী শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযাদবেন্দ্র দাস অধিকারী, খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীনিত্যানন্দোৎসব ও শ্রীধামে সেবকগণের নির্ম্মাণের আনুকূল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির জন্য শ্রীযুক্ত তারানাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী, আলালনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য বালেশ্বরনিবাসিনী শ্রীযুক্তা গোপালের জননী প্রভৃতি বহু বহু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি অশেষ গৌরাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মেঠো বৈরাগীর বৈরাগ্য

বৈরাগি মহাশয়ের বৈরাগ্যের অবধি নাই। বৃদ্ধকালেও স্ত্রী-সম্ভাষণটা ছাড়িতে পারেন না, বরং নিজেকে 'সংযোগী' বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার বুকটা পাঁচহাত হইয়া উঠে, মহাপ্রভু তাঁহার মুখ দেখিতে পারুন আর না পারুন, তাঁতে আর তাঁ'র যায় আসে কি? এহেন বৈরাগ্যের আদর্শ তিনি কয়েকখানি জাল ম্যাপ ও মিথ্যা কাগজ পত্র বগলে করিয়া সংক্রান্তি পুরষের ন্যায় হাট ঘাট মাঠ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন—"এই দেখুন মশায় ক্যাকড়ার মাঠই 'মায়াপুর' না হ'য়ে যায় না, মাটী খুড়লেই মায়াপুর বেরিয়ে প'ড়বে, আপনারা সকলে আনুকূল্য করুন"। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। মহাপ্রভু যাহাকে "বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ মুঞি তাহার বদন॥" বলিয়া তাহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না, সেই বৈরাগ্যের অবতার যাইবেন কিনা ধাম নির্ণয় করিতে। সাহেবটারও বলিহারী যাই কথায় বলে—"যত ছিল উলুবুনে সব হ'ল কীর্ত্তনে, কাপ্তে কেন্দে গড়াইল করতাল"।

আবার শুধু যে ঐ বাবাজীরই মাথা খারাপ, তাহা নহে, যে সমস্ত লোক উহার ঐ পাগলামির সমর্থন করিতে চান, তাঁহারাই বা কেমন বুদ্ধিমান্ লোক? সাধু-শাস্ত্র-মহাজনবাক্যের কি কোনদিনই আদর হইবে না? স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালকেই কি সর্ব্বসর্ব্বস্ব ভাবিয়া লইতে হইবে? শ্রীভগবানের নাম কি এ জগতের রামাশ্যামার ন্যায় কোন প্রাকৃত নাম বা শ্রীধাম ইট, মাটী, পাথরের ন্যায় কিছু যে, রামাশ্যামার মত লোকই তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? যত ব্যভিচার-রত ভক্তিগন্ধ-লেশশূন্য লোকই হইবে ধাম নির্ণেতা? এত সামান্য বস্তু নাম ও ধাম? কখনই নহে।

মানুষ যদি মৎসরতা ও কুটীলতা ছাড়িয়া একটু নিরপেক্ষভাবে এ সকল কথা চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লইতেন, যদি আরোহপন্থা বা তর্কপন্থাকে ছাড়িয়া অবরোহপন্থা বা শ্রৌতপন্থাকে অবলম্বন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগকে এমন করিয়া অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বা অসত্যকে সত্য বলিবার দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করিতে হইত না। তাঁহারা বুঝিতেন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম, মহারাজ, পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজ ও ... ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় মহাজন-প্রদর্শিত স্থানই প্রকৃত যোগমায়াপুর, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্তই জড় মায়াপুর। জানিনা কবে মহাজনানুগত্যে আশ্রয় করে নিরপেক্ষ হৃদয়ে প্রকৃত সত্য দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীল সনাতনের ন্যায় আদর্শ বৈরাগীর উপরই শ্রীধাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা-স্থান নির্দ্দেশের আদেশ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার প্রিয় জনের উপর তাঁহার প্রকট-স্থল নির্দ্দেশের ভার দিয়াছেন। যাহাদের নৈতিক চরিত্রের পর্য্যন্ত অভাব, যাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ কোটী ধরিয়া নামাপরাধ সেবাপরাধ ও ধামাপরাধ ব্যতীত আর করে না, যাহাদের ভজন "স্বার্থ" হইয়াছে—মাটীর নিম্ন হইতে জাল খোদাই পাথর বাহির করিয়া দেওয়ানজীর মন্দিরের নিদর্শন বলিয়া প্রচার করা, গঙ্গার ধারাগুলি নিজের মনগড়া মতলব অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যাপ আঁকা, লোকের কাছে কাঁদাকাটা করিয়া, লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া সহানুভূতি প্রার্থনা করা, জমীদারের জমীর মূল্য বৃদ্ধির জন্য লোক পত্তন করা, গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ সুপ্রাচীন গৌড়পুর শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে জলিয়া পুড়িয়া মর প্রভৃতি তাহারাই করিবে ধাম নির্ণয় আর শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্ব্বিচারে হইবেন তাহার সহায়? ইহাই কি শিক্ষাভিমানীর শিক্ষার পরিণাম আর ইহারই নাম কি সত্যানুসন্ধান? শ্রীধামকে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক জড়ীয় স্থানের অন্তর্গত জ্ঞানে মানব কেন যে মহাপ্রভুর নীলাশক্তি এক্রপ-বৈভব শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। মহাপ্রভুর প্রীতিবিধানই যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয়জনের সহিত বিরোধ করিয়াই কি তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে?

যাঁহারা জন্মের মধ্যে হয়ত কখনও নদীয়ার মাটীই স্পর্শ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট হাটে মাঠে কাঁদাকাটি করিয়া জাল ম্যাপ ও কাগজপত্র দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠপোষক করাইতে পারিলেই কি তাঁহারা ধাম নির্ণয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়িবেন? কলিকাতায় বা মুর্শিদাবাদে চেয়ারে বসিয়া হাত-পা ছুঁড়লেই কি শ্রীধাম নির্ণয় হইয়া যাইবে? শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলেই ... প্রতি অব্দ সহস্র সহস্র যাত্রী ... শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ... সেই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া ... নির্দ্দিষ্ট মহাপ্রভুর লীলাস্থান ... সেখানেই ত' চক্ষু-কর্ণের বিবাদ

সত্যের পথের দিকে না গিয়া কেবল কুটিলতা ও কপটতার আশ্রয় লওয়া এবং বৈরাগোর ন্যায়ে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া কি সাধারণ নীতিকেও উল্লঙ্ঘন করা নহে?

বৈষ্ণব সমাজ কি আমাদের এ-সকল কথায় কর্ণপাত করিবার কোনই প্রয়োজন বোধ করিবেন না? কাঁদিয়া জিতিলেই কি প্রকৃত-পক্ষে জয়লাভ করা হইবে—তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব হওয়া যাইবে? শ্রীধাম-নির্ণয় কার্যে কি শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্যের কোনই আবশ্যক নাই? ব্যভিচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই কি ধাম-নির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন হইবে? ধাম-নির্ণয়কারিগণের 'মহাপ্রভুর ভক্ত' বলিয়া কি কোন পরিচয়ই থাকিবে না? কেবল ভ্রমাদি দোষযুক্ত মনুষ্যগণের স্বকপোল-কল্পিত প্রমাণাবলীই কি মুখ্য প্রমাণ হইয়া পড়িবে? শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ও মহাজন-কথিত প্রমাণাবলীর কি কোন মূল্যই নাই? যত সত্য আবিষ্কার হইবে কি ক্যাকড়ার মেঠোদলের আড্ডা হইতে? নিরপেক্ষ বিচার কি জগৎ হইতে একেবারেই উঠিয়া যাইবে? মধ্যস্থ কে হইবে?

মোটকথা সত্যের অপলাপকারিদল সত্যের বিরোধ করিবার পক্ষে যতই না নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করুক, সত্যে প্রতিষ্ঠিত সজ্জনগণ তাদৃশ লক্ষ লক্ষ লোকের সমবেত চেষ্টাকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। সত্যই তাঁহাদের বল, সত্যই তাঁহাদের সহায়, সত্যই তাঁহাদের সম্পত্তি। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে তাঁহারা বিশেষ আদর করিয়া সত্যের অনুসন্ধান প্রদান করেন। দাম্ভিক তর্ক-প্রিয় তাঁহাদের কৃপালাভ হইতে চিরবঞ্চিত।

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই পর্য্যন্ত আপনার উপর শুধু গায়ের ঝালই ঝাড়িলাম। চিঠির জবাব ত' আরম্ভই করি নাই। চিঠিখানিকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া এতকথা বলিবার ও বিচার করিবার আছে যে, তাহা পত্রে লেখা অসম্ভব। সাক্ষাৎ মতেও আপনার শুনিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ আপনার প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা ত নাই। আপনি ত শুধু আপনার ব্যবসায়ী কথা বারবারও শুনাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। স্থির ও সরল ভাবে শুনিবার আগ্রহ ও মনোবৃত্তি আপনার প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি—দায়ে পড়িয়া [illegible] আমার অজ্ঞাত হইয়াছে। এইরূপভাবে বলা শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ। সেইজন্য স্বার্থে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া এত অনর্থ ঘটিয়াছে, আপনি আর বুঝিতে ভুল বুঝিয়াছেন। এবারও হয়ত তাহাই হইবে। তবুও যখন জানাইতে বসিয়াছি—যৎকিঞ্চিৎ জানাইব। বিস্তারিত শ্রবণের যদি ইচ্ছা হয়, সাক্ষাতেই হইবে।

'নূতন গুরু-প্রদত্ত নূতন ভজন' কল্পনা-প্রসূত কোন অভিনব বস্তু নহে। ইহা চির পুরাতন, নিত্য নবীন, একমাত্র সত্য-সনাতন বস্তু। গুরুও বস্তুতঃ নূতন নহেন। তিনিও নিত্যধামের নিত্য সিদ্ধ নিত্যবস্তু। সদ্‌গুরু বিমল কৃষ্ণ-ভজন ভিন্ন অন্য কারও ভজন দেন না। তিনি কৃষ্ণ ভজনই দেন, কাষ্ঠ বা পুতুল-ভজন কখনও দেন না। এইরূপ সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয়ে ভাগ্যবান্ হইবার ও গৌরব করিবার সুকৃতি যার হয় নাই, কৃষ্ণকে নিয়া গৌরব করিবার সুকৃতিও তার নাই বলিয়া শাস্ত্র ও সাধুজন বলিয়া থাকেন। সে ব্রজের কৃষ্ণের পরিবর্তে মায়ার কৃষ্ণ বা পুতুলকে লইয়াই গৌরব (দম্ভ) করে মাত্র। পৌত্তলিকের কৃষ্ণ-প্রেম মায়ার দলের অভিনেতার কৃষ্ণ-প্রেম হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। জগতে ব্যবসায়ী গুরুর অভাব নাই। কিন্তু শাস্ত্র তাহাদিগকে গুরুব্রুব বলেন। একমাত্র সত্যবস্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রেম দিবার বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও গুরুব্রুবগণের নাই। যিনি শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, আত্মধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধ, নৈষ্ঠিক কৃষ্ণসেবকাধিষ্ঠিত কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ,—তিনিই সদ্‌গুরু, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই জগদ্‌গুরু, তিনিই কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম দিবার একমাত্র অধিকারী। গৌরব করিতে হয় ত' এরূপ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় লাভে গৌরব করিতে হয় নয় কি। কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বৈতবস্তু, কৃষ্ণভিন্ন আর সমস্তই মায়া বা দ্বৈত, অতএব জড় (স্থূল সূক্ষ্ম উভয়াত্মক)। ভক্তি বলিতে কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাকেই বুঝায়—স্থূলসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তোষণকে অর্থাৎ দেহ মনের তর্পণ বা ভোগকে বুঝায় না। ইহা চিন্ময়ী, ইহা মায়িক বা জড়ীয় প্রীতিমাত্র নহে। এই ভক্তি আত্মার নিত্যবৃত্তি বা ধর্ম্ম,—অতএব জীবাত্মামাত্রেরই একমাত্র ধর্ম্ম। ইহা নিত্য সনাতন, সার্ব্বজনীন। ইহা জড় মন ও দেহের বৃত্তি নহে—ইহা মনের কোমলতা ও পিচ্ছিলতা নহে। ইহা ভাবুকতা মাত্র বা সেন্টিমেন্টালিটি নহে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে,—আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃত আত্মবৃত্তি লাভ করা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর শুদ্ধভক্তির আরম্ভ মাত্র। তৎপূর্ব্বে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে—আত্মবৃত্তি বা ভক্তির উন্মেষের চেষ্টামাত্র। কৃষ্ণপ্রেম মুখের কথা,—মনের খেয়াল নহে, ইহা অতি দূরের অতি দুর্লভ বস্তু। মনের খেয়াল বা ভাবুকতার দ্বারা মনোগ্রাহ্য মায়া বা জড়ের সেবা হয় মাত্র—কৃষ্ণসেবা হয় না। এবং যাহা কৃষ্ণসেবা নহে—তাহাই মায়ারসেবা—আত্মেন্দ্রিয় তোষণ—ভোগ মাত্র। ভোগ আর সেবা উভয়ে সম্পূর্ণ প্রতিকূল বস্তু। এই সকল আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে—শাস্ত্র ও মহাজনের কথা—ইহা স্মরণ রাখিবেন। ভক্তি ও ভাবুকতার—আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের ভেদ বুঝিতে কিছু দীর্ঘ সময় লাগিবে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত উভয়ের পার্থক্য বুঝাও দুষ্কর। এবং যতদিন এ পার্থক্য বুঝিতে না পারা যাইবে ততদিন শাস্ত্র ও মহাজনে প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয়ও হয় না। ততদিন স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য থাকিবেই—গুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যের প্রয়োজন অনুভূত হইবেই না। সাধুসঙ্গই সকল সিদ্ধির মূল। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

আপনারা আমার ভাগ্যে আশান্বিত, আমার পাপ ধরিয়া আপনারা অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবেন—ইহা যে কত বড় মিথ্যা, তা' আপনি ও ডাক্তার উভয়েই অন্তরে অন্তরে বেশ জানেন। অথচ আমাকে উপহাস করিবার জন্যই কথাটী লেখা হইয়াছে মাত্র। যদি ইহা উপহাস না হইত, তবে চিঠির উত্তর অন্য ভাবেই আসিত।

একজন বৈষ্ণব চতুর্দ্দশ গ্রাম পবিত্র করিতে পারে—ইহা অতি সামান্য কথা। প্রকৃত বৈষ্ণব-পদবাচ্য যিনি, তিনি চতুর্দ্দশ ভুবন উদ্ধার করিবার শক্তি ধারণ করেন। পক্ষান্তরে মনোধর্ম্মী প্রচ্ছন্নভোগী বৈষ্ণব-মানি চতুর্দ্দশ নরকে ডুবিয়া মরে, —শাস্ত্র এই কথা বলেন—

আমার নিয়ম-নিষ্ঠার কথা শুনিয়া ডাক্তার ভায়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। এই 'নিয়মনিষ্ঠার' কথা লইয়া ডাক্তার আমাকে আরও একবার খোঁচা দিয়াছিল। যখন সে নিজ বাসায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে, তার কিছুদিন পরে সেই আনন্দ সংবাদ দিতে গিয়া লিখিয়াছিল—'আমার যারা আছে, আমি তাই তাঁকে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। নিয়মনিষ্ঠা তোমাদের রইল।' যেন নিয়মনিষ্ঠাটা অতি গর্হিত বস্তু। যাহারা বীর পুরুষ তাহারা স্বাধীন-ভাবে (স্বেচ্ছাচারে ?) স্ববলে চলিয়া যায় বটে—কিন্তু সত্যমায়ায় মোহগর্ত্তে। দুর্ব্বল যারা, তাদের অপরের আশ্রয় ও আনুগত্য ভিন্ন, 'নিয়মনিষ্ঠা' ভিন্ন আর উপায় কি? দূরের কথাই বা বলি কেন,—এই জাগতিক সমাজেই যাহারা 'নিয়মনিষ্ঠা', বিধিবিধান অবজ্ঞা করিয়া, উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে, লোকে তাহাদিগকে বীর বলে না, উচ্ছৃঙ্খল বলে। তারা সমাজের হিতকারী নহে উৎপাত, কলঙ্ক বিশেষ। আমার পঞ্চরাত্র বলেন,

'শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।'

ধর্ম্ম জগতেও যাহারা এইরূপ স্বেচ্ছাচারী 'বীর' ?) তাহারাই চিরকাল ধর্ম্মের নানাবিধ গ্লানি আনয়ন করিয়া থাকে।

আর শিশুকাল হইতে ডাক্তার ও আমার মধ্যে বিশেষ বৈষম্য বিদ্যমান। আমি অন্ধ ও চিররুগ্ন হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই। আমি চিররোগা, চিরগ্রহণীগ্রস্ত, আড্ডাবাজ, ভবঘুরে, গান-বাজনা থিয়েটারে প্রমত্ত, লেখাপড়ায় উদাসীন, চঞ্চলমতি ভীরুস্বভাব। আর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সমস্ত গুণগুলিই ডাক্তারে বরাবরই আছে। বর্ত্তমানে বৈষম্য আরও কিছু বাড়িয়াছে। ডাক্তার জীবনে বিশেষ কৃতী ও প্রচুর উপার্জনশীল, আর আমি নিতান্ত অকৃতী ও দরিদ্র। ডাক্তার বরাবর স্বতঃ কৃষ্ণপ্রেমে (?) ভরপুর, আমি নিত্য ভগবদ্‌ বিমুখ। এইরূপ নিত্য বিমুখকে উন্মুখ করিতে হইলে কঠিন শাসনের, 'নিয়মনিষ্ঠার' এবং দয়াল মহাজনের চরণাশ্রয়ের প্রয়োজন কিনা—তা' আপনারা বলুন। আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, আপনারাও ডাক্তারের মত বীর নহেন, আমারই মত দুর্ব্বল। তাই নিজতুলনায় ঐ সকল কথা লিখিতে গিয়া অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। অতএব ক্ষমা করিবেন। বীরের অনুসরণ বা অনুকরণ করা দরকার, দুর্ব্বলের কথায় কাণ দিবেন না।

এইখানে আর একটী কথা জানাইয়া রাখি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—কৃষ্ণভজন, নিষ্কপট অনুসরণের ধর্ম্ম, অনুকরণের নহে। অনুকরণটা খুব সহজ ও বাহ্য ব্যাপার বলিয়া আমরা শুধু অনুকরণটা লইয়াই থাকি, এবং তাহাকেই প্রকৃত ভজন বলিয়া ভ্রম করি। বাস্তবিক অনুসরণ বড়ই কঠিন কাজ, এবং যেখানে অনুসরণ নাই, সেখানে আত্মভজন ব্যতীত ভগবদ্‌ ভজনের কিছুই নাই।

(ক্রমশঃ)

মানব ও পশু

(পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ ভববন্ধচ্ছিদ্‌ ব্রহ্মাধিকারী বি, এ)

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-স্বরূপ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। লৌহ যেমন আগুন দাহিকা শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া দাহিকা-শক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে প্রকৃতি

...হয়, কেন অসৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর অনাদি, তিনি এই বিশ্বের নিয়ামক ও পাতা। তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবের প্রভু। প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে ঈশ্বরের অংশ বর্ত্তমান। জীব যতই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হউক না কেন ঈশ্বরের করুণা প্রত্যেকের উপর সম ভাবেই বর্ষিত হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার মধ্যে যতটুকু বিভু অংশ আছে, একটী বৃহৎ হস্তীর মধ্যেও সেইটুকু বিভু-অংশ আছে আবার মানবের মধ্যেও সেই পরিমাণ বিভু অংশ আছে। এই জৈব জগতে জীবের জড় শরীর পঞ্চভূতে গঠিত। জৈব-জগৎ পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখা যায়, জীবের জড় শরীর ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। নর, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমগ্র জৈব-জগৎ একভাবে গঠিত। এতদ্ব্যতীত জৈবজগতের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, প্রত্যেক জীব আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটী প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। কোন জীবকেই এই চারিটীর একটীও শিক্ষা দিতে হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই এই চারিটী বৃত্তি জীবহৃদয়ে স্বতঃই ঠিক সময়ে উদিত হয়। তাহা হইলে মানব জাতির সহিত পশু জাতির পার্থক্য কোথায়?

সদ্বিচার বা বিবেক নামে একটি [illegible] আছে। এই সদ্বিচার বা বিবেক দ্বারা মানব ও পশু জাতির মধ্যে ব্যবধান [illegible] হইয়াছে। এই সদ্বিচার বা বিবেক দ্বারা চালিত মানব জগৎ কি, [illegible], কে এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, [illegible] কি ও তাহা করিয়া আমার কি হইবে, এই সমস্ত বিচার করিতে [illegible] বিবেক তাহাদের যে মানব-হৃদয়ে নাই, তিনি মানবের মধ্যে পরিগণিত [illegible] মানবের [illegible] এই স্থানে পরিলক্ষিত হয়। পশুরা বিচার বা বিবেক, শূন্য, মানবগণ ঐ বিচারে সমর্থ।

কেবলমাত্র উদরপরায়ণ-যুক্ত ও আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই বৃত্তি চতুষ্টয়-দ্বারা চালিত হইলেই মানব, 'মানব' নামের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন না। যিনি প্রকৃত মানব, যিনি সর্ব্বদা চিন্তা করেন, "কে আমি, কেন মোরে" জারে তাপত্রয়।" "কে আমি" সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যিনি আত্মবৃত্তির সন্ধান লাভ করিয়া মনুষ্য-জীবনের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন, সমর্থ হন। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর লব্ধ দুর্লভ মানব জীবন শুধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] নয়।

[illegible] মানব জন্ম লাভ [illegible]

করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের অনুসন্ধান না করিলে নর-জীবনের সার্থকতা কোথায়? নর-তনুই ভজনের মূল। নরতনু ব্যতীত ভগবদ্ভজন সম্ভব নহে। এমন কি দেবতারাও যদি হরি-ভজন করিতে চান, তাহা হইলে নরদেহ-ধারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

ভগবানের সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে মানবই ভাল, কেন না কৃষ্ণভক্তি করিবার যোগ্য। মানব অণুচৈতন্য হইলেও স্বভাবতঃ পূর্ণ চৈতন্য কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণদাসত্ব জীবের স্বরূপ। এই স্বরূপ-বিস্মৃতিই তাহার বন্ধনের কারণ। সেই নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই বদ্ধাবস্থায় থাকা। নিত্যস্বরূপ স্মৃতি-পথে আসিলেই জীবের মুক্ত ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে। চৈতন্য বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম চেতনের অনুসন্ধান। বিভু চৈতন্যের গরীয়সী শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানব যখন স্বরূপের অনুসন্ধান পর হয় তখন তাহার হৃদয়ে স্বরূপস্মৃতি বিকাশিত হইয়া তাহাকে নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত লাভ করাইয়া দেয়। পশু মধ্যেও অণুচৈতন্য আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার দেহ গঠন প্রযুক্ত কৃষ্ণ দাস্যে অবস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ লাভের কোনও যোগ্যতা নাই। কেননা সে বিবেক-হীন ও সদসদ্ বিচার-শূন্য। তবে পশু-জন্মও সার্থক হইতে পারে, যদি সেই পশু জন্মান্তরীন পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে কোনও ভগবদ্ভক্তের গৃহে স্থান পাইয়া বৈষ্ণব সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া যায়। কিন্তু যদি কোন ভোগীর গৃহে [illegible], তাহা হইলে হয়ত এই সুযোগ পাইত না।

নরতনু ভগবদ্ভজনের মূল। তাই বলিয়া প্রত্যেক মানবই যে হরিভজন করিবে এইরূপ বাধ্যতামূলক কোনও সিদ্ধান্ত নাই। শ্রীভগবান্ প্রত্যেক জীব হৃদয়ে স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটা বস্তু দিয়াছেন, তাহার সৎ কিম্বা অসৎ ব্যবহার ফলে জীব সৎ ও অসৎ সঙ্গ করিতে পারে।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
বে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥

ভগবদ্ভজন-যোগ্য স্থূল ও মানব-জন্ম লাভ করিয়া মানব যদি হরিভজন না করিল, তাহা হইলে তাহার ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় দুর্ব্বিষহ পশু-জীবন যাপন করা হইল মাত্র। অতএব হে মানব সম্প্রদায় পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে প্রমত্ত না হইয়া বিবেকের আশ্রয়ে সেবোন্মুখ বৃত্তির অনুশীলন কর, 'প্রকৃত মানব' নামের যোগ্যতা অর্জ্জন কর।

নানা কথা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ

২২শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় বাঙ্গালার লাট নিম্নলিখিত ঘোষণা করিয়াছেন—

ভারতীয় শাসনবিধির ৭২ (খ) ধারার ১ নং উপধারার অন্তর্গত প্রথম অনুশাসন অনুসারে আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষমতাবলে আমি ২২শে এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।

দারোগা হত্যার মামলা আসামীর প্রাণদণ্ডাদেশ

বরিশাল বাণী-পীঠ স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দারোগা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র রায়কে হত্যা করার অপরাধে ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। গত ২২শে এপ্রিল বিচারকালে জুরীরা প্রথমে সকলেই বালকের যাহাতে প্রাণদণ্ড না হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জজ মিঃ পোটার এই অপরাধকে স্বেচ্ছাকৃত ও রাজনৈতিক বলিয়া মনে করায় জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বালকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তবে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সরকার ইচ্ছা করিলে দয়া প্রকাশের ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইবামাত্র বালককে পুলিসের কর্ত্তা পাহারায় গাড়ী করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হয়। রমেশের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। ঝালকাঠি থানার অধীন কীর্ত্তিপাশায় ... চাকাদের বাড়ী।

ঢাকা হইতে পদব্রজে শিলং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫জন ছাত্র শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞান সেন, শ্রীযুক্ত [illegible]পেন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত বিনয় চট্টোপাধ্যায় পদব্রজে শিলং যাত্রা করিয়াছেন। গত ২১শে এপ্রিল তাঁহারা শ্রীহট্টে উপনীত হইয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ

মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্যারিসে বিশেষজ্ঞদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে জার্ম্মাণ প্রতিনিধিগণ যে প্রস্তাব দেন, তাহা অগ্রাহ্য হয়। ফলে সমস্ত ব্যাপার একরূপ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। তবে মীমাংসার আশা এখনও কিছু কিছু আছে।

জার্ম্মাণ প্রতিনিধিবর্গকে [illegible] দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। [illegible] আসিয়া তাহারা মন্ত্রী-সভার সহিত পরামর্শ করিয়া অতিরিক্ত [illegible] প্যারিসে [illegible] করিবেন।

বাঙ্গলার খবর

পরিষদে স্যার এ, কে,

"দার্জ্জিলিং, ২১শে এপ্রিলের [illegible] প্রকাশ, নবাব নবাবআলি চৌধুরীর [illegible] বাঙ্গালার শাসনপরিষদের যে সদস্যপদ [illegible] হইয়াছিল, স্যার এ, কে, গজনভীকে সেই পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ডাকাতে বিমান-পোত

বিলাতের লোককে আকাশ পথে ভ্রমণে অভ্যস্ত করাইবার জন্য [illegible] পার্ক কর্ণার হইতে ১২ মাইল [illegible] হনওয়ার্থে জুন মাসে দুইটি বিমান পোতের ঘাটি খোলা হইবে। একটি ঘাটিতে [illegible] সম্বলন টেনিস প্রভৃতি খেলিবার জায়গা থাকিবে আর একটী হইতে ভাড়াটে বিমান পোত পাওয়া যাইবে। সেখানে মাইল পিছু এক শিলিং ভাড়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

নারায়ণগঞ্জ ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, তথায় এক ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। যাত্রীপূর্ণ একখানি বাস উলটাইয়া গিয়া পথিপার্শ্বস্থ এক পুকুরে গিয়া পড়ে। উহাতে ১৫ জন যাত্রী ছিল কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্যজনকরূপে রক্ষা পাইয়াছে। সরকারী উকিল রায় বাহাদুর নরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এবং বাস-চালক-সহ আরও কয়েক ব্যক্তি আঘাত পায়েন। চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

স্পেনে ভীষণ দাবানল

সান সিবাষ্টিয়ান, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের দাবানল অনেকটা সংযত হইয়াছে বটে, তবে সীমান্তে অবস্থিত [illegible] [illegible]দের নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনও প্রবল আগুন জ্বলিতেছে। সান সিবাষ্টিয়ানে [illegible] যে আগুন এখনও জ্বলিতেছে তাহার উত্তাপ ১০ মাইল দূর হইতে [illegible] অনুভূত হইতেছে।

সম্রাটের আরোগ্যলাভ

লণ্ডন, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সাণ্ডে টাইমস পত্র জানাইতেছেন—দীর্ঘ দিন রোগ-শয্যায় শায়িত থাকায় [illegible] যে সমস্ত সহানুভূতিসূচক সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, সম্রাট [illegible] তাহার উত্তর দিতে [illegible] দিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি "[illegible] [illegible] নিকট আমার [illegible]" [illegible] [illegible] বিয়া একখানি [illegible] [illegible] [illegible]

সাময়িক-প্রসঙ্গ

জীবাত্মার অকিঞ্চনা নবজন্ম-জন্মরাই কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট আকর্ষক ও আকৃষ্টের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ধর্মটী বর্ত্তমান, তাহা নাই ভক্তি। জীব কৃষ্ণাকৃষ্ট। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণই হইতেছে জীবের অকৃত্রিম কৃষ্ণপ্রীতি, নিষ্কপট কৃষ্ণসেবা; যেখানে সেই কৃষ্ণা কর্ষণের অনুভূতি নাই অথচ কৃষ্ণে প্রীতি বা সেবার বাহ্য অভিনয় মাত্র দৃষ্ট হয়, সেখানে জীব সহজ-সরল স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট মিথ্যাচারী কপট "কৃষ্ণ আমার বন্ধু, আমিও কৃষ্ণের বন্ধু, আমাকে কৃষ্ণ-প্রীত করুন না করুন, কৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করা আমার ধর্ম্ম, তাহাতে কোন হেতু নাই, আমি কৃষ্ণের সেবা করিতেছি কি না জানি না, তবে কৃষ্ণই আমার যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহারই প্রীতি বিধান করিবার জন্য আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়-ইহাই আমি জানি"—এইরূপ সরল বুদ্ধি-সম্পন্ন জীবের ও কৃষ্ণের মধ্যে কোন অন্যাভিলাষ কিম্বা ভুক্তি-মুক্তি-মূলক আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ-বাঞ্ছা কাপট্য ব্যবধান নাই। কিন্তু যেখানে লক্ষ্য বা কষ্ট-কল্পনা দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন বা কৃষ্ণভজনপ্রয়াস, সেখানে তাদৃশ ব্যবধান বিশেষরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে। জীব তদবস্থা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া যতই কেন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজন করুন, তিনি কৃষ্ণের দিক হইতে কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

জীবাত্মার সহজ-সরলভাবের ব্যত্যয়ই কপটতা বা "প্রাকৃত সহজিয়া"-বাদ। এই প্রাকৃত-সহজিয়া ধর্ম্মধ্বজিদলের ব্যভিচার-স্রোতে জগৎ আজ ভাসমান। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় শাস্ত্র হইতে ভ্রষ্ট বিষ্ণু ... সাহজিকগণের ভাব ... কৃত ... [illegible] মিথ্যা হইতে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহেচ্ছায় তাহার এমনভাবে অনুকরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া লোকে শাস্ত্রোক্ত ভজনক্রম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন হইতেছে। ফলে সরলতার নকল করিতে গিয়া কপটতায় ভরপুর হইয়া নানারূপ অহঙ্কারে প্রমত্ত হইতেছে। আবার তাহাতে আর একটী সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে যে, লোকে ক্রমে ভক্তের অপ্রাকৃত ভাব বা প্রেমলক্ষণসমূহেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। প্রাকৃত-সহজধর্ম্মদৃষ্টে অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মে ধারণা লইতে গিয়া অনেক অন্ত সাহিত্যিক মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বৈরাগ্য সম্বন্ধে নানারূপ অবৈধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। আসলের নকল হইতে পারে বলিয়া যে শেষে আসলকেও অবিশ্বাস করিয়া বসিতে হইবে, এমন কোন কথা নহে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতির অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়া অধুনা বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। বদ্ধজীব তাঁহাদের অপ্রাকৃত সহজ কৃষ্ণভজনপ্রয়াস বুঝিতে না পারিয়া জড়দেহমনের প্রীতিকে কৃষ্ণপ্রীতিস্থানে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে কত যে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল প্রাকৃত সহজিয়াদল অত্যুৎকট কৃষ্ণ প্রীতি-নিবন্ধন শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাগমার্গ হইতে গিয়া কাম ক্রোধ ও লোভ—এই ত্রিবিধ নরক-দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। শ্রীগীতা (১৪।২৩) উহাদিগকে তারস্বরে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—

'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥'

—যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না।

ইংরাজী রিডিং পড়িতে শিখিয়াই যদি কাহারও এম, এ ক্লাসের পাঠ্য পড়িবার সাধ হয়, তাহা হইলে তিনি কতদূর লাভবান হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি সত্য-সত্য কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিবারই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হয়। পরবিদ্যাপীঠে ভর্ত্তি হইতে না হইতেই যদি রাসপঞ্চাধ্যায়, ভ্রমর-গীতা, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি শুনিবার সাধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহা বিশুদ্ধ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা কাম বা অকালপক্বতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অকাল-পক্বদলের জনৈক খ্যাতনামা ভূতক-পাঠক গোস্বামিব্রুবের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রীতিসন্দর্ভ পাঠের ফল আজও সর্ব্বজন-সুবিদিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ এইরূপ অজিতেন্দ্রিয় গোস্বামিব্রুবগণ অদ্যাপি সগর্ব্বে রসগ্রন্থ আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভ্রমরগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সহিত অতি নিভৃতে বসিয়া আলোচনা করিতেন, সেই সুগোপ্য বস্তুটী অনধিকারী ভূতক পাঠকগণ কেবল কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠার লোভে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতেছে, আর তাহার পরিণাম কিরূপ বিষময় হইতেছে, তাহা হৃদয়বান্ সজ্জনগণ ব্যতীত কে বুঝিবে? রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভজন-রহস্য প্রাকৃত মন দ্বারা বুঝিতে গিয়া মানুষ কেমন করিয়া রক্তমাংস লোলুপ হইয়া পড়িতেছে, তাহা আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। গোস্বামিব্রুবগণ যেমন তাহাদের গোস্বামিত্ব ঘৃণিত শুক্র-শোণিতে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, রাস-সিদ্ধান্তকেও সেইরূপ তাহাদের কামানলের ইন্ধনস্বরূপ করিতে ত্রুটি করে না। এসকল কথা নিরপেক্ষভাবে ভাবিবার ও বিচার করিবার সৎসাহস জগতে আর কাহারও হইবে কি না জানি না। জগতে সত্যানুরাগী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনের কি এতই অভাব হইয়া পড়িয়াছে?

"সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিবে লইবে।" অসরল প্রাকৃত সহজিয়াগণ মহাপ্রভুর শিক্ষা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণকেই যথাসর্ব্বস্ব করিয়া লয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছে

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগাল-ভক্ষ্যে॥"

"যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আশ্রিত, তাঁহাদিগকেই ভগবান্ দয়া করিয়া অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন। সেই বৈষ্ণবগণ দুস্তরা দেবমায়া অতিক্রম করিয়া থাকেন। আর কপটতা ক্রমে যাঁহারা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব-সংজ্ঞা মাত্র লাভ করিয়া জড়সুখ বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে মায়া ছাড়িয়া না দেওয়ায় কল্পবৃক্ষবৎ ভগবানের ভক্তিলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

সুতরাং কপটতা ছাড়িয়া সদ্গুরু-প্রদর্শিত শ্রুতোক্ত পন্থানুসরণে ভজনক্রম অবলম্বন করিলেই জীবাত্মার আত্মবৃত্তি উন্মেষিত হইবে, প্রাকৃত সহজিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইবে, নতুবা জীবের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

সজ্জন—সর্ব্বোপকারক

জগতের জীবগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত প্রথমতঃ অন্যাভিলাষী—যাঁহারা কর্ম্ম জ্ঞান বা ভক্তিযোগ স্বীকার না করিয়া নিজ রুচিমতে চালিত হইয়া যথেচ্ছ আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণ দ্বারা নিজ সুখান্বেষণকেই পুরুষার্থ বলিয়া মানেন।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মাবলম্বক—যাঁহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ, স্বর্গসুখভোগ, মহঃ-জন-সত্য-তপোলোক লাভেচ্ছায় চেষ্টাবান্ জীবের জড়সুখ লাভের উদ্দেশ্যে ঐহিক চেষ্টাবিশিষ্ট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অশ্ব প্রতিষ্ঠা, পথ নির্ম্মাণ, জলদানাদি ইষ্টাপূর্ত্ত ব্রাহ্মণ-ভোজন লোকহিতকর ভিক্ষাদি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পুণ্যসংগ্রহ পূর্ব্বক তত্তৎ সৎকর্ম্মের পরিবর্ত্তে ফলস্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েন্দ্রিয় তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর। উহাকেই তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ নামক ত্রিবর্গসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডরত মানবগণ অনিত্য ফলভোগ কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন। পুণ্যবান্ কর্ম্মীর হঠযোগ ও বৈদিকানুষ্ঠানযুক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য সৎকর্ম্ম গুলি, অন্যাভিলাষীর যথেচ্ছাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সৎ।

অন্যাভিলাষী অপেক্ষা সৎকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য ও আংশিক উপকার করিতে সমর্থ কিন্তু [illegible]

কর্ম্মী নিজেরই যথার্থ উপকার ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উদাসীন আবার নিজজন বলিয়া যাহাদিগকে বলেন, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। ঐহিক বা আমুত্রিক খণ্ডকাল গত শ্রেয়োলাভের পন্থা ব্যতীত নিত্যসুখ ও পূর্ণসুখের কথা তাঁহার হৃদয়নে দৃগ্গোচর হয় না—ইহাই দুঃখের বিষয়। কর্ম্মী জগতকে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দেন এবং নিজে সেই উপদেশ ফলে অনিত্য জড়সুখ অর্জ্জন করেন মাত্র।

তৃতীয়তঃ জ্ঞানী, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণের ন্যায় আংশিক ও অনিত্য সুখের ভিক্ষু নহেন, জ্ঞানীর বিচারে খণ্ডকালের অনিত্য সুখ কখনই পূর্ণ নহে। সুতরাং কর্ম্মীকে তিনি নিতান্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন ভোগী বলিয়াই জানেন। জ্ঞানীর মতে অন্যাভিলাষীর চেষ্টা ও কর্ম্মীর পুণ্যাদি উভয়ই বর্জ্জনীয়। তিনি ভোগী নহেন, আপনাকে ত্যাগী বা বৈরাগী বলিতে চান। জ্ঞানী বলেন—ভোগবুদ্ধিকে অজ্ঞান নাশ করে, জ্ঞানদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার বিচারমতে বস্তুর অদ্বয়তার সহিত নির্বিশেষভাব বিজড়িত। নির্বিশেষ বিচারে বস্তুর বিচিত্রতা না থাকায় দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনগত নিত্য বিশেষ নাই। অহংগ্রহোপাসক মুমুক্ষু জ্ঞানী বলেন, এই জড়জগতে অজ্ঞানক্রমে দ্বৈতভাব উদয় হওয়ায় এই প্রকার অশান্তি কল্পিত হইয়াছে। অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অখণ্ড জ্ঞান অখণ্ড সত্তা ও অনবচ্ছিন্নানন্দের উদয় হয়। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, আনন্দাতিত্ব, আনন্দানুভবকারী ও আনন্দ নামক বিশেষত্রয় অনন্তকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া অদ্বয়তার নির্বিশেষত্বই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানীর এই নির্বিশেষ কেবলাদ্বৈতসিদ্ধি বহু সাধনের বিষয়। তিনি মনে করেন, এইরূপ শুদ্ধপূর্ণ, নিত্যমুক্ত, ভগবৎস্বরূপকে জড়ের প্রকারভেদরূপে প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। এরূপ একটি

নিক জড়বিচার কখনই ভগবানের অনন্ত শক্তিমত্তার হ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। ভবরোগের চিকিৎসার জন্য অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী অসমর্থ হইয়াছে দেখিয়া জ্ঞানাবলম্বকের মুমুক্ষাবিচারে ঈশ্বরনাস্তিত্বের মাহাত্ম্য দর্শনে ভগবদ্বস্তু উদ্ধৃত হন না। যথেচ্ছাচারী নাস্তিক প্রচার করিতে গিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানী ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়া নিরন্তর সৃষ্টি করায় ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হইবেন না, এ কথা মায়াবাদী জ্ঞানীও বুঝিতে পারেন। মুমুক্ষু বিচারকের পরিচ্ছদে যে সকল উপদেশ যাহাকে দিলেন, সে সকল কথাই অজ্ঞানোত্থ জড়বিচারবিহীন সুতরাং তাদৃশ জনসাহায্যে তাদৃশ অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য ভক্তিযোগীর নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও বাক্যাড়ম্বর মাত্র। জ্ঞানীর লক্ষ্য বস্তু কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে আত্মবিনাশরূপ চরম ফল লাভই ঘটে। নির্বিশেষত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার ঐ প্রকার দলপেষণ স্বীয় অপক্কতার নিদর্শন মাত্র। অপক্ক পনসকে যদি প্রলেপ কাঁটালে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে উহা এঁচড়ে পাকা বলিয়া [illegible] ব্যাঘাত করে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নিত্যকাল পূর্ণ চিদ্বিলাসরঙ্গে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপশক্তি প্রকট করিয়া যে সর্ব্বোপকারকতা বিস্তার করিতেছেন, তাহা ভক্তের নিত্য পরিপন্থী নির্বিশেষবাদীর জ্ঞানের গম্য নহে। কিন্তু জ্ঞানী সজ্জনের চরণে নিত্যকাল অপরাধী বলিয়া মোক্ষের যে কাল্পনিকচিত্র অঙ্কিত করে অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি ব্যতীত অন্যের উপকার করিতে সমর্থ নহে জানেন। ভক্তিযোগের পরিপন্থী জ্ঞানযোগ কখনই কাহারও উপকার করিতে পারে না। জড় বন্ধন অনুপাদেয়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে চিন্ময় শক্তিমান ভগবানকে কেবল মাত্র নির্বিশেষাবস্থারূপে পাতিত করিয়া যে অপরাধ সঞ্চিত হয় তদ্দ্বারা মুমুক্ষুর কোন উপকার হয় না, এবং ভক্তেরও তিনি কোন উপকার করিতে পারেন না। মায়াবাদী মুমুক্ষু তমোগুণের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বকে জড়নির্বিশেষত্বে স্থাপন করিলেও তিনি কি প্রকারে সর্ব্বোপকারক হইবেন। জড়নির্বিশেষ কখনই চিন্নির্বিশেষের তুল্য নহে। চিন্নির্বিশেষ মুখে বলিয়া উহাকে জড় নির্বিশেষের প্রকারভেদ জ্ঞান করিলে অজ্ঞান পুষ্ট হয়। তাহা কখনই মুক্তপুরুষের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। অহংগ্রহোপাসক নির্বিশেষ বৈদান্তিক নিজ মৎসরতাবশে চিত্তবৃত্তিকে শান্ত রস বলিয়া প্রতিপাদন করিলেই যে তিনি সর্ব্বোপকারক সজ্জনসংজ্ঞা লাভ করিবেন, এ কথা সজ্জন কখনই বলেন না। কপটভক্ত মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণবাপরাধাকাঙ্ক্ষী বলেন যে তাঁহারা সর্ব্বোপকারক, যেহেতু তাঁহারা নিঃশ্রেয়স কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে তাঁহারা শুদ্ধভক্তসংজ্ঞায় কখনই দৃষ্ট হইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব পুষ্ট হইতেছে, মায়াবাদী কর্ম্মী যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি পরহিংসাময় ভাবসমূহ হৃদয়ে অন্তঃশিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, সেকাল পর্য্যন্ত পরোপকারের স্বরূপ প্রতীতি তাঁহাদের হৃদয়ে অধিকার করিতে পারে না। শেষতঃ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই একমাত্র সর্ব্বোপকারক। তিনিই সজ্জন। শুদ্ধভক্তই মায়াবাদীকে তাঁহার ফল্গু ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে বলবান্, তিনিই কেবল যথেচ্ছাচারীকে তাহার ক্ষুদ্র অভিলাষের কৈঙ্কর্য্য হইতে উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে ক্ষমবান্। সেই জন্যই শুদ্ধভক্ত কুলশেখর বলিয়াছেন,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অথবা পার্থিব অশান্তি অপনোদনের চেষ্টারূপ মোক্ষ শুদ্ধভক্তের থাকিতে পারে না, মুমুক্ষা নাম্নী ছলনা কখনই শুদ্ধভক্তকে আক্রমণ করিতে পারে না। একমাত্র জীবের নিত্যবৃত্তি হরিসেবাই জীবের পরমোপকারে সমর্থ এবং হরিজনগণই সর্ব্বোপকারক। তাঁহারা মায়াবাদীর ন্যায় মতবাদ প্রচার বা ভোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে বিরূপ স্বার্থে প্রমত্ত নহেন। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত মায়িক ভোগের স্বার্থ বা জড় ত্যাগপর অনর্থ ভক্তকে কোন দিন গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত জীবের কাল্পনিক অপবর্গ-মার্গ কখনই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র কৃষ্ণৈকপ্রপন্ন সজ্জনই নিত্যোপকারক এবং সমগ্র জগৎকে হরিজনজ্ঞানে সর্ব্বোপকারক সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত, আবার মিছাভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে বলবান। সজ্জনকুলচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন, "কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হব তাতে অনুরক্ত।" সর্ব্বোপকারকের কিরূপ বিস্তারিণী দয়া সজ্জনগণ হৃদয়ে ধারণা করন এবং তাদৃশ সর্ব্বোপকারক হইয়া কৃষ্ণসেবা করন ইহাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র শিক্ষা। সজ্জন নির্মৎসর। অসজ্জন মৎসর। মৎসরতা প্রবল হইলে উপকারবৃত্তি তিরোহিত হইয়া অপকার বা হিংসায় পর্য্যবসিত হয়। সজ্জন নিত্য কৃষ্ণদাস সুতরাং মায়াবাদী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মৎসরতা তাঁহাকে কোন দিন আক্রমণ করে না। তিনি নিত্যকাল মৎসর সম্প্রদায়ের উপকার করিয়া সর্ব্বোপকারক নামের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্বপ্রকাশিত ৪৮ সংখ্যার পর)

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব বাহাদুর মাননীয় মি জি, ল্যাম্বার্ট সি, এস, আই, আই, সি, এস্ মহোদয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া [illegible] যে, যখন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে আমরা লক্ষ্ণৌনগরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছিলাম, তখন যুক্তপ্রদেশের মহামান্য লাটবাহাদুরের নিকট ও শ্রীগুরুদেবের ঐ বার্ত্তা বহন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মহামান্য লাটসাহেব বাহাদুর, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট ঐসকল কথা অতীব মনোযোগ, আগ্রহ, ধৈর্য্য ও যত্নের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, বিশেষতঃ মহামহোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারের প্রণালী শ্রবণে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে যুক্তপ্রদেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের সহায়তা করিবেন, বলিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা মহামান্য লাটসাহেব বাহাদুরের মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিপুল ধন্যবাদ দিতেছেন।

দি অনারেবল খাঁ বাহাদুর, সার মোহম্মদ হবিবুল্লা সাহেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই কে, সি আই, ই, কে টি মেম্বর অব্ এডুকেশন হেল্থ এণ্ড ল্যাণ্ডস্ অব দি একসিকিউটিভ্ কাউনসিল টু হিজ এক্সেলেন্সি দি ভাইসরয়) মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অনেককাল শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীর কথা শ্রবণে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ঐসকল কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এবং ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক-সভার উচ্চপদে আরূঢ় হইলেও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের নিকট শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা মাননীয় খাঁবাহাদুর মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মিষ্টার ক্যাসেলস্, কমিশনার লক্ষ্ণৌ ডিভিসান, শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ, শ্রীনৈমিষারণ্যস্থিত পরমহংসমঠের প্রচারকগণের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রচারকগণের প্রচারের সহায়তা করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান যে সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া প্রচারকগণের নিকট

প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মহামান্য ভারত-সম্রাট প্রতিনিধি বা বড়লাট সাহেব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ জি, কানিংহাম, সি, আই, ই,-ও, বি,ই, আই, সি,এস, এবং সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ এল, বি, ইগ্যারটন, আই, সি, এস, মহোদয়দ্বয় উভয়েই পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-প্রণালীর কথা বহুক্ষণ-যাবৎ শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা এই সকল কথা বড়লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তদর্থে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে পত্রাদিও প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা মহামান্য ভারত-সম্রাট প্রতিনিধি মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীদ্বয়ের মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

হিজ্ হাইনেস দি মহারাজাধিরাজ সাহেব অফ পাতিয়ালা ষ্টেট, প্রেসিডেন্ট অফ দি চেম্বার অফ প্রিন্সেস অফ ইণ্ডিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন-ধর্ম্মের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বহু হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং প্রচারকগণের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা পাতিয়ালার মহারাজাধিরাজ সাহেব বাহাদুরকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কার্ণেল, অমরিক সিং, ডিউটি অফিসার টু দি পাতিয়ালা ষ্টেট মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে ষ্টেটগেষ্টস্ রূপে সম্মান ও অভিনন্দন প্রদান করিয়া এবং প্রচারকগণের জন্য সর্ব্ববিধ যত্ন লইয়াছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও প্রচারকগণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

হার হাইনেস দি মহারাণী সাহেবা অফ কপুরথালা ষ্টেট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে অতীব সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের নিকট হইতে দুই দিবসকাল শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। মাননীয়া মহারাণী সাহেবা তাঁহার প্রাসাদে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত শ্রোতার সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তদনুসারে রাজপ্রাসাদে অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মুখে বক্তৃতামুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাননীয়া রাণী সাহেবার মহাপ্রভুর কথায় প্রীতি ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কর্ণেল জার্ম্মাণ দাস, মিলিটারী সেক্রেটারী টু দি মহারাজ সাহেব অফ, কপুরথালা সর্ব্বদা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি নানাপ্রকারে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন

(ক্রমশঃ)

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'তোমার গৌর, তোমার গৌর' বলিয়াও বেশ ঠেস্ দেওয়া হইয়াছে। 'তোমার-আমার গৌর' বলে কোন একটা কিছু নাই। গৌর জীবমাত্রের, সর্ব্বজগতের, গৌর গৌর দারিদ্র্যজনের, ভক্তের, গৌর পতিত কাঙ্গাল দলের। যারা পতিত নহে, পতিত বলিয়া নিজদিগকে ঠিক্ ঠিক্ মনে করে না,—নিজ বলে চলিয়া যাইতে সমর্থ, তারা গৌরকে বিশ্বাস ও আশ্রয় করিবে কেন? এদিকে আবার নিজকে পতিত বলিয়া অনেকবার উল্লেখ করিয়া আমার মত পামর জনের কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ কপট দৈন্য কেন? ইহাও কি উপহাস নহে? কথায় বলে 'যার প্রসাদে বাপের মা, সে বিমা কেউ কিছু না'? শ্রীগৌরসুন্দর যদি জগতের ভাগ্যে মর্ত্ত্যধামে না অবতীর্ণ হইতেন এবং স্বয়ং আচরণ ও প্রচার করিয়া জগতে ব্রজের ভজন না জানাইতেন ও না শিখাইতেন, তবে আমার তোমার এ কৃষ্ণপ্রেম (?) কোথা হইতে আসিত? গৌর স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও জগতের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণ নাম-প্রদাতা, ব্রজ-ভজন শিক্ষাদাতা গুরু। অথচ সেই গুরুকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে লঙ্ঘন করিয়া তিনি কৃষ্ণভজনে (?) নিযুক্ত হইতেছেন। তিনি গৌরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেনই বা কেন? তিনি স্বতঃ—নিজেকেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত দ্বিতীয় মহাপ্রভু মনে করিয়া থাকেন। এবং তাঁর সেই ক্ষুদ্র ক্ষতিকে গম্ভীরা কল্পনা করিয়া সারারাত্রি কৃষ্ণপ্রেমে 'মোহন'!! ভক্ত বা ভক্তিকে তুচ্ছ মনে করিয়া সারারাত্রি কৃষ্ণের পথ দেখিয়া বসিয়া থাকেন!!! তিনি ত ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া কিছুদূর পড়িতে না পড়িতেই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া ব্যাসাসন হইতে পড়িয়া যান! ডাক্তার তাহার মত অভূতপূর্ব্ব আদর্শ বহু রোগীর খবর আমি জানি। তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে নিজেদের ভ্রম, পাষণ্ডতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া—গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া উদ্ধার পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বাবস্থায় হরিনাম শ্রবণ মাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া দিনেক দুই দিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন—ব্যাসাসন হইতে দণ্ডবৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেন। পূর্ব্বে আমারও এইরূপ ভাবুকতা ও প্রেমিকতার জন্য মনে বড় ক্ষোভ, আক্ষেপ হইত। ভাবিতাম—বুঝি ইহাই ভক্তি, ইহাই প্রেম। কিন্তু এখন গৌড়ীয় মঠের অপার অযাচিত কৃপায় বেশ বুঝিতে পারিতেছি—যে এই সকল কেবল মনোবিকার—মায়ার ছলনা মাত্র। পূর্ব্বেই ত' বলিয়াছি ইহা যাত্রার দলের কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা কোনও অংশেই বিশেষ নহে। আমাদের দেশে নগরেশ্বরীর হাটের গুরুদের মধ্যেও অনেকের এইরূপ মূর্চ্ছা ও অনেক কথা বলিবার ক্ষমতা দেখা যায়। *

* [চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক শ্রেণী বাউল বা বৈষ্ণব আছে। তাহারা নগরেশ্বরীর হাট বসায়। তাহাতে স্ত্রী বা পুরুষ কেহ খাছা বা মিডিয়াম্ হয়। এই সকল মিডিয়াম্ অনেক প্রফেসি এবং সিক্রেটস্ বলিতে পারে।]

শুদ্ধবৈষ্ণবতায়—কৃষ্ণভজনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদাশ্রয় ও আনুগত্য থাকিবেই। যেখানে ইহা নাই, সেখানে নাস্তিকতা—পাষণ্ডতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেখানে শুধু দ্বৈত বা মায়া। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সমক্ষেত্রে সমসূত্রে নিত্যলীলা করেন—ইহা বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে যতদিন না পারা যাইবে, ততদিন অপ্রাকৃত ব্রজধামের পথদ্বার রুদ্ধই থাকিবে, ততদিন কোন অঘটনঘটন-পটীয়সী ভবতারা মহামায়া কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও প্রাকৃত জগতকে লোদর্শিত মায়িকব্রজধামেই ঘুরপাক খাওয়া হইবে।

আবার ঢঙ করিয়া লেখা হইয়াছে—'তোমার গৌরের' নিকট বলিও যেন দিন দিন ব্রজের পথে অগ্রসর হইতে পারি। ইহা যদি উপহাস না হইয়া নিষ্কপট কথা হইত, ব্রজের পথে অগ্রসর হওয়াটা যদি গৌরের কৃপার উপর নির্ভর করে বলিয়া সত্যই বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে গৌরের নিজজনের চরণে আশ্রয় পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা এবং চেষ্টাও থাকিত।

সাধনভজনে জীবের ভিন্ন ভিন্ন রুচির দায়িত্ব ও দোহাই দেওয়া হইয়াছে—'গৌরের' উপর। ইহাও ভগবানের চরণে অপরাধ মাত্র—ইহাও নাস্তিকতা, মায়ার প্রহেলিকা। নিজে কৃষ্ণ সাজিবার অর্থাৎ ভোক্তা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রেরিত হইয়া ভোগের লালসায় স্বতন্ত্রতাবশে মায়ামুগ্ধ হইয়া আমরা যা' তা' করি, আর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিই ভগবানের উপর! বলিবার বেলা কিন্তু বলিয়া থাকি—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। হৃষীকেশ গৌরসুন্দর জীবকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে বলেন না, ভোগে রুচি দেন না, ভজনেও ভিন্নরুচি দেন না। তিনি জীবমাত্রকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন উপদেশ করিয়া থাকেন। জীবকে নিজ স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, জীবাত্মার একমাত্র নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে—কৃষ্ণসেবাতে রুচি জন্মাইবার জন্য,—সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি জগতে আসিয়া থাকেন এবং নিজ শ্রেষ্ঠজনকে প্রেরণ করেন। তিনি এবং তদীয় নিজজনগণ জীবমাত্রকে একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তিভজনের রুচিই প্রদান করেন। জীব কিন্তু নিজ ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারপূর্ব্বক 'সোনার উপর কারিগরি' করিয়া বিভিন্ন রুচির আবাহন করে, সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশে ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজেদের মায়িকবুদ্ধিতে তাহার সংশোধন করিয়া, 'ভিন্ন ভিন্ন মত, অতএব ভিন্ন ভিন্ন পথ' উদ্ভাবন করে। ইহাকেই বলে সৌভাগ্যবাদ, প্রাকৃত সাহজিকতা, মিছা বৈষ্ণবতা, পাষণ্ডতা। ইহা নিছক মনোধর্ম্মের কথা, মায়ার প্রতারণামাত্র। জীবের ভিন্নরুচি ভগবদিচ্ছাকৃত বা ভগবৎ-প্রযুক্ত নহে। ইহা জীবের স্বেচ্ছাকৃত—ভোগবাসনার বৈচিত্র্যজনিত।

স্বস্ব রুচি অনুযায়ী ভজন একান্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত করিয়া গেলে, ভগবান্ তদনুযায়ী ফল দেন- কথাটা এক রকম ঠিকই বটে। যে যাহা চায় কৃষ্ণ তাহাকে তাহাই দেন—ইহাও ঠিক কথা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় এই কথা বলিয়াছেন,—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। কিন্তু এই কথার একটা প্রকাণ্ড কু-ধারণা বর্ত্তমানে খুব প্রসার লাভ করিয়া বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কিন্তু ইহা নহে যে,—সকল ভজনে সকল পথেই ব্রজের কৃষ্ণ ও ব্রজের প্রেম মিলিবে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—যে ভজনের যাহা লক্ষ্য, সেই ভজন শুদ্ধভাবে কৃত হইলে সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা কৃষ্ণ সেই সেই উদ্দিষ্ট ফল স্বয়ং বা স্বাধীন দেবতাগণের দ্বারা দিয়া থাকেন। শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী এবং পঞ্চোপাসকের অন্তর্গত মায়াবাদী, তথাকথিত বৈষ্ণব—ইহারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-

[illegible] না। ইহারা সকলেই কৃষ্ণে অস্ত-কামী—সার্প্য বা প্রচ্ছন্ন ভোগকামী। অতএব কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে মায়াধারের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণদাসী দুর্গা বা মহামায়া তাহাদিগকে সেই সেই ফল দিয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য-জনিত অপরাধের দণ্ড দিয়া থাকেন। এক হিসাবে তাহারা সকলেই কৃষ্ণের গৌণ উপাসক, কারণ কৃষ্ণই সর্বেশ্বর পরমেশ্বর, অপর সকল দেবতা তাঁহার অধীন ভৃত্যমাত্র, কিন্তু এতৎ সমস্তই অবিধিপূর্বক কৃষ্ণপূজা বলিয়া—সাক্ষাৎ কৃষ্ণপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণদাস্য নহে বলিয়া—তাহারা মায়ার হাত অতিক্রম করিতে পারে না। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্বকম্॥'

একমাত্র কৃষ্ণচরণাশ্রয়েই দুরত্যয় মায়াকে অতিক্রম করা যায়।

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'

যথার্থ তাৎপর্য্য-গ্রহণের অভাবে নিজ নিজ প্রবৃত্তির পরিপোষক অর্থ করিয়া সত্য অসত্য, চেতন জড়, ভাল মন্দ সকল মতের সমন্বয় বা জগাখিচুড়ী করিবার চেষ্টাকে উদারতা বা মতসমন্বয় বলিয়া ঘোষণা করা আজকালকার ব্যবসায়ী বা অজ্ঞদলের একটা বিশেষত্ব। ইহা অজ্ঞতাবশতঃ, অথবা স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাবশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া অনুমোদনপূর্বক পরের ভোগ-প্রবৃত্তির সমর্থন করা মাত্র। ইহা সত্যানুরাগ নহে, ইহা হয় অজ্ঞতা, না হয় ভোগপরায়ণতা।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

আবহাওয়া

কয়েক দিন যাবৎ আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সময় সময় একটু ঝড় বৃষ্টিও হয়। গত কল্য প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন ছিল—সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হন নাই। বেলা ৮ ঘটিকার সময় হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টিপাত হইতেছিল। ইহাতে প্রখর রবি-তাপে দগ্ধপ্রায় ধরিত্রীদেবী বেশ শীতলা হইয়াছেন। কৃষকদের চাষেরও অতিশয় সুবিধা হইয়াছে।

নদীয়া-কেন্দ্রে নির্ব্বাচন

কৃষ্ণনগর ২৫।৪।২৯

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বরসিপ-প্রার্থীরূপে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রণজিৎ পালচৌধুরী কংগ্রেস-কমিটির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইন্দুভাদুড়ী মহাশয় ক[ং]গ্রেসের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই, তবে কংগ্রেস-কমিটি তাঁহাকে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত পদ-লাভের জন্য যত্নবান হইবেন।

বার-লাইব্রেরী কাহাকে সমর্থন করেন তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত কংগ্রেস কমিটী প্রত্যেক বার-লাইব্রেরীতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

গত কল্য কৃষ্ণনগর বার লাইব্রেরীর এক সভায় স্থির হইয়াছে যে ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর পদে তাঁহারা শ্রীযুক্ত ইন্দুভাদুড়ী মহোদয়কেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

এই কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভাদুড়ীর ন্যায় একজন উপযুক্ত ব্যক্তি উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইতে দেখিলে আমরাও সুখী হইব।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত গুনারী গ্রামে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। প্রায় ১৭।১৮ দিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি ঐ গ্রামের একটী বহু পুরাতন তেঁতুল বৃক্ষের সন্নিকট দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পায় যে ঐ গাছের একটি ঊর্দ্ধে উত্থিত শিকড় দিয়া দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার শ্বেত বর্ণের তরল পদার্থ অবিরাম নির্গত হইতেছে। প্রথমে সে বৃক্ষের আটা মনে করিয়া বিশেষ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু ২।১ দিনের মধ্যে ওই শ্বেত পদার্থের পরিমাণ গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমেই জনতা কৌতূহল নিবারণার্থ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার স্বাদ দুগ্ধের ন্যায়। এজন্য সকলে ইহা কোন দৈব ব্যাপার মনে করিয়া বৃক্ষতলে পূজা অর্চ্চনা ও সংকীর্ত্তনাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

তথ্যানুসন্ধানের জন্য গ্রামবাসী এ বিষয়ে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন—বাংলার কথা

পেশোয়ারে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

পেশোয়ার, ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গিধারপুরের জমিদার সর্দ্দার আমেদজান অল্প রাত্রে যখন মসজেদে নমাজ পড়িতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি গুলী করিয়া তাহাকে সাংঘাতিকরূপে জখম করে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মার্দান হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়—কিন্তু ঐ আঘাতের ফলে তথায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। নিহন্তা ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে; বর্ত্তমানে সে পুলিশের হেফাজতে আছে।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা

জামীনের প্রার্থনা

আবেদন অগ্রাহ্য

প্রকাশ, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের সদস্য অধ্যাপক ধরমবীর সিংহের পক্ষ হইতে জামীনের আবেদন করা হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আবেদনকারীর পক্ষ হইতে পণ্ডিত পিয়ারেলাল শর্ম্মা জামীন মঞ্জুরের পক্ষে কারণ প্রদর্শন করেন, পূরণচাঁদ যোশীর আবেদন সম্পর্কে যে সকল কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তিনি তাহার পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিচার সত্বর আরম্ভ হউক, আইনের রীতি অনুসারে আসামী সর্ব্বদাই এই প্রকার দাবী করিতে পারে। যদি বিচার আরম্ভ হইতে দেরী হয়, তাহা হইলে সুবিচারের মর্য্যাদা রক্ষা যদি করিতে হয়, তবে আসামীকে অধিক দিন কিছুতেই হাজতে রাখা যাইতে পারে না। আসামীর পদ ও সামাজিক মর্য্যাদার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পক্ষে পলায়ন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, অধ্যাপক এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। তিনি অহিংসা নীতিতে দৃঢ় আস্থাবান্ ও সরকারের উচ্ছেদমূলক কোন সংহার-নীতির সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন।

সরকার পক্ষের কাউন্সেল মিঃ জি, পি, মিত্র আবেদনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, আসামী যুক্ত-প্রদেশের কৃষক ও শ্রমিকদলের সহকারী সভাপতি মস্কোর কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই দেশে মস্কো শাসন প্রবর্ত্তনই ঐ দলের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত আসামী মিঃ স্প্রাট, মোজাফর আহম্মদ, শোহন সিং যোশী, কেদারনাথ সাহগল, ডাঃ মুখার্জ্জী এবং পূরণচাঁদ যোশীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্টভাবে মিশিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জামীনের আবেদন নামঞ্জুর করেন।

বড়লাটের পদে লর্ড গশেন
বোম্বাইয়ে কার্য্যভার গ্রহণ

মাদ্রাজ, ২১শে এপ্রিলের সংবাদ সপত্নীক মাদ্রাজ লাট লর্ড গশেন সোমবার উতকামণ্ড হইতে মহীশূরে শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে যাইতেছেন। তাঁহারা ২৮শে তারিখে উতকামণ্ড ফিরিয়া আসিবেন।

লর্ড গশেন ২৪শে জুন তারিখে সদলবলে দিল্লী যাত্রা করিবেন। লর্ড গশেন অল্পবয়স্ক বোম্বাইয়ে লর্ড আরউইনের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

[illegible]

মুলতানের ২২শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, নরহত্যার অভিযোগে [illegible] এক জন মুসলমান অভিযুক্ত হইয়াছিল। মুলতানের দায়রা জজ অধিকাংশ এসেসরের সহিত একমত হইয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। নিহত ব্যক্তির নাম আল্লাদাদ। সে সম্প্রতি আফগানিস্থান হইতে আসিয়া মুলতানে বাস করিতেছিল। প্রকাশ, আসামীর স্ত্রীর সহিত নিহত ব্যক্তির অবৈধ সংস্রব উদ্ভব হওয়ায় সন্দেহে আসামী প্রতিহিংসাবশে তাহাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে।

ত্রিচিনাপল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

মাদ্রাজের ২২শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিচিনাপল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় ২ জন এসেসর রায় দিয়াছেন, ষড়যন্ত্র হয় নাই। তৃতীয় এসেসর বলিয়াছেন, ৪ জন আসামী রেলওয়ে আইন অনুযায়ী অপরাধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। বিচারক এখনও রায় দেন নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা
নির্ব্বাচনের তারিখ

মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, লাট, বঙ্গীয় নির্ব্বাচন-নিয়মের ২৭ বিধানের (২) উপবিধি অনুযায়ী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রকে উক্ত নিয়ম অনুসারে, আগামী ২০শে জুনের মধ্যে সদস্য নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার
সদস্য নির্ব্বাচন

আমরা অবগত হইলাম যে, বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় হুগলী জেলার গ্রাম্য নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন।

৩টি শিশু জীবন্ত দগ্ধ

আমেদাবাদের ২১শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গর্ডন মিলের প্রাঙ্গণে দোলনায় ৩টি শিশু শায়িত ছিল। দোলনাগুলি গাছের ডালে বাঁধা ছিল। হঠাৎ সেখানে শুষ্ক পাতায় আগুন লাগিয়া ৩টি শিশুই মারা গিয়াছে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

উড়িষ্যার নিরীহ অধিবাসিগণের উপর কুলিয়ার ছড়া-নাম-কীর্ত্তনকারী প্রাকৃত সহজিয়া সখিভেকিদল বেশ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। কাহাকে বলে শ্রীনাম, কেমন করিয়া সেই শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়, গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য কি, গৌর-নাগরবাদ কাহাকে বলে, নামাপরাধ কাহাকে বলে, ভজনের ক্রমপন্থা কি, বৈষ্ণবতা কাহাকে বলে, আর অবৈষ্ণবতাই বা কি,—এ সকল কথা বিচার করাকে ছড়াগানকারি বাবাজীর দল নাকি জ্ঞান-চর্চ্চা বলিয়া উড়াইয়া দেন, বিচারহীনতাই তাঁহাদের মতে নাকি বৈষ্ণবতা! অথচ তাহাদের বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে আমাদের নিকট যে সকল রিপোর্ট আসিতেছে, তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়! ব্যভিচারের নামকেই কি মহাপ্রভু বৈরাগীর ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন? স্বেচ্ছাচারিতার নামই কি বৈষ্ণবতা? বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সহিত দেখা শুনা নাই, কেবল গলায় মালা ও কপালে তিলক দিয়া গীত, নৃত্য, বাদ্যাদিতে উন্মত্ত হইলেই কি মহাপ্রভুর আচার বিচার পালন করা হইবে? গীত, নৃত্য, বাদ্য যদি শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে যে তাহা তৌর্য্যত্রিক মহাব্যসন-মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা প্রাকৃত সহজিয়াগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখেন কি? যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের নামই ভজন হয়, তবে কৃষ্ণ তুষ্ট হইতেছেন কি, না হইতেছেন, তাহার কি বিচার করিতে হইবে না? নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলে ত' কোন অংশেই মঙ্গল হইতে পারে না। ছড়াগানকারিদল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে গাদর করেন না বলিয়া স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট ছড়ানাম গাহিয়া অপরাধের চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখে যে দ্বাত্রিংশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র শ্রীনাম জীবমাত্রকেই কীর্ত্তন করিবার বিধি দিলেন, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গোস্বামিবর্গ যে নাম মন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, এতকাল ধরিয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে যে নাম কীর্ত্তন করিয়া আসিলেন, সে নাম-কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া জানিনা কোন্ উৎকট গৌরপ্রীতি মূলে নবীন কীর্ত্তনীয়াদল এক নূতন ঢংয়ের কীর্ত্তন বাহির করিলেন। বিংশশতাব্দীর প্রায় সকলেই পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের পক্ষপাতী কিনা? মহাপ্রভুর উপরও মহামহাপ্রভু গিরি করিয়া একটা নূতন কিছু জাহির করা চাইত'? তাই নূতন ধরণের নামের ছড়া ও দাড়ী গোঁফ কামান' পুরুষের স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া নূতন ঢংয়ের ভজনসাধনপন্থা আবিষ্কার হইল। "স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥" শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এ সকল কথা গ্রন্থমঞ্জুষা-মধ্যেই থাকিয়া গেল, এক্ষণে স্ত্রীলোকই হইল কিনা ভজনের অঙ্গ প্রধান। পুরুষের বেশ ধরিয়া স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে আলাপ ব্যবহার করা অনেকটা অসুবিধা, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেশে সেটার বিশেষ কোন অসুবিধা নাই, আর ধর্ম্মের ভাণ আছে বলিয়া পুলিশেরও কোন ভয় করিতে হয় না, ইহা একটা অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব ব্যাপার—স্বর্ণ সুযোগ নহে কি? ইহার নামই প্রাকৃত সহজিয়াবাদ অর্থাৎ জীবাত্মার সহজ সরল ভাব উদিত না হইতেই, দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ অনর্থ থাকা অবস্থাতেই মুক্তানর্থের ভাণে কৃত্রিমভাবে সহজ-ভজন-প্রয়াস মহাপ্রভুর কোন ভক্ত এরূপ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন কি? বৈষ্ণবের শ্রৌতপন্থা বা মহাজনানুগত্য ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা ত' কিছুই নাই? তবে এ সকল নবীন সাধন-প্রণালীর আবশ্যক কি, ভগবদ্ ভজনের নামে এমন করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোক বঞ্চনা করিয়া লাভ কি, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিয়াই উঠিতে পারি না।

নিতাই গৌর বা রাধাশ্যাম আমাদের নিত্যারাধ্য বটে, কিন্তু নিজের মনঃকল্পিত সেই নামের ছড়া বাঁধিতে কোন্ মহাজন অনুমতি দিয়াছেন? নিজের বুদ্ধি জাহির করিতে গিয়া যে ভয়ঙ্কর তত্ত্ববিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা কি বুঝিবার শক্তি কাহারও হইবে না? রাধাশ্যামের বিলাস-সময়ে বলদেবের উপস্থিতি কোন্ রসশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত? মহাজনানুগত্য পরিহার করিলেই এইরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়। শ্রীগৌড়ীয়-নামক সাপ্তাহিক পত্রে এ সকল বিষয়ের বিশদরূপে আলোচনা হইয়াছে।

সরলপ্রাণ উড়িষ্যাবাসী ও অন্যান্য-স্থানের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যদি সত্য সত্য মহাপ্রভুরই কৃপাপ্রার্থী হন, তাহা হইলে বদ্ধজীব-কল্পনা প্রসূত ছড়া-নামাপরাধ কীর্ত্তন ও ভগবদ্ভজনের নামে প্রাকৃত-সহজিয়া হইবার দুরাশা সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করুন। গুণ মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীব কখনও মহামন্ত্র গঠন করিতে পারে না। সংকীর্ত্তনৈকপিতা কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরই মহামন্ত্র উপদেশ করিতে পারেন। "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" এই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ছড়া কীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন দেখিলে, পরদুঃখদুঃখী জীবহিতকামী ত্রিকাল-দর্শী গোস্বামিবর্গ তাহার ব্যবস্থা দিতেন। অশ্রৌতপন্থী হইয়া কাল্পনিক নূতন বিধান কখনই ভজনপ্রণালী বলিয়া স্বীকার্য্য নহে। গলায় সুর ও তাল-মান লয়-জ্ঞান থাকিলেই যে কীর্ত্তনীয়া হওয়া যায়, তাহা নহে, জনমনোরঞ্জন হইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তচিত্তরঞ্জন হয় না। ভক্ত বলেন—

"গৌর বিহিত কীর্ত্তন শুনি
আনন্দে হৃদয় নাচে।"

শ্রুতবিষয়েরই কীর্ত্তন সম্ভব, যে বিষয় পূর্ব্বে কোন মহাজন কীর্ত্তন করেন নাই, তাহার কীর্ত্তন কেমন করিয়া হইবে? ছড়াগানরচনাকারী কোন্ মহাজনের নিকট ছড়াগান-শ্রবণ করিলেন যে, তিনি তাহা লোকসমাজে কীর্ত্তন করিতে সাহসী হইলেন? জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু শাস্ত্র ছাড়া ত একটী কথাও কীর্ত্তন করেন নাই, তবে কি তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান হইলেন? যদি ঐরূপ ছড়াগানের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে পরবর্ত্তিকালেও মহাপ্রভুর ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাজনগণও তাহার অন্ততঃ কিছু আভাস দিয়া যাইতে পারিতেন? তবে এ মোড়লী করিবার আবশ্যক কি, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মত প্রচারদ্বারা জগৎটিকে যে উৎসন্ন দিতে বসা হইয়াছে, তাহা কি তাদের জীবে দয়ার পরিচয়?

সুতরাং সাধু সাবধান! নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপর বাক্যভ্রমে বঞ্চিত হবেন না। যদি কাহারও গৌর-কৃপা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তিনি মনোধর্ম্ম বা গামখেয়াল ছাড়িয়া সাধুগুরুর আনুগত্যে গৌরবিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনপর হউন, 'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।'—এই মহাজন-বাক্য বিস্মৃত না হইয়া তত্ত্বসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুর নিকট সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। বড় দুর্লভ মানবজীবন যে সে লোকের কথায় যেমন তেমন করিয়া কাটাইয়া দিবার নহে। যাহাতে সত্য সত্য হরিভজন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারা যায়, তজ্জন্য জীবমাত্রেরই সর্ব্বান্তঃ দিয়া নিষ্কপটে চেষ্টা করা আবশ্যক। কতকগুলি লোক শোক বাংলা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জানেনা শুনে না তাহারা তাহাদের অপেক্ষা কাহাকেও একটু বাহাদুরি দেখিলে বিশেষতঃ কাহাকেও ভাব-ভঙ্গীর সহিত মধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতে শুনিলে একেবারেই মোহিত হইয়া যায়, মস্ত বড় ভক্ত বলিয়া সম্মান দেন, সিদ্ধান্তের দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই। তাহাদের কথামত সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া কোন প্রাকৃত রসগান ও ছড়াগানকারীকে গুরু করিলে ভগবৎ প্রাপ্তির কোন সুবিধাই হইবে না।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিজজন, তাঁহারা শ্রীভগবানের কার্য্যের জন্যই অপ্রাকৃত শ্রীভগবদ্ধাম হইতে এই জগতে অবতীর্ণ হন। কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্মাদি প্রাকৃত ব্যাপার নহে। শ্রীভগবানের নিত্য সেবক জীবকুল, সেবা-ভ্রান্ত হইয়া এই জগতে পতিত, আর সেই সকল মহাজন সেবাবিমুখকুলকে সেবায় নিযুক্তকারী পতিতপাবন। শ্রীভগবজ্জন-গণের বিচরণ, ভগবদ্বিমুখজনগণের ন্যায় নহে। যাহারা বিমুখ, তাহারা ভোক্তাভিমানে সকল বস্তুতেই ভোগবুদ্ধি বিশিষ্ট। তাহারা শ্রীভগবানের সেবোপ-

[illegible] ভোগমোক্ষে দর্শন, করিয়া কিন্তু শ্রীভগবানের অভিন্ন [illegible] ভাগবতগণের এমনই সুদর্শন যে, তাঁহাদিগের লবমাত্র সঙ্গে জীবের অনাদি-কালের কুদর্শন মিথ্যা জ্ঞানের জন্ম বিদূরিত হইয়া প্রেমানন্দমুদ্রিত ভক্তিনেত্র লাভ হয়।

পাপ ও পুণ্যে বিষয়ভোগী জীব, পাপ-ক্ষয়ে পুণ্য লাভের জন্যই তীর্থাদিতে গমন করেন। তাহাতে ইহকালে বা পরকালে বিষয় ভোগের কিছু সুবিধা হয়। কিন্তু ভোগাবসানে আয়ুবৃত্ত জাগরিত হয় না। যে ক্ষেত্র ইহ জগতের স্থান-বিশেষ নয়, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম, যেখানে শ্রীভগবান্ নিজজনসহ নিত্যকাল বিবিধ লীলা বিলাস করেন, যে অপ্রাকৃত ধামে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণ অবধূত বেশে বিচরণ-পরায়ণ, গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ যে ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাসহ বিরাজিত, আবার যে ক্ষেত্রে সচল লীলায় গৌরকৃষ্ণ নিজানু-সন্ধানে ব্যস্ত থাকিয়া ধাম মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন—সেই ক্ষেত্রে ভোগী আমরা, রোগী আমরা, বিষয় বিষে জর্জ্জরিত আমরা ভোগানল বৃদ্ধির মানসে কত না কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছি। বিষয়ীর গৃহত্যাগ করিয়া পুরীতে আগমন কিছু ধামের স্বরূপ-জ্ঞানে ধাম-সেবক হইবার জন্য নহে, পরন্তু গৃহে বিষয় ভোগে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নিবন্ধন কিছু দিন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের বিষয়-গ্রহণ-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। হায়! হায়! আমরা যে ভগ্নস্বাস্থ্যের উদ্ধার-কল্পে পুরীতে আসিয়াছি, সেই স্থানে স্বাস্থ্য যদিও ভাল হয় তবুও যে চিরদিন থাকিবে না, তাহা বর্ত্তমানে ক্ষণিক সুযোগেও বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পতিত হইয়া মায়া-দেবীর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, আমরা আমাদিগকে ভুলিয়া, আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্যের সন্ধানে নিযুক্ত হইতে পারিতেছি না। যে স্বাস্থ্যে অসুস্থতা নাই, যে স্বাস্থ্যের ভয় নাই, বিনাশ নাই, এমন স্বাস্থ্যটী আমাদিগের অজানা ভাবে থাকিয়া গেল।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপী আবার তিনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী। সুতরাং বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে তিনিই বিরাজিত। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা, বঞ্চিত আমরা, সেবা-বিমুখ আমরা, আমাদের আমাদেরই সর্ব্বত্র বিরাজিত প্রভুকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু করুণায় অপার বারিধি ভগবান্ যে ক্ষেত্রে শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজিত থাকিয়া আমাকে দর্শন দিয়া, আমার দ্বারা সেবা-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া, আমাকে তাঁহার নিত্য সুশীতল পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, আমি কিনা সেই ক্ষেত্রে আসিয়া পূর্ব্বস্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকিলাম

আমাদের এ দুর্দ্দশা কে বুঝিবে? আমি নিজেই আমার অবস্থার খবর রাখি না সুতরাং আমারই ন্যায় বিভ্রান্ত স্বজনবর্গ, আমার অবস্থা বুঝিবেন কি? না কখনই না। মায়াতীত বৈকুণ্ঠ দূতগণই কেবল আমাদের দুর্গতির কথা বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ভগবজ্জনগণ ভগবদ্-বিমুখজনগণকে তাঁহাদিগের সুদুর্ল্লভ সম্পদানে কৃতকৃতার্থ করিবার জন্যই তীর্থাদিতে গমন করেন তীর্থপদ স্বয়ং ভগবানই যাঁহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত, তাঁহাদিগের তীর্থ ভ্রমণের আবশ্যকতা কি? যে চরণজলের মজ্জন পতিতপাবনী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাও বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরও কি আবার তীর্থ স্নানাদির প্রয়োজন হয়? না কেবল,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

শ্রীভাগবতগণই পরম তীর্থস্বরূপ। পাপিগণের দ্বারা মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিবার জন্যই তাঁহাদিগের তীর্থযাত্রা।

গত বুধবার প্রাতে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুরীধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সরস্বতী সঙ্কর্ষণই শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবন-পাবনী কথা কীর্ত্তন করিয়া অচৈতন্যরূপ জীবকুলকে চেতনের পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহা ছাড়া প্রত্যহ শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউর সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। যিনি শ্রীচরিতামৃতের 'অনু-ভাষ্য' রচনা করিয়া শ্রীরূপানুগপ্রবর শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা এবং একমাত্র আবশ্যক ব্যাপার জানাইয়াছেন, আজ তিনি স্বয়ংই শ্রীনীলাচলে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবে বিভোর হইয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু ভাগ্যবান্ জীব এই ব্যাখ্যা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

সারকথা

চ-নিত্যানন্দের স্বরূপ

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণবলরাম।
কোটী সূর্য্যচন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৪ ৮৭)

দুই ভাইর কার্য্য

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুইভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তুজ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৮ ৮৯)

অজ্ঞান-তমের সংজ্ঞা

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

নিতাই গৌরের কৃপার ফল

তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমোনাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৫-১০০)

চৈতন্য চরিতামৃতের শ্রুতিফল

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরসতত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্ব সার॥
(চৈঃ চঃ আ ১।১০৭-১০৯)

ঐকান্তিক শ্রেয়োলাভের উপায়

পুরাকালে কলিযুগ-প্রারম্ভে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ বৈকুণ্ঠলোকলাভ-কামনায় সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা দৈনন্দিন হোমকার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে রোমহর্ষণসুত মহা-ভাগবত উগ্রশ্রবা সূত তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সূত, আপনি মহাভারতাদি ঐতিহ্য গ্রন্থের সহিত অষ্টাদশ পুরাণ এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। শুধু অধ্যয়ন কেন, তাহা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস এবং অন্যান্য বেদবেত্তা ঋষিগণ-প্রণীত যতগুলি শাস্ত্র [illegible] নিত্য তত্ত্বকথার তত্ত্বসমূহই [illegible] অতএব সেই সেই অধীত শাস্ত্রসমূহে [illegible] গণের সহজে একান্ত কল্যাণজনক [illegible] যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। কারণ এই কলিযুগে অধিকাংশ মানবই অল্পায়ুঃ, তাহাতে আবার পরমার্থ-চেষ্টারহিত অলস, তাহাতে মন্দবুদ্ধি, তাহাতে আবার বিঘ্নব্যাকুল, সাধুসঙ্গহীন এবং রোগাদি ত্রিতাপ-প্রপীড়িত। জগতে বহু বহু অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এবং শ্রবণযোগ্য বহু শাস্ত্র বর্ত্তমান, তন্মধ্যে যাহা মুখ্য তাৎপর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়স্কর বলিয়া আপনি স্থির করিয়াছেন, তাহা কলিহত জীবগণের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে বলুন।"

মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসূত গোস্বামী নারায়ণ, বেদব্যাসাদিকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে ঋষিগণ, আপনারা যে ভুবনমঙ্গল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা অতি সাধু। যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি লাভ হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অদ্বয়-জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলেই শীঘ্র নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ বিষয়ভোগত্যাগ এবং মোক্ষাভিসন্ধানরহিত শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানের উদয় করায়। অতএব সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্ছা-শূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ, তন্নাম কীর্ত্তন, তৎ-স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অপ্রাকৃত কথা ও নামশ্রবণকারি মানবগণের হৃদয়ে চৈত্ত্য-গুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবসেবা ও ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে কুবাসনাসমূহ বিনষ্ট হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তির উদয় হয়। তখন কামাদি রিপুগণ দ্বারা চিত্ত অভিভূত না হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে মগ্ন হইয়া উপশম লাভ করে। অতএব সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবাই জীবগণের একান্ত শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়।"

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অষ্টাবিংশ অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

মিঃ ক্লিনবার্গ, এম, পি, এক্ কার্জি [illegible] মহোদয় কুরুক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন [illegible] [illegible]

"অতীব সরলভাবে সর্বদাই দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ অকৃত্রিম সাধু দেখি নাই, অন্ততঃ সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে এরূপ খাঁটী সাধু আমার চক্ষে পড়ে নাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা আম্বালার পুলিশ সাহেব মহোদয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার প্রতি শ্রদ্ধা ও আচার্য্য-অনুগামিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

মিঃ কৃপালিনী, ম্যাজিষ্ট্রেট অফ কারনাল মহোদয় গত সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে নানাবিধভাবে সহায়তা এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের বিচারপতি গোকর্ণনাথ মিশ্র বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে তাঁহার নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে সপরিবারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতদর্শনই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে হরিকথা প্রচারে যে প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নাকাশীপাড়ার জমিদার সজ্জনবর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার শোভাযাত্রায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে বহন করিবার জন্য তাঁহার একটী হস্তী প্রদান করিয়া তাঁহার বংশোচিত মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার একদিকে যেমন মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি তিনি শ্রীধাম-সেবায় ঐরূপ আনুকূল্য করিয়া নিজ মানবজন্ম এবং তাঁহার আশ্রিত হস্তীরূপ পশুটীর জন্মও সুকৃতিবিমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহার সজ্জনতা ও মহত্ত্বের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

সীতাপুর ওয়ার্ড কোর্টের স্পেশাল ম্যানেজার মিঃ ভব্লিউ, ই, জি, ডান, মহাশয় নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। তিনি সজ্জনতোষণী পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও মহাপ্রভুর কথায় শ্রদ্ধাবান্। মুণীগঞ্জ রাজকোষ হইতে তিনি নৈমিষারণ্য মঠে আনুকূল্য প্রদানের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা উক্ত মহাত্মাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বর্দ্ধোমের মহারাজ বাহাদুর নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের একটী গৃহ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাপ্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বলরামপুর এষ্টেটের ওয়ার্ড কোর্টের স্পেশাল ম্যানেজার কুমার যশবীর সিংহ মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার অন্যতম সম্পাদক সর্ব্বগুণসমন্বিত পরমভাগবত দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রাও সাহেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী অদৈবমতবাদ নিরসনে অকৃত্রিম অভিলাষ, সপার্ষদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিলংপ্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারকালে নানাবিধভাবে আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যের প্রতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মভূমি গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ শ্রীধামমায়াপুরের প্রতি তাঁহার যে অগাধ শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রীতি অদম্য সৎসাহস ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তিনি যেরূপ তাঁহার পরম সম্মানিত বৈষ্ণববংশোচিত আদর্শ বৈষ্ণবতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-বিভূষিত হইয়াও তিনি যেরূপ বৈষ্ণবাচার্য্য ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আদর্শ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ গৌরাশীর্ব্বাদে বিভূষিত, বিপুল ধন্যবাদে বিমণ্ডিত এবং বহু সম্মানে অলঙ্কৃত করিতেছেন

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জগতে সর্ব্বত্র অবিধি-পূর্ব্বক কৃষ্ণ পূজাই হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবা অতি বিরল। লোকে কৃষ্ণ সেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবা চায়,—সেবার পরিবর্ত্তে ভোগই চায়। কৃষ্ণও তাহাকে মায়া অর্থাৎ ভোগ দিয়া নিজকে গোপন রাখেন। যারা সেবার ছলনায় সেবাভ্রমে কৃষ্ণকে ভোগ করিতে যায়, কৃষ্ণ তাহাদিগের কাছেও ঘেঁসেন না। যেহেতু কৃষ্ণ কারও ভোগ্য নহেন, তিনি একমাত্র ভোক্তা, একমাত্র সেব্য। তাই তিনি ভোগীর (জ্ঞাতই হউক আর অজ্ঞাতই হউক, প্রচ্ছন্নই হউক আর প্রকাশ্যই হউক) নিকট, মায়াকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ যেমন এক অদ্বয়বস্তু, একমাত্র আরাধ্য, তাঁহাকে পাইবার পথও তেমনি মাত্র একটী। যেখানে বহুপথ বা বহুমত স্বীকৃত ও অনুসৃত, সেখানে সেই সকল বহুপথ কৃষ্ণেতর বস্তুতে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। আমাদের দেশের প্রচলিত 'মগধেশ্বরীর সেবার' পথে যারা ভজন করে, তাদের সেবা চিল শকুন কুকুর প্রভৃতিই গ্রহণ করে, কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। তাদৃশ সেবাকারী কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে মগধেশ্বরীর সেবাই পায়,—ভূত প্রেতের সেবাই পায়। দেহ-মনের বৃত্তির দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় বলিয়া যারা বিশ্বাস করে, তাহারা দেহ-মনের সেবানিপুণ জড়বস্তুর সেবাই লাভ করে। অনর্থমুক্ত আত্মার চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা—বিশুদ্ধ ভক্তির প্রাপ্য কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্ময়ী সেবা পায় না। দেহ ও মনের দ্বারা মায়ার সেবা অর্থাৎ ভোগ হয় মাত্র। কোথায়ও একেবারে স্থূলদেহের দ্বারা স্থূলভোগ, কোথায়ও বা সূক্ষ্ম মনের দ্বারা কাল্পনিক মানস ভোগ। মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকের গোলোক বৃন্দাবনের বস্তু কৃষ্ণকে, এই মায়ার ধামে মায়িকদেহে আবদ্ধ থাকার অবস্থায় কেমন করিয়া সেবা করিতে হয়, সেই সেবাকৌশল বা ভক্তিযোগ ভজনবিজ্ঞ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অতি যত্নের সহিত শিক্ষণীয়। কার্য্যটী অতি গুরুতর, অতি কঠিন। মায়িক জগতের কিছুরই সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। কেবল নিজ নিজ কল্পনায় তাহা বুঝিতে ও শিখিতে পারা যায় না। নিজমনের কল্পনায় বা খেয়ালে পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস বা ধারণা যেখানে আছে, সেখানে মায়া প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা তথা হইতে অন্তর্হিত।

আমাদের মনের বিশ্বাস ত কতরকমেরই হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অতএব যে কোন বিশ্বাসই সত্যে পৌঁছাইয়া দিবে—ইহা বলা যায় না। অজ্ঞলোকের ও বালকের বিশ্বাস—সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। তা' বলিয়া তাহা সত্য হইতে পারে না। মনগড়া বিশ্বাসের কোন মূল্যই নাই। বস্তুতঃ উহা বিশ্বাসপদবাচ্যও নহে—কল্পনামাত্র। সত্য জ্ঞান, সত্যধারণা দৃঢ় হইলেই "বিশ্বাস" বলা যায়। যেখানে কৃষ্ণ-কাষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণ, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব, সদ্গুরু প্রভৃতির এবং কৃষ্ণকাষ্ণেতর অর্থাৎ মায়া ও মায়িক বস্তুর স্বরূপ বিচার ও স্বরূপ জ্ঞান নাই, সেখানে সত্য, বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাও নাই। মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্ত-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেবাকে 'পরম সত্য কৃষ্ণের সেবা' বলা যায় না। অসত্যের উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। জন্মজন্মান্তরের ভোগপঙ্ক সংস্কারটা জীবের এতই প্রবল যে, সেই ভোগটা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিজ নিজ মানস কল্পনা-রচিত প্রাসাদসকল ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে লোক সত্য কথা শুনিতে চাহে না! ইহা সংসারের গতি—মায়ার ছলনা। কেহ সত্য কথা বলিতে আসিলেও শত হস্ত দূর হইতে তাঁহাকে উচ্চ উচ্চ প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। আমাদের যাহা আছে, তাই ভাল—এই বলিয়া পেচকের ন্যায় চোখ বুজিয়া থাকে। আমি আমার কক্ষের সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলাম বলিয়াই যে বাহিরের যত আলোক সব অন্ধকার হইয়া গেল—ইহা কখনও হয় না। আমি আমার মিথ্যা ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে,—অজ্ঞানের অন্ধকারে যেমন তেমন ভাবে স্বাধীন বিচরণ করিতে থাকিব,—অথচ আমি পরম সত্যালোকে গিয়া পৌঁছিব—ইহা কি কখনও সম্ভব?

'তোমাদের ন্যায় বৈষ্ণবের সদিচ্ছাই আমাদের সাহস ও সম্বল। সুতরাং তাই আমার অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য অভিশাপ দিও না, বরং কৃপা করিও।"—ইহাকেও উপহাস বই আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং যদি ইহা সরল হৃদয়ের সরল কথা হইত, তবে আমার কথাগুলি একটু বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা হইত এবং আমি যেখানে যাঁর শ্রীপাদপদ্মে এই সকল শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যের মর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি ও করিতেছি, সেখানে যাইয়া তাঁর কাছে সত্য শ্রবণের ও আলোচনার জন্য একটুও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। আমি ডাক্তারকে, বিশেষভাবে আপনাকে এই সকল সত্য কথা শুনিবার ও আলোচনা করিবার জন্য, গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত ও প্রচারিত শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু পাছে আপনাদের কল্পিত আনন্দালোক শূন্যে মিলাইয়া যায়, এই ভয়ে তাহা হইতে দূরে দূরেই থাকিতেছেন। ডাক্তারকে শ্রীমায়াপুরে গৌড়ীয় মঠে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। পাছে সেখানে অতি সত্য কথা সব শুনিতে হয়, তাহার কল্পনার নিকুঞ্জ উৎপাটিত হইয়া যায়—এই আশঙ্কায় তার জিগীষাতেও সে যায় নাই। গৌড়ীয় অসত্যের ও ভোগের লেশমাত্রেরও সমর্থন করে না। গৌড়ীয় মঠ অতি অনাবিল সত্য, শাস্ত্র-মর্ম্মসকল প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতেছেন, ভোগীর এবং ধর্ম্মধ্বজীর পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছেন বলিয়া সকলে তাহার প্রবল বিরোধী, তাহার উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু তা বলিয়া গৌড়ীয় মঠের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার শক্তি কাহারও নাই। গৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত জনগণ এক পরম সত্যের আশ্রয়ে সুরক্ষিত। তাঁহারা নির্ভীক—সত্য কথা বলিতে কাহারও ভ্রূকুটীকে ভয় করে না।

(ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

কলিকাতা চোরবাগানের খ্যাতনামা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের পুরীর বাড়ীতে যে মাসের প্রথম হইতেই শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থানান্তরিত হইবে। উহা 'গোড়াকুটী' নামক প্রাচীন স্থানে 'বড় বাড়ী' নামক কুটী। ২৮শে বৈশাখ হইতে সেখানে পুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক-উৎসব আরম্ভ হইবে। প্রাসাদটী সুবৃহৎ, সুতরাং বহু ভক্ত তথায় পাঠ-কীর্ত্তনাদি মহোৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন। প্রাসাদটী সমুদ্রের উপকূলে এবং স্বর্গদ্বার, চক্রতীর্থ শ্রীমন্দিরের পথের মধ্যস্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ধ্যা-আরত্রিক পর প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। আদি লীলা হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরি-কথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত প্রীডার শ্রীযুক্ত মথুরচন্দ্র ভাদুড়ী বি-এল, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মহান্তি অধ্যাপক সংস্কৃত-কলেজ পুরী প্রভৃতি বহু লোক শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক

শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে পাণ্ডাগণের আপত্তি। প্রাচীনতা সংরক্ষণই তাহাদের আলোকের অন্তরায় হইয়াছে।

জগন্নাথ-মন্দিরে বৈষ্ণব-মঞ্চ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয় ...

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অধুনা যে শুদ্ধি-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও একটি সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাস্ত্র। নিরপেক্ষভাবে সত্যের আশ্রয় লইতে হইলেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আনুগত্য ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু সম্প্রদায়ের নিষ্কপটভাবে সেই শাস্ত্রানুগত্যের অভাবে সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া লোকে হিতে বিপরীত ঘটাইয়া বসে। শুদ্ধি আন্দোলনকারিদল কতকটা নিরপেক্ষ হইয়া উদারতা দেখাইতে চাহিলেও শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবোধে তাঁহাদের নিতান্তই দারিদ্র্য লক্ষিত হইতেছে। কেন না তাঁহারা তাঁহাদের শুদ্ধি-বিচারের অনুকূল জ্ঞানে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিতেছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও জীবের গুণ এবং কর্ম্ম-বিচার দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় তাহার অপব্যবহারই হইতেছে। শৌক্রজাতি সামাজকবাদীর দল ত' মাৎসর্য্যবশে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন। ফলে তাহাতে ভয়ঙ্কর বর্ণ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। শৌক্রব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য দেখা যাইতেছে। যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক বর্ণনিরূপণকারী সুযোগ্য মধ্যস্থের অভাবে জাতিব্রাহ্মণগণ 'ব্রাহ্মণ' নামের নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও যেন তেন প্রকারেণ শৌক্র-সম্মান বজায় রাখিবার জন্যই ব্যস্ত, আবার ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণলাভ করিবার চেষ্টা না করিয়াই উচ্চবর্ণাভিমান প্রাপ্তির জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকার-নিষ্ঠা উঠিয়া গিয়া অনধিকারচর্চ্চা-ফলে তাহাতে নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে পরস্পরে সহানুভূতি বলিয়া ব্যাপারটী উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে মাৎসর্য্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকারী অনধিকারী-নির্ব্বিশেষে উত্তমাধম একীকরণের নামই হইয়াছে আজকালকার সমন্বয়বাদ। সেই সমন্বয়বাদই জগতের সর্ব্বনাশই করিয়া দিল! মহাপ্রভু-কথিত 'নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার'—এই বিচার অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি আধুনিক সমন্বয়বাদিগণের আদৌ নাই।

ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ সাম্যবাদিগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণতা পাইবার দাবী করিয়া নজীর দেখাইতেছেন—শ্রীচৈতন্যদেব না হয় নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি অনেক ব্রাহ্মণের হাতেই খাইতেন না, কিন্তু তাঁহার লীলাসহচর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য কি করিয়াছেন, উহার বিচার করিতে হইবে। নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য যবন হরিদাসকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছেন। সুতরাং বর্ণাশ্রমবিচার উঠিয়া গিয়া সবই একাকার হউক, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ভক্তাভক্ত—সব এক হউক, অশুদ্ধতা বা অস্পৃশ্যতা বিচার উঠিয়া যাউক। ইহাতে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া যুক্তি দেখাইতেছেন,—মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্ত ও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য মুখে যতই না কেন কীর্ত্তন করুন, তিনি কার্য্যে কিন্তু বিপ্রগৃহ ব্যতীত অন্যত্র অন্নপানাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই, শৌক্র-বিচার পদ্ধতি যথাযথ মানিয়া চলিয়াছেন। তবে যদি বল, মহাপ্রভু না করিলেন, তাঁহারই অভিন্ন নিত্যানন্দপ্রভু ত' ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত লোকসমূহের গৃহে অন্নপানাদি গ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তাহাতে আমরা বলি—নিত্যানন্দ প্রভু সমর্থ ব্যক্তি, তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। আবার যদি বল ব্রাহ্মণ শিরোমণি অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রাদ্ধপাত্র দানের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া যবনকুলোদ্ভূত নামাচার্য্য হরিদাস-ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাতে বলি—শ্রাদ্ধের অগ্রদান কোনও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই গ্রহণ করেন না, অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং হরিদাসকে শ্রাদ্ধ-পাত্রদান-কার্য্য দৃষ্টান্তে আচার্য্য অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শৌক্রবিচারকে উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ঠাকুর হরিদাসের সহিত শ্রীচৈতন্যদেব একসঙ্গে ভোজন করিতেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য-১০ম অধ্যায়ে লেখা আছে—অদ্বৈতের হাতে যদি নিত্যানন্দ নহে। চলিলা ভোজনগৃহে নিজগণ সঙ্গে ভোজনে বসিলা পশ্চিম প্রভু ... ঠাকুর ... বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ, আচার্য্য গোসাঞি ... বসি ভোজন করেন হরিদাস।" ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে হরিদাসকে তিন প্রভুর সহিত একত্র ভোজন করিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে বাহিরে বসিয়া ভোজন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং হরিদাস মহাসাধু হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাকে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া চলিতে হইত।"

আমরা এই উভয় পক্ষীয় উক্তির সমাধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে বিচারগুলি এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসিয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিত্য-পার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার হস্তপাচিত অন্নপানাদি গ্রহণ এবং শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে শ্রাদ্ধ-পাত্র দান করিলেই যে শুদ্ধিবাদিগণকে বুঝিতে হইবে, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। আবার ধর্ম্ম-সংস্থাপক সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাপ্রভুও যে নিজের জাতি কুল-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া অদ্বৈত ও নিত্যানন্দাদির দ্বারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম উৎসাদন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয়জনগণ সকলেই দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংস্থাপক।

পরমোদারলীলাময় বিপ্রলম্ভ সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক মহাপ্রভু বেদ-বিরুদ্ধ কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে পারেন না। যেখানে বেদবাক্যের সহিত মহাপ্রভুর বাক্যের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে, হয় দ্রষ্টার দর্শনে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, না হয় তাহা আদৌ মহাপ্রভুরই বাক্য নহে। যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বেদ-বক্তা হইয়া বেদবিরুদ্ধ কার্য্য স্বয়ং করিতে বা তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন না, তাঁহার যাহা কিছু কার্য্য, তাহা সমস্তই বেদ-বিহিত। শাস্ত্রের সহিত মহাজন কখনও বিরোধ করেন না। মহাপ্রভু যখন শব্দ বা বেদকেই একমাত্র মূল প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষানুমানাদি সেই শব্দ-প্রমাণের অনুগত হইলেই স্বীকার্য্য বলিয়াছেন, নতুবা তাহাদের কোন মূল্যই দেন নাই, সেই মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণ জীবগণকে কখনও কোন স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন নাই। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত মহাপ্রভুর কোন প্রিয়জন ভক্তি-সিদ্ধ তদ্বিৎ মহাজনের নিকট শ্রবণ করিলেই মহাপ্রভুর আচারবিচার সম্বন্ধে যাবতীয় সংশয় ও কুধারণা দূরীভূত হইয়া চিত্তে চমৎকারিতা আত্ম হইতে পারে। নিজ নিজ

আলালনাথের মন্দিরের সংস্কার আরম্ভ

দুই তিন মাস হইতে স্থানীয় পাণ্ডাগণের চেষ্টায় আলালনাথ মন্দিরের ন্যূনাধিক সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া এই কার্য্য সমাধা হইতেছে। আলালনাথের মন্দির অতি প্রাচীনকাল হইতে অবস্থিত। এখানে অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাস করিতেন। সেইস্থানে সম্প্রতি 'ব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ' স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনবসর-কালে এখানে মহাসমারোহে মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

স্বার্থান্বেষী এক এক জন এক এক ভাবে মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া জগতে বিষম ধর্ম বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। জীবমাত্রেরই স্বস্বরূপোপলব্ধিক্রমে ব্রহ্মণতা লাভের যোগ্যতা থাকিলেও চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদিগণ জীবের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই যেরূপ মহাপ্রভু-প্রচারিত দৈববর্ণাশ্রম বিচারের প্রকৃত অর্থজ্ঞানাভাবে তাহার অপব্যবহার-দ্বারা চিৎসমন্বয়বাদের পরিপন্থী হইতেছেন, সজ্জন-সমাজ তাহা কখনই অনুমোদন করিবেন না। আবার দৈববর্ণাশ্রমবিচারাভিজ্ঞের ছলনাকারী অদৈব স্মার্ত্তমতাবলম্বী প্রাকৃত সহজিয়া জাতি-ব্রাহ্মণ ও জাতিগোস্বামিগণ যেরূপ তাঁহাদের শুক্রশোণিতাভিমান প্রবল রাখিবার জন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণের সমস্ত বিচারকে তাঁহাদের অদৈববিচারানুকূল করিতে গিয়া দৈববর্ণাশ্রমবিধানটীকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও কখনও শোভনীয় ও আদরণীয় হইতে পারে না।

আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতভয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। পরবর্ত্তি সংখ্যায় মহাপ্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ, নিত্যানন্দের ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের স্বহস্ত-পাচিত অন্ন গ্রহণ ও অদ্বৈতের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দান প্রভৃতির বিচার প্রদর্শন করিব।

বৈধী ভক্তির সাধারণ বিচার

শাস্ত্রীয় বিধি হইতে যে ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধধর্ম বলে। বৈধধর্ম দুই প্রকার—(১) আর্থিক বা ত্রৈবর্গিক বৈধধর্ম (২) পারমার্থিক বা আপবর্গিক বৈধধর্ম। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী বর্গ যে ধর্মে পাওয়া যায়, তাহাই ত্রৈবর্গিক ধর্ম। তাহাতে কেবল শরীর, মন, সমাজ ও আয়ুপর জীবনের উন্নতি সাধন করে এবং পরলোকে স্বর্গসুখ লাভ হয়। স্বর্গসুখ অনিত্য, তাহা ভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসে। বর্ণাশ্রমধর্ম প্রকৃতপক্ষে আর্থিক। ধর্ম, অর্থ ও কাম চক্রাকারে আসিতে থাকে। জীবের তাহাতে কর্মজড়তা দূরীভূত হয় না। অতএব ঐ ধর্মের তাৎপর্য্য, অতএব তাহার নাম আর্থিক। কর্ম্মের মঙ্গলাকার অনাময় ফল আছে, সে সমুদয়ই অর্থ। অর্থ পুনরায় কর্মরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপন্ন করে।

এই প্রকার ধর্ম ও অর্থশৃঙ্খল যেখানে সমাপ্ত হয়, সেই স্থান অর্থের নাম পরমার্থ বা অপবর্গ। ত্রৈবর্গিক ধর্ম বর্ণাশ্রম [illegible] উপাসকগণের

দ্বারা এ বিষয়টী আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারিব। যেমন, বিবাহ একটী কর্ম, সন্তান-উৎপত্তি তাহার অর্থ। সন্তান-উৎপত্তি কর্মরূপ হইয়া পিণ্ডদানরূপ অর্থকে উদ্দেশ করে। পিণ্ডদান পুনরায় কর্মরূপী হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপন্ন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গলরূপ একটী অর্থ প্রদান করেন। সন্তানের মঙ্গল পুনরপি কর্মরূপে অন্যান্য অর্থ উৎপন্ন করে। সে সকলই অনিত্য-ফলজনক। সন্তানের সুখ ও অবশেষে মোক্ষজনিত শান্তিও ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত ধর্ম ও অর্থশৃঙ্খল চলিয়া গেল।

ব্রহ্মসুখ স্পষ্টীভূত হইয়া যখন পরম পুরুষের সেবা সুখরূপে পরিণত হয়, তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং একমাত্র চরমফলরূপ পরমার্থ লাভ হয়। অপবর্গ শব্দের দুইটী অর্থ আছে,—মোক্ষ ও ভক্তি। মোক্ষ হইলে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া নিত্যধর্ম্মরূপ ভক্তি লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে ২-১১শ্লোকে বর্ণিত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তিগুলি আলোচনা করিলে আমরা এতদ্বিষয়ে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারিব,—

"শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে, যথা—যেঁ ব্যক্তির ব্রহ্মতেজের কামনা, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার অর্চ্চনা করেন। ইন্দ্রিয়ের পটুতার্থ যাহার কামনা, ইন্দ্রের পূজায় তাঁহার বিজাতীয় আস্থা। প্রজাকাম পুরুষ দক্ষাদি প্রজাপতির আরাধনায় রত। অপর শ্রীকাম লোকে দুর্গা দেবীর, তেজস্কাম মনুষ্য অগ্নির, ধনকাম ব্যক্তি বসুগণের এবং বীর্য্যকামজন রুদ্রগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। তথা ভক্ষ্য-ভোজ্যকামী মানব অদিতির, স্বর্গকাম পুরুষ দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যার্থী লোকে বিশ্বদেবগণের এবং দেশস্থ প্রজার স্বাধীনতা অভিলাষিজন সাধ্যগণের অর্চ্চনায় আমোদিত হয়েন। কেহ কেহ আয়ুষ্কাম হইয়া অশ্বিনীকুমারকে, কেহ বা পুষ্টিকামনায় পৃথ্বীকে, অপরে স্বস্থান হইতে অপ্রচ্যুতি কামনা করিয়া ভূমি ও আকাশকে পূজা করে।

অপর যে ব্যক্তি রূপার্থী তিনি গন্ধর্ব্বদিগের যজ্ঞ করেন এবং স্ত্রীকাম পুরুষ উর্ব্বশী অপ্সরার প্রতি পূজা, রস, ধন, আর সকলের উপর আধিপত্য করিতে যাহার বাসনা, তিনি ব্রহ্মার উপাসনায় আস্থা করেন। অপিচ যশস্কাম পুরুষ যজ্ঞাদিপতি বিষ্ণুর যজ্ঞ করেন, ধন সঞ্চয়াভিলাষী জন বরুণের উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং বিদ্যাকাম ব্যক্তি শিবের ও শ্রীপুরুষের

পরস্পর প্রণয়ার্থি পুরুষ উমাদেবীর পূজা করেন। অপর ধর্মকাম পুরুষ উত্তমশ্লোক-সংজ্ঞক বিষ্ণুর যজ্ঞ, সন্তান বৃদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষী জনে পিতৃযজ্ঞ, রক্ষাকাম লোকে যক্ষযজ্ঞ, বলকাম ব্যক্তি মরুদ্গণের যজ্ঞ করিতে অনুরাগী হইয়া থাকেন। অপিচ শত্রুর মরণকামি পুরুষে রাক্ষসের পূজা করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তাঁহার কোন কামনা নাই থাকুক অথবা সকল বিষয়েই অভিলাষ থাকুক, কিম্বা মোক্ষে স্পৃহা হউক, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে নিরুপাধি পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে উপাসনা সময়ে সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিতে অচলা ভক্তি লাভ হইলে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, তদ্ভিন্ন সকলই অযথা।"

আর্থিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মের পার্থক্য

যে পর্য্যন্ত ধর্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ করে, সে পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ঐ ধর্ম পরমার্থ পর্য্যন্ত উদ্দেশ করে, তখন ঐ ধর্ম্মের নাম পারমার্থিকধর্ম। আর্থিকধর্ম্মের অন্যতম নাম নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম। পরমার্থিক বৈধধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি। নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মে যে পূজা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা ও যজ্ঞেশ পূজা ইত্যাদি ঈশ-আরাধনা দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিক ঈশ্বর পূজা দ্বারা দাম্ভিকের অঙ্গ-স্বভাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরস্ত হয়।

ঈশ পূজা স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটি নীতিমাত্র। নিত্য-ঈশানুগত্য-লক্ষণ যে পারমার্থিকধর্ম, তাহা নয়। যে কর্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গল-সাধক, সে কর্ম নৈতিক। পরমেশ্বরকে উত্তমতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসনারূপ প্রবৃত্তিশোধক নৈতিককর্ম স্বাকার ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মে আছে। কর্ম্মমার্গে যে ঈশ্বর আরাধনা, সেই সকল প্রায় তদ্রূপ। যোগশাস্ত্রে যে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যোগ সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ; কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে বৈধীভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম।

একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, নৈতিক বা স্মার্ত্তোক্ত বৈধ আর্থিক ধর্ম এবং নিত্য ঈশানুগত্যরূপ বৈধ পারমার্থিক ধর্মে অত্যন্ত তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে। সেই তাত্ত্বিক পার্থক্য কার্য্যের আকারগত নয়, কিন্তু চিত্তের

নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর, নৈতিক ও কর্ম্মপ্রিয় স্মার্ত্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের সীমা খর্ব্ব করত ধর্ম, অর্থ, কাম পর্য্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্ম্মকে ত্রৈবর্গিক আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধপারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিকধর্ম্মের ফল যে ধর্ম, অর্থ ও কাম, তাহাকে অপবর্গ ও তদন্তরে নিরুপাধিক প্রীতিরূপ অপর্য্যাপ্ত ফল যোজনাদ্বারা তাহার সীমাবৃদ্ধিপূর্ব্বক তাহাকে যে আকার প্রদান করেন, সে আকার সুতরাং পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিকধর্ম পারমার্থিক ধর্ম্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডবিশেষ। বৈধধর্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা যথাবিধি মর্য্যাদা লাভ করত পারমার্থিক ধর্ম হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।৬-৭ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত গোস্বামী বলিতেছেন,—"হে মুনিগণ, যাহা হইতে ভগবানের প্রতি ফলাভিসন্ধান-রহিত অবিরা ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম, কেননা সেই ভক্তিযোগেই চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু ভগবান বাসুদেবে ভক্তি হইলে আশু বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানে শুষ্ক তর্কাদি প্রবিষ্ট হইতে পারে না

আর্থিক বৈধধর্ম্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধধর্ম হয়। ঈশানুগত্যরূপ জীবের নিত্যধর্ম্মকে আর্থিক বৈধধর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধ ধর্ম্মরূপ মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পারমার্থিক বৈধধর্ম হয়। সংসারাশ্রিত জীব পারমার্থিক ধর্ম স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রমগত বৈধ আর্থিকধর্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। তাঁহার শরীর, মন, সমাজ সর্ব্বদাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে।

মানবগণ শরীর, মন ও সমাজের পুষ্টি-দ্বারা স্বচ্ছন্দে সুখাসীন হইলে তাঁহাদের আত্মা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন। বৈধ আর্থিকধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্ম্মকে সাধনভক্তি বলা যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণবিধিরূপ একটী পর্ব্ব এবং মুখ্যবিধিরূপ ভক্তি একটী পর্ব্ব—এরূপ লক্ষিত হইবে।

নির্য্যাণ

প্রায় দুই সপ্তাহ হইল উড়িষ্যা-প্রদেশের কত্রক নামক স্থানের অধিবাসী শ্রীব্রজমোহন বিপ্র, যিনি কিছুকালের জন্য চাঁপাহাটী মঠ ও অন্যান্য স্থানে প্রচারকগণের সহিত সেবা করিয়াছিলেন, স্বধামে গমন করিয়াছেন।

একখানি গুপ্তপত্রের প্রকাশ্য উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গৌর-কৃষ্ণ-ভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনগণের সদিচ্ছাই যে পতিত জীবের ভরসা ও সম্বল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। জীব ত সত্য চাহে না, কৃষ্ণসেবা চাহে না,—সে ত আনন্দভ্রমে অনন্ত দুঃখকেই বরণ করিয়া আছে। কিন্তু গৌর-শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ পরম কারুণিক মহাজনগণ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জীবকে সত্যের কথা, কল্যাণের বার্ত্তা জানাইতে এবং নিত্য কল্যাণের পথে লইতে আসেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থই নাই। ইহা তাঁহাদের বিশ্বকল্যাণব্রত। এই কল্যাণ-চেষ্টা সাময়িক মায়িক সুখ-বিধান নহে, ইহা নিত্য, পরম ও চরম কল্যাণ বিধান। ইহা অমন্দোদয়া দয়া। জীব কিন্তু তাঁহাদিগকে দূর হইতেই প্রত্যাখ্যান করে,—পাছে তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগে—এই আশঙ্কায়। পতিতপাবন গৌরাবতারের মহাবদান্যতার অনুসরণে গৌড়ীয় মঠ জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে সত্যের সন্ধান দিতে, কল্যাণের পথে টানিতে, শুদ্ধ কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণপ্রেম দিতে সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর। কিন্তু লোক ত' গৌড়ীয়-মঠের দার কাছ দিয়েও যাইতে চাহে না। দূরে দূরে থাকিয়া মুখে মাত্র বলে—বৈষ্ণবের কৃপাই সম্বল। কৃপা গ্রহণ করিবার জন্য কিন্তু আর অবসর হয় না।

ডাক্তার যে 'অজ্ঞতাহেতু' বলিয়া দৈন্যোক্তি করিয়াছে, তাহা কতদূর সরল জানি না। কিন্তু সে ত' পাণ্ডিত্যাভিমানী, সে অজ্ঞ—এই ধারণা ত তার আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিত, তবে সে আশ্রয় পূর্ব্বক জ্ঞানের সন্ধান করিত, অজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টা করিত। সত্য কথা শুনিয়া চটিত না, বরং প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার ও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। "সে যে পরমতত্ত্বজ্ঞ, পরমপ্রেমিক, 'কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ববিদ্'" তাই ত সে ধৃষ্টতা পূর্ব্বক নিজে স্বতন্ত্রভাবে স্থানে স্থানে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার অধিকার ত' ডাক্তারের চেয়ে কিছু কম নহে। আপনিও এই আদর্শ অনুসরণ করেন না কেন?

সেই [illegible] ও প্রতিষ্ঠার আশায় [illegible] মায়াকাঙ্ক্ষী [illegible] ইহা [illegible] মায়াবাদ বিচার, [illegible] তাহা বুঝিতে যখন

পায়ও অতি কঠিন হইয়া পড়ে। পরিণামে ইহা কৃষ্ণ হইতে বহু বহু দূরে লইয়া গিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে অতলগহ্বরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তখন সেই বঞ্চিত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ সে নেশায় বিভোর থাকে। ডাক্তারের কথা ত অতি সামান্য' মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও ভাগবতের তাৎপর্য্যের সন্ধান পায় না। ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞ, কৃষ্ণসেবা-রহস্যবিৎ বৈষ্ণব আচার্য্যের নিকট, আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিষ্কপট সেবামুখে ভাগবত শ্রবণ, অধ্যয়ন করিলে, তবে বৈষ্ণবের কৃপায় ভাগবতে কিছু অধিকার জন্মিতে পারে। নচেৎ কিছুতেই নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ—ছাপাখানার কাগজ কালির যথেচ্ছ ব্যবহার মাত্র নহেন। শ্রীনাম যেমন জগতের সাধারণ শব্দমাত্র নহেন, এবং যার তার জিহ্বায় উদিত হন না, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতও কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার, সকলের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করেন না। ইহা ব্যবসার বা লাভপূজার উপকরণমাত্র নহে ইহা পরমতত্ত্ব, পরম জ্ঞান, পরম চেতন, ইহাও কৃষ্ণের ন্যায় সেব্য বস্তু। অভিজ্ঞের নিকট কৃষ্ণসেবা যেমন শিক্ষণীয়, ভাগবতসেবাও তেমন শিক্ষণীয়। ইহা সর্ব্ব সিদ্ধান্তবারিধি। যে সিদ্ধান্ত সরস্বতীর সিদ্ধান্তবাণী সকল গ্রহণ করে না, সিদ্ধান্তে (অর্থাৎ সত্যে) যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সিদ্ধান্তে যাহার অধিকার হয় নাই, তাহার ভাগবতসেবার পরিবর্ত্তে ভাগবতের চরণে অপরাধই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানে, আরোহপন্থায় ভগবদ্বস্তু লভ্য ও সেব্য হন না, অবরোহ বা শ্রৌতপন্থায় তাঁহাকে জানিতে ও সেবা করিতে হয়। নিজ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা ভাগবত সেবিত হন না। আম্নায়প্রাপ্ত অর্থাৎ সদ্গুরু-পরম্পরালব্ধ জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার প্রকৃত সেবা হইতে পারে, এই জন্যই সৎসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য। এই গৌড়ীয়মঠ নিত্যসিদ্ধ সুবিদিত চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। অতএব বিশুদ্ধ ভাগবত সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবতা এই গৌড়ীয় মঠেই আছে। অন্যত্র কেবল মনোধর্ম্মের আস্ফালন, মনোবিকারের প্রলাপ।

সর্ব্বশেষে আবার একটু প্যাঁচ দিয়াই চিঠির পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। "তোমার গৌর পতিত পাবন। তোমরাও তাই হও।" গৌর যে পতিতপাবন, ইহা অতি নিশ্চিত কথা। কিন্তু গৌরের চরণে 'পতিত', হইল তবে ত তিনি পবিত্র ও উদ্ধার করিবেন? তাঁহারা কৃপাই জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, পবিত্র [illegible] করিয়াছিলেন, কখন? [illegible] যখন জগাই মাধাই নিত্যানন্দ নিকটে নিজেদের

চরণে 'পতিত' হইয়া শরণ নিলেন, তখন। তৎপূর্ব্বে নহে। আমি গর্ব্বিত উন্নত মস্তকে তালগাছের মত দণ্ডায়মান থাকিব, আর গৌর তাঁর চরণ দু'খানি আমার মস্তকে ঐ অবস্থাতেই তুলিয়া দিবেন—ইহা কখনও হয় না। আমি গৌরকে মোটে মানিই না, তা' তিনি কৃপা করিবেন কেমন করিয়া? বলিরাজ যখন নিরুপায় হইয়া সর্ব্বস্বে নিজ মস্তক পাতিয়া দিলেন, ভগবান্ বামনদেব তখনই তাঁর মস্তকে নিজ চরণ স্থাপন করিলেন। আগে 'পাতিত্য' চাই, গৌরের চরণে "পতিত" হইয়া কাতরে কৃপা-ভিক্ষা চাই,—তাঁর চরণে আশ্রয়-ভিক্ষা চাই। তখন তিনি কৃপা করিয়া তাঁর প্রেষ্ঠজন, নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ, ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাগবত শ্রীগুরুকে প্রেরণ করিয়া শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয়গ্রহণ করান। ইহাই গৌরের অশেষ করুণা,—কৃপা-পদ্ধতি। তখনই শুদ্ধাভক্তিপথের প্রথম অনুসন্ধান মিলিল মাত্র। ইহার পূর্ব্বে মায়ার কণ্টক-বনে ছুটাছুটিই সার। গৌড়ীয়মঠাশ্রিত জনগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণাশ্রিত বলিয়াই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী সকলকে শুনাইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন। তাঁহাদের অন্য কোন দুরভিসন্ধি নাই। কিন্তু মায়াগ্রস্ত—ভূতগ্রস্ত লোক কেমন ন্যায় তাঁহাদের নামে ও দর্শনে ভয়ে ও ঈর্ষায় অভিভূত হইয়া পড়ে—ইহাই পরম বিস্ময়ের কথা।

অনেক ইতস্ততঃর পর পত্রখানির উত্তর লিখিলাম। ভাল জিনিষ পাইয়াছি বলিয়াই পরিবারের, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সকলকে দিয়া আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক। এতদীর্ঘ পত্র পড়িবার ধৈর্য্য থাকিবে কিনা এবং পড়িয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন কিনা বলিতে পারি না। পরে লিখিত কথা গুলি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রুত সত্যসিদ্ধান্তবাণী—ইহা মনে করিয়া গ্রহণ করিবেন। এই সকল আমার নিজস্ব মনঃকল্পিত কথা নহে। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে নির্ভয়ে নিত্যকাল সত্যকথাই শুনাইব—মিথ্যার বা ভোগের সমর্থন করিব না। কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কথা বলিতে আমাদের গুরুদেব শিক্ষা দেন না জগতের চক্ষে, জগতের বিচারে জগতের লোক যত বড়ই হউক না কেন—হরিভজন-বিমুখ হইলে তাহার মনুষ্যত্বের ও মহত্ত্বের মূল্য কাণাকড়িও নহে—ইহা শ্রীগুরুকৃপায় এখন বুঝিতে পারি। ভাগবত এইরূপ লোককে "পশু" বলেন।

দায়ে পড়িয়া অনেক গালাগালি করিলাম— ক্ষমা করিবেন। ইহাও 'নুন খাইয়া গুণ গাওয়া' নীতির অনুসরণ হইল না বলিয়া যদি মনে করেন, তবে না হয় ঋণের ভার আর বৃদ্ধি করিব না। তথাপি সাবধান বলিব—সাবধান। আপনি ভ্রমপথে চলিয়াছেন, এখনও ফিরুন।

ইতি—আপনার
শ্রীযতীন্দ্রমোহন
(মুকুন্দ ইং কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক)

নিমাই

(ডাক্তার শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সংসারের কাজ কর্ম্ম সব সেরে পাড়ার মেয়েরা রোজ যেমন সনাতন মিশ্রের বাড়ী বেড়াতে আসে, আজও তেমনি সব এয়েছে। আজ আবার সনাতন মিশ্রের মাসী, পিসী, মামী, মাসী এরাও সব দেখা শুনো করবার জন্য সনাতন মিশ্রের বাড়ী এসেছে। অনেক কথা হ'য়ে গেল, কার গোঁসাই কেমন পণ্ডিত, কে কেমন নিমন্ত্রণ পান, বিদের আদায় কার কত বেশী পাওনা হয়, এই সব কথা হ'তে হ'তে বেলা শেষ হয়ে এলো, সন্ধ্যে হয় হয়—সব উঠে যাবে— সনাতন মিশ্রের মাসী বল্লেন, পাড়ার সব মেয়েরই এবছর বিয়ে হয়ে গেল, আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়েটা হয়ে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। গাঙ্গুলীদের ছোট গিন্নী বল্লেন, হাঁ দিদি তাই—আমরাও তাই ভাবি। সনাতন মিশ্রের মামী বল্লেন, এতদিন তো হয়ে যেতো মা। তেমন বর পাওয়া যাচ্চে না, তাই আটকে রয়েছে।

ছোটগিন্নী। বিয়ে দিতে হবে খুব বড় ঘরে, যেন রাজরাণী হয়।

কথাটা শুনে সনাতন মিশ্রের একটু রাগ হোলো. বল্লেন মরণ আর কি! বিয়ে দেবো খুব বড় পণ্ডিতের ঘরে—বড় পণ্ডিতের সঙ্গে—যে রাজাদের কাছেও মান পায়। এমন সম্বন্ধ তো কতই আসছে, তা হলে হয়ে যেতো।

এইভাবে সব মেয়েরা বসে বসে হাসি তামাসা আর গল্প করছে, হটাৎ সনাতন মিশ্রকে সেখানে দেখে, গিন্নী একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর সব মেয়েরাও কেউ ঘোমটা দিলে কেউ কাপড় সোর করে করে বসলে। সনাতন মিশ্র বল্লেন এখানে পিসীমা ও আছেন, মামীও আছেন, পাড়ার গিন্নীমায়েদেরও অনেককে দেখছি, ভালই হয়েছে। মেয়েরা অসাবধানে বসেছিল, হঠাৎ পুরুষ মানুষ সেখানে এয়েছে দেখে গিন্নী বড় চটে গিয়েছেন, বল্লেন ভাল হবে না তো কি হবে নাকি? তোমার যে সবই অন্যায়, আমরা পাড়ার পাঁচটা বৌ ঝি নিয়ে বসে আছি, বলা নেই কওয়া নেই আচম্বিতে তুমি এখানে এলে কেন?

সনাতন। না-না সুখবর আছে।

গিন্নী। রেখে বসো গে তোমার সুখবর। একি, একটু বিবেচনা করতে হয়?

সনাতন। না,না বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ের একটা সম্বন্ধ আছে তাই।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	॰
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	॰
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	১৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager. The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Cal

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible] ... [illegible] ভিক্ষা ১০ [illegible]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠই বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

অর্থ ও অনর্থের বিচার

মানবের রুচি ও বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অর্থ ও অনর্থের মীমাংসায়ও ভেদ দেখা যায়। অন্যাভিলাষীর অর্থ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

সাধুগণ বলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়, কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্যকূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার সমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস-সহচর ভক্তগণ বৈভব, গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণের রূপ লীলাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই, সেখানে অনর্থ বা অর্থাভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই, আবার যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন, তথায় অনর্থ বা বিষয় নাই। কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম—রত্নসদৃশ মহাধন, বদ্ধজীবের বিষয়—অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে অনর্থে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থবিজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না। মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া পড়েন [illegible] ভুলিয়া [illegible] এবং নানারূপ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন।

সংসারদাবানল-সন্তপ্ত জীব ত্রিতাপ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফল-প্রয়াস হন না। যে কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন, তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই। এই জীব কখনও সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্তভূমি প্রকম্পিত করিতে ত্রুটী করেন না। কখনও বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমুত্রিক সুখান্বেষণে জৈমিনীর শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে বাসনা করেন। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণপূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বিবাদী জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় মনোনিবেশ করেন। এত করিয়াও তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণাদি অনর্থ চতুষ্টয় নিবৃত্ত হয় না।

ধর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জীবগণ কোন সময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহাতেও বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

"অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥"

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-গুণ-রূপ লীলাদি কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধনসংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেমলাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম ক্রমে অনর্থকে অর্থ বোধ হয়, সেখানে কোন মঙ্গলই নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাদ্বারা উত্তোলন করিলে জীব বিষয়মুক্ত হইয়া গৌরকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন।

জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশলাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরপদাঙ্কিতভূমিতে অনর্থ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা, উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রত্নসমূহ শ্রীনবদ্বীপধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজার পরপারে অবস্থিত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতিঃ শ্রীনবদ্বীপের পথ সূক্ষ্মরূপে আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ, সত্য, মহ, জন ও তপোলোকবাসী সাধুগণ, স্বর্লোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারের প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরচরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সমর্থ হইবেন না। নিষ্কিঞ্চন, অনর্থ নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্বসম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না। তাই শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন,—

"যে গৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষ সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠজনের বাঞ্ছিত বা লব্ধফল অমরাপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণ সুখময়ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

প্রত্যক্ষ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে বাৎস্যায়ন ভাষ্যে এই প্রত্যক্ষ শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতি-বিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্।' অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয় ব্যাপারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রত্যক্ষ ষড়্বিধ, যথা—ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন এবং মানস। ইহারা আবার নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পকভেদে প্রত্যেকেই দ্বিবিধ। নির্ব্বিকল্পক অতীন্দ্রিয় এবং সবিকল্পক মনোগ্রাহ্য। ষড়্বিধ প্রত্যক্ষে আত্মার মনই কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ করণ এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সন্নিকর্ষ ইহার ব্যাপার। আমাদের নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, অক্ষি ও ত্বক্ নামক বহিরিন্দ্রিয় ও মনঃ নামক অন্তরিন্দ্রিয় বাহ্যপদার্থের পৃথক্ পৃথক্ গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া এক একটী জ্ঞান উৎপন্ন করে। ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, নির্হারী, সংহত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিশদ ও অম্ল এই দশবিধ বিষয়ের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগে ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ সম্পাদিত হয়। মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ষড়্বিধ বিষয়ের সহিত রসনার সংসর্গ রাসনপ্রত্যক্ষের হেতু। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক শব্দতরঙ্গের সহিত কর্ণপটহের সংশ্লেষে শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ নিষ্পন্ন হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুরস্র, বৃত্ত, শুক্ল, কৃষ্ণ-নীলারুণ, রক্ত, পীত, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, মৃদু ও দারুণ এই ষোড়শবিধ রূপের সহিত অক্ষিগোলোকের সন্নিকর্ষদ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উদ্ভব। শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত এই ত্রিবিধ বা উষ্ণ, শীত, সুখ, দুঃখ, স্নিগ্ধ বিশদ, খর, মৃদু, গুরু, লঘু, শুষ্ক, এই দশবিধ দ্রব্যগুণের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্পার্শনপ্রত্যক্ষ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান ও প্রযত্ন ষড়্বিধ মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়।

বেদাদিনিপুণ বিজ্ঞগণ তত্ত্বনির্ণয়ার্থ প্রমাণ অন্বেষণ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, অন্যথানুপপত্তি, সম্ভব এবং চেষ্টা রূপ দশবিধ উপায় স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে আবার প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও ঐতিহ্য এই চতুষ্টয়ের অন্তর্গত নিশ্চয় করিয়াছেন। আবার অনুমানটী প্রত্যক্ষেরই একান্ত অনুগত হওয়ায় এবং ঐতিহ্য প্রকারান্তরে শব্দবিশেষ বলিয়া বিচারিত হওয়ায় সকলের প্রত্যক্ষ ও শব্দ এই প্রমাণদ্বয় বস্তুজ্ঞান বা তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে পরম মুখ্যরূপে সমর্থ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরমমুখ্য হইলেও উহার বিজ্ঞব্যক্তিগণই তত্ত্বনির্ণয়ে সামর্থ্য জন্মে। অজ্ঞের প্রত্যক্ষ বিষয়ে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব নামক দোষচতুষ্টয় বস্তু-যাথার্থ্য নিশ্চয়ে পরিপন্থী হইয়া থাকে। শব্দকে আশ্রয় না করিয়া কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা গুরুশিষ্যের পঠন পাঠন, পরীক্ষক মার্গজ্ঞান, ভ্রমণকালীন দেশজ্ঞান, দেশকালপাত্রভেদে আচারাদিব্যবস্থার পরিচয়, নৃপতির রাজ্যপালন, পণ্যজীবিগণের বাণিজ্য, পশু-

গোস্বামিত্ব পূর্বপুরুষগণের পরিচয়, অপর-লোকের অন্তঃকরণব্যাপারজ্ঞান, ভৃত্যের সেবা প্রভৃতি প্রাকৃত কোন কার্য্যই এক-মুহূর্তের জন্ত চলিতে পারে না। সুতরাং এই পৃথিবী একটী জড়পিণ্ডের তুল্য পরি-দৃষ্ট হইবে। অতএব কেবল প্রত্যক্ষের প্রমাণতা বিষয়ে সামর্থ্য কত অধিক, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। এই কারণে বিজ্ঞেরা কেবল শব্দ প্রমাণকেই অর্থাৎ বেদ ও তদনুকূল শাস্ত্রসমূহকে পারমেশ্বরী শক্তি হইতে প্রসূত অভ্রান্ত বাক্যরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষমাত্র বিশ্বাসপরায়ণ, জ্ঞানদুর্ব্বল, জড়মোহিত চার্ব্বাক-জৈন-বৌদ্ধপ্রভৃতি নাস্তিকগণ শ্রুত্যাদি স্বার্থপরগণের জীবিকার্থ কল্পিত মনে করিয়া বলিয়া থাকেন—এই প্রত্যক্ষদৃশ্যমান বিশ্বে দৃষ্ট জড় ও চৈতন্য রূপ বস্তুদ্বয় মধ্যে জড়ই নিত্য ও মূলপদার্থ, চৈতন্য জড়ের আগন্তুকগুণ মাত্র অতএব অনিত্য। এই দৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, বা কেহ কর্ত্তা নাই। ইহার বিশালতা আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইতে সুতরাং এই বিশ্ব নিত্য, সাধারণতঃ প্রতীয়মান আংশিক পরিণাম উহার স্বভাব মাত্র। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ-স্বরূপ এই বিশ্বের যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের নানাবিধ সংমিলন হইতে বস্তুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি এবং স্থানবিশেষে হঠাৎ চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। অযোগ্যস্থলে চৈতন্যের বিনাশ হয়। স্বভাব-সিদ্ধরূপে এই পঞ্চমহাভূতের মিশ্রণে নানাবিধ বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম পত্র পুষ্প ফল মূল পশু পক্ষী মনুষ্যাদি স্থলচর জলচর খেচরাদি দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। এই দেহসকলের উপাদানবিশেষের প্রাবল্য চৈতন্যের প্রাদুর্ভাবে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, পান, ভোজন, স্পর্শন, গ্রহণ, গমন, মলাদি ত্যাগ, সঙ্কল্প, স্মরণ, বিস্মরণ, কাম, ক্রোধ, লোভাদির প্রাকট্য দৃষ্টিগোচর হয়। দেহ হইতে শুক্রশোণিতক্রমে পুনরায় দেহ, বৃক্ষাদির বীজাঙ্কুরাদিক্রমে আবার বৃক্ষলতা-গুল্মাদি জাত হইতেছে। অতএব জীব ভিন্ন মতে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর কেবল কাল্পনিক মাত্র. পরন্তু প্রতারকদিগের স্ব-কপোলোদ্ভাবিত এবং স্বর্গ, নরক পাতাল, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি একেবারেই মিথ্যা, স্বার্থপর ব্যক্তিগণের লোকমোহনমাত্র। এই সমুদয়ের অস্তিত্ব থাকিলে নিশ্চয়ই আমরা এই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। অতএ বিধি-নিষেধ, ভাল-মন্দ, খাদ্যাখাদ্য, পুণ্য পাপ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এই প্রকারের বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ আনন্দদায়ক ব্যবহারই আমাদের সর্ব্বস্ব [illegible]। [illegible] আকাশকুসুম তুল্য, তথন 'পাপপুণ্যাদির নিরর্থক কল্পনা হইতে নিরস্ত থাকিয়া যথেচ্ছ আহার বিহারাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের তর্পণকার্য্যে রত থাক। বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামে যে যত অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজ শরীরের পোষণে সমর্থ হইবে, সেই তত অধিক দীর্ঘায়ু সম্ভ্রান্ত ও প্রভুপদবাচ্য, হইতে পারিবে। দেহের সংরক্ষণেই সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। ঘৃতাদি পদার্থদ্বারা বলবীর্য্য ও আয়ুর বৃদ্ধি প্রত্যক্ষগোচর, অতএব ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর।

আধুনিক জগতের মধ্যে সকল দেশের, সকল বর্ণের, আশ্রমের, নিখিল জগতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইরূপ মতাবলম্বী দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরলোক বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারকারী লোকের সংখ্যা অতীব বিরল, আবার তাহার মধ্যে মৌখিক আস্তিক্যাভিমানীর সংখ্যাই অত্যধিক। জগতের এইরূপ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ আমাদিগের ন্যায় মূঢ়গণের শিক্ষার্থ বড়ই আক্ষেপের সহিত জীবসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
(চৈঃ চঃ ১৯।১৪৪ ১৪৬)

আবার বলিয়াছেন—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
(চৈঃ চঃ ৬।১৬৮)

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্বপ্রকাশিত ৫০ সংখ্যার পর)

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতকুমার সামন্ত কৃষ্ণনগরের সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয় কোলদ্বীপ পরিক্রমাকালে শোভাযাত্রা মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিবৈরিগণকে দমন ও শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবারই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিবিষ্টচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন তজ্জন্য, শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার নদীয়ার ডি, এস, পি মহাশয় কোলদ্বীপ পরিক্রমায় নাস্তিকদিগের ও মৎসর ভক্তিবৈরিগণকে দমন করিয়া পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক কৃত্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কুরুক্ষেত্র-সংস্কারসমিতির সেক্রেটারী লালা দেওয়ানী রাম বি, এ, মহাশয় কুরুক্ষেত্রে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের কথা প্রচারে প্রচারকগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে কুরুক্ষেত্রে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অতিথিরূপে দীর্ঘকাল অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া পঞ্জাব-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীনধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহার এই সজ্জনতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

রায়সাহেব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় শ্রীচৈতন্যপদপীঠ সংস্থাপন-কার্য্যের জন্য আনুকূল্য করিয়া গৌরভক্তগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি বহু বৈষয়িককার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার আন্তরিক পিপাসা প্রদর্শন করিয়াছেন। গতবৎসর সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মানভূম অঞ্চলে হরিকথা প্রচারকালে তিনি বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং এমন কি, কয়লার খনির অভ্যন্তরেও সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া গিয়া সংকীর্ত্তন প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্বের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের সুযোগ্য ধর্ম্মপরায়ণ জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ পাল মহাশয় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি, মহাপ্রভুর ভক্তগণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দৈন্য, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীধাম প্রচারিণীসভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

ডুমুরকুলগৌরব ডুমুরকোন্দানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয় শ্রীচৈতন্য পাদপীঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও পরিশ্রম সহকারে সেবা করিতেছেন। তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চৌদ্দপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয়ের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ধর্ম্ম-পরায়ণ, সজ্জনচিত্তরঞ্জনকার্য্যে [illegible], শ্রেষ্ঠীকুলগৌরব, মহাপ্রাণ রায় বাহাদুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থানে মহোৎসবের আনুকূল্য এবং শ্রীধামাগত যাত্রিগণের বাসস্থানের জন্য ৭৫০০৲ সাড়েসাত হাজার টাকা, ব্যয়ে একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের প্রতিশ্রুতি করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি ও অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন, তাহা স্বর্গের মহেন্দ্রাদি দেবতাগণেরও দুর্লভ। আজ রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ এই মহৎকার্য্য করিয়া মহেন্দ্রনারায়ণরূপে অক্ষয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি। সভার সভাপতি প্রভুপাদ পরমভাগবত রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণের কপালে প্রসাদী চন্দন দ্বারা তিলক আঁকিয়া দিলেন এবং হস্তে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নির্ম্মাল্য তুলসী প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর পরিধেয় বসনের দ্বারা রায়বাহাদুরের মস্তকে পাগড়ী বন্ধন পূর্ব্বক গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। বারশালনিবাসী পরমভাগবত সজ্জনবান্ধব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ও তদীয় মিত্র মহাশয়দ্বয়কেও প্রভুপাদ মহাপ্রভুর চন্দন নির্ম্মাল্য তুলসী গৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রদান করিলেন।

অনন্তর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা জোড়াবাগাননিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহোদয়কে তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে সুবৃহৎ দশশালা ও তাহার তোরণ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করায় তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

পরমবদান্যবরা শ্রীযুক্তা বিজয় বসন্ত দাসী শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে বহন করিবার জন্য একটী হস্তী সংগ্রহার্থ ৪৫০০ সংখ্যক চার হাজার টাকা দান করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ও ভগবৎসেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা পাবাণসী দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বৈষ্ণবগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ মহৎকার্য্যে অর্থদান করিয়া তিনি অর্থের সার্থকতা করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি দেবতাগণেরও কাম্য। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহার এই মহৎকার্য্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও [illegible] গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান [illegible]

ধর্মপ্রাণা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীআশ্রমকুটীর পুনর্নির্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তিসূচক সেবা-কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরা-শীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

ধর্মপ্রাণা শ্রীযুক্তা হরিমণি দাসী শ্রীব্রজ-মণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দানে অগ্রসর হইয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি সংগ্রহ ও মহতী সুকৃতিসঞ্চয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

পরমভাগবত বদান্যবর মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সরদার মহাশয় শ্রীধামাগত যাত্রিগণকে পানীয়জল বিতরণের সুব্যবস্থার জন্য গৌরকুণ্ডের সংস্কার এবং ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের অর্থানুকূল্য করিয়া মহতী সুকৃতি ও দেব-দুর্ল্লভ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার এই মহদনুষ্ঠানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

সুসংবাদ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সুবহুল প্রচার-ফলে কুলিয়ায় একদল মৎসর লোক যেমন জ্বলিয়া মরিতেছে এবং নানাভাবে প্রচারের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, আর একদল সত্যানুরাগী সজ্জন তেমনই শত মুখে নদীয়া প্রকাশের প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে বিঘোষিত প্রকাশ্য বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কুলিয়াবাসী বহু সজ্জন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রভৃতি দর্শনার্থ আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতেছেন। কুলিয়ার ভেট প্রথা, ছড়া-কাটা-কীর্ত্তন, বাবাজীবেশের কীর্ত্তিকলাপ, গৌরনাগরী'বাদ প্রভৃতির উপর তাঁহারা হাড়ে হাড়ে চটা। ইহাতেই বুঝা যায়—অসত্য আপাততঃ বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেও সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে। মেঘজাল-রূপ মিথ্যাযুক্ত বাক্য সত্যের সূর্য্যকে আর কতক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে, তাই সত্যের বিজয় ডঙ্কা আপনিই বাজিয়া উঠিতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পাঠের অন্তে নিত্যই গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়া থাকে। ...

কেন? ছেলে কি বলে আগে তাই শোন, তারপর যা হয় বোলো।

গিন্নী। শুনবো কি? ওঁর ঐ স্বভাবেই সব কথা। কখন এসে বলেন, আজ একটা সম্বন্ধ এসেছে, ছেলেটা দেখতে শুনতে ভাল, কাব্য পড়ছে। আবার একদিন কোথা থেকে এক সম্বন্ধ জুটিয়ে এনে বল্লেন ছেলে বেশ, এদের হাজার বারশ ঘর শিষ্য আছে—তার পড়ছে তবে দোজবরে। মাসীমা, আপনি বলছেন বটে, এসব কি সম্বন্ধ? পিসীমা আপনিই এর বিচার করুন, আমার একটা মেয়ে—বিষ্ণুপ্রিয়া আমার বড় সোহাগের—সেই মেয়েকে আমি যার তার হাতে দিতে পারি? এমন ছেলের হাতে দেওয়াও যা, আর জলে ফেলে দেওয়াও তাই। পিসীমা আপনিই বলুন। যাও যাও তোমার ওরকম সম্বন্ধ চাইনে।

না-না এ তা নয় এ বেশ ভাল ছেলে।

গিন্নী। তোমার পছন্দ তো? ওসব ছেলে আমার দরকার নেই।

সনাতন মিশ্রের পিসীমা বললেন আঃ! বৌমা পাগল হলে যে? কার কথা বলে আগে শোনই না কেন? ছেলে ভাল না হয় আমরাও তাতে মত দেবো না। কথা না শুনলে বুঝবে কেমন করে? আগুন ঝাঁপা হলে কি ক্লান্ত হয় না? সনাতন তুমি বল, বৌমা না শোনে আমরাতো শুনি? কার ছেলে, কি করে, কে কে আছেন, পড়া শুনোর কেমন বল?

সনাতন। ছেলে আর কেও নয়, নিমাই পণ্ডিতকে জানেন তো? সেই নিমাই পণ্ডিত।

নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনে গিন্নী একেবারে নেচে উঠলেন, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, বল্লেন হাঁা, নিমাই পণ্ডিত!! নিমাই পণ্ডিত কি আমার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করবে!! হাঁা নিমাই পণ্ডিত! এতক্ষণ বলনি কেন? তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। এখুনি যাও, মত দাওগে, এ সম্বন্ধ যেন না ভাঙে। কে, খবর এনেছে কে? তাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এসোগে, মিষ্টিমুখ করিয়ে দিতে হবে। যাও,এখুনি যাও,দেরি ক'রো না।

সনাতন মিশ্রের পিসী, মাসী, মামী, পাড়ার আর আর যত গিন্নী বান্নী ছিল, নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনে, সকলেই বল্লে যাতে না ভাঙে তাই করগে। এমন ছেলে কি আর পাওয়া যাবে? নবদ্বীপের মধ্যে বড় পণ্ডিত বলে নাম বেরিয়েছে। বয়সও তো বেশী নয়, এটুকু ছেলে এবার নবদ্বীপের মান রেখেছে—ও ছেলে না হলে নবদ্বীপের নাম ডুবে যেতো—দোজবরে হোলো,তাই কি হোলো? শুনে সনাতন মিশ্রের মন আরও খুশী হোলো—মনের আহ্লাদে চলে গেলেন। যাবার সময় গিন্নী আবার বল্লেন, কাশীনাথকে নিয়ে এসোগে একটু মিষ্টিমুখ করাতে হয়, এমন সুখবর—যাও।

সনাতন মিশ্র গিয়ে বল্লেন, হাঁ, মেয়ে মহলে সকলেরই মত হয়েছে, এতে কারো অমত নেই। এখন যে প্রকারে হয় তাই করে দিন। চলুন—একবার বাড়ীর ভেতর চলুন মাসীমা, পিসীমা, মামীমা, আরও অনেকেই আছেন আপনার মুখে শুনবেন চলুন। (ক্রমশঃ)

মেঠো বাবাজী

কাঁকড়ার মেঠো বাবাজীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। মেঠো-বাবাজী আমাদের লোকজনকে নদীয়া-প্রকাশ প্রচার করিতে দেখিলে অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলেও বাহিরে ভালমানুষটী সাজিয়া আমাদের অনেক প্রশংসা করে ও একখানি কাগজ চাহিয়া লয়, শেষে আমাদের লোক যেমন তাহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হন, অমনই শতমুখে আমাদের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দেয়। এমনিই নিন্দক স্বভাব! বৃদ্ধ হইয়া মরিতে চলিয়াছে, তবু তাহার মৎসরতা যায় না! তাহারই বা কি দোষ, সে একজন বেতনভোগী চাকর মাত্র! তবে বলিহারী দিতে হয় তা'র কর্ত্তৃপক্ষদের! তাঁহারা যে একটী মহান্ বৈষ্ণবচরিত্রের কলঙ্ককারী অশিক্ষিত ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া একটা বাস্তব পরমসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে-ছেন, তাহাতে তাঁহাদের কি কিছুমাত্র লাভ হইতেছে? তাঁহারা কি কেবল নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধেরই আবাহন করিতেছেন না? সত্যানুসন্ধানের নাম কি এইরূপ মৎসরতা? সত্যই যদি জানিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে মহাজনগণ তাহার যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাই অনুসরণ করা কি বিজ্ঞতার পরিচয় নহে? বদ্ধজীবের দুর্ব্বুদ্ধিপ্রসূত কতকগুলি যুক্তি তর্কের মূল্য কতটুকু? তাহা দিয়া এ জগতে বিচারী হইলেও পরজগতে কি বাহাদুরী পাওয়া যাইবে? সুতরাং আর কেন, একটু আমাদের সন্নিকট দাঁড়াইয়া, এখনও একটু অপরাধের ভয় রাখা ভাল নহে কি?

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্য-তম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জিলার বিভিন্ন স্থানে সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পাঠ করিতেছেন। স্বামীজীর কয়েক দিনের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বামীজী ১৪ই এপ্রিল হইতে ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস বেলডাঙ্গায় মাড়োয়ারী মহোদয়গণের নিকট শ্রীমদ্ভাগ-বত ব্যাখ্যা এবং হিন্দি ভাষায় শুদ্ধা-ভক্তি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

২০শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদস্থ গৌর-নিতাইর মন্দিরে স্বামীজী তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া-ছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে তাঁহার পীযূষবর্ষিণী হরি-কথা শ্রবণ করিয়াছেন। ২১শে এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করেন।

স্বামিজী ২২শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদের জমিদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করেন।

২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল দিবসদ্বয় মুর্শিদাবাদের 'শ্যামাসুন্দরী' সাধারণ গ্রন্থা-গারে এস্. ডি. ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার আহ্বান হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন জাতীয় বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামিজী জীব-নের উদ্দেশ্য ও শ্রীনামের মহিমা সম্বন্ধে অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসা মিটাইতে না পারিয়া আরও অধিক শ্রবণের উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

উপরি উক্ত জমিদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ রায় মহোদয় এই শুদ্ধভক্তি-প্রচারক-গণকে স্বগৃহে বাসস্থান প্রদান করিয়া শুদ্ধাভক্তির প্রচারেরই সহায়তা করিয়া-ছেন। আমরা তাঁহার এই উদারতার নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জীবনের ক্রমোন্নতির সোপান

মানুষ কি প্রকারে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিয়া জীবনের চরম কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপগোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীবের শ্রেণী বিভাগ করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

বৃক্ষাদি স্থাবর সকল আচ্ছাদিত-চেতন। কীট, জলচর এবং স্থলচরগণ সঙ্কুচিত-চেতন। পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি বন্য-জাতীয় মানবগণ এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতাশূন্য ম্লেচ্ছগণ নীতিশূন্য। শ্রৌত পন্থায় অবিশ্বাসী নিরীশ্বর মানবগণ কেবল-নৈতিক। যাঁরা বেদ মুখে মানেন, তাঁহারা কল্পিত-সেশ্বরনৈতিক। ধর্ম্মাচারিগণ বাস্তব সেশ্বরনৈতিক। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞাননিরত। অনেক জ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধি-মুক্ত। কোটী কোটী জড়বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বর নৈতিকদিগের, মধ্যে যাঁহারা ভোগরূপ কর্ম্মফল, মুক্তিরূপ জ্ঞানফল বা সিদ্ধিরূপ যোগফলকে স্বীকার করেন, তাঁহারা অশান্ত। কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত বলিয়া কথিত হন।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরির বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বন্য-মানবগণ সভ্য ও জ্ঞান-পরায়ণ হউক, পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধর্ম্মাচারী হউক। ধর্ম্মাচারিগণ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর-ফলে আবদ্ধ না হইয়া শুদ্ধভক্তি অঙ্গীকার করুক। ইহাই জীবের ক্রমোন্নতির উচ্চ সোপান। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ম্মল সিদ্ধান্ত বিশ্বের সকলকে [illegible]

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

ত্রয়স্ত্রিংশ অধিবেশন বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২ সংখ্যার পর)

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পঞ্চত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপসংহারে সমবেত সভ্য ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে তাহার স্থূলমর্ম্ম প্রদত্ত হইল,—

রাত্রি অধিক হ'য়েছে। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে সকলে ক্লান্ত হ'য়েছেন। আপনারা সকলে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন, এত অধিক কাল ধরে এসকল কথা আলোচনা বা কতকগুলি লোকের প্রশংসা করার প্রয়োজন কি? তা'র উত্তর—এটা বার্ষিক অধিবেশন। সম্বৎসর যাবৎ গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণ কে কি কার্য্যানুষ্ঠান ক'রেছেন, তাঁদের কথা আলোচনা ক'রলে আমাদের ভগবৎ সেবায় উৎসাহ বাড়ে। গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে আমরা কয়েকজনকে হারিয়েছি,— (১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ এ প্রপঞ্চ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন। (২) ময়ূরভঞ্জ পার্ব্বত্য-প্রদেশের অধিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত চন্দ্রভ চন্দ্র পাণ্ডা মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পার্ব্বত্যপ্রদেশে যা'তে ভগবৎকথা প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁ'র খুব যত্ন ছিল। কৃষ্ণকার্ষ্ণবিরোধী মৎসরদল তাঁকে তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারক জেনে একেবারে হত্যা ক'রেছে, তিনি গৌরপ্রিয় কার্য্য করেছেন, সুতরাং মহাপ্রভু তাঁর মঙ্গল ক'রবেন। (৩) আর একজন একনিষ্ঠ সেবককে আমরা হারিয়েছি, তাঁর নাম শ্রীমদনকৃষ্ণ দাস অধিকারী। তাঁ'র তিতিক্ষা গুরুগৌরাঙ্গ সেবায় নিষ্ঠা আদর্শ-স্থানীয়। (৪) আর একজন মঠ-সেবক শ্রীভাগসেবক ব্রহ্মচারী এ জগৎ হ'তে বিদায় নিয়েছেন। ইনি পুরুষোত্তম মঠ ও ভাগবত আসনে বহুদিন সেবা করেছিলেন। (৫) শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী নামক আর একজন সেবককে হারিয়েছি। ইনি গত বৎসর শ্রীধামপরিক্রমায় বহু সেবা করে প্রপঞ্চ ত্যাগ করেছেন। (৬) আর একজন অকৃত্রিম বান্ধবকে আমরা হারিয়েছি। তাঁহার নাম—রেবতীমোহন রায়চৌধুরী, ইনি বালিয়াটির একজন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী; বহু ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও ইনি বৈষ্ণবসেবানুরাগী ছিলেন। আমরা তাঁর মৃত্যুর আগে যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, সেই অবস্থায় তিনি আমাদের নিকট যেরূপে তাঁর হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন ক'রেছিলেন, তাতে জানা যায় যে, তিনি আমাদের উপর যথেষ্ট প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁরই বিশেষ যত্নে ও আগ্রহে বালিয়াটির গৌরগদাধরমঠ স্থাপিত হ'য়েছে। তাঁর অভাবে আমরা আজ বিশেষ দুঃখিত। (৭) উমানাথ তত্ত্বনিধি নামক আর একজনকে আমরা হারিয়েছি। তিনি শাস্ত্রদর্শী ও পরমার্থবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। আমরা তাঁর জন্য আজ দুঃখিত।

আমরা সর্ব্বস্থানের সৎকার্য্যে ব্যাপৃত লোক আজ আমাদের একমাত্র প্রভু বিশ্বম্ভরের জন্মস্থানে মিলিত হ'য়েছি। আমাদের পরস্পরের অনেক বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এক বৎসরের অনেক কথা একনিঃশ্বাসে বল্‌তে হ'চ্ছে ব'লে আপনাদের অনেকটা সময়ের উপর হস্তক্ষেপ ক'রতে হচ্ছে। আজ ভগবদ্ভক্তের গুণকীর্ত্তন বহুমুখে শুনবার সৌভাগ্য লাভ হ'লো। মহতের গুণকীর্ত্তন সাধারণের শ্রবণ সৌভাগ্য হয় না। এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদের বৎসরের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার আদর্শরূপে কাজে লাগবে।

সমস্ত আরাধনা হ'তে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তা' হ'তেও আবার বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তের গুণ কীর্ত্তন আমাদের ভজনের উন্নতি বিধান ক'রে থাকে। ভক্তের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি আমাদের অনুসরণীয়, অনুকরণীয় নহে।

ভগবদ্ভক্ত কাকেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। যাঁ'রা তাঁদের হিতোপদেশকে দুর্ব্বাক্য ব'লে শুনে থাকে, তাঁ'রা নিতান্তই দুর্ভাগা। ভক্ত কখনও ভূতগণকে উদ্বেগ দেন না, তবে তাঁরা ভূতমঙ্গলের জন্য যে ভূতোদ্বেগের আচরণ দেখান, তা' ভূতগণের পক্ষে পরম মঙ্গলেরই হেতু।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

চৌদ্দ-পনর বছর আগে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অনুকরণ ক'রে তার প্রতিযোগিতা ও প্রতিকূলাচরণ ক'রবার জন্য 'বৈষ্ণব-সম্মিলনী' নাম দিয়ে যে শুদ্ধবৈষ্ণববিরোধিদলের সম্মিলনী সৃষ্ট হয়েছিল, যা'তে আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া ভক্তিবিরোধী জাতগোঁসাই প্রভৃতি ভক্তিবিচারে দুঃসঙ্গের একত্র সমাবেশ ছিল, আমরা তার সঙ্গ ক'রতে পারি নাই। যেখানে ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়িগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে রত, সেখানে ভাগবতের ঐ 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য' বাক্য লঙ্ঘন ক'রে তাঁদের সঙ্গ ক'রতে পারি না, আমাদের কোন বন্ধুবান্ধবকেই সেই সকল দুঃসঙ্গের সঙ্গে যোগদান ক'রতে ব'লতে পারি না। একটী শিখণ্ডীকে খাড়া করিয়া যে সকল দৌরাত্ম্য হচ্ছে, তাতে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব, এমন কি, দেবগণ পর্য্যন্ত সেই সকল অবৈধ কার্য্যের সমর্থক হন, তাহলেও আমি মহাপ্রভুর বাণী—ভাগবতের বাণী—'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'—অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার শিরে ধারণ ক'রে, আমার সমস্ত বন্ধুবর্গকে আমার শেষদিন পর্য্যন্ত সেই সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গ করবার জন্য তারস্বরে ব'লতে থাকবো। আমি ত গুরুদাস, আমার গুরুর আদর্শ অসৎসঙ্গ ত্যাগ। আমার প্রভুর প্রভুর আদর্শ—'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু'। শুদ্ধভক্তিবিরোধিদল যত বড়ই প্রতিভা-সম্পন্ন হউক না কেন, শুদ্ধভক্তির প্রচার যতদিন থাকবে, যতদিন আমাদের একটী লোকও থাকবে, ততদিন আমরা তারস্বরে ব'লতে থাকবো—উহা ধর্ম্ম নহে—বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণ—বণিগ্‌বৃত্তি—ব্যভিচার—লোকের মনোরঞ্জন—মানুষকে বঞ্চনা করা মাত্র, উহা কলির দম্ভ। আমরা ভাগবতের বাণী তারস্বরে কীর্ত্তন করতে করতে বলব যে—লোকপতি, গুরু, আচার্য্য কখনই কলিপক্ষের সেবক হন না। সংখ্যাভিসম্পদ্‌ম, ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠা-পিপাসু হয়ে যে সকল মতবাদ ভাণ করে, তা দেখে আমরা কখনও ভুলবো না, বরং সকলকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ব দিব—পুত্তলী—প্রলয়—অষ্টাহম—বকাসুর-সেবা কখনও কৃষ্ণসেবা নহে, তাদের তোমার ভুলো না।

আমাদের এখন রিটায়ার করবার বয়স, আমাদের বহুদিন সিভিল ডেথ হয়ে গেছে। যারা এজগতে চিরদিন থাক্‌বে মনে করে রেখেছে, তারাই লোকবঞ্চনা করুক। কিন্তু তারা কি চিরদিনই ঐরূপ মিথ্যাকে সত্য বলিয়ে চালিয়ে লোকবঞ্চনা করতে পারবে? মানুষ এতই নাস্তিক—এতই দুর্ভাগা হবে যে তাদের ঐ সকল লোক ভুলান' কথা শুনে চিরকালই মুগ্ধ হবে? ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের প্রিয়কার্য্য ক'রতে না পারার মত দণ্ড আর কিছু নেই, এরূপ দণ্ড যেন বাঙ্গালা জাতির না হয়।

আমি আজ (২৭) বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পাচ্ছি। তা'তে শ্রীভগবানের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের কথা ভিন্ন অন্য কথা আলোচিত হ'বার আবশ্যক হয় না। কিন্তু আজ অপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের কথা ব'লে একটা অপ্রিয় কার্য্য ক'রতে বাধ্য হ'তে হ'লো।

আমরা ব'লবো, ভক্তিবিরোধিগণও ব'লবে; কিন্তু ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রিয় কার্য্য ক'রে যারা এড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চাই না, এ'দিগকে যাঁরা পুরস্কার করেন, আমরা তাঁ'দেরই দাস, যে সকল লোক ভগবৎপ্রিয়গণের অপ্রিয় কার্য্য করে, তাঁ'দের সঙ্গে আমাদের কোনও কালেও কোন সংযোগিতা থাকতে পারে না। তবে আমরা ত' দের বিরোধী নই, তাঁ'দের মঙ্গলাকাঙ্খী শ্রীগুরুদেবের দাস-সূত্রে আমরা প্রত্যেকের কল্যাণকামী আমাদের সমস্ত বন্ধুবর্গের নিকট তার স্বরে জানিয়ে দিব, সকলকে ব'লব—'হে বান্ধবগণ, ঐ দুঃসঙ্গে মত্ত হ'য়ো না।'

বাহ্য দৃষ্টিতে অনেকের কাছে আমরা—একটা দল, তাঁ'রা একটা দল। কিন্তু আমরা দুঃসঙ্গ ত্যাগ ক'রতে গিয়ে একটা দল আর তাঁ'রা কলিকালের সেবা—গুরুবৈষ্ণবদ্রোহিতা ক'রতে গিয়ে একটা দল। আমরা তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাড় ক'রতে পারি না ব'লেই আমাদের যা' কিছু অন্যায়। ভগবৎ প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের চিত্র অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের চিত্রও অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ লাভই ভক্তিবিদ্বেষিদলের ধর্ম্ম। উঁহাদের হরিকথা সত্যকথা—পরমার্থ কথা নহে, কেবল অর্থকথা। উঁহাদের হরিকীর্ত্তন 'কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তন'। যাঁ'রা ভগবানকে বঞ্চনা ক'রে ভক্তকে বঞ্চনা ক'রে আত্মসুখে মগ্ন থাকতে চায়, তাঁ'রা আত্মবঞ্চক। আমরা আমাদের বিশ্বস্তরা সকল আত্মীয়কে জানিয়ে দিব—ঐ সব বঞ্চকের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ভগবৎপ্রিয়গণের সঙ্গ কর।

'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।' কোটি কোটি সত্যবিরোধী জীব মিলে কোমর বাঁধ্‌লেও শেষে সত্যেরই জয় হ'বে। গৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী কোথায়? যেখানে ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়—ঠাকুর দাঁড় করিয়ে পয়সা নিয়ে স্ত্রীর গায়ের গহনা গড়ান,' ছেলের ব্যভিচারের পয়সা যোগান' বা পরস্ত্রীর কেশ-শোভা বর্দ্ধনের জন্য নারিকেল তৈল সংগ্রহ, সেখানে গৌর নাই। পাষণ্ডগণের মধ্যে—ব্যবসায়ের মধ্যে—ব্যভিচারের মধ্যে—নরকের মধ্যে—কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের মধ্যে—অপস্বার্থের মধ্যে—কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের মধ্যে গৌরজন্মস্থলী নাই—নাই—নাই। গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের স্মরণ করা যেমন ভগবৎসেবার অঙ্গবিশেষ, অপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে চেতনজ্ঞানে বর্জ্জন করাও তেমনি ব্যতিরেকভাবে ভগবৎসেবার অঙ্গ। একটী সৎসঙ্গ গ্রহণ, অপরটী দুঃসঙ্গ বর্জ্জন। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না ক'রলে সৎসঙ্গ হয় না। তাই ভাগবতের ভাষায় আবার বলছি—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

অতঃপর শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন তীর্থ-ষড়্‌দর্শন-বাচস্পতি মহাশয় একটি স্তোত্র (নদীয়া প্রকাশ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পাঠ করিলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির সহিত সভাভঙ্গ হয়।

কামদা-একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার করি। এক্ষণে চৈত্রীয় শুক্লপক্ষের একাদশীর নামাদি মদগ্রে কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজন! আপনি একাগ্রচিত্তে পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন। দিলীপ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। দিলীপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! চৈত্র শুক্লপক্ষের একাদশীর নামাদি শ্রবণে আমি একান্ত উৎসুক। বশিষ্ঠ বলিলেন—রাজন, আমি উত্তমবাক্যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছি। চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কামদা। ইনি পবিত্রতম, পাপরূপ ইন্ধনের দাবাগ্নিসদৃশ। এই একাদশীর বৃত্তান্ত শ্রবণে সমুহ পাপ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যসমূহ শ্রোতার দেহ আশ্রয় করে।

প্রাচীন কালে সৌবর্ণপ্রাসাদশোভিত সুরুচির নাগপুর মধ্যে পুণ্ডরীক নামে রাজা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণ দ্বারা সতত সেবিত হইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সকাবরেণ্য ললিত নামক গন্ধর্ব্ব ও ললিতা নাম্নী অপ্সরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিল। ইহারা উভয়ে দাম্পত্যভাবাশ্রয়ে অতীব অনুরাগসংস্কারে মনোহর ধনাদিসমৃদ্ধিমান গৃহে কামপীড়িত হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ থাকিত! ললিতার হৃদয়ে সতত পতির চিন্তা এবং ললিতের চিত্তমধ্যে প্রাণপ্রিয়ার অনুরাগ সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। একদা একাকী ললিত পুণ্ডরীক সভায় নৃত্যসহিত গান করিতে করিতে দয়িতার স্মরণহেতু তাহার পদবন্ধ ও জিহ্বাস্খলন সংঘটিত হয়। তৎকালে কর্কোটক নামক নাগবর ঐ সংবাদ পুণ্ডরীককে জ্ঞাপন করিলে মদনাতুর ললিতের প্রতি পুণ্ডরীক ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিলেন। রে দুর্ম্মতে! আমার সম্মুখে গানসময়ে পত্নীপরবশ হওয়ায় তুই মনুষ্যাদক রাক্ষস হইবি। পুণ্ডরীকের শাপপ্রভাবে সে তৎক্ষণাৎ বিকটবদন, বিরূপাক্ষ, দুষ্টভয়ঙ্কর রাক্ষসে পরিণত হইল। তাহার দেহ বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। মুখ গিরিগহ্বরবৎ, নেত্রযুগল চন্দ্রসূর্য্য তুল্য দীপ্তিময়, গ্রীবাদেশ পর্ব্বতোন্নত, নাসারন্ধ্র বিবরসদৃশ, ওষ্ঠাধর অর্দ্ধযোজন বিস্তার এবং শরীর অষ্টযোজন উচ্চ হইল।

ললিতা আপন পতিকে বিকৃতাকার রাক্ষস হইয়া স্বীয়কর্ম্মফল ভোগ করিতে দেখিয়া অতীব মর্ম্মাহত অবস্থায় চিন্তা করিতে লাগিল। পতি পাপপীড়িত হইয়াছেন, অতএব কোথায় যাই, কি করি।' এইরূপ সতত স্মরণ করিয়া সে মনোমধ্যে সুখলাভ করিত না এবং সেই গহন অরণ্যমধ্যে পতির সহিত বিচরণ করিত। সেই কামরূপী নির্ঘৃণ, পাপাসক্ত বিরূপ, পুরুষাদ রাক্ষস দুর্গম কাননমধ্যে সতত ভ্রমণ করিত, পাপপীড়ায় অহোরাত্র তাহার স্বস্তি ছিল না। পতিদুঃখে অতীব আর্ত্তা হইয়া সরোদনে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন তাপসের আশ্রম এবং শান্ত ঋষিবরকে দেখিয়া আত্মপরিচয় বিবৃতিপূর্ব্বক বলিল—মুনে! আমি বীরধন্বা নামক গন্ধর্ব্বকন্যা ললিতা। আমার দয়িত ললিত নামক গন্ধর্ব্ব পাপহেতু শাপপ্রভাবে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতীব দুরাচার ও রৌদ্রাকার হইয়াছেন। তাঁহার সেই আকার দেখিয়া আমার বিন্দুমাত্রও সুখ হইতেছে না। প্রভো! ব্রহ্মন্! কোন্ প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার শাপবিমুক্তি ঘটিবে, তাহার উপায় বিধান করুন।

ঋষি বলিলেন—এক্ষণে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ চলিতেছে। ইহার একাদশী কামদা নাম্নী। তুমি মৎকথিত বিধানে এই একাদশীর ব্রত পালন করিয়া তৎপ্রাপ্ত পুণ্য তোমার পতিকে অর্পণ কর। সেই পুণ্য প্রাপ্ত হইলেই শাপদোষ দূরীভূত হইবে। মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা সানন্দচিত্তে সেই একাদশীর যথাবিধানে উপবাস পালনপূর্ব্বক দ্বাদশীর প্রভাতে বাসুদেব ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে নিজপতির তারণার্থ বলিতে লাগিলেন আমি কামদা একাদশীর উপবাস পালনে যে পুণ্য পাইয়াছি, তাহার প্রভাবে মৎপতির পিশাচত্ব মুক্ত হউক।

ললিতার বাক্যাবসান মাত্রেই সেই ললিত সদ্যই রাক্ষসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দিব্য গন্ধর্ব্ব-দেহ লাভ করিল। এক্ষণে স্বর্ণরত্নাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ললিতার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঐ কামদাব্রতপ্রভাবে সেই দম্পতী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্ হইয়া বিমানে আরোহণ করত অতীব শোভা প্রাপ্ত করিল।

অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই একাদশীর এইরূপ প্রভাব জানিয়া যত্নপূর্ব্বক উহার পালন করা [illegible] জনগণের। সর্ব্বলোকের হিতার্থ [illegible] আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ব্রহ্মহত্যাদি [illegible] দ্রব্যাদি পাপনাশক, পিশাচত্ব সংহারক। এতদপেক্ষা অন্য কোন পুণ্য [illegible] এক মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ দ্বারা [illegible] যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শক্তিতত্ত্ব বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অচিন্ত্যানন্ত শক্তি-সমন্বিত পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণে শাস্ত্রে উক্ত শক্তি-সমূহকে প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া থাকেন, যথা—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। বৈদান্তিকগণ পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলেন এবং তাঁহাতে স্বগত, সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদাভাব লক্ষ্য করেন।

পরমেশ্বরে সজাতীয়াদি ভেদ না থাকিলেও তদীয় শক্তির অচিন্ত্য [illegible] স্বরূপভূত সৎ-চিৎ-আনন্দ বৃত্তিত্রয় পৃথক্ পৃথক্ ভাসমান হইয়া সন্ধিনী—বৈশিষ্ট্যের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ পরমেশ্বরের শক্তি, এই শক্তি এক হইয়াও অনন্ত, এই শক্তির আনন্ত্যে অচিন্ত্যত্বই কারণ। স্বরূপলক্ষণে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই শক্তিত্রয় লক্ষিত হইলেও উপলক্ষণে বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিদ্বয়ও লক্ষিত হইতেছেন।

তটস্থা শক্তি স্বরূপ-শক্তিরই অণুরূপ অংশ এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিও উক্ত স্বরূপ শক্তির ছায়ারূপ অংশ বা বিকৃত প্রতিফলন; সুতরাং অংশীর লক্ষণে অংশ উপলক্ষণ স্বাভাবিক, অতএব তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তিও গৌণভাবে পরমেশ্বরের শক্তিত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন। তবে তটস্থা ও মায়াশক্তি স্বরূপ-লক্ষণে পরি[illegible] হয়েন না দেখা যায়, তাহা উক্ত শক্তিদ্বয়ের গৌণত্ব বশতঃ জানিতে হইবে। কারণ জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বরূপ শক্তির বহির্ভূত বলিলে তাঁহা[illegible] অবয়বে আপত্তি উপস্থিত হয়। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি উভয়েরই স্বরূপে অধিষ্ঠিত [illegible] থাকিলেও এই শক্তিদ্বয়ও তদীয় স্বরূপ শক্ত্যাশ্রিত।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ পরমেশ্বরের মুখ্য শক্তি এবং জীব ও মায়া তাঁহার গৌণ শক্তি। যাহা সাক্ষাৎ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করে তাহাই মুখ্য এবং যাহা পরম্পরায় স্বরূপের পরিচায়ক, তাহাই গৌণ। মুখ্য শক্তি পরমেশ্বরে অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তদীয় স্বরূপের সাক্ষাৎপরিচয় প্রদা[illegible]

করেন এবং যোগমায়াশক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া কার্য্য দ্বারা পরম্পরায় তদীয় স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন।

শক্তি শব্দের অর্থ কার্য্য-সামর্থ্য এই কার্য্যসামর্থ্যরূপা শক্তির দুইটি অবস্থা। একটি কারণাবস্থা, অপরটী কার্য্যাবস্থা এবং শক্তির কার্য্যাবস্থার নাম বৃত্তি। কারণরূপাশক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম বৈভব। স্বরূপ শক্তি ও তৎকার্য্য রূপা বৃত্তির নাম স্বরূপ বৈভব, তটস্থাশক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম তটস্থাবৈভব এবং মায়াশক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির নাম মায়াবৈভব।

দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিত বস্তুই সৎশব্দ-বাচ্য। যাহা দেশতঃ পরিচ্ছেদ শূন্য— তাহা বিভু, যাহা কালতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত তাহা নিত্য এবং যাহা বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ-বর্জ্জিত, তাহা পূর্ণ; সুতরাং সৎ শব্দে বিভু, নিত্য ও পূর্ণ বস্তুই অভিহিত হয়েন। পরমেশ্বরই সৎ শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকেন অতএব তিনি বিভু, নিত্য ও পূর্ণ বস্তু। স্বপ্রকাশ বস্তুকে চিৎ বলা যায়। যাহার প্রকাশ অনন্যাপেক্ষ, তাহা জ্ঞান, সুতরাং চিৎ শব্দে জ্ঞানই ঘোষিত হয়েন। সুখকেই আনন্দ বলা যায়— প্রসাদরূপ জ্ঞান বিশেষই সুখ-শব্দ-বাচ্য—অতএব প্রসাদরূপ জ্ঞান-বিশেষই আনন্দ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দই এক শক্তিত্রয়ের সাধারণ নাম স্বরূপ-শক্তি।

পরমেশ্বর সৎ স্বরূপ (অর্থাৎ বিভু নিত্য ও পূর্ণ) হইয়াও যদ্দ্বারা সত্তাধারণ ও স্থাপন করেন, তাহাই তাঁহার সৎ। ঐ সত্ত্বের নাম সন্ধিনী শক্তি। পরমেশ্বর চিৎ (অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ) স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ ও জ্ঞানদান করেন, তাহাই তাঁহার চিৎ ঐ চিত্ত্বের নাম সম্বিৎ শক্তি।

পরমেশ্বর আনন্দ (অর্থাৎ সুখ-স্বরূপ, বা প্রসাদরূপ জ্ঞান বিশেষ) স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন ও আশ্রিতগণকে আনন্দানুভব করান, তাহাই তাঁহার আনন্দত্ব, ঐ আনন্দত্বের নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তিত্রয়ের সাধারণী বৃত্তির নাম শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধ সত্ত্বের আবার [illegible] রূপ, একাংশ-প্রধান আর যুগপৎ সর্ব্বপ্রধান, তন্মধ্যে একাংশ-প্রধান রূপটি, সন্ধিন্যংশ, সম্বিদংশ ও হ্লাদিন্যংশ-প্রধান ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সন্ধিন্যংশ-প্রধানে সত্তার প্রকাশক, সম্বিদংশ-প্রধানে জ্ঞানের প্রকাশক, হ্লাদিন্যংশ প্রধানে জ্ঞানবিশেষ বা আনন্দ-প্রকাশক। আর যুগপৎ সর্ব্বপ্রধান শুদ্ধসত্ত্ব পরমেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশক। যুগপৎ সর্ব্বপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়, শুদ্ধসত্ত্বরূপ বসুদেবে বাসুদেব প্রকটিত হয়েন—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

স্বরূপ শক্তির ছায়া বা বিকৃত প্রতিফলনই মায়াশক্তি একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহার দ্বারা বস্তুসকল মিত বা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাই মায়া। পরিচ্ছেদ ত্রিবিধ,—দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ। দেশ, কাল ও বস্তুই পরিচ্ছেদের কারণ, সুতরাং দেশ, কাল ও বস্তুই মায়া। দেশরূপা ও কাল রূপা মায়ার নাম জীবমায়া এবং বস্তু রূপা মায়ার নাম গুণ মায়া। জীবমায়া কারণাত্মিকা, সুতরাং শক্তিরূপা এবং গুণ-মায়া কার্য্যাত্মিকা সুতরাং বৃত্তি-রূপা। জীব পরমেশ্বরের স্বরূপবৈভবও নহেন, অপরো স্বরূপ বৈভবের ছায়ারূপা মায়াও নহেন। জীবের মায়াকৃত পরিচ্ছেদ সম্বন্ধ-প্রযুক্ত। মায়াপরিচ্ছিন্ন জীব স্বরূপ-বৈভবরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না, আবার জীব মায়াও নহেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, তবে জীবের স্বরূপ কি? অণুচৈতন্য জীবের স্বরূপ। জীব স্বভাবতঃ পরমেশ্বর-বিমুখ বলিয়া জীবকে তটস্থবৈভব বলা হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায়, তিনি যে শক্তিমদ্-বিগ্রহ, এবং বিবিধ অচিন্ত্য-শক্তি সমন্বিত ভগবানই যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, এবং তিনি পরিপূর্ণ কাম হইয়াও তাঁহার স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দ-বৃত্তির স্বাভাবিক স্পন্দনেই তিনি নিত্য চিদ্বিলাসময় হয়। জানিতে পারি। সুতরাং শক্তিতত্ত্বালোচনা দ্বারাই আমরা চিদ্বিলাসী শ্রীভগবানের স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তাঁর নাই কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥"

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত ৮ই বৈশাখ (১৩৩৬) ২২শে এপ্রিল (১৯২৯), রবিবার গৌরত্রয়োদশী তিথিতে দ্বিপ্রহর ১॥ ঘটিকার সময় পরমভাগবত শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় প্রদত্ত বাগবাজারস্থিত ভূখণ্ডে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও প্রাসাদ মূলের কার্য্য যথাবিধি সঙ্কীর্ত্তন-মুখে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহিত উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্রমোন্নতি প্রথায় নিয়মাগ্রহ পরিত্যাজ্য

ক্রমোন্নতি-বিধি সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য এই যে, আপাততঃ যে জীবনেই অবস্থিত হউন, সেই জীবনের উচ্চজীবনে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। স্বভাবের গতিতে এমন কোন মঙ্গলবীজ আছে, যদ্দ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগতিই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বিঘ্নও এত বেশী যে, সেই অভিলষিত ফলের অনেক স্থলেই সঙ্ঘটন হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চগতি বাসনা করেন, তাঁহাদের তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা কর্ত্তব্য

এক জীবন হইতে অন্য জীবনে পদার্পণ করিতে হইলে মানবের দুইটি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ়পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি দৃঢ়পদ হইয়াছি, তাহা হইতে উচ্চজীবনে পদার্পণ জন্য পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে একটি পদ এক সোপানে দৃঢ় হওয়ার পর আর একটি পদ নিম্নস্থ সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চস্থ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতিকার্য্যে একটি সোপানে নিষ্ঠাত্যাগ ও অপরসোপানে নিষ্ঠাপ্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া যাইতে হয়, বিশেষ বিলম্ব করিলেও কার্য্যফল দূরে পড়িয়া যায়। বন্যজীবন, সভ্যজীবন, কেবলনৈতিকজীবন, কল্পিত-সেশ্বরনৈতিকজীবন, বাস্তবসেশ্বর নৈতিক-জীবন, সাধনভক্তজীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেমমন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে ব্যস্ততা ঘটিলে নিম্ন দ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়, কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব ব্যস্ততা ও বিলম্ব উভয়কে বিঘ্ন মনে করিয়া প্রয়োজনমতে যথাযোগ্য নিষ্ঠাগ্রহণ ও নিষ্ঠা ত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জীবকে উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে হইবে।

অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে, আমার কি জন্য কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না? কিন্তু কৃষ্ণভক্তিসোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক্ চেষ্টা দেখা যায় না। তাঁহারা হয় ত' অসভ্য অবস্থায়, নয় সভ্যতা ও জড়বিজ্ঞানে, হয় নিরীশ্বর-নীতিতে নয় সেশ্বরনীতিতে অকারণ আসক্ত হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না। এক সোপানে থাকিলে কিরূপে উচ্চসোপান বা প্রাসাদ-চূড়া লাভ হইতে পারে? অনেকে বৈধভক্ত ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না, অথচ ভাবাভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব-প্রেমাদিলাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়।

যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে নিরুপাধিক প্রেমরত্ন সহজেই লাভ করেন। যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতিবিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। যাঁহারা মৃতমৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্ত্বাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখনও জোয়ারে অগ্রগত এবং ভাঁটায় পশ্চাদ্গত হইতে হইতে কদাচ অভিলষিত স্থানে পৌঁছিতে পারেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

রংপুর

রংপুর, ২১।৪।২৯

গতকল্য রংপুর জিলার রাজকর্ম্মচারি-সমিতির উদ্যোগে রংপুরে একটী মহতী সভা আহূত হয়। রংপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ এ, এম, আহাম্মদ বি, এ, এল (অক্সন) ব্যারিষ্টার-এট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লা এম্, এ, বি, এল, ডি-লিট্ (প্যারিস্) মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভা ভঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বে সভাপতি ডিষ্ট্রিক্ট জজ মহোদয় স্বামিজীর বাগ্মিতা ও প্রাচ্য দর্শনের সুগভীর জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বামিজী মহারাজ এবং সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক - শ্রীগৌড়ীয়ের - সম্পাদক নিত্যানন্দাশ্রয় শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রংপুরের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় টাউনহলে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে তাঁহারা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীমুখে অনর্থ বিনাশিনী পরানন্দ-দায়িনী ভাগবতকথামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী ধন্য হইতেছেন এবং শতমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন।

জলেশ্বর

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উড়িষ্যান্তর্গত জলেশ্বর নামক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল কথা প্রচার করিতেছেন।

২০শে বৈশাখ, শুক্রবার—১৩৩৯

সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ

বৈষ্ণবের যে ২৬টী গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণৈক-শরণব্যতীত অপর ২৫টি গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণৈকশরণগুণই স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণতা যাঁহার নাই, তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই। অথবা তত্তদ্গুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐ গুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অন্যান্য গুণ কপটতা করিয়া অসাধুগণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু অসজ্জন কখনই কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে না।

সজ্জন একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূল বস্তু; তাঁহা হইতেই বলদেব প্রভু, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়, পুরুষাবতার-ত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদিত হইয়াছেন। জীবের পুরুষাবতারত্রয়ের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অনন্ত উপলব্ধি করিয়া 'নিত্যদাসই তাঁহার ধর্ম্ম' ইহা বুঝিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্ব কারণ-কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ্য। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্য কোন প্রকার গতি নাই। যে জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড, অন্যাভিলাষ, মিছা-ভক্তিতে কালক্ষেপ করেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণ বিমুখতা ছাড়িয়া যায়, এরূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন, তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদীকে বুঝায় না, কর্ম্মকাণ্ডী সন্ন্যাসীকে বুঝায় না বা অন্যাভিলাষীর ভাষায় প্রাকৃত দরিদ্রতাকেও বুঝায় না। শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই জীব কৃষ্ণের মায়ার রাবতীয় মাহাত্ম্যে উদাসীন হন। সেই সকল মাহাত্ম্য সরণ বীরাঙ্গে দূরে থাকে, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। যাঁহার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবল আছে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়। শরণের লক্ষণ ছয় প্রকার—১। আনুকূল্যের সঙ্কল্প, ২। প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, ৩। কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, ৪। কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, ৫। কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎসেবা ব্যতীত অন্য চেষ্টারাহিত্য, ৬। জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজেকে নিতান্ত দীনবুদ্ধি। এই ছয় প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইয়া সজ্জন কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণৈক-শরণতাব্যতীত কৃষ্ণেতর বস্তুর শরণ গ্রহণে প্রবৃত্তি নাই। তবে যাঁহারা বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা লাভের জন্য কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণৈক-শরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধ-ভক্তির অন্যায়-পূর্ব্বক তীব্র প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণৈক-শরণতা জানেন, তাঁহারা মিছাভক্ত বা কপটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ভক্তের স্বভাবে পরচর্চ্চা নাই, অনর্থক তীব্র প্রতিবাদ নাই, পরহিংসা নাই, মৎসরতা নাই। যাহা সজ্জনে নাই, সেই গুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণব-পরিচয়চ্ছলে অন্তঃস্থিত সম্পত্তিপুঞ্জ। অসাধুর ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষ করাই স্বভাবজাত ধর্ম্ম। উহা কৃষ্ণৈকশরণতা নহে কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র। কপটী মিছা-ভক্ত যখনই কৃষ্ণৈকশরণ হন, তৎকালে হরিগুরু বৈষ্ণব-দ্রোহিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। হরি-বিমুখ জীবের কৃষ্ণৈকশরণতা সুদুর্ল্লভ হইলেও সাধুসঙ্গক্রমে সজ্জনের এই মূল গুণ বা স্বরূপলক্ষণে দৃষ্টি পড়ে। তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন।

পাপমোচনী একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ,)

শ্রীযুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈত্রীয় কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর কথা উপাখ্যানমুখে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—চক্রবর্ত্তী সম্রাট মান্ধাতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীলোমশমুনি এই বিষয়ে যে আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মান্ধাতা প্রশ্ন করিলেন—চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষে একাদশীর নাম কি, ব্রতপালনের বিধান কি এবং তাহার পালনের ফল কি? দয়া পূর্ব্বক বলুন।

লোমশ বলিলেন—হে রাজশার্দ্দূল! ঐ পাপবিমোচনী নাম্নী সিদ্ধিপ্রদা, কামদায়িনী, শুভকরী, পবিত্রকারী একাদশীর বিচিত্র আখ্যান বর্ণন করিতেছি। পুরাকালে অপ্সরোগণ-সেবিত চৈত্ররথ দেশে বসন্ত ঋতুর আগমনে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নানাবিধ বাদিত্রসংযোগে ক্রীড়ারতা ছিলেন। মহেন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দও তদপেক্ষা রম্যতর স্থানের অভাবে তথায় ক্রীড়া করিতেছিলেন। পরন্তু সেই কালে তাপসগণ বহু প্রকার তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তথায় মঞ্জুঘোষা নাম্নী কোন অপ্সরা মেধাবী নামক ব্রহ্মচারী ঋষির মোহনার্থ উপক্রম করিল। সভয়ে ক্রোশমাত্রে অবস্থিতি করিয়া বীণাবাদন পূর্ব্বক পুষ্প ও চন্দনাদিতে শোভিতা তাঁহাকে মধুর গান করিতে দেখিয়া মনোজ কামদেবও বিজয়ের আশায় শিবভক্তশরীরে প্রবেশার্থ সেই অপ্সরার দেহে বাস করিতে লাগিলেন। সুন্দরীর সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই মনোজের বাণ ও সৈন্যরূপে পরিণত হইল। তৎকালে সেই মেধাবী যৌবনে শোভনশরীর হইয়া দ্বিতীয় কামদেবতুল্য দৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি চ্যবনের মঙ্গলময় আশ্রমে অবস্থান করিতে থাকিলে মঞ্জুঘোষা সেস্থানে উপনীত ও কামপরবশ হইয়া মৃদু মৃদু গান আরম্ভ করিলেন। বলয়ের রুণু রুণু শব্দ ও নূপুর ও মেখলার সিঞ্জিতের সহিত তাঁহাকে সঙ্গীতপরায়ণা দেখিয়া সেই মুনি সসৈন্য মদন কর্ত্তৃক মোহিত হইলেন। তৎকালে সেই অপ্সরা তাঁহাকে হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা বশীভূত করিয়া ভূমিতে বীণা সংস্থাপন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলে সেই মেধাবী বহুকাল যাবৎ মঞ্জুঘোষার সহিত বিহার-পরায়ণ থাকিলে তাঁহার আচার লোপ হওয়ায় শিবতত্ত্বসমূহ বিস্মৃতির গভীরতলে নিমজ্জিত হইল এবং তিনি নিতান্ত প্রাকৃত কামুকবৎ দিবা রাত্রির ভেদ-জ্ঞান রহিত হইলেন।

অতঃপর মঞ্জুঘোষা দেবলোকগমনে উৎসুকা হইয়া মুনির আদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি প্রেমে মত্ত সেই সুন্দরীকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মুনিবাক্য শ্রবণানন্তর সেই অপ্সরা অনুরোধে বাধ্য হইয়া পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ নয় মাস ও তিনদিন অর্দ্ধরাত্রিতুল্য তাঁহার সহিত গ্রাম্য ব্যবহারে নিযুক্ত থাকিল। এত কাল গত হইলে পুনরায় দেবলোকে গমন প্রার্থী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে মেধাবী 'অধুনা প্রাতঃকাল সমাগত, যাবৎ সন্ধ্যা-কার্য্য সমাপন না করি ততক্ষণ অবস্থান কর' এরূপ উত্তর করিলেন। তখন ঐ অপ্সরা ঈষৎ হাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্! আপনার কত পরিমাণ সন্ধ্যা অতীতা হইয়াছে, তাহা বিচার করুন। তখন মেধাবী বিস্ময়ের সহিত গণনা করিলেন যে, ঐ অপ্সরার সহিত তাঁহার সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়াছে। তাহাতে সেই মুনি, তাঁহার অতীব দুঃখার্জ্জিত তপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া অতীব ক্রোধে অগ্নিবৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কম্পিত কলেবরে মঞ্জুঘোষাকে শাপ প্রদান করিলেন। 'রে পাপিষ্ঠে, দুরাচারে, কুলটে, তুমি পিশাচীর অবয়ব প্রাপ্ত হও'। সেই অপ্সরা শাপদগ্ধা হইয়া বিনয় সহকারে মুনির অনুগ্রহ প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—হে বিপ্রেন্দ্র! সপ্তপদ মাত্র সাধুর সঙ্গে গমন করিলে বন্ধুত্ব হয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, আমি বহুবৎসর আপনার সঙ্গে সুখে থাকিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। অতএব আমার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক শাপমোচন করুন।

তখন মুনি বলিলেন—ভদ্রে! এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাকে ব্রতের উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে পাপমোচনী নাম্নী—একাদশী তিথি সর্ব্বপাপের ক্ষয়কারিণী। সেই তিথির উপবাসাদি ব্রতবিধান দ্বারা তোমার পিশাচত্ব মোচিত হইবে। ইহা বলিয়া সেই মেধাবী স্বনবাশ্রমে চলিয়া গেলে চ্যবন ঋষি তাঁহাকে পুণ্য ক্ষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেধাবী অপ্সরা গমন দ্বারা সমস্ত পুণ্যক্ষয়ের বিষয় জানাইয়া প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে চ্যবন তাঁহাকে পাপমোচনী একাদশীব্রত পালনের উপদেশ দিলেন। ঐ ব্রত পালন করায় সেই মেধাবীর পাপক্ষয় হওয়ায় পুনরায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন এবং সেই অপ্সরাও ঐ ব্রত-প্রভাবে পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিল।

অতএব কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি এই ব্রত-প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনন্ত শুভ-কারী জ্ঞানি ইহার যোগ্য হইয়া স্বর্গ ...

নাম-সাধন সুলভ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলায় ও নীলাচলে উত্তর ভাগেই শ্রীশিক্ষাষ্টক জগতের জীব। দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আদি। সকলেই শিক্ষাষ্টকের অনুবর্ত্তী হইয়া ভজ। করিয়া থাকেন। তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক এই,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

(চৈঃ চরিতামৃত)

তাৎপর্য্য এই যে, হে ভগবন্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহু সংখ্যক প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামে নামীর সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই, অর্থাৎ ভোজন, শয়ন, নিদ্রা কোন কালেই না স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। 'বহু প্রকার' বলিতে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ বুঝায়। মাধুর্য্যবিগ্রহ—কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীজনবল্লভ, ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ—বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি মুখ্য নাম। ভগবদংশের খণ্ড বা অসম্যক আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্ম পরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্য নামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে, গৌণনামসমূহেও বিবিধ শক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান।

জীব ঈশবিমুখতাবশতঃ যখন মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। ভগবৎ সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতাবশে তিনি ঐহিক সুখ-লাভে ব্যস্ত, সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গভোগ ও স্বর্গাদি-সুখকামী এবং ভোগত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত। কৃষ্ণ-সেবনেচ্ছা জীব-স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম, তাহা উপলব্ধি উক্ত ত্রিবিধ পথের অবলম্বনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় একার সৌভাগ্য জীব হইয়াছে। তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম নামক ত্রিবর্গ সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামন প্রভৃতি দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশঅপরাধে আবাহন পূর্ব্বক নাম সেবা করিতে গি অপরাধ করিতেছেন। সেইকালে তিনি যে নাম গ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নাম গ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ।

যখন বদ্ধজীব নিজের অপরাধ অতিক্রম পূর্ব্বক শান্তিলাভোদ্দেশে ভুক্তি পিপাসায় চালিত না হইয়া এবং নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হই নাম গ্রহণ করেন, তখন নাম-সেবা তাঁহার আভাসমাত্র উদিত হয় অর্থাৎ সেই সময় তাঁহার নাম গ্রহণ হয় না, নামাভাসমাত্র হয়। নামাভাসের ফলে তিনি প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমুহূর্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। দুর্দ্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধ নাম-গ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমানন্দের অধিকারী হন।

সংসারাসক্ত জীবের দুর্গতি দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈব মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধে অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনামগ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়া পরিচায়ক। মুখ্যনাম গ্রহণ-প্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। কালের বিধি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা
জাগরণে
অহর্নিশ কৃষ্ণনাম বলহ বদনে॥"
"সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।"

শ্রীচরিতামৃতে,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ

বিগত মঙ্গলবার ১০ই বৈশাখ, (১৩৩৩) যশোহর জেলান্তর্গত মাধবপুর ঠাকুরবাড়ী-নিবাসী শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয় তদীয় পত্নীর শ্রাদ্ধ সাত্বত বিধানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

কল্পিত 'ছড়া' নিষিদ্ধ কেন

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্
বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ
পরিকল্পিতং
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ
পদং।
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ।
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধ-সংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং
মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥"

(অনন্ত-সংহিতা)

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রৌত-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধ-পূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গ জ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

শাস্ত্রযুক্তো অনিপুণ, তত্ত্বজ্ঞান-রহিত কতকগুলি ব্যক্তি আজকাল আপনাদিগকে গুরু-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" প্রভৃতি কল্পিত ছড়াকে 'মহামন্ত্র' 'মহানাম' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিতেছে। এইরূপ কল্পিত পদ যে সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট, তাহা সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক 'গৌড়ীয়'-পত্রে ও 'নদীয়া-প্রকাশে' বহুবার 'শাস্ত্রযুক্তিমূলে' প্রমাণিত করা হইয়াছে। আমরা উহাদিগকে 'শ্রুতি'পনিষৎ' 'অনন্তসংহিতা' ও পুরাণাদি বাক্য, ব্রহ্মাণ্ডাদি ... উপদেশ এবং কলিযুগপাবনাবতারী জগদ্গুরু শ্রীমহাপ্রভুর বাণী লঙ্ঘন করিয়া এবম্বিধ স্বকপোলকল্পিত অপসিদ্ধান্তপূর্ণ ছড়াকে মহানাম বলিয়া কীর্ত্তন বা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাহারা শাস্ত্রানুসারে দুর্জ্জন বা অসৎ নামে পরিচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত শুদ্ধ ভক্তগণ ইহাদিগকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোলুপ, সাধু-গুরু বৈষ্ণববেশধারী রাবণ কালনেমী অঘ-বক-পুতনাদি তুল্য, প্রতারক রূপে দর্শন করিয়া ইহাদের নিকট হইতে শত যোজন দূরে অবস্থান পূর্ব্বক 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার' প্রতিপালন করেন।

হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি সত্য সত্যই আত্মকল্যাণ লাভ করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে উপরিউক্ত শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য এবং কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শিরোধার্য্য করিয়া দুর্জ্জনের মত দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন,—অচিরেই আপনাদের যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে এবং আপনারা ক্রমশঃ এক অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মলানন্দময় ধামের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

নামাপরাধ

আত্মনিন্দা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিভূ...)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিরন্তর এই আদেশটি শ্রবণ করা যায়—দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীহরিনাম জপ কীর্ত্তন করিবে ... ব্যবস্থা নাই। পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকিয়া অপ্রমত্ত অবস্থায় নিরন্তর গৃহীত নামই, সে সকল অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত অর্থাৎ অব্যবহিত ভাবে, শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে তাদৃশ নামোচ্চারণ ফলেই অভীষ্ট সিদ্ধ ঘটে। অর্থাৎ ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যাবস্থায় নামাভাস ফলে অনর্থ নিবৃত্তি এবং তদনন্তর শুদ্ধ-নামোচ্চারণ-ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়। প্রত্যেক নামাশ্রয়কারী সাধকের দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা থাকা আবশ্যক, নতুবা অজ্ঞাতসারে নানাবিধ নামাপরাধ উপস্থিত হইয়া নামগ্রহণকারীর ভজনোৎসাহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। আমি আজ শ্রীভজন-বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ...

... নিন্দিত ক্রিকিৎ ... প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীগুরু ... চরণে ইহাই প্রার্থনা—নিন্দকের ...দিকে অপরাধ ... দৃষ্টতা যেন ... উপস্থিত না হয়। তাঁহাদিগের চরণ-প্রসাদে আমিও যেন নামাপরাধ ... হইতে বাঁচিয়া নামাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।

...নামপরায়ণ সাধু অর্থাৎ যে নাম-...পরায়ণ সাধু হইতে এ জগতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম ...প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই সাধুনিন্দা ...নাম প্রভু কখনও সহ্য করেন না। ...তরাং নামপরায়ণ সাধুর চরণে অপরাধ ...কলে কখনই শ্রীনাম প্রভুর কৃপা হয় ...। সাধুনিন্দা প্রধান নামাপরাধ। সাধুতে ...সাধু বুদ্ধি অসাধুতে সাধুবুদ্ধি অর্থাৎ ...নামাপরাধ-কীর্ত্তনকারীকে নামপরায়ণ ...ধু ও শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনকারীকে অসাধু ...ধ্যায়ে দ্বিতীয় কথা উভয়ই সাধু-...নিন্দারূপ নামাপরাধ। যে পর্য্যন্ত ...ধু অসাধু জানিবার সৌভাগ্য না হয়, ...দণ্ডক-পদাশ্রয় না ঘটে, সে পর্য্যন্ত ...ধু-নিন্দারূপ নামাপরাধ অনিবার্য্য। ...রণ জগৎ বুদ্ধি মিশ্র-একদেশে কিনতে ...শিল্প, বাহ্য বেষ ভূষা দর্শনে আত্মকর্ণিক ...যোজন অপসম্প্রদায়ী নামাপরাধ-আশ্রিত-...গণকেই সাধু মনে করিয়া সাধুনিন্দারূপ ...নামাপরাধবিবর্ত্তে পতিত হইতেছে। ...নামাপরাধীর নিকট শ্রীনাম প্রভু থাকেন ...; সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে ...গ্রাহ্য মনগড়া নাম মন্ত্র-বীজ নামক ...নামাপরাধ কোথায়ও উদ্ধ হয় না।

'নাশ্চর্য্যমেতদ্যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভিনিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥
(ভাঃ ৪।৪।১৩)

"যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা ...লিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ-...গণ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে ...তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহা-...পুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, ...থাপি তাঁহাদের পদ-রেণুসমূহ মহতের ...নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দ-...কের তেজো নাশ করিয়া থাকে। অতএব ...দসত্তোর মহৎ বিদ্বেষই শোভনীয়; কারণ ...তাহা দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রাক্তনই ...প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "কৃষ্ণ-স্বভাব ভক্ত-...নিন্দা সহিতে না পারে।"

সাধুনিন্দক অর্থাৎ বৈষ্ণব নিন্দকের মুখে নাম কীর্ত্তিত হন না বা ভগবান্ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না।

"—বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠজন॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপি নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
(চৈঃ ভাঃ)

এই প্রকার সাধু-নিন্দকের দুর্দ্দশার কথা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরা-ণাদিতে ভূরি-ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রমাণ উদ্ধার করিতে হইলে অনেক-গুলি মনুষ্যজন্মের কাল নিযুক্ত হইলেও সমাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ।

কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারীই দোষী তাহা নহে। যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ হয়।

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

ভগবান্ বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থান ত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চেজ্
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"
(ভাঃ ৪।৪।১৭)

অতএব ঈশ্বর-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবার বিধি শাস্ত্রে বিহিত আছে। বিদ্বেষি-জনে উপেক্ষা অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের আচার। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

'বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥'

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলেন—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ॥'

শ্রীনামপরায়ণ ব্যক্তিকে সাধু নিন্দা-শ্রবণের যাবতীয় ছিদ্রগুলি বিশেষ প্রকারে বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা নাম-কীর্ত্তন-জপ শুধু নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে।

নিমাই

(ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই ব'লে সনাতন মিশ্রি কাশীনাথকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর ভেতর রেখে গেলেন। গিন্নী কাশীনাথকে দেখে বড় খুশী হলেন, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিজ হাতে একখানা আসন এনে কাশীনাথ মিশ্রিকে বসতে দিলেন, বল্লেন কাকা! আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কে তাদিগে বল্লে, কি রকমে তারা জানতে পারলে?

কাশী। কে বলে থাকবে, আর না হয় তো ঘাটে পথে কোনখানে মেয়ে দেখে থাকবে। অমন মেয়েতো আর হবে না। রূপে লক্ষ্মী গুণে লক্ষ্মী। এ মেয়ে দেখলে কি আর কেও অমত করে?

গিন্নী। আপনাকে কে পাঠালেন?

কাশী। না পাঠান নি কেও, আমিই একবার বেড়াতে বেড়াতে তাঁদের বাড়ী গিইছিলাম। বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা তুলতেই বল্লেন, দেখ তা যদি হয়, তো ভালই হয়।

গিন্নী। কাকা। খবর শুনে আমরা খুব খুসী হলাম। এখন যে রকমে হয়, তাই করুন।

কাশী। তা দেখি চেষ্টা করে, আমার সাধ্যমত কসুর করবো না, যাতে হয় তা করাবই।

গিন্নী। হাঁ কাকা। আপনি না হলে হবে না। আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার যদি কপাল ভাল হয়—আমার বিষ্ণুপ্রিয়া যদি কমলার চরণে ফুল জল দিয়ে থাকে, তো হবে। যাতে হয় আপনি সে চেষ্টা করুন।

নিমাইয়ের পিসী বল্লেন, কাশী। তোমার খবর শুনে তো বড় খুসী হইছি, এখন যাতে করে কাজটা হয়, তা তোমাকে করতেই হবে। তোমার মুখের কথায় সব্বাই মজে যায় বাপু! বিষ্ণুপ্রিয়া তো তোমার পর নয়।

নিমাইয়ের মাসী বল্লেন, কাশীনাথকে কি আপনারা কম একজন মনে করেন নাকি? আহা! মুখের কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, কাশীনাথ বল্লে নিশ্চয়ই হবে। কাশীনাথ হতেই তো এ সম্বন্ধ জুটেছে। তা যাতে করে কাজটা হয়, তা তোমাকে করতেই হবে। তুমি যাতে খুশী হও সে কাজ করবো।

আর আর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কাশী-নাথকে এইভাবে অনেক কথা বলতে লাগলেন। গিন্নী উঠে গিয়ে ঘরে থেকে একখান রেকাবী পুরে সন্দেশ আরও অন্য অন্য কত রকম মিষ্টি জিনিষ নিয়ে এসে বল্লেন কাকা! যে সুখবর এনেছেন, তাতে একটু মিষ্টি মুখ না করে গেলে অকল্যাণ হবে, উঠে আসুন। এই বলে একখানা পিঁড়ে পেতে দিয়ে কাশীনাথকে খেতে দিলেন। কাশীনাথ সেইগুলি সব খেয়ে, বল্লেন আপনারা ভাববেন না, যে রকমে হয় তা করবো। সন্ধ্যারামের কাছে থেকে তো জেনে গিয়েছে এরকম দেখিনি, তবে এখন ভগবান্ কি করেন, বলতে পারি নে। মোট-কথা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আজই কাজ শেষ করবো। এই বলে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সনাতন। কেমন্ মেয়েদের মতামত বুঝলেন তো? এখন আপনারই হাতে।

কাশী। না সে জন্য ভাববেন না। একটা দিন স্থির করে দিন। পারিতো সেইদিন সাতপাক ঘুরিয়ে দেব। বিলম্ব করার দরকার কি?

সনাতন। ভাল, ভাল, বড় শুভ। শুভস্য শীঘ্রং। বেশ, বেশ। আপনি যখন এতে হাত দিয়েছেন, তখন আর কিছু ভাবছি নে।

তখুনি কাশীনাথ বাড়ীর ভেতর গেলে পরই বলদেব জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত নাম করে একজন গণক সনাতন মিশ্রির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, সনাতন আর কাশীনাথ মিশ্রর কথা শুনে বল্লেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল নাকি?

সনাতন। হাঁ স্থির হওয়াই—ইনি যখন বলছেন তখন আর অন্যথা হবে না। আপনি একটা ভাল দিন বলে দিন, উনিও বলছেন—সেদিনই বিয়ে হয়ে যাক্।

বলদেব দিন গুণে বল্লেন বাঃ! এই সামনে বৃহস্পতিবার তো বেশ ভাল দিন দেখছি। কুম্ভলগ্ন সুতহিবুক যোগে বিয়ে দিয়ে দিন, অতি উত্তম দিন। মেয়ের ঠিকুজীখানা একবার দিন, কেমন যোটক হয়েছে দেখি?

সনাতন। মেয়ের ঠিকুজী পেলে তো হবে না, ছেলের পাচ্ছেন কোথা?

বলদেব। ছেলের ঠিকুজী আমার জানা আছে, আপনি মেয়ের খানা দিন। সনাতন মিশ্র তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঠিকুজী এনে দিলেন, বলদেব ঠিকুজী দেখে বল্লেন বা! বা! এ যে রাজ যোটক হয়েছে। আর কিছু দেখবার দরকার নেই। আজই সম্বন্ধ বাঁধাবাঁধী করে ফেলুন।

সনাতন মিশ্রি বলদেব আচার্য্যের কথা শুনে কাশীনাথকে বল্লেন, শুনলেন তো? আপনি এখন আর বাড়ী যাবেন না, বরাবর নিমাই পণ্ডিতের মায়ের কাছে গিয়ে কথাটা শেষ সাব্যস্ত করে আমাকে খবর দিয়ে বাড়ী যাবেন। কেমন, তা পারবেন না?

কাশী। তা আর বলছেন? এখুনি, কাজ বেঁধে রেখে, আপনাকে খবর দিয়ে তবে বাড়ী যাব। সন্ধ্যারাম যখন লেগেছেন, তখন আর ছাড়ছেন না।

সনাতন। বেশ, বেশ, তবে যান আর দেরি করবেন না? ঐ দিকে সন্ধ্যা হোলো—যান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রগৃহ ব্যতীত অন্যত্র অন্নপানাদি গ্রহণ করেন নাই"—এই কথার সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া জাতিব্রাহ্মণ ও প্রাকৃতিগোস্বামিগণ যে মহাপ্রভু'কে একদিন তাঁহাদেরই দলের শুক্রশোণিতাভিমানী জাতিস্মার্ত্তবাদী করিয়া তুলিতে চান, তাহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধের কথা আর কিছু হইতে পারে না। মহাপ্রভু ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু তিনি পারমার্থিক বা বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত সন্ন্যাসিপ্রবর হস্তপাচিত দ্রব্যই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধসন্ন্যাসীর আচারলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইটি উদ্দেশ্য আছে—একটী উন্মুখতোষণ, আর একটি বিমুখমোহন। বিমুখগণ দেখিতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাম রামাদাসের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কাশীতে চন্দ্রশেখরের ভিক্ষাগ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ব্যবহারিক পান-ভোজনাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। কিন্তু উন্মুখগণ দেখিতেছেন—প্রাকৃতসহজিয়াগণের ঐরূপ বিচার সম্পূর্ণ মাৎসর্য্যমূলক। প্রসাদগ্রহণাদি ব্যাপারকে মহাপ্রভু কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা মায়াবাদীর ধারণানুসারে 'ব্যবহারিক কার্য্য' বলেন না, উহাকে সম্পূর্ণ পারমার্থিক কার্য্যই বলিয়া থাকেন। ব্যবহারিকের সহিত পারমার্থিকের সমন্বয় চেষ্টাকে মহাপ্রভু ও তদনুগগণ কখনই প্রশ্রয় দিবেন না। মহাপ্রভু বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবৈষ্ণবের কোন বস্তু তিনি গ্রহণ করেন না, যথা—

"নিমন্ত্রণ মানিল তাঁ'রে বৈষ্ণব জানিয়া।"
—(চৈঃ চঃ ম ৮।৪৯)

প্রসাদাদি সেবন বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টগ্রহণ যদি ব্যবহারিক বা সামাজিক বিচারের অধীন কর্ম্মকাণ্ড হইত, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী বারবার বলিতেন না যে—

'তা'তে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি'
ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তা'তে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস॥
(চৈঃ চঃ অ ১৬।৫৮ ৬৩)

ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্—ভক্তের মর্য্যাদা বর্দ্ধনকারী ভগবান্ তাঁহারে ভক্তের সহিত কপট ব্যবহার করিবেন, ব্যবহারিক বিচারে ভক্তকে ব্যবহারিক জগতের নিকট লঘু করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মহাপ্রভুর বিচারে কোন সামঞ্জস্যের অভাব নাই। মহাপ্রভু কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত গুরুব্রুবগণের মত তাঁহার ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভক্তগণকে পতিত রাখিয়াই পতিতপাবন সাজিয়া বলেন না যে, আমি পারমার্থিক মতে তোমাদিগকে 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্যবহারিক মতে তোমাদিগকে 'ভক্ত' বলা দূরেত্ কথা, সামান্য ব্রাহ্মণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না অর্থাৎ তোমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিলে। জাতিগোস্বামি-গুরুব্রুবগণ অর্থের লোভে পতিতপাবন সাজিয়া শূদ্র কুলোদ্ভূতব্যক্তিকে শিষ্য করেন বটে, কিন্তু জাতি যাওয়ার ভয়ে তাঁহাদিগকে স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দিতে পারেন না, তাঁহাদের জলও স্পর্শ করেন না, শূদ্র শিষ্যগণকে বলেন—"তোমরা ভক্তিসহকারে আমাদিগকে যে সকল অন্নপানাদি অন্তরে অন্তরে নিবেদন করিয়া দিবে, আমরা তোমাদের অলক্ষ্যে আসিয়া পারমার্থিক বিগ্রহ-মতে অন্তরে অন্তরে তাহা সব ভক্ষণ করিব। কিন্তু ব্যবহারিক মতে তোমাদের হাতের জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, কেন না তাহাতে আমাদের জাতি যাইবে। তোমাদিগকে ব্রাহ্মণশিষ্যের ন্যায় স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দিতে পারি না। তবে তোমরা জানিও এ সকলই আমাদের ব্যবহারিক লীলা।" মহাপ্রভুর এরূপ কপটব্যবহার নাই। যাঁহারা নিজেরাই পাতিত্যভয়ে ভীত, তাঁহারা আবার কোন্ সাহসে পতিতপাবন সাজিতে চান? জগতে এইরূপ কত বঞ্চনা যে চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিষ্যের বিত্তাপহারক ব্যতীত সন্তাপহারক গুরু জগতে বড়ই দুর্লভ। তাই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি প্রধান কার্য্য পড়িয়াছে—ব্যবসায়ি গুরুব্রুবদলের যাবতীয় কপটতা লোকের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। জগৎ আর কত দিন অন্ধ থাকিবে? যাহাকে নিজ দৈন্য সন্তানরূপে স্বীকার করিবে, তাহাকে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাধিকার দেওয়ার কথা দূরে থাক্, তাহার হাতের জলটুকু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে জাতি যাইবে, অথচ পতিতপাবন গুরু—এ গুরুগিরি জগৎ হইতে যত শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করে, ততই মঙ্গল—জগজ্জঞ্জাল দূর হয়।

ভাগবৎ-সম্বন্ধীয় সমস্ত অনুষ্ঠানই পারমার্থিক। দীক্ষাদান, দীক্ষাগ্রহণ, অর্চ্চন, প্রসাদ-সেবন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারই পারমার্থিক, যেখানে ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে অবৈধ স্মার্ত্ত-ব্যবহার পরিলক্ষিত হউক, তাহাতে আমাদের বলিবার কোন কথা নাই। কিন্তু পারমার্থিকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে ব্যবহারিকতা চালান' বিশুদ্ধ কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবের সম্মান ব্যবহারিক মতে এক প্রকার হইবে আর পারমার্থিক মতে অন্য প্রকার হইবে—এরূপ ধারণা অত্যন্ত অপরাধমূলা। পরমৌদার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য মহাপ্রভুর আচরণ কোন সঙ্কীর্ণ সামাজিক-নীতির পরিপোষক নহে। মহাপ্রভু বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাগ্রহ করিলেই শৌক্রব্রাহ্মণব্রুবগণ তাহাই তাঁহাদের গুরুসম্মান বজায় রাখিবার একটি নজীর বলিয়া যেন লাফাইয়া না উঠেন। মহাপ্রভু অবৈষ্ণব অত্যন্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরও জল স্পর্শ করেন না। শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভু'কে মহাপ্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেরই হস্তপাচিত অন্ন কুক্কুর-মাংসতুল্য পরিত্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৯)—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং
ভবেৎ।"

অন্যত্র—

"বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং
বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্যমমেধ্যবৎ॥"

আবার এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে—'বৈষ্ণব' বলিতে কেবল মালাতিলকধারী অসৎসঙ্গ-লোলুপ ব্যভিচাররত বাবাজী বা গোস্বামিব্রুবদলকে বুঝিয়া লইতে হইবে না। যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ, তাঁহারাই বৈষ্ণব। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট 'বৈষ্ণব' নামধারীর হাতের জল মহাপ্রভুর সেবায় লাগে না। ভক্তের দ্রব্য মহাপ্রভু কাড়িয়া কাড়িয়াই খাইয়া থাকেন। শ্রীধরের ফুটা লৌহপাত্রে জল খাইতে মহাপ্রভু বড় ভালবাসেন, কিন্তু বিদ্যা ধন-কুলমদান্ধ ব্যক্তির স্বর্ণপাত্রও মহাপ্রভু স্পর্শ করেন না।

মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামীকে উপদেশ দিয়াছেন, যে, "মন্ত্র মাত্রেই বৈষ্ণবীদীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক বিপ্রত্ব সিদ্ধ হয়।" শ্রীল ভট্টপাদ এই সিদ্ধান্ত তত্ত্বসাগরোক্ত "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" শ্লোক-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদও উহার টীকায় আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" মহাপ্রভু, যে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে "স্বামীকে যে না মানে, তা'রে বেশ্যা মধ্যে গণি" এই কথা বলিয়া স্বামিটীকার মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই স্বামিপাদের "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ" (ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থ-দীপিকা)—এই টীকা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ' শ্লোকের "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ"—এই বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞাত আছেন। যখন সনাতন গোস্বামীপ্রভু মহাপ্রভুর সমীপে 'নীচজাতি, নীচসঙ্গী, সুতরাং অস্পৃশ্য' প্রভৃতি বলিয়া দৈন্য করিতেছিলেন, তখন মহাপ্রভু স্বমুখে এই ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥"—আমার অভক্ত অর্থাৎ চতুর্ব্বেদপাঠী বিপ্রও আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু আমার ভক্ত বৈষ্ণব শ্বপচকুলোদ্ভূত হইলেও তিনি আমার প্রিয়। তাঁহাকেই যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকট হইতেই যাবতীয় বস্তু তাঁহার প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য। শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভুও উপদেশামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং
প্রীতিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবের সহিতই দান-প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা বলা ও শুনা, বৈষ্ণবকে ভোজন করান' ও তাঁহার প্রদত্ত বস্তু প্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ প্রভৃতি প্রীতিলক্ষণ সাধন করিতে হইবে। ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত শ্লোকের 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' এবং উপদেশামৃতের 'ভুংক্তে ভোজয়তে' বাক্যদ্বারা 'ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে অপক্ক তণ্ডুল বা ফলমূল ও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে পক্ক অন্নাদি গ্রহণ করিতে হইবে' এরূপ কোন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। শ্রীল ভট্টপাদ হরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বিষ্ণুপুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণু-
স্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধি-সমাযুক্তাঃ পুত্রদার-বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

—শ্রীহরির অন্নপানাদি সর্ব্বপ্রকার নৈবেদ্যই ব্রহ্মবৎ নির্বিকার, তাহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। পুরীর প্রসাদই কেবল মহাপ্রসাদ আর জগতের অন্য কোনখানেও জগন্নাথ নাই, সুতরাং মহাপ্রসাদ হয় না—এ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। জগতের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত, সুতরাং সর্ব্বত্রই মহাপ্রসাদ হয়। আবার যাঁহারা অতি-বুদ্ধিমান হইয়া স্থান-মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া পুরীধামের মহাপ্রসাদে অতিভক্তি দেখাইতে যান, তাঁহারা শ্রীধাম নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কি পুরীর অপেক্ষাও অল্পরূপে দর্শন করেন? যদি তাহা না হয়, তবে বিষ্ণুধাম-মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া সেই ধামের অভিন্ন মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইবে না কেন? এখানে কি ব্যবহার ও পরমার্থ দুই প্রকার বিচার আনিতে হইবে? নিতান্ত ভাগ্যহীন ব্যক্তিরাই এরূপ ভ্রম-পূর্ণ বিচারের পক্ষপাতী হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাহারা বলিতে চায়, মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য 'যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্যসিদ্ধ হইলেও মহাপ্রভুর আচরণ দ্বারা ত' সমর্থিত হয় না? তাহাদের উত্তরপক্ষ করা যায় যে—মহাপ্রভু সানোড়িয়া বিপ্র-গৃহে—যে সানোড়িয়া বিপ্রের জল সৎশূদ্র দি জাতি পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন না, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসির কথা ত' দূরের কথা, সেইরূপ সানোড়িয়া বিপ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের স্বহস্তে পাচিত অন্ন স্বয়ং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ)। মহাপ্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর গৃহীত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন—"খাসা অন্ন খাও সবে মোরে না দেহ কেনে? এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে॥" (চৈঃ চ. অ ৬।৩২২)। মহাপ্রভু অনেক সময় ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আসিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমীর আদর্শ গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের লীলাভিনয়কারী শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকেও যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাস ও ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত মুকুন্দের সহিত একসঙ্গে ভোজন করিবার আদেশ দিয়াছেন—

মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে
(চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬-৭)

মহাপ্রভু কি দ্বিজিহ্ব কপট ছিলেন, যে তিনি কেবল কপট লৌকিকতা বা ভদ্রতা দেখাইবার জন্যই ঠাকুর হরিদাসের সহিত পংক্তি ভোজন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন? মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে অধিক সম্মান এবং ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে অল্প সম্মান দিয়া কপটতার আদর্শ স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥"
"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥"

বৈষ্ণবতা প্রাকৃত শুক্র-শোণিত জাত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য সত্য সনাতন জীবাত্মার ধর্ম্ম—অনাত্ম দেহধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের সহিত উহার কোন সংস্রব থাকিতে পারে না। যাহারা 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব', 'ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব' 'বৈশ্য বৈষ্ণব' বা 'শূদ্র বৈষ্ণব' বিচারাবলম্বনে জাতি হিসাবে বৈষ্ণবকে সম্মান দিতে চায়, তাহারা শ্রীপদ্মপুরাণ-মতে 'নারকী' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যবন কুলোদ্ভূত হরিদাসের পাদোদক মহাপ্রভুর ভক্তগণ পান করিয়াছিলেন।

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।"
(চৈঃ চঃ অ ১১।৬৫)

"মহাপুরুষের বিচার কি আমরা অবলম্বন করিতে পারি?" এইরূপ একটি মিথ্যা ওজর বৈষ্ণবাপরাধের প্রশ্রয় দিবার জন্যই ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ উঠাইয়া বৈষ্ণবের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের আচার বিচার অনুকরণ করা উচিত নহে বটে, কিন্তু অনুসরণ করিতে হইবে ত'? ব্যবহারিকতার ছল উঠাইয়া মহাপ্রভুকে প্রকারান্তরে দৈববর্ণাশ্রমাচার-বিরোধী বলিবার সাহস কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভক্তগণ দৈবক্রমে যদি মহাপ্রভুর সহিত একত্র ভোজন বা মহাপ্রভুকে হাতে তুলিয়া অন্নপানাদি প্রদান করিয়া নাই থাকেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে মহাপ্রভু বৈষ্ণবের জাতিবিচার করিবার কুআদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন? জানি না, এরূপ অপরাধমূলক বিচার জগৎ হইতে আর কত দিনে বিদায় গ্রহণ করিবে!

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে মহাপ্রভুর ভক্তের নিত্য সঙ্গ করা আবশ্যক। খামখেয়ালমত যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া মতামত প্রকাশ করা কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। আমরা পরবর্ত্তিসংখ্যায়

নামাপরাধ

শ্রীবিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্য চিন্তন।

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীবিষ্ণু-নাম হইতে শিব-নামাদির পৃথকত্ব বোধ অর্থাৎ সকল নামই শ্রীবিষ্ণু-নামের সহিত সমান বা এক—এই বুদ্ধিতে বিষ্ণুনাম বাদ দিয়া শিবাদি অন্য দেবগণের নাম গ্রহণ করা নামাপরাধ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্বে অজ্ঞতা-নিবন্ধন বিষ্ণু-নাম ব্যতীত অন্যদেবতাদির যে কোন নামই গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে বিষ্ণু ও অন্য দেবতাদিগের চরণে অপরাধই হইয়া থাকে।

নামাশ্রয়াভিমানী কর্ম্মী ও পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় নিয়তই এরূপ নামাপরাধ আবাহন করিয়া থাকেন। তাহাদিগের হরির লুট দেওয়া, নাম-সংকীর্ত্তন-চেষ্টা—কোনটীই নামাপরাধ-বিবর্জ্জিত বলা যাইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত "বিষ্ণুই পরদেবতা, সর্ব্ব-দেবশরণ্য, দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাগত উপাসক মাত্র"—এই বুদ্ধি পরিপক্ব না হয়।

"শিবঃশক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো
গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং
ত্রিধা॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ
পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো
ভবেৎ"॥
(ভাঃ ১০।৮৮।৩ ও ৫)

"বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার অহংকার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়া-শক্তিযুক্ত তত্ত্বই "শিব"। আর শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপ-দ্রষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়। সুতরাং শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না।

গৃহব্রতে ভোগলালসা থাকা হেতু বিভিন্নকালে বিভিন্ন কামকামী হইয়া যাহারা দেবতান্তরে পরমেশ্বর বুদ্ধিতে—কলেরায় গৌরনাম বা রক্ষা কালীর নাম, বসন্তে শীতলার নাম, বিপদে মঙ্গল-চণ্ডী বা মধুসূদনের নাম, দুঃখে দুর্গা নাম, মোকদ্দমাজয়ে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের নাম বা পূজায় লিপ্ত থাকিয়া নাশ করে, তাহারা কখনও "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ নহে। বৃক্ষ-মূলে জল সেচন করিলে যে ডালে, ফুলে, ফলে, পাতায় পৃথক্ করিয়া জল দিতে হয় না, প্রাণে আহার দিলে চোখ, কাণ, নাকের জন্য পৃথক্ আহারের দরকার হয় না, ইহা না জানাতেই এই প্রকার নামাপরাধ-রূপ বিপদ উপস্থিত হয়। কারণ "সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ"। "হরিময়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ" অর্থাৎ হরির আশ্রিত জীব, জীবাশ্রিত নহি নহেন; হরিতে সর্ব্বদেব শরণাগত, সর্ব্বদেবে হরি শরণাগত নহেন। সুতরাং এক হরিনাম কীর্ত্তনে সমগ্র দেবতা ও পূজ্যগণের নাম ও পূজা হইয়া যায়। একথাটী অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণায় ধরে না, যেহেতু সর্ব্ব দেবারাধ্য সর্ব্বাবলী, সর্ব্বাবতারী শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ শ্রীবলদেবে অশ্রদ্ধা-নিবন্ধন তাহারা দুর্ব্বল ও ভীত। কি জানি কোন্ দেবতা কোন্ সময় অসন্তুষ্ট হইয়া ভোগের ভগ্নাসনটী টলাইয়া দেন, সুতরাং শনৈঃ শনৈঃ অবস্থায় যখন যাঁহার কথা স্মৃতি পথে উদিত হয় তাঁহাকে ভয় করিয়াই তাঁহার পূজা আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে আবার সকলকে সন্তুষ্ট রাখা চাই, অতএব বার মাসে তের পার্ব্বণ অনন্ত ব্রত-পালন চেষ্টা। এরূপ ভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া শেষে গাধা বেচারার মত নাকাল হইতে হয়। এরূপ ভাবের নামাপরাধের আবাহন বুদ্ধিমান্ সাধক কখনও করেন না।

শ্রীনিত্যানন্দের ব্রাহ্মণেতর-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ ও শ্রীঅদ্বৈতের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানের বিচার উদ্ধৃত করিব।

সদ্গুরু ও গুরুব্রুব

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥
হঃ-ভঃ বিঃ

পরম করুণাময়, সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট, স্পৃহাশূন্য, সর্ব্বজীবের হিত সাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্ববিদ্যা-পারঙ্গত, শিষ্যের সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছেদনে সমর্থ, আলস্য বিহীন, সর্ব্বদা হরিসেবা-নিষ্ঠ পুরুষই গুরু বলিয়া কথিত হন। 'গু' শব্দে অন্ধকার, 'রু' শব্দে দূর করা। যিনি জীবের হৃদয়স্থিত কলুষরূপ অন্ধকারকে দিব্যজ্ঞানালোক দ্বারা দূর করিতে পারেন, তিনিই 'গুরু'। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন [illegible] অজ্ঞানতিমিরান্ধ জীবের চক্ষু [illegible]

করেন, [illegible] গুরু। শ্রীগুরু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ [illegible] সিদ্ধান্তে সুনিপুণ পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এবং তজ্জন্য প্রাকৃত কোনও বিষয়ে প্রলুব্ধ নন।

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণদাস। জীবের কৃষ্ণদাস্য সংসার-বন্ধনের হেতু প্রত্যেক ধর্মপিপাসু জীব যখন কোনও অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া আর্ত্তি ও ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে ও স্বীয় মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার করুণা প্রার্থনা করে, তখন পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহার নিকট গুরুরূপে উদিত হন। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণ জীবকে কত ভালবাসেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা জীবকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছেন। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া জীব ভোগবাঞ্ছা করত মায়ার কবলে পতিত হয়। মায়ার কবলে পতিত হইলেও শ্রীভগবান্ তাহাদের উদ্ধারের জন্য নিজে অবতার গ্রহণ করেন ও পতিত জীবের উদ্ধার করেন। বদ্ধজীবে কৃষ্ণস্মৃতি নাই। পরমাত্ম বস্তু তর্ক, মেধা ও পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা লাভ করা যায় না। স্বপ্রকাশ বস্তু পরমাত্মা—সেই জীব হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে জীবাত্মা—ভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া—পরমাত্মার কৃপা ভিক্ষা করেন। দিনমণি সূর্য্য স্বপ্রকাশ বস্তু। অন্য কোনও চেষ্টার দ্বারা অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোক প্রকাশ করা যায় না। তদ্রূপ জীব নিজ প্রাকৃত, জাগতিক ও অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে লোকে যেরূপ জলাশয়ের নিকট গমন করে, সেইরূপ জীব যখন জন্ম মরণাদি সংসারানলে তাপিত হয়, তখনই তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে ও প্রাণপণে অত্যন্ত কাতরতার সহিত পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেই তিনি তাহাকে আপনার করিয়া লন। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে না পারিলে তিনি ধরা দেন না। জীব নিত্যকাল ভগবানের দাস, প্রভু সেবকের সর্ব্বস্বই চান

শ্রীভগবানের প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥" শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবানের চরণ সমীপে পৌঁছিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই শ্রীভগবানকে জানেন। তিনি কৃপা করিলেই ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি পরমার্থ [illegible] পারেন।

ভক্তি-লাভেচ্ছু-ব্যক্তিই পারমার্থিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। ধর্ম্ম জীবনের প্রথম উপায়—ভগবানের সমীপে নিষ্কপটে ও ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা জানাইলে তিনি জীবের আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার নিকট মহান্ত গুরু প্রেরণ করিবেন। জীব নিজের ভোগবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কখনও ভোগ চক্ষে সদ্গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিবে না। অনেক সময় আমরা ভোগেচ্ছু-প্রণোদিত হইয়া সদ্গুরু অনুসন্ধানপর জীবন আরম্ভ করি। কিন্তু শেষে যে ব্যক্তি আমার মনের মত কথা-বার্ত্তা বলিয়া আমাকে শ্রেয়ঃর পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ প্রদান করেন, তাঁকেই সদ্গুরু মনে করিয়া আমাদের জীবন বিপন্ন করিয়া ফেলি। আমি মনে মনে "আমার কপটতা নাই" ভাবিলেও আমি আমার ভোগ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়ায় বঞ্চিত হইয়া পড়ি। সরলতার একটু অভাব থাকিলেই আমাদিগকে এইরূপ ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ তৎপর হইলে তাঁহার আর চিন্তা থাকে না, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন।

বর্ত্তমানে অত্যন্ত বঞ্চনা মূলক ব্যাপার আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তির দ্বারা এই জগতে চালিত হইতেছে। বদ্ধজীবকুল স্বীয় স্বভাব বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করে। তাহারা যা'তে তা'দের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, সেই সমস্ত কথাই শুনিতে অভিলাষী হয়, কোনও পুরুষকে আচার্য্যত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে যদি একবার মাত্র চিন্তা করা যায়, কে আচার্য্য হইতে পারে—তাহা হইলে অভিমানী ব্যক্তিদের বিদ্যা বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। যিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন ও অপরকে আচারে স্থাপন করেন, সেই আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ আচার্য্য নামে অভিহিত হন। বর্ত্তমানে আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিগণ সদাচার প্রতিপালনের দিক দিয়াও মাড়ান না অথচ 'আচার্য্য'-নামে অভিহিত হইয়া লৌকিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চান। এ বড়ই মজার কথা, কোনও সদ্গুণাবলীও থাকবে না, অথচ সকলে আমাকে সমস্ত সদ্গুণাবলীর আধার জানিয়া পূজা করুক এই বাসনা পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে। আজ কাল শোনা যায়, কতকগুলি গুরুব্রুব রাজা ও বিষয়ীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিত্তাদি নানা উপায়ে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া নিজেরা বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করেন। উক্ত আচার্য্যব্রুবগণ অর্থলোভে প্রলুব্ধ অর্থ-শালী বারবনিতাকেও তাঁহাদের কৃপাদানে কুণ্ঠিত নন। সর্ব্বদাই লক্ষ্য, কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যায়। পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন, ইহারা আচার্য্য নামের উপযুক্ত কিনা? জগতে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু লোকের অভাব। আমরা প্রত্যেকেই স্বকপোল কল্পিত মনোধর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত। যে কেহ আসিয়া আমাদের মনোধর্ম্মের ইন্ধন যোগাইয়া আমাদের ভোগপর বুদ্ধিবৃত্তি উদ্দাম বেগে চালাইবার সুযোগ করিয়া দিতে পারেন তাঁদের প্রতি আমাদের প্রীতি জাগিয়া উঠে। আমরা বাইরের বস্তু লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে অন্তর্দৃষ্টি করিবার সময় ও সুযোগ একেবারেই নাই। মুখে বলি, আমরা সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত, আমরা সত্যের সেবক, কিন্তু কার্য্যতঃ 'অসত্যেরে সত্য করি' মানিয়া নরক পথের যাত্রী হই। এই শ্রেণীর লোক গুলি বাহ্যে মালাতিলকাদি ধারণ করে, আবার তাদের তথা-কথিত গুরুবর্গের সম্মুখে অমেধ্যাদি ভোজন ও জীবাস্পটা করিতে রত। আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিগণ রাজা ও বিষয়ীকে শিষ্য করিতে গিয়া তাদেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়া বসেন। তাহাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার ছলনা; আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছু আদায়ের মত লবে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কাজেই তাহাদিগকে শাসন করা এই জাতীয় গুরুব্রুবগণের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ধর্ম্মজীবন যাপনে উৎসুক ব্যক্তিমাত্রের সর্ব্বদা ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করা উচিত, যাহাতে ভগবানের দয়ায় তাহাদের সদ্গুরু-পাদাশ্রয় হয়। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে তিনি ধর্ম্ম-পিপাসু জীবের পরমা গতি লাভের জন্য মহান্ত স্বরূপে উদয় হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে শিক্ষা দেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু হইতে পারেন না, আবার বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও গুরু হইবার যোগ্য হন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪ সংখ্যার পর)

কাশীনাথ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উঠে, নিমাই-দের বাড়ীর দিকে চল্লেন।

সন্ধ্যেবেলা পিদীম জ্বালা হয়েছে, ঠাকুর আরতি হচ্ছে, এমন সময় কাশীনাথ নিমাইদের বাড়ী গিয়ে উঠলেন। নিমাইয়ের মা ঠাকুর-আরতি সেরে বাইরে এসে দেখলেন কাশীনাথ, বল্লেন, হাঁ কাশী, কি করে এলে বাপ? ভাল তো?

কাশীনাথ। হাঁ, খবর খুব ভাল, সব ঠিক করে এইছি। আমি না হলে হোতো না। এ বিয়েয় আমি এক জোড়া চেলী কাপড় নোবো, আর আপনারা মনে বুঝে যা দিয়ে আমাকে খুসী করতে পারেন—বড্ডো খেটিছি। আপনি সব যোগাড় করুন, আর দেরি নেই। আগামী বৃহস্পতিবারে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত করে এইছি। এখন আমি আসি, রাত্তির হয়ে গেল, এই বলে কাশীনাথ বেরিয়ে এলেন।

বিয়ের কথা সাব্যস্ত হয়ে, দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে শুনে শচীদেবীর মনে বড় আনন্দ হতে লাগলো বটে, কিন্তু কি করে বিয়ে হবে—টাকা পয়সার দরকার—ঘরে এমন কিছু নেই যে, তাই দিয়ে পটাপট সব জিনিষপত্র কিনে নেবেন—বড় ভাবনা হ'তে লাগলো—ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হোলো না। "মনে যে আশা করেছিলাম তা তো হয়েছে। এখন কৃষ্ণচন্দ্র যা করেন তাই হবে" বলে চুপ করে রইলেন।

সকাল বেলা নবদ্বীপময় রটনা হয়ে গেল, নিমাই পণ্ডিতের আবার বিয়ে সকলেই শুনে বড় খুসী। বুদ্ধিমন্ত খাঁ—বড় মানুষ—রাজা বল্লেই হয়—বিয়ের কথা শুনে, তাড়াতাড়ি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী এলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়—তিনিও এক জন কম নন—বড় মানুষ, বিয়ের কথা শুনে তিনিও এসে পোলেন। নিমাইয়ের বন্ধু বান্ধব, শিষ্য তারাও সব এসে উপস্থিত। সকারই বড় খুসী। সকলে মিলে বিয়ের কথা নিয়ে খুব আমোদ আহ্লাদ করতে লাগলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ বল্লেন, এ বিয়ে বামুনে বিয়ের মত [illegible] রাজার ছেলের যেমন বিয়ে হয় তেমনি তর জাঁকজমক করে বিয়ে দিতে হবে, যত পয়সা লাগে সব আমার। কথাটা সবাই শুনতে পেলেন, মুকুন্দ সঞ্জয় বল্লেন বাঃ বেশ ভাই। তুমিই সব খরচ করবে, আর আমি বুঝি কিছু খরচ করতে পাব না? আমার বুঝি কিছু নেই?

বুদ্ধিমন্ত। আচ্ছা, তবে তুমি অধিবাসের যত খরচ লাগে, সব দিও।

মুকুন্দ। বেশ, ভাই।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি,.এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

চৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য। ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	
৩।	আচার ও আচার্য্য	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	১৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষাভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮্ ৬॥০
১২।	দৈবধর্ম্ম	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিঙ্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	শ্রীভাগবতমাধুর্য্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বহুল)	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ; মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HA[RMON]IST

A religious monthly journal in English, Sanskr[it] Hindi devoted to the cause of Suddha Sanata[na] Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*India* Rs. 3/4/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postag[e] Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Cal[cutta]

VAISHNAVISM REAL & APPAR[ENT]

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সবাদসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশ হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

মায়াবদ্ধ-জীবের মুক্তির উপায়

স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র জীব-জগতকে সূত্ররূপে শিক্ষাষ্টক নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই গূঢ়রূপে নিহিত আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। দশমূলে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিচারে সাধ্য সাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। এই দশমূলের ৭ম শ্লোকের মর্ম্ম এই,—

সংসারে উচ্চাবচ-যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরি রসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন লাভ হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করিয়া বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার
ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু-সঙ্গে তরে,কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

বেদ বলিয়াছেন,—যখন জীব সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন তিনি বীতশোক হইয়া তাঁহার মহিমা লাভ করেন।

'মুক্তি' কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারি যে, মায়া-বন্ধন-মোচনের নাম মুক্তি; তাহা সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্যই লভ্য, কিন্তু মুক্তি হইলে জীবের যে মহিমা লাভ হয়, তাহাই অন্বেষণীয়। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপে অবস্থিতিই প্রয়োজন। বন্ধন মোচন যে মুহূর্ত্তে হয়, সেই মুহূর্ত্তে মুক্তির কার্য্য [illegible] গেল; কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হইল—তাহাই তাঁহার মূল প্রয়োজন। অতএব দুঃখহানিকে মুক্তি বলা যায়, কিন্তু মুক্তির পর চিৎসুখ-প্রাপ্তিরূপ একটী অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন,

—এই জীব মুক্তি লাভ করিয়া এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিঃসম্পন্নস্বরূপে নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অবস্থিত হন; তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন হরিরসরসিক বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত মঙ্গলোদয় হয়—একথায় কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ইত্যাদি শুভকর্ম্মদ্বারা কি ক্রমে হরিকথা লাভ হয় না?—

ভাঃ ১১।১২।১-২ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

সর্ব্ববিধ অনর্থনিবারক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশ করে, আসন-প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞ, কূপতড়াগাদি নির্ম্মাণ, সামান্যতঃ দান, চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রত, বেদপূজা, মন্ত্ররহস্য, তীর্থপর্য্যটন, নিয়ম ও যম এই সকল কিছুই আমাকে তাদৃশ বশীভূত করে না।

হরিভক্তিসুধোদয়ে বলিয়াছেন, যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়। অতএব শুদ্ধ সাধুলোকের সঙ্গ দ্বারা শুদ্ধসাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার, যথা ভাগবতে (৩।১৩।৫৫)

অজ্ঞানক্রমে অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎফল লাভ হয়। সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই নিঃ[illegible] ভাগবতের ৭।৫।৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

যে পর্য্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজোদ্বারা অভিষিক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না।

এই সংসারে অনাদি মায়াবদ্ধ জীব কখনও দেবযোনিতে, কখনও পশু যোনিতে স্মরণাতীতকাল হইতে কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। যদি কখনও সুকৃতিবলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মতি জন্মে। ইহাই জীবের মুক্তিলাভ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে শাস্ত্রযুক্তি মূলে বিচার করিয়াছি যে, মহাপ্রভু বৈষ্ণবে জাতিমাত্র বুদ্ধি লইয়া আসুর শৌক্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ সংস্থাপন করিয়া যান নাই, পরন্তু তিনি "যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥" (চৈঃ চঃ অ৪ ৬৬)—এই বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুপাদপদ্মে পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে লব্ধদীক্ষ নিষ্কপটে কৃষ্ণভজনপরায়ণ নরমাত্রেরই পারমার্থিক বিপ্রতা স্বীকার করিয়া দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রম-বিচারই ধর্ম্ম-সংস্থাপক শ্রীভগবানের বিচার। শৌক্র বিচার প্রাবল্যে আদৈব বা আসুর বর্ণাশ্রম বিধান রক্ষা করিবার জন্য কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রপঞ্চাবতরণ-লীলা নহে। মহাপ্রভু বিপ্র ধন-কুলমদোন্মত্ত অভক্ত ব্রাহ্মণ প্রদত্ত দ্রব্যকে কুক্কুর মাংসতুল্য পরিত্যাজ্য জানাইয়া ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্ত 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং' বাক্যানুসারে যে কোন কুলোদ্ভূত ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত অন্নপানাদি পরম আদরে স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছেন। "দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। কুলীন, পাণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥" এ সকল বিচার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে।

সুকৃতি-হীন ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিকবগণ মহাপ্রভুর ভক্তাবিপ্রগৃহে অন্নপানাদি গ্রহণ লীলা হইতে তাহাদের সঙ্কীর্ণ ধারণানুসারে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবে ভেদ বুদ্ধি করেন—এইরূপ অপরাধ-জনক বিচার করিয়া মহাপ্রভুকে তাহাদের দলে আনিবার চেষ্টা করিলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তির গৃহে অন্নপানাদি গ্রহণ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible] হরিদাস ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান-লীলার কোন রূপেই সমাধান করিতে না পারিয়া শেষে যেন তেন প্রকারেণ জাতি-স্মার্ত্তবাদটী বজায় রাখিবার জন্য তাহারা এক যুক্তি বাহির করিল—"নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত অর্থাৎ বর্ণাশ্রম বিচারের অতীত পরমহংস-লীলাভিনয়কারী মহৎ পুরুষ, সুতরাং তাঁহার আচরণ সাধারণ জীবের অনুকরণীয় নহে; আর অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে যে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আর এমন কি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, শ্রাদ্ধের 'অগ্রদান' কোন বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণই গ্রহণ করেন না, অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণেরাই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

এসকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ঠাকুরমার উপকথার মধ্যে স্থান পাইলেই ভাল হইত। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টপূর্ণকারী বিষয়-জাতীয় সেবক-বিগ্রহ প্রভু নিত্যানন্দের কোন স্বতন্ত্র আচার বিচার থাকিতে পারে না। জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ প্রদর্শিত কোন আদর্শের পরিপন্থী হইয়া যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ধর্ম্মজগতে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। যে আদর্শ জীবের পক্ষে অনুসরণীয় নহে, যাহা জগৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, শ্রীচৈতন্যের জীবোদ্ধার-লীলায় ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে—এমন কোন আদর্শ শ্রীনিত্যানন্দ স্থাপন করিয়া যান নাই। মহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে তাঁহার মনোঽভীষ্ট শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

"নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥"
"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥"
—(চৈঃ চঃ ম১।২৮২ ও ১৫।৪২)

সুতরাং লোকশিক্ষক আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী নিত্যানন্দের আচারমাত্রকেই পরমহংসের আচরণ বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। পরমহংসের আচরণ সাধুশাস্ত্রবিগর্হিত কোন ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণ নহে, পরন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধুশাস্ত্রোদ্দিষ্ট ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্মত। তবে মায়ামুগ্ধ সাধারণ জীবগণ তাঁহাদের সে আচরণ সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধির অভাবে মূর্খতাক্রমে তাহার অনুকরণ-প্রয়াসী হওয়ায় যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাদিগকে অবিমিগোচর অবধূত "পরমহংসকুলের আচরণ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শিক্ষা করিতে বলা হয়। সদ্গুরু পরমহংস অর্থাৎ উত্তমাধিকারী হইলেও লোকশিক্ষার্থ

[illegible]নিষ্ঠাবান আচার্য্যের লীলাভিনয় করিয়া" জগজ্জীবকে 'পরমহংসকুলের আচরণই অনুসরণ (অনুকরণ' বা নকল অর্থে) করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। যে সকল ভাগ্যহীন জীব সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"—এই স্বমতস্থাপিনী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারাই আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীনিত্যানন্দের আচরণকে পরমহংসের আচার বলিবার ছলনায় শাস্ত্রবিগর্হিত অনাচার বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করেন। দ্রষ্টা সাধুশাস্ত্রানুমোদিত বৈষ্ণব-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সুদর্শনের অভাবে নিজ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীনিত্যানন্দের আচরণকে সদাচাররূপে দেখিতে না পাইয়া বলিয়া থাকেন—

"শূদ্রের আশ্রয়ে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে।
শাস্ত্র-মত বুঝি তাঁ'র না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

দ্রষ্টার এই সন্দেহে কোন প্রকার কপটতা না থাকিলে তিনি সদ্‌গুরু-সমীপে পরিপ্রশ্নদ্বারা জানিতে পারেন যে,—অধিকারী জনের আচরণ অজ্ঞ জনদ্বারা বিচার্য্য বা অন্যের অনুকরণীয় নহে। শ্রীনিত্যানন্দ পতিতপাবন, তিনি ভয় শোকমোহাদি-গ্রস্ত শূদ্র পতিত জীবের পাতিত্য দূর করিয়া তাঁহাকে পরমপাবন করিতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দকৃপালব্ধ জীবের পাতিত্য-দোষ থাকিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ শৌণ্ডিকালয়ে গিয়া শৌণ্ডিককে উদ্ধার করেন, যবন-গৃহে গিয়া যবনীকে নিজ সেবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অনর্থযুক্ত সাধক জীব গুরুত্রয়ের সঙ্গ্যায় শ্রীনিত্যানন্দের আচরণ অনুকরণ করিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটাইয়া বসেন, তাই তাঁহার কর্ত্তব্য—সুলক্ষণ নিবৃত্তানর্থ নিত্যানন্দদাসের সঙ্গে নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করা। পরে নিত্যানন্দ-কৃপায় অনর্থ দূর হইলে 'যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ। ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।"—এই নিত্যানন্দাদেশ ক্রমে তিনি পতিত-পাবন-কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। শ্রীবলদেবের, চিদ্‌বলে বলীয়ান না হইয়া প্রাকৃত সহজিয়া-দল জগতে নানা প্রকার অনর্থ ঘটাইতেছে।

জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে শূদ্র বা শোকধর্ম্ম-গ্রস্ত থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার সঙ্গ আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে বটে, কিন্তু যখন সেই জীব নিত্যানন্দাভিন্ন সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শোকধর্ম্ম-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপোপলব্ধিক্রমে পরম বৈষ্ণব হন, তখন তাঁহারই সহিত আদান-প্রদান 'গুহ্যকথা' বলা ও শুনা, 'খাওয়া ও খাওয়ান—এই ষড়্‌বিধ সঙ্গ বিধেয় হইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ'কৃপা-প্রাপ্ত লব্ধদীক্ষ বৈষ্ণবের পূর্ব্বচরিতাস স্মরণে যাঁহারা বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করেন, তাঁহারা নারকী সংজ্ঞাই লাভ করিয়া থাকেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি বিপ্রকুলোদ্ভূত হইলেও অশুদ্ধ শূদ্র-কল্প বলিয়া তাঁহার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, কিন্তু সদ্‌গুরু সমীপে দীক্ষিত ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণবের সঙ্গ পতিতপাবনী গঙ্গাও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। পতিত-পাবন নিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টপূর্ণকারী নিত্যানন্দের পতিতকে উদ্ধার পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানার্থ পতিতের গৃহে থাকা, স্বয়ংভগবানের স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ চিদ্বিলাস নিত্যানন্দের চিদ্বিলাস-পরায়ণ হওয়া ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষদুষ্ট আমার অচিদ্‌-দর্শনে শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণরূপে প্রতীয়মান হইলেও দোষনির্ম্মুক্ত চিদ্দর্শনে তাহাই একমাত্র শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য।

অনর্থযুক্ত সাধক জীব পতিতের গৃহে গিয়া পতিতকে উদ্ধার করিবার পরিবর্ত্তে পতিত-সঙ্গী হন ও যাবতীয় চিদ্‌বিলাস-সম্ভার শ্রীনিত্যানন্দের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হইয়া পড়েন, এইজন্য শ্রীনিত্যানন্দের আচরণ তাঁহার অনুকরণের বিষয় হইতে পারে না বটে, কিন্তু তাঁহার কৃপালব্ধ পাতিত্যদোষমুক্ত ভক্তের পদাঙ্কানুসরণে কোন বাধা থাকিতে পারে না, বরং তাহাতে পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং "নিত্যানন্দের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে"—এই বাক্যের ছলনায় দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধ চেষ্টাই লক্ষিত হইয়া থাকে। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার আচার্য্য-লীলায় দৈক্ষ্য বিচার সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্নত উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন—"কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার"—মহাপ্রভুর এই বিচার সুষ্ঠুরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। অতএব নিত্যানন্দের পতিতোদ্ধারণলীলাই বদ্ধজীবের একমাত্র আশাভরসার স্থল। নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র বৈষ্ণবচরণাশ্রয়েই অনধিকারি ব্যক্তি অধিকারী হইতে পারেন। নতুবা জীবের অনধিকারিত্ব ঘুচিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

"নিত্যানন্দ শূদ্রের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তিনি অধিকারী" এ'কথার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে হইবে নিত্যানন্দ ভয়শোকমোহগ্রস্ত বদ্ধজীবের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন? না, তাহা কখনই নহে। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। [illegible] বিচারানুসারে শ্রীনিত্যানন্দ পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ভক্তই নিত্যানন্দের সেবাধিকার লাভ করেন, প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃতের সেবা'য় লাগে না। অভক্তের পাচিত অন্ন প্রাকৃত গুণযুক্ত না হওয়ায় তাহা ভগবৎসেবায় হয় না। ভক্তের প্রদত্ত নির্গুণ বস্তুই ভগবৎসেবায় লাগে। শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার ভক্ত-পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁহার শূদ্রত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভু শূদ্রসঙ্গী নহেন। সেই শূদ্রকুলোদ্ভূত নিত্যানন্দ-সঙ্গীর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়লাভ কারণেই কলিসম্ভব অশুদ্ধ শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্বাভিমান দূর হইয়া ব্রাহ্মণতারও চরমোৎকর্ষতা যে বৈষ্ণবতা, তাহা লাভ হইবে। শ্রীভগবান্ গৌর-নিত্যানন্দের লীলাসহচর পার্ষদবৃন্দ যে-সে-কুলে উদ্ভূত হইয়া জগদুদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে জাতি সামান্য-বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণে বিরত হওয়ার ন্যায় মহদপরাধ আর কিছু হইতে পারে না।

"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার"—এই বিচারই নিখিল সাত্বত শাস্ত্রের বিচার। এই বিচার-ভ্রষ্ট হইয়া যাঁহারা নূতন ধরণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপন করিতে যান, তাঁহারাই ধর্ম্মসংস্থাপক কলিযুগপাবনাবতারী প্রভুদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ভক্তির সহিত যোগ নাই, অথচ যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমন্বয়-প্রয়াসী, আমরা তাঁহাদেরও পক্ষপাতী নহি এবং শুক্রশোণিতাভিমানী জাতি-সামান্যবাদি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিব্রুবগণের বিচারেরও পক্ষপাতী নহি। বর্ত্তমান শুদ্ধি-আন্দোলনকারিগণ "যেহেতু নিত্যানন্দ শূদ্রের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকারী, অতএব সব একাকার হউক"—শ্রীনিত্যানন্দের বিচারসম্বন্ধে এই যে ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করিতেছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। প্রভু নিত্যানন্দ আসুরবর্ণাশ্রমবিচার চূর্ণমার করিয়া দৈববর্ণাশ্রম-বিচারের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং কোন পক্ষেরই লাফাইয়া কাজ নাই। জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিলেই বৈষ্ণব সমাজের জীবন লাভ হইবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য। ভক্ত যে কোন কুলে উদ্ভূত হইলেও তিনি ব্রহ্মারও বন্দ্য—এই নিরুক্তি স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি নিত্যানন্দের এই আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা নিত্যানন্দজন বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টিত না হইতেছেন, তাঁহারা চিরকাল জড় মাংসের বিচার [illegible] চিজ্জড়-সমন্বয় বিচার লইয়াই [illegible]

জীবস্বরূপনির্ণয়ে

অদ্বৈতবাদীর মতের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible])

অদ্বৈতবাদী জীবের স্বরূপ-নির্ণয়-[illegible] বলিয়াছেন যে, জীব বুদ্ধ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ব্যতীত অপর কিছুই নহে অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত চেতন ব্রহ্মই অবিদ্যাবৃত হইলে জীবপদবাচ্য হয়েন, ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিয়া অপর কোন পদার্থ নাই। [illegible] ইহাদের মধ্যে জীব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদও আছে। কেহ [illegible] ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকেই জীব বলেন, কেহ কেহ বলেন যে, মলিন-সত্ত্বা মায়ায় ব্রহ্ম প্রতিবিম্বই জীব, অপর কেহ বলেন যে, অধ্যাস মাত্র জীব, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকিলেও বস্তুগত্যা জীব বলিয়া যে কোন বাস্তব পদার্থ নাই, এবিষয়ে [illegible] মতানৈক্য দেখা যায় না। মায়াবাদিগণ এই স্বকীয় কল্পনার বেদানুগত্য প্রদর্শন নিমিত্ত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,' নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করেন। জীব যখন কেবল কল্পনা মাত্র তখন তাদৃশ জীবের কর্ত্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মও থাকিতে পারে না সুতরাং ইহারা জীবকে কল্পিত অধ্যাস্ত প্রতিবিম্ব আত্মাকে অকর্ত্তা অজ্ঞাতা অভোক্তা জ্ঞানমাত্র ও ব্যাপক বলেন।

অতঃপর অদ্বৈতবাদিকল্পিত জীবের সমালোচনা-মুখে বলা যায় যে, কোন মত সিদ্ধ করিতে হইলে তাহার দুই প্রকার উপায় আছে—একটি যুক্তিবাদ অপরটি শাস্ত্রবাদ। যুক্তিবাদে তর্কই প্রধান অবলম্বন। কোন কোন স্থলে শাস্ত্রকে স্বীকার করা হয় বটে, তাহা মুখ্যরূপে নহে, গৌণভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যদ্বারা যদি তাঁহার যুক্তিবাদ সমর্থিত হয়, তবেই তাঁহারা শাস্ত্র স্বীকার করেন। যুক্তিবাদিগণ লোকসমাজে আপনাদিগকে শাস্ত্রবিশ্বাসী এবং আস্তিক প্রমাণ করিবার জন্য যখন যেখানে যে শাস্ত্রবাক্যের মুখ্য প্রসঙ্গ-বৃত্তি বিপর্য্যয় করিয়া বা তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডিত হয় দেখিয়া, তখন তাঁহারা উক্ত শাস্ত্রবাক্যে লক্ষণা করিয়া অথবা নিজের যুক্তিবাদ সমর্থনে [illegible] থাকিবেন। ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভগবৎ কৃপা লাভ আর তাঁহাদের [illegible] ঘটিয়া উঠিবে না।

প্রবন্ধ-বিস্তৃতি-ভয়ে [illegible] বারেই [illegible] সংখ্যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের [illegible] প্রাদুর্ভাবের [illegible]

মুক্তিবাদীর মুক্তিস্বীকারে কোন প্রয়োজনই দেখা যাইত না, যদি তাঁহাদের কল্পনাটি বাস্তবে জানিয়া লইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তিবাদীর শাস্ত্র-প্রমাণ কেবল কপটতামাত্র। অপরপক্ষে নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্যের উপাসক পরম আস্তিক ভক্তগণ শাস্ত্রবাদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, শাস্ত্রপ্রমাণ বা শব্দপ্রমাণই তাঁহাদের মুখ্য। শাস্ত্রবাদীর শাস্ত্রই মুখ্য অবলম্বন এবং সেই শাস্ত্রের প্রকৃত আশয়ের বোধ-সৌকর্যার্থ তাঁহারা শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন লৌকিক যুক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রের অনুগত হয়, আংশিকভাবে তাহাও স্বীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু শাস্ত্রের প্রতিকূলে কোন প্রকার লৌকিক যুক্তিকে তাঁহারা পদাঘাতে বিতাড়ন করেন।' কারণ—শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ," "অলৌকিকাস্তু যে ভাবা ন তাং-স্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

মায়াবাদিগণের বিচার কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যুক্তিবাদ স্থাপনের জন্য বেদাদিশাস্ত্রের লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে অর্থ করিয়া থাকেন।

অতঃপর মায়াবাদীর কল্পিত জীবস্বরূপের আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মায়াবাদী বলিয়াছেন যে, মলিন সত্ত্ব-প্রধান মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব;—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, হে মায়াবাদিগণ! তোমাদের ব্রহ্ম ত' রূপ-বিহীন এবং মায়াও কহিতেছেন মলিন-সত্ত্ববিশিষ্ট। প্রতিবিম্ব স্বচ্ছবস্তুতেই পড়িয়া থাকে, এবং সাকার বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু তুমি বলিতেছ, মলিনে নিরূপের প্রতিবিম্বই জীব, তোমাদের এই উন্মাদ প্রলাপরূপ যুক্তি যদি সত্য সত্যই হয়, তাহা হইলে বায়ুর প্রতিবিম্ব কাচে পতিত হওয়াও উচিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রতিবিম্ববাদ স্বীকারে জীবন্মুক্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না, কারণ মায়াবাদী বলিয়াছেন, মায়ায় পতিত ব্রহ্ম প্রতিবিম্বই জীব, সুতরাং প্রতিবিম্বটি অন্তঃকরণে, না হয় জীবের অবিদ্যায় রহিয়াছে, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জীবের অন্তঃকরণ থাকা পর্য্যন্ত তাহার মুক্ত হইবার উপায় নাই, কারণ অদ্বৈতবাদী বলেন, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীবের অবিদ্যা নাশ হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত হইতে হইলে জীবের জীবিতাবস্থায় অবিদ্যার নাশ হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অবিদ্যায় ব্রহ্ম প্রতিবিম্বকে যখন জীব বলা হইয়াছে, তখন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নাশ হওয়া মাত্রই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে, সুতরাং জীবিতাবস্থায় মায়াবাদীর জীবন্মুক্ত হইবার আর সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যদি বলা হয় প্রারব্ধরূপা কিঞ্চিৎ অবিদ্যা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাতে, তাঁহাদের স্বমতেরই বিরোধ দেখা যাইবে, কেননা তাঁহারা পূর্ব্বে বলিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞান লাভমাত্রই জীবের সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নাশ হয়, আবার এখন বলিতেছেন—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও কিঞ্চিৎ অবিদ্যা থাকিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানাশের আর সম্ভাবনা থাকে না। যদি বলা হয় ভোগের দ্বারা প্রারব্ধরূপ অবিদ্যার নাশ হইবে, তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ মায়াবাদী বলেন যে, ভোগ অজ্ঞানেরই কার্য্য, সুতরাং উহাও অবিদ্যা, অতএব ভোগরূপ অবিদ্যার দ্বারা প্রারব্ধরূপ অবিদ্যার নাশ হয় বলিলে, অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার নাশের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা একেবারেই উপহাসাস্পদ। অপর পক্ষে শাস্ত্র শুকদেব, বামদেব প্রভৃতি পুরুষগণকে জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন এবং তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়াও তাঁহাদের জীবন-ব্যাপার নির্ব্বাহের সমুদয় ক্রিয়া করিতেন, এরূপ শুনা যায়। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ, ইহাদিগকে কি জীবন্মুক্ত বলিবেন না? যদি না বলেন, তাহা হইলে, শাস্ত্র অস্বীকার করায় তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলা যাইবে এবং তাঁহারা যে অবিদ্যায় ব্রহ্মপ্রতিবিম্বকে জীব বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, জীবের অবিদ্যা নাশ হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবত্বও নষ্ট হইবে এবং জীবত্ব নষ্ট হইলেই তাহার দেহপাত হইবে, সুতরাং তাঁহাদের স্বকীয় মত দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে জীবন্মুক্তি কিছুতেই হইতে পারে না, অথচ তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবন্মুক্তি হয়, অতএব হয় তাঁহাদের জীবন্মুক্তিবাদ অস্বীকার করিতে হইবে না হয়, প্রতিবিম্ববাদ অস্বীকার করিতেই হইবে, এবং যদি 'জীবন্মুক্তি' অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যা নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনেরও কোন প্রয়োজনই বুঝা যায় না, আর যদি প্রতিবিম্ববাদ অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত' বৈষ্ণবের শুদ্ধ মত অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীকারই করা হইল। অতঃপর পরপ্রবন্ধে আমরা 'আভাসবাদ' লইয়া আলোচনা করিব।

পাঠ-কীর্ত্তন

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর সুমধুর হরিনাম পদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বৈষ্ণব বিধানে

শুভ অন্নপ্রাশন

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র)

বিগত ৮ই বৈশাখ ময়মনসিংহ জিলার বারহাট্টা থানার অন্তর্গত কাপতলা নামক গ্রামে শ্রীপাদ মনোভিরাম দাস অধিকারী মহাশয়ের শিশু পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন কার্য্য শুদ্ধবৈষ্ণব-বিধানে শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী এম, এ বি, এল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধিমতে শ্রীশ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বালকের মুখে অর্পণ করা হইয়াছে।

উক্তদিবস শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমুদয় গ্রামবাসী অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত গৃহস্থের ফলভোগানুসন্ধানপর এবং বৈষ্ণব গৃহস্থের শ্রীভগবৎ-সেবা-তাৎপর্য্যময় অনুষ্ঠানাদির তারতম্য প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমরা বালকের কৃষ্ণভক্তিময় জীবনের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। বহু সুকৃতিফলেই জীবের ভক্ত-গৃহে জন্ম-লাভ হয়। এক্ষণে বালক ক্রমে কৃষ্ণকার্ষ্ণ প্রীতি অর্জ্জন করিয়া পিতামাতার নয়নানন্দ বিধান করুন, ইহাই আমাদের আশা।

কলির মহামন্ত্র কি?

কলিসন্তরণোপনিষদে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকল্মষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

অগ্নিপুরাণে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন
সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"—এই অষ্টাক্ষর যাঁহারা অবহেলা পূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ,—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥'

(চৈঃ ভাগবত)

নামাপরাধ

৩। গুর্ব্ববজ্ঞা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ)

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞান-দীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর-শৌচবৎ॥"

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

"প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞান-দীপপ্রদ শ্রীগুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্য-জ্ঞান রূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকে, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি হস্তি-স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।"

অধুনা অনেকেই শাস্ত্র-প্রমাণ-দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরু করণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে, "আমার গুর্ব্বাশ্রয়-গত্যারূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?" এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণ-রূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধু সঙ্গানুগত্য হইলেই) তাঁহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। যথা—"প্রমাণ দৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন কিং মে গুরুকরণ-প্রয়াসেন নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তি-র্ভাবিনীতি মন্যমানস্য গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণ-মহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতি"—(ভাঃ ৬।২।৯ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা)

ভজনীয় বস্তু শ্রীহরি। তৎ-প্রাপ্তির উপায়ই ভজন। সেই ভজনের উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠতম সাধু শ্রীগুরুদেব। উপদেষ্টা ব্যতীত কোন কার্য্যই সাফল্য মণ্ডিত হয় না, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুকার্য্য ভগবদ্ভজন, উপদেষ্টা বা গুরু ভিন্ন কিপ্রকারে সম্ভবে? নিজে নিজে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ভুঁইফোড় সাধক সাজিলে কখনও শ্রীনাম প্রভু উদিত হন না, যে-পর্য্যন্ত নামপরায়ণ সাধুর লাভ না হয়

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

স্থবিরলগুড় ন্যায়

(প্রথমানন্দ সংবর্ধ)

যাঁহারা তর্কশাস্ত্রে বর্ণ-পরিচয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই স্থবির-লগুড়ন্যায়ের কথা অবগত আছেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে খর্বদৃষ্টি বৃদ্ধগণ অসমর্থতা-প্রযুক্ত লক্ষ্য স্থানে স্বীয় সঘন লগুড় স্থাপন করিতে গিয়া যে ভ্রমে পতিত হন, সেই উদাহরণের অনুসরণে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভক্তিবিদ্বেষী "বঙ্গবাসী" নামক সাময়িক পত্রের ১১ই বৈশাখের সংখ্যায় "সভাপতির অভিভাষণ" নাম দিয়া একটী অপক্ষেপ্রির জরদ্গবের চর্বিতচর্বণের রোমন্থন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অভিভাষণের পরিশিষ্টাংশে যে মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক বিধায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্মের প্রচারক-সূত্রে "নদীয়া প্রকাশে" আমরা ঐ কথার সমালোচনা করিতেছি। আশা করি, ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বঙ্গদেশে আগত উচ্ছৃঙ্খল, যেমন, বালিখিল্য, বৈখানস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শাকদ্বীপাগত (গিলিয়ান্) সম্প্রদায়, প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়, তীর্থঙ্কর অর্হৎসম্প্রদায় প্রভৃতির অধস্তন হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অভিনব সমাজ, তথা রামমোহন রায়ের সমাজ, কর্ণেল আলকট্ ব্লাভেটস্কির সমাজ, প্রাকৃত সহজিয়া আর্য্যসমাজ প্রভৃতির অধস্তনগণের খিচুড়ি সম্প্রদায়সমূহ—যাহারা স্ব স্ব নৈসর্গিক চেষ্টা হইতেই ভক্তিবিদ্বেষকার্য্যে যথেচ্ছাচারিতাপোষণে কৃতসঙ্কল্প, সেইরূপ সমাজের সামাজিকগণের সভাপতি-সূত্রে উক্ত 'বঙ্গবাসী'-পত্রে যে পাণ্ডিত্য প্রচার হইতেছে, তাহাতে স্থবির-লগুড়-ন্যায়ের হাস্যজনক কতিপয় উদাহরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জরা-জীর্ণ জরদ্গব যেরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়া পূর্ব্ব ভুক্ত খাদ্যের চর্ব্বিতচর্ব্বণে ব্যস্ত হয় এবং তাহাকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া নবনবায়মান ফুলদূর্ব্বাবর্দ্ধার অনুকরণ করিতে যায়, অভিভাষণের পরিশিষ্টাংশ পাঠেও তদ্রূপ চর্ব্বিতচর্ব্বণের কথাটি প্রহ্লাদ-কথিত নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে আমাদের স্মরণপথে উদিত হয়,—

> মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
> মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
> অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
> পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

মার খাইয়াও যার চুরি করিতে শিক্ষাচেষ্ট কপট সম্প্রদায় আবহমানকাল প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট নানাপ্রকার কশাঘাত লাভ করিয়া জর্জ্জরিত হইবার পরেও ভুক্ত অজীর্ণ বস্তু রোমন্থন করিবার যে কপটতা প্রদর্শন করে, তাহার উদাহরণই উপরিলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই নিরিন্দ্রিয় জরদ্গবগণ পুত্র-পৌত্রাদিকে নিজের উপার্জ্জিত সম্পত্তি দান করাইবার উদ্দেশে যে-সকল বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা পরলোকগত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বাবুর উদ্দাম চেষ্টায় ব্যক্ত হয়।

উর্ণনাভের বৃশ্চিকজাতির [illegible]-ছন্দে কথিত "সংস্কারা যত্রাবচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্" প্রভৃতি বাক্য চীৎকার করিয়া বলিয়া নিজেদের গন্ধ ঢাকিবার জন্য যে ব্যর্থ-প্রয়াস করেন, তাহার পূতিগন্ধ অনাদিকাল পর্য্যন্ত চলে। তবে মধ্যে মধ্যে উহা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও অযত্ন বৃত্তিক্রমে দক্ষিণদেশে বোকো ধাতের 'ভাগের' অংশগ্রহণ ব্যাপারের কথাটা অতুচ্ছকণ্ঠ-বিঘোষিত নিজেদের অশুদ্ধপ্রাপ্তগ্রাহিতাকে যে একেবারে বিপন্ন করে না, এমন নহে। আবার চুঁচুড়ার স্বর্ণবণিক্‌গণের গাঙ্গ-সমীরণ সেবনের তরণীগুলিও নানা-কথার আবাহন করে। সুতরাং ভিতরে-বাহিরে সত্যনিষ্ঠ প্রচারকবৃন্দ শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বাবুর ন্যায় 'পরিশিষ্ট' গান করিতে গিয়া বিপদে না পড়েন, ইহাই প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া অদৃষ্ট হইবার পথ পাত্রী কেহই হন না। জিজ্ঞাস্য কার,—চরিত্রচরণ কাবালা সত্যনিষ্ঠার প্রতি অত্যাচার করিতে যাওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

সনাতন ও নবীনের বিচার করিতে গিয়া চোর যদি সাধুকে বলে,—"ঐ চোর", তাহা হইলেই চোর চৌর্য্যবৃত্তি বা তাহার ফল হইতে পরিত্রাণ পায় না। আত্মার সহজ বিচার যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা যাঁহাদের বিচারে 'নবজাত', এবং অজনত্বর উপাধিক জন্ম লক্ষ্য করিয়া সদ্যোজাত অনভিজ্ঞতাকে যাঁহারা 'সনাতন' বলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শব্দশাস্ত্রে কুশল মনে করিলেও, তাদৃশ চাতুর্য্য অনভিজ্ঞগণের নিকট যাঁহাদের বন্ধ হইলেও বঙ্গবাসীর বিভিন্ন-শ্রেণীর পাঠকের নিকট উহার শঠতা লক্ষিত হয় না।

"সত্য, ত্রেতা," দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগ ধরিয়া যে সনাতনধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিপর্য্যয় সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া যদি বেদবিরুদ্ধ তর্কপথকে 'সনাতন' বলা হয়, তাহা হইলে চার্ব্বাকী যোগ্যের আসামী আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

সত্যযুগের কবষ, ত্রেতাযুগের বিশ্বামিত্র, বীতহব্য, দ্বাপরের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কলিযুগে শ্রীযামুনাচার্য্যপ্রমুখ বিষ্ণুভক্তগণের ন্যায় 'নবজাত (?) বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' এবং সেই মুনিগণের 'আগমপ্রামাণ্যাদি' গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া অনভিজ্ঞ আবহমানকালাবধি গণকে 'অভিজ্ঞ' বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। সহস্র-বর্ষের প্রাচীনগ্রন্থগুলি যাহার নিকট 'নবজাত' (!) এবং এক সহস্র বর্ষের মধ্যে যিনি ঐ সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তাঁহার শাস্ত্রদর্শনের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধ 'তত্ত্বসাগর' পর্য্যন্ত যাঁহার শ্রবণপথে আগত হয় নাই, তিনি বঙ্গদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারদেশে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন কিনা,—আমরা জিজ্ঞাসা করি। অথবা ইহা কি স্থবির-লগুড়-ন্যায়েরই উদাহরণ-বিশেষ?

গ্রাম্যকথা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-"গ্রাম্যকথা না কহিবে"। কিন্তু সেই গ্রাম্যকথা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে না পারায় আমাদের নানা-প্রকার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। ভেক যেরূপ কল কল করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুকে আহ্বান করে, আমরাও সেইরূপ গ্রাম্যকথা বলিয়া দুর্লভ মনুষ্য-জন্মটী কাটাইয়া দিয়া আত্মঘাতী হই; কারণ হরিকীর্ত্তন-দ্বারাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া কুকেতর কথা কীর্ত্তন করিয়া এই অমূল্য জীবনটি নষ্ট করিতেছি। অন্যাভিলাষীর সঙ্গে অন্যাভিলাষের কথা লইয়া চারিদিক ছুটাছুটী করিতেছি—কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম তৃপ্তির জন্য বহুকথা বলিতেছি—কখনও দ্যূতক্রীড়ার কথায় সময় যাপন করি—কোন সময়ে মত্তপায়ীর সহিত মদ্যপানে মত্ত হইয়া, অসৎকথায় সময় নষ্ট করিয়া থাকি—আবার কখনও বা স্ত্রৈণ হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা বলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হই, নিষ্ঠুর ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে জীবহিংসার কথা বলিয়া আমার হৃদয়টী পাষাণের মত কঠিন হইয়া পড়ে—সময় সময় অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া দিবারাত্রি টাকা টাকা চীৎকার করিয়া জীবন ধন্য হইল ভাবিতেছি। যখন কামনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত হয়, তখন ক্রোধবশতঃ গালাগালি বলিতে থাকি। কোন বন্ধু পাইলেই আশায় মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক বাক্য ব্যয় করি। স্ত্রী, পুত্রাদির মোহে আসক্ত হইয়া কত প্রকারের কত কথাই যে বলিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুল-মদে, ধন-মদে, বিদ্যামদে ও রূপমদে মত্ত হইয়া কত প্রলাপ-বাক্যই না বলিয়া থাকি। অজ্ঞের ভাল দেখিতে না পারিয়া মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ বাক্য-জাল বিস্তার করি। এইরূপে কখনও পুণ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে কর্ম্মানুষ্ঠানের কথায়, কি জ্ঞানীর সহিত শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাতে কালযাপন করি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাক্যই গ্রাম্যকথা—ইহার আর একটী নাম প্রজল্প। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তির ছয়টী কণ্টকের কথা বলিয়াছেন, ইহা তাহার মধ্যে একটী।

হরিকথা ও গ্রাম্যকথার স্বরূপ বিচার

একই ব্যক্তি হরি কীর্ত্তন ও গ্রাম্য কথা অর্থাৎ যুগপৎ দুই প্রকারের বিপরীত কথা বলিতে পারেন না। যখন জীব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি সেবোন্মুখ থাকে। সেই সেবোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বায় উচ্চারিত সমস্ত কথাই হরিকথা। তাহা গ্রাম্য কথা নহে, কারণ সেই কথাগুলি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে উচ্চারিত হয়। মিছাভক্তগণ সাধুসঙ্গের অভাবে হরিনামের স্বরূপ বুঝিতে না পারায় শুদ্ধভক্তের সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত শুদ্ধ কীর্ত্তনকে গ্রাম্যকথা মনে করেন আবার ভোগোন্মুখ কপট ব্যক্তির প্রাকৃত শব্দ বা নামাপরাধকেই হরিকীর্ত্তন ভাবিয়া অসৎসঙ্গ করেন। দুঃসঙ্গ-প্রভাবে স্বরূপ-বিভ্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে নরকের পথে অগ্রসর হইতে হয়, বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তকেই বিষয়ী ভাবিয়া বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করেন। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে! যতক্ষণ আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীনামতত্ত্ব জ্ঞাত করিয়া বুঝিয়া লইবার সৌভাগ্য লাভ না করিব, ততক্ষণ এ দুর্দ্দৈবের হাত হইতে এড়াইবার কোন উপায় নাই। নামাপরাধীর প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত নামাক্ষর গ্রাম্যকথা ছাড়া অন্য কিছু নহে, কারণ ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমরা যে ফল প্রাপ্ত হই, তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিব যে, উহা হরিকীর্ত্তন বা হারমজ্জীর কথা কি না?

হরিকথা

কীর্ত্তন ফলে সাতটী সিদ্ধি

শুদ্ধ কীর্ত্তন হইলে তাহার ফলে—অন্যাভিলাষ, ভোগ ও মোক্ষ-বাসনা প্রভৃতি চিত্তদর্পণের মলিনতা মার্জ্জিত হয়, দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহ-সম্বন্ধীয় অনিত্য বস্তুতে মমতা-বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ প্রভৃতি ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু ও আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা করিয়া অপ্রাকৃত আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন হয় এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়, এইরূপে সাতটী সিদ্ধি লাভ হয়। যেখানে এই সকল ফল লাভ হয় না, সেখানে জানিতে হইবে যে, হরিকীর্ত্তন না হইয়া গ্রাম্যকথা বলিয়া পিত্তবৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। এখন ইহাই স্থির হইল যে, অসাধুসঙ্গে উচ্চারিত নামাক্ষর ও বিষয়-কথা সকলই গ্রাম্য কথা।

প্রজল্পকারীর দুর্ভাগ্য

সাধুরা গ্রাম্যকথা শ্রবণ করেন না, সেই জন্য প্রজল্পকারীর দুর্ভাগ্য-বশতঃ সাধুসঙ্গ হইবার কোন আশা নাই, অধিকন্তু গ্রাম্যকথা বলিবার জন্য অসৎসঙ্গ করিবার আবশ্যক হয়। অসদ্ ব্যক্তিরাও ঐ কৃষ্ণেতর কথা শুনিয়া হাস্য-নর্ত্তনাদিদ্বারা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রজল্পকারীর বাক্-চাতুর্য্যের বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন, তখন ঐ প্রতিষ্ঠা-লোলুপ প্রজল্পকারীর বাক্য-বিন্যাস-স্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হয়। কিরূপে নিত্য নূতন কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবেন—এই চিন্তাতেই তিনি আকুল হইয়া পড়েন, এইরূপে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় এবং ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

প্রজল্পকারীর উদ্ধারোপায়

অসৎসঙ্গ-প্রভাবেই আমাদের গ্রাম্য কথা বলিবার স্পৃহা বলবতী হয়। যেরূপ কথা শ্রবণ করা যায়, সেই শ্রুত কথারই কীর্ত্তন হইয়া থাকে। অসদ্ ব্যক্তি অসৎ কথা ছাড়া অন্য কিছু বলেন না, সেই জন্য অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণেতর কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই কীর্ত্তন হয়। অতএব দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সাধুগণ নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে অবস্থান করিলে সেই শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবান হৃৎকর্ণরসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনের ব্যাসঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা ও রুচি হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ-প্রভাবে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন আমাদের সেই সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন।

শরীরগত ভগবদনুশীলন

বৈধভক্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে নীত করিবার জন্য নিরন্তর যত্ন করিবেন, ইহাকেই ভক্তিযোগ বলে। বৈধভক্তগণের ভগবদনুশীলন-প্রণালী পাঁচ প্রকার, যথাঃ—(১) শরীরগত অনুশীলন, (২) মনোগত অনুশীলন, (৩) আত্মগত অনুশীলন, (৪) প্রকৃতিগত অনুশীলন, (৫) সমাজগত অনুশীলন।

আজ আমরা শরীরগত ভগবদনুশীলনের কথা একটু আলোচনা করিব। শরীরগত অনুশীলন সপ্ত প্রকার। বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ ইহার অন্তর্গত। ১। শ্রবণগত অনুশীলন, ২। কীর্ত্তনগত-অনুশীলন, ৩ আঘ্রাণগত অনুশীলন, ৪ দর্শনগত অনুশীলন, ৫। স্পর্শগত অনুশীলন, ৬। স্বাদগত অনুশীলন, ৭। অঙ্গগত অনুশীলন।

(ক) শ্রবণগত অনুশীলন দ্বিবিধ। শাস্ত্রশ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ এবং ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব বিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বৈষ্ণবজীবন-চরিত্র, বৈষ্ণবসংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্র-শ্রবণ বলা যায়। বেদান্ত-তাৎপর্য্যসহকারে অবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নিরসন পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্বজ্ঞ মহানুভবগণ-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলনকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতারূপফল অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নিরূপণের লিঙ্গরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয় লিঙ্গনির্দ্দিষ্ট হরিভক্তিই সর্ব্বপ্রকার বৈদিকশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা বর্ণন-দ্বারা ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকালের গীতবাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করা বিধেয়।

(খ) কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্রকীর্ত্তন, নাম-গুণাদি কীর্ত্তন, স্তবপাঠরূপকীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নামগুণাদি কীর্ত্তন—বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীত-দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার,—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণের নাম জপ।

(গ) আঘ্রাণগত অনুশীলনের বিধি,—ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিতে হয়। অনর্পিত গন্ধ আঘ্রাণ-দ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-রাগ সমৃদ্ধ হয়। ভক্তি অনুশীলনকারীর পক্ষে তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা উচিত।

(ঘ) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবদ্ভক্ত দর্শন, ভগবত্তীর্থ, ভগবন্মন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্ব স্মারক চিত্রাদি দর্শন দ্বারা দর্শনগত অনুশীলন কর্ত্তব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্ম্মুখরূপাদি দর্শন দ্বারা বিষম বিষয়কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু জগতে দেখা যায়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত।

(ঙ) ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শকার্য্য হয়। বৈধভক্তজনের কর্ত্তব্য যে, বহির্ম্মুখ শরীর বা দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবাকালে ভগবন্মূর্ত্তি-স্পর্শাহ্লাদ লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত-জন-স্পর্শ ও আলিঙ্গনদ্বারা অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। তদ্দ্বারা জীবের অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন হয়। ভক্তজন এবিষয়ে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন যে, যে সংকেই হউক, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন না। কেবলমাত্র শরীর সংস্পর্শকে স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু শরীর সংস্পর্শ-দ্বারা চিত্তে যে ইন্দ্রিয়-সুখোদয় হয়, তাহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যে এই মীমাংসাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(চ) স্বাদগত অনুশীলন দুই প্রকার,—প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তজন ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু আস্বাদ করিবেন না। বহির্ম্মুখ বস্তুতে আস্বাদন-বৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখতা প্রবল হইয়া পড়ে। ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তপ্রসাদ উভয়েই আস্বাদ্য ও ভক্তিবৃত্তির পুষ্টিকর।

(ছ) অঙ্গগত অনুশীলন—তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠানস্থানে গমন, পরিক্রমা, ভক্ত-উদ্দেশে পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, স্নান, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত পুণ্যজলে স্নান, বৈষ্ণব চিহ্নধারণ ও হরিনামাক্ষর ধারণ। তাণ্ডব অর্থে—নৃত্য। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভক্তি করা উচিত। শ্রীবিগ্রহ ও ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া সম্মান করার নাম অভ্যুত্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনের নাম অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠানস্থান; তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। উপকরণ দ্বারা ভগবৎ পূজারূপ অর্চ্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত গঙ্গা যমুনাদির পবিত্র জলে স্নান, [illegible] তিলক-মালাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ও শরীরে হরিনামাক্ষরাদি চন্দন দ্বারা অঙ্কন [illegible] কর্ত্তব্য।

এইরূপ নানাবিধ শরীরগত ভগবদনুশীলন বৈধভক্তদিগের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। বদ্ধজীব শরীরী; অতএব শরীর সম্বন্ধে যাহাতে শরীরের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা না ঘটে, অথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পাদন জন্য যত প্রকার কার্য্য করিতে হয়, সেই সমুদয় ভগবদ্ভাব মিশ্রিত হইলে তদ্বারা ভগবদনুশীলনের পুষ্টি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

নামাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

৪। শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দন

বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা নামাপরাধ। কোন্ কোন্ শাস্ত্র বেদানুগ, তাহা আমাদিগের মধ্যে অনেকের জানা নাই। সর্ব্ববেদ-পারদর্শী শ্রীশুকদেবই এই সাত্বত বেদানুগ শাস্ত্রসমূহের বিবরণ অবগত আছেন। তাঁহার কৃপায় আমরা যেই সকল কথা পরিজ্ঞাত হইলে, এই নামাপরাধরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি নতুবা নহে।

পুরাণসকলের মধ্যে আমরা অষ্টাদশ পুরাণের কথা শুনিতে পাই। তাহা সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক, ত্রিভাগে বিভক্ত।

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি [illegible]

[illegible]

আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধ মে ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

১। সাত্ত্বিকপুরাণ—বিষ্ণুপুরাণ ১, নারদীয়পুরাণ ২, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ৩, গরুড়পুরাণ ৪, পদ্মপুরাণ ৫, বরাহ-পুরাণ ৬।

২। রাজসিকপুরাণ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩, ভবিষ্যপুরাণ ৪, বামনপুরাণ, ৫, ব্রহ্ম-পুরাণ ৬।

৩। তামসিক পুরাণ—মৎস্যপুরাণ ১, কূর্ম্মপুরাণ ২, লিঙ্গপুরাণ ৩, শিবপুরাণ ৪, স্কন্দপুরাণ ৫, অগ্নিপুরাণ ৬।

এই অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে—

"সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্য-
মধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো-
বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণবাক্য)

১। সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। ২। রাজসিকপুরাণে ব্রহ্মার মহিমাই অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩। তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত। ইহাদের অনুকূল যে সকল-গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে 'কুপথ' বলা যায়। অতোঽন্য গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ (মধ্বভাষ্য ধৃত স্কান্দ বচন)

পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে? রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞান "রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং।" জ্ঞান পঞ্চ প্রকার—[illegible] পঞ্চবিধং [illegible]" এই নিমিত্ত-মনীষিগণ এই গ্রন্থকে পঞ্চরাত্র বলিয়া থাকেন। সাংখ্য, যোগ, বেদ, আরণ্যক পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবাপন্ন অর্থাৎ একই তত্ত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে একীভূত। ঐ শাস্ত্রগুলি "পঞ্চরাত্র" নামে কথিত হয়। এই পঞ্চরাত্রের বক্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্মমৃত্যু ও জরা-নাশক পরম তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীল নারদমুনি সকল-শাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে আলোচনা পূর্ব্বক অবশেষে বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্কর হইতে এই পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া যে শাস্ত্রপ্রণয়ন করেন, তাহারই নাম নারদ-পঞ্চরাত্র [illegible]। এই নারদ [illegible] বেদানাং [illegible]

পরমার্থম্।
সাত্বতীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু মহৎ [illegible] ॥"
(নাঃ পঃ রাঃ ১।১।৬৫)

নিঃসংশয়ে অতি অল্প সময়ে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে, পাঞ্চরাত্রাধ্যয়নে বেদের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। অতএব শ্রীগুরু-মুখ-নিঃসৃত প্রমাণাবলী দৃঢ় ভাবে আলোচনা করিয়া

"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র
চাপি হি॥" (ভাঃ ১১।৩।২৬)
নমঃ প্রমাণ-মূলায় কবয়ে শাস্ত্র-যোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥
(ভাঃ ১০।১৬।৪৪)

"বৈষ্ণব কোন শাস্ত্র-নিন্দা করিবে না, ভাগবত-শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর পক্ষে উপকারী জানিয়া তাহারও নিন্দা করিবে না।" প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বোধক নিগম শাস্ত্রকে প্রণাম করি।"

শ্রীগুরুদেবের চরণে এই সকল বাক্য অধ্যবসায় দ্বারা আলোচিত হইলেই শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দারূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে না। নামাশ্রয়ী সাধকমাত্রেরই এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিবর্ত্ত ও পরিণাম-বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে পরিণামবাদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, যেমন পরশমণি স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া বিবিধ সুবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম-স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই তদীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, ঐ শক্তিপরিণতিতেও তদীয় শক্তির কার্য্যক্ষমতার হ্রাস হয় না, উদাহরণ স্বরূপে বলা হইয়াছে যেমন একখণ্ড চুম্বক প্রস্তরের চুম্বকশক্তি বহুসংখ্যক লৌহে সংক্রামিত হইলেও মূল চুম্বকের লৌহ-সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে তাহার আকর্ষণ-শক্তি যে পরিমাণে ছিল, বহুসংখ্যক লৌহে ঐ শক্তি সংক্রামিত হইবার পরও তাহার পূর্ণ শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তি জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও সেই অচিন্ত্য শক্তির কার্য্যক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

অতএব আরম্ভবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। এই আরম্ভবাদ নৈয়ায়িক-গণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। ইঁহারা বলেন, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের অপ্রত্যক্ষ পরমাণুসকল সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ঈশ্বরের ক্রিয়া-বশতঃ উক্ত পরমাণুসমূহ পরস্পর যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকাদি হইতে থাকে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয় এবং যখন ঈশ্বর ঐ পরমাণু সকলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করেন, তখন উক্ত পরমাণু সকল পরস্পর বিযুক্ত হইয়া আকাশে অবস্থান করে, ইহাই প্রলয়। ইহারা পরমাণুসকলকে জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলেন।

ইঁহাদের মতে পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নিত্য। এক্ষণে ইঁহাদের মতের সমালোচনা করা গেলে দেখা যায় যে, দুইটি পরমাণু-যোগে দ্ব্যণুক এবং আরও পরমাণু যোগে ত্র্যণুক প্রভৃতি হয় এবং ক্রমশঃ যত অধিক পরমাণুর সংযোগ হয়, সেই পরমাণু সমূহের মৌলিক সূক্ষ্মতা হইতে সৃষ্টি আরম্ভের যে কল্পনা করেন, তাহা কখনও শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত নহে, এমন কি লৌকিক যুক্তিরও বহির্ভূত। প্রথমতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণুসমূহের অবস্থান নির্ণয়ে ইঁহারা বলেন যে, তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যবধান থাকে না, সুতরাং এই ব্যবধানাভাববশতঃই তাহাদের পরস্পর মিলন সম্ভবপর হইতেছে না। পরস্পরের মধ্যে দেশের ব্যবধান না থাকিলে উহাদের মিলনের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে না, অতএব পরমাণুদ্বয়ের মিলনাভাবে যখন দ্ব্যণুকের উৎপত্তি সম্ভব নহে, তখন বহু পরমাণুযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার উপযোগী স্থূলতা সম্ঘটনও যুক্তি ও কল্পনার বহির্ভূত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ইঁহারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও সৃষ্টির উচ্ছেদও স্বীকার করেন, কিন্তু পরমাণুগণকে নিত্য জানায় সৃষ্টির উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কারণ পরমাণুরূপ উপাদান-কারণ হইতে যে সৃষ্টি, তাহা পরমাণুর ন্যায়ই নিত্য হওয়া স্বাভাবিক। আরও, দৃষ্ট জগৎ রূপ বিশিষ্ট বলিয়া সৃষ্টির কারণ যে পরমাণু, তাহারও রূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু পরমাণুকে রূপ-বিশিষ্ট বলিলে তাহার নিত্যত্ব রক্ষিত হয় না, অতএব তার্কিকদিগের পরমাণু কারণ বাদ রূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই যুক্তি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আম্বালা—পঞ্জাব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

১লা মে, ১৯২৯

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাঞ্জাব প্রদেশস্থ শাখামঠ কুরুক্ষেত্রের শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ এবং শ্রীপাদ বীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় সম্প্রতি আম্বালা সহরে যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদের অমন্দোদয়-দয়া-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। স্থানীয় ডাঃ বি, কে, মুখার্জ্জী, ডাঃ হরিনাথ মুখার্জ্জী, হিন্দুসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীলাল, বি, ডি, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রভৃতি সজ্জনগণ ইঁহাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন এবং পঞ্জাবের শুদ্ধভক্তিকেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের সমৃদ্ধি সম্পাদনের জন্য আনুকূল্য করিতেছেন। আশা করি, ইঁহাদের দৃষ্টান্ত জন-সাধারণকে শুদ্ধভক্তির মর্ম্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিবে।

কুরুক্ষেত্রের যাত্রিগণের আশঙ্কা

কুরুক্ষেত্র, ২৮।৪।২৯

সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্র-ভূমির মাহাত্ম্যের বৈশিষ্ট্যহেতু দৃষ্ট না হইলেও গ্রহণোপলক্ষ্যে লক্ষাধিক যাত্রিসমাগমের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বিপুল মেলার উপযোগী দোকানপাট বসিবার আয়োজন হইতেছে। রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত-জন্য স্থানীয় সরকার ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন। ধর্ম্মবণিক ও অর্থবণিকসকলের মুখে উৎসাহ-চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তীর্থে বিশেষ জলাভাব। সামান্যমাত্র স্থানে ২।১ ফুট পরিমিত জল রহিয়াছে। গ্রীষ্মকাল, সুতরাং যাত্রিগণের জলাভাবে অসুবিধা অনিবার্য্য। যদিও পানীয় জলের জন্য কূপাদি হইতে ব্যবস্থা করা হইবে। আবার গ্রহণ দেখাও যাইবে না। এই সকল কারণে যাহাতে অত্যন্ত যাত্রিসমাগম হইয়া লোকের ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার মিঃ কৃপালনী সরকার-পক্ষ হইতে বিশেষ আয়োজন হইবে না বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া জনসাধারণকে সাবধান করিয়াছেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যাত্রিগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible], বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৬

মোহিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! বৈশাখের শুক্লপক্ষে একাদশীর নাম কি? তাহার পালনের ফল ও বিধান কিরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাম বলিতেছেন—ভগবন্! সমস্ত পাপক্ষয়কারক ও সর্ব্বদুঃখ-সংহারক সর্ব্বোত্তম ব্রতের বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে মহর্ষে! আমি সীতার বিরহে বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি, অতএব অতীব ভীত হইয়া প্রশ্ন করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনার মতি নিষ্ঠাময়ী এবং আপনার নামগ্রহণেই মানব পবিত্র হয়। তথাপি লোকের মঙ্গল কামনায় সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম ও উত্তম ব্রতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈশাখের শুক্লপক্ষে সর্ব্বপাপহরা মোহিনী-নাম্নী একাদশী হইয়া থাকে। ইহার ব্রতপ্রভাবে মানব মোহপাশ হইতে ও পাতকসমূহ হইতে মুক্ত হয়। অতএব এই পাতকনাশিনী দুঃখহরা। একাদশীর ব্রত ভবযন্ত্রণাগণের সর্ব্বথা পালনীয়।

হে রামচন্দ্র! এতদ্বিষয়ে পাপহরা কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। সরস্বতী নদীর তীরে ভদ্রাবতী নাম্নী মঙ্গলময়ী পুরীতে চন্দ্রবংশজ সত্যনিষ্ঠ দ্যুতিমান্ নামে নৃপতি রাজ্য পালন করিতেন। তথায় অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, পুণ্যকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করিত। সেই বৈশ্য সতত প্রপা, কূপ, মঠ, উপবন, তড়াগ ও গৃহাদি প্রতিষ্ঠাপরায়ণ থাকিয়া বিষ্ণুভক্ত ছিল। তাহার সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃত ও ধৃষ্টবুদ্ধি এই পঞ্চ তনয় ছিল। কনিষ্ঠ ধৃষ্টবুদ্ধি মহাপাপী, পরস্ত্রৈণ, ব্যসনী, বারস্ত্রীলোলুপ, অন্যায়-গর্ব্বী, দুষ্টাত্মা হইয়া উঠিল; দেবতা, গুরু বা পিতৃগণের প্রতি ভক্তিহীন, অন্যোন্যভোজী, সুরাপায়ী থাকিয়া সতত দুষ্পথে ভ্রমণ করিতে দৃষ্ট হইত। সে পিতার দ্বারা গৃহ হইতে নিষ্কাশিত এবং বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। নিজদেহের অলঙ্কারাদি ক্ষয় করিয়া ধনহীন হওয়ায়, [illegible] তাহাকে নিন্দা-[illegible] পরিত্যাগ করিল। [illegible] অনাহারে বস্ত্রহীন, বনভূক ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল—আমি কি করি, কোথায় যাই এবং কি প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করি? অনন্তর সে পিতৃ-নগরে চৌর্য্যনিযুক্ত হইয়া রাজপুরুষ-কর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে পিতার গৌরবে মুক্ত হইল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ পাপাচরণ করায় দৃঢ়নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কশাঘাতে তাড়িত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি সিংহের ন্যায় মৃগ, শূকর, চিত্রমৃগ প্রভৃতির মাংস আহার-পূর্ব্বক অরণ্যেই বাস করিত। সে হস্তে ধনুর্ব্বাণ ও পৃষ্ঠে তূণ লইয়া বনচর পক্ষি-সমূহ ও চকোর, ময়ূর, কঙ্ক, তিত্তিরি, মূষক ও অন্যান্য প্রাণিগণের বধসাধন করিত। এইরূপে সে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপহেতু দুঃখ ও শোকে অভিভূত থাকিয়া অহোরাত্র পীড়া পাইতেছিল।

একদা কোন সুকৃতিলেশবলে বৈশাখ মাসে জাহ্নবীতে স্নানান্তে সমাগত কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমে ঐ শোকপীড়িত ধৃষ্টবুদ্ধি উপস্থিত হইল। ঐ ঋষির বস্ত্রবিন্দুস্পর্শে তাহার পাপ বিনষ্ট হওয়ায় সুবুদ্ধির উদয়ে সে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল,—হে ব্রহ্মন্! যে পুণ্যবলে মুক্তি হয়, আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন।

কৌণ্ডিন্য উত্তর করিলেন,—হে বৈশ্য, যাহাতে তোমার সমুদয় পাপক্ষয় হইবে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি আমার বাক্য পালন পূর্ব্বক বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় মোহিনী নাম্নী একাদশীর ব্রত পালন কর। ইহাতে দেহিগণের বহুজন্মের সঞ্চিত মেরুতুল্য পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই ধৃষ্টবুদ্ধি মুনির এই বাক্য শ্রবণানন্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহারই উপদেশানুসারে যথাবিধি ঐ ব্রত পালন করিল। হে রাজন্! সেই ব্যক্তি ঐ ব্রত প্রভাবে তৎক্ষণাৎ পাপশূন্য হইয়া দিব্যদেহ লাভপূর্ব্বক সমস্ত উপদ্রবশূন্যভাবে গরুড়ে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। হে রামচন্দ্র! মোহিনীব্রত ঈদৃশ। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনমধ্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনক কিছুই নাই। যজ্ঞ, তীর্থাক্রিয়া এবং দানপ্রভৃতি ইহার এক কলারও তুল্য নহে। এই মাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণের ফল সহস্র গোদানের সদৃশ।

বরূথিনী-একাদশী

[illegible] বলিলেন—হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার। বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি? তাহার মহিমাই বা কিরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজন্! বৈশাখে অসিতপক্ষের একাদশী বরূথিনী নামে বিখ্যাতা; ইনি ইহলোকে এবং পরলোকে [illegible] সুখ প্রাপ্তি ও পাপহানি হইয়া থাকে। কোন নিতান্ত দুর্ভাগ্যও এই ব্রত দ্বারা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইনি সকল লোককে ভোগ, মোক্ষ প্রদান করিয়া তাহার পুনর্জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি-দান করেন। এই ব্রত পালন করিয়া মান্ধাতা, ধুন্ধুমার প্রভৃতি রাজগণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভূতপতি মহাদেব ব্রহ্মকপাল হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন। মানব বরূথিনীর ব্রত প্রভাবে দশ সহস্র বর্ষের তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই ব্রত পালন করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হন। হে নৃপ-সত্তম! এই একাদশী পবিত্রা, পাবনী, মহা পাপনাশিনী এবং ভুক্তি-মুক্তি দায়িনী। মহারাজ! অশ্বদান অপেক্ষা গজদান, তদপেক্ষা ভূমি, তিল, স্বর্ণ ও অন্নদান উত্তরোত্তর অধিক ফলদ। অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান হয় নাই ও হইবে না। দেবগণ, পিতৃগণ ও মানবগণের অন্নেই তৃপ্তি হইয়া থাকে। কবিগণ কন্যাদানকে তাহার তুল্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং ধেনু-দানকেও তৎসম বলিয়াছেন। এই সমস্ত দান অপেক্ষা বিদ্যাদান বিশিষ্ট। মানব বরূথিনীর পালন করিয়া তত্তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। কন্যার ধন দ্বারা যে পাপাধম জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পুণ্যক্ষয়ে সে যাতনাময় নিরয়ে পতিত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কন্যাবিত্ত পরিহার করিবে। যিনি যথাশক্তি উত্তম অলঙ্কারযুক্তা কন্যা দান করেন, তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে চিত্রগুপ্তও অক্ষম। মানব বরূথিনী পালনে তত্তুল্য পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ব্রতী বৈষ্ণব দশমীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, চণক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরান্ন, পুনর্ভোজন ও মৈথুন এই দশ বর্জ্জন করিবে। একাদশীতে দ্যূতক্রীড়া, নিদ্রা, তাম্বুল, দন্তধাবন, পরাপবাদ, পৈশুন্য, চৌর্য্য, হিংসা, মৈথুন, ক্রোধ ও মিথ্যা ভাষণ পরিহার করিবে এবং দ্বাদশীতে কাংস্য, মাংস, সুরা, মধু, তৈল, পতিতভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, পুনর্ভোজন, রতি, ও মসূর পরিত্যাগ করিবে। হে রাজন্! এই বিধিক্রমে বরূথিনী পালনপূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরণ করিয়া মধুসূদনের অর্চ্চন করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপভীরু ব্যক্তিগণ রবিতনয় (যমরাজ) হইতে ভীত হইলে অবশ্যই সর্ব্বপ্রযত্নে বরূথিনী একাদশীর ব্রত পালন করিবেন। এই মাহাত্ম্য পঠন এবং শ্রবণ হেতু সহস্র ধেনুদানের ফল পাইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে-পূজিত হন।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী
বি, এজি, বি, টী,)

"বাঁহী" নামক আসামীয়া মাসিক পত্রিকার গত বৎসরের ৬ষ্ঠ আশ্বিন সংখ্যায় বেজবরুয়া মহাশয় আমাদের "বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক" নামক গ্রন্থের সমালোচনার তৃতীয় কিস্তি "সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির করিয়াছেন। এবারকার প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শাস্ত্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছেন। অনূচানমানী বেজবরুয়া মহাশয় শাস্ত্রযুক্তির অজুহাতেও যে বাগ্‌বৈখরী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ-ব্যক্তিমাত্রই স্তম্ভিত হইবেন। একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবক্তার আসন গ্রহণ করিয়া এইরূপ বাচালতা প্রদর্শন না করাই তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। তিনি মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলিতে আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে এই সম্প্রদায়ের প্রভূত অনিষ্ট সাধনই করিয়াছেন বলিতে হইবে। গোলাঘাটের শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার এই অজ্ঞতার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত দেখা যায়। তাঁহার যদি কোন দিন প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার তথাকথিত শাস্ত্রযুক্তি সমূহের অসারতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি তখন বুঝিতে পারিবেন যে তিনি যে সমস্ত যুক্তি চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঠিক সেই সমস্ত যুক্তির অকর্ম্মণ্যতায় তাহার সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রমাণিত হইবে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নহেন বলিয়াই চৈতন্য-প্রচারিত অবৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে। যে ধর্ম্মের পরমোপাদেয়তা ভারতের ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, সে ধর্ম্মের ত্রুটী হঠাৎ প্রদর্শন করিতে না গিয়া একটিবার তাহা তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন অভিজ্ঞ মহাত্মার নিকট শ্রবণ করা বেজবরুয়া মহাশয়ের উচিত

চিত্র। আবার যে মতের আলোচন করিতে যাওয়া হয়, তাহা একবার ভাল করিয়া সেই মতাবলম্বী ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা উচিত। বেজবরুয়া মহাশয়ের তর্কনিষ্ঠ চিত্ত এই সামান্য যুক্তি পর্য্যন্ত স্থান লাভ করিতে পারে নাই। "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বস্য সুকরং নৃণাং।"—এই ন্যায়েতে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে বলিয়াই বোধ হয়। কেন না, তিনি তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে আমাদিগকে তাঁহার সম্প্রদায়ের মতের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা বোধ হয় অতি শীঘ্র কালী কলম লইয়া মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমাদের মত প্রকাশ করিতে বসিব। আমরা তাঁহার সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা তাঁহার এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছি। কিন্তু উপদেষ্টা হইয়াও তিনি কেন চৈতন্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে আসিয়া উক্ত নীতির ব্যতিক্রম ঘটাইতেছেন, ইহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। বিতণ্ডাপ্রিয় বেজবরুয়া মহাশয় মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহাই কিছু ধারণা করিয়া থাকুন না কেন, তিনি জানিয়া রাখিবেন যে, উহা আনচেঞ্জেব্ল এণ্ড আনচেলেঞ্জেব্ল ট্রুথ। মহাপ্রভু ভাগবত-ধর্ম্মের অদ্বিতীয় বক্তা—তিনি পূর্ণ ভাগবত। ভাগবত রসময় কৃষ্ণের পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং মহাপ্রভু এই রসের একমাত্র আস্বাদনকারী। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ভাগবত-ধর্ম্মের পরিসীমা। যতদিন পর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মলাভের প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় নিশান জগতের গগনমণ্ডলে সগৌরবে উড্ডীয়মান থাকিবে। পৃথিবীর যে যে স্থানে ভাগবত-ধর্ম্মের বক্তৃগণ ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই নিশানের প্রতি নতজানু হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, সকলকেই তাঁহারই প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি করিতে হইবে। তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজন ছাড়া ধর্ম্ম-বক্তার আসন অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যতা আর অন্য কি[illegible] নিরূপিত হইতে পারিবে না। যিনি তাঁহার উপরে কলম ধরিবার ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করিবেন, তিনি শয়তানের কবলে পতিত হইয়াছেন, জানিতে হইবে।

বেজবরুয়ার বাচালতাকে প্রত্যেক সরল সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন সন্দেহ নাই। তথাপি এইরূপ বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ-পাঠে কোমলমতি সরল, অল্পশ্রদ্ধ জনগণের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইতে পারে আশঙ্কায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হইলাম। যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য ইহা লেখা হইল, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের অতিক্ষুদ্র চেষ্টাকে সেবা বলিয়া গ্রহণ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বেজবরুয়া মহাশয় কখনও সত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। মাৎসর্য্য-চণ্ডাল-অধ্যুষিতচিত্ত কখনও সত্যে আকৃষ্ট হইতে পারে না, উহার ধারণা ত' দূরের কথা। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'—ভাগবতের এই শ্লোকের বিচারে জানা যায় যে, ভাগবতের-ধর্ম্ম—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি কৈতবশূন্য পরম ধর্ম্ম এবং উহা নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণের জন্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেজবরুয়া মহাশয় এই মৎসরতামূলেই শ্রীচৈতন্যদেবের মতের আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। তিনি বহুপূর্ব্বে যে চিত্তবৃত্তি লইয়া 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আজও আলোচনাকালে সেই বৃত্তিরই, পরিচয় দিয়াছেন। অপরাধময়চিত্ত বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ধারণা করিতে পারে না। তাঁহার পূর্ব্বাপর সমস্ত লিখন এই অপরাধময় চিত্তেরই অভিব্যক্তি সুতরাং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রহণে সামর্থ্য বর্ত্তমানে তাঁহার নাই। তিনি যদি সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কপটে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে উপনীত হইয়া অপরাধ স্বীকার ক্রমে তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে অহৈতুক কৃপাময়—বৈষ্ণব ঠাকুরের উপদেশে তাঁহার এই পরিণত বয়সেও বৈষ্ণবীমাত্র উদ্বোধিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যাঁহার কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন চেষ্টাতে কাহার কবে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, বা হইবে? জ্ঞানের অভাবে কে কবে বস্তু নির্দ্দেশ করিতে ক্ষম হইয়াছেন বা হইবেন? শ্রীমদ্ভাগবতে যে অধোক্ষজ জ্ঞানের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহা লাভ করিবার যে উপায় উহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি সেই উপায়কে উপেক্ষা করিয়া ভাগবত আলোচনা করিতে অগ্রসর হন, ভাগবত কি সেইরূপ আধ্যক্ষিক জ্ঞানাভিমানীর আলোচ্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? বেজবরুয়া মহাশয় যে অক্ষজ বিচার-প্রণালী লইয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তত্ত্বের দুরবগাহ চেষ্টা চরিত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, ঐগুলি কি এইরূপ বিচার-প্রণালীর আধগম্য বস্তু? "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" "আমি ত দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি। মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥" প্রভৃতি মহাজন বাক্যে বৈষ্ণবচরিত্রের যে দুরবগাহত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা কি উপেক্ষার বস্তু? আমাদের মত কতকগুলি ভূয়োলোক যদি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারিবে তাহা হইলে তাঁহাতে বৈষ্ণবতার অভাবই বুঝিতে হইবে। তিনি যে বিচার-প্রণালী অবলম্বনে মহাপ্রভুকে তাঁহার গ্রন্থে এব্সেণ্টি (মাথাপাগলা) প্রভৃতি ইতর বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, বৈষ্ণবের বিচারে ঠিক সেই বিচার-প্রণালীই তাঁহাকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্যতা বিধান করিয়াছে। শঙ্করদেবকে তিনি বৈষ্ণব বানাইতে বসিয়াছেন—ভাল কথা। জীব মাত্রই "জানে বা না জানে সবে কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণদাসকে আমরা কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত দেখিলে পরমানন্দিত হই। আমাদের প্রচারের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা উপেক্ষা করিয়া কি তিনি শঙ্করদেবকে বৈষ্ণব বানাইবেন? বৈষ্ণবতত্ত্ব কি কখনও দুই কথা বলেন, যাহার একটি বাদ দিয়া একটি ধরিতে হইবে? মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব তালিকা হইতে বাদ দিয়া, তিনি কোন্ বৈষ্ণব চরিত্রের আদর্শে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতা নির্দ্দেশ করিবেন? মহাপ্রভু উপেক্ষিত হইলে তিনি ব্রহ্মা, হর, কপিল প্রভৃতি হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জগতে প্রকটিত কোন বৈষ্ণব-তত্ত্বেরই আশ্রয় পাইবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতা ও বিষ্ণুসত্তা একবাক্যে স্বীকার না করিয়া কাহারও ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই।

(ক্রমশঃ)

সদাচার

মানবের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার, জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার, পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্ত-দলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়, অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

> অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
> স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে স্বভোগ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া যোষিৎ সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাক্তন দুষ্কৃতি-ক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎ-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজনের ভাব মাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্তগণ মিছা ভক্ত বলেন।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'কর্ম্মী জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত' যিনি অন্তরে বুভুক্ষু, বাহিরে কৃষ্ণভজনতা প্রদর্শনকারী, তিনি মিছাভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু, বাহিরে ভজন-ভাবময় প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনি মিছাভক্ত। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচার সহিত বাহ্যদর্শনে এক হইলেও, ভক্ত আর মিছাভক্ত যেকী।

সকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণের সেবা সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। কেবল লোক-বঞ্চনা জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। মুমুক্ষুর উদাহরণ স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণ দাস ও বল্লভ ভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর লীলা সত্যভজনপথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদগ্রস্ত, তাহার আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতপুত্রানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, আত্তবড়ী জগন্নাথ দাস প্রভৃতি গৌরপুরুষ দাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়ি তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন।

এই সকল দলের আশ্রিত [illegible] যদি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে, শ্রীনিবাস [illegible]

প্রভুকে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধাভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী জ্ঞানে তাঁহাদের নিজ নিজ অসমীচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন-পন্থানুগমন-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রকৃত আশ্রিত গুরুগণের শুদ্ধাভক্তির প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব হইবে না। যদি তাঁহারা প্রাকৃত অজ্ঞসাম্প্রিত সহজিয়া, বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্তপদাশ্রিত অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধ ভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ কোনদিন প্রাকৃত ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করিবেন না। শঠ গুণাবলে যদি কেহ ব্রণ-চিকিৎসককে অস্ত্রাঘাতকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গুদার মৃত সৎকারকারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে—

নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি ভাগবত বলেন,—

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুং ॥
> কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
> তত্ত্বের দাস মুক্তি তাঁর দাসের দাস ॥"

এই অদ্বৈতপ্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যখন [illegible]দানন্দ ও মাধবানন্দ নিজনিজ দম্ভাহঙ্কারে [illegible]ত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে [illegible]তে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন [illegible] প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিককে ক্ষমা করিয়াছিলেন, যখন শ্রীগৌর[illegible]কে পাষণ্ডগণ আক্রমণ করেন, তখন [illegible]নি নবদ্বীপ নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে [illegible] করিয়াছিলেন। এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে [illegible] সাধুহৃদয় যিশুখৃষ্ট যৎপরোনাস্তি নির্য্যা[illegible] সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই [illegible] ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোল[illegible] নির্য্যাতনকল্পে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎসাদনে [illegible] করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ [illegible]ষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক [illegible]চার্য্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত [illegible]। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ব্বাচার্য্য এবং

নামাপরাধ

৫। শ্রীহরিনামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অথবা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন নামাপরাধ। ভুবনমঙ্গল হরিনাম সর্ব্বসিদ্ধিদ, চিত্তরূপ-দর্পণের মলীনতা দূরীকরণে সমর্থ, ভবমহা-দাবানল নির্ব্বাপণে পরম দক্ষ, পরমানন্দনিধি শ্রীনিত্যানন্দ দানে একমাত্র হরিনামই সমগ্র শক্তিধর। এই সমস্ত প্রমাণ-শিরোমণি পরম বাস্তব কথাকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন নামাপরাধ।

> "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
> দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্।
> ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
> বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥"
>
> (ভাঃ ৬।৩।২৫)

"(নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বানগণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন—) ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ব-বেত্তা দ্বাদশ মহাজন (স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুবমনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি যম) ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সংকীর্ত্তন-রূপ পরম ভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্ যজুঃ, সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি-দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত। তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান, ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত কষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গ-তিরস্কারী পরমার্থ ফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।'

নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ মনিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনাম-চরণে অপরাধই কৃত হয়।

৬। অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত সমজ্ঞান

অন্য শুভকর্ম্ম—বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গর্ভাধান, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, কার্ত্তিক, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর অর্চ্চনের সহিত হরিনামকে তুল্য বোধ নামাপরাধ। তাহাতে হরিনাম তো হয়ই না, পক্ষান্তরে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরির অভিন্ন নামপ্রভুর সহিত সম জ্ঞানে দেবদেবীগণ রুষ্টই হন। তাহার প্রমাণ স্বয়ং দেবতাগণই ব্যক্ত করিয়াছেন—"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্" ॥ (ভাঃ ৬।৯।২২) অর্থাৎ (দেবতাগণ কহিলেন)—দ্বিতীয় অপূর্ব্ব-বস্তুর অসদ্ভাব হেতু যিনি একমাত্র বিস্ময়-রহিত, যিনি নিজ ক্রিয়া-ভূত লাভ দ্বারাই নিজে পরিপূর্ণ কাম, অতএব যিনি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি-সম্পন্ন, চিত্ত-ক্ষোভ-রহিত—এইরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিবার জন্য অপরের নিকট গমন করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ্ঞ, যে-হেতু সে কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে প্রকার সুদৃঢ় ভেলা ব্যতীত সমুদ্রোত্তরণ সম্ভবপর নহে, কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া কখনও সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ বিষ্ণু ব্যতীত অপর দেবতাগণের আশ্রয়ে ব্যসন-শত-পরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে"।

শ্রীনারদ কহিলেন—মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই জন্ম; যে কৃত্য দ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূল্য হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র "কৃত্য"; যে আয়ু দ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই "পরমায়ু" সেই মনই শুভমন, সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য—যাহা দ্বারা পরমেশ্বর বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন। মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে উৎপত্তির নাম "শৌক্র" জন্ম; উপনয়ন দ্বারা 'সাবিত্র' জন্ম, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা 'যাজ্ঞিক' বা 'দৈক্ষ্য' জন্ম। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল? আর হরি-সেবা ব্যতীত বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল? (ভাঃ ৪।৩১।৯—১০)

কুরেশাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতার আদর্শ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, বৈষ্ণবদ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্মফল-ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া সুকৃতি সম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

> "যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
> অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয় ॥

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দয়াল নিত্যানন্দ পাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে,—"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ।'

৭। নামবলে পাপ প্রবৃত্তি

হরিনামেই যখন যাবতীয় পাপ ধ্বংস হয়, তখন যত বড় বড় পাপই হউক না কেন, হরিনাম থাকিতে আর পাপের ভাবনা কি? পাপও করি, হরিনামও করি, সকল ক্ষয় হইয়া গড়পড়তা সমান থাকিব। সারাদিন অন্যায় কার্য্য করিব, সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় বসিয়া একটু চক্ষু মুদিয়া থাকিব, অথবা গুরুঠাকুরের প্রদত্ত মালাগাছি "ঠকাস তো ঠকিস না" বলিয়া গোটা চারিবার ঘুরাইব, তবেই পাপের বাবা পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকিতে পারিবে না। আবার অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান যাহারা, তাহারা অজামিলের কথায় মিল জুটাইয়া অন্তিমকালের অপেক্ষায় হরিনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন কার্য্যটি মুলতুবী রাখিয়া যতযত ঠকামী বাউলামী সুপ্রসিদ্ধ নিষিদ্ধ পাপাচরণ আছে, সবই শেষ করিতে থাকেন, কোনটাই বাদ যায় না। কিন্তু অত্যন্ত মূর্খতানিবন্ধন ইহা উপলব্ধি হয় না যে, অনাদিকালের পাপাসক্তি কখনও অন্তিমকালে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া হরিনামাশ্রয় গ্রহণ করিতে দেয় না।

ইহারা সকলেই কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের অনুসরণে হরিনাম গ্রহণ ব্যবস্থা করিতে চাহেন; তাহাতে নামাপরাধই আবাহন হইয়া যায়।

> 'ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ
> প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জর-শৌচবৎ ॥'
>
> (ভাঃ ৬।১।১০)

অর্থাৎ লোক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই সকল পাপ পুনরায় করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হস্তীস্নানের ন্যায় নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়।

ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, হরিনাম-গ্রহণকারীর পাপপ্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে, পাপপ্রবৃত্তি থাকাকালে শুদ্ধ হরিনাম হইতে পারে না।

শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে মহোৎসব

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর,
মেদিনীপুর।

আগামী ২৮শে বৈশাখ ১৩৩৯ সাল, ১১ই মে শনিবার ও তৎপরদিবস শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহামহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান

অন্যথা ... ভজে কৃষ্ণ, দুই নাশ করে। ... যাহা ... তুমি ...

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতিসামান্যবাদী ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিক্রুবগণ নিজেদের শৌক্র অভিমান বজায় রাখিবার জন্য যে কতপ্রকারেই শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া 'জয়' কে 'নয়' এবং 'নয়'কে 'জয়' করিবার চেষ্টায় আছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। সর্ব্বাবতারাবতারী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃতলীলাপূর্ণকারী স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া জগজ্জীবকে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অতিভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন বহির্মুখ জগৎ তাহার অনুসরণ করা দূরের কথা বরং কপটতাপূর্ব্বক "উহা পরমহংসের আচরণ, আমাদের অনুসরণীয় নহে" এই ছলনাদ্বারা জগদ্গুরু নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রকারান্তরে বৈষ্ণবসর্ব্বপ্রেমদর্পোৎসাদনকারী সুতরাং শ্রীচৈতন্যমতবিরোধী বলিতেও ত্রুটী করিল না। জগৎ নিত্যানন্দের অযাচিত করুণা গ্রহণ করিল না, নিত্যানন্দ চরণে অপরাধ করিল, শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধনিবন্ধন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভেও তাহারা বঞ্চিত হইল, কিন্তু তাহাতে জগতের কিছু যায় আসে কি? অতি মূঢ় জাত্যভিমানের জন্য জগৎ অহৈতুকী কৃপা-বারিধি অনর্পিতচর প্রেমধনপ্রদাতা মহাবদান্য গৌরনিত্যানন্দের অযাচিত দান অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করিতে পারে! এমনই দুরদৃষ্ট জগতের। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু বড় আক্ষেপ করিয়াই বলিয়াছিলেন—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

*　　　*　　　*

(কিন্তু) মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম।
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)

বহির্ম্মুখ জগৎ আজ তাহার অতি বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতাহেতু ভক্তপ্রাণ ভক্তবৎসল ভগবানের প্রিয়ভক্তে জাতিবুদ্ধি অথবা সেই ভক্তের সহিত অভক্তকে সমান বুদ্ধি করিয়া ভগবানের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতেও পশ্চাৎপদ নহে! শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী যে গৌরভক্তবৃন্দের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণ-বাঞ্ছিত স্বর্গাদি লোক খ-পুষ্পের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়বর্গ উৎপাটিত-বিষদন্ত সর্পবৎ, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণসুখময় ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানন্দময় এবং ব্রহ্মসুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত যে ভক্তের কৃপাকটাক্ষপ্রার্থী, যে ভক্তের গুণমান বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ও আজ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ, যে ভক্ত-পদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষই সাধক জীবের একমাত্র সাধনবল, কেবল মাত্র যাহার সাধন হইতেই জীব কৃষ্ণপ্রেমধনলাভে সমর্থ, সেই ভক্তপাদপদ্মে অপরাধী হওয়া কি বড়ই সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিতে হইবে? ভক্তহৃদয় ভগবানের ভক্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবান্‌কে তুষ্ট করিতে যাওয়া কি সেই ভগবান্‌কেই উপহাস করা নহে? অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট জীব আমরা সামান্য কয়েকটু পুণ্য-প্রভাবে উচ্চবর্ণাভিমান মাত্র লাভ করিয়া কোন্ সাহসে অক্ষয়পুণ্যবান্ ভগবৎপ্রিয়পার্ষদগণকে হীন বুদ্ধি করিতে সাহসী হই? ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীবোদ্ধার-কল্পে ভগবদিচ্ছায় যে যে কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে জাত্যংশে হীন বলিয়া অসম্মান করিতে কোন্ সাত্বত শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিতেছেন? আবার ভক্তের সম্মান আছে বলিয়া অভক্তকেও যে সেই সম্মান দেওয়া হইবে, তাহাই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? জাতিকুলাদি বিচার হইতে যেমন ভক্তচরণে অপরাধ সঞ্চিত হয়, ভক্তের সহিত অভক্তকে সমপর্য্যায়ে গণনা বা চিজ্জড় সমন্বয়-চেষ্টাও তাদৃশ অপরাধের জনক। যাঁহার যেরূপ সম্মান প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে, রামভক্ত হনুমান্ কপিকুলে, বিভীষণ রাক্ষসকুলে ভক্তকুল পবিত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যবুদ্ধিতে হীন জ্ঞান করিতে হইবে? অথবা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দৈত্য, বানর ও রাক্ষসকুলকে প্রহ্লাদাদির সমশ্রেণীভুক্ত জ্ঞানে সম্মান করিতে হইবে? অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন জগৎ এসকল বিচারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে বলিয়াই গৌর নিত্যানন্দের ভক্তবৃন্দের চরণে নানাবিধ অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকে। যে উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—"মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১১.৪১), শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে যিনি "সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ" বলিয়া কীর্ত্তিত, যাঁহাকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রিয়পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপালরূপে গৌরভক্তগণ সম্মান করেন, পাণিহাটীতে চিড়াদধি মহোৎসব-কালে যিনি নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দের সহিত একত্র মহাপ্রসাদ-সেবানন্দ লাভ করিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠপঃ

'চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণে।
বড় বড় লোক বসিল মণ্ডলী রচনে॥

*　　*　　*　　*　　*

উদ্ধারণ আদি যত, আর নিজজন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥'

যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিশ্বম্ভরের অভিন্ন বিগ্রহের নিত্য সেবাধিকার প্রাপ্ত, সেই মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ঠাকুর উদ্ধারণকে নীচ জাতি-জ্ঞানে অবজ্ঞা কি গুরুতর অপরাধের কার্য্য নহে?

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভক্তকে জাতিসামান্য-বোধে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন যে কিরূপ উৎকটপ্রীতি তাহা কপটগণ গোপনের চেষ্টা করিলেও অন্তর্দর্শী সাধুগণের বুঝিতে কিছুই বাকী থাকে না। ভক্তগণ দৈন্য করিয়া নিজদিগকে হীন বলিতে চাহিলে কি আমরাও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে অপরাধী হইব? কোন কোন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তজাতিগোস্বামী আবার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন,—"আমরা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ বা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি-বিধান করিতে পারি না, তবে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে পারি।" কি স্পর্দ্ধার কথা! যিনি ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ, তাঁহাকেও কিনা জাতিসামান্য জ্ঞানে অবজ্ঞা? শৌক্র জাতিমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই কি গৌরনিত্যানন্দ অবতীর্ণ? তাঁহারা ত আচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার জন্যই অবতীর্ণ, তাঁহারা ত উত্তম অধম কাহাকেও বিচার করিয়া প্রেমসম্পৎ দান করেন নাই? মহাপ্রভু ত বলিয়াছেন—যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীনছার, তবে সেই ভক্তকেই বা [illegible] জ্ঞান করা কেন, আবার ভক্তের সহিত অভক্তের সমন্বয় প্রয়াসই বা কেন? হয় মহাপ্রভুকে মানি না বলিতে হইবে, না হয় মহাপ্রভুর বিচার নিষ্কপটে গ্রহণ করিতে হইবে, কপটতা করিলে চলিবে না।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বহু অনুগত জন ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত আছেন। ব্রহ্মণ্য-ব্রাহ্মণ বিচার পূর্ব্বক সম্মানের তারতম্য বিহিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ যবন-কুলোদ্ভূত হরিদাসের পাদোদক পান করিয়া নিজেদের জাতিকুলমান নষ্ট করিতেন না, ধর্ম্মসংরক্ষক মহাপ্রভুও তাহা অনুমোদন করিতেন না। শ্রীল দাস গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া নিষ্কপটে অতি নীচবর্ণ ভূঁইমালী কুলোদ্ভব ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী হওয়া মহাপ্রসাদে বিশ্বাসের আদর্শ প্রদর্শন করায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন—

বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভু কৃপা-সীমা॥

অর্থাৎ মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হেতু কালিদাস ব্রহ্মাদি দেবতারও দুর্ল্লভ মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্র পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এইরূপ বহু বহু আদর্শ হইতে সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে যে, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা কখনও গৌরানুমোদিত পন্থা নহে। মহাপ্রভু ভক্তাভক্ত বিচার দ্বারা বর্ণাশ্রম বিধান রক্ষা করিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভক্তের জাতি বিচার দ্বারা বর্ণাশ্রমবিধান পালনকে নিতান্তই আসুর প্রচেষ্টা বলিয়াছেন।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্রদান-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের পুনরালোচনায় পাঠকগণের অনেক সময়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ এসকল বিষয় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা সংশয়-নির্ম্মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান হইবার চেষ্টা করিবেন। আমরা আগামী বারে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শ্রীধাম পুরী

শ্রীধাম পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসব এবার অনেক পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইতেছে। আগামী ২৮শে বৈশাখ (১৩৩৬) হইতেই সাগরোপকূলে 'পোড়াকুটী' নামক এক বৃহৎ বাড়ীতে শ্রীগ্রন্থপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনমুখে মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলাক্ষেত্র। মহাপ্রভুর প্রথম ২৪ বৎসর গৃহস্থাভিনয়ে 'আদিলীলা', শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ৬বৎসর সমগ্র ভারতে প্রচাররূপ মধ্যলীলা আর শেষ ১৮ বৎসর আস্বাদনরূপ অন্ত্যলীলা। একক্রমে ১৮ বৎসর ধরিয়া মহাপ্রভুর কেবল নীলাচলে অবস্থান—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ১ম)—

'অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥'

"সুতরাং শ্রীগৌরপ্রিয়বসতিস্থল বলিয়া শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বড় আদরের স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা এখানে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট নামাপরাধ-কীর্ত্তনকারী বহু প্রাকৃত সহজিয়া জুটিয়া মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারের বড়ই বিঘ্নোৎপাদন করিতেছে। প্রাকৃত সহজিয়াদলের ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে—এখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ স্বরূপদামোদর ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোন কথারই প্রশ্রয় দেন না। যিনি যতই নামের ছড়াগান করুন, উত্তম মার্দ্দঙ্গিক হউন, উত্তম গ্রন্থ লিখুন কিম্বা কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করুন, স্বরূপদামোদর তাহা সিদ্ধান্তসম্মত ও রসাভাসদোষ নির্ম্মুক্ত না দেখিলে কখনই মহাপ্রভুর শ্রুতিগোচর করিবেন না। যদি কেহ শ্রীল স্বরূপদামোদরের—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥" এই চরম হিতোপদেশ পালনে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার এই ধামবাসে যোগ্যতা লাভক্রমে মহাপ্রভুর কৃপালাভে সামর্থ্য ঘটিবে। মহাপ্রভুর কৃপা হইলেই শ্রীঅর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শনসৌভাগ্য লাভ হইবে। দোষচতুষ্টয়দুষ্ট মনুষ্য কল্পিত 'ছড়'-নাম বহু জন্ম ধরিয়া গান করিলেও নামাপরাধ দূর হইবে না, সুতরাং মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলা আদৌ উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের দিকে আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে মহাপ্রভু এবং তাঁহার বৈরাগ্য-প্রধান ভক্তগণের অপ্রাকৃত মহদ্ভাবের যে অনুকরণ করিতে যান, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া বসে। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের শুদ্ধভক্তবৃন্দ উৎকলবাসি সজ্জনগণকে এসকল কথা গ্রন্থপাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি মুখে জানাইয়া সর্ব্বক্ষণ নামাপরাধী অসজ্জনসংসর্গ ত্যাগের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেছেন। ভক্তদের বাহ্যানুষ্ঠান মাত্রকেই ভক্তি বলে না, তাহা ভক্তির ছলনায় আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-মূলক কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত শ্রীক্ষেত্রবাসী হইলেও জীবের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবে কদাচ প্রাকৃত অর্থের বুদ্ধি দূর হইয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ হয় না। গুরু-গৌরাঙ্গকৃপা-ক্রমেই জীব 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ' শ্লোকার্থ উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রসাদে ডালভাত বুদ্ধি, শ্রীজগন্নাথ দেবের অর্চ্চামূর্ত্তিকে প্রাকৃত কাষ্ঠ বুদ্ধি, নামকে শব্দ সামান্য বুদ্ধি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি রূপ মহাপাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামের উদ্দেশ্য কেবল সমুদ্র দেখা, হাওয়া খাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃত স্বাস্থ্যোন্নতি-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইলে, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। অপ্রাকৃত শ্রীভগবদ্ধাম ধামান্তর দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া লওয়ার ন্যায় নিন্দনীয়তা আর কিছু থাকিতে পারে না। শ্রীধামে যাওয়ার উদ্দেশ্য শ্রীধামবাসী শুদ্ধভক্তসজ্জনাশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অপ্রাকৃত স্বাস্থ্য বা আত্ম প্রসন্নতা লাভ করা। ভক্ত ব্যতীত ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতা কে দিবেন ? সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে নামাপরাধী অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবগণ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম ধামাদির মাহাত্ম্য শ্রবণপর হইয়া নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান্ হউন।

'হরির লুট'

শুদ্ধ পারমার্থিকগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন সুবিধাবাদী হইয়া নানা প্রকার দেহ ও মনোধর্ম্মকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, কাজেই বিদ্ধ সম্প্রদায়ে সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্ম অতি সহজেই প্রচলিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় বহির্ম্মুখ সমাজে শাস্ত্রীয় সদাচার প্রচলন করিতে পারমার্থিকগণকে যে বেগ পাইতে হয় যথেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয়প্রীতিকামিগণকে অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছ আচার প্রচলন করিতে সেরূপ কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মি-সমাজ নিরূপগতভাবে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বরূপগত স্বভাবত তাহাদের নিকট অভিনব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু দেহাত্মগত কোনপ্রকার আচার ব্যবহার সেইরূপ অভিনব মনে হয় না। কাজেই তাহারা সেইসকল ব্যাপারকে সহজে গ্রহণ করিয়া ফেলে।

এইরূপে বহির্ম্মুখ-সমাজে অনেক আচার প্রচার ধর্ম্মের অঙ্গরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে, শুধু প্রবিষ্টমাত্র হয় নাই, সেই আচার প্রচারগুলি এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল অশাস্ত্রীয় ব্যাপারই বর্ত্তমান বিদ্ধসমাজে পরমশাস্ত্রীয় ও মহাজন-অনুমোদিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রচারগুলি নূতন বলিয়া মনে হইতেছে, কেননা, শাস্ত্রীয় আচার প্রচারের গ্রাহক ও আচরণকারীর সংখ্যা খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ জাতিগোস্বামিবাদ বা জাতিবৈরাগিবাদ। মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদভক্তগণ কিম্বা কোন শাস্ত্র কখনও কি এই অশাস্ত্রীয়-মত সমর্থন করিয়াছিলেন ? কিন্তু বর্ত্তমানে বহির্ম্মুখ-সমাজে ইহা এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই অশাস্ত্রীয় মতের প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় কোন বিচার বলিলেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কোন প্রামাণিক লীলাগ্রন্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত হরির-লুটের ব্যবস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্ত্তিকালে বিদ্ধ সম্প্রদায়ে যেমন কর্ত্তাভজাদলের সতীমার সমাজের মহোৎসবাদিতে বা হরিবোলা দলের যথেচ্ছ আচারাদিতে এইরূপ হরির লুটের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবোলা-দলে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্টদ্রব্যাদি 'হরিরলুট' দিয়া কাম্যপূজা ও সংস্কার সমাধা করিবার ব্যবস্থা আছে; কর্ত্তাভজা-দলের সতীমা-সম্প্রদায়েও তদ্রূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা উৎসবাদিতে বা সঙ্কীর্ত্তনান্তে ঐরূপ বাতাসা নিক্ষেপাদি করিয়াও 'হরিরলুট' দিয়া থাকেন।

কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্রজ্ঞানহীন গ্রাম্যলোকের গ্রাম্য বা মেয়েলি আচার কিম্বা বিদ্ধসম্প্রদায়ের, কাম্য-আচার যদি মনোধর্ম্মি-সমাজে প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পারমার্থিকগণ তাহাকেই শাস্ত্রীয় সদাচার বা ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কোন দ্রব্য সঙ্কীর্ত্তনমুখে ভগবানে নিবেদিত হইলে অথবা অর্চ্চন-প্রণালীতে শ্রীতুলসী দ্বারা ভগবানে নিবেদিত হইলে সেই প্রসাদ বস্তুকে জনতা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অনেকের পদদেশে পতিত হইতে পারে। অথবা অনবধানতাবশতঃ ভূনিক্ষিপ্ত প্রসাদ পদধারা মর্দ্দিত হইতে পারে, প্রসাদবস্তুকে শিরে ধারণ করাই কর্ত্তব্য, তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতিভক্তি বা প্রেমোন্মত্ততা দেখাইতে গেলে নানাভাবে মহা-অপরাধেরই আশঙ্কা, কাজেই শুদ্ধ পারমার্থিকগণ প্রসাদকে জনতামধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দিয়া অপরাধের প্রশ্রয় দেন না।

প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনুকরণ-প্রথাই প্রবল। অপ্রাকৃত ভক্তগণ প্রেমভাণ্ডার লুটপাট করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত কামাসক্ত লোকগণ ভোগবুদ্ধি লইয়া অনুকরণ বৃত্তিতে সেইরূপ উন্মত্ততা দেখাইতে গেলে তাহা কখনও 'প্রেম' বলিয়া গণ্য হইবে না। ভক্তি আত্মার সহজবৃত্তি, উহা অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

প্রসাদ প্রত্যেকের হস্তে প্রদত্ত হইতে পারে। কোন বিষয় কামনা করিয়া হরিরলুট প্রভৃতি দেওয়ার প্রথা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, উহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা। কারণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নাম—বৈষ্ণবতা, আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কামনার নাম—অবৈষ্ণবতা। ঐ সকল গ্রা[মা] আচার ব্যবহার—যাহা বিদ্ধসম্প্রদা[য়ে] প্রচলিত আছে—বাজারে যাহা বৈষ্ণব[ধর্ম] বলিয়া বিকাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু [ও] তাঁহার চরণানুরাগি ভক্তগণ কখনও [সে] সকল আচার ব্যবহারের প্রশ্রয় দেন নাই। পারমার্থিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যা[গ] করিবেন।

নামাপরাধ

৮। অশ্রদ্ধাবানে নামোপদেশ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি[…])

শ্রদ্ধাহীন—যাহারা বিষ্ণু বৈষ্ণবে[…] নাম গুণ শ্রবণ অনিচ্ছুক ও বিমুখ ব্যক্তি[র] নিকট নামোপদেশ' নামাপরাধ। তা[ই] প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের [স্তব] করিয়া কহিলেন—

"মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃ প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান গজযূথপায়॥" অর্থা[ৎ] ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজঃ প্রতাপ, শরীর-বল, পৌরুষ, প্রজ্ঞা [ও] অষ্টাঙ্গ যোগ—এই দ্বাদশ গুণও পর[ম] পুরুষের আরাধনায় যোগ্য হয় [না]। যেহেতু গজযূথপতির (শ্রদ্ধাজাত) ভক্তি[তে]ই ভগবান তুষ্ট হইয়াছিলেন। (অর্থা[ৎ] দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই আরাধনার যোগ্য।)

উল্লিখিত দ্বাদশ গুণে যাহারা নিজে[কে] অর্থাৎ দেহ মনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজ[…] তাহাতেই নিবিষ্ট তাহারাই অশ্রদ্ধাবান্ অতএব উদরম্ভরিগণ জঠরানল নির্ব্বাপণ[…] আয় অর্থগৃধ্নু হইয়া যত্র তত্র ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন ব্যবসাদারী, কত বড় নামাপরাধ তাহা প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যে বিদ্যমান। কেন যে পেটুক সমাজ নরকে লাইন ক্লিয়ারের জন্য এত লাগিয়া পড়ি[য়া]ছে, কোন ভাল কথাই তাহাদিগে[র] কাণে প্রবেশ করিতেছে না, তাহারা [যে] অতি দীন। সাধুরা তাহাদিগের ক[র্ণ]মূলে একথাটা পুনঃ পুনঃ পৌঁছাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কার্য্য করিতেছে না। তাহা[র] উপায় কি ? ব্যবসাদারী বুদ্ধিটা পরিত্যা[গ] করিলে নিজেরও, মঙ্গল জগতেরও মঙ্গল বণিক্ বৃত্তি দ্বারা কখনও পারমার্থিক উন্ন[তি] হয় না। এই ব্যবসাদারের তাণ্ডবনৃত্যে জনসমাজ আরও অধিকতররূপে হরিনা[ম] শ্রদ্ধাহীন হইয়া নানাপ্রকার আমো[দ] প্রমোদকেই বহুমানন করিতেছে জগতে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের বড়ই দুর্ভিক্ষ তদুপরি শুদ্ধ-নাম-কীর্ত্তন-শ্রোতার আর[ও] দুর্ভিক্ষ যেহেতু ব্যবসাদারের খাম্‌খেয়া[লি] লোকের অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়াছে।

৯। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি

যাহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি দ্বারা নামে জ্ঞানপূর্ব্বক হেলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গাহিয়াছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৬)

"(যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়,) মনুষ্যমাত্রেরই সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসময়ে সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।"

অধুনা আমরা অনেক স্থলেই হরিনাম-গুণলীলা শ্রবণ করি বটে, কিন্তু উহা কীর্ত্তনকারীর অযোগ্যতা-নিবন্ধন অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী স্বয়ং নামে শ্রদ্ধালু নহেন, শুধু কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থে বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় নামটীও একরূপ পণ্য বিশেষ মনে করিয়া বিপণি খোলায় নামপ্রভু কখনও সেইরূপ দোকানে আবদ্ধ থাকেন না, পরন্তু মায়াই ছদ্ম নামরূপে সেই কীর্ত্তনকারীর অন্তরে বাহিরে থাকিয়া প্রাকৃত শ্রোতৃমণ্ডলীর আপাত সুখ বর্দ্ধন করিতেছে। সুতরাং মায়ার আপাত মনোরম সুখের পরিমাণ যত বেশী, তৎপরক্ষণে দুঃখের পরিমাণও ততোধিক বলিয়া, পুরাণ বস্তুতে পুরাতন বোধে অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়া থাকে। সেইজন্য তারক-ব্রহ্ম নাম-কীর্ত্তনে অনেকের রুচি টানিয়া রাখিবার পুনরায় নূতন নূতন ছড়া বাহির করিয়া সুর-তান-লয়ে মিশাইয়া প্রাকৃত শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণ রসায়ন করা কর্ত্তব্য বোধ হইয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিতেছে। ইহাতে জনসমাজ আরও অধিকতররূপে নাম-মাহাত্ম্য অবধারণে অযোগ্যতা লাভ করিয়া ভীষণতম নামাপরাধে পতিত হইতেছে। যদি নাম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কিছু মঙ্গল লাভের আশা থাকে, তবে বাস্তব নাম-পরায়ণ সাধুর চরণাশ্রয়ে নামাপরাধ-গ্রন্থিগুলি খুলিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। অহং-মমভাব নামাপরাধ

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়-বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থ বুদ্ধির মধ্যে কোনটাই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।"

অর্থাৎ, এই স্থূলশরীরে আমি-বুদ্ধি—আমার এই শরীরটা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ ইত্যাদি বুদ্ধিতে দেহের সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের উপরে আমার বুদ্ধি, আমি মাটী, কাঠ, পাথর ও ধাতু প্রভৃতির মূর্ত্তিতে যদি ঈশ্বর বুদ্ধি করি, তবে তাহারা ঈশ্বর হইয়া যান, আবার তদ্বিপরীতাবস্থায় অনিশ্বরত্ব উপস্থিত হয়, অনেক গৃহাস্থর গমন-বিমুখ আড়ম্বরের ও কার্পণ্য-দোষ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্ভাগ্যবশে বলিয়া থাকেন, "মন্ চায় তো কাটোরার গঙ্গা" অর্থাৎ মনে চিন্তা করিলে নাকি কড়ঙের খোলায় আবদ্ধ জলও মনোধর্ম্মিগণের গঙ্গা হয়, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ মহাপরাধ অর্ব্বাচীন সমাজের গণসংখ্যার প্রসাদে আজকাল বহু বহু স্থলে ঝাড়ে, জঙ্গলে, খালে, খন্দকে, ডোবায়, বিলে, নদীতে, এমন কি কূপে, নূতন নূতন তীর্থের আমদানী দেখা দিতেছে। ইহাদিগের ধারণা টাকা পয়সা ব্যয় ও শারীরিক কষ্টসাধন করিয়া এত দূরদেশে তীর্থধামে যাইয়া প্রয়োজন কি? "ভ্রমিয়া বার, ঘরে বসিয়া তের।" সুতরাং ঘরে বসিয়া গঙ্গাস্নানের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভাল। ছোট বেলায় একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—কোন একজন সন্ন্যাসী সাধু শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড-স্নানে গমন করেন, তখন ত' আর এখনকার মত রেল ছিল না, তাই পদব্রজে যাইতে অনেক দিন বিলম্ব হইত, রাস্তায় বিশ্রাম লইতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইত, ইতোমধ্যে রাস্তায় সন্ন্যাসী মহাশয় তাঁহার কোন শিষ্যের কন্যার সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কন্যাটীর নাম রাধারাণী, সুতরাং উভয়ে বস্ত্রাঞ্চল গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া সন্নিকটে একটা ধান্যক্ষেত্রের গর্ত্তে 'জয় রাধে' বলিয়া ডুব দিতে লাগিলেন, স্থানীয় সভ্য ও ভদ্রমণ্ডলী সাধুর অসভ্যতা দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজি! একি করিতেছেন? উত্তর—রাধাকুণ্ডে স্নান। ভদ্রমহোদয়—এ কেমন রাধাকুণ্ডে স্নান? বাবাজী—মন চায়তো কাটোয়ায় গঙ্গা, আমি যদি মনে করি ইহাই রাধাকুণ্ড, তবে কি ইহা রাধাকুণ্ড না হইয়া পারে? বিশেষতঃ মহাপ্রভু ও সনাতন গোস্বামী এইরকম ধান্যক্ষেত্রে মাথা গুঁজিয়াইত রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর আমি রাধারাণীকেও এখানে অবগাহন করাইলাম সুতরাং সত্যই এটি রাধাকুণ্ড হইল; আপনারাও ইহাতে স্নান করুন রাধাকুণ্ড স্নানের ফল হইবে।

ভ। আপনার পত্নী কি করিয়া রাধারাণী হইল? মানুষ কি প্রকার রাধা?

বা। অজামিলের পুত্র যদি নারায়ণ হয়, তবে আমার রাধারাণী রাধা হইবে না কেন?

আধুনিক মনে করা জগৎটা কি এইরূপই অপরাধময় ধারণায় পূর্ণ নহে? যে জন্য নূতন নূতন মত, নূতন নূতন পথ, নূতন নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়া অহং-মম ভাবের পরিপুষ্টি হওয়ায় হরিনাম, ধাম, ভক্ত, গঙ্গা তুলসী, ভাগবতাদির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা দ্বারা দিনদিন নামাপরাধে নিমজ্জিত হইয়া রসাতলের অতলতলে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইতেছে?

বর্ত্তমানে এই দশবিধ নামাপরাধ বহু শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া নূতন নূতন ফল প্রসব করিতেছে। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় আমাদের ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন হওয়ায় নামনামী অভিন্নাত্মা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকটিত হইয়া জীবের যাবতীয় অপরাধরূপ আবর্জ্জনা ভস্মে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা, প্রাকৃত সংস্কার মতের আবাহন করিয়া পুনরায় কলিজনোচিত ব্যবহারে শুধু নামাপরাধই করিতেছি।

যে পর্য্যন্ত আমরা দীনচিত্তে নিরপেক্ষ বিচারে নামাশ্রয়কারী নামপরায়ণ সাধুর চরণে প্রপন্ন হইয়া সর্ব্ববিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে আলোচনার অবকাশ না পাইব, সে পর্য্যন্ত—

'বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন ॥ হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার। তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥ তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর। কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টী,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেদান্তরত্ন মহাশয় দম্ভের সহিত বলিয়াছেন—"শঙ্করদেবের মতে যাহা আছে, ভাগবতে তাহা আছে এবং ভাগবতে যাহা নাই শঙ্করদেবের মতেও তাহা নাই। কিন্তু ভাবুক চৈতন্যভাগবত ছাড়া বহু কথা বলিয়াছেন।" বেদান্তরত্ন মহাশয়ের ভাগবত সম্বন্ধে এক কাণাকড়িরও জ্ঞান নাই, ইহা তাঁহার শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি হইতেই বেশ জানা যাইতেছে। তিনি কি প্রকারে জানিলেন ভাগবতে কি আছে, যাহা শঙ্করদেবের মতে আছে? তিনি যাহা ভাগবতে ও শঙ্করদেবের মতে দেখিতে পাইতেছেন, তাহা ভাগবতের মত নাও হইতে পারে? একই ভাগবতের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তপর ভাষ্যও বহু রহিয়াছে। তাহা হইলে প্রত্যেক খানিতে ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলা নিশ্চয়ই ভুল। ব্যাসের তাৎপর্য্য কোন্ খানিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আবার ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাসদেব স্বয়ং সম্যক্ অবগত আছেন কিনা ইহাতেও মহাদেব সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ ॥"

এই শ্রীধরস্বামীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

শ্রীধর-স্বামি-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥"

এই জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামীর ভাগবত ব্যাখ্যাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া মহাপ্রভুর ভাগবত ব্যাখ্যা অবস্থিত। মহাপ্রভুর ব্যাখ্যাতে ভাগবত-তাৎপর্য্যের অবধি প্রাপ্তি হইয়াছে। অন্যান্য বক্তার অসম্পূর্ণতা তাঁহার ব্যাখ্যাতে নাই। বেদান্তরত্ন মহাশয় বৈষ্ণবের আনুগত্যে যতই ইহা আলোচনা করিবেন, ততই এই সত্য উপলব্ধি করিবেন। তিনি বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত সমূদয় শ্রবণ না করিয়া, অথবা দেহে আত্মাভিমান-বশতঃ ঐ গুলি উপেক্ষা করিয়া, যে আধ্যক্ষিক জ্ঞানের আলোকে শঙ্করদেবের মতে ভাগবত দর্শন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ঠিক ঐ জ্ঞানই শঙ্করদেবকে ভাগবত হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিত করাইয়াছেন দেখিতে পাইবেন। তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত শঙ্করদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, শাস্ত্র-যুক্তিমূলে তাঁহার তথা-কথিত প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অপসিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হবে। তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রত্যেকখানি গ্রন্থের আলোচনা হইতে ইহা দেখান যাইবে যে, শঙ্করদেব ভাগবতের আলোচনা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে আদৌ করেন নাই। অবশ্য বেদান্তরত্ন মহাশয়ের তর্কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদোষ ক্ষালনে চেষ্টিত না হইয়া স্বদীয় গুরুবর্গেরই আদর্শ অনুসরণ করিবেন নিশ্চয়। শঙ্করদেব মাধবদেবও একদিন বেদান্তরত্নের মত রূপ সনাতন গোস্বামি দ্বয়ের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা,—গুরুচরিতে—

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য। ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী :

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	[illegible]
৩।	আচার ও আচার্য্য	/৷
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠমণি	[illegible]
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ [illegible]
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	[illegible]
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	[illegible]
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	[illegible]
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামুনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs. 3/8/-, *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calc

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সমাধানপূর্ণ ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা৷০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৬

স্থবিরলগুড় ন্যায়

(দ্বিতীয়ানন্দ-সংঘর্ষ)

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আর্য্যসমাজীদল কাথিওয়ার প্রদেশে অভ্যুদিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও বহুকাল পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশের আদিপুরুষ বিজয় পাণ্ড্যের সমসাময়িক, শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ, তৎপরে পেরম্বেদুরের শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকাচার্য্যপাদ ও তাঁহার পরমগুরু শ্রীআলবন্দারু মুনি সাত্বত সনাতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে সকল শাস্ত্র-বিচার আলোচনা করিয়াছেন, যাহা "বোরো-ধান্যের ভাগের অংশ গ্রহণ"-প্রভাবে কল্পিত তথা-কথিত সনাতন ধর্ম্মের আশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ণাকাশে পূর্ব্বে শ্রুত না হইয়া থাকিলে, সেই শ্রবণাভাব কাহার দায়জ্ঞাপক ?—ইহাই প্রশ্ন। অর্ব্বাচীন কাক অমেধ্যগ্রহণ শিক্ষা করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা অতুলনীয় বলিয়া মনে করিলেও প্রাচীন লোক বাক্যের অর্ব্বাচীনত্ব বুঝিয়া উহার কাকারবে কোন দিনই কর্ণপাত করেন না। জিজ্ঞাসা করি—অপ্পয় দীক্ষিতের 'পরিমল' কি বিপ্রলিপ্সাদি দোষাচ্ছন্ন অনুঢানমানী বৃদ্ধের আলোচনার বিষয় হয় নাই ? ত্রিজটুরো ও সারদাপীঠের বিচারপ্রণালী বা কাশ্মীরাগমের আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ না করিয়া বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া কূপমণ্ডুক বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই কি প্রকৃত অভিজ্ঞতার চরম সীমা লাভ হইল ?

অনভিজ্ঞ মৎসর সমাজে যে যত ন্যাকামী বোকামী করিতে পারিবে, সে ততই 'পণ্ডিত'। আর যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, শাস্ত্রনিষ্ঠ ও সমুদার-বুদ্ধি, তাঁহারাই 'পণ্ডিত নামধারী' বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন, আর পাণ্ডিত্য-বিহীন চপল বহুভাষী ব্যক্তিই বহুজ্ঞ পণ্ডিত (!) বলিয়া "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" নীতি বা কলিযুগোচিত "পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ" ধর্ম্ম যে অবলম্বিত হইবে,—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় না থাকিলেও আমাদের কিন্তু তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানীর কথার উত্তর দিতে গিয়া বহুমূল্য সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই।

উর্ব্বশী কায়োদ্ভূত বশিষ্ঠগোত্রীয় নবজাত কায়স্থগণ যে মুদ্রাঙ্কনশালার লিপিকার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহাও উৎকল দেশীয় করণ সম্প্রদায়ের বিচার-পুষ্ট। পূর্ব্বে লিপিকারগণ 'কায়স্থ' বলিয়া পরিগণিত হইতেন এবং সেই বৃত্তিবশে তাঁহাদের শূদ্রাভিধান হইত। উদরোপস্থ ধারণার্থ অধুনাতন কায়স্থ লিপিকারের কা[র্য্যা]দি শাস্ত্র প্রকাশক ছাপাখানাওয়ালার প্রুফ সংশোধনের করণবৃত্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু পরমার্থ প্রচারকের ছাপাখানার পণ্ডিতগণ লিপিকার-বৃত্তিজীবীর অন্তর্ভুক্ত-সূত্রে কোন দিনই কায়স্থ নহেন। কায়স্থবৃত্তিজীবী কায়স্থ ও কায়স্থ ভৃত্যবর্গ কখনই শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা নহেন, পরন্তু লিপিকার মাত্র।

অবৈষ্ণব কায়স্থ শাস্ত্র বিক্রয় করিয়া উদর পূরণ করেন, কিন্তু পরমার্থানুশীলনকারী বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণব কায়স্থের ন্যায় লিপিকারোপজীবী না হইয়া যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ করেন ও শাস্ত্র-প্রকাশ-বিষয়ে যে সকল আনুষ্ঠানিক বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতাই সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে নবজাত কায়স্থগণের অবিচ্ছিন্ন সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণকুলে জাত হইবার পরিচয় থাকিলেও শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহাদিগকে 'নবজাত কায়স্থ' বলিয়া, তাঁহাদেরই মুখে প্রকাশ করিয়া দেন। আর "অন্তঃ শাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" নীতি অবলম্বন করিয়া বাদরায়ণ সূত্রের শাক্তেয়পর ব্যাখ্যার রোমন্থন কার্য্যে নিযুক্ত নবজাত উর্ব্বশী-কায়োদ্ভূত কায়স্থ-সম্প্রদায় পাঁচথুপীর অধিকারী-বংশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর বিচারানুসারে যে 'নগ্নমাতৃক' ন্যায়াবলম্বনে মূঢ়তা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহাতে পুরাণের সনাতন বিধিসমূহ শুনিবার অবকাশ তাঁহাদের থাকে না। ঐ সকল নবজাত কায়স্থ সম্প্রদায় পঞ্চোপাসনায় অবস্থিতি হেতু ভক্তির কোন সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের রোমন্থনকার্য্য প্রাকৃত-সহজিয়া স্মার্ত্তকুলের অনুমোদিত হইলেও সনাতন বেদবিরুদ্ধ, সন্দেহ নাই।

'শূদ্রকমলাকর' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধে নট ও বরুডের সমশ্রেণীস্থ কায়স্থ, চান্দ্রসেনী কায়স্থ ও ব্রহ্মকায়স্থ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের কথা দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা শূদ্র, কেহ বা ক্ষত্রিয়, আবার কেহ বা ব্রাহ্মণ আছেন। দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের মধ্যে 'কায়স্থ বৈষ্ণব' নামক কোনও সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু শৌরসেনী, মাগধ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ কায়স্থের উল্লেখ আছে। ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রে এক শ্রেণীর কায়স্থের অপকার্য্যের কথাও উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীর কায়স্থগণের ভৃত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া যাঁহারা নিজেদের অসৎ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক প্রাণধারণ করেন, সেই সকল বিভিন্ন জাত্যুৎপন্ন গোলাম শ্রেণীর কায়স্থগণও, দেখিতেছি, নিখিল ব্রাহ্মণ কুলগুরু বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন !!! উৎকলদেশেও এইরূপ কায়স্থ বা করণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর কায়স্থজাতি আছে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত অভিভাষণকারীর 'কায়স্থ' শব্দ-প্রয়োগ ব্রাহ্মণব্রুবতারই পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। ব্রাহ্মণব্রুবগণের যে লোকবঞ্চন-সূত্রে লৌকিক ব্রাহ্মণাভিমান-প্রদর্শন, তদুচিত রামোপাসনার নামে বৈষ্ণবতাও পঞ্চোপাসনা-মূলে অবৈষ্ণববর্ণাশ্রম-বিধির অন্তর্গত। সুতরাং এই প্রকার নবজাত কায়স্থ সম্প্রদায়ের তথাকথিত বৈষ্ণবতার সহিত বৈদিক একায়ন স্কন্ধবিহিত পারমার্থিক সমাজের কোন দিন কোনও প্রকার সম্বন্ধ গন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

মিঃ নিকল্ ম্যাক্নিকল এম, এ, ডিলিট সাহেবের 'ভারতীয় ঈশ্বরবাদ'-বিষয়ক গ্রন্থের পঞ্চানন ভক্তিপ্রকরণে যে সকল অপ্রাসঙ্গিক কটাক্ষ স্থান পাইয়াছে, তাহা ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ কখনও স্বীকার করেন না। কিন্তু নবজাতকায়স্থ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ঐ সকল কটাক্ষ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য সনাতনধর্ম্মী বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা নিতান্ত নবীন বা আধুনিক ও মাৎসর্য্য-প্রসূত মাত্র, নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবধর্ম্ম উহা নহে।

জরাজীর্ণ জরদগবগণ আপনাদিগের জরদগবত্ব ঢাকিবার জন্য নানাবিধ বচন-বিন্যাস প্রদর্শন করেন, তাহা চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী গৃহব্রতধর্ম্মেই অবস্থিত। তাই বলি,—নগ্নমাতৃক-ন্যায়াবলম্বনে কখনও পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু অপদার্থতাই প্রতিপন্ন হয়। জরাজীর্ণ জরদগবগণ প্রকৃত প্রস্তাবে নবজাত হইবার-চেষ্টায় বিফল মনোরথই হন। ইহাই দ্বিতীয়ানন্দ সংঘর্ষ।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের নির্য্যাস

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টী অতি স্পষ্টভাবে জগৎকে প্রদর্শন করাইয়াছেন কিন্তু কালপ্রভাবে তাহা বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত 'প্রেমের ধারণা' কামে, 'অপ্রাকৃত বিগ্রহ' জড়াপণ্ডে, 'সেবা বৃত্তি' ভোগ-প্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটিতে, 'বাস্তব' বণিগ্ বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতি লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মটী সংক্ষেপে এই—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম।' তাহা জীবমাত্রেরই অহৈতুকী আত্মবৃত্তি, অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোন প্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলা তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণবকে কোন প্রকার অসম্মান

করিবে, তাহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণব-নিন্দার মত আর অপরাধ নাই, সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায় রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞা প্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না, বৈষ্ণবী-দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্য-প্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্-গোস্বামী তাহার সাক্ষ্যস্থল। 'গোস্বামী' উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রবংশ গত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিত ও যদি অনন্য কৃষ্ণ শরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরু-পদবাচ্য নহেন। ঐরূপ কৌলিক লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণব সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের কথা উপদেশ করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই 'বৈষ্ণব-আচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ, (১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাশ করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই এক মাত্র অমলপ্রমাণ, এবং শ্রীনাম-ভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু 'জীবেদয়া' প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসা নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত উপরি উক্ত সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ভক্ত-পরায়ণ, নিরপেক্ষ ভগবৎসেবক কলিকাতায় 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্যমঠ', প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবন-যাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকাল হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপক্ষে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যেও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান, তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

শ্রীনৈমিষারণ্য—পরমহংসমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপরমহংস মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী মহোদয় নিমসার, সীতাপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেম ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজীর শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে এবং কৃষ্ণসম্বন্ধি-মধুরালাপ শ্রবণে সজ্জনগণ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

শ্রীভাগবত পাঠশালা

শ্রীপরমহংসমঠস্থ ভাগবত পাঠশালার অন্যতম বিদ্যার্থী বালক শ্রীপরশুরাম তাহার স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে স্তোত্রশ্লোক কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ইন্‌কমট্যাক্স অফিসার শ্রীযুত রুস্তমজী সেট বালকের মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। অনেকেই ভাগবত পাঠশালার উন্নতি কামনা করিতেছেন, অনেক বিদ্যার্থী নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করিবার বাসনা করিতেছেন, কিন্তু অত্যন্ত গরমের জন্য আসিতে পারিতেছেন না। সুদূর নৈমিষারণ্যেও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বিশেষ উৎসাহের সহিত বহুভাবে আলোচিত হইতে দেখিয়া সজ্জনগণ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচারবান্ আচার্য্যের অভাবে লোকে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রচারিত বিষয়ের সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে একটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মতবাদমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হইলেও সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের দোষও বলা যায় না। তাঁহারা তথাকথিত গৌরানুগত-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়াই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বলিতে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমদেশীয় হিন্দুগণ বঙ্গদেশবাসীকে মৎস্য মাংসভোজী জানিয়া আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন। বঙ্গদেশীয় অত্যন্ত কুলীন ব্রাহ্মণের জলও তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেতর বর্ণ পর্য্যন্ত ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্পর্শ করেন না। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যতই না কেন প্রমাণ প্রদর্শন করা যায় যে সকলেই যে কদাচার-রত, অমেধ্যভোজী হইবে, তাহার কি অর্থ আছে? তদুত্তরে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কয়েকজন নামজাদা গোঁসাইর কথা প্রমাণ স্বরূপে বলেন যে, 'আমরা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছি, তাহাকে কি আপনারা অবিশ্বাস করিতে চাহেন?' যাহা হউক বাঙ্গালী কদাচারী বলিয়া তাঁহাদের একটা ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিলেও তাঁহারা শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধগৌরভক্তপ্রচারক-গণের সদাচার সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান্ এবং তাঁহাদের মুখে মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া তাহাই যে একমাত্র সার্ব্বজনীন সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম, তাহা যে কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র নহে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, অযোধ্যা, ফৈজাবাদ, কাণপুর, সীতাপুর, নিমসার প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিকট হইতে সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি লইতেছেন। ইহা মৎসর সম্প্রদায়ের হৃদয়বিদারক সংবাদ হইলেও নিরপেক্ষ গৌরাশ্রয়জনের পক্ষে বড়ই আনন্দজনক সংবাদ, সন্দেহ নাই। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা, জার্ম্মাণ প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেক সজ্জন শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত সভার নিকট জিজ্ঞাসু হইতেছেন। বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রচারকার্য্য দেখিয়া স্বতঃই মনে উদিত হয়—অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বমানব সকলেই গৌরকথা-কীর্ত্তনোন্মত্ত হইবে, বিশ্ব পূর্ণসুখময় হইবে।

জগতের লোক আধ্যক্ষিক জ্ঞানগরিমা ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শ্রৌতপন্থায় যেদিন প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হইবেন, সেইদিনই মহাপ্রভুর কথার অনুসন্ধান পাইবে, তৎপূর্ব্বে জগৎ 'যত মত তত পথ' ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার পরিপোষক হইয়া ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইতে থাকিবেন। মহাপ্রভুর কথা আলোচনা আরম্ভ হইলেই নিত্যানিত্যাত্মক ক্রিয়ামুক্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, উৎকট ত্যাগী, অষ্টাঙ্গযোগী, নির্ব্বিশেষবাদ অহংগ্রহোপাসক প্রভৃতির ভক্তিবিরোধী চেষ্টার উপর ধিক্কার আসিবে এবং গত জীবনের জন্য অনুশোচনা হইবে যে—আজ বিশ্ব গৌরপ্রেমে মগ্ন হইল, কেবল আমিই কেন বঞ্চিত হইলাম!

"কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়!"

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব

আগামী ২৮শে বৈশাখ (১৩৩৬) শনিবার হইতে দিবসত্রয় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ইষ্ট-গোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট প্রচারকবর্গ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গিরীভজা, নেড়ানেড়ি, গৌরনাগরী প্রভৃতি চৈমতবাদ নিরাসপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব বক্তৃতা-মুখে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে প্রচার করিয়া তদ্দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছেন। কর্ত্তাভজা চুচাসবাদি ভক্তবিটেলগণের বিটলামি, অবতার গড়িয়া তোলাবাদিগণের গড়িয়া তোলামি এবং পাগলবাদিগণের পাগলামি ছুটিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বুঝি আগল পাগল আর মজা নাই। স্ত্রীসঙ্গী গিরীভজা ও তথাকথিত বাবাজিগণ রাস্তায় বলাবলি করিতেছে যে মাতাজির সহিত আর গলাগলি হেলাহেলি করে কলিবোটের মত সাজ করে চলাচলি করা গৌড়ীয় মঠের চেলার ভয়ে তার বয়ে উঠ্ল দেখ্ছি। আর কেহ বা তুরিতানন্দ পানে পরমানন্দিত হয়ে তাহার মাতাজি দ্বারা বাবরি ঝুঁটি সংস্কার করাইতে করাইতে বলছে 'আরে ভাই, ভাই বল কি গৌড়ীয় মঠের প্রচারের চেলায় প্রকৃতি ছাড়বো? চীৎকার চীৎকারে কি চিনাক বিন নিলিয়ে শুধু পালুই হাতে করে ফিরে যাব? তা হবে না, ভাত ছাড়বো তবু নৈতে ছাড়তে পারবো না। আমাদের কাছে মহাজনি কারবার, গৌড়ীয় মঠের ভেড়া বিদ্যেভূষণ তার বুঝবে কি? আরে ভাই বাঘের পাছেও ঘেউ লাগে, ওরকম হয় হয়। কেহ বা বলছে—'না হে না, শেষে কি জাত কৈতে ছুট যাবে? এবার না হয় 'সনাতন মেলায়' আসবার সময় মাতাজিগুলোকে রেখেই আসবো। এই গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীর দল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্রই আমাদের পাছে লেগেছে। বাকি ছিল বাঁকুড়া জেলা, এই সোনামুখীতেও এসে আমাদের খেদা করেছে। আবার কেমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে দেশের লোকগুলোকে মাতিয়ে দিচ্ছে দেখনা। বলছে কিনা—"আপনাদের মাথার ঘাম পায়েপড়া অর্থের দ্বারাই এই সকল পরনারী সঙ্গিগণ ও পরপুরুষ সঙ্গিনীগণ পুষ্ট হইয়া আপনাদের বক্ষে আরোহণপূর্ব্বক আপনাদের দাড়ি ছিঁড়িতেছে। আপনাদেরই প্রদত্ত অন্নে ইহারা পালিত হইয়া আপনাদেরই পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী পৌত্রী পুত্রবধূ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে গৃহের বাহির করিয়া এই অসৎপথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যেন ফাঁদ পাতিয়া কুট্টনী হাতী পুষিয়াছে। এই সকল ধর্ম্মধ্বজিগণ দশের দেশের আদর্শে প্রকৃত-প্রায় হইয়া ধর্ম্মবিশ্বাসী আপনাদের ধর্ম্মসমাজে কি ভীষণ গ্লানি না উপস্থিত করিয়াছে। আপনাদের দেহের কোন অঙ্গে পূযরক্ত গ্লানিময় ফোটক উৎপন্ন হইলে সে গ্লানি দূর করিবার চেষ্টা অন্যে করে না আপনিই করেন, কেননা তাহা আপনারই অঙ্গ। পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আপনি আপনার সেই জগদ্বিখ্যাত পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের উপর এই যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি ব্যতীত আর কে দূর করিবে? অতএব আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিবেন না—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। এই গ্লানি দূর করিবার অন্য কোন আয়োজন আপনাদিগকে করিতে হইবে না, পথ্য লঙ্ঘন দ্বারাই শারীর গ্লানি দূর হয়, আপনাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়া অর্থের দ্বারা এই সমস্ত ধর্ম্মধ্বজিগণের চর্ম্মময়তর্পণ যজ্ঞের চন্দন স্বরূপ দালকটী ও মাদক দ্রব্যাদি আর যোগাইবেন না। এইটুকু মাত্র করিলেই বিনা উদ্যোগ আয়োজনে এই ধর্ম্মাবজ্ঞা অপনোদিত হইবে। দুগ্ধ কদলি দ্বারা আর এই সমস্ত কালসর্প পোষণ করিবেন না।"

চুচমতবাদিগণের ঐরূপ পরস্পরের ও বিরাট জনসংঘের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং স্বয়ং সভাসমূহে শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুর বক্তৃতাদি শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎপ্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করি এবং শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ প্রভুর বাসাস্থল পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দেব বাটিতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ জন্য আসিয়া প্রচারক মহোদয়কে আমাদের দেশে প্রচারকল্পে লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিলে তিনি আমার নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের দেশ বর্দ্ধমান জেলার আহের-বেলসা গ্রামে উপস্থিত হইয়া নিকটস্থ রায়না, বোব্‌না প্রভৃতি গ্রামসমূহে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। এতদ্দেশের জনসাধারণ শ্রীনামাপরাধ কাহাকে বলে এবং তাহার অবশ্য বর্জ্জনীয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্ধান অবগত ছিল না। নামমন্ত্র ব্যবসায়ী গুরুর নিকট যে নামাপরাধ মাত্র পাওয়া যায়, তাহা এখন তাহারা শুনিয়া বুঝিয়াছে।

প্রচারক মহোদয় এতদ্দেশের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ২রা মে মানভূম জেলার শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ কেন্দ্রের প্রচার্য্য স্থানসমূহে প্রচারার্থ সঙ্গী ভক্তগণসহ গমন করায় আমরা তাঁহাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভু আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এরূপ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ দ্বারা এদেশের পারমার্থিক মঙ্গল-বিধান করেন, এই প্রার্থনা।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টী,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"এক গোটা আঙ্গ প্রায় মোচোর মনস্ত।
রূপ সনাতনে ধর্ম্ম কহিছে যে মত॥
আজিও প্রবাহ আছে সেই প্রদেশত।
দদাও কহিছা ধর্ম্ম আমি সমস্তত॥
সেহি এরে একে যদি সমতা তোমায়।
আমার মন ত ভেবে সংশয় গুচয়॥
শুনিয়া মাধব দেবে বিষ্ণু স্মরিলন্ত।
রাম রায়ক সম্বোধিয়া বাক্য বুলিলন্ত॥
ন যাইবো গকুলে বুলিলোহো সর্ব্বজনে।
চুনে থারে মাদিলেক তোমার বচনে॥
রূপ সনাতনে যেন মতে প্রবর্ত্তাই।
শঙ্করদেবর মত সি সবে রাখয়।
শঙ্করদেবক ভেবে মানিবে লাগয়॥
শঙ্করর মত তারা মনে ন রাখয়।
শঙ্কর দেবক ত্যজি আসিবে লাগয়॥
আছে যাইবো মনক পোড়য় এহি দুখে।
ব্যভিচার বচন আসিল তবু মুখে॥

এখানে রামরায় কি দোষের কথা বলিলেন যাহার জন্য তিনি মাধব দেব কর্ত্তৃক এইরূপ ভাবে তিরস্কৃত হইলেন? তিনি বলিয়াছেন যে বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক শঙ্করদেব যদি রূপ সনাতনের সহিত বিচার করিয়া তাঁহার মত বৈষ্ণবমত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুত্ব সম্বন্ধে রামরায়ের আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রথম মুখে শিষ্যের গুরুবাক্যে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি গুরু-হইতে কি জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা অন্যান্য সাধুর সহিত আলাপ করিয়া দেখিবেন এবং গুরু ও শিষ্যকে এ সুবিধা প্রদান করিবেন। বৈষ্ণবগণ রামরায়েরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যথা—

'সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ অভিলাষ।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশ॥"

পরিশেষে নদীয়া প্রকাশের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমার করজোড়ে প্রার্থনা যে, যেন ঐরূপ ধর্ম্মধ্বজিগণকে তাহাদের বাস্তব্য উপায় আর প্রদান করিতে না দেন বা ভক্ষ্যাদিদানে সাহায্য না করেন। তাহা হইলেই স্বল্পকাল-মধ্যে হিন্দুসমাজের গ্লানিকর কপট বেশধারী স্ত্রীসঙ্গী অপসম্প্রদায়সমূহ আপনা আপনিই অন্তর্হিত হইবে। ইতি—২রা মে ১৯২৯।

প্রণত—
শ্রীদুলালচন্দ্র দাস
পোঃ আহের বেলসা, বর্দ্ধমান।

গুরু, সাধু ও শাস্ত্রের বাক্যের সহিত নিজ বাক্যের ঐক্য প্রদর্শন করিবেন, নতুবা তিনি কি বলিয়া শিষ্য-কর্ত্তৃক সদ্‌গুরু বলিয়া বিবেচিত হইবেন? অন্ধবিশ্বাসে গুরুর প্রতি ভক্তি শিষ্যের কতদিনের জন্য থাকিতে পারে? সেই যে-অন্ধবিশ্বাসের বীজ মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে রোপিত হইয়াছে, তাহা আজ অঙ্কুরিত হইয়া এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আজ ভক্তির নামে এই সম্প্রদায়ে কেবল অন্ধ বিশ্বাসের কথাই শ্রুতি-গোচর হইতেছে। আরোপসিদ্ধা ভক্তিই আজ এই সম্প্রদায়ের ভাগবত-ভক্তি। কর্ম্মবিদ্ধা ও জ্ঞান-বিদ্ধা ভক্তি যাহা ভাগবত নিন্দা করিয়াছেন, আজ তাহাই এই সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তি আখ্যা লাভ করিয়াছে, আজ এই অন্ধবিশ্বাস বেজবরুয়া মহাশয়ের ভিতর মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়—।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

তিনি কিন্তু গাছে না উঠিতেই এককাঁদি স্বাধানসঙ্গে শ্রবণ না করিয়াই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই জ্ঞান লইয়াই ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"'ক' চিনিতে নারে যে।
রত্নাবলী পাড়ে সে॥"

বেজবরুয়ার হাতে ভাগবত-রত্নাবলী দেখিয়া আমাদের উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্যটি স্মৃতিপটে জাগে। তিনি কিরূপ জ্ঞান লইয়া ভাগবত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার নমুনা স্বরূপ এ স্থানে একটু উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইব। তিনি উপরিউক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে আমাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আপুনি বয়স হৈলে বুদ্ধি হেব ভাল।" ভগবান্নিষ্ঠা বৃদ্ধ বয়স-সাপেক্ষ, ইহা প্রাকৃত সহজিয়া ব্যতিরেকে অন্য কেহ বলিবেন না। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা জীবের যে কোন অবস্থায় গুরু-কৃপায় প্রকাশ পাইতে পারে। ইহা আত্মার স্বরূপ-বৃত্তি অতএব আগন্তুক নহে। বেজবরুয়ার এই শ্লোক সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিলে প্রহ্লাদের জ্ঞান হিরণ্যকশিপুর জ্ঞান হইতে কিছু কম ছিল বলিতে হয়। বোধহয় এই জন্যই হিরণ্যকশিপুরই বিচার-প্রণালী তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর আদরের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীরামায়ণের জীবন-চরিত্র পাঠে এইরূপ ধরণের একটি গল্প পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ০/০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	১
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	৷
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৵৶
৯।	সাধককণ্ঠমণি	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে মাধ্ব, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্ব ভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৶
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।/
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/4/-: *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu[tta]

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে বৈশাখ শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিপ্রলিপ্সায় জগৎ পরিপূর্ণ। জগতের প্রায় সকলেই চাহে নিজে বঞ্চিত হইতে ও তৎসঙ্গে অপরকে বঞ্চনা করিতে। শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া নিজে লাভবান্ হইয়া অন্যকে লাভবান্ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকসংখ্যা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যেটি আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথা, সেই কথাটির প্রতিই আমরা অত্যন্ত পরাঙ্মুখ। আমরা আপাতসুখের মোহে পড়িয়া নিত্য শাশ্বত সুখ চাহিনা বোধহয় আমাদের প্রকৃত ভভানুধ্যায়ি-সাধুগণ আমাদিগকে অযাচিতভাবে যে সকল হিতকথা শুনাইতে আসেন, আমরা সে কথার প্রতি ত' কর্ণপাত করিতেই চাহিনা, বরং তাঁহাদেরই ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সাধুগণের বিচারে কোন দোষ না থাকিলেও, তাঁহাদের সমস্ত বিচার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত হইলেও তাহা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল না হওয়ায় পর ছিদ্রানুসন্ধিৎসু ভ্রমাদ দোষযুক্ত আমি তাহাতে নানারূপ ভ্রম প্রদর্শন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করি। ফলে সাধুনিন্দা নামক ভীষণ নামাপরাধের আবাহনপূর্ব্বক অনন্ত নরকপথের যাত্রী হই।

পরের সুখ সহ্য করিয়া উঠিতে না পারার নাম মৎসরতা। মৎসর লোকেরা নিজেরাও সুখী হইতে পারে না, অপরকেও সুখী দেখিলে হিংসায় তাহাদের বুক ফাটিয়া যায়। তজ্জন্যই সাধুনিন্দা-প্রবৃত্তি। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা জগতের প্রায় সর্ব্বত্র মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাময়িক পত্র প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন দেখিয়া মৎসর লোকসমূহ তাহাদের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় মাৎসর্য্যানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।' শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-আচরিত ও প্রচারিত নিত্য শুদ্ধ সনাতন সার্ব্বজনীন সত্যই তাঁহাদের প্রচার্য্য বিষয় হওয়ায় তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া মৎসর সম্প্রদায় "যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা" ন্যায়াবলম্বনে—'সাধু কেন আহার করেন, সাধু কেন নিদ্রা যান, সাধু কেন প্রকোষ্ঠে না থাকিয়া দালানে থাকিবেন, সাধু ছাইটা না থাকিয়া কাপড় পরিবেন কেন, সাধু পায়ে না হাটিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িবেন কেন, সাধুর আবার সাইকেল, মোটর, প্রেস, বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা ইত্যাদি থাকিবার প্রয়োজন কি, সাধু কি ওগুলি আমাদের ভোগে লাগাইতে পারে না?' ইত্যাদি প্রলাপ প্রচারদ্বারা নিরীহ নির্ব্বোধ লোকগণের সাধু-প্রচারিত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু নির্ম্মৎসর সাধুগণের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার উপর হস্তক্ষেপ করে, কাহার সাধ্য? পরম বাস্তবসত্যের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে, এমন স্পর্দ্ধা কাহার আছে? সাধুগণ অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ন্যায় পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষাশ্রয়ে মুকুন্দসেবন ব্রত ধারণপূর্ব্বক বহির্ম্মুখজনসমাজের সমস্ত অত্যাচারকে ভগবানেরই কৃপাজ্ঞানে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে সত্যপ্রচারে ব্রতী হন। সাধুগণ ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—

'খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম॥'

সাধুরা বলেন—

করীন্দ্রে ভ্রাম্যমাণেঽপি তু ধ্বমানে
সুপুরুষৈঃ।
বুকন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য
জায়তে॥

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বীরপুরুষ নাই, যিনি সত্যের অপ্রতিহতা গতিকে বিন্দুমাত্র রোধ করিতে সমর্থ। সত্যাশ্রিতজনগণ সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। কিন্তু অসত্যকে সত্যভ্রমে সত্যের অপলাপকারিগণ দিন দিন প্রবলবেগে মহারৌরবের নিকটস্থ হইতেছেন দেখিয়া সাধুগণ তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলেন—হে বন্ধুগণ, 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি' 'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়' প্রভৃতি মহাজন-বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৈষ্ণবের আচার বিচার সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু মতামত প্রকাশপূর্ব্বক বৈষ্ণবাপরাধ বরণ করিও না। অবশ্য বৈষ্ণববেষধারী কপট ধর্ম্মধ্বজিগণের আচার বিচার ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কি ভাবে করিয়া আনন্দ পাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের নিকটই একবার তর্কপন্থা ত্যাগ করিয়া পরিপ্রশ্ন দ্বারা জানিয়া লওয়া ভাল নহে কি?

প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেমন লোকের নিকট বড়প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশায় নানারূপ মর্কটবৈরাগ্য অবলম্বন করে, ভক্তগণ তাদৃশ বড়প্রতিষ্ঠালিপ্সু না হওয়ায় ঐরূপ ফল্গু বা ফল্গু মর্কট বৈরাগ্যের আদর্শ-পক্ষপাতী না হইয়া যুক্ত বৈরাগ্যাবলম্বন করেন। তাঁহাদের বিচার—

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় মহাপ্রসাদস্বরূপে গ্রহণ হইতে কৃষ্ণসম্বন্ধ যে আগ্রহ জন্মে, তাহার নামই প্রকৃত বৈরাগ্য।

"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া॥"
"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে॥"

অর্থাৎ মুমুক্ষু-জনগণ লোকের নিকট বৈরাগী বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আশায় হরিসম্বন্ধি বস্তু (মহাপ্রসাদ)-কেও যে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য দেখাইতে যান, তাহার নাম ফল্গু বা মর্কট বৈরাগ্য।

যাহারা মর্কট বৈরাগী, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ কিছু হইল কিনা হইল তদ্দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া লোকে তাহাদিগকে ভক্ত বলিতেছে কি না, তাহাদের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা কিছু কমিয়া যাইতেছে কি না—এই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখে। কিন্তু যুক্তবৈরাগ্যবান্ সাধুগণের লক্ষ্য কেবল মাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ থাকায় লোকে তাঁহাদিগকে কি বলুক, না বলুক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় তাঁহাদের আদৌ নাই। তাঁহারা মহাপ্রসাদে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি বা প্রাকৃত ডালভাত বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপা-জ্ঞানে সেবা করিয়া কৃষ্ণসেবায় নবনবায়মান উৎসাহ লাভ করেন, নিদ্রাকে কৃষ্ণসেবার অনুকূলজ্ঞান করেন, দালান কোঠায় থাকা, যানারোহণ করা প্রভৃতি তাঁহাদের যাবতীয় আচরণ সমস্তই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর। তাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর অথচ পরমার্থপ্রদ সুদুর্লভ মানবজীবনের সময়ের মূল্য ও তাহার সদ্ব্যবহার জানেন, তাই তাঁহারা যাহাতে কোন সময়টী, কোন উদ্যমটী বৃথা ব্যয়িত না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তাঁহারা কৃষ্ণসেবানুকূল জ্ঞানেই অনাসক্ত চিত্তে স্বীকার করিয়া থাকেন, বিলাসিতা তাঁহাদের লক্ষ্যীভূত বিষয় নহে। পায়ে হাঁটিয়া যে স্থানে যাইতে ৫ দিন লাগে, বাষ্পীয় যানযোগে যদি সেস্থানে ১ দিনে যাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের এই ৪টী দিন কি লাভ করা গেল না? এই ৪ দিনে ত' কত হরিসেবাকার্য্য করা যায়? আর লোকের নিকট বৈরাগ্য দেখাইতে যাইয়া আমার জীবনের এই ৪টী দিন যে বৃথা চলিয়া যায়, তাহার মূল্য কে দেয়? সাইকেলে চড়া যদি কৃষ্ণেতর বিষয়-কার্য্য নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে না হয় তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণসেবানুকূল হইলে তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? মোটকথা—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছামূলে যাহা কিছু স্বীকার করা যায়, তাহাতে আর কামগন্ধ থাকে না। শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাই বৈধী ভক্তি। শুদ্ধভক্তসঙ্গক্রমে তাহাই ক্রমে রাগাত্মিকা ভক্তি হইয়া থাকে। এসকল বিচার না বুঝিয়া বৈষ্ণবের ত্রুটী নাটী অনুসন্ধান করা অত্যন্ত হীন হৃদয়ের পরিচায়ক। ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি কেবল বৈষ্ণবাপরাধেরই আবাহন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যেরই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ আমার ন্যায় সত্ত্বজীবের বাঁচিয়া থাকায় কি লাভ আছে? কেবল জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ত নহে? সাধুগণ ভোগিগণের ন্যায় বিলাসসম্ভার ব্যবহার করিতে দৃষ্ট হইলেও উভয়ের ব্যবহার কখনও একই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইতে পারে না। সাধুরা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করায় তদ্দ্বারা কৃষ্ণসুখসম্পাদনচেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না, ভোগীরা জগতের প্রত্যেকবস্তু তাঁহাদেরই ভোগ্যরূপে দর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ঐ গুলি ত্যাগ করার নামই বৈরাগ্য, তাই তাঁহারা সাধুদিগকে ঐ গুলি একেবারে ত্যাগ করিতে না দেখা পর্য্যন্ত কিছুতেই তৃপ্ত হইতে চাহেন না। কিন্তু সাধুরা ত' তাঁহাদের মত নির্ব্বোধ নহেন, তাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্রের সদ্ব্যবহার জানিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন।

সাধুরা যে সমস্ত আচার ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহা ধৈর্য্য সহকারে অনুশীলন না করিয়া 'মণিময়-মন্দির-মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্" ন্যায়ে যাঁহারা কেবল সাধুর দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত, তাঁহারা তাঁহাদের দোষদুষ্ট দর্শন দ্বারা সাধুকে যে যে বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করিতে চাহেন, সুদার্শনিক সুজনগণ সেই সেই বিষয়ে সাধুর কৃষ্ণৈকশরণতাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অশ্রৌতপন্থী অক্ষজজ্ঞানবাদী, কৃষ্ণৈকশরণতা-শূন্য অথচ ভক্তের ভাণকারী, শুক্রশোণিত[illegible]

অন্ধবিশ্বাসীর প্রতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেব-শর্ম্মা)

'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।
বিশ্বাস করিয়া লয় যে হয় চতুর ॥'

—ভাই, তোমার ঐ উক্তিটি বড়ই সুন্দর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাই, তুমি উহার অর্থ যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার না বুঝাই ভাল ছিল। তুমি যে বলিতেছ :—

ঢেঁকি ভজে' যদি পার হ'তে পার বঁধু।
পরের কথায় কিবা আসে যায় ॥

উহা হঠাৎ শুনিতে বড় মধুর লাগে, বড় উচ্চ কথা এবং অতি সুন্দর ভাবসমন্বিত বলিয়া বোধ হয়। 'বঁধু' শব্দটি থাকায় যেন সোণায় সোহাগা হইয়াছে। কথাটা শুনিবামাত্র অবিচারে তোমাকে গুরুপদে বরণ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভাই, একটু অপেক্ষা করিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, শাস্ত্র তোমাকে অসৎ মায়াবাদী ও ভগবদবিশ্বাসী নাস্তিক বলিয়া তোমার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করেন। ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস থাকিলে, তুমি ভগবদ্ভজনের জন্য প্রয়াস-বিশিষ্ট হইতে, শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিতে, ইতরবস্তু ঢেঁকি ভজিয়া পার হইবার মিথ্যা বৃথা চেষ্টা করিতে না।

ঢেঁকি কিরূপে ভজনীয়-বস্তু হইতে পারে, আর ঢেঁকি ভজিলেই কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায়? পরের কথা না হয় তুমি নাই শুনিলে, কিন্তু তোমার কথাটা ত' ভাই, যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিবে? তুমি হয় ত বলিবে—ঢেঁকি বলিয়াই বলিলাম, যে কোন একটা বস্তু বা কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি, যাহা হয় একটা কিছু ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হইয়া নিরাকার, বৃহৎ, চিন্ময় ব্রহ্ম-ধ্যানের শক্তিলাভ করিবে, তখন ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু ভাই, তোমার ঐ কথা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ঢেঁকি বা যাহা হয় একটা কিছু ধ্যান করিতে করিতে, চিত্ত একাগ্র করিয়া তুমি যে ব্রহ্ম-ধ্যানের শক্তিলাভ করিবে বলিতেছ, তাহা কিন্তু নিরাকার, বৃহৎ চিন্ময় ব্রহ্মবস্তু নহে, তাহা দিগ্‌দেশকালাদিরূপ জড় প্রকৃতির একটা আংশিক ছবি মাত্র। মন যাহা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই—এবংবিধ নিরাকার, বৃহৎ, চিন্ময়বস্তুর ধ্যান করা মনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং সেটা তোমার ঐ ঢেঁকি প্রভৃতির ন্যায়ই জড়বস্তু। তাহা ধ্যান করিতে করিতে তুমি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পার মাত্র। ঐ জড়ত্ব প্রাপ্তিকেই যদি তুমি ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি বল, তাহা হইলে আমার আর কোন কথাই নাই।

জড়বস্তু চিন্তা করিতে করিতে কখনও জড়াতীত চেতনাময় ব্রহ্মবস্তু লাভ করা যায় না। যাহা লাভ করা যায়, তাহা চিন্ময় ব্রহ্মবস্তুর ন্যায় মহামায়ানির্ম্মিত, মরীচিকাসদৃশ আপাতমনোহারী ও পরিণাম দুঃখকর একটা জড়বস্তু। তোমার ঐ তথাকথিত ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষপদ হইতে জীবের পতন হইয়া থাকে। সাত্বত শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

অর্থাৎ দেবগণ শ্রীভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—হে পদ্ম-লোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা নিজ নিজ মনগড়া সাধনাদ্বারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও, আশ্রয় স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হন, অর্থাৎ অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥

অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধবশতঃ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাহাদের কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া তোমার যে মোক্ষলাভের প্রয়াস, তদ্দ্বারা ভগবচ্চরণে অপরাধহেতু প্রকৃত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্ভজনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। জীবের পতনই হয়, তখন ঠিক 'মোক্ষপদ' বাচ্যই নহে

তুমি ভাই, যদি স্থির হইয়া শোন ত বলি—দেখ, বিশ্বাস দুই প্রকার—অন্ধ-বিশ্বাস এবং প্রকৃত বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসে কোন লাভ নাই। পথে একটি রজ্জু পড়িয়া আছে তাহাকে যদি তুমি সর্প বলিয়া বিশ্বাস কর এবং খুব ভীতিসহকারে রোমাঞ্চিত হইয়া পলাইয়া যাও, তথাপি ঐ রজ্জু কখনও সর্প হইবে না, উহা রজ্জুই থাকিবে, তুমি শুধু নিজ অজ্ঞতা হেতু মানসিক কষ্ট পাইবে। সুতরাং তুমি ঐরূপ বিশ্বাস করিয়াও চতুরতার পরিচয় দিতে পারিলে না। মহাজনগণ শাস্ত্রে সাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় ও বিধিব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে তোমার প্রকৃত বস্তুতে বিশ্বাস করা হইবে এবং তদনুযায়ী সাধন দ্বারাই তুমি প্রকৃত 'পার' হইতে পারিবে—অন্যথা নহে।

দেখ, শ্রীভগবানের নামে অনন্ত মাধুর্য্য, তাঁহার রূপের তুলনা নাই, তাঁহার গুণ অসীম, তাঁহার অনন্ত লীলা চিত্তের মহা বিনোদনকারী, তাঁহার ধাম নিত্যকাল নবনবায়মান সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, তাঁহার পরিকরাদি অত্যুৎকৃষ্ট স্বভাব-সমন্বিত। এই সকল বিষয় বিশদরূপে সাধুমুখে যথাশাস্ত্র শ্রবণ রূপ প্রথম ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে করিতে শ্রীভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাতে চিত্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া সাধনা দ্বারা জীবগণ পরামুক্তি বা প্রেম-মহাধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। উত্তম বস্তুর আস্বাদ পাইলে নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ থাকে না। হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে জীবগণের ইতর বস্তুর প্রতি পিপাসা দূরীকৃত হইয়া থাকে। ঢেঁকির এমন কোন মাধুর্য্য নাই, যদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জীবগণ অন্যান্য বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিতে পারে।

আরও শোন—শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কোন বৃথা তর্ক আনিয়া, তাহা বুঝিবার সুযোগ হারাইও না। ঐরূপ করিলে তুমি চিরকালের জন্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট থাকিবে। সাধুগুরুচরণে প্রণত হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিবার যত্ন করিতে হয়। হাম্ বড়াই করিয়া বৃথা তর্ক করিলে তোমার চতুরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। চতুর-ব্যক্তি প্রকৃতবস্তু লাভের নিমিত্তই সর্ব্বদা চেষ্টা বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, বৃথা তর্ক করিয়া হাম-বড়াই ভাব প্রকাশ করেন না। বানর যেমন মুক্তার কদর বুঝে না, অজ্ঞ ব্যক্তি সেইরূপ সত্য বস্তু লাভে অনাদর করিয়া থাকে। ঢেঁকি মুক্তি-

পরিবর্ত্তে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বসিবে এবং ঐরূপ বিশ্বাস করিয়াও তুমি নাস্তিকগণ অপেক্ষা অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

সাধুব্রুবগণের অনুষ্ঠিত সহস্র সহস্র সাধু-চেষ্টার কোনটীকেই কপটতা-শূন্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। অতএব বৃথা পরচর্চ্চা করিয়া সময় ক্ষেপ না করিয়া সজ্জনাশ্রয়ে আত্মমঙ্গল অনুসন্ধান করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সাধুনিন্দা একটী ভয়ঙ্কর নামাপরাধ। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥

সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে। যে সকল নামপরায়ণ কৃষ্ণৈকশরণ সাধু হইতে জগতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধুনিন্দা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন?

অনুচানমানীর বাগ্‌রে

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ [illegible] বি, এজি, বি, টী,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু শ্রীযামুনাচার্য্য দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোলাহল নামক সেই দেশের রাজ-পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে বালকজ্ঞানে দুই একটি শব্দের ব্যাসার্থ, সন্ধি ও সমাস জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, ইহাতে যামুনাচার্য্য বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম আমি একজন পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতে আসিয়াছি। কিন্তু তিনি জ্ঞানকে যেরূপ শরীরের আয়তনের ভিতর দিয়া দেখিতে চাহেন, ইহাতে মনে হয়, তিনি একটি হাতীকে নিজাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী মনে করিবেন।" আমরা বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয়কে যামুনাচার্য্যের উপরিউক্ত শ্লেষ বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। আবার—বয়োবৃদ্ধির সহিত বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয়ের ভিতরে জ্ঞানের যে বিকাশের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে জ্ঞান লাভের জন্য বয়সের প্রতি আস্থা রাখিতে কাহাকেও অনুরোধ করিতে পারিতেছি না।

বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয়ের এই সমস্ত বা[illegible] বৈখরি তাঁহার সমশীল প্রাকৃত সহজিয়াগণ কর্ত্তৃক জ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইলেও বৈষ্ণবগণ এইরূপ জ্ঞানকে অজ্ঞানের পরিসীমা বলিয়াই জানেন। তিনি জ্ঞানে প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত নহেন বলিয়াই ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলা অসমীচীন নহে। ভাগবতে যে জ্ঞানের পরিচ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় সসম্ভ্রমে ভাগবত হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করিতেন।

বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় যে কয়েকটি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন, তা[illegible] এই—

১। মায়াবাদ, ২। [illegible] ৩। শ্রীনামতত্ত্ব, ৪। শ্রীধামতত্ত্ব, ৫। [illegible] ৬। মুক্তিতত্ত্ব ও ৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত ও প্রচার। আমরা ক্রমান্বয়ে ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য প্রয়াস পাইব।

এতৎপ্রসঙ্গে এই কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে গ্রন্থকার গ্রন্থে মায়াবাদের বিচার সংক্ষেপে অনেক করা হইয়াছে। ঈশ্বর-তত্ত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার সুর আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হইতেছে তিনি ইহা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তথাপি নিজ ত্রুটী স্বীকার পূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি বহু 'ঘোষাল' পদ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শঙ্করদেব সাকারবাদী এবং তিনি ভগবানে লীন না হইয়া তাঁহার দাস্যভাবে অবস্থিত থাকিয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবাই করিতে চাহেন। অতএব আমি তাঁহাকে মায়াবাদী বলিতে পারি না। তিনি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন শঙ্করদেবকে কেবলমাত্র একটী কারণে মায়াবাদী বলা হয় নাই। মোটামুটি তাঁহাকে যে কয়টি প্রধান কারণে মায়াবাদী বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) যে মতে গুরুপ্রণালী স্বীকৃত হয় নাই, তাহাই মায়াবাদ। গুরুপ্রণালী স্বীকারই সনাতন রীতি ও ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। মায়াবাদী সম্প্রদায় গুলিতে গুরু-করণের প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু তাঁহারা গুরুপ্রণালী স্বীকার করেন নাই। গুরু-প্রণালীর অস্বীকারে সম্প্রদায় অস্বীকৃত হয়। সৎসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র মনঃকল্পিত বলিয়া বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। গুরুপ্রণালী স্বীকারই ভাগবতধর্ম্মযাজনের মুখ্য অঙ্গ। শ্রীধর স্বামী ভাগবত ধর্ম্মের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

বেদা হি ভাগবতসম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ।
একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্র-
[illegible] নারদাদি-দ্বারেণ।
অন্যতস্তু বিস্তৃতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-
[illegible] সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ।

শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনৎকুমার—এই আদিবৈষ্ণবগণ শ্রীনারায়ণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া উহা জীবের নিকট ব্যক্ত করেন। তাঁহারাই ভাগবতের আদি-শ্রোতা এবং বক্তা। তাঁহাদেরই নারদাদি-শিষ্যগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া চারিটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রণালীগুলি আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

সাম্প্রদায়িক গুরু অস্বীকৃত হইলে শ্রুতি-সমূহের [illegible] হয় না। এবং [illegible] তাহাতে কাহারও অধিকার জন্মে না। যথা—

আম্নায়ঃ শ্রীভরঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম বক্তেতি
বিশ্রুতঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত্যাঃ বিশ্ব-কর্ত্তু র্হি ব্রহ্মণঃ॥

শ্রুতিগণের ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোনটি শ্রুতিগণের প্রকৃত তাৎপর্য্য, যাহা সেই বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং জীবের জন্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, উহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সিদ্ধ-গুরুপারম্পর্য্যে যে অর্থ আমা-দিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেই শ্রুতিসমূহের বৈষ্ণব ধৃত অর্থ ছাড়া আর সমস্ত প্রকার অর্থকেই গর্হণ করিয়াছেন।

শঙ্করদেব কোন গুরু স্বীকার করেন নাই; এক্ষণে যদি বিচার-স্থলে ধরা হয় যে, তিনি ঠিক ঠিক বৈষ্ণব-বিচার ও আচার নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না? উত্তরে শাস্ত্র ও বৈষ্ণব-গণ বলিলেন—'না'। মন্ত্র গুরুমুখ বিগলিত না হইলে অর্থ প্রকাশ করে না। গুরুমুখে শ্রবণ ও তাঁহার সেবা ব্যতীত অধিরোহ-চেষ্টায় মন্ত্র-জ্ঞান-লাভ অসম্ভব বলিয়াই সাধু ও শাস্ত্রগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে দুইটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
(গীতা ৪।৩৪)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

এই দুইটী বাক্যেরই সরলার্থ এই যে, সেবোন্মুখী শিষ্যের হৃদয়েই গুরূপদিষ্ট জ্ঞান অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং যিনি অর্থো-পলব্ধি ব্যতীত শাস্ত্রবাক্যসমূহের আলো-চনা করেন, তিনি একজন নকলনবীশ মাত্র, গুরু নহেন। অনুসরণই ধর্ম্ম, অনু-করণ ধর্ম্ম নহে। অনুকরণে প্রাপ্ত বস্তু মাত্রই মেকি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। মেকির প্রতি যাঁহাদের আদর দৃষ্ট হয়, তাঁহারা নিশ্চয় খাঁটির সন্ধান পান নাই অথবা খাঁটিকে অবজ্ঞা করেন বলিতে হয়। আবার যাঁহারা—মেকির আদর্শে গঠিত হইতে চাহেন, তাঁহারা মেকিরও মেকি। "গাছে নকলে আসল খাস্তা"—এই ন্যায়ানুসারে মেকি গুরুগণ বস্তু-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া একটা বাদের সৃষ্টি করেন মাত্র। তাঁহাদের মতবাদ একটী বাদ মাত্র, আর কিছু নহে। উহাতে [illegible]

চার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণ-পতি ও সূর্য্য—এই পঞ্চোপাসনার অনুত্তম স্থানে অবৈষ্ণব মত বলিয়া প্রমাণিত করি-লেন, তখনই বঙ্গ-বিদেশী বৈষ্ণবরূপী মহা-শয় ও তাঁহার কতিপয় সহধর্ম্মী স্বনাম চৈতন্য-ভক্তাভিমানীর নিকট হইতে সে সত্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নানা বাক্ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি-পক্ষকে জব্দ করিবার মানসে শঙ্কর ও চৈতন্যের মতের বৈশিষ্ট্যালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, কখনও চৈতন্যের চরিত্রের আলো-চনা, কখনও তাঁহার ভক্তের চরিত্রের আলোচনা, কখনও তাঁহার সন্ন্যাস আশ্র-মাদি গ্রহণ প্রভৃতি অবান্তর কথার উল্লেখ করত, তীব্র চৈতন্য বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্যীয়াগণ পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদের নিতান্ত শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের প্রভৃত পরিচয় জ্ঞাত আছেন বলিয়াই, বিষহীন উরগের ফোঁস ফেঁ সানির ন্যায় ইঁহা-দের অশাস্ত্রীয় আক্রমণে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সার্জ্জন যেরূপ রোগীর আপত্তি বা গালা-গালি সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার দ্বারা রোগীর মঙ্গল বিধান করিতে বিরত হন না, ইঁহারাও তদ্রূপ তাঁহাদেরই মঙ্গলের জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে সত্যের প্রচারে পরাঙ্মুখ নহেন। শ্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ-কারিগণ অসত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হইলেও শ্রেয়ঃপন্থার উপদেষ্টৃগণ উহার সম্যক্ গর্হণের দ্বারা সত্যের সেবা করেন এবং যাহাতে শ্রেয়ঃপান্থগণ সেই সেবা দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন, তাহারই ব্যবস্থা করেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রচারে হেয়তা দর্শন বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় প্রেয়ঃকামীর অভিমত হইলেও সাধু ও শাস্ত্রের অভিমত তাহা নহে। গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থ কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি প্রভৃতি প্রেয়ঃকামীর পন্থা-সমূহের অপকর্ষ প্রদর্শন করত শুদ্ধাভক্তির যাজনকেই শ্রেয়ঃকামীর একমাত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

পাঠ ও কীর্ত্তন

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গল আর-ত্রিকের পর শ্রীনামকীর্ত্তন, এবং সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। পরমার্থ প্রয়াসী সজ্জনবৃন্দের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
* কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে
হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	৬
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	৲
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাবককণ্ঠমাণ	০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬।০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, বক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	।০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৵
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা শ্রীশ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রের ৫১, ৫৫, ৫৬, ও ৫৯ সংখ্যায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণমূলে আলোচনা করিয়াছি যে,—কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের আচরণাদি দ্বারা মহাপ্রসাদে সাধারণ অন্ন-সামান্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-সামান্যবুদ্ধি বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণবে একীকরণ বুদ্ধিরূপ নামাপরাধ করিবার কোন আদর্শ স্থাপন করিয়া যান নাই; তাঁহারা দৈব বর্ণাশ্রম-বিচারের কোন প্রকার প্রশ্রয় না দিয়াই দৈববর্ণাশ্রম-বিচারের সার্বজনীন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—যিনি একজন আদর্শ বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ গৃহস্থের অভিনয় করিয়াছেন—ভক্তিশংসন-হেতু যিনি আচার্য্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত, তিনি তাৎকালিক নদীয়ার বিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে থাকিয়াও শত শত উৎকৃষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণ থাকিতে যবনকুলোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র দান কেন করিলেন আর মুকুন্দ হরিদাসকে লইয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাতে একত্র বসিয়া যথেচ্ছভাবে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজনই বা করিলেন কেন—ইহার বিচার প্রদর্শন করিব।

শৌক্র জাতি-সামান্যবাদী ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিবর্গ মহাপ্রভুর বিমুখ-বিমোহন-লীলা-তাৎপর্য্য উপলব্ধির অভাবে মহাপ্রভুকে তাঁহাদেরই দলের একজন অবৈধ শৌক্রবর্ণাশ্রমাভিমানী মনে করিবার স্পর্দ্ধা করিলেও জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের আচরণ ভাষ্যস্বরূপ হওয়া মহাপ্রভুর যাবতীয় আচার বিচার সুষ্ঠুরূপে বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাঁহাদের সকল কপটতার মূলদেশ উৎপাটন করিতে যায় দেখিয়া মহাদক্ষ তাঁহারা এক অদ্ভুত যুক্তি বাহির করিলেন, "নিত্যানন্দ অবধূত—অবিধিগোচর, তিনি বৈষ্ণবের জাতি-কুলাদি বিচার না করিয়া যে কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্নপানাদি গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নামক অপরাধ হইতে আমাদিগকে সাবধান করিলেও আমরা সমাজের ভয়ে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবাপরাধকেই বরণ করিব।" আবার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অবধূত বলিয়া নিস্তার পাইবার চেষ্টা করিলেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দান-লীলাটীর আর কোন সমাধান হয় না, বিশেষতঃ তাঁহাদের কল্পকল্পস্মার্ত্ত বিচারকে একেবারে নাকচ করিয়া দেয় দেখিয়া তাঁহারা ভয়ঙ্কর প্রমাদ গণিলেন, শেষে অনেক গবেষণা করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত জাহির করিলেন যে—অদ্বৈতাচার্য্য শ্রাদ্ধের অগ্রদানই ঠাকুর হরিদাসকে দিয়াছিলেন, সেই অগ্রদান কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেই গ্রহণ করেন না, অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণেরাই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে যদি ব্রাহ্মণই জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে পতিত অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাকে হীন জ্ঞান করিয়াই আমাদের স্মার্ত্ত সম্মান বজায় রাখিয়াছেন, সুতরাং বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধিরূপ বৈষ্ণবাপরাধকে আমাদের বরণ করিতেই হইবে। আগে সমাজ, পরে ধর্ম্ম"। আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া ভোজন-লীলা ত' তাঁহারা স্বীকার করিতেই চান না। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (মধ্যখণ্ড ১৯শ অঃ) অদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর ভোজন-লীলা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য গোসাঞি॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥"

উপরিউক্ত পয়ারে যেমন "দ্বারে বসি" শব্দটী পাওয়া, অমনিই আর স্মার্ত্ত মহাশয়দের নৃত্য দেখে কে! তাঁহারা তখন উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—এই ত' স্পষ্টই বুঝা গেল, হরিদাস মহা-সাধু হইলেও হীনজাতি বলিয়া তাঁহাকে তিন প্রভুর সহিত ভোজনে বসিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে দ্বারে বসিয়াই ভোজন করিতে হইয়াছিল "অর্থাৎ মহাপ্রভু পারমার্থিক বিচারে মনে মনে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিলেও ব্যবহারিক বিচারে বাহিরে সেই অপরাধটীর প্রশ্রয় দিয়াছেন ?" হায় রে, ভ্রান্ত জগৎ! এমনি করিয়াই কি শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া তোমরা বিষ্ণুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিবে? ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া হে প্রাকৃত মধুপুষ্পিত-বাক্য-বিভ্রম-মুগ্ধ জগৎ, তোমরা আজ যে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছ, ভক্ত-প্রাণ ভগবান্ তোমাদের সে সমাজকে কি বিন্দুমাত্রও আদর করিতে পারেন? যে সমাজে ভক্তের সম্মান নাই, ভক্তপদধূলি ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ যে সমাজের সাগ্রহ মনে, সে সমাজ কেন আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুত্রয়ের আচরণ যে সম্পূর্ণরূপে দৈববর্ণাশ্রম-বিধানের সমর্থক, তাহা আমরা ক্রমে বিচার করিতেছি।

(১) 'অগ্রদান' শব্দটীর কোথা হইতে আমদানী হইল? আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (আদি ১০।৪৪, অন্ত্য ৩।২২০ ও ১১।৩০)—এই তিন স্থানে কেবল 'শ্রাদ্ধপাত্র' শব্দেরই উল্লেখ দেখিতে পাই—'শ্রাদ্ধপাত্র-দান' ব্যাপারটী কি, তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুস্মৃতি বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তিদূষকাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্ যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ॥"

শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মলাভ ঘটিলেও স্মৃতি-কথিত পঙ্‌ক্তিদূষক অপসদাখ্য বিপ্রকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের ভগবন্নিবেদন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। আদর্শ বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী ব্রাহ্মণকুলমুকুটমণি অদ্বৈতাচার্য্যের সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধপাত্র শুদ্ধবিপ্রের প্রাপ্য জানিয়া শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু দৈক্ষবিপ্র ঠাকুর হরিদাসকেই তাহা ভোজন করাইলেন। দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-গুরু হরিদাস যদিও দৈন্য করিয়া বলিলেন,

—"গোসাঞি করি নিবেদনে।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে॥
মহামহাবিপ্র এথা কুলীন-সমাজ!
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ।
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।"
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয়।

অর্থাৎ হরিদাস দৈন্য করিয়া কহিতেছেন,—প্রভো, যাহাতে ব্যবহারিক লোক-সমাজরক্ষা বা সামাজিক লজ্জানিন্দাদি হইতে পরিত্রাণ পাও, সাথে শাস্ত্র-সম্মত, এরূপ কার্য্য কর। এখানে মহা মহা স্মার্ত্ত কুলীন ব্রাহ্মণ আছেন, সুতরাং আমার জন্য তোমাকে যাহাতে এই ব্রাহ্মণ সমাজে অপদস্থ না হইতে হয়, এমন আচরণ কর। ঠাকুর হরিদাসের এবম্বিধ দৈন্যোক্তি শ্রবণে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিরপেক্ষ সাত্বত শাস্ত্র-সম্মত উত্তর প্রদান করিলেন,—

আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১৬-২২০)

যে অদ্বৈতাচার্য্য বলিতে পারেন, "আমি শাস্ত্রসম্মত আচরণই করিয়াছি, ব্রাহ্মণ-কুলগুরু নামাচার্য্য তোমাকে খাওয়াইলে 'কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন' হয়, সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে সামান্য একজন অগ্রদানী পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিবেন, ইহা কোন্ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত? নিত্যানন্দ প্রভু ঠাকুর উদ্ধারণের গৃহে ভোজন করায় তাঁহাকে না হয় অবধূত বলিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের এই শ্রীমুখবাণীর বিরুদ্ধে কোন্ প্রবল যুক্তি প্রদত্ত হইতে পারে? সব জায়গায় কি আর গোঁজামিল চলে? সুতরাং কি পরমার্থে কি ব্যবহারে কোথায়ও বৈষ্ণবে জাতি-সামান্যবুদ্ধিরূপ মহদপরাধের স্থান নাই। সোনার পাথরবাটী কথাটী যেমন নিরর্থক, ব্রাহ্মণকুলগুরু বৈষ্ণব অমুক নীচ জাতি বলাও তেমনই নিতান্ত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি কেহই জাতি যাইবার ভয়ে ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া একত্রে ভোজন করেন নাই—এবাক্যেরও কোন সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। ঠাকুর দৈন্য করিয়া দ্বারে বসিয়া ভোজন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার সহিত ভোজন করিতে ডাকেন নাই, ইহার কি কোন শাস্ত্র-প্রমাণ আছে? মহাপ্রভু কি ঠাকুরের সহিত কপট ব্যবহার করিতেন যে, মুখে লৌকিকতা দেখাইয়া অন্তরে তাঁহার 'সঙ্গ'ত্যাগ করিয়াছিলেন? মহাপ্রভুই স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি' বাক্য উচ্চারণ করিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীকে আদান প্রদান, গুহ্য কথা বলা ও শ্রবণ করা, খাওয়া ও খাওয়ান এই ষড়্‌বিধ সঙ্গের কথা উপদেশ করিলেন আর তিনিই শেষে অন্তরে বাহিরে দুই প্রকার হইবেন, ইহাই নাকি বিচার? ইহাতে কি মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চিত হইতেছে না? মহাপ্রভুর অন্তর্যামী হইয়া কি তথাকথিত বিচারক মহোদয়গণ মহাপ্রভুর মনোগত ভাব সমস্তই বুঝিয়া লইয়াছেন?

অদ্বৈতভবনে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনাতিথি উপলক্ষ্যে যে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া একসঙ্গে ভোজন করার কথা আছে। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৪র্থ অধ্যায়ে—

"নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস॥
এই মত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাহিয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া॥
তবে শেষ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্বকার্য্য॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।

ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব ভক্ত লৈয়া ॥"

এস্থলে 'হরিদাস' কি 'সর্ব্ব ভক্তে' অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই ? অতঃপর সহৃদয় পাঠকবর্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ৩য় পঃ) শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে ভোজনলীলা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ কি উল্লিখিত আছে তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করুন মহাপ্রভু ভোজন সমাপ্ত করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে কহিলেন—

"মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥"
"তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥"

এস্থলে দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মুকুন্দ ও হরিদাসের সহিত একত্র ভোজনের আদেশ দিলে শ্রীঅদ্বৈত যে তাহা কেবল মহাপ্রভুর অনুরোধে পড়িয়া পালন করিলেন, তাহা নহে। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্ব হইতে মনে মনে তাহাই অভিলাষ করিয়াছিলেন। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষকারিগণের বলিবার কি আছে ? এখানে তাঁহারা কিপ্রকার গোঁজামিল দিতে চাহেন ? ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের সহিত একরূপ ব্যবহার এবং শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, বৈষ্ণবের সহিত এরূপ কাপট্য আচরণ কোন সাত্বত-শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য নহে। ব্যবহারে 'পরমার্থে উভয়তঃ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে হইবে না—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। ভক্তের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ভগবান্ কখনও সহ্য করেন না যে 'সমাজ' শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের জাতিবিচার করিতে বলে, সে সমাজের অধঃপাতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই বলিয়া বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবে সমন্বয় করিবার দুর্ব্বুদ্ধিকে আমরা কখনও প্রশ্রয় দিয়া দৈববর্ণাশ্রমবিধি উল্লঙ্ঘন করিতে চাহি না। গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুসারে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু-কর্ত্তৃক বর্ণ এবং আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হউক, তবেই সমাজের মঙ্গল, নতুবা সমাজের মৃত্যু অনিবার্য্য। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

শ্বপচ্চ নহনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি
বর্জ্জয়েৎ ॥

যাহারা বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধি করেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণাপসদ অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত ; শাস্ত্র এমন কি অনবধানতা-বশতঃও তাঁহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শ নিষেধ করিয়াছেন।

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥

মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস সরণে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ ॥
সর্ব্ব-মতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস-হেন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥
হরিদাস স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম ॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম পঃ

শ্রীশ্রীপুরীধাম দর্শন

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল
ভক্তিসুধাকর, এম, এ)

আমি শ্রীশ্রীপুরীধাম দর্শনের জন্য পুরীতে আসিয়াছি। এখানে যাহা প্রধান দ্রষ্টব্য, তাহা দেখিলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দেখিয়াছি। ঠাকুর হরিদাসের সমাধি ও সাগরতীর্থ দর্শন হইয়াছে। ভাবিতেছি, যাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম তাহা তো দর্শন হইল। হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় বিচিত্র সুস্বাদু "প্রসাদ" দুবেলাই অল্পমূল্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছি। পুরীর প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্বাস্থ্যবাহক সুস্নিগ্ধ সামুদ্রিক বায়ু, এবং বিদেশাগত যাত্রীদিগের পবিত্র সহাস্যবদন-মণ্ডল ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নির্ম্মল আনন্দের অতৃপ্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাহার বিন্দু-মাত্রও আস্থা নাই, সেরূপ ব্যক্তির হৃদয়ও পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিলে অপার্থিব শান্তি অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। অনুভব করিতে পারিয়াছি, ইহা অতিরঞ্জন নহে যাহাদের ভাগ্যে এক-বারও পুরীদর্শন ঘটিয়াছে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহা সমর্থন করিবেন। ইহাই শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের পরম ঔদার্য্য।

...ধাম শান্তরসের মূর্ত্তবিগ্রহ। কত ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত নরনারী শ্রীশ্রীপুরীধামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার অশান্তির হস্ত হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ ? যিনি এক-বার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীধাম দর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনি আর কখনও ইহার মঙ্গলময় স্বরূপ ভুলিতে পারিবেন না। ইহা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তির একমাত্র শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থল, বৈকুণ্ঠ হইতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নীলাম্বুধির তটদেশে চিরবিরাজিত রহিয়াছে। নীলাম্বুধির তটস্থিত নীলাচল ধামের মহিমা অত্যন্ত কপট ও বিষয়ী ব্যক্তিও অস্বীকার করিবেন না।

সহৃদয় পাঠক যাহাতে আমার আত্মানন্দের সংবাদ শ্রবণ করিয়া উহার অংশভাগী হইবেন, এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী ধারণে ব্রতী হইয়াছি। তবে শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের মহিমা না দেখিলে কাহারও উপলব্ধি হইতে পারেনা।

আমি একজন ঘোর বিষয়ী। শ্রীধামের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ইহা আমার ন্যায় বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটকেও নির্ম্মল আনন্দের আস্বাদ প্রদান করিতে সমর্থ। পুরী মহা তীর্থ। তীর্থ দর্শন তীর্থসেবা লোকের বিষয়ী লোকের একান্ত কর্ত্তব্য। পাণ্ডা-দিগের অকথ্য উপদ্রব সত্ত্বেও তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যায়। তীর্থসকল আজকাল সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণের প্রকৃষ্ট স্থানরূপে সর্ব্বজনবিদিত হইলেও তথাপি উহা অবশ্য সেবনীয়।

তীর্থে আসিয়া যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা পাপাচরণের উদ্দেশ্যে যাহারা তীর্থে আগমন করে, তাহাদেরও কি শান্তিলাভ হয় ? কাশীতে দেহ-ত্যাগ হইলে মুক্তিলাভ হইবে, ইহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস। কিন্তু কাশীতে পাপাচরণ করিলে সে পাপীর কস্মিনকালেও মুক্তি নাই ইহাও শোনা যায়। কাশীতে অসংখ্য পাপীর বাস। যাহার অন্য কোথায়ও গতি নাই, কাশীই তাহার একমাত্র গতি। যে পাপীর অন্য কোথায়ও বাস করিবার সম্ভাবনা নাই, সেও কাশীতে সুখে বাস করিতেছে। যে পাপের অনুষ্ঠান অন্য কুত্রাপি সম্ভব নয়, তাহা কাশীতে অনায়াসে সম্পাদিত হইতেছে। ইহাও কি ক্ষেত্রের মহিমা বলিতে হইবে ? পাপীর পাপা-চরণের আনন্দ কি আনন্দ নহে ?

পুরীতে আসিয়া আমার এত আনন্দের হেতু কি ? শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া যে আনন্দ তাহাও কি অন্যায় ? শ্রীঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রাঙ্গণের ধূলিতে আত্ম-লিপ্ত হওয়াও কি পাপানুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য ? মাদৃশ বিষয়ী ব্যক্তির তীর্থদর্শনাদিও কি বিষয়েরই সেবা মাত্র ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কত-একরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাদের পক্ষে তীর্থদর্শন পাপানুষ্ঠান নহে ? পাপীর উদ্ধারের জন্য তো তীর্থ ?, পুণ্যবানের আবার তীর্থ-পর্য্যটনের প্রয়োজন কি ? সেরূপ ব্যক্তি যেখানে থাকেন, সেই স্থানই তো তীর্থ।

সুতরাং শ্রীশ্রীপুরীধাম দর্শনে আমার আনন্দ আমার পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ, ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যদিও আমি কোন বিশেষ পাপাচরণের অভিপ্রায়ে পরীতে আগমন করি নাই।

আমার আনন্দ তাহা হইলে অন্যায় নহে ? শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া কাহার কি আনন্দ হয় ? শ্রীমন্দির দর্শনে সকলেরই মনে নির্ম্মল আনন্দের উদ্রেক হয়। শ্রীমন্দির দর্শন ও আমার কলিকাতা দর্শনের মধ্যে কি কোনই প্রভেদ নাই ? যদি কোন পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে শ্রীমন্দির দর্শনের আনন্দ অজ্ঞানন্দ নহে। ঐরূপ আনন্দের দ্বারা কোন অকল্যাণ হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীক্ষেত্রবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-আনুগত্য-অভি-মানি ব্যক্তিগণের কি তাঁহার আচরণ যথা-সম্ভব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে ? তিনি কিরূপ ভাবে তীর্থবাস অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত শ্রীহরিদাসঠাকুরের শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থানের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীঠাকুর হরিদাস মূল নামা-চার্য্য। শ্রীনামভজন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। সুতরাং নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানের বিষয় আলোচনা দ্বারা [illegible]

শ্রীহরিদাসঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি [illegible] শ্রীমন্দিরের [illegible] গমন করিতেন না, পাছে তাঁহার স্পর্শে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক ব্রাহ্মণগণ অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং তদ্দ্বারা পাছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার ব্যাঘাত হয়। তিনি দূর হইতে শ্রীমন্দিরের শিখরস্থিত চক্র দর্শন করিতেন। তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। তিনি মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের আচার্য্যরূপে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নিত্য কৃত্য ও অপ্রাকৃত চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। যদি শ্রীহরিদাসঠাকুরের আচার গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিবার আদর্শ শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী হয়, তাহা হইলে আমার আচরণের সহিত [illegible] শাস্তিযোগ্য কি ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করিতেন। শ্রীবিগ্রহের নিকটে যাইতেন না। তিনি দ্বাদশবৎসর কাল কৃষ্ণবিরহ দুঃখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর কাল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের 'সুখ'র অনুশীলন।

এ জগতে কেহ কৃষ্ণকে দেখিতে পায় না। ইহাই এ জগতের একমাত্র দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ আমরা সুখ বলিয়া মনে করি। এ জগতে কৃষ্ণের 'স্মৃতি' আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশকর ব্যাপার বলিয়া উপলব্ধ হয়। আমাদের যাবতীয় 'আনন্দ' 'আত্যন্তিক ক্লেশ' মাত্র। জড়ানন্দই ক্লেশের চূড়ান্ত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যাহার আনন্দ, তাহার ক্লেশের সীমা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখানে আনন্দ লাভ হয় না, আনন্দের সন্ধান লাভ হইতে পারে। কৃষ্ণই আনন্দস্বরূপ। আনন্দের সন্ধান পাওয়া আর আনন্দ লাভ হওয়া একই ব্যাপার নহে। যাহাদের এ জগতে আনন্দ লাভ হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পায় নাই। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র পরমানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা জড়ানন্দের ভ্রম ও ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণান্বেষণ তাঁহার একমাত্র কৃত্য ছিল। নিজের আচরণ দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে হয়, তাহা অপরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরাই কৃষ্ণের সন্ধান জানে না, কৃষ্ণের সন্ধান করে না, তাহারা কৃষ্ণের সন্ধান অপরকে কিরূপে দিতে পারে?

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাম। এ জগতে কেহ শ্রীধাম দর্শন করিবার অধিকারী নহে। ভগবদ্ভক্ত এজগতের জীব নহেন। আমি যেরূপ শ্রীধামকে ইহজগতের স্থান বিশেষ মনে করিয়া ভ্রান্ত হই, তদ্রূপ ভগবদ্ধামের সন্ধান-প্রদাতা ভগবদ্ভক্তকেও মর্ত্ত্যজীববিশেষ ধারণা করিয়া একই প্রকার ভ্রমে পতিত হই। এই জগতে শ্রীধাম দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ অদর্শনজনিত দুঃখ। এই বিরহদুঃখ উপলব্ধির উপায়ের সন্ধান-প্রদাতার নাম ভগবদ্ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ-লীলায় অভিনয় করিয়া জগতে প্রকৃত ধাম-সেবার আদর্শ জানাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীধামের অদর্শন দুঃখ আমার উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না কেন? ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর ক্লেশ কি হইতে পারে?

পাঠক মহোদয়! আমার আনন্দ ও আমার দুঃখ উভয়ই কপটতা। যাহা ভণিতেছি, তাহাই টিয়াপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছি। ইহাতে কেহ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য আপনাকে আমার কপটতার অংশী হইতে অনুরোধ করি না। আমার কপটতা প্রকৃত উপলব্ধি করিয়া আপনি সতর্ক হইলে আমার কপটতা নিবেদনও সার্থক হইবে। আমি নিজে কখনও সতর্ক হইতে পারিব—এরূপ ভরসা আমার নাই। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শঙ্কর মাধবের গ্রন্থ হইতেও তাহাদের সম্প্রদায়াচার্য্য-গণের বচন-প্রণালী হইতে শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব জ্ঞাপক কয়েকটি মাত্র বাক্য প্রমাণ স্বরূপে এখানে উদ্ধৃত হইল।—

মায়াতেসে দেখয় বিবিধ পরিচ্ছেদ।
স্বরূপে তোমার নাহিক কিছু ভেদ॥
চৈতন্ত স্বরূপে ব্যাপী এক নিরঞ্জন।
তোমাক ভুলিবে হৈত কোন অজ্ঞজন॥
(কীর্ত্তন ঘোষা)

ভকত কৃপালু, কৃষ্ণে এই বুলি,
ভুচালা সবারো মায়া।
নিজ ব্রহ্মরূপ, পরিল প্রকাশ
সবারো লুকাইল কায়া॥
(দশম)

শঙ্করদেব উপরিউক্ত দুইটি পদে কৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি সবিশেষ রূপকে মায়িক বলিয়া কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের অতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

অব্যক্ত ঈশ্বর হরি, কি মতে পূজিবা তাক
ব্যাপকত কিবা বিসর্জ্জন।
এতাবস্তু মূর্ত্তিশূন্য, কেনমতে চিন্তি বাক্য
মাম বুলি শুদ্ধ করা মন॥
(নাম ঘোষা)

এই বাক্যে মাধবদেব হরি শব্দে শাশ্বত বস্তুকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন।—

সৃষ্টির কারণে স্থূলরূপ নারায়ণ।
নমো নিরাকার প্রভু তোমার চরণ॥
(বৈষ্ণবামৃত)

উপরিউক্ত বাক্যে শঙ্করদেবের একজন প্রধান আচার্য্য অনন্তকন্দলী নারায়ণ প্রভৃতি রূপকে স্থূলরূপ বলিয়া এক-নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন।—

নামক নামে ভজে, নামক নামে যজে
নামক নামে করে সেউ।
নিজ নাম লৈ জীব তরি যায়
ইয়াক না জানে কেউ॥

—উপরিউক্ত কাঁকিতে শঙ্কর দেবের একজন বড় ভক্ত ঠাকুর আতা বলিতেছেন যে, জীব যে নিজের নাম লইয়াই উদ্ধার পায়, এ সত্য কেহই জানে না। ইহা প্রকৃষ্ট সোঽহং বাদ।

'সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার পর-ব্রহ্ম প্রাপ্তিই এই পন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য?'
শ্রীঅমৃত ভূষণ অধিকারী।

'কৃষ্ণের উপাসনা ছাড়িয়া কেবল ব্রহ্মের উপাসনাতে ধর্ম্মের হানি কি?'
শ্রীচন্দ্রিরাম মহন্ত।

'ভক্তি ও মুক্তি নিম্নস্তরে অবস্থিত লোকের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুলিই এই পন্থের চরম উদ্দেশ্য নহে।'
শ্রীভিবেশ্বর মেধ।

'কৃষ্ণাদিরূপ সাকার অতএব তাঁহাদিগের প্রতি অর্পিত ভক্তি কি প্রকারে নিত্য হইতে পারে?'
বরপেটার সত্রাধিকার।

বেজবরুয়া মহাশয় তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থে তিনি বহু বাক্য শঙ্কর দেবকে নিরাকার উপসনার প্রবর্ত্তকরূপে প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

'মানুষ সাকার উপাসনা করিতে করিতে যখন মন রাজ্যের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করে, তখনই নিরাকার উপাসনার আরম্ভ হয়।'

শঙ্করাচার্য্য পাঁচটি কল্পিত দেবতার অর্চ্চা মূর্ত্তির অর্চ্চন সমর্থন করেন; কিন্তু বেজবরুয়া মহাশয় তাঁহার নবগৃহীত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ছাঁচে মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মকে গড়িতে গিয়া শঙ্করদেব মূলতঃ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী—কিন্তু দেশীয় রাজন্যবর্গের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য তিনি নিজ সম্প্রদায়ে মূর্ত্তি পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য তাঁহাতে আরোপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি তাঁহার রচিত 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"প্রতিমা পূজাতো যদিও তেওঁ বিশ্বাস নকরিছিল তথাপি দেশীয় রজার ক্রোধ উদ্রেক, আরু বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলোর আরু ব্রাহ্মণ সকলকে আদি করি সৰ্বসাধারণের বিদ্বেষ বহ্নি উদ্রেক নকরিবলৈ তেওঁ জগন্নাথ মূর্ত্তি আরু তেওঁর স্থাপিত সত্রবোরতো কৃষ্ণের আন আন মূর্ত্তি আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থাপনা করি রাখিছিল; কারণ তেওঁ জানিছিল যে দেশীয় রজার আরু লোকর বিদ্বেষ অনল প্রজ্বলিত করিলে আরু দেশ কাল পাত্র বুজি নচলিলে তেওঁর অচল উদ্দেশ্য নিরাকার ঈশ্বরর উপাসনা আরু ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারত ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটিব।"

আহা, বেজবরুয়া মহাশয়ের আচার্য্যের প্রতি কি প্রগাঢ় ভক্তি! তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান! তাহা না হইলে কি তিনি আজ মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক ধর্ম্মবক্তারূপে মনোনীত হইতে পারিতেন? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলে সমস্বরে—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ... বা নারকী সঃ"—পদ্মপুরাণের এই বাক্যে উপরিউক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট লোককে নারকী আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। প্রতিমা পূজা করিলেই পৌত্তলিক এই অভিজ্ঞান লইয়া বেজবরুয়া মহাশয় মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেও বৈষ্ণবগণের তিন উপেক্ষারই পাত্র থাকিবেন। তাঁহারা প্রতিমাদিকে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চাবতার বলিয়াই পূজাদি করেন। অর্চ্চামূর্ত্তিতে কাঠ মাটী পাথর বুদ্ধি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মায়াবাদিগণের ন্যায় অর্চ্চাতে আবাহন বিসর্জ্জনাদির অনুষ্ঠান করেন না। অবশ্য যাঁহারা ভগবান্‌কে নিরাকার বলিয়াই জানেন, তাঁহাদের ভগবানের মূর্ত্তির কল্পনা ও প্রতিমারূপে সেই কল্পিত মূর্ত্তির অর্চ্চন বন্দনাদি কার্য্য পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের এইরূপ অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন।

হরমোহন দাস মহাশয় তাঁহার নিজ রচিত 'মহাপুরুষ' নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে শঙ্করদেবকে অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"কৃষ্ণর সাকার ভাব আরাধন [illegible] নির্গুণ তত্ত্বত উপনীত হয় তেতিয়া তেওঁ-লোক কৃষ্ণত লীন হয়। সেই অবস্থা ভকতে আনক আগত প্রকাশ করিব নোয়ারে। এই বৈষ্ণব মতর প্রবর্ত্তক সকল অদ্বৈতবাদী।"

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলৈ মহাশয় সম্প্রতি তদীয় গৌহাটী ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চাকালে অতি সাবধানের সহিত প্যানথিজম অফ গড-হেড এর স্বীকারকে 'কনসেপসন্ অফ হিজ ইমপারসন্যালিটি'র একটা মিডিয়াম বলিয়া আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয় পত্রিকার স্তম্ভে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। (৭ম খণ্ড ১৩শ সংখ্যা)

বরপেটার শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বি, এ, মহাশয় নিরাকার বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই শঙ্করদেবকে আমাদিগের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

এইরূপে এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গ্রন্থ-প্রমাণে ও শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর বাক্য প্রমাণে শঙ্করদেবকে নির্ব্বিশেষবাদের প্রচারক বলিয়া ধারণা করিতে কোন কষ্টবোধ করিতে হয় না। উপরিউক্ত প্রত্যেক বাক্যে ভক্তি ও ভগবান্ অস্বীকৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

সজ্জন—অকাম

যে কালে জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন, তখন তিনি অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম শূন্য হইয়া যে কামনা, তাঁহার নাম যথেচ্ছাচার। পুণ্যময় কামনাকে সৎকর্ম্ম এবং কামনাত্যাগকে মোক্ষকাম বলে। কামনা-যুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনা-মুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ মুগ্য কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা সজ্জন বা অকাম হইতে পারেন না। সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই, যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া লোভে লুব্ধ হইয়া সজ্জন কামনা বিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের একমাত্র কাম্যবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণকামে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারে না। সজ্জনের সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনায় তাঁহার অবকাশ নাই।

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলি
অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ॥

মিছাভক্ত বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিলেও তিনি কাম-দাস। মিছাভক্ত কর্ম্মজ্ঞানাবৃত হইয়া যথেচ্ছাচারের উদ্দেশে কামনাহীন হইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া ভক্ত, বাস্তাশী ভেকধারী ও অবৈষ্ণব মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্তের ধারণা, কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব এক জাতীয় নহে। দেব-পিতৃ কামী, জড়সেবাব্রত মায়াবাদী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, পুণ্য-সঞ্চয়ী, শৌক্র-জাত্যভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ, অভক্তের সাম্য-প্রয়াসী অসৎকামী নিষ্কাম ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

আমার ব্রাহ্মণতা

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুপাদাশ্রিতকে উপনীত হইয়া কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদিগ্রহণের কোন ক্লেশ স্বীকার করিব না, গুরুকৃষ্ণ-সেবার জন্য আমার কোন চেষ্টাই লক্ষিত হইবে না, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিব অথবা কৃষ্ণসেবার বাহ্যচেষ্টা কিছু থাকিলেও তাহা আমার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে পর্য্যবসিত হইবে না অথচ সমাজে আমার ব্রাহ্মণ বা গোস্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠাটি যথাযথ বজায় রাখিতেই হইবে! নচেৎ লোকে যে পয়সা দিবে না? পেট চালান' যে দায় হইয়া পড়িবে? পরমার্থ উদাসীন থাকি আর না থাকি, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ব্যবহারে প্রবীণতাটুকু ষোল আনা বজায় রাখা আবশ্যক। কথায় বলে—"নির্গুণ পুরুষের তিন গুণ রাগ।" ইংরাজীতেও একটা *Proverb* আছে—"*Empty Vessels sound much*" আমার দশাও তাই। ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণ থাকিলে আমাকে অব্রাহ্মণ বলিলে আমি চটিয়া যাইতাম না, কিন্তু তা' যখন নাই, তখন আমার মুখপানিই সম্বল না করিলে আর চলে কি করিয়া? আমি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জগৎকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিতে চাই, কিন্তু চাহিলে কি হইবে, আমার যে বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তাহা ত' আমি জানি, তাই বড় বেশী বেগতিক দেখিলে চুপ করিয়া যাই, নচেৎ গলাবাজী করিয়াই পৃথিবী কম্পমান করি। ব্রাহ্মণতা বা গোস্বামিতা বজায় রাখার আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শুক্রশোণিতের দোহাই দেওয়াই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র করিয়াছি। কিন্তু তাও যে এখন টিকিতে চাহে না! বৈষ্ণবের সুদর্শন অস্ত্রের নিকট আমাদের জাত্যভিমান-যুক্ত তেজোহীন ব্রহ্মাস্ত্র যে একেবারেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই ত' এখন উপায় কি? ক্রমে ক্রমে পৈতৃক ব্রাহ্মণতা ও গোস্বামিত্বটুকু ও যে বজায় রাখা দায় হইয়া পড়িল দেখিতেছি! এখন শিষ্যেরাও তেমন মানিতে চাহে না, বিদায় আদায় গুলিও কমিয়া গেল, ইংরাজী লেখাপড়াও কিছু শিখি নাই যে রাজসরকারে কোন চাকুরী পাইব, এদিকে আবার অশৌচ-প্রতিগ্রাহী বলিয়া সম্মানটাও বজায় রাখিতে হইবে। বড় মুস্কিলেই পড়িতে হইল দেখিতেছি!

কতকগুলি 'বৈষ্ণব' নামধারী আছেন, তাঁহাদিগকে সহজেই আমাদের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু আর কতকগুলি তেজীয়ান্ বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের কাছে ঘেঁষা দায়। তাঁহারা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, ঘরের খবর কি জানি কেমন করিয়া সমস্তই জানিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট পারিয়া উঠা ভার হইয়াছে। তাঁহারা বলেন,—"ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা কোন জাতিমাত্রে আবদ্ধ নাই, প্রাকৃত শুক্রশোণিতের সহিত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত গুরুদেবের নিকট বেদাধ্যয়ন বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ করিবে না, শ্রৌতপন্থা কাহাকে বলে, তাহা জানিবে না, কতকগুলি বৈদিক প্রক্রিয়াবলম্বনে গলদেশে একটা সূত্র লম্বমান করিলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যাইবে? শাস্ত্র বলেন—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥

ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ষড়্ বিধ হইলেও তাহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণার্থ নহে। ঐ সকল কার্য্য যদি ব্রহ্মণ্যদেব ও তাঁহার ভক্ত ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া অন্যাভিলাষপর হয়, তাহা হইলে আর ব্রাহ্মণতা বলিয়া কিছুই থাকে না। মনুসংহিতা (২।১৬৮) বলেন—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদং অন্যত্র কুরুতে
শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া—ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা ছাড়িয়া লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর বিষয়ে শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং এইরূপ বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণের পুত্রপৌত্রাদির উপনয়ন নিষিদ্ধ।

বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার উচ্চতম সোপানে অবস্থিত। মালাতিলক ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভক্তির নাম করিয়া ব্যভিচাররত হওয়ার নাম বৈষ্ণবতা নহে। কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া কৃষ্ণসুখ-নিমিত্তই সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করার নাম বৈষ্ণবতা। ব্রহ্মজ্ঞতায় ভগবানের অসম্যগ্ আবির্ভাব, কিন্তু বৈষ্ণবতায় ভগবানের সম্যগ্ আবির্ভাব। ব্রাহ্মণে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ভয়ঙ্কর নামাপরাধ। প্রাকৃত শৌক্রজাতিমাত্রে ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা আবদ্ধ করিবার চেষ্টাকে শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করিয়া থাকেন। যাহাদের প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত বা বৈষ্ণবোচিত গুণ নাই, তাহারাই প্রতিষ্ঠালাভের স্বরে শৌক্রজাতিসামাজবাদের প্রচারক। নিত্যানন্দ বলেন—কলিসম্ভূত অশুদ্ধ শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণগণের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে শুদ্ধতা নাই, পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সদ্গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইলেই তাহারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মণ্যদেবের সেবক, তিনি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি বৈষ্ণব'—এরূপ অহঙ্কার করেন না। সভাসমিতি করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা বজায় রাখিতে হয় না। সুগন্ধি বনপুষ্প লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও গন্ধবহ যেমন তাহার গন্ধ প্রচার পূর্ব্বক লোকের নিকট তাহার মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করে, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তের গুণরাশি স্বয়ং ভক্তবৎসল বিষ্ণুই কীর্ত্তন করিয়া লোককে জানাইয়া দেন। মোটকথা কলির পূর্ণপ্রাবল্যে মানুষ কেবল তর্কপন্থাশ্রিত হইয়া আধ্যক্ষিক জ্ঞানমাত্র সম্বলপূর্ব্বক গায়ের জোরে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবাভিমানী হইতে চায়, শ্রৌতপন্থায় অধোক্ষজ বস্তু-বিজ্ঞানলাভের জন্য তাহারা কিছুমাত্র শ্রম স্বীকার করিতে চাহে না, তাই ভারতে আজ এ বর্ণ-বিপ্লব উপস্থিত।'

এসকল কথার উত্তরে আমাদের বলিবার কিছু না থাকায় কেবল ক্রোধপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর কি? কিন্তু এ চোখরাঙ্গানীতে এখন যে আর কুলাইতেছে না। ভাটপাড়ার তর্করত্ন মহাশয় অভয় দিলেও, তিনিই যে এখন জ্বালাতন হইতেছেন। করধৃত দণ্ড যে আর যথাস্থানে পড়িতেছে না। বিষহীন সর্পের ফোঁসফোঁসানিতেই লোকে ডরায়, কিন্তু এখন যে তাহাতেও জোর নাই। তবে আর কেন? এখন একবার পরকালের চিন্তা করিলে হয় না কি? যে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধি করিয়া নরকে পচিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি, চক্ষু বুজিলে সে লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা-সম্ভার কে ভোগ করিবে, তাহা এখনও আমার ভাবিবার অবকাশ হইল না, ধন্য আমার ব্রাহ্মণতা। নষ্টমোক্ষবিৎ হওয়ার নামই ও পাণ্ডিত্য বা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। কিন্তু আমার বুদ্ধি হইয়াছে সংসারে আরও জড়াইয়া জড়ীভূত হইয়া থাকা, নিজে ত ভগবদ্ভজন করিবই না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অন্য কেহ ভগবদ্ভজনে রত হইলে তাহা কিছুতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারি না। এমনই মৎসরতাপূর্ণ কুটিল হৃদয় আমার। নিরবধি এই মাৎসর্য্য চণ্ডালের দাসত্ব করিয়া আমি যাই ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব ফলাইতে। ধিক্ আমার ব্রাহ্মণতায় আর ধিক্ আমার বৈষ্ণবতায় !!

প্রকৃত বন্ধু কে ?

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি,এ)

দুই ব্যক্তির পরস্পর হৃদয়ের মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা একরূপ স্বভাবযুক্ত ও এক প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যেই জন্মায়। মানুষ সামাজিক জাতি। তাহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। পাঁচ জনে মিলিয়া একসঙ্গে বাস করিতে ভাল বাসে। জড় জগতের প্রত্যেক, মানব পশু, পক্ষী প্রভৃতির স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, সকলেই সাথী লইয়া চলিতে চায়। সাথী না হইলে বিশ্বের কোন প্রাণীরই যেন চলে না। নির্জ্জন বাস প্রত্যেকের নিকট অতীব কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক জীবের মনোবৃত্তি নথন সখ্যতা-সূত্রে অপরের সহিত আবদ্ধ হওয়া, তথন মানব নিজ স্বভাবানুযায়ী ব্যক্তির অনুসন্ধানপর হইয়া যে মুহূর্ত্তে সেইরূপ ব্যক্তি পায়, সেইক্ষণ হইতেই তাহার সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ সর্ব্বদা বন্ধুর হিতসাধনে রত, কপট বন্ধু সেইরূপ সকল প্রকার অনিষ্টের মূল। কপট বন্ধু বিশ্বাস-ভাজন হইবার নিমিত্ত প্রথম সুসময়ে ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন্ধুর অনুগমন করিয়া তাহার হৃদয়ের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে, পরে যেই সুযোগ পায়, অমনিই স্বীয় অভীষ্ট পূরণ করিয়া লয়। কপট বন্ধুর জন্য মানুষ অনেক সময় সমূহ বিপদে পতিত হয়। কপটী সর্ব্বদা নানা প্রকার সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বন্ধু নামধারী হইয়া আমাদিগকে বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়; তাহার ব্যবহার বাহ্যতঃ এত মধুর যে, তাহাকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া তাহার উপদেশানুসারে চলিয়া, অনেক সময় আমাদিগকে নরকের পথে অগ্রসর হইতে হয়। যিনি সর্ব্বদাই আমাদের শুভ কামনা করেন, আমাদের বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করেন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য নিজে সকল প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত, যিনি আমাদের সম্পদে আনন্দিত হন, তাঁহাকেই নীতিশাস্ত্রকারগণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়াছেন। মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু নাই, এরূপও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কোনও নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

"উৎসবে ব্যসনে চৈব
দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ
যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥"

এই সকল উপকার জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও পারমার্থিক বিচারে ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিত্য প্রভু, জীব নিত্যদাস। শ্রীভগবানের চরণ সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভগবদ্বিস্মৃতিই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল, এই হেতু মায়া তার গলায় বান্ধিল।' আমাদের এই দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই লইয়া গঠিত। আত্মা এই দেহ হইতে স্বতন্ত্র চেতন বস্তু। আত্মা অবিনাশী। আমাদের নশ্বর জড় দেহ ত্যাগ হইলেও, প্রকৃত আমি যে আত্মা, তাহার বিনাশ নাই। নিত্য কৃষ্ণদাস্যই জীবাত্মার স্বরূপ। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকলের গোলোকে অবস্থিতি হয়। মানব-জীবন ক্ষণকাল স্থায়ী। পূর্ব্বে যে উপকারগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব ক্ষণকাল মাত্র। কারণ মানুষের মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া যায়। আমাদের সামনে অনন্ত অসীম কাল বর্ত্তমান। ইহার সহিত তুলনায় মানব-জীবন ক্ষণস্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপী জনন মরণ মালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যত দিন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ বৃত্তি লাভ না করে, ততদিন চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময় সংসারে ক্রমাগত আসিতে বাধ্য হয় ও হাবুডুবু খায়। তাই চরম সত্য হইতেছে যে, যদি জন্ম মরণ মালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে হরিভজনপর জীবন লাভ করিতে হইবে। হরিভজনের দ্বারাই জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়। যিনি উপদেশ দ্বারা জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা কাটাইয়া দিয়া, তাহার হরিভজনের সহায়তা করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন ও আমাদের কৃষ্ণ সেবার প্রবৃত্তিগুলিকে স্ফুরিত হইতে না দেন, তাঁহারা আমাদের মিত্র নহেন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু বলিলেন, 'সংসারে যতেক জীব সেই মোর মিত্র। বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু॥' ইহা হইতে বুঝা যায় হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি। যিনি এই সেবার আনুকূল্য করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। নিত্য মঙ্গল লাভই শ্রেয়ঃ। যদি আমরা সর্ব্বদা শ্রেয়ঃকে অবহেলা করিয়া প্রেয়ঃ লাভ করিতে যত্নবান্ হই, তাহা হইলে আমরা নিজের নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হই। যাঁহারা আমাদের এই প্রতিকূল বৃত্তিকে পুষ্ট হইবার সহায়তা করেন, তাঁহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন। এমন কি পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন, যদি তাঁহারা আমাদিগকে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার উপদেশ না দিয়া কৃষ্ণানুশীলনে বাধা দেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

ভাঃ ৫।৫।১৮

সুতরাং অসৎ শিক্ষা-প্রদাতাকে অতীব যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। যিনি ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, তিনি গুরু, আত্মীয়, পিতা, জননী, দেবতা ও পতিবাচ্য হইতে পারেন না। কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধে যুক্ত হইলেই সকল প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে না। কেবলমাত্র ব্যবহারিক গুরু হইলেই তাঁহার নিকট হইতে নিত্যমঙ্গল লাভ করা যায় না। সুতরাং তাদৃশ গুরু শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। বামনাবতার ভগবান যখন বলীরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া বামনদেবকে দান করিলেন ও নিত্যকালের জন্য ভগবচ্চরণে আশ্রয় লাভ করিলেন। প্রহ্লাদ কৃষ্ণবিমুখ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি পরমার্থ বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেইরূপ বন্ধুর সহিতই সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

'এজগতে কেহ কারো শত্রু মিত্র নয়।
ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয়॥"

কেহ কেহ বলেন—বিদ্যার সমান মিত্র নাই।

এখানে বিদ্যা অর্থে যদি জড়বিদ্যা বা অর্থকরী বিদ্যা কথিত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত বন্ধু হইতে পারে না। কারণ জড়বিদ্যা অর্জ্জন দ্বারা জীবের জড়াসক্তি বৃদ্ধি হয়, পরম করুণাময় পরমেশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিতে হইলে পরাবিদ্যার অনুশীলন করিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে শ্রীরায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ? তখন শ্রীরামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য বিদ্যা নাই।'

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, যে বিদ্যাদ্বারা কৃষ্ণসেবায় মতিস্থির হয়, সেই বিদ্যাই প্রকৃত নিত্য বিদ্যা বা পরাবিদ্যা। আবার শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই এই পরাবিদ্যার জীবন। এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান। সুতরাং ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলেই চরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবদ্ভজন ভক্তিই জীবের একমাত্র কৃত্য। ভক্তিপথের উপদেশ একমাত্র ভক্তের নিকটই পাওয়া যায়। ভক্ত সর্ব্বদা হরিভক্তির কথা উপদেশ দেন। এইরূপ হরিভক্তিপ্রদানকারী বন্ধু দুর্লভ হইলেও যাহার এইরূপ বন্ধু আছে, তিনি অতি বড় ভাগ্যবান্। ভক্তবন্ধু ব্যতীত আমরা মিত্রা পরম বন্ধু হরিকে লাভ করিতে পারি না। শ্রীভগবান্ হরি একমাত্র ভক্তেরই অধীন।

তিনি নারদকে বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল। তিনি ভক্তের ডাকে না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তিলাভই জীবের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। সুতরাং পরমার্থ জ্ঞানদাতা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণই প্রকৃত বন্ধু।

অনূচানমানীর বাগ্ বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ ব্রি, বি, টি,

(৩) কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তিও মায়াবাদের অন্তর্গত। এই পর্য্যন্ত শঙ্করদেবের প্রচারিত জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তির বিষয়ে আলোচিত হইল। এক্ষণে তাঁহার প্রচারিত কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তির কথা একটু আলোচিত হইবে। 'মুঠা' নামে একখানি হস্তলিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ের মেধীবর্গ অতি গোপনে ও ভক্তির সহিত নিত্য পাঠ করেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ কাহাকেও দেখিতে দেন না এবং ইহাতে যে তত্ত্ব উপদিষ্ট আছে, উহা গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে লিখা আছে,—

"শ্রীশঙ্করে বৈকুণ্ঠত প্রয়াণর সময়ত নিজভক্তি তত থইবা ইচ্ছা হইল। আমা মাধব আমা দামোদর তোমা দুই জনত কহু, তরা আনত নকহিবা, যাহার লগত একে দেহা ভাতে করিবা, শুদ্ধ কর্ম্ম শুদিলোহ করিবা ভাত নকহিলে পাপ লাগে। মাধব দামোদর শুধত হে ঈশ্বর পুরুষ তরা সর্ব্ব কর্ত্তা আমি যাহা অধমত কাহবা জীব পরমাত্মা কাক বলে, কোন থানে আছে আর কোন নামে কোন দেহে ডাক করিবা। শ্রীশঙ্করে কহন্ত আমা মাধব আমা দামোদর ইহো মহাগোপ্য কথা। গুরুর বিশ্বাস আনত নকহিবা। আমা মাধব হৃদি মধ্যে এক পদ্ম আছে, তার উত্তর পাদত জীবাত্মা আছে, [illegible]

উন্নয়ে মাত্রীর অন্ন আছে তাতে পরমাত্মা আছে। বুলিবা কেমন স্বরূপ পরমাত্মা, কি বর্ণ?—ইন্দ্রের বর্ণ—শ্যাম, গায়ত্ত পীত-বস্ত্র। বুলিবা জীবের কেমন স্বরূপ? জীব বায়ুর স্বরূপ। পুনঃ মাধব উপস্থ কে ঈশ্বর পুরুষ আর প্রকৃতি কি স্বরূপ করিব। পুনঃ শঙ্করে কণ্ঠস্থ ইড়া পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী মনে সহিত বাম কর্ণে ব্যক্ত করিব; তুপিনি গঙ্গাত স্নান করিবু। * * * নারায়ণ, বৈকুণ্ঠত জীবু আত্মা স্থিতি করিব। দামুদরে শুধস্থ তুলসী গঙ্গা কাক বলে, নারায়ণ; বৈকুণ্ঠ কাকে বলে। শঙ্করে কহন্ত রাম নামে দেহ, হরিনামে মুখ, গোবিন্দ নামে নাক, কৃষ্ণনামে চক্ষু, নারায়ণ নামে তিলক, বৈকুণ্ঠ ললাটক বলে, অনন্ত নামে কর্ণ এই পঞ্চ নামর পরিচয়।"

ইহা পাঠ করিলেই সোহংবাদী হঠ যোগীর কথা মনে না হইয়াই পারে না। কৃষ্ণ নামাদির এই অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা কেবল মাত্র এই শ্রেণীর কু-যোগিগণই করিতে পারেন, অন্য কেহ পারে না। সিদ্ধগুরুর লক্ষণ প্রকাশ করিয়া অনন্ত-কন্দলী বলেন,—

"পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান গুরুর লক্ষণ।
আকে জানি তাক ভজিয়োক বিদ্যমান॥"

এই পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা নানারূপ শুনা যায়, কিন্তু সেগুলি শ্রবণ-যোগ্য নহে। মূঠাতে পঞ্চনামের যে ব্যাখ্যা হইল, উহাই পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞান বলিয়া অনুমিত হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তকুলকে 'পাঁচনামী ভকত' বলিয়া অভিহিত করিবার প্রথা এখনও মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের নাম ধাম প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তু নিচয়কে দেহাদি প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা নির্দ্দেশ বৈষ্ণবানুমোদিত নহে। এই সমস্ত আরোপসিদ্ধা ভক্তির কথা শুদ্ধভক্তিপর্য্যায়ে পরিগণিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।

কীর্ত্তন-ঘোষার 'উরেষা বর্ণন' অধ্যায়ে আলোচনায় কর্ম্ম-বিদ্ধা ভক্তির কথা বহু পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া "অতি পাতকীক নাম না লাগে; নিয়ম সংযমে তরে।" প্রভৃতি বাক্যে যে কর্ম্ম-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের বিচার-প্রণালীকেও ম্লান করিয়া অবস্থান করিতেছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে যে কর্ম্মাগ্রহের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় এবং তৎফলে অন্যাভক্তি-ভাববর্জ্জিত যে সমস্ত আচার ও নিয়ম এই সম্প্রদায়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই ভক্তির প্রতিকূল বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) যে মতে শাস্ত্রোপদিষ্ট মন্ত্রাদি ব্যবহৃত না হইয়া মনঃকল্পিত মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহাই মায়াবাদ। "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ।" অর্থাৎ যাহা মনন-কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করে তাহাই মন্ত্র—ইহাই 'মন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। কিন্তু যিনি মননকার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় মনের কল্পনারই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি যে নিত্যকাল মনেরই ক্রীড়নক থাকিয়া যাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিরাকারের আকার অসম্ভব, সুতরাং তাহার নামও তাই। আমি নিরাকারের যে সমস্ত নাম ও রূপের কল্পনা পূর্ব্বক উহাদের ভজনাদিকে সাধনোপায় বলিয়া নির্দেশ করি, আমার এই সমস্ত কল্পিত উপায় প্রাকৃত ব্যবধান বশতঃ সেই অপ্রাকৃত বস্তুর নির্দ্দেশক নাও হইতে পারে। অপ্রাকৃত বস্তুর নির্দ্দেশক অপ্রাকৃত বস্তু ছাড়া অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং ভগবানই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় নির্দ্দেশক। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই শাস্ত্ররূপে আমাদের সম্মুখে অবস্থিত। শাস্ত্র-নির্দেশ উপেক্ষাকারী ভক্ত ভগবানের অসম্মানই করেন। এইরূপ উন্মার্গীর ভগবদ্ভজন বৈষ্ণবগণ উৎপাত স্বরূপেই জ্ঞান করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম প্রচার-প্রসঙ্গ

পুরী, 'পোড়াকুটী' ৬।৫।২৯

গত ৫ই মে (১৯২৯) শ্রীহরিবাসর দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজার মহাপ্রভুগণের শ্রীশ্রীষড়্ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ভূতপূর্ব্ব মন্দিরাধ্যক্ষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌর-শ্যাম মহান্তি মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে একটী বৈষ্ণব-সভা আহূত হইয়াছিল। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের সভাপতিত্বে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র শ্রীগৌড়ীয়ের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ দরবিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ বক্তৃতার আদি ও অন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় বহু বৈষ্ণব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীধামের দক্ষিণ দরজার প্রসিদ্ধ মহান্ত বিরক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্ভাষণ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ষড়ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের লাগ দক্ষিণে একটী শ্রীনৃসিংহ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রচার প্রসঙ্গ

হাওড়া

(প্রাপ্ত)

গত ১৭ই বৈশাখ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত নরসিংহদাসাধিকারী মহোদয়গণ সমভিব্যাহারে আমাদের এই নগণ্য পাণ্ডববর্জ্জিত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ গ্রামে শুভ-বিজয় পূর্ব্বক আমাদের মত পাষণ্ড ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার স্বভাবসুলভ অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বে আমার বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, অধুনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবটী গ্রহণ করিলাম। এই ঘোর কলিকালে ভয়-শোক-মোহগ্রস্ত মানবগণের একমাত্র নিত্য মঙ্গলপ্রদ মহাপ্রভুর কথা কেহ এরূপ অযাচিত ভাবে প্রচার করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন, ইহা আমার ধারণাই ছিল না। হরিবিমুখ জগতে এইরূপভাবে প্রচার না করিলে আমাদের মত বিষয়াসক্ত গৃহমেধিগণের আর মঙ্গলের উপায় দেখি না। মধ্যে মধ্যে এইরূপ শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বিনীত
শ্রীভবতোষ রায়, ম্যানেজার
ভদ্রেশ্বরী ষ্টেট,
গ্রাম দুর্গাপুর, পোঃ আমড়াদহ,
হাওড়া।

মানভূম

ডুমুর কোন্দা, মানভূম
৭।৫।২৯

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় ডুমুরাকান্দা গ্রামস্থিত শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা মঠ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পৌঁছিয়াছেন। তিন দিবস কাল ডুমুরকোন্দা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরঞ্জন রায়, শাকতোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল রায় বাহাদুর এবং চিরকুণ্ডা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যুগল কিশোর গরাই মহাশয়গণের বাটীতে কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা দ্বারা এতদ্দেশবাসিগণের হরি-সেবা প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বত্র তিনি শাস্ত্রযুক্তি মূলে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের নিরাস করিয়া ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা এবং বৈষ্ণব সেবাদ্বারায় যে এক মাত্র কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ও কৃষ্ণ-সেবাই যে প্রত্যেক জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, নিত্য ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম (অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানব প্রভৃতি সকল জীবের নিত্য স্বভাব) সেই বিষয়ে গভীর বিচার দ্বারা সকলকে বুঝাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবুর শ্রবণ পিপাসা প্রশংসনীয়। গত বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসি মহারাজগণ তাঁহার ওখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণের ফলে তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর জাগরিত হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার ভগবৎ কথা শ্রবণ-পিপাসা এবং ভগবৎ সেবা-প্রবৃত্তি, দিন দিন আরও অধিকতর বৃদ্ধি লাভ করুক। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র মিত্র-প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের চিন্ত্য-শ্লোক হয় যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয় কীর্ত্তন, ধর্ম্ম যে কত বড় জিনিষ, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধিকারী কে, শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলম্ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতই যে এক মাত্র অমল পুরাণ এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এই মঠের শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ এবং তাঁহাদের নিত্য সেবোপকরণ প্রদানকারী ভূস্বামী কুলোদ্ভূত ও গৌরজননিষ্ঠ জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু রামরঞ্জন রায় মহাশয়ের সেবা কার্য্যোদ্যম ও দক্ষতা প্রশংসনীয়।

স্বাগতম্

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ উষায় মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর পদাবলি কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য অবতারের ব্যাস মহাকবি শ্রীবৃন্দাবন-দাসকৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। পরমার্থপ্রয়াসী সজ্জন-বৃন্দের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

সমগ্র খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	॰
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে	
৩।	আচার ও আচার্য্য	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	১৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৶
৯।	সাধককণ্ঠমাল	॰
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষাভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৩৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে শ্বাধাট, বক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	১০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৴
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit, Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable, in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের তথ্য এমন সহজবোধ্যভাবে পূর্ব্বে আর হয় নাই। বাঁধা-কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা সাধু ও শাস্ত্রের কঠোর শাসনবাক্যগুলি শুনিবামাত্রই ভয়ে অস্থির না হইয়া একটু স্থির ধীরভাবে যদি তাঁহাদের বাক্যগুলি পালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলে প্রথমে যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়, পরিশেষে তাহাই আবার অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। আমরা কৃষ্ণোন্মুখতা ত্যাগ করিয়া বহুদিন হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতায় অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়া এক্ষণে সে অভ্যাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে যেন না জানি কত বড়ই একটা কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা আমাদের নিত্য ধর্ম্ম—জীবাত্মস্বরূপের একমাত্র সহজ সরল স্বভাব, তাহাই এখন হইয়াছে পরধর্ম্ম—নিতান্ত কষ্টসাধ্য কঠিন ভাব। সাধুসঙ্গে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলনই আমাদের এই স্বভাবের অভাব দূরীকরণের পরমোপায়। সদ্গুরূপদিষ্ট না হইয়া নিজে নিজে শাস্ত্রানুশীলন পূর্ব্বক অনেকে যে ধার্ম্মিক সাজিতে চাহেন, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া বসে। 'ধার্ম্মিক' বলিয়া একটা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদ্দেশ অধিকার করে, শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে, তাহাকেই তাৎপর্য্য-ভ্রমে বিপথে চালিত হইতে হয়, তাহাতে শুধু নিজে নহে, সঙ্গে সঙ্গে অনেককে লইয়া ভগবৎকৃপা লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। অসদ্গুরুর কবলে পড়িলেও ঐ দশাই হয়। সত্যানুসন্ধানই যদি জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে অসত্যের মায়া সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের জন্য পাগল হইয়া ছুটিতে হইবে। সত্য জানিবার জন্য হৃদয় যদি সত্য-সত্যই ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তত্ত্বোপদেষ্টা মহান্তগুরুরূপে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া সত্যের অনুসন্ধান বলিয়া দিবেন।

সত্যানুসন্ধানের জন্য আবশ্যক একটী বস্তুর—তাহা সরলতা। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার নাম সেই সরলতা নহে। কপটতা ত্যাগের নামই সরলতা। কপটতা কাহাকে বলে ?—

বাস্তবতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানতমের নামই কপটতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং কৃষ্ণভক্তির বাধক যাবতীয় শুভাশুভ বা পাপ-পুণ্য কর্ম্মের নামই কপটতা বা কৈতব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানতমের নাম
কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বাঞ্ছা আদি
এই সব ॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা
কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি
হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত
শুভাশুভ-কর্ম্ম।
সেই এক জীবের
অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীল স্বামিপাদ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" বাক্যের অর্থ—"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" এইরূপ লিখিয়াছেন। অতএব আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ফলাভিসন্ধি-লক্ষণাত্মিকা যাবতীয় কামনাই অজ্ঞান-তমোধর্ম্মের অনুগত কপটতা।

জীব যতক্ষণ না প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি সহিত সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে কেবল ভগবৎসেবা-লক্ষণাত্মক, কপটতা-শূন্য, তাপত্রয়োন্মূলক, নিত্যমঙ্গলপ্রদ, বাস্তব বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রকাশক পরমধর্ম্মের অনুশীলনপর হইতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্কপট বা সরল হইবার উপায় নাই। এইরূপ সরলতা অবলম্বনের নামই নির্ম্মৎসরতা বা সাধুতা, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই পরম-ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাই অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পৎ প্রেমধনপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। সুতরাং সরলতাই মহাপ্রভুর শিক্ষা উপলব্ধির একমাত্র উপায়। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ জগদানন্দ বলিয়াছেন—

যদি ভজিবে গোরাচাঁদ
সরল কর মন।
কুটীনাটি ছাড়ি' ভজ
গোরার চরণ ॥
মনের কথা জানে গোরা
ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা
বুঝিয়া লইবে।

কপটতা দ্বারা কখনই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা যায় না,—

গোরার আমি গোরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে
লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক
মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার
গোরা ধরে চুরি ॥
অধঃপতন হবে ভাই কৈলে
কুটিনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন
হবে মাটি।

সারল্যের আবরণে যে কপটতা, তাহা প্রকাশ্য কপটতা অপেক্ষাও আরও ভীষণ নামাপরাধ। ইহার অপর নাম প্রাকৃত সহজিয়াবাদ। সুতরাং তাদৃশ কাপট্যাচরণ দ্বারা কোন শ্রেয়ঃকামিব্যক্তিরই আত্মবঞ্চিত হওয়া ও লোকবঞ্চনা করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরাই

লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেবক-সমিতি

উকিল শ্রীযুক্ত রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত সদ্ব্রাহ্মণবংশীয় ভদ্রমহোদয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবা শুষ্ঠু সম্পাদনার্থ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমরাই গ্রামে লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেবক-সমিতি নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। সমিতির সভ্যগণ সকলেই উচ্চ বংশোদ্ভূত ও সুশিক্ষিত। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শাস্ত্রকীর্ত্তন-মুখে হরিকথা আলোচনাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। গত রবিবার দিন সেবক-সমিতির আগ্রহাতিশয্যে গৌড়ীয় মঠের স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এই গ্রামে শুভাগমন করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ গৌর-বিহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম আনন্দিত হন এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দের শ্রীমুখে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। গৌড়ীয়মঠের স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আনুগত্য ব্যতীত কেহই কোন দিন ভগবৎসেবা সুষ্ঠুরূপে করিতে সমর্থ হইবেন না—কথাটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। চৈতন্যচরিত অমৃত সরোবর। কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তই সেই সরোবরের পদ্মবন, ভক্ত হংসগণ সেই পদ্মবনেই নিত্যকাল বিহার করিয়া থাকেন। সেবক-সমিতির সভ্যগণ সকলেই শুদ্ধভক্তানুগত্যে চৈতন্যচরিত অমৃত সরোবরে অবগাহন করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

গ্রামের কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণাভিমানে প্রমত্ত হইয়া ভগবৎসেবা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিশেষ জ্ঞানে হরিকথা আলোচনায় বিরত আছেন। সেবক-সমিতি ভক্ত ও ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

আগামী সোমবার সেবক-সমিতির আগ্রহে গৌড়ীয় মঠের স্থানীয় ভক্তগণ আমরাই গ্রামে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন স্থির হইয়াছে, তজ্জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে সাদরে আহ্বান করা হইতেছে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
বিনীত শ্রীরাধানাথ চট্টোপাধ্যায়।
সাং আমরাই

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

(আমরাই লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেবক-সমিতিতে পঠিত)

অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধভক্তি। অনুকূল ভাবে বলায় প্রতিকূল বর্জ্জনের কথাও ব্যতিরেক ভাবে বলা হইয়াছে। প্রতিকূল অসংখ্য প্রকার হইলেও পূর্ব্ব মহাজনগণ উহাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, একটী ভোগ, অপরটী ত্যাগ। জড় জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তুগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক হয়, সেই গুলি ভোগ্যজ্ঞানে আমরা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করি এবং যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির বিরোধী, সেই গুলি পরিত্যাগ করিয়া থাকি। ভোগপ্রবৃত্তি হইতে অকর্ম্ম বিকর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডের এবং ত্যাগপ্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান কাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রে অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অত্যাচারী

শ্রুতিমার্গের ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মী এবং জ্ঞানীদিগকে জ্ঞানী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

নারদপঞ্চরাত্র বলেন—অপরাপ্রকৃতি-প্রসূত দেহ ও মন পরাপ্রকৃতি জীবাত্মার উপাধি। জীবাত্মার ঐ উপাধিদ্বয়ের সহিত অনিত্য সম্বন্ধ। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারিটী স্থূল উপাধি দেহের এবং সঙ্কল্প বিকল্প সূক্ষ্ম উপাধি মনের ধর্ম্ম। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবাই জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম। জীবাত্মা যখন স্বতন্ত্রেচ্ছার অপব্যবহার করিয়া স্বস্বরূপ বিস্মৃতিক্রমে নিজ সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তৎকালেই তিনি জড় জগতে আসিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন এবং আপনাকে ভগবানের নিত্যদাস বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে কখন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী কখনও বা শাক্ত,শৈব,সৌর, গাণপত্য বলিয়া পরিচয় দেন ও অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনকে সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র মনে করিয়া—তদনুশীলনে বিরত হন। এই সকল মায়াবদ্ধ জীবগণ জড় জগতে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরম সুকৃতি লাভ করিয়া ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ করেন, তখনই তাঁহার যাবতীয় দুঃখের অবসান হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই যাবতীয় ক্লেশের মূল।

কৃষ্ণভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডে বাহ্য আকার-গত পার্থক্য নাই। স্মার্ত্তসমাজে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা, শাস্ত্রানুশীলন, সদাচার, লক্ষাধিক নাম গ্রহণ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান সমূহ যথাযথ লক্ষিত হয়, তথাপি তাঁহারা ভক্ত কোটীর মধ্যে গণিত হন না; তাহার কারণ তাঁহারা ভজন-ফল কৃষ্ণে সমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে কর্ম্মাধীন জ্ঞানে ভজন-ফল আত্মসাৎ করিবার জন্যই ব্যস্ত, "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে"—এই সকল সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়া ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহারা কর্ম্মী।

বৈকুণ্ঠ বস্তুকে ভোগ্য জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, ভগবন্নাম, ভক্ত আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, জড়মনের বিচার্য্যবস্তু, আমি তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ, ইহ পরকালে শান্তি প্রভৃতি নিজ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইব, তাঁহাদের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইব, এইরূপ জ্ঞানই কর্ম্মকাণ্ড। শুকপাদ বলেন—শুকদেবের আনুগত্যে চৈতন্যের মনোভীষ্ট সাধনই ভক্তি, চৈতন্যদেবকে দিয়া নিজ মনোভীষ্ট পূরণ করাইবার চেষ্টাই কর্ম্ম। শুদ্ধভক্তিবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী হওয়া যেরূপ ভগবানের মনোভীষ্ট নহে, অপর দিকে সেইরূপ আউল,বাউল, নেড়া,দরবেশ,স্মার্ত্ত, জাত-গোসাই গৌরনাগরী, সখীভেকী বা গুরু সেবায় উদাসীন হইয়া নির্জ্জন-ভজনানন্দী হওয়াও গুরুগৌরাঙ্গের বাঞ্ছনীয় নহে। স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর সর্ব্ব জীবকে উপদেশ করিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—উত্তম,মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে বৈষ্ণব ত্রিবিধ। উত্তম বৈষ্ণব বা মহাভাগবতগণের বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশা ভেদে ত্রিবিধ দশা স্বয়ং মহাপ্রভু নিজ ভক্তলীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্তর্দ্দশায় বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ হইয়া বৈকুণ্ঠরসসাক্ষাৎকার, অর্দ্ধবাহ্যদশায় তাহাই রস ভক্তসঙ্গে আস্বাদন এবং বাহ্যদশায় দৈন্যসহকারে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। কনিষ্ঠাধিকারে ও মধ্যমাধিকারে অনর্থ প্রবল থাকে বলিয়া তাঁহারা বাহ্যদশায় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দশ অপরাধের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি রসজ্ঞ বা অনর্থমুক্ত ভক্ত—এইরূপ উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত নাম গ্রহণ ও অপরকে নাম-উপদেশই গুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট বা শুদ্ধাভক্তি। যাহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মনোভীষ্ট সাধনে উদাসীন হইয়া প্রাকৃত সহজিয়ার আনুগত্যে যথেচ্ছাচারকে রাগমার্গভ্রমে অনর্থাবস্থায় রাধাকৃষ্ণের রসলীলা-কীর্ত্তন করেন, তাহাদের চেষ্টা কখনই ভগবৎসেবোন্মুখিনী নহে।

সমসাময়িক জগৎ মহৎ লোক চিনে না

(শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ)

যস্যপ্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
(স্তবামৃতলহরীর শ্রীগুরুদেবাষ্টক)

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো
জনার্দ্দনঃ॥
(ভাঃ ৩।৭।২০)

কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর (অথবা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠের) প্রাপ্তির পথ-স্বরূপ মহদ্ ব্যক্তিগণের সেবা অল্প সুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ল্লভ। বৈমুখ জগৎ মায়ার ছলনায় সাময়িক উত্তেজনায় আপাত মোহে সত্যের আবরণে অসত্যের মানন করিতে গিয়া প্রতি পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়। সেই জন্য ভক্তজন-সমাজেক "সত্যং পরং ভূতভাবন ভগবান্" নিত্য কীর্ত্তিত হন।

শক্তিপরিণামবাদপূর্ণ এই চলিষ্ণু-জগতে মানব-সমাজ মধ্যে যিনি প্রকৃত যোগ্যতায় যত অধিকারী তিনিই মহৎ-পদ-বাচ্য। মহদ্ ব্যক্তি যোগ্যতার অনুকূল যাহা, তাহা গ্রহণ করেন, যাহা প্রতিকূল অর্থাৎ মানব-চরিত্রের বিরূপতা, তাহা পরিত্যাগ করেন, যাহারা অসৎ বা মূর্খ, তাহারা মহতের ঐ সকল আচরণকে নিজ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা তদ্দ্বারা নিজ কার্য্য মানব-সমাজ-মধ্যে অযোগ্যতার পরিচয়ে শ্লাঘনীয় কার্য্য সকলে দোষ দেখাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে। অসতের এইরূপ আচরণে তাৎকালিক মানবেরা মহতের কার্য্যসকল নিজেদের অতৃপ্তিকর মনে করিয়া উহা স্বমতের অনুপযোগী সাব্যস্ত করে।

মঙ্গলময় বিশ্বব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য যাহা পারমার্থিকতার সহিত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চিত্তের অনুকূল, তাহা মহদ্ ব্যক্তিরা সকলকে বুঝাইতে শিখাইতে উদ্যোগী হইলে অসতেরা তাহাদের বিঘ্ন জানিতে পারিয়া উহার প্রতিকূল মত অজ্ঞ সমাজে প্রচার করে। অজ্ঞ সকল অসতের উপদেশ সম পরিমাণে আচরণ-ক্ষম বলিয়া, উহাই গ্রহণ করে। এইরূপ লোকের আধিক্য-বশতঃ মহতের বাক্য মূর্খ সকলকে উত্তেজিত করিতে ক্ষম হইলেও তাৎকালিক বৈষম্যে উহা বিফল করে, তথাপি মহদ্গণ দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য স্বকার্য্যের বিঘ্নে ভগ্নমনোরথ না হইয়া স্বীয় সচ্চরিত্রতার গুণে অসৎ-জনগণকে শিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ হন না। চিরকাল সত্যের ভাণ করিয়া কপট ও বঞ্চকগণ মহতের কার্য্যে দোষ দেখাইয়া থাকে।

এখন মানব-সমাজে নব্যভাবের প্রবাহ চলিতেছে। তাহাতে জগতে প্রত্যেক বিষয় বা প্রত্যেক বস্তুর বিচারক দুই প্রকার হইয়াছেন। পারদর্শী প্রবীণ ও অভিজ্ঞগণ কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে বিচার করিলে অজ্ঞ, নবীন ও অনভিজ্ঞেরা অনধিকারী হইয়াও উহাতে বল-পূর্ব্বক আপাত-সুখ-দুঃখ-বাচক পুষ্পিত বাক্যে নিজেদের অযোগ্য মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সুযোগ্য বিচারকের সিদ্ধান্ত সাধারণে 'অসাধারণ' মনে করিলেও উহা কার্য্য-কারণের সম্পূর্ণ বিচার।

জগতের জ্ঞান-সংগ্রহে নবযুগের আদর্শ ব্যক্তি মহামতি স্যার আইজাক নিউটন বিজ্ঞানের উন্নত প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াও মানব জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া "আমি অনন্ত সমুদ্র-তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র" বলিয়াছিলেন। মানব যে কোন কারণে নিজ জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা (ও "শ্রুতেক্ষিত পথে" গুরুত্ব) না বুঝিলে মহৎ-পদবাচ্য হইতে পারে না।

জগতের লোকসকলের জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির ক্রমোন্নত আচরণ পন্থায় জীবমুক্তির পথ নির্দ্দেশক। এই সংসারে কর্ম্ম করিতে জ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক, যেহেতু কর্ম্ম ভাল মন্দ নিয়মিত করিতে জ্ঞানের সহকারিতা নিত্য। কিন্তু কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ভক্তিমুখনিরীক্ষক, ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের মুক্তি দেওয়ার কোন সামর্থ্যই নাই। ভক্তি নিরপেক্ষ, অহঙ্কার-শূন্য, নির্ম্মৎসর, অকিঞ্চন,বিশ্বমঙ্গলকামী,জীবে দয়াবান্, সত্যৈকদর্শী, সাম্য, মৈত্রী, স্বরাজ, নিত্য স্বাধীনতা ও দৈববর্ণাশ্রম"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" বৈষ্ণবস্বরূপ জাতীয়তা প্রচারক। ভক্তি একায়নশাখী বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে মুক্তকুল বৈষ্ণবের সহিত ভগবৎ সেবার আনন্দলাভের জন্য। উহাতে ভোগবিলাসী, বিষয়ী, মন্ত্রবিক্রেতা (গুরু, পুরোহিত) শ্রীনামবিক্রেতা (পাঠক, গায়ক) ও শ্রীহরিবাসরে সাময়িক (অষ্টপ্রহরাদি) নির্ব্বন্ধ করিয়া, কলিস্থানপঞ্চকের মাননকারী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদিগণ (অহৈতুক অবস্থায়) যোগদান করিতে পারেন না।

গণ-গড্ডালিকা প্রবাহে সাময়িক উত্তেজনায় সমসাময়িক জগৎ অহঙ্কারে নিজেদের অযোগ্য মত প্রকাশ করে, কিন্তু পারমার্থিকগণ সতত্ই বিশ্বজনের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্ব্বসহ নিরহঙ্কারী "সত্যং পরং" গায়ত্রী প্রচারক এইরূপ (উভয়বিধ) কারণ পরম্পরায় বিমুখ জগৎ মহৎ লোক চিনে না।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ জি, বি, টি,)

শঙ্কর দেবের প্রবর্ত্তিত নাম মন্ত্রাদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নহে, কল্পিত। ঠাকুর আত্তা একটি ফাঁকিতে বলিয়াছেন—

"এই নাম নহয় ভাই আরো নাম আছে।
লক্ষ কোটি নাম তার ক্বচে পাছে পাছে॥"

ইহার সরলার্থ এই যে, রূপ-বিবর্জ্জিত বস্তু অনন্ত নামের বাণী নির্দ্দেশিত হইবার যোগ্য। সুতরাং তাঁহাকে যে সে নামে ডাকা যায়। ইহা তাঁহার নাম, উহা তাঁহার নাম নহে—এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে না। বঙ্গদেশীয় মায়াবাদিগণের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি ঠাকুর আত্তার উপরিউক্ত ফাঁকির প্রতিধ্বনি মাত্র। যথা,—

"কালী, কৃষ্ণ, তারা, গণেশ, বিঘ্নবিনাশন
রাম।
বদন ভরে বল্‌রে হরির নাম।"
"পাঁচ পথ আছে, এক পথে ভাই
চলে গিয়ে লও মোকাম।"

নামীর স্বরূপের অসম্যক্‌ ধারণা হইতেই তাঁহার শ্রীনাম-মন্ত্রাদিতে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি প্রসার লাভ করিয়াছে। এই জন্য পদ্ম পুরাণ এই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির ভজন-প্রণালীকে নিরয়-প্রাপক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যথা,—

"শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে।
শব্দ-সামান্যবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ॥

অর্থাৎ সকল কলুষ-বিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি যাহার সে নারকী।

মায়াবাদিগণ শব্দ ব্রহ্মে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়াই শ্রীভগবানের নাম-করণে নিযুক্ত থাকেন। শঙ্করদেব এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া উহাতে যে নাম প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাঁহার হরিদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহার সম্প্রদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া উহাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রবর্ত্তন করিলেন। আবার শ্রীনামের অনিত্যত্ব কল্পনা হইতেই সম্প্রদায়ের অনিত্যত্ব কল্পিত হয়। মায়াবাদিগণ সৎ সম্প্রদায় স্বীকার করেন না বলিয়াই উহার নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রাদির সনাতনত্ব ও সারবত্তা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহা অসৎ ও অসার তাহাই মায়া। এই মায়াবাদীর মন্ত্রাদিকে গর্হণ করিয়া পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা
মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-
পাবনাঃ॥

(৫) যে মতে অর্চ্চাবতার স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মায়াবাদ। বৈষ্ণবগণ দীক্ষাতে অর্চ্চনাধিকার লাভ করত শালগ্রাম প্রভৃতি অর্চ্চামূর্ত্তিতে তুলসী, পুষ্প, অন্ন, পানীয় প্রভৃতির দ্বারা অর্চ্চন সম্পাদন করেন ইহাই পঞ্চরাত্র বিধি। অদ্যাবধি বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিমাত্রই এইরূপ আচার অনুষ্ঠান করেন। এবং অদ্যাবধি প্রত্যেক অর্চ্চাবতারের রূপের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্ত্তিত ভাবে বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চা যে রূপ-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া সেবকের নিকট সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রাকৃত চক্ষে উহা নিতান্ত কদাকার হইলেও কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত সেইরূপ-বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস-সাধনে যত্নপর হন নাই। যখনই কোন ভক্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চার অর্চ্চনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ঐ রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণমূর্ত্তি, শালগ্রাম, তুলসী প্রভৃতি অর্চ্চাবতার সম্বন্ধেও একই যুক্তি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে এই নিয়মের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রথম কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কালে শঙ্করদেব কারোলা বাটৈকে তাঁহার মুখের অনুরূপ কৃষ্ণের মুখ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ-দ্বারাই এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠান কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। তৃতীয়—তিনি কিম্বা তাঁহার কোন শিষ্য অর্চ্চনাদি কার্য্য করেন নাই। চতুর্থ—হরি নৈবেদ্য স্বরূপে পক্কান্নের পরিবর্ত্তে চাল, কাঁচা ডাল, গোটা মুগ, মাস, বুট ও কলা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম—তুলসী-বিবর্জ্জিত নৈবেদ্যের ব্যবস্থা এই সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। ইহা বঙ্গীয় সহজিয়াগণের হরি-লুট অনুষ্ঠানের অনুরূপ।

উপরিউক্ত ব্যভিচারনিচয় অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাধী, গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি হইতেই প্রসূত। বেজবরুয়া মহাশয় শঙ্করদেব মূর্ত্তিপূজার বিরোধী বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা শঙ্করদেবেতে আরোপিত বলিয়াই বোধ হয়। তিনি শঙ্করদেবেতে যে মূর্ত্তিবিদ্বেষের আরোপ করিয়াছেন, তাহা শঙ্করদেবেতে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। মায়াবাদী শাঙ্কর বৈদান্তিকগণের বিচারে নিম্নাধিকারে সাকার মূর্ত্তির অর্চ্চন ব্যবস্থিত রহিয়াছে। বেজবরুয়া মহাশয়ের ভারত-পূজ্য রামকৃষ্ণদেবও মূর্ত্তিপূজা গর্হণ করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া শঙ্করের মত আলোচনা করিতে গিয়াই তাঁহার মতকে মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন নিশ্চয়। 'ভক্তি-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিমা পূজার যে বিধান দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠে মনে সহজেই উদিত হইবে যে, তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন না। রমানন্দ-লিখিত 'গুরুচরিতে' তিনি ভগবান্‌ মূর্ত্তক কি অমূর্ত্তক এই প্রশ্নের উত্তরে রমকান্তদেব প্রভৃতির স্থায় ভগবান্‌কে মূর্ত্তকই বলিয়াছেন। এই গুরুচরিতে প্রতিমা পূজার বিধান নিম্নলিখিত প্রকারে লিখিত আছে। যথা,—

শঙ্করদেব মাধবদেবের প্রতি—(গুরুচরিত)
গুরুদীক্ষা লৈয়া নিতে করিবে পূজন।
উপাস্য মূর্ত্তিক করিবেক আরাধন॥
কোনো প্রমাদত যদি সঙ্কট মিলয়।
হু পুজিলে ভোজন করিবে ন পারয়॥
পূজা নকরিয়া যদি করয়-ভোজন।
পড়িবে নরকে তার নাহি নিবারণ॥

উপরিউক্ত বচন প্রমাণ-দ্বারা বর্ত্তমানে মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে প্রচলিত পূজন-বিবর্জ্জিত ভজন-প্রণালী সমর্থিত হয় না বলিতেই হয়। বেজবরুয়া মহাশয়ই এই সমস্ত বচন-প্রমাণে পরিদৃষ্ট বিচার-প্রণালীর সহিত বর্ত্তমান মহাপুরুষীয়ার আচারের সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৬) যে মতে কৃষ্ণ-নৈবেদ্যই জীবের একমাত্র আহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই মতই মায়াবাদ।

বৈষ্ণবের অখিল চেষ্টা কৃষ্ণসেবা তাৎপর্য্যময়ী। তিনি কৃষ্ণের জন্যই বৃক্ষাদি ছেদন করিবেন এবং তদ্দ্বারা অন্নাদি পাক করিবেন, এবং পাচিত অন্ন কৃষ্ণে নিবেদন-পূর্ব্বক নিজে সেবা করিবেন। যিনি এই বিধি অতিক্রম করিয়া জিহ্বার লালসে অন্নাদির আয়োজন করিবেন, তিনি তৎকার্য্য দ্বারা অসংখ্য প্রাণীহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবেন। বৃক্ষ, অন্ন, পানীয় প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী। তাঁহাদের হত্যা প্রাণীহিংসা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব এই সমস্ত মহাপাপী বৈষ্ণব নহে। ইঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদূরপরাহত।

"জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

বিষ্ণুর নৈবেদ্য ব্যতীত সাত্ত্বিক নিরামিষাহারও অমেধ্যাহার, উহা গ্রহণে ভক্তির হানি হয়। বৈষ্ণবের লক্ষণ নারদপঞ্চরাত্রে নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত রহিয়াছে, যথা—

"শালগ্রামশিলাচক্রে করোতি কৃষ্ণপূজনং
তৎপাদোদক-নৈবেদ্যং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে
চ যঃ পুমান্‌।
স বৈষ্ণবো মহাপূতস্তন্মন্ত্রোপাসকঃ শুচিঃ
পুণাতি পুংসাং শতকং জন্মমাত্রাৎ
সদাক্ষরম্‌॥

মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য কৃষ্ণ-নৈবেদ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না, অতএব উহা বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিত্যাজ্য। যাঁহারা নিজের স্বার্থে এত সমস্ত প্রাণীর হত্যাকার্য্যে লিপ্ত, তাঁহারা হরিদ্বেষী, অতএব হরিসেবা-তাৎপর্য্যময় ভাগবত-ধর্ম্ম-যাজনে নিতান্ত অযোগ্য এবং যাহারা ভাগবত ধর্ম্ম যাজন করিয়াও এইরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য। যথা ভাগবতে,—

"দ্বিষৎ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্‌।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্‌ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ

রামকৃষ্ণ-প্রমুখ মায়াবাদিগণ সোঽহং জ্ঞানাবস্থায় মৎস্যাদি অমেধ্য গ্রহণ প্রশস্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং গ্রহণও করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহারা অমেধ্য গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। ভক্তগণ এইরূপ জ্ঞানাবস্থার অবস্থিতি স্বীকার করেন না এবং তজ্জন্য বিষ্ণুনৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ভোজন অনুমোদন করেন না।

শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগগণ মৎস্যাদির ব্যবহার অবাধে করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ে এই প্রথা প্রচলিত আছে। শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তগণ যে মৎস্যাদি ভক্ষণ করিতেন তাহা এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ স্বীকার করেন এবং শ্রীরাম আতা প্রভৃতি যে শঙ্করদেবের আদেশে মৎস্যাদি ধরিতে গিয়াছিলেন এবং আহারও করিয়াছিলেন, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। রমানন্দ-লিখিত গুরু-চরিতেও পাওয়া যায় যে বুড়ি আই শঙ্করদেবের জন্য মৎস্যাদি রন্ধন করিয়াছিলেন। যথা,—

(শঙ্কর জয়ন্তের প্রতি)
শুনিয়া শঙ্করদেবে, হাস্য করি বুলিলন্ত,
যদি না রান্ধিয়া আছে অন্ন।
মৎস্যাদি ব্যঞ্জন সব, কেন্তে মতে রান্ধিবেক,
মিছা বাণী বোলা কি কারণ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামপুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব

১২ই মে শনিবার শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মাসদ্বয়ব্যাপী বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উল্টারথ পর্য্যন্ত চলিবে। প্রত্যহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসুগণের সর্ব্ববিধ প্রশ্নের সদুত্তর দান, পদাবলী কীর্ত্তন ও সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষতঃ গৌড়দেশ হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত সমাগম হইয়াছে ও হইতেছে। পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উৎসবের দুই মাস কাল শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া সকলকে দর্শন দান ও হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের সুপ্রসিদ্ধ পোড়াকুটী নামক ভবন শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে। স্থানের বর্ত্তমান আবহাওয়া উত্তম বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ সর্ব্বসাধারণকে এই উৎসবে যোগদান ও শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ আহ্বান করিতেছেন।

—দৈঃ বসুমতী

২রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মৃত্যু যে আমাদের অতি সম্মুখে তাঁহার [illegible] সদন ব্যাদান পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছে, কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদের এজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার যে বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নাই, তথাপি আমরা এখনও যে ভোজন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করিতেছি, এজগৎকে আমাদের চিরবাস-ভূমি জানিয়া এজগতের অতিতুচ্ছ নশ্বর বাস্তু, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য কেন যে আমাদের জীবনের যথাসর্বস্ব পণ করিতেছি, কেনই বা গুরুবজ্ঞা, সাধু-নিন্দা প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট গুরুতর নামা-পরাধের ভয়ানক পরিণাম আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার করিতে পারিতেছে না, তাহা কে বলিবে।

দুর্বাসনার প্রচণ্ড প্রখর ঝঞ্ঝাবাতাদি পরিব্যাপ্ত দুস্তর সংসার-সাগর-বক্ষে কাম-ক্রোধাদি নক্রমকরকবলীকৃত হইয়া নিরাশ্রয় আমরা আজ, তথাপি হে ভগবন্, তোমার অভয় পাদপদ্মাশ্রয় লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটুও ব্যাকুলতা নাই। আমরা এখনও এই সুখলবহীন সংসারে সুখের আশায় বুক বাঁধিতেছি। কামাদি দুর্জ্জয় অরিগণ সুকৌশলে আমাদের ইন্দ্রিয়-বর্গকে তোমার ভোগ্য জগৎ ভোগ করি-বার দুষ্প্রবৃত্তি দিতেছে। সেই ভোগ-সুখাকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া আমরা না করিতেছি এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। যে সংসারে জননমরণ-জরা পরিপূর্ণ থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদের ভোগসুখাভাব জ্ঞাপন করিতেছে, এমন কি স্ত্রী পরিবারাদিকে 'আমার' বুদ্ধিতে ভোগ করিতে গেলেও যাহারা আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের পরলোক গমন করে অথবা আমাকেই চিরতরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়, যে সংসারে শারীরিক রোগ, শোকতাপে মানসিক অশান্তি, ধনজনাদির বিয়োগ-বিচ্ছেদ শোক অহর্নিশ জীব-চিত্তকে হাহাকার করিয়া দিতেছে, যেখানে অমিশ্র [illegible] কণিকা কোন বস্তু নাই, আছে কেবল আনন্দের প্রহেলিকা, অতি [illegible] নিরানন্দ, যেখানে [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] [illegible]

[illegible] স্বার্থের মোহে পরমার্থ ধন হারাইয়া ফেলিতেছি, তাহা আমাদিগকে আজ 'কে'বলিয়া দিবে আর বলিলেই বা শুনিবার কর্ণ আছে কাহার? দু'দিনের জগতে আসিয়া, দু'দিনের 'আমার'কে 'আত্মীয়' বলিতে গিয়া আমরা যে মোহে আমাদের নিত্য 'আমি ও আমার' সন্ধান লাভে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা কে বুঝিবে?

যে ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত শ্রীভগবদ্ধাম-বস্তু একমাত্র চিদিন্দ্রিয়-গোচরীভূত হইবার যোগ্য, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের যাহাতে কোন মতেই প্রবেশাধিকার হইতে পারে না, সেই শ্রীধাম-বস্তু লইয়া বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিক জ্ঞান-প্রমত্ত কতক-গুলি কৃষ্ণেতরবিষয়াসক্ত গৃহমেধি জীব ও যোষিৎসঙ্গী বৈরাগিব্রুব যে ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহা কি নিতান্তই আপত্তি-জনক কার্য্য নহে? শ্রীধাম-নির্ণয়ের কি ইহাই পন্থা যে কতকগুলি গৃহাসক্ত, যোষিৎসঙ্গী বাবাজী বৈরাগীর দল হইবেন শ্রীধাম-নির্দ্দেষ্টা? শ্রীধাম কি প্রাকৃতিক কোন স্থান-বিশেষ যে তাহা প্রাকৃত ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত হইবে? শ্রীভগবানের লীলাশক্তি শ্রীধাম-নির্ণয়-কার্য্যে শ্রীধাম-চরণে আত্মসমর্পণকারী শ্রীধাম হইতে অভিন্ন ধামবাসিগণেরই একমাত্র কৃত্য আছে। শ্রীধামবাসী সাধুগণের আনুগত্যেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত ধূল-ধূসরিত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। অধুনা যে সমস্ত লোক ঈদৃশ শ্রৌতপন্থার কোন প্রকার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন না, তাঁহারা কেবল মাৎসর্য্যমূলে একটা অনন্ত সত্যের অপলাপ করিতে যত্নবান্ হইয়া শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসিগণের চরণে যে ভয়ঙ্কর অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন, তৎফলে তাঁহারা যে কোন্ ভয়ঙ্কর নরকপথের যাত্রী হইতে চলিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহাদের একবার চিন্তার বিষয় হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ঠিক স্বার্থসাধনোদ্দেশে পরমার্থবিরোধ কখনই সজ্জনানুমোদিত পন্থা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিরাজ্যের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করেন না, অথবা যাঁহারা 'ভক্ত' সাজিয়া ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজী কপট, তাঁহারা যাহাকে শ্রীধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই হইয়া যাইবে শ্রীধাম? লোকের বিশ্বাসেরও বলিহারী যাই! তাই বলিতেছিলাম মৃত্যু সম্মুখে থাকিয়া মানব এখনও পরমার্থের দিকে দৃক্পাত করিতেছেন না, যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই বলিয়া যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, [illegible] বিষয় আর কি হইতে পারে। শ্রীধাম কৃপাপ্রার্থী [illegible] উহাকে আদৌ অনুমোদন করেন না।

শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধিদল রাম-চন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠকে 'মায়াপুর' বলিয়া খাড়া করিবার অনুকূলে এমন কি শাস্ত্র যুক্তি দেখাইতে পারিতেছেন, যাহা দ্বারা রামচন্দ্রপুর মায়াপুর হইয়া যাইবে? দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের ত' রামচন্দ্রপুরকে মায়াপুর বলিবার কোন দুষ্প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় নাই? তবে পরবর্ত্তি সময়ে রামচন্দ্রপুর কেমন করিয়া মায়াপুর হইয়া যাইতেছে? ইহা কি মনঃকল্পনার আশ্চর্য্য শক্তি বলিয়া মনে করিতে হইবে না? জাল ম্যাপ ও জাল কাগজপত্রই কি মায়াপুর-নির্দ্দেশক? শ্রীধাম-নির্ণয় ব্যাপারে ভক্তিদেবীর কি কোন কার্য্যই নাই? অথবা যোষিৎসঙ্গ ও গৃহাসক্তির নামই ভক্তি? যেখানে যত অসৎকার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যত অসৎ লোক লইয়া দল ভারী করা হয়, সেখানেই কি শ্রীধাম অবস্থিত? যেস্থানে দ্যূত (অবৈধ-ক্রিয়া), পান (পান, তামাক, গঞ্জিকা, অহিফেন, মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অনর্থ বর্ত্তমান, সেই স্থানের নাম যদি শ্রীধাম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অবলীলাক্রমে কাঁকড়ার মাঠকে 'শ্রীধাম মায়াপুর' বলিতে প্রবৃত্ত আছ। কিন্তু কলির আড্ডাকে শ্রীধাম বলিতে ত' কোন শাস্ত্রই উপদেশ করেন নাই? জগতের সকলে মিলিয়া যদি মহাপ্রভুর অননু-মোদিত শ্রীসম্ভাষণকে বৈরাগ্য বলেন, আর সেইরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি যদি হন ধাম-প্রকাশক, আর জগতের সকলেই যদি একবাক্যে ভক্তিবিদ্ধ স্থানকে বলেন—মহাপ্রভুর স্থান, তাহা হইলেও আমরা সে স্থানকে কখনও মহাপ্রভুর বসতিস্থল বলিতে পারি না—পারিবও না। বদ্ধজীব-গণের ভোগের আড্ডা কখনও শ্রীধাম নহে। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামী নিখিল জগতের তাহা প্রিয়স্থান হইলেও, গৌর-ভক্তগণ কখনও সে স্থানের মৃত্তিকায় পদার্পণ করেন না। সুতরাং সত্য-সম্মিলিত সিদ্ধান্তে গৌরভক্তেরা ভীত নহেন। তাঁহারা নির্ভয়ে নিত্যকাল সজ্জন-সমীপে সত্যের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণ করিতে থাকিবেন। জগৎ গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসমান হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া বরণ করিলেও গৌরভক্তগণ জগৎকে সত্যের আদর করিবার জন্যই আবাহন করিতেছেন। জগৎ, এখনও সাবধান হউন, অসত্যের আদর করিবার জন্য গুর্ব্বজ্ঞা, সাধুনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধের প্রশ্রয় দিবেন না।

জীবস্বরূপ নির্ণয়ে আভাসবাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible])

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে অদ্বৈতবাদীর জীব-স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রতিবিম্ববাদের সমালোচনা-মুখে প্রতিবিম্ববাদের অযৌক্তিকতা সুষ্ঠুরূপেই প্রদর্শন করিয়াছি, অতঃপর উঁহাদের কথিত আভাসবাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

তাঁহারা এই আভাসবাদ স্থাপন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

'ন বয়ং প্রতিবিম্বং ব্রূমঃ কিন্তু ন্যায়দি সম-র্পকাচচন্দ্রাদিবত্তাভাসবদবিদ্যাতো ব্রহ্মা-প্যনেকবদবভাসমানং * * * ইত্যাদি।'

অর্থাৎ একমাত্র চন্দ্র বা দীপ অঙ্গুলি-সমূহের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে যেমন বহু চন্দ্র বা দীপ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, কিন্তু দীপ বা চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে সে স্থলে একাধিক নহে, তদ্রূপ অবিদ্যার সম্বন্ধদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মও বহু জীবরূপে প্রতীত হয়েন।

অতঃপর এই আভাসবাদের সমালোচনা-মুখে প্রথমতঃ বলা হয়, আচ্ছা, এই অবিদ্যার সম্বন্ধটা কাহার হইয়াছে বলিতে পার?

যদি বল, যে, স্বয়ং ব্রহ্মই অবিদ্যা-সম্বন্ধ-বশতঃ ঐরূপ ভ্রমাববোধ করিতেছেন, তাহা হইলে তোমাদের স্ব-মতেরই বিরোধা-চরণ করা হইবে, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে তোমরাই ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ চিদাত্মক ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছ, আবার এক্ষণে তোমরাই বলিতেছ যে, সেই বিশুদ্ধচিদাত্মক ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই অবিদ্যাসম্বন্ধ হই-তেছে, ইহা ঠিক 'সোণার পাথর বাটী' বলার ন্যায় যুক্তিবিরোধ হইতেছে। আর যদি বল যে, জীব অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ নিজেকে ব্রহ্মের আভাস বলিয়া মনে করি-তেছে, এখন কথা হইতেছে যে, জীবের এইরূপ ব্রহ্মাভাস বোধ করার স্থলে আভা-সেরও কিছু নিদর্শন থাকা প্রয়োজন, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—সেই আভাসটি কি?

আভাসবাদ কল্পনাকারী আস্তিকম্মন্যগণ চন্দ্র ও দীপাভাসের যে উদাহরণ দিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাও তাঁহাদের মনোধর্ম্মোত্থ কুসিদ্ধান্ত কখনই স্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু, প্রদত্ত উদাহরণে তিনটি বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,—সত্য চন্দ্র রহিয়া-ছেন, অঙ্গুলির মধ্যদিয়া যে চন্দ্রাভাসগুলি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও রহিয়াছে এবং ঐ চন্দ্র এবং চন্দ্রাভাসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মাভাস কল্পনাকারী তাঁহার দৃষ্টান্তের অনু-রূপ সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার দৃষ্টান্তে চন্দ্রের স্থলে ব্রহ্মকে পাওয়া যাইতেছে, আভাসের স্থলে জীবসমূহ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু [illegible]

...দিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ...যখন ব্রহ্মাভাস বলা হইয়াছে, তখন সেই ব্রহ্মাভাস জীবের দ্রষ্টা কে? ... স্বয়ং কখনও দ্রষ্টা হইতে পারে না এবং দ্রষ্টাও স্বয়ং কিছু দৃশ্য নহে, সুতরাং মায়াবাদীর কল্পিত ব্রহ্মাভাসরূপ দৃশ্য বস্তুর কেহ দ্রষ্টা না থাকায় দৃশ্য বস্তুর সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

আরও অবিদ্যার যে সম্বন্ধ আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মাভাস দৃষ্ট হইতেছে সেই সম্বন্ধটী অনাদি কিনা? 'জীবঈশো' প্রভৃতি মায়াবাদের প্রতিজ্ঞানুসারে এই সম্বন্ধটী অনাদি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনাদি, অবিদ্যা অনাদি, এবং অবিদ্যার যে সম্বন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মাভাসরূপ জীব দৃষ্ট হইতেছে, সেই সম্বন্ধটীরও অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং এই সম্বন্ধটি অনাদি হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত জীবের আভাসরূপ যে বিভাগ, তাহাও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যাসম্বন্ধাবলম্বনে ব্রহ্মের সহিত জীবের বিভাগ-ব্যাপারে অবিদ্যাসম্বন্ধ এবং জীববিভাগ একক্ষণের কার্য্য কারণ ভাবও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু আভাসবাদী এই কার্য্যকারণভাব কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, 'কারণ' চিরকালই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কার্য্য কারণের পশ্চাদ্বর্ত্তী, এস্থলে উভয়েই অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় কার্য্য কারণের সমকালিকত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, অতএব ব্রহ্মাভাস কল্পনাকারী ওহে যুক্তিবাদিগণ! অতঃপর আর তোমাদের যুক্তিসকলকে শাস্ত্রবাদী ভক্তসমাজে পাঠাইবার ধৃষ্টতা না করিয়া তাহাদিগকে তত্ত্বমসিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি সুখলাভের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয় না কি?

সঙ্গ ত্যাগ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ্ ভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি, এ)

শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ প্রদান করিতেছেন—

"ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিলে ভক্তিলাভের পথ সুগম হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিহার করিয়া সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন, কারণ সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের মলিনতা নষ্ট করিয়া দিয়া কোটী কণ্টকরুদ্ধ ভক্তিপন্থায় আরোহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। যাহারা অসৎ তাহারা সর্ব্বদা নিজ দিগকে সাধু বলিয়া চালাইবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং ধর্ম্মজীবনে প্রবেশের পথে সরলমনা ব্যক্তিগণের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। নতুবা কপটদিগের ছলনায় প্রতারিত হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।" অথচ জাগতিক বিচারে দেখা যায় ভ্রমাত্মিকা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ অসাধুকে সাধু মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গ করেন, পরিশেষে সাধুসঙ্গের প্রকৃত ফল না পাইয়া যথার্থ সাধুদিগকে পর্য্যন্ত গর্হণ করিতে অগ্রসর হন। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলে ত' সুফল পাওয়া যাইবে? নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া অমৃত ফলের আস্বাদন পাইবার আশা করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যে সকল মহাত্মগণের আদৌ বিষয়তৃষ্ণা নাই, জড়াভিমান নাই, যাঁহারা জাতিমদ, বিত্তমদ, ধনমদ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া, ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহার করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবার কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ—ভক্তি পথারূঢ় হইতে পারেন। যাঁহারা উপদেশ দেন, গৃহস্থও ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ গৃহস্থ হইতে না পারিয়া গৃহমেধী হইয়া পড়েন, গৃহাভিত্র গৃহিণীর মনোরঞ্জনই যাঁহাদের ধর্ম্ম, গৃহিণীর 'সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পুত্র, কন্যাগণের সেবাতেই যাঁহারা রত, তাঁহাদের ভরণ পোষণ ও সাজ-সজ্জাদির জন্য যাহাদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হয়, আর কিছু জড় প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় কিছু-কিছু লোক দেখান' মিছা ভক্তি আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধু-ভ্রমে আশ্রয় করিলে কোনও মঙ্গল হইবে না। অনেকেই এই প্রকার আচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন ভাবিয়া নিজে নিজে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করেন ও নিজেদিগকে চতুর ভাবেন। একবার ভ্রমেও চিন্তা করেন না যে, এই চতুরতাই তাঁহাদের মূর্খতা। নির্ব্বোধ লোকেরাই হরিভজন হইতে বিরত থাকে। জগতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

যে সকল ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত আচরণ করেন, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গী। যাহারা অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত সাধারণ লোকে তাহাদিগকে ঘৃণা করে। কেবল তাহারা নহে, যাহারা স্ত্রীর পদসেবী অর্থাৎ স্ত্রৈণ, যাঁহারা ভাগবতাদি গ্রন্থকে অর্থাগমের উপায় মনে করেন ও সেই প্রাপ্ত অর্থ হইতে কামিনীর প্রীতি সাধনের দ্রব্য-সম্ভার আহরণ করেন, তাঁহারাও স্ত্রীসঙ্গী। লোক দেখান সন্ধ্যাবন্দনাদি কেবল বাসনা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। তাহারা অন্তরের আচার গুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বাহ্য মিছা দেখাইতে উৎপন্ন ও তদ্দ্বারা নির্ব্বোধ লোকগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এইরূপ অসৎ প্রকৃতির লোকের সঙ্গ করিলে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের সঙ্গ ফলে ভক্তিপথ হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহারা কৃষ্ণভক্তির ছলনা করিলেও কৃষ্ণাভক্ত। মায়াবাদী, সোঽহংবাদিগণও কৃষ্ণাভক্ত। যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ বাঞ্ছা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণাভক্ত। এই সকল অভক্তের সঙ্গ-ফলে কোটি কল্পেও কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না। যাঁহারা নিজেরা কোনও দিন কৃষ্ণের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা অপরকে সে সন্ধান কিরূপে দিতে পারেন? পরম ভাগবত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন "গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় সেজন্য পুনঃ পুনঃ ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিয়া থাকে।"

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর অন্য উপায় নাই। অতএব হে জগদীশ, আমাদের হৃদয়ে বল দিন, যেন আমরা আপনার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া অসৎ সঙ্গ বর্জ্জন করিতে ও সৎসঙ্গ গ্রহণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই। অবশেষে আপনাতে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

জীবপ্রভু শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি বড়ই কৃপাময়। যদিও তিনি সকলজীবেরই প্রভু এবং সকলেরই প্রতি তিনি সমকৃপালু, তথাপি ব্রহ্মবলোকবিশেষযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরতনুই সেই কৃপা উপলব্ধি করিবার একমাত্র যোগ্যপাত্র।

শ্রীভগবান্ সকল জীবকেই তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই প্রদান করেন। ভগবানের অদেয় এমন কিছুই নাই, যাহা কেহ কোন দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু তিনি সর্ব্বস্ব-প্রদাতা হইয়াও সর্ব্বেশ্বর। তিনি কাহাকেও বাহ্যবস্তুতে আকৃষ্ট থাকিবার সুযোগ দেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ... তিনি জাগতিক ... ধারক নহেন, তিনি জীবের ... মূল শিকড় অবিদ্যাকর্ষণ করিয়া ... কোটীসূর্য্যতুল্য পাদপদ্ম "ধাম ... একাকথায় তিনি জীবের সর্ব্বস্ব ... বাঞ্ছা-সিদ্ধি।

শ্রীভগবানের আস্বাদন লীলাটী প্রতি যুগেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে হইয়া থাকে। ... শক্তি, সর্ব্বলাবণ্য, সর্ব্বমাধুর্য্যের আধার প্রভৃতি লীলাবিলাসগুলিও অনন্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি পরিপূর্ণ। "বহির্ম্মুখ" ... আমাদের একমাত্র অভীষ্ট বস্তু ... না চাহিলেও তিনি তাঁহার ... কৃপণতা করেন না।

শ্রীভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, ... নৃসিংহাদি, এমন কি, তাঁহার লীলাবেলা সর্ব্বোত্তমলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলা অপেক্ষা ... ময় শ্রীগৌরাবতারটী অশ্রুতপূর্ব্ব ... দয়া-বিতরণাবতার। এবারে তিনি ... ভজন নিজে বিতরণ করিয়া ... নাই। কলিহত জীবের বিষয়াসক্তি রোগটির চরমাবস্থা অবলোকন করিয়া—

এবে পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।

শুধু তাহাই নহে—যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই এই কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য ডাকিতেছেন—

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যা'রে তা'রে

প্রভুর এই আদেশটীর ভিতর গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। সর্ব্বারাধ্য হরি আরাধকের বেশে আচার্য্যের বেশে, জীবোদ্ধার-লীলাটী করিয়াছেন, তাঁহ শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া সেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। জীবীয় মত, বিদ্যাদির বলে অতীন্দ্রিয় ... সন্ধান পায় নাই—শাস্ত্র-সকল ... ইহাই কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার ... অচৈতন্যে প্রধাবিত চেতন জীবসমূহের চৈতন্যের সন্ধান প্রদান। আবার এই চেতন তাই পূর্ণ চেতনের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানে ... স্থিত থাকিয়া তাঁহার এবং তদীয়ের সেবা সুতরাং শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে জীব নিজমঙ্গলোন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ... উন্নতিও নিহিত আছে। ... ...

[illegible] প্রবোধিনী-প্রচারক
শ্রীগুরুদেবই এই সকল [illegible] । তৎপ্রসাদে তদীয় অনুগত [illegible] নিকটও এই গূঢ় রহস্যের বার্তা [illegible] আছে। অর্ধমোক্ষণ-মায়াবাদী [illegible], অকর্মাবধারী লঘু স্বধঃ মায়া-[illegible]গণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের এই [illegible] তাঁদোপলব্ধির বার চিরতরে-[illegible]। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীগুরু-[illegible] শ্রীআজ্ঞাশীর্ব্বাদ যাঁর মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী—'বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ [illegible]শিক্ষা' ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। এই প্রচার কার্য্যে তাঁহারা [illegible] কার্য্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পরোপকার [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করান' কার্য্যদ্বয় একাধারেই সাধন করিতেছেন। তাঁহারা জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বলিতেছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥
[illegible]—কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
[illegible]) চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥

[illegible]নূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ ভি, বি, টি,)

(৭) যে মতে পাঞ্চরাত্রিক বিধি উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহাই মায়াবাদ। পঞ্চরাত্র [illegible] শিব হইতে শিষ্যসূত্রে লাভ করিয়াছেন এবং ভাগবতগণের জন্য ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভাগবতাঙ্গ এবং [illegible]গণের একমাত্র স্মৃতিগ্রন্থ। ভাগবতে [illegible] সাত্বত তন্ত্রের উল্লেখ এইরূপ ভাবে [illegible]হিয়াছে।—

"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥"
(ভাঃ ১।৩।৮)

অর্থাৎ তৃতীয় ঋষিসর্গে দেবর্ষি অর্থাৎ নারদরূপ গ্রহণ করিয়া পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চরাত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—

"সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমং আচষ্ট।"

এই সাত্বত ধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম নামে অভিহিত। সুতরাং যাঁহারা ভাগবতধর্ম্ম যাজন করেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। এই স্মৃতির অবজ্ঞাকারী বাদ্য বৈষ্ণবের প্রদর্শিত [illegible] নাই বলিতেই হইবে। [illegible] বলিয়াই [illegible]

[illegible] নিষ্ঠা [illegible] ও প্রভৃতি [illegible]ত্বপোষক প্রত্যক্ষ কল্পতে।"

শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পাঞ্চরাত্রিক কোন বিধিই অবলম্বিত হয় নাই। পূর্ব্বে ইহা উল্লেখের বহু প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এইখানে আরও দুই একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

(ক) বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি,—শঙ্কর সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রবল এবং এই জাতিবুদ্ধি বশতঃই এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কেহ কাহারও হাতে খান নাই, শালগ্রাম পূজনাদি করেন নাই, প্রতিমা প্রতিষ্ঠাদি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বারাই করাইয়াছিলেন ইত্যাদি। বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না এবং বৈষ্ণবতা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ইহাই সিদ্ধান্ত এবং রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সিদ্ধান্তানুযায়ী আচার নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে বেদান্তবক্তা মহাশয়কে 'গৌড়ীয় মঠ' হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৈষ্ণব মাত্রই ব্রাহ্মণ, অতএব তাঁহাকে জাতিসামান্য বুদ্ধিতে দর্শন করিতে নাই। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং" ধ্রুবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥"

বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব আছে বলিয়াই শঙ্করদেব নিন্দা করিয়াও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য করাইয়াছিলেন। যথা শঙ্করচরিতে,—

"কর্ম্ম করি বিপ্রে প্রেত কার্য্যক করয়।
প্রেতের বস্তু মানে সমস্তে আনয়॥
সিতো কর্ম্ম বিপ্রর নিন্দিত তাকো জানি।
ভোগ করে প্রেতের উচর্গা-বস্তু আনি॥
এতেকে অধর্ম্ম সিতো পরম দুর্গতি।
ইহ পরলোক তার নাই নাই গতি॥
তাতে সে তোমাত কৈলা ইসব আমা।
ইতো তিনি জনর শরণ নাহি কয়॥"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই সব ব্রাহ্মণের কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতা নাই। যখন ব্রাহ্মণ-সমাজ শঙ্করদেবের কোন কার্য্যে যোগদান করিতে আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে প্রভূত অর্থ দানের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-[illegible] সম্পাদন করাইয়াছিলেন। যথা,—

শুনিয়া শঙ্করদেবে বোলৈ সমস্ত।"
[illegible]

করাইবাক লাগি মূর্ত্তি প্রাণ প্রতিষ্ঠায়।
আহ্বান করিয়া আনি আছো তোমাসাকর
করাও প্রতিষ্ঠা যেন শাস্ত্রের নির্ণয়।
মূর্ত্তি দেখি লোকে যেন করিব আনয়॥

অবশ্য এইখানে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য স্মার্ত্তবিধি অনুসারেই সম্পাদিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

(খ) দেহাত্মবাদ—বৈষ্ণবগণ কখনও দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিবেন না। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে প্রেতশ্রাদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি ভক্তির বাধক। বৈষ্ণব কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তির বাধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কখনও করিবেন না।* তাঁহাদের এইরূপ করণে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ-রূপ দুইটি অপরাধ ঘটে। প্রেতশ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম উপরিউক্ত কর্ম্ম-শ্রেণীভুক্ত। বৈষ্ণবের প্রেতশ্রাদ্ধ এবং বৈষ্ণবদ্বারা প্রেতশ্রাদ্ধ উভয়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অবশ্য বৈষ্ণব মৃতকের প্রতি বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে পারেন। শঙ্করদেব, মাধবদেব ও অনন্তকন্দলীর গ্রন্থে এইরূপ শ্রাদ্ধবিধিরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। এই মত-পোষক আমাদের গ্রন্থে বহুবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে এই বিচার-প্রণালী সমর্থক দুই একটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। পঞ্চরাত্রে—

"মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ তীর্থস্নানং ব্রতং স্মৃত।
শ্রাদ্ধং দানং পূজনঞ্চ যথা চরিত চর্ব্বণং॥"

স্কান্দে—

"সকল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং॥"
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চের কুর্য্যাৎ কুশধারণং॥"

কূর্ম্মে—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভাগবতে অর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"

রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত,—

"শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রৈর্দীক্ষিত বর্ণাশ্রমাদি-শৈব-শাক্ত সৌর-গাণপত্যাদি ব্যতিরেকানন্যশরণ বর্ণাশ্রম সঙ্করান্ত্যজাদীনাং গৃহস্থভক্তানাং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং কাপি বেদে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রাগমস্মৃতিপুরাণাদৌ চ নাস্তি এতেষাং তৎকৃতে সত্যপি সেবা নামাপরাধো জায়তে। (হরিবিলাস)।

কিন্তু শঙ্কর মাধব উপদেষ্টা হইয়াও কেন এই নীতির অনুধাবন করেন নাই, ইহা বুঝা যায় না।

প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের পিতার প্রেতকার্য্য বৈষ্ণববিধি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন মনে হয়। বেদান্তবক্তা মহাশয় শঙ্করদেবের স্তুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইহার অন্য কোন অর্থ কল্পনা করিতে পারিবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি বৈষ্ণব-বিধি অনুসারে কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে বেদ-উল্লঙ্ঘনকারী বলা চৈতন্যবিদ্বেষী বেদান্তবক্তা মহাশয়ের অভিপ্রেত হইলেও নিরপেক্ষ সমালোচকের নহে। বেদান্তবক্তা মহাশয় যদি ভাল করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অপস্বার্থমূলে এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। আমি এ সম্বন্ধে এখানে নামঘোষা হইতে একটি মাত্র বাক্য উদ্ধার করিয়া বেদান্তবক্তা মহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

যথা,—

"যাবৎ কৃষ্ণের ভক্ত নহে,
ভক্তির অবিরোধী কর্ম্ম করে,
কৃষ্ণভক্ত যারে লোপসর।
যেবে ভৈলা কৃষ্ণকথা-রত,
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম আদি যত;
ভক্তির বাধক জানি সবকে ত্যজয়॥"

সুতরাং কৃষ্ণকথায় রত ব্যক্তি যদি শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির আবাহন না করেন, তাহা হইলে কি তিনি বেদান্তবক্তা মহাশয়ের বিচারে অবৈদিক প্রতিপন্ন হইবেন? আবার যদি কৃষ্ণকথায় রত বলিয়া অভিমান করিয়াও এই সমস্ত কর্ম্মের আবাহন করেন, তাঁহাকে কি বেদান্তবক্তা মহাশয় বৈদিক যুক্তবৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিবেন? বেদান্তবক্তা মহাশয় বেদ কাহাকে বলে জানেন কি?

(ক্রমশঃ)

মোটর যানারোহণে

কলিকাতা হইতে পুরী

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ৩রা মে রাত্রি শেষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটর যোগে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহনজী এবং কৃষ্ণানন্দজী শ্রীধাম পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নানাদেশ, জনপদ এবং ২০।২৫টী নদী ও খাল অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া গত ৮ই মে বুধবার রাত্র ৭ ঘটিকার সময় শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইয়াছেন। পথিমধ্যে কোন স্থানে না থামিয়া একেবারে সোজাসুজি কলিকাতা হইতে মোটর যোগে পুরী যাত্রীদের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠ

শ্রীধাম-পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মহোৎসব গত ২৮শে বৈশাখ হইতে মহাসমারোহে আরম্ভ হইয়াছে। দেশদেশান্তর হইতে বহু ভক্ত নিত্য উৎসবে যোগদান করিতেছেন। প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তনাদি যথারীতি হইতেছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত-সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্তি। ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৮
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	২৲
৩।	দীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৭৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।/০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৷
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপার ক্ষমা-দর্পণ	
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।।
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager. The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible] কথা এবং [illegible] মাত্র। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০ [illegible]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য... [illegible]

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

অসদ্ব্যক্তি মনে করে, সে ঈশ্বরের চোখে ধুলি দিয়া গোপনে গোপনে অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা বুঝি আর কেহ ধরিতে পারিবে না। অপরকে ফাঁকি দেওয়া কৌশলটী জানিবার জন্য সে নিজে নিজে বড়ই গর্ব্ব অনুভব করে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা হৃদয়ের মধ্যে গোপন রাখিয়া সে কখনও ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও বৈষ্ণবের বেষ ধারণ পূর্ব্বক তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত সে লোকের নিকট এত ভাল-মানুষ হয়, এমন সাধুটী সাজিয়া থাকে, লোককে এত ভালবাসিবার ভাণ করে যে, লোকে তাহাকে ভাল না বলিয়াই পারে না। শেষে সেই লোক-প্রিয়তার সুবিধাটি লইয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার গুপ্ত অভিসন্ধিগুলির সিদ্ধি করিয়া লইতে থাকে। তাহার গতি-বিধি সন্দেহ-জনক হইলেও লোকে ভালবাসার খাতিরেই হউক অথবা তাহাকে 'ভাল' বলিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা হইতেই হউক তাহার কোন দোষ দেখিয়াও দেখেন না।

কিন্তু হা দুরদৃষ্ট! লোককে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, নিখিলচক্ষু ভগবান্ বিষ্ণু যে তাঁহার সুদর্শন দ্বারা জীবের হৃদয়গুহার অতি নিভৃত প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হন, তাহা যে নির্ব্বোধ অসদ্ব্যক্তি কিছুতেই বুঝিতে পারে না। দুষ্টগণ ভগবানের উপর চতুরতা করিতে গেলেও ভগবান্ তাহাদের অপেক্ষা কোটিগুণ সুচতুর হইয়া তাহাদের সমস্ত কপটতা লোকসমক্ষে প্রচার করিয়া দেন। ভগবানের অপেক্ষা ভক্তগণ আরও সুচতুর; কেন না ভগবান্ যেমন [illegible] ভক্ত [illegible] আবার [illegible] ভক্ত শ্রীভগবানের মনোভীষ্ট না জানিলে কেমন করিয়া সেই ভগবানের আনন্দ-বিধান করিবেন? সুতরাং দুষ্টগণ ভগবানের চোখে যেমন ধূলা দিতে পারে না, ভক্তের চোখে ধূলা দেওয়াও তাহাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।

একদা নিদাঘ কালে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ ব্রজবালকগণের সহিত বৃন্দাবিপিন-মধ্যে গোচারণ করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্বনামে এক অসুর রাম-কৃষ্ণকে হরণার্থ গোপরূপী হইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে সংহার-মানসে সখাভাবে তাহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ গোপবালকগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে গোপগণ, আমাদের আজ এক নূতন খেলা খেলিতে হইবে। আমরা বয়স ও বলাদি অনুসারে দুই দল হইয়া বিহার করিব। ক্রীড়ায় যাহারা পরাজিত হইবে, তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত জেতাদিগকে বহন করিবে আর জেতারা পরাজিতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেড়াইবে।" তদনুসারে গোপবালকগণ গোধন-সমূহকে স্বচ্ছন্দে বিচার করিতে দিয়া একদল কৃষ্ণের পক্ষ, আর একদল রামের পক্ষ হইয়া নানাবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। গোপগণ এইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামক বনসমীপে উপস্থিত হইল। যখন বলরামের পক্ষে শ্রীদাম প্রভৃতি জেতা হইলেন, তখন অপরপক্ষে কৃষ্ণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর বাহক ও বাহ্য হইয়া বিহার করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্ব হারিয়া গিয়া বলরামকে বহন করিতে করিতে কৃষ্ণের দৃষ্টি পরিহার মানসে নির্দ্দিষ্টস্থানের বহুদূরে গমন পূর্ব্বক তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। বলদেব তাহার সমস্ত দুষ্টামি বুঝিয়া রোষপূর্ব্বক দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে এমন্ এক আঘাত করিলেন যে, সেই এক আঘাতেই অসুরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল।

যে সকল ভণ্ডের দল উক্ত প্রলম্বাসুরের ন্যায় 'ভক্ত' সাজিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও তাঁহার প্রিয়জনগণকে ভালবাসিবার ছলে স্বকার্য্য সাধন করিতে যায়, নিখিল বলাধার শ্রীবলদেব এক মুষ্ট্যাঘাতে অসুরের সমস্ত দুষ্টামিই ঘুচাইয়া দেন। সুতরাং অসাধুগণ, এখনও সাবধান হও। তোমাদের যাবতীয় অসাধু চেষ্টার কথা শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়জন-গণের কিছুমাত্র অবিদিত থাকে না। প্রলম্বের ন্যায় অতশীঘ্র দণ্ড পাইবার সৌভাগ্য না পাইলেও তোমরা মনে করিও না যে, শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদের চুরি ধরিতে পারিবেন না।

লোক দেখান' গোরা ভজা
তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার
গোরা ধরে চুরি॥

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

ভক্তপ্রবর নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা-সম্ভার সংগ্রহে অনুমতি প্রদান করিয়া উপস্থিত দেবগণকে কহিতে লাগিলেন—হে দেববৃন্দ। আমার পরমায়ুর পূর্ব্ব পরার্দ্ধে ভগবান্ নীলকান্তমণিস্বরূপ ধারণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্বেতবরাহ কল্প আরম্ভ হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথদেব পৃথিবী মধ্যে দারুব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমার পরমায়ু শেষ পর্য্যন্ত এইরূপে অবস্থান করিবেন। চক্র যোগ, ধারণা ও ধ্যান ব্যতীত কেবলমাত্র দর্শন-দ্বারা জীবকুলকে মায়ামুক্ত করিবার জন্যই অনন্ত অপার লীলাময় ভগবানের এই অর্চ্চাবতার লীলা। এই নরপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবানের প্রতিষ্ঠা-সেবার জন্য আমি যাত্রা করিয়াছি। রাজা দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অগ্রে গমন করিবে, তোমরা সকলেই তাহাকে সাহায্য কর।

পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ ও পদ্মনিধির সহিত ভূলোকে নীলপর্ব্বত-শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক মন্বন্তর কাল অতীত হইলেও ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীমন্দির পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন আন্দোলন উপস্থিত হইতেই দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নরপতি তাঁহার কৃপা-প্রার্থী হইলেন।

শরণাগত নরপতির প্রতি কৃপালু হইয়া শ্রীনারদ শাস্ত্রদৃষ্টে তালিকা লিখিয়া প্রদান করিলেন। রাজা সেই তালিকা পদ্মনিধিকে অর্পণ করিলে তিনি বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে অনতিবিলম্বে আবশ্যক দ্রব্যাদি উপস্থিত করিলেন। দেবর্ষি নারদের আদেশে তিন-খানা রথ প্রস্তুত হইল। দেবদেব শ্রীজগন্নাথের জন্য ষোড়শচক্রযুক্ত, ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত ও নানালঙ্কার-বিভূষিত করিয়া রথোপরি গরুড়ধ্বজ স্থাপিত হইল। শ্রীসুভদ্রাদেবীর জন্য দ্বাদশচক্রযুক্ত, দ্বাদশ-হস্ত বিস্তৃত রথ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি পদ্মধ্বজ চিহ্নিত হইল এবং চতুর্দ্দশচক্রযুক্ত চতুর্দ্দশহস্ত বিস্তৃত তালধ্বজ-শোভিত রথ শ্রীবলদেবের জন্য প্রস্তুত হইল। শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথ নৃসিংহমন্ত্র দ্বারা, শ্রীবলদেবের রথ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা এবং শ্রীসুভদ্রা-দেবীর রথ পদ্মসূক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপরে বেদধ্বনি, জয়ধ্বনি, মঙ্গলনিনাদ ও নানাবিধ বাদ্য-রবে গগন-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া ছত্র, চামর, ব্যজন, ধূপ, দীপ ও পুষ্পবৃষ্টি-সহকারে দেবত্রয় আনীত হইয়া রথোপরি স্থাপিত হইলেন। বিষ্ণুভক্তগণ রথ টানিলেন।

শুভক্ষণে দেবচতুষ্টয় রথারোহণ করিয়া মন্দির নিকটে পৌঁছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা মণিমাণিক্য-খচিত এক বিশাল দেবশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঘৃত, সমিৎ, কুশাদি প্রতিষ্ঠোপকরণ ও ভোগ-উপকরণাদি সংগৃহীত ছিল। বহুবিধ গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতি-সময়ে সৌভাগ্যের গাল নামক রাজা উৎকল দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি শ্রীমাধব নামক এক বিষ্ণুমূর্ত্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শ্রীমাধবের সেবা স্থাপন করিলেন, (ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কূলে গাল মাধব শ্রীমূর্ত্তি আজও বিরাজিত)। গাল রাজা এই সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। কিন্তু নীলগিরিতে উপস্থিত হইয়া দেব-চতুষ্টয়ের মর্ত্যলোক-দুর্ল্লভ প্রতিষ্ঠাসম্ভারাদি দর্শন করিয়া যুদ্ধবাঞ্ছা ছাড়িয়া নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্ন আনন্দিত চিত্তে বলিলেন—"লোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে শ্রীমন্দিরে স্থাপন করিবেন। তৎপরে আমি শ্রীভগবানের সেবা আপনার উপর অর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব। শ্রীব্রহ্মার নির্দ্দেশ মত শ্রীহরির নির্দ্দিষ্ট পূজোপচার, যাত্রা, উৎসব আপনাকেই করিতে হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা গাল হর্ষোৎফুল্ল বদনে ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কিঙ্করবৎ সেবা করিলেন। এইরূপ সমস্ত আয়োজনাদি করিয়া সকলেই পিতামহের অপেক্ষা করিতে ছিলেন।

একদা দিব্য মূর্ত্তি, পদ্মাসনস্থিত সহিত এক তেজোরাশি গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইল। তেজোরাশি [illegible]

কর্ণেতেই দৃষ্টি রুদ্ধ হইল, পরে দেখা গেল যে, দেবগণ-পরিবৃত হইয়া বিমানারোহণ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের আনুগত্যে নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন-ও পাল প্রমুখ সকলেই পিতামহকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা নিজ রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের রথ সমীপে যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া স্তব করিলেন,—

নামো নমস্তে জগদেকবন্দ্য
সুরাসুরাভ্যর্চ্চিত-পাদপদ্ম।
নমো নমস্তাপহরৈক চন্দ্র
নমো নমঃ শাস্ত্রসুবোধসান্দ্র॥

তৎপরে, শ্রীবলদেবের রথ-নিকটে উপস্থিত হইয়া বিধিমতে প্রণাম করিয়া বন্দনা করিলেন,—

ফণামণিকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ॥

অবশেষে সুভদ্রাদেবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেবীকে ও পার্শ্বস্থিত সুদর্শনকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তুতি করিলেন,—

জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনি।
ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥
সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্ব প্রদর্শক॥

তদন্তে পিতামহ ব্রহ্মার আদেশানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ভরদ্বাজ মহামুনিকে বরণ করিলেন। মুনিবর শাস্ত্রানুসারে সকল কার্য্য শেষ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেবগণের সহিত ব্রহ্মা রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবান্‌কে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া প্রাসাদ-নিকটবর্ত্তী মণ্ডপ-মধ্যে স্থাপন করিলেন। সম্মুখে চারিখানা দর্পণ রাখা হইল। দেব-চতুষ্টয়কে সুগন্ধি তৈল বিলেপন, সুবাসিত তীর্থোদক দ্বারা স্নান, গন্ধমালা-বিভূষিত এবং অলঙ্কার নির্মণ্ডিত করাইয়া সিংহাসনারূঢ় করা হইল। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে গুরুবারে শুভ প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপন হইয়াছিল।

ব্রহ্মার শক্তি-প্রভাবে উপস্থিত সমস্ত দেবতা ও রাজবৃন্দ শ্রীজগন্নাথকে উগ্র নৃসিংহরূপে দর্শন করিলেন। দেবর্ষি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—ভবিষ্যতে মূঢ় লোকসকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী শ্রীজগন্নাথদেবকে দারুময়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করে—এই জীবহিতাশায় শ্রীবিগ্রহের ঐরূপ দর্শন হইয়াছে। অনন্তর ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে উগ্র নৃসিংহ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মনোহর প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিলেন। কিন্তু চারিটী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না হইয়া একটী শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন—ভগবানের আদিমূর্ত্তি শ্রীনরসিংহাকৃতি। এই দারুময়ী মূর্ত্তি, পরব্রহ্মস্বরূপ। শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে কোনপ্রভেদ নাই। বলরাম ঋগ্বেদ মূর্ত্তি, নৃসিংহ সামবেদ মূর্ত্তি, সুভদ্রা যজুর্ব্বেদমূর্ত্তি, এবং সুদর্শন অথর্ব্ববেদমূর্ত্তি। সমুদ্রকূলে অক্ষয়বটমূলে নীলাচলবাসী দারুময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া অখিল জীব অনায়াসে অবিদ্যামুক্ত হইবে।—

"ন্যগ্রোধমূলে কূলেঽস্য সিন্ধোর্নীলাচলে স্থিতং।
দারুব্যাজীকৃতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা মুচ্যেত সংশয়ঃ॥"

অদৃষ্ট মন্দ

সে কত দিনের কথা মনে হয় না, যখন আমি আমার প্রভুর সেবা ছাড়িয়া ভোগবাসনায় মত্ত হয়েছিলাম। তবে শাস্ত্র ও সাধুমুখে শুনিতে পাই যে,—অনাদিকাল হইতে আমার এই বহির্ম্মুখতা।

আমার এই বহির্ম্মুখতার পূর্ব্বে আমি আমার নিত্য প্রভুর, আমার একমাত্র আশ্রয় সর্ব্বকারণকারণের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। প্রভুর সেবায় নিমগ্ন থাকিয়া আমি আমার স্বতন্ত্রতা তাঁহারই পাদ-পদ্মে বিকাইয়া তাঁহারই চরণানুচররূপে কাল কাটাইতাম। প্রভুও আমার আত্ম-নিবেদন বৃত্তটী দর্শন করিয়া কত না সুখী হইতেন এবং কত না আদরে, স্নেহে আমাকে প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু জানি না কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে ভোগপ্রবৃত্তি আমার অজ্ঞাতসারে নিজের স্থান নির্দ্দেশ করিল। ক্রমে ক্রমে গুপ্ত দস্যু প্রবল হইয়া আমাকে হস্তগত করিয়া ফেলিল, তখন আমি আমার প্রভুর সেবায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। প্রথমমুখে এই অসন্তোষ অন্তর্য্যামী প্রভুকে গোপন করিয়া কপট ভক্তি দেখাইতে লাগিলাম। পূর্ণ সত্য পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দের নিকট কি কপটতা রক্ষা করা যায়? আমার ভাগ্যা-কাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইল। আমি আমার প্রভুর অভয়পাদপদ্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়িলাম। হায় অদৃষ্ট!

পরব্যোম হইতে পতিত হইয়া আমি ইতর বোমে আসিয়া পড়িয়াছি। কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন পশু, কখন পক্ষী, কখন কীট, কখন পতঙ্গ, কখন দেবতা এবং কখন মানব হইয়া ত্রিতাপপূর্ণ সংসারে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছি। যে সুখের আশায় নিত্যানন্দ-ময়পের পদসেবা ছাড়িয়াছিলাম, সেই সুখই আমাকে পদে পদে অশেষ দুঃখ এবং অশান্তি প্রদান করিতেছে। আমি সুখের আশায় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও সেই দুঃখপ্রদানকারী সুখকে ছাড়িতে পারিতে-ছি না। কেননা আমারই কর্ম্ম, আমারই হস্তপদ বদ্ধ করিয়া আমাকেই দুঃখ-বিষয়-চিন্তাগর্ত্তে ফেলিয়া দিতেছে। একেই বলে অদৃষ্ট মন্দ!

বুদ্ধিহীনতায় আমার এই রাজ্যে পতন হইয়াছে। অকৃতজ্ঞ আমি, নেমকহারাম আমি, আমার প্রভু-সেবা ছাড়িলেও তিনি আমাকে ছাড়েন নাই। আমি তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে খুব ঠকাইয়া সরিয়া আসিয়াছি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিলেও তিনি আমার অজ্ঞাতে আমারই অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। আমি মনে করি, শ্রীভগবানের অজ্ঞাতসারে সকল কার্য্য করিব, কিন্তু তিনি আমার ত্রিকালের সাক্ষীস্বরূপে সকল কথা আমার ভাবনার পূর্ব্বেই জানিয়া লইতেছেন। হায়! হায়! এমন নহিলে কি তাঁর নাম গোবিন্দ হয়?

প্রভু-আমার আমাকে সুখভ্রমে দুঃখের পশ্চাতে প্রধাবিত দেখিয়া এই বিশ্বের চতুর্দ্দিকেই দুঃখপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমার যদিও কষ্টে সেই দুঃখদ সুখের বস্তুটী সংগ্রহ করিলাম, অমনি তাহার ভাবী অভাব-চিন্তা আমাকে একক্ষণও শান্তিতে থাকিতে দেয় না এবং অবশেষে বহু কষ্টে সংগৃহীত চিন্তা, উদ্বেগে রক্ষিত সাধের প্রাণাধিক বস্তুটী আমাকে আমার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করাইয়া শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ দুঃখ, ভয় ও শোকাদি দ্বারে অপরাধী আমি আমাকে সাজা দিয়া স্বীয় চিরশান্তি-নিকেতন অশোক, অভয় পাদপদ্মে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'র ন্যায় আমিও বাহিরে ঘাড় নাড়িয়া মুখে মুখে তাঁহারই দয়া স্বীকার করিলেও মন কিন্তু সেই দুঃখ ভয় শোকাদিরই কাঙ্গাল! আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই এইরূপ বিচার।

নিজকার্য্যে উদাসীন আমি, আমার প্রতি আমার প্রভু এত দয়া বিতরণ করিলেও আমি লই না দেখিয়া তাঁহার সকরুণ হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। তিনি তখন ঠারে ঠোরে কৃপা না করিয়া স্পষ্ট কৃপা করিবার জন্য তাঁহার অভিন্ন-তনু নিজজনকে আমার কেশে ধরিয়া লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রভুপাদ আমার বৈকুণ্ঠবার্ত্তা লইয়া ভোগবার্ত্তা-শ্রবণ-ব্যস্ত আমার নিকট উপস্থিত হই-লেন। তিনি প্রাকৃতকারী বুদ্ধুশ্রেষ্ঠ। সুতরাং জড়বিষয় হইতে মুক্তি-প্রদান করিয়া জাতি-যোগিগণ-মুক্তি-তুচ্ছকারী প্রেমানন্দ-প্রদানকারী সুবুদ্ধের সম্যক্ কীর্ত্তনে সতত নিযুক্ত। আমার কাছে আসিয়া আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাঁহার অতিমর্ত্ত্য স্বভাবে আমাকে জোর করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করাইতে-ছেন। সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রভুপাদ সুশিক্ষকরূপে আমার ন্যায় দুষ্ট, অল্পজ্ঞ বালকের হাতে ধরিয়া কি করিয়া সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয় শিক্ষা দিতেছেন। এমন অহৈতুকী দয়ার অনুভূতির কোনও সুযোগ হয় নাই, হইবেও না। আমি মুখে মুখে তাঁহাকে খুবই সম্মান করি। বাহিরে কপট ভক্তির অভিনয়ও দেখাই; কিন্তু পাছে আমার ভবরোগ চিরতরে নিরাময় হয়, আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা ফুরাইয়া যায়—এই ভয়ে হৃদয়ে বিষয়-সেবাই করিতেছি। হায় অদৃষ্ট! তুমি আমাকে এমন করিলে কেন? হায় মন!, তুমি কাহাকে ফাঁকি দিতেছ? চিকিৎসকের নিকট রোগের কথা গোপন রাখিলে তোমাকেই যে রোগ-ভোগ করিতে

মন। সব জন্মেই তোমার কথায় চলিয় আসিতেছি। আমাকে এবারের মা ছাড়িয়া দাও। আর পতিতপাবন প্রভো অন্তর্য্যামি প্রভো! আমার কপটতা সমা ত তুমি জান। আমাকে উক্ত কৃপ করিয়া হৃদয়ের অন্তরতম-প্রদেশের কপটত তা দূর করিবার ক্ষমতা দাও। প্রভো সত্য সত্যই আমি একমাত্র দয়ার পাত্র জগতে সরল, নিষ্কপট বহু ভাগ্যবান্ জ তোমার সেবা করিয়া তোমার দয়ার পা হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন কিন্তু আমার ন্যায় বুদ্ধিহীন, তোমার দয় যে দয়ার কৃষ্ণ পাওয়া যায়—সেই দ অবজ্ঞা করিতেছে। এহেন মূর্খ, নী পতিতের প্রতি যদি তুমি উদাসীন হও তবে প্রভো! আমাকে আর দয়া করিব কে? পতিতোদ্ধারণ প্রভো! পতিত কেহ উদ্ধারের জন্য তোমার মত আপন আমার এই আর্ত্তিও কপটতা-পরিপূ হইতে পারে। কিন্তু প্রভো! তুমি ব অভিজ্ঞ, চতুর, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের অন্তর-জ্ঞাতা। সুতরাং নিজগু আমাকে শোধন করিয়া নিজজনের সেবা নিযুক্ত কর। প্রভো! আমার কে আ কেহই নাই। 'বহু আত্মীয় আমার আ বর্ত্তমানে [illegible] স্বীকার [illegible] আপনিই [illegible] একমাত্র [illegible]

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার
সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীচরণেষু।

প্রভো,

আমরা দীনচেতা গৃহস্থ হইলেও আপনারা পতিতপাবন অধমতারণ। আমরা স্বকার্য্যে উদাসীন থাকিলেও আপনাদের নিরন্তর স্বকার্যে অখিলচেষ্টা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আমরা নিয়তমরণে তাপক্লিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় হইলেও আপনাদের করুণাকণা অজস্রধারায় বর্ষিত হইয়া আমাদিগকে সুশীতল করিয়া দিতেছে। এহেন করুণাম্বুনিধি আপনার', আপনাদের গুণাম্বুধির এককণাও স্পর্শ করিবার যোগ্যতা মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের না থাকিলেও আত্মশোধনের জন্য কিছু না বলিয়া নীরব থাকিতে পারিতেছি না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বজনমুদ্রা সর্ব্বজীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অভিন্ন-তনু দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে, শ্রীলরূপসনাতন প্রভুদ্বয়কে মথুরাতে পাঠাইয়া এবং স্বয়ং দক্ষিণদেশে গমন করিয়া প্রেমদানলীলার সুষ্ঠু অভিনয় করিয়াছিলেন। সেকথা আমরা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রাকৃত ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাঠ-তেছি। কিন্তু চারিশত বর্ষ পরে আপনারাই পুনরায় সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আপনাদিগকে শ্রীল নিত্যানন্দগণ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি না।

গত ২৭ই বৈশাখ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ আমাদের গ্রামে সগণে উপস্থিত হন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বক্তৃতা ও গৌরবিজিত কীর্ত্তন হইয়াছে। শাস্ত্রের দুর্বোধ্য ও সুকঠিন তত্ত্বগুলি সাধারণের সহজবোধগম্য করাইয়া দিতে আমরা আর কখনও শুনি নাই। প্রচারকগণ যে সকলেই শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে পরাভক্তি থাকিলে যে অনুগত শিষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বশাস্ত্র স্ফূর্ত্তি-লাভ করে তাহার জলন্ত উদাহরণ সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয়ে দেখিলাম। আমরা বিষয়ী, বিষয়ে এত মুগ্ধ যে, সর্ব্বদা ক্লেশদায়ক বিষয় ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীহরিকথা শ্রবণের পিপাসা হয় না। কিন্তু আপনারাও আবার এত দয়ালু যে অলক্ষ্যে [illegible] আমা-[illegible]

[illegible] থাকিয়াও ছাড়িয়াছেন না। রোগী যেমন রোগনাশক ঔষধসেবনে অনভিলাষী কিন্তু সদ্বৈদ্য জোর করিয়া যেমন সেই রোগীর মঙ্গলের জন্য ঔষধ পান করান, তেমন [illegible] আমাদিগকে আপনারা হরিনামৌষধ পান করাইতেছেন। আমরা গৃহব্রতী, অকামী গৃহের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ছুটাছুটি করি বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের সেবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। আপনারা আমাদিগকে এতদূর স্নেহ ও কৃপা করেন যে, আমাদিগেরই গৃহে আসিয়া আমাদিগের কর্ণে নামসুধা ঢালিয়া দেন। আপনারা আমাদের অবোধ্য, আপনাদিগের সর্ব্বক্ষণ সেবা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা তাহা করি না দেখিয়া পরমার্চ্চনীয় আপনারা আমাদিগের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। অতিথি-সৎকারচ্ছলে আমরা আমাদিগের কিছু করিলাম বলিয়া মনে করিলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আপনারাই আমাদিগের প্রদত্ত অন্নাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সেই দেবনরবাঞ্ছিত অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ দিয়া আমাদিগের অজ্ঞাতসুকৃতি-সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া দেন।—বাহিরে আমরা আপনাদিগের অনেক উপকার করি বলিয়া অভিমান করিলেও বাস্তবিকই আপনারাই আমাদিগের পরমার্থ সংগ্রহের অনেক সাহায্য করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে সূর্য্য জলাপহারক হইলেও প্রাণি-জগতের কত উপকারক তাহা অজ্ঞের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমরা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য জড়ের সেবায় লাগাইতেছি দেখিয়া আপনারা নিজে সেইগুলির দ্বারা শ্রেয় আচরণ করিয়া আমাদিগকে আপনাদিগেরই সঙ্গী করিয়া লইতেছেন। দুষ্ট বালক যেমন শতকিয়া পড়িতে চায় না, আর মঙ্গলার্থী শিক্ষক যেমন বালকের অঙ্গুল্যাদিগণনার অছিলায় বালকের অজ্ঞাতসারে শতকিয়ার পারদর্শী করেন, তেমনি সুশিক্ষক আপনারাও আমাদিগের ন্যায় ধর্ম্মজগতে যাইতে অনিচ্ছুক দুষ্ট বালকগণকে কত না অছিলায় ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন।

আপনারা অপার করুণাময়। আপনাদিগের করুণা জাগতিক মাতা, পিতা, শিক্ষক, গুরুবর্গের ন্যায় নহে। আপনাদিগের কৃপা সংসারাসক্তির জন্য নহে, কৃষ্ণাসক্তির জন্য। সুতরাং আপনাদিগের কৃপা অনুগতচিত্তে বিচার করিলে নিত্য নব নব ভাবে চমৎকারিতা আনয়ন করে।

আমরা সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয়ের দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমে মহামহোৎসবে যাইবার জন্য বার বার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। হৃদয়ে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও আপনাদিগের কৃপা ছাড়া মনোরথ সফল হওয়া সুকঠিন। সুতরাং প্রার্থনা যেন শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া দেবদেব শ্রীজগন্নাথ-দেবের কথা শ্রবণ করিতে পারি।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী
শ্রীনীলকেতন দাস
[illegible], মধু ভঞ্জ

অনুচানমানীর বাগ্ বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ সি, বি, টি,)

গুরুচরিত পাঠে জানা যায় শঙ্করদেব কৃষ্ণকথায় রত থাকা সত্ত্বেও গয়াতে শ্রাদ্ধাদি করিতে গিয়াছিলেন। মাধবদেবও শঙ্করদেবের আদেশে রাম রাম গুরুকে সঙ্গে লইয়া মাতৃ অস্থি গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। যথা—

'মাধবে মাতৃর অস্থি সমর্পিতে প্রতি।
গঙ্গাতীরে যাইবে লাগি করিলন্ত মতি॥
রাম রাম গুরু সমে আনো বিপ্র যত।
মাধব লড়িলা আজ্ঞা লৈয়া শঙ্কর ত॥"

তারপর যখন শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়, তখন মাধবদেব শঙ্করদেবের পুত্র রামানন্দ দ্বারা তাঁহার প্রেতশ্রাদ্ধ স্মার্ত্তবিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন অনুমিত হয়। যথা—

'মাধবদেবে ভক্তসমে আসিলন্ত।
গ্রামবাসী লোক যত সবে আসিলন্ত॥
রাম রাম গুরু বুঝিলন্ত ঠাকুরকে চাই।
অঙ্গুলির অগ্রে তুমি কুশ বান্ধ যাই॥
কেন শুনি রামানন্দ কুশ লৈলা হাতে।
শ্রাদ্ধ করাইলন্ত রাম রাম বিধিমতে॥
পিণ্ড জলাঞ্জলি দিলা তীর্থর ওয়ারি।
প্রাপিলন্ত রামানন্দে তিন কুশ ধরি॥
করিলন্ত সাতদশা বিধির নিয়ম।
অনন্তরে গৃহক গৈলন্ত রাম রাম॥'

এই রাম রাম গুরু স্ত্রিনি বর্ত্তমান বড় পেটার সত্রাধিকারের আদি পুরুষ ও জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইনি স্মার্ত্ত পুরোহিত ছিলেন। ইনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিনা সঠিক বলিতে পারা যায় না। কিন্তু শঙ্করের আদেশ অনন্তকে বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষিত করাইয়াছিলেন, এ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্য তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ শূদ্র শঙ্করদেবকে রাম রাম গুরুর দীক্ষা-গুরুরূপে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন। সে যাহা হউক তিনি যে একজন স্মার্ত্ত ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বলিয়াই বোধ হয়। তিনি মাধবদেবকে বলিতেছেন,—

'অজদেব পূজিবাক মোর নাহি মন।
যজমানে নেষ্টে কাবে করো ইকো পূজন॥"
— গুরুচরিত

আর যদি ধরা যায় যে, তিনি বৈষ্ণবা-ভিমানী ছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার বৈষ্ণবতা কিছুই ছিল না বলিতে হয়।

(গ) শ্রীনামে শব্দসামান্য বুদ্ধি ;— শঙ্করদেব পঞ্চরাত্রোপদিষ্ট মন্ত্রাদি গ্রহণ না করিয়া কল্পিত নামের কীর্ত্তনই নিজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থে বহু আলোচনা করা হইয়াছে এবং এখানেও পূর্ব্বে কিছু করিয়াছি।

(ঘ) মায়াবাদ-দুষ্ট আচারের প্রবর্ত্তন ;—আচার হিসাবে যে সমস্ত কল্পিত মত এই সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রায় সকলই মায়াবাদ-দুষ্ট। আমাদের গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবত-সম্মত কোন আচার এই সম্প্রদায়ে অবলম্বিত হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে কিছু ভাগবতের আচার আছে বলিয়া বোধ হইলেও, সূক্ষ্মালোচনায় প্রত্যেক আচার মায়াবাদ-দোষ-দুষ্ট দেখা যাইবে। শ্রীভগবান্ গুরুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার ভজন-প্রয়াসি-জনগণকে এইরূপ ভাবে বিপদাপন্ন করিয়া থাকেন। 'গুরু এড়ি গোবিন্দ ভজে। সি পাপী নরকে মজে॥"

(ঙ) মৃতকের নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর-চিহ্ন চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার ;—এই সম্প্রদায়ে মৃতকের নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার প্রচলিত আছে। সোহংবাদ হইতে এই চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন। মৃত ব্যক্তি ঈশ্বর হইয়াছেন, এই জ্ঞানে তাঁহার নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তিনি কখনও ঈশ্বরত্ব লাভ করেন না। অতএব কাহারও নামের পূর্ব্বে এই চিহ্ন ব্যবহার করিবার অধিকার নাই।

(চ) অন্যান্য অসৎসিদ্ধান্ত।—

(ক) বৈকুণ্ঠে পঞ্চমুক্তির স্থান নির্দ্দেশ —

রজাক সম্বোধ শঙ্করে বুলিলা
কথা শুনা বৈকুণ্ঠর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর উপরে প্রকাশে
বিষ্ণুর নিত্য আলয়।
কোটি সূর্য্যসম প্রকাশ করয়
আতরেকে জ্যোতির্ম্ময়॥
পঞ্চবিধ মুক্তি সবারে আলয়
দেব যেন ঈশ্বরয়।
যত নারীগণ সবে লক্ষ্মীসম
দেখিতে অতি সুন্দর॥

(গুরুচরিত)।

পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যমুক্তি নির্ব্বিশেষবাদ জ্ঞাপক। উহার স্থান বৈকুণ্ঠ-বাহিরে ব্রহ্মলোকে। যথা,—

"ব্রহ্মলোকস্তু তমসঃ পারে স্বরূপ[illegible] হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ
হরিণা হতাঃ॥"

এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আমাদের গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার ঐ বিরাট গ্রন্থ • আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে
হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামুনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক /০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ) ৷৷
৩। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) ৩।০
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট ।৶০
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ) /১০
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৴
৯। সাধককণ্ঠমণি ।০
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী ৸০
১১। ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৷৹
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ২৲
১৪। গীতার মাধ্বভাষ্য ৷৷
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৲
১৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।১
১৭। *Life & Precepts of Mahaprabhu* ।০
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বদ্ধ) ২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calc[utta]

VAISHNAVISM REAL & APPAR[ENT]

ইংরাজী ভাষায় ভক্তবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এরূপ সহজ[illegible] হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] ছাড়িয়া দিয়া শুধু [illegible] জাতিমাত্রে প্রাধান্যদানে চেষ্টিত হইয়াছেন। 'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার"—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই বিচারটী [illegible] মানবগণের আদৌ বুঝিবার [illegible] হইতেছে না। ব্রাহ্মণেতর জাতি [illegible] যুবানু পাইতে, দেখিয়া [illegible] ব্রাহ্মণোচিত কোন যোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই গলদেশে কার্পাস-সূত্র [illegible], করিবার জন্য ব্যস্ত হন, [illegible] ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির ব্রাহ্মণোচিত কোন যোগ্যতা না থাকিলেও কার্পাস [illegible] গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উচ্চবর্ণজাত্যভিমান [illegible] হন। মূল বাপারের [illegible] কিছুমাত্র [illegible] হইতেছে না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। যতদিন [illegible] পূর্বপুরুষের পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণত্ব [illegible] আর কতদিন চলিবে?

মানবের শুক্র ও শোণিত প্রাকৃত বস্তু, [illegible] দেহও প্রাকৃত, সেই প্রাকৃতের [illegible] ব্রাহ্মণত্ব কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে? জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও প্রাকৃত ত্রিধাতুক স্থূলদেহকে কখনও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। বজ্রসূচিকোপনিষৎ বলিতেছেন—"* * কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। * * * যঃ কশ্চিদাত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মি-ষড়্ভাবেত্যাদি-সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানা-নন্দানন্তস্বরূপং * * কামরাগাদি দোষরহিত শমদমাদিসম্পন্নো ভাব মাৎসর্য্যতৃষ্ণাশা-মোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্ট-চেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণঃ।"

ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক—ইহারাই কি ব্রাহ্মণ? বিচার—(১) অতীতানাগত অনেক দেহ-গণের মধ্যে জীবের একরূপত্ব-হেতু, এবং কর্ম্মবশীভূতগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন। (২) আচণ্ডাল [illegible] মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব এবং সমস্ত দেহেই জরা-মরণ-ধর্ম্মাদির [illegible] আর ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ—[illegible]

[illegible] শিতা [illegible] পুত্রাদিরও [illegible] ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপগ্রস্ত হইবেন। (৩) তাহা হইলে কি 'জাতিই' ব্রাহ্মণ? না, তাহাও নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতে অনেক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। যেমন মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানপ্রভাবে উৎপন্ন লব্ধজ্ঞান বহু ঋষি আছেন, অতএব জাতিই ব্রাহ্মণ নহে। (৪) জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহে। যেহেতু ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি জাতিও অনেকেই আত্মজ্ঞ পরমার্থদর্শী হইতে পারেন। (৫) 'কর্ম্ম'ও ব্রাহ্মণ নহে। সকল প্রাণীরই প্রারব্ধ-সঞ্চিত আগামি কর্ম্ম-সাধর্ম্ম্য আছে কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মও ব্রাহ্মণ নহে। (৬) তাহা হইলে কি ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদি কেও হিরণ্যদানাদি ধর্ম্ম কার্য্য করিতে দেখা যায়। সুতরাং যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয় জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাবাদি সর্ব্বদোষ-রহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ কামরাগাদি দোষশূন্য, শমদমাদি-বিশিষ্ট [illegible]ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশা, মোহাদিরহিত এবং দম্ভাহঙ্কারাদিদ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

শ্রীমহাভারত বনপর্ব্বে ১৮০।২০-২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠ বলিতেছেন—"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ * * শূদ্রলক্ষ্ম কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

অর্থাৎ এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদি শূদ্রলক্ষণ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রে থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি কামাদি-গুণ-যুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শূদ্র। 'শূদ্র' কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শমাদি গুণবিভূষিত থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ।

শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ।" (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শাস্ত্রে এইরূপ গুণ-কর্ম্মবিভাগানুসারে দৈববর্ণাশ্রমবিধানানুকূল বহু শ্লোক পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে "শূদ্রো বণ্যাসুন-[illegible]" [illegible], "ন যোনির্নাপি [illegible] ন চ" [illegible] গমাত্তিঃ [illegible] কারণানি বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥" "বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি" প্রভৃতি বহু বহু শ্লোক দৃষ্ট হয়। মনুসংহিতাও মানব মাত্রেরই ত্রিবিধজন্মের কথা স্বীকার করেন যথা—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-
চোদনাৎ॥

শ্রুতিতে কথিত হয়—মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মেই শৌক্রজন্ম, পরে উপনয়ন হইলে তাঁহার দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম লাভ হয়, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাঁহার তৃতীয় যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ্য জন্ম হয়

তত্র যদ্ ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধন-চিহ্নিতম্
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য
উচ্যতে॥

এই তিন জন্মের মধ্যে মেখলাবন্ধন-চিহ্নিত উপনয়ন-সংস্কাররূপ দ্বিজগণের যে ব্রহ্মজন্ম, তাহাতে মাতা গায়ত্রী এবং পিতা আচার্য্য হন।

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্যাবদ্বেদে ন
জায়তে॥"

অর্থাৎ যতদিন না বেদের ব্রহ্ম-জন্ম লাভ হয়, ততদিন দ্বিজগণ শূদ্রের সমান থাকেন। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজোচ্যতে।"

এ সকল কথা নিরপেক্ষভাবে বিচার না করিয়া কেবল জাতিমাত্রের অহঙ্কার শিষ্টসমাজে আর কতদিন গৃহীত হইবে?

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধী নহেন, তবে তাঁহারা আসুর বর্ণাশ্রমের ভয়ঙ্কর বিরোধী বটে। তাঁহারা চাহেন, আবার গুণ এবং কর্ম্মের বিচারানুসারে উপযুক্ত আচার্য্য দ্বারা জীবের দৈব বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম বিহিত হউক। দৈবভাবে জাতিবুদ্ধি করিয়া জীব 'নারকী' সংজ্ঞালাভে বিরত হউন। সমাজ সাধু ও সাত্বত শাস্ত্র দ্বারা অনুশাসিত হউক। তাহা হইলে জীব নির্ম্মৎসর-চিত্তে বৃত্তোৎকর্ষলাভের জন্য যত্নবান্ হইবে, অপকর্ম্ম দ্বারা বৃত্তচ্যুত হইতে সাহসী হইবে না। কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কযুগে অশুদ্ধ শূদ্রকল্প শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে কখনও শুদ্ধতা নাই, পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি। যদি উচ্চ ব্রাহ্মণাভিমানি ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে ভগবৎ পূজার অধিকার নাই বলিয়া কেবল ঘৃণাই করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আর উন্নতি লাভ করিবেন কি করিয়া? আবার যে সকল 'ব্রাহ্মণ', নিজেকে ব্রাহ্মণাভিমান করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণতাই বা কোথায় থাকে? 'বুঝিয়াও বুঝিব না' আত্মগণের এইরূপ মনোভাব থাকিলে তাঁহারা কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যদি [illegible] ছাড়েন, তাহা হইলে

[illegible]ষোত্তম-প্রসঙ্গ

আদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি চতুষ্টয়ের সেবা প্রকাশ করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্র-দ্বারা শ্রীজগন্নাথ-দেবের, দ্বিবচন মন্ত্রদ্বারা শ্রীবলদেবের, সূক্তমন্ত্রদ্বারা শ্রীসুভদ্রাদেবীর এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা শ্রীসুদর্শন-চক্রের পূজা করিলেন। দেশ-কালানুসারে কি কি উপচারে ভক্তপ্রাণ শ্রীভগবান্ পূজিত হইবেন—ব্রহ্মা এই কথা শ্রীভগবানের শ্রীমুখাজ্ঞা জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলে দৈববাণী হইল—ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ পর্য্যন্ত আমি শ্রীদারু-ময়মূর্ত্তিতে বিরাজ করিব। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় আমার আবির্ভাব হওয়ায় উক্ত দিবস আমার জন্মোৎসব হইবে। অক্ষয় বটের উত্তর দিকে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ আছে। তাহা পরিষ্কার করিয়া তাহার জল দ্বারা উক্ত দিবস শ্রীমূর্ত্তিচতুষ্টয়কে বিধিমত স্নান করাইবে। স্নান শেষে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিবে। অঙ্গরাগ-বিহীন শ্রীমূর্ত্তি কেহই পঞ্চদশদিবস পর্য্যন্ত দর্শন করিবে না। আষাঢ়মাস শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীমূর্ত্তি-চতুষ্টয় রথারূঢ় করাইয়া আমার প্রথম-আবির্ভাব স্থান মহাবেদী গুণ্ডিচা-মণ্ডপে মহাসমারোহে লইয়া যাইবে। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির আমার জন্মস্থান। নয়দিন যাত্রা করিয়া পুনশ্চ এইস্থানে ফিরিব। মহাবেদীর নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবরে পৃথিবীর অষ্টকোটি তীর্থ বর্ত্তমান। তাহার তীরে আমি সপ্ত দিবস অবস্থান করিব। মাঘ শুক্লা পঞ্চমী, চৈত্র শুক্লাষ্টমী, পুষ্যা-নক্ষত্র যুক্তা আষাঢ়-শুক্লা-ষষ্ঠীয় গুণ্ডিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল। এইরূপে আমার স্নান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং উত্থান যাত্রা করিবে। অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষ পূর্ণিমায় পুষ্যাস্নান, ফাল্গুন দোলযাত্রা, চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে কামদেব পূজা এবং বৈশাখ শুক্লতৃতীয়ায় গন্ধ, চন্দন বিলেপন করিয়া চন্দনযাত্রা মহোৎসব করিবে।"—দারুব্রহ্মরূপী শ্রীভগবান্ এই আজ্ঞা প্রদানে উপস্থিত ভাগ্যবান্ শ্রোতৃবৃন্দকে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন করাইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন ব্রহ্মা স্বলোকে গমন করিলেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তপ্রবর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জ্যৈষ্ঠ স্নানাদি সমস্ত মহোৎসব মহাসমারোহে বিধিপূর্ব্বক সমাধান করিলেন।

নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া আলোচনা করুন, অচিরেই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবেন। নতুবা সাম্প্রদায়িকতার [illegible] আপনারা পুড়িয়া মরিতে হইবেন।

[illegible]

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের আজ্ঞানুসারে সেই অবধি মহামহোৎসবাদি রীতিমত হইয়া আসিতেছে। ফাল্গুন পূর্ণিমা সম্বৎসরের আদি দিন। উক্ত দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানের বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ নামানুসারে কালমূর্ত্তি ভক্তগণ সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দ্বাদশ নাম মুক্তি-পঞ্চক। যে যে মাসে যে যে পুষ্প ও ফল দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করা হয়, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল,—

মাস	শ্রীমূর্ত্তি	পুষ্প	ফল
ফাল্গুন	গোবিন্দ	অশোক	দাড়িম
চৈত্র	বিষ্ণু	মল্লিকা	নারিকেল
বৈশাখ	মধুসূদন	পাটলী	আম্র
জ্যৈষ্ঠ	ত্রিবিক্রম	কদম্ব	পনস
আষাঢ়	বামন	করবীর	খর্জ্জুর
শ্রাবণ	শ্রীধর	জাতিপুষ্প	তৃণরাজ
ভাদ্র	হৃষীকেশ	মালতি	প্রাচীনামলক
আশ্বিন	পদ্মনাভ	শতপত্র	শ্রীফল
কার্ত্তিক	দামোদর	উৎপল	নাগরঙ্গ
অগ্রহায়ণ	কেশব	বাসন্তী	ক্রমুক
পৌষ	নারায়ণ	কুন্দ	নাম্রঙ্গ
মাঘ	মাধব	পুন্নাগ	জাতিফল

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবন্নিবেদিত অন্ন শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে প্রচারিত আছে। শ্রীঠাকুর নিবেদিত অন্ন সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য নির্বিকার। তাহাতে স্পর্শ দোষাদি নাই এবং যিনি মহাপ্রসাদ স্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করেন, তিনিই পবিত্র হন।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল-
বিচারণা॥

দেহাত্মবাদী জড়স্মার্ত্তবিচারে মহাপ্রসাদ সেবনের কালাকাল আছে, কিন্তু সেই স্মার্ত্ত বুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য ভগবদ্ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেব একদিন অতি প্রত্যুষে ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য তখনও নিদ্রিত, প্রভুর আগমন-সংবাদে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দেবের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে মহাপ্রসাদ করিবার জন্য মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন—

প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ
হৈল।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
শ্লোক পড়ি সেই অন্ন ভক্ষণ করিল॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
তখন প্রভু বলিলেন,—
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥

সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদ—
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

ভক্তপ্রবর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুকাল শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিয়া গালমাধার হস্তে সেবাভার অর্পণ করিয়া দেবর্ষি নারদের সহিত ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন। খেতরাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে বংশ-পরম্পরা ক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তদবধি উৎকলের রাজা শ্রীজগন্নাথের প্রধান সেবক-স্বরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে পূজ্য হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র সাক্ষাৎ বিষ্ণু-স্বরূপ। এখানে শ্রীজগন্নাথ শ্রীমূর্ত্তিরূপে নিত্য-বিরাজিত। বৈকুণ্ঠ হইতে এই ধাম এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মায়াতীত শ্রীধাম মায়ারাজ্যে আসিয়া সর্ব্বদা মায়াধীশের মায়াতীত লীলাক্ষেত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রীধামের কৃপায় এই সকল তত্ত্ব ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। আমরা বারবার ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীধামচরণে, শ্রীধামবাসী শ্রীভাগবতগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের অকপট ভক্তির উদয় হয় এবং জন্মে জন্মে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

জীবস্বরূপনির্ণয়ে অধ্যাসবাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়া-বিমোহিত মায়াবাদী বলিয়াছেন যে, যুষ্মৎ প্রত্যয়গোচর দেহ এবং অস্মৎ প্রত্যয়গোচর আত্মা আলোক অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব এই উভয়ের অন্যোন্যভাবও অযৌক্তিক এবং তাহাদের ধর্ম্মেরও অন্যোন্যভাবও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় যে আত্মা, তাহাতে যুষ্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহার অধ্যাস মিথ্যা এবং উহাদের একের ধর্ম্মে অপরের ধর্ম্মের অধ্যাসও মিথ্যা। অতথার তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন কিছুর কল্পনাকেই অধ্যাস বলা যায়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম বা শুক্তিতে রৌপ্যের ভাণ এই অধ্যাসের উদাহরণ, উহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই ক্রিয়া। এই অধ্যাসরূপ অবিদ্যার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভপূর্ব্বক বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় হওয়াই বিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং [illegible] দর্শন। যতদিন না অবিদ্যা নাশ হয়, ততদিন অন্যাত্ম বস্তুকেই উহার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া বোধ হয় এবং সেই কারণেই আত্মা-নাত্ম বস্তুর পরস্পরের অধ্যাসবশেই যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপার চলিতেছে। দেহেন্দ্রিয়ে "আমি আমার" এই অভিমান সংস্পর্শরহিত আত্মার প্রমাতৃত্ব থাকিতে পারে না, উহা কেবল জ্ঞানস্বরূপ কিন্তু জ্ঞাতা নহে। একমাত্র আত্মা যাবতীয় বস্তুর যে অনুভূতি, তাহা অধ্যাস মাত্র, সুতরাং জীবও অধ্যাসমাত্র। সৃষ্টি-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও এই অবিদ্যা-কল্পিত ঈশ্বরূপ—নিমিত্ত ও উপাদান কারণের অজ্ঞানকল্পিত সৃষ্টিই প্রতিপাদন করিয়াছেন ইত্যাদি।

অতঃপর অধ্যাসবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে, অবশ্য জড়োন্মত্তদিগের ধরতঃ জীবের যে আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মনুষ্য, আমি পশু ইত্যাদি ব্যবহার, সে কেবল অধ্যাসবশেই চলিতেছে, একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রমাণ, প্রমেয়, বেদ, শাস্ত্র, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি সমুদয়ই অধ্যাসমাত্র, একথা বলা কেবল বাগ্‌বৈখরী মাত্র। মায়াবাদভাষ্যে—"যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয় গোচরয়োঃ * * * তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে" এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রযুক্তিসম্মত—একথা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু তৎপরেই যে বলা হইয়াছে যে, 'তমবিদ্যাবিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি'।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, হে নাস্তিক-প্রবরগণ! তোমাদের এই যুক্তিটী কোন্ বেদাদি প্রমাণবলে পাইয়াছ বলিতে পার? তোমরা বলিয়াছ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং শাস্ত্রাদি সমস্ত অবিদ্বান্‌দিগের জন্যই হইয়াছে। অধ্যাসবাদের গুরু যাহারা যদি একথা বলিয়া থাক, ওহে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ, তাহাও কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অধ্যাসের সংস্কারবশে জীবের মিথ্যা জ্ঞান হইতেছে বলিয়া শাস্ত্রাদি সমুদয় মিথ্যা হইয়া পড়িবে ইহার হেতু কি? কেহ যদি কদলী বৃক্ষকে তেঁতুল বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম করে এবং কদলীর মিষ্টতাদি ধর্ম্ম তেঁতুলের ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লয়, তাহা হইলে কি সত্য সত্যই কদলী ও তেঁতুলের স্ব স্ব স্বরূপের ধর্ম্ম মিথ্যা হইয়া যাইবে? এস্থলে লোকে ভ্রমকারীকেই ভ্রমপ্রস্ত বলিবে, কিন্তু বৃক্ষদ্বয়কে কখনই মিথ্যা বলিবে না।

আরও মায়াবাদ-ভাষ্যে যে বলা হইয়াছে—'ন' আত্মনঃ 'প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে' ইহাতে মাত্র কল্পনারই প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কারণ আত্মার প্রমাতৃত্বধর্ম্ম স্বীকার করিলে, জীবের [illegible] প্রকারে নষ্ট হইতেছে না এবং [illegible] লাভ না হইলে জীবের [illegible] পারে না এবং অবিদ্যানাশ না হইলে [illegible] প্রসঙ্গেও কোন প্রকারেই উহা [illegible] পারে না, অতএব [illegible] লাভপূর্ব্বক অবিদ্যানাশ হইলেই [illegible] মোক্ষ হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত আত্মারই মোক্ষ বিষয় [illegible], [illegible] ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মাকে প্রমাতা বলিয়া [illegible] স্বীকার করিতে হইবে। [illegible] ব্যাসদেব "জ্ঞোঽত এব" সূত্রের [illegible] করিয়াছেন। অতঃপর আপনাদিগকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া [illegible] জানাইবার জন্য শ্রুতি অস্বীকার্য্যে [illegible] করিয়া যে কৌশলে শ্রুতিপাক্যের [illegible] আশা ত্যাগ করিয়া অবিদ্যাকল্পিত [illegible] কল্পনা করিয়াছেন, তাহা [illegible] তেছে।

প্রথমতঃ মায়াবাদী যে সকল শ্রুতি-বাক্যে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা কল্পিত অর্থ [illegible] পূর্ব্বক জড়যুক্তিবাদ বা মায়াবাদ [illegible] চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা যে উক্ত [illegible] সমূহের প্রকৃত আশয় নহে, তাহা [illegible] তেছে। মায়াবাদিগণের উপনিষদ্‌ হইতে কয়েকটি শ্রুতি মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক এবং তাহারও আধার কল্পিত অর্থ করিয়া অবশিষ্ট শ্রুতি সকলকে অনবস্থাদোষ পরিত্যাগ করা কখন প্রমাণের আধার বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্যই যখন অপৌরুষেয় তখন তাহার মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না। নিজেদের যুক্তিবাদী অপবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত এবং শাস্ত্রবাদী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়াবলম্বনে যে শ্রুতিবাদী কাদের ছলনা, তদ্দ্বারা কখনও তাঁহারা নিজদিগকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া [illegible] করিতে পারেন না।

মায়াবাদী ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান করত 'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীবকেও প্রমাতা বলেন না। কিন্তু [illegible] শ্রুতিবলে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হয় না, পরন্তু প্রাকৃত দৃষ্টিতে ব্রহ্মে যে লক্ষণ [illegible] প্রতীতি হয় তাহার নিষেধই এই শ্রুতি উপদেশ, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মের [illegible] ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কেবল তত্ত্ব [illegible] স্বীকার্য্য, তাহা না করিলে [illegible] প্রমত্ত প্রলাপ বলিতে হয়, কিন্তু [illegible] কোন জগদ্বরেণ্য আস্তিক ব্যক্তি বলিবে না, প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বা মায়াবাদীর মুখে এই প্রকার উক্তি শোভা পায়। [illegible] অনন্ত শ্রুতির "সর্ব্বোহহমস্মি" [illegible] সোহহমিতি শ্রোতা প্রভৃতি [illegible] [illegible] না [illegible] বাচ্ছে বটে, কিন্তু [illegible]

[illegible] ছাড়া আর কেহ [illegible] কথা বলা যায় না, কিন্তু ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, মায়ার মত [illegible] নাই, সেইরূপ উক্ত প্রক্রিয়া যে ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞানুকূল কল্পিত হইয়াছে তাহা [illegible] পরিচ্ছিন্ন [illegible] প্রতিপন্ন হইতেছে না। অতঃপর যদি মায়াবাদী বলেন যে, জীবের [illegible] থাকার কল্পনা যাহা তাঁহারা করিয়াছেন উহা শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বেদবিরোধী নাস্তিক বা বৌদ্ধ বলা ব্যতীত আর কি বলিব?

অনুষ্ঠানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এ বি, বি, টি,)

(খ) বৈকুণ্ঠ গমনে নৌকানের কল্পনা,— বারজন বৈষ্ণব নৌকা লইয়া শঙ্করদেবকে বৈকুণ্ঠে নিতে আসিলে শঙ্কর দেব বলিতেছেন,—

"ভকতক এড়িয়া যাইবাক ন পারো।
তোমাসাক ঐর পরা হাত যোড় করো॥
হেন শুনি ভক্ত সবে মন দৃঢ় করি।
নৌকা লৈয়া গৈলা পাছে বৈকুণ্ঠ নগরি॥"
(গুরু-চরিত)।

ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুমোদিত নহে। "স্বরূপেতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" —এ সিদ্ধান্তানুসারে স্বরূপে সকলেই গোলোকেতেই অবস্থিত আছেন। প্রাকৃতাভিমানেই জ্ঞান তিরোহিত হইলেই বৈকুণ্ঠাবস্থিতি জ্ঞান স্বতঃই উদিত হইবে।

(গ) মাধব দেবের প্রয়াণের ব্যাখ্যায় মায়াবাদ—

"বৈধ্য যদি মাধবদেবে মন স্থির করিলন্ত।
হৃদে মাত্র জাপ্য করি মায়ক থাপন্ত॥
এক নাম দিয়া আত্মাক থাপিলা।
আত্মাক দিয়া পাছে অনন্ত থাপিলা॥
অনন্তক দিয়া পাছে অণ্ডকোষত থাপিলা।
অণ্ডকোষক দিয়া নিজ নামত থাপিলা॥
নিজ নাম দিয়া পাছে তুমিত থাপিলা॥
বিভূতি চরক মাথি মাধব দেব গৈলা॥"
(গুরু-চরিত)।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! বৈষ্ণবগণ এইরূপ সামঞ্জস্য— এইরূপ [illegible] আদৌ সমর্থন করেন না।

এইরূপ তাঁহার বহু অসৎ সিদ্ধান্ত [illegible] গ্রন্থাবলীতে দৃষ্ট হয়। [illegible] বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, এই [illegible] প্রমাণিত [illegible] বলিতেই এই চাহে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, শঙ্করদেবের অনুরক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যাঁহারা না করিলে তাঁহার আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য কিছুতেই করা যাইবে না। সাকারে ভক্তি রাখিয়া নিরাকারে মুক্তি স্বীকার করিলেই তাঁহার সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য হইবে। তাঁহাকে বৈষ্ণব মতের প্রচারক বানাইতে গেলে কোন পণ্ডিতই তাঁহার বিরুদ্ধ বাক্য সমূহের সামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়গুলির আলোচনা করিতেছি।

২। ঈশ্বর-তত্ত্ব

বেজবরুয়া মহাশয় মায়াবাদ সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি পোষণ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে যৎসামান্য চেষ্টা করিব। অবশ্য নিরীশ্বর মায়াবাদীর সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া বৃথা বিড়ম্বনা। ইহাতে বিতণ্ডারই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাস্তবিক বেজবরুয়া মহাশয় যদি বৈষ্ণব সাজিতে প্রয়াস না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত এইরূপ আলোচনা বহু পূর্ব্বে বন্ধ করিতে হইত। এক্ষণে তাঁহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী দর্শন করিলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মায়াবাদ-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, শঙ্করদেব-প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তপর বিচার-প্রণালীই সমাদর লাভ করিয়াছে। বেজবরুয়া মহাশয়ও কিছু পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ মত সমর্থন করিয়াও উহাতে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতা অপ্রমাণিত হয়, ভয়ে বর্ত্তমানে সবিশেষ সিদ্ধান্তের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে যাইতেছেন। বড় ভাল কথা। জীব মাত্রই স্বরূপে বৈষ্ণব; কৃষ্ণদাস্যই তাহার স্বভাবগত ধর্ম। আমরা প্রত্যেককে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত দেখিলে পরমানন্দিত হইব। বেজবরুয়া মহাশয় 'ঠাঁইকুল রাখিব, কি বৈষ্ণবকুল রাখিব' ইত্যাকার সন্দেহদোলায় আর অধিককাল দোদুল্যমান না থাকিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশে বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অভিবাহিত করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের সকাতর নিবেদন।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্ত, যথাঃ—

(১) "বৈকুণ্ঠের অধিপতি যদিও নিরাকার, নির্ব্বিকার, তথাপি তেওঁ ভকতর অর্থে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বুজিছা মূর্ত্তি ভকতর পরে।" (কীর্ত্তন-[illegible]) "[illegible]" ([illegible] পৃষ্ঠা)।

(২) "মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকার কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম পরমতত্ত্বর মনুষ্যরূপে অবতার। পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ '*Idea*', আরু অবতার কৃষ্ণ *Its expression*. অবতার কৃষ্ণ *Divine and human*। মনুষ্যরূপে তেওঁ ঈশ্বরর পূর্ণ প্রকাশ। তেওঁ নর, কিন্তু নরোত্তম আরু সেই দেখিয়েই নারায়ণ।" বাঁহী ১৩শ বৎসর, ৭ম সংখ্যা।

(৩) "নারায়ণই বস্তু কৃষ্ণ তাহার মনুষ্যরূপ।"—বাঁহী ৬ষ্ঠ আশ্বিন সংখ্যা ১৩৩৫। ইহা আমাদের গ্রন্থ "বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজক" এর সমালোচনাসূত্রে লিখিত। তিনি তাঁহার উপরি উক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমর্থনের জন্য তিনটি শাস্ত্রবাক্য ও একটি শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

(ক) প্রবিষ্টে মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রশমমাপ্তুম।

(খ) যদ্‌ যদ্‌ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥
ভাঃ ৩।৯।১১

(গ) ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার।
(চৈঃ চরিতামৃত)

(ঘ) পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাম্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থং।
—শারীরক ভাষ্য।

(৪) ভক্তই মুক্তি লভি বা ভক্তি করি তার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপে মুক্তি লভিও ঈশ্বরত লয় যাবলৈ প্রার্থনা নকরে, ঈশ্বরর সমীপ লভি দাসরূপে তেওঁর চরণ-সেবা-সুখ লভিবলৈ যে আকাঙ্ক্ষা করে।

উপরি উক্ত মত-চতুষ্টয়ের কতক নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তপর আর কতক সবিশেষ সিদ্ধান্তপর। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ সিদ্ধান্তদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানের অভাবই যে এইরূপ তত্ত্ববিভ্রমের প্রণোদক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে পরস্পর বিরোধাত্মক আমরা তাহাই প্রথমে প্রমাণ করিব।

তাঁহার (২) সংখ্যক সিদ্ধান্তে যদি পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ নারায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম তিনটি সিদ্ধান্তই সমানার্থ বোধক। তিনি বলিতে চাহেন যে নারায়ণই পরতত্ত্ব, কৃষ্ণ তাঁহার গৃহীত মনুষ্যরূপ এবং এই নারায়ণ নিরাকার ও নির্ব্বিকার। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সহিত (৪) সংখ্যক সিদ্ধান্তের বিরোধ হইতেছে। কারণ সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত যদি পরতত্ত্বে নির্ব্বাণ লাভ না করিয়া সেবক ভাবে স্বীয় পৃথক্ অবস্থান বজায় রাখেন, তাহা হইলে তৎকার্য্য দ্বারা শ্রীভগবানের প্রভু হিসাবে পৃথক্ অবস্থান সিদ্ধ হয়। সুতরাং যাঁহার অবস্থিতি আছে, তাঁহার [illegible] আছে। তিনি নিরাকার নহেন, সাকার; আবার নিরাকার ও নির্ব্বিকার অথচ রূপধারণ সিদ্ধান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি তিনি ভক্তের জন্য রূপধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রূপধারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, রূপধারণের জন্য ইচ্ছা ও রূপধারণরূপ ক্রিয়া, এই তিন শক্তির অবস্থান স্বীকৃত হয়। শক্তিমান তত্ত্ব মাত্রই সাকার।

বেদে শ্রীভগবান্ সাকার ও নিরাকার সগুণ ও নির্গুণরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। সাকার ও সগুণ এই বিশেষণদ্বয় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতরূপ ও গুণব্যঞ্জক এবং নিরাকার ও নির্গুণ এই বিশেষণদ্বয় তাঁহার প্রাকৃতরূপ ও গুণ নিষেধক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন অপূর্ণতা বা হেয়তা নাই।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
ভাঃ ১।২।১১

তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। তত্ত্ববস্তু ভগবান্ কিন্তু ব্যতিরেক চিন্তাশীল জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জড়ের দিক্ হইতে দেখিতে গিয়া এবং তাঁহাকে জড়ের বিপরীত অবস্থায় লক্ষ্য করিয়া, 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম নিঃশক্তিক ও নির্দ্দিশেষ। শাঙ্কর বৈদান্তিকগণে এই চিন্তাস্রোতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যোগিগণ সেই তত্ত্বকে জগতের ভিতর দিয়া দেখিতে গিয়া তাঁহাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করিয়াছেন। এই পরমাত্মা জগদন্তর্গত তত্ত্ব বিশেষ। এই দর্শনদ্বয়ে তত্ত্ববস্তুর দুইটী দিক্ দৃষ্ট হইয়াছে মাত্র, ইহাদের প্রত্যেকটিতে দর্শনের অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভক্তের দর্শনে এই অপূর্ণতা নাই। তিনি ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে 'সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ।' তিনিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা ও ভক্তের ভগবান্। তিনি জড়ের বিপরীত অবস্থায় লক্ষ্য হইয়া নিঃশক্তিক, নির্দ্দিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও শক্তিমান্ ও সগুণ। তিনি জড়ের ভিতর দিয়া লক্ষিত হইয়া মিশ্রসত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইলেও, নিত্য শুদ্ধ, চিন্ময়। তিনি ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী—; সগুণ হইয়াও পূর্ণ এবং সাকার হইয়াও অনন্ত। যথা ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত দেবতির্য্যগাদি উচ্চনীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও যেরূপ অপ্রবিষ্টভাবে অধিষ্ঠান করে, আমিও সেইরূপ সমস্তভূতে (সত্তাপ্রদরূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট হইয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান থাকি।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যা পীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকায় এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে
হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখুন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৴০।
সবর্দা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ) ১্
৩। দ্বীপ-দিগ্দর্শন [illegible]
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) [illegible]
৫। শ্রীচৈতন্য ভাগবত (আদিখণ্ড) [illegible]
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট [illegible]
কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ) [illegible]
গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ [illegible]
সাধককণ্ঠমণি [illegible]
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী [illegible]
১১। ভাষ্যাম্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]
১২। জৈবধর্ম্ম [illegible]
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে টীকাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ২
১৪ গীতার মাধ্বভাষ্য [illegible]
১৫ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ [illegible]
১৭ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
১৮ *Life & Precepts of Mahaprabhu* [illegible]
১৮ বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা বাহির) [illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর,
শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance.-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা [illegible]

[illegible] ভিক্ষা ।০ [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাগ্যহীন মানবকুল পাপপুণ্যে বিজড়িত এবং কৃষ্ণভক্তিগন্ধ-শূন্য। কেহ অতি ঘৃণ্য পাপাচরণ, কেহ বা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অহর্নিশ কেবল জড়বিষয়ভোগেই প্রমত্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। যাহাতে ঐ বিষয়-ভোগেচ্ছারূপ ভবরোগ দূর হয়, এরূপ কৃষ্ণভক্তির সামান্যগন্ধমাত্রও তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে।

কেহ পাপ, কেহ পুণ্যে করে
বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে
যায় ভবরোগ॥
(চৈঃ চঃ আ ৩।৯৮)

পাপ এবং পুণ্য উভয়েরই পরিণাম যে এই জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতি, তাহা কেহই বুঝিতে চাহেন না। সাধারণ চক্ষে পাপকর্ম্মটী বড় খারাপ দেখায় বলিয়া অনেকে তদ্বিপরীত পুণ্যকর্ম্ম অবলম্বন, কেহ বা জ্ঞানাবলম্বক হন; কিন্তু পাপের ফল যে নরক ও পুণ্যের ফল যে দেবলোক, ক্ষীণ-পাপ বা ক্ষীণপুণ্য হইলে যে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মর্ত্ত্যেই আসিয়া পড়িতে হয়, তাহা কাহারও চিন্তার বিষয় হয় না। জগতের এইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দর্শনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন—

পাপে না করিহ মন,
অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম,
তাহার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥

পাপী এবং পুণ্যবান্ উভয়েই ঋগ্‌যজুঃসামোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাসক্ত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর কামকামী, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সম্বন্ধজ্ঞান, কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্তি ও ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যাবলম্বনে নাস্তিক তাঁহারা কখনও শুদ্ধ-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর ভক্তিপথারূঢ় হইয়া [illegible] হইতে নিষ্কৃতি [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষীণপুণ্য হিরণ্য-প্রাপিকা গতির আদর না করিলেও যতদিন ফলভোগানুসন্ধানপর কর্ম্ম ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য না পাইতেছেন, ততদিন তাঁহারা শুদ্ধকৃষ্ণভক্তগণের কোন বিচারই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পাপ-পুণ্যবিচার-পরায়ণগণের বুদ্ধি প্রাকৃত ভূমিকায় বিচরণ করে বলিয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের অনন্যশরণ নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম-বহনলীলায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কামকামনা-মূলে নানা দেবোপাসক হইয়া দেবতান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিরূপ নামাপরাধ করেন, অবর কুলোদ্ভূত ভগবদ্ ভক্তকে পাপী অথচ কামকামী ব্রাহ্মণব্রুবকে পুণ্যাত্মা জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর নামাপরাধের আবাহন করেন। পাপ ও পুণ্যের সঙ্কীর্ণবিচার-প্রমত্ত জনগণ শ্রীভগবদ্গীতোক্ত—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি
স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি
যান্তি পরাং গতিম্।
কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা
ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য।
ভজস্ব মাম্॥"

—এই সকল বাণীর তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে পারেন না যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানশূন্যাবস্থায় জীবের ভদ্রাভদ্র, ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ, শুভাশুভ বা পাপপুণ্যবিচার সমস্তই কৃষ্ণভক্তি-বাধক সংসার-প্রাপক। শ্রীভগবচ্চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইলেই পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তাই শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—সহজদুরাচার অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রীসকল তথা বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণও আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে আমি সদা সর্ব্বদাই তাহাদের দুঃখত্যাজক প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ বিধূনন করাইয়া তাহাদিগকে পরমাগতি প্রদান করিয়া থাকি। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের জাতি বর্ণাদি-সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। অন্ত্যজজাতি-[illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণভক্তির বাধক হইতে পারে না, কেন না ভক্তি দেবীর আবির্ভাবে তাহাদের চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়, তখন 'পুণ্যবান্' বলিয়া অভিমানী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও যে স্বরূপগত ভক্তি-সম্বন্ধীয় আচার দ্বারা পুণ্য ফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে পাপ পুণ্যের বিচার-মুক্ত হইয়া নিত্য অনন্তানন্দস্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া আমারই নিরবদ্য ভজন কর।"

শ্রীগীতার এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক অতঃপর আর কেহ "পাপী ঘৃণার্হ, সুতরাং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র আর পুণ্যবান্ই পূজার্হ, সুতরাং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির যোগ্য" এরূপ মৎসরতা-মূলক বিচারের পক্ষপাতী হইবেন না। পাপপুণ্য-বিচারাতীত ভগবদ্ভজনকারীই 'বড়', তদ্ভিন্ন সকলেই ছোট, সুতরাং বড়'র ঘৃণাপাত্র না হইয়া কৃপাপাত্র,—ইহাই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্ত। স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—ইহারা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনপর হইলেও যে ইহাদিগকে জাতি-সামান্য বুদ্ধি করিতে হইবে, তাহা কোনও সাত্বতশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

ভক্তি অন্যাপেক্ষা-রহিতা, তিনি নিখিল সদাচার বা পুণ্যের জননী। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীবের আর কোন কদাচার বা পাপ থাকিতে পারে না। তবে ভক্তি উদিতা হইলে যে পরিমাণে জীবের কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি কমিতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও ইতররুচি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করিলেও তাহা সাধুসঙ্গক্রমে অচিরেই দূরীভূত হয়, তজ্জন্য ভক্তি দূষিতা হন না। শ্রীভগবানের অনন্যভক্তিপথাশ্রিত জীবের কখনও বিনাশ হয় না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তকে কখনও পাপপুণ্যবিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহাতে কখনও জাতিবিচার প্রয়োগ করিতে হইবে না। বৈষ্ণবে জাতিবিচারই হইয়াছে আমাদের [illegible] সর্ব্বনাশের মূল। [illegible] সকলেই স্বীকার করি বলি, অথচ গীতোক্ত গুণ-কর্ম্ম বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রমবিধান কেহই স্বীকার করিব না কেবল প্রাকৃত শুক্র-শোণিতাভিমান বজায় রাখিবার জন্যই আমাদের যত চেষ্টা পড়িয়া গিয়াছে। মৃত্যু আমাদের নিকটবর্ত্তী। যমদূতগণ কেহই আমাদের জাতিবিচার করিয়া সম্মান দিবেন না। তাই কোন মহাজন গাহিতেছেন—

মনরে কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হয়ে
যমদূতে যাবে লয়ে
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর
স্বর্গভোগ অতঃপর
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে
দণ্ড পাবে একসনে
জন্মান্তরে সমান বিধান।
তবে কেন অভিমান
লয়ে তুচ্ছ বর্ণমান
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চবর্ণপদ ধরি
বর্ণান্তরে ঘৃণা করি
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান লয়ে
থাক ভাই বিপ্র হয়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হয়ে
বিবাদ জাহাজ লয়ে
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি
সাধ তুমি যথাশক্তি
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র
সর্ব্বলাভ ইহামুত্র
সেবক করিবে স্তুতি-গান।

নীলাচলে—চন্দনযাত্রা

বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া হইতে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব বা শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে নৌকা-বিহার লীলা হয়। এই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয় বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দদেব নর্ত্তন-গীত-বাদ্য-[illegible] উৎসব মহাসমারোহের সহিত নরেন্দ্র-সরোবর তটে আসিয়া [illegible] করিয়া নৌকাযোগে জলকেলি করিয়া থাকেন। [illegible] যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ গৌড় [illegible] হইতে "[illegible] [illegible] [illegible]

আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতেন, তখন মহাপ্রভু গৌড়ভক্তগণ সহ শ্রীঈশ্বরগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া নরেন্দ্রের জলে জলক্রীড়ারসে মত্ত হইতেন এবং জলকেলি সমাপন করিয়া শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর এই জলকেলি লীলার পুনঃপ্রাকট্য বিধান কারবার জন্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই বার শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহামহোৎসব অক্ষয় তৃতীয় দিবস হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন।

গত শনিবার ২৮শে বৈশাখ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ[illegible]মহারাজ, [illegible] ভক্তি[illegible] গোস্বামী প্রভু, [illegible] বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ সহ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী। প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয় বিগ্রহ সঙ্গে নরেন্দ্রের জলক্রীড়া করিবেন জানাইলে শ্রীমঠে ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। [illegible] মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সুসজ্জিত সজ্জিত হইলেন, ঐ দিনই প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়মণ্ডল হইতে আগত গৌড়ভক্তগণের আনীত নানা দ্রব্যসম্ভারে এক থালি প্রস্তুত হইল। নারিকেল, আম, কলা, লেবু, খই, রসগোল্লা, সন্দেশ, শর্করা, কাসন্দী প্রভৃতি বহু বহু প্রকারের দ্রব্যে থালি পূর্ণ হইল। শ্রীমন্দিরে কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গরোল উত্থিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয় শ্রীমহাপ্রভুর লীলাস্মরণে আপ্লুত হইল। বিজয়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নরেন্দ্রসরোবরে গমনের জন্য বাষ্পীয় যান আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বিজয় পতাকা শ্রীহস্তে ধারণ করিয়া মহাপ্রভুকে বাষ্পীয়যানে আরোহণ করাইয়া ভক্তগণসঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া মঠবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীবিজয়বিগ্রহে ব্যজনসেবা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। রাজপথে [illegible] উত্থিত হইলে সহস্র সহস্র নরনারী পথের উভপার্শ্ব হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের উচ্চ শ্রীমন্দির দূর হইতে নয়নগোচর হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথে মদনমোহন দর্শন করিয়া বন্দনা করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তারপর যখন শ্রীগৌরসুন্দরের যান আসিয়া জগন্নাথবল্লভে উপস্থিত হইল, তখন তথায় গোষ্ঠীর মুখ্যাগ্রণী শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ভক্তগণ এবং শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র[illegible] একত্র মিলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় [illegible] আনন্দলীলারসে উত্তাল প্রেম-

তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ভক্তগণকে নিমজ্জিত করিল। তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ হইল — ভক্তগণ মাতোয়ারা হইলেন। অতঃপর রাজপথের তোরণশ্রেণীর মধ্যদিয়া গোস্বামিবর্গ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে করিয়া শ্রীবাসভানবীদরিজদাস ও অন্যান্য সেবকগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া কখনও ধীর মন্থর গতিতে কখনও বা প্রবল উদ্দণ্ড বেগে শ্রীগোবিন্দদেবের পশ্চাৎ চলিয়া অবশেষে শ্রীনরেন্দ্র সরোবর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া তথায় জলক্রীড়া, কন্দুকক্রীড়া করিয়া বিজয়বিগ্রহসহ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দিকে ফিরিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র সরোবর হইতে জগন্নাথ মন্দির পর্য্যন্ত পথিমধ্যে কৃপাযোগে পীত-প্রদর্শনকারী শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণ কাসর [illegible] "জয় গৌরসুন্দর!" "জয় জগন্নাথ!" "জয় কৃষ্ণ!" "জয় রাধামদনমোহন!" "জয় গোপীজনবল্লভ!" প্রভৃতি নামে বলিতে সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্দিরের নিয়মানুসারে পতাকাবাহিগণ সিংহদ্বারে বাদ্য মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন মুখে সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন, পরে সপার্ষদ প্রভুপাদ গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগ হইতে শ্রীজগন্নাথে ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করত রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ফিরিলেন।

আত্ম-কাহিনী

আমি মানুষ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ। এমন কি আমি দেবতাবাঞ্ছিত জন্মলাভ করিয়াছি। সুতরাং এই বিশ্বে আমি ধন্যাতিধন্য।

আমি যে জন্ম পাইয়াছি, শাস্ত্রে সকলেই সেই জন্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং আমার জন্ম বড়ই দুর্লভ।

আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়তর্পণাদি বিষয়ে বিশেষ পটুতাযুক্ত বলিয়া আমার জন্ম শ্রেষ্ঠ নহে। কেননা সে বিষয়গুলি দেবজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাদি জন্মেও সমভাবে দেখা যায়। কিন্তু আমার জন্মের একটা বিশেষত্ব আছে।

উচ্চ হউক নীচ হউক বিষয়-ভোগ সকল জন্মেই সমান। বরং অনায়াসলব্ধ প্রকৃতিপ্রদত্ত ভোগে মত্ত প্রাণী অপেক্ষা অধিক সুখকামী কৃষ্ণসাধ্য সুখভোগে প্রমত্ত জীব ব্যর্থ উদ্বিগ্নচিত্ত।

দেবজন্ম মানববাঞ্ছিত হইলেও আকাশে [illegible] অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। আর প্রাণিকুল জ্ঞানজন্ম হইতে নিকৃষ্ট ত' বটেই, অধিকন্তু বিবেকের বিশেষভাবে অভিভূত হয়। সুতরাং মানবজন্মের বিশেষত্ব দেবত্ব অথবা ইতর জন্মে প্রাপ্ত হয় না।

আমার জন্মের বিশেষত্ব এই যে, আমি এই জন্মেই আমার প্রভু শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারি। আমার প্রভু কেবল মাত্র আমারই নহেন, চরাচর বিশ্বের প্রভু। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই ছিলেন, সৃষ্টির পর সর্বত্র তিনি আছেন এবং প্রলয়ে তিনিই একমাত্র অবশেষ থাকেন। তিনি অসমোর্দ্ধ পুরুষোত্তম। তাঁহার সমান কেহই এবং তাঁহার উপরে কেহ নাই আবার তাঁহা ছাড়াও কেহই নাই। সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহারই দ্বারা রক্ষিত, পালিত হইতেছে এবং অবশেষে তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। তিনি সর্ব্বাদি, তিনি অনাদি এবং তিনি সর্ব্বকারণকারণ। সুতরাং আমার জন্ম পরমার্থপদ।

আমার জন্ম এতদূর শ্রেষ্ঠ হইলেও একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, জীবনের কিছুই নিশ্চয়তা নাই। আজ হউক, কাল হউক বা শতবর্ষ পরে হউক এই দেহ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং এত বড় দুর্লভ জন্মের অর্থ অনর্থ অস্থায়ী।

আমি সর্ব্বজীববাঞ্ছিত জন্ম পাইয়া শ্রেষ্ঠাভিমান করিলেও আমার একটী নিরন্তর ভাব আছে। সে ভাবটী আর কিছুই নহে—ভোগেচ্ছা।

আমি জানি ভোগে সুখ নাই, আমি দেখি ভোগে নিরানন্দ এবং আমি উপলব্ধি করি যে, ভোগে পদে পদে অশান্তি, অন্তরায় ও দুঃখ। কিন্তু তবুও ভোগের আশা হইতে কিছুতেই নিজকে রক্ষা করিতে পারি না।

এ জগতে আমার অনেক আত্মীয় আছেন বিশ্বাস করি, কিন্তু যখন স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, আত্মীয়-স্বজন ত' দূরের কথা, এই সাধের দেহটীও আমার নয়।

আমি যখন ভাবি যে, ভোগী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেই আমার ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁহাদিগের মায়া মমতা ত্যাগীর বেশ গ্রহণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ি।

এখন আমি সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গে এখন আর কেহই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি বাহিরে নিঃসঙ্গ হইলেও আমার বিষয়-সঙ্গ যে এক মুহূর্তও ছাড়িতেছে না। বিষয় আমাকে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমার চক্ষুটী আমার খুবই প্রিয় কিন্তু সে সর্ব্বক্ষণ রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া [illegible] মোহগ্রস্ত। কর্ণটীও [illegible] প্রবণ করিয়া নিজকে [illegible] করিয়া দিতেছে। এইরূপ আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বিষয়ের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছি। জাগ্রত অবস্থায় বিষয় গ্রহণ ত' করিয়াই থাকি এমন কি নিদ্রাযোগেও তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছি না।

আমি অনেক সময় মনে করি [illegible] কিছুতেই বিষয় গ্রহণ করিব না কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখি যে, যে বিষয়টি গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সেই বিষয়েরই চিন্তায় আমি নিমগ্ন। তখন আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আমার এমন একটী 'রোগ' না বাঁধা আছে যে জন্য আমার এত অসুবিধা। অনেক ভাবিয়া, চিন্তিয়া সে বিষয়টী পাইয়াছি। সেটী আমার 'স্বকৃত কর্ম্ম'।

বর্ত্তমানে আমি কর্ম্মাধীন। আমার চারিদিকে, ত্রিভুবনে সকলেরই এই অবস্থা। সুতরাং আমার আর গত্যন্তর না দেখিয়া কর্ম্মাতীত, মায়া-পীনচর বৈকুণ্ঠবাসী বৈকুণ্ঠপ্রিয় সাধুগুরুর নিকট আমার কাতরোক্তিতে প্রার্থনা,—

মোর কর্ম্ম মোরই হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কু-বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি, সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন দয়াময়।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া—সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥

নির্য্যাণ

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ বুধবার অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম বেষাশ্রিত শিষ্য শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠস্থ শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরের সেবাভারপ্রাপ্ত শ্রীপাদ হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম গ্রহণ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামলাভ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় উক্ত বুধবার প্রাতেই তাঁহার স্বধাম প্রয়াণের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাঁহাকে কয়েকবার 'ঐ যে প্রভু আসিয়াছেন' একথা বলিতে শুনা গিয়াছে। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ বাবাজী মহাশয়কে স্নান করাইয়া তাঁহার দ্বাদশাঙ্গে তিলক সেবা করিয়া এবং প্রসাদী পুষ্পমাল্যাদি মস্তকে ও বক্ষে দিয়া উচ্চ নামসংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহার দেহকে শ্রীবাসঅঙ্গনে লইবার ব্যবস্থা করেন এবং তৎপর শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা-বর্ণিত সংস্কার দীপিকোক্ত বিধানানুসারে তাঁহার দেহে সমাধি [illegible] নাম সংকীর্ত্তন [illegible] জয়ধ্বনির সহিত সমাধি প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, [illegible] ও শ্রীযোগপীঠের [illegible] উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

[illegible]

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মকে নিরাকার ও নির্বিকার বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। নিরাকার ও নির্বিকার এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা তাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বিশেষিত করেন। আকার-বিবর্জিত বলিয়া ব্রহ্ম নিরাকার ও রূপ দারুণে বিকার প্রাপ্ত হন না বলিয়া তিনি নির্বিকার। তাঁহারা ধারণা করেন যে আকার থাকিলেই ব্রহ্ম সসীম হইয়া প্রাকৃত বস্তুর অন্যতম হইয়া পড়িবেন; আবার তিনি জীব-জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে তিনি বিকারী হন। তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি কি প্রকারে হইয়াছে? এতার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মই সত্য এবং বাকী সব অসত্য, মিথ্যা। মায়াবশেই অসত্যে সত্যভ্রম হয় মাত্র। এই জন্য জীবের নিজের সম্বন্ধেও এবং তিনি এ জগদ্রূপ দর্শন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ও (৩) য় সংখ্যক বাক্যে 'মায়াময়ং-জগৎ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। যতক্ষণ জীবের মায়া থাকে ততক্ষণ এই ভেদ-দর্শন প্রবল থাকে, কিন্তু মায়ার অপগমে এইরূপ ভেদ-দর্শন আর সম্ভবপর হয় না। তখন কেবল মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে, এবং জীব নিজকে ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি করিয়া চিরকালের জন্য ভেদ-দর্শনের হাত হইতে নিস্তার লাভ করেন। শঙ্কর দেবের—

'মায়াতে সে দেখয় বিবিধ পরিচ্ছেদ।

* * *

তোমাকে বুলিবে দ্বৈত কোন অজ্ঞজন॥'

'ভকত কৃপালু, ; কৃষ্ণ এই বুলি,

ওচালা সবারো মায়া।

নিজ ব্রহ্মরূপ পরিল প্রকাশ,

সবারো লুকাইল কায়া॥'

—প্রভৃতি বাক্য এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। মায়াবাদ প্রসঙ্গে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেজবরুয়া মহাশয়ও 'নিরাকার ও 'নির্বিকার এই বিশেষণ দ্বয় এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন অনুমিত হয়। কেন না, তিনি শাঙ্কর বৈদান্তিকের মত ও বৌদ্ধমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—"পণ্ডিতগণ বলেন শঙ্করাচার্য্য নিরীশ্বরবাদী নহেন বরং তার বিপরীত। বৌদ্ধমত ও নিগু ণব্রহ্মবাদ দুইটি পৃথক্ বস্তু নহে। অর্থের দিক হইতে দেখিলে নিগুণ ব্রহ্ম শূন্য; এইটি বৌদ্ধের ভাষা। আবার অনন্তের দিক হইতে দেখিলে তাহা পূর্ণ। এইটিই বৈদান্তিকের ভাষা।" তাঁহার পূর্বাপর সমস্ত গবেষণাতেই ভগবান্ অমূর্ত্তক বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহেন যে, ভগবানকে নিরাকার লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে বৌদ্ধের শূন্যতায় ও পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে শাঙ্কর বৈদান্তিকের অনন্তের পর্যবসিত হইতে হইবে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে তাহা হইলে নিশ্চয় অপূর্ণত্ব ও অনন্তত্বের অভাবই রহিয়া গিয়াছে। কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য! কি অগাধ শাস্ত্র জ্ঞান!! এমনটী না হইলে কি তিনি একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বক্তার আসন অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হন?

শঙ্করবৈদান্তিকগণ ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত আপন গ্রন্থ পুস্তক ভাগবতের শাস্ত্রত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই, আর ইনি ভাগবতের আশ্রয়েই ভগবানের কিঞ্চিৎ শূন্যত্ব কল্পনা করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি মনে রাখিবেন যে, ভাগবতের জ্ঞানের অভাবে তিনি ভাগবতকে যত ছোট মনে করিতেছেন, ভাগবত তত ছোট নহেন। "বিদ্যা ভাগবতাবধি।" ভাগবতই বিদ্যার সীমা। ভাগবতের জ্ঞান লাভ হইলেই নিখিল শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল লাভ হইল মনে করিতে হইবে। এইখানে বেজবরুয়া মহাশয়ের ভাগবত-জ্ঞানের পরিচয় একটু সুধী পাঠকগণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিতে চাহেন যে, নিগুণ-ব্রহ্মই সগুণব্রহ্মরূপে (কৃষ্ণরূপে) প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, এবং তিনি এই অপসিদ্ধান্তের সমর্থন জন্য ভাগবতের ৩।৭।২ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নিগুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥

প্রথম, এই শ্লোকটী পূর্বপক্ষ প্রকরণের অন্তর্গত, সিদ্ধান্ত প্রকরণের অন্তর্গত নহেন। তিনি কি প্রকারে ইহা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন? ইহা একটি প্রশ্ন। বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ চিন্মাত্র। তিনি মায়াতীত হওয়ায় নির্বিকার, এবং প্রাকৃত গুণসমূহ দ্বারা অস্পৃষ্ট। সুতরাং তাঁহার পক্ষে গুণ-ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাকৃত লীলার অভিনয় কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? উত্তরে মৈত্রেয় মুনি বলিতেছেন—

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্॥

জড় বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের জড় বন্ধন তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত যোগমায়া দ্বারা এইরূপ বন্ধন সম্ভবপর হয়।

একণে বিচার্য্য বিষয় হইতেছে দুইটিঃ—

১। পরতত্ত্ব সবিশেষ কি নির্বিশেষ?

২। এই পরতত্ত্ব কে—কৃষ্ণ না নারায়ণ?

পরতত্ত্ব সবিশেষ বলিয়াই বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ কেবল মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যগত ভেদ, উভয়ই নারায়ণ নিরূপিত তত্ত্ব। নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রামানুজীয়গণ লক্ষ্মীনারায়ণেই অধিক আকৃষ্ট। ইহাতে তাঁহাদিগের ভিতরে বৈষ্ণবতার কোন অসদ্ভাব নাই। নির্বিশেষবাদিগণ সবিশেষবাদিগণের ঠিক বিপরীত। দুইটির একটি টুন ভিউজ। ইহাতে বেজবরুয়া মহাশয়ের সন্দেহ থাকিবার কথা, কিন্তু বৈষ্ণবগণের নাই। তিনি যদি বৈষ্ণবের মত গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তাঁহার বৈষ্ণবের পক্ষ সমর্থন করিবার যোগ্যতা নাই বলিয়াই বিবেচিত হবে। তিনি যখন 'কুব্জা-কুটিল-বক্ষ' আখ্যা প্রদান, সমস্ত বৈষ্ণবের মতকে পদদলিত করিয়া বাগ্‌বৈখরীর সাহায্যে শঙ্করদেবকে বৈষ্ণব বানাইতে বসেন, তাঁহার সেই উদ্যম, তাঁহার সমর্থক ব্যক্তিগণের নিকট পরম পাণ্ডিত্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও নিরপেক্ষ সমালোচকগণ উহা পাণ্ডিত্যের অপর এক্‌সা ট্রিম বলিয়াই মনে করিবেন।

১। পরতত্ত্ব সবিশেষ কি নির্বিশেষ?,

যা যা শ্রুতি র্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র

যে যে শ্রুতি তত্ত্বস্তুকে প্রথম নির্বিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতিই অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে, কেননা জগতে সবিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

শব্দের দুইটি বৃত্তি—অভিধা ও লক্ষণা। অভিধা বৃত্তির দ্বারাই বেদের মুখ্যার্থ উপলব্ধি করা যায়। লক্ষণায় শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ উপলব্ধ হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শ্রুতি এই প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই প্রমাণ-শিরোমণি, অন্যান্য প্রমাণ শ্রুতির অনুগত হইলেই প্রমাণ-মধ্যে গণ্য, নতুবা নহে। শ্রুতি-বাক্যের অভিধা-বৃত্তিলব্ধ যে অর্থ, তাহাই মুখ্যার্থ; তাহাই প্রমাণ। ইহার লক্ষণা করিতে গেলেই ইহাকে অনুমানের অধীন করিয়া ইহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। শ্রুতিবাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই 'বেদান্ত' সিদ্ধান্ত সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ। শ্রীভগবানের সবিশেষত্বই ব্যাস-তাৎপর্য্য। গৌণার্থে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নির্বিশেষত্ব কল্পনা করিয়াছেন। মধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিজ নিজ ভাষ্যে শঙ্করী যুক্তির হেয়তা প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবানের সবিশেষত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মহামহোৎসব

ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, ১১ই মে।

অদ্য ২৮শে বৈশাখ ও ১১ই মে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বিপুল আয়োজনের সহিত মহামহোৎসব প্রারব্ধ হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ গোপগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, পরমভাগবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, শ্রীমদ্ গোপেন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী-প্রমুখ বহু ভক্তবৃন্দ এবং আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে সমাগত বহু ভক্তবৃন্দ সমাগত হইয়া এই উৎসব পুষ্ট করিয়াছেন। বহু শুদ্ধ ভক্তের নিযুক্ত প্রযোজিত 'হরে কৃষ্ণ' সংকীর্ত্তনের ভূরি-নিনাদে ডুমুরকোন্দা স্থানীয় জনভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ১৩ মৃদঙ্গের তুমুল রোল দিগ্‌দিগন্ত কল্লোলিত করিয়াছিল। শ্রীমদ্ গোপগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণে এ প্রদেশের জনসাধারণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। সুকণ্ঠকীর্ত্তনবিশারদ ত্রৈলোক্যনাথের শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণে সকলে মোহিত হইয়াছেন। শতশত ভক্তের প্রকারবৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনকালে 'জয় শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকি জয়' নাদের বিরাট কোলাহল দিগন্তব্যাপ্ত হইয়াছিল। দিবারাত্র অবিরামভাবে এই মহামহোৎসব পরম সমারোহে সমাপ্ত হইবে, সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রীমহাদেব দেবশর্ম্মা
ডুমুরকোন্দা, মানভূম॥

শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত চিরুলিয়া গ্রামস্থ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে গত ২৮শে বৈশাখ হইতে ৩১শে বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয় মহাসমারোহের সহিত শ্রীপাদ ভাগবতদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়ের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সংকীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ইষ্টগোষ্ঠী অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই [illegible] মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানুষের ভোগ-প্রবণতা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের ভগবদ্ভক্তিদিগের নামের বাহা কিছু, তাহাতে একমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরতা ব্যতীত আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থের যেখানে সুবিধা, সেইখানেই মানুষের ভজনোল্লাস, যেখানে তাহা নাই, সেখানে তাহাদের ভজনও নাই। ভাগবতের পাঠক, বক্তা ও কীর্ত্তনীয়ার ভাবোল্লাস, ব্রাহ্মণ গোস্বামী বৈষ্ণবক্রুবদলের ব্রাহ্মণত্ব, গোস্বামিত্ব ও বৈরাগ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আধিক্য এবং ন্যূনতানুসারেই লক্ষিত হয়। ভক্তদের বাহ্যানুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই, অথচ অন্তর ভক্ত্যনুকূল কোন বিচারেরই পক্ষপাতী নহে। যদি আজ মানবসমাজের ভক্ত্যনুকূল বিচার গ্রহণ করিবার মত সৌভাগ্য ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে সত্যের আদর করিতে গিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষাকেই সর্ব্বোত্তম অমিশ্র প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার নিজজনগণের আনুগত্য ব্যতীত বিন্দুমাত্রও বিপথে চালিত হইতেন না, নির্ম্মৎসর হইয়া শ্রীগৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আদর করিতে পারিতেন। জগৎ বুঝিতেন, কাহাকে বলে ভক্তি আর কাহাকে বলে ভুক্তি—একই তত্ত্বপ্রয়োজন একজনের পক্ষে কিরূপে ভগবদ্বহির্মুখ হয়, আর অন্যের পক্ষেই বা তাহা কিরূপে ভগবদ্বিষয়ানুশীলন হইয়া পড়ে। ভুক্তি ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত মানুষ যত কিছুই ভক্তিচেষ্টা প্রদর্শন করুক না কেন, তাহা কখনই ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে না। এবং তাদৃশ অজ্ঞান বহুজন্ম ধরিয়া যাজন করিলেও কোন লাভ হইবে না।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশবিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত শ্রীভগবল্লীলাক্ষেত্র—ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ, লীলা বা লীলাশক্তি। তিনি ভক্তিপথারূঢ় জীবের সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন। অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চেষ্টাদ্বারা তাঁহাকে [illegible] করিয়া প্রকট করিবার চেষ্টা [illegible] প্রাকৃত-বাদি-প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজের বিবদমান-সিদ্ধান্ত কখনই শ্রীধাম-নির্ণয়ের পক্ষে অনুকূল নহে। শ্রীধাম যদি কোন প্রাকৃত স্থানবিশেষ হইত, তাহা হইলে আমরা না হয় ভক্তিরূপবর্জ্জিত প্রাকৃত মানবকল্পিত বিচারাদি স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন তাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা বহু বহু প্রবন্ধে আরোহপন্থিগণের বিচারে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের বর্ত্তমানতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার অসারবত্তা প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি না করিয়া আমরা বর্ত্তমানে শ্রীধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি মামক ধামাপরাধ হইতে সাবধান হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক বিচার-প্রবন্ধ ধামনির্ণয়কারিগণকে অনুরোধ করিতেছি। মৎসরস্বামূলে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রমুখ মহাজনগণের নির্দ্দিষ্ট সত্যের অসম্মাননা কখনই ভক্ত্যনুকূল বিচার-পুষ্ট নহে, উহাকে ভক্তিপ্রতিকূল বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যপর বিচার ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। গুরু-বাক্যসত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর তাঁহার গুরুবাক্যের উল্লঙ্ঘন কখনও সহ্য করেন না।

> হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
> (কিন্তু) ভক্তস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

সংবাদ

গৃহি-বাউল-সমিতি খুলনা ও যশোহর হইতে কয়েক বৎসর হইল শিয়ালদহে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেই মরপাগলা-সমিতির ভক্তি বিবেক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী-সভা নামে প্রাকৃত সহজিয়ার দলে আবৃত হইত। সেখানে জনৈক তৃতক জাতি-গোস্বামী মধু-ভোগবাদীর সাহচর্য্যে কাঁকড়ার মেঠোদলের নায়কের গান শুনিতেছেন!

গৃহি-বাউলদিগীতে সিদ্ধ কাঁকড়া মেঠোদলের, নেতা মরপাগলা মতের পোষক-সম্প্রদায়ের নিকট যে সকল আবোল-তাবোল কথা বলিবেন, তাহা সোনাঘাট-দলের কাগজে কলমে স্থান পাইবে। কিন্তু মর-পাগলাদল গৌর-বিরোধী।

সত্যের বিরুদ্ধে দল পাকাইলেই যে তাহাদের বুদ্বুদ-ফেনা স্থায়ী হইবে, তাহা নহে। ভুবনীয় মত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের হাতে যতদূর প্রকাশ করিয়া গৌর-জনবিমুখতাই তাহাদের চরমতা হইবে। সুতরাং ঐরূপ প্রকার [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] গুপ্তগণ'র জন্য গৃহি-বাউল [illegible]। কাঁকড়ার মেঠোদল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাণী-বিশেষের, তথাপি [illegible] [illegible]।

অদ্বৈতপ্রভুর চিত্রে দাড়ি-সংযোগ ঘোষঘ'টে প্রলুব্ধ সম্প্রদায় অনেক দিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ভোগি-বাউলদিগের বিচার-প্রণালীতে শ্রীগোপাল ভট্টপাদের সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা-পদ্ধতির আদর নাই। আদর আছে প্রেমচেটের, তুড়-প্রেতবাদের, আদর আছে মায়াবাদের।

কয়েক বৎসর আগে মরপাগলা সম্প্রদায় জাত-গোস্বামি সম্প্রদায়কে অযথা অনেক কুবাক্য প্রয়োগ করিত। এখন তাহাদের ধামাধরা হইয়া মৌভোগে মধু ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। মৌরাজল অতৃপ্তদত্তা উৎপন্ন করে বলিয়াই মৌভোগী ওখানে কষ্টে পাইয়াছে।

প্রাতঃ-স্মরণীয় ভক্তবর পাঁচথুপীর সিংহজী যে ভক্তভক্তির কথা আলোচনা করিতেন, সেই কথা নাশ করিবার জন্য সেই গ্রামের মাদক-দ্রব্যের পক্ষপাতি সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে আফিম, গাঁজা, তামাক ও রসপান ছাড়িতে হইবে।

প্রাকৃত-সহজিয়ার দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করিবার জন্য গোস্বামী-বটুক একদিন বৃন্দাবনে গাছতলায় বসিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া যে সকল মরপাগলা-সম্প্রদায় এক বুঝিতে আর বুঝিতেছেন, তাঁহারাই বলেন, ব্যাভিচার না করিলে বৈষ্ণব সিদ্ধ হয় না। এরূপ বৈষ্ণবের বালাই লইয়া যায়।

সব আধাকন্ত একাট্টা হইয়া যদি শিক্ষার অনাদর করে, তাহা হইলে সুশিক্ষা উঠিয়া যাইবে না, যদি উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে ঐ একাট্টা দলই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে মরপাগলামার পুকুরে কাদা মাখাইয়া ফেলিতে পারিত। ভাগবতগ্রন্থখানি পেটীকা-বদ্ধ হইত। কিন্তু আজও ঐ সকল গ্রন্থের আদর আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মরপাগলাগণের মলিন জলে ডুবাইয়া যায় না। পরন্তু ঐ রকম পেঁকো-জল রত্নাকরে আসিয়া পড়িলে, কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেরূপ ভক্তিবিদ্বেষী পাপপ্রবৃত্তি, মহাভাগবতের নিকট মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না।

আনন্দ

বিশ্বের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখা যায়, সকলেই ছুটিতেছে। পশু বলুন, পক্ষী বলুন, কীট বলুন, পতঙ্গ বলুন—সকলেই ছুটিতেছে,—মানবের ত কথাই নাই। সকলেই নিজ নিজ ভাব গোপন করিয়া, যতদূর পারা যায় অপরের অলক্ষ্যে অজানা ভাবে ছুটিতেছে।

একটু স্থির হইয়া যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় অথবা নিজের মনের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যায় বা বুঝিতে পারা যায় যে, সকলেই ছুটিতেছে আনন্দের জন্য।

আনন্দ কি? না অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি। অভীষ্ট বস্তু কি?—তাহার নিশ্চয়তা নাই। কেননা বহু জীবের অভিলষিত বস্তু বহু। আবার একই জীব বিভিন্ন বস্তু অভিলাষী। এ বিশ্বে কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, আমার মাত্র এই কয়টি বস্তুর প্রয়োজন। বাসনার ভাণ্ডারস্বরূপ মন, যে মন সর্ব্বদা চঞ্চল, যে মন বাসনার পক্ষধরে আরোহণ করিয়া অনন্ত, অসীম আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, সেই মনের কি বাসনার শেষ আছে? পথশ্রান্ত পথিক শ্রান্তি দূর করিবার জন্য যদি চঞ্চল মেঘের ছায়াটি অবলম্বন করে, আর সেই জন্য যেমন তাহার শ্রান্তি দূর না হইয়া উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনই আনন্দ-পিপাসু জীবকুল অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিল বলিয়া মনে করিয়া পরিণামে নিরানন্দ-সাগরে হাবু ডুবু খাইতে থাকে।

বিশ্বপতির বিশ্ব-প্রকাশ কার্য্যটী বিশেষ চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ। এখানে জীবকুল যে আনন্দকে জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়াছে, সেই আনন্দ-পিপাসা প্রথমে জীবহৃদয়ে জাগরুক হইয়া তাহাকে প্রমত্ত করে। আনন্দ লাভের জন্য সে ছুটাছুটি করিতে থাকে, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির অন্তরায়, বাধা বিপত্তি এবং অপ্রাপ্তি তাহাকে প্রথমমুখে নিরানন্দের পূর্ব্বাভাষ দেখাইতে থাকে। আবার বহু কষ্টে যদিও অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়, সেই বস্তু চিরদিন থাকে না, থাকাকালে অপরের লোভ উৎপাদন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ ভোগবাধা উপস্থিত করে এবং অবশেষে আশাহত জীবকে নিরাশার দৃশ্যটী ভালভাবে দেখাইয়া দেয়। কিন্তু বিশ্বপতির মায়াশক্তি মায়াদেবীর এমনই সুন্দর-কৌশল যে, নিরাশাতিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তি সেই অন্ধকারেই আশার আলোক-আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় ছুটিতে থাকে।

মায়াবিদের এইরূপ দুরবস্থার [illegible] নাই। নিরাশার [illegible] [illegible] [illegible]

জগতের ভ্রান্তদিগের এই দুর্দশা। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কোনও দোষ নাই। তিনি দয়া-বারিধি জীবপ্রভু। ইহা জীবের স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল।

এমন একটা যোগে জীবকুল মুগ্ধ যে, প্রতি পদে পদে দুঃখ, অশান্তি ও নিরানন্দ-প্রদ আনন্দের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া, ভোগ করিয়াও নিরানন্দকে ছাড়িতে পারিতেছে না। এখানে এমন একজন নাই যে, সেই ব্যক্তি নিজে বুঝিয়া সতর্ক হয় এবং অপরকেও সাবধান করে। এ বিশ্বে যে, অন্ধেরই মেলা। দেখিতে দুটী চক্ষু সকল প্রাণীরই আছে বটে; কিন্তু সে চক্ষু যে দৃষ্টিশক্তিহীন, তাই অন্ধের সাহায্যে অন্ধের যেমন গন্তব্যস্থানে যাওয়া হয় না, তেমনিই।

ওহে বিশ্ববাসি! আর কতকাল তোমরা এই ভাবে ছুটিবে? আর কতকাল বৃথাভাবে তোমরা আনন্দের সন্ধানে নিরানন্দ লাভ করিবে? তোমরা কি কেহই একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিবে না যে, এ বিশ্বে কেহই আনন্দ পাইতেছে না? একইরূপ অভীষ্ট প্রাপ্তির আশায় জীব অতি অতীতকাল অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে ছুটিতেছে। সে অভীষ্ট বস্তু আর কিছুই নহে—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা।

ওহে বিশ্ববাসি! আর কেন? আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এবং বর্ত্তমানে সকলেই যখন উপরিউক্ত তিনটী বিষয়ের জন্য কত অসংখ্য জীবন, জন্ম নাশ করিয়াছে। কিন্তু কেহই সফলকাম না হইয়া বিফলতাই লাভ করিয়াছে, তখন আমরা আর সে কার্য্যের জন্য ছুটিব না।

"বিশ্বের কেহই আমাদিগকে এরূপ পরামর্শ দেয় নাই বা দিবে না সত্য; কিন্তু বিশ্বাতীত রাজ্য হইতে বিশ্বাগত বিশ্বপতির পার্ষদগণ এই উপদেশ। আনন্দের মালিক তিনি, চরাচর বিশ্ব, ভূঃ ভুবর্লোক, সকলেরই আদি, মূল এবং সকল কারণের কারণ। তিনি আর কেহই নহেন—সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্। তিনিই আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকে অতিক্রম করা, তাঁহার বা মিলনের [illegible] নাই।

[illegible] আনন্দস্বরূপ আবার এত কৃপালু যে তিনি আমাদের জন্যই ঘোর কলি-যুগে শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ। তিনি করুণার অবতার। তিনি উত্তম, অধম বিচার না করিয়া যোগ্য হউক, অযোগ্য হউক, যে হউক বা সে হউক, অনর্পিতচরের দান করেন। জগতে যেমন মানুষ নিজের কিছু রাখিয়া অপরকে কিছু দেন, তিনি সেরূপ নহেন। তিনিই [illegible]। সমস্ত সমর্থকারী জীবকে তিনিও আত্মদান করিয়া থাকেন। তাই [illegible], [illegible] [illegible] কিন্তু

সব কাজ ছাড়িয়া সেই শ্রীপ্রেম পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়ের শ্রীচরণে অনুরক্ত হও। আর সকলে মিলিয়া আমাকে কৃপা কর যেন আমিও নিজকালে সেই কোটীচন্দ্রশীতল পাদপদ্ম ছায়ায় জীবন জুড়াইতে পারি।

অপরা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীল যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণৈকাদশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। হে যুধিষ্ঠির, জগতের কল্যাণার্থী তুমি অতি উত্তম প্রশ্নই আমার নিকট উত্থাপন করিয়াছ। এই একাদশী অপরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, ভ্রূণহা, পরাপবাদী পরযোষিলম্পট কূটসাক্ষী, কূটশাস্ত্রপাঠক, নক্ষত্রজীবী, কূটভিষক প্রভৃতি নরকগামিগণও এই অপরার সেবনদ্বারা অত্যুৎপাপ হইতে নির্ম্মুক্তি লাভ করে। ক্ষাত্রধর্ম্মত্যাগী যুদ্ধ পলায়নপর ক্ষত্রিয় বা বিদ্যাবান্ গুরুনিন্দক শিষ্য নিরয়ভাজন হইয়াও অপরাসেবন-ফলে সদ্গতি লাভ করে। দিবাকর মকররাশিস্থ হইলে প্রয়াগে ব্রতপরায়ণ মানবের লভ্য অথবা কাশীতে শিবরাত্রির উপবাস দ্বারা, বৃহস্পতির সিংহরাশি ভোগকালে গৌতমীতে স্নানে, কেদারতীর্থ দর্শনে, বদরিকাশ্রমসেবনহেতু এবং সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্রে দক্ষিণ যজ্ঞ ও গজাশ্বমেধাদি দান—দ্বারা প্রাপ্য পুণ্যসমূহ একমাত্র অপরাব্রতপালনে মানব লাভে সমর্থ হয়। ইহা পাপদ্রুমের কুঠার, পাপেন্ধনের দাবাগ্নি, কলুষতামসের সূর্য্য এবং ভক্তিমৃগের কেশরী। মানব একাদশীর ব্রত ব্যতীত জলের বুদ্বুদ্ এবং জন্মমধ্যে মার্জ্জারীবৎ কেবল মরণার্থই জাত হয়। অতএব অপরার উপবাস করিয়া ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা মানব বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামচরণ গোস্বামী ভক্তি ভূ)

মহাপ্রভু রুক্মবর্ণ পুরুষই পুরট-সুন্দর-দ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর। যে-কালে দ্রষ্টা হেমবর্ণ বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরবিদ্যা-লাভ ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধি-প্রসূতা পাপ-পুণ্য-নিরসা সম্যক্-রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতা লাভ করেন।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ
পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

(মুণ্ডক ৩।৩)

সেই পুরুষ [illegible] জগৎস্বামী; তিনি [illegible] প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান হইয়াও অব্যয়, সাধারণ মূর্ত্ত পদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোক—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" এবং দশম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোক "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" ইহাই কীর্ত্তন করেন।

'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীতবরণ॥

(চৈঃ চঃ আ ৩।৫৩ ও ৫৬)

অতএব যাবতীয় শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, উপনিষদ তারস্বরে ইহাই গাহিতেছেন, শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রলম্ভরসাত্মক পরিপূর্ণ বিগ্রহ। এই বিগ্রহ একমাত্র শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজন-পিপাসু মুক্ত পুরুষগণেরই সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজনানুরূপে স্বয়ং প্রকাশিত ছন্নাবতার। তাই সাধারণ পরিদৃশ্যমান জগতের অনুসন্ধানীরা বাগ্‌বৈখরী-বাক্যজালে আবদ্ধ থাকায় বলীবর্দ্দ-স্কন্ধযোগ্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রের বাস্তব এই নিগূঢ় তত্ত্বাবধারণে অক্ষম থাকেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত হইয়াও ইহার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত শাস্ত্রের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয় না। তাহার প্রমাণ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥"

(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকসকলকে পালন করা এবং জগৎশত্রুদিগকে বিনাশ কর, হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুরূপ নামকীর্ত্তন [illegible] ভাবে প্রবর্ত্তন করিয়ে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ; কেননা [illegible] [illegible] [illegible]

মহাভারত দান-ধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়েও প্রমাণ দিতেছেন—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-
পরায়ণঃ॥"

আদিপুরাণোক্ত স্বয়ংভগবৎ কথিত প্রমাণ—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

উপপুরাণে স্বয়ং ভগবদ্বচন—"অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥"

শ্রীল জীব গোস্বামি পাদ তত্ত্বসন্দর্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে প্রমাণ দিয়াছেন—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল মহাপ্রভুর উক্তি—"ভক্তি আচ্ছাদিত জীব বাসনা ভিতরে। নিদ্রা যায় তৈল যেন নাড়ার ভিতরে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি" শ্লোকে এবং "সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা॥" এত এত সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রকট থাকিতে "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥" (চৈঃ চঃ আ ৩।৮৫)

শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ বস্তু অক্ষজবাদীর অগম্য। অচেতন্যগণ কখনও চৈতন্যদর্শনে সমর্থ নহে। চৈতন্যের সাক্ষাৎ সনাতন চৈতন্য-বিগ্রহ, সমগ্র অচেতনের বিনাশ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ-বৈভবস্বরূপ তাঁহার সেবকবৃন্দও চেতন-বিগ্রহ। তাঁহাদিগের সবই চেতনময়। বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে অচেতন জড়বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেও জগৎ যে বস্তুটিকে ধারণ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া সমগ্রোচিত অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম, স্বভাববশে অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণ সেই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীশক্তির মূল আশ্রয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণাশ্রয়ে নিষ্কপট সেবকসূত্রে চৌদ্দভুবন ও ভুবনাতীত রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষ ভিন্ন শ্রীচৈতন্য তত্ত্বানুসন্ধান অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যানুসন্ধানে উদাসীনতা বা অবজ্ঞা শুধু সংসার-বৈভব বুদ্ধি কামনা মায়া সাহচর্য্য। নরকপাতের পাথেয় হওয়ার সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নহে। অনেকে মনে করেন বা বলেন যে, গৌর না মানিয়া যেভাবে কৃষ্ণভজন করিলে সহজে তাঁহার আনুগত্য, শাস্ত্র-প্রমাণ গোপন [illegible] [illegible] সংগ্রহের [illegible] হইলেও তবে আর গৌর-মানিবার [illegible] [illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible]

সমস্ত [illegible] নিত্যপদ। [illegible] পরিণামে প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া [illegible] সংসার-প্রবাহ, জন্মমৃত্যু ও দুঃখের হেতু। একমাত্র [illegible] গৌরজন ব্যতীত ইহা প্রকৃষ্ট অবগত নহেন।

বৈরাগ্যাদি গুণো যদ্যপি গৌরভক্তেষু দৃশ্যতে।
তাদৃশ গুণলেশোঽপি কাপ্যন্যত্র ন দৃশ্যতে॥

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্‌, সি, টি,)

২

শঙ্করাচার্য্যকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মহাদেবের অবতার বলিয়াই জানেন। বেজবরুয়া মহাশয় তাঁহাকে আর অন্য কিছু বলিতে চাহেন ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তাঁহার প্রচারিত মত যে কল্পিত মত তাহাতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতদ্বৈধ নাই এবং ইহাতে শঙ্করেরও এক মত। 'আমার বচনে তুমি বেদ করি-য়োক। শাস্ত্র করি মনুষ্যর লোক বক্রাই-যোক॥' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তিনি এতৎ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "গুরু-এড়ি গোবিন্দ ভজা" গোত্রে বেজবরুয়া মহাশয়ের জন্ম। সুতরাং তিনি এতৎসম্বন্ধে শঙ্করদেবের সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া আরও অন্য কোন পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত শ্রবণে প্রয়াসী হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে শঙ্করাচার্য্য পরম বৈষ্ণব। তিনি অসুর-বিমোহনের জন্যই মায়াবাদের প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু নিজে মায়াবাদী নহেন। 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥'—প্রভৃতি চর্পটপঞ্জরিকার শ্লোক তাঁহার [illegible] ভাব ব্যক্ত করিতেছে। "তাঁহার উপরে মহাপ্রভুর কোন দয়া নাই, কোন তাঁহার মত প্রাচীর উপরে"—ইহা তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের নিন্দা দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করিতে উপদেশ তিনি [illegible] করিতে পারেন নাই। সত্যের সম্যক্‌ প্রচারের জন্য অসত্যের অনিষ্টানের প্রয়োজনকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সত্যের প্রচার না করিয়া অসৎ [illegible] আধুনিক [illegible] পরিচয় [illegible] করেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিন্দা [illegible]

আচার্য্যেরা [illegible] [illegible]ন্যাস। আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্যের মতকে কল্পিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াও, কেহ সঙ্কর্ষণ-বাহন কখন চরমে নির্বৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক যাঁহারাই গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া, 'চর্ব্বণাদে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপুনি বিচারক-চাই'—এই অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরিণামে অধর্ম্মের অতল জলধিজলে নিমজ্জিত হইয়া ভাগবতের—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

—এই বাক্যে উদ্দিষ্ট আরোহপন্থীর অধোগতি স্বীয়তঃ সমর্থন করিয়াছেন। বেজবরুয়া মহাশয়ও গুরুর চরণ অনাদর করিয়া বৈষ্ণবমত আলোচনা করিতে গিয়া ঠিক একই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি যে প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি যে ভালই ধরিবেন, তাঁহার সেই ভালই ভাঙ্গিবে। যাঁহার মত তিনি আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা একটিবার ভাল করিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়া লওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ যুক্তিরও বাহিরে গিয়াছেন বলিতে হইবে।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(শ্বেঃ ৩।১৯)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

(ঈশাবাস্য ৫ম মঃ)

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।

(শ্বেঃ ৬।৮)

সর্ব্বেষামেব পত্যং [illegible]ম্‌ [illegible]

(বৈষ্ণ বাণ)

উপরি উক্ত শ্রুতিবচন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রীভগবান্‌ প্রাকৃত রূপবিবর্জ্জিত হইয়াও অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। তিনি অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট এবং সকল রসের আকর রসময়ী ভক্তি দ্বারা তিনি প্রাপ্য হয়েন। ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভক্তও পরানন্দের অধিকারী হন।

(২। এই পরতত্ত্ব কে, কৃষ্ণ না নারায়ণ?)—

শ্রীমদ্ভাগবত বেদেরও পূর্ণফল।

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-
[illegible] সম্মিতম্‌।

শ্রীধর ভগবৎ প্রোক্তং ব্রহ্মরূপ [illegible] উপাস্যতে॥

এই ভাগবত সর্ব্ব আদিম কল্পে ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য না বলিয়া ব্রহ্মসূত্রকে ইহার সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিলে ভাগবতের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হইত। বাস্তবিক ভাষ্যের সূত্র হয়, সূত্রের ভাষ্য হয় না। ভাগবতের ভাষা বৈদিক ভাষার তুলনায় আধুনিক বলিয়া যদি উহার আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ভাষার আধুনিকত্বে শাস্ত্রের পৌরাণিকত্ব অপ্রমাণিত হয় না। মানবের ভাষার পরিবর্ত্তনের সহিত ভাগবতেরও ভাষার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতদ্বৈধ নাই। শ্রুতির প্রাকৃপাদ্য বিষয়ই ভাগবতের একমাত্র কীর্ত্তনীয় বিষয়। মুখ্য ও গৌণভাবে কৃষ্ণই শ্রুতিসমূহের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহার পরতত্ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে ঘোষিত রহিয়াছে।

'অদ্বয়জ্ঞান ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥'

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কৃষ্ণকেই অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া জানেন। কৃষ্ণের নারায়ণাদিরূপে বিলাস, বলদেবাদিরূপে প্রকাশ, রাম-নৃসিংহাদিরূপে অবতার আচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের মহিমাই প্রমাণিত করিতেছে। এই রূপ বৈভব, যাঁহাদের তাঁহার অন্তরে প্রতিহত হয় নাই, অবশ্য মায়াবাদীর অপরাধময় চিত্ত কখনও অদ্বয়জ্ঞানের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না।

একই কৃষ্ণ বিভিন্নরুচিবিশিষ্ট ভক্তের নিকট রূপবৈভব প্রকট করিয়া থাকেন। ভক্তের স্বরূপগত রসবৈচিত্র্যই রূপ-বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ। এই রস পঞ্চ প্রকার যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কৃষ্ণ এই পঞ্চরসের দ্বারা উপাসিত হন। দাস্যরস আবার দুইভাগে বিভক্ত—গৌরব দাস্য ও প্রেম দাস্য। যাঁহাদের স্বরূপে শান্ত ও গৌরব-দাস্যরসের মধ্যে কোনটির একটি প্রকাশিত থাকে, তাঁহারা সাধারণতঃ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের সেবায় আকৃষ্ট হন। সনকাদি ঋষিগণ শান্তরসের ও হনুমানাদি ভক্তগণ গৌরবদাস্যরসের সাধক ভক্ত। কিন্তু তাঁহারা কখনও কৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট নহেন। আবার যাঁহাদের স্বরূপে প্রেম-দাস্য রস হইতে মধুর রস পর্য্যন্ত যে কোনটির বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা কৃষ্ণ-রূপে আসক্তি স্বীকার করেন। দাসাদিগণের [illegible] তাঁহাদের ভাব সঙ্কুচিত বৃন্দাবনের চিত্রক, পত্রক, রক্তক প্রভৃতি প্রেম দাস্যরসের রসিক, শ্রীদামাদি কৃষ্ণ সখাগণ সখ্যরসের রসিক, নন্দাদি গুরু-বর্গগণ বাৎসল্যরসের রসিক এবং শ্রীরাধা প্রমুখ গোপীগণ মধুর রসের রসিক ভক্ত।

ভক্ত নিত্য দ্বিভুজ ও গোলোকগত কৃষ্ণ ও নারায়ণ চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব। অবশ্য কৃষ্ণই নারায়ণরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকাশিত রহিয়াছেন। এইজন্য নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। এই কৃষ্ণ ও নারায়ণ বিগ্রহ নিত্য সাকার, নিরাকার নহে। শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-সুশোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণরূপকে নিরাকার বলা নিতান্ত বালকের উক্তি ছাড়া আর অন্য কিছুই নহে এবং বেণু-বস্ত্র-সুশোভিত দ্বিভুজ স্বয়ংরূপকে, যাহা কৃষ্ণ প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন, মনুষ্যবুদ্ধি বোধে প্রাকৃত জ্ঞান শাস্ত্র-তাৎপর্য্য না জানাতা হইতেই উদিত হয়।

এক্ষণে শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যৎসামান্য প্রয়াস করিব। অবশ্য এইরূপ প্রবন্ধে শাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। আমরা শাস্ত্রপ্রমাণসমূহের দিগ্‌দর্শন করিব মাত্র।

'একমেব তৎ পরমতত্ত্বং'। কিন্তু পরতত্ত্ব এক হইলেও বহুরূপে প্রকাশিত হন। যথা কঠে (২।২।১২)—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌॥

ভাগবতের 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং'—(১।২।১১) ও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ং'—(১।৩।২৮) এই বচন-দ্বারা কৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। স্বয়ং শব্দের অর্থ স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ যাঁহা কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া আবির্ভূত হন না।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌॥

ব্রহ্মসংহিতার উপরি উক্ত বাক্যে 'পরম' ও 'ঈশ্বর' এই দুই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্যাপেক্ষিত্বরূপ স্বয়ংরূপতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, অন্যথা কেবল 'ঈশ্বর' বলিলেই হইত। আবার কৃষ্ণের বিগ্রহ যে সচ্চিদানন্দময়, ইহাও উক্ত বাক্য দ্বারা সুপ্রমাণিত হইতেছে। বেজবরুয়া মহাশয় তাঁহার উপরি উক্ত সংখ্যায় এই শ্লোকটির এক চরণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি।"—(গোঃ তাঃ পূঃ ২০) 'একানেকস্বরূপায়'—বিঃ পুঃ (১।২।৩) 'বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্‌'—ভাঃ ১০।৪০।৭

সুতরাং উপনি উক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি দ্বারা একই কৃষ্ণের বহুরূপে প্রকাশ প্রমাণিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

মা তত্রে কৃষ্ণ, হই লক্ষ করে। পুন মেঘৈষ্ক ম্যান্ন প্রয়াগে বুকি করে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৬

অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ ও সিদ্ধ

[illegible] জলের সহিত মিশিত, [illegible] উপরে তত জল, তখনি [illegible] নিরূপণ করিতে গিয়া [illegible] অর্দ্ধসিদ্ধ বা সিদ্ধ প্রভৃতি শব্দের [illegible]।

[illegible]-কার্য্যেও অসিদ্ধ, অর্দ্ধসিদ্ধ ও সিদ্ধ-শব্দের প্রয়োগ হয়। পদার্থব্যাপকরণ-কার্য্যে সিদ্ধ, অসিদ্ধ ও অর্দ্ধসিদ্ধ প্রভৃতি শব্দের [illegible] দেখা যায়। [illegible] সিদ্ধ, অসিদ্ধ ও অর্দ্ধসিদ্ধ তাহাদের ভাষাও [illegible] [illegible] নিদর্শন প্রদান করে।

মানুষ যখন [illegible] পক্ষ হইয়া ওকালতী বা মোক্তারী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন তাঁহার পক্ষাপক্ষের বিচার প্রবল হয় না। যে পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ওকালতনামা বা মোক্তারনামা স্বাক্ষরিত হয়, সেই পক্ষের মঙ্গল সাধন করা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সত্যবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গেলে অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। গৃহী বাউল বা নেড়াপাগলা সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' মনে করে এবং গৃহী বাউল বা নেড়াপাগলাই স্থাপন করিতে গিয়া দিগ্বিদিক্ শূন্য হয়। মক্কেলের "ঘোষপাড়া" [illegible], বিধবা বিবাহের সভা, 'কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে,' সমর্থন, স্বগ্রামবাসীর দুরাচার সমর্থন ও নানাপ্রকার কদর্য্যভাবসমূহের গ্রহণ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা নাশ করা তাদৃশ ব্যবহারজীবীর ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।" [illegible] নৈতিক চরিত্রের শিরোভাগে অবস্থিত পুণ্যশ্লোক বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার উকীল মহাশয়ের কথা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ পরলোকগত [illegible] মহাশয়ের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা গৃহিবাউল বা প্রাকৃত সহজিয়া পক্ষের ওকালতনামা গ্রহণকারীর [illegible] গতির চিন্তা করেন। পরলোকগত বাবু নরেন্দ্রনাথ কোনও মিথ্যা-পক্ষের ওকালতনামা গ্রহণ করিতেন না। বাবু [illegible] কখনও মিথ্যা-শিক্ষার শিক্ষকতা করিতেন না। ইঁহারা আপনাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় না দিলেও [illegible] সত্যনিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে [illegible] আছে।

[illegible] ওকালত-[illegible] উৎপন্ন করে। [illegible] ওকালতী করিবার জন্য বাউলকে প্রাকৃত সহজিয়াকে 'সিদ্ধ' বানাইতে সিদ্ধ হউন। আর সিদ্ধকে 'অসিদ্ধ' বানাইতেও তাঁহাদিগকে বিমুখ হইতে দেখা যায় না। 'বাবা ঠাকুরের' আনুগত্য-ক্রমে গৃহিবাউল ধর্ম্ম সিদ্ধি লাভ করিয়া যাবতীয় প্রাকৃত সহজিয়াগণকে চৈতন্যবিরোধী জানিয়াও পরিবর্ত্তে আচারের প্রচ্ছন্ন শত্রু জানিয়া শুনিয়াও যদি সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় ভালুকাপার উদাহরণ কোথায় পাওয়া যাইবে? মধুভোগ গ্রামে বাস করিয়া মধুভোগের আস্বাদ পাইলে মানুষ কি তাহা ছাড়িয়া অন্য গ্রামে যায়? বৈদেশিক কেমেষ্টি প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচ্ছন্ন শত্রুতার মানসে যদি "চালতা বাগানে" মৌমাছির চাক বোনা যায়, তাহা হইলে তাহাতেও টকগন্ধ বাহির হয়। 'চালতা' চিরদিনই টক। তবে মধুভোগে বিভোর হইলে চালতা-কাননে মৌচাক গড়া যায়।

ভোগে সিদ্ধি লাভ করিলে 'মৌ-ভোগ'-সিদ্ধ ব্যবসাদিগণকে অসিদ্ধ বা কালোয়ার বলিবার পরিবর্ত্তে নৈবেদ্যপানে সিদ্ধ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লোকবিচারকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। তবে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—

'যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত
আর।"

কাল—কলি; সুতরাং যোষিৎসঙ্গী গৃহিবাউল ও ত্যাগী বেশধারী প্রাকৃত সহজিয়াকে কুযোগী বলিবার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবতার সিদ্ধ বলিয়া মহিলার অকলঙ্ক গণ বহুমানন করিলে উহা কখনই আদরের বিষয় হয় না।

শ্রীচৈতন্যের প্রচ্ছন্ন শত্রুগণ আপনাদিগকে গৌড়ীয়ভক্ত পরিচয়ে পরিচয় দিলে সুধীগমাত্র কখনই তাহাদিগকে সাধু বলিবেন না। মায়াবাদিগণ সমন্বয়সূত্রে তাহাদিগকে সিদ্ধ সাধু বানাইলে ঘোষপাড়া হইতে পারিবে, বিধবা-বিবাহ, চৈতন্যানুমোদিত সাব্যস্ত হইবে। প্রচ্ছন্ন চৈতন্য-শত্রুগণের 'সিদ্ধ' আখ্যা হাসির বিষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অধর্ম্মরাজ কলিস্থানপালকের উপাসক সম্প্রদায় বর্ত্তমানে ধর্ম্মরাজ-মহারাজের "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—এই সাধুপদেশ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে সকল প্রাকৃত যুক্তি-তর্কের সমুদ্ভাবন করিয়া আত্মবিদ্যাকেই অকাট্য প্রমাণ-স্বরূপে জানাইতে চাহেন, আমাদের তাহাতে কোনও প্রকার সহানুভূতি নাই। আমরা আধ্যক্ষিক [illegible] হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া একমাত্র মহাজনানুগত্য স্বীকার করাই সত্য-নির্ণয়ের পক্ষে একমাত্র অনুকূল পন্থা বলিয়া জানি। যে সকল মানব ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয়ে সর্ব্বক্ষণ দুষ্ট, তাহাদের কোন প্রমাণেরই সারবত্তা স্বীকৃত হইতে পারে না, সজ্জনগণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাদের সকল যুক্তিকেই খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিতেছেন এবং দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছেন। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষকারিদল পদে পদে অপদস্থ হইয়া শেষে 'মাছ না পাইলা ছিপে কামড়'—এই প্রাকৃত ন্যায়াবলম্বনে সজ্জনগণকে অসভ্য-ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরস্ত্রী-সম্ভাষণকারী বলিয়া শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গসুন্দর যাহাদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন না, সেই সকল অসম্ভাষ্য অস্পৃশ্য দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যে কোন্ সাহসে শ্রীভগবানের অতি প্রিয়জন পরমহংস-বৈষ্ণবগণের জাতি-কুল বিচার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অসম্মান করিতে স্পর্দ্ধান্বিত হইতেছে, তাহা আমরা [illegible] পারি না।

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের
জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥"

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের
জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে
ডুবি মরে॥"

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা
নারকী সঃ॥"

—এই সকল মহাজনবাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি নিজেরা গৌরভক্তের কাচ কাচিয়া গৌরজনের জাতি-বিচার-পূর্ব্বক অসম্মান করিতেছে, তাহারা কি সেই ভক্তপ্রাণ গৌরহরির চরণেই অপরাধী হইতেছে না? ভগবান্ ত' তাঁহার ভক্তাবমাননা—ভক্তদ্রোহ কখনই সহ্য করিতে পারেন না? জানি না, যে সকল বৈষ্ণব-নিন্দকের জন্য কি [illegible] নরকের ব্যবস্থা হইতেছে!

নিখিল-ব্রাহ্মণকুলগুরু সাধাচার্য্য যে ঠাকুর হরিদাসকে স্বয়ং মহাপ্রভুর অবতার শ্রীভগবান্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু "তোমাকে খাওয়াইলে কয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন" বলিয়া শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইলেন, সেই ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণেতর যবন কুলোদ্ভূত বলিয়া যাহারা তাঁহাতে ব্রাহ্মণতার অভাব আছে বলিবার স্পর্দ্ধা করে, তাহারা কি চরিত্রের লোক, তাহাই অগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যাহাদের দৃষ্টি কেবল প্রাকৃত ঘৃণিত শুক্র-শোণিতের উপর, সেই সকল সঙ্কীর্ণ-শুক্রশোণিতাভিমানীই কেবল বৈষ্ণবের জাতিদোষ খুঁজিয়া বেড়ায়। যদি জাতির গর্ব্বই করিতে হয়, তবে উর্ব্বশীনন্দন বশিষ্ঠাদিবংশনগণ কি বলিয়া গর্ব্বান্বিত হইতে চাহেন?

কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থহানিই যদি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ নিরয়প্রাপক অপরাধের হেতু হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে এখনও সাবধান হওয়া ভাল।

"শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর" ন্যায়াবলম্বী শ্রীধাম-নির্ণয়কারি দলের বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ক্রমে এতই বাড়িয়া উঠিতেছে যে, [illegible] এখন সাধারণ ভদ্রতার সীমাকেও অতিক্রম করিতে ক্রটী বোধ করিতেছেন না। যে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসঙ্গ বর্জ্জনকেই মহাপ্রভু একমাত্র বৈষ্ণব সদাচার বলিলেন, সেই অসৎসংসর্গে থাকিয়া তাঁহারা কোন্ সাহসে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সন্ধান লইবার দুরাশা পোষণ করেন এবং কোন্ সাহসেই বা নিখিল সজ্জনকুল-বরেণ্য পরমহংস বৈষ্ণবাবজ্ঞায় প্রস্তুত হইতেছেন, আমরা তাহার কৈফিয়ৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চাই। যে সকল ব্যক্তি নিত্যনির্ণীত অপ্রাকৃত শ্রীধামকে তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা পুনর্নির্ণয়ের (?) স্পর্দ্ধা করিতেছেন, তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে কাহার কতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা দূরের কথা সামান্য নৈতিক চরিত্রবলই বা কাহার কতটুকু আছে, তাহা আমরা জানিতে চাই। কতকগুলি জাল ম্যাপ, কাগজপত্র, উড়ো কথা, কিম্বদন্তী, বিদেশীয় লোকের বিবদমান সিদ্ধান্ত দিয়াই যদি শ্রীধাম নির্ণয় করা যাইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। বিদ নাই কুলোপনা চক্র দেখাইয়া সাধারণ নিরীহ লোককেই উপদ্রব

যায়। সজ্জন সুচতুর, তাঁহারা ভুক্তিকামী নৈক-জীবন ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের উপাসক, তাঁহারা কপটের সমস্ত চাতুরী—সমস্ত কপটতা ধরাইয়া দিতে পারেন। জগৎ শুদ্ধ লোক একজোট হইয়া জন্ম-জন্ম ধরিয়া সভাসমিতি করিলেও সত্য-সৌধের সুদৃঢ়ভিত্তি বিন্দুমাত্র কম্পমান করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা বৈষ্ণবনিন্দক মেঠোবৈরাগিদলের একটা প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া 'দাঁড়ান'কে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করি। আমাদের সহৃদয় বন্ধুবর্গ বৈষ্ণব-নিন্দকগণের ঘৃণিত আচার ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেও আমরা তাহা রক্ষা করিতে না পারিয়া সদৈন্যে বলিয়া থাকি।—

"বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
বিনোদ-সেবক না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

"সবারে করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণি সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ (ভাঃ ৫।১০।২৫)
তথাপিহ শীঘ্র মরে॥
যেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত
সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত
যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ
না মিলয়ে ত্রাণ॥"

সুতরাং শ্রেয়ঃকামিগণ বৈষ্ণব-নিন্দাপরাধ হইতে সাবধান হইয়া যদি সত্য-সত্যই শ্রীভগবানের নাম-ধাম-মাহাত্ম্য জানিতে চাহেন, তাহা হইলে বদ্ধজীবের প্রদত্ত অনুমান, প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া একমাত্র মহাজন-পন্থা অবলম্বন করুন, সত্য জানিতে পারিবেন। শ্রীশ্রীগৌরধাম সম্বন্ধে যদি কাহারও বিশেষ অনুসন্ধিৎসা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শব্দপ্রমাণশূন্য অসজ্জন প্রদর্শিত প্রত্যক্ষাদির আশ্রয় না লইয়া গঙ্গার পূর্ব্বতটবর্ত্তী শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমনপূর্ব্বক ধামবাসী শুদ্ধভক্তগণের নিকট প্রণিপাত, পরি-প্রশ্ন ও সেবা বৃত্তিসহ শ্রীধাম-কথার জিজ্ঞাসু হউন। নতুবা কএকটী নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তির কতকগুলি মধুপুষ্পিতবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে গিয়া সত্যভ্রষ্ট হইবেন না। সত্যকে জানিতে না পারিয়া দুঃখ পাওয়া অপেক্ষা অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। প্রবন্ধান্তর্গত কথা-গুলি দুর্জ্জনমুখচপেটাঘাতস্বরূপ হইলেও সহৃদয় সজ্জন পাঠকবর্গ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ভাড়াটিয়া পাঠক

(পণ্ডিত শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-প্রভাবে অল্প কিছু কাল যাবৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে এক প্রকার লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা পারিশ্রমিক লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতৃগণকে উদ্ধার করিতে-ছেন। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেশ একটু প্রতিযোগিতার ভাবও দেখা যায়। অনেক সময় দালালগণও তাঁহা-দের কল্যাণে কিছু উপার্জ্জন করেন। পাঠকগণের মধ্যে যিনি যত অধিক পরিমাণে ভাবভঙ্গীর দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন, তাঁর পসারও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ পসার-যুক্ত ভাগবত ব্যবসায়িগণ যখন একই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে পাঠের নিমন্ত্রণ পান, তখন তাঁহাদের একটা মরসুম উপস্থিত হয় ও অমনি তাঁহারা নিজ-দিগকে নীলামে উঠাইয়া দেন, যিনি উচ্চ দর দিতে পারেন, তাঁকেই জন-মনো-রঞ্জন-কুশল পাঠক মহাশয় কৃপা করেন। তিনি কৃপা-বিতরণে পরাঙ্মুখ নহেন, তবে অর্থ না হইলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন সেই জন্যই প্রণামী হিসাবে জড় ভোগিকুলের মুক্তিকামী হইয়া তাহাদের অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে সৎপথে ব্যয়িত হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। এইরূপ পাঠকবর্গের করুণা অপার। সর্ব্বদা বঞ্চনা দ্বারা অর্থাগমের সন্ধানে রত। যদি কোনও সময়ে এককালীন দুই তিন স্থান হইতে পাঠের আহ্বান পান, তখন উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া ঘড়ি ধরিয়া কুরণ আরম্ভ করিয়া দেন ও এখানে আধ ঘণ্টা অন্যত্র একঘণ্টা এইরূপ ভাবে পারি-শ্রমিকের মাত্রানুসারে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লন। কেহ কেহ এই পাঠ ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী হইতে না পারিয়া অল্প পারিশ্রমিকেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং নিজেদের হৃদ্ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখেন। আজ কাল আবার দুই দলের মধ্যে পড়া শুনার একটা সাড়া পড়িয়াছে। কারণ অনেক স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজদিগকে শিক্ষিত বলিয়া চালাইতে চান। যে স্থানে শ্রোতৃবর্গ ভাবভঙ্গী পছন্দ করেন, সে স্থানে পাঠক মহাশয় নানাপ্রকার ভাবকালী, অঙ্গচালন প্রভৃতি দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনে প্রয়াস পান। এইরূপে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী ও কলা-নৈপুণ্য, ভুক্তক পাঠক মহাশয়গণ অভ্যাস করিতে বাধ্য হন। কারণ তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও পসার সাধারণ লোকের চিত্তবিনোদন করিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করি-তেছে। নানা-উপায়ে অর্থাগমের প্রাচুর্য্য সংসাধন জন্য প্রত্যেকেই নিজেদের যোগ্যতানুরূপ অল্পে যোগ্যতা অর্জ্জনে ব্যস্ত, কাজেই পরমার্থ-চেষ্টা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। পরমার্থ না ভুলিলে স্ব স্ব জড়ভোগার্থ অর্থ-সংগ্রহচেষ্টা কখনও বলবতী হইতে পারে না। ভগবান্ ও ভক্তের একমাত্র সেবাই "পরমার্থ"। ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিষয় জড়ভোগময় ইন্দ্রিয় তোষণ। যেখানে জড়াসক্তি-প্রযুক্ত অর্থসংগ্রহ নিমিত্ত জড়বিদ্যার্জ্জন যত প্রবল, সেখানে পরমার্থ-চেষ্টা সেই পরিমাণে শিথিল। যেমন দিন-মণির আলোক-প্রাচুর্য্যে অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয় এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইলে আলোকের অভাবই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার আধিক্যই ভোগের অল্পতা এবং ভোগবহুল আধিক্যই হরিসেবার অল্পতা-ব্যঞ্জক। যেখানে অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা বলবতী, সেখানে পর-মার্থ-চেষ্টার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

আজ কাল পরমার্থ-বিষয়েও ভেজাল চলিয়াছে। জাগতিক লোক তথাকথিত বৈষ্ণবগণের এই প্রকার অধঃপতন দেখি-য়াও কেন যে তাহাদের দ্বারা পঠিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুনিতে ব্যস্ত হন, তাহা সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারা যায় না। সত্য সত্যই যদি তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি পেশাদার যত তথা-কথিত বৈষ্ণবদিগের দ্বারা সাত্বত গ্রন্থাদি পাঠ করান ও তদ্দ্বারা তাহাদের ভোগ-মূলা প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া নিজেদের বিলাসিতা বুদ্ধির প্রাচুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃপন্থা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বোধে আশ্রয় করিয়া, নরকে যাইবার পথ প্রশস্ত করে, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি থাকিতে পারে? নৈতিক চরিত্র উন্নতির জন্য যদি থিয়েটার - বায়স্কোপ সার্কাস প্রভৃতি বিলাসিতার মধ্য দিয়া ... হইলেও তাহা সম্পূর্ণ ... হইবে। যে বস্তুর ভিত্তি অসত্যের উপর স্থাপিত, তাহা হইতে কোনদিনও ... সত্য বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। ... তের প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তোষণ বুদ্ধি-প্রণো দিত হইয়া ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিতেছে। তাহারা যদি ... তৃষ্ণা মিটাইবার পন্থাকে পরমার্থ ... সাধক মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত হইবে। ... মুখে পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ দ্বারা ... ব্যতীত মঙ্গল লাভ হোক ... পর নহে। কারণ যাহারা নিজেরে ... কি, তাহা জানে না, তাহারা অপরকে ... লাভের ব্যবস্থা কিরূপে ... পারে? অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ ... চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত ... হ রূপ ভুক্তক-পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তনাদি ... মানবগণ প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত হই ... সংসার-সমুদ্রেই হাবুডুবু খায়।

শুক শৌনকাদি ঋষিকুলের আচার প্রচার আলোচনা-দ্বারা জানা যায়, বক্তা ধর্ম্মবক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে পারি আদান প্রদানের কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-কাল ও তৎপরবর্ত্তি সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাতা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ প্রভৃতিও এরূপ ধর্ম্ম-গ্লানি কুৎসিত আচরণ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীভগবানের দেহ শ্রীভাগবত ভিন্ন শ্রীনামও তদ্রূপ। ইঁহারা কখন পণ্যদ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন না। যাহারা শ্রীভগবানের নাম-গুণ-রূপ-লীলা বর্ণনকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করিয়া শ্রোতৃ-বর্গের নিকট হইতে বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহারা মহাপরাধ সঞ্চয় করে ও তাহারা পথ হইতে দূরে, অতিদূরে বিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ভুক্তক পাঠকের মুখে শ্রীশ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-ব্যাখ্যা শুনিয়া দুঃসঙ্গক্রমে শ্রোতৃবর্গেরও সমূহ অমঙ্গল সাধিত হয়। এরূপ স্থলে প্রকৃত সত্য সন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের শ্রেয়ো লাভার্থ দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। অতএব হে সাধুগণ ভাড়াটিয়াগণের বাগ্বৈখরীতে না ভুলিয়া সাধুসঙ্গ-কৃপাবলে যাহাতে ... চন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্ন করুন।

"হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

'শ্রৌত বাণী'

(পণ্ডিত-শ্রীপাদ রাধাচরণ-গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীনারায়ণ-কথিত বাণী যাহা ব্রহ্ম, নারদ, ব্যাস ও শুক-প্রমুখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ ক্রম-পন্থায় শ্রবণ করিয়া নিরস্ত-কুহক সত্য বাণী বলিয়া নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন ও অধস্তনগণকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই বেদবাণী বা বেদান্তভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী শ্রৌতবাণী। লোকমনোধর্ম্মে গঠিত যে বাণী, তাহা অশ্রৌত বাণী মায়া-কিঙ্করী বাণী বা অবস্তু বাণী। এরূপ বাণী শ্রবণে অনন্ত কোটী কালাবধি, অনন্ত কোটী জীববৃন্দ মায়া-বিরচিত-কেন্দ্র সংসার-প্রাঙ্গণে বদ্ধ ভূমিকার বিচরণ করিতেছে আর ত্রিতাপে তাপিত হইয়া নিরন্তর সংসার দাবানলে দগ্ধ হইতেছে—কোনই সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু শ্রৌতবাণী বৈকুণ্ঠাগত বাণী আম্নায়-পারম্পর্য্য-সূত্রে যাহা শ্রৌতানুগ মহাজন শ্রীরূপানুগগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, তাহা যে কোন জীব শ্রবণ মাত্রেই অনাদি কালের বহির্ম্মুখতা হইতে ছুটি লাভ করিয়া শ্রীস্বরূপ-সেবার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অভ্যাভিলাষ ও আত্মবঞ্চনা প্রভৃতি কৈতবসমূহ শ্রৌতবাণী শ্রবণ-কারীকে আর আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

আরোহ পন্থায় শ্রৌত বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন হয় না। একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আনুগত্যেই শ্রৌতবাণী শ্রুত ও কীর্ত্তিত হন। জাগতিক কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লুক্কায়িত ভাবে থাকিলেও শ্রৌতবাণী শ্রবণ-পুটে প্রবিষ্ট হয় না। যদিও বা ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-রূপা পিশাচীগুলি অন্তরের অন্তঃস্থলে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতে চায় তথাপি শ্রীরূপানুগ সাধুগণের নিকট শ্রৌতবাণী শ্রবণে পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্যও স্তব্ধীভূত হইয়া যাইতে দেখা যায়।—

জগতে যাত্রার দলে যাত্রা, ভাগবত, নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি হরিকথা নামে যে সকল খেলা, ব্যবসাদারী, খেলা বা বুজরুকী চলিতেছে, উহা কখনও আম্নায়-পারম্পর্য্য-সূত্রে শ্রৌতপন্থায় শ্রৌত বাণী নহে! নহে!! নহে!!! ইহা মায়ার বাণী, বিষয় কীর্ত্তন, কুত্রের কোলাহল ও জগজ্জঞ্জাল বৰ্দ্ধক মাত্র, আর কিছুই নহে।

যাহারা এত কথা শুনিয়াও, তথাকথিত ব্যবসাদারদিগকে শ্রৌতপন্থী সাধু মনে করিয়া বরণ করত হলাহল অশন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে সুদূরে অতি দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ বিধান করাই শ্রেষ্ঠ। যাহারা একেবারে শ্রৌত কথা শ্রবণে অপ্রবৃত্ত, তাহাদিগকে উপদেশ দান পণ্ডশ্রম মাত্র। যাহারা শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনকারী শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ সাধু জনেরই শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করা ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রত্যেক জীবের কল্যাণপ্রদ। শ্রৌত বাণীই সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, গুরু-সেবা, ধাম-নির্ণয়, ধাম-বাস, ধাম-সেবা, নামসেবা, বৈকুণ্ঠ-বাস ও শ্রীবিষ্ণু-সেবা দানে সমর্থ।

অনুচানমানীর বাগ্‌ বৈখরী

২। ঈশ্বরতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্, বি, টি,)

আমাদের গ্রন্থে পরতত্ত্ব কৃষ্ণ নারায়ণাদিরূপে বিভাজিত হইয়াছে মনে করিয়া বেজবরুয়া মহাশয় প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ বেদনার অনুভবকে কৃষ্ণতত্ত্বের মহিমার উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে বিশিষ্ট প্রয়াস বলিয়াই গণ্য করেন। তাঁহারা বলেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

চৈঃ চরিতামৃত।

কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ। কিন্তু দ্বিভুজ হইয়াও তিনি চতুর্ভুজ, অষ্টভুজাদিরূপে প্রকাশিত হন। এ সম্বন্ধে গোস্বামি-সিদ্ধান্ত—

ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ
কৃষ্ণরূপতাম্।
অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ
দ্বিভুজস্য চ॥
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং
বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥"

(গোঃ তাঃ পূঃ ১০)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে "দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাস-মণ্ডলে।" কৃষ্ণ দ্বিভুজরূপে গোলোকে বিরাজমান থাকিয়াও, শ্যামশ্চতুর্ভুজঃ শান্তো বনমালা-বিভূষিতঃ॥" শ্যামচতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।"—এই বাক্যে নরাকৃতিরূপই পরমব্রহ্মরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—'বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ' (১০।৩।৪৬)—এই বাক্যে নরাকৃতিই ব্রহ্মরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'প্রাকৃতঃ' শব্দের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন ব্যক্তঃ'—এই অর্থ করিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্ম-সংহিতায়—"দ্বিভুজমূর্ত্তিরেব চতুর্ভুজম্। অতএব দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতৎ ত্রয়ং বদেৎ॥" এই বাক্যে দ্বিভুজরূপ চতুর্ভুজরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ সূচিত হইয়াছে। অতএবাভিপ্রায় 'ত্রয়ং বদেৎ' বাক্যটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীযামলে, 'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥' এইস্থানে যশোদানন্দন বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ দেবকীনন্দন দ্বারকা-মথুরা-বিহারী কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যশোদানন্দন কৃষ্ণ অপ্রকট লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন।

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চ
চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ নিত্য দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি গোপীসহ নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন।

কৃষ্ণের প্রকট লীলাকে তাঁহার অপ্রকট লীলা হইতে পৃথক্ দর্শন করিতে গিয়াই বেজবরুয়া মহাশয় যত গণ্ডগোল করিতেছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া জগদ্গত বৃন্দাবনে যে লীলা প্রকট করাইয়াছিলেন, উহাই লোকচক্ষুর অন্তরালে বৈকুণ্ঠগত বৃন্দাবনে নিত্যকাল প্রকটিত রহিয়াছে। লীলাময়ের প্রকটাপ্রকট সমুদয় লীলাই নিত্য এবং অপ্রাকৃত।

'প্রবিষ্টে মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রাপ্যমাত্মম্' বেজবরুয়া মহাশয়-কর্ত্তৃক ধৃত এই বাক্যে কোন দোষ নাই। তিনি এই বাক্য দ্বারা কৃষ্ণের জন্ম ব্যাপারটী প্রাকৃত মনে করিয়াই ভুল করিতেছেন। যদি নরাকৃতি কৃষ্ণরূপকে মায়িকরূপ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত গীতায় 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" এই বাক্যে প্রতিহত হয়। কৃষ্ণ পূর্ব্বে ছিলেন না, সম্প্রতি মানবরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বুদ্ধিহীন লোকেরাই আদর করিয়া থাকেন। ভাগবতে কৃষ্ণের জন্ম ও জন্মের কারণ এইরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে।

স্বশান্তরূপেষিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥

(৩।২।১৫)

স্বীয় শান্তরূপ বসুদেবাদি ভক্ত, কংসাদি ইতর জন্তু দ্বারা পীড্যমান হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকের অধীশ্বর দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রকাশের ন্যায় প্রপঞ্চে প্রকটিত হন। সুতরাং কৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সমস্ত অপ্রাকৃত। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি
তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি
সোঽর্জ্জুন॥

কৃষ্ণের মনুষ্যলীলা ভাগবতের বহু বাক্য দ্বারা অপ্রাকৃত প্রমাণিত হইতেছে।—

ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥

(১০।১৪।২২)

উপরিউক্ত বাক্যে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, ভগবন্! তুমি অনন্ত এবং নিত্যানন্দ বিগ্রহ ও নিত্য জ্ঞানতনু। এই জগৎ তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব জগৎ যদিও মায়া হইতে উদ্ভূত সুতরাং নশ্বর, তথাপি তুমি যখন উহার অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠানভূত তোমারই গুণে উহা সৎ বা সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ
যঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

(১০।৯।১৩—১৪)

(ক্রমশঃ)

ভাগবত-পাঠশালা

নিমসার ১৪।৫।২৯

পূতসলিলকণা-বাহিনী গোমতী-উপকূলে পরমহংসকুল চূড়ামণি ব্যাস শুক প্রভৃতি দ্বারা প্রপূজিত সর্ব্বতীর্থ-আকর নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র অবস্থিত। শৌনকাদি-প্রমুখ ষষ্টিসহস্রমুনি বৃন্দের দ্বারা যে স্থান নিয়ত অপ্রাকৃত সাম-গানে নিনাদিত হইত, আজ কলিযুগ-প্রভাবে সেই স্থান সহস্র সহস্র বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের কোলাহলে মুখরিত হইতেছে। তাই পরদুঃখ-দুঃখী করুণাবতার যুগাচার্য্য ঠাকুর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার কল্পে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট নিষ্কপট-চিত্ত সেবকবৃন্দের দ্বারা ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশে নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে ভাগবত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। ভাগবত পাঠশালার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ইহাই লক্ষ্য হয় যে, সৎসম্প্রদায়ভুক্ত শুদ্ধচিত্ত আদর্শ বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ একান্ত হরিভজনে প্রয়াসী সেবক দ্বারাই যুগপৎ স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা শিক্ষালাভ করিয়া সত্যসঙ্কল্প হইতে কখনও বিচ্যুত না হইয়া বাস্তবিক জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই প্রকার সদনুষ্ঠানের জন্য সজ্জন মাত্রেরই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাঁহার যাহা কিছু আছে, তাহা নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

হরিজন-কিঙ্কর

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী
পরমহংসমঠ, ভাগবত-পাঠশালা
পোঃ নিমসার, জি, সীতাপুর।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য। ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)
৩। দ্বীপ-দিগ্দর্শন
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৯। সাধককণ্ঠমণি
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী
১১। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১২। জৈবধর্ম্ম
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
১৪। গীতার মাধ্বভাষ্য
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
১৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
১৬। *Life & Precepts of Mahaprabhu*
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত)

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calc

VAISHNAVISM REAL & APPARE

ইংরাজী ভাষায় ভক্তবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা [illegible]
[illegible]। ভাল কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা মা ভজে কৃষ্ণ, দুই লক্ষ্য করে। [illegible]

[illegible] গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] পৌষ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

'ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতিশূন্য অথবা স্বল্পপুণ্যবান্ জীবগণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই চারিটী বস্তুতে কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চাহে না। বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলে তবে উহাতে একটু বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সেই বিশ্বাস প্রথমে কোমল অবস্থায় থাকে, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তাহা সুদৃঢ় হইলে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় লাভ হয়, তখন গুরূপদিষ্ট ভজনক্রিয়াবলম্বনফলে অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভজনোন্নতি হইতে থাকে। সাধুসঙ্গই ভজনোন্নতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। তাহা না হইলে জীব অসাধুসঙ্গক্রমে ভজনচ্যুত, এমন কি ভজনবিরোধী পর্য্যন্ত হইয়া পড়েন। কেননা যাঁহাকে লইয়া ভগবদ্ভজন, তাঁহার সঙ্গই যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর 'ভজন' বলিয় কি থাকিতে পারে? ভজনের বহিশ্চেষ্টা কিছু দেখা গেলেও তাহা দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দাম্ভিকগণ সজ্জন দুর্জ্জন বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পূর্ব্বক সজ্জন বৈষ্ণব-চরণাশ্রয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া যে মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ ও নামব্রহ্মসেবার আগ্রহ-বিশিষ্ট হইতে যান, সেরূপ সেবাগ্রহ তাঁহাদের উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। সমস্ত সাত্বতশাস্ত্রই ভগবদ্ভজনপ্রয়াসীর সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবসদ্‌গুরু পাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্ত সাজিতে চাহেন, তাঁহারা কোনক্রমেই ভক্তপদবী লাভের যোগ্যতা পাইতে পারেন না; অধিকন্তু 'কৃষ্ণাভক্ত'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া দুঃসঙ্গবিধায় বর্জ্জনীয় হন।

বৈরাচারীর দল সদসদ্ বিচারে অসমর্থ হইয়া পরস্ত্রীসম্ভাষী মেঠো-বাবাজী বৈরাগীগুলিকে সজ্জনের জ্ঞায় সম্মান করে ও তাহাকেই তাহাদের 'উদারতা' বলিয়া লোক-সমাজে প্রচার করে; কিন্তু শুদ্ধ-নামপরায়ণ কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-তত্ত্ববিৎ সজ্জন-গণকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা দূরের কথা, নানা ভাবে অসম্মানই করিয়া থাকে। সজ্জনের সাধুচেষ্টাগুলিকে গর্হণ করিবার জন্য তাহারা তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্তই নিয়োগ করে। কিন্তু মূর্খেরা বুঝিতে পারে না যে, সজ্জন-গণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল চেষ্টাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্ত্যনুকূল কার্য্যই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাধু-চেষ্টায় বাধা দিতে গিয়া নিজেদের পায়েই কুঠারাঘাত করিতে হয় অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নরকবাসেরই ব্যবস্থা করিতে হয়।

যদি কেহ বলেন, "আমরা ত' আর বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বুঝি না, আমাদের বিচারে যাঁহারা অবৈষ্ণব বলিয়া প্রমাণিত হন, আমরা তাঁহাদিগকেই নিন্দা করিয়া থাকি।" তাহাতে আমরা বলি—আমরা জড় বিষয়-মদিরা-মত্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য বদ্ধ-জীব, আমাদের বিচার সর্ব্বক্ষণই ভ্রমাদি দোষদুষ্ট, সুতরাং আমরা কোন্ যুক্তিবলে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বুঝি না' বলিয়া আমরা ভালমানুষ সাজিতে চাহিব, অথচ নিন্দা করিবার সময় বৈষ্ণবকেই নিন্দা করিয়া বসিব, —এরূপ ধৃষ্টতা বৈষ্ণবেরা ক্ষমা করিলেও ভগবান্ কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে নিজে বৈষ্ণবদাসানুদাস হইতে পারিলে তবে কে বৈষ্ণব, কে অবৈষ্ণব জানিয়া কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা জানা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে নিষ্কপটে বৈষ্ণবদাসানুদাস অভিমান করা না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অনধিকারচর্চ্চা-দ্বারা হিতে বিপরীত ঘটাইতে যাওয়া আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলেও যাহাদিগকে পরস্ত্রীসম্ভাষী জড় বিষয়াদিরূপে দেখা যায়, যাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণেতর বিষয়চিন্তায় মত্ত থাকে, যাহাদের বেষধারণ ভেক ধারণ বা ভক্তসজ্জাগ্রহণ, শ্রীধামবাস, শ্রীধাম-নিরূপণচেষ্টা প্রভৃতি সমস্তই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা, তাহারা কেমন করিয়া কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণ বলে বৈষ্ণবোচিত সম্মানলাভের যোগ্য হয়? জগাই মাধাই উত্তম ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও না করিয়াছিলেন এমন পাপকার্য্য ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের গুণের মধ্যে একটী প্রধান গুণ ছিল—তাঁহারা কোন দিন কোন বৈষ্ণবনিন্দা করেন নাই। করুণাবতার গৌরহরি তাঁহাদের এই গুণ-গ্রাহী হইয়াই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। অগ্নিকে অজ্ঞতা-নিবন্ধনও স্পর্শ করিলে যেমন তাহার বিক্রম প্রকাশে সে ত্রুটী করে না, সেইরূপ অজ্ঞতাবশে কৃত বৈষ্ণবাপরাধও তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। তবে দু'দিন পূর্ব্বে আর দু'দিন পরে—এইমাত্র বিভেদ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিরন্তর কুহক বাস্তব সত্য-প্রচারফলে কতকগুলি ব্যক্তির স্বার্থসাধন-কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা নানাপ্রকারে উক্ত সভার সভ্যগণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "ভাগবত পাঠ করিয়া ও শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া পয়সা লইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে নাই, বৈরাগী হইয়া স্ত্রীসম্ভাষণ করিতে নাই, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎ-সঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব সদাচার, দশবিধ নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবা-পরাধ, অপ্রাকৃত শ্রীনাম, শ্রীধামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহেন, বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতার অভাব নাই, যোষিৎ-সম্ভাষণকারী মেঠো বৈরাগীর সহিত শ্রীভগবানের কোন সম্পর্ক না থাকায় শ্রীধাম নিরূপণকার্য্যে তাঁহার কোন যোগ্যতাই নাই" ইত্যাদি কয়েকটী কথা স্বার্থান্বেষিদলের বক্ষে শেলসম বাজিয়া উঠায় তাঁহারা ত্রিজগদ্বরেণ্য মহানুভব নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণেরও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। ভোগিকুল আমাদের সাত্বত শাস্ত্র-সম্মত কোন কথার জবাব দিতে না পারিয়া শেষে সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী, সার্ব্বভৌম মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস-গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজন-প্রচারিত নিত্যসত্য শ্রীধাম-মায়াপুরকে রামচন্দ্রপুর ক্যাঁকড়ার মাঠে স্থানান্তরিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধাম-মায়াপুরের চতুঃসীমানায় না ঢুকিতে পারিয়া এখন নিতান্ত অসভ্য অশিক্ষিতের ন্যায় শ্রীধাম মায়াপুরকে 'মিঞাপুর' বলিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতেছেন। তাহাতেও জ্বালা জুড়ায় না, বরং আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে দেখিয়া বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মানের সহিত সম্ভাষণ না করিয়া নিতান্ত অভদ্রভাবে সম্ভাষণ দ্বারা বীরত্বের বা বাহাদুরীর পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণবাবজ্ঞা-ফলে শ্রীনাম, শ্রীধাম যে তাঁহাদের নিকট হইতে চিরতরে বিদায় লইয়াছেন, তাহা তাঁহারা অদ্যাপি বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। মায়াপুরকে যাবনিক ভাষার সাহায্যে 'মিঞাপুর' বলিলে বা বৈষ্ণবের জাতিবিচার করিয়া বৈষ্ণবকে অভদ্রভাবে সম্ভাষণ করিলে ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত শ্রীধাম বা তদ্‌-ভিন্ন বৈষ্ণবের কৃপা কখনও লাভ হইবে না। অতএব বৈষ্ণবাপরাধের ভীষণ পরিণাম স্মরণ করিয়া এখনও সতর্ক হওয়া ভাল।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ)

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা ॥"

—(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২১ সংখ্যাধৃত বৃহন্নারদীয় বচন)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
(চৈঃ চঃ শিক্ষাষ্টক ২০ অঃ ৩য় শ্লোক)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে আমরা ইহাই অবগত হই, এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনই জীবের শ্রেয়োলাভের পরমোপায়। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" —এই বাক্যের "সদা" শব্দটী দ্বারা কীর্ত্তনীয়ায় কীর্ত্তন-বিরামের পল পর্য্যন্তও অবকাশ আদেশ [illegible] নাই।

[illegible] আধারে, সাহায্যে [illegible], [illegible] কোন মান-ভিত্তি [illegible] কীর্ত্তন [illegible], অন্য সময় অজস্র বা অন্যান্য কার্য্য করিলেও চলিবে, এরকম অবসর "সদা" শব্দ দ্বারা নিরাস করা হইয়াছে। বহুজন-সঙ্গে তাল-মান-লয়-সংযুক্ত কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতাদিগের মন মজাইতে হইবে, সময় সময় কার্য্য-প্রণালী দ্বারা সং সাজিলেই হরিকীর্ত্তন হয়। যাহাতে, কীর্ত্তন-কারীকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সিগারেট, তামাক, গাঁজিকা, প্রভৃতির ধূমপান করিয়া একটু গলা সারাইয়া লইতে হইবে, অথবা শ্রোতার দর্শন-শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে তাবুলের খিলি চর্ব্বণ করিতে হইবে, "সদা" শব্দটী দ্বারা এরূপ মূর্খজনোচিত ব্যবহারকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষারমূলে কুঠারাঘাত করিয়া নরকবাসই বাঞ্ছা করেন, তাঁহারাই ভক্তি-প্রচারাদির হইয়া, তথাকথিত অন্যায় ব্যবহারের আদর্শ দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত্যে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সেবাতৎপর যে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'-বাক্যের সার্থকতা হয়, তাহা মহাপ্রভু-বিরোধি-সম্প্রদায়ের মস্তকে স্থান পায় না।

এ'সম্বন্ধে দেশময় প্রবল আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। সংকীর্ত্তনৈক-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা লঙ্ঘন করিয়া কে কাহার কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছে? তাঁহারা ধৃষ্টতা করিয়া কোন্ সাহসে মহাপ্রভুর আদেশ 'সদা'-শব্দটী মুছিয়া ফেলিয়া অবাধে ইন্দ্রিয়তর্পণ চরিতার্থ করিবার জন্য 'কীর্ত্তনকারী' পরিচয়ে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইতেছেন (প্রকাশ্য মহাপ্রভু-বিরোধী বিদ্রোহীগণ হইতে কোন কথাই নাই) অধিকাংশ সময় কলিপক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া, কলি-পক্ষকেই সেবা সৌষ্ঠব বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষায় সদাসর্ব্বদা রস-কীর্ত্তন, যাহা মহাপ্রভুর অতি নিগূঢ় নিজাস্বাদ্য, তাহাকে ইন্দ্রিয়তোষণ-যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য এত ব্যগ্র কেন? ইহারাই যে দেশে, সমাজে এমন কি ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়া উঠিয়াছে, যে জন্য মহাজনের—"যে সমাজে কৃষ্ণভক্তের সম্মান নাই, সে সমাজ কেন অগ্নিতে পুড়িয়া ছার-খার হইয়া যায় না।" —এই বাক্য অচিরাৎ সফল হইবে, যদি পারমার্থিক অনুসন্ধানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার প্রত্যেকটী বাণী প্রতিপালিত না হয়।

যাঁহারা কলিপক্ষ'কে আনুগত্যে নৈতিক [illegible] হারাইয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর কথাই শোনেন নাই। তাঁহারা ঢাকার [illegible] যদি মহাপ্রভুর প্রচারক আচার্য্য হন, অথবা শ্রী-সম্প্রদায়ের দলই যদি মহাপ্রভুর সেবা-শিক্ষক [illegible] হইলে, আমরা অচিরাৎ [illegible]। সুতরাং প্রত্যেক হরি-কীর্ত্তনকারীরই 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই বাক্যের 'সদা' শব্দটী অবধারণ করিয়াই [illegible] নিযুক্ত হইতে হইবে। যাহারা কীর্ত্তনের ছলনায় জাগতিক বিষয়-ভোগ নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত, তাহাদের অচিরেই কীর্ত্তন-নামক প্রজ্জ্বল হইতে ছুটী লইয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণের রাস্তাটি ছাড়িয়া দিয়া, বাস্তব-কীর্ত্তনের অন্তরায় বিদূরিত করা মঙ্গলের বিষয়। একমাত্র সদা হরিকীর্ত্তনীয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতিই 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাক্যের বাস্তবতা প্রকাশে সমর্থ। জানি না, শ্রীগুরুদেবের এহেন কৃপার গুরুত্ব কত দিনে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে।

বিরহ-মহোৎসব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

গত ২৮শে বৈশাখ ও ২৯শে বৈশাখ দুই দিবস মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত গড়চিরুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত-জনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিরাট ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ এই মহামহোৎসব অতি সুদক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া অপূর্ব্ব ও আদর্শ-স্থানীয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ বদ্রিনারায়ণ দাসাধিকারীপ্রভু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ অক্লান্ত সেবায় দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট মহোৎসবাদি জগতের বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব প্রভৃতির ন্যায় নহে। জগতের উৎসব ভোগময় ও অনিত্য, আর ভক্ত ভগবানের তিরোভাব-মহোৎসব সেবাময়। এই উৎসবে নিত্য নূতনতা, নবনবায়মানতা ও নিত্য বিচিত্রতা আছে। এই পারমার্থিক উৎসবের একটু বের বিকৃত প্রতিফলনেই জগতের লোক প্রমত্ত। যে দিন আমরা সেই নশ্বর অনুপাদের পরিণাম অহিতকর, অনিত্য আনন্দোৎসব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দোৎসবে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব সেইদিনই আমাদের চির মঙ্গল হইবে। এইজন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভক্ত-গণের সহিত নিত্য মহোৎসবাদির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষট্টি ভক্তাঙ্গের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাগবত উৎসবাদিতে আমাদের হরিগুরু [illegible] আলোচনা হয়, অন্য [illegible] ভোজন করা ও অপরকে করান হয়, আর গুরুভক্ত ও ভগবানের উৎসবে সাধুজন সঙ্গ হয়, সাধুর সহিত আলাপ প্রদান হয়, বৈষ্ণবের নিকট হরি-সম্বন্ধীয় নিগূঢ় গোপনীয় কথা বলা ও শুনার অবসর হয় আর ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-[illegible]কারী উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়, সুতরাং পারমার্থিক উৎসবই সেবা-স্বরূপ শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়া প্রকটকালে কত শত পতিত জীবকে গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। আর আজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াও শুদ্ধ-ভাগবতজনগণের হৃদয়ের আনন্দ-[illegible] রূপে থাকিয়া জগতের জীবকে বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। জগতের লোকের বিরহ বিষাদময়, কিন্তু আর ভাগবতগণের বিরহ আনন্দময় ও সেবাময়। শুদ্ধভক্তগণ আজ ভাগবতজনানন্দ প্রভুর বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া কত শত সহস্র কলিহত দুর্ভাগা জীবকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া কত না সুকৃতি উৎপন্ন করিয়া দিতেছেন। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণের এই অনুষ্ঠানাদিই একমাত্র জীবে দয়ার আদর্শ। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যাদির দ্বারা ভগবানের-সেবা করিয়া মেদিনীপুরবাসী আজ ধন্য, শুধু মেদিনীপুরবাসী কেন, বিশ্ববাসী সকলেই আজ ধন্য। মেদিনীপুর জেলানিবাসী বহু ভক্তিমান বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন শুক্রবার দিবস সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর অধিবাস কীর্ত্তন হয়, শনিবার প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। অপরাহ্ণে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তনান্তে আরাত্রিক ও পরে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। অতি সুসজ্জিত ব্যাসাসনে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার আনুগত্যে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহার সুললিতস্বরে বৈষ্ণবের বিরহ-মহোৎসব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, তদনন্তর শ্রীপাদ বদ্রিনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার আবেগময়ী সরল ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ও ভাগবতজনানন্দ প্রভুর কৃত "[illegible]" প্রবন্ধটী পাঠ করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর ধনী, নির্ধন, [illegible], [illegible], শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই [illegible] অভ্যাগতে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয়, রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপর দ্বিতীয় প্রাতে শ্রীল ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]। অপরাহ্ণে [illegible] একটী [illegible] অধিবেশন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] স্বরূপ ব্রহ্মচারী সরল ভাষায় একটী [illegible] বক্তৃতা করিলে আরাত্রিক হয়, পরে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ [illegible] তিনি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতজনানন্দ প্রভুর গুণ কীর্ত্তন-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ গভীর-গবেষণা ও সিদ্ধান্তপূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর

হংকোদয়ের সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ ও [illegible] যুক্তিযুক্ত একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয় ও [illegible] দিবসের ন্যায় আগন্তুক সকলকেই [illegible] বিতরণ করা হয়।

অ[illegible]র বাগ

২। ঈশ্বরতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

অন্তর্বহির্শূন্য-পূর্ব্বাপর-রহিত যিনি জগতের অন্তর্বহির্দ্দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন এবং যিনি জগন্ময়, যশোদা সেই অব্যক্ত অধোক্ষজ নরাকার শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ-বোধে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। এইখানে নরাকৃতি কৃষ্ণরূপের প্রাকৃতত্ব নিষেধিত হইয়াছে।

"সুদর্শনমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।"—গীতায় এই বাক্যেও কৃষ্ণরূপ অপ্রাকৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অন্যান্য শাস্ত্রেও কৃষ্ণ সপার্ষদ নিত্য বলিয়াই কীর্ত্তিত রহিয়াছেন। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে ব্যাস কিরূপে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অম্বরীষের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

"পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদ-গোপিতম্।"—কৃষ্ণ ব্যাসকে বলিলেন আমি তোমাকে আমার বেদ-গোপনীয় স্বরূপ দর্শন করাইব, দেখ।

ততোঽপশ্যমহং ভূপ [illegible] কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।
কদম্বমূলআসীনং পীতবাসমদ্ভুতম্॥

তখন হে রাজন! কিশোর নবঘনশ্যাম, গোপীগণ-পরিবৃত, গোপবালকদিগের সহিত [illegible] রত্নাসীন, পীতবসন, [illegible] আদি দর্শন করিলাম।

[illegible]
[illegible] রূপং বিগ্রহং
সমর্চিতম্।
[illegible] সচ্চিদানন্দ-
বিগ্রহম্।
[illegible] পদ্মপলাশাক্ষং ... পুরুষং মম॥

"অনন্তর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ ব্রহ্মমধুর [illegible] আমাকে বলিলেন, তুমি অলৌকিক সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন, এই যে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। ইহাতে গোপরূপী কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ বৈষ্ণব-পুরাণে—

নিত্যাবতারো ভগবান্
নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো
নিত্যৈশ্বর্য্য-সুখানুভূঃ॥

জগৎপতি ভগবানের অবতার, মূর্ত্তি, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং অনুভব সকলই নিত্য। এইখানে কৃষ্ণাবতার নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

অনাদেরাদ্যরূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাব তিরোভাবাবস্যোক্তে
গ্রহ মোচনে॥

ভগবান্ শ্রীহরির রূপ অনাদের এবং অত্যাজ্য। উহার আবির্ভাব ও তিরো-ভাবই গ্রহণ ও মোচন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের নিত্যরূপের প্রাকট্যাপ্রাকট্য প্রাকৃত জন্ম মৃত্যু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীকূর্ম পুরাণে—

বিষ্ণোঃ কলেবরত্যাগো ভূত্যাগোহস্তি
ন বিদ্যতে।
কলেবর ত্যাগোঽন্তর্ধানং পরস্য
সমুদীরিতম্॥

বিষ্ণুর কলেবর ত্যাগ ভূত্যাগ ছাড়া অন্য আর কিছু নহে। অন্যের কলেবর ত্যাগ সর্ব্বক্ষণ অন্তর্দ্ধান অর্থে বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতে—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ (৩।২।১২)

উপরিউক্ত বাক্যে ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়া নাম্নী শক্তির আশ্রয়েই মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন, বহিরঙ্গার আশ্রয়ে নহে। কৃষ্ণ-রূপই মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, নারায়ণরূপ নহে। শ্রীকূর্ম পুরাণে—

[illegible] দেবকিজাতো বৈষ্ণবে
[illegible] বিষ্ণোঃ কদাচন॥

[illegible] শ্রীগুরুদেবের ... অনুগ্রহে স্বয়ংরূপে এই দেহ-দেহী ভেদ হইতে পারে না। ঈশ্বর ও তাঁহার দেহ অভিন্ন চিন্ময়। শ্রীপদ্মপুরাণে (পাতালখণ্ডে)—

"প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং
দ্বিধোচ্যতে।"

লীলাময় কৃষ্ণের লীলা চিন্ময়, উহা প্রকটাপ্রকট হিসাবে দ্বিবিধ। শ্রীপদ্ম-পুরাণে—

সদা সন্তিঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ
স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ
জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে
হরিঃ॥

শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন উহা প্রকট এবং যখন উহা সংবরণ করেন, তখন উহা অপ্রকট। কিন্তু এই অপ্রকট লীলায়ও তিনি অন্য জগতে ঐরূপভাবে নিজ পরিজন-সহিত ক্রীড়াশীল থাকেন। সুতরাং আমি দেখি আর নাই দেখি, তাঁহার লীলা অপ্রতিহত ভাবে চলিতেই থাকে।

কৃষ্ণের এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি সম্বন্ধে কেবলমাত্র ভক্তই সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, অন্যে নহে। এই মূর্ত্তি কেবলমাত্র ভক্তই দেখিতে পান। যাঁহাদের তর্কহত চিত্ত পূর্ণ হইতেছে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, তাঁহারা এই ভক্তি লাভের অধিকারী নহেন। কৃষ্ণরূপের নিকট প্রপত্তি স্বীকারই উহার সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যতা বিধান করে। যথা—শ্রীবাসুদেবোপনিষদ (৩।৫)—

মত্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি
চাব্যয়ম্॥

আমার আদি মধ্যান্ত-শূন্য, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ, অব্যয় এবং অদ্বয় ব্রহ্মরূপ ভক্তির দ্বারাই বিদিত হইয়া থাকে। শ্রীপদ্ম-পুরাণে—

সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽ-
ধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্
দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ (অচাক্ষুষ) হইয়াও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে ভক্তের নয়নে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। তিনি স্বেচ্ছায়, স্বয়ংপ্রকাশ শক্তি দ্বারা নয়নে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া [illegible] হন না। এই জন্য অপ্রাকৃত দর্শনাভাবে যাহারা কৃষ্ণের স্বরূপ মনুষ্য লীলাকে প্রাপঞ্চিক [illegible] বলিয়া মনে, তাঁহারা কৃষ্ণকে

মানব জ্ঞানে অনাদর করেন, গীতায় তাঁহারা কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মূঢ় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত
মহেশ্বরম্॥

এই পদ্যে কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা, তাঁহার পরতমত্ব ও কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। একণে নারায়ণরূপ হইতে কৃষ্ণরূপের উৎকর্ষতা প্রদর্শনকল্পে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ভাবে অনেক প্রমাণ উপরি উক্ত বাক্য-সমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশী কিছু না বলিলেও চলে। আমরা মাত্র দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমাদের গ্রন্থে শ্রীনারায়ণস্বরূপকে কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নারায়ণ ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব। কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই তত্ত্বের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ভেদে বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কৃষ্ণ মাধুর্য্য বিগ্রহ ও নারায়ণ ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ। কৃষ্ণরূপই স্বয়ংরূপ।

ভাগবত 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। আবার,—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
(ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

এই বাক্যে 'অসমোর্দ্ধ' ও 'অনন্যসিদ্ধ', এই দুই বিশেষণের প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণ-রূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধী-
শাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি
সত্যং ন তবৈব মায়া॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

এই বাক্যে নারায়ণ কৃষ্ণের অঙ্গ (অংশ) রূপে ব্যাখ্যাত রহিয়াছেন।

যথাহ্যুষা শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥
(ভাঃ ১০।১৬।৩৬)

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারি-পাদায় [illegible] শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া-ছেন। প্রত্যহ স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও গৌরবিহিত হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তিমান্ বহু সজ্জন কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতেছেন। প্রাচীন গৃহস্থভক্ত, সরলতার আদর্শ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, ষ্টেট সেরেস্তাদার মহাশয় এবং প্রাণ, অর্থাদি দ্বারা হরিসেবাপরায়ণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ভ্রাতৃদ্বয় প্রচারকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিতেছেন। হরিভজনপ্রয়াসী সকলেরই তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণীয়।

গত ১৭ই বৈশাখ হইতে চারিদিবস কাল শ্রীল ভারতী ও গিরি মহারাজদ্বয় ময়ূরভঞ্জের রাধানুকা গ্রামে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত দীন-চৈতন্যদাস মহাশয়ের উদ্যোগ ও আনু-কূল্যাদি বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৬

নিবিড়সম্মানপুরঃসরনিবেদনম্—

২৮শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল, ১১ই মে শনিবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল-রাধামদন-মোহন ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের) **শ্রীচন্দন-যাত্রা** হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই মঙ্গল-বার শ্রীজগন্নাথদেবের **পুনর্যাত্রা** পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই শনিবার নিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদঠাকুরের** পঞ্চদশবার্ষিক **বিরহ-মহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিনামকীর্ত্তন ও ইষ্ট-গোষ্ঠী হইতেছে। সাত্বত-শাস্ত্রে ভবি-ষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষো-ত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বতধর্ম্ম-সমন্বয়-কারিণী শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিত হইবে। অনবসর-কালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে শুভভক্তির অনুষ্ঠান-মুখে **মহামহোৎসব** হইবে। মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,
শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible],
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ)

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুই নষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

"গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বা আমি কৃষ্ণদাসানুদাস—এই জ্ঞানের নামই সম্বন্ধ-জ্ঞান, স্ব-স্বরূপোপলব্ধি বা বৈষ্ণবতা। এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কখনও আপনাকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণাভিমানী, কখনও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমান্তর্গত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাহাতে একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। গুণ-কর্ম্মবিভাগানুসারে বর্ণ এবং আশ্রমবিধান বদ্ধজীবের স্বরূপজ্ঞান বা বৈষ্ণবতা উপলব্ধির প্রথম সোপান-স্বরূপ হইলেও তাহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্য নহে, ইহা না বুঝিতে পারা পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজের বিশৃঙ্খলতা অপসারিত হইবে না। "বৈষ্ণব" সম্বন্ধে অনেকেরই একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ধারণা আছে। তাঁহারা মনে করেন, 'বৈষ্ণব' বলিয়া ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বুঝি একটি পৃথক্ সম্প্রদায় আছে, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর লোকই বোধ হয় সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ মানিতে চাহেন বা না চাহেন, জীবমাত্রই যে স্বরূপতঃ 'বৈষ্ণব', মূর্খতার নাম বৈষ্ণবতা নহে, বৈষ্ণব যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক—এ বিষয়ে আলোচনা খুব নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকেই করিবার সৌভাগ্য পাইতেছেন।

বিষ্ণু শব্দ হইতে বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বস্তুই বৈষ্ণব। বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিস্মৃত জীবই আপনাকে বৈষ্ণবেতর সংজ্ঞায় সম্বদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। তবে বর্ত্তমানযুগে তথাকথিত 'বৈষ্ণব' নামধারিদিগের ভ্রষ্টাচার-বিচারাদিই যদি 'বৈষ্ণবসম্প্রদায়' বলিয়া একটী পৃথক্ সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ হয় এবং সেই কারণেই যদি জীবের বৈষ্ণবতালাভের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে তাহাতেই জীবের বিচারহীনতারই পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বৈষ্ণবতা প্রদানের জন্যই এবং বৈষ্ণবতার অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মহাপ্রভুর, ইহকাল অনাদর প্রকাশ, পূর্ব্বক বৈষ্ণবতার অনাদর করিলেও জীবের পক্ষে সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। আমা...[illegible]

তাহা অবজ্ঞা করিলে ত্যাজ্য নহে। এসকল কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিলেও পাঠকগণের স্মৃতিবৃদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে পুনরালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। স্বরূপবিস্মৃতি-বশতঃ আমরা কৃষ্ণেতর বিষয়-সেবায় মত্ত হইয়া নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছি, এ সকল কথা কি একবার আলোচনা করিয়াই সমাপ্ত করা যায়? প্রত্যেক দিন আমাদের দুর্দ্দৈবের কথা আলোচনার জন্যই দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের অবতরণ। সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ নদীয়াপ্রকাশের আন্তরী চেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন ইহাতেই আমাদের আনন্দ

"এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দবিশেষ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন (মধ্য ২১শ)—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্ত জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্ত—এই চারিটী কৃষ্ণেরই অভিন্ন-বিগ্রহ তদীয়, কাজেই বা বৈষ্ণব বস্তু। ইঁহাদের পূজা না করিয়া যে কৃষ্ণপূজার অভিনয়, তাহা কেবল দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"মোর ভক্ত না পূজে মোহারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিতেছেন (ম্যা ২২শ অঃ)—

"তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥"

তুলসী, গঙ্গা, মথুরা, ভাগবত ও তদভিন্ন ভক্ত বা বৈষ্ণবের পূজা না করিলে কৃষ্ণকৃপা লাভের কোন আশাই থাকিতে পারে না। সুতরাং এই বৈষ্ণবের বিষয় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু স্থির-মস্তিষ্ক হওয়া আবশ্যক। যে বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না, সেই বৈষ্ণবের আচার বিচার সম্বন্ধে নিজের মনের খাম-খেয়াল মত যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিয়া ফেলা অত্যন্ত নিবুদ্ধিতার পরিচয়।

"বৈষ্ণবেরে ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তার প্রেমবাধ॥
যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥"

প্রতীপ জনরঞ্জন ও কৃষ্ণজন-রঞ্জন এক নহে

কুলিয়া সহর নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত 'নবদ্বীপ' নামক একখানি নবপ্রকাশিত পাক্ষিক পত্রের ২য় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইল। নবদ্বীপের প্রধান আলোচ্য বিষয় শ্রীভগবান্ ও তদীয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাতে তদ্বিপরীত যে সকল গ্রাম্য চেষ্টার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ তাহা আদৌ অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। জনরঞ্জন বাবু কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জন-মনোরঞ্জন করিবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজ মনোরঞ্জন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাদৃশ সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি কোন্ সাহসে বৈষ্ণবের আচার বিচার সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার ধৃষ্টতা করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তিনি তাঁহার মনগড়া বাগান ফুলে রাজা ভ্রমরকে রাঙ্গা মধু খাওয়াইয়া রাঙ্গা ভ্রমরের মানরঞ্জনে ব্যস্ত থাকিতে পারেন, বৃন্দাবনচন্দ্রের নিজ শক্তিগণসহ হোরি-লীলা রহস্য তাঁহার প্রাকৃত বুদ্ধিতে বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনধিকারচর্চ্চামূলে তাহাকে প্রাকৃত নায়কনায়িকার কামক্রীড়ার অন্যতম জ্ঞানে আনন্দোপভোগ করিতে পারেন, সখিভেকী প্রাকৃত সহজিয়া কলিযুগাবতার পুংচিহ্নধারী 'দিদি' মহাশয়ের কুঞ্জে পুরুষ দিদির সহিত স্ত্রীবেশী দিদিগণের ১০।১২ মণ আবির ছড়াছড়ি দেখিয়া আনন্দ পাইতে পারেন, ছড়া-নাম-কীর্ত্তনীয়া বাবাজী কাঁকড়ার মাঠের বাবাজীর সহিত মিলিয়া 'তা কাঁকড়া' 'জো কাঁকড়া' করিয়া চীৎকার দ্বারা গায়ের জ্বালা জুড়াইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার চিত্তরঞ্জন হইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কি দেখিয়া তিনি আনন্দ পাইবেন? বহির্ম্মুখ জনমনোরঞ্জনের কিছুই যে তাঁহাদের নিকট নাই, তাঁহারা যে অকালপক্কতার কোন প্রশ্রয়ই দেন না, তাঁহাদের প্রভু—"পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়", সেই প্রভুর কার্য্য—"পাষণ্ডদলন আর প্রেম-প্রচারণ", প্রভু নিত্যানন্দের ভৃত্যরূপে তাঁহাদের হস্তে—পাষণ্ডদলন-পতাকা, বাদ্যে—পাষণ্ডগণকে ধিক্কার, গানে পাষণ্ড-বিতাড়ন মহামন্ত্র হরিনাম, বক্তৃতায় মনোবাসনা উচ্ছেদকারী শাস্ত্রবচনরূপ সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রাঘাত, মূঢ় পাষণ্ডগণের বক্ষোবিদারণ ও শিরোঘূর্ণন, সুতরাং তাঁহাদের কৃপাবলে জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রূপ পাষণ্ডতা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত জীব তাঁহাদের আচার বিচারের মধ্যে কেমন করিয়া আনন্দের অনুসন্ধান লাভ করিবেন? কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-বস্তুর অসত্তাকে সত্তা-ভ্রমে অর্পিতো প্রীতি থাকায় "যাঁহার দেখতে নারি, তাঁর চলন বাঁকা" ন্যায়াবলম্বন জীবগণ শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী শুদ্ধভক্তবৃন্দের কোন আচরণেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিধি বিধি ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিপতি গৌরনারায়ণ যখন পাষণ্ডদলনলীলায় নিত্যকালই অপরাধিজনের পাট কুলিয়ায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকট করিবেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া নিত্যকালই কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের বুক ফাটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে।—

কি সুখে ভাসিল জীব
গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর
বুক ফাটে॥

'যুক্তবৈরাগ্য' ও 'ফল্গুবৈরাগ্য' সম্বন্ধে জনরঞ্জন বাবুর আলোচনা থাকিলে তিনি শ্রীধাম-পরিক্রমাকারিগণের বিচার সমীচীনই হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিতেন। ভক্তগণ কাষ্ঠবস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা-বৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনাসক্তচিত্তে যাবতীয় বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া কার্য্যের কৃষ্ণসেবানন্দে আনন্দ লাভ করেন এবং কৃষ্ণ-কার্য্য-কৃপাপ্রার্থী হইয়া যথার্থ বৈরাগ্যবান্ হন। হস্তী-গো-অশ্ব প্রভৃতি পশু এবং আশা সোটাধারি মনুষ্যগণের প্রকৃতিজন-মনোরঞ্জন করিতে গ্রাম পরিক্রমায় যাওয়াই দোষাবহ হইয়া থাকে, কিন্তু মায়াপুরচন্দ্র ও তাঁহার নিজজন-সঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমা করা তাঁহাদের পক্ষে কি দোষাবহ হইয়াছে, তাহাতে টিট্‌কারী দেওয়ার কথার বা কি আছে, তাহা আমরা বুঝিলাম না। জীবেরবহু বহু জন্মের সুকৃতিফলেই গৌরজনসঙ্গে গৌরধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। জনরঞ্জন বাবুর ন্যায় কয়জন লোক গৃহমেধি ধর্ম্ম বা গৃহ-পরিক্রমা ছাড়িয়া তাদৃশ শ্রীধাম পরিক্রমার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতেছেন? শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার বিপ্রলম্ভলীলায় কোন ঐশ্বর্য্য প্রকট না করিলেও, গৌরনারায়ণলীলার কাজীদলনাদি ব্যাপারে কি তিনি কোন ঐশ্বর্য্য প্রকট করেন নাই? আজ সেই দাম্ভিকী পরিক্রমাযাত্রিগণকে মুসলমান সৈনিক রূপে দর্শন করিয়া তিনি এমন কি বাহাদুরীর পরিচয় প্রদান করিলেন? ইহাতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি-হীনতা ও মাৎসর্য্যস্বভাব ফুটিয়া উঠে নাই কি? তাহা ছাড়া, আমরা জানি—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি আব্রহ্মস্তম্ব শ্রীধাম-মায়াপুর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যোগ্যতা আছে। যাহার যেরূপ যোগ্যতা, তিনি সেইভাবে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে পারেন। চেতনের

শ্রীশ্রীচৈতন্যের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রচার করা। তাঁহাকে মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেন আসিয়া তাহাতে কুনাট্য বিস্তার করিবে? শ্রীধাম মায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রবণে ও কীর্ত্তনে যাহার উল্লাস নাই, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত বা অসদ্ভূত হইয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য। গৌরভক্তগণ তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা থাকিলেই শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া জীবকে তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রকটিত মহান্ত-গুরু-পাদপদ্মে নীত হইবার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। জীব সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে উপদিষ্ট ভজন-মুদ্রা অবলম্বন করিয়া অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে ভগবদুপলব্ধি লাভ করিতে থাকেন। ভগবদুপলব্ধি কোন মনের খেয়ালের বিষয় নহে যে, কৃষ্ণেতর বিষয়-কার্য্যে প্রমত্ত থাকিয়া গুরুপাদাশ্রয়ের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহা পাওয়া যাইবে। বহির্ম্মুখ জন যাহাদের সঙ্গে থাকার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল থাকে, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভজন-চিন্তারঞ্জন কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ভক্তি, পরেশানুভূতি ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি—এই তিনটী বস্তুর যুগপৎ অবস্থান থাকিলে তিনিই ভক্ত। জড়বিষয়াসক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রাখিয়া কৃষ্ণাসক্ত হইতে যাওয়াকে কপটতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য একান্ত বাসনা জাগিলে যে সকল অনর্থ আসিয়া সাধককে উৎপীড়ন করে, কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাহা দূর করিয়া সাধককে তাঁহার পদান্তিকে টানিয়া লইতে থাকেন। "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হইতে।" "কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" আমাদের দিক্ হইতে কৃষ্ণকে পাইবার কোন চেষ্টা লক্ষিত হইবে না, অথচ 'কৃষ্ণকে পাইলাম না' বলিয়া দুঃখপ্রকাশ কেবল আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছেন, আমরা একবার চাহিলেই হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল পর-ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া কেহ কোন লাভ কি হইবে বুঝা যায় না। বৈষ্ণবনিন্দা-দ্বারা পরচর্চ্চা হয়। তাদৃশ "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।"

পরিশেষে বক্তব্য এই—আমরা অন-জ্ঞান বাক্যে বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও শিক্ষিত বলিয়া জানি। তিনি যদি মাৎসর্য্যভাব ছাড়িয়া শ্রীধাম-মায়াপুরবাসিগণের বিচার তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত কুধারণা অচিরেই অপসারিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 'নবদ্বীপ' অতঃপর আর বৈষ্ণবনিন্দার প্রশ্রয় দিয়া নদীয়াপ্রকাশের বিরাগভাজন হইবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বহু সম্ভবান্তে সুদুর্লভ মানব জীবন পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ জীবের কার্য্য।

নবদ্বীপের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বুঝিলাম না' শীর্ষক প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয়ের ৭ম খণ্ড ৩৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বুঝিয়াও বুঝিব না' শীর্ষক প্রবন্ধটী আলোচ্য।

নির্জ্জলৈকাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ,)

শ্রীল পাণ্ডবজ্যেষ্ঠের প্রাপ্তে সুপ্রীত বাসুদেব শ্রীবেদব্যাস-মুখে জ্যৈষ্ঠীয়া শুক্লা একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণার্থ প্রেরণ করিলে তিনি অতীব বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পরমপূজ্যচরণ দ্বৈপায়ন। আমি মানবধর্ম্মাদি শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম যথাযথ কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব বলিলেন—তুমি বৈদিক মানবধর্ম্ম শ্রুত হইয়াছ, কিন্তু কলিযুগে নানা বিঘ্ন-হেতু ঐগুলির পালন একান্ত অসম্ভব। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা সুখোপায়, অল্পব্যয়, ঈষৎ ক্লেশ, মহাফল এই ব্রতের কথা বলিতেছি, ইহা সমুদয় পুরাণের সারভূত। উভয় পক্ষের একাদশীতেই আহার বর্জ্জন করিবে। দ্বাদশী তিথিতে পবিত্র হইয়া পুষ্পাদি দ্বারা কেশবার্চ্চন সমাপনান্তে অগ্রে বিপ্রগণের ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। হে পুরুষর্ষভ, জননমরণাশৌচেও একাদশীতে ভোজন করিবে না। অতএব উৎকৃষ্ট গতি-লাভেচ্ছু মানব নিঃসন্দেহে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এই ব্রত-পালন করিবে। পাপিষ্ঠ, দুরাচার অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণও একাদশীর পালনে কদাপি যমমন্দিরে প্রবেশ করিবে না।

মহাদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-মুখে এই বাক্য শ্রবণান্তর মহাবাহু ভীমসেন অশ্বত্থপত্রবৎ কম্পমান-কলেবরে সেই গুরুর প্রতি বলিতে লাগিলেন, হে বিশালমতে পিতামহ, মদীয় জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, জননী কুন্তী, দ্রুপদতনয়া, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহারা কদাপি একাদশীতে ভোজন করেন না। আমাকেও একাদশীতে ভোজন-বিষয়ে সতত নিষেধ করেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমার বুভুক্ষা অতীব দুঃসহ্য, অতএব একবর্ষে যেরূপ পুণ্য হয় বিধিবৎ দানাদি সমাচরণ করিব।

শ্রীভীমসেনের এতদ্বাক্য শ্রবণান্তে ব্যাসদেব বলিলেন—যদি স্বর্গে তোমার অভিলাষ থাকে এবং নরক অপ্রিয় বোধ কর, তবে উভয়পক্ষের একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিও না।

তখন ভীমসেন প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে পিতামহ! আপনার সমক্ষে বলিতে কি, আমি একবার মাত্র ভোজন করিয়াও ক্ষুধা-সহনে সমর্থ নহি, উপবাসের কথা কি? আমার উদরস্থ বৃক নামক বহ্নি সমদ্যুতি-ক্রমে ভোজনহেতু উপশমিত হইয়া যায়। যাহা হউক আমি একটী মাত্র উপবাস পালনে সমর্থ হইতে পারি। অতএব এমত অবস্থায় যাহাতে স্বর্গ-গমন রূপ কল্যাণ-লাভ করিতে পারি, তাহা নিশ্চিতরূপে উপদেশ করুন।

শ্রীব্যাস বলিলেন—হে পাণ্ডব! ভাস্কর বৃষরাশিস্থ কদাপি বা মিথুনস্থ হইলে, জ্যৈষ্ঠীয়া শুক্লা একাদশী তিথিতে যত্ন সহকারে নির্জ্জলোপবাস পালন করিবে। কেবল গণ্ডুষ ও আচমন ব্যতীত অন্যত্র উদক বর্জ্জন করিবে, অন্যথায় ব্রতভঙ্গ হইবে। উদয় কাল হইতে পুনর্ব্বার উদয়কাল পর্য্যন্ত অহোরাত্র সময় জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলে মানব অযত্নেই দ্বাদশ দ্বাদশীব্রতের ফললাভ করিয়া থাকে। অনন্তর দ্বাদশীর প্রভাতে স্নানান্তে দ্বিজাতি-গণকে জল ও সুবর্ণাদি দান করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিবে। হে ভীম!—এই প্রকারে সম্বৎসর মধ্যে যাবতীয় একাদশীর ফল লভ্য হইবে। শঙ্খ, চক্র, গদাদি-পরিশোভিত কেশব স্বয়ংই আমাকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে—নরমাত্রেই সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করিয়া একাদশীতে নিরাহার ব্রত পালনে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কলিযুগে দ্রব্যশুদ্ধির অভাবে স্মার্ত্ত সংস্কার নাই, আবার দুষ্ট কলিযুগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব হে বায়ুপুত্র! অধিক বক্তব্য কি? জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের একাদশীতে জলবর্জ্জিত উপবাসের দ্বারা পূর্ণ বৎসরমধ্যে সমস্ত একাদশীর পুণ্য সঞ্চিত হইবে। ইনি ধন, ধান্য, পুত্র, আরোগ্য, মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে সংশয়-লেশ নাই। ব্রতী নরের নিকটে ভয়ঙ্কর পাশহস্ত মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ যমদূতগণ অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু অন্তকালে পীতাম্বরধারী, সৌম্যমূর্ত্তি, চক্রহস্ত, মনোগতি বিষ্ণুদূতগণ সেই বৈষ্ণবকে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী-মধ্যে সাদরে গ্রহণ করেন। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে উদক বর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ একাদশী পালন করিবা জল ও ধেনু দান দ্বারা সমগ্র পাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। নর বা নারীর অর্জ্জিত মেরুতুল্য পাপপুঞ্জ একাদশীর প্রভাবে ভস্মীভূত হইয়া যায়। জলধেনু প্রদানে অসমর্থ ব্যক্তি সকাঞ্চন বস্ত্রযুক্ত ঘট প্রদান করিবে। মানব ঐ তিথিতে স্নান, দান, জপ বা হোমাদি যাহা করিবে, তাহার অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইবে। নির্জ্জলৈকাদশী ব্যতীত অন্যধর্ম্মার্জ্জনের প্রয়োজন কি? বিধিবৎ ইহার উপবাস দ্বারাই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইবে।

একাদশী দিনে অন্নভোজী মানব পাপই ভোজন করে, ইহলোকে চণ্ডালই প্রাপ্ত করিয়া মরণান্তে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহা, মদ্যপায়ী, চৌর, গুরুদ্বেষী, মিথ্যাবাদী ব্যক্তিগণও একাদশীর উপবাসে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হয়। হে কৌন্তেয়! বিশেষতঃ নির্জ্জলৈকাদশী দিনে নরনারীগণের কর্ত্তব্য শ্রবণ কর। শ্রদ্ধার সহিত জলশায়ী কেশবের পূজাবিধান পূর্ব্বক সদক্ষিণ জল-ধেনু অথবা ঘৃতধেনু নানাবিধ মিষ্টান্নের সহিত দান করিবে। বিপ্রগণকে সর্ব্ব-প্রযত্নে তুষ্ট করিবে, তাঁহারা তুষ্ট হইলে শ্রীহরি মোক্ষ দান করিবেন। ইহাতে অবহেলা-কারিগণ নিশ্চয়ই পাপাত্মা, দুরাচার ও আত্মদ্রোহী হইয়া থাকে। ব্রতী নর অতীত ও আগামী শতপুরুষ বাসুদেবের নিলয়ে প্রেরণ করে। উপবাসী ব্যক্তিগণ শান্ত, দান্ত, দানশীল, বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ মানবদিগের সহিত রাত্রি জাগরণ করিবে। নির্জ্জলাদিনে অন্ন, বস্ত্র, ধেনু, জল, শয্যা, আসন, কমণ্ডলু ও ছত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। সুপাত্রে পাদুকাদানে সুবর্ণ-ময় যানারোহণে স্বর্গলোকে গমন পূর্ব্বক পূজা পাইবেন। এই মাহাত্ম্যের শ্রোতা ও কীর্ত্তনকারী উভয়েই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যাতে দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা লভ্য সমুদয় ফল শ্রোতা প্রাপ্ত হয়েন।

দশমীদিনে দন্তধাবন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিবে—আমি একাদশীতে নিরাহার ও আচমন ব্যতীত জলবর্জ্জিত থাকিয়া কেশবের প্রীতি-হেতু ব্রতাচরণ করিব। দ্বাদশী দিনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা শ্রীত্রিবিক্রমদেবের অর্চ্চন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন—দেবদেব, হৃষীকেশ, সংসারার্ণব-তারণ! এই জলকুম্ভ প্রদান-হেতু আমাকে শ্রেষ্ঠা গতি প্রদান করুন।

হে, ভীম! জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লৈকাদশীতে নির্জ্জল ভাবে উপবাস করিয়া মানব শ্রেষ্ঠ বিপ্রদিগকে জলকুম্ভ দান পূর্ব্বক বিষ্ণু নিকটে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি পাপনাশিনী এই দ্বাদশী পালন করে, সে সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া নিরাময় লোক লাভ করে। [illegible] পাণ্ডব ভীমসেন ঐ একাদশী [illegible] [illegible]

স্বরূপ নির্ণয়ে অদ্বৈতমতের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা বেদান্তসূত্রের 'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪) সূত্রে জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম, একথা আমরা জানিতে পারি। অদ্বিতোপহি তার্কিকগণ 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং' এই শ্রুতিবাক্যের নিরপেক্ষতাগত প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া যদপি উক্ত শ্রুতিবাক্যে অজহৎ বৃত্তি কল্পনা করত অর্থবিপর্য্যয় করেন, সেইজন্য পরমকরুণ ভগবান্ ব্যাসদেব স্বীয় বেদান্তসূত্রে ঐ শ্রুতির বাস্তব অর্থ কি তাহা আলোচনা পূর্ব্বক সূত্রাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মোহগ্রস্ত মায়াবাদী ব্রহ্মসূত্রের দোহাই দিয়া তাঁহাদের স্ব-কপোলকল্পিত মায়াকলুষিত দুষ্ট মতবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক সভ্য আস্তিক সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইহারা 'বাচারম্ভণ' এই শ্রুতি সম্বন্ধে বলেন যে, মৃত্তিকাই সত্য—ইহাতে যে নিশ্চয়াত্মক 'এব' শব্দ আছে, তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য—কার্য্যরূপ মৃন্ময়ঘটশরাবাদি মিথ্যা সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র কারণস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, কার্য্যরূপ জগৎ মিথ্যা।

কপটাচারী লৌকিকযুক্তিসকল আস্তিকরূপ ভণ্ড মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে শ্রান্ত সম্মানকারী শ্রৌতপন্থী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্বীয়যুক্তিতে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-পক্ষনির্ণয়ে যে বেদানুগতত্ব প্রদর্শনের ছলনা করিয়াছেন, তাহা অতঃপর আলোচিত হইতেছে।

মায়াবাদী বলিতেছেন যে, যদি কেহ এরূপ বলেন যে সূত্রে অনন্যত্ব এবং অভেদত্ব-বাচক শব্দ থাকায়, কারণকে সত্য বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু মৃত্তিকার ও ঘটাদিতে যেমন অভেদত্ব, বৃক্ষ নানা শাখা উপশাখায় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও যেমন একই বৃক্ষ থাকে, তদ্রূপ সূত্রের ঐ অভেদবাচক শব্দটিও কার্য্য ও কারণের একত্ব প্রতিপাদক—পূর্ব্বপক্ষকারীর একথা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তিহীন, কারণ জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যরূপ জগৎ কারণরূপ বৃক্ষের ন্যায় সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ সত্য নহে মিথ্যা, কার্য্যরূপ জগৎকে সত্য বলিলে শ্রুতির বিজ্ঞানাত্মক শ্রুতির বিরোধাচরণ করা হইবে, অধিকন্তু ছান্দোগ্যোক্ত যে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং' ইত্যাদি বাক্যে যে একমাত্র পরমকারণ ব্রহ্মকেই সত্য বলা হইয়াছে, ইহার সহিতও কোন সঙ্গতি হয় না, সুতরাং পূর্ব্বশ্রুতির মৃত্তিকেত্যেব সত্যং বাক্যের কারণরূপ ব্রহ্মই সত্য এবং কার্য্যরূপ জগৎ অস্তিত্বহীন ও মিথ্যা এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে।

[illegible] নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে?

আচ্ছা, এক্ষণে মায়াবাদী যে শ্রুতিবাক্যে নির্ভর করিয়া জগৎরূপ কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিটি অতঃপর বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

উক্ত শ্রুতিটি এই:—

'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং।
স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥"

এস্থলে মাক্তশক্তিকার বলেন, মায়াবাদিগণ 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যং' শ্রুতির এই শেষাংশের সত্যং শব্দটিকে যে মৃত্তিকা শব্দের বিশেষণরূপে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ সত্যং শব্দ মৃত্তিকা শব্দের বিশেষণ হইলে উহা ক্লীবলিঙ্গ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইত এবং ইতি শব্দেরও ব্যবধান থাকিত না, এবং যদি তাহা হইত, তাহা হইলে উক্ত বাক্যাংশের মৃত্তিকৈব সত্যা এই প্রকার রূপ হইত অতএব সত্যং শব্দ যখন ক্লীবলিঙ্গ, তখন উহা উক্ত শ্রুতির প্রথমাংশে যে মৃন্ময় শব্দ আছে, তাহারই বিশেষণ—তাহাতে শ্রুতির অর্থ হইতেছে যে—ঘটাদি সমস্ত কার্য্য মৃত্তিকারূপ বা মৃদভিন্ন এই হেতু কার্য্য সত্য, মিথ্যা নহে, সুতরাং জগৎরূপ কার্য্য ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন না হওয়ায় এবং ব্রহ্মই তাহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হওয়ায় ব্রহ্মাংশত্ববশতঃ তাহা সত্য, মিথ্যা নহে।

পূর্ব্বশ্রুতির মায়াবাদসম্মত অর্থগ্রহণ করিলে, শ্রুতি যে একের বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা রক্ষিত হয় না। যেমন কারণরূপ সুবর্ণের জ্ঞান হইলেই কার্য্যরূপ কুণ্ডল বলয়াদির সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাহারা যে সুবর্ণাত্মক তাহা জানিতে পারা যায়, সেইরূপ একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমকারণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই কার্য্যরূপ জগতের জ্ঞান, অর্থাৎ জগৎ যে ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মেরই শক্তিপরিণতি এই উপলব্ধি হয়, কিন্তু মায়াবাদী বলেন যে সত্যজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বেদ যেখানে একের বিজ্ঞানে সর্ব্বের বিজ্ঞান হয় বলিয়াছেন, ইহারা সেখানে একের বিজ্ঞানে সর্ব্বের অবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে যান, অথচ ইহারা আপনাদিগকে বেদানুগ বলিয়া পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা করেন।

আচ্ছা, তোমরা যে ব্রহ্মরূপ-কারণকে সত্য এবং জগৎরূপ-কার্য্যকে মিথ্যা বলিতেছ, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সেই কারণরূপ ব্রহ্ম কিসের কারণ, বলিতে পার? তিনি কি আকাশকুসুমের কারণ? অথবা কার্য্যাভাবের বা জগদভাবের কারণ? আর যদি ব্রহ্ম কিছুরই কারণ নয় বল, হে বেদানুগক্রবগণ, তাহা হইলে,

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'
'স আত্মানং স্বয়মকুরুত'
"জন্মাদ্যস্য যতঃ"
'পিতাহমস্য জগতঃ'

প্রভৃতি শ্রুতি, স্মৃতি, বেদান্ত যে সমস্বরে ব্রহ্মকে জগৎরূপ কার্য্যের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার কি হইবে? হে মায়াবাদিন্! তোমাদের সাধ্য কি যে ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রের মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিগত অর্থদ্বারা কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পার? কেবল কি কল্পনা ও লৌকিক যুক্তিবলেই জিতিয়া যাইবে! ভাল, তোমার যুক্তির বিচারই করা যাইতেছে।

মায়াবাদী যে অবিদ্যাবশতঃ জগৎ স্বরূপতঃ না থাকা সত্ত্বেও আছে বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়াছেন, আচ্ছা তাহা হইলে ত' উক্ত অবিদ্যা বশতঃই ব্রহ্ম না থাকা সত্ত্বেও আছে বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। অবিদ্যারূপ কারণদোষ যদি জগৎজ্ঞান সম্বন্ধে হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই কারণদোষ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও হইতে পারে। এইরূপে ইহারা নিজ যুক্তি দ্বারা স্ব-মতই খণ্ডন করিয়াছেন। আরও শিষ্যগণকে অবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা বা মায়া সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তাহা অনির্ব্বাচ্য,—আচ্ছা, যে অবিদ্যা বা মায়া অনির্ব্বাচ্য, তাহার পরিচয় আচার্য্য শিষ্যকে কি প্রকারে দেন? অনির্ব্বাচ্য বলিলে তো কেহই বুঝিতে পারে না, আর না বুঝিলেও ব্যবহার চলে না, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও জগতের অসত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণদ্বারাও জগতের অনস্তিত্ব প্রতিপাদন যে কোন প্রকারেই হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' 'তত্তু সমন্বয়াৎ' 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' প্রভৃতি সূত্রে সদ্রূপ চিদ্রূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই জগৎ কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন অন্ধকারস্থলে রজ্জু দর্শন করিয়া লোকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, পরে আলোক সাহায্যে ইহাকে রজ্জু বলিয়া অবধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম দর্শন হইলে জগৎকে আর ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টবস্তু মিথ্যা নহে, তাহাকে রজ্জু হইতে ভিন্ন সর্প জ্ঞানই মিথ্যা, তাহা রজ্জু জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ দৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নহে, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে যে বোধ তাহাই মিথ্যা, তবে যে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে দেখা যায়, তাহা কেবল জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে, কারণ বদ্ধাবস্থায় জীব জগৎকে যে প্রকারে দর্শন করেন সে দর্শন সত্য নহে। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় জীব কর্ত্তৃত্বাভিমানে মত্ত হইয়া, জগৎকে ব্রহ্মাত্মক দেখিবার পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নিজের ভোগ-ভূমিকা বলিয়া বোধ করেন, বদ্ধজীবের এই ভ্রম নিরসনের জন্যই শাস্ত্রে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা জগতের স্বরূপতঃ অনস্তিত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশে কথিত হয় নাই, যদি তাহা হইত তাহা হইলে শ্রুতিতে সুবর্ণ ও কুণ্ডল বলয়াদির অথবা মৃত্তিকা ও ঘট শরাবাদির যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়া পড়ে। আত্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎ বা ভগবদ্ভক্তগণ জগৎকে কিরূপে দর্শন করেন, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাভাগবতের জগৎ-দর্শন প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।" যাহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥" স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ যে কৃষ্ণেরই বিলাস-ভূমিকা বা সেবোপকরণ, এই যে উপলব্ধি ইহাই জগৎ সম্বন্ধে সত্য-জ্ঞান—ইহা ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই মিথ্যা পরন্তু জগৎ মিথ্যা নহে—ব্রহ্ম যখন বাস্তব সত্য বস্তু তখন তাঁহার আশ্রিত জগৎও সত্য; সত্য কখনও মিথ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না—বা মিথ্যার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। যাঁহার নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই সত্য—তখন তাহা হইতে পরিণত জগৎও যে সত্য, তাহা বলা বাহুল্য,—অতএব মায়া-মোহিত মায়াবাদীর জগন্মিথ্যাত্বের কল্পনা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন, যুক্তি-রহিত ও অবৈদিক মনোবিকার মাত্র তাহা স্পষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইল।

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী দিবসে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈতভবন ও শ্রীযোগ-পীঠের ভক্তগণ এবং পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের প্রায় সকলেই উপবাসী থাকিয়া ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের গুণগান শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সন্ধ্যায় শ্রীনৃসিংহমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীভগবানের হিরণ্যকশিপু বধলীলা পাঠ হয়, পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

• ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য।

ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷৷
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	৷৷
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৪৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৷০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬৷৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	৩৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷০
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/4/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় তত্ত্ববৈষ্ণবধর্মের জন্য এমন সমাদরণীয় গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

[illegible]

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] ও রক্ষিত, প্রাকৃত-সহজিয়ার দল সমাজকে অসত্যে ও অন্যায়ে সত্যে পরিণত করিবার জন্য যে কত চেষ্টাই করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষিত ভদ্রসমাজের নিকট বলিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকায় তাহারা সাধুর বেষ ধরিয়া তাঁহাদের নিকট অবাধে যাতায়াত করিতেছে এবং 'কতই না ভজনানন্দী সাধু' এইভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবার চেষ্টায় আছে। যাঁহারা অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে অত্যন্ত অধিক ব্যস্ত থাকা নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিশেষ সন্ধান রাখিতে পারেন না, অথচ ধর্ম্মপ্রাণ-প্রকৃতির ভদ্রলোক, তাঁহারা ভণ্ড সাধুদের তাৎকালিক ভাব-প্রবণতা দেখিয়া ভুলিয়া যান এবং ক্রমে সেই ভ্রান্তি তাঁহাদের হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইয়া বসে যে, শেষে নিজেরাও ভণ্ডামি করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা আছে, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কাহাকে কেমন করিয়া বশ করিতে পারিবে, তাহা উত্তমরূপে জানিয়া রাখে এবং সময় বুঝিয়া তাঁহাদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লয়। শিক্ষিত ও [illegible] সমাজকে আমরা এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষরূপে অনুসন্ধিৎসু হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি সত্য কথাই বলিতে হয়,— তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বলিব, [illegible] তাঁহাদেরই অবিমৃষ্যকারিতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তি ব্যাপারটি যেন অধুনা অপদার্থ [illegible] [illegible] প্রধান জীবনোপায়-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভক্তি ব্যাপারটি কি এতই অবহেলার বস্তু? ভক্তির অপর একটী নাম—অধোক্ষজ দর্শন। জড়-দর্শন-বিদ্যায় মানুষ কতই না কেন পাণ্ডিত্য লাভ করুন, যতই না কেন তিনি মেধাবী বলিয়া নিজে নিজে গর্ব্বানুভব করুন, অধোক্ষজ বস্তু ভগবৎকৃপা ব্যতীত সেই অধোক্ষজ-দর্শনের কোন কথাই তিনি জানিতে সমর্থ নহেন। শিক্ষিত সমাজ ভক্তিতত্ত্বকে মূর্খ অলস লোকের আলোচ্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য না করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে তাহা আলোচনা করিবার জন্য যত্ন করুন, দেখিবেন, মহাপ্রভু কত বড় একটি উন্নত দর্শন মানবজাতির আলোচ্য করাইবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর কতকগুলি মূর্খ কামুক লোক তাহার কিরূপে বিপরীতার্থ করিয়া জগৎকে কি ভয়ঙ্কর ব্যভিচারময় করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] নিরপেক্ষ জগতে দার্শনিক বলিয়া গণ্য হইবেন তখন, যখন তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট অধোক্ষজদর্শন শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত সুষ্ঠুরূপে শ্রুত, পঠিত ও বিচারিত হইলেই ধর্ম্মধ্বজিগণের কপটতা ধরা পড়িবে—জগৎ আর ব্যভিচারের রঙ্গভূমি থাকিবে না। শিক্ষিত সমাজ "বিদ্যা ভাগবতাবধি", "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥", "পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি লভিবারে। তা' যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥", "যে বিদ্বে বেদিতব্যে পরা চাপরা চ। যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা চ পরা" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভুর কথা আলোচনা-দ্বারা বিদ্যা-শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করুন এবং ধর্ম্মজগৎ হইতে ধার্ম্মিকক্রব কপটিগণের তাণ্ডবনৃত্য যাহাতে একেবারে অদৃশ্য হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হউন। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 'ভক্ত' বলিবার পরিবর্ত্তে ত্রিদণ্ডী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা করুন, তৎপরে গুরূপদিষ্ট মত ভক্তি ও ভক্তের বিচার-পরায়ণ হইবেন। তাহা না হইলে ভক্তকে অভক্ত বা অভক্তকে ভক্ত বলিয়া ভক্তের মর্য্যাদা হানি করা হইবে—ভক্তচরণে অপরাধ সঞ্চিত হইবে। বহিঃপ্রকাশিত পুলকাদিই ভক্তির বিদ্যমানতা-জ্ঞাপক নহে। আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির যথার্থ-লক্ষণ।

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ১১ই মে ২৮শে বৈশাখ শনিবার দিবস দৈনিক বসুমতীতে ১১ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সভার এক অধিবেশনের সংবাদ দেখিতে পাই। ঐ সভাতে সিদ্ধ (?) ব্রজমোহন দাস বাবাজী ও বিজয় বিহারী গোস্বামী-ভাগবতভূষণ মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতার বিষয় প্রচারিত থাকার বিশেষ আগ্রহভরে আমি কয়েকজন সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—সভাস্থলটী পি, নন্দী ডাক্তারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ডিস্পেন্সারী, তথায় মাত্র দুই তিন খানি চেয়ার আছে ও তিন চারিটী ছোক্‌রা কীর্ত্তন করিতেছে সভার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, বক্তা ও পাঠক উভয়েই অসমর্থতাবশতঃ সভাস্থলে আসিতে পারেন নাই [illegible] করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া নাম জাহির করা এবং অনর্থক ভদ্রলোকদিগকে কষ্ট দেওয়া কি তাঁহাদের ন্যায় সভাসেবী সিদ্ধ বাবাজী (?) ও গোস্বামীর (?) ভদ্রতা এ সভ্যতার পরিচয়?—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

[সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া একটি অতি সামান্য নগণ্য ব্যাপারকে প্রকাণ্ড বলিয়া লোকসমক্ষে প্রচার করা প্রতিষ্ঠাশা চরিতার্থের আজকালকার একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছে। কাগজে কলমে সিদ্ধ বা গোস্বামী হইলেই কি আর সিদ্ধ বা গোস্বামী হওয়া যায়? তবে পরদারহরণ, পরদ্রব্যাপহরণ, প্রতারণা প্রভৃতি কার্য্যে সিদ্ধ হওয়া বা হৃষীকেশের তর্পণপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোগণের স্বামীর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-রত হইয়া গোস্বামিত্ব করা কিছু অস্বাভাবিক কার্য্য নহে এবং তাদৃশ সিদ্ধ বা গোস্বামী হইবার পক্ষে আমাদের, জীবের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশের কিছু থাকিলেও আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু 'সিদ্ধ' ও 'গোস্বামী' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও প্রসিদ্ধার্থের বিপর্য্যয় লক্ষিত হওয়াই আমাদের সহানুভূতিপ্রসূত্র প্রতিবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। শাস্ত্রীয় সদাচার ও মহাজন-প্রদর্শিত আদর্শ মর্য্যাদালঙ্ঘন বা শ্রীবিগ্রহ-শ্রীমদ্ভাগবত-নাম মন্ত্র ব্যবসায় দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ ও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ যদি সিদ্ধ বা গোস্বামীর লক্ষণ হয়, তাহা হইলে কোন্ সত্যানুরাগী সজ্জন তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন? আমরা জানি— তত্ত্ববিজ্ঞ মহাজনগণের স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী প্রাপ্য 'সিদ্ধ', 'গোস্বামী', 'বাবাজী', 'বৈরাগী', 'পরমহংস', 'মহাত্মা', 'আচার্য্য', প্রভৃতি সম্মান সূচক উপাধিগুলি অপাত্রে ন্যস্ত হইতে দেখিয়াও যাহাদের হৃদয় একটুও বিচলিত না হয়, তাঁহারা প্রকৃত মহাজনগণকে উপহাসই করিয়া থাকেন। যাহাদের সামান্য নৈতিক জীবনেরও অভাব, তাহারা কোন্ সাহসে আপনাদিগকে 'সিদ্ধ', 'গোস্বামী', 'ভাগবতভূষণ' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হয়, আর কোন্ সাধুবুদ্ধিবলে জগৎ অন্তরীক্ষে তাহার অনুমোদন করিতে চাহেন, তাহা আমরা ধারণাই করিয়া উঠিতে পারি না। সিদ্ধ-গোস্বামিব্রুবগণের অনক্ষতৃতীয়াদি পুষ্পকে জ্ঞানকর্ম্মাদির সহিত সভাসমিতি [illegible] করিয়া [illegible] কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ না করিয়া [illegible] সম্বন্ধে ব্যস্ত হওয়া ব্যতীত আর কি কার্য্য থাকিতে পারে! সুতরাং উহাদের নিকট প্রতারিত হইতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিশেষতঃ শাস্ত্র,—বেদোপজীবী, [illegible] আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারী অবৈষ্ণবের মুখোদ্‌গীর্ণ হরিকথাও শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।"

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

সাধুরা মহাপ্রভুর আদর্শে লোককে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আহ্বান করেন, তাঁহারা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী না হইলেও লোকে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠা দেয় দেখিয়া অসাধুরা সাধুর অনুকরণে সংবাদপত্রাদির সাহায্যে নিজেদের নাম জাহির করিয়া কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের সুযোগ করিয়া লয়। উহাদের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দর্শনে যেন ভুলিয়া শিক্ষিত সমাজ আর প্রতারিত না হন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। [illegible] গণও যাহারা হইতে চাহিলে যেন, [illegible] বাৎসল্য-মূলে [illegible] ও [illegible]

...ছাড়িয়া দাড়ান হয়েন। ... কর্তব্য বক্তা গোপন পূর্বক শ্রোতা, উভয়-পক্ষের চেষ্টা বিষয়কন্টু ভগবানের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

"মনের কথা ... ছাড়ানে কাঁদি
কেমনে দিবে।
শঠ হ'লে তোমারি শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥"

কোন স্থলে বক্তৃতা, ভাগবত পাঠ বা কীর্তন প্রভৃতি হইতেছে শুনিয়াই লাফাইয়া উঠা কর্তব্য নহে; কে বক্তা, পাঠক বা কীর্তনীয়া—পূর্বেই উহার অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। যাঁহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রতাৎপর্য আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের কোন কথাই শ্রোতা সাত্বিকগণের শ্রবণ করা কর্তব্য নহে, তাতে বিপরীত ফলিয়া থাকে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপ্রিয় ব্যবসায়ীর কথক, পাঠক, বক্তা, কীর্তনীয়ার মুখে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে মায়াবাদময় কীর্তন ছাড়া অন্য কোন কীর্তন শুনিতে পারে না।

"অপরাধ্ ফলে তাই 'নাম' আদি
বাহিরায়।
নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
শুনি ভক্তিবে ... সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-নির্মলগতি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"
—সঃ প্রঃ সাঃ]

ভক্তির স্বরূপ বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সাক্ষাৎকার লাভের ভক্তিই একমাত্র উপায়। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সম্প্রদায় ত্রিগুণান্তর্গত, সুতরাং তত্ত্বৎসাধনপ্রণালী দ্বারা গুণাতীত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর সম্যগনুভূতি লাভ সম্ভবপর নহে। অনুভূতির তারতম্যে সেই অদ্বয়বস্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে অনুভব করেন, কিন্তু নির্গুণ ভক্তের বিশুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত গুণরহিত নির্গুণ পরতত্ত্ববস্তু ষড়ৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ শ্রীভগবানরূপে প্রতীত হয়েন।

ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত অপ্রাকৃত লোচনেই যে ভগবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথা—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" 'ভক্ত্যা মামাভিজানাতি।' এরূপ বাক্যই ইহার প্রমাণ। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ভক্তই যে দেখিতে সমর্থ, তাহা শ্রুতিবাক্য দ্বারাও প্রমাণ পাইতেছে। যথা—

"সচ্চিদানন্দরূপায় ... নির্বিকারম্।
ভক্ত্যাহং সচ্চিদানন্দং তত্ত্বতো জানাতি
... চাব্যয়ম্।"
(বাসুদেব উপনিষদ)

মাঠর শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যথা—
"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং
দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী॥"

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে আনয়ন করিয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করায়। শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে:—

'বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।' অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ ঘন শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত।

অতঃপর ভক্তি কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ কি, এতদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

শাণ্ডিল্য সূত্রকার ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি শব্দে সংজ্ঞিত করিয়াছেন, যথা—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। টীকাকার স্বপ্নেশ্বর সূত্রের অনুরক্তি শব্দের অর্থ করিয়াছেন, অনু—পশ্চাৎ, রক্তি—আসক্তি, অর্থাৎ সাধুমুখে শ্রীভগবানের রূপগুণাদির মহিমা শ্রবণান্তে তাঁহার প্রতি যে রতি বা আসক্তির উদয় হয়, তাহাই ভক্তি শব্দবাচ্য।

শ্রীনারদভক্তিসূত্রে কথিত হইয়াছে যথা—

'সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা', 'সা তু কর্মজ্ঞান যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা' অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরমা প্রীতিই ভক্তি, এই ভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে অধিক।

ভক্তিরসায়ন নামক গ্রন্থে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন যে, যাঁহার চিত্ত ভগবদ্‌গুণাদিতে দ্রবীভূত হইয়াছে, তাঁহার মনোবৃত্তি যখন ধারাবাহিকতা লাভ করিয়া ভগবদ্বিষয়ে একাগ্র হয়, তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥
(ভাঃ ৩।২৫।৩২)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান-ক্রমে শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি শ্রীভগবানে অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি, উহা মুক্তি হইতেও গরীয়সী।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের অনুবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—একমনাঃ ... প্রবৃত্তিমাত্রানুকূলকো জ্ঞানবিশেষঃ।

শ্রীল জীবপাদ ষটসন্দর্ভোক্ত শ্রীতি সন্দর্ভে এই ভক্তিকে প্রীতি বলিয়াই আভিহিত করিয়াছেন, যথা—ইয়মেব ভগবৎ শ্রীতির্ভক্তিশব্দেনাপ্যুচ্যতে—পরমেশ্বর-বিষয়াৎ।"

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্ন শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে, যথা—

'সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

সর্ববিধ স্বার্থাভিসন্ধিময় উপাধিবিবর্জিত এবং শ্রীভগবৎপরায়ণতায় নির্মল ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবাই ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

উত্তমাভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই। যথা—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ ত্রিগুণান্তর্গত জ্ঞানকর্মাদিরূপ কৈতবাবৃত নৈমিত্তিক ধর্মের দ্বারা অনাবৃত এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ।

ভজ্ ধাতু সেবা অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ভজ বিশ্রাণনে, বিশ্রাণনং দানম্, ভজ্ ধাতুর দান অর্থেও প্রয়োজন আছে। 'ভজ্ সেবায়াম্' এই ধাত্বর্থ হইতেই ভক্তি শব্দের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অনুশীলন শব্দটী শীল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, শীল ধাতু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়বিধ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কায়মনোবাক্যের চেষ্টাকেই প্রবৃত্তি বলা যায়। ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তগণের প্রবৃত্ত্যাত্মক যাবতীয় চেষ্টাসমূহকেই ভগবদনুশীলন বলা যায়।

আচার্য শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী ধ্রুবানুস্মৃতিকেই ভক্তি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে নিরন্তর জাগ্রত থাকাকেই ধ্রুবানুস্মৃতি বা ধ্যান বলে, ... অনুশীলন। যথা শ্রীভাষ্যে—...

"ধ্যানং চ—তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন স্মৃতি-সন্তান রূপম্—ধ্রুবানুস্মৃতিঃ ..."

... এবং স্মৃতি ... ধ্রুবানুস্মৃতিরের মুক্তি ... প্রতিপাদিত ... (ক্রমশঃ)

শব্দের ব্যবহার

(পণ্ডিত শ্রীনাথ ... গোস্বামী কাব্যতীর্থ)

এবার শ্রীব্যাসপূজার আবির্ভাব-বাসরে, "শব্দ" সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শব্দ সম্বন্ধে কি, সকলেই বিচার্য। "শব্দ" শব্দের

অর্থ নিরুক্তি-মন্ডিত ধ্বনি, আকাশের গুণ, শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, অর্থবোধক ধ্বনি, খ্যাতি, যশঃ প্রভৃতি অর্থ অভিধানিকগণের মধ্যে প্রকাশিত। আমরা দর্শন শাস্ত্রে আলোচনা করিলে জানিতে পারি আকাশ হইতে শব্দের উৎপত্তি। উহা আকাশের গুণ বা বিষয় যাহা কেবলমাত্র কর্ণমাত্রেই শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক প্রত্যেক দেবী যে ভূতের ও যে বিষয়োপাদানে গঠিত, সেই সেই ভূতের সেই সেই গুণ বা বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ। সুতরাং কর্ণেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দ-বিষয়ের গ্রাহক মাত্র।

ভূতমধ্যে আকাশ যেরূপ আদিভূত, গুণ ও বিষয়-মধ্যে শব্দই সেইরূপ আদি গুণ ও বিষয়। এই বিষয় গ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের আসনও দেহ মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত। বিশ্ববাসী সকলেই সতত শব্দের সাধনা করেন, কেহবা আলোর পথে ও কেহবা অন্ধকার পথে। এই শব্দই সুপ্তকে জাগ্রত করে, শব্দই সাধুকে অসাধু করে, অসাধুকে সাধু করে; শব্দই হাসায়, শব্দই কাঁদায়, শব্দই সংসারে শান্তি আনয়ন করে, শব্দই সংসারে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দেয়, শব্দই প্রেমের উৎপত্তি করে, শব্দই যাবতীয় গোলমাল থামাইয়া দেয়; শব্দই মরণোন্মুখ যোদ্ধমান সৈন্যদলকে পুনঃ-উত্তেজিত করে, শব্দই শির শোণিত উষ্ণ করে, শব্দই কাপুরুষকে মাতাইয়া আহবে দেয়, শব্দই দুর্বলকে সবল করে, শব্দ না করিতে পারে কি? শব্দই অনন্ত শক্তিযুক্ত।

ব্যবহারিক জগতে শব্দ ব্যবহারের উচ্চাবচ হিসাবে নানাবিধ আকার ধারণ করে। শব্দসমষ্টি-দ্বারা চরিত্র প্রকাশই যথার্থ চিত্রলিপি। যাঁহারা শব্দ-ভূতের বশীভূত হইয়া এবেন শব্দের অপব্যবহারে, কুচরিত্র চিত্রাঙ্কণ করেন, তাঁহারা শব্দের কেতি মর্যাদাই জানেন না।

শব্দ সাধনা দ্বারা, শব্দের মূল বস্তু (শব্দ-চৈতন্য বস্তু) সহ প্রত্যক্ষ (বিজ্ঞান) যোগে চৈতন্যের মূল সাধিক অর্থাৎ শাস্ত্র সুস্বাস্থ্য-শরীর—চৈতন্যসম্বলিত ... প্রত্যেক সেবা-নাম-রূপ-লীলা কীর্তিত না হইলে সেই, শব্দসমষ্টি "শব্দকাণ্ড" নামে অভিহিত হয়। অধুনা শব্দরাজ্যে শব্দচোরগণ এতদিন অজ্ঞান উপস্থিত করিতেছেন শব্দ-বস্তুটি মূর্তিমান চৈতন্যশক্তিযুক্ত, শব্দপ্রয়োগ দ্বারা যদি নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-ভোগময় চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ... প্রাপ্ত দ্বারা ... ভক্তির ... হইয়া যায়। ... ভোগময় ... আমরা ... শব্দবাদ ... বিরাজমান ... অনুভব করিয়া ... হইতে থাকে। ...

[illegible] প্রবেশ [illegible] সেই শব্দ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈকুণ্ঠ- [illegible]।

[illegible] বস্তু যদি বৈকুণ্ঠনাথ শিশু-সেবোপকরণ হয়, তবে [illegible] বৈকুণ্ঠ বস্তু।

আমাদের স্বতন্ত্রতা যেমন আমাদিগকে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা হইতে ছুটি করাইয়া এই [illegible] পাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই প্রকার [illegible] সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই [illegible] বৈকুণ্ঠনাথের সেবোপকরণ গুলি ভোগময় গণ্ডীতে ফেলিয়া অভিশাপ উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিষ্ণু সেবোপকরণগুলি যিনি যত বেশী নিজের সেবায় নিয়োগ করিতে পারেন, তিনি জাগতিক বিচারে তত বড় লোক হইয়াছে দেখিতেছি। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে অপরাপর বিষয়গুলির আলোচনা বাদ দেওয়া হইল। একমাত্র শব্দ বস্তুটীর আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অপরাপর প্রাণিগণের শব্দ ব্যবহারের সহিত মনুষ্য-জাতির শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কোথায়? শুধু আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে শব্দ-প্রয়োগে অপরাপর প্রাণি- [illegible] বাহিরে মনুষ্য জাতির পার্থক্য লক্ষিত হইলেও, সে পার্থক্য মনুষ্যোচিত নহে। মনুষ্য জাতি যাবতীয় শব্দ দ্বারা শব্দী বস্তুর (ভগবানের) সেবা করিয়াই—এইটীই একমাত্র শব্দ বা ভাষা প্রয়োগের সার্থকতা।—যিনি শব্দের—দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, তিনি জাগতিক সাধারণ মনুষ্যাতীত ও নিত্যকাল জগদ্‌বরেণ্য হইয়া থাকেন।

আমরা [illegible] অনেকেই অনেক সময় বলিয়া থাকি—"গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশের শব্দগুলি আমাদের বোধগম্য নহে।" তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, বহুকাল [illegible] [illegible], [illegible] জনিত [illegible] বৈষয়িক-ভোগময় [illegible]।

বাস্তব মনুষ্যজাতির পক্ষে ভাগবতীয় ভাষা বা শব্দ হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশের শব্দগুলি আমাদিগের নিকট কট মট বোধ হয়, মস্তিষ্কে স্থান পায় না। তাহার প্রমাণ কোন এক ব্যক্তি যদি শৈশবকাল হইতে স্বদেশবাসী। [illegible] বিদেশীর সহিত বহু দূরদেশে বাস করেন, তবে তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিগত [illegible] কলিকাতা [illegible]
পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] [illegible]
কলিকাতা ১৫নং গড়পাররোডস্থ "হরি-সভায়" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরি-সংকীর্ত্তন করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন গানে সভাস্থল সুপবিত্র হইয়াছিল।

পাঠের বিষয় ছিল—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দুই ভাইর কার্য্য"। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার-কার্য্য অন্যান্য অবতার এমন কি, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও সমধিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অন্যান্য অবতারে দুষ্কৃত দমনের জন্য ভগবানকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিনা অস্ত্রে কাহারও প্রাণে বধ না করিয়া পাষণ্ডী, পড়ুয়া, মায়াবাদী প্রভৃতি সকলকেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু-সেবক ছাড়া হইয়া কত লক্ষ [illegible] জন্মাবধি এই সংসার-বিদেশে, [illegible] সহিত বিদেশী ভাষায় অভ্যাস্থ [illegible] থাকায় স্বদেশের ভাষা ভাগবতের ভাষা তথা গৌড়ীয়ের নদীয়াপ্রকাশের ভাষা কট মট বোধ হইতেছে। অবশ্য স্বদেশবাসী বিষ্ণু-সেবকগণের নিকট স্বদেশী ভাষা শিক্ষায় রুচি হইলেই সুবিধা হইবে। নতুবা শব্দের অপব্যবহারে আজ জগৎ কোন্ দিকে প্রধাবিত? বাস্তব সেবা বস্তুর সেবা শব্দ-দ্বারা না হইয়া, দেহ-মনোধর্ম্মীদিগের কুচরিত্রে ইন্ধন যোগান শব্দের যথার্থ ব্যবহার নহে। যে শব্দ মন্ত্র, যে শব্দ শক্তিমান আচার্য্য—শব্দেরই প্রচারক, শব্দই বেদ, শব্দই ভাগবত, পুরাণ, শব্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণশিরোমণি, শব্দই আরাধ্য, শব্দই সাধ্য সাধন, শব্দ সর্ব্ব বিজ্ঞানের আকর, শব্দই সৃষ্টির আদি হইতে যুগান্তর আনয়ন করিতেছে। শব্দ বা মন্ত্র যাহার শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছায় যায়, সুতরাং শব্দের মর্য্যাদা সংরোপায়। এই শব্দ দ্বারা ভোগ বর্দ্ধন শুধুই অপরাধ। যিনি যত বড় শব্দ-সম্রাট হউন না কেন, তাঁহার শব্দ ভাণ্ডারের প্রত্যেকটী শব্দ যদি, বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত না হয়, কেবল জগজ্জনের মনোরঞ্জনে শব্দ যোজিত হয়, তবে তিনি শব্দ ব্যবহার কৃপণতা করিয়া নিজের ও জগতের অকল্যাণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, [illegible] [illegible] [illegible] ভক্ত-মনোধর্ম্মী [illegible] [illegible] শব্দের [illegible] অনবগত অহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দুই ভাইর কার্য্য,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তু-দান॥

সূর্য্যচন্দ্র যেরূপ বাহিরের অন্ধকার বিনাশ করিয়া বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ দুই ভাইর কার্য্য জীবের অজ্ঞান তমো নাশ করা। এই 'অজ্ঞান তমের' সংজ্ঞায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইতেছেন,—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই ভাই—সূর্য্যচন্দ্র স্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। উপর্য্যুক্ত পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব—চিৎস্বরূপ অণু। তাহার স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি। শুভকর্ম্ম (পুণ্য), অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি—সকল জীবের স্বধর্ম্ম-রূপে-প্রবেশ করিয়া তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অনুগত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। জীবগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেই রত ছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্ম দূরীকৃত করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং চতুর্থ 'পুরুষার্থকেই' তুচ্ছীকৃত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের (প্রেমের) শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন।

তত্ত্বস্তুর পরিচয়,—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ॥

তত্ত্ববস্তুর [illegible] কহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীসনাতন—শিক্ষায় সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব জানা [illegible] সম্বন্ধ কৃষ্ণ, অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেমরূপ। সেই অভিধেয়ই শ্রীনাম সংকীর্ত্তন [illegible] [illegible], [illegible] ব্যতীত কলিকালের জীবগণের আর অন্যগতি নাই।

পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে [illegible] তুলনা করিয়া পুনরপি তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible]-

[illegible] [illegible] [illegible]

সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

উল্লিখিত পদ্যগুলিতে এই বুঝা যায় যে, ভগবানের কৃপা পাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের আশ্রয়ই একমাত্র সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাঁহাদের কৃপা হইলে তাঁহারা দুই ভাগবত অর্থাৎ গ্রন্থভাগবত ও ভগবদ্ভক্ত এই দুই দ্বারে জীবগণকে ভক্তিরস প্রদান করিয়া তাহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন।

অতঃপর বক্তা দুই ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তনান্তে পাঠ সমাপ্ত করেন।

হাবড়া ১৭-৫-২৯

গত মঙ্গলবার তারিখে শ্রীশ্রীচৈতন্যদিব্যারণ্য পরমহংসমঠের ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible]-নন্দজী ও ত্রিদণ্ডী [illegible] এবং উক্তমঠের ভাগবত-পাঠশালার বিদ্যার্থী শ্রীমান্ [illegible] গ্রামস্থ হাবড়া জেলার অন্তর্গত বেতড় রাজবাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার্য্যাদি সম্বন্ধে করিয়াছেন। কুমার সাহেব শ্রীযুত [illegible] বাহাদুর সিংহ মহোদয় ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] সঙ্গে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং বিদ্যার্থী শ্রীমান [illegible] মুখে ভজন-স্তোত্রাদি শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাহাড় হইতে আসিলেও [illegible] শ্রীনৈমিষারণ্য ভাগবত-পাঠশালার উন্নতি কল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার আশা দিয়াছেন। [illegible] [illegible] অপেক্ষা [illegible], [illegible], [illegible] অধিক শ্রদ্ধা [illegible] ব্রহ্মচারিবৃন্দের নিকট [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে [illegible] প্রকাশ করিতেছেন। [illegible] সময় পড়িয়াছে, [illegible], তথাপি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সেবৈকনিষ্ঠ ব্রহ্মচারিগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে হয় [illegible] [illegible] এই মহাজন-বাক্য বই সত্য সত্য সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন, ৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন, ৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন, ৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্তি; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	[illegible]
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	[illegible]
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	[illegible]
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	[illegible]
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	[illegible]
১১।	ভাষ্যত্রয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	জৈবধর্ম্ম	[illegible]
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	[illegible]
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	[illegible]
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	[illegible]
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা সহ)	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyar

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadingi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় [illegible] মূল্য, [illegible]

গৌড়ীয়ো জয়তঃ

১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানব মাত্রেরই যে হরিভজনে অধিকার আছে, এ বিষয়ে কাহারও কোন মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ হরিভজন করিবেন, আর তদিতর বর্ণ হরিভজন করিতে পারিবেন না—এরূপ কোন কথা কোন সাত্বত-শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। সেই হরিভজনে অধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতাও শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপ-
শমাশ্রয়ম্॥

যে কোন কুলোদ্ভূত-ব্যক্তিরই উত্তম-শ্রেয়ো জিজ্ঞাসা থাকিতে পারে, জিজ্ঞাসু হইলেই তিনি গুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে পারেন। গীতায় শ্রীভগবানও স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—যাহারা প্রপন্ন হইতেছে, তাহারাই মায়ামুক্ত হইতেছে। সুতরাং শ্রীভগবানের অভিন্নবিগ্রহ গুরুদেব তাঁহাতে প্রপন্ন শ্রেয়োজিজ্ঞাসু শিষ্যের জাতি-কুলবিচার করিয়া শ্রেয়ঃ উপদেশ করিবেন, এরূপ কোন কথা শাস্ত্র উপদেশ করেন নাই। গীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি
স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি
যান্তি পরাং গতিম্॥
(গীতা ৯।৩২)

—অর্থাৎ "হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণের লোকগণ আমার অনন্য ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে পরাগতি অবিলম্বে লাভ করে। আমার ভক্তি-[illegible] ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি কোন প্রকারে প্রতিবন্ধক

সুতরাং সদ্গুরু-পাদপদ্মে শ্রেয়োলাভার্থী মনুষ্যমাত্রেরই প্রপন্ন হইয়া বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার অধিকার আছে এবং সদ্গুরুও নিরপেক্ষভাবে শ্রেয়ঃ প্রার্থিমাত্রকেই দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। দীক্ষাধিকার নির্ণয়-সম্বন্ধে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্র-বাক্য যথা—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং
যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ
সদ্ধিয়াং॥

—তান্ত্রিক মন্ত্র সকলে এবং দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও উত্তম-বুদ্ধি অর্থাৎ বিপ্রসেবাদি-পরায়ণ শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রও বলিতেছেন—

অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফল-
প্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে
মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে
যত্রাধিকারিণঃ॥

—অনন্তর দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ কৃষ্ণমন্ত্র-সকল বর্ণন করিব, যে সকল মন্ত্র অবগত হইয়া মুনিগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং যে সকল মন্ত্রে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রীজাতি ও শূদ্র ইত্যাদি সকলেরই অধিকার আছে। মনুষ্যমাত্রেরই যে দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এবিষয়ে স্কান্দে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং
তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা
জনার্দ্দনঃ॥"

অর্থাৎ যে সকল নর বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিতে পারে নাই অথবা জনার্দ্দনের পূজা করে নাই, তাহারা লোক মধ্যে পশু, তাহাদের জীবন ধারণ করার ফল কি? ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে তথা বিষ্ণুযামলেও উক্ত হইয়াছে—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং
নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-
বিরহিতো জনঃ॥

হে বামোরু! [illegible] ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্মই নিরর্থক। যে ব্যক্তির দীক্ষা লাভ হয় নাই, সে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে হইলে মনুষ্যমাত্রকেই যে সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সদ্গুরুও প্রপন্ন শিষ্যকে যথাশাস্ত্র দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করিবেন প্রমাণিত হইলেও যাঁহারা দীক্ষিতের পূর্ব্বপরিচয়ানুসারে সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহেন—তত্ত্ব-সাগর তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া বলিতেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥

ঐ শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর দিগ্দর্শনী টীকা, যথা—
নৃণাং—সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং—
বিপ্রতা।

অর্থাৎ রসবিধানানুসারে কাংস্য যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই বিপ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে। তত্ত্বসাগরের এই শ্লোক অমান্য করিবার উপায় নাই। কেননা যে স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ লইয়া স্মার্ত্ত সমাজ বৈষ্ণব বিরোধী হইতে চাহেন, সেই স্মার্ত্তপ্রবরই এই তত্ত্বসাগর গ্রন্থের বহু শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে বেগতিক, সেখানে চুপ করিয়া থাকা অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণের পক্ষেই শোভনীয় সদ্গুরু-সকাশে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন, তদ্ব্যতীত সকলেই অবৈষ্ণব, যথা পদ্মপুরাণে—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো
নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরো
ঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

—এই বৈষ্ণবে যাঁহারা জাতিবুদ্ধি করেন, তাঁহারা 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ করেন। যথা ঐ পদ্মপুরাণে—

"* * বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যস্য বা
নারকী সঃ।"

এই সকল শাস্ত্রবিচারের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে সকল শুক্র-শোণিতাভিমানী ব্রাহ্মণব্রুব অন্যান্য জাতিকে ভগবদ্ভজনাধিকার হইতে পাকে চক্রে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাদৃশ মৎসরগণ কখনও 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য নহেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজে যাহা আচরণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিবেন, অন্য ব্যক্তি সেই আদর্শানুসরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই শাস্ত্র-বাক্য।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু-
বর্ত্ততে॥

ব্রাহ্মণ নিজে ব্রহ্মণ্যদেবের সেবা-রত হইয়া অন্য সকলকে সেই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহাই তাঁহার ব্রাহ্মণ্যতা—শ্রেষ্ঠতা বা উদারতা। তাহা না করিয়া যিনি কেবল নিজে বড় থাকিয়া অন্যকে ছোট রাখিবার জন্য সচেষ্ট, তিনি ব্রাহ্মণাপসদ বা ব্রহ্মবন্ধু—মাৎসর্য্য চণ্ডালের ভৃত্য। ভগদ্ভক্তিলক্ষণশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মম্ভরিতা-প্রকাশ অসৎ শূদ্রোচিত কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম কখনও বর্ণাশ্রম বিরোধ নহে। তবে গুণকর্ম্ম-বিচারকের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। শৌক্রবংশপরম্পরায় বর্ণনির্দ্দেশের ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" গীতার 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং,' মহাভারতের "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" প্রভৃতি, ছান্দোগ্য শ্রুতির সত্য কামজাবালগৌতমোপাখ্যান, সামসংহিতার "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ" বিষ্ণুযামলের "অশুদ্ধাঃ শূদ্র-কল্পাঃ হি" তত্ত্বসাগরের 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্রের বহু বহু শ্লোক-দ্বারা নিরাস হইয়াছে। তবে যে সকল ব্রাহ্মণেতরব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া কেবল গলদেশে সূত্র লম্বমান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমানী হওয়ার জন্য ব্যস্ত, তাহাদিগকে কখনও অনধিকারচর্চ্চা করিতে অবসর দেওয়া উচিত নহে। তাহাতেই বরং সমাজ-বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যোগ্যতানুসারে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইবে না, কেবল শৌক্র-বংশ দেখিয়া সম্মানের বিচার হইবে, ইহা স্মার্ত্তগণ যতই না কেন শাস্ত্রযুক্তির কদর্থ করিয়া স্থাপনপ্রয়াসী হউন, সাত্বত-শাস্ত্র-কারগণ তাঁহাদের সে সকল যুক্তিতর্ক অর্গল খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন।

বিষ্ণুভক্ত অবরকুলোদ্ভূত হইলে তাঁহাকে আবার ব্রাহ্মণতা-লাভের জন্য শৌক্রজন্মের অপেক্ষা রাখিতে হইবে, এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মাৎসর্য্য-মূলক, কেবল নিজেদের কোট বজায় রাখার চেষ্টামাত্র

কটক-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্ হইতেই এ বিশ্ব উদিত হইয়া তাঁহারই দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং বিশ্বপতি, বিশ্বব্যাপিরূপে বিশ্বের সর্ব্বত্রই অবস্থিত; কেবল ব্যাপকভাবে

আর কিছুই নহে। যাহারা মনুসংহিতার ২।১৬০ শ্লোকোক্ত শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মের কথা জানেন না, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৩।৪০ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকার "ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম"—এই কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারাই দুর্গমসঙ্গমনীর 'জন্মান্তরাপেক্ষা' শব্দে শৌক্র-জন্মাপেক্ষার মুখ্য ধরিয়া বসিয়া থাকেন, আর 'বুঝিলাম না' বলিয়া নিজের মূর্খতা জ্ঞাপন করেন। না বুঝিলে অনধিকারচর্চ্চা করিয়া লাভ কি? 'বুঝিলাম না' বলিয়া ফাঁকা সাজিয়া মহাপ্রভুর ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত প্রিয়জনগণকে শৌক্রজন্মের অপেক্ষায় রাখিবার দুঃসাহস যে ফাঁকা-বোকাকে মহারোগের অপেক্ষায় রাখিয়া দেয়, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নহে কি? মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামী পণ্ডিতের পরিচিত হইয়া কোন্ সাহসে স্মার্ত্ত-পদাবলেহনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥" প্রভৃতি বিচার উল্লঙ্ঘন করার দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ কদাচার অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণ আসিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সম্মত বৈষ্ণব বিচারকে উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিবে, আর স্মার্ত্তপদানুগত হইয়া আমরা তাহা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইব, এতদূর কাপুরুষতা কলঙ্ক কখনই মহাপ্রভুর ভক্তগণের নাই। মহাপ্রভুর দাসানুদাসগণ 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের অর্থ বৈষ্ণবাবমাননাকে বুঝিয়া থাকেন নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস হইয়া বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সংরক্ষণকেই তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া জানেন। কৃষ্ণাভক্ত ব্যবহারিক সমাজ তাঁহাদের মান সম্ভ্রম লইয়া তাঁহারা থাকুন, তাহাতে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করিবার হেতু থাকিলেও আপত্তি করিবার কিছুই নাই, কিন্তু তাঁহারা যেন আদার-ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লইবার ধৃষ্টতা না করেন অর্থাৎ ব্যবহারিক সমাজ-বিধানের সহিত পারমার্থিক সমাজকে এক বা চিজ্জড়ের সমন্বয় করিয়া ফেলিতে না চাহেন, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

নহে, প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামী প্রভুরূপে বিরাজিত।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব নগরে লোকনয়নের অগোচরে অবস্থান করিলেও স্বীয় অপার করুণাময় স্বভাব-বশে জীবোদ্ধারের জন্য এই বিশ্বে বিরাটরূপ এবং অন্তর্য্যামিরূপ ব্যতীত শ্রীগোলোকবিহারী শ্রীরূপের প্রকট করান্। সুতরাং বিশ্বপতির বিশ্বের যে দেশে এই অবতার হয়, সে দেশ বড় অভিনব। এই অবতার-লীলায় সর্ব্বজীবপ্রভু আবার লীলাযোগে বিভোর হইয়া ভক্তসঙ্গে যে দেশে যে নগরে গমন করেন, সে দেশ বা সে নগর নিশ্চয়ই প্রভুপ্রিয়। সেই স্থানের দর্শনের কথা দূরে থাকুক, স্মরণেও জীবের পরম-মঙ্গলোদয় হয়।

প্রভুপ্রিয় স্থানসমূহের মধ্যে কটক সহর অন্যতম। এই স্থানে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত লীলার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনকালে এবং তথা হইতে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত-পথে এই কটক সহরেই কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছেন এবং এমন কি তত্রত্য গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজধানী এই সহরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং এ কটক সহরে প্রভুর গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তমাত্রেরই নিত্য প্রিয় স্থান।

প্রভুপ্রিয় কটক সহরে প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা যাহাতে আচারবান্ আচার্য্যের দ্বারা আচরিত হইয়া দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হয়—এই আশা প্রভুর অন্তরঙ্গ করুণাময় শ্রীল সচ্চিদানন্দ দাসের হৃদয়ে এক সময়ে জাগরিত হইয়াছিল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীভগবানের কৃপায় সেই আশাবীজ আজ নয়নাভিরাম বৃক্ষে পরিণত হইয়া পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়াছে। জীব-কল্যাণকল্পতরুর সেই সুশীতল ছায়ায় বহু ত্রিতাপ-দগ্ধ জীব পরা শান্তি লাভ করিতেছেন। আর সেই প্রেমময় তরুর মনোহর-হরণকারী সুগন্ধ পুষ্পমধু ভক্তমধুকরবৃন্দকর্তৃক দিগ্‌দিগন্তে নীত হইতেছে। প্রভুর অভিন্নতনু প্রভুপাদ, সেই কল্পতরুর পরিপক্ব অস্থি বল্কহীন অপ্রাকৃত ফলসমূহ নিজ হস্তে আহরণ করিয়া নিজ চরণাশ্রিতগণের দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছেন। কলিকালে ভক্তিমার্গ বহু কণ্টকাকীর্ণ, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম লইয়া বহু ধর্ম্মধ্বজী, কাল্পনিক ভক্তাভিমানকারী, কাপট্য সাধুবেষজীবিগণের তাণ্ডবনৃত্য চলিলেও সজ্জন-সমাজ আসল নকলের ভেদ বুঝিয়া সাবধান হইতেছেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রত্যহ নদীয়া-

প্রকাশ গৌরচরিত কথা মঠ সেবকগণ কর্ত্তৃক সহরবাসী ভাগ্যবান্ জনগণের দ্বারে নীত হয়। নদীয়া-বিহারীর নবদ্বীপ ও পুরুষোত্তম-লীলার স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার শ্রীচন্দন যাত্রা উপলক্ষে, মঠ-সেবকগণ একটী বিশেষ আয়োজন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে সমাগত সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীগৌরহরির শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অপ্রাকৃত মনোহর-হরণকারী শ্রীবিগ্রহ ও গৌরকৃষ্ণের সন্ধান-দাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ সেবনে সকলেই ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

ভক্তির স্বরূপ বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible])

এই প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক উভয়বিধ অনুশীলনই অনুকূলভাবে হওয়া আবশ্যক। প্রতিকূলভাবেও কায়মনোবাক্যের চেষ্টা ও শ্রবণাদি সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাদৃশ প্রতিকূলানুশীলনকে ভক্তি শব্দে উল্লেখ করা যাইবে না, অনুকূলানুশীলনই ভক্তি শব্দবাচ্য। পরিকন্তু এই অনুকূল অনুশীলন ও অন্যাভিলাষ অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাদি শূন্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্মানাবৃত হওয়া চাই।

পূর্ব্বে যে অন্যাভিলাষ-শূন্যত্বের কথা বলা হইল, তাহা কৃষ্ণপ্রীত্যুৎপাদনরূপ অপ্রাকৃত অভিলাষের নিষেধে কথিত হয় নাই। আরও জ্ঞান কর্ম্মে অনাবৃত বাক্যের জ্ঞান অর্থে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ যে কেবল জ্ঞান তাহারই নিষেধ উক্ত হইয়াছে। পরন্তু ভক্তভজনীয়ত্বের অনুসন্ধানরূপ যে নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহা অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং কর্ম্ম শব্দে স্মৃত্যাদি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মেরই বাধা দেওয়া হইয়াছে—পরন্তু ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদি কর্ম্মের নিষেধে কথিত হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ ভগবৎপরিচর্য্যাদি কৃষ্ণকে কায়িক অনুশীলন বলা যায়।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভজ্ ধাতুর দুইটী অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। এক ভজ্ ধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত হয় আর ভজ্ ধাতু দান অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেবাতাৎপর্য্যগত ভক্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ভক্তিরূপের দানতাৎপর্য্যগত মুখ্য উদাহরণ [illegible] হইতেছে। [illegible]

ভগবৎপাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ [illegible] অর্পণও ভক্তি শব্দে কথিত হয়। [illegible] গাহিয়াছেন—

'মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর [illegible]
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর' [illegible]

ইহাও দানভক্তি, অতএব ভজ্ ধাতুর দানতাৎপর্য্যগত অর্থও সার্থক হইতেছে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলেন, [illegible] গত জ্ঞানই ভক্তি, সম্প্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিৎ বা জ্ঞানাখ্য বৃত্তিই [illegible] এই ভক্তি হ্লাদিনী ও সম্বিতের সার, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তি, ইহা প্রেমতত্ত্বের অংশভাক্ অর্থাৎ প্রথম প্রতিমূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভক্তি জ্ঞানধর্ম্ম বিশিষ্ট, সুতরাং ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ। এই জ্ঞান বিদ্যা ও বেদন ভেদে দ্বিবিধ। বেদবিদ্ এই বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন। ইহা স্বয়ং পদার্থানুভব স্বরূপ। বেদন অপারোক্ষ্য স্বরূপ, ইহারই নামান্তর ভক্তি।

ভক্তির স্বরূপ-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ভক্তি যে ভগবদ্বশীকারিণী শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে তাহা জানা যায়। এখন এই ভক্তির স্বরূপ কি, তাহাই বিচার্য্য, এই ভক্তি কি প্রাকৃত সত্ত্বে যে জ্ঞান ও আনন্দ আছে, তাহারই বৃত্তি, অথবা শ্রীভগবৎস্বরূপের জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা তটস্থা শক্তির সম্বন্ধ জ্ঞানানন্দরূপা, কিম্বা হ্লাদিনী সম্বিৎসার সমবেত স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা।

প্রথম পক্ষটির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, তিনি কখনই মায়ার বশীভূত হন না, সুতরাং ভক্তিকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলা যায় না।

দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, সুতরাং ভক্তি যদি ভগবৎ জ্ঞানানন্দরূপা হয়েন, তাহা হইলে ভক্তের ভক্তিতে পরিপূর্ণানন্দ ভগবানের আনন্দাধিক্যানুভব সম্ভবপর হয় না।

তৃতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না, তাহাতে হেতু এই যে, জীবের ক্ষুদ্রজ্ঞান ও ক্ষুদ্রানন্দ কখন বিপুল জ্ঞানানন্দরূপ, নিত্যাভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে না, অতএব চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য হইতেছে। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই ভক্তির ভগবান্ বশীভূত হয়েন, শ্রুতি বলিয়াছেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"—[illegible] পুরুষ তাঁর একমাত্র ভক্তির [illegible]

[illegible]

...দিগকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিপথে প্রবিষ্ট, সাধুমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনকেই (যাহা সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপা) সর্ব্বতোভাবে সংবরণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন; যে ভক্তগণ আপনি ত্রিলোক মধ্যে অন্যান্য সকলের কর্তৃক অজিত হইলেও তাঁহারা আপনাকে জয় ও বশীভূত করিয়া থাকেন।

এই যে শুদ্ধাভক্তি, ইহা ভগবদ্ধামে তদীয় নিত্য পরিকরগণে অবস্থান করেন এবং গুরু-আচার-পারম্পর্য্যে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সুতরাং ইহা প্রপঞ্চান্তর্গত কোন বস্তু-বিশেষ নহেন। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

বাস্তবিক ভক্তি নিত্য সিদ্ধ বস্তু, তবে যে সাধনের দ্বারা সাধ্য বলা হয়, তাহার হেতু এই যে, জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যতা-বশতঃ মায়া বদ্ধ হইয়া—চিত্ত-দর্পণ মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহার আত্মবৃত্তিতে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী ও সম্বিৎসার-সমবেত স্বরূপশক্তির যে ক্রিয়া তাহা অন্তর্হিত হয়, শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনকারী শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-শ্রবণ-ফলেই শুদ্ধ-সত্ত্বে বা আত্ম-বৃত্তিতে উক্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ যে ভক্তি, তাঁহা পুনঃ প্রকটিত হয়েন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'ভক্তি' ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়াই উহা তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে অর্থাৎ ভগবান একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তির সেবা দ্বারাই বশীভূত হয়েন।

মা-কাল ফল

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

শিশুকালে এই ফলগুলিকে অতি আদরের সহিত বন হইতে কুড়াইয়া আনিয়া গৃহে রাখিতাম। অনেকেই বোধ হয় এই ফলগুলির সহিত অল্প বিস্তর পরিচিত আছেন। ফলগুলি সুপক্কাবস্থায় বাহ্যতঃ দেখিতে যেরূপ সুন্দর, তেমন সুন্দর ফল সচরাচর নয়নগোচর হয় না। ইহা এক প্রকার লতা জাতীয় উদ্ভিদের ফল। ইহারই মূলের নাম ভূমিকুষ্মাণ্ড বা ভুঁই-কুমড়া। এই ভুঁই কুমড়া অনেক ঔষধে লাগে, কবিরাজ মহাশয়েরা ভুঁই কুমড়ার খুব কদর জানেন।

যখন, উপরের চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্য দৃষ্টেই ফলগুলি খুব ভাল বলিয়া গাঁটি ফকেট দিয়াছি, তখনই বাল্যকালের আদর ছিল, কিন্তু যেদিন হইতে অভিজ্ঞতাবশতঃ আমার ভাবী ... সেই ... পরিপূর্ণ ... জানিতে পারিলাম যে, ভিতরে মাকালের বিচার তার কতক-গুলি প্রায় সামান্য একটা লাল খোসা দ্বারা আবৃত, তখন বুদ্ধিলীন উহা মনুষ্য কেন কোন প্রাণীরই আদরের বস্তু নহে। উহার মূলই প্রয়োজনীয়, ফল তাহার বিপরীত। ইহার ফল হইতে গাছ জন্মিতেও শোনা যায় না। মূল অর্থাৎ ভুঁইকুমড়া হইতেই ভুঁই কুমড়ার লতা জন্মে। সুতরাং মূলই মূলের জনক, ফল নহে। তখন হইতে প্রয়োজনানুসারে ভুঁইকুমড়াই অনুসন্ধান করি, মাকাল ফলগুলির প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টি পতিত হয় না।

সেইরূপ সংসারে কতকগুলি ভুঁই-কুমড়া ফল জাতীয় ব্যক্তি, সিদ্ধকুল ও মহাত্মা বংশে জন্মিয়াছে, বলিয়া, শুষ্ক মাকাল ফলের ন্যায় বাহ্য চাকচিক্য দেখাইয়া, বাহ্য ছবিশিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট আদর পাইলেও এবং নিজেকে সাধু বংশজ সাধু অথবা তাহারাও সাধুর জনক এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেও শ্রৌত পন্থানুগ সাধুদিগের নিকট মাকাল বৎ অস্পৃশ্য। তাঁহারা জানেন, শ্রৌত পন্থানুগ মূলমহাজনই সাধুতার জনক। এই অবান্তর ফলগুলি নহে।

অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?

(ঐ)

আমরা অনেক সময় ভজন-প্রত্যাশী হইয়া শাস্ত্র দর্শনে নিরাশ হইতে বাধ্য হই। সে নিমিত্ত আর কেহ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বাদ দিয়া বা শাস্ত্রের কথা বাজে কথা মনে করিয়া, নাটের কেবলম সম্বল করিয়া অর্চ্চন করি, মুড়ি মিশ্রি এক দরের ন্যায় সাধু অসাধু সেবায় নিযুক্ত হই এবং সাধ্যমত শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন প্রভৃতি ধাম দর্শন করিতে যাই। কিন্তু আমি বদ্ধজীব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয় আমার মজ্জাগত অভ্যাস। সুতরাং নাম করি—নামাপরাধ হইয়া যায়। অর্চ্চন করি—সেবাপরাধ লাগিয়াই রহিয়াছে। বৈষ্ণব সেবা করিতে যাই—অবৈষ্ণবসেবা জুটিয়া বসে। ধাম দর্শন করিতে যাই, তাহাও গ্রামবুদ্ধি প্রভৃতিতে ধামাপরাধ। যাই কোন্ পথে?

ভজন করিব মনে করিয়া যেন, কতকগুলি বিপদেরই আমন্ত্রণ করিয়া বসিলাম। কোন দিকেই যখন অপরাধের কবল হইতে নিস্তার পাই না, চতুর্দ্দিকে কেবল অপরাধই আমাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, তখন ভজন অর্থের নামটা না লওয়াই ভাল ছিল। ভারি গোলমাল। এক্ষণ হামেন

আবশ্যক কি? বরং যাহারা ভজন করে না তাহারাই বেশ দুধে ভাতে থাকে, সুখে থাকে, কোন প্রকার অপরাধের ধার ধারে না, ইত্যাদি নাস্তিকতা পরিপূর্ণ নানা মতবাদ তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়া মনুষ্য জীবনটাকে অসার করিয়া দেয়।

এই সমস্ত কথার জবাব শ্রীগীতা শাস্ত্রে স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন,) হে অর্জ্জুন, তুমি লোক ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। এই সকল ধর্ম্ম ত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না। সকল পাপ হইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব।—গীঃ ১৮।৬৬

অর্থাৎ বাস্তব ব্রহ্মবিদ্ সদ্গুরু আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়ে ভজন-চেষ্টা-দ্বারাই যাবতীয় অপরাধ হইতে মুক্ত থাকা যায়। নিজের স্বতন্ত্রতা শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার সহিত মিশাইয়া দিলে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ থাকে না। সেই জন্য ইহ সংসারে বুদ্ধিমান জন-সদ্গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট কার্য্য দ্বারা নিজ ইষ্ট লাভের পন্থা সুগম করিতেছেন। অপরাধ বলিয়া কোন কথা তাঁহাদিগের চরিত্রে নাই। তাঁহারাই একমাত্র সর্ব্বাপরাধ-বিনির্ম্মুক্ত সাধু। জানি না, আরও কত জন্ম পরে এহেন সাধুজনের শ্রীচরণ-পরাগ শিরে ধারণ করিয়া অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির বুদ্ধি উপস্থিত হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঝরিয়া

গত ১৯শে হইতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণমহোদয় মানভূম জেলার অন্তর্গত ঝরিয়া নগরে পরম-বদান্যবর শ্রীযুক্ত ভাগবত চরণ বক্সি, বি, এ, (ভূম্যধিকারী ও কোলিয়ারি প্রোপ্রাইটার) মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা গৌরবিহিত শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সদালাপ ও শ্রীনাম এবং নামাপরাধের পার্থক্য ব্যাখ্যা শ্রবণে সভাস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী চমৎকৃত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। এই মহতী সভায় ধর্ম্ম-সংরক্ষক শ্রীযুত ঝরিয়া রাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাকান্ত তর্ক সিদ্ধান্ত, শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভূম্যধিকারী), ক্যাপ্টেন পি এম, ঘোষ এম, ডি, শ্রীরাম কিঙ্কর চাটার্জ্জি বি, এল; ডাঃ বলদেব চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায়, কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ শ্রোতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এবং পুনঃ পুনঃ আগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় পর দিবসে আর একটা বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছেন। নামবিরোধী কোন সমাজের এক পশ্চিম ভারতীয় শেঠজি শ্রীনাম ও শ্রীনামাশ্রিতগণের প্রতি অযথা আক্রমণ করিলেও বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সযৌক্তিক বিনীত মধুর বাক্যে আক্রমণকারী নিজ কৃত অসচ্চেষ্টা অপরাধ পূর্ব্বক শ্রীনামভজনের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও শ্রীনামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, মৌলিকত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার পূর্ব্বক গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য পরম সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইয়াছেন। সভাস্থ সভ্যগণ তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

উড়িষ্যা

'জু ৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—কালকালে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভৈবধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইবে এই পদ্মপুরাণবাক্যের সফলতা সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরশক্তি শ্রীক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থাপন করিয়া চৈতন্যের বাণী প্রতি জীব-চৈতন্যের নিকটে পাঠাইবার জন্য সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী নিজ চরণানুচরগণকে বিশ্বের সকল দিকেই পাঠাইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীচন্দনযাত্রা হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত বহু-দিবসব্যাপী এক বিরাট মহামহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীহরিকথা আলোচিত হইতেছে। তাহা ছাড়া মঠ-সেবকগণ উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ ভাগবত-কথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, কটক রেভেন্স কলেজের সুপ্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহোদয় সম্প্রতি ঢেঙ্কানল, আঠগড় প্রভৃতি ষ্টেট্ সমূহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু-আচরিত ও প্রচারিত সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। রাজা সাহেব-গণ, রাজপরিবারবর্গের ও রাজধানীর সকলেই শাস্ত্রবিহিত কথা শ্রবণে মুগ্ধ হইতেছেন। মূর্খতাপূর্ণ ও নীতিশূন্য ধার্ম্মিকতা কেহই পছন্দ করেন না সত্য, কিন্তু আচারবান প্রচারকের মুখে জীবপ্রভুর কথা শ্রবণ মাত্রেই প্রাণে চৈতন্যের সাড়া পড়িয়াছে!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভগবদ্ভক্তির অপ্রতিহতা নিরপেক্ষা গতিকে যে তাঁহাদের স্বকীয় ঘৃণিত শুক্রশোণিতবিচারানুগতা করিতে চাহিবেন, সাত্বত শাস্ত্রানুগগণ তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। ভক্তিকে প্রাকৃত জাতিবর্ণের অধীন করিয়া রাখিলে জগতে ভক্তের আর কোন সম্মান থাকে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ যে-ভক্তের পূজাকে তাঁহার পূজা হইতেও অধিক বলিলেন, সেই ভক্তকে বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট আমরা, জাতি-কুলবিচারে সম্মান প্রদর্শন করিব, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কি হইতে পারে? স্মার্ত্তরঘুনন্দনের অনুগত তর্করত্ন, ন্যায়তীর্থের দল বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া 'নারকী' সংজ্ঞা লাভের জন্য ব্যস্ত দেখিয়া ভক্তভাবঅঙ্গীকারকারী কলিযুগপাবনাবতারী ভক্তবাক্যসত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভরের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোস্বামিব্রুবগণও কোন্ সাহসে সেই স্মার্ত্ত-পদাবলেহনপূর্ব্বক বৈষ্ণবাবমাননা-দ্বারা মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। স্মার্ত্তগণ চিরকাল বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের মুখ হইতে বৈষ্ণবের জাতিকুল-বিচারের কথা বাহির হওয়া কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে; কিন্তু বৈষ্ণব গোস্বামী-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর দল কোন্ বিচারে কোন্ সাহসে, কোন্ প্রাণে সেই সকল বৈষ্ণবাপরাধীর কথার কোন প্রতিবাদ করা দূরের কথা, নিজেরাও বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া আনন্দ পাইতেছেন—মহাপ্রভুর বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া পড়িতেছেন, তাহার যথাযথ কৈফিয়ৎ দিবেন কি? বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব—একথা কোন্ শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন? শ্রীমন্মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়ের ৪৯, ৫০ ও ৫১ শ্লোকে কি কথা বলিয়াছেন, তাহা কি কেহ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন? ঐ শ্লোকত্রয়ে বলা হইয়াছে—

'নীচ কুলোদ্ভূত শূদ্রও আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বলাভ লাভ করেন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি এসকলের কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ।' শূদ্র অর্থাৎ বর্ণাভিমানীও বৃত্তদ্বারা ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। পদ্মপুরাণে (স্বর্গখণ্ড ৩৩ অঃ) শ্রীব্রহ্মবাক্য যথা—

> সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো অক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।
> অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা॥
> ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি মৎসমঃ।
> বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ॥
> * * *
> যস্য তস্য কুলে জাতো গুণবানেব তৈ গুণৈঃ।
> সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥

—অর্থাৎ সচ্ছোত্রিয় কুলে জাত হইলেও সদাচার-রহিত ব্যক্তি কখনও পূজিত নহেন। কিন্তু অসৎক্ষেত্র ও কুলে আবির্ভূত ব্যাস ও বৈভাণ্ডক ঋষি পূজ্য। ক্ষত্রিয়কুলে জাত বিশ্বামিত্রও মত্তুল্য। স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীর ক্ষেত্রে উদ্ভূত বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগুণোপেত অন্য ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ বলিয়াই সিদ্ধ। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁহার গুণসমূহ দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিতই পূজা করা কর্ত্তব্য। ভাগবতগণ যে শূদ্র নহেন, তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ আরও বলিতেছেন—

> ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
> সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

সদ্গুরু-পাদাশ্রিত শ্রীভগবৎসেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ শূদ্রকুলোদ্ভূত হইলেও 'শূদ্র' নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তিত হন। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে তিনি যে কোন বর্ণোদ্ভূত হউন না কেন—শূদ্র বলিয়াই গণিত হন। আনন্দতীর্থ মধ্বমুনিকৃত ছান্দোগ্য ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—শুচাদ্ দ্রবণাচ্ছূদ্রঃ। রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছুদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান ইতি পাদ্মে।" অর্থাৎ যিনি শোকদ্বারা দ্রবীভূত, তিনিই শূদ্র। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্বমুনি-কর্ত্তৃক শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈক্বমুনি প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে ভগবন্মায়াদ্বারা আত্ম-ভিন্ন স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় এবং সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্মৃতি-ভ্রংশ হয়। অদ্বয়জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্রমে ভেদবুদ্ধি হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। এইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার নামই শূদ্রতা। যদি কোন জীব সাধুসঙ্গক্রমে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া এই শূদ্রতা অপসারিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা হইলেও যে তাঁহাকে 'শূদ্র' বলিতে হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্রযুক্তিসম্মত বাক্য? শ্রীমদ্ভাগবত জীবমাত্রেরই পরম ধর্ম্মনির্ণয়ে বলিতেছেন,—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥ অর্থাৎ "অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবমাত্রের পরধর্ম্ম, তাহাতেই জীবাত্মা সম্প্রসন্নতা লাভ করেন।" 'নৃদেহমাদ্যং' শ্লোকে বলিতেছেন—ভজনের মূল নরদেহরূপ তরণী, সদ্গুরুরূপ কর্ণধার এবং শ্রীভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বায়ু পাইয়াও যে ব্যক্তি ভবসমুদ্রপারের জন্য চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী। 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং' শ্লোকে বলিতেছেন—বহু বহু যোনিভ্রমণের পর এই সুদুর্লভ নশ্বর অথচ পরমার্থ প্রদমনুষ্য-জন্ম লাভ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই কাল বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন। জড় বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। জড় বিষয় ভোগ সমস্ত জন্মেই পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভূরি ভূরি শ্লোকে জীবমাত্রকেই হরিভজনের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। জীবগণ যদি সাধুমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল উপদেশ-বাক্য শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করিবার জন্য নিষ্কপটে গুরুপাদাশ্রয় করিতে চাহেন, গুরুদেব কি তাঁহাদিগের আর্জ্জব লক্ষণ দেখিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষা প্রদান করিবেন না? গুরুদেব কি তাঁহার লব্ধদীক্ষ শিষ্যের জাতিকুল বিচার করিয়া তবে তাহাকে 'চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ যজনে অধিকার দিবেন? ভক্ত্যঙ্গযাজনে অধিকার যদি নরমাত্রেই থাকে, তাহা হইলে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীভগবদর্চ্চনাঙ্গ যজনাধিকার কি দীক্ষিত ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শিষ্যকে দেওয়া হইবে না? কোন্ শাস্ত্র এরূপ পক্ষপাতদোষদুষ্ট বিচারের পক্ষপাতী? শাস্ত্র-সম্মত অধিকার হইতে জীবগণকে বঞ্চিত করা কি ব্রহ্মসূত্র গর্ব্বিত দলের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে?

কৃষ্ণবহির্ম্মুখাবস্থায়, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর অনুমোদনব্যতীত শূদ্র কেন, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও প্রণব ও বেদোচ্চারণে অধিকার নাই। সদ্গুরুপাদপদ্মে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে দীক্ষিত না হইয়া কলিসম্ভূত অশুদ্ধ শূদ্রকল্প কোন্ ব্রাহ্মণ 'আমি প্রণবোচ্চারণ ও বেদপাঠ করিতে পারি"—এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? আজ গায়ের জোরের কথা বলা হইতেছে না, শাস্ত্র-সম্মত পন্থা ধরিতে গেলে অদীক্ষিত কাহারও উহা করিবার অধিকার নাই। অদীক্ষিত কদাচাররত শূদ্রের প্রণব ও বেদে অধিকার আছে, একথা আমরাও বলিতেছি না।

পরমার্থ-শূন্য সংসার

পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ শব্দের তাৎপর্য্য প্রয়োজন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাইবার বস্তু যাহা, তাহাই পরমার্থ। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন বা পরমার্থ। তাহা যে সংসারে নাই, সেইটীর নাম পরমার্থ-শূন্য সংসার। এইরূপ সংসারে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা 'সার' বাদ দিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া 'সং' কেই সার বলিয়া গ্রহণ করেন। সং শব্দে অনিত্য বস্তুকে বুঝায়। নিত্য বস্তু ছাড়িয়া অনিত্য বস্তুর জন্য চেষ্টা মায়ামুগ্ধ জীবই করিয়া থাকেন। কারণ মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান নাই অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ই যে নিত্য সেব্য" একথা তাঁহারা জানেন না।

তবে সাধুসঙ্গক্রমে শূদ্রের অনার্জ্জবলক্ষণ দূর হইলে আর্জ্জবলক্ষণাত্মক ব্রাহ্মণাবস্থায় বেদপাঠ দিতে কেন অধিকার থাকিবে না? যদি বল,—না, তাহা হইলে জানিব, তুমি সাধুর মাহাত্ম্য—নামের মাহাত্ম্য—কৃষ্ণ-দীক্ষা-শিক্ষাদি কিছুই স্বীকার কর না। তুমি সাধুনিন্দক, নামাপরাধী, সুতরাং ভগবদ্বিদ্বেষী, তুমি ব্রাহ্মণাভিমানী হইলেও তোমার সঙ্গ অসৎসঙ্গবিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী নামধারী গুরুব্রুবগণ কপটতা করিয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র না দিয়া পাতিত্যদোষ হইতে বাঁচিতে চাহেন। তাহাতে আমরা বলি, হে ব্রাহ্মণব্রুব বা গোস্বামিব্রুব, যদি তোমরা তোমাদের শিষ্যের শূদ্রত্ব না ঘুচাইতে পারিলে, শিষ্যের সহিত তোমাদের কপটতাই করিতে হইল, তাহা হইলে তোমাদের গুরুত্বই বা কোথায় থাকিল? আর শিষ্যের শিষ্যত্বই বা কেমন করিয়া বজায় রহিল? তোমরা কপট হইয়া ত' শূদ্রাধম হইয়া গেলে! তোমরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির লোভে শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দিয়া যদি জাতি যাওয়ার ভয়ে তাহাদের জলটুকুই না গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহা হইলে তাহাদের গুরু-পূজাই বা কিরূপে সার্থকতা লাভ করিল আর দীক্ষাগ্রহণের কর্ত্তব্যতাই বা কেমন করিয়া বজায় রহিল? গুরু শিষ্য-সম্বন্ধটা কি কেবল বণিগ্‌বৃত্তি? উহাতে কি পারমার্থিকতার নাম গন্ধও নাই? হা ভগবন্! সমাজের বক্ষে এ কপটতা আর কতদিন ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে? হে সভ্যাগ্রগণ্য মানব-সমাজ, তোমরা কি এসকল কথা একটু নিরপেক্ষ হইয়া আলোচনায় অবসর করিবে না?

সেই জন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না করিয়া জড়জগতের দৃশ্য রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাতে আপাত-মধুর ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় মাত্র, কিন্তু পরিণামে অনন্ত দুঃখ আনয়ন করে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপে জর্জ্জরিত করে। পরমার্থ-শূন্য সংসারে কোন প্রকার শান্তি নাই, সেখানে আছে কেবল শোক, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু। এরূপ সংসারে সম্বন্ধ অনিত্য বস্তুর সহিত, অভি-ধেয় বা চেষ্টা নশ্বর বস্তু পাইবার জন্য কাজেই প্রয়োজন বা ফলটীও অনিত্য হয় অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহা কিছুদিন পরে বিনষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ-দায়ক হয়। সেখানে আছে পূর্ণমাত্রায় অনর্থ। সেই অনর্থ চারি প্রকার। স্বরূপ-ভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ।

স্বরূপ ভ্রম

পরমার্থ-শূন্য সংসারে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের স্বরূপ জ্ঞান নাই। 'আমি কে?' এই কথাটীই তাঁহারা জানেন না। আমি যে আত্মবস্তু কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। তখন জীব আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র ইত্যাদি অভিমানে মত্ত হইয়া পড়ে—ইহার নাম কুলমদ। কখনও আমি ধনী, অমুক ব্যক্তি দরিদ্র এইরূপ বিচার হয়—ইহাকে ধনমদ বলে। আবার সময় সময় আমি পণ্ডিত, সে মূর্খ এই প্রকার দাম্ভিকতা বা বিদ্যামদে জীবকে উন্মত্ত করে। আর একটী মদ আছে, তাহার নাম রূপ-মদ। এই চারি প্রকার মদমত্ত জীবই বাহ্য দর্শন লইয়া ব্যস্ত, কাজেই তাঁহারা ছোট বড়, বলবান্ দুর্ব্বল, ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র এইরূপ বিভিন্ন দর্শন করেন। তাঁহার ফলে সকলের সহিত আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে অনাত্মীয়তা, মিত্রতার স্থলে শত্রুতা, কলহ, শান্তি না হইয়া অশান্তি প্রভৃতি অকাল উপস্থিত হয়। নিজের স্বরূপ-ভ্রম হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বস্তুর স্বরূপটিও দেখিতে পান না অর্থাৎ দৃশ্য কৃষ্ণ-সেবার উপকরণগুলিকে নিজের ভোগের দ্রব্য বলিয়া মনে করে, তখন স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণীরূপে না দেখিয়া রক্ত মাংসের পিণ্ডীরূপ ভোগের যন্ত্র দেখেন, কনককে স্বীয় ভোগের দ্রব্য মনে করেন। মোট কথা স্বরূপ-বিভ্রান্ত হইলেই জীবের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়-ভোগস্পৃহা উদিত হয়। কিন্তু বিষয়ভোগ করিতে গিয়া নিত্য আনন্দ লাভের পরিবর্ত্তে অনন্ত দুঃখই উপস্থিত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে সুভাগ্যক্রমে নিজতত্ত্ব অবগত না হন, যতক্ষণ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপে দগ্ধ হন, তবে ভাগ্যবান্ জীব সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমার্থ-শূন্য সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণের সংসারে অবস্থান করেন। কোন মহাজন বলিয়াছেন—

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব, না পায়
দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরিভজে যদি, তবে অন্ত হয়
তবে ক্লেশ॥
বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে
বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণনাম, অনলে
পড়ে জল॥
নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে, আশ্রয়
লইল যেই।
গুরুদাস বলে, জীবনে মরণে, আমার
আশ্রয় সেই॥

অসৎতৃষ্ণা

পরমার্থ-শূন্য সংসারে কাহারও সদ্ বস্তুর জন্য পিপাসা নাই, কারণ তাঁহাদের অসত্তৃষ্ণা রূপ অনর্থ আছে। কেহ পুত্রের অভাবে পুত্রৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র পাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন—বহু দেব দেবীর উপাসনা করিয়া পুত্র লাভ করেন, কিন্তু যাহা পাইলেন, তাহা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, তাই সেটী কিছুদিন পরে আবার চলিয়া যায়। তখন বহু প্রয়াসের পর যে পুত্রটী লাভ করাতে ক্ষণিক আনন্দ দিয়াছিল তাহাই আবার অনন্ত দুঃখের কারণ হইল। কেহ বা বিত্ত লাভের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহার ফলে বহু অর্থ সঞ্চয় করেন বটে, কিন্তু পাছে চোর, দস্যু আসিয়া ঐ বিত্তগুলি অপহরণ করে, সেই আশঙ্কায় নিদ্রা হয় না—নানা প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, আবার হয়ত একদিন সত্য সত্যই দস্যু আসিয়া ছুরি দেখাইয়া বা প্রাণ বিনষ্ট করিয়া সমস্ত অর্থ লইয়া যায়। প্রত্যহই আমরা এইরূপ শত শত ঘটনা দেখিয়া বা শুনিয়াও আমাদের অসত্তৃষ্ণা-রূপ অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। সাধুসঙ্গের অভাবই ইহার কারণ। অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সাধুসঙ্গ করিলেই জীবের অসত্তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। তাই সাধুগণ কীর্ত্তন করেন।—

একবার ভাবমনে, আশাবশে ভ্রমি হেথা
পাবে কি সুখ জীবনে॥
কে তুমি কোথায় ছিলে
কি করিতে হেথা এলে, কিবা কাজ করে গেলে
যাবে কোথা শরীর পতনে
কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয় পরাজয়,
ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অন্যজনে।
নির্ম্মোহ-ছেদক হয়, ভক্তি যোগ-পরাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণ-নাম-গানে॥

হৃদয়দৌর্ব্বল্য

পরমার্থ-শূন্য সংসারে সকলেই বহির্ম্মুখ, সুতরাং সেই দুঃসঙ্গ-প্রভাবে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। তখন কৃষ্ণেতর কথা-রূপ বাক্যবেগ, অসৎচিন্তারূপ মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, ষড়্‌বিধ রস-গ্রহণ-লালসা-স্বরূপ জিহ্বাবেগ, অত্যধিক ভোজন-রূপ উদরবেগ, উপস্থবেগ অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ-লালসা—এই ছয় প্রকার বেগ বাড়িয়া যায় এবং ছয়টী দোষও দেখা যায় অর্থাৎ সঞ্চয়-চেষ্টারূপ অত্যাহার; ভক্তি-বিরোধি চেষ্টা বা প্রয়াস, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথারূপ প্রজল্প, যাহাতে ভক্তি বিনষ্ট হয় এরূপ নিয়মে আগ্রহ, কৃষ্ণভক্তের সহিত প্রীতি বা জনসঙ্গ এবং লৌল্য অর্থাৎ নানা মত-গ্রহণ-চাপল্য আসিয়া উপনীত হয়। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃই এই ছয়বেগ ও ছয়দোষ দমন করিতে পারা যায় না। অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে যাঁহারা বলীয়ান, সেই বৈষ্ণব ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য নামক অনর্থ দূর হয় না। অতএব বৈষ্ণব-চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে হইবে—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এদাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি ছয় দোষ শোধি,
ছয়গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

অপরাধ—১। সেবাপরাধ

পরমার্থ-শূন্য সংসারে বাস করিয়া অনেকে সেবার অভিনয় করেন বটে, কিন্তু তাহা সেবা না হইয়া সেবাপরাধ হয়। সেই সেবাপরাধ পাঁচ প্রকার।

(১) সামর্থ্য সত্ত্বাভাব,—অর্থ আছে অথচ বিত্তশাঠ্য-জন্য নিয়মিত উৎ-সবাদি না করা। ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবৎ প্রণতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য্যসকল সামর্থ্য সত্ত্বাভাব হইতে হইয়া থাকে।

(২) অবজ্ঞা,—যানারোহণে বা পাদুকা ব্যবহার পূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, এক হস্তে প্রণাম, অন্ধকার অবস্থায় শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধনে বসিয়া জপপাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন ভোজন ইত্যাদি শারীর কর্ম্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়াশ্রয় চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্যব্যক্তির বিষয় আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ অর্পণ, নৈবেদ্য অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন। এই প্রকার কার্য্যসকল সেবা-সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

(৩) অপবিত্রতা,—অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোমযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবাকরণ, পূজা-সময়ে থুৎকার, সেবা-সময়ে অন্য বিষয় চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা।

(৪) নিষ্ঠাভাব—ভগবৎ সেবার পূর্ব্বে জল গ্রহণ, অনিবেদিত অন্ন জলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজপ্রিয়বস্তু ও কালোচিত সুপক্ব ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা এই সকল নিষ্ঠাভাব।

(৫) গর্ব্ব—সেবাকালে আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান বা আপ-নার প্রশংসাকীর্ত্তন করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব।

২। নামাপরাধ

পরমার্থ-শূন্য সংসারে বাস করিলে শুদ্ধ-নাম উচ্চারণের অধিকার হয় না, তাহা নামাপরাধ মাত্র। নামাপরাধ দশ প্রকার,—(১) সাধুনিন্দা। (২) শিবাদি দেব-তাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি, একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য। (৩) গুর্ব্বজ্ঞা। (৪) বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র-নিন্দা। (৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসামাত্র বলিয়া জ্ঞান। (৬) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি। (৭) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান। (৮) অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ। (৯) অনবধান অর্থাৎ নাম গ্রহণ কালে ঔদাসীন্য ভাব, জাড্য বা আলস্য কর্ত্তৃক যেন শেষ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ সংখ্যা মালার দিকে দৃষ্টি, বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্যচিন্তা। (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

[illegible] তাই কৃষ্ণনাম [illegible] কর।
[illegible] নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস নহে নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ।
যদি জানিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ॥
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ॥
তবে ত' পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর ন'দে আগমন॥

একটী কথা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক অনুপাঠক সকলের নিকট আমরা একটী কথা উপস্থিত করিলাম। কথাটা কোন বেদবেদান্ত উপনিষদুক্ত জটীল সমস্যাযুক্ত নহে। অতি সরল কথা, যাহা নিতান্ত বালকও উহার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারে স্ব-স্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ দ্বারা জগতের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে। নদীয়াপ্রকাশ স্বয়ং নিরপেক্ষ প্রচারক এবং নিরপেক্ষ আশ্রয়দাতা।

মনে করুন—কোন এক স্থানে কতকগুলি ব্যক্তি, মাঝে মাঝে কার্য্যানুরোধে সঙ্ঘবদ্ধ হন। অধিকাংশ সময় স্ব-স্ব কার্য্যোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। কেহ বা উদরের চিন্তায় ছুটাছুটি করেন, (অধিকাংশই এই প্রকারের) কেহ বা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য দেশ বিদেশে বিচরণ করেন, কিন্তু সকলেরই গৃহ গৃহিণী পুত্র পৌত্রাদি আছে। কাহারও, বা নীতিপূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বৈধ-গৃহিণীর পাণি গৃহীত হইয়াছে। আবার কেহ বা নীতিশূন্য ভাবে পরিচারিকার ন্যায় অবৈধ গৃহিণী (বিধবা সধবা) লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, ও কনক পঞ্চবিধ কলিস্থান অর্থাৎ অধর্ম্ম পোষণেও প্রায় সকলের চেষ্টা রহিয়াছে, এই প্রকার সাত পাঁচ মিশালি সংসর্গাধিক্যে যদি একটা দল গঠিত হয়, আর তাঁহারা তাঁহাকে মুখ করিয়া [illegible] করিয়া, কতকগুলি কথা [illegible] প্রচলন করিবার প্রয়াস পান, তবে [illegible] কি তাঁহাদিগকে [illegible], তাঁহাদের বাক্চাতুরীতে [illegible] প্রাণ বেগে [illegible]

[illegible] সজ্জনের পথে অগ্রসর হইবেন?

না—

যাঁহারা জাগতিক যাবতীয় বিষয়কে থুৎকার করিয়া, এমন কি গৃহ-গৃহিণী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, প্রভৃতি সকলের স্নেহ-বন্ধনকে অতি তুচ্ছ বোধে, নিরন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা-তৎপর, যাঁহাদের মমতা বা পক্ষপাতিত্ব বলিয়া কোনও পূতিগন্ধ অণু পরিমাণেও অঙ্গ স্পর্শ করে না, যাঁহারা জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে লোষ্ট্র, পিশাচী ও শূকরের বিষ্ঠা-জ্ঞানে কটাক্ষপাতও করেন না, যাঁহাদের নিজ সুখৈষণার লেশ মাত্রও নাই, যাঁহাদের চরিত্রে অনর্থের গন্ধ মাত্রও পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগের কথাই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

একথাটার অবতারণার অনেক কারণ আছে। আজ কাল কতকগুলি লোক নিজে নিজে বড় বুজরগ সাজিয়া কোনও দিন যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই অথবা জীবনে ২১ দিন দেখা, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞান লাভ না করিয়াই, মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া, প্রাপ্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন জারি করিতে যাইয়াও "ধান ভানতে শিবের গীত" বিরক্ত বৈষ্ণব উপাধিতে লজ্জা বোধ করেন না, শুধু তাহাই নহে, এতৎসহ সজ্জন-বিদ্বেষের উদ্গারটীও যে বাদ পড়িয়াছে, তাহা নহে। এই বুজরগ মহাশয়ের বিরক্তটির বৈষ্ণবতা নিজের ছাকনিতে না ফেলাইয়া একটু নিরপেক্ষ আদালতে দেখিলেই সকল বিরক্ত বাহির হইয়া বিরক্তি লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিজেরও মঙ্গল সাধিত হইত। ধন্য কলিকাল! বেশি তামাসা দুঃখ লাগে আউর হাসি, পতি ছাড়াইয়া নারী পুষিলেও বিরক্ত বাবাজী বা বৈষ্ণব-খ্যাতি-লাভ যুগোচিত তামাসাই বটে।

একথাগুলি কি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার লোক জগতে এতই কম। পরন্তু সত্য কথা চাপা দেওয়ার লোকের অভাব হইতেছে না। অবশ্য গোটা জগৎ সত্য চাপায় ব্রতী হইলেও সত্য কখনও চাপা পড়িবার বস্তু নহে, সত্য—নিত্যমুক্ত কিন্তু আমরা কি চিরদিন দুর্ভাগাই থাকিব? সত্য গ্রহণে বিমুখতা কি আমাদের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা? একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্কপটে প্রার্থনা করিলেই যদি সত্য বা সনাতন বস্তুর সন্ধান মিলে, তবে কি আমরা তাহাও পারিব না? নিষ্কপটতা বা সরলতা কাহাকে বলে তাহা কি মানব জাতির বোধগম্য হওয়ার বিষয় নহে? সুতরাং সুধীমণ্ডলী বিচার করুন। নিরপেক্ষ বিচার করুন। সম্পূর্ণ

প্রচার-প্রসঙ্গ

কালুবাথান ১৬।৫।২৯

ডুমুর কোণা শ্রীচৈতন্যমঠের বার্ষিক উৎসব সমাপনান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ বিদ্যা ভূষণ মহোদয় কালুবাথান, নিস্গাচটি পণ্ডুা রাজবাটী প্রভৃতি স্থলে বক্তৃতামুখে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, শ্রীনামতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া তদ্দেশবাসিগণের কুলক্রমাগত বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত করিতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহার যথোচিত শাস্ত্রসঙ্গত সরল বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দ আকৃষ্ট হইয়াছেন। গুরুত্ব যে কুলক্রমত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্বপরত্বে মাত্রই আবদ্ধ, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, কুরুক্ষেত্র।

পাঞ্জাব, ২০।৫।২৯

পঞ্জাবস্থিত শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীকুরুক্ষেত্র ও তন্নিকটবর্ত্তী সহর এবং গ্রাম সমূহে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বহুলভাবে, হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরাজি ভাষায় কীর্ত্তিত হইতেছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী মহাশয়, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে গত ১৪ই মে তারিখে সাবাদ নামক সহরে স্থানীয় সনাতন সভার সম্পাদক লালা মুলুকচাঁদ মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে উর্দ্দু ও ইংরাজি ভাষায় ২ ঘটিকা কাল বক্তৃতা দেন। অনেক আর্য্যসমাজ-মতাবলম্বী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীগুরু-বন্দনা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং সনাতন-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা হইয়াছিল।

সনাতনীগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এরূপ ভগবৎ-কথা শ্রবণের নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সভান্তে সমাজি-বুদ্ধি-বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির কতিপয় প্রশ্নের সুযুক্তিপূর্ণ উত্তরে সকলেই প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের আদর ও সত্য কথা শ্রবণে আগ্রহ দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এ অঞ্চলে আজকাল ক্রমশঃ তীব্র গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। বেলা ১২টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা অনভ্যস্তগণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। তথাপি এখনও ত' সম্পূর্ণ গরম পড়ে নাই। এই নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও ভগবদ্ভক্তগণ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে মহাপ্রভুর কথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে অত্যল্পকালের মধ্যেই যে সমগ্র ভারত শ্রীচৈতন্যের জয় গানে মুখরিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

মুর্শিদাবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বহরমপুরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

স্বামীজী গোরাবাজার হাই স্কুলে এবং এডভোকেট শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ডাঃ অম্বিকাচরণ সেন, উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ বসু-প্রমুখ মহোদয় বৃন্দের আলয়ে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে মে দিবসত্রয় পূজ্যপাদ স্বামীজি কর্ত্তৃক আমার কুটীরে বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই সময় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়া আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর হৃদয়-গ্রাহিণী ব্যাখ্যা সমূহ শ্রবণে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-বাণীসমূহ শ্রবণ করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যান্তে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজী যে প্রকার সরলতা ও হৃদয়ের আবেগ সহকারে, নিত্য সত্য, যে সত্যের বাণী-সম্বন্ধে বর্ত্তমান জগৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই পরম সত্য প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বামীজী তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত যে স্থানেই গমন করুন, সেই স্থানেই নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন।

নিঃ

শ্রীসত্যপ্রসন্ন মজুমদার

সাবডিভিসনাল জজ, মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর, ২১শে মে, ১৯২৯

বিচার করুন। গোঁজামিল না দিয়া শ্রীভগবচ্চরণে সরল ভাবে শরণাগত হইয়া বিচার করুন। তাহা হইলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা দূর হইবে।

পর-বিদ্যা

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে

হাতে লইতে পারিবেন।

* ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাকে ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রদান। ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶
	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৪
	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷
	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৶
৯	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১	ভাষান্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬॥০
১২	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৶
১৭	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৬	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance–*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*–6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calc

VAISHNAVISM REAL & APPARE

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত ব্যাখ্যা শ্লোকে তুমি করি

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে কপিল দেবহূতিসংবাদে 'যন্নামধেয়' শ্লোকোক্ত শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন তথা শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার বিধান ও তাঁহার স্মরণকারী শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও সদ্য সদ্য সোমযজ্ঞাধিকার লাভ হয়"—এইবাক্য দ্বারা জীবের দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধ পাপের সদ্য সদ্য বিনাশ স্পষ্টরূপে সূচিত হইলেও কতকগুলি মৎসর-হৃদয় অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত উহাতে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণকে ভগবদর্চ্চনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন। শ্রীধর স্বামিপাদ ঐ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায় লিখিলেন—

"যন্নামধেয়স্য শ্রবণমনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ। শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ দুর্গম-সঙ্গমনী টীকায় উহার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে—

"ব্রাহ্মণ-কুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবন-যোগ্যতায় পুণ্যবিশেষময় সাবিত্রজন্ম সাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ (অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য) সবনযোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জা-ত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ (অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য) দীক্ষাং বিনা সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণ-কুমারাণাং সবন-যোগ্যতাভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষ-ময় সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য (অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য) (সাবিত্র) জন্মান্তরা-পেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ কুমারগণের শৌক্র-জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সোমযাগযোগ্যতা লাভের জন্য যেমন পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা থাকে অর্থাৎ শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন ব্রাহ্মণবটুর সবনাধিকার লাভ হয় না, (যেহেতু শাস্ত্র বলেন —জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে), তদ্রূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির নামো-চ্চারণমাত্রে সবনযোগ্যত্ব-প্রতিকূল দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধপাপ বিনষ্ট হইলেও তাঁহার পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধান ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না, যেহেতু অদীক্ষিতের সাবিত্র-সংস্কারগ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-বটুর যেমন সবনযোগ্যতা-নির্ণায়ক পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তন মাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবনযোগ্যত্ব লাভ হইলেও সাবিত্রজন্মের অপেক্ষা আছে।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৫।২২৪ ২২৫) দিগ্‌দর্শনী টীকায় ঐ শ্লোক সম্বন্ধে বলিলেন—

"সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা।"

এই সকল স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকিতেও যাঁহারা মাৎসর্য্যমূলে উহাদের কদর্থ করিয়া শূদ্রকুলোদ্ভূত নামগ্রহণকারীর দৈক্ষসাবিত্রজন্মান্তরাপেক্ষার পরি-বর্ত্তে শৌক্রজন্মান্তরাপেক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত শ্রীনাম-মাহা-ত্ম্যকে অতিস্তুতি বিবেচনায় তাহাতে অবিশ্বাস জনিত নামাপরাধে অপরাধী হন। "সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মা-ন্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে" এই বাক্যে শূদ্র-কুলব্রাহ্মণবটুর সবনযজ্ঞাধিকার লাভার্থ শৌক্রজন্ম হইতে যেমন সাবিত্রজন্মা-ন্তরাপেক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত শ্বপচেরও শৌক্রজন্ম হইতে সাবিত্রজন্মান্তরাপেক্ষা করিতে হয়, আর একটি যোনিজন্মের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। জন্মান্তর বলিতে যদি আর একটা শৌক্রজন্ম উদ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে 'বৎ' শব্দের কোনও সার্থকতা থাকিত না। যদিও অদীক্ষিত শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শ্রীনাম-কৃপা-প্রভাবে সবন-যজ্ঞাধিকার লাভ ত' দূরের কথা, সাক্ষাৎ ভগবৎপাদপদ্মের সেবাধিকার পর্য্যন্ত লাভ করেন, তথাপি শিষ্টা-চারের অভাবহেতু তাঁহাকে সদ্গুরু-পাদপদ্মে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া সাবিত্র সংস্কার লাভ করিতে হয়।

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে— "শিষ্টাচারাভাবাৎ' শব্দ অদীক্ষিত শূদ্রের পক্ষে জানিতে হইবে। পাঞ্চ-রাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের দীক্ষার অন্তর্গত শ্রৌত-সংস্কার শিষ্টা-চার-সম্মত। তাদৃশ শিষ্টাচারের অভাবই অদীক্ষিত কুক্কুরভোজীর সম্বন্ধে জানিতে হইবে। শ্বপচ-কুলোদ্ভূত দীক্ষিতের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানানুসারে শ্রৌতসংস্কার গ্রহণকার্য্যে ব্রাহ্মণকুমারগণের ন্যায় সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। তবে একায়নশাখিগণ ঐ প্রকার সংস্কার-গ্রহণকে নিম্ন কর্ম্মাধিকার জানিয়া তাহা হইতে বিরত হন। কিন্তু যে স্থলে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্ম-পন্থিগণ তাঁহাদের অনধিকার নির্দ্দেশ করেন, সে স্থলে বাজসনেয়ি শ্রৌত-পন্থা গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাদৃশ শাখার অন্তর্গত কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্রাবলম্বনে যে ব্রাহ্মণ্যলাভ ঘটে, তাহা দীক্ষিত নামগ্রহণ-কারীর দৈন্যের পরিচায়ক মাত্র। বৈকুণ্ঠাধি-কার প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারের সহিত কখনই তুল্য নহে। কিন্তু দৈন্যবশতঃই বৈকুণ্ঠাধিকারী মায়িক কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন দেখাইয়া স্বয়ং কর্ম্মকাণ্ড হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন। জীব বৈকুণ্ঠ-সেবা-প্রভাবে ভগবদ্ভজনে সমর্থ হন আর মায়াবদ্ধ কর্ম্মী উচ্চাবচ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া গুণময় রাজ্যে অহঙ্কার-বিমূঢ় হয়।

শাস্ত্রে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য— এই ত্রিবিধজন্মের কথা উল্লিখিত হই-য়াছে। কর্ম্মফলে শৌক্রজন্মলাভ ঘটে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাবিহিত পালন করিলে পর পর জন্মে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রমলাভের কাল উপস্থিত হয়। কর্ম্মরাজ্যে অবস্থান-কালে যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করেন, তাঁহাদেরও প্রারব্ধ ক্ষীণ না হওয়ায় পুনরায় শৌক্রজন্মের আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু ভক্তগণের সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির উদগমে ইহজীবনেই দীক্ষাকালে অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ ঘটে। এজন্য দীক্ষার সহিত তাঁহার চিদানন্দময় দেহ লাভ হওয়ায় তদ্দ্বারা তিনি হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিতে সমর্থ হন। হরিশ্রবণাদিতে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বেই তাঁহার সম্বন্ধ-জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটে। এই দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্তিতে পাপসমূহের সম্যক্ ক্ষয় হয়। এই দৈক্ষজন্মে তদন্তর্গত সাবিত্র-জন্ম অনুস্যূত। যে প্রকার সাবিত্রজন্মের পূর্ব্বে শৌক্রজন্ম অবস্থিত, এখানে সাবিত্র-জন্মের পরে দৈক্ষজন্মলাভও সেই প্রকার বিপরীত ভাবে অবস্থিত। কালবিচারে অগ্রেই শৌক্রজন্ম, পরে সাবিত্র জন্ম। দৈক্ষ বিচারের অন্তর্গত সাবিত্র জন্ম— তাহা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অক্ষজ জ্ঞানবিমূঢ় জনগণের স্থূল প্রতীতি লাভের জন্য তাদৃশ আচরণ প্রয়োজনীয় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমহাভারতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। বাজসনেয়ি শাখা প্রভৃতিতে বৈদিক অনু-ষ্ঠানের মধ্যে দৈক্ষ জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে সাবিত্রজন্মের প্রথা প্রচলিত আছে। একায়নশাখিগণ সেই প্রথার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক চত্বারিংশৎ সংস্কার, চতুশ্চত্বারিংশৎ সংস্কার ও অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার প্রচলিত করিয়া থাকেন। পাঞ্চ-রাত্রিক দৈক্ষজন্মে যে আগম-প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে ভগবৎ-সেবাধি-কার পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ অধিকার কেবলমাত্র পাপ-পুণ্যের অন্তর্গত, নহে, তাহা অপরাধের অতীত ব্যাপার।"

'যন্নামধেয়' শ্লোকে ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত নামগ্রহণকারীর সবনযজ্ঞাধিকার লাভের জন্য পুনরায় পুণ্যময় শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্মান্তরাপেক্ষা উদ্দিষ্ট হইলে উহার অব্যব-হিত পরবর্ত্তী—"অহো বত শ্বপচতো গরী-য়ান্" শ্লোকে 'তেপুঃ', 'জুহুবুঃ' 'অনূচুঃ' প্রভৃতি পরোক্ষবাচি লিড়ন্ত প্রয়োগ রাখিবার প্রয়োজন হইত না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলিতেছেন— নামোচ্চারণকারীর সদ্য সবনযজ্ঞাধিকার লাভ হয়, ইহা আর কতটুকু কথা, সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তিনি অধিকতর শ্রেষ্ঠ। অহো, নাম-গ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে এক 'কৃষ্ণ' নাম একটী বারের জন্যও উচ্চারিত হন, সম্পূর্ণজিহ্বায় সম্পূর্ণোচ্চারিত বহু নামের ত' কথাই নাই, তিনি শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও এই নামো-চ্চারণের জন্যই পরম পূজ্যতম। তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে, কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার

তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব-বেদাধ্যয়ন ও সদাচার সম্পাদন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীল স্বামিপাদ বলিতেছেন—"(শ্বপ-চোঽপি সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে।) তত্রোপপাদয়তি। অহোবতেত্যাশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে স শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ। ত এব তপস্তেপুঃ কৃতবন্তঃ জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ আর্য্যাস্ত এব সদাচারাঃ ব্রহ্ম বেদম্ অনূচুঃ অধীতবন্তঃ। ত্বন্নাম-কীর্ত্তনে তপ আত্মভূতম, অতস্তে পূণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরে তৈ-স্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমতীতি ত্বন্নামকীর্ত্তন মহাভাগ্যোদয়াদবগম্যতে ইত্যর্থঃ॥"

অতএব নামাশ্রিত বৈষ্ণবে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাকে এজন্মে ভগবৎসেবাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিয়া পুণ্যময় শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ইতিহাস-সমুচ্চয় বলিতেছেন—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং
ধ্রুবম্॥

এইরূপ ভূরি ভূরি শাস্ত্রপ্রমাণ-দ্বারা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাপেক্ষা নীচজাতিজাত বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীব-মাত্রেরই শালগ্রাম শিলাপূজার যোগ্যতা সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত ৫।২২৪-২২৫ শ্লোকের দিগ্দর্শিনী টীকা পাঠ করিলে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অনেক সত্যের অনুসন্ধান পাইবেন। আমরা প্রবন্ধবিস্তার-ভয়ে তাহা স্থানান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—জীবমাত্রেরই সদ্গুরু-সমীপে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অধিকার আছে অর্থে যাহা হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় এবং সর্ব্বপ্রকার পাপের সম্যক্ ক্ষয় লাভ হয়। সুতরাং তাদৃশী বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করিলেও যাঁহারা দীক্ষিত ব্যক্তির সবনযোগ্যত্ব লাভের নিমিত্ত দৈক্ষ জন্মানুভূতি স্বীকার করেন নাই, পুনরায় শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মের অপেক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা 'দীক্ষা' ব্যাপারটীর কোন সার্থকতাই স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা নিজেরাও অদীক্ষিত অবৈষ্ণব, শ্রীভগবচ্চরণে তুলসী প্রদানের কোন যোগ্যতাও তাঁহাদের নাই। স্বরূপ—কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃত জীবগণ যে মুহূর্ত্তে স্বরূপো-পলব্ধি-ক্রমে কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইতে চাহেন, সেই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করেন। অ.র নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপার্ষদগণের ত' কথাই নাই। তাঁহারা যে কোন কুলে উদ্ভূত হইয়া জীবোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। তাঁহাদের সাধকজীবাভিনয় কেবল জীবশিক্ষা-কল্পে জানিতে হইবে। বৃথা বাগ্বিতণ্ডা উঠা-ইয়া জীবের স্ব স্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা কখনই ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য নহে। তবে যাহাদের ভগবদ্ভক্তির সহিত কোন সম্পর্ক নাই, অথচ কেবল ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রতিষ্ঠার জন্যই যাহারা উপবীত গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের কার্য্যকে আমরা নাস্তিকতা বা অনধিকার-চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে চাহি না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যবহারিক সমাজের সহিত কৃষ্ণোন্মুখ পারমার্থিক সমাজ এক হউক—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি জীবের যাবতীয় সর্ব্বনাশের মূল। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব গণের বিচারের সহিত অবৈষ্ণব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচার কখনই এক হইবে না। সুতরাং আমরা বৈষ্ণবের দাসানুদাস-সূত্রে অবৈষ্ণবের সর্ব্ব-প্রকার বিচার সচ্ছাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছি।

"সত্যমেব বিজয়তে, নানৃতম্।"

সমাজ-সংস্কারে গোড়ায় গলদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রাণচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র

অধুনা দেশময় ধুয়া উঠিয়াছে সমাজ সংস্কার করিতেই হইবে, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজ-সংস্কারক নেতা অপেক্ষা বর্ত্তমান নেতার সংখ্যা অনেকগুণে বেশী। প্রাচীন-যুগে নেতাদিগের মধ্যে বড় একটা অবৈধ মতদ্বৈধ ভাব লক্ষিত হইত না, অধুনা অবৈধ মতভেদ সৃষ্টি হইল নেতার নেতৃত্ব বা বৈশিষ্ট্য। যিনি যত আনুকরণিক মত সংগ্রহ করিয়া দেশময় হৈ-চৈ করিতে পারেন, তিনিই গণসমষ্টি দ্বারা ততোধিক সমাজ-সংস্কারক নেতাব লাভ করেন। এই বিভিন্ন জন দ্বারা পরিচালিত সমাজগুলি বর্ত্তমানে বহু বিধ আকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়। কোথাও পলার্দ্ধ কাল তিষ্ঠিবার উপায় নাই। নেতারা যেন সমাজ বস্তুগুলকে ফুটবল পাইয়াছেন, যখন যেদিকে খুসী সেই দিকেই চালাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন বলিয়া মনে করেন

কেহ বলেন ভারতবাসী সকলেই এক সমাজ, সুতরাং ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই এক সমাজ-ভুক্ত, এই ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিলেই সমাজসংস্কার সাধিত হইবে। এখানেও বহু বহু নেতাই সমবয়ে দেখা যায়। যত নেতা তত মতেরও অভাব নাই ইহাদিগের মধ্যেই মত মত তত পার্থ পরিকল্পিত হইয়া, আধিক জগতে থাকি-য়াও পারমার্থিক তত্ত্বানুসন্ধানে তত-প্রসারণ।

কেহ বলেন চরকা কাটিয়া বা বিলাতি বস্ত্র-বর্জ্জন করিলেই ভারতউদ্ধার ও সমাজ সংস্কার হইবে। কেহ বলেন নারীজাতির জাগরণ অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, লাঠি ছুরিকাখেলা ও নাচ-গান শিক্ষা, পুরুষের সমানাধিকারে চাকুরী লাভ, ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্থার্জ্জন, বেপর্দ্দায় ভ্রমণ প্রভৃতিতেই দেশোদ্ধার ও সমাজ-সংস্কার হইবে। আবার কেহ বলেন, বিবাহ বয়স বাড়াইয়া বা কমাইয়া রাজ সেরেস্তা হইতে একটা আইন বিধি-বদ্ধ করিয়া লইতে পারিলেই ভারত-সমাজের উন্নতি হইবে।

কেহ বলেন, আর্য্য-সমাজ বা হিন্দু-সমাজের উন্নতি বিধান করিতে হইবে, সুতরাং অন্যান্য সমাজকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জ্জন কর। আবার কেহ ইহার বিপরীত ভাবে অস্পৃশ্য বর্জ্জন না করিয়াও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চান। কেহ বলেন হিন্দু সমাজকে বড় করিতে হইবে, অন্যান্য সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ কর। আবার কেহ বলেন ইস্লামী সমাজের বল বৃদ্ধি করিতে হইবে সুতরাং যাকে পাও তাকেই কল্মা পড়াইয়া ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত কর, কেহ বলেন খৃষ্টান সমাজ করিতে হইবে সকলকে খৃষ্টান হওয়ার উপদেশ দাও। এইতো গেল দেশময় সমাজের গোল-মাল।

তারপর কেহ বলেন, আমরা বাঙ্গালী সমাজ, আমরা দ্রাবিড়ী সমাজ, আমরা হিন্দুস্থানী সমাজ, আমরা মহারাষ্ট্রী সমাজ। এইরূপ জ্ঞানে নিজ নিজ সমাজোন্নতি সাধনে সকলেই তৎপর। ইহার ভিতরেই আবার শৌক্র জন্মগত ব্রাহ্মণ সমাজ, ক্ষত্রিয় সমাজ, আবার কেহ বৈশ্য ও শূদ্র সমাজ বলিয়া পরিচয় আকাঙ্ক্ষায় স্ব স্ব বর্ণাধিকার বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। এরূপ ভাবের যে কত অসংখ্য সমাজ ও নেতা, তাহার অন্ত নাই।

এই সকল সমাজ-সংস্কারের বিচারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির সংকীর্ণতাই লক্ষিত হয়। সমগ্র জগদ্বাসী মনুষ্য মাত্রেই যে একটী জাতি বা সমাজ, এরূপ উদারতা ও বিশ্বজনীন সমাজ-সংস্কারক আধুনিক জগতে কেন, কোন কালেও দেখা যায় না, এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যতীত। ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে সমাজ-সংস্কারের যে শিক্ষা দিয়া তত্ত্বাভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা ছেড়ে দিয়ে গত শ'নব সমাজ এই অদ্ভুত [illegible]

মহাপ্রভু দেখাইলেন "[illegible] প্রাণ্য বরান্ নিবোধত"। [illegible] বিশ্ববাসী স্ব স্ব স্বরূপ চেতনতা প্রাপ্ত হইয়া, [illegible] প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্ শ্রীবিশ্বম্ভর প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন এবং প্রত্যেক জীবকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধী-নতা লাভ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া-ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক-বিশ্ববান্ধবতা মনুষ্যের ক্ষুদ্রবিকারের কথা আর কুত্রাপি শ্রুতি-গোচর হয় না। যে দেশে যে সমাজে এরূপ বিশ্বপ্রেম-ধর্ম্মের কথানুশীলন হয় না, সে সমাজ প্রাণহীন, অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর।

মনুষ্য জাতির গুণ কর্ম্ম বিভাগানু-সারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—বর্ণ-চতুষ্টয় সমগ্রজগতে বিদ্যমান। এই চারি বর্ণই স্ব স্ব গুণ-বিচারে আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করিবেন, আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার বা আশ্রমীর সেবা ব্যতীত বর্ণধর্ম্মরক্ষা হয় না। লৌকিক-বিচারে বর্ণধর্ম্ম একটা প্রচলিত কথা মাত্র। এরূপ প্রচলিত কথা আর্থিক অর্থাৎ জাগতিক প্রাকৃত সমাজে ন্যুনাধিক প্রতিষ্ঠা পাইলেও, সার্ব্বজনীন নহে, বলিয়া অতি সঙ্কীর্ণ। পারমার্থিক সমাজে লৌকিক-বর্ণধর্ম্মের কোনও নামগন্ধই নাই।

আশ্রম চারিটি—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস। সমস্ত বর্ণকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থাৎ প্রথমাশ্রম স্বীকার করিতে হয়। ইহা নর জাতি মাত্রেরই আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থে সর্ব্ববেদ-পারঙ্গত শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু বা আচার্য্যের গৃহে শিক্ষার্থী অবস্থায় বেদাদি সচ্ছাস্ত্রাধ্যয়ন। আধুনিক কর্ম্মী ও বিকৃত তন্ত্রপন্থী জড়বাদিদিগের ন্যায় শুধু বীর্য্য-ধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে না কৌমার-বস্থায় গুরুসন্নিধানে গুরু-সেবাকালে এরূপ অপ্রাসঙ্গিক কোন কথার অবতারণা বাচালতা মাত্র। কারণ গুরুসেবার সঙ্গে ইহা আনুষঙ্গিক ভাবে অর্থাৎ দৈববর্ণ-প্রভাবে প্রতিপালিত হইতে থাকে। ইহার নিমিত্ত পৃথক্ করিয়া কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না।

গুরুগৃহে অধ্যয়নানন্তর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে স্ব স্ব অধিকারানুসারে কেহ বা প্রবৃত্তি পন্থায় দার-পরিগ্রহ করিয়া বৈধ-ভাবে গৃহস্থাশ্রমী হইবেন; কেহবা নিবৃত্তি পন্থায় বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীগুরুসন্নিধানেই থাকিয়া যাইতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় উপযুক্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়নই বাস্তব মনুষ্য জীবন ও সমাজ গঠনে সমর্থ। ইহাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আশ্রয়ের ... কখনও প্রাণবিশিষ্ট নহে। তেজের কোনও ক্ষমতা তাহাতে নাই ... অতীব ... অগ্রসরণশক্তি হওয়ায় বিশৃঙ্খলা-বিরোধ আনয়ন করে। তাহাতে সমাজ-পতনের বদলে খণ্ডাকারে দুর্বলতাই প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। শুধুই চেঁচামিচি করিয়া শিশু বৃদ্ধি হয় মাত্র। সমাজের বা দেশের অবস্থা জগতের কোনই উপকার সাধিত হয় না।

যে সমাজ ও দেশ যেদিন শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের দয়ার বিচার করিবার জন্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-কৃপাপ্রার্থী হইবেন, সেই সমাজ, সেই দেশ, সমগ্র জগদ্বরেণ্য হইয়া অবিরোধে নিত্য শান্তিময় রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকিবেন। তখন অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিচার—গণ্ডীবদ্ধ দেশ ও সমাজো-ন্নতির কথা লইয়া গণ-সমষ্টি মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে অতিশয় লজ্জা বোধ হইবে। তখনই তিনি জানিতে পারিবেন, তিনি কত বড় কথা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার কথা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে প্রাণের বন্ধু জ্ঞানে আলিঙ্গন দিতে উৎসুক।

যে বিচারে সমগ্র জৈব জগৎকে আহ্বান করা যায় না, মনুষ্য জাতির তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারে অগাধ থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে মাৎসর্য্য বা হিংসা ধর্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে মনুষ্য-জাতিই মনুষ্যেতর-স্বভাব বিশিষ্ট হওয়ায় সংসারে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে-ভাবে-বিশ্ব সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার অধস্তন শ্রীগৌড়েশ্বর শ্রীজীব-গোস্বামি পাদ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, সেই সুপ্রাচীন গৌড়পুর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ এবং চারি আশ্রমীর আশ্রম সংস্থাপিত করিয়া পুনঃ দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বিশ্ববাসী সকলে তাহাতে যোগদান করুন

মায়াবাদাভিমত শ্রীমূর্ত্তির মায়িকত্ব খণ্ডন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

বেদান্তদর্শনের শঙ্করোপজীব্য মায়াবাদ বা গৌড়বাদের সংক্ষেপতঃ মর্ম্ম এই যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম এক'। ব্যষ্টি মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব এবং সমষ্টি মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই মায়িক উপাধি মাত্র। ... এই সুকপোলকল্পিত কলু-ষিত মতবাদ খণ্ডনের জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ শাস্ত্রযুক্তি-তর্কের কল্লোল-কোলাহলে পাষণ্ডীদের বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপেই নিরস্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে সবিশেষ জানিতে চাহিলে শ্রীভাষ্য, বেদান্তপারিজাত-সৌরভ, অণুভাষ্য, মাধ্বভাষ্য, ষট্সন্দর্ভ, প্রস্থান, মায়াশক্তি, বেদান্তকৌস্তুভ, সিদ্ধান্তজাহ্নবী প্রভৃতি মূল গ্রন্থ আলোচ্য।

মায়াবাদী প্রথমতঃ নিরাকার, নির্বি-শেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্থাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আকার সম্বন্ধে ভীষণ আপত্তি উত্থা-পন করিয়াছেন। 'অপাণি পাদ' 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য তাঁহারা প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য অবনত মস্তকে আমাদেরও স্বীকার্য্য, কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির অস্তিত্ব অপ্রমাণ হওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহার অপ্রাকৃত দিব্য শ্রীমূর্ত্তিই প্রতিপন্ন হইতেছেন, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত নহে, সুতরাং উহা প্রাকৃত দৃষ্টিরও অবিষয়ীভূত। মায়াবাদীর মায়াকলুষিত প্রাকৃত নেত্রে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না বলিয়াই কি শ্রীমূর্ত্তি অস্বীকৃত হইবেন? উলূকে সূর্য্য দেখিতে পায় না বলিয়াই কি সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ পাইবে? ব্রহ্ম ব্যাপক বস্তু, তাঁহাতে সর্ব্বাকারধারিত্ব গুণ অসম্ভব হইতে পারে না। শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, ভগবান্ ভক্তগণের ভক্তিনেত্রের বিষয়ী-ভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজ।
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু-নাথ পুংসাম্ ॥
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

অর্থাৎ শ্রুতিতে এইজন্য কোথাও 'অনন্তরূপঃ' 'স চ সর্ব্বনাম, স চ সর্ব্বরূপঃ', 'নমস্তে নন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

অপিচ নির্বিশেষবাদিগণ 'অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রয়োগ দ্বারা সাকার-ত্বের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা সাকারত্ব দৃঢ়রূপেই সংস্থাপিত হই-য়াছে। যেহেতু, চলনশীল, দর্শনশীল, গ্রহণশীল ও শ্রবণশীল, চিচ্ছক্তিচেতন বস্তুকে কখনই নির্বিশেষ ও নিরাকার বলা যাইতে পারে না, তবে যে অপাণি-পাদ বলা হই-য়াছে, উহা কেবল মায়াবদ্ধ জীবের শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে যে প্রাকৃত ধারণা আছে, তাহারই নিষেধে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীভগবান অধোক্ষজ বস্তু, সুতরাং তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও অধোক্ষজ, অধোক্ষজ শব্দে ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য বস্তুই উদ্দিষ্ট হয়েন, অতএব তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অপ্রাকৃত হওয়ায় প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের দৃশ্য নহে ...

অধিকন্তু মায়াবাদী যে "অশরীরং শরীরে-ষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"—কঠোপনিষদের এই বাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহার অশরীরত্ব ও অরূপত্ব নির্দ্ধারণ করেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। শ্রুতির এ বচন কেবল ভৌতিকশরীর মাত্র নিষেধক, ইহা-দ্বারা তাঁহার আনন্দঘন শ্রীমূর্ত্তির অভাব সাধন হইতেছে না, শ্রুতিতে তাঁহাকে স্পষ্টতঃই অনন্তরূপ বলিয়া অভিহিত করা হই-য়াছে। 'মনোময়প্রাণশরীরভারূপঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা' "আকাশ শরীরং ব্রহ্ম" ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বাক্যসমূহ নিরাকারত্বের বাধক, অপিচ "আসীনো দূরং ব্রজতি", "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ * * * সর্ব্বভূতান্তরাত্মা", "তদৈক্ষত" "আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং" প্রভৃতি বহু বহু শ্রুতিবচন প্রমাণ-পক্ষে আচার্য্যগণ তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্য শ্রীমূর্ত্তির সিদ্ধান্ত বিনির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় সন্দর্ভগ্রন্থে ভাগবতের একটী শ্লোক উল্লেখ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥

এই শ্লোকের শ্রীল জীবপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই—

ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব যদিও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে তথাপি হে ভূমন তুমি অগুণ হইলেও তোমার মহিমা অমলান্তঃকরণ ভক্তগণের সহজেই উপলব্ধির বিষয় হয়।

উক্ত শ্লোকে যে 'অগুণস্য' শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 'অনাবিষ্কৃত স্বরূপ-ভূত গুণস্য' অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপভূত গুণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তিনিই 'অগুণ' শব্দ বাচ্য, ইহা দ্বারা তাঁহার নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না। মায়াবাদীরা এই অগুণ শব্দের যে ভাব গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রকারান্তরে সীমাবদ্ধ করেন অর্থাৎ তাঁহারা অগুণ শব্দে গুণলেশ-বিবর্জ্জিত,—এইরূপ অর্থ করেন।

ইহার বিপক্ষে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রুতি, স্মৃতি প্রমাণদ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধ-গৌরবাশঙ্কায় এস্থলে সবিশেষ আলোচিত হইল না। তবে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম শ্রীচরিতা-মৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব-ধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥

বিজ্ঞানানন্দ শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ, তিনি আনন্দ ও অমৃত। শ্রুতি বলেন 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্'। তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহ, তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীমদ্ শ্রীধরস্বামিপাদ ঘন শব্দের 'মূর্ত্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ শ্রীবরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"নতস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদোমজ্জাস্থি সম্ভবা।
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতো-
বিভুঃ।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের মূর্ত্তি মেদমজ্জাস্থি-সম্ভবা প্রাকৃতা মূর্ত্তি নহে, শ্রীভগবান্ সত্যাত্মক, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও তদাত্মক। বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে—'অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট এরূপ নহেন পরন্তু তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ, এই জন্য তাঁহাতে দেহদেহিভেদ কল্পিত হইতে পারে না, তাঁহার স্বরূপ এবং শ্রীবিগ্রহ অভিন্ন হইলেও জল ও তরঙ্গ যে প্রকার অভেদ হইয়া ভেদবৎ প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানও আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও জ্ঞান ও আনন্দ-ধর্ম্মবিশিষ্ট।

নির্বিশেষবাদী নিরাকার শব্দের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করেন, সেপ্রকার অর্থ গ্রহণে বৌদ্ধের শূন্যবাদই প্রশ্রয় পায়।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

'আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্ত-
প্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোহচ্যুতো মতঃ
অমূর্ত্ত পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপশ্চ নির্গুণঃ।
স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি-সতাং মতং ॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ব বিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্মণি তত্তেজসোরিব।

অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে আনন্দ দুই প্রকার, অমূর্ত্তের আশ্রয় মূর্ত্তানন্দ এবং সেই মূর্ত্তানন্দই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ, আর যিনি অমূর্ত্ত, তিনি পরমাত্মা জ্ঞানময় ব্রহ্ম, ইহাই সাধুগণ-সম্মত। বিচার করিয়া দেখিলে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত তত্ত্বতঃ একই, কিন্তু মণি ও তাহার কান্তি যেরূপ বস্তুতঃ এক হইলেও ভেদের প্রতীতি হয়, সেইরূপ মূর্ত্তানন্দ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অমূর্ত্তানন্দ-প্রকাশ বা অঙ্গকান্তি। যাঁহারা কান্তিকে স্বীকার করিয়া কান্তির আশ্রয়কে অস্বীকার করে, তাহারা একদেশদর্শী মাত্র। সেইজন্য চরিতা-মৃতে উক্ত হইয়াছে, "অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি"।

নির্বিশেষবাদী আনন্দরূপের কখনও নির্বিশেষত্ব সংস্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহারা অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়াবলম্বনে যে মাত্র অমূর্ত্তানন্দ ব্রহ্ম স্বীকার করেন, তাহা কখনও পরিপূর্ণ তত্ত্বালোচনা নহে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যাদি-বিহীন হওয়ায় অপূর্ণ, মূর্ত্তানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব। অতএব ভগবন্মূর্ত্তিকে মায়াবাদিগণ যে মায়িক মূর্ত্তি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইল। পরিশেষে আমরা শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা কথিত হইয়াছে, এখানে তাহাই উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিলাম—

দেহ দেহী, নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীব ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥
কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণ-দেহ কৃষ্ণের বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য ॥

[চৈঃ চঃ মধ্যলীলা

[illegible] না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া [illegible]

[illegible]

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৩

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ফুলিয়া সহর নবদ্বীপের কতকগুলি [illegible] মূর্খ তথা চণ্ডাল-প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিব্রুব আজকাল বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারফলে উঁহাদের প্রাপঞ্চিক আচার-ব্যবসায় বড়ই আঘাত লাগিয়া পড়িতেছে, উঁহারা তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। শাস্ত্র মানিতে গেলে, উঁহাদের বামনাই বা গোঁসাইগিরি থাকে না বলিয়া উঁহারা শাস্ত্র মানিতে চাহিবে না। পরমার্থ-বিষয়ের কোন অভিজ্ঞতাই উঁহাদের মধ্যে নাই, অথচ পারমার্থিক-সম্মানটী বজায় রাখিবার জন্য উঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট, উদ্দেশ্য প্রাকৃত অর্থ-সংগ্রহের সুবিধা। পারমার্থিকগণ উঁহাদের সে অনধিকার-চর্চ্চায় প্রশ্রয় দিতে চাহেন না বলিয়া পারমার্থিকগণের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতেও উঁহারা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের লোকের নাম শুনিলেই উঁহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে ও কি করিয়া তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিবে, এই চিন্তাই প্রবল হয়। শাস্ত্র-বিচারে মূর্খ-গুণ্ডার দল উক্ত মঠবাসীদের সহিত পারিয়া উঠিবে না বুঝিয়া শেষে পাশবিক বল প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট-সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু গুণ্ডাদের জানিয়া রাখা ভাল যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সুদর্শন-চক্র দ্বারা তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দের কেশাগ্র স্পর্শ করে, এমন ক্ষমতা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন লোকেরই নাই।

গত [illegible] অপরাহ্ণে ফুলিয়ার জন কয়েক চাঁড়াল বামুন ও গোঁসাই পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে দীক্ষিত ও বাজসনেয়িশাখার্গত কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্রানুসারে সাবিত্র-সংস্কারপ্রাপ্ত জনৈক গৃহস্থ বৈষ্ণবকে একাকী পাইয়া আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে তাঁহার নিকট 'ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের, আবার ব্রাহ্মণতা কোথায়?' এই বাদ উঠাইলে, "তিনি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জীবমাত্রেরই শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম তথা পারমার্থিক দীক্ষা-বিধানানুসারে দীক্ষিতের [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ-[illegible] [illegible] তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া মূর্খের দল তাঁহাকে কতকগুলি অকথ্য-ভাষায় গালি দিয়া বলে—"আরে রেখে দাও তোমার ত্রিবিধ জন্মের কথা। আমরা ত' জানি জন্ম একটা মাত্র, তা' পিতা-মাতা হ'তেই পাওয়া যায়। সাবিত্র-জন্ম, দৈক্ষ-জন্ম—এই সব জন্ম কোথা হ'তে পাও হে বাপু? সব চালাকী! সনাতন গোস্বামী হরি-ভজনের জন্য শিখা-সূত্র ছেড়ে দিলেন, আর তোমাদের বুঝি শিখা-সূত্র না হ'লেই চলে না। হরি ভজন ক'রতে আবার পৈতা লাগে নাকি?" এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলেও চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' ন্যায়ানুসারে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে অপদস্থ করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িল।

কথায় বলে,—"নির্গুণ পুরুষের তিন গুণ ঝাল।" "বিষ নাই কুলপনা চক্র।" উঁহাদের দশাও তাই। গায়ের জোরে বামনাই আর গোঁসাইগিরি কত দিন রাখিবে হে বাপু? 'ব্রাহ্মণ' 'গোস্বামী' প্রভৃতি শব্দগুলির সার্থকতা দূষিত শুক্র-শোণিতে মাত্র পর্য্যবসিত হয় নাই। সাত্বত শাস্ত্র-কারগণ গুণগুণোপেত ব্যক্তিগণকেই তত্তদুপাধিবিমণ্ডিত করিয়াছেন। শুক্র-শোণিতের দোহাই দিয়া অবৈধ স্মার্ত্ত-সমাজ এতদিন যে জুয়াচুরী করিয়া আসিতেছিলেন, পরকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের শৌক্র-গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, এখন হইতে আর সে জুয়াচুরী চলিবে না। পূর্ব্বাচার্য্য মহাজনগণ শাস্ত্র-বিচার প্রদর্শন করিয়া লোকের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। লোক এখন আবার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত-কথিত বৃত্তবিচারের পক্ষপাতী। বর্ণাভিব্যঞ্জক যাঁহার যে লক্ষণ বর্ত্তমান সেই লক্ষণানুসারে তিনি যে কোন কুলেই উদ্ভূত হউন না কেন, লক্ষণানুরূপ বর্ণ-পরিচয় লাভ করিবেন। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য,—এই কয়টী ক্ষাত্র-লক্ষণ। দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য,—এই কয়েকটী বৈশ্য-লক্ষণ। সন্নামে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা—এই কয়েকটী শূদ্র-লক্ষণ। (ভাঃ ৭।১১।২১-২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তকে মহাজনগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কোটি কোটি সর্ব্ববেদান্ত-[illegible] [illegible] [illegible], বেদান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হইলেও যাজ্ঞিক-গণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হইতেছে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড় বাক্য, যথা—

> ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
> সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
> সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
> বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তপারগত শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বেদান্ত পারজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং তাদৃশ সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। একান্তী ভক্তই 'গোস্বামী' বা 'পরমহংস' শব্দবাচ্য। গোস্বামী,—বাক্য মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ছয়টীর বেগ অর্থাৎ যাবতীয় চেষ্টাকে যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ-ভজনানুকূল করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনকারী মহাত্মাই গোস্বামী। উক্ত বেগ ষট্‌কের হস্তে অবস্থিত ব্যক্তি 'গোদাস' শব্দবাচ্য। গোদাস গোতৃণবাহী গর্দ্দভ বা গোখরগণই রক্ত, মাংস, পূয়াস্থি-বিনির্ম্মিত দেহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুতে আত্মবুদ্ধি করে, ইহারাই শুক্রশোণিতের দোহাই দিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে চায়। উঁহারাই ব্রহ্ম বা বেদবিৎ না হইয়াও ব্রাহ্মণাভিধান পাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং সুজন বা বিষ্ণুভক্তের প্রতি হিংসা করে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন তাই বলিলেন—

> এই সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ'-নাম-মাত্র।
> এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
> কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
> জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
> এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
> ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

'ব্রাহ্মণ' বা 'গোস্বামী' পরিচয় দিতে চায়, অথচ মনুসংহিতার (২।১৭০) "মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥"—এই সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ শ্লোকটী জানে না, এমন লোককে যে কোন্ প্রমাণ বলে ব্রাহ্মণ বা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করা হয়, তাহা আমরা বুঝি না। শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৩।৩৯ শ্লোকের 'ত্রিবৃৎ' শব্দের ভাবার্থদীপিকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।" এইস্বামি-বাক্য যাহারা না মানে, তাহারা মহাপ্রভুকথিত "স্বামীকে যে না মানে, তারে বেশ্যা করে গণি" এই বাক্যানুসারে 'বেশ্যা' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বেশ্যারা যেমন সতী নারীর দোষ আরোপ করিয়া সতী নারীর তার স্বামীর সহবাসের পরিবর্ত্তে পরপুরুষের সহবাসে করিয়া বেড়ায়, তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা গোস্বামিব্রুবের দলও সেইরূপ বিষ্ণুভক্তের চিহ্নাদি ধারণ করিয়া বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে মায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণরত হয়। এইরূপ কপট চিহ্নধারী ব্রাহ্মণ বা গোস্বামিব্রুবগণের পরিণাম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

> অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
> স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়াও তত্তচ্চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে জন্মান্তরে তির্য্যগ্‌ যোনি লাভ করে।

যে সকল ব্রাহ্মণ নিজ জন্মপরিচয় জানে না, তাহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা আর তাহার ব্যক্ত করিতে হইবে না। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কতিপয় প্রবন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রযুক্তি-মূলে প্রমাণ করিয়াছি যে, জীবমাত্রেরই স্বস্বরূপোপলব্ধিক্রমে ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ব্রাহ্মণবটুর সাবিত্রসংস্কার-লাভ শিষ্টাচারসম্মত, আর অদীক্ষিত ব্রাহ্মণেতর কুলজাত ব্যক্তির অধিকার ব্রাহ্মণবটুর অপেক্ষা অনেক উন্নত হইলেও শিষ্টাচারাভাব-হেতু বাজসনেয়ি শাখার বিধানানুসারে তাঁহাকে দৈক্ষ্যসংস্কারের পর সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়। তজ্জন্য নিখিল ব্রাহ্মণ-গুরু বিষ্ণুভক্তে যাহারা ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষ্য করে, তাহারা কৃষ্ণ এবং ভগবচ্চরণে অত্যন্ত অপরাধী। বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৯।১০) পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন—

—"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ," অর্থাৎ হে গার্গি, যিনি সেই অক্ষরতত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

শ্রীমহাভারত (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।২-৩) বলেন—মহর্ষি ভরদ্বাজের 'ব্রাহ্মণ কে?' প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি ভৃগু উত্তর করেন—'জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥' অর্থাৎ যিনি জাতকর্ম্মাদি অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারসমূহ দ্বারা সংস্কৃত এবং শৌচসম্পন্ন, বেদাধ্যয়নরত, যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরুর সমাগ্ উচ্ছিষ্টভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়। এইরূপ

[illegible]দের মধ্যে বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ [illegible],

[illegible] পাদ্মোত্তর খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

দ্বিজোত্তমং বক্তো [illegible] বৈষ্ণব উচ্যতে।
সর্বেষাং [illegible]নাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধী বলিয়া বৈষ্ণব [illegible] নামে অভিহিত হন। সকল বর্ণের মধ্যেই সেই বৈষ্ণব সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং সর্ববর্ণগুরু পরমহংস বৈষ্ণব দৈন্য-সহকারে নিম্নাধিকারগত ব্রাহ্মণচিহ্ন যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন, তাহাতে আর আপত্তি কি আছে? বৈষ্ণব যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ না করিলে কার্পাসসূত্রগর্বী ব্রহ্মবন্ধুগণ তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করিয়া মহারৌরব নরকে যাইবার রাস্তা প্রশস্ত করিবে, এইজন্যই কি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-চিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিবেন না?

শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর শিখা সূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে প্রমাণ কোন্ গোস্বামি-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে? তিনি যখন কাশীতে চন্দ্রশেখর-ভবনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার দরবেশী দাড়ীচুল ক্ষৌর করাইয়া বৈষ্ণবোচিত বেষ ধারণ করাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"প্রভু কহে,—ক্ষৌর করাহ, যাও, সনাতন॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা।
এই বেশ দূর কর যাহ ইঁহারে লঞা॥
ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥"

এখানে শিখাসূত্র ত্যাগের কোন কথা দেখা যায় না, কেবল ভদ্র অর্থাৎ বৈষ্ণবোচিত বেষের কথাই আছে। অবশ্য পরমহংস বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অধিকারানুসারে কোন আশ্রম-চিহ্ন ধারণ না করিয়া অবিদিগোচর হইয়া বিচরণ করিতে পারেন, "সালক্ষানামাশ্রমানস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি-গোচরম্।" পরমহংসোপনিষদেও পাওয়া যায়—"অসৌ স্বপুত্র-মিত্র-কলত্র-বন্ধ্বাদী-শিখা-যজ্ঞোপবীতে (যাগং সূত্রং) স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্বকর্মাণি সংন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা, কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কোঽয়ং মুখ্যইতি। ন দণ্ডং (ন কমণ্ডলুং) ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ॥"—পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শিখা, সূত্র, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্মসকল পরিহার পূর্বক [illegible] সহিত সর্বত্র বিচরণ করিয়া [illegible] নির্বাহক নিজের শরীর রক্ষা এবং অপর জীবের উপকারার্থ কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন-বস্ত্র গ্রহণ করিবেন; এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

পরমহংসের আচরণ নিম্নাধিকারীর অনুকরণই করিতে হইবে, ইহা কি কোন শাস্ত্র মুখ্যরূপে বিধি দিয়া বলিয়াছেন? না, ক্রমপন্থাবলম্বনে অধিকারোচিত কর্তব্যানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়া পরমহংসকে অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। নিম্নাধিকারিগণ কোন্ সাহসে স্ব স্ব আশ্রমাধিকার ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকারী সাজিতে যাইবেন? এক মাত্র আশ্রমাতীত অবস্থায় পরমহংস বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমী বৈষ্ণবই আশ্রমচিহ্ন ত্যাগ করিয়া 'এচোড়ে পাকা' হইতে পারেন না। বৈষ্ণবেরা মায়াবাদি সন্ন্যাসীর মত 'একদণ্ড' ধারণ করেন না, তাঁহারা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন। যথা মনুসংহিতায় (১২।১০)—

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ড-স্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণবগণের শিখা, সূত্র ও কাষায় বস্ত্র ধারণ শাস্ত্রসিদ্ধ। যথা স্কন্দপুরাণ সূত-সংহিতা-বচনে—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

—অর্থাৎ ত্রিদণ্ডিযতি শিখা, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন ও পবিত্র থাকিয়া সর্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।

গুরুগৃহে গুরুপাদপদ্ম সমীপে অবস্থান পূর্বক গুরুমুখনিঃসৃত শাস্ত্রশ্রবণের কোন আবশ্যকতা না বুঝিয়া যে সকল মূর্খ অনুচারমাত্রই সাজিতে চায়, তাহাদের অনধিকারচর্চামূলক কোন কথার জবাব দিতে যাওয়া মূর্খতার পরিচয় হইলেও সাধারণ সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণের জ্ঞাতার্থ এই সকল শাস্ত্র-বিচার উত্থাপন করা হইল। আমরা পরবর্তী প্রবন্ধসমূহে এ সকল বিষয়ের আরও আলোচনা করিব।

শ্রীনাম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী)

বেদ, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, নিখিল সাত্বত পুরাণ শাস্ত্র ও আচার্যগণ সকলেই শ্রীনামকে জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং শ্রীমান্ [illegible] কোন আশ্রমীয় সেবা বস্তু নাই বলিয়া জগতে স্বয়ং আচরণ পূর্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বীয় নামেই তাঁহার (নামীর) সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীনাম স্মরণ করিবার কোন কাল পাত্র বা কালের বিচার রাখেন নাই। তিনি নামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা জগতে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন [illegible] তাঁহার আবির্ভাবের সময় বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলের মুখেই হরিনাম লওয়াইয়াছেন।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥

—প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য হইতে জানা যায় যে শ্রীনাম-ভজনই জীবের একমাত্র ধর্ম। শ্রীনামী অভিন্ন-শ্রীনাম স্বরূপে জগতের জীব সমূহকে কৃপা করিবার জন্য এই জগতে জড়ের অপ্রাকৃত বিগ্রহ অবতীর্ণ। শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত বিশেষ কোনও জীবের অন্য কোনও মঙ্গলোপায় বা সাধ্য তত্ত্ব নাই। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। অথচ বর্তমান যুগের মনোধর্মী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ব্যক্তিগণ সমগ্র শাস্ত্র, আচার্যগণের বাক্য ও কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবানের আদেশ ও আচরণ পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া থাকেন যে কেবল শ্রীরাম-নামই জীবের একমাত্র ধর্ম হইতে পারে না। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতির ন্যায় নাম গ্রহণও একটী পুণ্য বা উপায় মাত্র। কিন্তু শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে এইরূপ কল্পনাকারী ব্যক্তিগণকে নামাপরাধী বলিয়া বিচার করিয়াছেন। সমসাময়িক জগতের চিন্তা-স্রোতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-মাহাত্ম্য, তাই তাহারা অপ্রাকৃত শব্দ যে শব্দীর সহিত অভিন্ন ইহা ধারণা করিতে পারে না। ইহা তাহাদের বুদ্ধির মাত্র। প্রাকৃত জগতের নামী ও নাম ভিন্ন। শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু পৃথক্। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যে সেরূপ নহে। সেখানে নাম নামী, শব্দ ও শব্দী অভিন্ন। বৈকুণ্ঠরাজ্যে কোন রূপ কুণ্ঠা ধর্ম নাই, তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ [illegible] বলিয়া বাক্য [illegible] সম্পূর্ণ অভিন্ন। নামও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তব বস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্য রসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] [illegible]। সেই বৈকুণ্ঠ [illegible]

[illegible] করে আরম্ভিল [illegible]
[illegible] যাই [illegible]—
[illegible]
"পূর্ণ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বাৎ [illegible]

শ্রীভগবানের নাম রূপ [illegible] সকলেই অপ্রাকৃত। সুতরাং প্রাকৃত [illegible] গ্রাহ্য নহে [illegible] ইন্দ্রিয়ের [illegible] প্রাকৃত গোচর।" শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন:

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ [illegible]
সেবোন্মুখে হি জিহ্বা[illegible]

[illegible] ভক্ত [illegible] সাধনের [illegible]
কিন্তু ভগবত্ত অবলোকন [illegible]
[illegible] বিষয় এবং [illegible]
জগতে তাহা হইতে [illegible]
সম্ভব নয়। সেবোন্মুখ জিহ্বাই [illegible] গুণ কীর্তন করিতে পারেন, [illegible] অপ্রাকৃত চক্ষুই ভগবানের [illegible] দর্শনে সমর্থ। সেবোন্মুখ কর্ণই [illegible] লীলা ও গুণ সমূহ শ্রবণ করিবার [illegible] অর্থ সাহজিক সম্প্রদায় শ্রীর [illegible] ভিমানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা [illegible] শ্রীনামকীর্তনের প্রয়াস করেন। [illegible] ফলে নাম নামীতে ভেদবুদ্ধি থাকিয়া [illegible] ও গুরুনামোচ্চারণের পরিবর্তে [illegible] বা অপরাধ যুক্ত নাম হইতে থাকে। [illegible] ফল প্রেম লাভ না হইয়া প্রাকৃত [illegible] লাভ হয় ও নামাভাসের ফল [illegible] না হইয়া সংসার-বর্ধন [illegible]

অতএব শুদ্ধ নাম করিতে [illegible] সেবোন্মুখ হওয়া একান্ত আবশ্যক [illegible] ভূমিতে ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী [illegible] উৎপত্তি। মুক্তাবস্থিতে ভগবৎ সেবার [illegible] আত্মার নিত্যবৃত্তির উদয় হয়। ভোগ ত্যাগ এই দুইটী সগুণ আর ভগবৎসেবা নির্গুণ। [illegible] বদ্ধজীবের [illegible] ভোগ ও ত্যাগ রূপ উপাধি [illegible] দূরীভূত হইয়া আত্মার [illegible] সেবা-বৃত্তির উন্মেষের আর [illegible] নাই। [illegible] পর্যন্ত শুদ্ধ নাম হয় না [illegible] শ্রীগুরু-সেবার অবলম্বনেই [illegible] আত্মার বৃত্তি উন্মোচন [illegible] [illegible] সেবার জন্য [illegible] জ্ঞান লাভ করেন। [illegible] নিত্যবৈকুণ্ঠ হইতে [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হন। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] । [illegible] প্রাপ্তি [illegible] ভক্তি [illegible] লাভ হইতে পারে না, সর্বক্ষণ গুরুসেবা [illegible]

[illegible] পুষ্টি [illegible] লাভ হয়। নাম নামী যে অভিন্ন [illegible] একমাত্র [illegible]। উহাই গুরুপাদপদ্ম হইতে জানা দিয়া [illegible]। এই জ্ঞানলাভ না করিয়া যিনি [illegible] চালিত হইয়া 'আমার নামে রুচি হই-[illegible]' বলিয়া গুরুসেবা ছাড়িয়া দেন, তাঁহার [illegible] কোন আশা নাই, [illegible] নাম-সংকীর্তনই যখন কোন জীবের নিত্য-[illegible], তখন আর গুরু-সেবার আবশ্যকতা [illegible]—এই বলিয়া যিনি গুরু-সেবায় [illegible] করেন, তাঁহার জিহ্বায় কোন দিন নাম উদিত হন না। তাই বলিয়া যে গুরুসেবা করিলে আর নাম করিতে নাই তাহাও নহে। গুরুসেবা ব্যতীত অপর সময় সংখ্যা নাম করাই একান্ত কর্তব্য। নিরন্তর গুরু সেবা-কালে [illegible] উপলব্ধি ও সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুনামে রুচি হয়, তখন নামের সহিত [illegible] দর্শন হয়।

'[illegible] কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
[illegible] ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥'

সৎসংসর্গ

(শ্রীমদ্ [illegible] দাসাধিকারী বি, এ,)

শ্রীভিক্ষুগণ [illegible] বলিয়াছেন 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।' সংসর্গ হইতে দোষ ও গুণ উৎপন্ন হয়। যে সংসর্গ হইতে দোষ জন্মে, তাঁহাকে অসৎ সংসর্গ ও যে সংসর্গ হইতে [illegible] ও উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহাকে সৎ সংসর্গ বলে। এই জড় জগতে প্রত্যেক জীবই সংসর্গ-স্পন্দিত [illegible]। বহির্জগতে যেরূপ পদার্থনিচয়ের [illegible] বিকর্ষণ চলিতেছে [illegible] সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণ চলি-[illegible] জীব [illegible] অসৎসংসর্গে মিশিয়া তাহার জীবন কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে [illegible] পথে নামিয়া যাই-[illegible]। আবার সৎসংসর্গে সহবাস করিয়া [illegible] লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। [illegible] স্রোত জৈব জগতে নিরন্তর চলিতেছে। [illegible] প্রকৃতি বা অপ্রকৃতি দ্বারা পরি-চালিত হইয়া সংসর্গের প্রভাবে [illegible] [illegible] সকল ব্যক্তি [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] করিতেছেন, [illegible] উৎকর্ষ লাভ করিয়া এই [illegible] উত্তীর্ণ [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত জীবহৃদয়কে অনর্থ মুক্ত করিয়া ভক্তিপথে চালিত করিবার জন্য [illegible] করিয়াছেন—

[illegible]
[illegible] বুদ্ধিমান্।
অস্ত্র এনাং ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

[illegible] পরিত্যাগপূর্বক [illegible] সৎসঙ্গ করুন। সাধুগণ সাধূপদেশ দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

সাধুসঙ্গ গ্রহণ করিবার পূর্বেই 'সাধু কে?' তাহা জানিবার বাসনা প্রবল হয়। যিনি প্রাকৃতসঙ্গ সর্বতোভাবে [illegible] নিত্যসত্য-সত্ত শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। একমাত্র ভগবদ্ভক্তই সাধু। তিনি সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত, অসদ্গুণাবলী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানবগণের চিত্ত কোনও সময়ে শূন্য থাকিতে পারে না। একটা না একটা চিন্তাস্রোত সেখানে প্রবাহিত। প্রাকৃত বিষয়ে রত ব্যক্তি সর্বদা বিষয়সুখে ধাবমান। সুতরাং তাহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত বিষয়ের স্ফুরণ কখনও সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার অনন্যভক্তি বিদ্যমান, যিনি অন্যাভিলাষিতাশূন্য, তাঁহারই ভক্তিভাবিত চিত্তে ভগবানের রূপগুণলীলার স্ফূর্তি হয়। অতএব 'কৃষ্ণৈকশরণত্ব' সাধুগণের মুখ্য লক্ষণ। সাধু সঙ্গ বলিলে বৈষ্ণবসঙ্গই বুঝায়। বৈষ্ণব বলিলে যিনি আপনাকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বুঝিয়া সর্বদা নিজ প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ সেবা-রত তাঁহাকেই বুঝায়।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-[illegible]
[illegible] কর্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু উত্তমাভক্তির এই লক্ষণ কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তাঁহার সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কৃষ্ণানুশীলন করেন। তাঁহার মন বাক্য কর্ণ নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়-গুলিই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে নিযুক্ত। তিনি সর্বদা শ্রীহরিকীর্তন রত। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে [illegible] ভক্তিলাভই চরম-কল্যাণ। সাধুসঙ্গ-প্রভাব ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার অন্য পন্থা নাই। শাস্ত্র কীর্তন করিয়াছেন,

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

[illegible] বহির্মুখ বদ্ধজীব [illegible] স্বরূপ-[illegible] শ্রী [illegible] আমার পুত্র ইত্যাদি মং [illegible]

একমাত্র [illegible] সকলই তাঁহার সেবা একথা ভুলিয়া গিয়াছে। 'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।' এই বৈষ্ণববাণীর বশবর্তী হইয়া [illegible] স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে একমাত্র সাধুসঙ্গই প্রয়োজন। নতুবা এই দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর কোনও উপায় নাই। বিষয়াসক্ত সর্বজীব কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুর বশবর্তী হইয়া মায়ার সমুদ্রে নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছে। নিজের সম্বন্ধজ্ঞান লাভ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য এই স্মৃতির উদয় সৎসঙ্গ অর্থাৎ সদ্গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণব ও সৎশাস্ত্র-সঙ্গ ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। বদ্ধ-জীবের সদ্গুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন [illegible] না হওয়া পর্যন্ত ভবসমুদ্র-পারের উপায় নাই। কারণ যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই অন্ধকে পথ দেখাইতে সমর্থ। যে নিজে অন্ধ, সে অপরকে কি উপায়ে পথ দেখাইবে? সুতরাং হে মোহাচ্ছন্ন জীব, যদি নিত্যমঙ্গল অভিলাষ কর, তাহা হইলে সদ্গুরুতে প্রপন্ন হও। পঙ্কপঙ্কে স্থিত জীবের তায় জীবন [illegible]। সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী, তাহার সাহায্যে ভবসাগর পার হও।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

শ্রীমহাপ্রভু মানবসমূহকে একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা ভক্তি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥'

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এই বাক্য সর্বদা স্মরণ রাখিলে জীবের নিত্যকল্যাণ লাভ হয়। এই সংসারসমুদ্রে সাধুসঙ্গই কল্পতরু সদৃশ। সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা কে অবি-[illegible] করিতে পারিবে? নামাচার্য শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের সঙ্গফলে পাপাসক্ত নরনারী কৃষ্ণ কৃপা লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। পাষণ্ড-প্রধান জগাই মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গ [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে জীবকুল! সকলে সাধু কৃষ্ণভক্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সাধুসঙ্গে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণসংকীর্তন করিতে করিতে জীবন সার্থক করুন। চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করাই জীবমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥
(১১।৯।২৯)

ধাম অপরাধ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

[illegible] শ্রীগুরু [illegible] নামাপরাধ [illegible] আলোচনা করিবার [illegible]

[illegible] যেরূপ নামাপরাধগুলি [illegible] আলোচিত, সেই প্রকার ধামসর্বশ্রেষ্ঠ ও ধামবাসেচ্ছুর পক্ষেও ধামাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীগুরুদেবের ভুবনমঙ্গল শ্রৌতবাণী হইতে ধামাপরাধ সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, আজ আত্মশোধনার্থে সেই সকল শ্রৌতকথার কথঞ্চিৎ কীর্তন করিবার আশা রহিল। শ্রীগুরুচরণপ্রসাদে কোনরূপ সিদ্ধান্ত-বিরোধজনিত অপরাধ উপস্থিত না হইলেই মঙ্গল।

১। ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা

আমরা অনেকে অনেক সময় মনে করি, টাকা হইলেই টিকিট কাটিয়া রেল গাড়ীতে চড়িয়া যে কোন ধামে গেলেই ধাম দর্শন হইবে, অথবা ধামবাসাভিমানী পাণ্ডাদের সেবা করিলেই তাহারা ধাম দর্শন করাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক-স্বরূপে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান করিলেই [illegible] দেনা শোধ হইবে। এই [illegible] গোঁজামিল দেওয়া ভ্রান্ত ধারণাটা যে কত কাল যাবৎ গতানুগতিক নিয়মে জগতে প্রচলিত হইয়া যাবতীয় লোকের ধাম-অপরাধ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, তাহার ইতিহাস কে সংগ্রহ করে? আমরা এই সকল পারমার্থিক কাহারও বেলায় এত অন্ধ-বিশ্বাসের আশ্রয় করি যে, জগতের কোন বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবৃদ্ধ ইতিহাসে তাহার উদাহরণ মিলে না। আমরা কেবল মুখে আওড়াই বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর। এই বিশ্বাস জিনিষটা কি? কি প্রকারের দৃঢ়তাকে শাস্ত্রকারগণ বিশ্বাস নামে আখ্যাত করিয়াছেন, তাহার কি কোন সন্ধান আমরা রাখি?

ধাম-প্রদর্শক—শ্রীগুরুদেব। (এই গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় বহু উপদেশ দিয়াছেন, সর্ব বেদবিদ্, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যই শ্রীগুরুদেব। লৌকিক গুরু, কুলগুরু বা [illegible] ভুঁইফোড় দেহমনোধর্ম আত্ম-পর-বঞ্চক ব্যবসায়ীদের কথা এখানে বলা হইতেছে না। সাবধান! গুরু বলিতে আধুনিক বাজারে যে সকল পশা চলিতেছে, তাহা বুঝিয়া না বসি। তেমন গুরুদেব তো ধামের 'ধ'ও ধার ধারেন না। শুধু উদর পূজার নিমিত্ত ধামা বোঝাই করাই ব্যস্ত। সদ্গুরু-শ্রীচরণ-চিহ্ন অনুসরণ ব্যতীত ধাম দর্শন ও ধামে গমন ঘটে না। তিনি ধাম-অপরাধ হইতে সর্বকাল সর্বতোভাবে [illegible] তাঁহার জড়াভিনিবেশ না থাকায় ধামকে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক দর্শন করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সর্বত্রই কৃষ্ণ কার্য দর্শন করেন বলিয়া মায়িক জগদ্দর্শন তাঁহার নাই। তিনি বনমাঝে বৃন্দাবন, নদীমাঝে কালিন্দী, পর্বত মাঝে গোবর্দ্ধন দর্শন করেন। তিনি মুক্তকুলবন্দ্য হইয়াও আচার্যের লীলাভিনয়কারী। এমন গুরুদেবের শ্রীচরণ শরণ ব্যতীত [illegible] চেষ্টা ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা-রূপ ধাম-অপরাধ। সর্বাগ্রে ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের চরণে আনুগত্য স্বীকার করিলে, সর্ববিধ ধাম-অপরাধ ছুটি হইয়া যায়। নতুবা পদে পদে ধাম-অপরাধ উপস্থিত হয়।

[illegible] — ১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের চিত্ত যখন পাপাসক্ত হয়, তখন আমাদের নিকট যত ভাল কথাই লইয়া যাওয়া যাউক না কেন, আমরা তাহা কখনই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভাল কথা শুনিবার বা বলিবার প্রবৃত্তি পূর্ব পূর্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলেই হইয়া থাকে। আবার আমাদের পাপমলিন চিত্তদ্বারা সদসৎ বিচার করিতে গিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অসৎকে 'সৎ' বা সৎকে 'অসৎ' ধারণা করিয়া বসি। আবার অনেক সময় মনে করি; আমারই চিত্ত যখন পাপ-প্রবণ, তখন জগতে কেহ বা 'ভাল' বলিয়া আর কিছুই নাই, সকলেই পাপাসক্ত। কিন্তু ব্যাপার তাহা নহে। অসৎ ব্যতিরেক ভাবে সৎএরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অন্ধকার দেখিলে কেবল-অন্ধকারই আছে, ইহা মনে করা অদূরদর্শিতার পরিচয়। অন্ধকার আলোকের মাহাত্ম্যই জীব হৃদয়ে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। তাই বলিয়া অন্ধকারের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। বিচার-ভ্রান্তি দোষে আমরা প্রায় সকলেই এক একটা খামখেয়ালি মতের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনটাকে নানা ভাবে বিপন্ন করি। ভগবান্ ও জীবের সহিত কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে [illegible] আমাদের ভ্রান্ত বা ভাল মন্দের বিচার কখনই দোষ-নিমুক্ত হইতে পারে না। আমি যদি যাহাকে 'ভাল' বলিয়া বিচার করি, অন্য আর একজন আসিয়া সেইটাকেই 'মন্দ' বলিয়া স্থাপন করিলেন। সুতরাং সর্ব্ব-[illegible] অবস্থায় নিজ নিজ মনোধর্ম্মের বিচারপ্রণালীর কাহারও চলা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের বিচার যখন পদে পদেই খণ্ডনীয় অসম্পূর্ণ [illegible] দেখি, তখন আমাকে এমন একটী অতিমর্ত্ত্য বিচারের অপেক্ষা করিতে হইবে, যাহা কোনও মর্ত্ত্য বিচার দ্বারা [illegible] হইতে পারে না। ইহার ন্যায় [illegible] এক সর্ব্বাবলম্বে আমিও তর্কপন্থায় অসারবস্তু উপলব্ধি পূর্ব্বক নাস্তিকতা হইতে পরিমুক্ত হইয়া মুক্তপ্রগ্রাহ, [illegible] মায়াবাদ ও বৈকুণ্ঠে বিশ্বাস-পরায়ণ হইয়া পড়েন এবং সেই বিশ্বাস-ক্রমেই [illegible] হইয়া আমিও [illegible] হইতে পরিত্রাণ

[illegible]

[illegible] আমাদের অন্তঃকরণ [illegible] হইয়া [illegible] একটু বিবাদময় হই, আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য আসিয়া এতদিন যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা অল্পে অল্পে অনুভব হয়, তখনই শ্রীভগবান্ আমাদের সম্মুখে সাধুগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বিচারের যাবতীয় ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন। আমরা আমাদের গত জীবনকে ধিক্কার দিয়া শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-সম্পাদনে যত্নবান হই আর ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের আনুগত্যে বলিয়া থাকি—

ত্রিংশংকান্ ধিক্ ধিগ্ ধিক্ উৎকটতপসো
ধিক্ চ যমিনঃ।
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্
জড়মতীন্।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তাননরপশূন্
ন কেষাঞ্চিল্লেশোপ্যহহ মিলিত গৌরমধুনঃ॥

—নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণকে ধিক্, উৎকট কৃচ্ছ্রসাধ্যতপস্যাপরায়ণ তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ যোগিগণকে ধিক্, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণমাত্র করিয়াই বৃথাভিমানে প্রফুল্ল বদন অহংগ্রহোপাসকগণকেও ধিক্, ইহারা সকলেই যথার্থ পরমার্থানুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া প্রাকৃত ও নশ্বর সুখলেশানুসন্ধানে ব্যস্তমতি। এই সকল নরপশুর জন্য কি শোকই বা করিব? হায়! ইহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদপদ্ম মকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না।

মনে মনে যতই নাস্তিক্যবাদের কথা চিন্তা করা যাইবে, ততই মায়াদেবী আমাদিগকে যত প্রকারে নাস্তিক হওয়া যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্মুখতা করা যায়, তাহার সন্ধান দিতে থাকিবে। আর আমরা ভগবানকে না মানার দরুণ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কামাদি রিপুর নানাপ্রকার দুর্নিবার পালনে ব্যস্ত হইব। কেবল ভোগাসক্ত হইয়া ভোগের ইন্ধন সংগ্রহে ব্যস্ততা-নিবন্ধন অশান্তি আর আমাদের ঘুচিবে না। যাহাকে এই মুহূর্ত্তে শান্তি বলিয়া ধরিতে যাইব, সে-ই আবার পরমুহূর্ত্তে অশান্তিরূপে আসিয়া অট্টঅট্টহাস্য-সহকারে আমাদিগকে উপহাস করিবে। আমরা পাপ করিয়া কেন যে এরূপ অশান্তির অনলে দগ্ধ হই, তাহা কে বলিবে! কেবল 'জেদ' বা একগুঁয়েমি বা 'গোঁয়ারতামি'ই আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। আমার মনের খেয়ালটী কিসে বলবান্ করিবে, ইহাই হয় আমার যত্ন, অনর্থের মূল। শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে বিশ্বাস ছাড়া আর এ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তি নাই, তাহাও ভাগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। আমরা যদি কোনদিন আমাদের [illegible] যাবতীয় অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া দিয়া [illegible] অতিরিক্ত হইতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল। নতুবা এরূপ [illegible] কৰ্ত্তাই হইব, তাহার কিছুই স্থির নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্
গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিত পুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

অর্থাৎ "যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ ও শাস্ত্র-শ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়।"

জানিনা আর কবে আমাদের সাধুশাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে, আমরা কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বাণী 'নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়'—ইহা উপলব্ধি করিয়া গোলোকের প্রেমধন শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে আমাদের অবিদ্যা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ অনর্থ দূরীভূত হইবে। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনাই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় জানিলে আমাদের অকিঞ্চনজ্ঞান-গরিমা আর আমাদিগকে পরাভূত করিয়া মোহকূপে নিমগ্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু হায়! জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতি-ব্যতীত কৃষ্ণনামে প্রীতি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং সাধুসঙ্গই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা। তাঁহাদের বাণী আপাতপ্রীতিদায়িনী না হইলেও পরিণামে অত্যন্ত হিতকারিণী, আমাদের যাবতীয় অনর্থবিধ্বংসিনী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য বস্তু জানিবার জন্য আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেই শ্রীভগবান্ সত্য জানাইবার জন্য আমাদিগের নিকট তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ সাধুকে প্রেরণ করেন। আমাদের [illegible] বা সবজান্তা অভিমান ছাড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলেই আর ভয় থাকে না, আমাদের জীবন কতই না সুখ শান্তিময় হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা, যাহা শ্রেয়ঃ, তাহার দিকে যে আমাদের চিত্ত আদৌ আকৃষ্ট হইতে চাহিবে না, প্রেয়ঃ লইয়াই যে মত্ত থাকিবে!

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ, অভিমান-সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ, বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎমত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
এ আমার ভালে কুর, যেদি [illegible] কর
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥"

সত্য বিশ্বাস

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

এই বিশ্বে মানব মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাল যাপন করে। বিশ্বাস স্থাপন না করিলে তাহাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। শিশু পিতামাতাকে স্বীয় আশ্রয়স্থল জানিয়া তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, স্ত্রী স্বামীকে তাঁহার পালন-কর্ত্তা ও রক্ষক জানিয়া স্বামীর উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন, স্বামীও স্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ-জন্য তাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী করেন, প্রজাগণ রাজাকে রক্ষক ও পালক জানিয়া তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করে, রাজাও প্রজাগণকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী জানিয়া তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। জড় জগৎ চিৎ জগতের হেয় প্রতিফলন। জড় জগতে পরস্পরের উপর বিশ্বাস-স্থাপন ব্যতীত একদণ্ডও চলে না, তখন ভগবানের সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কিরূপে চলিবে? ভগবানে বিশ্বাস স্থাপিত না হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ-[illegible] বলিয়াছেন—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

কেবল বিশ্বাস দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না। প্রাকৃত বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবগণ তর্ক-দ্বারার প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের সিদ্ধান্ত প্রাকৃত তর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অচিন্ত্য ভাবসকল তর্ক-দ্বারায় জানা যায় না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষে দেখা যায় না। তিনি অপ্রাকৃত দিব্য নেত্রে দৃষ্ট হন। জড় জগতে কোন স্থানে যাইতে হইলে, যে ব্যক্তি সেই স্থানে গিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে পথ ঘাট জানিয়া লইতে হয়, কিম্বা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হয়, সেইরূপ ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত ধামে একবারও গিয়াছেন, কিম্বা কোন জানা সাধু লোকের নিকট হইতে রাস্তা জানিয়া লইয়া কিম্বা তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতে হয়। কিন্তু অনুমান দ্বারা অথবা যে ব্যক্তি সেই ধামের কোনও সন্ধান রাখে না, তাহার উপদেশ দ্বারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যায় না। একজন অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ অন্য অন্ধ ব্যক্তিকে কোথাও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না, যাইলে উভয়েই গর্ত্ত মধ্যে পতিত হইয়া মারা যায়, তদ্রূপ

[illegible] রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করিয়া মনোধর্মী লোকদের সহায়তা গ্রহণ করিলে বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে পতন ব্যতীত অন্য কিছুই আশা করা যায় না।

বিশ্বাস দুই প্রকার—সত্য বিশ্বাস ও অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। সৎশাস্ত্র, সদ্গুরু ও শুদ্ধ ভক্তে বিশ্বাস স্থাপনের নাম সত্য বিশ্বাস, অসৎ শাস্ত্র, অসদ্গুরু ও অসাধুতে বিশ্বাস স্থাপন ভ্রান্ত বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস-কারী ব্যক্তি চক্ষুষ্মান। যেমন চক্ষু-সাহচর্য্যে সমস্ত বিষয় দর্শন করা যায়, সেইরূপ সত্য বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। ভ্রান্ত বা অসত্য বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত কাল চেষ্টা করিলেও ভগবৎ প্রাপ্তির আশা ফলপ্রদ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান যুগে সদ্গুরু অত্যন্ত দুর্ল্লভ। অসদ্গুরুর অভাব নাই। ধর্ম্মজীবনযাপনাভিলাষী ব্যক্তির নিত্য মঙ্গল লাভ করিবার বাসনা থাকিলে অসদ্গুরুর কুহকে না পড়িয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন। শিষ্যের বিত্তাপহারক অসদ্গুরু জগতে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু শিষ্যের প্রকৃত মঙ্গলকামী সর্ব্বসন্তাপ-হরণে সমর্থ সদ্গুরু মিলা ভার। যিনি অধিরোহ বাদকে নিবারণ করিয়া অবরোহ পন্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির [illegible] উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরুতে বিশ্বাস স্থাপনের নামই সত্য বিশ্বাস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরুর লক্ষণে বলিয়াছেন।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সাধুগণে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না, কারণ ভগবান্ ভক্তেরই ধন এবং ভক্তের অধীন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ব্যতীত ভগবান্‌কে লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ-সেবা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ সাধুগণের লক্ষণ।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অনেকে সাধু বা ভক্ত চিনিতে না পারিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ [illegible] সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ভূমিকার উপর বিশ্বাস ভক্ত বুঝিয়া ভ্রান্ত-পথে চলিয়া যাইতেছে। এই সকল অভক্তের কথার বিশ্বাস করার নাম অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস।

যে শাস্ত্রে ভাগবত-ধর্ম্মের বর্ণনা আছে, যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে জড়াসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত মানবগণ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করে, তাহাই সৎ-শাস্ত্র।

যাঁহার সত্য বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি নামনামীতে অভেদ দেখেন। তাঁহার শাস্ত্রবাক্যে অটল বিশ্বাস। সুদৃঢ় বিশ্বাস-কেই শ্রদ্ধা বলে, সেই শ্রদ্ধা পুষ্ট হইলে নামাপরাধ দূর হয়। নামাপরাধ দূর হইলে প্রাকৃত অপ্রাকৃত নাম জিহ্বায় নৃত্য করে, তখনই নামীর উদয় হয়।

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ।"

ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়া—সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অনবরত শ্রীহরিনাম করিলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে উদ্ধার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, একমাত্র শ্রীহরি-নাম হইতেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধ হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিলেই তিনি আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন। শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীভগবানে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে অনলে, হস্তিপদতলে, সর্পদংশনে, বিষায় ভোজনে, সাগরজলে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব বিপদবারণ শ্রীহরিকেই নিজের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জানিয়াছিলেন, কাজেই তিনিও তাঁহার ভক্তিবাধা বিনাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। হে ভগবন্, তুমি আমাদের নিত্যপ্রভু। আমরা বিষম বিষয়-পাশে আবদ্ধ, তুমি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অচলা বিশ্বাস বিতরণ কর ও তোমার অধম অকৃতি দাসগণকে ভব-সাগর হইতে উদ্ধার কর।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

২। [illegible]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

এই বাক্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণে নারায়ণাপেক্ষা রসাধিক্য বিদ্যমান; নতুবা নারায়ণ-বক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মী কৃষ্ণ-সঙ্গ প্রাপ্তির জন্য আদৌ তপশ্চরণ করিতেন না। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বর-প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট [illegible] কৃষ্ণ-সেবা প্রাপ্তির বর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ [illegible] প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

'স্বর্ণ-রেখেব কৃষ্ণে নাথ! বক্ষসি বসামি সদা।'

হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। লক্ষ্মীর এইরূপ প্রার্থনাতে নারায়ণ-রূপ হইতে কৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ ব্যক্তি হইয়াছে।

শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

এই বাক্যে নারায়ণ নামাপেক্ষা কৃষ্ণ-নামের মহিমাধিক্য অতিশয়রূপে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'পরম-বৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ।' শ্রীনারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ জগতে উদিত হইলেও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। তাঁহার পূর্ব্বে রূপ ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে, এইরূপ ধারণা অশাস্ত্রীয় এবং ইহা অজ্ঞ তার্কিকগণেরই সিদ্ধান্ত। অজ্ঞীয় জ্ঞানাবলম্বনে চিত্তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ইঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান ইঁহারই কৃপাসাপেক্ষ। ইঁহার অনুগৃহীত জনগণের সিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া উহার কীর্ত্তন দ্বারা ভগবৎ-সেবা করা আর অন্য কোনরূপে ইহা সম্ভবপর হয় না। সাধু-শাস্ত্র ইহা একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করেন। ইহা সত্য। ভক্তের ভক্তসঙ্গে তিনি অবতীর্ণ হন। এইখানে 'রূপ ধারণ' 'রূপ প্রকাশ' অর্থেই বুঝতে হইবে। ভক্তের জন্য কৃষ্ণের সব অবতার। এই সিদ্ধান্তে কোন দোষাবহ নহে। কৃষ্ণের প্রত্যেক অবতারের ভক্তই একমাত্র হেতু।

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

গীতার এই বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতার ৪।৮ শ্লোকে 'সৃজাম্যহম্' ও উপর্যুক্ত ৪।৭ শ্লোকে 'সম্ভবামি' বাক্য-দ্বয়ের প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণরূপের পূর্ব্বসিদ্ধত্ব সপ্রমাণিত হইতেছে।

ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোকটির প্রথম দুই চরণ বাদ দিয়া বেজবরুয়া মহাশয় অর্থ করাতেই বোধ হয় তিনি শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অনুমিত হয়। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
[illegible]
[illegible]

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

হে নাথ (ভগবন্) তুমি শ্রবণাদির দ্বারা লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পায়। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। হে উত্তমশ্লোক, ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (নিজ নিজ ভাবগত) ভাবানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ চিন্তা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

ধামাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

২। শ্রীধামকে অনিত্য বোধ

শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ধামকে অনিত্য বোধ অর্থাৎ এই প্রপঞ্চের ন্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল ধাম ছিল না, আবার কিছুকাল পরেও থাকিবে না; অথবা পদ্মাবতী যীয় প্রখর স্রোতে যেমন রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া নিজেই কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিতা হইয়াছেন, সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণু-পাদোদ্ভবা যমুনা বা গঙ্গাদেবীও নিজ নামে খ্যাতি করিবার নিমিত্ত, যীয় প্রচুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ প্রভৃতি ধাম ভাঙ্গিয়া যীয় শক্তির গৌরব প্রদর্শন করিবেন এবং জগবাসীকে শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের সার্থকতা শুধু গঙ্গা-স্নান ও যমুনা-স্নানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, এরূপ গর্হিত ধারণা নিতান্ত ভাগ্যহীনতা হইতে প্রসূত। ইহসংসারে আমরা স্রোতে প্রচুর পরিমাণে যখন অভিনিবিষ্ট হই, তখন চিন্ময় ধামেও জড়বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া আনস্থ্য বোধে আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। এহেন দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত হওয়াতেই বর্ত্তমান জগতে ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞাজনিত অপরাধ-ক্রমে সর্ব্ববিধ ধাম অপরাধ অর্জ্জনের সুযোগ করিয়া দিতেছে। বস্তু তত্ত্ব গণসংখ্যাধিক্যের জোরেই ধাম-নির্ণয় হইতে পারে, প্রামাণ্য সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে। অবশ্য এটা কোন নূতন কথা নহে, সত্য মিথ্যা চিরকালই আছেই, থাকিবেও। তবে যাঁহারা বাস্তবিক বুদ্ধিমান্, তাঁহারা শ্রবণ ও সত্যবিরোধিজনের [illegible] এবম্বিধ ধামাপরাধে পতিত হন [illegible]

৩। শ্রীধামবাসী ও শ্রীধাম ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি-বুদ্ধি

যাঁহারা শ্রীধামে বাস করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণব।

"[illegible] [illegible], [illegible] নয়।
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible] ॥
[illegible], অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
[illegible], করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥"

[illegible] সর্ব্ব গুণ-সমন্বিত জন কখনও হিংসার বশ নহেন। এতদ্বিপরীত [illegible] ব্যক্তি ব্যতীত এরূপ অনসূয়া-সম্পন্ন ধরণীর মধুসদৃশ ধাম-বাসী বৈষ্ণবগণকে কোন্ ব্যক্তি বড় হৃদয়হীন হিংসা করিবে? তাহা কোন সুবুদ্ধি মানবের মস্তিষ্কে স্থান পায় না।

এরূপ নিত্য ঊর্দ্ধগ্রামী সাধুগণই, ধামবাসী ও ধামভ্রমণকারী বলিয়া গচ্ছাদে অভিহিত। ইঁহারা যে-কোন কুলের পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্য, যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইলেও শ্রীভগবানের ধামবাস, ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্যকালে চিন্ময়ের চেতন রজঃ স্পর্শে, গ্রামবাসীদিগের অচেতনতা অর্থাৎ জড়তা ভাব তিরোহিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণরেণু পরশমণি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সত্য সত্যই অবশ্য হইতে মুক্ত।

এহেন ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি, হিংসা ও জাতিবুদ্ধি ধামবাস ও ধামদর্শনের অন্তরায় এবং ধাম-অপরাধ। যাঁহারা ধামবাসের অভিনয় করিয়াও এরূপ অপরাধের অবকাশ দেন, তাঁহারা ধামেরই অবজ্ঞা করেন।"

৪। ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান

বর্ত্তমান কালে উক্ত অপরাধটী ব্যবসায়ে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে বসিয়া অনেক সময় বিষয়-কার্য্য জুটে না, বিশেষতঃ স্বেচ্ছাচারী হইলে, সমাজের শাসনাভাব উপস্থিত হয়, সুতরাং প্রত্যাশী হইয়া, যে কোন ধামে বা তীর্থে আড্ডা করিতে দেখা যায়। ধামের [illegible] ক্রয়-বিক্রয় করিয়া অথবা [illegible] লোকের অর্থ পুঁজি লইয়া, দান, [illegible] প্রভৃতি [illegible] করিয়া আসিতে [illegible] বেশ ব্যবসা হয়। কোথাও বা [illegible] বিদ্যালয়, [illegible] অধ্যাপক সাজিয়া, [illegible] স্থাপন করিয়া কিছু রোজগারের [illegible] আসিতে হয়। তাহাতে পরিমাণ-[illegible], নবাবী, ক্রন্দন পান, তামাক [illegible] প্রভৃতি ইহ-পুরুষার্থের সকল [illegible] [illegible] সম্পাদিত হইয়া যায়।

এরূপ অবস্থা [illegible] থাকিলে কখনও [illegible] হয় না। বরং গ্রামের [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোষণ ও [illegible] [illegible] বাস্তব ধাম-বাস [illegible]

[illegible] কখনও এরূপ বিষয়াদির চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন না। নিষ্কিঞ্চন হইয়া সর্ব্ব-বিষয়-ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণসেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন-চেষ্টাই বাস্তব ধামবাসীর উদ্দেশ্য। ধামে বসিয়া নিজ [illegible] [illegible] ধাম অপরাধ করা বাস্তব ধামবাসীর উদ্দেশ্য নহে, হইতেও পারে না।

৫। সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন

শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীনামবিগ্রহের সেবা, শ্রীধামপরিক্রমা, শ্রীধামে ভ্রমণ বা পরিক্রমাকারীর বা ধামবাসীদিগের সেবা করাই ধাম-সেবা। ধামভ্রমণকারীদিগের শ্রীবিগ্রহ দেখান, গঙ্গাস্নানাদি করান, ধামপরিক্রমায় যথাসাধ্য সহায়তা করা এবং পরিক্রমা ও দর্শনার্থীদিগকে আহার্য্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, তাঁহাদিগের নিকট শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ও ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অর্থাৎ শ্রীহরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করানই বাস্তব ধামসেবা। তদ্বিনিময়ে গুরু স্বরূপে কিঞ্চিৎ অর্থাদিগ্রহণ করিয়া ষোড়শ পূজা ধামসেবা নহে।

যাত্রিগণের ঠাকুর দেখাইয়া টেট আদায়, ধাম পরিক্রমা করাইয়া কিছু বেতন আদায়, তাঁহাদিগের আহার সম্বন্ধে কোন খোঁজ না লওয়া, বাড়ীভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রী পীড়ন করা, প্রভৃতিদ্বারা সর্ব্বধামে একটা প্রবল ব্যবসা খাড়া হইয়াছে। এই ব্যবসায়ীদের দল কখনও ধাম-সেবক নহেন। পরন্তু শ্রীধামসেবার ছল পাতিয়া, শ্রীনামবিগ্রহকে বিপণির পণ্য মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও ব্যবসা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধাম অপরাধ করিয়া বাস্তব ধামসেবা হইতে ছুটী পাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

৬। জড় বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড় দেশের অথবা অন্য দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা

আমরা অনেক সময় গ্রামের সহিত ধামের তুলনা করিয়া থাকি। ধামের জল-বায়ুর সহিত গ্রামের বা অপরাপর সহরের জল বায়ুর তফাৎ কি? যদি ধামের জল-বায়ু ভাল অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অনুকূল বোধ হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন ধামবাস করিতে ইচ্ছা হয়। [illegible] [illegible] বুদ্ধি বিধানের জন্য চেষ্টাদি, সেই দেহ দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-[illegible]-চেষ্টা থাকে, তবে সে স্বাস্থ্য বিধানের যাবতীয় অনুকূল বিষয় সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে দেহ কেবল নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টায় নিযুক্ত, সে দেহের স্বাস্থ্যানুসন্ধান কেবল স্বেচ্ছাচারিতা-দ্বারা ধাম-অপরাধ অর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই নহে।

ধাম কখনও গ্রাম-সাম্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। গ্রামে যথেষ্ট ভোগোপকরণ জুটিলেও, ধামে তাহার অভাব থাকিলেও, গ্রাম কখনও ধামের সমান বা ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এরূপ ধারণা অতিশয় নিন্দনীয় বুদ্ধির পরিচায়ক।

শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, দ্বারকা হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি বিষ্ণুক্ষেত্রের সহিত, অন্যান্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান বা পরিমাণ-চেষ্টা ধাম-অপরাধ। বিষ্ণু-ক্ষেত্র মাত্রই চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম। তথায় অপাশ্রিতা মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ক্রিয়া স্তব্ধ থাকায় কুণ্ঠা ধর্ম্মের অবকাশ নাই। দেব-তীর্থে মায়াদেবীর লীলা অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের বিচার ও পরিমাণ থাকায় তাহা কখনও বিষ্ণু-ক্ষেত্রের সমতা প্রাপ্তির যোগ্য নহে। সুতরাং ধামের সহিত কোন দেবতীর্থ বা জড় দেশের তুলনা হইতে পারে না।

৭। শ্রীধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ

অধুনা পাপাচারী জন-সংখ্যা গ্রামাপেক্ষা ধামেই বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিশেষভাবে নিরপেক্ষানুসন্ধানে জানা যায়, যাহারা গ্রামে সমাজ-শাসন প্রভৃতির কবলে আসিতে প্রস্তুত নন, বেশীর ভাগ সেই প্রকারের জনগণই স্বৈরাচার চালাইবার নিমিত্ত ধামবাসের ছল পাতিয়া বসেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, সকলেরই ইচ্ছা এরূপ অসৎ নহে, তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বৈরাচারী। ইহারা না করিতে পারে এরূপ অন্যায় কার্য্যই নাই। ইহারা ধামবাসের অভিমান করে আর পরাকে সর্ব্ব জ্ঞান করিয়া, কলিপাবক স্বধর্ম্মের সেবক পূর্ণমাত্রায় থাকিয়াও গঙ্গাস্নানে বিধৌত হইতেছেন মনে করেন। অবশ্য গঙ্গাস্নানে পাপ বিধৌত হয় কথাটি বাস্তব সত্য, কিন্তু ইহা যে হস্তিস্নানবৎ।

বাস্তব ধামবাস যাঁহার জীবনের এক লক্ষ্য, তিনি কখনও নিষিদ্ধ পাপাচারে লিপ্ত হন না। নিষিদ্ধ পাপাচারে নিযুক্ত জন ধামে বাস করিয়া নরক-বাস করিবার আয়োজন করেন; ধাম মাটিয়া বস্তু নহে যে, আমার মাটিয়া দেহটা ধামে রাখিতে পারিলেই, বৈকুণ্ঠ লাভ হইতে পারিবে। এটাতো আর টাকা পয়সা নহে যে, [illegible] রোজগার করিতে পারিলে খরচও অন্যত্রপাত্রে হইতে পারে?

পাপপুণ্য সমান চেষ্টা করা ভয়ানক অপরাধ। বিন্দুমাত্র পাপবাসনা ধামবাসের সমস্ত সুকৃতি বিধ্বংস করিয়া দেয়। অন্যত্র পাপবাসে কেন, ধামের নামোচ্চারণেই যাবতীয় পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু ধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ অর্থাৎ পাপও করিব, ধামবাসও করিব, পাপ করিবার জন্যই ধামবাস করিব, এরূপ বুদ্ধি নিতান্ত গর্হিত ধাম-অপরাধ।

৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান

শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীবৃন্দাবন অভিন্ন বস্তু শ্রীবৃন্দাবন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাসহ সম্ভোগলীলা-বিলাসকারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী আর শ্রীনবদ্বীপ সেই শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী উভয়ই অভিন্ন গোলোকতত্ত্ব। নিত্য চিন্ময়ধাম জীব-কল্যাণার্থ হইয়া ভূভারতে প্রকটিত। চিদ্দর্শনকারী সাধুজন নবদ্বীপ-বৃন্দাবন একতত্ত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রাকৃত সহজিয়াদিগের ন্যায় প্রাকৃত রস-পিপাসু হইয়া নবদ্বীপকে সেবামার্গ ও বৃন্দাবনকে রাগানুগমার্গ ভাবিয়া বড় রস ভোগে প্রমত্ত হইয়া এঁচড়ে পাকিয়া, অপক্ব গাছে না চড়িতেই এক কাঁদি পাইতে আশা করিয়া, ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার প্রগল্ভতা প্রদর্শন করেন না।

শ্রীবৃন্দাবনের রাগানুগভজন যদি কলিহত জীবের সহজবোধ্য হইত, তাহা হইলে সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আবির্ভূত হইয়া আচার্য্য-লীলাভিনয়ে শ্রীবৃন্দাবনের স্বীয় ভজনপন্থা স্বয়ংই প্রকাশ করিতেন না।

নবদ্বীপে যার নিষ্ঠা নাই, বৃন্দাবনে তাহার উৎকটপ্রীতিরই পরিচয়। যথায় কৃষ্ণ, তাহাই বৃন্দাবন,—তাহাই নবদ্বীপ,—তথায় সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বধাম বিরাজিত; যথায় শ্রীগৌরসুন্দর, তাহাই নবদ্বীপ—অভিন্ন-বৃন্দাবন; সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বধাম তথা বিরাজিত। গৌর-কৃষ্ণোদয় ধাম-প্রকাশের কারণ। ভেদ-বুদ্ধি সর্ব্বনাশের মূল। শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত কোন ধামেরই দর্শন হয় না। তিনি এবং তাঁহার অনুগত জনই ধাম-প্রদর্শক-গুরু বা আচার্য্য। তাঁহাদের অনুগত্য ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবনের একটি ধূলিকণাও দর্শন হয় না। প্রাকৃত জগদ্দর্শনে ভেদজ্ঞান উপাস্থিত হয়।

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা বলি, আমরা সত্য কথা শুনিব, মিথ্যা কথা শুনিতে চাহি না, কিন্তু সত্য কথা শুনিবার মত সাহস বা হৃদয়ের বল আমাদের কোথায় ? সত্য-কথা শুনিতে হইলে আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, লাভ, পূজা প্রভৃতি অনেক প্রকার সংসার-সুখকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তথাকথিত অনেক বন্ধু স্বজনের বিরাগভাজন হইতে হয়, দেশ ও সমাজের বন্ধন শিথিল করিতে হয়, বর্ণাশ্রমাভিমান [illegible] হয়, আধ্যক্ষিক জ্ঞান-প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় পরব্রহ্মনিষ্ণাত সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি-সহ গুরুকৃপাপ্রার্থী হইতে হয় অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা করিতে হয়। সত্য-কথাও শুনিতে চাহিব, অথচ সাধু-গুরু-শাস্ত্রানুশাসন মানিতে চাহিব না, শাস্ত্রের 'গোখর' 'কুণপাত্মবাদী' 'জীবন্মৃত' 'খসন্নুন' 'পশুঘ্ন' 'আত্মহা' 'যোষিৎক্রীড়ামৃগ' প্রভৃতি তিরস্কার-বাক্য শুনিলে ক্রোধোদ্রেক হইবে, সাধুর অনর্থবিধ্বংসী মনোব্যাসঙ্গোচ্ছেদন-কারী শাস্ত্রবাক্যরূপ শস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে পারিব না, আমার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বাধা দিলে সাধুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হইব, যাহারা আমাকে সমুপেত মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে না,—যাহারা আমার কৃষ্ণভজনের আনুকূল্য না করিয়া নানাভাবে প্রাতিকূল্য করে, তাহাদিগকেই আমার আত্মীয় জানিয়া সাধুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব—এরূপ হইলে কি আর সত্য কথা শুনা হয় ?

আমরা বলি—সত্য কথা বলুন, কিন্তু সাধু আমাদের মনের খেয়ালানুযায়ী কথা না বলিলে বাহিরে ভদ্রতার খাতিরে অথবা সত্যানুরাগিতা দেখাইয়া তাহা শ্রবণ করিলেও সাধুর কথায় আমি আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আমি মুখে বলি—আমি সত্য কথা শুনিতে চাই, কিন্তু কার্য্যে দেখাই অন্যরূপ, অর্থাৎ যে সাধু আমার মনমত কথা না বলিবেন, সে সাধুর সাধুত্ব আমি স্বীকার করি না। কিন্তু সাধুর কার্য্য শ্রেয়ঃ-কামী আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে অপ্রিয় হইলেও তাহাই যে একমাত্র শ্রেয়ঃপথপ্রদর্শন, তাঁহা আমরা বুঝিতে চাহি না। সাধু কর্কশভাষী হউন আর মিষ্টভাষী হউন, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাধুর ভাষণটি কি, তিনি কি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যধারণ করাই প্রকৃত সত্যানুরাগিতা। তিনি বজ্রাদপি কঠোরই হউন, আর কুসুমাদপি মৃদুই হউন, তাঁহার উপদেশ যদি আমারই মঙ্গলার্থ হয়, তবে তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। দোষও করিব, অথচ সাধু-শাস্ত্রের শাসন মানিতে চাহিব না, এরূপ ঔদ্ধত্য-প্রকাশ কখনই নিত্য-মঙ্গলপ্রার্থী জীবের কর্ত্তব্য নহে।

অনেক অপরাধী আছেন, তাঁহারা আপনাদের অপরাধ মুখে স্বীকার করিলেও সাধুর ভর্ৎসনাপর সুতীব্র-শাসন-বাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া শেষে সাধুর উপরই সাধুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হন, বলেন—'সাধুর কথাগুলি সত্য বটে, কিন্তু তিনি বড় কর্কশ-ভাষী, তাঁহার ভাষা আর একটু মৃদু হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ তিনি আমাদের অন্যায় কার্য্যগুলির তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া আমাদিগকে একটু খোসামোদ করুন, তাহা হইলে আমরা আরও প্রশ্রয় পাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশটী ভাল করিয়া করিতে পারি। গুরুদেবের ভুল ধরিবার দুর্ব্বুদ্ধি না করিয়া নিজের ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। শিষ্যের কার্য্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহ গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং, ত্বাং প্রপন্নম্' বলা; গুরুদেব তাঁহার কার্য্য কৃষ্ণকথোপদেশ করিবেন, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার কার্য্যের আলোচনা বিচার করিবার স্পর্দ্ধা অথবা আমাদের মঙ্গলবিধান-কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাকে সন্দেহ করা নরকের পথ পরিষ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা, সাধুশাস্ত্রশাসন না মানিলে কেমন করিয়া সংশোধিত হইব ? অবশ্য সাধুগুরুব্রুবের সজ্জায় অনেক লোক থাকিলেও বুদ্ধিমান্ জীব তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর স্বরূপ লক্ষণ, তাহা থাকিলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি হয়, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-চেষ্টা ব্যতীত অন্য চেষ্টা থাকে না। অসাধু যাহারা, তাহারা কখনও সত্যকথা বলিতে চাহিবে না, তাহারা লোকের ইন্দ্রিয়-তোষণপর কথা বলিয়া লোকের নিকট হইতে দ্রবিণাদি সংগ্রহ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। সত্যকথা শুনিয়া লোকে চটিয়া গেলে ত' আর তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ? বুভুক্ষু সাধুব্রুবগণের দুটী মিষ্টকথা শুনিয়া তাহাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া আমাদের লাভ কি হইবে ? সুতরাং সাধু আপাতপ্রীতিকর কোন কথা না বলিলেও নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের সাধুমুখনিঃসৃত পরম সত্যবাণী-শ্রবণে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীভগবান্, তাঁহার ভক্ত ও ভক্তিই একমাত্র নিত্য সত্য, সেই সত্যানুসন্ধানই আমাদের একমাত্র মঙ্গলোপায়।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭৮ সংখ্যার পর)

৩। শ্রীরাধাতত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ১। আত্মবাদ ও ২। ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ের ভ্রান্তি-নিরসনের প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে ৩। শ্রীরাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি প্রদর্শনের জন্য সামান্য চেষ্টা করিব।

তাঁহার শ্রীরাধা-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাগুলি যথাক্রমে,—

১। শ্রীরাধার অস্তিত্ব ভাগবতে নাই, অতএব ইহা অলীক

২। অন্যান্য গোপী হইতে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব ভাগবতে অপ্রমাণিত।

৩। কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, সুতরাং তিনি রাধাভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন, ইহা ভাগবত-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ

৪। রাস-ক্রীড়াতে কৃষ্ণের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, বেজবরুয়া মহাশয় অতি দম্ভ-সহকারে সমালোচনায় একস্থানে বলিয়াছেন যে,—'যাহা ভাগবতে আছে, তাহা শঙ্করদেবে আছে, আর যাহা ভাগবতে নাই, তাহা শঙ্করদেবে নাই।' কিন্তু তাঁহার রচিত 'কীর্ত্তনঘোষা' এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে ভাগবত ছাড়াও পঞ্চরাত্র, বামনপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের কথাও গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করদেব নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা,—

"শুন সভাসদ, ভাগবতপদ,
কথা একাদশ স্কন্ধ।
কৃষ্ণে যেনে মতি, দিলন্ত সম্প্রতি,
বিরচিলোঁ পদবন্ধ॥
যিবা প্রস্তাবত, আনো শাস্ত্রমত,
দিলোঁ কিছু ঠাই ঠাই।
তাক নিনিন্দিবা, বিচারি দেখিবা,
শাস্ত্র পূর্ব্বাপর চাই॥

সুতরাং দেখা যায় যে, শঙ্করদেবের বহু কথা আছে, যাহা ভাগবতে নাই। বস্তুতঃ ভাগবত-সিদ্ধান্তের পরিপোষক পুরাণাদির শাস্ত্রত্ব অস্বীকার করিলে শাস্ত্রের একদেশ-দর্শনরূপ-দোষে পতিত হইতে হয়।

তারপর 'দশমে' শঙ্করদেব রাধার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বেজবরুয়া মহাশয় ও নেওগ মহাশয় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি ভাগবতে রাধা-নাম না থাকে, তবে শঙ্করদেব ইহা কোথায় পাইলেন ? তিনি যেখানে রাধাকে পাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার বিশেষত্বও কীর্ত্তিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

সমালোচকবর বলিতে চাহেন যে, শঙ্করদেবের রাধা দশজনের ভিতরে একজন এবং অন্যান্য গোপী হইতে ইহার কোন বিশেষত্ব নাই। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে,—

"এইক লগে নেন্ত আমাসবাক এরি।"

গোপীগণের শ্রীরাধা-সম্বন্ধে এই উক্তির সার্থকতা কোথায় ? এই যে শ্রীরাধিকা ভজনে অন্যান্য গোপী হইতে শ্রেষ্ঠা, তাহা—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

—ভাগবতের এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। 'অনয়া' বা 'এইক' শব্দ যে রাধাকে নির্দ্দেশ করে, তাহাও অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্য-দ্বারা পূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে তাঁহার তৃতীয় সন্দেহটীর বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি—

ভজন্ত্যোপি ন বৈ কেচিদ্ভজত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥

—ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ অনবধানে বলেন যে, কৃষ্ণ পূর্ণকাম সুতরাং তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী এই চারিজনের বাহির অতএব ভজনকারীকে ভজিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কৃষ্ণে রাধাভাবে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার বাসনার বর্ত্তমানতা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। কৃষ্ণ পূর্ণকাম নিশ্চয়। তিনি আবার নিত্য ক্রীড়াশীলও। আত্মারামতা ও লীলাময়তা ভগবত্তত্ত্বের দুই দিক। নিত্য-লীলাময়ের লীলাতে কোন অভাব পূরণের সমস্যা উঠিতে পারে না। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই তাঁহার লীলার একমাত্র কারণ জানিতে হইবে।

"লীলয়া বাপি যুঞ্জোরণ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥" ভাগবতের পূর্ব্বপক্ষ-প্রকরণের অন্তর্গত যে উপরি উক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বেজবরুয়া মহাশয় কিছু পূর্ব্বে ক্রিয়াহীন ভগবানের ক্রিয়াশীলতা সপ্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ করিতেছেন না?

তিনি ভাগবতের তৎপরের শ্লোকদ্বয়েই দেখিতে পাইতেন যে, কৃষ্ণ ভজনকারীকে ভজনা করেন এবং ইহা তাঁহার স্ব-ধর্ম্ম। যথা,—

"ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ॥"

কৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন, আমি অপরোক্ষে তোমাদিগকে ভজনা করিবার জন্য অর্থাৎ আমার বিষয়ে তোমাদের অনুবৃত্তির সংবর্দ্ধনের জন্যই তিরোহিত হইয়াছিলাম। পরম প্রিয় আমাকে তোমরা অসূয়া করিবে না। অন্যত্র—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং
দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা
তৎপরো ভবেৎ॥"

গীতাতেও কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিতেছেন। যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব
ভজাম্যহং।"

সুতরাং কৃষ্ণের ভক্তের ঋণ পরিশোধের জন্য ভক্তভাবে আস্বাদন করার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার কোন্ জায়গায় ভাগবত-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইল? শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে না পারিয়া তাঁহার ঐরূপ লীলাতে দোষ দর্শন করা কি বড় ভক্তের কার্য্য হইল? শ্রীভগবানের ভগবত্তা এমন কোন বিধি নিষেধের গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ নয় যে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য তিনি বেজবরুয়া মহাশয়ের এজলাসে কৈফিয়ৎ দিতে [illegible] হইবেন। যদি হয়, তাহা হইলে এইরূপ ভগবত্তার উপাসক বৈষ্ণবগণ নহেন জানিবেন।

মহাপ্রভুর ভগবত্তা শাস্ত্র-প্রমাণিত। ইহার সম্বন্ধে চৈতন্য-বিদ্বেষী বেজবরুয়া মহাশয়ের সন্দেহ থাকিলেও অন্য কাহারও নাই। কৃষ্ণের রাধাভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে অবতার সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রানুমোদিত। তিনি জৈমিনি ভারতের নারদ-উদ্ধব-সংবাদ পাঠ করিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন। তিনি চতুর্থ সংখ্যক অসৎ সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য—

"কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী
র্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি
লীলয়া॥"

—ভাগবতের এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছিলেন। বিহারের আবশ্যক কাহার? আত্মারাম কৃষ্ণের, না গোপী সকলের? না রাধার? রাসক্রীড়া দ্বারা গোপীগণ মোহিত হইলেও কাম-জয় কৃষ্ণ মোহিত হন নাই।

আমরা বলি, রাসরূপ কৃষ্ণ-তোষণ-কার্য্যে গোপীদিগের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় ছিল। আবার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী বলিয়া কৃষ্ণেরও তৎকার্য্যে প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাইবে না। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ সকলেই আত্মারাম ও আপ্তকাম। নিজ নিজ স্বরূপের অনুবৃত্তিই তাঁহাদিগকে এইরূপ লীলাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা নিত্যসিদ্ধ। এই অনুরাগের বর্ত্তমানতায় কৃষ্ণের কিম্বা গোপীগণের কামজয়িত্বের অভাব সূচিত হয় না। ভগবৎসত্তার হ্লাদিনী জীবসত্তার হ্লাদিনীর পোষকরূপে না দাঁড়াইলে ভগবদ্ ভজনে সুখ কোথায়? ভগবৎ স্বরূপের প্রতি জীব-স্বরূপের যে স্বাভাবিকী আকৃষ্টি, তাহাই ভক্তি, তাহাই প্রেম। যদি কৃষ্ণ গোপীপ্রেমে মোহিত না হইয়া থাকবেন, তাহা হইলে—

"কৈল কামাতুরা গোপের নারী।
করিলা বৈশ্য দেব মুরারী॥"

প্রভৃতি বেজবরুয়া মহাশয়-কর্ত্তৃক শঙ্করদেব নামক গ্রন্থে ধৃত কীর্ত্তন-ঘোষার বাক্যাবলীর সার্থকতা কোথায়? তিনি এখানেও তাঁহার গুরুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া "ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার" দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে 'নাম-ঘোষার' তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নিম্নলিখিত উপদেশ-বাক্যটী অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে বলি। যথা—

"[illegible] ভাবে শাস্ত্রর পার,
যেহি আসে তাকে
[illegible] দিবাক শারে সংসার।
গুরু বোলাই ভণ্ডপিতো
ফুরিয়া লোকর মাঝে
মায় সংস্কার মুক্তি নয়॥"

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

গত ২৮শে বৈশাখ হইতে শ্রীধাম পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও প্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে। ওঁ-বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে প্রত্যহ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক সমবেত হইতেছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে 'রায় রামানন্দ'-সংবাদ পাঠ করিতেছেন, সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক-পত্র 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যার 'নোট' রাখিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনবসরকালের বিশ্রামক্ষেত্র শ্রীআলালনাথের পথ-সংস্কারের জন্য আবেদন, শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার নির্ম্মাণ, সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন স্থাপন, আলালনাথের চন্দন-পুকুরের পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি সেবাকার্য্যে শ্রীল প্রভুপাদ হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তমমঠবাসি-ভক্তগণ "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥" এই গান করিতে করিতে আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল কোনারক প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছেন।

কোণার্ক বা কনারক

কোণার্ক তীর্থটীর দৃশ্য বড়ই মনোরম। ইহা গৌর-পদাঙ্কপূত স্থান। ইহার অক্ষাংশ ১৯°৫৩' ২৫"; পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রতট-স্থিত। ত্রয়োদশ শকশতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কৃষ্ণপ্রস্তরময় সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণের প্রয়াস হয়। সেই মন্দিরে নবগ্রহ প্রভৃতি ১৬২টী মূর্ত্তি মনুমেন্টের ন্যায় অতি যত্নে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। গত ২২শে মে উক্ত মন্দিরে গমনকালে পথ মধ্যে পিপলি ডিস্পেন্সারীর সম্মুখে শ্রীমঠের মোটর ৩৫ মিনিটের জন্য থামান হইয়াছিল। সেই ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার সেবকগণের প্রতি বিশেষভাবে [illegible] ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং [illegible] পানীয়জল-দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। পুরী হইতে কোণার্ক-মন্দিরে যাইতে হইলে প্রথমে ৫২ মাইল মোটরে যাইতে হয়। তৎপরে রাস্তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বালুকাপূর্ণ থাকার দরুণ ৭॥ মাইল রাস্তা হাঁটিতে হয়, সেই দেড় মাইল যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

ধামাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিচঞ্চু)

১। শ্রীধামমাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্র-নিন্দা

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীবিষ্ণু-মাহাত্ম্য, শ্রীভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন যেরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, সেই প্রকার ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনও শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। উহারা যেমন মহিমাশালী, তেমন মহিমাকীর্ত্তন করিবার শক্তি, জগতে তো কাহারও নাই, এমন কি শিব পঞ্চমুখে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, নারদ বীণাযন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের সীমা পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং এহেন-মহিমাময় ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন যে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়, আত্মমঙ্গল-প্রয়াসী প্রত্যেকেই সেই শাস্ত্রকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ বিধান করিয়া ধামমাহাত্ম্য শ্রবণ কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ আমাদের প্রতি পরম কৃপালু হইয়া ধামমাহাত্ম্য-সূচক "ভক্তিরত্নাকর", "শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য", ও বর্ত্তমান মহাজন "দীপ-দিগদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা দ্বারা কতই না মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। এই সকল সজ্জনের প্রতি অবজ্ঞা নিবন্ধন বর্ত্তমানে বহু প্রকারের জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে।

ধামমাহাত্ম্য-মূলক গ্রন্থ কখনও নিন্দনীয় নহে, পক্ষান্তরে নিত্য আদরণীয়। যাহারা শুদ্ধভক্ত-[illegible]; পরের কথা ঘোড়াড়ী করিয়া, সংসার শাসক [illegible] চিরকালই বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিযুক্ত প্রস্তুত, তাহারাই শ্রীধাম মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র আজগুবি বা গাঁজাখুরী [illegible] বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন তদ্ব্যতীত অন্য কেহ এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে সাহসী হইতে পারেন

[illegible] আবির্ভাব-যুগে [illegible]।

ধাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া অবিশ্বাস।—নিজ জড়বুদ্ধি-প্রাবল্যে দুর্দশা উপস্থিত হওয়ায়, অনেকে এইরূপ মনে করি—'ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক কথাগুলি অতিরঞ্জিত কবিত্ব কল্পনা, অলৌকিক ঘটনার অবতারণা মাত্র। উহার কোনও মূল্য নাই। সমস্ত ধাম ভ্রমণ করিলাম, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিবেণী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীর কোনটির স্নান বাদ দেই নাই, তবুও যখন আমার পূর্ব্ব স্বভাব ঘুচিল না, কোনই উপকার বুঝিতেছি না, শুধু অর্থই নষ্ট করিলাম, তখন ধামের কোন ক্ষমতাই নাই। সুতরাং ধাম-মাহাত্ম্যগুলি বাজে কথা বা গোঁড়ামী।"

এই সকল বিপদ উপস্থিত হওয়ার মূলীভূত কারণ প্রথমোক্ত ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞাজনিত ধামাপরাধ। দ্বিতীয়তঃ ধামকে অনিত্য বোধ, তৃতীয়—ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, চতুর্থ—ধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যে রতদিগের সঙ্গ, পঞ্চম—শ্রীধাম সেবাচ্ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায়ী ও অর্থোপার্জ্জনকারীদিগের সেবা, ষষ্ঠ জড়-বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের ও অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান, সপ্তম ধামবাসচ্ছলে পাপাচারীর সঙ্গ, অষ্টম—নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, অথবা ভেদজ্ঞানকারীদিগের সঙ্গ, নবম—শ্রীধামের মাহাত্ম্য শ্রবণে অশ্রদ্ধা।

যাঁহারা ধাম-প্রদর্শক গুর্ব্বানুগত্যে ধাম-দর্শন ও ধাম বাস করেন ও করিবেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ ধাম অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত আছেন ও হইবেন। নতুবা অপরাধ পদে পদে, দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণ-শরণ ভিন্ন কোনও গুণ বা ভাল কার্য্য নির্দ্দোষ নহে, সবই সাপরাধ। তাই এই সমস্ত অপরাধ বিচারদ্বারা শাস্ত্র বা আচার্য্যগণ আমাদিগকে ভজন-যোগ্যতা দেওয়ার জন্য সাবহিত করিতেছেন। অপরাধও করিব, ভজনও করিব এরূপ কোন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নাই। সর্ব্বাগ্রে অপরাধ নির্ম্মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা, তৎপর ভজন-যোগ্যতা। জানি না, কত দিনে অপরাধ মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীগুরুচরণে শরণাগত হইতে পারিব।

মাণিক্যভাস্কর

দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি ভাস্করাখ্য আচার্য্য জন্মপরিগ্রহ করেন; তন্মধ্যে ভট্টভাস্কর, নিম্বভাস্কর এবং মাণিক্যভাস্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

[illegible] যে গ্রন্থ [illegible] প্রচারিত, ইহা কোন্ তাঁহাদের [illegible], তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে ভাস্করভাষ্যের বৈষ্ণব বা শৈব সম্প্রদায়ের কোন পরিচয় না দিয়া বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতপর সিদ্ধান্তমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্বভাস্করের বেদান্তভাষ্য 'পারিজাত' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার টীকাকার শ্রীনিবাস পারিজাত-সৌরভ রচনা করিয়া নিম্বভাস্করাখ্য ভাষ্যের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাস্কর ভাষ্যের লেখনী হইতে তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী বলিয়া জানা যায়। ভট্টভাস্করের বেদান্ত বিচারে রামানুজ যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা নিম্বভাস্কর অথবা ভাস্করভাষ্যের বিচার-দোষ নহে। সুতরাং তাঁহাকে তৃতীয় বিচারক বলা যাইতে পারে।

মাণিক্যভাস্কর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহার উদ্ভবকাল ডাক্তার পোপের বিচার-মতে সপ্তম বা অষ্টম খ্রীষ্টীয় শতাব্দী। আধুনিক বিচারে দশম বা একাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নিরূপিত হন। তিনি যে লিঙ্গায়ৎগণের সম্প্রদায়ভুক্ত, একথারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত হয় যে তিনি পাণ্ড্যবংশের জনৈক নৃপতির প্রধান সচীব ছিলেন। তিরুবাসকম্ নামক তামিল পদ্যগ্রন্থের রচনাকারী-সূত্রে তিনি তামিলমণ্ডলে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। শৈবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ বাসব নামক কল্যাণের নরপতি বিজ্জলরাজের মন্ত্রী ছিলেন। বাসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে শৈবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে জৈনপরাক্রমনির্ম্মূলকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং মাণিক্য ভাস্করের লিখিত গ্রন্থাবলী।

মাণিক্যভাস্করের রচিত আর একখানি গীতিগ্রন্থ তামিলভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। উহা সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও শিববাক্যম্ 'নাম' প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ বিষ্ণুবিচার স্থাপন-মানসে ব্রহ্মসূত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে শৈবাচার্য্যগণ উপাস্যবিচারে শিবভক্তি-প্রাধান্য স্থাপনকল্পে সমধিক প্রয়াসবিশিষ্ট। শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শৈবগণের ভাষ্যে শিবতাৎপর্য্যপর ব্রহ্মব্যাখ্যান স্থাপিত হইলেও শিবের নিত্যাস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তিকালে সেব্যসেবক ভাবের সংরক্ষণ জন্য কোন দার্শনিক বিচার তাঁহাদের গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈত শৈবদর্শনে উপাস্যের নিত্যত্ব সংরক্ষণে কোন বিচার উদ্ভাবিত হয় নাই। মাণিক্যের গীতিসমূহ এবং তৎসম্পর্কের কিম্বদন্তী সমূহে প্রকাশ এই যে, শিব তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ সহ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রভূত কৃপা করিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার শিবভক্তিপ্রচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাধিকার হইয়াছিল।

শৈবাগমের "শিবজ্ঞানবোধম্" গ্রন্থ মাণিক্যভাস্করের পরিবর্ত্তিকালে রচিত গ্রন্থ হইলেও তাহার প্রবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাণিক্যভাস্করের দ্বারা সমাদৃত গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয় নাই।

"তিরুবাসকম্"-গীতির ভাবসমূহ শিবভক্তিতে এরূপ আপ্লুত যে, খ্রীষ্টীয় হৃদয়ও বিগলিত হয়। শৈবাচার্য্য মাণিক্যের শিবভক্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ সমর্থিত। শৈবসম্প্রদায়ের পরিণতিক্রমে অহংগ্রহোপাসনা বল লাভ করিয়াছে। অনেক খ্রীষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি শিবের সৌম্য মূর্ত্তি ও ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী নহেন। যদিও বিষ্ণুর অবতারাবলীর বিচারাবলম্বনে শিবমূর্ত্তির তাৎকালিক অবস্থান শৈবগণ স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যূনাধিক নির্বিশিষ্টবাদই স্থান লাভ করে। 'তিরুবাসকম্' শব্দ তামিলভাষায় 'বেদবাণী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। শৈবসিদ্ধান্ত শিবভক্তগণের অন্তরস্থ ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশক।

শরণাগতি

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান-লব॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিনে, জ্ঞান উপজিল
পাঠ পড়ি অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি॥
বার্দ্ধক্যে এখন, বিনোদ-সেবক,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দীন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি॥

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞানে অজ্ঞান জানি॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শকতি অভাব,
কিছু নাহি লাগে ভাল॥
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল॥
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
বিনোদ-সেবক, জড়বিদ্যা ছাড়ি',
তুয়া পদ করে সার॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকের অন্তর্গত ধানকানাল রাজষ্টেটে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা দ্বারা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার কথা ও জীবমাত্রের ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাবড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

[illegible]

[illegible] জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৬

"বুঝিয়াও বুঝিব না"

গত ৬ই চৈত্র (১৩৩৫) তারিখের [illegible] বঙ্গবাসী পত্রে খ্যাতনামা কথক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের হিন্দুসমাজের [illegible] সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া "বুঝিলাম না" বলিয়া যে একটী [illegible] চালাইয়াছেন, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কথক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধটীর নাম "বুঝিলাম না" না দিয়া "বুঝিয়াও বুঝিলাম না" বা "বুঝিয়াও বুঝিব না" নাম প্রদান করিলে ব্রাহ্মণোচিত আর্জ্জব বা সরলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কপটতা ত' কখনই বৈষ্ণবের বা গোস্বামীর [illegible], কপটতার ব্রাহ্মণতা পর্য্যন্ত নাই [illegible] শূদ্র ও অন্ত্যজগণেই কপটতা-বৃত্তি দৃষ্ট হয়।

কথক গোস্বামী মহাশয় 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকার লেখককে শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাঁহার 'ভ্রম' হয় নাই লক্ষ্য, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয়ে [illegible] বিচারে ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়ের অন্যতম "বিপ্রলিপ্সা" নামক দোষ প্রবেশ করিয়াছে, কথক মহাশয় মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিত 'জাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদীর' কুমত প্রচারের পক্ষপাত-দোষদুষ্ট হইয়াছেন। শুনা যায়, গোস্বামী মহাশয় গৌর-সেবা-বিরোধী অদ্বৈত-সন্তানব্রুব স্মার্ত্তাচার্য্য [illegible] অধস্তন-সূত্রে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যায় পরম নিপুণ। [illegible] শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তিনি গোস্বামি ও আচার্য্যগণের সম্মানিত সাত্বত [illegible] মানেন না। এই গোস্বামী মহাশয়েরই গুরুদেব মঃ মঃ শ্রীফণীভূষণ [illegible] মহাশয় 'ভারতবর্ষ' নামক [illegible] (১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যা) গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের বিচারে ভ্রম (?) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ গোস্বামি-[illegible] স্মার্ত্ত-সমাজের অগ্রণী এবং গোস্বামি-সিদ্ধান্তবিরোধী গুরুর শিষ্য [illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী [illegible] শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের দুর্গম-সঙ্গমনীর [illegible] বুঝিতে পারিলেন না [illegible] বিচার করিলে অনেক [illegible] রহস্যের উদ্ঘাটন হইয়া পড়িবে।

কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় 'বঙ্গবাসী'র পণ্ডিত মঃ মঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রীচৈতন্য-দেবের বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলির কোন প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস না দেখাইয়া মঃ মঃ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের চাতুর্য্য ও কাপট্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে অগ্রসরই বা হইলেন কেন? ইহা দ্বারা গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয় কতটা চৈতন্য-বিরোধে এবং কতটা বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-মতপোষণে পরিপূর্ণ, তাহা যে কোন সুধীব্যক্তিই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

কথক গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতকে যখন তাঁহার কনক-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের যন্ত্র করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দাক্ষরের বাহ্য-প্রতীতির সহিত অন্ততঃ পরিচিত আছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি অবশ্যই দেখিয়াছেন, জন্ম একটী নহে, কিন্তু তিনটী। স্মার্ত্তগণের প্রামাণিক পুস্তক মনুসংহিতায়ও তিনি দেখিয়া থাকিবেন, জন্ম তিনটী। দুর্গমসঙ্গমনীর মধ্যেও তিনি শৌক্র এবং সাবিত্রজন্মের কথায় প্রমাণ লাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার স্বকপোল-কল্পনাবলে জন্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা কি বিপ্রলিপ্সা বা 'বুঝিয়াও বুঝিব না' নীতি নহে? নিদ্রিত মানুষকে জাগান যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি নিদ্রার ভাণ করিয়া জাগিয়া রহিয়াছে, তাহাকে আবার কিরূপে জাগান যাইবে? গোস্বামী মহাশয় যদি সত্য সত্য প্রণিপাত ও সেবাবুদ্ধির সহিত "বুঝিলাম না" বলিয়া পরিপ্রশ্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিপ্রলিপ্সার আশ্রয়ে অপস্বার্থ পোষণকল্পে "বুঝিয়াও বুঝিব না" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কস্মিন্‌কালেও সত্য কথা বুঝান যাইবে না।

গোস্বামী মহাশয় 'গোলে হরিবোল' দিবার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক পরম বিজ্ঞ শ্রীলজীবগোস্বামিপাদের কথিত জন্মান্তরাপেক্ষা শব্দের অজরূঢ়ি করিয়া যে শৌক্র জন্মান্তরাপেক্ষা ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন, তাহাই যদি গোস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে গোদাস-সম্মত ব্যাখ্যা আর কিরূপ? শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—গোদাসগণই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া প্রপঞ্চে শৌক্র-সংসৃতির আবাহন করিয়া থাকেন। গোদাসগণের মস্তিষ্কে যোষিৎসঙ্গ বিচার ছাড়া অন্য কোন উন্নত বিচার স্থান পায় না। কিন্তু গোস্বামিগণ সেরূপ যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎ-সঙ্গ বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুকূলে [illegible] জন্মই স্বীকার করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তাঁহার যিনি 'ভক্ত্যেকরক্ষক' সেই জগদ্‌গুরু স্বামিপাদও ভাবার্থদীপিকায় (১০।২৩।৩৯) "শৌক্রং, সাবিত্রং, দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম" এই বাক্যে ত্রিবিধ জন্মের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং 'জাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদি'গণের কুমত খণ্ডন করিয়া ভাগবতের বিচারানুকূলে লিখিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও স্বয়ং ব্রহ্মসংহিতার টীকায় "দীক্ষাতঃ [illegible]-জাতঃ" প্রভৃতি বাক্যে দৈক্ষ্য-[illegible] কথা স্বীকার করিয়াছেন। 'দীক্ষা' শব্দে যখন দিব্য-জ্ঞানকে বুঝায় এবং গোদাস-সঙ্গের আধ্যাত্মিকজ্ঞানমাত্রকে বুঝায় না, তখন পণ্ডিত রাধাবিনোদ কি প্রকারে জন্মান্তরাপেক্ষা বিচার করিতে গিয়া ভক্তি-বিরোধী স্মার্ত্তগণের ন্যায় কেবলমাত্র শৌক্রজন্মকেই লক্ষ্য করিলেন? তিনি কি বলিতে চান, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ন্যায় কপটতামূলে দৈক্ষ্য-জন্মের কথা জানিতেন না? গোদাসগণের বিচারানুসারে ভগবদ্ভক্তের পুনরায় শৌক্র-জন্ম ঘটিবে, এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা কখনই গোস্বামি-সিদ্ধান্তাবহের সম্ভবপর হয় না। ভগবৎসেবক চণ্ডাল-কুলে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাতে ভগবৎসেবনকালে চণ্ডালত্ব থাকে,—এরূপ কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির বহর শৌক্র-জন্মেই পরিমিত হয়। 'ভক্তের পরজন্ম', 'সোনার পাথরবাটী', 'বুঝিয়াও বুঝিলাম না', বা অপর ভাবের 'কপটতা' প্রভৃতি অনভিজ্ঞ-সমাজে আদরের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশী ভক্তির পরিণাম শ্রীমদ্ভাগবতের "যেনাং স এব ভগবান্" (ভাঃ ২।৭।৪২) শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের পরিণামে, ভজনকালে, নামোচ্চারণ-কালে পুনরায় মাতৃ-কুক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক শৌক্র-শরীর ধারণ—যাহাদের প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তের বিষয় হইয়াছে, তাহাদের পাণ্ডিত্যের তুচ্ছতা শ্রীমদ্ভাগবতই ভারস্বরে গান করিয়াছেন, সুতরাং পণ্ডিত রাধাবিনোদ মহাশয়ের ঠিকে ভুল হইয়াছে। তিনি শৌক্রকুলগত বিচারে গোস্বামি-সিদ্ধান্ত বা ভাগবতীয়-সিদ্ধান্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই 'বুঝিলাম না' প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের '[illegible]-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ' যে শ্লোকটীর দুর্গমসঙ্গমনীর 'জন্মান্তরাপেক্ষ' [illegible] [illegible] জড় স্মার্ত্তগণ [illegible] অর্থ করিতে উদ্যোগী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই শ্লোকটির প্রকরণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্বচকুলে আবির্ভূত হইলেও যাঁহাদের জিহ্বাগ্র এক প্রান্তভাগে [illegible] নাম একটীবারের জন্যও উচ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ নাম দূরে থাকুক, নামাভাস পর্য্যন্ত যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুঃ"—তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদাধ্যয়ন এবং সদাচারাদি অর্থাৎ ব্যবহারিক ব্রাহ্মণাধিকারোচিত যাবতীয় কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন। এই স্থানে প্রত্যেকটী ধাতুতে লিটের প্রয়োগ দ্বারা চণ্ডালকুলে আবির্ভূত নাম গ্রহণকারী ব্যক্তির আর্য্যত্ব, সদাচারত্ব, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণাধিকারোচিত কৃত্যের জন্য শৌক্রজন্মান্তরাপেক্ষা নিরাকৃত হইয়াছে। নামাভাস-মাত্রেই যখন মুক্তি হয়, তখন সেইরূপ মুক্ত-পুরুষের আবার মাতৃকুক্ষিতে শৌক্রজন্ম লাভ সাধারণ যুক্তি ও ন্যায় পর্য্যন্ত স্বীকার করিবে না। যে সকল কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও তাঁহাদের অনুগ অপরাধিগণের নামে অর্থবাদ কল্পনা, তাঁহারাই চণ্ডালকুলে আবির্ভূত নামগ্রহণকারীর আবার তুচ্ছ কর্ম্মফলবাধ্য ব্যবহারিক ব্রাহ্মণজন্ম লাভের জন্য পুনরায় শৌক্রজন্মের অপেক্ষা আছে বিচার করেন। চণ্ডালকুলে আবির্ভূত ব্যক্তির জিহ্বায় যদি নামাভাসও উদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের মত মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয় না, তবে যাহারা ঐরূপ নামাপরাধী ও ভাগবত-সিদ্ধান্তবিরোধী অর্থাৎ যাহারা মনে করেন, শ্রীনামের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্মেই চণ্ডালত্ব দূর করিবার সামর্থ্য নাই—যাহারা 'তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা'—ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না, সেই সকল কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও স্মার্ত্তানুগ ভাগবতব্যবসায়ী অপরাধিগণের বা ভাগবতকে উদরভরণের যন্ত্ররূপে নিয়োগকারী ব্যক্তিগণেরই অপরাধের ফলস্বরূপ নানাপ্রকার যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের টীকায় জানাইয়াছেন যে, নামগ্রহণকারীকে কখনও মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয় না, কিন্তু কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ আপনাদিগকে পবিত্র ও [illegible] পুণ্যময় জন্মবিশিষ্ট মনে করিলেও তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয়—

"যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহবো নাম-

[illegible]প্রার্থনাহিকত্বনাদি-ন্যা
গোস্বামীয়ের প্রাণাঙ্গে।"

সুতরাং মায়াপরায়ণী কর্মজড়স্মার্ত্তগণের পন্থাবলম্বন করিতে গিয়া ভাগবতব্যবসায়ী পণ্ডিত রাধাবিনোদ মহাশয় আপনাকে এবার স্পষ্টভাবেই 'সেই দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাহারা একদিন তাঁহার 'অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভামধ্যে বৈষ্ণবো মতঃ'— এই বিপ্রলিপ্সাময়ী নীতি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারাও তাঁহার 'বুঝিলাম না' প্রবন্ধে তিনি এবার যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলিবেন।

ক্রমসন্দর্ভের সুস্পষ্টতা কেবলমাত্র অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই উদ্দিষ্ট, এরূপ নহে। পরন্তু অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই শ্রীজীবপ্রভু 'ব্রহ্মসংহিতার টীকায় ও 'শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতটীকায়' যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার ভাগ্য 'বুঝিলাম না' প্রবন্ধের লেখকের ঘটে নাই। শ্রীল সনাতনের দিগ্দর্শিনী টীকা তিনি ভুলিয়াও দেখেন নাই! তত্ত্বসাগর গ্রন্থ শৌক্রবিচার পরায়ণ স্মার্ত্তগণেরও যে প্রামাণিক গ্রন্থ, একথা পণ্ডিতমহাশয়ের জানা নাই বলিয়া জন্মান্তরবাপেক্ষা বিচারে 'দীক্ষিত' 'অদীক্ষিত' বলিয়া কোন কথা নাই—এরূপ অনভিজ্ঞতামূলা উক্তি করিয়াছেন। 'তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্' এই তত্ত্বসাগর-বচন একান্ত ঋষিবিহিত সংস্কারের কথা। স্বীয় আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভ না করায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অধিক প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তাঁহার গুরুদেব মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ যদি তাঁহাকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অধ্যয়ন করাইতেন, একায়নশ্রুতিপুরের বিচার-গ্রন্থ আগম-প্রামাণ্য পড়াইতেন, শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য
প্রতিবোধয়েৎ॥"

—প্রভৃতি বিধি শিক্ষা দিতেন, শ্রীমহাভারতের অর্থবিনির্ণয়কারী শ্রীমদ্ভাগবতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করাইতেন, তাহা হইলে তিনি 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' শ্লোকটীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্তিবিরোধী সঙ্কীর্ণ-স্মৃতির বিচার পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগোপালভট্টপাদ ও শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন। দীক্ষা-সংস্কারের সহিত পরিচিত না হইয়া কেবল মাত্র দাম্ভিকতা অর্জনের জন্য তদীয়গণের চরণার্চ্চন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মমতাবলম্বী শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়কে বিপথে চালিত করিয়াছে।

আর একটী কথা এই যে, দিব্যজ্ঞানলব্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকুলজের ব্যবহারীতে [illegible] হইবার জন্য ইহ জন্ম ও শৌক্রজন্মে কর্মকাণ্ডের আবাহন করিবেন—এরূপ ভগবদ্ভক্তকে তামস ভক্তির যাজক বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অধস্তনগণ বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেন গোস্বামী মহাশয়ের এরূপ বিপ্রলিপ্সার উদয় হইল? ভগবদ্ভক্ত কখনই চণ্ডাল নহেন, স্মার্ত্তের চর্ম্মবিচারের কারখানার দ্রব্য নহেন যে তিনি গোস্বামিমহাশয়ের ন্যায় মালসাভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিবিরোধী 'বঙ্গবাসী' পত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। সোমযাগকারীর পূজ্যত্ব কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ-সমাজে আদরের বস্তু। ভগবদ্ভক্ত কখনই কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই বলিয়া তাঁহাকে সোমযাজী ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিম্নস্তরে কল্পনা করায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য গোঁসাইর কর্ত্তব্য নহে। ভারতের কর্ম্মনিপুণ একাশীতি ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে কেহই লব্ধদীক্ষ ভক্তব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য কোন দিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, পরন্তু দশটী ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায় পার্থিব সম্মানে বিভূষিত হইবার জন্যও প্রয়াস করেন না, কিন্তু নবযোগেন্দ্রের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে সাত্বতসূত্রোক্ত বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ নামে নির্দ্দিষ্ট হন। বাদরায়ণসূত্রের ব্যাখ্যাতৃবর্গ শ্রীসদানন্দ-তীর্থকথিত শ্রীনারদপঞ্চ সূত্রের সংবাদ না রাখায় 'ব্রহ্ম' শব্দকে আধ্যক্ষিক কল্পনাপর নিগুণত্বে আবদ্ধ করেন, পরন্তু 'ব্রহ্ম'-শব্দ বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে একমাত্র 'বিষ্ণু' শব্দেরই অভেদত্ব প্রতিপাদন করে। আমরা বলি,—পণ্ডিতমহাশয় কিছুকাল গোস্বামিসম্মত সিদ্ধান্তশাস্ত্র বৈষ্ণবের নিকট আলোচনা করিয়া জড়েন্দ্রিয়ের মালসাভোগের ঘ্রাণ হইতে বিরত থাকিলে ভক্তিবিদ্বেষী বঙ্গবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার আর কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না।

পরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, অপরবিদ্যার পরচক্ষুদ্বারা দর্শন সম্ভব নহে, যতদিন তিনি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত 'যদবধি মম চেতঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্যময় শৌক্রপদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে না শিখিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত 'পাষণ্ডীসম্প্রদায়ের' গোলামী হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইবেন না।

বোষ্টম পার্লামেণ্ট

(আদিম ইস্তাহার)

যেহেতু বর্ত্তমান বোষ্টমনামধারী সমাজের উন্নতিকল্পে প্রকৃত প্রস্তাবে চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য আউল বাউলাদি ১৩ প্রকার অপ[illegible] [illegible] একটী পার্লামেণ্ট গঠন করিব। আমাদিগের অন্তর্গত নানা শাখা উপশাখায় অবস্থিত বোষ্টমগণের নির্ব্বাচন প্রথায় এই পার্লামেণ্টে সকল কথা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই পার্লামেণ্টের গঠন প্রণালী কিরূপভাবে হইবে, তাহা আমরা একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিব। ভোট লইয়াই সকল কার্য্য হইবে, যেহেতু ঐকথাগুলির সহিত আমরা সকলেই সংশ্লিষ্ট। শাস্ত্র-গুরুবাক্য প্রভৃতির একাধিপত্য আমরা চাই না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য—গুরুভক্তি, ঐকান্তিকতা, প্রপত্তি প্রভৃতি বিশেষত্বের নষ্ট করিবার প্রচারে যাহাদের উৎকণ্ঠা আছে, তাহাদিগকেই আমরা সভ্য করিব। যাহাতে অধোক্ষজসেবা একেবারে উঠিয়া যায় এবং যাহাতে আমরা ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে পারি, সে বিষয় আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। যাহাতে আমাদের কেশ কেহ স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ এবং যাহা যাহা করা উচিত সেই সকল ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, টাকা প্রভৃতি যাহাতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ অধিকার করিতে পারে এবং ঐ ভক্ত্যঙ্গ গুলিকে পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত করিতে পারে, সে বিষয় চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। আপাততঃ ১৩ প্রকার দলের এক এক দলের সভ্যনির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক দল হইতে ১০০ করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আমরা শতমুখী হইয়া মার্জ্জন আরম্ভ করিলে ভগবৎক্ষেত্রে শুচিতার রাশি রাশি কুমল সংস্থাপিত হইতে পারিবে, তাহা হইলে আর ভগবানের আসিবার আবশ্যক হইবে না তিনি আমাদের হৃদয়দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবেন। যে যে উপায় অবলম্বিত হইবে তৎ তৎ বিষয়ে আলোচনার জন্যই সমবেত চেষ্টাদ্বারা অচিরেই পার্থিব ভোগ ভূমিকা হইতে বৈকুণ্ঠ দূতগণকে অপসারিত করিবার সুযোগ হইবে। যাবতীয় কনক, দ্রবিণ ও অহঙ্কার, সকলই আমাদের দিকে। আমাদের নিকট ইন্দ্রিয়-তর্পণ প্রয়াসী সকলেই আছেন। প্রাকৃত সাধুবৈষ্ণবগণ যে প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা জ্ঞান করেন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, সুতরাং আমরা পরমসাধু, কনক বিশিষ্ট হইয়া রাজর্ষি জনক, কনকের জনক, প্রতিষ্ঠার জনক, কামিনী জন্য প্রভৃতি ভাবমণ্ডিত ষণ্ড-পাগলা সম্প্রদায়। আমরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অহঙ্কারে, পৈশুন্যে, শঠতায়, সংকোচনতা লাভ করিয়াছি। আসমুদ্র হিমাচল কেহই আমাদের তুল্য হইতে পারে না। আমরা [illegible] প্রস্তাব সমর্থন করিব। [illegible] [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] আরম্ভ কাহারও সুতরাং আমাদের একটী বোষ্টম পার্লামেণ্ট হওয়া আবশ্যক।

[illegible]

অনুচানমানীর বাগ বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭৯ সংখ্যার পর)

৪। অতত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী বি, এল, বি, টি,)

শ্রীধামতত্ত্ব-সম্বন্ধে, বৈখরীকার মহাশয় আমার সিদ্ধান্ত ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকে কেবলমাত্র গোলোক ও বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়া বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণকে পৃথক্ করত গোলোক মায়াতীত ও বৈকুণ্ঠ মায়িক এবং বিনাশশীল, এইরূপ অসার কথা বলিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যের গ্লানি করা ছাড়িয়া দাও।"

গ্রন্থে আমি এইরূপ কোন কথা লিখি নাই। আমার বিশ্বাস অতি উত্তেজিত অবস্থায় গ্রন্থ-পাঠকালে তিনি এই প্রমাদ করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের ৯-শ হইতে ৪৩শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, আমি লিখিয়াছি—"যদিও বৈকুণ্ঠ গোলোকাদির সাধারণ নাম তথাপি শ্রীনারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোকাদির উৎকর্ষ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। * * * মহা-বৈকুণ্ঠের বাহিরে ব্রহ্মলোক * * ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবের পতন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। * * কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের পতন নাই।"

যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। সুতরাং বৈকুণ্ঠ মায়াতীত। গোলোক বৈকুণ্ঠের একটা প্রকোষ্ঠ-বিশেষ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য হিসাবে দুই প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্য-প্রকাশ ও বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। মাধুর্য্য প্রকাশে কৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশে কৃষ্ণ নিত্য চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজ প্রকাশে কৃষ্ণ নারায়ণ নামে আখ্যাত হন। ধামের বৈচিত্র্য কৃষ্ণের প্রকাশ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিত্য অন্বিত। কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ। তিনিই কারণসমুদ্রে কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণু, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের অন্তর্য্যামিরূপে ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু। তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শাস্ত্রে যাহা দেখিতে পাই, তাহাই আমি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি পুরাণগুলিকে আটক বা [illegible] পূর্ব্বক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। আমার নিজের সুবিধা [illegible] [illegible] কোন কোন বাক্য [illegible]

করিতে [illegible] [illegible] মায়াবাদীর [illegible] মতবাদ [illegible] উপদেশ করিতে থাকেন। তাহাদের কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই পুরাণের শাস্ত্রত্ব অস্বীকার করেন নাই। ভাগবতও পুরাণের মধ্যে অন্যতম। ভাগবত ব্যাখ্যা-কালে যাঁহারা অন্যান্য পুরাণের বাক্যকে প্রমাণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের মতের সঙ্গে না মিলিলে পুরাণ নাটক হয় বা তার বাক্য প্রক্ষিপ্ত হয় এইরূপ বিচার মুক্তিবাদীর অভিপ্রেত হইলেও শাস্ত্রজ্ঞের নহে। নিজের মত পোষণের জন্য শাস্ত্রে হস্তার্পণ করিলে শাস্ত্রের অবমাননা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। শাস্ত্রজ্ঞই মাত্র শাস্ত্রের মর্ম্ম জানেন।

"শাস্ত্রের মর্ম্ম জানে যে, সেহি জানে তাকে কয়,
ভেদিবার্ক নপারে সংশয়।"

—আমরা এইরূপ গুরুর গুরুত্ব স্বীকার করিতে পারি না। প্রথমমুখে শাস্ত্র দ্বারাই গুরুর বিচার করিবার কথা। সেই শাস্ত্রই যদি নাটক, নভেল, কবিতাপুস্তক, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে গুরু-গিরি করিয়া শিষ্যবঞ্চনা কার্য্য চলিলেও শিষ্যের উদ্ধার সাধিত হইল না বলিতে হইবে।

"যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানি' প্রজায়তে।"—সত্য। কিন্তু আমরা কাহার যুক্তিতে শাস্ত্র বিচার করিব—বৈষ্ণবের না অবৈষ্ণবের? বুদ্ধদেব যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বেদের শাস্ত্রত্ব অস্বীকার করিলেন শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন যুক্তির দ্বারা বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আরও অন্য প্রকার যুক্তি অবলম্বনে শঙ্করাচার্য্যের মতকে কল্পিত মত বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্থানে সবিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের যুক্তিরই পক্ষপাতী, ইঁহারা শাস্ত্র ব্যাপারে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ, উদার এবং সমীচীন। লেখক মহাশয় কাহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন জানি না। তিনি যাহা খুসী তাহাই করুন। তবে তাঁহার নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে প্রতিপক্ষ যাহা বলিয়াছে তাহার জন্য তিনি যত ইতর ভাষায় পারেন তাহাকে গালি দিন, কিন্তু সে যাহা বলে নাই তাহা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে সাধারণের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস নিষ্ঠুর কাপুরুষতা। গালি দেওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা আমরা জানি। এবং তাহা এতাবৎকাল আমরা উপেক্ষাই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মিথ্যা প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার প্রয়াস নিষ্ঠুর তাঁহার মত লোকের [illegible]।

[illegible] বিচারে বৈকুণ্ঠ মায়িক [illegible] [illegible] ও [illegible]

আমরা [illegible] তাঁহারা বলেন—"যতক্ষণ রজ্জু, ততক্ষণ সর্প; অর্থাৎ অজ্ঞানে রজ্জুতে সর্প-দর্শন-কালে সর্পদর্শন অসম্ভব, এবং সর্পদর্শন কালে রজ্জুর দর্শন অসম্ভব। যতক্ষণ কৃষ্ণ ততক্ষণ বৈকুণ্ঠও আছে, এবং আমি ভক্তও আছি কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে এই দ্বৈতভাব তিরোহিত হয় তখন নির্ব্বিশেষই আমার স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর কৃষ্ণ নাই, বৈকুণ্ঠ নাই, আমি ভক্তও থাকি না; তখন আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব, ব্রহ্ম। আমরা বলিয়াছি, শঙ্করদেব এই যুক্তিরই পক্ষপাতী, এবং ইহা এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে প্রত্যেক ধর্ম্ম-বক্তার বাক্যের দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে।

ধর্ম্ম বহুবিধ হইল কেন?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে। ১। সোপাধিক, ২। নিরুপাধিক। জড়োপাধিপ্রাপ্ত জীবের দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে প্রকৃতি-পার্থক্য-ক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম দেশ বিদেশে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। "ঔপাধিক" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—"স্বভাবজ রূপাদি হইতে ভিন্ন," ইহার সহিত বর্ত্তমান, যাহা অর্থাৎ জীবের বিপরীত গত দেহ মনোগত ভাবই ঔপাধিক নামে অভিহিত। এই দেহ-মন যেরূপ কাল-ধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য, সেই প্রকার দেহ মনের স্বভাব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে দেশ দেশান্তরে বিস্তার লাভ করত নানা ধর্ম্ম নামে প্রথাপিত হয়।

জীব যতই উপাধি হইতে পরিমুক্ত হন, অর্থাৎ সাধু-সঙ্গ প্রভাবে দেহ-মনের খোলসটী খসিয়া যায়, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। এই নিরুপাধিক ধর্ম্ম কোন প্রকার দেশ কাল পাত্র ভেদে অবস্থান্তরিত হন না; কারণ তাহা নিত্য। নিত্য বস্তু অব্যয়, সাত্বত, সনাতন নামে কথিত।

জীব যখন স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ ধর্ম্ম বিস্মৃত হন, তখনই জড়-বদ্ধতা নিবন্ধন স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপে অবাস্তব রূপ আরোপ করিয়া সোপাধিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট হওয়ায় দেশ, কাল, পাত্র ভেদে প্রাকৃতিক নিয়ম-বাধ্য হইয়া পড়েন, সুতরাং ঐ ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া থাকে।

[illegible] ধর্ম্মবুদ্ধি [illegible] নামে অভিহিত হয় বটে কিন্তু সোপাধিক বলিয়া নিত্য সত্য সনাতন বস্তু লাভ সফল হয় না। তাই জীব বাস্তব বস্তুর সন্ধান না পাইয়া ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে থাকেন ও ধর্ম্ম বহু বিধ কল্পনা করিয়া শুধু কল্পনা রাজ্যেই বিচরণ দ্বারা পণ্ডশ্রম হইতে থাকেন। এই প্রকার বিফল মনোরথ হওয়ায় বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়া আরও বহু বহু কল্পিত ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি?

(ঐ)

[illegible]তন্য মহাপ্রভু নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্য ধর্ম্ম জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের নামই "বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম।"

অর্থ, যশঃ, প্রতিপত্তি, আচার্য্যাভিমান প্রভৃতি কোন প্রকার অনর্থ মহাপ্রভুর শিক্ষায় নাই। ইহা অভিনব কাল্পনিক কোন ব্যক্তিগত মত নহে। ইহা সমগ্র জৈব জগতের জৈব ধর্ম্ম, স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি। ইহা জীবের সহজ ধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত সবই প্রাকৃত ধর্ম্ম। প্রকৃতি বা জড়বাদী অথবা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের প্রকৃতিসম্ভূত দেহ মনোধর্ম্ম।

প্রকৃতি বা তজ্জাত জড়বস্তু কখনও স্বয়ং বিষ্ণু বস্তু নহেন। সুতরাং প্রকৃতি বাদে কখনও বিষ্ণুকে জানা যায় না বলিয়া প্রাকৃতসহজিয়াবাদ কখনও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে।

বিষ্ণুসেবনপ্রণালী মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জীববৃন্দকে শিক্ষা দিয়া, জৈব জগতে পরাশান্তি ও আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। উহা আধ্যাত্মিক বিচারে অনুভূত না হইলেও কৃতবিদ্য পুরুষেরা অন্য ধর্ম্মের (অসনাতন ধর্ম্মের) প্রচারকগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবিতেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর শিক্ষায় সমগ্র জগত শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলে বাস্তব সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, একতা, বিশুদ্ধতা লাভে লাভবান্ হইয়া নিত্যানন্দপাদছায়ে কোটিচন্দ্র-সুশীতল ছায়া প্রাপ্ত হইয়া, পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি সংকীর্ণচেতা মহাপ্রভুবিরোধিগণের স্বকপোল কল্পিত মতবাদ প্রচার ফলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলের জন্য সৌভাগ্যাকাশ উন্মুক্ত নহে।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

আমরা যদি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞান লাভ করিয়া স্ব-স্ব-গন্তব্য পথ পরিষ্কার রাখিবার প্রয়াসী হই, তাহা হইলে আমাদিগকে গোস্বামীদিগের সমগ্র গ্রন্থাবলীর সারাংশ সর্ব্বতত্ত্ব মীমাংসার আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ খানা শ্রীচৈতন্যানুগ শ্রীরূপপ্রিয় মহাজন শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট অধ্যয়ন করিতে হইবে।

নিত্য শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সকাশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা মুখেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

একটু বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক আলোচনা না করিলে এই গ্রন্থরাজ বোধগম্য হন না। ইহা নাটক, নভেল, কাব্যালোচনার ন্যায়, কোন রূপক বা কল্পনামিশ্রিত কথা নহে। শ্রদ্ধাসহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সাধুসঙ্গে সমালোচনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পাঠ করিলে বা শুনিলেই এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষাই মানব জাতির সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এই শিক্ষা দ্বারা সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বেদ শাস্ত্র এই তত্ত্বত্রয় পুনঃ পুনঃ তারস্বরে গাহিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও তাহাই।

বেদ যাহা বলেন তাহাই সত্য। বেদশাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলা সাধুগণের (প্রত্যেক মানব জাতির, মানুষ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর) কর্ত্তব্য।

আমরাও যদি মানুষ হই, সাধু হইতে চাই, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসন্ধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ মেদিনীপুর জেলায় বাখরাবাদে হরিকথা প্রচার করিয়া কেসিয়াড়ীতে যাত্রা করিয়াছেন।

[illegible]

প্রবন্ধ

প্রাচীন নবদ্বীপ

আধুনিক সহর নবদ্বীপ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, উহা সর্ববাদি-সম্মত প্রাচীন নবদ্বীপ নহে। নবদ্বীপ চলিত ভাষায় 'নদীয়া' শব্দে অভিহিত হয়। নদীয়া গঙ্গার পূর্ব্বতটে অবস্থিত। একণ গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থ গ্রামসমূহই নদীয়াজেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যে প্রধান নগরের নাম হইতে জিলার নাম পরিচিত হয়, সেই নগরটি নদীর যে পারে থাকে, সেই পারেই জিলার নাম হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বঙ্গ ও উত্তর আসাম প্রদেশ হইতে বহু ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে নিকটবর্তী নবদ্বীপ নগরে আসিয়া গঙ্গাবাসের ও বিদ্যার্জনের উপনিবেশ স্থাপন করেন।

বর্তমান গৌড়মণ্ডলের মধ্যে বিদ্যাদান ক্ষেত্র বলিতে নবদ্বীপকে বুঝায় না। সাম-য়িক অল্প ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাসের কথা উল্লিখিত হয় না। ইদানীন্তন অনেক শতাব্দী হইতে ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছু কিছু শাস্ত্রচর্চা লক্ষিত হয়। মূলাজোড়, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন নবদ্বীপকে পূর্ব্বকালের বিদ্যার পীঠস্থান বলিয়া অনেক শতাব্দী হইতেই পরিগণিত হইতেছে। নবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসলব্ধ মধ্যযুগে সারস্বতসেবার যে অভিনব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার কীর্ত্তি এখনও বঙ্গের অন্তঃপ্রাঙ্গণে অধিবাসিগণের দ্বারা গীত হয়। অদ্যাবধি প্রাগ্জ্যোতিষপুর এবং [illegible] শ্রীহট্টাদি প্রদেশ হইতে প্রাচীন নবদ্বীপে বহু পরিবার এবং বহু পণ্ডিত সমাগত হইতেন। চট্টগ্রাম প্রভৃতি [illegible] নগর গ্রামাদি হইতেও শ্রীনবদ্বীপ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য বহু বহু পণ্ডিত আসিতেন। গঙ্গার তটে নবদ্বীপ হইতে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে, শান্তিপুর নামক একটি নগরের উল্লেখ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে অজ্ঞাত নহে। সেখানেও গঙ্গাসমাজ [illegible] শিল্পবিদ্যার শোভার [illegible] ছিলেন। আসাম, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ [illegible] হইতে পশ্চিম বঙ্গে [illegible] অনেকেই আসিয়া [illegible] বাস্তু স্থাপন করেন। [illegible]

[illegible] ([illegible]) ভূমি [illegible] সন্নিকটেই, গঙ্গার পশ্চিম উপকূল [illegible] সর্ববিষয়পূর্ণ বাণিজ্য প্রভৃতি প্রদেশের সর্বপ্রধান জনপদ গঙ্গার পশ্চিমেও বাস্তব্য স্থাপন করিয়াছিল। কাটোয়া, বাজিগ্রাম, উদ্ধারণপুর, পূর্ব্বস্থলী, মামগাছি, সমুদ্রগড়, কুলিয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গ্রামসমূহ রাঢ়প্রদেশের অধিবাসিগণ গঙ্গা-তটে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে সংবর্দ্ধন করেন।

প্রাচীন নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত থাকায় গঙ্গা পার হইয়া কাহাকেও নবদ্বীপে যাইতে শুনা যায় নাই। পরন্তু নবদ্বীপের অধি-বাসিগণ কাটোয়া যাইতে হইলে সিমলা গ্রাম পার হইয়া পাকশিয়া, মামগাছি, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি গণ্ডগ্রামের ভিতর দিয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি নবীননগর সমূহে যাতায়াত করিতেন। রাজা মুকুন্দদেব পশ্চিম কোণ হইতে বর্দ্ধ-মানে আগত হইয়া পূর্ব্বস্থলীতে গঙ্গা পার হইয়াই বাগোয়ান পরগণার নবদ্বীপ নগরে প্রবিষ্ট হন। উখ্‌ড়া পরগণায় কুলিয়া সেই কালে নবদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল না। গোয়াড়ীর নামক গঙ্গার প্রাচীন খাত, অলকানন্দা নামী নদীর খাত, চাঁদুড়ীর বিল হইয়া যে কালে বহিত, গঙ্গাবাস প্রভৃতি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, সেইকালে কতকটা জমি বর্দ্ধমান উখ্‌ড়া এলাকায় অবস্থিত ছিল। গাদি-গাছা প্রভৃতি কিয়দংশ এখন উখ্‌ড়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ইসলামপুর পরগণা ও উখ্‌ড়া পর-গণার খণ্ড খণ্ড ভূমি, বাগোয়ানের সংলগ্ন থাকায় ঐগুলি বাগোয়ান পরগণা হইতে বা নদীয়া পরগণা হইতে তাৎকালিক মালিকগণের বৃহৎসম্পত্তির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। গোপালিগ্রাম কুলিয়ার সহিত একত্র সান্নিধ্যে থাকায় সম্ভবিকারীর সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া উহার নাম সাতকুলিয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহা প্রাচীন নবদ্বীপের সন্নিহিত ভূমি হইলেও কুলিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরগণা নদীয়ার অন্তর্গত বাগোয়ান গ্রামে কিছু দিন ভূম্যধিকারিগণের বাসস্থান থাকায় ভবানী আমলের থাকায় নদীয়া হইতে বাগোয়ানকে স্বতন্ত্র পরগণায় গণিত হইয়াছে।

প্রাচীন নবদ্বীপের উল্লেখ মুখে আমরা দেখিতে পাই যে, গঙ্গানগর শ্রীধাম মায়াপুর (যেখানে বর্তমান কালে বল্লাল সেনের [illegible] প বর্তমান) কবিরাজ পল্লী, (যে স্থানে বর্তমান যোগ-পীঠের [illegible]) শ্রীবাসঅঙ্গন প্রভৃতি স্থান অবস্থিত। অধুনা যে স্থান খালসে পাড়া বা [illegible] পাড়া বলিয়া কতিপয় [illegible] কাজীপাড়া

বলিয়া যে স্থান [illegible] [illegible] নোড়াপাড়া [illegible] মুসলমান অধিবাসিগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় [illegible] গোয়ালপাড়া [illegible] খ্যাত ঐগুলি-সকলই প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান। গঙ্গা-ধারার বিপর্য্যয়ে রামজীবনপুর কবিরাটি তারণবাস, মেঘারচর কৃষ্ণনগর, চরকাষ্ঠ-শালী প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাচীন নবদ্বীপের ভূমি হইতে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। জন্মী-মাতৃক দেশের গ্রাম, পল্লী, নগরাদি, কালে কালে জলমগ্ন লাভ করে; অধিবাসি-গণের বাসলোকার্থে গ্রাম, নগরাদি, সুতরাং তাহাদের স্থানচ্যুত, জনম বিবিক্তে প্রতিষ্ঠিত। পুরাতন নামরহ হইতে নবীন নামরহ বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে বর্তমান সহর নবদ্বীপ বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে নিকটবর্তী গ্রাম বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতি লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান কুলিয়া সহর নবদ্বীপ যাহা আমাদ কোল, গঙ্গাখালির কোল, কোলের গঞ্জ, তেঘরেপাড়া, ছিনাডাঙ্গা, ব্যাদরা-পাড়া প্রভৃতি স্থানে বসিয়াছে। সেই স্থানের বর্তমান অধিবাসিগণের প্রাপ্ততা-মতের স্থান নিরূপণ করিতে গিয়া তাহারা নূতন চড়া, দেওয়ানগঞ্জ, ক্যাকড়ার মাঠ, শ্রীরামপুর বাবলারি, প্রাচীন মাজ্ঞলা, রাধিকুলুর ঢিপি প্রভৃতিকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া থাকে, কিন্তু ঐগুলির প্রাচীনত্ব অতিশয়োক্তি অলঙ্কার অবলম্বন করিলেও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্-ভাগ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

আজ যদি কুলিয়ার বর্তমান অধিবাসী গণের প্রপিতামহগণ, যে স্থলে নবদ্বীপে বাস করিয়াছেন, সে স্থলে বর্তমান হইয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেন যে, ক্যাকড়ার মাঠ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কথিত প্রাচীন নবদ্বীপ নহে, তাহা হইলে আধুনিক কলহপ্রিয়, সত্যবিপর্য্যয়কারী আগন্তুক কতিপয় সাক্ষীবাদীর প্ররোচনায় প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান বিষয়ে জন সাধারণ ভ্রান্ত হইতেন না। বর্তমান শঙ্করপুর, যে স্থলে নদীয়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ শঙ্কর স্থাপন করিয়া কালগোড়ার পত্তন করিয়াছিলেন সেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতিগৌরব নষ্ট করিয়া এই সাক্ষীবাসী আধুনিক কুলিয়ার চড়ার বা ক্যাকড়ার মাঠের চড়ার প্রাচীন নবদ্বীপতা স্থাপন করিতেন না। তাহাদের কালগত ধারণায় বিপর্য্যয় প্রবেশ করায় গোলে হরিবোল দেওয়া বুদ্ধিতে সারটিয়ার বেশধারীর পশ্চাদ্ধাবন কোনও বুদ্ধিমানের অনুমোদিত নহে।

মহামারী প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি নগরের বহু অধিবাসীকে আক্রমণ করিলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার [illegible] নবীন [illegible] [illegible]

[illegible] আসিয়া পড়িয়াছে। [illegible] বিংশ শতাব্দীর অধিবাসী [illegible] শতাব্দীর নূতন চড়া ক্যাকড়ার মাঠকে [illegible] বিচারে প্রাচীন বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতামহ, প্রপিতামহগণ যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অধ্যুষিত স্থানকে প্রাচীন বলেন—উহা ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গার ডাঙ্গা, নিদয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বা প্রপিতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ যে নগর প্রাপকে প্রতি-ষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা যে প্রাচীন নবদ্বীপের কথা বলেন, সেই শ্রীধাম মায়াপুর, গঙ্গা নগর, শ্রীনাথপুর, বল্লালদিঘী, বামনপুকুর, তারণবাস প্রভৃতি স্থান।

রঘু রায়, রুদ্র রায় প্রভৃতি কৃষ্ণচন্দ্র নরপতির পূর্ব্বপুরুষগণ যে স্থানে প্রাচীন নবদ্বীপ দেখিয়াছেন, উহাই বর্তমানকালের প্রাচীন শ্রীমায়াপুর বা বামনপুকুর। এখন বামনপুকুরের নামে আর শ্রীধাম মায়াপুর নাই। কাজীপাড়ার নাম আর শ্রীধাম মায়াপুর নাই, বল্লালদিঘী, হাতিকাটা পল্লী, কবিরাজ পল্লী, বৈরাগীডাঙ্গা প্রভৃতির শ্রীধাম মায়াপুর নাম বিলুপ্ত হইয়াছে আজ ১৫০ বৎসর। ভগবৎকৃপায়, ভক্ত ভাগবতগণের কৃপায়, ঐকান্তিকগণের কৃপায় ব্যতিচারমত-দুঃ ষ্পরিত্যাগকারী সত্যধর্মীর জনগণের কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আজ ৪২ বৎসর যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুরের স্থান লোকসমাজে প্রভূতভাবে আলোচিত হইতেছে। তাহারও ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্মার্ত অধ্যাপকবর ব্রজ-নাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়, সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস প্রমুখ সাধুগণের দ্বারা পূজিত ভূমি শ্রীধাম মায়াপুর বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহার কারণ এই যে তথাকার অধিবাসী মুসলমানগণ খালিগ্রাম হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে হাতীকাটা পল্লী, বৈরাগী ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করিতে গিয়া মায়া শব্দ উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া শ্রীমায়াপুরকে মিয়াপুর শব্দে অভিহিত করিত।

খালিগ্রামের জমিদার বর্তমান ব্রাহ্মণ-পুষ্করিণী বা কাজীপাড়ার বাস্তব্য স্থাপন করায় তাহাদেরই প্রজারায়তসূত্রে রমজান মণ্ডল বৈরাগীডাঙ্গা, হাতীকাটা, কবিরাজ পল্লীর প্রান্তভাগে বাস্তব্য স্থাপন করেন। বাকের মলিরদ্দি প্রভৃতি কৃষিজীবী মণ্ডলগণ সেই স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করায় তাহাদেরই বংশ এবং কুটুম্বগণের দ্বারা একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন নব-দ্বীপ এখানেই অবস্থিত ছিল।

ইলিয়ট প্রভৃতি [illegible] নামের প্রতি কেহই কোন প্রকার আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। [illegible] তাহার কারণ এবং কি [illegible] প্রকারে [illegible] [illegible]

[illegible] বাগাপুরের প্রাচীন, [illegible] যে সকল সম্বেজমূলক [illegible] প্রচারিত হইয়াছে, উহাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য ও নাই ; উহা বিদ্বেষমূলে উত্থিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে সেই সকল সূক্ষ্মভাবে যথাযথরূপে আলোচিত হইবে। যাহারা লোকচক্ষুকে আবরণ করিবার মানসে সত্য গুপ্ত করিবার জন্য জাল কাগজ-পত্র এবং মিথ্যা কল্পনা করিতে গিয়া নিজ [illegible] আবরণ করে, ঐ সকল কথা [illegible] হইয়া পড়িলে তাহাদেরও পলাইবার পথ থাকিবে না। *Bealgibub Balls* প্রভৃতি ঈশ্বরবিদ্বেষী নাস্তিক সম্প্রদায়ের ঈর্ষামূলে লোক-প্রতারণাকল্পে যে সকল কামক্রোধাদি সম্পত্তি সঞ্চয়ন করিবার প্রয়াস করে [illegible] [illegible] ভগবদ্বিদ্বেষকল্পে যে সকল চেষ্টা করে, কাজ পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যে মহাভারত যুদ্ধ উপস্থিত হয় সেইরূপ মিথ্যাকল্পনাকারিগণের কপটতামূলে [illegible] প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের [illegible] কাকস্থলপ [illegible] দূরীপথে পতিত হইবে [illegible] প্রাচীন নবদ্বীপের [illegible] ঐতিহাসিক প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত [illegible] [illegible] আলোকিত হইবে না। আমরা [illegible] ঐতিহ্যমূলে প্রাচীন নবদ্বীপের [illegible] আলোচনা করিব কিন্তু তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন [illegible] বৈষ্ণববিদ্বেষী কুলাঙ্গার ও বহু-[illegible] সম্প্রদায়ের অপকার্য কতিগ্রস্ত হইবে ইহাই পরিতাপের বিষয়।

অনুষ্ঠানমানীর বাগ্ বৈখরী

(পূর্বপ্রকাশিত ১৯ সংখ্যার পর)

৫। রস-তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

বেজাবন্দা মহাশয় প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার লইয়া রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ভীষণ প্রমাদে পতিত হইয়াছেন দেখা যায়। তিনি শঙ্করদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তিভাব গোপীর প্রেমভক্তি ভাব, বিশেষভাবে রাধিকার প্রেমভক্তি ভাব—আর শঙ্করদেবের প্রেমভক্তি দাস্য রসের প্রেম ভক্তিভাব। উদ্ধবের ভক্তিই শঙ্করদেবের ভক্তি। দাস্য ভাবই মাধুর্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [illegible] শঙ্করদেব চৈতন্যের [illegible] বড় বৈষ্ণব। চৈতন্যের কৃষ্ণের প্রতি [illegible] *loyalty* [illegible] [illegible] তিনি শৃঙ্গার রসেরই [illegible] ছিলেন।"

শৃঙ্গার রসের অপরূপ বিধি তাহা ঈশ্বর করিয়া ভাবায় কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরপুরীই প্রথম শৃঙ্গার রসের প্রবর্তক। তাঁহার নিকট হইতে চৈতন্য ইহা গ্রহণ করেন। ভাবপ্রবণ চৈতন্যে যেই বীজ পতিত হইয়া একটা বৃহৎবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রসের অপর নাম শৃঙ্গার রস। শ্রীভগবান্ রসময়। তিনি ভক্ত কর্তৃক উপরিউক্ত যে কোনটীর রসের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। এই সেবা রসময়ী ভক্তি আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। দাস্যাদি চারি ভক্তি ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভক্তি চতুষ্টয়ের আশ্রয় জীবের স্বরূপ এবং বিষয় শ্রীনন্দনন্দন। জীবের নিত্যস্বরূপে এই ভাবভক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম কৃষ্ণপ্রেম।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

চৈঃ চঃ

—কৃষ্ণপ্রেম স্বপ্রকাশ বস্তু, সাধ্যের ভিতরে নহে। দেহে আত্মাভিমানমূলে যে সমস্ত অনর্থ বদ্ধজীবের হৃদয়ে প্রকাশ পায় তাহাদের সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃতি না হইলে এই প্রেমা উদিত হন না। শ্রবণাদি ভক্তির যাজনফলে সিদ্ধস্বরূপে এই প্রেমা প্রকাশিত হয়।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি॥
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—সাধু ও শাস্ত্র উপরিউক্ত বাক্যে এই প্রেম প্রকাশের ক্রমপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এই ক্রমের ব্যতিক্রম সাধককে প্রাকৃত-সহজিয়ার ভূমিকায় অবস্থান করাইবে। রাগানুগা ও বৈধী বিচারে ভক্তি আবার দুই প্রকার। দাস্যাদি চারি-ভাবভক্তি রাগানুগা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। অসিদ্ধাবস্থায় শ্রবণাদি বৈধী ভক্তির যাজন প্রশস্ত। অনর্থাবস্থায় রাগাত্মিকা-ভক্তির যাজনে জীবের অনর্থ নিবৃত্তির আশা একবারে তিরোহিত হয়। কাহার সিদ্ধ-স্বরূপে কিরূপভাবে ভক্তিবিকশিত হইবে তাহা অসিদ্ধাবস্থায় নির্ণয় করা চলে না। আমরা শঙ্করমতে একটীর যাজন করিব এইরূপ কথা বলা যায় না। যাহার স্বরূপে যে ভাবের উদয় হইবে তাহার পক্ষে সেই ভাবই [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবেন না। অপর দুইটি বিচার ভক্তিতে [illegible] তাঁহারা [illegible] তাহাদের [illegible] সমতারাহিত্য তাহা [illegible] পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সখ্যাদি রসের ভিতর দিয়া মমতার উৎকর্ষের সহিত প্রকাশিত হইয়া মধুরেতে পূর্ণ মমতার পরিদৃষ্ট হয়। সেহেতু উপরে রসত্রাদিতে মধুর রস অন্যান্য রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার একটি রসের গুণ পর পর রসে অন্তর্নিহিত থাকে। দাস্যের বৈশিষ্ট্য সখ্যরসের বৈশিষ্ট্যের সহিত সখ্যরসে বর্তমান আছে ; এবং এবং এইরূপে বাৎসল্যে দাস্য ও সখ্যরসের বৈশিষ্ট্যের সহিত বাৎসল্য রসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুরেতে নিজ বৈশিষ্ট্যের অপর তিনটি রসের বৈশিষ্ট্যেরই বিদ্যমানতা আছে। দাস দাসের কার্য করেন ; সখা দাস ও সখার কার্য করেন ; পিতা দাস, সখা ও পিতার কার্য করেন ; কান্তা দাস, সখা, পিতা ও কান্তার কার্য করেন। এই হিসাবেও মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে কীর্তিত রহিয়াছে। কৃষ্ণৈকপরতাই সমস্ত রসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সকল রসেই কৃষ্ণ সেবিত হন। কোন রসেই সেবার বিরুদ্ধতা নাই। মধুর রসেই কৃষ্ণ সেবা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য রসে প্রকাশিত দাস্যের অপূর্ণতা মধুর রসে নাই।

শান্তরসে বৈকুণ্ঠে মহা ঐশ্বর্যশালী বিগ্রহ শ্রীনারায়ণই উপাসিত হন ; কিন্তু অন্যান্য চারিটী রসে ব্রজের মাধুর্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য হন। বদ্ধাবস্থায় যে বৈধভজন প্রণালী চলিতে থাকে তাহা শ্রীনারায়ণেরই ভজন, শ্রীকৃষ্ণের নহে। সাধক এরূপ অবস্থায় শান্তরসের রসিক ভক্ত থাকিয়া যান। যুগলমন্ত্রোপাসকেরও অসিদ্ধাবস্থায় ঐ পর্যায়েই গণ্য করিতে হইবে।

জীব তিন প্রকার— মুক্ত, নিত্য-মুক্ত ও বদ্ধ। বদ্ধে কৃষ্ণপ্রেমের যাজন একটা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নহে। গোলোকাগত মুক্তগণ ও সাধনসিদ্ধগণ এই প্রেমের যাজন জগতে প্রকটিত করিয়া ভগবদ্-ভজনের সম্পূর্ণতা বিধান করেন এবং বদ্ধ জীবের হৃদয়ে শ্রীরূপ ভজন প্রণালী লাভের জন্য একটা লোভ সৃষ্টি করেন। শ্রদ্ধাবান্ জনগণের নির্মল হৃদয়ে তাঁহারা এই প্রেমার উদ্বোধনও করিতে পারেন। সিদ্ধগণের প্রেমদানের ক্ষমতা আছে। এই প্রেম প্রকাশ ও দানের কার্য অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের অতীব ঐতিহাসিক যুগে—মহাপ্রভুর পূর্বে এই প্রেম প্রকাশ ও দানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে [illegible] বিদ্যাপতি [illegible] [illegible] ও [illegible] এই প্রেম প্রকাশের [illegible] কিন্তু তাঁহারা [illegible] [illegible] করেন নাই। মহাপ্রভু এই প্রেমদান কার্য অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। তিনি অযাচক-ব্যক্তিগণকেও এই ভক্তি [illegible] আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"নাহি ভক্তির বিচার, জগতে [illegible] ধাম, বৃথা তার সে ভাব ভাবনে।"

—[illegible]

—তাঁহারই শিক্ষা প্রভাবে আজ মহাজনের উপরিউক্ত বেদ-ব্যাসের [illegible] পর্যন্ত লোকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ পর্যন্ত জগতে যত লোক ভক্তির যাজন করেন বলিয়া অভিমান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই [illegible] প্রেমার প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছে। [illegible] যুক্ত সত্তা এবং প্রেমদান আচার্যে চৈতন্যের এই দানকে শ্রেষ্ঠ দানরূপে সমস্ত জগতে প্রচারিত করিতে না পারা গেলেও [illegible] প্রজ্ঞাবান্ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই চৈতন্যের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারের অপূর্বতা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। বর্তমানে আমাদের বহু সৌভাগ্যক্রমে বক্তার অভাব এক প্রকার বিদূরিত হইলেও শ্রোতার অভাববশতঃ ইহার প্রচার যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ হইতেছে না। অতীব অবজ্ঞাতে প্রবন্ধ আমাদের অভাবিত লাভিয়া এখন প্রবল যে আত্ম কেহ আজ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাহ্য প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছি না। বহির্জন কিছু সহজে করিবে না। জীবের নিত্যহিতাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণভক্তগণের এই [illegible] ভোগ অনিবার্য অতএব এক প্রকার নিত্য তথাপি উহার প্রচার। যেরূপ [illegible] গাভতে চলিয়েছে তাহাতে মনে হইতেছে হয় অচিরকাল-মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে।

শান্তরসের রসিক ভক্ত সনক, সনন্দ প্রভৃতি মুনিগণ, দাস্যরসের রসিক ভক্ত চিত্রক, পত্রক, রক্তক, প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ, সখ্যরসের রসিক ভক্ত শ্রীদাম, সুদাম, প্রভৃতি ব্রজ রাখালগণ, বাৎসল্য রসের রসিক ভক্ত নন্দ, যশোদা প্রভৃতি কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণ ও মধুর রসের রসিক ভক্ত শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীগণ। কৃষ্ণদাসগণের প্রেম সেবা, রাখাল বালকগণের উচ্ছিষ্ট ফল প্রদান, নন্দ-যশোদার তাড়ন ভর্ৎসন ও গোপীগণের প্রেমালিঙ্গন বিধি নিষেধের অতীত। বদ্ধজীবের ঐরূপ আচরণে দোষ অনিবার্য। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অনধিকারে [illegible] এই সকল ভক্তির [illegible] করিতে গিয়া চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মে আপন করিয়ে উহাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তাঁহার
পাণ্ডিত্য [illegible] বস্তুতে স্বাদ পাইতে পারে না। [illegible] তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার প্রণালীতে ভজিয়া বিচার করিয়া ভ্রম [illegible], তাঁহারাও উৎপ্রেক্ষার্থক বলিতে হয়।

[illegible] বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত মহাভাগ সিদ্ধভজন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ [illegible] এই সমস্ত ব্রজজনের আনুগত্যে সেই সেই রসে কৃষ্ণভজন করেন। আনুগত্য ব্যতীত রস ভজন মনোধর্ম্মী বা প্রাকৃত সহজিয়ার অভিপ্রেত হইলেও বৈষ্ণবের নহে।

শঙ্করদেব, উদ্ধব প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখার আনুগত্যে সখ্যরসের দ্বারা কৃষ্ণ ভজন করিয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

"শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর ধন সম্পদ" বলিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাভাগবতগণ নিজ নিজ সিদ্ধ ভজন প্রণালীর গুরু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বরচিত গ্রন্থে আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্করদেবের কোন গ্রন্থে এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধবের নাম দেখিলেই তাঁহার ভজন প্রণালীকে উদ্ধবের ভজন প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় তাহা হইলে তাঁহাকে শৃঙ্গার রসের সাধকও বলা যাইতে পারে, কেননা বেজবরুয়া মহাশয় কর্ত্তৃক ধৃত কীর্ত্তন ঘোষার বাক্যে প্রমাণিত হয় যে শঙ্করদেব উদ্ধবদ্বারা গোপীগণের পদধূলি গ্রহণ করাইয়াছেন। যথা—

"উদ্ধবে গোপীর দেখিয়া ভাব।
বিস্ময় হুয়া পিন্ধাইয়া গাও॥
মহার ব্রজে যত গোপীজাক।
পিয়ে [illegible] পদধূলাক॥" কীর্ত্তন ঘোষা।

শঙ্করদেব বলিতেছেন—

"এবিদ্ধ গৌলাকিত [illegible] করি।
[illegible] কথা তাহ লগত এরি॥
জগৎ অন্তর্যামী নারায়ণ।
তাক কোন পত্নীয়া গমন॥
শৃঙ্গার রসে যার আছে মতি।
তাক জানি লোক নির্ম্মল মতি॥

ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে শৃঙ্গার রসের উপর শঙ্করদেবের কোন বিদ্বেষ নাই। উপরিউক্ত বাক্যদ্বয়ে তিনি ইহার শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়াছেন [illegible] শৃঙ্গার রসের প্রতি [illegible] আরোপ করিয়া নিজ ভজন [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন [illegible] যাইতে [illegible]
[illegible] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রসিক ভক্তগণকে তিনি অমূল্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। "[illegible] কর মূল আস্বাদন, রসিকের সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন॥"—এই উপদেশ করিয়া তিনি রসিকভক্তের অপ্রাকৃতত্ব জগতে ঘোষণা করিয়াছেন।

নিজেও পণ্ডিত নহি এবং মহতের নিকটও শ্রবণ করিব না, এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া ধর্ম্মবক্তা সাজিলে এইরূপ প্রমাদ আমাদের অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বেজবরুয়া মহাশয়কে মাধবদেবের, নিম্নোক্ত উপদেশ বাক্যটি আমরা অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে বলি।

"আপন পণ্ডিত, তুহি মহন্তক
সোপাসিলে কদাচিত।
তথাপিতো শুক, বোলাওহে কৃষ্ণর
মায়াত্রে হুয়া মোহিত॥"

বোষ্টম্ পার্লামেন্টের

সদস্য নির্ব্বাচনে আবেদন পত্র

সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি আপনার প্রকাশিত 'বোষ্টম্ পার্লামেন্ট' সংগঠনের সংবাদে আমরা যে কি প্রকার আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি তাহা সামান্য লেখনী মুখে প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। শুদ্ধভক্তগণ অতর্কিতভাবে বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আজ বিরাট বিদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের প্রাকৃত বর্ম্মাবৃত হৃদয়ে যে অপ্রাকৃত শেল বিদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন তাহা কখন সফল হইতে পারে না। অবশ্য তাঁহাদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বর্ত্তমানে আমরা কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি মাত্র। কোন কোন স্থলে হয়ত আমাদের স্বার্থহানির লক্ষণও দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত, কিছু নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আজ আপনার বোষ্টম পার্লামেন্ট সংগঠনের প্রচেষ্টারূপ সমবেত-শক্তি-সাহায্যে আশঙ্কার সমস্ত কারণ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

শুদ্ধভক্তগণ অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু। কাজেই তাঁহারা প্রাকৃত জগতের মর্ম্ম কিরূপে বুঝিবেন? আমাদের দয়াল ঠাকুর নরলোকের দুঃখে কাতর হইয়া নররূপে নরবেশে নরভাবে যে নরলীলা প্রকট করিয়া প্রেমের জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা যে কেবল প্রেমপিপাসার্ত্ত নরনারীর ভোগভূমির জন্য সে কথা শুদ্ধভক্তগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না—আর বুঝিতে না পারিয়া [illegible] ভোগীদিগকে নিরুৎসাহিত করিয়া তাড়াইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন।

আমাদের দয়াল ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার বড় আদরের নরনারী কঠিন বিধি বিধানের আতঙ্কে প্রেমরসাস্বাদে একেবারে শুখাইয়া যাইতেছে। তাই তিনি রাই-কানু রূপে জগতে প্রেমলীলার ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। তটিনী যেমন উন্মত্ত হইয়া সাগর পানে ছুটিতেছে, নরনারি, তোমরাও তেমনই ভাবে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়। এখানে বিধি নাই—নিষেধ নাই—শাস্ত্র নাই—বিচার নাই—এযে প্রেমের জগৎ।

শুদ্ধ ভক্তগণের দুরাকাঙ্ক্ষার কথা তিনি খুবই জানিতেন, তাই তিনি এই প্রেমের স্বরূপ সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"যুবতী মাগুরের কোল,
মাগুর মাছের ঝোল,
আর হরি হরি বোল।"

এখানে ভাষা অলঙ্কারের বালাই নাই, টীকা টিপ্পনীর বিড়ম্বনা নাই, হে জীব তুমি ভোগের রাজত্বে আছ—ভোগ করিয়া যাও—ভোগের খেলায় মাতিয়া থাক; একমাত্র হরি-নামোচ্চারণে তুমি সকল দায়ে খালাস। তোমার কোন দোষ নাই, তোমার নামাপরাধ নাই।

তাই আমাদের নিবেদন—তাই বিদ্ধভক্তগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বের সন্ধানে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই। অর্থ যখন আমাদের করতলগত তখন আর অন্য প্রচেষ্টা কেন? অপ্রাকৃতত্ব কল্পনা-প্রসূত। অপ্সরার-সদৃশ নিয়োজন নৃত্য তথায় নাই—শ্রবণ মধুর কিন্নরী কীর্ত্তন কোথায় শুনিবে? মলয় অনিলে কুসুম সুরভির সন্ধান তোমায় কে দিবে? কত মধুর রসাস্বাদে রসনা তোমার চিরবঞ্চিত থাকিয়া যাইবে।

সুখ দুঃখের অতীত বস্তু যদি কিছু থাকে তাহা দেহধারীর জন্য নহে। সুখের ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের যে পরিণতি তাহারই মাঝে আমাদের প্রেমের গতি আছেন। তাই, ভাবুক-তায় ভুলিও না। প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য তোমার চক্ষের সমক্ষে। প্রেমের ঠাকুর প্রেমের জগতে প্রেমময় নরনারীকে প্রেমের খেলা খেলিতে পাঠাইয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণ ইহাকে কাম বলেন। সে কথা মনেও স্থান দিও না।

লাল তরলের নেশায় মাতিয়া উঠ, দুতে ব্যসনে জীবনটাকে ব্যাপৃত করিয়া ফেল—এ প্রেমের হাটে অসৎ কিছুই নাই। যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ কর। স্বার্থ সিদ্ধির সকল বিঘ্ন ছলে বলে কৌশলে দূর করিতে থাক। [illegible] তোমার হৃদয়-পাত্র পূর্ণ করিয়া [illegible] আর উচ্চৈঃস্বরে মুখে উচ্চৈঃস্বরে মুখে বল হরিনাম।

বোষ্টম পার্লামেন্ট সর্বতোভাবে তোমাকে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-সুখ প্রদান করিবে।

নির্ব্বাচনপ্রার্থিনী—রাইখাণী।
নেড়ী সম্প্রদায়—বিলাস মঠ

(২)

পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

আপনার শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত "বোষ্টম পার্লামেন্টের" সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে অধিনীর আবেদন পত্র খানি পেশ করিবেন প্রবাসে—পাগল মাঝে বসিয়া সময়াভাবে সংক্ষেপে এবং কালি কলমের অভাবে পেন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলাম। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

শ্রীমলিনা বালা দাসী
২৭-৫-২৯

বাস্তব বস্তু

বাস্তব বস্তুর বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথম আমাদের বস্তুর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। 'বস্' ধাতুকে সত্তার্থে 'তু' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার—বাস্তব ও অবাস্তব। অবাস্তব বস্তুর দ্রব্যগুণাদি রূপ। ইহার অস্তিত্ব কেবল মাত্র প্রতীত হয়; এই প্রতীতি কোন স্থলে, সত্য, কোনও স্থলে ভাণ মাত্র। পক্ষান্তরে বাস্তব বস্তু পরমার্থ-ভূত-তত্ত্ব এবং ইহার অস্তিত্ব আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকের "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" এই বাক্যে বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ—ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। বিভুচিৎ ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। এই বস্তুর পৃথকাংশ 'জীব' এবং শক্তি 'মায়া'। অতএব ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব বস্তু শব্দবাচ্য লক্ষীতব্য বিষয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে এই তিন তত্ত্বের সম্বন্ধ জ্ঞানই শুদ্ধ জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে তাহা অবাস্তব বস্তুর মধ্যে পরিগণিত। কণাদাদি বৈশেষিকগণের দ্রব্য ও গুণ সংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনা মাত্র, বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব জীব একটী বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ তাহাই তাহার নিত্য স্বভাব বা নিত্য ধর্ম্ম। জীব এই নিত্য ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইলেই পরানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সাগরে ভাসমান হইবেন সন্দেহ নাই।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

নবদ্বীপ পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪৭ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, ছাপা প্রায় শেষ হইল। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা।

শ্রীচৈতন্য মঠের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে হাতে লইতে পারিবেন।

ডাকে লইতে হইলে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পোঃ বামনপুকুর, ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

আধ্যাত্মিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ষান্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সত্বর গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)
৩। দীপ-দিগ্দর্শন
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চ্চনপদ্ধতি ও নবদ্বীপ-শতক—মোট
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৯। নামকৌমুদী
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী
১১। ভাষ্যানুবাদ-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১২। বৈষ্ণব
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাণী, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
১৪। শ্রীব্রজ মাহাত্ম্য
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
১৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
১৭। *Life & Precepts of Mahaprabhu*
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit, Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—Inland Rs. 3/8/-; Foreign 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to:—
M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadingi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব ... প্রকাশিত। ... ভিক্ষা ...

কৃষ্ণ না ভজে ...

সজ্জন—নিরীহ

শ্রীমদ্ভাগবতে সজ্জনের জীবনে নৈষ্কর্ম্যের আবিষ্কার কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্য বলিলে কর্ম্ম-চেষ্টারাহিত্যকে বুঝায়। ফল-ভীতের চেষ্টাই কর্ম্ম-চেষ্টা। ভগবদ্ধর্ম্মে কর্ম্মচেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন নিরীহ।

ফলভোগবাসনাই কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের সূক্ষ্ম শরীরে ও স্থূলদেহে ফলভোগ করিবার অবসর হয়। যে কালে জীব বদ্ধাভিমানে ফলকামী হইয়া জীবন যাপন করেন সেই সময় তাঁহার কর্ম্মমার্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিদ্বস্তু ভোগ করেন। চিদ্বস্তুরই অচিদ্ভোগকেই কর্ম্মকাণ্ডীয় স্থূলভোগ বলে। সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিতের সূক্ষ্মাংশ ভোগ ও কর্ম্ম-বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা কর্ম্মফল স্বয়ং ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে স্বীয় আত্মানুশীলনপর অপ্রাকৃত মনদ্বারা কর্ম্ম-ফল-ভোগ-বাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধাবস্থায় সজ্জনকে অপ্রাকৃত বা জীবন্মুক্ত অভিমানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ইহা অজের অর্থ চেষ্টা। খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত স্থূল ও অচিৎপর মনকে অনুষ্ঠানের আবাহন করেন তাহাই ভুক্তিমার্গ। আবার তৎপরিহারে চেষ্টায় কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও উহা মুক্তিমার্গ। ভুক্তি ও মুক্তি এই কলদ্বয়ের উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সকল গুলিই বদ্ধাভিমানে চেষ্টা অথবা অনাত্ম চেষ্টা। যাঁহারা ভুক্তি ও মুক্তিকে [illegible] জ্ঞান করেন না তাঁহারাই হরিপরায়ণ বা সজ্জন। ভগবান্ হরি নিত্য ও অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার লীলা নিত্য ও সেবক নিত্য। কর্ম্মকাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ কামনা [illegible] ... [illegible] নহে। যে কাল...

...[illegible] উদ্দেশে জীবের চিন্ময় প্রবৃত্তি উদয় হয় তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে প্রকাশমান হইয়া কর্ম্মি বা জ্ঞানিগণের ক্রিয়ার সহিত সমভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদৃশ কার্য্য বিচার করিলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টা চিরদিনই সজ্জনের হরিসেবা চেষ্টার সহিত পার্থক্য আছে।

সজ্জন নিরীহ এরূপ ভাব প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে সজ্জনের কৃষ্ণেতর কোন চেষ্টা নাই, কৃষ্ণ চেষ্টাময় সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অখিল চেষ্টাতেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেই জন্য সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা একটী প্রধান সেবার অঙ্গ। কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের জন্য নিষ্কপট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন নিরীহ এই কথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ-চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃত রাজ্যের চেষ্টায় তাঁহার অধিকার নাই, এই কথাই বলা হইল। অন্বয়ভাবে অচিদ্ বস্তুর অনুশীলনই কর্ম্ম চেষ্টা এবং ব্যতিরেকভাবে অচিদ্বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাই জ্ঞান চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ যেস্থলে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া ভোগফল-নিরসনে ব্যস্ত, সেই সময়ে তিনি মুমুক্ষু বা হরিসেবা-ধর্ম্ম-রহিত, স্বার্থপর, অতন্নিরসনরত, ভক্তিবিমুখ চেষ্টা-যুক্ত। সজ্জনের এই সকল চেষ্টা কোন দিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। হরিবিমুখযুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম্ম-চেষ্টা রহিত। হরিবিমুখের আলস্য ও নির্ব্বিশেষভাব তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে সেইজন্য তিনি জড়ালস্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধি বস্তুমাত্রকেও প্রাপঞ্চিক বোধে হেয় জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তি-বিমুখ-চেষ্টা মুমুক্ষুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টা বিশিষ্ট চিদ্বস্তুতে উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অক্রিয়ত্ব জ্ঞানচেষ্টা বা নির্ব্বিশেষ [illegible] তাঁহার আমাকে পরম উপাদেয় জ্ঞানানুষ্ঠান হইতে হরি-বিমুখশক্তি মায়া কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমুক্ষু কর্ম্ম চেষ্টাবলম্বনে অচিদ্রাজ্যের সহায়তার ভক্ত হইতে সচেষ্ট কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টায় আগ্রহ করেন না।

অন্যাভিলাষী, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মফলভোগী এবং কর্ম্মফলত্যাগী প্রাণী সকলই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের চেষ্টায় বিব্রত কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি মায়ার উদ্দেশে পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আত্ম-চেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অনুষ্ঠান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

সত্যের আদর

কাল্পনিক বৃত্তান্তের অবতারণা

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু,

প্রভো,

আমরা প্রত্যহই আপনার নদীয়া-প্রকাশের কথা পাঠ করিয়া ধন্য হইতেছি। আমরা আমাদিগের নিজকার্য্যে উদাসীন হইলেও পরদুঃখদুঃখী আপনারা আমাদের নিত্য মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আপনারা জাগতিক জড়পিণ্ডদেহের সম্পর্কে দু'দিনের আত্মীয় না হইলেও আমাদিগের যে নিত্যারাধ্য এ বিষয়ে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে গ্রীষ্মের অবকাশ। ভাবিয়াছিলাম কর্ম্মালয়ে কিছুদিন দেহ মনের আরাম করিয়া লইব। কিন্তু অনাদিকাল হইতে যে দেহ মনের সুখসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি পুনরায় চর্ব্বিত-চর্ব্বণ তদ্রূপ কার্য্যে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আমার অন্তর্য্যামী, আমার নিত্য-মঙ্গলদাতা আপনারা আমার বাসের জন্য এমন একটী ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহা গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধাভাব আসে নাই।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র উত্তম পুরুষ শ্রীভগবানের নিত্য বিহারস্থলী। এই জড় জগতে জীবের প্রতি অতি সদয় হইয়া ভগবান্ শ্রীধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এ'জগতের মায়া-কবলিত জীবগণের উদ্ধারকর্ত্তা প্রভু নিত্য আরাধ্য শ্রীক্ষেত্র। আপনারা সেই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভক্ত ভগবানের বিলাস ভূমিতে বিনা ব্যয়ে, বিনা চিন্তায় আমাদিগকে লইয়া বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, দিবানিশি অযাচিত দেবদেব শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগ দিয়া পারমার্থ বিষয়ে উদাসীন আমাদিগের নিত্য প্রভুর কথা প্রভুপাদ ও শুদ্ধগুরুগণের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রবণ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমাদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন। সর্ব্বোত্তম ভাবে জীবেদয় কেহ কোন দিন দেখিবার সুযোগ ও পান নাই, অথচ চিন্তা করিতে পারেন নাই।

কলেজ বন্ধের পরই শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে বাস করিয়া শ্রীহরি কথা শ্রবণ করিতেছিলাম। এমন সময় আমার সৌভাগ্যোদয়ে প্রচার-কার্য্যে যাইবার আদেশ পাইলাম। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও মঠবাসী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতিগণের নিকট গমনার্থী হইয়া প্রথমে ঢেঙ্কানল রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় পরমভক্তিমতী রাজমাতার বিশেষ আয়োজনে দুইদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে। তথাকে রাজা সাহেব, পণ্ডিতগণ (রাজব্রাহ্মণ) ও অন্যান্য অনেকে যোগদান করিয়াছেন। প্রচারকগণের মুখে শুদ্ধ হরি-কথা শ্রবণে তাঁহারা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, নিজরাজ্যে হরিকথা প্রচারিত হইবার পর ষ্টেটমোটর যোগে আমাদিগকে নিকটবর্ত্তী আটগড় রাজ্যে পাঠাইয়া দেন।

আমরা গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ১২টায় সময় আটগড় উপস্থিত হইলাম। তথনই *minorchief* আমাদিগকে সাগ্রহে প্রাসাদে লইয়া আমাদিগের পরিচয় ও আগমন কারণ জানিয়া বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইল। পরদিন রবিবার ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সোমবার সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয়ের বক্তৃতা হইল। রাজাসাহেব, রাজমাতাদ্বয়, অট্টর্গনিবাসী শাসন ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃগণ, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং জনসাধারণ বহু ব্যক্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

বিগত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় অষ্টপ্রহর হরিকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছেন। রাজসাহেব প্রমুখ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অনুরোধে সন্ন্যাসী মহারাজগণ উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের...

[illegible] কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। [illegible] বিভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান কীর্ত্তন সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। কটকের সাম্প্রদায়িক কীর্ত্তনীয়াগণ এতদুপলক্ষে এখানে আগমন করিয়া থাকেন। এতাবৎকাল অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল না। তৎপরিবর্ত্তে একটি আধুনিক ছড়াগান হইত। এই ছড়াগানটি নূ্যনাধিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ইতিমধ্যেই উড়িষ্যার নানাস্থানে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ছড়াগানটী এই, 'জপ গৌর নিতাই রাধে শ্যাম। বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' ইহা না সংস্কৃত, না বাংলা, না উড়িয়া। ইহা প্রথমে চরণদাস বাবাজী নামক একজন বৈরাগীর দ্বারা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই চরণদাস বাবাজীর কটো অষ্টপ্রহর উৎসব উপলক্ষে গৌর নিতাই এবং রাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির সহিত এক সঙ্গে পূজিত হইতেছিল। অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনও সম্ভবতঃ চরণদাস বাবাজীরই কল্পনাকল্পিত অনুষ্ঠান। ইহা কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই অষ্টপ্রহর উৎসবের অঙ্গস্বরূপ অনেক ক্রটিনাটি *rituals* ও উপাসনার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা নূতন প্রকাণ্ড আগাছা এবং উহার শাখাপল্লব শ্রীশ্রীমন্ চৈতন্যমহাপ্রভু-লোপিত মূল কীর্ত্তনযজ্ঞ তরুটিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী মহারাজগণের অহৈতুকী কৃপায় রাজাসাহেব এবং অষ্টদুর্গের যাবতীয় অধিবাসী তাঁহাদের এই অষ্টপ্রহর নামক ৫।৬ বৎসরের অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কীর্ত্তনযজ্ঞের আমূল সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়েন। রাজাসাহেব স্থানীয় পাণ্ডা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট সংস্কার-প্রস্তাব বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ পরিবর্ত্তন অনুমোদিত হইল।

১। চরণদাস বাবাজীর কটো কীর্ত্তন-যজ্ঞ হইতে স্থানান্তরিত হইবে।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত মহামন্ত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" মাত্র কীর্ত্তিত হইবেন।

৩। '(জপ) নিতাই গৌর রাধেশ্যাম (জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' কিংবা অন্য কোন মনুষ্য-কল্পিত, অশাস্ত্রীয় ছড়া গান যজ্ঞ-মধ্যে কীর্ত্তিত হইবে না।

৪। উপরিউক্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ব্রাহ্মণগণ এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রই এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন। অষ্টপ্রহর সম্বন্ধে [illegible] প্রণালীতে বিশেষ সন্তোষের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। সকলেই সন্ন্যাসী মহারাজদিগের কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি মূল গ্রন্থের নূ্যনাধিক অপ্রচলন হেতু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যপ্রচারিত শাস্ত্রীয় প্রেমধর্ম্মের শিক্ষা অনেকেরই অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি মূল প্রামাণিক গ্রন্থাদির এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান পাইয়া অষ্টদুর্গবাসী ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, আবাল বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অনন্যভূতপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা অতিরঞ্জন নহে। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের প্রাণে এরূপ অদম্য বিশুদ্ধ ভগবৎ সেবা বৃত্তির সঞ্চার আমার নিকট অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। অষ্টদুর্গবাসী ব্যক্তিমাত্রই আমার কথার প্রত্যেক বর্ণের গভীর সত্যের সমর্থন করিবেন।

পৃথক্ প্রবন্ধে এই অলৌকিক ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল।

রাজাসাহেব সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয় এবং তাঁহাদের সঙ্গী ব্রহ্মচারিগণকে মোটরযান যোগে টিগিরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রাজাসাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় টিগিরিয়ার যুবরাজ এবং রাজাসাহেব টিগিরিয়ার অধিবাসিদিগের একটী মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। রাত্রি ৯॥ টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তিনশতের অধিক ব্যক্তি সন্ন্যাসী-মহারাজদিগের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মের সংবাদ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। টিগিরিয়ার প্রাচীন ধর্ম্মপ্রাণ রাজাসাহেব সন্ন্যাসী মহারাজদিগের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া স্বামিজীগণের সকাশে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, (এম, এ)
প্রোফেসার রাভেন্স কলেজ, কটক

আমি সত্য চাই না

(শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সরকার)

অহো! আমি না কত উৎসাহের সহিত বলিতাম, যদি কেহ আমাকে সত্য বুঝাইতে পারেন, তা' হলে আমি অণুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া উহা গ্রহণে সর্ব্বদা প্রস্তুত, কিন্তু সেই আমি, কোথায় আমার আজ সেই উৎসাহ। আজ যে বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে সেই পরম সত্যের অনুসন্ধান দিতে এসেছেন— কিন্তু আমি এত পিছাইয়া উঠিতেছি কেন? কারণ আমি যাহা চাহিতেছিলাম, তাহা পাইয়া [illegible]— "আমি আমি সত্য চাহি না।"

আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমি ইতঃপূর্ব্বে যে 'সত্য চাই' 'সত্য চাই' বলিতাম উহাতে আমার একটু কেমন গলিত বিশেষ স্বার্থ ছিল—সেটী প্রতিষ্ঠা। আমি এতদিন যাহাদের সমীপে আমার সত্যানুসন্ধিৎসা ব্যক্ত করিয়া আসিতেছিলাম তাঁহারা আমাকে সত্যের অনুসন্ধান না দিয়া কিছু ভোগের সুবিধা করিয়া দিতেছিলেন, তাই আমার সত্যানুসন্ধিৎসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ বড় মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছি, পরম চতুর বৈষ্ণব ঠাকুর আজ আমার সত্যানুসন্ধিৎসার মৌখিক ব্যাকুলতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ধরিয়া ফেলিয়া বলিতেছেন, যদি প্রকৃত সত্য চাহ, তা' হ'লে এস, শুন, তোমাকে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান বলিয়া দিব। তোমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিব। তুমি যাহা খাঁটি সত্য তাহাই জানিতে পারিবে। আমি কিন্তু সেই পরম করুণাময় বৈষ্ণব-ঠাকুরকে আমার পরম যত্নের প্রতিষ্ঠা-তরুভঙ্গকারী জ্ঞানে সেই কাষ্ঠভারগ্রস্তা বুড়ীর যম দর্শন দেখিতেছি এবং বুড়ীর যেমন মাথার বোঝা উঠাইয়া লইবার অজুহাতে যমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল আমিও সেইরূপ নানা অজুহাতে বৈষ্ণবঠাকুরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছি ও বলিতেছি, আমি তো বাবা এত সত্য কথা চাই নাই। আমি যাহা চাহিতাম তাহার নাম ভোগ—কিন্তু এ যে দেখিতেছি একেবারে ভোগবৃদ্ধির ছুরি। ইহা যদি সত্য হয়—"আমি সত্য চাই না"। এস্থলে পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য বুড়ীর আখ্যায়িকাটী বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"কোন সময়ে এক অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা (যাহার আপনার বলিতে ত্রিকুলে কেহ ছিল না) কাষ্ঠ সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত এবং সেই কষ্টময় জীবনের অবসানের নিমিত্ত প্রায় প্রত্যহই যমরাজের নিকট কাতর প্রার্থনা করিত। একদিন যমরাজ বৃদ্ধার কপট ক্রন্দন ধরাইয়া দেওয়ার মানসে যখন বৃদ্ধা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া একাকিনী উঠাইতে না পারায় এবং সাহায্যের জন্য নিকটস্থ স্থানে কোন লোক না পাওয়ায় অতিশয় অধীর হইয়া বলিতেছিল, "যম, তুই কি আমাকে চোখে দেখিস্ না।" সেই সময়ে যমরাজ স্বয়ং বৃদ্ধার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া বৃদ্ধাকে তাঁহার সহিত যাইবার আদেশ করিলেন। তখন বৃদ্ধা নিজের ভোগের দিন ফুরাইয়াছে জানিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া [illegible] কাকুতি মিনতি করিয়া [illegible] একথা বলি নাই। [illegible] বোঝা উঠাইতে পারিতেছিলাম না, তাই তোমায় ডাকিতেছিলাম। তবে যখন দয়া করিয়া এসেছ বাবা, তবে করেছ আমার এই বোঝাটা উঠাইয়া দেও, আমি বাড়ী যাই।"

আমার অবস্থাও ঠিক তাই ঐরূপ। আমি যে 'সত্য চাই, সত্য চাই', বলিতাম তাহা শুধু নিজের কিছু সুবিধার জন্য, এখন দেখিতেছি "তাহার" [illegible] অতএব—"আমি সত্য চাহি না।"

"আমি সত্য চাই না" [illegible] তাহা পরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

অনূচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮১ সংখ্যার পর)

৬। মুক্তি তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেজবরুয়া মহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিবার যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব। তিনি সাযুজ্য মুক্তি সম্বন্ধে বলেন—"সামীপ্য মানে কৃষ্ণের সমীপে অবস্থিতি। কৃষ্ণের সামীপ্যের অর্থ ভগবান্ ও মুক্ত জীবের ভিতরে ব্যবধান রাহিত্যাবস্থা; ব্যবধান থাকিলে *Strictly* সামীপ্য হইতে পারে না। পঞ্চম সাযুজ্যমুক্তি অপর চতুর্ব্বিধ মুক্তির *logical sequence*, সাযুজ্য বা একত্ব নহে কি? যদি কোন একজন লোক কৃষ্ণের সহিত এক জায়গায় থাকে, দেখিতে কৃষ্ণের মত হয়, এবং কৃষ্ণের সহিত সমান গুণ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে সেই মানুষ ও কৃষ্ণের ভিতরে প্রভেদ কি থাকে? যদি দুইটী বস্তুর ভিতরে কোন ভেদ না থাকে, তাহা হইলে দুইটী বস্তু এক হইল না কি? এই একত্বই চৈতন্যের জীবন সাযুজ্য, বস্তুতঃ [illegible] বাদ, মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ [illegible] চীৎকার করিলে কি হইবে? [illegible] বাদই সত্য। সমস্ত বিরুদ্ধ বাদের সামঞ্জস্য হয় ঈশ্বরে।" তিনি সমস্ত [illegible] জন্য বহু শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত

সোঽস্ম্যহম্॥"

(ভাগবত)

[illegible]

[illegible]
[illegible] সর্বাদাবশুণঃ স্মৃতঃ ॥
(ভাগবত)

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] আত্মবা-
[illegible]।
তত্র [illegible] লোক [illegible]
মদ্গণস্তে ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি
তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্ ॥
(গীতা-১৮।৫৫)

'মুক্তি', 'লীন', 'প্রবেশ', 'সাযুজ্য' প্রভৃতি শব্দের অর্থ লইয়া বৈষ্ণবগণ কাহারও সহিত আভিধানিক ঝগড়া করিতে চাহেন না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়ের ধারণা লইয়াই মুক্তির স্বরূপ নির্ণীত হয়। জীবসত্তার বিলোপ কারিণী সেবা-রহিতা মুক্তির উপরেই বৈষ্ণবগণ-খড়্গহস্ত। মুক্তিশ্চ সেবা-রহিতা ভক্তিঃ সেবা-নির্বর্ত্তিনী। হরিভক্তি-স্বরূপাং চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ॥ শাঙ্করী মুক্তিকে বৈষ্ণবাচার্যগণ কেন নিন্দা করিয়াছেন তাহা জানিতে হইলে শঙ্করাচার্য প্রমুখ মায়াবাদের আচার্যগণ এই মুক্তির অর্থ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানা দরকার। পূর্ব পক্ষের অভিপ্রায় অবগত না হইলে উত্তর পক্ষের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। আমি যাহা বুঝি তাহা পূর্ব পক্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া উত্তর পক্ষকে জয় করিতে যাওয়া পণ্ডিতের কার্য নহে। বেদবন্ধু মহাশয় প্রতি পদে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই ব্যবস্থায়ী, তাঁহারা সমশীল ব্যক্তিগণ আদর করিবেন সত্য, কিন্তু পণ্ডিতগণ উহা উপেক্ষাই করিবেন। তারপর তিনি যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের সবিশেষপর ও নির্বিশেষপর উভয় ব্যাখ্যাই রহিয়াছে। তিনি [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন বা করিয়াছেন? [illegible]

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচার-যোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"
(২য় শীর্ষ—[illegible])

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতিই অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বদ্বয়ের [illegible] গুণই নিত্য—[illegible] বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়াছে। [illegible] চিন্তায় ভগবান্ [illegible]

[illegible] তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার [illegible] বিশেষ সম্পদই দেখিতে পান। বৈষ্ণবাচার্যগণ শঙ্করাত্রেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্যাসসূত্র মুখ্যার্থে ভগবানের সবিশেষত্বই সপ্রমাণ করে। মায়াবাদ-প্রচারক শঙ্করাচার্য উহার গৌণার্থ কল্পনা করিতে গিয়া ভগবানকে যে নির্বিশেষরূপে স্থাপন করিয়াছেন ইহা অন্যায়। শঙ্করদেবও শঙ্করাচার্যের মস্তকে কল্পিত বলিয়া 'কীর্তন যোবার' উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা বেদবন্ধু মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন দ্বৈতবাদ, নির্বিশেষবাদ, মায়াবাদ সব সত্য বলিয়া প্রচার করেন, তখন কি তিনি গুরুর উপর গুরুগিরি করিলেন না? তিনি বোধ হয় 'পার্টিলেবেল' পছন্দ করেন না বলিয়াই এইরূপ বলিতেছেন। তাহা হইলে তিনি সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধে প্রবেশ করিয়া এক পক্ষ সমর্থন করিবার প্রয়াস দ্বারা নিজের উদারনীতিকে বিপদাপন্ন করিতেছেন কেন?

উপরি উক্ত তত্ত্বদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থে সবিশেষপর আলোচনা অনেক করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের—১। মায়াবাদ প্রসঙ্গেও এবিষয়ে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উভয়ের বিচার প্রণালীর মূল পার্থক্য একটু দেখান যাইতেছে।

নির্বিশেষ বা মায়াবাদিগণ বলেন যে, জীবই ব্রহ্ম। কেবল মায়াতে সে নিজকে জীব বলিয়া ভ্রম করিতেছে। যতক্ষণ এই ভ্রম বর্তমান থাকে—ততক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ বৈচিত্র্য সত্য বলিয়া তাহার ধারণা হয়। এই মায়াগ্রস্ত ব্রহ্ম তখন আর একটি সমজাতীয় মায়িক সত্তাকে—ভগবান্ এবং নিজ হইতে অধিকতর শক্তিশালী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবাতে রত হন। এই সেবা বা ভক্তি তাৎকালিক, যেহেতু মায়িক সত্তাই মিথ্যা, যেই মাত্র এই ভ্রম অপসারিত হইবে—বেদাধ্যয়নের দ্বারাই হউক বা ভক্তির দ্বারাই হউক—তখনই এই ভক্তি তিরোহিত হইবে। দ্বৈতাভাবে আর কে কাহাকে ভক্তি করে? এই মুক্তির নাম সাযুজ্যমুক্তি বা ব্রহ্মের সহিত একাত্ম বোধ। এই মুক্তিতে জীবের সত্ত্ব ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বৃত্তির লোপ হয় বলিয়া ইহা ভক্তি-সম্বন্ধনাশকর এবং বৈষ্ণবগণ এই মুক্তির বিরোধী।

"জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্বন্ধশ্চ।"

জ্ঞানে মুক্তিও হয় এবং জ্ঞানে বন্ধও হয়। নিরুপাধিক দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়। এই মুক্তিতে জীব নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় না পরন্তু সে স্বরূপে ভগবানের সেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকে। কিন্তু জ্ঞান যখন [illegible]

বিষয় জ্ঞান বা লাভিক [illegible] তখন ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা জীবের বন্ধন অনিবার্য হইয়া পড়ে 'নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ' (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)—ভাগবতের এই বাক্যে কপিল এইরূপ ঐকাত্ম্য স্পৃহাকে ভক্তির প্রতিকূলাচরণরূপে গর্হণ করিয়াছেন।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
(ভাঃ ১০।২।৩২)

—শুকদেব গোস্বামী এই বাক্যে এইরূপ মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর পতন ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি বৈষ্ণবী মুক্তি ও মায়াবাদীর মুক্তি একার্থবোধক হইত তাহা হইলে ভাগবতে এইরূপ অনুশাসন দৃষ্ট হইত না।

বৈষ্ণবী মুক্তিতে উপাস্য উপাসকের ভেদ নিত্য স্বীকৃত রহিয়াছে। উপাস্য উপাসকের ভেদ নাশক ঐকাত্মতা প্রাপ্তি বৈষ্ণবী মুক্তির স্বরূপ নহে। বেদবন্ধু মহাশয় সামীপ্য ও সাযুজ্যমুক্তির যে ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণব ও মায়াবাদীর লক্ষ্যকে এক পর্যায়ে গণ্য করিতেছেন ইহা ভাগবত-সম্মত হইবে না। মুক্তি-লাভের পর জীবও ভগবান্ সমধর্মবিশিষ্ট ও সমগুণসম্পন্ন হয়—এ সিদ্ধান্ত তিনি কোথায় পান? বেদান্তে চিদ্বস্তুর সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ, বৈচিত্র্য স্বীকৃত রহিয়াছে। ভগবানের সহিত জীবের—প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের নিত্যত্বের স্বীকারে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়। তখন মুক্তি নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়। তখন মুক্তিলাভের পরও ভক্তি অপ্রতিহত থাকে। কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য সমধর্মী ও সমগুণবিশিষ্ট হইলে একজনের পক্ষে আর একজনের সেবা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে গুণ ও ধর্মগত পার্থক্য নিত্য বলিয়াই উল্লিখিত আছে। বেদবন্ধু মহাশয়ও স্বরচিত "শঙ্করদেব" নামক গ্রন্থের ২০৪শ পৃষ্ঠায় শঙ্করধর্মে উপাস্য উপাসকের ভাব প্রবল বলিয়া ভক্ত ও ভগবানের নিত্য বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধান স্বীকার করিয়াছেন দেখা যায়।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ
সনাতনঃ।"
(গীতা-১৫।৭)

—গীতার এই বাক্যে জীব নিত্য কৃষ্ণের অংশ বলিয়া কথিত হইতেছে। সুতরাং অংশী ও অংশ চিদ্বস্তু সমানধর্ম বিশিষ্ট হইলেও অর্থাৎ উভয়ই চিৎ হইলেও স্বভাবে তাহা হয় না। জীব নিত্যকাল সেবক এবং ভগবান্ নিত্যকাল প্রভু। অংশ নিত্যকালই ক্ষুদ্র এবং অংশীর অধীন। জীব কখনও ভগবান্ হইবে [illegible]

না। সে নিত্যকাল ভগবান্ কর্তৃক সেবিত হইবার যোগ্যতা রাখিবে।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।"
(কঠ-২।২।১৩)

—শ্রুতির এই বাক্যে ভগবান্ নিত্যগণের মধ্যেও নিত্যরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহার নিত্যদাসগণের উপরে নিজ প্রভাব সর্বকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

সামীপ্যের অর্থ যদি ব্যবধান রাহিত্য বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ঐকাত্মতা আসিয়া পড়ে সত্য। তাহা হইলে মুক্তিলাভের পর জীবের কৃষ্ণ কীর্তন অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং বেদবন্ধু মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত মুক্তি-পর-ভক্তি জ্ঞাপক ঘোষার পদগুলি সব অর্থ শূন্য হয়। যদি সাযুজ্যের অর্থ ঐকাত্মতা না হয় তাহা হইলে সামীপ্যের অর্থও ব্যবধান রাহিত্য হইবে না। তাহা হইলে মুক্তিলাভের পর মুক্তগণ শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি ভগবানের নিত্যপার্ষদগণের সহিত নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগত অধিকার লইয়া কৃষ্ণকীর্তনে যোগদান করিতে পারিবেন। কেবল মাত্র এইরূপ স্থলে তিনি নিষ্কপটে—"মুক্তিতো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকতকো নমো"—পদটী কীর্তন করিতে পারেন। আবার যদি শাঙ্করী মুক্তিও বৈষ্ণবী মুক্তিতে কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে কীর্তন ঘোষায় শঙ্করাচার্যের মস্তকে কল্পিত গন্ত বলিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? অথবা শঙ্করদেব শঙ্করাচার্যকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া যে পাপ অর্জন করিয়াছিলেন বেদবন্ধু মহাশয় কি তাঁহার সেবকসূত্রে আচার্যকে আলিঙ্গন করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছেন? বড় গুরু-ভক্তি।

বস্তুতঃ সাযুজ্যমুক্তির অর্থ এইরূপ নয় যাহাতে জীব ও ভগবান্ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারায়। তত্ত্বদ্বয়ের পরস্পরের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলে ব্যবধান স্বীকার অনিবার্য হইয়া পড়ে এবং তখন অদ্বৈতাসক্তির কথা সুদূর-পরাহত হয়।

বেদবন্ধু মহাশয় একদিকে সাযুজ্য-মুক্তি ঐকাত্মতা-অর্থে গ্রহণ করিয়া ঐকাত্মতা প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার বলিতেছেন, শঙ্করদেবের মুক্তির মানেও আত্মবিলোপ নহে এবং বুদ্ধদেবের নির্বাণ মানেও আত্ম-বিলোপ নহে। মায়ের গর্ভে প্রবিষ্ট সন্তানের আত্মবিলোপ ঘটে না যদিও সে মায়েতে লীন থাকে। তদ্রূপ দাসভাবে সেবা করিয়া থাকা কালেও অগ্নিতে মৃতের ন্যায় প্রবেশ করিবারই আছে।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আগ্রাহণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

অতিলব্ধতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২য় খণ্ড (৩য় সংস্করণ)
৩। জৈব-দিগ্দর্শন ৵০
৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) ৪॥০
৬। শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চনপদ্ধতি ও নবদ্বীপ-শতক—মোট ।৶০
৭। কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ) /১০
৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।৶০
৯। সাধককণ্ঠমণি ৷৷০
১০। শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী ৸০
১১। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ২৲
১৪। গীতার মাধ্বভাষ্য ॥০
১৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
১৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
১৭। *Life & Precepts of Mahaprabhu* ।০
১৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বহুল) ২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—Indian Rs. 3/8/-; Foreign 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধভক্তিমতের কথা এমন ...

...মাই। ভাষা ... ।

আছে মা ... বুঝে বুঝে ...

পথিকের সম্বল

কাল কলি তাই ভক্তিপথটী কোটী কণ্টকময়, এবেশ দুর্গম পথে আমার মত দীন হীন চারী পথিকের অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব। পথে অগ্রসর হইবার জন্য এক পা বাড়াইলেই দুর্বৃত্তরা মায়া আমাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য আমার নিকট মায়াপ্রকারের কিছু সম্বল লইয়া আসে,—তখন আমাকে ডাকিয়া বলে— এস, এস, পথিক কোথায় যাইতেছ? তোমার সঙ্গে ত কোন সম্বল নাই। বহুদূরের পথ যাইতে হইবে সুতরাং আমার নিকট কিছু সম্বল লইয়া যাও, তাহা হইলে পথের মধ্যে তোমার কোন বিঘ্ন হইবে না।—সম্মুখে অনন্ত পথ দেখিয়া দিশেহারা হইবে না,—আমার প্রদত্ত এই সম্বলই তোমাকে প্রকৃত পথে লইয়া যাইবে। আমিও তাহার আপাতমধুর বচনামৃতে মুগ্ধ হইয়া—তাহাকেই আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার প্রদত্ত সম্বল আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করি। কিন্তু সেই সম্বলটী যে আমাকে বিপথে লইয়া যাইবে পথ চলিতে চলিতে পিপাসা নিবারণের জন্য যতই বিষয় হলাহল পান করি ততই আমার প্রাণটী জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে— শত শত জ্বালা পাশে যে অনন্ত ক্লেশ দিবে, কাম ক্রোধ ইত্যাদি বাটপাড় আসিয়া ভয় দেখাইবে—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ঠগ আসিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়া ভবসিন্ধু জলে যে ফেলিয়া দিবে তখন তাহা মূর্খ আমি বুঝিতে পারি না। সেই সম্বলের মধ্যে একটীর নাম—

ভোগ বুদ্ধি

ভোগবুদ্ধিরূপ সম্বল লইয়া যে পথে অগ্রসর হই, সেই পথটীর নাম ভোগের পথ বা বিষয়ভক্তির পথ। ঐ পথটি আমার নিকট খুব ভাল লাগে কারণ মনোহারী আমি, আমার মন যাহা চায় তাহা সেখানে যোগাযোগ আছে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, অভাব নাই, সব প্রচুর আছে। যেমন মুখে বলি—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

কিন্তু মন প্রাণপণে মাধবের সেবার জন্য কনক নিকট আসিয়া কিছুই স্ফুর্তি হয় না অর্থাৎ [illegible] পাইয়া নিজের ভোগেই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। অর্থাৎ প্রাণীর ধৈর্য্য ভক্তির কনক জুটে যে করেকখানা কাঞ্চন আছেন, তাহাদেরই সেবা করিতে পারিতেছি না বা সেই সব আমি বৈষ্ণবগণের ভোগের জন্য পূর্ণমাত্রায় যোগাইতে পারিতেছি না, কাজেই এখন কিছু দিতে অক্ষম হইতেছি বা এই যৎ কিঞ্চিৎ দিতেছি। এইরূপে কনকের দ্বারা মাধব আমুর্গতো মাধবের সেবা না করিয়া আরও তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি। আবার অনেক সময় গান করি—

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

কিন্তু ঐ কামিনীকে কৃষ্ণকান্তারূপে দেখার পরিবর্তে তাহাকে ভোগের যন্ত্র ভাবিয়া ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হই আর আবার বলি—

"শূকরের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জানহ কি তাহা মায়ার বৈভব।"

তাহা বলিলেও সেই প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্যই সর্বদা ব্যস্ত থাকি। এইরূপে ভোগবুদ্ধিরূপ সম্বল লইয়া চলিতে চলিতে গুরুতর হইয়া অনন্ত নরকে হাবুডুবু খাই। আর একটী সম্বলের নাম—

ত্যাগ বুদ্ধি

আবার যখন ভোগের পথে বিচরণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হই, তখন মায়াদেবী ত্যাগীর বেশে আসিয়া বলে—আমি তোমাকে ত্যাগবুদ্ধিরূপ সম্বল দিতেছি, ইহা লইয়া তুমি ত্যাগের পথে অগ্রসর হও। তখন দৃশ্যবস্তুগুলি কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ না করিয়া সেই গুলিকে ত্যাগের বস্তু মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হই ও মর্কটবৈরাগী হইয়া পড়ি। তৎকালে নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিমান করিয়া ভোক্তাকুলকে ঘৃণা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তবৈরাগী বা শুদ্ধভক্তগণকেও ভোগী অন্যতম ভাবিয়া বৈষ্ণবাপরাধ অর্জন করি। আমার অক্ষজজ্ঞানের চশমার শুদ্ধভক্তের লোকানুকরণ কার্য্যকে গৃহব্রতগণের অহংমমবুদ্ধিবিশিষ্ট বিষয় কার্য্যের সহিত এক ভাবে দর্শন করি। এইরূপে প্রাকৃত দর্শনে বৈষ্ণবকে দেখিয়া—বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিচার করিয়া রৌরবের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া বঞ্চিত হই। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যে বা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

পৃথিবীর সমুদ্রের সকলই মায়া। নির্জনী হরি...। বিশেষতঃ নামাপরাধী ব্যক্তিই ভক্তিদেবীর নিকট এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। দৈবী মায়া সুবিশেষ আপনার মহত্ত্বেরই প্রকাশ-প্রকার উপদ্রব লইয়া সম্মুখে মুগ্ধ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার হাত হইতে সহজে এড়ান যায় না, তবে যিনি অতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে, সর্ব্বক্ষণ ক্রন্দন করিতে করিতে ভক্তিদেবীর শ্রীচরণে শরণাগত হন, তিনিই তখন মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তখন তাঁহার ভোগবুদ্ধি ও থাকে না এবং ত্যাগবুদ্ধিও থাকে না, আর ভোগের পথ ও ভাল লাগে না এবং ত্যাগের পথও প্রীতিপ্রদ হয় না; কেবল তিনি সেই একমাত্র পথ শুদ্ধভক্তির পথে ছুটিতে থাকেন। তাঁহার "নিষ্কিঞ্চনী মতি" সম্বল থাকে তাই তাঁহার তখন অন্য কিছুই ভাল লাগে না, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, মৎসরতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী ভাব বা বৈষ্ণবাপরাধ রূপ মত্ত হস্তী তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি কেবল ক্রন্দন করিতে করিতে ইহাই নিরন্তর কীর্ত্তন করেন—

অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এবিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে
মন কভু সুখ না'হ পায়॥
আশা পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এহেন সময় বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্ম ধূলি করি,
দেহ বিনোদ সেবকে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

বোষ্টম পার্লামেণ্ট

(দ্বিতীয় ইস্তাহার)

আমাদের ইস্তাহার বোষ্টম জনসাধারণ সকলেই সাদরিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমোদন কল্পে স্থানে স্থানে নির্বাচন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখন ভাল ভাল লোক আমাদের পক্ষসমর্থনে যাহারা অধিকারী সেই সকল লোক নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আদিম ইস্তাহার পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিঞ্চিন্ন শতবর্ষের পূর্বে একটী গম্ভীর দল ছিল, তাহাতে কে কত হরিনাম সুধা পান করিতে পারিত তাহার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইত। যিনি ১০০ ছিলিম উৎকট উগ্র ধূম সেবানিপুণ ছিলেন, তাহাকে গঞ্জ গদ্দীতে স্থাপিত করা হইত। আর ৫ ছিলিম মাত্র টানিতে সমর্থ ব্যক্তিকে উচ্ছিষ্টপায়ী রূপে দেখা হইত। এই সকল দলের অধস্তন কলিকাতায় খুলিলে এখনও পাওয়া যায়। এই দলের অধস্তন হইতেও আমাদের পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া মোষী দলের নায়ক সূত্রে বর্ত্তমান দলের অধস্তনগণের মধ্য হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে নির্বাচিত সভ্য থাকিলে বড়ই ভাল হয়। স্ত্রী পুরুষ অন্ধকার ঘরে চোখ বুজিয়া মিষ্টান্ন ভোজনের সম্প্রদায়গণেরও আমাদের প্রয়োজন আছে। কবে বাড়ি বদলায়, তুমি মাথা আমি জান, সম্প্রদায়ের অধস্তনেরও আমাদের প্রয়োজন। টিকি কাটা দলের অধস্তনগণও এই পার্লামেন্টে সভ্য নিযুক্ত হইলে আমাদের আদরের বিষয় হয়। ভক্তিকে যাহারা কাম ক্রোধের সহিত সমজাতীয় জ্ঞান করেন, সেই ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃদলের অধস্তনগণও এই পার্লামেন্টের সভ্য হইতে পারিবেন। কমলাকর রঘুনন্দন প্রভৃতির দ্বারায় পুষ্ট ব্যভিচারের অধস্তনগণও এই পার্লামেন্টে যোগদান করিতে পারেন। মোটের উপর যাহারা শুদ্ধভক্তির আদর করেন না, বিশুদ্ধভক্তি বা গোলে হরিবোল দেওয়া হল সকলকেই আমরা বিশেষ আদর করিতেছি। শুদ্ধভক্তি একপ্রকার ও শুদ্ধভক্তগণ যেন একটী লোকও না পান, তাহাদিগকে এইরূপ সমুচিত শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যাহাতে তাহাদের গন্তব্য স্থানে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান এবং আমাদিগকে জ্বালাতন না করেন, সেইরূপভাবে তাহাদিগকে নিঃকপট করিতে পারিলে ভাল হয়, এক সময়ে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করা সত্ত্বেও কিছুই চন্দ্রবংশের সেবা ব্যাপার ছিল। যাহার পাণ্ডবকুল ধনঞ্জয়কে অভিভাবক জানিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত যে সমন্বয়ানল প্রজ্জ্বলিত করেন উহাই মহাভারতোল্লেখ। ইহার পরে বৈষ্ণবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাখ্যাকারী তথা তঙ্কশীলা অম্লিক সম্প্রদায় যে প্রকার ভাগবত বিরোধ করিয়াছিল তথাপি আজও ভাগবতের ক্ষীণধারা শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে প্রবাহিত থাকায় উহা প্রাক্তন বিচারানুসারে ধ্বংস করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। একদিন শমীকের গলদেশে মৃত সর্প আরোপ করিতে গিয়া শ্রীভাগবত প্রচার এযাবৎ ৭ দিনের জন্যই অধিক হইয়া পাঁকাইয়াছিল। অধিক দিন প্রচার হইতে পারে নাই। কিন্তু হে বিদ্বৎ ভ্রাতৃগণ! তোমাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, সেই ভাগবত-ব্যাপারী শ্রেণ্ঠগণের নিকট গৌড়ীয় আজ ৭ বৎসর কাল ভাগবত কথা চালাইতেছে এবং আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে সুতরাং সকল

[illegible] হইয়া শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible]দের সহিত সংগ্রাম [illegible] [illegible]দিগকে লইয়া ভক্তিশক্তি [illegible] আকারে [illegible] আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা ভাব। [illegible] জাগতিক ভিত্তির উপর যে [illegible] মায়াপুর প্রতিষ্ঠিত তাহার বিরুদ্ধে [illegible] আশ্রয় করিয়া কয়েকজন আমাদের জাতি পার্লামেন্টের সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের কিছু টেটমেন্ট [illegible] মুখে বৃদ্ধি করাইতে পারিলে [illegible] কাঁদুর গানকে জোরে চালাইতে পারিব। গুরুধনের বাগ, বাঁধা, ছর্দশো ক্যাক্ত প্রভৃতি সাহায্য লইয়া আমাদের বিশেষ আবশ্যক হইবে। যাহাতে ত্রৈকালিক সেবার কথা জগতে কাহারও কাণে প্রবেশ না হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নতুবা বৌদ্ধ সমাজ জাহান্নামে যাইতে চলিল। যদি সনাতন ধর্ম প্রবলতা লাভ করে, তাহা হইলে আমাদের মনগড়া বৌদ্ধ ধর্মে যাহা আছে লোকে জানিতে পারিবে তাহা হইলে আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, লাভ আশারূপ বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ না করিয়া মুসড়াইয়া যাইবে। লোকে আমাদের অপস্বার্থ সকল ধরিয়া ফেলিবে। এই সকল কার্য্য যাহাদের সাহায্য আমরা বাঙ্গলাদেশে ও অন্যান্য দেশে কয়েক বৎসর হইতে পাইয়া আসিতেছি তাহারা যেন আমাদের ১৩০০ সংখ্যা পূরণের [illegible] না হয়। একদিন বীরভদ্র প্রভুর সময়ে ১২০০ ন্যাড়া ও ১৩০০ নেড়ী বৈষ্ণবধর্মের পোষাকে সনাতন ধর্ম উৎসাদিত করিয়াছিল। আমরাও এখন এই ১৩০০ লোক যোগদান করিলে আমাদের ১৩০০ ন্যাড়া ও ১২০০ নেড়ী পাওয়া যাইবে। আমরাও একটা শুদ্ধ-ভক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, সত্য জীবন করিতে পারিব। সুতরাং ভাই ভক্তি সকল ছ নিবারণীতে অগ্রসর হও, আমরা একটা লোটন পার্লামেন্ট করিয়া প্রজা তাহাদিগকে জব্দ করিব, বিশুদ্ধচিত্ত তাহাদিগকে নাকাল করিব ও দুনিয়ার মজা লুটিব।

ভক্তজীবনী

এই অপ্রতিম পুস্তক পুস্তকখানি এক বৈরাগ্যাশ্রিত মহাজনের বহুদিন ভক্তের কার্য্যের মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র। কতিপয় [illegible] লেখকের লেখনী প্রসূত দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান [illegible] রায় রাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুরের চরিত্রকথা ইহাতে সম্পাদক কর্ত্তৃক একত্র গ্রথিত হইয়া এই পুস্তকাকারে [illegible] করিয়াছে, আমরা এই ভাবধারায় দিনাজপুরের [illegible] রাজর্ষির পুণ্যকাহিনী দ্বারা পরিপ্লুত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। আশা করি, প্রত্যেক চরিত্রকামী ব্যক্তি এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আত্মচরিত্র গঠনের উপাদান প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবেন।

বর্ত্তমানকালে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ চরিত্র সংরক্ষণ পক্ষে একান্ত উদাসীন, এমন কি, শতকরা প্রায় শত জনই এই প্রকার অপবাদের আসামী হইবার যোগ্য হইয়া পড়িতেছেন। সৎকুলে জন্ম, বিপুল সম্পত্তির অধিকার বিদ্যাশিক্ষা এবং প্রভুত্ব প্রভৃতি বিষয়ের একটী মাত্র পাইয়াই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচালিত হওয়া আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রাজর্ষি প্রবরে তাহার সমস্তগুলির সমন্বয় প্রভূত পরিমাণে সংঘটিত হইলেও শাস্ত্রোক্ত যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইয়া কলিহত জীবগণের মঙ্গল কামনায় তিনি দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন গীতোক্ত অনাসক্তির মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ রায় সাহেব একান্ত কৃষ্ণৈকচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদযোগে প্রজারঞ্জন ও বৈদিক গৃহস্থোচিত কার্য্যাবলীর গুরুভার সানন্দচিত্তে বহন পূর্ব্বক মহাজন চরিত্রের একটী অনন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যৌবনেই ভোগবিরাগ, অতীব ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও অমায়িকতা, সৌজন্য, আশ্রিত-বাৎসল্য, সুকৌশলে প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজারঞ্জন, দেবদ্বিজ-অতিথিসেবা, প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা পরিহরি লোকহিতে বদান্যতা সর্ব্বোপরি বহুদাদিত্ব পূর্ণ কার্য্যে অক্লান্তভাবে নিয়োজিত থাকিয়াও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কথিত নব বিধা ভক্তির অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। তাহাতেও আবার তিনি কেবল গোঁড়ামি করিয়া কেবল প্রাচীনকালের অনাবশ্যক আচারেই আবদ্ধ ছিলেন না। আধুনিক সমাজোপযোগী বিশুদ্ধ ব্যবহারগুলিও কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া জগতের বহু উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সংসারের সর্ব্বপ্রকার আবিলতার মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ষড়বর্গ বিজয়ের দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। তিনি ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণের একমাত্র আধার ছিলেন। নিতান্ত বালকের নিকটেও তাঁহার তৃণাদপি সুনীচভাব ও প্রত্যেক আগন্তুকের প্রতি বিনয় যোগ্য সম্মান প্রদান ও তাঁহার সহিত সহিত সদালাপ প্রদান লক্ষিতব্য বিষয়। একবাক্যে তিনি আদর্শ চরিত্র প্রদর্শনার্থই এই মরধামে লক্ষসংখ্যক বর্ষকাল বর্ত্তমান থাকিয়া লোকসমক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের নীরব জীবন্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা, ভাঁহার [illegible] [illegible] নানা সদ্গুণের অনুষ্ঠানে [illegible] গুণাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া অনেক [illegible] করিতেছি। শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় [illegible] এম, এ মহোদয়ও তাঁহার অনেক গুণাবলীর অনুশীলন দ্বারা ক্রমান্বিত উজ্জ্বল সাধন করিতে যে প্রকার যত্নশীল হইয়াছেন তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভ আকর্ষণে ক্রমশঃ তিনি মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকল্পতা মণ্ডিত করিতে পারিবেন।

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮১ সংখ্যার পর)

৬। মুক্তি তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

মাতৃগর্ভে সন্তানের অধিষ্ঠানে সন্তানের আত্মবিলোপ ঘটে না বটে কিন্তু সন্তানের মাতৃসেবারূপ ধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। সন্তান মাতাকে আর সেবা করিতে পারে না অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিলে তাহাকে ঘৃতের আত্মবিলোপই সাধিত হয় এবং সেবা রুদ্ধ হয়। এই উভয়বিধ মুক্তিতেই জীবের স্ব-ধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা বাধা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবগণ এইরূপ মুক্তির কামনা করেন না, তাঁহারা প্রাণান্তে জীবের স্বরূপ মুক্তির লোপ হয়। মুক্তির নাশেই সত্তার নাশ সূচিত হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু এইরূপ কোন অর্থে 'প্রবেশ' 'লীন' প্রভৃতি শব্দের অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীতা—১৮।৫৫)—শ্লোকের 'বিশতে' শব্দের ব্যাখ্যায় বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য রচয়িতা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"বিশতে মযা সহ যুজ্যতে পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে ন তু পুরাত্মকত্বম্।" একটী লোককে দূর হইতে কোন গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে মনে হয় সে গৃহ হইয়া গেল, বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নয়। সেইরূপ মায়িক জগৎ হইতে একটি মায়ামুক্ত জী[illegible] করিলে মনে হয় তাঁহার সত্তার বিলোপ হইল, বস্তুতঃ তাহা নহে; তিনি সেই অপ্রাকৃত রাজ্যে গমন করিয়া কৃষ্ণের পার্ষদরূপে তাঁহার সেবায় [illegible] নিযুক্ত থাকেন। অতএব 'বিশতে' শব্দে 'চিন্ময়' [illegible] বুঝিতে হইবে। [illegible]

[illegible] [illegible] ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি [illegible] [illegible] একবাক্যে স্বচ্ছ পূর্ব্বে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে—"ভগবানের আলোচন।" [illegible] বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদান্নিবামপি [illegible] মদনৈব [illegible] [illegible] অতএবাহ তদেব নিত্যবোধাচ্চ [illegible] শ্রীধর স্বামিচরণানাং [illegible] প্রণুবে ইদং পরমেশ্বর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যেবা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

'অহমেবাসম্' বাক্যে একাকী [illegible] বাদের অবস্থিতি বুঝায় না। [illegible] তাঁহার ভক্তের সঙ্গ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ [illegible] সুতরাং "ঐ রাজা যাইতেছেন" [illegible] যেমন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ভৃত্য, পার্ষদ ও অমাত্যাদিরও [illegible] বুঝায়, সেইরূপ "ভগবান্ ছিলেন" [illegible] তাঁহার সহিত তাঁহার ধাম 'বৈকুণ্ঠ' ও পার্ষদ ভক্তগণেরও অবস্থান বুঝিতে [illegible] 'আসমেব' এই পদে ভগবানের [illegible] কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইলেও তাঁহার [illegible] পার্ষদগণের সহিত বিহাররূপ [illegible] লীলা প্রতিষিদ্ধ হইল, তাহা নহে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেব দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।" ছাঃ ৬।২।১ শ্রুতি বাক্যটি মায়াবাদিগণ 'অদ্বিতীয়' শব্দে সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত [illegible] ভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য 'ইত্যদ্বিতীয়পদে' সজাতীয়াদি "ভেদ-শূন্যত্বাদি" [illegible] তাৎপর্য্য-অন্যথাপাদনে করিয়া এক আপত্তি উঠাইয়া অশেষ পাণ্ডিত্যবলে মায়াবাদীর এইরূপ নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়াছেন।

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি বাক্যে [illegible] কথা [illegible] যাইতেছে। ভগবান্ [illegible] জীব জগৎ তাঁহার শক্তির পরিণাম। তিনি শক্তিমত্তো [illegible] [illegible] বাক্যগুলিতে সর্ব্বং যাহা কিছু [illegible] তিনি। এই অবস্থান লাভ করিতে [illegible] লোক ও লোক প্রাপ্তি হয় না। [illegible] [illegible] শক্তির পরিণাম [illegible] বান্ অনুগ্রহ করিয়াও [illegible] [illegible] থাকিবেন। [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি [illegible] মায়াবাদী পাইলেন [illegible] এই অবস্থাপ্রাপ্তে বিশুদ্ধ বেদে প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া পড়ে। ভগবান্ [illegible] মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ [illegible], ইহা ভাগবতের সিদ্ধান্ত নহে। [illegible] কলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া [illegible] এক অপ্রাকৃত কৃষ্ণের কল্পনা করিয়া [illegible]। ঈশতত্ত্বের বিচারে আমরা তাঁহার এই ভ্রম অপনোদনের [illegible] অনেক চেষ্টা করিয়াছি। এখনও [illegible] বলি যে, মায়া শক্তি দুই প্রকার, জড়শক্তি ও চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম যোগমায়া। শ্রীভগবান্ প্রাকৃত [illegible] হইয়াও নিত্য অপ্রাকৃত [illegible]। মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন,—

"[illegible] যেত্বাং পশ্যসি নারদ।
[illegible] ভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি॥"

[illegible] প্রাকৃত-জনঃ।
[illegible] কৃত ইতি ব্যা মাম বিচার্যতাম্।

অর্থাৎ রূপী বলিয়া যেমন প্রাকৃত [illegible] নয়ন গোচর হয়, তদ্রূপ ভগবানও দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকেন, তুমি এইরূপ [illegible] করিও না। ভগবান্ এই কথা বলিয়া [illegible] থাকিতেও আপনার [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর এতদ্দ্বারা স্বীয় স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব ও দেখাইয়াছেন।

মায়াশব্দেন কুত্রাপি
অর্থাৎ কোনও কোনও স্থলে চিচ্ছক্তি বা যোগমায়ার অর্থেও শাস্ত্রকারগণ মায়া শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। যথা—

[illegible] নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যা যুতঃ।
[illegible] বিভুঃ প্রবর্ত্তি [illegible]
[illegible] সনাতনম্॥"
[illegible] মায়াবাদী [illegible] নিত্যশক্তি [illegible] বলিয়া [illegible] বলা হয়।

[illegible] যোগমায়াবলং
[illegible] (ভাঃ ৩।২।১২)।

[illegible] গোলোকে [illegible]। [illegible] যোগমায়াবলে [illegible] প্রকটিত [illegible] এবং [illegible] সেই [illegible] প্রকটিত [illegible]

[illegible] মায়িক [illegible]। [illegible] অপ্রাকৃতরূপবিশিষ্ট সবেশ্বর বুঝিতে হইবে

"[illegible] ভগবতি জগদিদং বিশ্বমাবিতম্ [illegible]—তিনি এই শ্লোকের বিবৃতি করিয়াছেন—"ব্রহ্মের দুইটি *aspect* সগুণ ও নির্গুণ। মায়াতীত অবস্থা নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ এবং মায়া উপাধি অঙ্গীকার পূর্ব্বক যে প্রকাশ তাহা সগুণ বা সবিশেষ।" মায়াবাদিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন সত্য, কিন্তু বেদবন্ধু মহাশয় ভাগবতে এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থক শ্লোক কোথায় পাইলেন? তিনি এই শ্লোকের পরের শ্লোকটির অর্থ বিচার করিলে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। শ্লোকটি যথা—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥"

—দুইটী শ্লোকের অর্থ এইরূপ। ব্রহ্মা সেই বিরাট পুরুষের বিভূতি কীর্ত্তন প্রসঙ্গে নারদকে বলিতেছেন,—হে নারদ, ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান্ স্বতঃ অগুণ (প্রাকৃতগুণ-বর্জ্জিত) থাকিয়াও সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে মায়ার দ্বারা মহৎগুণসকল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিশক্তিধর (ত্রিগুণ মায়া শক্তিধর) সেই হরি পরমাত্মারূপে বিশ্বকে পালন করেন।

এখানে তিনি কোথায় বিশেষত্ববর্জ্জিত ব্রহ্মের সন্ধান পাইলেন? যিনি এটা হইতে পারেন সেটা হইতে পারেন, তিনি কি কখনও বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইতে পারেন? এইরূপ বিশেষত্ব বর্জ্জিত ব্রহ্মের ভক্তি মুক্তি লাভের পর বেদবন্ধু মহাশয় কিরূপে করিবেন? ভগবানের সহিত ভক্তের নিত্য বর্ত্তমানতা কি ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব সপ্রমাণ করে না? বেদবন্ধু মহাশয় কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যায় সাধারণ যুক্তিরও বাহিরে যাইতেছেন। যিনি ইচ্ছাময়, ক্রিয়াময় তিনি নিত্য বিশেষসম্পন্ন। ভাগবতে কি কোন স্থানে তিনি নির্বিশেষ ভগবানের সন্ধান পাইয়াছেন? স্থির জানিয়া রাখুন যদি তিনি [illegible] ভগবান [illegible] সবিশেষ [illegible]

[illegible] জ্ঞানগুণ [illegible] ভগবানের নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া তবে গোজামিল ভাগবতের পবিত্র অঙ্কে অধিকারের হস্তার্পণ না করিয়া নিজকে মায়াবাদী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করেন। ভাগবত বৈষ্ণবের পাঠ্য, মায়াবাদীর নহে।

শঙ্করদেব প্রকৃত নির্ব্বিশেষবাদী ও ঐকাত্ম্য মুক্তি কামী। ইহা তাঁহার এবং তাঁহার অনুরাগ ভক্তগণের বাক্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি। এইখানে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

"ভকত কৃপালু, [illegible] কৃষ্ণে এই বুলি,
ঘুচালা সবারো মায়া।
নিজ ব্রহ্মরূপ, পড়িল প্রকাশ,
সবারো লুকাইল কায়া॥"
(কীর্ত্তন ঘোষা)

—এই পদে ঐকাত্মতারূপ সাযুজ্য মুক্তির কথা স্পষ্ট। কৃষ্ণের এইরূপ ছাড়া আরও একটি রূপ আছে, তাহা ব্রহ্মরূপ মায়ামুক্ত জীবের ব্রহ্মভাবে অবস্থান স্বীকার না করিলে "কায়া লুকাইল" পদের অর্থ হয় না।

"নামক নামে বলে, নামক নামে ভজে,
নামক নামে করে সেউ।
নিজনাম লই, জীউ তরি যায়,
ইহাক না জানে কেউ॥"

শঙ্করদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুর আতার এই উক্তিতে ঐকাত্ম্য মুক্তিই যে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ফাকিটির অর্থ এই—জীব যে মায়াবদ্ধ অবস্থায় জানিতে পারে না যে সে ব্রহ্ম। সে ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম নাম জপ করে এবং অন্তে ইহার দ্বারাই মুক্তি লাভ করে। এই মুক্তি ব্রহ্মভাবে অবস্থান ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং 'লীন,' প্রবেশ, মুক্তি, যত শব্দ এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের অর্থ ঐকাত্মতা বা সাযুজ্যমুক্তির অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বলা হয় যে, মুক্তির নিন্দাও তো এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায়। ঠিক, থাকিবেই তো। ভক্তির যাজনকালে ভক্তির ব্যভিচার আশঙ্কায় শিষ্যবর্গকে মুক্তির কামনা বা অন্য কোন কামনা করিতে মায়াবাদিগণ নিষেধ করিয়া থাকেন। যদি বলা হয় তাঁহারা তো বৈকুণ্ঠে ভক্তির অবস্থান স্বীকার করেন? ইহাও ঠিক। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চজগৎ পর্য্যন্ত প্রকটিত সমস্ত সত্তার ও ধামের মায়িকত্ব কল্পনা করিয়া এক বিশেষত্ববর্জ্জিত নির্গুণ ব্রহ্মের অবস্থান কল্পনা করেন, যিনি কোন ধামবাসী বা গুণবিশিষ্ট বলিয়া চিহ্নিত হইবার যোগ্যতা রাখেন না। [illegible] বিশেষত্ব-বর্জ্জিত অবস্থায় আমি প্রভু, তিনি আমার দাস, আমাকে সেবা করে এবং আমি তার সেবা গ্রহণ করি, এই ত্রিপুটির বিনাশ সাধিত হয়; কেননা এই ত্রিপুটির বর্ত্তমানে, কোন সত্তাই বিশেষিত অবস্থায় যোগ্যতা হারায় না। এই ত্রিপুটির বিনাশকেই সোঽহং ভাব বলে। ইহারই নাম নির্ব্বিশেষবাদ, ইহারই নাম মায়াবাদ, ইহাই শঙ্করদেবের বাদ, ইহাই বেদবন্ধু মহাশয়ের বাদ। শঙ্করাচার্য্যের বাদ যে ন্যায়ে কল্পিত প্রমাণিত হয় ঠিক সেই ন্যায়ে শঙ্করদেবের বাদও কল্পিত প্রমাণ হইবে। একটু নিরপেক্ষ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার এবং ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ যথাক্রমে বেলেঘাটা এবং বালিগঞ্জে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উভয় স্থানের শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বালিগঞ্জের শিক্ষিত-সম্প্রদায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ তথ্যপূর্ণ পাঠ জীবনে কখনও শুনেন নাই। স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্নিহিত সত্যবাণীসমূহ তাঁহাদের নিকট সুষ্ঠুরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

হরি হে!

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড যোগ্য জন,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী॥
হরি! তব পাদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাৎ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তার রক্ষাকর্ত্তা নাথ॥ ২॥
প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর ও মাধব প্রাণেশ্বর,
শরণ লইল এই দাস।
সেবক-বিনোদ গায়, তোমার সে রাঙ্গা পায়,
দেহ দাসে সেবার বিলাস॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

প্রকাশিত

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ষাণ্মাসিক ১৷৵; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যত্রয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কিন্তে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বলানুবাদসহ	২৲
১৪	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা বৃহৎ)	২.

বৃত্তিসহ সমগ্র

হরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া।

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—Indian Rs. 3/8/-; Foreign—6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

[illegible]

বিষয়িগৃহে সাধু

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্যলীল শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীর চরিত্র মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি প্রতি পদক্ষেপে জীবগণের [illegible] অশেষবিধ উপদেশ প্রকটিত করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া অবস্থানকালে তদীয় [illegible] আকৃষ্ট সুবৃহৎ উড়িষ্যা [illegible] সম্রাট গজপতি শ্রীল [illegible] দেব 'অতীব' বিনম্রভাবে একবার মাত্র দর্শন প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর প্রকাশ্য অনুরক্ত হইয়াও সশঙ্কচিত্তে অভয় প্রার্থনাপূর্ব্বক জগন্নাথ-সেবক ভক্তোত্তম নরপতির উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা জ্ঞাপন করিলে তিনি কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া 'নারায়ণ' স্মরণ করিলেন। অতঃপর প্রভুবরো সার্ব্বভৌমকে উদ্দেশ করিয়া লোকশিক্ষার্থ বলিলেন, 'বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন। স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥' 'আমার' ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইতে যাহাদের একান্ত অভিলাষ রহিয়াছে, অতএব ভগবদ্ভজনে উন্মুখ নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ীর অবলোকন ও যোষিৎসন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও গর্হণীয়। বিষয়িগণ কালসর্প সদৃশ, যেরূপ কাষ্ঠময়ী নারীপ্রতিমা স্পর্শ করিলেও চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ ভক্তোত্তম হইলেও রাজ-দর্শনে বিরক্ত ব্যক্তিরও অনর্থ আসিতে পারে।' অতএব 'ঐছে বাত পুনরপি মুখে [illegible] কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে॥'—স্বতন্ত্র ঈশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে ভট্টাচার্য্য অতীব শঙ্কিত হইলেন এবং সচিন্তান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

জীবগণ অনাদিভোগবাসনাক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া নিম্নতর উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমিত হইতে হইতে দৈবাৎ ভগবদ্ভজনের মূলস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হন। পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিলাভ করিয়া চৈতন্যের [illegible] ফলে নানাবিধ কল্পিত ভোগে [illegible] পড়ে। [illegible] মাতৃগর্ভে [illegible] ভগবদ্-[illegible] একটি নিযুক্ত হইয়া যায়। [illegible] যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ সুকৃতি সঞ্চিত থাকে, তাঁহারা ভগবদ্ভজনের পর্য্যায় সোপানস্বরূপ ব্রাহ্মণাদি স্বভাব প্রাপ্ত হন। তদ্বর্ণধর্ম্মানুযায়ী হরিসেবানুকূল কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা ক্রমে কর্ম্মফলের ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলে ভগবদিচ্ছা-ক্রমে নিত্যধামে নিত্যসেবা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভোগবাসনা যাঁহাদিগকে যে পরিমাণে পরাভূত করিয়া ফেলে, তাঁহারা সেই পরিমাণে বিষয়াসক্তির সহিত কর্ম্ম, যোগ, বা জ্ঞানের চেষ্টা করিয়া বিমূঢ়মোহিনী মায়াদেবীর দ্বারা, অনন্তকাল ত্রিতাপের কষ্টে লাঞ্ছিত হইতে থাকেন। স্বর্গাদির সুখলাভের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় যোগৈশ্বর্য্য বা জ্ঞানের ফল ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদিও কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কোন অচিরস্থায়িনী স্বসুখানুসন্ধিৎসা। স্বয়ং অথবা কর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদিলাভ করিলেও কদাচিৎ সাধুকৃপায় উন্নততর ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বহুকালেও পরম-সম্প্রাপ্তিদ্বারা নিত্য-সেবালাভের যাথার্থ্য অর্জনের সুযোগ আসিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যড়ঙ্গ যোগপরায়ণ বা নির্ভেদব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রয়াসী জনগণ প্রকৃত মার্গের অত্যন্ত বিপরীত ভাবে ধাবিত হওয়ায় তাঁহাদের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত হইয়া যায়।

এবংবিধ মানবগণ কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্রানু-মোদিত কর্ম্মফল-প্রয়াসী হইয়া তদনু-শাসনে চালিত হন, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বদা স্মৃতিপথে না থাকায় নিরন্তর মার্গভ্রষ্ট হইতে থাকেন। কালপ্রভাবে নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিতাড়নে ক্রমে অকর্ম্ম, বিকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে তাঁহাদের অবর-যোনি প্রবেশের যোগ্যতা লাভ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আবার কর্ম্মিগণের মধ্যে অধিকসংখ্যকই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপাচারের ফলে লোকসমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া অনন্তকালের জন্য কঠোর শাসন-প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া পড়েন। ভুবনে বিশৃঙ্খলা-হেতু নানাপ্রকার বিপত্তিতে অভিভূত হইয়া জীবগণ ভীষণ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, তাহা হইতে মুক্তির উপায় দেখিতে না পাইয়া অসজ্জে সদ্বুদ্ধি দ্বারা আরও অধিকতর দুঃখের আবাহন করিতে থাকে। এই প্রকারে ধরিত্রী সমস্ত জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক ধরিত্রীর এই প্রকার অবস্থায় এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার উপায় কি? শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মপথে গ্লানি দ্বারা জীবগণের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া বা আমার নিত্যপার্ষদ সাধুগণকে অবতারণ করাইয়া তাহাদের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া থাকি। এই সাধুগণই জগতের পবিত্রই জনগণের প্রকৃত মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া থাকেন। অন্য প্রকার অভিলাষ না থাকায় এবং একমাত্র ভগবান্কেই রক্ষকরূপে বরণ করায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই শান্ত ও পার্থিব অপেক্ষা-শূন্য। তাঁহাদের দেহাদি পোষণ ও সংরক্ষণে পরমেশ্বরই সতত সচেষ্ট, সুতরাং আর সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় অন্যাপেক্ষা কোথায়? তথাপি যে বিষয়ীর অল্পমাত্র সঙ্গে মুক্তির পথে আরুরুক্ষু মহাব্যক্তিরও পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তাঁহারা সেই বিষয়ীর গৃহে গমন করেন কেন? শাস্ত্র বলেন—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ গৃহব্রত ব্যক্তিগণ সমগ্র ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিপতি ভগবানের আশ্রয় অঙ্গীকার না করিয়া অতীব দীনচিত্ত হইয়া থাকে। তাহারা সতত নানা ক্লেশে অভিভূত হইয়া নিশ্চিত শ্রেয়ঃ (নিত্যমঙ্গল) কি প্রকারে অর্জ্জিত হয় তাহা খুঁজিয়া পায় না। তাহাদের স্বীকৃত মার্গের মধ্যে ভ্রান্তি নির্দ্দেশ করিয়া সৎপথে চালিত করণার্থই সাধুগণ তাহা-দিগের গৃহে গমন-ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। সাধুগণ মুক্তপুরুষ, তাঁহাদিগেতে পক্ষপাতহা, নিতান্ত অসম্বন্ধ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য প্রকার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয় কলুষিত না করায় অন্য কোন কারণে তাঁহারা লোকালয়ে গমন করেন না। শ্রীচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে—

মহদনুভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

এই দীনবৎসল সাধুগণ সর্ব্বদা শ্রৌত-বাণী শ্রবণ দ্বারা আত্মকল্যাণ গ্রহণ করাইতে নানাবিধ প্রয়াস করিলেও প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্মতৎপর থাকিয়া ক্লেশতপ্ত মানবগণ দুর্বুদ্ধির প্রেরণায় মনে করে, সাধুগণ তাহাদের ন্যায় অপেক্ষাযুক্ত অতএব কোন প্রকার স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহাদের এই প্রকার প্রয়াস। অতএব তাহা শ্রবণ করিতে তাহারা সাধুগণের নিকট অভিগমন করিতে আদৌ চেষ্টা করে না। কিন্তু কৃপাপারাবার শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্ত পুরুষগণ এই প্রকার দীনচেতা জীব-বর্গের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া নানা প্রকার অশ্রদ্ধাসত্ত্বেও তাহাদের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিত্যকল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ করেন যে, মানব [illegible] ধর্ম্মপথ কতদূর অবশ বা উল্লঙ্ঘন করিতেছে। পরে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শ্রেষ্ঠমার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারাই সাধুগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তৎ-

দৈববাণী

(প্রথম বিবৃতি)

মানবমাত্রই যিনি যেখানে আছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের [illegible] সুকৃতিবলে জীবনের কোন এক অংশে হরিভক্তজন মিলিবেটা কি? বুঝিবার জন্য সুকৃতির পরিমাণানুযায়ী চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই চেষ্টা বা ভাগ্যানুযায়ী কেহ বা সত্য সত্যই সাধুর দর্শন, সঙ্গ বা কৃপা লাভ করেন। আবার কেহ বা সুকৃতির অভাবহেতু রাবণের ন্যায় সাধুর বেশধারীর দর্শন, সঙ্গ বা [illegible] কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় রাবণের ন্যায় সাধু-বেশধারীর দর্শন বা সঙ্গ যাহাদিগের লাভ হয়, তাহাদিগের কথা সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার বিশেষ আবশ্যক হইবে না। কারণ যাঁহারা সত্য সত্য সাধু ও বুদ্ধিমান, তাঁহারা কপট ও সাধুবেশ-ধারীর দর্শনমাত্রেই তাহাদিগের [illegible] মলিন হৃদয়ের ঘৃণ্য ভাবরাশি জানিতে পারিয়া ও নিজের সময়ের মূল্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদিগের মহামূল্য ভজনের সময়ের সদ্ব্যবহার নিমিত্ত কপট সাধু বেশধারীদিগকে তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত জাগতিক প্রতিষ্ঠা দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন। কিম্বা কখনও উক্ত কপট সাধুবেশধারীদিগের প্রতি বহু কৃপাপরবশে তাহাদিগের ভাগ্যবশে শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যাহারা কপট সাধু বা অসাধু, তাহারা তাহাদিগের নিজে-দের কথা ত' বুঝিতেই পারে; পরন্তু তাঁহা-দিগের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট অপর লোক-দিগের দর্শনেও তাহাদিগকে সমজাতীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। চোর যেমন চুরি করিবার সময় উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমি সৎকার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে অসৎ কার্য্যই করিতেছি, তথাপি যেমন সে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না বা অপর একটী চোরকেও দেখামাত্রই তাহাকে চোর বলিয়া সাধুর নিকটে ধরাইয়া দিতে সাহসী হয় না, কারণ সে জানে সেই চোরটীকে ধরাইয়া দিতে গিয়া সে যদি নিজে ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহারই স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে। সেই-

প্রদর্শিত মার্গে আত্মকল্যাণ অন্বেষণ করিতে ধাবিত হন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহা-দিগকে চিনিতে না পারিয়া নিজদুর্ভাগ্যের পরিচয়রূপ তাদৃশ [illegible] তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা অজ্ঞা-নতা প্রভৃতি [illegible] পরিকর হন।

[illegible] তাহাকে ধরাইয়া দিবার পরিবর্তে তাহারই সহিত মনুষ্য স্থাপন করিয়া যেমন সে আনন্দ ও সুখ অনুভব করে, সেইরূপ কথাকথিত সাধুসেবাগ্রাহী আশ্রিত [illegible] জীবকুল নিজ নিজ পাণ্ডিত্য বোধ জাত [illegible] সাধুর নিকটে স্ব স্ব স্বরূপ-[illegible] গোপন করিয়া সাধুর অভিনয়ে [illegible] অবনোন্মুখী জীবসমূহকে তদ্রূপ [illegible] করিবার-প্রয়াসী হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রথম শ্রেণীর ভজন-প্রয়াসী জীবসমূহ সাধুর আশ্রয়ে ভজন করিতে আসিয়া একটী সিঁড়ি উঠিতে না উঠিতেই তন্মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের দুর্দৈববশতঃ নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান্ বা হ্যাডজাণ্ড সাধু বলিয়া গর্ব্ব করেন। যাহা সত্যের চাকের মত শ্রবণমাত্রেই সঙ্গে সঙ্গে খর্ব্ব হইয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে আমরা যখন একবার সাধু বলিয়া জগতের [illegible] চক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছি, তখন আমরা যাহাই কিছু করি না কেন, তাহাই সাধুকার্য্য অতএব আমরা যতই অসত্যের সঙ্গ করি না কেন আমরা তাহাদিগের দ্বারা কিছুতেই অধঃপতিত হইব না; বরং সেই অসৎ ব্যক্তির যাবতীয় মনের কথা আমি বাহির করিয়া জগতের সম্মুখে বাহাদুর সাজিব। এইরূপে সেই দুর্বুদ্ধি বদ্ধ জীবকুল নিজের প্রাটকর্ম্মের [illegible] না জানিয়া বা সাধুর সাধুতা বুঝিতে না পারিয়া স্ব স্ব ভাগ্যদোষে দুষ্ট হইয়া নিজের ভজনোন্নতির পথকে নিজেই [illegible] আবৃত করিয়া থাকে; কিন্তু [illegible] যে কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়া অনেক সময়েই আমি উদর [illegible] হইতেই সাধুর নিকটে যেহেতু [illegible] যত্নে রান্না করিয়া তাঁহার [illegible] বা তাহার অথর্ব অবস্থায় [illegible] পৃষ্ঠে বহন করিয়া তীর্থে তীর্থে [illegible] বা তাঁহার মল মূত্রাদি [illegible] স্থানান্তরে ফেলিয়া দিয়াছি [illegible] সেই সাধু বহু কৃপাপরবশে যখন [illegible] তাঁহার নিকটে রাখিয়া সঙ্গ [illegible] করিয়াছেন, তখন আমা হইতে [illegible] কে আর বড় সাধু থাকিতে পারে? [illegible] আমি যখন দীর্ঘকালব্যাপী সাধুসঙ্গে [illegible] করিতেছি—সাধুর ক্রিয়ামুদ্রা [illegible] দেখিতেছি, তখন আমি নিশ্চয়ই সাধুর [illegible] দেখিয়াই তাঁহার সাধুত্ব নিজ [illegible] মাপকাঠিতে মাপিয়া [illegible],—কারণ আমি ত কচি খোকাটী [illegible] ইত্যাদি অভিমান দোষে দুষ্ট [illegible] এক শ্রেণীর লোক পতিত হইয়া [illegible]।

সাধু যেমন অসৎসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি [illegible] জন্য বা তাঁহার ভজনের সময় [illegible] জন্য ইহজগতের বহির্জীবকুলকে [illegible] আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠালাভে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তেমনি আমরাও সাধুর ন্যায় বক্তৃতা দেখমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সাধুকে তাঁহার সম্মুখে মাত্র আমার কপট বক্তৃতা বা শ্রীভিকর্ষণ দ্বারা মিষ্ট মিষ্ট বাগ্মিতা বা ভাবুকতার পরিচয় দিয়া সাধুকে বঞ্চনা করিয়া জগতের পতিত জীবসমূহের সম্মুখে পচা শুষ্ক বা ফাঁপা বুকখানি ফুলাইয়া, বাহাদুর সাজিয়া স্ব স্ব ভজনোন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়া থাকি।

কোন এক সময় একটী *Club House*এ কতকগুলি লোক বন্ধুভাবে আবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তন্মধ্যে কোন একটী বন্ধু *Phthisis* রোগে আক্রান্ত হইয়া *Bed-ridden* হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাহার নিকটে অন্যান্য বন্ধুগণ ভুলক্রমেও কখন যাইতেন না; কারণ তাঁহাদিগের ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বন্ধুর সমীপে যান, তাহা হইলে তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তাহারাও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবেন। সেই সময়ে উক্ত বন্ধুদিগের মধ্যে কোন একটী বন্ধু নিজের সরলতাবশতঃ অপরাপর বন্ধুবর্গের নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া সেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বন্ধুর সঙ্গপ্রভাবে তাহারই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। এতদ্দর্শনে অবশিষ্ট বন্ধুবর্গ একটু সাবধান হইলেন। কিন্তু তন্মধ্যেও একটী বন্ধুর উক্ত রোগ থাকা সত্ত্বেও তাহার শরীরের লালিত্য বা পুষ্টতা দর্শন করিয়া তাহার রোগের কথা বুঝিতে না পারিয়া—অনায়াসে হাসিয়া খেলিয়া তাহারই সঙ্গ করিতেন। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোন একটী হিতৈষী বন্ধু (যিনি উক্ত রোগ বুঝিতে পারেন এমন একজন ডাক্তার *Phthisis specialist*) হঠাৎ দূরদেশ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহার নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ও তাঁহার উপদেশকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের মূর্খতাবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গসুখে মত্ত হইয়া থাকিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া উক্ত ক্লাবের বন্ধুবর্গ যেমন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন, তেমনি কোমলশ্রদ্ধ বদ্ধজীবকুল আত্মকল্যাণকথা বুঝিতে না পারিয়া—কিম্বা সাধুর উপদেশকে উক্ত হিতৈষী ডাক্তার বন্ধুর অযত্ন উপদেশের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া জীবিতাবস্থাতেই জগতে যত কিছু কঠিন রোগ আছে, তাহা হইতেও কঠিনতর অপরাধরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া ভেকের ন্যায় স্ব স্ব মুখ্যকে অতি আদরের সহিত আহ্বান করিয়া থাকেন।

[illegible] *Gangrene* রোগে আক্রান্ত হইলে, [illegible] সেইস্থান [illegible] অস্ত্রোপচার দ্বারা পরিত্যাগ না করিলে যেমন তাহার সর্ব্বশরীরে উক্ত রোগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিসকল অসৎ লোকের অপরাধরূপ [illegible] দ্বারা চিরজীবনের জন্য পতিত [illegible] পূর্ব্বে সাধুর উপদেশে অপরাধীর সঙ্গ সম্যক্ প্রকারে থুৎকারের বা মলমূত্রের ন্যায় পরিত্যাগ না করিলে তাহাদিগেরও ঐরূপ *Gangrene* রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভাবদ্ধে কীর্ত্তন করিতেছেন যে—

> ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
> সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
> সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
> মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
> ভাঃ ১১।২৬।২৬

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮২ সংখ্যার পর)

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত ও প্রচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এস্, বি, টি,)

শ্রীচৈতন্যের মত ও প্রচারকে গর্হণ করিয়া বেজবরুয়া মহাশয় বলেন—

(ক) চৈতন্যের মত কেবলমাত্র ভাগবত ও গীতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। তিনি রাধাভাবের অবতারণা করিয়া ভাগবতের বাহিরে গিয়াছেন। রজোগুণাত্মক শাস্ত্র—যেমন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান অবলম্বন। অদ্বৈতবাদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার মত এক নূতন বৈষ্ণবী অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে।

(খ) সম্প্রদায়ের স্বীকার ভাগবত-বিরুদ্ধ। কৃষ্ণজ্ঞান কোন সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তিনি সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের নামে গুরুগিরি বা দোকানদারীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহা সঙ্কীর্ণতা।

(গ) চৈতন্য বেদপথ উল্লঙ্ঘনকারী, কেননা তিনি স্ত্রী, শূদ্রাদিকে শালগ্রাম ও বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং প্রেতকার্য্যাদি বৈদিককর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন।

(ঘ) কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ ভাগবতের এই মত। [illegible] শঙ্করদেব কলিতে সন্ন্যাসের বিরোধী, কিন্তু চৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়াছিলেন।

(ঙ) [illegible] [illegible] কার্য্য [illegible] কাহারও [illegible]।

(চ) চৈতন্য [illegible] কোনরূপ প্রতিষ্ঠার কামনা [illegible] চৈতন্য [illegible] ইহার [illegible] কেবল অন্যের নিন্দার দ্বারা নিজ [illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(ছ) চৈতন্য ইষ্টলাভ [illegible] লোক। বেদান্তের বশবর্ত্তী হইয়া একটা যা তা করিয়া বসিতেন। হরিভক্তির প্রতি দণ্ডবিধান এবং মায়াবাদের একই প্রকার কার্য্যে সহানুভূতি তাঁহার এই প্রকৃতির নিদর্শন।

সত্যালোচনায় বেজবরুয়া মহাশয়ের প্রবৃত্তি আদৌ নাই। [illegible] আবরণের ভিতর দিয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, বাগ্‌বৈখরীর [illegible] অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার দ্বারা অবহিত সমাজকে আরও অধিক অন্ধকারে লইয়া যাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন দেখা যায়। তিনি যদি নিজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিও একবার ভাল করিয়া পাঠ করিতেন, তাহা হইলেও তিনি এই বৈষ্ণব ও বিষ্ণু নিন্দারূপ মহাপাপ করিতে সাহসী হইতেন না। অভিসন্ধিমূলে অনভিজ্ঞ জনের প্রবৃত্তি-তাড়নায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত এইরূপে বিকৃত করা হইয়াছে বেজবরুয়া মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি দেখিয়া আমরা [illegible] হইয়া পড়িয়াছি। উত্তরপক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিব, তাহা তাঁহার বিচারে সব [illegible] এবং তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যসমূহের তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত অর্থ সব সত্য। এইরূপ বিচারে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইয়া রুদ্ধই হয়। বিচারে তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষতা আশা করিতে না পারিলেও সত্যের প্রচারকগণের বাক্যদ্বারা আমরা এই সমস্ত অসৎসিদ্ধান্তের ভ্রান্তি প্রদর্শনে যৎসামান্য চেষ্টা করিব।

(ক) মহাপ্রভুর মত ভাগবতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ভাগবত বেদকল্পতরুর পক্ব ফল। [illegible] সার। যথা—

> 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবত-মিষ্যতে।
> তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ॥'
> (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য [illegible]। যথা গরুড় পুরাণে—

> 'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-[illegible]।
> [illegible]'

[illegible] বিচার করি- [illegible] বেদের তাৎপর্য্য [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে [illegible]। তদনুসারে হরির মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তন করে বলিয়া সাত্ত্বিক, কতক-গুলি ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তন করে বলিয়া রাজসিক, আবার কতকগুলি অগ্নি, শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তন করে বলিয়া তামসিক, ইহা তিনি স্বীকার করিয়া-ছেন। সুতরাং হরিভক্তদের পক্ষপাতী লোক যদি মায়াবাদাত্মক কোন কথা রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাইয়া যদি প্রচার করেন, তাহাতে দোষ কি? কোন্ শাস্ত্রের উপর চৈতন্যের মত প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা আমরা জানি না। হরিভক্তিই যদি বেদের তাৎপর্য্য হয় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগণ যদি বেদার্থের বিবৃতি হয়, তাহা হইলে যেখানে হরিভক্তদের কথা দৃষ্ট হইবে, সেইখানেই চৈতন্যের মত রহিয়াছে বলিতে হইবে চৈতন্যের মতকে কোন শাস্ত্রবিশেষে আবদ্ধ করিলে তাঁহার মতের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা হইবে।

তিনি চৈতন্যদেবের নূতন বৈষ্ণবী অদ্বৈতবাদ প্রমাণ করিতে গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের "কীর্ত্তন ঘোষা" হইতে নিম্নোক্ত পদটীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"কর্ত্তোজনী কৃষ্ণ হয়া বাওয়ে বংশী
ফুলি।
কৃষ্ণময় হয়া কর্ত্তো আনন্দতে চলে॥
একদিনা ভব বুলি কর্ত্তো গোপী মাতে।
মই কৃষ্ণ আছো কি করিব বুদ্ধিবাতে॥

ইহা অদ্বৈতবাদ নয় আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যদি বেজবরুয়া মহাশয়ের অর্থেই এই পদটি শঙ্করদেব রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অদ্বৈতবাদের প্রচারক প্রমাণিত হন। আমাদের বিশ্বাস গোপীর এই প্রেমোন্মাদে অদ্বৈতসিদ্ধির গন্ধ শঙ্করদেব পান নাই। অদ্বৈতবাদের প্রচারক শঙ্করাচার্য্য ভাগবতে অদ্বৈতসিদ্ধির কোন কথা পান নাই। বেজবরুয়া মহা-শয়ের [illegible] ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বৃথা।

মহাপ্রভুর "অচিন্ত্যভেদাভেদ" বাদ অদ্বৈতবাদ নহে। এবং 'ভেদ' 'অভেদ', এই দুইটি শব্দ সাধারণ অর্থে *Contradictory* বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক বলিয়া বোধ হইলেও বিচারদৃষ্টিতে তাহা নয়। জীব ও ঈশ্বর চিৎ হিসাবে একই জাতীয় বস্তু, অত এব অভেদ, কিন্তু ধর্মে উভয়ই পৃথক— একজন প্রভু আর একজন দাস—এই হিসাবে ভেদ। এই ভেদাভেদ নিত্য এবং [illegible] বুদ্ধির অগোচর বলিয়া [illegible]। সুতরাং ভগবানের উপাসক [illegible] যাইতে পারে না। [illegible] এবং নিরাকারের [illegible] কথা এখানে নাই।

(খ) সুতরাং বেজবরুয়া মহাশয়ের আধুনিক বিচারে লোকপ্রেমিকরূপে পরিগণিত হইলেও, অলৌকিক বিচারে এই-রূপ হয় না। গুরুবাদই বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য; গুরুবাদই ভাগবতের অভিমত, শ্রুতির অভিমত, সর্ব্বশাস্ত্রের অভিমত। অপ্রাকৃত রাজ্য সম্বন্ধে জ্ঞান শব্দের সাহায্য ব্যতীত আর কোন প্রকারে মানুষ লাভ করিতে পারে না। শব্দের নানা অর্থ সম্ভব, কিন্তু কোনটি উহার প্রকৃত তাৎ-পর্য্য ইহা নির্দ্ধারণ করা শিক্ষিতাভিমানিদিগের জনগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উদাহরণ স্থলে বলা যায় যে, বেজবরুয়া মহাশয় হনু-মান্ অর্থে বানর বুঝিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত হনুমান্ অর্থে একজন মহা বৈষ্ণব বুঝি-বেন এবং তাঁহার প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন বা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া কাহাকেও ঠাট্টা করিতে সাহসী হইবেন না। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি কাহার অর্থ গ্রহণ করিবেন? ভক্তের না অভক্তের? শ্রবণ ব্যতীত প্রত্যর্থবোধ কি প্রকারে হইতে পারে? আবার যার তার নিকট শ্রবণে শ্রুতির তাৎপর্য্য বোধ অস-ম্ভবও হইতে পারে; সুতরাং গুরুপারম্পর্য্য স্বীকার-ক্রমে শ্রুতির প্রকৃত অর্থ অবিকৃত রাখিবার জন্যই গুরুকরণের ব্যবস্থা সর্ব্ব-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কোন সঙ্কীর্ণতার কথা উঠিতে পারে না, বরং তদকরণে উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবের প্রবৃত্তি পুষ্ট হইয়া সত্যধর্ম্মকে বিপদাপন্ন করিবে। ধর্মসম্বন্ধে যাঁহারা *liberal* বা উদার-নৈতিক সাজিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই সনাতন ধর্ম্মকে বিপদাপন্ন করিয়াছেন জানিবেন। শ্রুতিসকলের অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মা এই ব্রহ্মবিদ্যার আদি-শিক্ষক। তাঁহা হইতে গুরুপারম্পর্য্যে এই পঠন পাঠন চলিয়া আসিতেছে। গুরুপারম্পর্য্য স্বীকৃত না হইলে আম্নায় রক্ষিত হয় না। যথা—

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিদ্যেতি
বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি
ব্রহ্মণঃ॥"
(মহাজনকারিকা)

ভাগবত নিম্নোক্ত বাক্যে এই আম্নায় রক্ষার জন্য গুরুকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপ-
শমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

চারিটী সম্প্রদায়ে গুরুপারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। [illegible] সম্প্রদায় [illegible] আচার্য্য হইতেই গুরুপ্রণালী [illegible] করেন। যেমন আমাদের মহাপূর্ব্বগণ সম্প্রদায় শঙ্করদেবকে আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করত তাঁহা হইতে গুরু-প্রণালী নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু শঙ্করদেব সে সত্য কোথায় পাইলেন, তাহা অনু-সন্ধান করেন না, এবং শঙ্করদেবও বলেন না—শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ে যে সিদ্ধগুরু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সদ্গুরু। এই সদ্গুরুকে স্বীকার করাই প্রকৃত উদারতা, প্রকৃত নিরপেক্ষতা এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা।

গুরুবাদ দোকানদারী—বেজবরুয়া মহাশয়ের এইরূপ অসৎসিদ্ধান্ত—"গুরুমানি শুশ্রূষা করিব ভালমতে।" "গুরু এরি গোবিন্দ ভজে। সি পাপী নরকত মজে॥" প্রভৃতি শঙ্করদেবের বাক্য দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। আবার যার তার কাছে উপদেশে লওয়া যায়—বেজবরুয়া মহাশয়ের এই অসৎ সিদ্ধান্ত ও নিম্নোক্ত শঙ্কর মাধবের বাক্য দ্বারা নিরাকৃত হই-তেছে।

"শাস্ত্রর বিচার, নজানে ভকতি,
পরমার্থ অতিমূঢ়।
হরি কথা ছলে, কর্ণত কুমন্ত্র,
কহয় করিয়া গূঢ়॥"
(নাম ঘোষা)

"আপুনি বিবশ, দুয়া যিটো নরে,
বিবশীক গুরুমানে।
যেন অন্ধালোক, অন্ধে উপদেশে,
নিষ্কুক যিটো না জানে॥"
(কীর্ত্তনঘোষা)

সৎ-সম্প্রদায়ের সদ্গুরু হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রই মন্ত্র, অন্যত্র মন্ত্র কল্পিত, অতএব অসৎ। মন্ত্র গুরুর অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং অসদ্গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সৎমন্ত্র গ্রহণ করিলেও সেই মন্ত্রের সাধন শিষ্যের নিকট বেদার্থ প্রকাশ করিবে না। যথা,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা
গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥"
শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

বেজবরুয়া মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তও উপরি উক্ত নাম ঘোষার বাক্যে এবং "কুমন্ত্রক মন্ত্র বুলি করয়ে বিশ্বাস।" প্রভৃতি ঘোষার বাক্য দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে।

"গুরু বিনে সংসারত কোনে দিবে ত্রাণ।
মূলমন্ত্র শঙ্করত গুরুর প্রমাণ॥"
(বৈষ্ণবামৃত—অনন্ত কন্দলী)

যদি 'মূলমন্ত্র'—জ্ঞানই গুরুর লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই-'মূলমন্ত্রের' মূল *Image* কাহিয়া কি শঙ্কর দেবকে পাইতে হইবে, না আরও উপরে যাইতে হইবে? শঙ্করদেবের [illegible] অবস্থিতি যদি শাস্ত্রে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি সেই মন্ত্রকে কি প্রকারে 'মূলমন্ত্র' বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? কোন শঙ্করদেব 'মহাগুরু' 'মহাবৈষ্ণব', তাতে আমার কি? আমি যখন মুমুক্ষু, আমি তো প্রথম তাঁহাকে শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই দেখিব? তিনি তো প্রথমে শাস্ত্রের ভিতর দিয়াই আমার সমস্ত সংশয় ছেদন পূর্ব্বক গুরুরূপে দর্শন দান করিবেন? যদি সবীজ মন্ত্রই মূলমন্ত্র হয়, তাহা হইলে বেজবরুয়া মহাশয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে *seedless guava* বা বীজহীন পেয়ারা জন্মাইবার অনুকরণে, মন্ত্রকে বীজ শূন্য করিবার প্রয়াস করেন কেন? মন্ত্র ভগবানের প্রতিচ্ছবি; সুতরাং ইহা ভগবানের ন্যায় নিত্য। মন্ত্রের অনিত্যত্ব কল্পনা করিয়া উহার পরিবর্ত্তন সাধন পূর্ব্বক মানব-সভ্যতার সংস্কৃন করিতে যাওয়া কি সম্পূর্ণ বিনাশের চেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে না?

অজামিলের আদর্শে তিনি দীক্ষা-গ্রহণ প্রণালীকে বণিগ্বৃত্তি বলিয়া বুঝিয়া-ছেন। তাহা হইলে শঙ্করদেব ইহা বুঝিতে না পারিয়াই কি গুরুকরণের প্রথা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন? বেজবরুয়া মহাশয় অজামিলের অনুকরণে স্বেচ্ছাচারী হইবেন, না শঙ্করদেবের আনুগত্যে তাঁহার দোকানে কমেণ্ডারী করিবেন? গুরু-আজ্ঞাই বলবৎ নহে কি? অজামিল যেরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের একবার শোনা উচিত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, তিনি নারায়ণ নামোচ্চারণে বিষ্ণুস্মৃতি লাভ করিয়া পরমধামে গুরুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরু-লাভই জীবের উদ্ধার বলিয়া শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বেজবরুয়া মহাশয় বলেন—শঙ্করদেব দল পছন্দ না করিয়া উদারতাই দেখাইয়া-ছেন। তাহা হইলে তিনি একটা শরণ-প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া দল পাকাইতে গেলেন কেন? আবার মাধবদেব, মহা-প্রভুই বা তাঁহার শিষ্যাদিগণ কি সেরূপ স্বীকারক্রমে তাঁহার দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিয়া উদারতা দেখাইতে গেলেন না কেন? তিনি সকলের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন, কেবলমাত্র চৈতন্যের নিকট নহে, ইহা কি তাঁহার মত একজন লিবারেল হিন্দুর বা উদার নৈতিক নেতার কার্য্য? শাস্ত্রের বিচারে বৈষ্ণব ছাড়া আর সকলে এক একটা দল, সকলেই এক একটা মতবাদী। এইরূপ দল পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও হইবে; কিন্তু প্রত্যেক দলেই কৃষ্ণজ্ঞান আবদ্ধ আছে, এইরূপ কথা নিতান্ত [illegible] ব্যতীত আর কেহ বলিবেন না।

মহাপ্রভু—শাস্ত্রে ও মহাজননির্দ্দিষ্ট পন্থায় হরিভজন করিতে উপদেশ করিয়া-ছেন। উহাতে গুরু স্বীকার করিতে হয়, করিতে হবে; দল বাঁধিয়া দল বাঁধিবে, বদ্ধজীব স্বয়ং নিজ মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিতে কখনও পারিবে না। তাঁহার মহাজনের আনুগত্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। (ক্রমশঃ)

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট জন্ম যাবে। পূর্ণ সেইসব যাঁরা পূর্ণে ভুক্তি আছে

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible]

[illegible]

বর্তমান জগতের সাধারণ শিক্ষিত উন্নতর এই যুগে, আমরা সভ্যাভিমানী। [illegible] শিক্ষিতেরা কেবল মুখে [illegible] না থাকিলে যেন তাহার কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। কাজে কাজেই আমরা নাস্তিক্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমরা ভয়ে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া, অভাব অসুবিধায় ঠেকে পড়িয়া মাঝে মাঝে 'ঈশ্বর' 'হরি' 'ভগবান্' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের অধিকাংশ লোকের, অধিকাংশ কেন, শতকরা শত জনেরই ধারণা যে, 'ভগবান্' বলিয়া কেহ নাই। যদি থাকিতেন, তাহা হইলে কি, তিনি কাহারও নজরে পড়িতেন না? আর যদি বা কেহ বাস্তবিকই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি কেন অতঃপর— আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসী গোঁড়া মূর্খকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন না? তাহা হইলেই ত' আমাদের সকল সংশয় সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত?

কিন্তু কথা হইতেছে যে, 'ঈশ্বর' থাকুন আর নাই থাকুন, তাতে আমাদের আসে যায় কি? ঈশ্বরের নিকট আমাদের কি আবশ্যক? [illegible] তবে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বা দুই একবার আবশ্যক হয়, কিছু অসুবিধা ঘটিলে। তা' তিনি যদি তখন আমাদের সে অসুবিধাটুকু দূর না করেন, তাহা হইলে কি আর তাঁহাকে অমনি অমনি ছাড়িয়া দিব? বেশ দুচারটা গালাগালি দিয়া তবে নিবৃত্ত।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আমাদের ঈশ্বরকে তাহার আবশ্যকতা কি? আমাদের ধারণায় আবশ্যকতা এই যে, আমরা রোগী, রোগের বোঝা আমা[illegible] থাকিতে হয়, তাহাই চেষ্টা আমাদের সর্বক্ষণ। যখন নিজের চেষ্টায় সেটুকু পাইতে পারি, তখনই নাস্তিকতা বেশী বৃদ্ধি পায় এবং তখন আমরা মনে করি যে, ভগবানের সাধ্য কি যে, আমাকে ধরে রাখে? আমার রোগে ঔষধ, না [illegible] কি আর তাহার, [illegible]? এমনি 'ভগবান্' বলিয়া কেহ থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের রোগের ঔষধ যোগাইতে বাধ্য এবং আমি [illegible]

[illegible] উচিত [illegible] তাহার উপর সমস্ত অর্পিত"। কিন্তু যদি কেহ আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুসন্ধান করেন যে, সেই ভক্তির কণাটুকু কি, তখন দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের [illegible] সেখানে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, "[illegible] আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন। তাহাকে 'কেন্দ্র' করিয়াই আমাদের সংসারের যাবতীয় ধর্ম, কর্ম, দান, ধ্যান, পূজাচারণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান। [illegible] পূর্ণভাবে লাভ করাই, কিন্তু আমরা ত এত চেষ্টা করিয়াও তাহা পাই না? ধনীর অতুল সম্পদ; কিন্তু তিনি তাহা ভোগ করিতে অক্ষম; বেশ সুস্থ সবল ব্যক্তির এমন কোন আধি ব্যাধি নাই যাহাতে [illegible] ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে, আবার কেহ [illegible] ভোগ পাইবার জন্য লালায়িত; কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সে নিঃসম্বল। এ সকলের কারণ কি? তাহার প্রধান কারণ হইতেছে যে, আমাদিগকে এইরূপ অভাব অসুবিধায় ফেলিয়া, ভোগ না দিয়া [illegible] আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষিত হয়, আমরা তাহা না বুঝিয়া ধুমধাম সহকারে তাঁহার পূজা করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে থাকি,—

"[illegible] দেহি ধনং দেহি [illegible] দেহি মে।"

[illegible] তুমি এমনি করিয়া আমাদিগকে [illegible] করিয়া রাখিয়াছ?

সুরুচির রুচি

কথাটী বড়ই রুচিমধুর। বিচিত্রতাপূর্ণ জগতে জগদ্বাসী ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি হইলেও সুরুচির রুচিতে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কেহ একপক্ষের রুচিমধুর অনেক কথা বা নয়নতর্পক অনেক বস্তু প্রথমমুখে কর্ণ ও চক্ষুর আনন্দদায়ক হইলেও পরিণামে অশ্রাব্য ও অদৃশ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের মনোহারী [illegible] বিষাদ মধ্যে বিচার না করিয়া হঠাৎ কোন [illegible] লইতে পারিলাম না। [illegible]

[illegible] রাজসিংহাসনে [illegible] সুরুচির পুত্র উত্তমের সহিত বাৎসল্য প্রকাশ করিতেছিলেন। সুনীতি-পুত্র ধ্রুব, তাহা দেখিয়া [illegible] নিজেও তথায় বসিবার অভিপ্রায় করিলেন [illegible] সুরুচির ভয়ে [illegible] আদর করিতে পারিলেন না। রাজমহিষী সুরুচি [illegible] সপত্নীপুত্রকে বলিলেন—বৎস! তুমি রাজপুত্র হইয়াও রাজসিংহাসনে বসিবার যোগ্য নহ, কেননা আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। তুমি অন্য রমণীর গর্ভজাত, অতএব তোমার [illegible] সিংহাসনে বসিবার আশা তোমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। যদি রাজসিংহাসনের অভিলাষ কর, তবে তপস্যা দ্বারা নারায়ণকে আরাধনা করিয়া তৎকৃপায় আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।"

পাঠক মহোদয়গণ! সুরুচির এই রুচিতে আপনারা একমত হইতে পারেন কি? আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আপনাদের ন্যায় সুবুদ্ধিমানেরা কখনও সুরুচির রুচিকে সুরুচি বলিতে পারিবেন না। [illegible] বিচারেও দেখা যায় যে, সুরুচির বিচারে [illegible] পত্নীগণের মধ্যে তাহারই গর্ভজাত পুত্র যে রাজা হইবে, এ বিধি [illegible] কোথায়? রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই [illegible] অধিকারী, সুতরাং [illegible] [illegible]

[illegible] আছে, তবে যে [illegible] বংশের পরিচয় দিতে না পারায় [illegible] তাঁহার [illegible]? আর যদি ব্রাহ্মণ জাতির নীচ বর্ণকর্ষধারা, জাতিই না তাঁহাকে বলিয়া কিরূপে [illegible] বহু সন্দেহপরিপূর্ণ বর্তমান মনোকল্পিত অনুচিত বিচার প্রকৃতির [illegible] বা তৎপরিবর্তে [illegible] হইলেও বিচারকগণের নিকট নিতান্ত লজ্জাস্পদ ব্যাপার নহে কি?

পাঠক মহোদয়গণ! [illegible] অভিনয় পূর্বাতীত কালে হইলেও বর্তমানে এরূপ অভিনয়ের অভাব নাই। এখন [illegible] চলিতেছে, সুতরাং কালবশে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাই [illegible] সেকেলী-ধারের প্রোগ্রাম। কেমন সুরুচির কচির অধীন বর্তমানে পণ্ডিতাভিমানী [illegible] ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণদিগকে [illegible] চক্ষে দেখিয়া বলেন যে, অব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে হইলে ব্রাহ্মণকুল অপেক্ষা করিতেই হইবে। অমনি সুরুচির ন্যায় তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস নয়, কথা বার্তায়, কার্যে আরও বক্তৃতায় বলিয়া এই যে; শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণদের শ্রীভগবানের সেবাপ্রাপ্তি অসম্ভব। এস্থলে বিনীত নিবেদন এই যে, ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন সকলেই কি ভগবদ্ভক্ত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও ত ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ বিষম দুর্গম ভাবিদের থাকিতে পারে না। কেননা ভগবদ্ভক্তই সমদর্শী (মা লক্ষ্মীঃ তথা সব [illegible] ইতি সর্বো ভগবান্ সমদর্শিনঃ)। আর যদি ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবা-বিমুখতাই লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বা সে কুলের আবশ্যকতা কোথায়?

ত্রিতাপ[illegible]রোমকফোম-নিশ্চিত দেহের বৈশিষ্ট্য কোথায়? [illegible] শোণিতাদি দেহ ব্রাহ্মণেরও [illegible] শূদ্রেরও তাহাই। সুতরাং শ্রদ্ধেয়ে, আমি বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে শাস্ত্র "গোখর" "কুণপাত্মবাদী" প্রভৃতি বাক্যে গর্হণ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

[illegible] প্রহ্লাদ [illegible] দৈত্যবালকগণকে বলিলেন—[illegible], [illegible] কিন্তু [illegible] কিংবা অধিক অব্রাহ্মণ [illegible] হইতে পারে [illegible],

[illegible] শৌচ, [illegible] সর্বেতঃ [illegible] প্রীতির কারণ [illegible]? কেবল ভক্তি দ্বারাই তিনি প্রীত হন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল অভিমান মাত্র।

উদাহরণ যথা,—

দৈত্যো যক্ষ রক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা
ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥

হে দৈত্যগণ! যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজৌকস এবং পশু পক্ষ্যাদি বহু বহু পাপজীবও ভক্তিযোগে অচ্যুতত্ব অর্থাৎ অচ্যুত কৃপা চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন—ন চ ভক্তিঃ সজাত্যাদিকমপেক্ষতে, ইত্যাহ দৈত্যেত্যাদি, অচ্যুততাং চিন্ময় শরীরেণ অচ্যুততুল্যত্বং। যথা অচ্যুতস্য অচ্যুতিঃ পতনং কর্হিচিদ্ ইব ন [illegible] তথা [illegible] কালঘটেও ন [illegible] ভক্তা [illegible] প্রাপাদি। [illegible] লোকে বিখ্যাতঃ পরিণীয়তে।

এবম্বিধ বহু সৎ শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা দৈত্য উত্তানপাদের ন্যায় ভার্গবাদির সম্প্রদায়ের মনগড়া শাস্ত্র বা একজাতেয়ী বিশেষভাবে বিধ্বংস করিয়া দেখান যাইতে পারে এ, কথা মাত্রেই ভগবদ্ভক্তে অধিকারী।

ভক্তাভ্রান্ত এবং যেমন সুরুচির রুচিকে কুরুচি প্রতিপন্ন করাইয়া জগতের ইতিহাসে শুধু রাজ্য নয়, ধ্রুব-লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হরিভজন-প্রয়াসী নিষ্কপট জনগণও সেইরূপ দৈব কুলপাত্রবাদী সম্প্রদায়ের মনগড়া বিচারকে উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ অধিকারে দেবের সেবকের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, কুলের গৌরব কেবল গৌরব—এই বিষয়টা ভাল ভাবে দিবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

মন রে কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাষণ্ডী হবে, যমদূতে যাবে লয়ে
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে দণ্ডপাবে এক সনে
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান [illegible] বর্তমান
[illegible] অবধি যায় প্রাণ।
উচ্চ বর্ণপদ ধরে, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি
সদ্ভক্তের না কর সম্মান॥
সামাজিক মান লয়ে, থাক তাই বিপ্র হয়ে
বৈষ্ণবের না কর অপমান।
আমার ব্যাপারী হয়ে [illegible] আপনার অন্তরে
[illegible] বুদ্ধিমান॥
তবে যদি [illegible], [illegible] তুমি যথাশক্তি
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সুখ [illegible] সম্মান ইহা খুব
বিনোদ করিছে কাকুবাদ॥

রথ দেখা ও কলা বেচা

(পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible])

যাহারা বুদ্ধিমান্ [illegible] এমন কোন কার্য [illegible] [illegible] সম্পন্ন হয়। [illegible] যাহার চাষ করে না অর্থাৎ [illegible] [illegible], বিশেষ পরিশ্রম বোধ আমার মীমাংসা ভাবিয়া কোন একটিতে পারিলেই বিজ্ঞলোকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে।

যাহারা [illegible] ব্যবসায়ী, তাহারা প্রত্যেক কার্যেরই লাভ ও লোকসান এই দুইটা দিক বেশ করিয়া লক্ষ্য রাখিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়; কারণ প্রত্যেক বিষয়েরই উত্থান ও পতন আছে। উহারা তাহা বেশ সুন্দরভাবে বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক কার্যে হস্তক্ষেপ করে এবং ক্রমশঃ উত্থান পতনের ভিতর দিয়া ও আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়। বোকা লোক আমাদের মধ্যে কোন কার্য করিয়াও উন্নত বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিতে পারে না, সাংসারিক জগতের কোন খবরই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না।

এতদিন বহু প্রকার দ্রব্যাদির ব্যবসায় করিলাম আর এখন বয়সও অধিক হইয়া আসিয়াছে, ব্যবসায় দ্বারা পাপার্জিত বহুপ্রকার বাধিও আক্রমণ করিয়াছে। এখন শেষ সময়ে একটু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে পূর্বকৃত পাপ ধ্বংস হইয়া যায় এবং পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত থাকিতে সমর্থ হওয়া যায়।

মনে করিয়াছি, এবার শ্রীক্ষেত্রে যাইবার রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম মাসে গমন পূর্বক তীর্থক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া কৃত পাপার্জিত মলিন চিত্তকে পুণ্য বারিস্পর্শে আপ্লুত করিব। শ্রীক্ষেত্রে যাইতে হইলে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন আছে এবং সেই অর্থটা যাহাতে বৃথা ব্যয় হইয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও আবশ্যক, অতএব এখান হইতে কিছু পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইলে তথায় অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং অর্থটাও আর অনর্থক ব্যয় হইয়া যাইতে পারিবে না।

শ্রীধামে আসিয়া গম্ভীরার নিকট একটা মনোরম বাটী লইয়াই অধিষ্ঠিত হইলাম, বাড়ীর ভিতরে ব্যবসায়িক, কিন্তু বারান্দায় [illegible] লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সুতরাং এখানকার বিষয় [illegible] কলাইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিপূর্ণ [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] সুতরাং [illegible] [illegible] সাধন দুইই হইবে। আমরা কি [illegible] কত কিছু করি? আমরা [illegible] [illegible] [illegible] অর্থাগমেরও চেষ্টা করিব। [illegible] বলে—'[illegible] বাহিরে [illegible] বিক্রেতা'; সুতরাং এভাবে সাধিত পুণ্যের পাপাদির জন্য আমাকে [illegible] প্রকার প্রায়শ্চিত্তমূলক [illegible] করিতে হইবে না। বুদ্ধি হয়, আজ বুঝিলে পাপ মিশ্রা।

অথবা এইরূপ জড়বুদ্ধি [illegible] ভৌতিক জগৎবিশ্বাসী সকল প্রকার আত্মকল্পিত যে সকল আপাত-সুখকর কার্যরূপ সকল পারত্রিক অর্থাৎ নিষ্কাম ভগবৎসেবাপরা কার্যকে সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করে, কিন্তু সেকেলে মহাজনগণের নির্দিষ্ট আচার-পরম্পরায় যে সকল কথা [illegible] করা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণ জড়-কর্মকাণ্ডবিশিষ্ট সংকল্পিত [illegible] [illegible] উদিত হয়, আর চিন্ময় [illegible] কার্য নিজ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] আচার [illegible] [illegible] অনুকূলের জন্য সেবা-পারিপাট্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং 'রথদেখা' ও 'কলাবেচা' এই দুইটি কার্য অবশ্য [illegible] [illegible] বিচার করিলে দুইটিকেই [illegible] [illegible] বর্তমান, [illegible] [illegible] হিসাবে দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ, একটী [illegible]। এক প্রকার কার্যের দ্বারা আত্মিক সুখের সন্ধান আছে বটে, কিন্তু পাপাদি-মিশ্রিত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনরূপ [illegible] [illegible] থাকিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], যথা—[illegible] [illegible] বিশুদ্ধি প্রয়োজন হইলেই পুনরায় [illegible] আশ্রয় করিতে হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] কাহারও এরূপ দুর্দশা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোকাদ পা রাখিয়া দুইই [illegible] করিবার দুর্বলতা অনুমোদন করেন [illegible] এই প্রকার 'কলাবেচা' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্ভিদ হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনুরাগমানীর বাগ বৈখরী

(মহাপ্রভুর কর্তৃক প্রদত্ত)

বি, এজি, ব্রি, টি,)

(৩) চৈতন্য বেদপথ উল্লঙ্ঘনকারী নহে, বেদের প্রবর্তক। বেদের তাৎপর্য যদি হরিভক্তি হয়, মুখ্য ও গৌণভাবে অন্য শাস্ত্র যদি হরিভক্তিকেই উদ্দেশ করে, তবে মহাপ্রভু এক বেদকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা ইহা আমাদের জানা নাই। মহাপ্রভু সম্বন্ধে ইহা আমাদের অতিশয়োক্তি নহে। শাস্ত্রে মহাপ্রভুকেই দেখিতে পাই। তিনি মূর্তিমান শাস্ত্র। যিনি শাস্ত্র বিচার করিবেন, তিনিই মহাপ্রভুকে দেখিবেন আর যিনি তাঁহার সেবকগণের সঙ্গলাভ করে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিবেন, তিনিই তাঁহার ভিতরে শাস্ত্রগণের অবস্থিতি দেখিবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, মহাপ্রভুকে বাদ দিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে যিনি যাইবেন, শিবরহিত যজ্ঞের ন্যায় তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যর্থ হইবে।

বেদ—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত ... অভিসন্ধি ভক্তিকাণ্ডে ... হইয়াছে ... হইয়াছে।

... শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

... ভক্তিপূর্বক করিয়া থাকেন যে, বৈষ্ণব কখনও বেদ-মার্গের লঙ্ঘন করেন না। যথা—

"কৃষ্ণপদ যাঁর সেবা করে, ... সমস্ত কামনা পরিহরে ...

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন ... নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ভাঃ ১১।২০।৯

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ... উক্তং ... অতি ...

ভক্তি অবিরোধী কর্ম করে ...

... নিত্যনৈমিত্তিক আদি যত ... বিরোধী তা ... সবে ত্যেজয়॥ —নাম বোধ।

(এখানে 'বিরোধী' শব্দের 'অবিরোধী' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।)

ভক্তির আনুকূল্য গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জনই সাধু ও শাস্ত্রের অভিমত। ... ভক্তিনিষ্ঠ হয়েন ... উপদিষ্ট ভক্তির সাধক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ... করেন, তিনিই বেদ উল্লঙ্ঘনকারী ... কোন বিধিমতে ... স্মৃতি অনুসারে কি কর্তব্য শাস্ত্র বিধির অনুসারে ... বেদ-কর্ম মহাশয়ের ... কর্ম করিতে হইবে না। যদি তিনি ... করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ... মায়াবাদে ... হইয়াছেন ... বৈষ্ণববিধি ... প্রকরণ ...

... ভক্তিভাবে সেবা ...

... বৈষ্ণব ... পারেন, ... পারেন। কেননা ...

...

শিষ্যগণ কৃপাসিন্ধু ... বিচার সর্ব কর্ম দি যে দুর্বুদ্ধি হয়ো বতি আপো ... নিত্য ... অপিপ্রসবো॥

যদি তাঁহার 'বেদ শাস্ত্র'বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র এই বিধি অনুসারে না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বেদ উল্লঙ্ঘনকারী বলিয়া সেইসকল মহাশয়ের এজলাসে বিচারাধীন হইতে হইবে।

(খ) মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া লেখকমহাশয়ের বিচারে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ শঙ্করের ইহা জানেন, কিন্তু মহাপ্রভু জানেন না। এ অজ্ঞতার অংশীদার অনেকে—শঙ্করাচার্য্যের দলের একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ, মধ্ব ও রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দলের ত্রিদণ্ডী যতিগণ, শ্রীমন মহাপ্রভু প্রভৃতি ... নাই। সুতরাং কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে যদি পাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকের ভাগে অতি সামান্যই পড়িবে। ইহা তাঁহারা সামলাইয়া যাইতে পারিবেন—শাস্তি ... যমদর্শন। ... যদি ইহার অকরণে গৃহস্থ লেখক বাঁচিলে পাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত 'শাস্ত্রজ্ঞ' প্রভুবরকে একাকী ভোগ করিতে হইবে এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ ... নরক দর্শন। বস্তুতঃ—

... পলপৈতৃকম্।

দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ ... বিবর্জয়েৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই শ্লোক ... কলিতে কর্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়া থাকিলেও জ্ঞান ও ভক্তিযোগে নিষিদ্ধ হয় নাই। জ্ঞান ও ভক্তি সন্ন্যাসের বিধি তিনি সর্ব শাস্ত্রে পাইবেন। আমরা ভাগবত হইতে একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহার ত্রিদণ্ড প্রদর্শন করিতেছি—

"কেচিৎ ত্রিদণ্ড ... কর্মণম্।

... প্রাহ ... ভাঃ ১১।২৩।৩৪

—তাহা হইলে ... নিষিদ্ধ, ... তিনি ... উদ্ধারও করিয়াছেন ... বালকেরা ...

"তপ জপ সন্ন্যাস পরম ... ন পারয়ে আমাকে সখি যোগ মহাজ্ঞানে" ... বলিতেছেন ... ন পারয়ে আমাকে একান্ত উৎপাদনে ... ন বুঝয় ...

... এই স্থানে ... কাম্য, ... বিধি ... ব্রত, ... ও ... প্রভৃতি মুখ্য ভক্তির অঙ্গ ... পাপের। সর্বাংশ ... বৈদিক ভক্তির অঙ্গ ... হইয়াছেন এবং যখন ঐগুলির বাড়িক্রম ... আগ্রহ হইয়া ... বলিয়া ত্রিকালেও ... কি শাস্ত্রজ্ঞান! কি অদ্ভুত ব্যাখ্যা!!! ঐ পদ্যের তাৎপর্য্য এইরূপ নয় যে, এ সকল কর্মের আবাহন করিতে হইবে না। যে কর্ম যখন ভক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই কর্ম জীবের শুভাশুভফলপ্রদ হইয়া ... কারণ হইয়া থাকে।

... ভক্তিত ...

ন শোচতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে

ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥"

(ভা ১।৫।১২)

ভাগবতের এই শ্লোক ... নিষিদ্ধ ... এইরূপ কর্মশূন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার সন্ন্যাস যদি যথার্থে ... হয়, তাহা হইলে সাধকদের হইতে ... সকলেই সন্ন্যাসী বলিতে হয়। ... গৃহত্যাগ করাক, ... "কৌপীনাদি" ও "...নাদি" লইয়া ...

(গ) স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রামসেবা ও বেদপাঠে অধিকার নাই সত্য। বোধ হয় এই জন্যই ... শালগ্রামসেবা ও বেদপাঠ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণব ... শালগ্রাম সেবা হইতে বিরত থাকিলেও, বেদচর্চা হইতে তখনও বিরত হইতে পারেন নাই। আমিরা তাঁহাকে এই পাপ-কার্য্য হইতেও অতি শীঘ্র বিরত থাকিয়া ... নির্দিষ্ট মহাজন ... শ্রীমদ্ ... ঠাকুর ... নিকট হইতে বেদের উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে বলি।

... বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী শূদ্র নন। শাস্ত্র ... বেদপাঠ, ... সেবা ... প্রভৃতি ... বিচারের ... পদ্ধতিতে ... বিপদাপন্ন হইবে। ... অধিকার ... করিতে পারিবে না—এইরূপ কথা ... মহাশয়ের মত একজন উদাসনৈতিক ... মুখে শোভা পায় না। বস্তুতঃ ... জন্মগ্রহণ করুন না কেন—শূদ্র নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মা, ঢাকা

সোমবার—১৩৩৯

অনুচানমানীর বাগ্‌বৈখরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮৮ সংখ্যার পর)

৭। মহাপ্রভুর মত ও প্রচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি,)

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"
—পদ্মপুরাণ।

গুণের দ্বারাই বর্ণ নিরূপিত হয়। জাতি দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ-বিধি ভাগবতেরও মত নহে, আর বৈষ্ণবেরও নহে। ভাগবতের ৭।১১।৩৫ শ্লোকে দেখিতে পাই,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥"
—ভাবার্থদীপিকা

এ বিষয়ে অনেক আলোচনা আমাদের গ্রন্থে করা হইয়াছে।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।
... যস্য বা নারকী সঃ॥"

পদ্মপুরাণের এই বাক্য আমাদিগকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ নরকপ্রাপক মহাপাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(ঙ) যারে তারে নাম দিল মহাপ্রভু নির্ম্মোক্ত প্রসঙ্গে নামধানরূপ নামাপরাধটি করিয়াছেন,—

"নাস্তিকে শ্রদ্ধা না পাওয়, তাণ।
তাকে যিটো দেয় নামক দান॥
নামর দ্রোহী নাহি তাত পরে।"

ইহার উদাহরণস্বরূপে তিনি জগাই মাধাইর প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার উল্লেখ করিয়াছেন। জগাই মাধাই দুই ভাই নবদ্বীপের কোতোয়াল—নবদ্বীপের রাজা। মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে তাঁহারা বড় অত্যাচারী ও মহাপাপী ছিলেন সত্য। কিন্তু কৃপালাভের পর তাঁহাদের আর্ত্তি, তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধের অবসান, পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবগণের চরণে পড়িয়া জ্ঞানে বা অজ্ঞানে-কৃত সর্ব্বাপরাধের জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা, তারপর তাঁহাদের যাবজ্জীবন শুদ্ধাচারে ও কঠিন ভজনে নিযুক্ত থাকাকে বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় যদি শ্রদ্ধাহীনের লক্ষণ ধরেন এবং শঙ্করদেবের দ্বাদশজন মুখ্য পারিষদের ভিতরে রাম রাম গুরু যখন মাধবদেবকে বলিলেন—

অজ্ঞ হেন বুঝিলাহা মোহি-মতি মন।
যজ্ঞস্থানে লেড়ে কাকো করোহো পূজন॥
—গুরুচরিত।

"—চণ্ডালকে যদি ... লেখ ... লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে তিনি 'শ্রদ্ধা' শব্দটির অর্থ জানেন না বলিতে হইবে। 'শ্রদ্ধা'র অর্থ 'বিশ্বাস' বলিয়াই পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র
ইহার বিচার নাহি জানি দিন মাত্র॥"

চৈতন্য করিয়াছিলেনও তাই। কিন্তু ইহাতে দোষ হইল কোথায়? তিনি জাতি, কুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি জড়ীয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা পাত্রের বিচার করিতে যান নাই এবং তিনি যার তার নিকটেই হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বেশীর ভাগ তিন শ্রেণীর লোক তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। তাহারা কুলীন, পণ্ডিত ও ধনী, যথা—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"

কেন তাহারা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল?—না তাহারা 'দীন' হইতে পারে নাই। দীন তাঁহারা, যাঁহারা নিজের পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিয়া ভগবদ্ভক্তি-লাভ দ্বারা উদ্ধার কামনা করেন। "কতখানি শাস্ত্র শ্রবণ করিলে পর জীব নিজের পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারে? এবং কতখানি বিশ্বাস হইলে পর সে বিষয়তৃষ্ণাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ভক্তিলাভের জন্য নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের আনুগত্য করিতে পারে? সুতরাং বিশ্বাসই দৈন্যের জনক। 'যারে তারে', বাক্যাংশের মানে বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে চৈতন্য শিষ্যের ভিতরে দৈন্যের অনুসন্ধান করেন কেন?

অজামীলের উদ্ধারের নজীর ধরিয়া যে বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় গুরুবাদকে দোকানদারী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং যেমন তেমন করে নাম নিলেই হইল বলিয়া সমস্ত শাস্ত্র-শাসনের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভপূর্ব্বক উদারনৈতিক ভক্ত সাজিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে এই নামাপরাধের তীব্রতা খোঁচা পায় না। তাঁহার মতে অজামীলের ন্যায় কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া নিতান্ত লজ্জার কথা।

(চ) চৈতন্য বা চৈতন্যের ভক্তগণ কেহই জড় প্রতিষ্ঠাকামী ছিলেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে স্বেচ্ছায় জয়পত্র প্রদান করিয়া এইরূপ জড়ীয় প্রতিষ্ঠার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তের অবমাননা তাঁহারা কেহই সহ্য করেন নাই। মতবাদীর অসৎসিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈজয়ন্তী নিশান ভারত-গগনে উড্ডীয়মান রাখিতে তাঁহাদের যে বিপুল উদ্যম ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা তাঁহাদের গৌরবই বিঘোষিত করিতেছে। হায়! আজ তাঁহারা জগতে না আসিলে কে সনাতন ধর্ম্মকে নানা মতবাদরাহুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিত? কে বিদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া মায়াবদ্ধ জীবকে শুদ্ধ-ভজন-প্রণালীর যাজন শিক্ষা দিত? নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী ব্যতীত কে আর তাঁহাদের জীবের প্রতি এই অযাচিত এবং অপূর্ব্ব দয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন?

ভক্তির পরিপন্থী সিদ্ধান্তের দূষণ কিছু নিন্দা নহে। প্রচারকার্য্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি যাহা, তাহা বলার নাম অন্বয়-প্রচার, আর ভক্তি যাহা নহে, তাহা বলার নাম ব্যতিরেক-প্রচার। উভয়বিধ প্রচারের আবশ্যকতা আছে। সারগ্রাহী পণ্ডিতগণ ব্যতিরেক প্রচারে অসন্তুষ্ট হন না। আবার অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট জনগণ ব্যতিরেক প্রচার ব্যতীত সু-সিদ্ধান্ত ও কু-সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া একটিকে আর একটী বলিয়া ভ্রম করে।

যদি শঙ্করাচার্য্যের মতকে গর্হণ করাতে চৈতন্য দোষী হন, তাহা হইলে শঙ্করদেবও সেই দোষের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না, কেননা তিনিও আচার্য্যের মতকে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তনঘোষায় উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচার-প্রণালীকে নিন্দা করাতে শ্রীচৈতন্য নিন্দক বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে শঙ্করদেবকেও এই নিন্দার ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু তিনিও নিম্নলিখিত বাক্যে জ্ঞান ও কর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন। যথা—

'জ্ঞানতো কর্ম্মতো কিনিয়া নর।
হরিকীর্ত্তনত কৰা আদর॥' (কীর্ত্তনঘোষা)

যদি যোগাভ্যাসকে নিন্দা করিয়া শ্রীচৈতন্য নিন্দক হন, তাহা হইলে এ নিন্দক শঙ্করদেবও, কেননা তিনি বলিয়াছেন,—

'যোগক অভ্যাসে যিটো অজ্ঞানিত ...
তাহারেসে মন হুয়াই সমাধিত পরি॥'
—কীর্ত্তনঘোষা।

যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিয়া শ্রীচৈতন্য কিছু অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ অন্যায় শঙ্করদেব-কর্ত্তৃকও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন—

'দূরতে বর্জ্জক পরিহরি। যিটো চিত্ত হাদে রূপ ধরি॥ নিরন্তরে কীর্ত্তন মাত্র করে। বৈকুণ্ঠত থাকে যিটো নরে॥'

যদি কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে গর্হণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নিন্দিত কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্করদেবকর্ত্তৃক মহাজনরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রহ্লাদ মহারাজও সেই দোষে দুষ্ট, যেহেতু তিনিও 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ'—ভাগবতের ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণে শুদ্ধা ভক্তি—অদ্ধা, সাক্ষাদেব ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেন, ইত্যর্থঃ—অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যদি শ্রীচৈতন্যের দাসগণের সেবকসূত্রে কেহ শঙ্করদেবের কল্পিত কর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া গণ্য করিতে না পারিলে নিন্দক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সে নিন্দার ভাগ শঙ্করদেবেরও প্রাপ্য, যেহেতু তিনি শঙ্করাচার্য্যের সেবার কল্পিত মতকে গর্হণ করিয়াছেন। যদি শুদ্ধমতের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ তার্কিক বলিয়া নিন্দিত হন, তাহা হইলে শঙ্করদেবও সেই আখ্যায় আখ্যায়িত হইবার যোগ্যতা রাখেন, যেহেতু তিনিও মাধবদেবকে ভাগ্যবিবাদরূপ অসৎকার্য্য হইতে যুক্তিতর্কের দ্বারা নিরস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি শঙ্করদেবের মতের আলোচনা করিয়া নিন্দার্হ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এ বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় স্ব-রচিত শঙ্করদেব নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুকে সেণ্টিমেণ্টাল বা ভাবুক একসেন্ট্রিক বা পাগল প্রভৃতি ইতর বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, যিনি শ্রীচৈতন্যের মতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার চরিত্রালোচনায় তাঁহার গৌরব পদদলিত করিয়াছেন, যিনি অসংযত জিহ্বার বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া শ্রীচৈতন্য মাতাপিতা ব্রাহ্মণবালিকাগণের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন পর্য্যন্ত বলিতে লজ্জাবোধ করেন নাই, যিনি শাস্ত্রবিচারকালে প্রতিপক্ষকে নানা ইতর ভাষায় প্রাণপণে গালি দিয়া উচ্চাসনের গৌরব রক্ষা করিতে একবারও বিস্মৃত হন নাই, তিনি কিরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্যতা রাখেন, তাহা তিনিই নির্দ্ধারণ করিবেন।

(ছ) বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-চরিত্র দুর্ব্বোধ্য। "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" "বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি।" "আমি ত দুর্ভাগা, অতি বৈষ্ণব

... যোগে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব ... ।" প্রভৃতি বাক্যে বৈষ্ণব-চরিত্রের ... সূচিত হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা চরিত্রে সেইরূপ বহুজীবের বিচারে আসিতে পারে না। তাঁহারা কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে কি লীলার অবতারণা করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, আর জানে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ। আমরা বদ্ধজীব, আমাদের সেই সমস্ত লীলার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধ সঞ্চয় করা ব্যতীত আর অন্য কিছু লাভ ঘটে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞান-লাভ তাঁহাদেরই কৃপাসাপেক্ষ। চ্যাসেলিং র্যাটিচিউড বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে কে কবে সেই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন? সন্ন্যাসীর মেয়ে লোকের নিকট ভিক্ষা করিতে কোন বাধা নাই সত্য, কিন্তু তাহার সম্ভাষণে দোষ আছে। শুনিতে পাই, হরিদাসের সম্ভাষণে দোষ ছিল এবং রামানন্দের সম্ভাষণ নির্দ্দোষ ছিল। একস্থলে ইন্দ্রিয়ের বিকার পরিলক্ষিত হইয়াছিল, অপর স্থলে ইন্দ্রিয়ের বিকার লক্ষিত হয় নাই। হরিদাস মহাবৈষ্ণব ছিলেন, যিনি গুরুর অদর্শনজনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর লীলা কে বুঝিবে? তিনি নিজ জনের দ্বারা দণ্ডযোগ্য কাজ করাইয়া এবং সেই দোষের জন্য তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়া অপরকে শিক্ষা দেন। নিজজন ব্যতীত এ দণ্ড অন্য আর কে সহ্য করিবে? শ্রীরামের শম্বুক বধে পতন এইরূপ লীলারই অন্তর্গত। এই সমস্ত লীলাতে জগতে যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একরূপ বর্ণনাতীত। আমরা বৈরাগী ভক্তসমাজ হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করেন। শ্রীরামের প্রতি শ্রীরাধার দণ্ড-প্রদান লীলায় আমরা তুলসী ও শালগ্রামকে পাইয়াছি। কিন্তু দণ্ডে হরিদাস ও শ্রীরাম প্রভৃতির পারমার্থিক কোন ক্ষতি হয় নাই। ইহা সেই লীলা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

উপসংহারে লেখকমহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি চৈতন্যের ধর্ম সম্বন্ধে এত কথা বলিতেন না। পরের ধর্ম নিন্দা করা তাঁহার স্বভাব নয়। 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজকে'র লেখক তাঁহাদের মত গুরু শঙ্করদেবকে নিন্দা করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি এত কথা বলিলেন। গ্রন্থ-লেখক মনে রাখিবেন, যদি তিনি পুনরায় পরের ধর্মে হস্তার্পণ করিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার অবলম্বিত ধর্মটী যে বৈষ্ণব-ধর্ম নাম পাইবারই অযোগ্য, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণে প্রমাণিত করিয়া আরও এক সিদ্ধ প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইবেন।

উত্তরে আমরা বলি যে, আমাদের গ্রন্থে কোন স্থানে শঙ্করদেবকে নিন্দা করা হয় নাই, কোন স্থানে তাঁহার চেষ্টা চরিত্রের উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে তাঁহার মতের আলোচনা করা হইয়াছে এবং অতি নিরপেক্ষ ভাবে। সেই আলোচনার সহিত আনুষঙ্গিক-ক্রমে অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মমতের আলোচনাও সন্নিবেশিত আছে। সত্য প্রচার করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যাঁহারা, সম্প্রদায়ের অছিলাতে দর্শের আলোচনা বন্ধ করিতে যান, যাঁহারা নিজ ধর্ম-মতের বিরুদ্ধে কোন আলোচনা শুনিতে অধৈর্য্য প্রকাশ করেন, তাঁহারাই অসত্যের পক্ষপাতী—তাঁহারাই সত্যের বিলোপ-সাধন-প্রয়াসী—তাঁহারা কখনই নিরপেক্ষ নহেন। পরের ধর্ম নিন্দা করা লেখকমহাশয়ের স্বভাব নয়—ইহা আমরা বাল্যকাল হইতেই জানি। বার্দ্ধক্য কালে তাঁহার বোধ হয় স্মরণ নাই যে, 'শঙ্করদেব' নামক গ্রন্থখানি তাঁহারই লিখা এবং উহা 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজক' নামক গ্রন্থের বহু পূর্ব্বে লিখা। তিনি উক্ত গ্রন্থে শাস্ত্রের যে আলোচনা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি শাস্ত্রালোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে শাস্ত্রের এক কাণাকড়িরও জ্ঞান নাই, তাহা পাণ্ডিত মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর অবৈষ্ণবতা প্রমাণের জন্য তিনি কোন শাস্ত্রই পাইবেন না ইহা তিনি স্থির জানিয়া রাখুন। মহাপ্রভু নিজেই শাস্ত্র। শাস্ত্র শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইতে পারে না। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতাকে যিনিই উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনিই অবৈষ্ণব প্রমাণিত হইবেন। মহাপ্রভুকে অবৈষ্ণব প্রমাণ করিলে জগতে কেহই বৈষ্ণব থাকিবেন না, শঙ্করদেব ত নাই-ই। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। মহাপ্রভুর উপরে কলম ধরিতে গেলে সব ব্যর্থ-লিখন হইবে এবং এই লিখনের অসারতা প্রদর্শন করিতে চৈতন্যীয়ার পদরজঃপ্রার্থী অতি নগণ্য ভৃত্যও সমর্থ। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি লইয়া কাহারও শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে,—

"চৈতন্যভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

উপসংহারে আমরা লেখকমহাশয়ের চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করি যে, সত্যের খাতিরে যদি কোন কথা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকি, তিনি যেন তাহা সত্যের খাতিরেই ক্ষমা করেন। এইরূপ উদ্বেগ সত্য-প্রচারকগণ চিরকাল আমাদিগকে দিয়াই আসিতেছেন এবং তাঁহাদের হাস-দুঃখে আমাদের ... কথা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রভুর ভোগৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানই ভৃত্যের সেবা। তিনি সমালোচনার দ্বারা আমাদিগকে যে সেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান জগতের ধারণা যে, কালী, দুর্গা, শিব, মনসা, চণ্ডী, ঘেঁটু, মাকাল, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকল দেবতাই সমান। সকলকে সমান-ভাবে অর্চ্চন করিতে হইবে, সমাদর করিতে হইবে, সকলের নিকটেই আমাদের ভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহা হইলে আর কোন অভাব অসুবিধাই থাকিবে না। যে দেবতার কাছে যে অধিকারটা আছে, তাঁহাকে পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি মুক্তহস্তে তাহা দান করিবেন। বাস, তা'হলে আর চাই কি?

আমাদের বর্ত্তমান ধারণায় যিনি সায় দিতে পারিবেন, তিনিই মস্ত বড় প্রচারক, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনি পরমহংস ইত্যাদি।

* * * স্বামী বলিয়াছেন, "যার যেরূপভাবে ইচ্ছা ডাকুক না কেন, যে কোন দেবতার শরণ লউক না কেন, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। কর্ম্ম কর, কর্ম্ম করিতেই শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশটুকু গ্রহণ করিলেও তাহার পরেই যে কথাটী বলিয়াছেন—

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ
বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো
গতিঃ॥ (গীতা ৪।১৭)

সেকথাটি আর শুনিবে না, কোন্‌টী কর্ম্ম, কোন্‌টি অকর্ম্ম, কোন্‌টী বিকর্ম্ম—এ বিচার করিতে গেলে আর তোমার সুবিধা হইবে না। কর্ম্ম—যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম, সুতরাং নির্ব্বিচারে কর্ম্ম চালাও, ভগবানের আদেশ পালন করিলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে সুখে রাখিবেন। তিনি কর্ম্মফলত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, দেশের দশের কাজ কর, স্কুল কলেজ স্থাপন কর, দাতব্য চিকিৎসাগার স্থাপন কর, অন্নদান বস্ত্রদান করিতে থাক, দেখিও ভগবান্‌কে উপযাচক হইয়া কৃপা করিতে হবে।"

হায়রে অন্ধ জগৎ, তোমরা কি এতই দুর্ভাগা হইয়াছ যে, তোমাদের চক্ষের সম্মুখে যে বস্তুটা পড়িয়া রহিয়াছে, একবার ... ফিরিয়া একবার চেয়ে দেখিবে না? মৃত্যু ... যে তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তথাপি কি তুমি দীক্ষা করিবে না? মৃত্যুর গ্রাস হইতে নিজেকে বাঁচাইবার কি তুমি কিছুই উপায় পাইতেছ না? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া সম্মুখের দিকে তাকাও—স্বদেশের দিকে তাকাও—নিজ আত্মীয়, পরমাত্মীয়, পরমস্বজন কৃপাময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অমৃতের সন্তান তোমরা, কেন মৃত্যুপথে পুনঃ পুনঃ গমন করিতেছ? পরম করুণ পরম পিতা পরমেশ্বরের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় লইলে আর ভয় থাকিবে না, শোক থাকিবে না, মৃত্যু থাকিবে না। অশোক অভয় অমৃত পাদপদ্মে শরণ লইলে, অভয় ধামে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিলে শোক করিতে হইবে না, মৃত্যুর ও সেখানে যাইবারই উপায় নাই।

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥"

ঐ শোন, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী, নষ্টদৃষ্টি কলি-জীবের জন্য উদিত সেই পুরাণ-সূর্য্যের আলোকে অবস্থান করিতে পারিলে, তাঁহার অভয় বাণী শ্রবণ করিলে আর ভয় থাকিবে না। একবার কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মন নিবেশিত করিতে পারিলে, তাঁহার গুণাবলীতে অনুরাগী হইতে পারিলে যমদূত কেন, স্বয়ং যমরাজ পর্য্যন্ত সম্মুখে আসিতে পারিবেন না, সম্মুখে আসা ত' দূরের কথা, স্বপ্নেও তাঁহাদের দর্শন লাভ ঘটিবে না।

পিতা পুত্রের প্রতি স্বতঃই স্নেহশীল। পুত্র দুর্বুদ্ধিবশতঃ পিতার অবাধ্য হইলেও দয়ালু পিতা ত পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাই পরম দয়াল পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার সন্তানগণের জন্য সকাতরে উপদেশ করিতেছেন, জীবগণের দুর্বুদ্ধি দর্শন করিয়া তাহাদের সুবুদ্ধি দিবার জন্য তাঁহার অমৃতস্রাবী উপদেশ বর্ষণ করিতেছেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি, 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে [illegible]

(আটগড়)

প্রচার-প্রসঙ্গ

আটগড়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিব্রাজকাচার্যগণ কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্মের প্রচার উড়িষ্যার বর্তমান ইতিহাসের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজের অসমান্য লোকাতীত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই এই মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের সফলতার মূল কারণ। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরে শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে আটগড়ের শাসন ব্রাহ্মণ-সমাজের পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর রথ কবিচন্দ্র মহোদয় "স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তির অবতার, ইহা তাঁহার হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস"—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি বাট বৎসর বয়স পর্যন্ত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের যথার্থ অর্থ এক্ষণে শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ভগবৎ-কৃপায় অদ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ 'জীবকে ভগবানের সমান বিচার করা অসঙ্গত' ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা পণ্ডিত মহাশয়কে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের অসাধারণ ধৈর্য্য এবং সুস্নিগ্ধ সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় মীমাংসাসমূহ চিত্রাপিতের* ন্যায় প্রত্যহ দুবেলা একাদিক্রমে ৫।৬ ঘণ্টা শ্রবণ করিয়াও শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আটগড়ের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে স্বামীজির পীযূষবর্ষিণী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্থায়ী মঙ্গলের সূচনা করিয়াছে, আটগড়বাসী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

আটগড়ে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের নগরকীর্ত্তন, স্বামীজির অলৌকিক ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এই নগরকীর্ত্তনে রাজা সাহেব-প্রমুখ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যোগদান করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামীজিদ্বয়ের পারমার্থিক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এই দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম—ইহার সম্যক্ বর্ণনার শক্তি আমার নাই। প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তজ্জন্য আপনাকে ধন্য মনে করি।

আটগড়ে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত জিজ্ঞাসু এবং সর্ব্বদাই স্বামীজিদিগের নিকট উপস্থিত থাকিতেন। তাহার ফলে বহু অত্যাবশ্যক প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হইয়াছিল। তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই। সংক্ষেপে কয়েকটী সিদ্ধান্ত মাত্র উল্লেখ করিব।

শ্রীভগবানের সেবা বা ভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণিত, সর্ব্বজীবের সনাতন-ধর্ম্ম। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, ভক্তির অঙ্গীভূত না হইলে তত্তৎপন্থা অবলম্বনে জীবের সংসার-বন্ধন মাত্র লাভ হয়।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর এবং সেবা অপ্রাকৃত। উহার প্রকৃত স্বরূপ কেবলমাত্র সাধুদিগের নিকট অবগত হইতে পারা যায়। যিনি নিজে শ্রীভগবানের সন্ধান পান নাই, তিনি অপরকে সে সন্ধান দিতে পারেন না, সাধুগণ শ্রীভগবানের সন্ধান প্রদান করিয়া বদ্ধজীবের অজ্ঞানতা দূর করিতে সমর্থ। অজ্ঞানতা কিংবা অবিদ্যা সমস্ত অনর্থের মূল। অজ্ঞানতা দূর হইলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়। সদাচার-সম্পন্ন হইয়া সাধুদিগের শ্রীমুখে শ্রদ্ধার সহিত হরি-কথা শ্রবণ করিলে বদ্ধজীবের অনর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে সদ্গুরুর কৃপায় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইলে যাবতীয় কার্য্য ভগবৎ সেবায় পরিণত হয়। ইহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র চরম প্রয়োজন।

শাস্ত্র ভগবানের বাণী। ভগবান্ শব্দরূপে সাধুদিগের শ্রীমুখে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। শাস্ত্র জীবের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ নহে, অনর্থ-যুক্ত জীব শাস্ত্রের অপ্রাকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না, বদ্ধজীব স্বীয় জড় প্রতিভা দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া—নানারূপ ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি করে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজে বঞ্চিত হয় এবং অপরকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে, সাধুগণ এই প্রকার বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয় শ্রেণীর ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং তাঁহাদের বাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে কোন রূপ অমিল হইতে পারে না। তাঁহারাই প্রকৃত জগদ্গুরু। তাঁহারা কোন নূতন মতবাদ স্থাপন করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রীয় সনাতন ধর্ম্মের আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সেবা লাভ করিতে হইলে সাধু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, অনেকে সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া অশাস্ত্রীয় কুযুক্তি সমূহ প্রচার-দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেরূপ বঞ্চকের সেবা—করিলে ভয়ানক অমঙ্গল হয়। প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু এবং পরোপকারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য সকলকে সেরূপ বঞ্চকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রযুক্তি এবং নিজেদের আচরণ-দ্বারা জগৎ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা নানামুনির নানামতের অন্যতম অসম্মত মাত্র নহে। উহা প্রত্যেক জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। উহা কোন তথাকথিত প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবিষ্কার নহে। উহা চির পুরাতন এবং চির নূতন সনাতন সত্য, যাহা কোন জীব-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু যাহা সাধুদিগের হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় অচিন্ত্য স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সাধুগণ অশাস্ত্রীয় মতের স্রষ্টা নহেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের একান্ত সেবক। নিজে ভগবান্ হইবার দুরভিসন্ধি তাঁহাদের নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক। তিনি জীবকে সর্ব্বক্ষণ এবং সকল অবস্থায় "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্রসম্মত বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম। ইহা সর্ব্বজীবের অবশ্য পালনীয় একমাত্র ধর্ম্ম। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য কোন মন্ত্র কিম্বা স্বকপোল-কল্পিত অশাস্ত্রীয় ছড়াগান কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস করেন, তিনি কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে পারেন না। সনাতন ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম, উহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং শাস্ত্রসম্মত। গৌরবিহিত কীর্ত্তন চেতনের নিত্য ধর্ম্ম, উহা তৌর্য্যত্রিক কিম্বা অনর্থযুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপায় মাত্র নহে। পণ্ডিত-সমাজ কোন ব্যক্তি-বিশেষের স্বকপোল-কল্পিত অশাস্ত্রীয় মত কোন দিনই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন না—ইহা আটগড়ের পণ্ডিত-সমাজ স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়া সর্ব্বসাধারণের অশেষ কল্যাণবিধান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, নিরপেক্ষ শাস্ত্র-বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম যে কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম, ইহা সুপ্রমাণ করিবার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন মাত্রেরই আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক নিরপেক্ষ শাস্ত্রযুক্তির বিরোধী কোন কুমতের সমর্থন না করা আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

(কটক র‍্যাভেন্স কলেজের সিনিয়র প্রফেসর)

* 'কেবল' শব্দের পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাস্তি, নাস্তি, নাস্তি, তিন উক্ত 'এব' কার

ঝরিয়া প্রচার-প্রসঙ্গ

…র অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় প্রায় দুই সপ্তাহ কাল ঝরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট কোলফিল্ডে মাড়োয়ারী ও কাচ্ছী (কচ্ছদেশবাসী) ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন, প্রত্যহ বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মোটর যানাদি সহযোগে বহু ভদ্রলোক বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য আসিতেছেন ও তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে যাওয়ার আবেদন জানাইতেছেন। ঝরিয়া সহরে, ভাওরা ও জয়রামপুর কলিয়ারীতে প্রচারের পর বর্ত্তমান সময়ে খেমজী ডোগার পুত্র অর্জ্জুন খেমজী ভিসরা কলিয়ারীর প্রপ্রাইটারের অনুরোধে তাঁহার বাগান বাড়ীতে ৩।৪ দিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরম ধার্ম্মিক অর্জ্জুন খেমজী বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বৃন্দকে সর্ব্বান্তঃকরণে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। অর্জ্জুনবাবুর সুকৃতি বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন। ঝরিয়ার প্রচার উপলক্ষে শ্রীযুক্তবাবু যোগেশচন্দ্র রায় কোলিয়ারির ইঞ্জিনিয়ার এবং ক্যাপ্টেন পি' এম, ঘোষ, তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাসের এজেন্ট ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনলাল গোয়েঙ্কা প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণ বিদ্যাভূষণ প্রভুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকে বলিতেছেন, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত বহু বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু কৃষ্ণনাম লইতে হইলে দশ অপরাধ বর্জ্জনের কথা অদ্য প্রথম জানলাম, সেজন্যই যদি অপরাধ না থাকিত, তবে আমরা এত নাম করিতেছি, আমাদের নামের ফলে কৃষ্ণদর্শন এবং কৃষ্ণে প্রেম বাড়িতেছে না কেন? বরং ক্রমে ক্রমে সংসারে প্রেম (আসক্তি) বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণনাম হইতেছে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সজ্জন—স্থির

আত্মার ধর্ম্ম অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম্ম পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে স্বীয় অনুশীলনীয় বৃত্তি সংগ্রহ করে, সুতরাং তাহারা উভয়েই অস্থির।

তাৎকালিক বৃত্তির তাড়নায় দেহ ও মন নানাপ্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাঞ্চল্য-রহিত হইলে নিত্য-ধর্ম্মের স্থিরতা আত্মায় উপলব্ধ হয়। ভগবদ্ভক্ত পরিণামশীল অসদ্ বস্তুতে প্রবৃত্ত হন না। ভগবৎ-সেবায় চিত্ত-বৃত্তি নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে অস্থির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না। যে কালে মনোরথ অস্থির বস্তুর সেবায় ধাবিত হয়, তৎকালাবধি তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। হরিসেবাপর সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির বস্তু ভগবান্ স্থির-প্রকৃতি সজ্জনের অনুকূল অনুশীলনের বস্তু।

পতঞ্জলী ঋষির যোগদর্শন আলোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর-প্রণিধান-ফলে চিত্ত স্থির হয়। শম-দমাদির অভ্যাস ফলে যে স্থিরতার উদ্দেশ করা হয়, তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ব্ববৃত্তি। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্যবস্তু ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইলে অন্য অনিত্য বৃত্তির যোগে, সম্ভাবনা হয় না।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাঁহারা নিজ নিজ অভাবে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অজ্ঞানগ্রস্ত দুঃখী জ্ঞানে অন্য ব্যক্তির বস্তু জ্ঞানের সাহায্যে ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধ্যে বৈষম্য থাকিলে, অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায় উপেয়ের পার্থক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥"

সকল কার্য্যের স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য-বিশিষ্ট না হইলে ভক্তি স্বষ্ঠুতা লাভ করে না। অনাত্ম-ধর্ম্মে অনিত্যতা ও অস্থিরত্ব আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রমত্ত নহেন। সজ্জনগণ সকল অনুষ্ঠানেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

অতিবাড়ীর বাড়াবাড়ি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি)

আমাদের 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক' গ্রন্থের সমালোচনার দ্বিতীয় কিস্তিতে বেজবরুয়া মহাশয়ের অসংযত লেখনীর উদ্দণ্ড নৃত্য চরমতা লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভুর চরিত্রালোচনাই এবারকার সমালোচনার বিশেষত্ব। মতের আলোচনাকে চরিত্রালোচনায় পর্য্যবসিত করিয়া তিনি ন্যায় শাস্ত্রের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন। দুর্দ্দৌর্ব্বল্যই তাঁহাকে এইরূপ ঘৃণিত কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি এবং তাঁহার সমশ্রেণীর লেখক মহাশয়ের ধর্ম্মালোচনায় অতিবাড়ীর বিচার-প্রণালীই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমরা হরিকীর্ত্তন-বিষয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি।

গুরু উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কীর্ত্তনকারীকে অতিবাড়ী বলা হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রয়াসে গুরুবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না। "হৃদয় মাঝে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপুনি বিচারি চাও" বলিয়া যিনিই সত্যানুসন্ধানে রত হইয়াছেন, তিনিই অতিবাড়ীর বিচারের পোষকতা করিয়াছেন। সাধু ও শাস্ত্র একবাক্যে এইরূপ কীর্ত্তনকে গর্হণ করিয়াছেন। শ্রুত বিষয়েরই কীর্ত্তন হইয়া থাকে। বঙ্গভূমিকায় অবস্থিত আমাদের শ্রবণ ব্যতীত অন্যার্থবোধ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তিনি আমাকে তোতা পাখী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু আমার দোষ কোথায়?

"মহতের মুখে কথা শুনে অবিরত।
তেবেসে পুরুষে পাওয়ে ভক্তির তত্ত্ব॥"

—শঙ্করদেবের এই শিক্ষা অনুসারে মহতের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছি এবং নিষ্কপটে তাহার কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা ছাড়া আমি আর কি করিতে পারি?

'বাহ্নী'র ঐ সংখ্যায় 'কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী' প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় কৃষ্ণের ঐতিহাসিক অবস্থানে সন্দিহান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষর কোন আপুরুগীয়া মহেন্দ্রক্ষণত এই কৃষ্ণনামরূপ ফুল কৌয়ত ভারতী মালিনীর ফুলনিত সোমাল?"

বেজবরুয়া মহাশয় নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মহাপ্রভুর প্রকাশ ব্যাপারটীকে অবিশ্বাস করিয়া অবতার ও গুরুবাদ ধ্বংস-প্রয়াসী কোন এক ব্যক্তির একটী ইংরাজি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। লোকটির নাম দেন নাই। উক্তির মর্ম্ম সংক্ষেপে এই—আচার্য্য বা প্রেরিত পুরুষগণের অপ্রাকৃতানুভূতি শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি (*Hallucination*) ছাড়া অন্য আর কিছুই নহে। অসুস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট লোকের এইরূপ ভ্রান্তি অনিবার্য্য। মস্তিষ্কের এই অসুস্থতা এক প্রকার বীজাণুক্ষরিত বিষ (*Toxin*) অথবা গাঁজা ধুতুরাদি সেবন দ্বারা আনীত হয়। এই সমস্ত ব্যক্তি অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া নিজের উৎকর্ষতা লোকের নিকট জাহির করে এবং মূর্খ সমাজ তাঁহাদিগের অবস্থা না জেনে জন্য তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে 'প্রেরিত পুরুষ' 'অবতার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে। বস্তুতঃ যেখানে অজ্ঞতা ও বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, সেখানেই অবতারগণ নিজ মত অপরের উপর চাপাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করেন। তাঁহাদের মতই তখন একটা জনমত হইয়া দাঁড়ায়।" তাহা হইলে শঙ্করদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারণ ও রামানন্দের শঙ্কর-মাধবের একাত্মভাবে অবস্থান দর্শন প্রভৃতি অপ্রাকৃত দর্শনাভিমান বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক এবং বেজবরুয়া মহাশয়ও এইরূপ বহু অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিজের মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য বর্ত্তমানে বোধ হয় অনুতপ্ত। তিনি কি গুরুর বিশ্বাস লোকের নিকট কীর্ত্তন করিবেন, না নিজ গুরুর সম্বন্ধে অন্যের অবিশ্বাস কীর্ত্তন করিয়া গুরু-দ্রোহাচরণ করিবেন? ইহা যে কাকের কুলায় প্রতিপালিত কোকিলের নিজ বুলি বলার ন্যায় হইল। তিনি কোকিলের অনুকরণে গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে গেলেন কেন? কৃষ্ণ কিম্বা চৈতন্য সম্বন্ধে শঙ্করের বিশ্বাস এবং শঙ্কর সম্বন্ধে তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরুবর্গের বিশ্বাস কীর্ত্তন করা ছাড়া পুরুষের অনুগামিগণের আর উপায় কি?

কৃষ্ণ সম্বন্ধে শঙ্করদেবের বিশ্বাস কি ছিল, তাহা তাঁহারা আমাদিগকে বলিবেন। চৈতন্য সম্বন্ধে শঙ্করদেব কি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। শঙ্করদেব স্বরচিত পদ্মপুরাণ-গ্রন্থে চৈতন্যকে পালক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যথা—

মোর নিজ শুদ্ধধর্ম্ম ভক্তি যথ আর।
শাস্ত্রমূর্ত্তি ধরি মই করিবো প্রচার॥
কলিতে বৈষ্ণব মূর্ত্তি যতেক ধরিবো।
তোমরা আগত মই সমস্তে কহিবো॥
পালক বিষ্ণুর শক্তি সত্ত্বরূপ ধরি।
চৈতন্য চৈতন্য নামে জান নিষ্ঠ করি॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাবো কর্ম্মী ভক্তচয়।
সোহো নাম জপিবেক জানিবা নিশ্চয়॥

সুতরাং বিষ্ণুর চেষ্টা চরিত্র যে অলৌকিক হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

অবতারগণের জীবন অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত। আমরা কাহাকেও উহা বিশ্বাসও করিতে বলি না, আবার অবিশ্বাসও করিতে বলি না। শাস্ত্রমত দৃষ্টে উহাদের মতের আলোচনা করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। যদি কোন দিন তাঁহাদের লীলা চরিত্র বুঝিতে পারি বুঝিব, না বুঝিতে পারি না বুঝিব। লীলাবাদ কৃপা সাপেক্ষ। বিদ্বেষ-মূলে চরিত্রালোচনায় চরিত্রের হেয়তা দর্শন অনিবার্য্য। বেজবরুয়া মহাশয় লীলার কথা পাড়িয়া মহতের চরিত্র-দোষ অন্বেষণ করিতে গিয়া নীচতাই প্রকাশ করিয়াছেন।

লীলানুশীলনে কাহারও আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রত্যেকটি লীলার গ্রন্থকর্ত্তার তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিতে হইবে, তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে মহতের উল্লঙ্ঘনরূপ দোষ অনুশীলনকারীকে স্পর্শ করিবে। 'ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া' নীতির অবলম্বন কি মতের আলোচনায়, কি চরিত্রালোচনায় কোনটাতেই করিতে হইবে না। আবার আমাদের পক্ষের কথাগুলির অর্থ আমরা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব, তাহা প্রথম আমাদিগের নিকট শুনিতে হইবে। ইহাদের স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি অর্থ লইয়া প্রতিপক্ষকে বাগ্-বৈখরীর সাহায্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে যাওয়া পণ্ডিতের কার্য্য নহে। সত্যের আলোচনা হওয়া উচিত, অবমাননা নহে। পুনশ্চ বৈষ্ণব-পক্ষের কথার আলোচনায় অবৈষ্ণবের—তিনি যত বড়ই প্রতিষ্ঠাশালী হউন না কেন—সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে না। অবতারে বিশ্বাসই বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াসী নাস্তিকগণ, অবৈষ্ণবগণ,

বৈষ্ণবগণ কি বলিবে নাও বলিবে, তাহাতেও বৈষ্ণবের কি আসিয়া যায়।

চৈতন্য-চরিত-লেখক শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উভয়েই মহাপ্রভুকে পরতত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা যে সমস্ত লীলার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানময়, প্রেমময়, ক্রীড়াময়, প্রমাণ করিতে চাহেন, ঠিক সেই লীলাগুলির উল্লেখ করিয়া সমালোচক তাঁহাকে উদ্ধত, হাল্‌কা ও পাগল প্রমাণিত করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই সমস্ত লীলার ব্যাখ্যা বক্তার তাৎপর্য্যময়ী না হইয়া ব্যভিচার দশাই লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে।

(১) তিনি বলেন যে, চৈতন্যাবতারের উদ্দেশ্য নামধর্ম্ম প্রচার নহে, পরকীয়া প্রেমাস্বাদ করা। ইহাতে দোষ কোথায়? নাম হইতেই প্রেম হয়। প্রেম শৃঙ্গার-রসে চরমোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। ইহার অপর নাম মধুর রস এবং ইহা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ। পরকীয়া ভাবেই এই রসের অধিক প্রকাশ। শঙ্করদেবও কীর্ত্তন-ঘোষায় এই রসের পারিজাত কীর্ত্তন করিয়াছেন, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কলিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে অনেকে নাম দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শৃঙ্গার রসের সন্ধান জীবকে তাঁহারা কেহ বলেন নাই। ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ইহা সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিবার কাহারও যোগ্যতাও নাই। নামদান-কার্য্য যার তার দ্বারাই সম্ভব হয়, কিন্তু প্রেমদান-কার্য্যের জন্য কোন বিশিষ্ট অবতারের অপেক্ষা করিতে হয়। আর চৈতন্যের অবতার না হইলে ভাগবতের মাধুর্য্যপর ভক্তির অবস্থান জীবকে কে জানাইত? তিনি জগতে অবতীর্ণ না হইলে রসগ্রন্থ ভাগবতকে রসবির্জ্জিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াসই মনোধর্ম্মী সমাজে সমাদর লাভ করিত।

(২) তিনি নিমাইয়ের চাপল্যের উল্লেখ করিয়া বলেন—শঙ্করদেব গম্ভীর এবং ধীরমতি, কিন্তু চৈতন্য তাঁহার ঠিক বিপরীত। তিনি উদ্ধত, হাল্‌কা ও উন্মত্ত।

পঞ্চমবর্ষীয় শিশু নিমাইর চাপল্য বর্ণনা করিতে গিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন—

"ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥
হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্ম জন্মের কিঙ্করে॥
ভুবিল চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর॥"

কিন্তু তাঁহার চাপল্য প্রাকৃত মানব-শিশুর চাপল্য নহে। তাঁহার প্রত্যেকটী চাপল্যের এক মহান্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যথা, কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমারীগণের সহিত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া শিশু নিমাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ব্যতীত দেবতান্তর পূজায় জীবের পরাগতি লাভ হইবে না এবং তিনিই সেই কৃষ্ণ।

"কন্যাগণে কহে, আমা পূজ,
আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর॥"

তার পর তিনি—

'আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা॥'

গঙ্গাস্নানার্থী কর্ম্মকাণ্ডী বয়স্ক ব্রাহ্মণগণের সহিত উদ্ধতা প্রকাশ করিয়া তিনি এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঠাকুরালী সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতে সেই উপকৃত গুণগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ চৈতন্যের এইরূপ ব্যবহারে বেজবরুয়ার মত অসন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা মিশ্রের নিকট পুত্রের অন্যায় (?) ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—

কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এহেন নন্দন॥

আবার এই সমস্ত গুণগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন—

"জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এ সকল জন।
এসব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ॥
অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে॥

সুতরাং অভক্ত যখন এই ক্রীড়ার মাহাত্ম্য বুঝিবে না, তখন আর আমাদের এ লীলার আলোচনা করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন)

৪র্থ খণ্ড ৭৫ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়ের লেখা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলাম। একণকার শৌক্র-বিচারই জাতিবিচার। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ, তিনি গরু বা বৃষ হইলেও ব্রাহ্মণ, গোস্বামীর পুত্র গো+স্বামী হইলেও তিনি গোস্বামী। কিন্তু পূর্ব্বে জন্ম লইয়া বিচার হইত না, কর্ম্ম লইয়া বিচার হইত। গৃৎসমদ মুনির চারি পুত্র ছিল; পুত্রদিগের কর্ম্মানুসারে চারিপুত্রের চারি জাতি করিয়া দিয়াছিলেন—

গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

শ্রীহরিবংশে ১২৯অঃ (বোম্বাই পুঁথি)।

অন্যত্র—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভিৰ্দ্বিজাঃ॥

বায়ুপুরাণে পূর্ব্বভাগে ৩০ অ (এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত)।

অন্যত্র—

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং
প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।

বিষ্ণুপুরাণে (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-মুদ্রিত)

পূর্ব্বকালে ভূদেবগণের হৃদয় উচ্চ ছিল; তজ্জন্য তাঁহারা শৌক্র বিচার না করিয়া কর্ম্মবিচার করিয়া জাতির নির্ণয় করিতেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১১।৩৫।

চারি জাতির চারি বর্ণের অভিব্যঞ্জক লক্ষণ কহিলাম, সেই লক্ষণ যাহাতে থাকিবে, তাহাকে সেই জাতি বলিয়া নির্ণয় করিবে।

অন্যত্র—

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ
ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো
ব্রাহ্মণো ন চ॥ ৮॥

—মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৮৯অধ্যায়ে (বোম্বাই মুদ্রিত)।

যে সকল লক্ষণ শূদ্রে থাকে এবং ব্রাহ্মণে না থাকে, তাহা হইলে শূদ্র হইলে শূদ্র নহে এবং ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ নহে

ব্রাহ্মণ দশ শ্রেণীতে (কর্ম্মানুসারে) বিভক্ত—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ
শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো
বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্রিসংহিতায়াং।

মৎস্যাশী ব্রাহ্মণকে 'চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ' কহিয়াছেন।

গলে সূত্র বা দড়ি থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না (যদিও কলিকালের ব্রাহ্মণের লক্ষণ তাহাই),—

বিপ্রত্বে সূত্রমেবহি।

শ্রীভাগবতে ১২।২।৩।

হস্তে দণ্ড থাকিলেই দণ্ডী হয় না, হস্তে বেণু থাকিলেই যতি হয় না—

বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ।

শ্রীভাগবতে ১১।১৮।১৭

যজ্ঞোপবীতধারীকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না, ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা—

যো বক্ষ্যতি ... [illegible]
বিংশতিশ্চ ন ... [illegible]

ব্রাহ্মণঃ বিদুঃ॥ ৩৩।

যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞঃ মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ [illegible]

মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে।

পাপকর্ম্মীদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না—

যঃ স্বাধ্যায়ঃ সোমপশ্চাপ্যগ্নিমান্
সাধুক্রোশঃ সর্ব্বসহো নিরাশী।
ঋজুর্মৃদুরনৃশংসঃ ক্ষমাবান্
স বৈ বিপ্রো নেতরঃ পাপকর্ম্মা॥

ঐ শান্তিপর্ব্বণি ৬৩।৮

ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত, যথা—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপো দমশ্চ,
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমা চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

—ঐ উদ্যোগপর্ব্বণি ৪৩।৫।

সকল জাতি হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কারণ বিরাটপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো
অজায়ত॥

ঋগ্বেদসংহিতায়াং — ৮।৪।১৯
শুক্ল যজুর্ব্বেদ .. ৩১।১১
অথর্ব বেদ .. ১৯।৬।৬

ভগবান্‌ও ব্রাহ্মণের মান্য বাড়াইয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সকলে এক এক কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন,—

কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।

শ্রীভাগবতে ১০।৭৫।৪।

ভগবান্ কহিয়াছেন যে, আমি যজ্ঞে চরু পুরোডাশাদি ভক্ষণে সেরূপ আনন্দানুভব করি না, যেরূপ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া খাইয়া আনন্দানুভব করি—

নাহং তথাদ্মি যজমান হবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য মষ্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৮।

স্কন্দপুরাণে, কুমারিকা খণ্ডে ৪।২০।

ইঁহারা সে কি মৎস্যাশী বা পূর্ব্বরক্ত ভক্ষক ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে মহর্ষি নারদ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছেন—

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদময়ং বপুঃ।
নম্বঙ্গ ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং
মহৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১৪।৪১-৪২।

অর্থাৎ, হে রাজেন্দ্র! পুরুষের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ তপস্যা, বিদ্যা ও সন্তোষ দ্বারা

ভগবান্ বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া দর্শন করেন।

হে রাজন্! জগদাত্মা ভগবান্ ব্রাহ্মণগণের পাদধূলি দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করেন, ইহাদের চরণপদ্ম যে সুপাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পুনরায় ভগবান্ কহিয়াছেন যে, আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি—

ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।

শ্রীভাগবতে ৩।১৬ অ।

(ক্রমশঃ)

মেঘাবৃত অমানিশা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

একেতো অমাবস্যা রাত্রি, তাহাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আলোকবিহীন ধমনির অজানা-পথে চলা ভীষণ বিপজ্জনক। অন্য কোনও বস্তুর দর্শন তো দূরের কথা, নিজদেহের কোনও অংশ দৃষ্টি-গোচর হয় না। তখন কি মনে হয় না যে, আমি এখানে আছি কি নাই? তখন কি মনে হয় না শীঘ্রই আলোর প্রয়োজন? তখন কি ভয় হয় না যে, এই মুহূর্ত্তে যে কোন নিশাচর আমাকে আক্রমণ করিতে পারে? তখন কি আমরা ছটফট করি না? নিশ্চয়ই ইহার কোনটাই বাদ যায় না। বরং আরও কত প্রকার বিভীষিকা মনে উপস্থিত হয়।

ইহ-সংসারে আমরা যতগুলি জীব বিচরণ করি—ব্যবসায় বাণিজ্য, চাকুরী নফরী, কৃষি-শিল্প কত কি করিয়া সারা-জীবন সংসার পরিভ্রমণ করিতেছি, আমরাও ঐপ্রকার মেঘাবৃত অমানিশার দিশাহারা পথিকের ন্যায় নহি কি? আমরাও কি আমাদিগের স্ব-স্ব গন্তব্য-স্থানের বাস্তব কোন পথের সন্ধান পাইয়াছি?

পথের সন্ধান তো দূরের কথা, আমি বস্তুটী যে নিত্য চিন্ময়, অবিনাশী, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট, যে আমাকে 'আমি' দর্শন করিলে প্রতি ঘটে আমি দর্শন হয়, যে আমি আমার নিত্য সম্বন্ধযুক্ত সেব্য-বস্তুতে আশ্রিত, সে সম্বন্ধে কি কোন অভিজ্ঞান আমার আছে? নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং আমি তদপেক্ষা বিপদ্গ্রস্ত। আমার এই বিপদ দেখিয়াই জ্ঞানাঞ্জন শলাকা লইয়া, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। এই দিব্য আলোর সাহায্যে যখন স্বীয় গন্তব্যপথ ধরিলাম না, তখন আরও কত লক্ষ লক্ষ জন্ম আমার চলিয়া যাইবে, তাহার সীমা নাই।

শব্দের ব্যবহার

যেমন অর্থের সদ্ব্যবহার না জানিলে অপব্যয়িত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি প্রচুর অর্থাধিকারী হয়, তাহার সেই অর্থ যেমন অনর্থের মূল জনক অর্থাৎ পরপীড়নাদি কার্য্য ব্যতীত আর কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না, সেই প্রকার শব্দ-ব্যবহারানভিজ্ঞ জনের নিকট হইতে সংগৃহীত শব্দ যদি অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম ব্যক্তির গলাধঃকৃত হয়, তাহা হইলে সেই সকল শব্দ বদহজম হইয়া দুর্গন্ধময় উদ্গার দ্বারা স্বকীয়-পরকীয় অনিষ্টোৎপাত উপস্থিত করে। আধুনিক জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব অতি বিরল।

পাগলের হাতে দীপশলাকা বা কুঠার থাকিলে যেমন অনভিপ্রেত অবস্থায় অগ্ন্যুৎপাত অথবা ছেদন-ক্রিয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য, সেই প্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ মদিরা পানে প্রমত্ত জন অতিরিক্ত জড় পাণ্ডিত্য লাভ করিলে, অনুচানমানী হইয়া বিবিধ বাগ্‌বৈখরী দ্বারা পরপীড়ন আরম্ভ করিয়া দেয়। কারণ তিনি স্বয়ং পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করার দরুণ শব্দ-গ্রহণহীন। শব্দানুশাসনে তাঁহার অবধান না থাকায় বাস্তব শব্দ বিজ্ঞানে শব্দাধিষ্ঠান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

ইঁহারা কখনও শব্দের বিজ্ঞরূঢ়ি বৃত্ত্যবলম্বী নহেন। অজ্ঞরূঢ়ি অর্থাৎ অচেতনবৎ জড় বৃত্তিধারী। ইঁহাদিগের শব্দ যোনী ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শব্দের কোন বাস্তব বীজ উপ্ত হয় না। শব্দের চেতন ক্রিয়ার কোনও স্পন্দন না থাকায় ইঁহাদের শব্দে কোনরূপ স্থায়ী আনন্দ নাই। শব্দের নির্ম্মল আনন্দের অনুসন্ধান ইঁহারা করেন না। সমল শব্দে বিমল আনন্দ থাকে না।

শব্দে যে কি বিমলানন্দ—নিত্যানন্দ তাহা ভাগবত ও তদনুগজনই জানেন। তাঁহাদিগের আনুগত্যে শব্দাভিধান আলোচিত হইলে শব্দের বাস্তব ব্যবহার জানা যায়।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব, দেবর্ষি নারদ, মহামুনি বেদব্যাস, মুক্তকুলচূড়ামণি পরমহংস শ্রীশুকদেব ও "শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ" গোস্বামী ষট্‌ক শব্দ-দ্বারা যে একমাত্র শব্দী (শ্রীচৈতন্য), প্রভুর সেবা হয়, তাহার আদর্শ দেখাইয়া আচার্য্যবর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

আজ তাঁহাদেরই প্রচারিত শব্দ-বিজ্ঞান এই শ্রীময় কোলাহল-পরিপূর্ণ বিশ্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, একমাত্র শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার-সভ্যবৃন্দ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ। যাঁহারা বিশ্বের কোলাহল হইতে শ্রবণযুগল ছুটি করাইয়া শব্দবিজ্ঞানের সেবা করিবেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন শব্দের ব্যবহার।

আমি সত্য চাই না কেন?

(শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমি সত্য চাই না কেন, এ কথাটী আলোচনা করিতে হইলে "আমি কে" এবং "সত্য কি বস্তু" এই বাক্যদ্বয়ের বিচার করিলে আশা করি আমাদের প্রশ্নের সমাধান হইবে। (ক) আমি কে—আমরা আমাদের বদ্ধাবস্থায় যাহাকে আমি বলি, সেটী আমাদের লিঙ্গ ও স্থূল দেহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করে না; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপেতে আমি আমার লিঙ্গ ও স্থূল দেহ নহি। এ দুটী ভিন্ন অন্য একটি বস্তু, তাহার নাম জীব। তাঁহার পরিচয়,—তিনি চিৎকণ এবং সেই চিৎসূর্য্য-স্বরূপ ভগবানের অংশ বিশেষ। ভগবদ্দাস্যই তাঁহার স্বরূপের বৃত্তি। যথা:—

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর॥

—প্রেমবিবর্ত্ত।

এটী আমার স্বধর্ম্মের অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থার কথা, কিন্তু যৎকালে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-বশতঃ আমার ভোগ-বাঞ্ছা আসিয়াছে, তৎকালে মায়া-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় আমার শুদ্ধ স্বরূপ, লিঙ্গ ও স্থূলদেহ দ্বারা আবৃত হইয়াছে। এই আবরণ-হেতু পিশাচী পাইলে যেমন মতিমান ব্যক্তির মতিচ্ছন্নদশা ঘটে, আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছে অর্থাৎ আমি যে কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া মায়ার দাস হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন চৌরাশি লক্ষ যোনিতে নানা আকারে ভ্রমণ করিতেছি। যথা:—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥

—প্রেমবিবর্ত্ত।

তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহাকে 'আমি' বলিতেছি, সেটী আমি নহি, সেটী পিশাচ-গ্রস্ত ব্যক্তির যেরূপ স্বরূপ-বিভ্রম ঘটে, আমারও তদ্রূপ ঘটায় অন্য একটী বস্তুকে 'আমি' বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। লিঙ্গ ও স্থূল দেহ প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত বস্তু বলা হয়।

(খ) সত্য কি বস্তু—সত্য অর্থাৎ যাহা সদা বর্ত্তমান। যাহা অনাদি অনন্ত কাল হইতে অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাকে কালের প্রলয়াগ্নি স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা একমাত্র ভগবান্ হইতে নিঃসৃত হইয়া শুদ্ধ-হৃদয়ে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তু।

তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাহাকে আমি 'আমি' বলিতেছি, সেটী নিত্য 'আমি'র অনিত্য লিঙ্গ ও স্থূলাবরণ মাত্র। সেই অনিত্যাবরণে আত্মবুদ্ধি হেতু অনিত্য আমি যে অপ্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে যাই, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। কেন না "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" সুতরাং প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত বস্তু গ্রহণে অক্ষমতা-প্রযুক্ত যখন সত্য বস্তু আমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন উহা গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিয়া থাকি এবং যেটী সত্য নহে, আমার সহিত সম-স্বভাব-সম্পন্ন বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত, সেটীকে গ্রহণ করিয়া ঢেঁকি ভজিলেই ভগবানকে পাইব, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হইয়া থাকি। কিন্তু মহাজনগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য গাহিতেছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

তাই বলি, হে মোহান্ধ জীব, যদি সত্য বস্তু কি জানিবার প্রকৃত অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সদ্গুরুর শ্রীচরণে প্রপন্ন হও। নচেৎ ক্ষণভঙ্গুর দেহ কোন্ দিন ছাড়িতে হইবে এবং সত্যও আর জানা হইবে না।

প্রচার প্রসঙ্গ

সাহারাণপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহদাস মুখোপাধ্যায় ব্রজবাসী মহোদয় শ্রীপাদ নীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সহিত আম্বালা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে সাহারাণপুর নগরীতে আগমন করিয়াছেন। তথায় শ্রীযুক্ত এস, এন, ভট্টাচার্য্য এম,ডি, এ, শেঠখুব চন্দ, রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাটিয়া ডেপুটী কালেক্টর, ইউ, এন, ব্যানার্জ্জী এ এম, সি, ব্যানার্জ্জী ডাক্তারদ্বয় এবং আরও অন্যান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি নানাভাবে তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— অথবা —
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যান্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৵০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calc

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

[illegible] গৌড়ীয় [illegible]

২১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৩

প্রয়োজন

(ভগবৎসেবা অগ্রে কি জীবসেবা অগ্রে ?)

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্তে" অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধি লোকেও কোন প্রয়োজন উদ্দেশ না করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আমরা জীব মাত্রই কার্য্য-শক্তির ব্যবহার করিতে পারি। তদর্থে আমাদিগের কতকগুলি ইন্দ্রিয়ও ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। সংসারে যে-সকল ব্যাপার চলিতেছে, তাহা মনুষ্যগণের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কোন বাসনা সঞ্জাত। ঐ বাসনার প্রেরক প্রয়োজন। যখন আমাদের আহারাদির বা যে কোন ঐন্দ্রিয়িক তর্পণাদির প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূতা প্রণালীর অবলম্বনে এবং কোন প্রকারে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইলে তদপসারণার্থ প্রতিভার সাহায্যে নূতন পন্থা আবিষ্কার-দ্বারা তৎ তৎ প্রয়োজন সাধনে সচেষ্ট হই। স্থানান্তরে যাত্রাগণের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক বা বায়বীয় যানাদির উদ্ভাবনে জগতে আর্থিক সম্প্রদায়ের কত অধিক সুযোগ হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ। মনুষ্যগণের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস না করিলে প্রত্যেকে তাহার সমুদয় শারীরিক অভাব-নিচয়ও দূরীভূত করিতে অক্ষম হন; সুতরাং কোন প্রণালী উদ্ভাবন দ্বারা সামাজিকনীতি পালন পূর্ব্বক পরস্পরের পোষণ ও অভাব-নাশাদি কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। এইরূপ সামাজিক নীতির পরিপুষ্টিই বর্ণাশ্রমব্যবস্থা। রাজ্যের প্রজা-পালনার্থ রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ। এবম্প্রকার জগতের প্রত্যেক কার্য্যের মূল বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে, কোন প্রয়োজন আমাদিগকে তাহাতে পরিচালন করিতেছে।

শুধু মানব-জাতি নহে, পশুপক্ষিকীট-পতঙ্গাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য যাবতীয় প্রাণীই প্রয়োজন-প্রেরিত। তাহাদের প্রয়োজন ও আমাদের প্রয়োজনে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। যেহেতু তাহারা আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ব্যবহার প্রভৃতি কয়েকটী দৈহিক অভাব মোচন করিলেই তৎপ্রয়োজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি মানবেতর জীবগণের মধ্যেও নানাপ্রকারে বুদ্ধি-চালনার পথের পরিচয়, বিজ্ঞগণ বুঝিতে পারেন। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে জীবসৃষ্টির চরম পরিণাম-স্বরূপ মানব তাহার ইন্দ্রিয়-দ্বারে চৈতন্যের প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এই হেতু ইদানীন্তন জগতে তাহাদের ভোগমুখী বুদ্ধিধারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতিকেও দাসীত্বে নিয়োগ করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া ফেলিয়াছে। বিকচিত চৈতন্য মানব জাতি যতই তাঁহাদের চৈতন্যের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, ততই ক্রমশঃ পার্থিবী উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগৎকে স্তম্ভিত করিতে থাকিবে। আবার ইহা অপেক্ষা পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশে ঐ সকল প্রকৃত প্রয়োজনতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারে।

যতক্ষণ আমরা দেহাত্মবাদী থাকি অর্থাৎ মনে চিন্তা করি যে, এই যে স্থূল দেহ, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, ততক্ষণ এই দেহের সংবর্দ্ধন, পুষ্টি-সাধন, রোগনিবারণ ইত্যাদি কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আবার আমার ইন্দ্রিয়ের নানাভাবে তৃপ্তিসাধক ব্যক্তি বা প্রাণিবর্গকে আত্মীয় বোধে তাহাদেরও দৈহিক অসুবিধা দূর করিতে প্রধাবিত হইয়া থাকি। অনাত্মীয় বা অন্য কোন জীবের ক্লেশ দেখিয়াও সহানুভূতির সাহায্যে তাহা আপনাতে আরোপ করিয়া তাহার ক্লেশনিবারণ-দ্বারা পরোপকার বা জীবে দয়া করিবার ছলনা প্রদর্শন করি। কেহই মনে করিবেন না যে, এই প্রকার জীবে-দয়া কদাপি স্বার্থশূন্য হইয়া থাকে। পর-লোকে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিগণেরও ভাবিষ্যৎ ভোগলাভরূপ আত্মসুখতাৎপর্য্যই এইপ্রকার কার্য্যের প্রেরক। ইহসর্ব্বস্বগণের প্রতিষ্ঠাশা বা প্রত্যুপকারপ্রাপ্ত্যভিলাষ প্রবৃত্তির অভিনিবেশ যে এই কার্য্যে প্রণোদিত করে, তাহা অল্পমতি বালকও সহজে বুঝিয়া লয়। একটু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অল্প-মাত্র চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন, এই জগতে জীবে দয়া, পরোপকার, সেবা প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত সাহিত্য, জড়নীতি, ইতিহাস আদিতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা দেহাত্মবাদের প্রয়োজন-পর্য্যায়ে অবস্থিত মাত্র।

একটু চিন্তা-শীল ব্যক্তি জাগতিক সমুদয় ব্যাপারের নশ্বরতা ও ক্ষণিকতা উপলব্ধি করিয়া যখন মনোদেহে অবস্থিত হয়েন, তখন অপেক্ষাকৃত অধিককালস্থায়ী, অল্পবিঘ্নযুক্ত প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে বদ্ধ-পরিকর হন। কখনও বা আধিকারিক দেবগণের প্রদত্ত উপকার স্মরণে, কদাপি পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা অধিককাল-ব্যাপী সুখভোগলালসায়, অল্প সময়ে ক্লেশ-প্রাপ্তি-নিদান পরমাত্মার সহিত কৈবল্য-লাভাশায়, অথবা ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মুমুক্ষা-প্রণোদিত হইয়া যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ বা জ্ঞানাদি মনোধর্ম্মের নানা মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তখন স্বর্গনরকাদির বিচার, নানা দেবদেবীর সন্তোষ সাধন, বিভূতিলাভ বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি ভুক্তি মুক্তি আশাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব দেহাভিনিবেশ কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ-হেতু তৎকর্ত্তৃত্বতৎপরতার অনাদর করিয়া বর্ত্তমানে মনোধর্ম্মেরই প্রাধান্য-স্থাপনে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রয়োজন অপেক্ষা পর পর প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠতার বিচারে আমাদের কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। সেই অবস্থায় অবস্থিত হইলে কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসার উত্তর আপনচিত্তেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, অন্যোপদেশের অপেক্ষা নিরস্ত হয়।

কিন্তু সৌভাগ্যশালী মানব যখন সাধুকৃপাক্রমে আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ভগবানের অণুশক্তিরূপে অনুভূতির বিষয় করিতে পারেন, তখন তাঁহার জড়াভিনিবেশ বা চিদাভাসে আসক্তির একান্ত পরিহার দ্বারা প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় এবং তৎসঙ্গে প্রয়োজনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচারেই সর্ব্বজগদ্ব্যাপার নিরূপিত হইয়া থাকে। বালকগণের বুদ্ধির অল্পবিকাশ-কালের প্রয়োজন কদাপি যুবকের স্বপ্রকাশিত বা বৃদ্ধের বা অভক্তের পূর্ণ-বিকচিত চেতনের প্রয়োজনের সামঞ্জস্য করিতে পারে না। জীব আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেখিতে পায়, সে পূর্ণচেতনের সেবকসূত্রে অবস্থিত এবং জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবৎসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হওয়ায় তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা একমাত্র প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে সে কদাপি আবদ্ধ থাকিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণে যত্নবান্ হইয়া পুনরায় অজ্ঞানে মুগ্ধ হইতে চায় না। যে দুর্ব্বুদ্ধি কোন কালে দৈবাৎ ঘটনার ফলে তাহাকে ত্রিগুণিত পিঞ্জরের মধ্যে পাশবদ্ধ হইয়া অবস্থান ও কোটি কল্পকাল মায়ার দাসত্বে অসংখ্য যোনি-ভ্রমণ-দ্বারা ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হইতেছে, একবার জ্ঞান লাভ করিলে আর কোন্ জীব সেই জালে পুনঃ পতিত হইবার প্রয়াস করিবে? যাঁহাদের সুকৃতির উদয়ে সৎমাত্র, সাধুসঙ্গে অবস্থানের সুযোগ ঘটে, এবং তৎফল-স্বরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়, তাঁহাদের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য থাকিতেই পারে না। এই পরম প্রয়োজন ব্যতীত অন্যান্য অবর প্রয়োজন-সাধনে তাঁহারা বৃথা কালক্ষেপ করেন না। যেহেতু অবর প্রয়োজন-স্বরূপ দৈহিক বা মানসিক যাবতীয় পার্থিব বা অপার্থিব ব্যাপার অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া যায়। তথাপি তাঁহারা তাহাদিগের প্রার্থনা কোন প্রকার প্রয়াসলেশও করেন না। সর্ব্বদাই তাঁহারা মায়াতীত হইয়া পরম প্রয়োজনের নিত্যমিলনের সেবা ব্যাপারে নিয়োজিত থাকেন। এমন কি, তজ্জনিত নির্ম্মল আনন্দ উপস্থিত হইলেও তাঁহার সেবার বাধা গণনায় নিজ-দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া অনুশোচনার লীলা প্রদর্শন করেন।

যতদিন না আমরা রসগোল্লা প্রভৃতি উত্তমতর মিষ্টান্নের আস্বাদ পাই ততদিন, যেমন গুড় বা চিনিকেই উত্তম রস জ্ঞানে তাহাতেই প্রীতিযুক্ত থাকি, কিন্তু উন্নততর রসাস্বাদের সুযোগ একবার পাইলেই নিতান্ত দায়ে না পড়িয়া কখনও নিকৃষ্ট রসকেই একান্ত আশ্রয় করি না। আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই যে, দেহাত্মধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি-গণেরও প্রয়োজনের তারতম্য বিচারে কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বোধ অনিবার্য্য হয়। তখন লঘু কার্য্য রাখিয়া গুরু কার্য্যই সকলের অবলম্বনীয় হয়। সুতরাং কর্ম্মিগণের বা জ্ঞানিগণের বিচারে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যগুলিও প্রকৃতিস্থ স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরম প্রয়োজন না হওয়ায় তৎপরিহার এবং ভগবৎসেবারই ঐকান্তিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অবশ্য জড়ীয় বা চিদাভাসিক বিচারে ঐ ঐ কার্য্যগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, আবার ভগবদনুশীলনের অনুকূল হইলে ঐ গুলিও পারমার্থিকের পরিহার্য্য হইবে না। অতএব প্রয়োজন বিচারই যখন আমাদের সমুদয় কার্য্যের একমাত্র নিয়ন্তা, তখন মন্দমাত্রগণও বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবৎ সেবা অগ্রে কি, তথাকথিত জীব-সেবা অগ্রে ?

যে সেবা নিত্যকাল স্থায়ী নহে, তাহা 'সেবা' শব্দের অপব্যবহারে পর্য্যবসিত। সুতরাং আধুনিক ধারণায় জীব সেবা ও লৌকিক বা ব্যবহারিক ভোগাভিলাষ মাত্র। ভগবৎসেবাপথে অগ্রসরগণের প্রতি প্রতিকূল বিষয়ের পরিহারে কঠোর নিয়ম পালনই শাস্ত্রাদেশ এবং বিজ্ঞগণের পরীক্ষা সিদ্ধ।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান জগতের ধারণা রাম, শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, কালী, চণ্ডী, বিষ্ণু, ঘেঁটু মাকাল, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের সকলেই এক একটী স্বতন্ত্র ভগবান্ এবং সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে হয়, নতুবা একের মনস্তুষ্টি করিয়া অন্যকে বন্দনা না করি, তাহা হইলে

আমাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি দিয়াই করিয়া আমাদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করাইবেন। তাই যাঁহারা এই কথায় সায় দেন, তাঁহারাই বড় ধার্ম্মিক, বড় প্রচারক অথবা মহাপুরুষ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন।

অনেকের মুখেই শুনিতে পাই— বলিয়াছেন, কালীই শিব, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, আল্লা, খোদা, গড্ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অতএব যাঁর যে কোন নামে ইচ্ছা, ডাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্রে ভগবৎ-তত্ত্বকে কিরূপভাবে বর্ণন করিতেছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, যিনি লোকপিতামহ নামে খ্যাত, যাঁহার সহস্র মহাযুগে একদিন হয়, তিনি আমাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী বলিয়া তাঁর জ্ঞান আমাদের অপেক্ষা কত বেশী। তার উপর আমাদের কেবল একটী মাত্র মস্তক। সেই এক মস্তকের দ্বারা গবেষণা করিয়া আমরা আপনাকে কত বড় জ্ঞানী, কত বড় একটা হোমরা-চোমরা লোক মনে করি এবং সেই একটা মাথার বুদ্ধির দৌড় লইয়া আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে বিচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি এবং কতই না গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দেখাই,—'আমি ঈশ্বরের এবিষয়ে অস্তিত্ব স্বীকার করি না, ঈশ্বর নিশ্চয়ই এইরূপ নহেন, ঐরূপ ইত্যাদি।' আবার কেহ যদি আমার কথায় সায় না দিয়া প্রতিবাদ করেন, অমনি তাঁহাকে অকথ্য কুকথ্য বলিয়া গালি দিতেও ত্রুটী করি না, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বহুদিনের পুরাতন লোকপাল ব্রহ্মা কি বলিতেছেন—

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতে করিতে 'শিবতত্ত্ব' যাঁহাকে আমরা 'মহাদেব' অর্থাৎ দেবতাগণের দেবতা বলিয়া আখ্যা দিই, সেই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর বিষয় বর্ণন করিতেছেন,—

'দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
শিব মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ রজ-তমোগুণসঙ্গী মায়াসঙ্গী হইয়া নিকৃষ্ট, বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবতার হইয়াও মায়াপার, মায়ার অতীত বস্তু। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি কখনও বিষ্ণুরই অংশাবতার, কখনও বা জীবতত্ত্ব। কিন্তু তাঁহারা মায়াসঙ্গী বলিয়া বিষ্ণুর সমান নহেন।

আবার অন্যান্য দেবদেবীকে বিষ্ণুজ্ঞান করিয়া পূজা করিলেও বিষ্ণুপূজার ফল লাভ হয় না, ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বর্ণন করিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥
গীতা

অর্থাৎ যাঁহারা অন্যদেবতাকেই 'ঈশ্বর' জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুরই ভজনাদি করিলেও তাহা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়; সুতরাং বিধিমত ফললাভও হয় না, বিপরীত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যিনি বিষ্ণুর সঙ্গে অন্য দেবতার সাম্যজ্ঞান করেন, তিনি নারকী যমদণ্ড্য।

এসকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াও যদি আমার কুবুদ্ধিবশতঃ, ভোগবুদ্ধিবশতঃ, বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবদেবীর সমান জ্ঞান করি, তবে কি আমরা বড় বুদ্ধিমান?

অতিবাড়ীর বাড়াবাড়ি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এ্ জ, বি, টি)

নিমাই মাতা শচীদেবীর সহিত চাঞ্চল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ঘরের সমস্ত বস্তুর অপচয় করিয়া সঞ্চয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রতিপালক। যথা,—

"ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বল এখনি যাইয়া।
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা॥
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পোষণ॥"

আস্তাকুঁড়ে বর্জ্জ্যহাণ্ডির উপরে উপবেশন করিয়া নিমাই মায়ের সহিত যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-বিচারে যাহা অশুদ্ধ, ভক্তির বিচারে তাহা শুদ্ধ, ইহা শিক্ষা দেওয়া।

"বর্জ্য হাঁড়ি ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিন তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥"

—বলিয়া মাতা শচীদেবী যখন পুত্রকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন নিমাই বলিতেছেন,—

"লোক বেদমতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥
এ সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥"

—এইরূপে তাঁহার প্রত্যেক চাঞ্চল্যের ভিতরে চরিত-লেখক এক একটী মহান্ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহা জানাইবার জন্য ঐ চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ চাঞ্চল্য অপেক্ষা গর্ভেন্দ্রের গাম্ভীর্য্য অধিক সারবান বলিয়া বৈষ্ণবরা মহাশয়-কর্তৃক বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু সারগ্রাহী ভক্তগণ-কর্তৃক নহে।

অর্থাৎ তারপর নিমাইর সহিত লক্ষ্মীর প্রণয় বাইরণ ও বৈষ্ণবরা মহাশয়ের *Precocious* অর্থাৎ এঁচড়ে পাকা কাঁঠালের *Oriental style of Courtship* নহে। *Courtship* ও এ প্রণয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ প্রণয়ে যদি কোন অংশে হেয়তা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর উহার উল্লেখ দ্বারা চৈতন্যের ভগবত্তা সপ্রমাণ করিতে বসিতেন না। এ প্রণয়ে প্রাকৃত প্রণয়ের হেয়তা কিছুই নাই, রূপের মোহ নাই, কামের তাড়না নাই, আছে কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতি-বশতঃ দুইটী প্রাণের সেব্য-সেবক-সূত্রে মহামিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা দেশ, কাল, পাত্র, বয়স প্রভৃতি জড়ীয় ব্যবধান-দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা স্বাভাবিক। কৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রণয়ই এই প্রণয়। এই প্রণয়ের স্বরূপ চরিত-লেখক এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তিনিও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"সাহজিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়।
বাল্য ভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয়॥"

(৩) চৈতন্য উদ্ধত প্রকৃতির লোক এবং এই ঔদ্ধত্য প্রমাণের জন্য তিনি নিম্নোল্লিখিত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সবাজিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ॥"

কিন্তু নিমাই সকলের জড়ীয় পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ করিয়া কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই কেন? তাহা তাঁহাকে চরিত-লেখকের ভাষায় প্রদান করি, যথা,—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয়ে ধরিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সব বন্ধ-বিমোচন॥
প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি॥"

তারপর অদ্বৈতের সহিত নিমাইর ঔদ্ধত্য প্রকাশ। বৈষ্ণবরা মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অদ্বৈত মহা-বিষ্ণুর অবতার; কিন্তু অদ্বৈত চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া চিনিতে না পারিলে এবং সন্দেহ করিলে, চৈতন্য অদ্বৈতকে [illegible] মস্তকে এই পরিচয় প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন।" বৈষ্ণবরা মহাশয় এইরূপ কল্পনা কি প্রকারে করিতে পারেন আমরা বুঝিলাম না। তাঁহার অসত্য-প্রিয়তাই এই প্রমাদের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। অদ্বৈত প্রভু ঈশ্বরের অবতার সত্য এবং তিনি চৈতন্যকে অবতারী কৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন, ইহাও সত্য। এস্থানে কোন প্রমাদ হয় নাই। অদ্বৈত-লাঞ্ছনা-রূপ লীলা হইতে মহাপ্রভু আমাদিগকে পাঁচটী উত্তম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

(ক) ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী। অদ্বৈতপ্রভু ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে গুরুবোধে সম্মান না করিয়া ভৃত্য-বোধে সকলের সম্মুখে তাঁহারি উপর ঠাকুরালী প্রদর্শন করেন, যথা—

বাহ্য হইলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতেরে॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ।
মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ।
নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনি যেন মোরে শাস্তি করে॥
ভক্তি বুঝাইতে যে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিব এহ মন্ত্র সার॥

—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের নিকটে কৃষ্ণের অস্ত্রধারণ এই লীলার সমকক্ষীয়।

(খ) জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ।— অদ্বৈত শান্তিপুরে নিজ ভবনে থাকিয়া জ্ঞান-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন এবং সকলের নিকট ভক্তি হইতে জ্ঞানের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্বৈতকে শাস্তি দিতে আসেন, যথা—

"আসে প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞান-যোগ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥"

(গ) নিষ্কপট আত্মগত্যই ভক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। এই প্রহারে অদ্বৈত সেবকাভিমান ত্যাগ না করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, যথা—

"আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রূকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে॥
কোথা গেল এবে মোর তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল সে সব তোমার ঢাকাঢুকি॥
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণো তোমার মায়া।
করিলা ত' শাস্তি এবে দেহ পদ-ছায়া॥"

(ঘ) ভগবান্ ভক্তের বশ, যথা—

'এত বলি কান্দে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-নাথ।
[illegible] সাধাতু॥
হেনে তাঁহা কোলে লৈল নিত্যানন্দ।
অদ্বৈতের কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়।
[illegible] যেন নদী বহি যায়॥'

(৩) শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্ এবং অদ্বৈতের প্রভু।—সেই সময় নবদ্বীপে [illegible] ব্যতীত আর কেহ [illegible] না। সকল বৈষ্ণব তাঁহারই অনুগত [illegible] এবং স্বয়ং নিমাইও তাঁহাকে গুরু-[illegible] করিয়া প্রণাম করিতেন। ইহাতে অদ্বৈতের ঠাকুরালী নিমাইয়ের ঠাকুরালী [illegible] শ্রেষ্ঠ ছিল, এই বিশ্বাস সাধারণের [illegible]। সেবক অদ্বৈত ইহাতে অত্যন্ত [illegible] হইয়া নিজ প্রভুর ঠাকুরালী প্রকাশ [illegible] সাধারণের এই মতভ্রম অপনোদন-[illegible] সুকৌশলে এই লীলার অবতারণা [illegible]। যথা—

'তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে
[illegible]মূলে কাটি যেন পল্লবেতে পূজে॥
[illegible] বিপ্র যজ্ঞ ধর্ম্ম সর্ব্বমূল তুমি।
[illegible] তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি
আমি॥"

অদ্বৈত যে—নিজপ্রভুকে চিনিতেন, [illegible] তাঁহার প্রভুর বাক্যেই প্রমাণিত [illegible], যথা—

'আরে আরে কংস যে মারিল সেই
মুঞি।
[illegible] সকল জানিস্ দেখ তুই॥
[illegible] শেষ রমা করে মোর সেবা।
[illegible] চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা॥"

যদি তর্কচ্ছলে ধরাও হয় যে, অদ্বৈত [illegible] প্রভুকে চিনিতেন না, ইহাতেই বা [illegible] কি? ব্রহ্মা, হর সকলেই কৃষ্ণের [illegible] মোহিত হইয়া তাঁহাকে চিনিতে [illegible] নাই। এইরূপ লীলাতে—অদ্বৈত [illegible], হর প্রভৃতি ঈশ্বরতত্ত্বগণের প্রভুত্বে [illegible] থাকিলেও দাসত্বে হেয়তা [illegible]?

(৪) 'চৈতন্য বায়ুরোগগ্রস্ত উন্মাদ [illegible] ছিলেন। চৈতন্যের বাক্য [illegible] বিদেশীয় লোকেরা পাগলের প্রলাপ [illegible] মনে করেন।' উত্তরে আমরা [illegible] যে, বেজবরুয়া মহাশয়ের ন্যায় ভক্তি-[illegible] অনিপুণ, শ্রৌতপন্থার বিরোধী, [illegible], মনোধর্ম্মী বিদেশীয় লোকের [illegible] চৈতন্যের অভূতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, [illegible] জ্ঞান, অতিমর্ত্ত্য সাধ্য-সাধনের [illegible] পাগলের প্রলাপরূপে অনুমিত [illegible] খুব স্বাভাবিক। এইজন্যই শ্রীল [illegible] কবিরাজ, তাঁহার পরমহংসকুলের [illegible] সিদ্ধান্ত শিরোমণি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি যাঁহাতে অভক্তের হাতে না পড়ে, তাহারই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

—এই চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর চেষ্টা-চরিত্রসমূহকে তিনি পাগলামী বলিয়া ধরিয়াছেন। অবধি গোরার সাত্ত্বিক বিকারকে পাগলের প্রলাপ অন্য কেহ না বলিলেও বেজবরুয়া মহাশয় অবশ্য বলিবেন; কেন না তিনি ভাগবতে গোপীগণের সাত্ত্বিকবিকারোত্থ মহাভাব-সবলিত বাক্যাবলীতেও উপাস্য উপাসকের ভেদরাহিত্য-জ্ঞাপিকা অদ্বৈতসিদ্ধির গন্ধ পাইয়াছেন; যথা—

"কতজনী কৃষ্ণ হয়া বাওরে বংশী তুলে।
কৃষ্ণময় হয়া কতো আনন্দেতে চলে॥
নকরিবা ভয় বুলি কতো গোপী গাতে।
মই কৃষ্ণ আছোঁ কি করিব বৃষ্টি-বাতে॥
ধরিলোঁ মন্দর হের চাপ নিরন্তরে।"

—কীর্ত্তনঘোষা।

(ক্রমশঃ)

দশমূলতত্ত্ব

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব বিশদরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি সিদ্ধান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, জানিতে পারি—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে উপদেশ করিয়াছেন :—

১। আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ, ইহাই প্রমাণতত্ত্বের বিচার।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরম তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার কৃষ্ণতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৩। কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার কৃষ্ণতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৪। কৃষ্ণই, অখিলরসামৃত সমুদ্র, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার কৃষ্ণতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৫। জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার, জীবতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৬। তটস্থ গঠন-বশতঃ জীবসকল বদ্ধ-দশায় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার, জীবতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৭। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্ত-দশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমেয় বিচার জীবতত্ত্বের পরিস্ফূর্ত্তি।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার, বস্তু-তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার।

৯। শুদ্ধ-ভক্তিই জীবের সাধন, অভিধেয়তত্ত্ব প্রমেয় বিচার।

১০। শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য, প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রমেয় বিচার।

অতএব বেদ-শাস্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণ-ব্যতীত আর কেহ উক্ত হন না। বেদ-শাস্ত্রের অভিধেয় বিচার করিলে, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রয়োজন-বিচারে কৃষ্ণ-প্রেমধন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আম্নায়-বাক্য

"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি
বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরা-প্রাপ্তাঃ বিশ্ব কর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ"॥

বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের আদি শিষ্য বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী শ্রুতি সকলকে আম্নায় বলা যায়।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে—বেদ, ইতিহাস, পুরাণ উপনিষৎ, শ্লোক সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্নপ্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক—ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্র—প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্য-কৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা—সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্যগণ কৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা। এই সমস্তই আম্নায়-শব্দে কথিত। আম্নায় শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ। "স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।" বেদ স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ যে প্রমাণকে প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত অন্য-কোনও প্রমাণের আবশ্যক হয় না। এই জন্যই বেদ যাবতীয় প্রমাণের শিরোভাগে উজ্জ্বল-কারী।

আম্নায়-শব্দের মুখ্যার্থ যদি বেদ হয় এবং বেদই যদি স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি হয়, তবে বেদ এবং বেদানুগত যাবতীয় শ্রুতিই "আম্নায়-বাক্য"।

নিত্যধর্ম্ম এক না বহু ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নিত্যধর্ম্ম এক। যে-ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তর কেন্দ্র বা দক্ষিণ কেন্দ্র-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনই হইতে পারে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম এক বই দুই নহে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, একই বস্তু যদি সকলে ধারণ করে বা পোষণ করে, তাহা হইলে সেই বস্তুর যাবতীয় শক্তি ও শক্তি-মানের একত্ব-নিবন্ধন ধর্ম্মটী এক।

বস্তু-সম্বন্ধে আমরা জগতে খুঁজিয়া শুধু 'জীব' বস্তুই পাই। সুতরাং জীব নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। জীব চিৎকণ বস্তু এক, তাঁহার ধর্ম্ম বা স্বভাবও এক। ইহা নিরুপাধিক জীবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচিত হইল। এই নিরুপাধিক জীবের ধর্ম্ম এক, কিন্তু সোপাধিক-জীবের ধর্ম্ম বহু।

জীব, দেহ ধারণ করিয়া বহু স্থানে বিরাজিত থাকিলেও আশ্রয়বস্তু-বিষ্ণুচৈতন্যের আশ্রয় বলিয়া এক। চেতন নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। চেতন-বস্তুমাত্রই একধর্ম্মী।

আমরা সম্প্রতি কর্ম্মানুবন্ধে অণান্তর বস্তু নিরীক্ষণ করায় চেতনানুসন্ধান না থাকায়, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রধর্ম্মী, স্বতন্ত্র-স্বভাব বিশিষ্ট মনে করিতেছি।

কালে এই বিভিন্ন চিন্তা-স্রোত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বসাগরে বিলীন হইলে, যাবতীয় অনিত্য-ধারণার শেষ সীমায় পৌঁছিলে, অসীম নিত্য-ধারণায় নিত্যধর্ম্ম এক জানা যাইবে। তবে সদ্গুরুকৃপা-সাপেক্ষ।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনের বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ দাসে পদছায়া
এ অধম লইল শরণ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রীআলালনাথ মন্দির-সংস্কার

আলালনাথ শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য প্রায় ২।৩মাস যাবৎ স্থানীয় কয়েকজন প্রজার যত্নে আরব্ধ হইয়াছিল। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (১৩৩৬) শ্রীশ্রীজাহ্নবা-দেবীর আবির্ভাব-দিবসে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংস্কার কার্য্য দর্শন এবং শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য আলালনাথে শুভ বিজয় করেন। পুরী হইতে আলালনাথে যাইবার পথ বড়ই দুর্গম। বর্ষাকালে যাতায়াত অতীব কষ্টকর। অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য সময়েও বিপুল বালুকারাশি অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৬ মাইল পথ পদব্রজে যাওয়া সাধারণের পক্ষে বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। বিশেষতঃ আলালনাথে রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান নাই। সুতরাং একবার ১৬ মাইল পথ পদব্রজে যাইয়া দর্শনাদি করিবার পর পুনরায় ১৬ মাইল পথ হাঁটিয়া আসা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। গোযানে যাইতে হইলেও অন্ততঃ ৭ ঘণ্টার কমে পৌঁছান যায় না। যাহাতে আলালনাথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হয় এবং গৌড়ীয়গণের তথা সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম প্রিয়স্থান আলালনাথে যাত্রিগণের অবস্থান, দর্শন ও বিশেষতঃ অনবসরকালে এক পক্ষকাল নিরুদ্বেগে থাকিয়া ভজন করা যায়, হরিকথা শ্রবণাদির বিশেষ সুবিধা হয়, তজ্জন্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুদিন হইতেই যত্ন করিতেছেন। তাঁহারই ঐকান্তিকী ইচ্ছায় আলালনাথের স্থানে আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেইস্থানে একটি কুটীর মাত্র বিরাজিত। জনৈক সেবাপ্রাণ ভক্তের আনুকূল্যে সেইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যের উপযোগী উপকরণ সমূহ সংগৃহীত হইতেছে। গৌড়ীয় যাত্রিগণ আলালনাথে গমন করিলে অনেক সময়ই শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে আশ্রয়, মহাপ্রসাদ ও হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া নিরুদ্বেগে দর্শনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু আলালনাথের দুর্গম পথের ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেকেই শ্রীগৌরপদাঙ্কিত মহাতীর্থে যাইতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ পুরী হইতে আলালনাথের পথ সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে পথের সংস্কার আরম্ভ এবং সেই পথে বৈদ্যুতিক যান গমনাগমনের সুবিধা অসুবিধা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক যান লইয়া আলালনাথের পথে গমন করেন। বালুকাপূর্ণ স্থানে বৈদ্যুতিক যান সঞ্চালনের জন্য বলবান্ কাশীশ্বরের অনুগত কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। লোকনাথ মহাদেবের পথ দিয়া বৈদ্যুতিক যান চলিতে পারে না। কারণ সেই পথ বালুকারাশির স্তূপ মাত্র। মঙ্গলঘাটের পথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হইলেও সেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্ম্মিত কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে কোন প্রকারে যানাদি চলিতে পারে, কিন্তু সেই রাস্তাও অধিকাংশ স্থানেই অসম, ভগ্ন ও বালুকাপূর্ণ।

গৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক যান মঙ্গলাঘাটের পথ দিয়া বহুলোকের সাহায্যে আলালনাথের পথে চলিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেই পথের অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বৈদ্যুতিকযানের কষ্টপ্রদ সঞ্চালন স্বীকার এবং স্থানে স্থানে যান হইতে অবতরণ, উত্তপ্ত বালুকা ও ভগ্নসেতু প্রভৃতি পদব্রজে অতিক্রম পূর্ব্বক আলালনাথে উপনীত হন। আলালনাথে গোযানে যাইতে হইলে ৭ ঘণ্টা সময় লাগে, পদব্রজেও ৫ ঘণ্টার কমে যাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক যানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ১৫।১৬ মাইল পথ খুব বেশী ৪৫ মিনিট সময়ে যাওয়া যায় এবং পুরী হইতে বহুলোকই সেই পরম পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর জনসাধারণ এবং ব্রহ্মগিরি আলালনাথের জনসাধারণের দ্বারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট আলালনাথের পথ সংস্কার, স্থানে স্থানে পথ ও সেতু নির্ম্মাণের জন্য একটী আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছেন। আলালনাথের পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় জনসাধারণ সকলেই ঐ দরখাস্তে অনুমোদন-সূচক নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইল, আলালনাথে পুরীর শ্রীরাধাকান্ত মঠেরও একটী স্থান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে একটা ডাকবাংলা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য হইবাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ডাকবাংলোটী আলালনাথের শ্রীমন্দির হইতে কিঞ্চিদ্দূরে 'ব্রহ্মগিরি' নামক স্থানে অবস্থিত। এখানকার ডাকঘরের অবস্থা ভাল নহে। চিঠিপত্র প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায় এবং পত্র বিলির জন্য নিয়মের ব্যবস্থা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিপ্রলম্ভ-ভূমি এবং ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মার ভজন-স্থান ব্রহ্মগিরিতে ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরমোপাস্য সাবরণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব গৌরসুন্দরের অর্চ্চাবতার ও পাদ-পীঠার্চ্চার শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনার্থ আলালনাথে গমন করিয়া শ্রীআলালনাথের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দর্শনে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরের এই প্রকার অবস্থা যে, সামান্য বৃষ্টি হইলেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্য দিয়া শ্রীবিগ্রহের উপর জল পতিত হইতেছে এবং তজ্জন্য প্রচুর বারিপাতজনিত বিশেষ আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়তঃ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকার বা সিংহদ্বারাদি না থাকায় কুকুরাদি জন্তু অতি সহজেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ কলুষিত করিয়া থাকে। আলালনাথের সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এখনই আলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। এই প্রাচীন শ্রীমন্দির সংস্কার যাহাতে অনবসরের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হয়, তজ্জন্য প্রভুপাদ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সুদর্শন মহাশোয়ার নামক যে একটী স্থানীয় পাণ্ডার দুর্ব্বল চেষ্টায় মন্দির-সংস্কার-কার্য্য অতি সামান্যভাবে নামমাত্র আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাও অর্থাভাবে অকালে অপ্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার ও সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, আলালনাথের পথ সংস্কার, শ্রীচন্দনপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন প্রভৃতি সেবার ভার শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ গ্রহণ করিলেন। এতদ্বিষয়ে পাণ্ডা এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে কিনা জানিবার জন্য গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৮ই মে অপরাহ্নে আলালনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে পাণ্ডা ও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের একটি বৃহতী সভা আহূত হইয়াছিল। সভার ব্রহ্মগিরিবাসী সকলেই এক বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদের এই মহদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করার জন্য আন্তরিক অনুমোদন ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনুমোদন হইয়া সেই সময়েই স্থপতিবিদ্যানিপুণ ভগবদ্‌গৃহ-নির্ম্মাণাদি কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ও অভিজ্ঞ, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও সেবক শ্রীপাদ [illegible] মহাশয়ের দ্বারা সমস্ত স্থানের আলোক ও অর্থব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহের আদেশ দিয়াছেন এবং রাজমিস্ত্রীও নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, স্থপতিবিদ্যানিপুণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অকৃত্রিম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গৌড়ীয় ভক্তগণ অনবসর-কালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কানুসরণে আলালনাথে উপস্থিত হইয়া অন্ততঃ শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যটী সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়া হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

অচিরেই শ্রীমন্দিরসংস্কার না হইলে মন্দিরটী পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার নির্ম্মাণ, সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, পাদপীঠ সংস্থাপন এবং চন্দন-পুকুরের পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে অন্ততঃ ২০০০্ বিশ শত মুদ্রার আবশ্যক। এইরূপ পুণ্যতম কার্য্য, বিশেষতঃ মহাপ্রভুর প্রিয়তম স্থানের সেবা কার্য্যে আনুকূল্য করা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এক বৎসরের মধ্যেই প্রাণপণে এই কার্য্য সমাপনের সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের আনুকূল্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আশা করি, যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রীতি আছে, তাঁহারা এইরূপ শ্রেষ্ঠতম সেবার যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়া সেবাকার্য্যটীর পূর্ণতা বিধান ও সুকৃতিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। কেহ ইচ্ছা করিলে একাকী বা আংশিকভাবে যে কোন একটী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন অথবা সংস্কার-সমিতির হস্তে তাঁহাদের অভিলষিত আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন। ৫০০্ পাঁচশত মুদ্রা হইতে তদূর্দ্ধ দাতৃগণের নাম গৌরপ্রিয়তম-ক্ষেত্রের মন্দির-প্রস্তর-স্তম্ভে চিরস্মরণীয়রূপে খচিত করিয়া রাখা হইবে।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান জগতের মতে বহু দেবদেবীর অর্চ্চন করিতে হয়, নতুবা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তাহার কারণ কি? তাহা এই যে, আমাদের শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস, আর মানসিক দুর্ব্বলতা ও দেহে আত্মবুদ্ধি-হেতু অনিষ্টের ভয়ে ভীত বলিয়া। কিন্তু আমরা কি চিরদিনই এইরূপ থাকিব? যদি ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত-বাক্যে বিশ্বাস করিতে না পারি, তবে আমরা যাইব কোথায়?

দেবদেব মহাদেব বলিতেছেন,—

* * * *

সত্যে চ কস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ।
হৃদ্যাকাশে স নমস্যো বিধীয়তে॥

... স্বয়ং পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিয়াছেন যে, আপনি আমার পিতাকে প্রণাম করেন নাই, তদুত্তরে মহাদেব বলিয়াছেন,—আমি সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া থাকি। তাঁহাকে প্রণাম করিলে আর কাহাকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রণাম করিতে হয় না; তিনিই সর্ব্বরূপে অবস্থিত। সমস্ত শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, বিষ্ণুকে অর্চ্চন করিলে সকল দেবতা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, নর, কিন্নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই অর্চ্চন হইয়া থাকে।

আবার স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবদেবীর অর্চ্চনাপেক্ষা বিষ্ণুর অর্চ্চনের শ্রেষ্ঠতা এই যে, বিষ্ণুর নিকট কোন কামনা করিয়া তাঁহাকে একান্তভাবে পূজা করিলে, সে কামনা সিদ্ধ ত হয়-ই, এবং ভগবৎকৃপা-ফলে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা দূর হইয়া তদপেক্ষা অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ কামনা বিনা চেষ্টায়, বিনা ক্লেশে এবং না চাহিতেই আপনা হইতেই পাওয়া যায়। যেমন ধ্রুব উচ্চপদ প্রার্থনা করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চপদ লাভ করিয়াও দেবদুর্লভ ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করিলেন, যাহা তাঁহার প্রার্থনা ছিল না। তখন তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন যে, আমি কাচ অন্বেষণ করিতে গিয়া অমূল্যমণি দিব্যরত্ন পাইয়াছি, আর উচ্চপদ চাই না। এত দয়ালু যিনি, তাঁহাকে ভজনা না করিয়া অন্যকে ভজন করিতে যাই কেন? যিনি পূতনা রাক্ষসীকে পর্য্যন্ত ধাত্র্যোচিতগতি প্রদান করিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব?

আমরা, বর্ত্তমান জগতের লোক আমরা কিন্তু তাঁহার পাদপদ্ম চাই না। আমরা "আসিব, যাইব, চরণ-সেবিব" দলের লোক। এখানে আসা চাই। মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় এই মর্ত্ত্য-পাদের আকাশ-কুসুম সুখের আশায় এখানে আসা চাই। দুঃখে পুনঃ পুনঃ অস্বাভাবিক হইলেও আমরা নরকভোগটা ছাড়িতে চাই না বা ছাড়িতে পারিব না। তাহা হইলে যে আমাদের বিষ্ণুবৈষ্ণবের নিকট অবনত হইতে হইবে! উন্নত মস্তক জগতের সমক্ষ অবনত করিব, কদাপি না, তাহা হইলে যে আমাদিগের মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না!!! 'কাপুরুষ' বলিয়া লোকে উপহাস করিবে। কিন্তু যেদিন কালের দুরন্ত প্রতাপে আমাদিগকে একেবারে ভূতলশায়ী করিবে যেদিন শৃগাল কুকুরে আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, সেদিন আমার সেই জাগতিক অহঙ্কার কোথায়? তখন কি আমাদের ধারণা আমাদিগকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে? তখন কি তাহা আমাদের ক্রোধানলে ইন্ধন প্রদান করিতে আসিবে? যে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়গণকে লইয়া আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়াছিলাম, তাহারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে? সেই প্রাণাধিক প্রাণাধিকাগণ কেন আমার প্রাণকে ছাড়িয়া দিতেছে? তাহারা কি আমার দণ্ডের লাঘবের জন্য যমরাজের নিকট আবেদন করিবে? তাই বলি, হে জগদ্বাসি ভ্রান্ত বন্ধুগণ যদি যমপাশে বন্ধনযুক্ত হইয়া যমদণ্ড হইতে না চান, তবে যমবন্দ্য—সর্ব্বদেববন্দ্য পরমপিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণ আশ্রয় করুন

অতিবাড়ীর বাড়াবাড়ি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস, বি, টি)

বেদবন্ধুয়া মহাশয় বলেন, চৈতন্য যে পাগল ছিলেন, ইহা রামানন্দের নিকট তাঁহার নিজ স্বীকারোক্তি হইতেই প্রমাণিত করা যায়, বেশী দূর যাইতে হয় না। যথা—

'আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥

বেশ কথা, তার উপরের পংক্তি কয়টিতে তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই বাতুলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে তাঁহাকে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—

তার ভাবে ভাবিত করি আত্ম মন।
তবে নিজ মাধুর্য্য করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম্ম॥
গুপ্তে রাখিহ কাঁহা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥

উচ্চাধিকারের ভাব-চেষ্টা-সমূহ নিম্নাধিকারে উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। গোপীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আজিও মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের অবিবেকীজনগণ কৃষ্ণকে লম্পট বলিয়া থাকেন। বেদবন্ধুয়া মহাশয়ও একই প্রকার বিচার ও আধিকার লইয়া শ্রীচৈতন্যকে পাগল বলিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? সমস্ত জগৎ শ্রীচৈতন্যকে পাগল বলুক, তাহাতে শ্রীচৈতন্য কিম্বা তাঁহার ভক্তের কি আসিয়া যায়। তবে তাঁহার মত বয়স্ক শিক্ষিত লোকের পক্ষে গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যসমূহের অনর্থ দ্বারা অজ্ঞজনের চিত্তবিভ্রম জন্মাইবার এইরূপ হীন চেষ্টা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তাঁহাকে চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় বলিয়া রাখি—

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥

তিনি এই কিস্তিতে যে কিছু তত্ত্বালোচনার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহার উত্তর আমরা "অমৃতাম্বাদীর বাগ্‌বৈখরী"-শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়াছি। এইখানে তাঁহার দুই একটি সন্দেহের নিরাসে প্রয়াস পাইব মাত্র।

বেদবন্ধুয়া মহাশয় বলিয়াছেন যে, শঙ্করদেব যে স্তরে অবস্থিত, তাবদ্ভক্তের অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সে স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই, প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সেই স্তরটী কি? তিনি ইহা আমাদিগকে স্পষ্ট না বলিয়া থাকিলেও ইহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। তিনি বহু 'ঘোষার' পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে, শঙ্করদেব মুক্তিকামী নহেন। যথা—

"এতেকেসে মুকুতিকো তাজি হরিগুণ গায়া
ফুরে মহা মহন্ত সকল।"

তারপর কীর্ত্তনকারী—

'পুরুষে সহিতে, সখিত করিয়া চলয় হরির কাছে।'

কীর্ত্তনের মতে—

'যিটো নাম লয় হরি তার হয়
ই পুছ রহস্য বরে।'

তারপর—

'হরিগুণ নাম, জানিয়া পুরুষে
বহয় হরির পাশে।"

ইহা বৈষ্ণবী মুক্তি বটে। এই পর্য্যন্ত অন্যান্য বৈষ্ণবগণও গিয়াছেন। ইহার উপর আরও কোন স্তর আছে, যেখানে শঙ্করদেব গিয়াছেন, কিন্তু অন্য কেহ যাইতে পারেন নাই? অবশ্য নির্ব্বিশেষবাদিগণ ইহার উপরে একটা স্তরের কল্পনা করেন, ইহা সত্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার পদ্ধতি দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা মায়িক বলিয়া মনে করেন। এই মায়ার অপগমে নিরাকার উপাসনা বা ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি তাঁহাদের লক্ষ্য। আমরা দেখাইয়াছি যে, শঙ্করদেব "বৈকুণ্ঠনাথকে মায়িক বলিয়া এক স্তরের পক্ষপাতী। বেদবন্ধুয়া মহাশয়ও—বৈকুণ্ঠের অধিনাথ যদিও নিরাকার নির্ব্বিকার, তথাপি তেঁও ভকতর অর্থে চে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে॥" -(শঙ্করদেব ৬০ পৃষ্ঠা) —এই বাক্যে 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"—বাক্যের শঙ্করাচার্য্য-ধৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া শঙ্করদেবের মত সমর্থন করিতেছেন। দেওপ মহাশয় ভক্তি ও মুক্তিকে নীচ স্তরের লক্ষ্য বলিয়া শঙ্কর মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অধিকারী মহাশয় সুকলের অপেক্ষা অধিক স্পষ্টবাদী। তি

ভাবে উপনীত হয়। সেই জন্য অল্পশক্তি মানুষকে সাকার আরাধনা দ্বারা নির্গুণ ভাবে উপনীত করিবার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি উপাসনা করা প্রণালী দিয়াছে। কৃষ্ণের সাকার ভাব আরাধনা করিতে করিতে যখন ভক্তগণ নির্গুণতত্ত্বে উপনীত হন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণে লীন হন। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সকল অদ্বৈতবাদী।"

আমরাও বলিয়াছি যে, ইহারা অদ্বৈতবাদী। ইহাতে আমাদের দোষ কি? এক্ষণে নির্ব্বিশেষবাদীর লক্ষ্যই উচ্চ, না ভক্তের লক্ষ্যই উচ্চ, ইহা তাঁহারা নিজে বিচার করিয়া লইবেন। তবে বৈষ্ণবগণ নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্মপূজন একটা কল্পিতা বলিয়াই ধরেন এবং নির্ব্বিশেষবাদের প্রচারক —শঙ্করাচার্য্যের মত যদি কল্পিত হয়, তবে বৈষ্ণবগণের এই উক্তি যুক্তিযুক্ত স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশেষে বেদবন্ধুয়া মহাশয়ের বেদান্তাচার্য্য স্বামী রামতীর্থের ভাষায় মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের অভীপ্সিত মুক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি তাঁহার *Forest talk no, 3* বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

তাঁহার 'সোহং' বক্তৃতার কয়েকটি পংক্তির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

পার্সিয়ান ভাষার *'Ham'* শব্দের অর্থ *'I'*, যদি *'H'* অক্ষরটির পরিবর্ত্তে *'I'* অক্ষরটি ব্যবহার করা যায়—তাহা হইলে আমরা পাই—*so-am-I, that am I, God am I, Divinity am I.* এই যে শরীর, যাহা তোমরা দেখিতেছ মিথ্যা, আমি ভগবান, আমি ঈশ্বর।

তিনি *Forest talk no, 2* বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"আমি সম্রাট্ রাম। আমার সিংহাসন তোমাদের চিত্ত। যখন আমি বেদে শিক্ষা দিয়াছিলাম, যখন আমি কুরুক্ষেত্রে, জেরুজালেম, মক্কাতে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তখন তোমরা আমাকে ভুল বুঝিয়াছিলে। আমি আবার শব্দ করিতেছি। আমার শব্দ তোমাদের শব্দ। তত্ত্বমসি। যাহা কিছু দেখিতেছ—সবই তুমি।"

জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন-প্রণালী—চেতনময়ী, শ্রীচৈতন্যভজনপদ্ধতী, শ্রীচৈতন্যমঠাদি নির্গুণ স্থান- চেতনপ্রাণিতায়, প্রকাশ-বিগ্রহ, আচার্য্যের অবিশ্রান্ত উপদেশ—অমর্ত্তল চেতন-সঞ্জীবন-ঘন-বর্ষণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ— অনুক্ষণ চেতনস্বরূপিণী-প্রবাহ সঞ্চার। এইরূপ সর্ব্বচেতনময় সম্পদে থাকিয়াও আমার জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

যখন গৃহে ছিলাম, তখন সন্তুষ্ট ছিলাম না, অর্থ থাকিলেও আরও অর্থ লাভের চেষ্টা করিয়াছি, জন থাকিলেও আরও অধিক জনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিদ্যা থাকিলেও আরও বিদ্যা অর্জ্জনে প্রয়াস করিয়াছি, কিন্তু মঠে হরিভজন করিতে আসিয়া 'জড়ে অতৃপ্তি বা প্রবৃত্তি' পরিত্যাগের উপদেশ ভুলভাবে বুঝিতে যাইয়া হরিসেবায় অতৃপ্তি বা প্রবৃত্তিকেও নিষ্কাসিত করিয়াছি।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুর একান্ত শিষ্য-সেবকগণের যে আদর্শ প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যসেবার "আরও"-র স্পৃহা ও প্রয়াস অনুক্ষণ এত প্রবল হইতে প্রবলতর, বিপুল হইতে বিপুলতর, তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া বর্দ্ধমান যে, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল বস্তুর দ্বারা সেবা করিতে পারিলেও তাঁহাদের সেবার "আরও"র স্পৃহা শান্ত বা মান্দ্যপ্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক,—অনন্তগুণে, অনন্ত প্রতিভায়, অনন্ত বিভূষণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

যথাসময়ে "আরও"র-স্পৃহা আর কতটুকু ছিল ? তাহার "আরও"র স্পৃহা স্বাবলম্ব বা জড়ত্ব-প্রাপ্তিতেই নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জড়ের ন্যায় চেতন পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত বা গতিবাধক নহে বলিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যসেবার স্পৃহা অনন্ত চেতনসমুদ্রের অনন্ত চেতন-বিলাস-ভূমিকার কোটী কোটী অনন্ত-গতিকেও পরাস্ত করিয়া নিত্য বর্দ্ধমান। ইহারই নাম—প্রগাঢ় চেতনাভিনিবেশ—অনন্ত-চিদ্বিলাসে চৈতন্যানুশীলন—নিত্যাসক্ত জীবমুক্তি।

যেখানে ঐরূপ চৈতন্যানুশীলনের সহজ ও অকৃত্রিম অনুগমন নাই, যেখানে বদ্ধ ডোবার জলের ন্যায় চৈতন্যানুশীলন-প্রবাহ প্রতিহত বা রুদ্ধ, সেখানে সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতটুকু পূতিগন্ধ প্রকাশ করিয়া কিছুকাল পরেই জড়ত্বে শুকাইয়া যাইবেই যাইবে।

জীব তটস্থ-শক্তি-প্রসূত হইলেও তটে অবস্থান, তটস্থ বস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে ধাবমান করিবে। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবে, মাঝামাঝি 'আপোষ' বা অবস্থান তাহার নাই।

আমি মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাই বলিয়াই আমার জড়াভিনিবেশ আসিয়া পড়ে। মাঝামাঝি 'আপোষ' করিতে চাহিলেই তট হইতে ছটকাইয়া গিয়া ভোগ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়, কৃত্রিমত্যাগী সাজিয়া কখনও বা অবৈধ ও প্রচ্ছন্ন ভোগ, কখনও প্রকৃতি-লয়, জড়নির্ব্বাণ প্রভৃতি বিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

যে যে দিকে আমার প্রয়াস-প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-পরিচালনার ভোগোন্মুখী বৃত্তিগুলির নৈসর্গিক গতি রহিয়াছে, আমার সেই গতির মোড় ফিরাইয়া নিত্যস্বরূপের নিত্যধর্ম্মের প্রতি উন্মুখী বা ঐ সকল প্রবৃত্তির চিৎস্বাভাবিক গতি প্রকট করিবার জন্যই আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার যোগ্যতানুযায়ী সেবা সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি কিন্তু সেই সকল সেবাকে 'কর্ম্ম' মনে করিয়া অধিকাংশ সময়ই 'বেগার' বা দেনা শোধ দিবার চেষ্টা করি। 'বেগার'—এই অর্থে আমি মনে করি, এরূপ কার্য্যকরণে আমার কিছু (অপ) স্বার্থ নাই, যাহাদের জন্য কার্য্য করিতেছি, তাহাদেরই স্বার্থ; একান্ত বাধ্যবাধকতায়, চক্ষুলজ্জায় বা নানা কারণে পড়িয়া 'বেগার' খাটিয়া দিলেই আমি ছুটি পাইলাম। আর 'দেনা শোধ'—এই অর্থে আমি মনে করি, যেহেতু মঠ হইতে খাদ্যাদি আকারে আমার কিছু গ্রহণ করিতে হইতেছে, সেইজন্য বা তদ্বিনিময়ে কিছু করিয়া দেওয়া উচিত। আবার অনেক সময় খুব মন লাগাইয়াও কাজ করিয়া থাকি। সাধারণে আমার অভিনিবেশ দেখিয়া মনে করেন, ইঁহার যখন সেবাকার্য্যে এতদূর মন বসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইঁহার জড়াভিনিবেশ নাই। কিন্তু আমার ঐরূপ "মন লাগা," আর পরমুহূর্ত্তেই মন অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কারণ কি ? গৃহস্থের ঘরের বেতনভোগী ভৃত্য যে সকল সময়েই ফাঁকি দেয়, বেগার দেয়, তাহা নহে, অনেক ভৃত্য খুব মন লাগাইয়াও কাজ করে, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা এবং অভিনিবেশও দেখাইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য কি ? অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি কি ?—কোন না কোনও প্রকার শুল্ক বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি। কৃষ্ণই তাহাদের একমাত্র ধন, এইরূপ নিষ্কিঞ্চনগণের মঠে টাকা-পয়সার আকারে শুল্ক বা পারিশ্রমিক পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা অনেক সময়ে না থাকিলেও আমার বঞ্চিত হওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য-জনিত ভাগ্য-দোষে অন্তরূপে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির পথগুলি আমি আবিষ্কার করিয়া লই। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি সেই পারিশ্রমিকের জন্যই এত পরিশ্রমী, এত কাজের লোক, এত অভিনিবিষ্টের অভিনয়কারী।

যেখানে অকৃত্রিম ও সহজ "আমার"-বুদ্ধি নাই, সেখানে পারিশ্রমিকের জন্য গুপ্ত বা ব্যক্ত অভিলাষ থাকিবেই। সেই পারিশ্রমিক—অনেক প্রকার। শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাদিগকে ভক্তি-লতার উপশাখা বলিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল সেবার ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্য-বিশিষ্ট হইলেও 'সেবা' নহে, সেইরূপ দ্রব্যসমূহই আমার কাম্য পারিশ্রমিক হয়—"লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।" আমি দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে বঞ্চিত হইতে চাহিলে মায়াদেবী আমার জন্য সেই সকল পারিশ্রমিকের পসরা সাজাইয়া লইয়া সমুপস্থিত হন। নিষ্কপটে "কৃষ্ণ তোমার হঙ", "পড়েছি তোমার ঘরে" বলি না বলিয়াই, "অগ্নিষ্ভেব সতী যদি ক্রিয়েত,ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত" তত্ত্বোকরক্ষক জগদ্গুরুর এই উপদেশ, "যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—এই ভাগবতশিক্ষা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি না বলিয়াই মায়াদেবী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির সুসজ্জিত পসরা লইয়া আমার নিকটে চাকচিক্যে আসিতে সাহস করে, আর আমি সেই কাচখণ্ডাদি বরণ করিয়া হরিভজনের অভিনয়, মঠবাসের অভিনয় করিতে করিতে জড়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি। (ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম
প্রচার প্রসঙ্গ

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রুক্মিণী দ্বাদশী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে "শ্রীক্ষেত্রে আগমনের সার্থকতা" সম্বন্ধে একটী হৃদয়স্পর্শিনী অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। চারি সম্প্রদায়ের শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণববৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত সাধারণ ব্যক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল, বহু ভদ্র মহিলা হরিকথা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, বাদলাদেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন, পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনিমোহন গুহ এম্ এ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে জননেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জননী ঠাকুরাণী, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা আশালতা অধিকারী এম্ এ, মিসেস পি, সি, সেন, মিসেস্ আর, পি, গুপ্ত (ডি, টি, এস, ই, বি, আর) বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ মহাশয়ের পরিবারবর্গ, ঢাকা জগন্নাথহলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম এ মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকবংশের পরিবারবর্গ উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনের পর সকলকে শ্রীজগন্নাথদেবের চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বহুপ্রকার মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠে প্রায় মাসাবধি উৎসব চলিতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ সংবাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত রাজা মহারাজা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিতেছেন। গত ৩রা জুন মধুপুরের রাজা, পাল্লাহার কনক বাজোর রাজা ও এমার মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ শ্রীআলালনাথ মন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রতী হইয়াছেন। কার্য্যটী যাহাতে শীঘ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য ভক্তপ্রাণ সুকৃতিকামী সজ্জন মাত্রেরই তাহাতে প্রাণপণ করা কর্তব্য। এমার মঠের মহান্ত মহারাজ, শ্রীল বাসুদেব রামানুজ দাস প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ মহাত্মগণ উক্ত কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। গুরু সেইরূপ যারা জানে তুমি মনে

[illegible] গোস্বামী [illegible]

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৩

জীবন্মুক্ত

আমরা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, জীবের বদ্ধতা অবস্থায় কদাপি শ্রীমুখের নাম কীর্ত্তিত হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীনাম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও নামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলেন—

নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা
দ্যুতি-নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

অভীষ্ট দেবের নীরাজন দ্বারা আমাদের যাবতীয় কলুষ অপনয়ন করিয়া থাকি। [illegible]দীপসমূহ সুগন্ধি তৈল বা কর্পূরাদি যোগে প্রজ্বলিত করিয়া প্রত্যহ বীজন দ্বারা কায়িক ও মানসিক মলিনতা পরিহার করিতে না পারিলে সমস্তাবাদির যোগ্যতা জন্মে না। অথবা কৈতবপূর্ণ প্রণতিচ্ছল সর্ব্বান্তর্য্যামী দেব দেব জ্ঞাত হইয়া তৎকৃপাপ্রকাশে অযোগ্যতা দর্শন করেন। শ্রীনামই নামীর অভিন্ন-বিগ্রহ। তাঁহার চরণ কমলের শেষপ্রান্ত-স্থিত নখরাবলী সর্ব্বদা সমগ্র বেদশাস্ত্রের সারভূত উপনিষৎসমূহরূপ রত্নমালার প্রভা দ্বারা নীরাজিত হইতেছে। শ্রুতি-শিরোমণিগণ অর্চ্চনাব নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াও যে শ্রীনামের পাদনখেরই কিঞ্চিন্মাত্র উপাসনায় সমর্থ হন, বদ্ধজীব এই প্রকার কৈতবপূর্ণ হইয়া কি প্রকারে সেই নাম জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিত করাইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে? অগ্রে সমুদয় সংসার-[illegible] হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীনাম কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হইয়া থাকেন।

"[illegible] স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" বদ্ধজীব আপনাদিগের স্বরূপ ভুলিয়া, সম্বন্ধজ্ঞানচ্যুত হইয়া, কুণপাত্মবোধে নিষিদ্ধ-আকার বিকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে। সে সেব্যবস্তুকে সেবকবোধে আপনাকে সেব্য অভিমান করিয়া একদিন [illegible] হইয়াছিল, অপরাধিগণের [illegible] [illegible] হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া [illegible] নিযুক্ত হইবার জন্য [illegible] [illegible] হইয়াছিল; সেইরূপ অপরাধ [illegible] [illegible] অভিমানবদ্ধ হইয়া আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি বশতঃ স্বস্থিত সেবাবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া অপ্রাকৃত রূপে প্রদর্শন করিলেই ইন্দ্রিয় অধোক্ষজ হয়া তদুপরি বর্দ্ধিত হইবে, এবম্প্রকার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, অভিনয় প্রদর্শনার্থ একদা রাবণ-বেশে সজ্জিত ব্যক্তি যেরূপ পরিচ্ছদ-মোহে অভিভূত হইয়া আপনাকে প্রকৃত কৌশল্যাতনয় জানে শ্রীভগবদ্ভোগ্যা শ্রীলক্ষ্মী দেবীকেও ভোগার্থ গ্রহণ করিয়া ভ্রান্তির ফল-স্বরূপ সবংশে নিধন লাভ করিয়া থাকে, সেও তদ্রূপ অনিত্য পরিচ্ছদ মোহে মুগ্ধ থাকিয়া আত্মবিনাশই বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু একবার ভগবদ্ভিন্নতনু মানবাকারে আবির্ভূত সাধুর ক্ষণিক নিষ্কপট সঙ্গ লাভে চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলেই অন্তর্বাহ্যরূপ পরিত্যক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ঘটে। পার্থিব দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মস্বরূপানুভূতিই জীবন্মুক্তি।

শাস্ত্র বলেন—'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥' যে জীব যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, কায়,মন ও বাক্য-দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকে, সেই জীবন্মুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরে পরিদৃশ্যমান হইলেও নিত্যবৈকুণ্ঠবাসী। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রতীত হইতেছে যে, জীবের স্বভাবই হইতেছে—সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি তৎপতি হৃষীকেশের সেবায় নিয়োগ; কিন্তু নিকৃষ্টাভিমানবশতঃ নিসর্গ আসিয়া স্বভাবের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ প্রকার অভিমান পরিত্যক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হরিদাস্যাভিমানে নিয়োজিত হইতে পারিলেই তজ্জনিত নিসর্গ দূরীভূত হইয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব ঘটে না। সুতরাং তখন জীবন্মুক্তাবস্থা উপস্থিত হইলে সুষ্ঠুরূপে শ্রীনামগ্রহণরূপ হরিসেবার অধিকার উদিত হয়।

জীবের অণুশক্তিত্ব হেতু দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক। সুতরাং জীবন্মুক্ত হইয়াও যদি লবমাত্র হরিসেবা পরিত্যাগ করেন, তখনই পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে বলেন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মালিক ভগবানের শক্তির অত্যল্পাংশও কেবল মানবের কেন, সর্ব্ব-জীবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মারও চিন্তার অতীত বিষয়। তাঁহাতে বা তদীয় ভোগ্য নিখিল দৃষ্ট পদার্থে ভোগবুদ্ধি-হেতুক অপরাধে আত্মকৃত কর্ম্মফলস্বরূপ জীবন্মুক্তগণকেও সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুমালা পরিধানে বাধ্য হইতে হয়। অস্মাদৃশ নিত্য-বদ্ধ জীবের দুর্দ্দশার পরিসীমা যে কতদূরে অবস্থিত, তাহার ইয়ত্তা করা মানব-বুদ্ধির অতীত।

কিন্তু এস্থানে অভিপ্রায়বোধক আর একটী বিষয় আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। ভগবান্ স্বয়ং বা তদীয় নিত্যপার্ষদগণ জগতের জীবের দুর্দ্দশায় কৃপাপরবশতঃ আমাদের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন। তাঁহারা অস্মাদৃশ বদ্ধ জীব বা পতন-যোগ্য কোন ব্যক্তি নহেন। তাঁহাদের তত্ত্ব সাধুমুখে সম্যগ্রূপে জ্ঞাত না হইয়া হঠাৎ অপরাধ-কৃত হইলে আমাদের অত্যন্ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অপরাধের বিষয়ের নিকট প্রপন্ন হইলেই ক্রমে সুযোগ লাভ করিতে পারা যায়। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া এই বিষয় বিচার না করিলে আমাদের অনন্ত-কোটিকল্প নিরয়-বাস অবশ্যম্ভাবী হইবে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ লাভ করাই যদি আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং তদুদ্দেশ্য-সাধনে শ্রীনামগ্রহণাদি হরিসেবা ব্যতীত যদি অন্য কোন সুলভ মার্গ না থাকে, তবে অগ্রে আমাদের জীবন্মুক্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জৈব চেষ্টা কদাপি দৈবী মায়া প্রতিহত করিতে পারে না। সুতরাং বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যপাদপদ্ম নিত্য-কালের জন্য কায়মনোবাক্যে শরণ করিতেই হইবে এবং তদীয় কৃপায় অনর্থাপগমে আমাদের জীবন্মুক্তি আসিলে তখন হরি-সেবায় অধিকার পাইব।

শক্তি উপাসনা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

আমরা শক্তির উপাসক। শক্তির সেবা না করিলে যে আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িব। শক্তিই—আমাদের মূলাধার, শক্তিই—আমাদের একমাত্র অবলম্বন, শক্তিই—আমাদের সর্ব্বস্ব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—শক্তিহীন হইলে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিব না।

এক্ষণে শক্তির বিচার করা আবশ্যক। যে শক্তির উপাসনা করিলে আমরা আত্মাকে লাভ করিতে পারিব, সেই শক্তি কে? বর্ত্তমান জগৎ উত্তর দিবে,—'মহামায়া' জগজ্জননীই—আদ্যা শক্তি।

• • বলিয়াছেন,—"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করছেন। তিনিই কালী। যিনি মহাকাল বা ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী। কালীই—ব্রহ্ম, ব্রহ্মই—কালী। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তিনি—ব্রহ্ম, আর যখন লীলা-ময়ীরূপে কার্য্য করেন, তখন তিনি—কালী বা শক্তি। 'মা' 'মা' বলে ডাকা খুব ভাল। কথায় বলে, মা'র টান বাপের চেয়ে বেশী। মা বড় ভালবাসার জিনিষ। মার উপরে জোর চলে, কিন্তু বাপের উপর তত জোর চলে না। মহামায়ার দয়া না হলে, তিনি দ্বার ছেড়ে না দিলে, ঈশ্বর দর্শন হয় না—এজন্যই শক্তির উপাসনা।"

উপরিউক্ত মতবাদ কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত, তাহাই বিচার্য্য। আমরা 'শক্তি' বলিয়া যাঁহাকে মনে করি, শাস্ত্রের বিচার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। 'শক্তি' 'আদ্যাশক্তি' প্রভৃতি নামে যিনি অভিহিতা, তিনি শক্তিমানের অভিন্ন বস্তু। তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্মশক্তি মহামায়া নহেন, মহামায়া সেই স্বরূপ-শক্তির ছায়া বা আবরিকা শক্তি। কোন স্বরূপকে ভুলিয়া তাহার ছায়াকে ধরিলে, ছায়ার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে কি ছায়ার দ্বারা স্বরূপের কার্য্য হইবে? ছায়ার কি কোন শক্তি আছে? তাহা মিথ্যা বস্তু। মহামায়া বা জড়ামায়াও সেই স্বরূপ-শক্তির ছায়া বলিয়া 'শক্তি' বলিতে মহামায়াকে আরোপ করিলে ঐ ছায়া বা জড়ের উপাসনাই হইয়া যাইবে। সবই পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে।

এত ছায়া শক্তির সাধ্য নাই যে 'মূল পুরুষ' বা 'ব্রহ্ম' অথবা 'নারায়ণ' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত পুরুষের নিকট গমন করিতে সমর্থা হয়। কারণ সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১৩ শ্লোক) বলেন—কপটী স্ত্রী যেমন,পাছে স্বামী আমার কপটতা ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জাবোধ করে, তদ্রূপ কুহকিনী মহামায়াও জীব-মোহন-কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাদ্ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ার দ্বারা মোহিত হইলে বিপর্য্যয় বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করিয়া 'আমি' 'আমার'—এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

"মায়া—কুহকিনী। মায়ীর ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, সে প্রভুর বিমুখ জনগণকে দুঃখ প্রদান করে। অতএব এই বহিরঙ্গা শক্তি কখনই ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন না বা করিতে পারেন না।

'মা' 'মা' বলিয়া ডাকা খুব ভাল; মা'র টান বাপের চেয়ে বেশী"—এসকলই জড়ীয় দৃষ্টান্ত। স্ত্রৈণ পুরুষগণই স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রীর কথামত উঠে বসে, কিন্তু পরম-পুরুষ মদনমোহন, যাঁহাকে ষোড়শসহস্র রমণী বশীভূত করিতে পারেন নাই, তিনি একমাত্র মদনমোহন-মোহিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার প্রেমবাধ্য, কিন্তু জড়ীয় কামবাধ্য নহেন। সুতরাং 'মা' 'মা' বলিয়া কোটি-জন্ম চীৎকার করিলেও মা মহামায়ার কৃপায় কখনই যোগমায়া-সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। 'মা'র সাধ্য নাই যে, বিরজা নদীর ওপারে গমন করেন। সুতরাং নিজেই যখন বিরজাব্রহ্মলোক

অতিক্রম করিয়া পরব্যোম-গোলোকে গমন করিতে পারেন না, তখন তাঁর [illegible] কিরূপে তিনি পরপারে পৌঁছাইয়া দিবেন?

"মহামায়া দ্বার না ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না"—একথা নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত। কুথায় বলে,—"মায় চেয়ে দরদী যেই, তারে বলি ডাইনী।" যদি তাহাই হইবে, তবে গীতাশাস্ত্রকে ভুল অভিহিত হয়। মায়ামুগ্ধ জীবের স্বরূপ-জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারে সকলজীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিতেছেন—আমার গুণময়ী মায়া অর্থাৎ মহামায়াকে অতিক্রম করা দুষ্কর, কিন্তু যিনি আমাকে আশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহার আর এ মায়াকে অতিক্রম করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না। তিনি দুস্পার সমুদ্র গোষ্পদস্থিত জলের ন্যায় বিনাশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যান। এস্থলে 'মামেব' শব্দটির অর্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহার অর্থ এই যে, আমার প্রপত্তি ব্যতীত আমা হইতে স্বতন্ত্র দেবতাগণের স্বতন্ত্র ভগবদ্বুদ্ধিমূলা প্রপত্তিতে অর্থাৎ শিব-ব্রহ্মাদি ইতর দেবগণের স্বতন্ত্র ভগবদ্ বুদ্ধিতে শরণ গ্রহণ করিলে অনন্তকাল ধরিয়া সংসারই লাভ হইবে, মায়াপারে যাইতে পারিবে না।

'শক্তি' বলিতে মহামায়াই আদ্যাশক্তি নহেন, কিন্তু আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকা। সেই আদ্যাশক্তির আরাধনা করিলে অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুগত হইয়া ভজন করিলে তবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। আবার এই শ্রীরাধার অনুগত হইতে হইলে শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাসাপেক্ষ। তাঁহার কৃপা হইলেই শ্রীরাধার কৃপা লাভ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়াই বর্ত্তমান যুগে সহজ, তাঁহার অপেক্ষা দয়ালু [illegible] কেহ নাই। অতএব সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে 'গৌরাঙ্গ' 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'নামকীর্ত্তন করিতে থাকিলে তবে শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যাইবে। কলিকালের যুগধর্ম,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব
কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

"একমাত্র শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিহত জীবগণের আর অন্য গতি নাই, নাই নাই।"

সিদ্ধান্তবিরোধ কীর্ত্তন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

অধুনা কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগে যত্র তত্র শুধুই বিবাদের আয়োজন। কনক-কামিনী লাভাকাঙ্ক্ষা তো আছেই, তদুপরি প্রতিষ্ঠাশাপিশাচী ছোট বড় সকলকেই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। কোন প্রকার কায়ক্লেশে কনক-কামিনীর হাত হইতে না হয় এড়ান যায়, নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণ করিয়া বৃক্ষতল বাসের অভিনয় করিলেও এ প্রতিষ্ঠাপিশাচী পিছনে লাগিয়াই রহিয়াছে। কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মম মায়া দুরত্যয়া"।

এই কলিযুগে তারকব্রহ্ম নাম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" মহামন্ত্র সদা কীর্ত্তনীয়, জপনীয়। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এই ষোল নাম দ্বাত্রিংশাক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম নাম দিনে তিনলক্ষ বার জপ ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

তাহা না মানিয়া আধুনিক নব্য নবিশেরা দল একটা ভুলিখিচুড়ি আস্বাদনের আশায় নিজের নামটা জাহির করিবার জন্য মহাজনী খাতায় নাম বহাল করিবার প্রবল পিপাসায় মনের খেয়াল অনুসারে নিজকৃত এক একটা ছড়া তৈয়ার করিয়া কীর্ত্তন ও জপ করিতেছেন। উহাই নাকি আবার মন্ত্র আর 'মন' তরুক, না তরুক, তাহার বিচারে প্রয়োজন কি? স্বৈরাচার-প্রচারের সুযোগটা ঘটে তো।

কিছুদিন পূর্ব্বে, কপালে আকস্মিক দোষ উপস্থিত হওয়ায় প্রায় ২৪।২৫ প্রকারের বিভিন্ন ছাঁচে তৈয়ারী এই প্রকার নূতন নূতন ছড়া-জাতীয় নামাবলীর কীর্ত্তন (যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত নহে) সংগ্রহ করিবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাহাতে বেশ একটা ভুলিখিচুড়ি তৈয়ার হইয়া জনগণের একটু মজতাই লাভ হইতেছিল। শুধু তাহাই নহে, অমরত্বন করিতে যাইয়া যে নিজের কপাল পুড়িয়া ছাই হয় নাই, সে কথা গোপনে রাখিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়ার আশা রাখি না।

কপাল ভাল, তাই শ্রীগুরুদেব (যাহার গুরুদেব,—বাল্লার দলের সাজা সাজা নহেন) কৃপা করিয়া বহুবিধ অপরাধ হইতে কাড়িয়া আনিয়াছেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবলে যে সকল পুরাণাদি দর্শন ও শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া এরূপ কল্পিত ছড়া কীর্ত্তন সিদ্ধান্তবিরোধ নামাপরাধ বলিয়া জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, দিয়ে তাহার [illegible] সংকীর্ত্তন কাল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ-পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং-পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্র গুরুলঙ্ঘিনঃ।
তত্ত্ববিরোধ সংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥"
(অনন্ত সংহিতা)

অর্থাৎ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবত্রাণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ রসাভাসযুক্ত পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতিপরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধ-পূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
"রটন্তি" হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন
সংশয়ঃ (অগ্নিপুরাণ)

অর্থাৎ—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" —এই মহামন্ত্র যাহারা অবহেলা পূর্ব্বকও "উচ্চারণ" করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

অতএব এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামে শুধু জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে বলিয়া যাহারা কলি-জনোচিত বিবাদ উঠাইবার অভিলাষ করিয়া ছড়াই কীর্ত্তনীয় প্রচারে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন, অগ্নিপুরাণ এই "রটন্তি"-শব্দ দ্বারা সেই সকল প্রলাপবাক্যও সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিলেন, [illegible] অপরাধে তত্ত্ব-কল্পিত অপসিদ্ধান্ত অপপ্রমাণে প্রমাণিত [illegible] জানি না।

[illegible] করিয়া গুরুগণের বিরোধ [illegible] বিরোধ ছড়াকীর্ত্তন করিয়া [illegible] হলাহল পান করিবেন না। যদি [illegible] না হয়, উল্লিখিত শাস্ত্রাদি [illegible] করুন। গোঁড়ামি দিয়া [illegible] প্রশ্রয় দিবেন না।

গুরু বা মহাজনবাক্য [illegible] গুরু বা মহাজন শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন [illegible] বলিয়া শাস্ত্র-বাক্য ও গুরু বাক্য [illegible] কিন্তু শাস্ত্র লঙ্ঘন-জনিত বাক্য গুরুবাক্য বা মহাজন-বাক্য নহে, যেমন [illegible] আমাদের অজ্ঞতা-নিবন্ধন, প্রতিষ্ঠাশাদের চেষ্টা থাকিলেও শাস্ত্র সর্ব্বদাই বিচার করিয়া কোন আসন দেন না। [illegible] সিদ্ধান্ত-বিরোধ কীর্ত্তন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি মঠে আসিয়া [illegible] হইয়াছি। এখানে সংসারের কুরে অর্থের ভাবনা, খাওয়া [illegible] ভাবনা, অসংখ্য প্রকার ভাবনা ভাবিতে হয় না বা সংসারের অসংখ্য প্রকার ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না। সে সব ভাবনা ভাবিবার, সে সব ঝঞ্ঝাট ভুগিবার পালাটা গুরুকর্ত্তার তার মঠ [illegible] উপর। মায়ার সংসারের ভাবনা ভাবিবার ঝঞ্ঝাট ভুগিবার ভাগ্যটা নিম্নতর কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মানুষ, স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই [illegible] হয়। কিন্তু কৃষ্ণ-সংসারের মালকর্ত্তা [illegible] অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য কোটিযুগের মধ্যে একটিও হয় কিনা সন্দেহ। [illegible] সব ঝঞ্ঝাট ভুগিবার অধিকারটা [illegible] ভিখারী অকিঞ্চন আমার [illegible] দর্শী [illegible] প্রদান করেন নাই। সময়ে সময়ে কৃষ্ণের সংসারের [illegible] আমি যত-টুকু অথবা ভাবনার অভিনয় [illegible], সেটা অকৃত্রিমভাবে যা পূর্ব্বের [illegible] সংসারের আনুকূল্যের জন্য নহে, [illegible] আর খুঁজিয়া দেখিলে জানা যায়, [illegible] দেহমনোবুদ্ধিকার পাকা একটা [illegible] সংসারের পূর্ণ বা আংশিক [illegible] জন্য। আমি মনে করি, [illegible] লোকবুদ্ধিতে সংসার ছাড়িয়াছি [illegible] হইতে অদ্ভুত ক্ষুদ্র, [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ইহা [illegible] মহোদয়ের জন্য [illegible] কৃপা প্রার্থনা সুযোগমাত্র। [illegible] বাহ্যপ্রতিষ্ঠার [illegible] মাতাপিতৃগণ তাহা [illegible] অনর্থ পীড়ায় পদদলিত; [illegible] বিদ্যার, পুরুষ সর্ব্ববিধ [illegible] সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন না।

[illegible] হরি-আমার কেহ ও [illegible] পাত্রে লোকের ভাগে কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে কেহ একদিন মঠে রাখিতে পারিতেন না। আমার এই আত্মবঞ্চনা রোগ আমি বৈদ্যের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব করিতে চাই না; কিন্তু এই সকল আত্মবঞ্চনার মধ্য হইতে একটুকু সরিয়া গেলেই যে আমি 'ধপ্' করিয়া পড়িয়া যাইব।

বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলোদ্দেশ্যে মঠাদিতে আচার্য্যের প্রবর্তিত কৃষ্ণযাত্রা মহোৎসবাদির তাৎপর্য্য গুরুবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম না করিয়া উৎসবাদির বাহ্য প্রতীতিক উত্তেজনা ও ধুমধামে সংসারের কর্ত্তার, [illegible] অভিযোগ বা সংসার সেবার অক্ষমতা লাঘব ও আবরণ করিবার জন্য আমি অনেক সময় মঠবাস, কার্য্যনিপুণতা এবং মঠ সেবার অভিনিবেশের অভিনয় দেখাইয়া থাকি। কিন্তু আমাকে ঐরূপ বাহ্যপ্রতীতিগত উত্তেজনা কতদিন ধরিয়া রাখিবে? আবার অন্য কোন উত্তেজনা তাহা হইতে প্রবলতররূপে উপস্থিত হইলে ঐ প্রবৃত্তি আমাকে মুহূর্ত্তেই ঘাড়ে ধরিয়া মঠের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, বদরিকা, অন্যও কত নূতন নূতন দেশ এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত দর্শন ও ভ্রমণের সুযোগ ও আশা, গঙ্গা-স্নান, শিলংশৈলাদিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের সুযোগ, সেবাপর গৃহস্থ [illegible] আদর-যত্ন, মীনাক্ষুধির কুণ্ডে [illegible] সেবন, প্রাসাদ-বাস, মোটর [illegible], চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, ধুতি, [illegible], পাঞ্জাবী, আভর চাদর, ভাল [illegible] বাঁধান পুস্তক, উৎসবাদির ধুমধাম, [illegible] সৎসঙ্গ-সংবাদ, প্রশংসা, অসুখ হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের স্বেচ্ছায় সমাদরে চিকিৎসা এবং নানাবিধ রুচিকর পথ্যাদির ব্যবস্থা প্রভৃতিই আমাকে এতদিন মঠে রাখিয়াছে। শ্রীগুরুদেব, শ্রীগুরু [illegible] নিষ্কপট সেবকগণ কৃষ্ণানুসন্ধান [illegible] জন্য ভিন্ন কার্য্য না [illegible] ভ্রমণ করিতেছেন, [illegible]

[illegible] [illegible] জীবের অভিলাষে [illegible] আমাদেরই চুর্ব্বুদ্ধি হয়। কেহ আত্মমঙ্গল জিজ্ঞাসার জন্য মহাভাগবত সাধুগুরুর [illegible], কেহ বা গ্রাম-গ্রাম কলা [illegible] সংসারের [illegible] পরি-ক্লান্তির পর পাপার্ত্ত, রোগার্ত্ত উপকারী বা আতুরার জন্য সাধুর কাছে আসিয়া থাকেন।

একমাত্র নিষ্কপট, হরিসেবকেরাই হরিসেবার অনুকূলের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সর্ব্ববিধ হরিভজনানুকূল বিষয় কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া গ্রহণ করিবার অধিকারী আছে, তাহাতে সেবকের কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের গন্ধলেশমাত্র থাকে না, ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়সমূহ পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের দুষ্ট আশাও হৃদয় অধিকার করে না। উত্তম বসন-ভূষণ, স্রক্-চন্দন, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য যেরূপ ক্ষুধানলসন্তপ্ত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে যাহা ভোগের উপকরণ, তাহা কৃষ্ণসেবানুসন্ধানকারীর দ্বারা যখন কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-প্রচার বা কৃষ্ণসেবা-প্রচারাদির অনুকূল হয়, তখন ঐ সকল বস্তু সেই সতত কৃষ্ণসেবানুসন্ধানসংরত পুরুষের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহার উদ্রেকে সমর্থ হয় না; কেন না, হৃষীকেশেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা ব্যতীত যে তাঁহার পৃথক্ ইন্দ্রিয় পরিচালনা-বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই।

যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৌতপন্থী গুরুদেব "ইদংসর্ব্বং"—যাহা প্রাণীজগৎ পরস্পর স্ব-স্ব ভোগার্থ গ্রহণ করিতেছিল, সেই 'সর্ব্বং ইদং'কে ঈশ-সেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যে রূপানুগবর গুরুদেব নিখিলবিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিবার পরমনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের অকপট অহৈতুক অনুরাগ, আনুগত্য বা "আপনার বুদ্ধি" আমাকে মঠে রাখে . . এই দুর্ভাগ্যের কথা আমি কি দিনান্তেও একবার স্মরণ করি, আর সেই দুর্দ্দৈবের কথা নীরবে নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মে অন্তরের অন্তরতমস্থল হইতে নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই?

মঠ-রক্ষাকর্ত্তা যে অন্যাভিলাষী আমার সেবা করিতেছেন, ইহা ত' তাঁহার গুরু-সেবতাত্ম্যতার পরিচয়। "তুমি বিজ্ঞেন পতিব্রতাশিরোমণি, পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা"। তিনি পূর্ণ হরিভজন করিতেছেন, আর অন্যাভিলাষী আমি গুরুসেবকের দ্বারা আমার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া—আমার সর্ব্বোপায়, [illegible] অপরাধেরই [illegible], আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ [illegible] আপ্যায়িত হইতেছি। এই আত্মবঞ্চনা-কামনা, এই অপরাধের [illegible], এই [illegible] [illegible] [illegible]

এই আত্মবঞ্চনা-চিন্তার আকাঙ্ক্ষা আমাকে কিছুকাল মঠের সেবার অভিনয় করাইতে করাইতে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

যদি আমার চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদেই আসক্তি জন্মিত, তাহা হইলে মঠ-রক্ষাকর্ত্তা আমার জন্য কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,—যে সকল সুবিধার সদ্ব্যবহারের একাংশও কোন যুগে কোন হরি-ভজনেচ্ছুক প্রদত্ত হয় নাই, আমি সেই সকল সুবিধা হরিভজনে নিযুক্ত না করিয়া নিজের ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষ চরিতার্থতায় আত্মসাৎ করি কেন, আর চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের সেবা ছাড়িয়া অচৈতন্য-বাদী বিষ্ণুশর্ম্মার কথিত অচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হই কেন? চৈতন্য-সরস্বতী-সেবায় অকপটে নিযুক্ত থাকিলে কি আর অচৈতন্য-সরস্বতীর সেবার জন্য চিত্ত ব্যথিত হয়? পরবিদ্যা-পীঠের ছাত্র হইতে পারিলে কি আর অপরবিদ্যাপীঠের অগুরুকুলের বেত্রাঘাত গ্রহণের সাধ হয়? পরবিদ্যারত্ন পাইলে কাহার অবিদ্যাকাচ অন্বেষণে স্পৃহা হয়?

(ক্রমশঃ)।

ঝরিয়া প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয়, খনিজাঙ্গারোৎপত্তি-ক্ষেত্রে ঝরিয়া নগরে আগমন পূর্ব্বক নগরস্থ মাইনিং ফিডারেশন হল, ভারত বিখ্যাত ধনাঢ্য শেঠ তারা চাঁদ ঘনশ্যাম দাসের জয়রামপুর খনিজাঙ্গার কার্য্যালয়, কচ্ছদেশবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সুকৃত ধনাঢ্য মেসার্স ক্যেমজি ডোসা এণ্ড সন্স মহোদয়গণের টিস্রা বাস-বাটি প্রভৃতি স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারার্থ সাদরে আহূত হইয়া কচ্ছ-বাসী ভদ্রমহোদয়গণ-সকাশে হিন্দিভাষায় গৌর-বিহিত শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিতেছেন। এই প্রচার-প্রসঙ্গে শেঠ তারাচাঁদ ঘনশ্যাম দাসের কোলিয়ারি এজেন্ট মহাপ্রাণ শ্রীযুত নিরঞ্জন লাল গোয়েঙ্কা এবং ক্যেমজি ডোসার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাধিকার-চেষ্ট শ্রীযুত বাবু অর্জ্জুন জি ডোসার আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পরম শ্রদ্ধালু শ্রীযুক্ত অর্জুনজির গৌড়ীয় মঠের প্রতি সেবোন্মাদকতা, কচ্ছ দেশবাসিগণে ধর্ম্ম-প্রাণতার উদাহরণ স্বরূপ। ইনি শ্রীব্রজধামে মঠ নির্ম্মাণকালে গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুর পুনঃ শুভাগমন প্রার্থনা করিয়াছেন।

[illegible] মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ মৃদঙ্গ বাদ্যযুক্ত উচ্চ সংকীর্ত্তন দ্বারা ভূবিবর প্রতিধ্বনিত করিয়া অন্তর্জ্জীবগণের নিত্য মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। ধার্ম্মিকপ্রবর কচ্ছবাসিগণ গৌড়ীয় মঠের নিত্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার-বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবানুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

ঝরিয়া অঞ্চলে প্রচারাদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু সদলে সেন্ত্রাল খনিজাঙ্গার-ক্ষেত্র প্রদেশে গমন করিতেছেন। তথা হইতে তিনি কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে প্রচারার্থ গমন করিবেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখানুভব করিতেছি। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, তিনি তাঁহার অনুগত প্রচারকগণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রেরণ পূর্ব্বক এই অসারময় দেশের মলিনতা বিদূরিত করুন।

প্রণতঃ—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার, ঝরিয়া।

বালিয়াটী

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীশ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা মঠ বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস স্থানীয় জমিদার ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সত্য মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে প্রায় দেড় শত লোক শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে উপস্থিত হন। সান্ধ্য আরাত্রিক ও কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে উক্ত ভক্তমণ্ডলী লইয়া একটী সভা আহূত হয়। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সেবক-স্থানীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি, এস্, সি, এই সভায় বৈষ্ণবের আনুগত্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের পক্ষ হইতে সহজ সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা করি, উক্ত শ্রীমানের সেবা-সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। তাঁহার সেবা-কার্য্যে আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। অবশেষে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই শুভ উৎসবোদ্যোগী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সত্য মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তর্কশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ভিঃ পিঃ সহ ৫০ সংখ্যা [illegible]
ষাণ্মাসিক ১৸০ ; সাপ্তাহিক /০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৪৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্চ্চনপদ্ধতি ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	১৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskri[t] Hindi devoted to the cause of Suddha Sanata[na] Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*India* Rs. 3/8/- ; *Foreign*-6 Sh. only, including postag[e] Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Ca[lcutta]

VAISHNAVISM REAL & APPAR[ENT]

ইংরাজী ভাষায় তত্ত্ববৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সহজসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে [illegible] হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট নষ্ট করে। [illegible]

সজ্জন—বিজিত ষড় গুণ

ষড় গুণ বলিতে ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা—এই ছয় বিরোধী গুণই ষড় গুণ।

এই ছয়টী গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতনবৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অনুশীলনে প্রভুত্ব করে, সেইকালে তাদৃশ চেতনকে মন বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুতে অস্মিতার সহায়তায় মমতারোপ করিলে প্রকৃতির রাজ্যে তিনটী গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য কর্ম্মের উদয় হয়। চেতনবৃত্তি গুণের দ্বারা চালিত হইলে কর্ম্মফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্ম্মফলের বাধ্য থাকে, তখন তাহাকে ষড় গুণ-জিত বলা যায়। ফলভোগ-রাহিত্যে বা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাহার জড়ভোগস্পৃহা আদৌ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ ছয়-গুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনাত্মা বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড় গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জন অন্যকর্ম্মফলভোগী মানবের ন্যায় জড় দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি আত্মবিৎ, কৃষ্ণাশ্রয় বুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংস্পৃষ্ট। তাঁহার বুদ্ধি নিত্য হরিসেবাময়ী। কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড় গুণের বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু সজ্জন কখনও ষড় গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে, আত্মা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। [illegible] দেহ ও মনকে যে [illegible] বিকার উৎপন্ন করায়, [illegible] সজ্জনের বুদ্ধি [illegible] করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম, ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায়, সেখানে দ্রষ্টা, সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন-বিষয়িণী শ্রদ্ধার হ্রাস হয়; আবার তাদৃশ হিংসা-দ্বেষের তাণ্ডব নৃত্যের ছলনায় তত্ত্বদর্শী জনে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার বিজিত-ষড় গুণ-সজ্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত-কারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া আত্মবিৎ সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শান্ত অবস্থায় ঐ গুণষট্ক অব্যক্ত থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তজ্জন্যই পরমহংসের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা পারমহংসী সংহিতা সজ্জন নির্ম্মৎ-সরগণের বিজিত-ষড় গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সজ্জন বিজিত ষড় গুণ একথা জানা হইলেই বদ্ধ জীবও সজ্জন হইতে পারেন। যে কালে তিনি সজ্জনের ধারণা সংকীর্ণ বুদ্ধিতে বিচার করেন, তৎকালাবধি বিজিত ষড় গুণ কি অবস্থা, তিনি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না। বিজিত ষড় গুণ সজ্জনগণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।

[illegible]য় মঠে

ভাগবত-কথা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র কলিকাতা নগরীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে বহু দেশ দেশান্তর হইতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু ব্যক্তি আসিয়া থাকেন এবং সকলেই পরম কৃপাবতার পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বাস্তব সত্যের—নিরস্তকুহক সত্যবাণীর শুদ্ধবিচার শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই নিরস্তকুহক সত্যবাণী প্রচার করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তিত হয়। তাই করুণাবতার প্রভুপাদ এবং তদনুগগণ দিবারাত্র সেই ভাগবত বাণীই কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনের পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন এবং সমাগত ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তি-সহ সদুত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। কলি-কল্কের প্রধান আবাসস্থল কলিকাতার মত স্থানে এইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে বাস্তব সত্যের কথা, নিরপেক্ষ আচার ও প্রচারের কথা, একমাত্র নিত্য ধর্ম্মের কথা পরমকরুণ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অমন্দোদয় দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই স্বধর্ম্মের বিষয় উপলব্ধি করিতেছেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া অনেকেই হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়-মঠবাসিগণ সর্ব্বক্ষণই সমাগত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে হরিকথা কীর্ত্তন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ দানে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণ কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে গমন করুন। এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরমকারুণিক আচার্য্য কি তাৎপর্য্যে পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অন্যাভিলাষী আমার মস্তিষ্কে ত' ধারণার বিষয় হইবেই না, শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়াও আমার অন্যাভিলাষযুক্ত মস্তিষ্ক তাহা ধারণা করিতে পারে না, তাই বাহ্যদৃষ্টিতে আমাকে পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র বলিয়া প্রদর্শন করিয়াও আমি অপর-বিদ্যারই ছাত্র হইয়া পড়ি। পরবিদ্যাপীঠের তাৎপর্য্য—চৈতন্য সরস্বতী-বিনোদ, ইহা দুর্দ্দৈব-দোষে ভুলিয়া গিয়া আমি অনুস্বার বিসর্গ বা ডুকৃঙ্ করণের অর্থাৎ জড়ের বিনোদে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। চৈতন্য সরস্বতী বিনোদ করিলে ত' শ্রীচৈতন্য-সেবানন্দ, শ্রীচৈতন্যানুশীলনই প্রবল হইত। আমি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের অন্তর্নিহিত স্পৃহার সহিত পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রের অভিনয় মাত্র করি বলিয়াই আমার অন্যাভিলাষ বা অচৈতন্যানুশীলন-স্পৃহাই প্রবল হইয়া উঠে। মহাপ্রভু নবদ্বীপের পড়ুয়াগণকে সমগ্র-শব্দ-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধাতুপ্রত্যয়ের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শব্দশাস্ত্রের সেই বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি শ্রীগুরুদেব অসংখ্যবার আমার কর্ণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে পাষাণের রেখার ন্যায় অঙ্কিত করিতে চাহিলেও আমি অন্যাভিলাষ কর্ণঃ দ্বারা আমার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখি। আমি আচার্য্যের দ্বারা কর্ণবেধ-সংস্কারেই সংস্কৃত হইলাম না, সুতরাং কি করিয়া তৎপরবর্ত্তী কৃত্য বেদ-সরস্বতী-বিনোদের সেবায় উপনীত হইতে পারিব?

আমাকে বৈষ্ণবগণ 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'ভাগবত', 'বৈষ্ণব', 'ব্রজবাসী' প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন; আমাকে বঞ্চনা বা হিংসা করিবার জন্য নহে। তাঁহারা আচারাঙ্গুব বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় মৎসর, হিংসক হইয়া ঐসকল নামের একচেটিয়া ব্যবসা করেন না; তাই তাঁহারা চাহেন, সকলেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিবিশিষ্ট পণ্ডিত হউক—সকলেই আচরণশীল আচার্য্য হউক,—সকলেই ষড় বেগজয়ী গোস্বামী হউক,—সকলেই ভগবৎসেবক ভাগবত হউক,—সকলেই একান্তবিষ্ণু-সেবাপর বৈষ্ণব হউক,—সকলেই ভবের পথ ছাড়িয়া ব্রজের পথে চলুক। যদি আমার সেবোন্মুখী সুবুদ্ধি হইত, তাহা হইলে আমি বিচার করিতাম, আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে পাণ্ডিত্যাদি নামে বিভূষিত করিয়া আমাকে আমার নিত্যসিদ্ধা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি প্রকট করাইবার জন্যই যত্নবান্ হইতে বলিতেছেন, আমাকে আচারবান্ হইতে উপদেশ দিতেছেন। আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে ভোগোন্মুখতা হইতে মোড় ফিরাইয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার স্নেহময় ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের এই স্নেহময়, স্নিগ্ধ উপদেশ ও অহৈতুকী দয়ার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া আপনাকে 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'বৈষ্ণব', 'ব্রজবাসী', প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। কোথায় বৈষ্ণবগণের ঐ অহৈতুকী করুণা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে নিজ অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া আমাকে অকৃত্রিম 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও চৈতন্যানুসন্ধান শিক্ষা প্রদান করিবে, আমাকে ভবের পথ ছাড়াইয়া ব্রজের পথে লইয়া যাইবে, আমার অন্যাভিলাষ-গুলির জন্য আমাকে অনুতপ্ত করাইয়া গাঢ় হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাভিলাষে প্রমত্ত করাইবে, তাহা না করিয়া আমার ভাগ্য-দোষে কারুণিক গুরুর উপদেশটী পর্য্যন্ত বিপরীত করাইয়া দিতেছে,—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥"

"কাহাকে নরক করে"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীচৈতন্যভাগবত-গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজগুণে আমার ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজনকামী গ্রাম্যকথার কর্দ্দমবাহী কুৎসিত কাককেও বিমুখাহক [illegible] বিষ্ণু

কথা-কীর্ত্তনকারী-দুর্দর্শন গুরুদেবের অনুযায়ী পদবী প্রদান করিতে চাহেন, তজ্জন্যকেও বৈকুণ্ঠে আরোহণ করাইতে চাহেন, কুক্কুরকেও তাহার কুকুরত্ব মোচন করাইয়া রাজসিংহাসন দিতে চাহেন, কিন্তু আমি আমার পূর্ব্ব ইতিহাস, সেই বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজন-স্বভাব কিছুতেই ভুলিতে পারি না। আমি যদি নিষ্কপটে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সুখ বরিয়া লইয়া আমার পূর্ব্বইতিহাস-সমূহ ভুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ সকল পদবী আমাকে উত্তরোত্তর কৃষ্ণপদ-কমল-স্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু আমি গুরুবৈষ্ণবগণের ঐ কৃপাকে—ঐ বৈকুণ্ঠ-পদবীকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই—প্রগাঢ় বৈকুণ্ঠ-সেবকাভিমান, যাহা হইতে সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ বা অন্য কোনও পদবীই সেই প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে না। আমি জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বলিয়া আমাকে গুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বোত্তম পদবী প্রদান করিলেও আমি পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিতে পারি না।

"শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং
নাশ্নাত্যুপানহম্॥"

যখন আমার জড়প্রতিষ্ঠা-পারিশ্রমিক-প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন প্রবল স্পৃহা কনক-কামিনী-স্পৃহা হইতে কিছু সময়ের জন্য অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমি প্রতিষ্ঠার জন্য খুব পরিশ্রমী সেবকের অভিনয় করি, আর যখন ঐ প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা অপেক্ষা কনক-কামিনী-স্পৃহাটা প্রবলতর হইয়া উঠে, তখন আমি মঠ হইতে পলাইয়া যাই।

আমি খুব কাজ করি, সেবা করি, উহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য অনেক সময়েই আমার প্রাণ আইচাই করিতে থাকে। অনেক সময় গুরুবৈষ্ণব-গণকে নানা-প্রকারে জানাই, আমি এত সেবা করি যে, বেলা ২টার পূর্ব্বে কিছুতেই আনাহার করিবার সময় পাই না, শরীরের প্রতি উদাসীন হইয়া সেবা করিতে করিতে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল, ইত্যাদি। এ সকল কথা কোন প্রকারে মঠকর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসুক, ইহা আমার আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও 'আমি ঐ সকল কথা কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট লুকাইতে চাই' এরূপও একটা 'লোক-দেখান লুকাইবার-চেষ্টা' কপটতা করিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি। অনেক সময় কপটতা করিয়া ছিন্ন কাপড় পরিধানপূর্ব্বক আমার বৈরাগ্য, জড়ে উদাসীনতা ও অজগর-বৃত্তিত্বের বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি, [illegible] উপর এত হরিসেবার কার্য্যের ভার যে, আমি মোটেই গ্রন্থপাঠ বা হরিনামাদি করিবার সময় পাই না। হরিসেবার কর্ম্মবুদ্ধি, হরিসেবা বা হরিনামে প্রাকৃত বুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি-নিবন্ধনই যে আমার ঐ দুর্গন্ধ উদ্গার নির্গত হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি গুরুদেবের পরম কৃপা গ্রহণ করি না। আমাকে সেবাকার্য্য হইতে একটুকু অবসর দিলেই যে আমার ঘাড়ে শয়তান চাপিবে, আমাকে হরিনামের বাহ্য আকৃতি দেখাইয়া অপরাধ করাইতে করাইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আবৃত করিয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠের নামে ইন্দ্রিয়সুখকর নাটক নভেল পড়াইতে পড়াইতে আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, তাহা আপাতঃপ্রেয়ঃকামী, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি বুঝিয়াও বুঝি না। আমি চোখ থাকিতে দেখি না যে, প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম স্নেহ করেন, তাঁহাদেরই উপর সেবা-কার্য্যভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম, তাঁহাদের নিঃশ্বাস ছাড়িবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমি যেরূপ দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাতে আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ পাইলেই আমি বাড়ী পলাইব। সুদূরদর্শী পরদুঃখদুঃখী, পতিত অনর্থগ্রস্ত জীবের একমাত্র অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী প্রভুপাদ অন্তর্দর্শি-সূত্রে আমার দুষ্টবুদ্ধির কথা জানেন বলিয়াই হরিসেবা হইতে পৃথগ্‌ভাবে নূতন করিয়া কোনও প্রকার বিদ্যা বা নিপুণতা সংগ্রহ করাইবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার শ্রৌত উপদেশ—'তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ' 'স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভিঃ।' কারণ হরিসেবা হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন করিয়া কিছু শিক্ষা বা সংগ্রহ করিতে করিতে যদি আমার ঘাড়ে দুষ্টবুদ্ধি চাপিয়া বসে, 'লাঠি কাটিয়া বনের বাঘ মারিব' বিরোচ বৃক্ষ হইতে লাঠি কাটিতে কাটিতে যদি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'রূপ অধিক জ্ঞান আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, তবে যে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই অহৈতুক গুরুদেব আমাকে বলেন, 'তুমি যেখানে আছ, যেরূপ অবস্থায় আছ, তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভজন ব্যতীত আর কিছু তোমাকে করিতে দিব না।' গুরুদেবের এত বড় কৃপা গ্রহণ না করিয়া আমি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে গেলেই জড়ে আসক্ত হইয়া পড়ি।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অনেক সময় মনে করি, গুরুবৈষ্ণবগণ বুঝি আমাকে বিশ্বাস করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। গুরু-বৈষ্ণবগণের একান্ত বিশ্রম্ভ-ভাজন হইতে না পারা যে আমারই দুর্দ্দৈব, তাহা কিন্তু আমি একবারও বিচার করি না। শত অনর্থ দোষদুষ্ট আমার নিজ দোষ আমার চক্ষে পড়ে না, মৎসর বুদ্ধিতে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবগণের দোষ আছে কল্পনা করি। [illegible]—গুরুবৈষ্ণবগণের অবিশ্বস্ত, আর কৃষ্ণসেবৈকাভিলাষীই পরম বিশ্বস্ত। আমার যতটা অন্যাভিলাষ থাকিবে, আমি ততটা কৃপাময় শ্রীগুরুদেবের নিকট অবিশ্বস্ত থাকিব, আর আমার যতটা কৃষ্ণসেবাভিলাষের নিষ্কপটতা প্রকাশিত হইবে, আমি শ্রীগুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভভাজন হইব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা-বিগ্রহের—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষপাতী। সেই সেবা-বিগ্রহের নিষ্কপট অনুগমন যাহার যতটা অধিক, তিনি গুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভ-ভাজন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী, তিনিই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত, তাঁহাকে তিনি ঘরের সকল কথা বলেন, তাঁহাকে তিনি সিন্দুকের গুপ্ত চাবিটী দেন, তাঁহার উপর সমগ্র গৌড়ীয়গণের ভার সমর্পণ করেন। দুষ্টবুদ্ধি-বশতঃ উহা বিচার না করিয়া অদোষদর্শী-গুরুবৈষ্ণব-গণের পক্ষপাতিত্ব ও দুষ্টবুদ্ধিদোষদুষ্ট-নিজের দোষরাহিত্য বিচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপরাধ করিতে করিতে আমি জড়রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি।

হাতের জল শুদ্ধি

(পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার সরকার, কটক)

অনেকের ধারণা দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তজ্জন্য একটু জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই কানে একটা ফুঁ অর্থাৎ মন্ত্র লইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে যে আমার সর্ব্ব-অনর্থ দূর হইয়া, কেবলমাত্র হাতের জল শুদ্ধ কেন, সর্ব্ববিষয়ে শুদ্ধতা-প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ সেবা পাইতে পারি, সে-বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। সে জ্ঞানাভাবে আমার দীক্ষা লওয়া অভিনয়টী একটী সামাজিক বা নৈতিক আচার-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হইবেই বা না কেন, আমি যাহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি যে গুরুব্রুব, গুরু নহেন। তিনি যে আমারই মত একটা বদ্ধজীব। আমাকে সেবা দিতে অক্ষম হইয়া ভোগা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ব্যবসাদারীটী বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া থাকেন, "গুরুটুকু কিছু নয় বাবা, শিষ্য যদি ভাল হয়, তা'হলে মানুষ ত' দূরের কথা, গাছ, পাথর আশ্রয় করিয়াও হরিভজন করিতে পারে, তবে একটা প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সেইজন্য একটা গুরু করা। একলব্যের উপাখ্যান শুনাইয়া বলেন, এই দেখ একলব্য গুরু না পাইয়া গুরুর মাটীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার নিকট হইতে [illegible] শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই বলি বাবা, শ্রীগুরু-চরণে ভক্তি থাকিলে সেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, [illegible] করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার কোন দরকার নাই। আজকাল [illegible] লোক হইয়াছেন তাঁহারা কেবল গোস্বামিগণের অন্ন মারিবার জন্য ধুয়া ধরিয়াছেন।" কথাটা আমারও [illegible] মন্দ লাগিল না, কারণ আমি শুনিয়াছি ও দুই এক বড় ইংরাজি বহিতে পড়িয়াছি, আত্ম-নির্ভরতা (*self-reliance*) জীবের উন্নতির একমাত্র উপায় সুতরাং গুরুবাক্য আমার মনোবাক্যের সমর্থন পাইয়া, আমি ঠিক নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম এবং আমার আত্মনির্ভরতার নিঃসন্দিহান হ[illegible] পূর্ব্বেও যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি-তর্পণে ব্যস্ত ছিলাম, পরেও তাহাই থাকিতে লাগিলাম ও সকাল-সন্ধ্যায় মন্ত্রোচ্চারণের অভিনয় করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ আর যান কোথা।

হায় আমার দুর্দ্দৈব, একথা যদি আমার মনে একবারও উদয় হইত যে, "গুরু ও শিষ্য এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? দীক্ষা কাহাকে বলে? যদি গাছ, পাথর ভজিয়া বা আমার চেষ্টা দ্বারা ভগবানকে [illegible] যায়, তা'হলে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা কেন শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে?"—তা'হলে আমি বুঝিতে পারিতাম, একলব্য যাহা লাভ করিয়াছিলেন, উহা প্রাকৃত সত্ত্ব। আর আমি যাহার অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া গুরু করিতেছি, তাহা অপ্রাকৃত বস্তু। একটি আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাধীন, আর একটি আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত।

যা'হোক "গতস্য শোচনা নাস্তি"—এই ন্যায়-বাক্য অবলম্বন করিয়া একবার কি আমি নিজ মঙ্গল-প্রার্থী হইয়া সদ্‌গুরু (এস্থলে যে কেবল জাতি-গোস্বামীদিগের কথা বলা হইতেছে, তাহা নহে, কারণ দেখা যাইতেছে, অনেকে কুল-গুরু ত্যাগ করিয়া বুজরুকের বুজরুকীতে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছেন) অনুসন্ধান করিব না? যদি করি, তা'হলে দেখিতে পাইব, শাস্ত্র কাহাকে সদ্‌গুরু বলিতেছেন। যথা—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি "শব্দ-ব্রহ্মে" অর্থাৎ শ্রুতি-শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, "পরব্রহ্মে" নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নহেন, [illegible] কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ [illegible] [illegible]

[illegible] অর্থাৎ যিনি স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই, সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিশিক্ষাতে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত কৃষ্ণসেবানিষ্ঠ পুরুষই "গুরু" বলিয়া কথিত হন।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী।

তাই বলি হে সহৃদয় পাঠকগণ, যদি কেহ আপনারা এ অধমের ন্যায় হাতের জল শুদ্ধ করার দলে থাকেন বা বুজরুকের পাল্লায় পড়িয়া থাকেন তা' হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া অচিরাৎ গুরুত্রব ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু-চরণ-আশ্রয় করুন। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন,

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ।
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। আবার বলিতেছেন :—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

এই নৃদেহটি সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

আশা পথে

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

আশা—শিশু-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, [illegible]—সকলেই বাহার দ্বারা [illegible] আশা [illegible] আশা [illegible] বাধিয়া পরিভ্রমণশীল। এই আশাই আমাদিগকে অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কেহই আশাহীন হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি না। আশার বন্ধন শিথিল হইলে নৈরাশ্যের ছায়া-পথে ধাবিত হইলে আমরা ক্লিষ্ট হই। এই আশাই আমাদিগকে নিয়মিত করিতেছে। আশার পরিমাণ নাই, নির্দ্দিষ্ট উপকরণ নাই, আশার পরিপূর্ত্তি নাই। আমরা আশা-পথে বরাবর গতিশীল থাকিলেও এ'পথের শেষ সীমায় কেহ পৌঁছিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। জগতে এমন কোন বস্তু বা বিষয় নাই, যদ্দ্বারা আশা দেবীর সম্যক পূজা-বিধান হইতে পারে।

আশা দ্বিবিধা। আমাদের বিষয়-ভোগাশা আর দিব্যসূরিগণের সর্ব্ব বিষয়-ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাভিলাষ। যদিও উভয়ই আশা নামে কথিত হয়, তথাপি আকাশ জমিন তফাৎ। প্রথমোক্ত আশা-পথে গমনশীলের শেষ পরিণতি নরক দর্শন ও দুঃখ ভোগ, দ্বিতীয়োক্ত আশা পথের পথিকের নিত্য সেবানন্দ-সুখ লাভ হইয়া থাকে।

অবাস্তব লাভাকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত জনমণ্ডলী-দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া, বাস্তব আশা-লব্ধ নিত্যানন্দ প্রাপ্তির কোন অনুসন্ধান রাখি না। সেই জন্য মরীচিকা প্রযোৎপাদন করিয়া অবাস্তব পথে আশা-পাশে কেবল আবদ্ধই হইতেছি। কারণ জগতে যতগুলি আশার বস্তু আমরা লক্ষ্য করি, সকলই জলবিম্বের ন্যায় অথবা মৃগতৃষ্ণিকার ছলনা মাত্র।

ছলনাময়ী আশাতে ধরিবার কোন বাস্তব বস্তু নাই বলিয়া কেবল দুঃখই পাই, আশা আর মিটে না। জাগতিক আশা-পথে আশা বাড়ে বটে, কিন্তু প্রাপ্য কিছু নাই তাই দুঃখ পাই, আর পারমার্থিক আশা-পথে অগ্রসর হওয়ার প্রারম্ভেই অপর্য্যাপ্ত বাস্তব বস্তু লাভে আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও ক্রমে পরমানন্দ লাভ করিয়া অবাস্তব আশা-তরুর অস্থির অশান্তিময় ছায়া হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-পদ-কমলের কোটী-চন্দ্র-সুশীতল ছায়া লাভ করি।

তাই, আমি যে দুরাশায় বদ্ধ হইয়া—

"গুরুমুখপদ্ম-বাক্য হৃদে করি মহা শক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা ॥"

(প্রেঃ ভঃ চঃ)

—এহেন মহাবাক্য লঙ্ঘনে ব্রতী রহিয়াছি, সেই দুরাশা-রাক্ষসীর মুণ্ডচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মহাজন গাহিয়াছেন—

"ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর ॥
আশার উন্নতি নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড় যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও
সর্ব্ব রাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি চাবে ব্রহ্মার প্রভাব ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হবে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত ॥
অতএব আশাপাশ, যাতে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাবলয়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে" ॥

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কিরূপে হইল ?

(প্রাপ্ত)

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং
বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।

* * * *

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং
পতয়স্তথা ॥
এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে
মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপ নিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ জৈব ধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী নিত্য। প্রলয় কালে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, সৃষ্টি সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদ সংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ-দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব! যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-ক্রমে সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অর্থব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলে মত-ভেদ-ক্রমে পাষণ্ড মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীদ্বিধো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্য-ক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত প্রচারক। এই পাষণ্ডমতই অধর্ম্ম নামে কথিত। আম্নায়-বাক্য স্বীকার না করাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পাষণ্ডতা। এই পাষণ্ডতাই অধর্ম্মের জনক।

যেখানে যত অধিক আম্নায়-বাক্যের অনাদর, সেখানে পাষণ্ডমত তত বেশী প্রচলিত থাকায়, ধর্ম্মহীনাবস্থায় স্বৈরাচারে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব।

কে তুমি ?

(শ্রীযুক্তা মলিনাবালা দাসী কটক)

জননী জঠর হতে জনমি' জগতে
তুলেছিনু যবে সেই কাতর রোদন।
কে তুমি আমার প্রভু করুণা আধার
গঠেছিলে মাতৃ-হৃদি স্নেহ-নিকেতন ॥
জীবন-মধ্যাহ্নে পাপ প্রলোভন যত,
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-সম হৃদয়-কন্দরে।
বিবেকের মাঝে প্রভু বিরাজিত তুমি
অন্তর্য্যামী, লক্ষ্যভ্রষ্ট মানব-অন্তরে ॥
সায়াহ্ন-গগন যবে আঁধারে আবরি'
চারিপাশে ভাসে শুধু ভবঃ পারাবার।
আকুল পরাণে জীব কাতর নয়নে
তব পানে চায়, মনে আশার সঞ্চার ॥
ব্যাধির বন্ধন-ক্লিষ্ট অন্তিম শয়নে
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে, কাতর কামনা।
দূর দূরান্তর হতে এস ছুটে তুমি
শান্তিময় প্রেমময় জীবের সান্ত্বনা ॥
অনন্ত বিক্ষেপময় বাসনার স্রোতে
নিরাশা নৈবেদ্য যবে চরণে তোমার।
অমূল্য রতন কত তুলি নিজ হাতে
রত্নাকর তুমি ভক্তে দাও উপহার ॥
গহন বেদান্ত বনে ভ্রান্ত পান্থ যবে
হয়ে দিশাহারা ত্যজি ব্যর্থ অভিমান।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি চরণে তোমার
নিত্য-দাস্যে তব পায় স্বরূপ-সন্ধান ॥
অজ্ঞান আঁধারে ভরা প্রহেলিকা-ময়
হৃদয়-কানন মাঝে ভকতি কুসুম।
উঠে ফুটি, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি,
দিব্যালোকে আলোকিত গতি অনুপম ॥

প্রচার প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর

ত্রিদণ্ডাগ্রণী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দিগম্বর দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সহজ সরল অথচ গম্ভীর শাস্ত্রীয় মীমাংসা শ্রবণে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

সজ্জন—মিতভুক্

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন করেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখন অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না, মায়াবাদীর ন্যায় তিনি ফল্গু বৈরাগ্যের আবাহন করেন না। হঠযোগীর ন্যায় প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণপ্রসাদের মিতভোজী।

আত্ম-প্রসাদ সেবায় অমিতভোজন নাই। সূক্ষ্ম শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয় তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয়, তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবের মিতভোজন একটী বিশিষ্ট পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অত্যন্ত আসক্ত, অধিক ভোজী, এবং ভোজন-বিরত বিরক্ত উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ। শুষ্ক বৈরাগী যাহাকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলা হয়, তাহারা মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বলেন—

'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তি-র্বিনশ্যতি॥'

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

জিহ্বার বেগ ও উদর-বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোস্বামী হইতে পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় যিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাঁহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশু ভোজনকারী, মৎস্য কূর্ম্মাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা হয় না। মাদকদ্রব্যাদি-সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোস্বামিগণ অহিফেন ও ধূম্রপানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

দৈববাণী

(দ্বিতীয় বিদ্যুৎ)

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিফলে যখন ভগবান্ আমাকে বহু কৃপাপরবশে সদ্গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিয়াছেন, যখন দেবের দুর্লভ ভুবনৈকধন্য শ্রীগুরুদেবের পদতলে আসিয়াছি, তখন এবার হরিভজন করিয়া মানব-জীবন সার্থক করিব। কিন্তু হরিভজন করিতে আসিয়া হরিভজনের কণ্টকগুলির প্রতি উদাসীন থাকায় আমার আর হরিভজন হইল না। আমি হরিভজন ত্যাগ করিয়া অন্য কিছু ভজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ধর্ম্ম-জীবনে আত্মবঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সা একটী ভীষণ কণ্টক। স্বভাবতঃই মনোধর্ম্মিজীবের আত্মবঞ্চিত হইবার দিকে প্রবলা রুচি। আত্মবঞ্চনা বিবিধ সজ্জায় বহু চিত্তবিনোদিনী মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। আত্মবঞ্চনারূপ কুহকীর কুহকে পড়িয়া আমি অনেক সময় আত্ম-হিংসা ও পরহিংসা করিতে ধাবিত হই। আত্মবঞ্চক আমি নিজের মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়া মর্কটবেশধারীকে সাধু বলিয়া বরণ করিলাম। আর শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিয়া এবং তাঁহার পরমার্থৈষিণী বাণী শ্রবণ না করিয়া নিরন্তর বঞ্চকগণের সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। তাহারা যে আমাকে হরিভজনের পথ হইতে বিচ্যুত করাইয়া অনন্ত নরকের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা আমি একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না। আমি জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষু, যখন তাহারা আমাকে একটু প্রতিষ্ঠা দেয়, তখনই আমার হৃদয় খানি আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। আমি কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক জনসমাজে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য মাঝে মাঝে কপট দৈন্য ও আর্ত্তির ভাব দেখাইয়া শুধু সংগ্রহের জন্য লোলুপ হইয়া পড়ি। মনে করি শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ আমার এই কপটতা ধরিতে পারিলেন না। তাঁহারাও আমারই ন্যায় বহির্দ্দর্শী বা অদূরদর্শী। শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ অন্তর্য্যামী; কিন্তু তাহার প্যাঁচপাঁচে তাঁহাদিগকে অন্তর্য্যামী মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্য-ক্ষেত্রে অপসার্বাজ্ঞ হইয়া অল্পজ্ঞ বুঝিয়া কপটতার পরিচয় দিয়া থাকি মাত্র। আমার সেরূপ অজ্ঞতা ও কপটতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ নিত্যকালই অন্তর্য্যামী বাঁহারা আমার হৃদয়ের যাবতীয় অভিসন্ধি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়া আমার অজ্ঞতা ও কপটতাকে ধরাইয়া দিয়া আমার আত্মমঙ্গল বিধান করেন।

আমি মনে করি, সাধু অপেক্ষা আমি বড় বেশী বুদ্ধিমান্, তাই তাঁর অনুগত হইয়া থাকিবার আমার আর প্রয়োজন কি? সাধুর কাছে আসিয়া আমিও যখন সাধু (?) হইয়াছি, তখন সাধুর অনুকরণে আমি প্রতিষ্ঠা (যাহা ভজনের প্রধান শত্রু) সংগ্রহের জন্য কেন না ব্যস্ত হইব? সাধুকে যখন সকলে সম্মান করেন, প্রাণ দিয়া সেবা করেন, তাঁর দিব্য-অঙ্গকান্তি দর্শনে মুগ্ধ হন, তাঁর শ্রীমুখ-বিগলিত মধুর বাণী সঞ্জমুখের ন্যায় শ্রবণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন, তাঁহার আদেশে তোপের সম্মুখেও বুক পাতিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, তখন সাধুর এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যদর্শনে আমার পিশুনকৃষ্ণ হৃদয়খানি হিংসায় জ্বলিতে থাকে। রাবণের চিতানল যেমন কখনও নির্ব্বাপিত হয় না, আমার হিংসানলও তেমনি প্রবলভাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আর তাহাতে ইন্ধন যোগায় আমার দুর্দ্দমনীয় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। যখন আমি প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা-শ্বপচ রমণীর কবলে কবলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যখন আমি ফল্গুবৈরাগ্য, কৃত্রিম তিতিক্ষা প্রভৃতির ছল-গন্ধে গর্ব্বিত হইয়া প্রমত্ত যখন আমি নিজকে ভাবুক, চিন্তাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্য-পিপাসু মনে করি, তখন আমার গোড়ায় গলদের কথা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমি প্রমত্ত—উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত, কিন্তু কেন বা কাহার জন্য আমার এত প্রমত্ততা—উন্মত্ততা—ক্ষিপ্ততা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার আমি চেষ্টা করি না। যদি করিতাম, তবে বুঝিতাম, এটীই আমার রোগ-লক্ষণ। আমি মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কপটতার আশ্রয়ে আজ যাঁহাকে মহাপুরুষ, মহাত্মা, পতিতপাবন প্রভৃতি আখ্যা-প্রদানপূর্ব্বক নিজের বৈষ্ণবতা জাহির করি, আবার কাল তাঁহাকে আমা-অপেক্ষাও পতিত সিদ্ধান্ত করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করি॥

এই মনোধর্ম্মই আমার হরিভজনের প্রধান শত্রু। এই মন আমাকে অনাদিকাল হইতে হরিভজন হইতে বিরত রাখিয়া ত্রিতাপের জ্বালা কতই না ক্লেশ ও উদ্বেগ দিতেছে। যখন এই মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি বৈষ্ণবের আনুগত্য-ধর্ম্ম ভুলিয়া যাই, তখন ইন্দ্রিয়তর্পণের সবটুকু আমার লোভনীয় হইয়া পড়ে। আমি দেহ-মনের সেবাকেই কৃষ্ণ সেবা বলিয়া চালাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণ-সেবায় দেহ-মনের তর্পণ নাই, কেবল কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে মনে করিয়া কপট চোখের জলে লোকবঞ্চনা করিয়া অহৈতুকী সেবা-ধর্ম্ম হইতে বিরত হই।

কখনও আবার কপট বৈষ্ণব সাজিয়া যে যে বস্তুতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে, তত্তদ্ বস্তুগুলি স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বিদ্বেষের উদ্দেশ্যে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া ঘোষণা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বৈষ্ণবদাস্য বা আনুগত্যধর্ম্ম হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকি। কপট বৈষ্ণব সাজিয়া দাম্ভিকের অভিনয় করিয়া আমি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই। হায়রে মন! তুমি কত ভাবেই না আমাকে বিপথগামী করিতেছ!

আমি আরও মনে করি যে, সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়াছিলাম, সব ত্যাগ করিয়া শুধু প্রতিষ্ঠাটুকুর জন্য, আর সেইটী হইতেই যদি বঞ্চিত হইলাম, তবে নির্জ্জন ভজন বা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহস্থ জীবন যাপন কিম্বা পঠদ্দশায় যেরূপ থিয়েটারে, নর্ত্তন কীর্ত্তনে কালাতিপাত করিতাম, ইত্যাদিরূপে জীবন যাপন করাই ভাল। মনোধর্ম্মের তাড়নায় এরূপ চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে গিয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এইরূপে আমি গীতার সংসার পাতাইয়া ক্রমশঃ বাস্তাশী হইয়া পড়ি। প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইয়া অনেক সময় হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজেই গুরু সাজিয়া বসিবার জন্য ব্যাকুল হই। কিন্তু যখনই আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসে, তখনই যে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রতিষ্ঠাশা-কুহকিনী তাহা আমাকে বুঝিতে দেয় না। কেহ যদি আমাকে তখন আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সাবধান করিয়া দিয়া আমাকে বলিয়া দেন যে, আমার এই চেষ্টা হরিভজনের প্রধান অন্তরায়, মূঢ় আমি, কামক্রোধাদি রিপুষট্কের দাস আমি—আমি একটা কিছু ঐরূপ না হইলে আমার চলে না, এরূপ ধারণা করিয়া আমি সে সাধুর উপদেশ হেলায় তুচ্ছ করি এবং নিজেই নিজের মঙ্গলের পথ কণ্টকরুদ্ধ করি।

হে পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ, কবে আমার এই মোহনিদ্রা দূরে যাইবে, কবে আমি সত্য সত্য নিষ্কপটে হরিভজন করিতে করিতে সর্ব্বানর্থ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভ করিব এবং কবেই বা সত্যাসত্য বুঝিব যে—

হরিজন-দ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।

বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে
তা'ত কভু নয় অনিত্য বৈভব ॥

বৈষ্ণব যে কত উদার, কত ক্ষমাশীল, কতদূর নিস্পৃহ, তাহা অন্তর্যামী একমাত্র শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরি একান্ত আপনার জনই বুঝিতে পারেন। বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা না চাহিলেও প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। যেহেতু—

'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নিশ্চিত।'

কিন্তু বাঞ্ছা জীবকুল মৎসরতা থাকার জন্য বৈষ্ণবের মহিমা বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রতিষ্ঠার আশায় হরি-জনদ্বেষরূপ অপরাধ-সাগরে অনন্ত-কালের জন্য নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

অতএব হে সাধু-অভিমানি, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে ডিগ্রী ডিসমিস করিবার পূর্ব্বে একটুখানি দয়া করিয়া সাবধানে বিচার করিও যে,—

'(তোমার) মেটে বুদ্ধিতে মাপ কাঠিতে
ভক্ত চেনা দায়।
(তুমি) রক্ত-মাংসের বিচার যেন
ক'রো নাক তায়॥'

জড়ের সেবা

আমরা সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি যে, আমরা কেবল জীব, চেতন বা অজড় নহি, পরন্তু জগতের যাবতীয় অন্যান্য জড় বা অজড়ের প্রভু বা মালিক। অনেক সময় আমাদের অভিমান সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠিয়া এতই অন্ধ করিয়া ফেলে যে, আমাদের সৃজন, নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আমাদিগের হইতে পৃথক্ বিভুচৈতন্যের অস্তিত্বও ধারণায় আনিতে ইচ্ছা করি'না। কেবল চিন্তা করি যে, যেহেতু আমরা নানা বুদ্ধিকৌশলে প্রকৃতির যাবতীয় শক্তিকে আমাদের সেবাকার্য্যে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অনাবিষ্কৃত পদার্থগুলিও আমাদের সুযোগাবিষয়ে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছি, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইতেছি, এমন কি নানা-স্থানে প্রকাশ্য সম্বাদেরও অন্যথা সম্পাদন-দ্বারা ভগবান্‌কে [illegible] দিতেছি, অতএব আমরাই একমাত্র অদ্বৈত বা অধুনা চনকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমগ্র জগতের সেব্য-সূত্রে অবস্থিত। আমরা মানবজাতি, কাহারও ভোগ্য নহি। কেবল বুদ্ধির আপেক্ষিক বিচারে অধিক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমাদিগের অপেক্ষা অধিক উন্নততর বলা যাইতে পারে।

অবিদ্যামুগ্ধ অন্ধ দৃশ এই প্রকার চিন্তা-স্রোতের বিষময় ফল চিন্তা করিয়া বিজ্ঞগণ মুহূর্ত চমৎকৃত হন এবং কিসে আমাদের ভ্রান্ত অপনোদিত হয়, তজ্জন্য একান্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়া পদে পদে আমাদিগের মোক্ষের সোপানাবলী উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। তাঁহারা সর্ব্বকালে তারস্বরে ঘোষণা করেন—'হে জীব, তুমি ভাবিতেছ, তোমরা ভোগ করিতেছ। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, প্রকৃত ভোগটা কাহার হইতেছে? বড় সাধেই তুমি পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া তোমার সাধ মিটাইতেছিলে, এখন একবার নিজের অবস্থাটা চিন্তা করিয়া দেখিলে ত' বেশ বুঝিতে পার যে, বিষয়গুলি তাহাদের বাহ্যসৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া তোমা দ্বারা তাহাদের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতেছে কি না? তুমি গান বড় ভালবাস, তোমার কর্ণের সন্তর্পণ বোধে তুমি শরীর স্বাস্থ্যের অপব্যয় হয় করিতে কুণ্ঠিত হও না, কিন্তু পরে ভাবিবার কি সময় পাও নাই যে, ঐ জড়-বিষয় তোমাকে কি প্রকারে মর্কটবৃত্তির বিষয় করিয়া লইল? এখন ত' আর ঐ প্রকার গীতধ্বনি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছ না? রসনার তৃপ্তিকর বোধে যে সুস্বাদু পদার্থগুলি একবার গ্রহণ করিয়াছ, সেই ত তোমায় আর কদাপি ছাড়িয়া দিতেছে না। বড় সাধেই পুত্রকলত্রাদিকে ভাবে আত্মভোগের উপকরণ-স্বরূপ চিন্তা করিয়াছিলে, কেমন, এখন তোমা দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ব্যতীত তোমার কোন প্রয়োজন সাধিত হইতেছে কি? তুমি ত' একণে সতত উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছ, কিন্তু তোমার সমস্ত প্রচেষ্টাকি ব্যর্থ হইতেছে কেন? এখনও যদি বুদ্ধিমান হও, তবে বুঝিতে চেষ্টা কর যে, তুমি আপনাকে মিথ্যা স্বতন্ত্র বোধ করিয়া কল্পন-ভ্রমে জড়ের আলিঙ্গন-গ্রস্ত হইয়াছ এবং একণে তোমার শত চেষ্টায়ও তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই। যদি কোন সাধুর কৃপাস্ত্র দ্বারা তোমার ভ্রান্ত চিন্তের নিবট কল্পনারূপে প্রতিভাত জড়ের শিরশ্ছেদন না কর, তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ অনি-বার্য্য। তুমি বৈরাচার জীব, সাধু পাশ্চিতজ্জন হস্তে করিয়া তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত আছেন, তাঁহার দণ্ড-নিবারণ কেবল তোমার সামান্য চাঞ্চল্যের অপেক্ষা করিতেছে। এমন অবস্থায় তুমি যদি বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচয় দান করিতে সাগ্রহ হও, শীঘ্রই সাধুবাক্য পালন কর। সাধুগণ তোমাদের ন্যায় ভ্রান্তগণের শিক্ষার্থ নিজাদিগের প্রতি আরোপ করিয়া বলেন—

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ।

সত্যই তুমি জড় নহ, চেতন এবং ইতর চেতন অপেক্ষা তোমার চেতনার অধিকতর বিকাশের উপযোগী কারণগুলি উপহাররূপে লাভ করিয়াছ। ঐগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য তোমায় স্বাধীনতাই দেওয়া হইয়াছে। তোমার দেশীয়-সংস্কারাদি-রহিত শিক্ষণ-পঠনাদি শিক্ষার ফলে মনুষ্য হইবার জন্য প্রদত্ত শাণিত-ছুরিকা আত্ম-গলদেশে বসাইয়া জীবননাশ করিবার স্বাতন্ত্র্য তোমার আছে কি? পরিণাম বা প্রয়োজন চিন্তা না করিয়া দেশ্যবাক-পন্থা অবলম্বন করিয়াও কি তুমি আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রচার করিতে চাও? প্রভুরূপও সর্ব্বতোভাবে, এমন কি সকলের জীবন বিনিময়ে আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান্ হন। আপনাকে প্রভু বলিতে বুদ্ধি হয় না হইলেও এই প্রকার জড়দাস্যধর্ম্মে বহুকাল অভি-নিবিষ্ট থাকিয়া আত্ম-কল্যাণ হইতে সুদূরে অপসারিত হইয়াছ। তোমার ইন্দ্রিয়বার-গুলি একান্ত স্তব্ধ হইয়াছে বা বিকৃত-ব্যবহারে ব্যবহৃত হইতেছে। তুমি চেতন হইয়া আর কতদিন জড়ের সেবা করিবে। সেবাই প্রকৃত প্রাণীকের স্বধর্ম্ম, কিন্তু তাই বলিয়া সেবা বাছিতে ভুল করিয়া এই প্রকার কতকাল অস্থপাত হইতে নিবৃত্ত হইবে না? শ্রুতি তার তারস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' একবার নিজের চৈতন্যশক্তির ও সকল চৈতন্যের একমাত্র আধার বিভু চৈতন্যের স্বরূপ, তোমার উদ্ধারার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাধুর নিকট হইতে বুঝিয়া, নিজ শক্তির সুপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ কর। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ-দেব তোমার হৃদয়ে বলসঞ্চার করিয়া জড়ের বা ইতর চেতনের দাস্য হইতে অচিরে তোমায় মুক্ত করিবেন। আর বিলম্ব করিও না। সুযোগ সর্ব্বকালে আসে না। একবার অবহেলা করিলে পরিতাপে জর্জ্জরিত হইয়া অশেষ চেষ্টায়ও এই সুযোগ পাইবে না।

বুদ্ধিমানই সারগ্রাহী, অপরে ভারবাহী। বানর দাধ পায়, ছাগলে প্রভাব পায়। হতভাগ্য বঞ্চিত আমাদের এখনও এই কথাগুলির সারবত্তা বুঝিবার সময় হইবে না কি?

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি কয়েকদিন, কয়েকদিন কেন, যুগপারমিত বা ততোধিক কাল, খুব সেবারাজ্যের উচ্চস্থতার অভিনয় দেখাই-বার পরও হঠাৎ কোন্ প্রবলতর আকর্ষণে আবার জড়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার যত কিছু সেবার আড়ম্বর, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠা-পুরিপ্রায়কের জন্য; তাই আমার হৃদয়ে পূর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের চাপা যদি পুনর্ব্বার [illegible] জাগিয়া উঠে। যদি বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত হইতাম, যদি অদ্বয়চিত্তে নিষ্কপট হইয়া স্বাধিকারভক্তিতে অবস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার ঐরূপ অবস্থা চাকলা আসিত না। মায়াপ্রভাবে অন্যাভিলাষরূপ অদ্বয়চিত্তে আনুষঙ্গিক, জড় প্রতিষ্ঠাতে আমার প্রতিষ্ঠান রচনা করাইয়াছিলাম বলিয়াই ঐ সকল ভূমিকা সেই উহাদের নিসর্গবশতঃ আমার নিকট নূতনত্বের আপাত-আকর্ষক চাকচিক্যটা হারাইয়া ফেলিল, অমনি পরিত্যক্ত জঞ্জাল, যাহার প্রতি একদিন অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছিলাম, সেই পরিত্যক্ত দ্রব্যই কালক্রমিনীর পরিবেশন-নৈপুণ্যে আমার নিকট এক পুনরাস্বাদনীয় মধুরতার উত্তেজনা জাগাইয়া দিল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অদ্বয়ী ভাববৃত্তির সামগ্রী-গুলি আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আমি জড়ের দিকে ধাইয়া চলিলাম।

'আমার দুর্ব্বৃত্তিগুলি দুর্ব্বলতা-জনিত, কপটতা-জনিত নহে' বলিয়া আমি অনেক সময় মনকে সান্ত্বনা দেই অর্থাৎ আত্মগ্লানির মুখটা চাপা দিয়া থাকি। কিন্তু আমার দুর্ব্বলতাই থাকুক, আর কপটতাই থাকুক, এই দুইটী বিশ্বাসঘাতিনী সাপিনীকে নিশ্চিন্ত হইয়া পুষিতে থাকিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। দুর্ব্বলতাই—কপটতার জননী। দুর্ব্বলতা স্বীয় অবৈধ আত্মচরিত্রদোষ গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় লুক্কায়িতভাবে অর্থাৎ আমার অজ্ঞাতসারে কপটতা-কন্যা প্রসব করে এবং কিছুকাল কপটতাকে লালন-পালন করিয়া আত্মস্থ শয্যায় শায়িতা হয়। কপটতা দুর্ব্বলতা-জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের পর স্বৈরিণী হইয়া আমার এবং বহুলোকের সর্ব্বনাশ করে। জগতে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মসমূহ প্রথমে দুর্ব্বলতা হইতে ক্রমে কপটতার পরিপুষ্টির কলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দুর্ব্বলতার অবৈধ কন্যা—কপটতা, কপটতা হইতে অসংখ্য অনর্থ ও অপরাধের জন্ম। সুতরাং আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র—ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পার পাইব না, আমাকে প্রবলবেগে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

ব্রহ্মের সর্ব্ব-রূপত্বে মায়াবাদীর আপত্তি খণ্ডন

(পণ্ডিত শ্রীমান [illegible])

ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ সূত্রের মায়াবাদীর [illegible] [illegible]

দক্ষ মায়ুম্পর্শ-বিকার-তেজোপাধি-বিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধি বর্জ্জিতং * * * * বিদ্যা অবিদ্যা বিষয় ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।"

অর্থাৎ—শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, নাম রূপাদি বৈকারিক ভেদোপাধি-বিশিষ্টরূপ এবং তদ্বিপরীত সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত রূপ * * * ইত্যাদি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়-ভেদে শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। *

মায়াবাদিগণ এই স্থানে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতিই ব্রহ্মের দ্বিরূপতা অর্থাৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উপদেশ করিয়াছেন, মায়াবাদীর একথা আমরাও অঙ্গীকার করি, কিন্তু তাঁহারা যে পুনরায় বলিয়াছেন যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে শ্রুতিতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে, বিদ্যাবানের নিকট তিনি একাকী, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, অরূপ এবং অবিদ্যাবানের নিকট তিনি সগুণ সক্রিয় প্রভৃতি এই যে সিদ্ধান্ত—ইহা তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত মনোবিকারোত্থ ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র, কারণ কোন শ্রুতিই তাঁহাদের এই জড়তর্ক-সমন্বিত কুসিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন কথাই বলেন নাই অধিকন্তু দেখা যায় যে, অংং বহুস্যাং প্রজায়েয় প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের স্বকাপোপদেশের প্রতিজ্ঞা-স্থলেই কথিত হইয়াছে।

জীবের অবিদ্যা বিদূরিত করাই যখন সকল শ্রুতিরই অভিপ্রায়, তখন শ্রুতি অবিদ্যাবান লোকের জন্য এক প্রকার উপদেশ করিয়াছেন এবং বিদ্যাবানের জন্য অন্য প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করার মূঢ়তা শ্রুতিবাক্য বিশ্বাসরাহিত্যতা-ক্রমেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অবিদ্বান ব্যক্তি এরূপ দেখে, কিন্তু তাহা সত্য নহে, ইহা শ্রুতির উপদেশের মর্ম্ম নহে পরন্তু ব্রহ্ম হইতে ইহারা স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বলিয়া যে বোধ, তাহাই অবিদ্যা; শ্বেতকেতুর তদ্রূপ অবিদ্যা দূর করিবার জন্য দৃষ্টতঃ বিভিন্নতার মধ্যেও যে একত্ব থাকিতে পারে, তাহা মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদির এবং সুবর্ণ ও বলয় কুণ্ডলাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, এই বিচিত্ররূপী জগৎ যে একই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত, তাহা তাঁহার পিতা উপদেশ করিতে যাইয়া ঐ সকল শ্রুতিবাক্য বলিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবিৎ হইলে যে দৃষ্টতঃ ও অনুভূত জাগতিক অনন্ত পদার্থ-নিচয়কে একই ব্রহ্মের বিভিন্নরূপ বলিয়া দর্শন হয়, তাহাই শ্রুতি নানাকারে বহুস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible]

"বৃহদারণ্যকের "মন্ত্র "অধ্যায়ের" অর্থ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত, "ব্রহ্ম [illegible] সর্ব্বমভবৎ * * * * * স ইদং সর্ব্বং ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মই এতৎ দৃশ্যমান জগদ্রূপ হইয়াছিলেন, * * * * * * তিনিও এইরূপ সমস্ত হয়েন।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিজকে ব্রহ্মাংশ এবং সমস্ত প্রাপঞ্চিক বস্তুনিচয়কে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ হয়, শ্রুতি ইহা বহু স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক ব্রহ্মের বহুরূপে দর্শনকে অবিদ্যা বলা যাইতে পারে না, পরন্তু উহাকেই সত্যতা বিদ্যা-বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়।

বহুরূপে প্রতিভাত হইবার যোগ্যতা ব্রহ্মস্বরূপের আছে, এবং সেই সেই কারণ অনন্ত জগদ্রূপে পরিদৃষ্ট হইবার অসম্ভাবনা তাঁহাতে নাই, কিন্তু তৎসমস্ত রূপকেই তাঁহার রূপ বলিয়া যখন উপলব্ধি না হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বস্তুসকলকে যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাশীল বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা যায়, কিন্তু তদ্রূপ বস্তুসমূহকে যখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ না হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা অবিদ্যা নহে, তাহার নামই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা।

রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহার কারণ সর্পরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা উক্ত রজ্জুর স্বরূপেই আছে এবং সেই জন্যই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কিন্তু এক খণ্ড ইষ্টক দর্শনে কাহারও সর্পভ্রম হয় না, তাহার হেতু এই যে সর্পরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা ঐ ইষ্টকের স্বরূপে নাই, তদ্রূপ অনন্ত রূপ দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা ব্রহ্ম-স্বরূপের আছে এবং এই নিমিত্তই তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েন, অতএব জাগতিক অনন্ত রূপকে যে ব্রহ্মরূপে দর্শন, তাহা সত্য দর্শন, ইহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম দর্শন নহে; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া যে দর্শন, তাহাই মিথ্যা।

শ্রুতি এইরূপে ভিন্ন দর্শনের নিষেধমুখে নিন্দা করিয়া অনন্ত রূপকে ব্রহ্মরূপে দর্শনেরই বিধি বা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দৃষ্ট বস্তুগুলিকে একান্ত মিথ্যা বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করেন নাই, তৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্গত এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

দৃষ্ট বস্তুসকল যদি বাস্তবিক অবিদ্যা-কল্পিত, মিথ্যাই হউক, তাহা হইলে বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত বামদেব ঋষি, ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও সূর্য্য, মনু, প্রভৃতিকে উল্লেখ করিয়া কি নিমিত্ত বলিবেন যে এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম?

যদি মায়াবাদীর কথিত যুক্তি অনুসারে বিদ্যাবানের পক্ষে ব্রহ্মের সগুণত্ব দর্শন নাই হয়, তাহা হইলে বামদেবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞের "এতৎ সমস্ত" দর্শন হইয়াছিল কি প্রকারে?

যে বস্তু একান্তই অনস্তিত্বশীল, তাহাকেই অস্তিত্ব যুক্ত বলিয়া বোধ এবং তৎ-সমস্তই ব্রহ্মরূপে দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞের কি প্রকারে সম্ভবে? যদি মায়া-বাদিকৃত মায়াবাদীর কল্পিত শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সত্যই হইত তাহা হইলে বামদেবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে "এতৎ-সমস্তের" জ্ঞান হওয়াই সম্ভবপর হইত না, কারণ, মায়াবাদী পূর্ব্বেই সিদ্ধান্তরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, অবিদ্বান ব্যক্তিগণই ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বহুত্ব দর্শন করে, অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে—

বামদেব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াই বলিয়াছেন, "এই যে সূর্য্য চন্দ্র, পৃথিবী দেখিতেছ এ সমস্তই ব্রহ্ম" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবার কালে তাঁহার সূর্য্য চন্দ্রেরও উপলব্ধি হইতেছে। যদি দৃষ্ট বস্তুসমূহ এক বা অসৎ হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞ বা বিদ্যাবান বামদেব "এই সমস্তই ব্রহ্ম," একথা বলিতে পারিতেন না। যে বুদ্ধিতে "এতৎ সমস্ত" একথা নাই, অনস্তিত্বশীল, আবার সেই বুদ্ধিতেই "এতৎ সমস্তের" অস্তিত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক উহাদের ব্রহ্মত্ব-বর্ণন-কথা নিঃসন্দেহ অর্থশূন্য কল্পনা পড়ে।

অতএব ব্রহ্মের সগুণত্বের বর্ণনা যাহা শ্রুতি করিয়াছেন; তাহা কখনও অবিদ্যা-কল্পিত নহে তাঁহার উভয় রূপই সত্য, সুতরাং, শ্রুতি যে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের বর্ণনা করিয়াছেন এবং মায়াবাদী যে তাহাকে বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে কথিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত যুক্তি-বিগর্হিত, অবৈদিক, মনঃকল্পিত অসৎ সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নিমিরাজ নব-যোগেন্দ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥"
(ভাঃ ১১।২।৩০)

"হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তদিগের দর্শন অতিশয় দুর্লভ, সুতরাং আমি আপনাদের নিকট নিরতিশয় মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এসংসারে অল্প কাল মাত্র সাধুসঙ্গও মানবগণের সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ অমূল্য-নিধি-স্বরূপ।

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"
(ভাঃ ১।১৮।১৩)

"ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত স্বর্গের বা মোক্ষেরও কিঞ্চিন্মাত্রও তুলনা হয় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা আর অধিক কি বলিব"?

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

"ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি, তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি সুহৃদ্বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়, অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি-সহকারে ভজনা করিবেন।"

"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ"
অর্থাৎ 'মুক্তিকাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ ভগবদ্ভক্তের পূজা করিবেন।"
(মুণ্ডক ৩।১।১০)

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"
(ভাঃ ৫।১২।১২)

—মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভ হয় না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় বর্ত্তমানে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক বহু সুকৃতি-শালী সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত-সার কীর্ত্তন করিতেছেন। ঢাকাবাসী সুজনগণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া, অভিগমন-ফলে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ পূর্ব্বক অসদ্ গুরুত্রয়গণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান-বিদ্ধা ভক্তির অভিনয় পরিত্যাগে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইতেছেন।

[illegible] আষাঢ় [illegible]—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত সহর নবদ্বীপ পূর্ব্বকালে কুলিয়া বলিয়া খ্যাত ছিল; সম্প্রতি উহা বালুচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে কয়েক বৎসর হইল পুরাতন নবদ্বীপ-বাসী কলুদের ঢিপি হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের আখ্যা এতস্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সারুটিয়ার ভেকধারী নবদ্বীপের সংস্থান-মীমাংসা করিতে গিয়া এই বালুচর স্থিত প্রাচীন কুলিয়ার ভূমি হইতে তাহার মাপকাঠি লইয়া মাপিতে থাকে।

যাহা হউক বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গন নামে পরিচিত ভূমিটিতে কলিকাতার বেণেটোলা-প্রবাসী পরলোকগত নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ঐ স্থানটীর উন্নতিসাধন করেন। ঐ স্থানে নানা প্রকার দ্রষ্টব্য থাকায় সেখানে কোর্টের সমন্ধও ছিল। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ব্যতীত অন্য যে সকল ভদ্রলোক তাঁহাদিগের নিকট যাইতেন, তাঁহাদিগের প্রতি কোর্টের কঠিন বিধি আরোপিত হইত না। সেখানে সম্প্রতি একটি সভা হইয়াছে, তাহাতে বেশধারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত অনেকগুলি ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন।

সহর নবদ্বীপ শ্রীবাস-অঙ্গনের নাট মন্দিরে একটি বৃহতী সভা হইয়াছিল গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ২৪শে মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়। সভার সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র গোস্বামীর পুত্র শ্রীযুক্ত চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, কুলিয়ার হরিনারায়ণ বাবুর আত্মীয় জনৈক নাথ উপাধিধারীর 'সাধনা' নাম্নী একখানা সাময়িক পত্রে লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা। তাহাতে নাকি নাথ মহাশয় ১৩৩৩ সালের পৌষমাসে বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া ফেলিয়াছেন।

নাথ মহাশয় কি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের পত্রিকায় [illegible] হয় নাই। তবে [illegible] বলিয়া যে-কাগজটীতে শ্রীমা[illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল, [illegible]

[illegible] করিয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকের অযোগ্যতার অবাঞ্ছিত লাভ করেন, যাহা বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন। নাথ মহাশয়ের লেখনীতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতা দুই প্রকার একাধারে স্থান পায়। তাঁহার দুই হস্ত—এক হস্ত শঙ্করের গলায়, অপর হস্ত বৈষ্ণবের পায়।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে রামজীবনপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র পাইয়া নাথ মহাশয়ের সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিয়াছিল, তাহা [illegible] সেবক-মণ্ডলীর খোসামোদ করিবার জন্য, কিন্তু তিনি বাগ্‌আঁচড়াই দলের ভিতরে পড়িয়া শ্রীমায়াপুর-দর্শনের অনেক [illegible] বৈষ্ণবত্বের পরিচয় দিয়া ফেলেন। বাগ্‌আঁচড়ার আনুকরণিক উপাধি দেওয়া [illegible] তাঁহাকে কুযোগাচরণে নিযুক্ত করিয়াছিল।

তাঁহার অপকার্য্যের জন্য তিনি তাঁহার আর একটী কাগজে বাহার প্রেত পুষ্যতা। কতুদিন হইল লক্ষ্য করিয়া সাধনার জন্ম হইয়াছে, সেই প্রান্তের কথাও পাঠকের অবিদিত নাই। শ্রীহট্টের অধিবাসী [illegible] উক্ত মহাশয় তাঁহাদের সহিত একমিল না হওয়ায় যোগিগণের আরাধ্য-স্থলে শঙ্করদেবের সেবায় শঙ্কর-প্রেমের অবতারণ করেন। কিন্তু সেখানে 'সোণার গৌরাঙ্গে'র আনুকরণিক কেমিক্যাল গৌরাঙ্গমত প্রচারিত হইবার সুযোগ না থাকায় ঐ কাগজ উঠিয়া যায়।

যোগি-সম্প্রদায়ের সাধনা কাগজ শঙ্কর উপাসনার পরিবর্ত্তে সংযোগিগণের বিষ্ণু-উপাসনা আদর লাভ করিবে জানিয়া যোগিগণের আরাধ্য শঙ্কর প্রেমের সেবায় নিয়োগশাসনে যিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সংযোগ-ঘটিত আলোচনায় যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হইয়াছিল, তাহার প্রতিকূলে সহর নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে সভার প্রবৃত্তি।

কুলিয়ায় শ্রীবাস-অঙ্গনের সভায় শ্রীযুক্ত আনন্দ কিশোর দাস বলেন—যোগ-সাধনার নিয়ামক মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপীনাথ বাগে সম্পত্তি খরিদকালে দলিলে পিতার নামের শেষে দেব-শর্ম্মা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দেব-শর্ম্মের পুত্র কি প্রকারে গোস্বামী হন জানিতে চাওয়ায় শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণ উক্ত নিয়ামক মহাশয়কে বর্জ্জন করেন এবং তাদৃশ বর্জ্জন [illegible] এখনও পর্য্যন্ত [illegible] উক্ত নিয়ামক মহাশয় পাঁচটী প্রশ্নের উত্তর না দিবেন, সেই পঞ্চপ্রশ্নের উত্তর না পাওয়া-কাল পর্য্যন্ত সমাজে বর্জ্জিত থাকিবেন।

ঐ প্রশ্ন-পঞ্চকের মধ্যে শঙ্কর-প্রেমস্থ যোগি-সম্প্রদায়ের নিয়ামক মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশজাত অবগুন কন্যা প্রশ্ন আছে। গোস্বামীর পুত্র গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন, এইরূপ জাতিগোস্বামি-সমাজে তিনি গোস্বামী কনা সেই বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর পিতা গোস্বামী নহেন এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুত্রের কথা শুনা যায় না। শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর কাহারও পিতা গোস্বামী শব্দবাচ্য নহেন, কিন্তু আচার্য্য-বংশ যাঁহারা গুরুর কার্য্য করেন, তাঁহারা জাতি-গোস্বামি-সম্প্রদায়ের গোস্বামী।

যাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, আচার্য্য-বংশোদ্ভূত জনগণই আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন। যাঁহারা স্বয়ং গোস্বামী, তাঁহারা আচার্য্য বংশের গোস্বামী না হইলে তাঁহাদিগকে জাতিগোস্বামি দলভুক্ত করা হইবে না। শ্রীমঙ্গলপ্রভুর সমস্ত গোস্বামী শব্দ। কিছুদিন পরে সাংসারিক সামাজিকগণের দ্বারা ভাষান্তরিত হইয়াছে, সুতরাং নিয়ামক মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ-বংশের কোন্ শাখায় গোস্বামী খেতাব লাভ করিয়াছেন, ইহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। যেহেতু জাতিগোস্বামীদের মধ্যে বংশমর্য্যাদা নামক স্মার্ত্ত-বিশ্বাস প্রবল।

পঞ্চ প্রশ্নকারিগণের মধ্যে জাতি-গোস্বামিবাদের বিচার প্রবল থাকায় এরূপ প্রশ্ন তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক। আচার্য্য-সন্তানই প্রাকৃত শৌক্র-বিচার-ক্রমে গুরু গোস্বামীর কার্য্য শিষ্য-বংশপারম্পর্য্যে করিতে সমর্থ, এই কথা প্রাকৃত বিচারপর অসাম্প্রদায়িক অবৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। তদনুকরণে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে পরিচিত অশিক্ষিতগণও গৃহস্থ জাতি-গোস্বামি বিচার গ্রহণ করিয়া অদৈব স্মার্ত্তমত পরিপোষণ করেন। পারমার্থিক চতুঃসম্প্রদায়স্থিত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এরূপ স্মার্ত্ত-পদ্ধতির সম্পূর্ণভাবে আদর করিতে অসমর্থ, আম্নায়-পারম্পর্য্য শৌক্রপদ্ধতিতে কেবল আবদ্ধ, চতুঃসম্প্রদায়ের কোন বৈষ্ণবই তাহা স্বীকার করেন না।

[illegible] সম্প্রদায়ের যোগ্যতা [illegible] বিচার বহুমানন [illegible] বৈষ্ণবাচার রহিত হইয়া যোগী, সংযোগী এবং জাতিগোস্বামি সমাজ স্মার্ত্ত শৌক্র [illegible] প্রচার করাইয়াছেন। তাঁহারা [illegible] দের বিচার অন্য প্রকার। তাঁহারা [illegible] বৈষ্ণব যোগিগণের উপাধি গোস্বামী, [illegible] ব্যক্তিগত পরিচয় মাত্র। [illegible] পরিচয়ে উহাকে পরিগণিত করিলে অবৈষ্ণব যোগী ও সংযোগী বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ জাতি-গোস্বামীকে লক্ষ্য করে।

যোগি-সম্প্রদায় সংযোগিসম্প্রদায় এবং [illegible] সম্প্রদায়ের আচার্য্যের কার্য্য [illegible] গোস্বামি সম্প্রদায় করিয়া থাকেন, [illegible] স্মার্ত্ত সমাজ তাঁহাদিগকে সামাজিক [illegible] পরিবর্ত্তে তিরস্কারই করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ জাতি-গোস্বামি সমাজ সাধারণ অদৈব বর্ণাশ্রমের অধীন হওয়ায় পক্ষোপাতমা, প্রেমবাদ বিশ্বাসে শ্রাদ্ধাদি এবং গৃহব্রত বিচারে পরমার্থের আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তির পথে কণ্টক আরোপ করিয়াছেন।

অশিক্ষিত ত্যাগিসমাজ গৃহব্রত স্মার্ত্তগণের বিচারধারা অবলম্বন করিয়া সাধনা পত্রিকাকে শঙ্করমতাবলম্বী যোগিগণের পত্রিকা না জানিয়া সংযোগিগণের আচার্য্যের নিয়ামক-সূত্রে উহাকে ভক্তি-পত্রিকা মনে করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের এখন চটক ভাঙ্গিয়াছে। তাহারা বৈষ্ণব-কুলের মহিমা যোগিসম্প্রদায়, সংযোগি-সম্প্রদায় ও জাতি-গোস্বামিসম্প্রদায় বুঝিতে না পারিয়া শৌক্রবিচার [illegible] ভ্রমাবলম্বনে উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাতে পারমার্থিক সমাজ সেরূপ বিচার গ্রহণ করিতে বিমুখ আছেন।

গৃহি গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের কুলপতি পরলোকগত ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী যে প্রেক-শ্রাদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার জনক পরলোকগত গিরিশচন্দ্র নন্দী কি পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনও এ জগতে সমুদ্গত হয় নাই। এই গৃহিগৌরাঙ্গ-সমাজের কুলপতি গিরিশ নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবাজীর হিতকথন শুদ্ধভক্তগণের বিচারে পাপস্পর্শ করিয়াছে।

সাধনা-পত্রিকার অভাই যোগসাধনায় গৃহিগৌরাঙ্গ-সমাজ-কুলপতির অধস্তন সত্যেন্দ্র বাবাজীর কোয়োৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানমূলে জানা যায় যে, তিনি বাবু অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক বাবাঠাকুরের সন্ন্যাস-পতিত্বজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া গৃহিগৌরাঙ্গকুলপতির পদবী লাভ

কাছাড়ের অন্য সেই পল্লীর অন্তর্জন মুন্সিফ হাইকোর্টের উকীল খেলেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সেইরূপ বাবুঠাকুর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন বলিয়া আমরা জানি। তিনি গৃহিগোস্বামীবর্গ স্বীকার করেন না।

বাবাঠাকুরের সম্প্রতি ভাগবতাভিমানী লাকুটিয়ার কেশবানী গোস্বামী মহাশয়ের সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত করিয়াছেন। সাধনা-সম্পাদক শরৎ প্রেসের যোগী মহাশয় যখন অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইকালে তিনি তাঁহার সিদ্ধ-মহাত্মার সাহায্যার্থে দ্বারে দ্বারে অনেকের গৃহে গৃহিগোস্বামী-মতের এবং ক্যাকড়ার মেঠোদলের খুব বহন করিয়াছিলেন।

সেথাকারীর খুব বহন যোষিৎ-সঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যোষিৎসঙ্গিসঙ্গে খুব বহনটিও বৈষ্ণবের অস্পৃশ্য বিবেচনা না করিয়া বাবাঠাকুরের পূর্ব স্মৃতিক্রমে সিদ্ধ মহাত্মার ঝোলা বহন করেন। সেই ঝুলিতে যোষিৎ সঙ্গিদলীর কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া গৃহিবাউল সম্প্রদায়ের মত প্রচারকল্পে ক্যাকড়ার মেঠোদলের সভার যে সকল অবিচার ও অত্যাচারের অবতারণা করেন, তাহাও পাঠকের অবিদিত নাই।

আনন্দ-পত্রিকার সম্পাদক পাঁচথুপীর মিত্র কুলশী-উপনয়ের অবৈধ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে পুষ্ট হইয়া একদিন তাহাদের কাগজে প্রচুর পরিমাণে ভক্তজনের নিন্দা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কুরুচির পরিচয়-প্রকাশে কুমিল্লা হইতে প্রচারিত কাগজগুলির মধ্যে যথাযোগ্য ন্যায় বিচার স্থান পাইয়াছিল। কাল্‌নায় গোপচন্দ্র ও পাঁচথুপী শৌক্র-বংশধারা প্রচারকারীর আনুগত্যে যে সকল নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার চন্দ্রাক্ষর শিলা-লিপির দ্বারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীচন্দনযাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। উড়িষ্যাপ্রদেশে শ্রীভগবানের শ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসবের প্রচলন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা প্রদেশে গ্রীষ্মাধিক্য এবং মলয়জ চন্দনের সন্তাপ-হেতু শ্রীভগবান্‌কে গ্রীষ্মকালে মলয়-চন্দন চর্চ্চিত করিয়া সরোবরে নৌকাবিহারাদি সেবা করা হয়। শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীভুবনেশ্বরে, শ্রীআলালনাথে সর্ব্বত্রই এক একটি চন্দন-সরোবর ও চন্দন-মণ্ডপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই অক্ষয় তৃতীয়া দিবস হইতে শ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীচন্দন যাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীরামানন্দ-সংবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্থানীয় ও তীর্থ যাত্রী বহু সম্ভ্রান্ত, সজ্জন ও পণ্ডিত শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপূর্ব ব্যাখ্যামৃত শ্রবণপুটে পান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অনুসরণ করিয়া বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষেত্র সূর্য্যোপরাগ-লীলার উত্তরার্দ্ধের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির একান্ত সুযোগ্য কর্ম্মী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে শ্রীরামকেলি তীর্থ সংস্কার প্রতি বৎসরই বিশেষ ঔজ্জ্বল্য লাভ করিতেছে। শ্রীরামকেলির বার্ষিক উৎসব গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে ৯।৫।২৯ তারিখে তাঁহার ৪২২১নং পত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতকুলগৌরব, বৈষ্ণবজগতের বৃদ্ধবর্গ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে শ্রীরামকেলির সংস্কার-সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য যে অনুরোধ-পত্র প্রদানার্থ লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করিলে বৈষ্ণবজগতের বন্ধু তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির পদ সাদরে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। সুতরাং আশা করা যায়, এবৎসর রামকেলির উৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী বাবুর ২৬।৫।২৯ তারিখের ৪২৫৯নং পত্রে আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং নানাস্থান হইতে বহু সুধী সজ্জন ব্যক্তি রামকেলি-সংস্কার-সমিতির বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবেন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে স্থানীয় হিন্দুসভা ও পূর্ণিমা-সম্মিলনী হইতে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইবে। মালদহের সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিষ্টার এস, জ, কার্টার রূপসাগরের পশ্চিমঘাটের পুনঃ সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিবেন এবং মালদহের সিভিলিয়ান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির অক্লান্ত কর্ম্মী সম্পাদক মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় শ্রীরামকেলির উন্নতি হইলে সকলেরই আনন্দের বিষয় হয় সন্দেহ নাই। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে আরও জানিলাম যে, এবার সরকার বাহাদুর সংস্কার-সমিতির নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য তিন হাজার টাকা ও জিলাবোর্ড এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ণ উদ্যমে সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী বাবু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় ব্যস্ত থাকায় এই সময় শ্রীল প্রভুপাদের গমন সম্ভব হইবে না। সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রতিনিধি বক্তার জন্য আহ্বান-পত্র দিয়াছেন। শ্রীল রূপসনাতন প্রভুর লীলাভূমি, শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থের রেণু মস্তকের ভূষণ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা আশা করি, শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধমত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষার মূলস্তম্ভ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদি মূল পুরুষ শ্রীরূপসনাতনের স্থানে তাঁহাদের মনোঽভীষ্টের কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীরূপসনাতনের দাসগণের পদাঙ্কানুসরণকারী বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ অথবা সুপ্রসিদ্ধ বক্তা আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে প্রেরণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মপরাগরঞ্জিত পবিত্রতম মহাতীর্থ শ্রীরামকেলিতে যে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাও এই সময়ে হইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীরামকেলি উৎসবের কার্য্যবিবরণী ও তীর্থযাত্রিগণের কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় উক্ত সমিতির নিদর্শনী পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল :—

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—মালদহ ষ্টেশনে সভাপতি মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা এবং সভায় তাঁহার অভিনন্দন ও বক্তৃতা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—(ক) প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দিরে সংকীর্ত্তন, বিগ্রহের সেবাপূজা ও উৎসব। (খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরূপসনাতনের মিলন স্থান, কেলিকদম্ব মূলে সংকীর্ত্তন, উৎসব এবং তৎপর, শ্রীরামকেলি পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীরূপসনাতন-লীলা মন্দিরের সম্মুখে সমিতির আশ্রমে বিশ্রাম। বৈকালে বেলা ৫॥ টায় বিরাট সভা।

তীর্থযাত্রিগণের জ্ঞাতব্য বিষয় :—

১। মালদহ ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়ের নিকট শ্রীরামকেলী তীর্থে মোটর-যোগে, শকটবাহনে বা অন্যান্য উপায়ে গৌড়যাত্রা দিয়া পিয়াসবাড়ী ডাক-বাঙ্গালার পশ্চিম দিক দিয়া যাইতে হয়।

২। তীর্থক্ষেত্রে ৩টী নলকূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রূপসাগর ও নলকূপের দ্বারাই জলকষ্ট নিবারিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

৩। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য পথ, জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে ও সমিতির আশ্রমের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পর্ণশালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। তীর্থযাত্রিগণের নানাবিধ কষ্ট-নিবারণ-জন্য নানাস্থান হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ সমাগত ব্যক্তিদিগের কষ্টের লাঘব করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

৫। যথাসম্ভব আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬। সমাগত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও রামকেলী ধাম পরিষ্কারের জন্য জিলাবোর্ড হইতে বিশেষরূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৭। সরকার প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রিগণের যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শক্তি উপাসনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

আমরা শক্তির উপাসক, কারণ শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সৃষ্ট্যাদির কারণ। কিন্তু জড়া প্রকৃতি যে জগতের মূল কারণ নহে—এ বিচার আমাদের মাথায় আসে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকৃতির বিষয় এইরূপ বর্ণনা আছে।

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ॥
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥

ঘটের কারণ চক্রদণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি তাহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা কুম্ভকার পুরুষকে আশ্রয় করিলে যেরূপ ঘটনির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করে, সেইরূপ প্রকৃতি ভগবানের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া

[illegible] [illegible] [illegible]। অতএব শক্তির বিচার করিতে গেলে শক্তিমানের বিচার করিয়া [illegible] শক্তিমানের সম্বন্ধেই প্রকাশ [illegible] অর্থাৎ মায়ার পূজা না করিয়া মায়াভর্ত্তার পূজা করিলেই মায়ার পূজা হইয়া যায়।

সাংখ্যেরা বলেন প্রকৃতিই কর্ত্রী, কিন্তু পুরুষ নির্লেপ। যদি তাহাই হয়, তবে বহুলকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পরাশি উঠিয়া মেঘরূপে বায়ুর [illegible] চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, আবার গন্ধক লৌহাদি ধাতুর সংযোগে পর্ব্বত-[illegible] [illegible], পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং [illegible] হইতে অগ্নিসকল নির্গত হইয়া [illegible] ব্যাপার সম্পাদন করে, এই সকল কার্য্যে চেতন-প্রেরণা কোথা হইতে আইসে? যদি বলা যায় যে, অগ্নি অথবা উত্তাপই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ, তবে উত্তাপ কি বস্তু, তাহা জানা আবশ্যক। বিশেষ বিচার করিলে জানা যায়, উত্তাপ—গুণ। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তিবিশেষের সঞ্চালন হয়, তখনই দেহে উত্তাপ প্রকাশ পায়। সমস্ত প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতনপদার্থের ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছু নহে।

ভগবানের ঈক্ষণই চেতন-প্রেরণা। যদ্দ্বারা প্রকৃতির গতিশক্তি ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি অর্থে প্রধান শরীর, ঐ শরীর চেতন-বিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণদ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত উত্তাপরূপে বর্ত্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণের আভাস মাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ, যদ্দ্বারা সৌর জগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে।

অতএব নিত্য, শুদ্ধ পূর্ণ চেতন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া মায়ার উপাসনা করিলে অবৈধ হইয়া থাকে।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে পুষিয়া কিরূপে [illegible] অভ্যস্ত হই, তাহার একটী [illegible] ইতিহাস বলিতেছি। [illegible] [illegible] এক [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] আমি আমার ঐরূপ ব্যাধিকে গোপন করি, অপরকে বা গোপন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে ঐরূপ ব্যাধিকে "আলুকোষ্ঠা" বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি। তখন আমার ঐরূপ কপটতার সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে "আপ চেৎ গুরুরাচার্য্য" প্রভৃতি শ্লোক এবং পরমহংসগণের স্বতন্ত্র আচরণের নজির সংগ্রহ করিয়া থাকি। কখনও বা বৈষ্ণবের অসদাচারের বাহ্য অভিনয়ের সুযোগ লইয়া আমার সত্য সত্য অসদাচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমাকে এইরূপ নানাবিধ দুর্ব্বুদ্ধি যোগাইয়া দেয়। আমি তখন মুক্ত বৈষ্ণবের সহিত অযুক্ত ও মহা-অনর্থযুক্ত আমার সামা-কল্পনারূপ অপরাধের ভীষণ আবর্ত্তে ঘূর্ণ-পাক খাইয়া আমার কাপট্যনাট্য আরও বাড়াইয়া তুলি।

আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, আমি অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র; কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতাই আমার ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধের ভাবী প্রসূতি হইয়া দাঁড়ায় এবং আমাকে চিরতরে কল্যাণের পথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। দুর্ব্বলতা বেশীদিন একাকিনী থাকিতে পারে না। যে সর্ব্বদাই অন্য সখীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। দুর্ব্বল আমি, আমার সর্ব্বদাই সন্ধান থাকে, কোথায় আমার ন্যায় দুর্ব্বল বা আমা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল ব্যক্তি আছে। সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া গেলে আমার দুর্ব্বলতার সহিত তাহার দুর্ব্বলতার একটা বেশ সখীত্ব পাতাইয়া দুর্ব্বলতার ঘরকন্না বিস্তার করিতে পারি এবং তখন আমরা একজাতীয় সকলে মিলিয়া আমার দুর্ব্বলতাবিনাশকারিণী সমুৎসরিতা [illegible] বা আমার শুভানুধ্যায়িগণের শক্তিসঞ্চারিণী চেষ্টাকে সপত্নী বিচার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য নানাপ্রকার কপটতার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া ফেলিতে পারি। আর যদি আমার আরও দুর্দ্দৈববশে আমার শুভানুধ্যায়িগণের কেহ বঞ্চনা করিয়া কদাচারের কোন আপাত বাহ্য অভিনয় দেখান, তাহা হইলে আমি আমার দুর্ব্বলতা-বিষবল্লরীকে এতদিন গোপনে সভয়ে বৰ্দ্ধিত করিতেছিলাম, সেই ক্ষীণা দুর্ব্বলতা-লতাটীকে ভাল করিয়া ফলফুল-সুশোভিত মহীরুহে গড়িয়া তুলিবার জন্য খুব একটা বড় আদর্শ পাইয়া থাকি। তখন আমার ভয়ের পরিবর্ত্তে সাহস বাড়িয়া যায়, আমি পরমোৎসাহে আমার দুর্ব্বলতাকে সবর্দ্ধিত করিয়া আমার অনর্থের সহিত প্রণয়রজ্জুতে বদ্ধ করি। তাহার ফলস্বরূপে যাবতীয় প্রাকৃত সহ-জিয়া-পূর্ণ উৎপন্ন হয় ও প্রাকৃত জন শতমুখে গীতি আমার দুর্ব্বলতার সহিত অনর্থের প্রীতি সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক জানিয়া আমি দুর্ব্বলতাকে দোষ দিয়া থাকি কিংবা দুর্ব্বলতার প্রতি বিমুখ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত মিলিত হই।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার শত সহস্র প্রাণের চিন্ময় বাক্যাবলী দ্বারা আমাকে যে চেতনময়ী শ্রৌত-সরস্বতী শ্রবণ করাইতেছেন আর সেই সকল বাস্তব বাণী হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য আমাকে কীর্ত্তনে অধিকার দিয়াছেন, আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখশ্রুত "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো," "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ", "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে", "মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং", "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা", "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ" ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র", "যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ", "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো", "লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে" প্রভৃতি বাণী চেতনের উন্মুক্ত কর্ণে শুনিয়াছি কিনা, চেতনময় জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি কিনা এবং আমার জিহ্বা অব্যভিচারিণী কিনা, তাহা সকলসমক্ষে প্রমাণ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিবার জন্য আমার নিকট নানাপ্রকার সাময়িক বিপদ আপদরূপ অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত হয়। যদি আমি চেতনের কর্ণ, চেতনের জিহ্বায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম চেতনশক্তি আচার্য্যের সেই চেতনবাণী শুনিয়া থাকি, কীর্ত্তন করিয়া থাকি, যদি আমি নির্ব্যলীক হই, তবে ঐ অগ্নিপরীক্ষায় আমার ঐ অকৃত্রিম সেবাবৃত্তি আরও কোটিগুণ সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আর যদি অন্যাভিলাষিতা-তূলে অবরুদ্ধ আমার কর্ণে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেতনশক্তির চেতনবাণী প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল চেতনবাণীর আবৃত জড়ভাব আমার জড় কর্ণ ও জড় জিহ্বা স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কৃত্রিম স্বর্ণোপম সেবাবৃত্তি সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। গুরুকৃপামাত্রৈকগতি হইয়া সাময়িক বিপদ আপদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যেরূপ আমাকে কোটিগুণ বলবান্, কোটিগুণ সৌভাগ্যমণ্ডিত এবং আমার সেবাবৃত্তিকে কোটিস্বর্ণসমুজ্জ্বলকান্তি করিয়া দেয়, অপর দিকে নিজ বাহাদুরীর উপর নির্ভরকারী আমার ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে আমাকে তদ্বিপরীত কোটীগুণ দুর্ব্বল, কোটীগুণ দুর্ভাগা ও কোটিগুণ সেবাবিমুখ করিয়া দেয়।

সেবোন্মুখ চিৎকর্ণে চৈতন্যসরস্বতী শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ চিজ্জিহ্বায় চৈতন্যসরস্বতী কীর্ত্তন করিলে শত শত সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষা আমাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। আমার সাময়িক দৈবতাড়িত বিপদ্-আপদ চৈতন্যসরস্বতীর নিত্য-সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ধারণ করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। যাঁহারা নিষ্কপটে চৈতন্যসরস্বতীর সেবা করেন, জগতের ভীষণাদপি ভীষণ বিপদরাশি তাঁহাদের নিকট যেন পরমোপাসিত মহাত্মগণের ন্যায় আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে আরও অধিকতর তীব্রতা ও অনুরাগের সহিত গুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন করিয়া দেয়। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ নিষ্কপট গুরুসেবকগণের চরিত্রে দেখা যায়। আমার হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ভোগাভিলাষ আছে বলিয়া আমি সাময়িক বিপদ-আপদের 'অছিলা' করিয়া স্বেচ্ছায় জড়-পিশাচীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি। জড়াভিনিবেশের আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যতই না কেন শান্তির আলোক খুঁজিয়া বেড়াই, জড়াভিনিবেশ আমাকে কখনও বাস্তব আলোক প্রদান করিবে না।

প্রতিষ্ঠার জন্য আমি 'বিরাগী' সাজিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গের সহিত আমার বিরাগ নাই। আমার বৈরাগ্য নিষ্কপটতার সঙ্গে, আমার বৈরাগ্য,—আত্মার সহজ অকৃত্রিম বৈরাগ্য যে কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহার সঙ্গে আমি নিষ্কপটে অন্তরাত্মার সম্বন্ধ দিয়া—সমগ্র আত্মাখানা দিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে পারিলাম না। এই যে অন্তরাত্মার অকৃত্রিম আর্ত্তিরূপ আন্তর বৈরাগ্য, ইহার সহিতই আমি বৈরাগ্য করিয়াছি। তাই আমার বৈরাগ্য জড়ে বৈরাগ্য নহে, চেতনের প্রতি বৈরাগ্য। আমার বৈরাগ্য লোকদেখান মর্কটবৈরাগ্য। সেইজন্য আমি অধিকক্ষণ সহিষ্ণু থাকিতে পারি না। যতদিন প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্টা শ্বপচ রমণীর আপাত সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, ততদিন স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সংসারের প্রতি আমি উদাসীন বা বিরাগী থাকি। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্টা নারী যখন তাহার নৈসর্গিক স্বভাবনিবন্ধন আমার প্রতি একটুকু উদাসীন হইয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগ্য ছুটিয়া যায়। ঐ হৈতুক, কৃত্রিম, অযুক্তবৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া আমাকে কোটিগুণ বিপরীত দিকে লইয়া গিয়া আমার 'সম্বন্ধ ভোগানলকুণ্ডে আহুতি দেয় এবং আমার শ্মশান-বৈরাগ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। যাহা আমি একদিন লোক দেখাইবার জন্য উদ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম, আমি তখন সেই পরিত্যক্ত মূত্র-মলই পায়সান্নের ন্যায় সুমধুর মনে করিয়া উহার ভুক্তিভোজন-লালসার অভ্রের দিকে দৌড়াইতে থাকি।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। প্রকায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

[illegible]

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	[illegible]
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৶০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৯।	সাধককণ্ঠমণি	[illegible]
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	[illegible]
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১২।	প্রেমবিবর্ত্ত	১৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	[illegible]
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	[illegible]
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	[illegible]
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	[illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance, Indian Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer,
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

[illegible]

আত্মনা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে; [illegible]

[illegible] আষাঢ় বুধবার—১৩৩[illegible]

আশায় নিরাশা

আমরা সাংসারিক জীব। সংসারে [illegible] সুখের অনুসন্ধানই আমাদের একমাত্র কর্ত্তা। আমরা তাহা ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। এখানে আমরা কাহাকেও বা ভালবাসি, আবার কাহাকেও বা [illegible] করি, সেও সেই সুখের [illegible], প্রতিকূল বিচারে।

মানব-জীবন দুর্লভ এবং ইহার [illegible] একমাত্র ভগবদ্ভজন হইলেও আমরা মুখে মুখে যে ভগবদ্ভক্তি দেখাই বা ভগবদ্-ভজনের যে ধারা অবলম্বন করি, তাহাও সেই [illegible] জন্য। যখন আমরা নিজের প্রাণান্ত পরিশ্রমে অথবা অপরের পদসেবা করিয়াও [illegible], অনিত্য সুখ পাই না, তখনই ইতাশের আশা ভগবানের সেবা করি।

আমরা সংসারে বাস করিয়া এক ঘেয়ে কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়ি। তখন ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেখি যে, সেই একরকমেরই কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ আমরা, আমাদের বুদ্ধিও সকলের চেয়ে বেশী। তখনুবেশ সাধুর ভাবকে নকল করি। গৃহকার্য্যে উদাসীনতা দেখাইয়া তীর্থযাত্রী সাজিয়া বসি। লোকে দেখে যে, আমার ন্যায় সাধু আর কেহই নাই। কেন না আমি আমার আরামপ্রদ গৃহ, আমার আনন্দবর্দ্ধনকারী আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া স্বজন-বিহীন বিদেশে গমন করিয়াছি। কিন্তু হায়, তাহারা কি বুঝিবেকে [illegible], আমি ভোগকার্য্যে ক্লান্ত, শ্রান্ত হইয়া কিছুদিন অন্যত্র অবস্থান করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বিষয়ভোগ করিব?

উপরিউক্ত বুদ্ধি লইয়া আমি এবার [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। গরম কাল দেশে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর, আর এখানে সুশীতল সমীরণ। [illegible], সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে মনের আনন্দে বেড়াই। সমুদ্রকূলে শুধু হাওয়া খাই না, [illegible] [illegible] তৃপ্তির অনেক বস্তু [illegible]। বাড়ীতে সুখের জন্য, পরি[illegible] লোকদের জন্য ব্যস্ত থাকিতে [illegible] [illegible]। তবে, আজ-[illegible] [illegible] অনুসন্ধান [illegible] [illegible] করিয়াছি। সমুদ্রকূলে এখন এইরূপ স্থান [illegible] যেখানে সুখের কিছু নাই। একটি [illegible] আসা যায়, অথবা বৈকালিক জল-খাবার ও বিশ্রামের সুবিধাও আছে পাওয়া যায়। কোনও অসুবিধা নাই।

দিনের পর দিন করিয়া কয়েকদিন এইভাবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ সমুদ্রতীরে গেরুয়াধারী একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমার নিকট আসিয়া একখানা সংবাদ-পত্র দিয়া বলিলেন—"বৃথা চিন্তা না করিয়া এই পারমার্থিক পত্রখানি লউন। ইহাতে আপনার নিজের অনেক কথা পাইবেন। ভিক্ষা এক পয়সা মাত্র।"

আমি তখনই কাগজ খানা লইলাম, নাম 'নদীয়া-প্রকাশ'। তৎপর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—আমাদের গৃহস্থ কোনও পরিচয় নাই। আমরা শ্রীগুরুগৃহেই বাস করি। শ্রীগুরুদেবই আমাদের পিতা-মাতা, তাঁহার সেবকগণই আমার স্বজন এবং তাঁহার বাসস্থানই আমাদের গৃহ। ভারতবর্ষে আমাদের প্রচার-কেন্দ্র অনেক আছে। এখানে 'শ্রীপুরুষোত্তমমঠ'। গত চন্দন যাত্রা হইতে এখানে কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত হইবে। যদিও বৎসরের সকল দিনই আমরা শ্রীগুরুদেব ও তদীয়গণের আনুগত্যে সেবা-কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, তবুও ক্ষেত্রে আগমনকারী ব্যক্তিগণের হরিকথাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ দিবার জন্য পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের এই বিশেষ অধিষ্ঠান। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শুরুমহারাজও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। আপনিও তথায় গেলে আমরা আনন্দিত হইব। মঠের ঠিকানা—'পোড়াকুটী'।

ব্রহ্মচারী বালকের নিকট পারমার্থিক সংবাদ ত' পাইলাম, অধিকন্তু পরমার্থিক জীবন পারমার্থিকের সঙ্গলাভের নিমন্ত্রণ পাইলাম। মনে করিলাম—এসুযোগ ছাড়া উচিত নহে। শ্রীধামে আসিয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকেও দেখিয়াছি, মহাপ্রসাদ পাইয়াছি কিন্তু ভগবানের ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গ হয় নাই। আরও তীর্থে আসিয়া পুরাণ-পাঠাদি শুনিলে অনেক সুবিধা হয়। এই সব চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চক্রতীর্থের পথে সদর রাস্তার পার্শ্বে রাজ-প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে জেলাইট জ্বলিতেছে ও কীর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া উপস্থিত হইলাম। দরজার সেই ব্রহ্মচারীই দণ্ডায়মান, আগন্তুক লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি আসিয়াছেন, বেশ ভালই হইয়াছে। তৎপরে আমাকে উত্তম আসনে বসাইয়া [illegible] [illegible] [illegible] লোক, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধু [illegible] মাঝে [illegible] পরিচয় পাইলাম, পার্শ্বে [illegible] টানান আছে দেখিয়া বুঝিলাম—ভদ্র-মহিলাদিগেরও বসিবার সুবন্দোবস্ত আছে। তখন বেশ কীর্ত্তন হইতেছে। আমি কীর্ত্তনের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং আদি হইতে শোনা হয় নাই। তবে যাহা শুনিতে পাইলাম তাহা এই;—

জননী জঠরে, ছিলাম যখন
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলা এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম লভিয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়া জালে
না হইল জ্ঞান-লব॥
—ইত্যাদি

কীর্ত্তন শেষ হইল। দেখিলাম এক দিব্য মহাপুরুষ দণ্ডধারী পুরুষ আসিয়া শ্রীব্যাসাসনে বসিলেন। তাঁহাকে দর্শন করা মাত্রই আমার মস্তক আপনা হইতে নামিয়া আসিল। উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ সম্মুখে খোলা ছিল, তিনি গ্রন্থপাঠ আরম্ভকালে বলিলেন—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রায় আড়াই ঘণ্টা-কাল হইল। ব্যাখ্যাকারী মহাপুরুষকে দেখিলাম, ব্যাখ্যাকালে তন্ময়, শ্রীমুখ হইতে শব্দরাশি অনর্গল বাহির হইতেছে। এমনভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আমি আর কখনও শুনি নাই। অবশ্য হিন্দুর সন্তান হইয়া তথাকথিত ভক্তমণ্ডলীর দেশে বাস করিয়া গোঁসাই মহাশয়দের পাঠ অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু এ পাঠ আর সে পাঠ—আলোক আর অন্ধকার। সে পাঠে পাঠকের কারই হয়,—শ্রোতার মনোরঞ্জন, হাব, ভাব, অশ্রু, চক্ষুর ভঙ্গী আর কত না কি; আর এ পাঠে শ্রোতার অন্তঃস্থলে সযত্নে রক্ষিত কপটতা এবং যত অসুবিধার কথা আছে, সেইগুলি ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া ধ্বংস করা। এ পাঠে পাঠকের বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা, নিজ হৃদয়ের অসামান্য ভগবদ্ভক্তি ও শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদগত কামাদি বিনাশকারিণী সহৃদয়া ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা। আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, দেখিলাম আমাদের ন্যায় পাষণ্ড জীবের পাষণ্ডতা দূর করিয়া উন্নত করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত।

পাষণ্ডতা নিবারণ [illegible] [illegible] তিনি যে চেষ্টা করিতেছেন [illegible] তাঁহার নিকট আমাদিগের [illegible] [illegible] সাগরের নিকট, গোষ্পদবারি [illegible] [illegible] [illegible] যুক্তি দিয়া তিনি [illegible] আমাদিগের পাষাণতুল্য হৃদয়ে [illegible] করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। [illegible] তাঁহার কৃপা হইল এবং আমি সেই কৃপা যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ-সৌভাগ্য লাভ করিলাম, অর্থ বুঝিলাম; তবে একটি কথার অর্থ আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে লাগিয়াছে, তাহাই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

মহাপুরুষ বলিলেন—বৈষ্ণব ঠাকুর বাঞ্ছাকল্পতরু। এ কথায় আমরা সাধারণ বুঝিতে বুঝিয়া থাকি যে, যেমন কল্পতরুর নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ ফল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপই ফল পাইয়া থাকেন, তেমনি বৈষ্ণবের নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। কিন্তু কথা তাহা নহে। কেননা যে যাহা চাহিবে, তাহাকে যদি তাহাই দেওয়া যায়, তবে সে ব্যক্তির অসুবিধাটাই বাড়িয়া যাইবে, মঙ্গল লাভ হইবে না। এ জগতে আমাদের কামনা বাসনার অন্ত নাই। আবার সেই কামনার তৃপ্তিও নাই। হৃদয়ে কামনার উপস্থিততে, কাম্যবস্তুর লাভে এবং কাম্য-বস্তুর বিনাশে সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয়। এ জগতে যিনি বা যাঁহারা আমাদিগের কামনা-বহ্নির ইন্ধন যোগাইয়া দেন, তিনি বা তাঁহারা আমাদিগের বড়ই আদরের ও পূজার বস্তু—যেমন পিতা পুত্রের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করিয়া পুত্রের আরাধ্য হন, রোগীর রোগবৃদ্ধি-কারিণী কুরুচির অনুকূলে ব্যবস্থা দিয়া কুবৈদ্য রোগীর নিকট সাময়িক সুখ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর এরূপ বাঞ্ছা বা অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য কল্পতরু সাজেন নাই। যদিও তাঁহাদের 'কল্পতরু' নামটি আছে, কিন্তু কাজের বেলায় আমাদিগের কোন বাঞ্ছায় অনুকূলে কিছুই প্রদান করেন না। এ জগতে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন, সকলেই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছে, সুতরাং আমাকেও সেই অসুবিধায় ফেলাইতে চায়। এ সংসারের দুঃখ-প্রদানকারী সুখকেই তাঁহারা বহুমানন করেন, তাহারই পশ্চাতে ছুটিয়া থাকেন এবং আমাদিকেও তাহাদিগের অনুগত জানিয়া সেই পথের পথিক করিয়া থাকেন। কিন্তু মহামহানুভব বৈষ্ণবগণ সেরূপ নন। তাঁহারা জগতের কোন বস্তুরই পশ্চাৎ ধাবিত হন না। তাঁহারা অজিত ভগবানকে জয় করিয়া নিরন্তর সেই আরাধ্য বস্তুর সেবায়ই নিযুক্ত আছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আগত প্রার্থিগণকে সাহসপূর্ব্বক

ভোগও অভিজ্ঞ বস্তু প্রদান না করিয়া নিত্য বস্তুর সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। কল্পতরুর নিকট চাহিলে জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়, কিন্তু বাঞ্ছা-কল্পতরু বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট গেলে শুধু ভোগপ্রবৃত্তি নয়, তাহার মূল যে অবিদ্যা, তাহারই ধ্বংস হইয়া থাকে। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবঠাকুরগণ অসত্যকে সত্য বলিয়া ধাবিত জীবকুলকে পদপ্রান্তে উপস্থিত দেখিয়া শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ের ভোগাসক্তিরূপ বজ্রআঁটি ছেদন করেন। ইহ জগতে সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন স্পৃহাই নাই, কিন্তু সর্বক্ষণ নিজেরা ভগবানের সেবা করেন, আর যাবতীয় জীবকে সেই আরাধ্য বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমানে বদ্ধাবস্থায় আমরা দেহ ও মনকে জীব বলিয়া আত্মজ্ঞান-হারা হইয়াছি এবং সেই দেহ ও মনের সুখকেই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার বলিয়া জানিয়াছি; কিন্তু আত্মা-রামদিগেরও সুবুদ্ধি-প্রদাতা বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাদিগকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া আত্মার নিত্যধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু শ্রীভগবানের সেবাধন দান করেন। সুতরাং এহেন দয়াল দাতা আর কেহই নাই এবং এরূপ প্রকৃত বাঞ্ছাকল্পতরু আর কেহ আছেন কিনা, আমরা জানি না।

পাঠক মহোদয়গণ! মহাপুরুষের মুখে বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। নিরাশ জীবনে অনেক ভোগ-প্রাপ্তির আশা হইয়াছিল, কিন্তু পরে ব্যাখ্যা শ্রবণে সে ধারণা চলিয়া গেল, তখন দেখিলাম—

আশায় নিরাশা।

দার্দ্দুরিক জিহ্বা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

প্রতিবর্ষা-ঋতুতে কোটী কোটী ভেকের জন্ম ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন নাই, সমনস্কেন্দ্রিয় এইরূপ কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা না করাই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উহারা গগনবিদারী ধ্বনি-দ্বারা কর্ণপীড়া উৎপাদনপূর্ব্বক দর্দ্দুর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া অতিক্রত যে আত্মবিনাশ আনয়ন করে, তাহা অতি অল্প কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, এইরূপ মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। [illegible] স্বল্প প্রাণিদেহযোগে উদর-পোষণপূর্ব্বক স্থূলকায় মণ্ডূক যখন দেখ কতিপয়দিনের [illegible] অবস্থিত হইয়া নীচ [illegible] করিতে থাকে, তখন তাহারই সমবেত রবে, কিম্বা জিহ্বাবেগে অদৃষ্ট-কোলাহলে সর্ব্বপ্রাণীর মারণের শুভলগ্নকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তদীয় [illegible] বিকাশ করিতে থাকে, তাহা, তৎকালে তাহাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহাদের ঐ গর্ব্বের পুরস্কার কি পাঠকবর্গের অবিদিত আছে? আমরা একটু অবহিত হইলেই উহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। উহারা ত' বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া আত্মারামাদ্ভুতকণ্ঠে নিজলীলার বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু কোন্ অশুভ ক্ষণে তাহারা কণ্ডূতিপ্রণোদিত হইয়া জিহ্বাকৌশল প্রদর্শনে যত্নবান্ হইল? অমনি রবাহূত ভুজঙ্গমগণ অনায়াসলব্ধ শিকার পাইয়া সানন্দে উদরতর্পণপূর্ব্বক উহাদের জিহ্বাবেগের পারিতোষিক দান এবং মর্ত্ত্যলীলার অবসান যুগপৎ সাধন করিল। করুণাময় ভগবান এই ছলে ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্তে বিচারশক্তিশালী জীব-শ্রেষ্ঠ নরগণের জন্য কি শিক্ষার উপাদান রাখিয়া গেলেন, তাহা আমরা কদাপি চিন্তা করিয়া দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি কি?

শ্রীদ্বৈপায়ন ঋষির সমাধিলব্ধ, শ্রুতিসার, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক মূর্ত্তাবগ্রহ, পারমহংস্য সংহিতাশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র তারস্বরে সেই শিক্ষা বিস্তার পূর্ব্বক আমাদিগের উপর অমন্দোদয় দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই কি? শুকপরীক্ষিৎ সংবাদে মনুষ্যজন্মের উপাদেয়তা ও অস্থায়িত্বহেতু ইতর দেবার্চ্চনাদি হইতে একান্ত বিরত থাকিয়া অধোক্ষজ শ্রীহরির লীলাকথায় লোলুপগণেরই একমাত্র জীবনকালের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় শ্রবণানন্তর শৌনক-প্রমুখে সূত-গোস্বামীর প্রতি উক্ত হইয়াছে—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥

শ্রীশৌনকঋষি অতি দুঃখ প্রকাশ করিয়াই বলিতেছেন—নরজন্ম পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ। এমন কি দেবশ্রেষ্ঠগণও এই জন্ম প্রার্থনার্থ কত কোটিকল্প তপস্যা-দিতে ব্যয় করিয়া থাকেন। এই জীবনে চেতনবৃত্তির উন্মেষক্রমে নরগণ আপনা-দিগের সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা অনায়াসেই চরমশ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু হায়! হায়! সেই মানবগণের দুর্গতি স্মরণ করিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। যে মনের কর্ণযুগলে ভূরিগুণ সম্পন্ন শ্রীভগবানের বীর্য্যবিবৃতিনী কথা প্রবেশ করে নাই, তাহার শ্রবণপুটযুগল গ্রাম্যবার্ত্তারূপ [illegible] গহ্বর সদৃশ। [illegible] রূপ পরিপূরিত [illegible]। এই গ্রাম্য-কথারূপ [illegible] বিষতুল্য অজ্ঞান বিস্তার করিয়া মানবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সমুদয় শক্তি একেবারে লুপ্তপ্রায় করিয়া রাখে এবং প্রতিক্ষণ অকালমৃত্যু ঘটাইবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত করে।

বাল্যকাল হইতে নরগণ যে সমস্ত কথা শ্রবণ করে, রসনাযোগে তাহাই কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তদ্ব্যতীত অন্য কথা কীর্ত্তনে তাহার শিক্ষা কোথায়? সুতরাং কৃষ্ণেতর গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণে যাহাদের কর্ণপটহ সর্ব্বকাল ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাদের তদিতর কোন কথা বলিবার যোগ্যতা কোথায়? তাহারা নিজ শ্রবণপুটে অবস্থিত কালভুজঙ্গেরই জগতে বিস্তার করিবার প্রয়াসে নিয়ত ব্যস্ত থাকে। তাহাদের ঐ ইন্দ্রিয়টী যে কেবল আত্ম-বিনাশ করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু পরহিংসাবাদ নরহত্যা কার্য্যও তাহার আত্মসাতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভেক যেমন বৃথা আত্মশ্লাঘা খ্যাপনার্থ রসনা ব্যবহার করিয়া আত্মনাশ এবং তাহার অন্যান্য জাতিবর্গের ধ্বংস অতীব অল্পসময়-মধ্যে সম্পাদন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মহৎ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা কীর্ত্ত্যমান্ শ্রীভগবানের কীর্ত্তিসমূহ গান না করিয়া নরগণ গ্রাম্যকথারূপ কৃষ্ণেতর বার্ত্তা দ্বারা তদীয় কর্ণপটহবিবরে অবস্থিত কালভুজঙ্গের আহ্বান পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যেই মৃত্যুর আলিঙ্গন সুখ লাভ করে। বিশেষতঃ অসতী রমণী যে প্রকার নিজ-পতির গুণ বর্ণনে বিরত থাকিয়া জার-বার্ত্তাতেই নিযুক্ত থাকে, তদ্রূপ তাহার জিহ্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশ-গুণানু-কীর্ত্তন না করিয়া সতত ইতর কথায় লিপ্ত থাকে। শীঘ্রই তাহার ফলস্বরূপ বিনাশ-লাভ করে।

এক্ষণে মাদৃশ মায়ামুগ্ধ মানবের এই সমস্ত শাস্ত্রী কথা শ্রবণ করিয়াও কি ঐ গ্রাম্য-বার্ত্তারূপ কালভুজঙ্গ নিস্তাড়নের প্রয়াস হইবে না? নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ আজ প্রত্যেককে দ্বারে দ্বারে গিয়া ঐ সমুদয় ভুজঙ্গের বিনাশার্থ মন্ত্র ও ঔষধ লইয়া বিতরণ করিতেছেন, আমরা কি তাঁহাদের এবম্ভূত অহৈতুকী কৃপা হইতে আত্ম-বঞ্চিত করিবার জন্য সর্ব্বদা পলাইয়া থাকিব? তাঁহাদের মুখে নিঃশ্রেয়সের কথা শুনিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি কেন? সত্যই কি আমরা নিজে এতদূর অজ্ঞ রিক্ত ও আত্মবিস্মৃত? ধন্য কুহকিনী মায়া! তোমার হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তুমি তাহাদিগকে এতই কুপরামর্শে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছ যে, তাহারা সাধুর চরণ স্পর্শ করিলে, পাছে তাহাদের [illegible] আঘাত লাগে, [illegible] আর একবার [illegible] হইতে বঞ্চিত হয়, সেই জন্য সাধুগণের [illegible] কর্ণে আসিলেই [illegible] পলাইয়া বাঁচিতেছে! অহো দুর্ভাগ্য!

শ্রবণেই পরীক্ষা বা ফল কীর্ত্তনেই প্রকাশিত হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত [illegible] শ্রবণ জাগতিক কোন কার্য্যেও লাগে না। সাধুমুখে শ্রবণ-মঙ্গল কৃষ্ণকীর্ত্তন মহোৎসব-সকলে শ্রবণ ও তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই ঐ কালভুজঙ্গগুলি ছিন্ন হইতে [illegible] হইবে এবং আমাদের [illegible] রসনাই অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রবৃত্তি হইয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দ সম্বর্দ্ধনে ব্যস্ত হইতে থাকিবে। হায়! পরমদয়াল নিত্যানন্দ কবে আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া সর্ব্বদাই বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ পরমৌষধ সেবনে ভবব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দান করিবেন! আমাদের কার্পণ্য, দুষ্ট হৃদয়দৌর্ব্বল্য তাঁহার সঙ্কল্পকে শিথিল করিবার জন্য ছল পাইয়াছে, তিনি বলপূর্ব্বক আমাদের বিমুখতা দূর না করিলে আর উপায় কোথায়? আমরা সৌভাগ্যোদয়ক্রমে [illegible] এই কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব না কি?

সত্যানুভূতির প্রতিবন্ধকদ্বয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

আমরা চেতন অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন জীব। আমাদিগের সত্তার যে জ্ঞান-শক্তি আছে, তাহার দ্বারা আমরা বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই।

আমার একটী বন্ধু বর্ত্তমান কালে লণ্ডন সহরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এই মুহূর্ত্তে কি করিতেছেন, আমি ভারত-বর্ষে থাকিয়া তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি না। আবার, আমার শৈশব-অবস্থার ঘটনাগুলিও আমি সুদূর বার্দ্ধক্য কালে অনুভব করিতে অক্ষম হইতেছি। এই দুইটী ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে খণ্ড দেশ ও খণ্ড কাল (*Time aud Space*) আমার জ্ঞান-শক্তিকে অনুভব কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে। যদি খণ্ড দেশ ও খণ্ড কাল বাধা দিতে না পারিত, তাহা হইলে আমার জ্ঞান-শক্তি পূর্ণরূপে চালিত হইয়া বস্তু-বিষয়ক পূর্ণজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইত না।

আমার জ্ঞানশক্তি যেরূপ খণ্ড দেশ ও খণ্ডকালের দ্বারা বাধা [illegible] আমাদের মানবগণের [illegible] রূপ বাধা [illegible]

[illegible] (ভারতবাসী) বলিয়া [illegible] স্ত্রী—দেহ [illegible]

[illegible] অভিমান করিয়াই [illegible] [illegible]

, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি মুসলমান [illegible] ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া স্বীকার [illegible]। ঈশ্বরকে বস্তুত সকলে প্রামাণিক [illegible] যে, তাহাতে যে জ্ঞানশক্তি বর্ত- [illegible] তাহার ভেদ আছিত এবং খণ্ড দেশ [illegible] কালগত ব্যবধান নেই অখণ্ড দেশ [illegible] কালে বর্তমান ঈশ্বরের অচিন্ত্য- [illegible] জ্ঞানশক্তিকে অনুভূতি কার্যে [illegible] বাধা দিতে [illegible]। ঈশ্বর বস্তু-বর্ত্তুক অতি দূরস্থ বা [illegible] অবাধে অনুভূত হইয়া থাকেন।

যেহেতু খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের বাধা অতিক্রম করিবার যোগ্যতা আমাদিগের জ্ঞানশক্তিতে নাই, অতএব কোন বস্তুর সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগের উচিত সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হওয়া। ঈশ্বর যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অসীম জ্ঞানশক্তির কিঞ্চিৎ আলোক দ্বারা আমাদিগের অপূর্ণ জ্ঞানশক্তিকে তেজীয়ান্ করেন, তাহা হইলে খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালগত ব্যবধানের দুর্ভেদ্য বাধা অনায়াসে ভেদ করিয়া আমরা বস্তু-বিষয়ক শুদ্ধ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারি, অন্যথা নহে।

ঈশ্বর আমাদিগের নিত্য প্রভু। তিনি স্বীয় অসীম জ্ঞানশক্তির দ্বারা আমাদিগকে বলীয়ান্ করিবার অভিপ্রায়ে আচার্য্যরূপ ধরিয়া আমাদিগের চক্ষুর গোচরীভূতরূপে পৃথিবীতে বিরাজমান আছেন। আমরা যদি সেই আচার্য্যরূপী ঈশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে থাকি, তাহা হইলে তদীয় অমোঘ বাণী কর্ণপথ দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ ধীরে ধীরে আমাদিগের অপূর্ণ জ্ঞানশক্তিতে বীর্য্য আধান করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই বীর্য্য আধানরূপ ক্রিয়াকে শাস্ত্রকারগণ "দিব্যজ্ঞান" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে পর আমরা বুঝিব যে, আমরা ঈশ্বরের নিত্যদাস, ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সেব্য ও ঈশ্বরের সেবাই আমাদিগের একমাত্র [illegible]। যাহাদিগের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই, তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং [illegible] তাহারা (১) নিজদিগকে স্ত্রী, পুত্র বা দেশের [illegible], (২) স্ত্রী, পুত্র বা দেশই সেব্য বিষয় ও (৩) স্ত্রী, পুত্র বা দেশের সেবাই তাহাদিগের [illegible] বলিয়া বুঝিতে থাকে। [illegible] অভিমানী [illegible]

কালের দ্বারা, বাধা-প্রাপ্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা জগৎকে, ঈশ্বর ও তদীয় সেবক সকলকেই পরিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইলে, আমরা যে তৎকর্ত্তৃক উহাকে স্ত্রী-পুত্রাদি-সমন্বিত বদ্ধ বলিয়া অনুভব করিব, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আমার জন্মের পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম এবং মৃত্যুর পর কি হইব তাহা জানি না। মাত্র জীবিত কালে আমি মনে করিতেছি, "আমি পুরুষ" "আমি অমুকের পতি" "আমি অমুকের পিতা" "আমি অমুক দেশবাসী" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমুদয় ধারণা কিয়ৎকাল মাত্র স্থায়ী এবং তজ্জন্য তাহা কখনও আমার নিত্য ও বাস্তব পরিচয়ের দ্যোতক হইতে পারে না। উহা খণ্ড কালের বর্ত্তমান ভূমিকায় প্রাপ্ত। যদি ঐ পরিচয় ভূত ও ভবিষ্যৎ কালেও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে উহা খণ্ড কালের সীমার দ্বারা আবদ্ধ হইত না। খণ্ড কাল যখন আমাদিগের জ্ঞানশক্তিকে সসীমতায় আবদ্ধ করে, তখন সে খণ্ড দেশেরও সাহায্য লয় এবং উভয়ে মিলিয়া (১) আমি ভারতবাসী, (২) ব্রাহ্মণ-গৃহে জাত, (৩) মাংস-অস্থি মজ্জা-বিশিষ্ট দেহধারী ইত্যাকার সসীম ধারণা আমাদিগের জ্ঞানশক্তির দ্বারা পোষণ করাইয়া থাকে।

খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের দ্বারা দূষিত ধারণাগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই শুদ্ধ ও নিত্য এবং অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড কালের জ্ঞান-বিমণ্ডিত সদ্গুরুমুখ নিঃসৃত বাক্যামৃত পান ব্যতিরেকে ঐ বিমল ধারণা লভ্য নহে। সোঽহং-বাদ, শূন্য-বাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি যাবতীয় মত জগতে প্রচলিত আছে, তাহারা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় খণ্ড দেশ-কালাবদ্ধ কাল্পনিক ভাবের দ্যোতক। সত্য বা অখণ্ড দেশ-কালোত্থ ধারণা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে জিনিষটা যত শক্তি লইয়া উপরের দিকে উঠে, পতিত হইবার সময়, সেই জিনিষটা তাহার দ্বিগুণিত শক্তির সহিত নীচের দিকে অতি দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে থাকে এবং যে ভূমিকা হইতে উঠিয়াছিল, সে ভূমিকাকেই [illegible] করিয়া অতলতাকে প্রবেশ [illegible]

[illegible] ব্যক্তিগণের আদর্শ-ভূমিকা নাই এবং পতনশীলগণের পতনোন্মুখতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। যে পর্য্যন্ত না আমার চিদভিনিবেশ সহজ হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কৃত্রিম বৈরাগ্য, কৃত্রিম ত্যাগ, কষ্টকল্পিত বাগ্ভঙ্গী চেষ্টা, লোকদেখান সেবার অভিনয়, লোকদেখান গৃহস্থ-বৈষ্ণব বা মঠস্থ বৈষ্ণবের অভিনয় সকলই অনেক মুহূর্ত্তের প্রহসনরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপা-বলে—অনুক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপটে আর্ত্তি জানান, অনুক্ষণ নিষ্কপটে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কার্পণ্য-বেদন, অনুক্ষণ কল্যাণকল্পতরু নিঃশ্রেয়স্ ফল লাভের জন্য তীব্রতম লোভ, অনুক্ষণ অন্তরাত্মা হইতে কৃত্রিমতা বিদূরিত করিয়া সরলতা লাভের জন্য বিরলে গুরুবৈষ্ণবের চরণে দুঃখ নিবেদন ও ক্রন্দন-ফলে যেদিন সহজ চিদভিনিবেশ উদিত হইবে, সেইদিনই আমি জড়াভিনিবেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

যেদিন আমি অনুক্ষণ বুঝিব, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আমি জড়াভিলাষ পূরণ করিতে আসি নাই, সার্ব্বভৌম সম্রাটের কাছে অর্দ্ধকপর্দ্দক ভিক্ষা করিতে আসি নাই, গৌরকৃষ্ণাভিন্নতম গুরুদেবের গৃহে কাচতুল্য কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা, জাগতিক সুখশান্তি, সাময়িক সম্মান, উত্তম খাদ্যদ্রব্য, বসন ভূষণ, নানাদেশ পরিভ্রমণ কিম্বা সংসারের দুর্ব্বিষহ যাতনার হস্ত হইতে সাময়িক বিস্মৃতিমাত্র প্রভৃতি তুচ্ছ ফল লাভ করিতে আসি নাই, আমাকে সহজ সত্য হরিভজন করিতে হইবে, আমাকে অপ্রাকৃত সহজ হইতে হইবে, আমার যাবতীয় কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পিত ও লোক-দেখান চেষ্টা বিদূরিত করিয়া আমার নিত্য সহজ ভাবটী জাগাইতে হইবে, আমাকে তীব্রতম আর্ত্তির সহিত গুরুপ্রসাদবলে সেই সিদ্ধি এখনই লাভ করিতে হইবে, সহজে সেই সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"—এই ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই টলিব না, উদাসীন হইয়া কোন অন্তঃভিলাষ বরণ করিব না, বহুরূপিণী মায়ার কোন পরামর্শ শুনিব না, কোন প্রকার কপটভক্তি, লাভভাব, এমন কি আত্মরাম পর্য্যন্ত আসিয়াও আমার সহজ চিদভিনিবেশ উদ্বোধনের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার অনলকে নিবাইতে পারিবে না, সেইদিনই আমার হৃদয়াকাশ হইতে জড়াভিনিবেশ-মেঘটী সরিয়া যাইবে এবং সেখানে শ্রীগুরুপ্রসাদবলে চিদভিনিবেশ-সূর্য্য উদিত হইয়া আমার অন্তর্বাহ্যের সকল চেষ্টাকে সহজ করিয়া [illegible]

প্রচার-প্রসঙ্গ

[illegible] সাতাতে [illegible] উড্ডীন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রী[illegible] কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি, এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণদেবের ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রী[illegible] সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে সকলের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের অসাধারণ উদ্যমের সহিত এমন সত্য প্রভুর বাণী প্রচার-চেষ্টা দেখিয়া অনেক সহৃদয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত কৃপাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আন্তরিক আনন্দের সহিত জানাইতেছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে আজ পর্য্যন্ত এরূপ বিশাল এবং সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। বৈষ্ণব-মর্য্যাদা বিস্তার-কল্পে এমন সাত্ত্বিক উদ্যম বড়ই আশাপ্রদ, সন্দেহ নাই। ধন্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, আর ধন্য তাঁহার কৃপাপাত্রগণ! তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে। এ কথা নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণ অবগত আছেন। পরম ভাগবত শ্রেষ্ঠাচার্য্য জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত মঠনির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই শ্রীমঠগৃহনির্ম্মাণ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রবল ইচ্ছা এই যে, আগামী ভাদ্রমাসের মহোৎসব নূতন গৃহে হইয়া থাকে। আমরা জগবন্ধু বাবুর সেবাচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করুন, তিনি নূতন মন্দিরে তাঁহারই প্রভুপাদপদ্মসেবা সন্দর্শন করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। শুভকার্য্যে বিলম্ব আদৌ কর্ত্তব্য নহে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

> জীবন অনিত্য জানহ সার
> তাহে নানাবিধ বিপদভার
> নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
> থাকহ আপন কাজে॥

দিল্লী গৌড়ীয় মঠের

স্থান-পরিবর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিল্লী শাখা-কার্য্যালয় [illegible] হইতে ১০।১নং হনুমান্ রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে। দিল্লী অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভট্টাচার্য্য বি, এ মহোদয় দিল্লী ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর্বর্ণিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার-কার্য্যে [illegible] জীবকে [illegible] অভিনিবিষ্ট করিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীবাস অঙ্গনে ১০ই [illegible] তারিখে সভা ও [illegible] যে [illegible] হইয়াছিল, সেই সভায় [illegible] মহাশয় শুদ্ধবৈষ্ণবে ভক্তির [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] মধ্যে তৃতীয় বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস-গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ যখন [illegible] বৈষ্ণব বলিয়া সর্ববাদিসম্মতে গৃহীত হন, তখন তাঁহাদের বৈষ্ণবাদর্শকে বৈষ্ণবতা না বলিয়া অন্য প্রকার চিন্তা করা সঙ্গত নহে বলিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের নিন্দাকারী জনগণ স্বাভাবিক [illegible] এবং অসৎকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-[illegible]। বৈষ্ণবের পরমহংস বেষে শিখা, [illegible] ও বৈধ বৈদিক বসনাদির আদর না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। [illegible] শৈব যোগীর—"সাধনার" মধ্যে যদি সিদ্ধ পুরুষগণেরই মর্য্যাদা না থাকে, তাহা হইলে সেরূপ অভক্তি সাধনায় [illegible] বৈষ্ণবগণের কি প্রয়োজন ?

সভাপতি গোস্বামী মহাশয়ের কর্তৃক [illegible] সভাস্থিত ভক্তগণের বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছিল। তিনি সকল উদাসীন বৈষ্ণবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"উঠ উঠ, আজি বৈষ্ণব-[illegible], এসেছে দুর্দিন তোদের [illegible]" [illegible] বৈষ্ণ [illegible] বলেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ, অন্ন-প্রবাদ [illegible] তাঁহাদের স্বভাব। তাই বলিয়া বৈষ্ণবনিন্দকে আক্রমণ করা [illegible] [illegible]। আমরাও [illegible] [illegible] যে, বৈষ্ণবের নিন্দাকারী [illegible] ব্যতীত অন্য কোন [illegible]। শৈবযোগিগণ ব্যতীত বৈষ্ণবের [illegible] উঠিতে পারেন না। [illegible] বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া [illegible] [illegible] জানিয়া [illegible] পারেন না। কিন্তু [illegible] [illegible] ক্ষতি হয়।

[illegible] বৈষ্ণবের নিন্দা, [illegible], তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ [illegible] পতিত নয়। শৈবযোগিগণ একরূপ [illegible] গোপন করিয়া যদি বৈষ্ণবের নিন্দা [illegible], তাহা হইলে তাঁহাদের কোন বিশেষ [illegible] নাই। শৈব-যোগ-সাধনা ও ভক্তি-যোগ-সাধনা এক নহে। শৈব যোগিগণের মনস্তুষ্টির জন্য [illegible] পণ্ডিত মহাশয় বৈষ্ণব-গোস্বামি সভায় যে সকল বৈষ্ণব-নিন্দায় প্রশ্রয় দেন, তাহাও আমরা ভাল বিবেচনা করি না। ভগবান্ রুদ্র বা [illegible] কেহই বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, এমন কি দুর্ব্বাসা ঋষি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের কোপানলে একদিন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঐ সভায় স্থির হইয়াছে যে, শৈব-যোগিগণের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী ও বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামীর সহিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবানুগত মহাজনগণের কোনও সহানুভূতি রাখা উচিত নহে, যেহেতু তাঁহারা বৈষ্ণবনিন্দকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই মর্ম্মে অশীতির অধিক বৈরাগী, মহান্ত, পূজারী, শাস্ত্রবিৎ, ব্রাহ্মণ, বাবাজী স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থাপত্রে এটি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছেন।

সেই পত্র প্রশ্নের মধ্যে লিখিত আছে যে, পণ্ডিত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী মহাশয় জনৈক মুসলমানকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া "সনাতন দাস" নাম প্রদান করিয়াছেন। তদুত্তরে স্বাক্ষরিত পত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পণ্ডিত প্রাণ-গোপালের ঐ ব্যবহার সম্পূর্ণ সদাচার-বিরুদ্ধ। মুসলমান-দম্পতী অবস্থান করাইয়া যদি গুরুর কার্য্য [illegible] এবং [illegible] বিষ্ণুভক্তির [illegible] করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ সদাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য [illegible], সন্দেহ নাই।

যদি কেহ [illegible] "ব্রাহ্মণ" নাম-[illegible] শিষ্য করিয়া [illegible] শিক্ষা না দেন, [illegible] ও শিষ্য উভয়েই 'বৈষ্ণব' নামের যোগ্য হন না। [illegible] দীক্ষিত [illegible] উদয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ইহাকে [illegible] [illegible] "[illegible]" বলেন।

বৈষ্ণবের [illegible] না হইলে [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible]

যায়। তিনি [illegible] 'বৈষ্ণব[illegible]' পারেন না। যাঁহারা অক্ষিয়গ, বৈশ্যক ও শূদ্রাধিক 'বৈষ্ণবতা' বলেন, তাঁহারা কোন দিনই 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন না। ক্ষাত্র দোষ, বৈশ্যদোষ ও শূদ্রদোষ পরিমার্জ্জিত না হইলে বৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই। আবার যেখানে সাত্বত শুদ্রোক্ত ব্রাহ্মণতাকে 'বৈষ্ণবতা' হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, সেখানেও 'বৈষ্ণব' অভিধানের কোন মূল্য নাই।

নিখিল ভারতীয় ছত্রিশ জাতির মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়া সেই সমাজের লোক তাহাদের নিজ নিজ সামাজিক বিধানকে যদি বৈষ্ণবতা মনে করে, তাহা হইলে উহাদিগকে কেহই 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না। শৈবযোগিগণের পত্রের নিয়ামক মহাশয় শৈব যোগীদিগকে তাহাদের শৈব-সমাজে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাই যদি বৈষ্ণবতা বলিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে মুসলমানকে 'মুসলমান' রাখিয়া দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

মাষ্টার কৃষ্ণদাস মহান্ত আজ '২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সংযোগী বৈষ্ণব-সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, তিলি, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, গোচাষী, কামার, কুমোর, পেটিলী—এই নব শাখ জাতির নিজ নিজ সামাজিক বৃত্তি যখন বৈষ্ণবতা নহে, তখন যাঁহারা একান্তভাবে সৎক্রিয়াসার দীপিকার পদ্ধতি অনুসারে সমাজ গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ন্যায় উক্ত নবশাখদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না। এমন কি, বৈদ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণগণকেও একান্তভাবে হরি-ভক্তি আশ্রয় করিতে হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিতে হইবে এবং তাঁহারা বৈষ্ণবদিগকে অসম্মান করিতে পারিবেন না।

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তির কোনও সন্ধানই রাখেন না, এরূপ ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া যে বৈষ্ণবাভিমান, তাহার মূল্য অতি [illegible]। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজারত হন, তাঁহাদের পারমার্থিক বিচার বৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্তের বিচারের অধীন হওয়া কখনই উচিত নহে। অন্ততঃ তাঁহারা বৈষ্ণবস্মৃতি শিরে ধারণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। নতুবা তাঁহাদের ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বৈষ্ণবতা খসিয়া পড়িবে।

বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তের খোসামোদ করিতে গিয়া যে সকল বৈষ্ণব বিপথগামী হন, [illegible] অধিক মহিমা দান

করিতে না পারিয়া [illegible], পণ্ডিতবর [illegible] তর্কভূষণ মহোদয় [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন।

[illegible] ঠাকুরের, সমাজ-[illegible] উঠিয়া পড়িয়া বিভবাদের নামে [illegible] বৈষ্ণবতা প্রচারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 'মা গোঁসাই' [illegible] শিষ্য-সম্প্রদায় বিদ্যা-ভূষণ ঘোষ মহাশয় স্বীয় [illegible] উদাসীন হইয়া যে বৈষ্ণব পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাকেও 'কায়েতী বৈষ্ণবতা' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কবিরাজ [illegible] গোস্বামীর ব্রাহ্মণ-জাতির অধস্তন [illegible] বৈষ্ণব বলিয়া লম্ফ ঝম্প করিলেও এই প্রকার দোষে দুষ্ট হইতেছেন।

যা'র যে জাত, সেই জাতের ধারা-[illegible] "বিষ্ণুভক্তি" বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ, বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক [illegible] বিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। [illegible] নিত্যত্ব স্বীকার করিলে [illegible] ব্রাহ্মণতার নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। [illegible] মহাশয়ের [illegible] তাঁহাদের জাত্যন্তর বা মহাশয়দিগের [illegible] হয় নাই, জানিতে হইবে। রেতাদেও [illegible] [illegible]ও বর্ণান্তরিত হন নাই।

শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী ইতঃপূর্ব্বে যখন জাতি পরিবর্ত্তিত হওয়া-রূপ গোস্বামি-বিচার স্বীকার করেন না, তখন সুবর্ণ-বণিক্‌কুলে উদ্ভূত [illegible] নালবিহারী দে মহাশয়কে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অভিষেক সম্মান করিতে যাইবেন, ইহাতে আর [illegible] কি ? সেই বিচার অবলম্বন করিলে জীবমাত্রের [illegible] [illegible] নয়। কিন্তু মহাজন বলিয়াছেন, জীব-মাত্রেই বৈষ্ণব। [illegible] আচার-ভ্রষ্ট বৈষ্ণব আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানে না এবং তাহাকেও কেহ 'বৈষ্ণব' বলিয়া গ্রহণ করে না।

'বৈষ্ণব' হইতে হইলে সদাচারী হইতেই হইবে। ব্রাহ্মণের সদাচার ও বৈষ্ণবের সদাচারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, তবে কর্ম্মনিষ্ঠা-প্রাবল্যে অবৈষ্ণব [illegible] ব্রাহ্মণতা সংরক্ষণে অযোগ্য হইয়া [illegible] তখন তিনি আপনাকে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মমর্য্যাদা স্থাপন করিতে ব্যস্ত হন।

বিষ্ণুভক্তই ব্রাহ্মণ, আর বিষ্ণুর [illegible] সেবাধিকারের পূর্ব্বক [illegible] [illegible] বস্তুর পূজা [illegible] [illegible] পার্থক্য [illegible]। [illegible] [illegible] রহিত ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য [illegible] [illegible] বৈষ্ণবে [illegible]

[illegible] করা পণ্ডিতন্যায়ের [illegible] কর্ত্তব্য। [illegible] পড়িয়া আপনাদিগকে যে [illegible]-শ্রেণীর অন্তর্গত করিবার যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য জানা যায় না।

[illegible] জীবের পাণ্ডিত্য সংরক্ষণ [illegible] হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত [illegible]। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার অপস্তন-[illegible] পাণ্ডিত্য হইতে রক্ষা করিবার [illegible] যে পণ্ডিতগণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিতোদ্ধারণই দ্রষ্টব্য বিষয়। আর কর্ম্মের কুণ্ডকে পড়িয়া তাঁহার অপস্তনপরিচয়দাতৃগণ স্মার্ত্তসমাজে ক্রিয়াকলাপ চালাইবার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, উহার দ্বারাই তাঁহাদিগকে [illegible] মন্ত্রবাদী ব্রাহ্মণগণ হীনদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা যদি আত্ম মর্য্যাদা দর্শন করিয়া স্মার্ত্তের কবল [illegible] কোনও দিন উন্মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে উঁহাদিগের সমাজ শ্রীমাধ্ব-ব্রাহ্মণ বা শ্রীরামানুজীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ন্যায় একদিন উন্নত হইতে পারিবে—বর্ণ-[illegible] গ্লানি বিদূরিত হইবে।

আমরা সম্প্রতি গোস্বামী মহাশয়ের বৈষ্ণবের পক্ষ গ্রহণ করা এবং নির্ভীক ভাবে বৈষ্ণবের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। বৈষ্ণবানু-[illegible] মহোদয়গণ [illegible] পরিবর্জ্জনব্যবসায় [illegible] পূজ্য পণ্ডিত প্রাণগোপাল-গোস্বামী ও পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী [illegible] সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে [illegible] যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা সামাজিক [illegible] বিদূরিত হইবার আশায় [illegible] হইবে।

এই আশা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃতিক [illegible] যে দিন গৌড়দেশবাসীর প্রত্যেকের নয়নে পতিত হইবে, সেই দিনই জানিব যে, পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবার জন্য গৌড়ীয়গণ নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়াছে। নতুবা কেবল নামে গৌড়ীয় [illegible] চলিবে না। গৌড়ীয়গণের আচার [illegible] সদাচার বলিয়া যে দিন [illegible] হইবে, সেই শুভ দিনের জন্য আমরা [illegible] করিতেছি।

"নদীয়াপ্রকাশ" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত জনগণের একমাত্র [illegible] বন্ধু। তিনি [illegible] বৈষ্ণবগণেরও শ্রেয়ঃকামী। নদীয়া-[illegible] কিরণ মাধ্যাহ্নিক গগনে [illegible] করিবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] শেষ [illegible]

ধ্বা তাঁহাদের [illegible] না হইয়া [illegible] শাস্ত্র প্রস্তাব বর্জ্জিত হইয়া জাম্বুনদের ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিবে।

প্রণব ও বেদাধিকার

সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মী জীবকুল স্ব স্ব মনোধর্ম্মোত্থ বিচার-বলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে গিয়া নানা ভ্রমাদি দোষপরিপূর্ণ সিদ্ধান্তের আবাহন করেন। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-গ্রহণে শ্রৌত-পন্থাকেই একমাত্র প্রশস্ত না জানিয়া অশ্রৌতপন্থিগণ নিজ নিজ আধ্যক্ষিক জ্ঞানাড়ম্বরকে যতই বহুমানন করিতে যান, ততই তাঁহারা নানা বিবদমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মানব সমাজে এক ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। অক্ষজ জ্ঞান-গরিমাকে ধিক্কার পূর্ব্বক অধোক্ষজ জ্ঞানা-বলম্বনে সত্যানুসন্ধিৎসু হইবার পক্ষে কাহারও স্পৃহা বলবতী না হওয়ায় সত্য আমাদের নিকট হইতে ক্রমেই বহু দূরে অবস্থান করিতেছেন, অসত্যই নিজেকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার যথেষ্ট সাহস পাইতেছে। এমন লোক খুবই কম দেখা যাইতেছে, যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে মৎসরতা-শূন্য হৃদয়ে বিশুদ্ধ শ্রৌত-পন্থাব-লম্বনে তাপত্রয়োন্মূলক শিবদ নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হইতে-ছেন। নিজের মনগড়া বিচারটী লোক-সমক্ষে প্রচার-দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহই হইয়াছে বর্ত্তমান মনোধর্ম্মিজগতের একটী প্রধান কৃত্য। দ্রবিণ ও প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য শাস্ত্রের অভিধা বা রূঢ়ি অর্থেও লক্ষণা আরোপ-দ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিকৃত করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে দেখিতেছি, কতকগুলি বেদাধ্যয়ন-শূন্য বা অনুচানমানী অথচ বেদ-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণক্রব আপনাদিগকে ব্রহ্মসূত্রগর্ব্বে স্ফীত করাইয়া ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণের প্রণব ও বেদো-চ্চারণে অধিকার থাকিতে বা কোন কালেও লাভ হইতে পারে না, ব্রহ্মবন্ধু আমরাই একমাত্র প্রণব ও বেদো-চ্চারণে অধিকারী, সুতরাং আমাদের চালকলায় আর কাহারও ভাগ বসাইবার অধিকার নাই ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আস্ফা-লন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণও তথাকথিত আচার-বিচার-শূন্য ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলেন, আমরাই বা এমন কি দোষ করিলাম যে প্রণব ও বেদে অধিকার পাইব না? আমরাও ঐ সকল ব্রাহ্মণাপসদের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া নিজেরাই প্রণব ও বেদাধি-কার লাভ করিয়া লইব। এইরূপে দুই-দলে আস্ফালন খুবই বাদ বিসম্বাদ চলি-

[illegible]। ব্রাহ্মণেতর [illegible] ব্রাহ্মণ্যাদিকার [illegible] ব্রাহ্মণক্রবগণও [illegible] শুক্রশোণিতগত [illegible] পদ্ধতিকে তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি, [illegible] [illegible] অনধিকার-চর্চায় নিযুক্ত [illegible] ব্রাহ্মণতার কেহই পক্ষপাতী নহেন।

জগৎ ধাবতার-রসে মত্ত হইয়া পরমার্থ-চেষ্টা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাই পার-মার্থিক কোন কথার তাহার আদর দেখা যায় না। যদি পারমার্থিক দৃষ্টিপথে জগজ্জীবের আদর থাকিত, তাহা হইলে সকলেই জীব মাত্রেরই হরিভজন-যোগ্যতা আছে জানিয়া "নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥" এই উদার বিচারের পক্ষপাতী হইতেন। জগতে ভক্তেরই সম্মান থাকিত, অভক্তগণও ক্রমে ভক্তসঙ্গক্রমে ভক্ত হইবার চেষ্টা করিত। লৌকিক বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকা পর্য্যন্ত জীব কখনও পরমার্থানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। 'আমি কৃষ্ণদাসানুদাস' —এই অভিমানই জীবের স্বরূপের বৃত্তি। জীবের জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিবলে এই স্বরূপ-বৃত্তির উন্মেষক্রমে সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ হয়। সদ্গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত শ্রীব্রাহ্মণ্যদেবের সেবা-পরায়ণ জীবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণই সাধনোন্নতিলাভক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের চরমোৎ-কর্ষতাস্বরূপ ভগবজ্জ্ঞানলাভপূর্ব্বক স্ব-স্বরূপ বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হন। যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল জাতিমাত্রে সিদ্ধ হইতে চাহেন এবং 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাকার অভিমানযুক্ত হন, তাঁহারা ব্যবহারিক ব্রাহ্মণমাত্র, [illegible] প্রতিপাদক বেদেই তাঁহাদের অধিকার। কিন্তু ভগবদ্-ভজন-প্রয়াসী সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদে অধিকার। [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। যথা, বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১)—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত [illegible] ব্রাহ্মণঃ।"

—বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ [illegible] বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।

পুনশ্চ (বৃহদারণ্যকে [illegible])—

'যো বা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।'

[illegible] জানিয়া যিনি এই লোক [illegible] যান, তিনি [illegible] দীন বা শূদ্র।
"অথ ই [illegible] বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"
—আর যিনি এই অক্ষর পুরুষকে জানিয়া এই সংসার হইতে [illegible], তিনি ব্রাহ্মণ।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্[illegible]
[illegible] দ্বিজোচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

—মাতৃকুক্ষি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াই [illegible] শাস্ত্র [illegible] যায় না। [illegible] আচার্য্যের নিকট [illegible] লাভ না করা পর্য্যন্ত [illegible] যজ্ঞাধিকার নাই। সংস্কৃত হইয়া যে [illegible] বেদাধ্যয়ন-শীল হইলে [illegible] করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে [illegible] বলিয়া-ছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজ উপনয়নান্তর বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে প্রযত্ন করেন, তিনি এই জীবিত কাল মধ্যেই সবংশে অতি শীঘ্র শূদ্রত্ব লাভ করেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদিগণ যে শূদ্রের প্রণব ও বেদোচ্চারণে অধিকার নাই বলিতে গিয়া শূদ্র বলিতে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া থাকেন? দ্বিজ বলিতেও কি এক ব্রাহ্মণ উদ্দিষ্ট? না ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকেন? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ কি তাঁহাদের মতে শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা কি কেবল জাতি মাত্রে ব্রাহ্মণতাবাদী? শাস্ত্রে শুক্রশোণিত পারম্পর্য্যানুসারেই কি কেবল বর্ণ নিরূপণের ব্যবস্থা আছে? শুধু বিচারেই কি কোন কথাই স্মার্ত্তগণের আলোচ্য বিষয় হইবে না? শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, মহাভারত, হরিভক্তিবিলাস, [illegible] [illegible] আগম-প্রামাণ্য, পদ্মপুরাণ, বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র কি [illegible] পরম্পরায় বর্ণ নিরূপণের কোন ব্যবস্থা দিয়াছেন? শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা কি [illegible] শাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ থাকিবে, [illegible] কি তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা [illegible] হইবে না?

[illegible] শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু—[illegible] বেদশ্রবণাদিকার দেন নাই। [illegible] (১।৪।২৫) [illegible]

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"
[illegible] স্ত্রী, শূদ্র ও [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যজ্ঞের দ্বিতীয় শ্রীল [illegible] ছেন—"ত্রৈবর্ণিকানাম্ অথবা ত্রৈবাম্।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের [illegible] [illegible] [illegible] কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণই প্রণবদ্ব।

[illegible] উপনিষদ্ বলেন—

"[illegible] কুলীনোঽননূচা ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি।" এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য—"যে নীনা অননূচা অনধীতা ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত।"

অতএব শাস্ত্রবিচারানুসারে কলিযুগের কয়টি ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রণব ও বেদাধিকারী বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন? [illegible] তাই বলিয়াছেন যে—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।" অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাবিধান ব্যতীত কলিসম্ভূত অশুদ্ধ শূদ্রসম ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধি নাই। সুতরাং শ্রৌত, শূদ্রত্ব, ব্রহ্মবন্ধুত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসোঽহম্"—এই স্বরূপাভিমানে সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শুরুপ্রদিষ্ট [illegible] স্বীকার করাই সাধুশাস্ত্রসম্মত পন্থা। শ্রৌত, শূদ্রত্ব ও ব্রহ্মবন্ধুত্বাভিমান পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রবল রাখিয়া প্রণব ও বেদোচ্চারণের স্পর্দ্ধাকে অনধিকার চর্চ্চা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ।" শমাদি গুণোপেত না হইয়া কেবল জাতিবিচার-বলে বেদাধিকার লাভ কোন্ শাস্ত্রমতে সিদ্ধ হইতেছে? শ্রীমহাভারত বলিয়াছেন, "শূদ্রজাতিকুলোদ্ভবঃ শূদ্রোঽপি [illegible] দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" অর্থাৎ নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও আগমসম্মত অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা বিধানে দীক্ষিত হইলে বাজসনেয়িশাখাভুক্ত কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্রাবলম্বনে বিপ্রত্ব লাভ করেন এবং [illegible] [illegible] বেদোচ্চারণে অধিকারী হন। শ্রীমহাভারত স্পষ্ট বলিয়াছেন—"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্। সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি।" এতদ্বৈ [illegible] যস্য শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ। ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো [illegible]" (মহাভাঃ অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়)—"অতএব সংস্কার [illegible] প্রভৃতি দ্বিজত্বের কারণ নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যে প্রকারে শৌক্র শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং শৌক্র ব্রাহ্মণ যে প্রকারে বর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করেন সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট [illegible]।"

সাত্বত-শাস্ত্রসম্মত এই সকল সিদ্ধান্তে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কি করিতে পারেন? শূদ্রকুলোদ্ভূত পরমার্থ-প্রয়াসী সজ্জন আগমসম্মত হইলেও প্রণব ও বেদাধিকার পাইবেন না—ইহা অত্যন্ত অবৈষ্ণব মৎসর স্মার্ত্তকুলেরই [illegible]। অবশ্য আমরা অদীক্ষিত শূদ্রের কা কথা, শৌক্র ব্রাহ্মণেরও বেদাধিকার স্বীকার করি না। আবার অবৈষ্ণব অসদ্গুরুর নিকট দীক্ষিতাভিমানীরও বেদাধিকার থাকিতে পারে না। কেন না শাস্ত্র বলেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥"

প্রণব ও বেদকে যদি ইতর ব্যোমজাত কোন প্রাকৃত শব্দ-বিশেষ মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণে আর বাধা কি থাকে; কিন্তু তাহা নহে বলিয়াই যত গোল বাধে। যদি কাহারও উহাতে সত্য সত্য অধিকার পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে জাগতিক যাবতীয় অভিমানরাশি বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুপদাব্জকে অভিগমন-পূর্ব্বক কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে উপদেশ দিতেছেন—

গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

ভগবদ্বিমুখতাই মূর্খতা বা শূদ্রতা, গুরুদেবের অহৈতুকী-কৃপা-প্রভাবেই জীবের এই মূর্খতা বা শূদ্রতা দূর হইয়া কৃষ্ণভজনযোগ্যতারূপ ব্রাহ্মণতা লাভ হয়। কৃষ্ণভজন-প্রয়াসী দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণসজ্জনই বেদ-মন্ত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনে সমর্থ। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণগণ বেদের মধুপুষ্পিতবাক্যাবর্ত্তে মুগ্ধ হইয়া অনুচানমানী হন মাত্র; তাহাতে তাঁহাদের এর কাহারও পুণ্য, না হয় আত্মনিমার্গ লাভ হয়। উহাকে বেদাধিকার লাভ বলে না। কৃষ্ণভজনবিজ্ঞ ব্যক্তিই যথার্থ বেদাধিকারী ব্রাহ্মণত্বে সুসঙ্গত কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি-বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

[illegible] [illegible] বলিতেছেন,
[illegible] নমৌপাস বিষ্ণুভক্তো
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো [illegible]॥

অতএব চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত [illegible] যে কোন বর্ণান্তর্ভূত ব্যক্তিই হউন না কেন; তিনি যদি নিষ্কপটে বিষ্ণু-ভক্তি লাভে [illegible] হন, তাহা হইলে তাঁহারই একমাত্র বেদাধিকার বর্ত্তমান। অভক্ত ব্রাহ্মণাদির বেদাধিকার লাভের কথা দূরে থাক্, অসংসঙ্গ বিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

পরিমুণ্ডা নৃত্য,

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলে। রথ যাত্রা সমাগত-প্রায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পুরীতে উপস্থিতির দিনে নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীগোবিন্দ দেবের জলক্রীড়োৎসব সংঘটিত হয়। ইহার অল্প কয়েক দিবস পরে, মহাপ্রভু একদিন প্রাতে শ্রীজগন্নাথ দেবের শয্যোত্থান লীলা দর্শনে গেলেন। যাহয়াই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিত, সত্যরাজ খান ও নরহরি এই সাত জন দ্বারা সাত সম্প্রদায় গঠন করিয়া বেড়াসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু যুগপৎ সাত সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করেন। ভক্তগণ সকলেই ভাবেন—প্রভু আমার সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেছেন।

এখানে তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করেন—"মহাপ্রভুর ভক্তগণ যদি নির্ম্মৎসর, তবে এরূপ স্বার্থপর অনোচিত ধারণা উপস্থিত হইল কেন? তদুত্তর—একমাত্র স্বার্থগতি-মহাপ্রভু। তাঁহাকে লাভ করিবার ও তাঁহার প্রীত্যুৎপাদন লালসাই প্রত্যেক ভক্ত জনের স্বাভাবিক প্রীতির ধর্ম, এখানে নিজেন্দ্রিয়-তোষণপর অপস্বার্থ না থাকায় কে কতটুকু স্বীয় প্রভুর সেবা করিতে পারেন ও প্রভু কাহার সেবা কতটুকু গ্রহণ করিলেন, ইহাই প্রভু সেবকের সেবাগ্রহ। ঐ আগ্রহে মাৎসর্য্য-চণ্ডালীর স্থান নাই; শুধু আছে প্রভুর প্রীত্যুৎপাদনে ভৃত্যের অসীম চেষ্টা।

সংকীর্ত্তন-কোলাহল আকাশ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল সব জগন্নাথ-বাসী নর্ত্তন-কীর্ত্তন দর্শনে উপস্থিত। আনন্দ দেখে কে! মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও মহারাণীগণ দূরে থাকিয়া দর্শন করিতেছেন। কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী টলমল করিছে, সব লোক হরিধ্বনি করিতেছে। সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়, বেড়া কীর্ত্তনে আকুল। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে মাতঙ্গগমনে যে নৃত্য করেন, আর "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ", এই উড়িয়া পদ গাহিবার জন্য স্বরূপ দামোদরকে আদেশ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎগৃহকে জগমোহন বলে। তাহার একদিকে (একাধিকে) [illegible] [illegible] আছে। সেই জগমোহনের যেখানে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে পরিমুণ্ডা বলে; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "পরিমুণ্ডা"। "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ" উড়িয়া পদটী এইলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় [illegible] বোধ হয় না; এরূপ পদ এক্ষণে উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই; অবশ্যই কোন বিশেষ গ্রন্থেরই সূচকমাত্র।

মহাপ্রভু স্বরূপের পদ শ্রবণে আবেশে পূর্ণকিত হইয়া "প্রতি রোম হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম। "জ জ" "গ গ" "পরিমুম্ব" গদ গদ বচন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৭৩) মহাপ্রভুর এরূপ অবস্থা দর্শনে নিত্যানন্দপ্রভু কোন উপায় অবলম্বনে সকলের কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রধান প্রধান সম্প্রদায় স্বরূপের সঙ্গে মন্দ মন্দ স্বরে গাহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তগণের শ্রম জানিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তির পর সকল ভক্তসহ সমুদ্র-স্নানে গেলেন।

প্রেরিত পত্র

সজ্জনতোষণ শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, আপনারা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ প্রচারে দ্বারা আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত জীবগণকেও আম্নায়-পারম্পর্য্যে নিরন্তর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রদানার্থ সমুৎসুক। কিন্তু আমাদের ন্যায় অনেক দরিদ্রের পক্ষে নদীয়া-প্রকাশের পাথেয়াদি ভিক্ষা পূর্ণভাবে সংগ্রহ করা কঠিন। তাই, আজ একটী বিষয়ে আপনাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের পারমার্থিক অংশ সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক, কারণ তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রচুর লাভবান হইতেছি।

মফস্বলে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রেরণার্থ প্রতিদিনের ডাকাদি ব্যয় এক বৎসরে ১৲ একটাকা হয়। সপ্তাহে ৬ দিন দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন, সুতরাং বৎসরে নদীয়া-প্রকাশের ডাকমাশুলাদির ব্যয়ই ৬৲ ছয় টাকা পড়িয়া যায়। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ভাণ্ডারে বৎসরে কেবল মাত্র ৩৲ তিন টাকা সমাগত হয়। এই স্থানে আমার প্রস্তাব এই যে, যদি আপনারা মফঃস্বলের দরিদ্র গ্রাহকগণের জন্য সোম, মঙ্গল ও বুধবারের প্রকাশত্রয় একসঙ্গে প্রেরণ করেন এবং বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারের প্রসঙ্গসমূহ এক সঙ্গে রবিবারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদের বৎসরে ৪৲ টাকা ডাক-ব্যয় দিলেই নদীয়া প্রকাশ পাঠ করিতে পারি; অতিরিক্ত ৪৲ চারি টাকা ডাক-ব্যয় আর লাগে না। অর্থাৎ মফঃস্বলের অসমর্থ গ্রাহকগণের জন্য নদীয়া প্রকাশের স্বতন্ত্র একটী সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ করিলে, নদীয়া প্রকাশের সডাক ৯৲ নয়টাকা নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষাস্থলে আমরা স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক সংস্করণ সডাক ৫৲ পাঁচ টাকা বাৎসরিক ভিক্ষায় উহা পাইতে পারি। বৎসরে ৪৲ চারি টাকা হ্রাস হইলে, আমার ন্যায় অনেক অসমর্থ গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ সংগ্রহ করিতে পারেন এবং তাহা পাঠ করিয়া প্রচুর লাভবান হইতে পারেন। আশা করি, আমার এই নিবেদনটী নদীয়া-প্রকাশের কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে বঞ্চিত হইবে না।

বিনয়াবনত নিবেদক—
শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রাবণ, শুক্রবার—১৩৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধসমূহে বৃত্ত-বিচারাশ্রিত বর্ণনিরূপণই যে বেদবেদান্তে-তিহাসপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র-বিধান, জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ; শূদ্রও ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অবস্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ইত্যাদি বিষয়-সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি। "দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—এই হরিভক্তিবিলাসোক্ত বচনের শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকৃত "নৃণাং—সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং—বিপ্রতা"—এই দিগ্দর্শনী টীকা, "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং"—এই ভাগবতীয় শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ"—এই ভাবার্থদীপিকা টীকা, শ্রীমন্মহাভারতোক্ত—"শূদ্রোঽপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ", "বিজত্বং বৃত্তমেব তু কারণম্" "বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি" প্রভৃতি বচন, মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।২৩-২৬ শ্লোকের "শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব"—এই নীলকণ্ঠ টীকা; "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ। গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"—এই সামসংহিতা-বাক্য প্রভৃতি রাশি রাশি শাস্ত্রবচন আমরা প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধার করিয়া মনুষ্যমাত্রেরই হরিভজনযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছি। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"—এই ভাগবতীয় বাক্য আমাদের প্রচার্য্য-বিষয় হওয়ায় কৃষ্ণভজনবৈমুখ্যাচরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ গতানুগতিক স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের সহিত প্রতি মুহূর্ত্ত শুক্রশোণিত-বিচার লইয়া, অমূল্য পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করা আমাদের আদৌ অভীপ্সিত বিষয় নহে। হরিভজনের কথা ছাড়িয়া যাঁহারা কেবল শৃগালকুক্কুর-ভক্ষ্য দেহ-রূপের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত বাগ্বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও নিরীহ জীবকুল যাহাতে ঐ সকল অবৈধ ... উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া শেষে কৃষ্ণভজনকেই ছাড়িয়া না দেয়, ... অপসিদ্ধান্তরূপ আলোচনায় আমাদের এই সকল বিচারের অবতারণা। সাম্প্রতিক-সমাজবৃন্দ কাউন্সিল ঐ সকল আলোচনার সমীচীনতা অন্তরে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমাদিগকে রক্তমাংসের বিচারপর জ্ঞানে ভ্রান্ত হইবেন। কিন্তু সুধীগণ বুঝিয়া থাকেন—বৃত্তবিচারাবলম্বনে স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণব্রুবপ্রমুখ আধিক জগৎ যে আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত পরমার্থ প্রয়াসী ভাগ্যবান জীবকুলকে তাঁহাদের সাধু-শাস্ত্রানুমোদিত ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, সাম্প্রদায়িক জগৎ তাদৃশী মাৎসর্য্যমূলা প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত ঘৃণার সহিতই গর্হণ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের পরমার্থ। কৃষ্ণপ্রীতি-অর্জ্জনে জীবমাত্রেরই সমান অধিকার বর্ত্তমান। ত্রিধাতুক কুণপে আত্মবুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়াতেই জীবের ভয়-শোক-মোহান্ধতা বা শূদ্রতা আসিয়া পড়িয়াছে। সাধুশাস্ত্র-গুরুকৃপাবলে জীব যে কোন সময়ে সেই শূদ্রত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপোপলব্ধি-ক্রমে কৃষ্ণপ্রীতি লাভের জন্য চেষ্টান্বিত হইতে পারেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রপত্তি লাভের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রীতি অজ্ঞাপেক্ষা রহিত হওয়ায় তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নাংসাস্থিকপূয়াদিঘটিত কোন প্রাকৃত বিচারের অবকাশ বা ব্যবধান থাকিতে পারে না। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তকে প্রাকৃত বর্ণবিচারাপেক্ষাযুক্ত করিয়া ভক্তের জাতি-কুল-বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং "অবর বর্ণজ সদ্দীক্ষ ভক্তের প্রণবোচ্চারণ ও বেদ শ্রবণকীর্ত্তনে অধিকার নাই, উক্ত অধিকার লাভের জন্য পুনরায় শৌক্র ব্রাহ্মী-জন্মান্তরাপেক্ষা করিতে হইবে" ইত্যাকার বিচার করেন, তাঁহারা ভক্তির ক্লেশঘ্নত্ব বা প্রারব্ধাপ্রারব্ধ পাপনাশিত্ব বিচার অগ্রাহ্য করিয়া ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা, বিষ্ণুদীক্ষা-মন্ত্র-প্রভাবে যে জীবের যাবতীয় পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এই বিষ্ণুযামলোক্ত দীক্ষামাহাত্ম্য অস্বীকার করায় শূদ্রকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রকার স্মৃতির মতে পংক্তিদূষক এবং ব্রাহ্মণাপসদ বলিয়া কথিত হন। শূদ্রযাজী যে সকল ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিব্রুব অধুনা কেহ অদ্বৈতসন্তান, কেহ নিত্যানন্দ-সন্তান প্রভৃতি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেন অস্পৃশ্যত্বের বর্ণ ব্রাহ্মণরূপে সংজ্ঞিত হইবেন না, তাহার শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর আমরা তাঁহাদের নিকট চাই। 'বর্ণব্রাহ্মণের জনও যাহারা শূদ্রযাজী, তাহারাই পতিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়।

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত স্কন্দপুরাণবচনে দীক্ষিত মানব মাত্রেরই শালগ্রামশিলার্চ্চনাধিকার দেখা যায়,—

(১) এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈঃ শালগ্রাম-শিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

—অতএব যদি যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবৎপূজাপর হন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবানের পূজা করিবেন।

ঐ স্কন্দপুরাণের অন্যত্র শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রতে শালগ্রাম শিলার্চ্চা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

(২) "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণা-মথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥"

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইঁহাদের শালগ্রামার্চ্চনে অধিকার আছে। শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে তাঁহারও অধিকার আছে। অন্য অবৈষ্ণব-গণের অধিকার নাই।

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—(১) শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবৎপূজায় জীবমাত্রেরই অধিকার আছে। দ্বিজ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণ বুঝিতে হইবে। যদি বল, শ্রীভগবান্ নাকি বলিয়াছেন—"আমি শুচি হউক, অশুচি হউক কেবল মাত্র জাতিব্রাহ্মণগণেরই পূজ্য, স্ত্রীশূদ্রের করসংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্রপাত-সম হইয়া থাকে।" তাহাতে বলা হইয়াছে—ভগবতঃ পরৈরিতি যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎপূজাপর সচ্ছূদ্রগণ আমার পূজা করিতে পারেন।

(২) 'সচ্ছূদ্রাণাম্' বলিতে শূদ্রকুলোৎপন্ন সদ্দীক্ষ বৈষ্ণবের এবং 'অন্যেষাং' বলিতে অসৎ বা অবৈষ্ণবগণের, ইহা বুঝিতে হইবে।

বায়ুপুরাণে শূদ্রের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—অযাচক হইবে, প্রচুর দান করিবে, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কৃষি-কর্ম্ম করিবে এবং নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে। এরূপ হইলে শালগ্রাম শিলা পূজা করিতে পারিবে। এই মহাপুরাণের বচনের সহিত 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং' এই বচনের বিরোধ লক্ষিত হওয়ায় শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব শালগ্রাম অর্চ্চন করিতে পারিবে না—এ বিচার কতকগুলি মৎসর স্মার্ত্তকল্পনা মাত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যদি উক্ত বচনের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে—অবৈষ্ণব স্ত্রী শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম-পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দীক্ষিত-বিষ্ণুদীক্ষ স্ত্রীশূদ্রাদির সম্বন্ধে পূজাকর্ত্তব্যতাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যেহেতু শূদ্র কিম্বা অন্ত্যজের মধ্যে যাঁহারা গুরুর পাদপদ্মে সদ্দীক্ষ বৈষ্ণব, তাঁহারা কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত হইতে পারেন না। নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন—হে মহীপাল, চণ্ডালও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে—ভগবদ্ভক্ত যদি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত শূদ্র অথবা চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত অন্ত্যজ ব্যাধ কিম্বা চণ্ডালকুলোদ্ভূতও হন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে তত্তজ্জাতি-সামান্য-রূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহাকে শূদ্র বলা যাইবে না। কেবল যাঁহারা জনার্দ্দনে ভক্তিশূন্য, তাঁহারা যে কোন বর্ণই হউক না কেন, তাঁহাদিগকেই শূদ্র বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য সিদ্ধ। পূর্ব্বে দীক্ষামাহাত্ম্য বর্ণনকালে "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥" এই শ্লোকে এ বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—দেবহূতি 'যন্নামধেয়' ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে ভগবন্ কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই।" অতএব বিপ্র-সহ বৈষ্ণবের একত্র গণনা। * * চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে উক্ত হইয়াছে—"পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপ-বতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল,—কেবলমাত্র অবিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।"—ভাঃ ৪।২১।১২। সেই পৃথুমহা-রাজ বলিয়াছেন—"মহাসম্পত্তিশালী রাজ-কুলের তেজ যেন তিতিক্ষা, তপস্যা এবং বিদ্যা-দ্বারা স্বপ্রকাশমান আত্মবিৎ ব্রাহ্মণ-কুলে এবং অজিত শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র পরমদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে কদাপি প্রভাব বিস্তার না করে।"—ভাঃ ৪।২১।৩৭। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থানে বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণগণের সহিত সাম্য সিদ্ধ হইয়াছে। আবার বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদি বচন দ্বারা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাপেক্ষা নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের

শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। (অতএব, লব্ধদীক্ষ বৈষ্ণবের বিপ্রপ্রায্য বলিতে ছিলি সে অবৈষ্ণব বিপ্রের সমান—ইহা বুঝিতে হইবে না)।

* * সুতরাং ভগবৎপূজা-পরায়ণ সকলের দ্বারাই যে শ্রীশালগ্রাম সংপূজ্য, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধের শ্রীশালগ্রাম-শিলাপূজনকথা উক্ত হইয়াছে। এই আচার মধ্যদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে বিশেষরূপে পরিপালিত হইতে দেখা যায়। বৈষ্ণবগণের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদিতেও অধিকার আছে। সুতরাং গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষ ভগবদ্ভক্তের পক্ষে স্মার্ত্তবিধানমতে কোন বিধিনিষেধ নাই। কেননা তাঁহারা দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত, নৃ ও পিতৃঋণে ঋণী নহেন। কর্ম্মপরিত্যাগজনিত তাঁহাদের কোন দোষ ঘটিতে পারে না। যেহেতু 'যতদিন পর্য্যন্ত ভগবন্নামগুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে।'

স্কন্দপুরাণের অন্যস্থলে উক্ত হইয়াছে—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ
ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং
পদমিতি ॥"

অতঃপর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ নিজেই বলিতেছেন—

অতোনিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অতএব স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রাম শিলা—পূজা বিষয়ে "ব্রাহ্মণস্যৈব-পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥", "প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥"—প্রভৃতি যে সকল নিষেধ-বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, তত্ত্বাবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ঐ সকল নিষেধ বচন যাহারা বিষ্ণুভক্ত নহে অর্থাৎ অবৈষ্ণব তাহাদেরই পক্ষে।

"সদ্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈ র্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাসুবৎ।"

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ যত্ন সহকারে প্রাণের ন্যায় শালগ্রামশিলা ধারণ করিবেন। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২২৩-২২৪)।

সুতরাং শাস্ত্র স্পষ্টই লব্ধদীক্ষ বৈষ্ণবের জাতি বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়াই দীক্ষিত জীবমাত্রকেই প্রণবোচ্চারণ ও বেদ-পাঠাধিকার প্রদান করিতেছেন। তবে অদীক্ষিত শূদ্রের সংস্কারাভাব-হেতু শূদ্রস্বভাব প্রাবল্যে তাঁহার বেদাদিতে অধিকার হইতে পারে না। অসংস্কৃত অবস্থায় প্রণবোচ্চারণ, বেদপাঠ বা শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাদিতে অধিকার দিতে গেলে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনজনিত অপরাধ স্পর্শ করিবে। অধিকার দাতারও যোগ্যতা বিচার্য্য। নিজে চক্ষুষ্মান না হইলে অপরকে

বর্ত্তমান জগৎ

(শ্রীপাদ ভবভঞ্জন্ দাসাধিকারী বি, এ)

বর্ত্তমান জগতের বহু লোক জীব সেবা-কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। তাঁহাদের মতে জীবে দয়া খুব মহৎ কার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই "জীবে দয়া" করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নানা স্থানে সভা-সমিতি সংঘটনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীবে দয়া করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের সাময়িক দুঃখ দূর করিবার বৃত্তি ক্ষুধাতুরকে অন্নদানে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দানে রোগীকে ঔষধ প্রদানে পর্য্যবসিত। এই প্রকার কিছু কার্য্য করা হইলেই তাঁহারা জীবে দয়া করা হইল মনে করিতেছেন ও এই প্রকার অল্পক্ষণ স্থায়ী দয়ার উদাহরণ স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে ব্যগ্র। একটুকু ধীরভাবে বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীবের ক্লেশের মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে প্রকৃত জীবে দয়া হয় না। যাঁহারা মহাত্মা ও দূরদর্শী জীবের প্রতি সাময়িক দয়া প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা জীবের যাবতীয় ক্লেশের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন ও জীবকে নিত্য মঙ্গলের পথে চালিত করেন।

জীব মাত্রই আত্মা। যে দেহ দ্বারা ভোগ করা যায়, যে মন দিয়া চিন্তা করা যায়, যে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা যায়, সে সকল 'জীব' নহে। কারণ দেহ দুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মন সকল সময় এক প্রকার থাকে না। বালকের মন, যুবকের মন প্রৌঢ়ের মন, বৃদ্ধের মন, পরস্পর পৃথক্। এমন কি এক ব্যক্তিরই মন সকল সময় এক প্রকার থাকে না। প্রভাতের মনের সহিত দুপুরের, দুপুরের সহিত সন্ধ্যার, সন্ধ্যার সহিত রাত্রির মনের মিল নাই। আত্মা নিত্য বস্তু, কখনও মরে না বা পরিবর্ত্তিত হয় না। আত্মার বদ্ধাবস্থাই বহু প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের মূল কারণ। জীব ভগবানকে ভুলিয়া মায়ার কবলে পড়িলেই আত্মার বদ্ধ অভিমান উপস্থিত হয়। বাস্তব পক্ষে আত্মার কোনও ক্লেশ নাই। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও সনাতন। ভগবান্ হইতে বিমুখ আত্মাকে উন্মুখ করিয়া দেওয়াই প্রকৃত জীবে দয়া। যে দয়ায় দ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না, তাহা

সম্প্রদান করিবেন কিরূপে? আমরা এবিষয়ে পরবর্ত্তি সংখ্যায় আরও আলোচনা করিব।

অবশ্যই প্রয়োজন হইয়াছে। ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিয়া অন্ন দিয়া তাহার অন্নাভাব মোচন করা যায়, বস্ত্রহীনকে কয়দিন বস্ত্র দিয়া তাহার বস্ত্রাভাব দূর করা যায়? এই প্রকার শারীরিক দয়া দ্বারা এই নশ্বর শরীর রক্ষা করা যায় না। কাজেই শরীরকে বাদ দিয়া যাহাতে আত্মার উপকার হয়, তাহা অবলম্বনই শ্রেয়।

বর্ত্তমান জগতের লোক আমরা সকল বিষয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ চাই। কিন্তু আমরা কি কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, যাহারা সর্ব্বদা চাক্ষুষ প্রমাণের পক্ষপাতী, তাহারা মূল রোগ না ধরিয়া উপসর্গ দূর করিতে চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হয়?

এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, কোনও সময়ে এক কর্ম্মকারের একমাত্র প্রিয়তম পুত্র বহুদিন যাবৎ প্লীহা ও জ্বরে ভুগিতেছিল। ঐ কর্ম্মকার পুত্রকে নিরাময় করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ কবিরাজের হস্তে পুত্রের চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন। কবিরাজ রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন ও তাহাতে বালকটীর জ্বর একটু একটু করিয়া কমিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কর্ম্মকার তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নিজেই পুত্রের জ্বর কমাইবার বাসনায় সে যেমন উত্তপ্ত লৌহকে জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করে, তদ্রূপ পুত্রকে আনিয়া জলে ডুবাইতে লাগিল; ফলে ছেলেটী মরা পড়িল। চাক্ষুষ-বাদীর দশাও তাই।

পাঠকবর্গ ইহা হইতে মনে করিবেন না যে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে বা ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা যাইতেছে, এইরূপ দয়া প্রকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না দিয়া মূল অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিলে তদ্দ্বারা শারীরিক, মানসিক সকল অভাবই মোচন হইয়া যাইবে। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে ডাল পাতা সবই সজীব থাকে, কিন্তু গোড়ায় জল না দিয়া শাখায় পাতায় জল দিলেও গাছ মারয়া যায়। এই জগতে অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকারের অভাব, সুতরাং কয়টী অভাব আমাদের দূর করিবার ক্ষমতা আছে? জৈব জগতের প্রত্যেক ব্যাপারটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অন্নের অভাব দূর হইলে বস্ত্রের অভাব, বস্ত্রের অভাব দূর হইলে ব্যাধি, ব্যাধির ক্লেশ দূর হইলে শোক, ভয়, অশান্তি, জন্ম ও মৃত্যু—এই প্রকার কত অভাব অনুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি মায়া মোহ ছাড়িয়া মূল অভাব অনুসন্ধানে তৎপর হউন ও তাহার দূরীকরণার্থ সচেষ্ট হউন। ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া। যে বিশ্ববাসি যদি সত্যই জীবে দয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে ... ...

দৈববাণী

(তৃতীয় বিস্তৃত)

এইরূপে যাঁহারা জনন-মরণাদি ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁহারা দৈববাণীর প্রথম বিস্তৃতে কথিত *Pthisis* রোগীর সদৃশ স্বীয় অত্যন্ত অপরাধী জীবকুলের আত্মগোপন ভাবকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব-হেতু বুঝিতে না পারিয়া তাহারই অপরাধের জন্য দ্বারা *influenced* হইয়া স্ব স্ব তমোপ্রকৃতির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে সাধু বলিয়া যখন অভিমান করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই সাধ্বভিমানী অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপে শাস্ত্র হইতে একটী গল্প সাধারণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধৃত করা হইল। বহুপূর্ব্বকালে সৌভরি নামক জনৈক ঋষি যমুনার জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে একদা কোন এক অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্ত মীনরাজের নিবৃত্তি দর্শনে তাঁহারও ঐরূপ সুখপূর্ত্ত কার্য্যে স্পৃহা জন্মে। তখন তিনি বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের পিতা মান্ধাতার নিকটে বিবাহার্থী হইয়া তাঁহারই একটী কন্যা প্রার্থনা করিলে, মান্ধাতা সম্মতি দিয়া বলিলেন যে,—আমার কন্যা স্বয়ংবরে গ্রহণ করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া সৌভরি স্বীয় মনে করিলেন যে, আমি জরা-জীর্ণ, আমার কেশ পলিত, এবং আমারই মস্তক স্বভাবতঃ কম্পমান, তদুপরি আমি তপস্বী, এই জন্য হয় ত' রাজা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপ চিন্তা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তিনি তপঃপ্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে অতি উত্তম রাজপ্রাসাদ, অমূল্য পরিচ্ছদ, নানাবিধ বন, উপবন, নির্ম্মল সলিলযুক্ত সরোবর, ও সৌগন্ধি-যুক্ত শ্বেতপদ্মাদি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা সুশোভিত উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন—সেই সময় সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি অপেক্ষাও তাঁহার নব-নির্ম্মিত সাম্রাজ্য অত্যাশ্চর্য্যভাবে সৃষ্ট হওয়ায় উক্ত মান্ধাতা রাজার পঞ্চাশৎ রাজকন্যাই উক্ত মুনির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। এইরূপে তিনি পুংলিঙ্গের বিবিধসুখে ইহজগতের যাবতীয় বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘৃতবিন্দুপাতে যেরূপ অগ্নির পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ তাঁহার বিষয় পিপাসারও নিবৃত্তি হইল না। কিছুকাল পরে উক্ত ঋষি তাঁহার মৎস্যসঙ্গজনিত তপোভ্রংশের কথা উপলব্ধি করিয়া

গোস্বামীর বাণীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত জীবে দয়া করুন। আরও ভুমিতে হইবে ... ... জন্ম সার্থক করি ... উপায়।

[illegible] অধিষ্ঠিত [illegible] যাহারও মন করিয়া [illegible] একমাত্র ঈশ্বর-প্রকৃত্যর্পণ—সুতরাং তজ্জ নিমিত্ত তাঁহার যাবতীয় প্রতিষ্ঠা, অবোধ [illegible]—এমন কি প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন, এতদিন [illegible] [illegible]। এইরূপে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য-বোধ উপলব্ধি করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিলেন।

ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, সৌভরি ঋষি স্বয়ং নিজেকে সাধকাভিমান করিবার জন্য তাঁহাকে সংসারের আপাতমধুর [illegible] বশীভূত হইতে হইয়াছিল। যদি তিনি বৈষ্ণবের ও বৈষ্ণবী প্রবর্ত্তা দেখিয়া হিংসানলে প্রজ্বলিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি এত সহজে তাঁহার তপোনাশের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন প্রয়াসী হইবার অবকাশ পাইতেন না।

যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জগতের কোনও জীব হরিভজন-রাজ্যে বড় হইতে পারিত; তাহা হইলে ইহ জগতের জীবমাত্রই লাভ্ড সেবন করিতে করিতে বাহ্যাভিমানক ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া—তাঁহাকে তাঁহার *eternal* আসন হইতে আসুরিক বল-প্রয়োগ-দ্বারা অবতরণ করাইয়া—উক্ত আসন অধিকার করিতে পারিত। তাই বলি ভাই—,

কৈতব কত বুকের মাঝে
রয়েছে ভরপুর।
মনে মনে বুক ফুলাচ্ছ
প্রেমিক আমি শূর॥
রাগের পথে চল্‌ছি আমি
অনুরাগী বেশ।
রাগ হলে যে বিরাগ আস্‌বে
জানবে শাস্ত্র দেশ॥
তাই বলি ভাই বিনয় ক'রে
হরে লয়ে যান।
অসদ্‌ বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে
সর্ব্বে কর স্নান॥

রসনা-নিগ্রহ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর,
কাব্যতীর্থ, বি, এ)

দেহধারীমাত্রই কতকগুলি ইন্দ্রিয় লইয়া জগতে আসিয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইয়া জীব ভোগাসক্ত-বিচারে উত্তরোত্তর অধিকতর আসক্ত হইতে থাকে। ঐ করণগুলির কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] সেইদিকে আকর্ষণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]। চক্ষু, শ্রোত্র, নাসা, রসনা, ত্বক্ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; ইহাদের সকলের অধিপতিরূপে মন অবস্থিত। এই একাদশ জনের প্রত্যেকে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া শরীরীকে বদ্ধ করিলে তাহার কি প্রকার দুর্দশা উপস্থিত হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষরূপে অবগত আছেন। হিরণ্যকশিপুর বধার্থ অবতীর্ণ শ্রীনরহরিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষি পিতৃ বিদ্যাধর-প্রজাপতি-যক্ষ-চারণাদি বহুবিধ স্তুতিদ্বারাও তদীয় ক্রোধ-প্রশমনে অসমর্থ হইলেন। এমন কি নিত্যকাল ভজনশালিনী লক্ষ্মীদেবীও সুরগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া তাঁহার অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত রূপ দর্শনে ভীত-চিত্তে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তৎকালে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তবপর্ব্বনায়ুণ জীব-শিক্ষার্থ নিজ-দুর্গতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন যে—হে অচ্যুত! আমার অতৃপ্ত-রসনা মধুরাদি-রসগ্রহণার্থ একদিকে আকর্ষণ করে, আবার শিশ্ন, ত্বক্, উদর, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চঞ্চল লোচন, পাণিপাদাদি প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বহুপত্নীক-ব্যক্তির ভার্য্যাগণ তাহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন অভিলাষ সিদ্ধির জন্য যেরূপ তাহাকে নানা বিপরীত মুখে আকর্ষণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলে এবং সে ব্যক্তি তৎকালে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আত্মকৃত কার্য্যের জন্য চরমশোকে প্রপ্ত হয়, আমারও তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে কেন মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই জিহ্বার দ্বারা রসগ্রহণে অভ্যস্ত রহিয়াছি? শরীর বৃদ্ধির সহিত ঐ জিহ্বার বেগও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সুরসলোলুপ করিয়া উদরবেগ ও শিশ্নবেগ বৃদ্ধি করিয়া ফেলে, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই ঐ প্রকার দেহীর অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হয় না। দেহের পোষণাদি জীবধর্ম্মক ব্যাপার হইলেও রসনার লাম্পট্য কদাপি প্রশ্রয় পাইতে পারে না। মুখ্য প্রয়োজন পরমার্থই যদি লক্ষ্য বস্তু হয়, তাহার অনুকূলেই আমাদের শরীরের পোষণ-হেতু রসনার ব্যবহার আবশ্যক। অন্যথায় জিহ্বার বেগ প্রভু-পদে অবস্থিত হইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও তদ্ভাবে নিযুক্ত করে এবং তৎসহিত উদর ও উপস্থবেগের চূড়ান্ত বৃদ্ধি-সম্পাদন আমাদিগকে পশুরও অধম করিয়া থাকে। সুতরাং জন্মের অর্জ্জনার্থ রসনার বেগ-দমনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

আমরা প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়াই যখন শরীররক্ষার্থ আহার্য্য গ্রহণে বাধ্য হই, তখন আমরা [illegible] শরীর রক্ষার [illegible] অধিকতর ইন্ধন যোগাইয়া দিলে সে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিয়া দেহীরই ধ্বংস-কারণ সৃষ্টি করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রসনার উগ্রবেগে পীড়িত হইয়া আমরা অমেধ্যাদি বিচারও পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভীষ্ট হইতে নিরন্তর দূরে অপসৃত হইতে থাকি এবং পরিণামে অনন্তকালের জন্য অন্ধতামিস্রে বাসের সুবিধা লাভ করিয়া থাকি।

শাস্ত্র বলেন—যেকাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারা যায়, তাবৎকাল মানব সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। রস জয় করিলেই সকলই জিত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ একমাত্র রসনার অধীনতায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষের দমনেই সর্ব্বেন্দ্রিয় দান্ত হইয়া থাকে।

শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখাবগলিত বাণীতে দেখিতে পাই—'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥' অতএব জিহ্বাবেগের সামান্য প্রশ্রয়ই যে আমাদের ভক্তিপথের একান্ত অন্তরায়, তাহাতে আর সংশয় কি? প্রত্যেক ব্যক্তি তটস্থ হইয়া স্বানুভব দ্বারা বিচার করিলেও এই ব্যাপারের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

পরম প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে অগ্রেই রসনাসংযমই যখন একমাত্র উপায় এবং তদ্ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টা বিফলা হইয়া থাকে, তখন প্রকৃত সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থায় কর্ণপাত না করিয়া তদনুযায়ী ঔষধব্যবহারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কতকাল আর আত্মঘাত করিতে থাকিব? বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্ত বঞ্চনময়ী মায়ার কবলে পতিত হইয়া আমাদের অবস্থাতে বস্তুভ্রম হওয়ায় যাহাকে রসনার বেগপ্রশমনকর বোধ করিতেছি, তাহাই ত উহার লাম্পট্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। অনন্তকোটি কল্পকাল ঐপ্রকারে রসাস্বাদন করিতে থাকিলেও ঐ ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিই প্রভুত্ব করিতে থাকিবে। তবে কি আমরা বিবেকবান্ শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া পুনঃ পুনঃ বিপদে লাঞ্ছিত হইয়াও চিরাচরিত মার্গাবাধে সাধু বৈদ্যের ব্যবস্থার অসদ্ব্যবহার করিতে থাকিব? অবশ্য প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ বিজ্ঞব্যক্তি কদাপি এইরূপ পরামর্শে আত্মসমর্পণ করিবেন না। তাঁহারা বিচার পূর্ব্বক যথার্থ স্বামী মঙ্গলের মার্গস্বরূপ জিহ্বার বেগ দমনে সত্বরই বদ্ধপরিকর হইবেন।

সদ্বৈদ্যগণ সর্ব্বজীবের জিহ্বাবেগ প্রশম নার্থ সাধুর আনুগত্যে শ্রীভগবানের চিন্ময় প্রসাদ সেবন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ প্রসাদ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন, পক্ষান্তরে উহা পূজ্য বস্তু। ঐ বিষ্ণুবস্তু রসলোলুপ রসনাযোগে উদর মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহার বেগ এবং তৎফল-স্বরূপ উপস্থবেগ দমিত করিয়া তুলিবে। তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তদীয়ানুগত্যে অবস্থিত হইয়া হৃষীকেশের সেবাবিধানে নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকিবে। কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পাতিত্যের সম্ভাবনা খুবই বেশী। 'প্রসাদ সেবন' নাম করিয়া যদি ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়, তাহাতে শ্রীবিষ্ণুপদে অপরাধ করিয়া অধিকতর কঠোরভাবে মায়াদেবীর পীড়নে পড়িতে হইবে। এইজন্য সাধুগণ যাবৎ-প্রয়োজন গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরমার্থান্বেষী জনমাত্রই চিন্তা করিবেন যে, আমার আত্মদোষে সমুদয় বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া আসিতে হইয়াছে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাদির সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ আমাকে যন্ত্রণা দ্বারা শোধনের প্রয়াস করিতেছেন। আমি যেন আরও অধিকতর অপরাধের সঞ্চয় দ্বারা যন্ত্রণার কাল ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া না লই। অতএব পরমার্থচেষ্টার অনুকূলভাবে যে পরিমাণ খাদ্যাদি গ্রহণ প্রয়োজনীয়, সেই পরিমাণে প্রসাদ, পূজ্যবুদ্ধিসহকারে গ্রহণ করিতে করিতে উহার প্রতি আদরাতিশয্য হইলেই জিহ্বার বেগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় আচার দ্বারা ইহাই প্রকৃষ্টভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবশিক্ষার্থ যুক্তবৈরাগ্যের আচরণ বিষয় প্রসাদাদিগ্রহণলীলার প্রত্যেক ব্যাপারেই ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সাধুগণের মুখ হইতে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আমাদের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে আর যেন বিলম্ব না হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন এবং চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীমঠে শ্রীহরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম আধারকের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য-মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক-ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৮০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩॥০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৵
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৮০
১১।	ভাষাভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬॥০
১২।	জৈবধর্ম্ম	৯্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	॥০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।~
১৬।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।১
১৭।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২্

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

সাময়িক প্রসঙ্গ

সহর নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গনের ১০ই জ্যৈষ্ঠের সভায় প্রশ্ন-পত্রকের মধ্যে চতুর্থ প্রশ্নে দেখা যায় যে, কতিপয় গোস্বামী যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র মানেন না, তাদৃশ গোস্বামী বজ্জনীয় বলিয়া তাহাদের সহিত বৈষ্ণবানুগত সম্প্রদায় অন্ন-জলাদি পরিত্যাগ করিবেন। তন্মধ্যে নাকি ঢাকা-নিবাসী বর্ত্তমান কুলিয়া-প্রবাসী পণ্ডিত প্রাণগোপাল গোস্বামীও একজন। আমরা জানি না পণ্ডিত মহাশয় গৌরমন্ত্র-পক্ষে না মন্ত্র-বিরোধ-পক্ষে অবস্থিত, তবে প্রশ্ন-পত্রকের উত্তর দাতা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহাকে স্বীকারোক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রবিরোধী-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীগৌর-মন্ত্র-বিরোধ-কারণ তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। কেন না, শ্রীগৌরদেবতায় যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনিই গৌরমন্ত্র বিশ্বাস করিতে পারেন না।

—

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনিত্য কর্ম্মফলবাধ্য সাধক, প্রচারক মাত্র মনে করেন, কিম্বা ডাঃ দীনেশ বাবুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌর-মন্ত্রের বিরোধি-পক্ষ অবলম্বন করেন, শ্রীগৌরসুন্দরে দেববুদ্ধি রহিত সেই সকল ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীচৈতন্যদেব বলিতে কুণ্ঠিত হন। যে দেবতার মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রের দ্বারা সেই দেবতার পূজা হয়। যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারে স্বীয় জনরাজুরাগে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা গৌরমন্ত্রবিমুখ। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকে দিতিজ গর্ভজাত [illegible] ও [illegible] বলিয়া করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] গৌরমন্ত্রবিরোধ [illegible]

করিয়া স্মার্ত্তগামী হইতে সাহস করেন না।

কয়েকবার গৌরমন্ত্র লইয়া গৌর-বিদ্বেষী ও গৌরভক্ত সমাজে গোল-মাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে, কুকর্ম্মনিরত এবং সৎকর্ম্ম-নিরত কতিপয় স্মার্ত্তবিশ্বাস পোষণকারী গৌরবিমুখ ব্যক্তি কপটতাক্রমে শ্রীগৌরসুন্দরকে দেবপর্য্যায় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে এবং নিজ কুমন্তব্য প্রচার বাসনায় গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। যাঁহারা গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগের মননক্রিয়া গৌর সেবার বিরোধি চেষ্টা-সম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যত্ব, শ্রীগৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং তাহাদিগকে কংস, জরাসন্ধ, অঘ-বক-পুতনা-প্রলম্বাদির ভৃত্য-সম্প্রদায় জানিয়া আমরা তাহা-দের আকস্মিক দর্শনে সচেলে বৈষ্ণবচরণোদকে স্নান করিয়া পবিত্র হইব।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ গৌড়ীয়গণের আদি মূল পুরুষ আচার্য্য। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ। সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাঁহার আশ্রিত। কেবল মায়াবাদী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত সম্প্রদায় গৌরবিদ্বেষ-সংরক্ষণে ব্যস্ত হওয়ায় তাঁহার চরণে অপরাধী। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গৌড়ীয়-গণের উপাস্য বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানাইয়া-ছেন, সুতরাং যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের বিরোধী হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার বলিবেন, তাঁহাদের বুদ্ধি পরিমিত জানিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে আচার্য্য গুরু বলিবেন, তাঁহারা মায়াবদ্ধ জীব, তাঁহাদিগকে কোন দিনই শ্রীগুরু-দেবের গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত নহে। যাঁহারা শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত না হইয়া স্মার্ত্ত-গোলামকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রে আস্থা [illegible] সুতরাং তাঁহা-দের কুতর্কেরও অভাব হইবে না। গৌরমন্ত্র বিরোধী, গৌরোপাসনা-রহিত অনভিজ্ঞকে কখনও 'গৌড়ীয়' বলা সাজে না। যদি তাঁহারা গৌর-মন্ত্রে অদীক্ষিত থাকিয়া বলপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব' বলিবার অভিনয় করেন, তাঁহা দিগকে বিকারী বিষ্ণু বা সূর্য্য, শক্তি, গণেশ ও রুদ্রের উপাসকের অন্যতম জানিয়া নির্ব্বিশেষবাদ-মন্ত্রে দীক্ষিত জানা যাইবে।

—

শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়াছেন শ্রীল রামানন্দ রায়। তিনি তাঁহার রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু দর্শন করিয়াছেন। যদি তাঁহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে পূজা করা হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধামন্ত্রে উপাসনার অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজার অসম্পূর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে, জানিতে হইবে। রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মন্ত্রে তাঁহার উপা-সনা করিলে ধ্যানকালে ঐ পদাম্ভোজদ্বয়ের কৃষ্ণ ও চম্পকাভ বর্ণ-শাবল্য ধ্যাতার অশান্তি উৎপন্ন করিবে। শ্রীরূপকথিত 'নমঃ' শব্দ-যোগে চতুর্থ্যন্ত পদে গৌরনামমন্ত্রের কীর্ত্তন আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই দেখিতে পাই। যেখানে প্রণবপুটিত নাই, তাহাই কীর্ত্তনীয়। আর যেখানে প্রণব বা বীজপুটিত আছে, তাহাই জপ্য মন্ত্র।

শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ে চিরদিনই এই মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইয়া থাকে। ওঁকার-যুক্ত এই মহামন্ত্র "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেম প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" সমস্তই জপ্য, ইহাতে অধিক বিচার নাই। যেখানে অধিকার বিচার হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের উপ-যোগিতায় বিচার আছে। কিন্তু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নামে এরূপ শ্রেণীর বিচার করিতে আমরা উপদিষ্ট হই নাই। যোগ্যা-ধিকারে প্রণবপুটিত মন্ত্র দেওয়া হয়। শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ। ইহাই বৈদিকী বা সাবিত্রী দীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। আর অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে শ্রীগুরুদেব যে মন্ত্র প্রদান করেন, উহাই পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র। তাহাতে বীজপুটিত আছে।

বৈষ্ণবের নিকট যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রের রহস্য বিদিত থাকায় গৌরমন্ত্র-বিরোধ-সমিতিতে ঐ সকল কথা আলোচিত হইবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট শুদ্ধ গৌড়ীয় বিষ্ণুভক্ত মন্ত্রের মহত্ব লাভ করিয়া থাকেন। উহা মন্ত্রবিহীন অপসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী জাত-বিবাদ নহে বলিয়া ঐ প্রকার বাত-বিতণ্ডার সভা-সমূহ কলঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীগৌরভক্তি প্রচারমুখে গৌরবিমুখ জনগণের উৎপাদনকল্পে ঐ সকল [illegible] উদাসীন বৈষ্ণব-সমাজে এবং গৃহস্থ বৈষ্ণব-সমাজে আলোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবে গৃহীত সংস্কার ব্যক্তিই আলোচনাটি বুঝিতে পারিবেন। অপর অসংস্কৃত মূঢ়গণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায় অজ্ঞতায় উদাসীন্য-বশতঃ গৌরমন্ত্র-বিমুখতার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—

'নদীয়াপ্রকাশ' নদীয়াপ্রকাশকে প্রকাশিত করিয়া গৌরমন্ত্রবিরোধী বুদ্ধিযুক্ত সমাজকে প্রত্যেক গৌরবিরোধীর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে যাহাতে তিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন বলিয়াই এই গূঢ় রহস্যের আভাস প্রকাশিত হইল। আশা নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ গৌড়ীয় ও গুরুবর্গের আসনের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিবেন।

—

গৌরনাগরী প্রভৃতি জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ভোগিসম্প্রদায়ে যে গৌরমন্ত্রাদির শব্দোচ্চারণ, উহা তাহাদের অজীর্ণ ভক্তিলেশ ফল-মাত্র। তজ্জন্য তাহারা অবৈষ্ণব উপশাখা-স্থিত ব্যক্তিমাত্রকে গৌরবিরোধী না জানিয়া গৌরভক্ত বলিয়া সমন্বয় করিতে বাসনা করেন। উহারা সম্প্রদায় বিহীন সুতরাং দুর্জ্জন বলিয়া পরিত্যাজ্য।

—

রায়

আজ আমরা যে মহাত্মার পুত চরিত্র সমালোচনা করিতেছি, তিনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচ-থুপি গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্ম-সময়, দিন, তিথি ও বৎসরকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব যথাসর্ব্বস্ব জগৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং শেষ বয়সে ত্যাগী বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিয়া "জয়কৃষ্ণ-দাস বাবাজী" নামে প্রায় ৪০ বৎসর কাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। উপ-যুক্ত পিতার এই উপযুক্ত ভাগবত পুত্র শৈশবেই দিনাজপুরের রায়সাহেব-বংশীয় পরম ভাগবত যথাসর্ব্বস্ব কমললোচন রায়-সাহেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক দত্তকপুত্ররূপে বৃত হন। এই রায় সাহেব এবং দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর একই বংশ-সম্ভূত।

তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি কোনও যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জগৎকে তাঁহার আচরণ-দ্বারা যে আদর্শ-গৃহস্থ-বৈষ্ণব-জীবন দেখি-

[illegible] সুযোগ দিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব-সূরির ভগবৎপরায়ণ গুরুবর্গেরই অনুসরণীয় এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই আলোচ্য। এই পরম বৈষ্ণব মহাত্মার নাম অনেকেই জানেন।

আমাদের বৈকুণ্ঠগত রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর।

রায় রাধাগোবিন্দের হৃদয় সত্য সত্যই বন্দের শ্রীমন্দির অর্থাৎ তাঁহার [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্যতীত কোনও অপরের কথা কোনদিন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ১৮৮২ সালে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট যখন রাজা উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই উপাধিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার হৃদয়ের রাজা একমাত্র শ্রীগোবিন্দদেব,— তিনি সেই বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়-জাতীয় সেবক; অতএব এইরূপ মায়িক বিষয়াভিমান তাঁহার নিকট অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলেও কোন প্রলোভন আনিতে পারে নাই। যে ভগবদ্ভক্তের হৃদয় শ্রীগোবিন্দ-[illegible] অধিকৃত, ধর্ম্মার্থকাম তাঁহার [illegible] আত্মহীন ভৃত্যমাত্র এবং স্বয়ং মুক্তি তাঁহার নিকট আজ্ঞার অপেক্ষায় [illegible]।

[illegible] কর্ম্মবহুল বিষয়ব্যাপারের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইলে কতকগুলি কর্ম্মানুষ্ঠান [illegible] পড়ে, কিন্তু আমাদের রায় রাধাগোবিন্দ এই সকল কার্য্যকে যেরূপ ভগবৎসেবা এবং ভগবৎসেবার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি [illegible] মাঝে বৈষ্ণবসেবার সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন, যাহাদের মুখে ভগবদ্-[illegible] কীর্ত্তনাদিতে এবং বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] হইয়াছিলেন, [illegible] নামে শ্রীমদ্বেঙ্কু বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ভাঁহার মাঝে যৌবনেই সাংসারিক ভোগাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার এই মহান্ আদর্শ—এই ভগবৎ [illegible] সেবা শুদ্ধভাবে চিরদিন যাহাতে [illegible] ভাবে পরিচালিত এবং [illegible] [illegible] তিনি তাঁহার অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে দুইটী মাত্র বৈষ্ণবপুত্রকে এজগতে আসিবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইঁহাদের দ্বারাই তাঁহার এই মহান্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তখন তিনি সেই পূর্ণযৌবনে [illegible] ভোগোপকরণের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিলেন। তাঁহার এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ পরজীবনে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির জন্য নহে—তিনি জানিতেন, ইন্দ্রিয়-বেগদ্বারা চালিত চঞ্চল মনের আবরণ ভেদ করিয়া শ্রীভগবৎসেবারূপ চিদ্বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। তাই তিনি অচঞ্চলচিত্তে বহির্বাটীতে অবস্থান করিয়া ভগবৎকথার আলোচনায় সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বিশেষরূপে জানিতেন যে, অর্থোপার্জ্জন-লালসা এবং বিলাসিতা জড়-[illegible] বিবৃদ্ধির যেরূপ সহায়তা করে, তদপেক্ষা কামিনীর মোহে পতিত জীব অধিকতর জড়বদ্ধ ভাবাপন্ন হয়। এজন্য তিনি জগৎকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অচঞ্চলধী হইয়া ভগবদ্ভক্তির আলোচনা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আজকালকার পাশ্চাত্য-সভ্যতা-মোহমুগ্ধ জনগণের ভগবৎ চিন্তার বিরুদ্ধ নাস্তিক ভাব দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পাছে লোকে দেবগণেরও বাঞ্ছিত এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মটীর উদ্দিষ্ট শ্রীহরিসেবাবৃত্তি ছাড়িয়া জীবন-তরণীকে এই জড়ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া,—মায়াদেবীর এই নির্গমন-পন্থাহীন বদ্ধ জলাশয়রূপ কারাগারে অনাদি কালের জন্য নিক্ষেপ করিয়া—একেবারে নিশ্চিন্তমনে এই জড় জগৎকে ঘরবাড়ী করিয়া লয়, এইজন্য তিনি জীবনে কোন দিন কোনও পাশ্চাত্য-সভ্যতা-দ্যোতক কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন নাই, এমন কি তাঁহার এজগতে থাকাকালে তাঁহার বা তাঁহার অভীষ্ট শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দিরাদির কোনও আলোকচিত্র (ফটো) পর্য্যন্ত কেহ তুলিতে পারেন নাই।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীহরিসেবা কিরূপভাবে করা কর্ত্তব্য, তাহার একমাত্র আদর্শ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। প্রাকৃত জড়-ভোগী ব্যক্তি তাঁহার গৃহটীকে এবং জগতের যাবতীয় বস্তুকে নিজের ভোগ্যবস্তু জ্ঞানে ভোগ করিতে উন্মত্ত,—অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তি নিজেকে গৃহের কর্ত্তা মনে-করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং পরিচারক পরিচারিকা প্রভৃতি সকলকেই নিজের সেবোপকরণ জ্ঞানে তাহাদের নিকট তাহার নিজের সেই জড়রক্তমাংসের পিণ্ডরূপ দেহটীর সেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ব্যস্ত। রায় রাধাগোবিন্দ তাঁহার স্ত্রীপুত্র কন্যা এবং পরিচারক পরিচারিকাদিগকে তাঁহার অভীষ্ট সেব্যবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজিউর সেবক সেবিকাজ্ঞানে দর্শন করিতেন এবং সকলকে তাঁহার গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া শ্রীগোবিন্দজীকেই গৃহকর্ত্তার স্থান দিয়াছিলেন।

তিনি ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কৃপা এবং সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীব্রজরাজতনয়কে গোপীভাবে আরাধনা করিতেন। উচ্চবংশে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা এবং রূপ এই চারিটীর সমাবেশ যেখানে, তথায় শ্রীহরিভক্তির প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু আমাদের এই রায় রাধাগোবিন্দে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল।

[illegible] লইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ বৃন্দাবন বা নবদ্বীপে বাস করে, তিনি তাহার বহুমানন করিতেন না। তিনি জানিতেন বৃন্দাবনভূমি সেই ব্রজ-নব-যুবদ্বন্দ্বের লীলা-বিলাসক্ষেত্র; তথায় প্রাকৃত জড়-ভোগ পরায়ণ জীবের প্রবেশাধিকার নাই। কোনও একটী লোক তাঁহাকে বৃন্দাবন বাস করিবার অনুরোধ করিলে তিনি অতি [illegible] দীনভাবে তাহার এই ভ্রম অপনোদন করিয়াছিলেন, এবং রায় রাধাগোবিন্দ যে সর্ব্বক্ষণ সেই বৃন্দাবনেই শ্রীগোবিন্দজিউর সেবায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার গোবিন্দজীর আঙ্গিনার কানা কুকুর, আমি আমার প্রাণের প্রাণ আরাধ্যদেবতা শ্রীগোবিন্দজীকে ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিব না। অন্যত্র কথাটির দ্বারা বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার শত্রুর অনুরোধে তিনি তাঁহার আরাধ্য সেব্য বিগ্রহ তাঁহার প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দজীর সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র অপর কোথাও গিয়া বৃন্দাবন বাস করা, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থিত শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার একজন সুযোগ্য আজীবন সভ্য ছিলেন। আজ তাঁহারই কৃতি পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় সেই সভার সম্পাদক।

এতাদৃশ ভাগবতগণের পরম পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তনই নদীয়া-প্রকাশের কৃত্য। [illegible] এই পরম পূত পরমপবিত্র পরম-ভাগবত রায় রাধাগোবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার সমালোচনা পাঠ করিয়া নদীয়া প্রকাশের পাঠক-পাঠিকাগণ ধন্য হইবেন।

শ্রীআলালনাথ (আলুবরনাথ) শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবায় আহ্বান

উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র যেমন সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের একটী পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, সেইরূপ পুরুষোত্তম হইতে প্রায় পনর মাইল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ব্রহ্মগিরিতে শ্রীআলালনাথ (আলবরনাথ) নামে একটী সুপ্রাচীন তীর্থস্থান অনাদিকাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে গিয়া পরম রমণীয়—শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কারণ সেখানে যাইবার [illegible]

[illegible] সুপ্রাচীন কাল হইতেই [illegible] দক্ষিণ দেশবাসী [illegible]। আচার্য্য শ্রীরামানুজের আবির্ভূত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে [illegible] শ্রীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই দক্ষিণে হরি বা ভগবৎপার্ষদগণ আলবার বা আলোয়ার বলিয়া উক্ত হন। এই আলালনাথ বা আলালনাথ আলবরনাথেরই অপভ্রংশ। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ এই শ্রীআলালনাথের কথা বিশেষরূপেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দার প্রথম উক্ত আলালনাথে শুভবিজয় করেন এবং তৎপরে তাঁহার শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে প্রতিবর্ষে স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রা পর্য্যন্ত এক পক্ষ দিবস [illegible] কালে এখানে ভক্তগণসঙ্গে [illegible] শ্রীহরিকথারঙ্গে অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত নীলাচলে যখনই কোন কারণে [illegible] হইয়া উঠিত, তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিশ্বগত বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তিমান [illegible] আলালনাথে যাইবার জন্য [illegible] হইয়া উঠিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথে শুভবিজয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বর্ণিত আছে—

১। অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া:—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"
(চৈ: চ: মধ্য ১।১২২)

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"
(চৈ: চ: মধ্য ১১।৬৩)

২। ভক্তগণের সান্ত্বনার জন্য:— শ্রীল পরমানন্দপুরী যখন ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের আদর্শের প্রশ্রয় দিতে না পারিয়া বলিলেন—

"মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দ-মাত্র সাথ॥"
(চৈ: চ: অন্ত্য ২।১৩২)

৩। যখন শ্রীভবানন্দের পুত্র শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক রাজবিত্ত গ্রহণ করার দরুণ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুকে তাঁহার নিকট আবেদন করিতে বলায় মহাপ্রভু [illegible] [illegible] বলিয়াছিলেন:—

"আলালনাথ যাই' তাহাঁ [illegible]।
বিষয়ীর [illegible] [illegible]॥"
(চৈ: চ: [illegible] ৯।১৩)

৪। [illegible] মহাপ্রভু আলালনাথ হইতে [illegible] এবং [illegible]

ছিলেন। আলালনাথে মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে অতিশয় বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া অদ্ভুত প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরি ও আলালপুরবাসী চতুর্দ্দিকবর্ত্তী লোক এইরূপ অদ্ভুত মহাপুরুষের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরের নিকট আগমন করিয়া প্রভুর দর্শন মাত্রে হরিনামের রোল তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুলকাশ্রু-কম্প স্বেদ-ভূষণে ভূষিত হইয়া [illegible] সহিত ব্রহ্মগিরিবাসিগণের মণ্ডলী-মধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে 'কৃষ্ণ' 'গোপাল' প্রভৃতি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেমের বন্যায় ভাসমান হইয়াছিলেন। লোকসংঘট্ট এবং তাহাদের মহাপ্রভুকে-[illegible] অনিচ্ছা দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে মাধ্যাহ্নিক করাইবার ছলে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নিজ ভক্তগণকে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিলেন। গোপীনাথ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন, ভক্তগণ অবশেষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মন্দিরের বহির্দেশে মহাপ্রভুর দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলে হরিনামের কলরব উঠাইয়া প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই প্রদেশের লোকসমূহের আর্ত্তি দর্শন করিয়া দ্বার উন্মোচন করাইলেন, তখন সমস্ত লোক মহাপ্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিবাসিগণকে সমস্ত দিবস ব্যাপী দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন এবং তথায় ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৭ম পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন।

(৫) দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালেও শ্রীমহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন।

"আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইল॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩৩৮

এই আলালনাথের সেবা পুরুষোত্তম-[illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার ন্যায় উড়িষ্যা-[illegible] তত্ত্বাবধানে চিরদিন চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু প্রায় শত বর্ষ হইতে এই সেবার আর তেমন কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই, দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে যাহা আয় আছে, তদ্দ্বারা দৈনন্দিন সেবা [illegible] শ্রীমন্দিরাদির সংস্কার-কার্য্য [illegible] বহু দিন হইতে এই [illegible] আদর্শ প্রস্তর শ্রীমন্দিরের [illegible] [illegible]।

[illegible] প্রস্তরের উপরে জল পতিত হয়, শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ প্রশস্ত প্রাচীর এবং সিংহদ্বার স্থানে স্থানে ভগ্ন-স্তূপে পরিণত। [illegible] একটী [illegible] এই শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন ভোগ রন্ধন হয়। চন্দন-পুষ্করিণীটী জলাভাবে আজ শুষ্ক ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতি শীঘ্র এই শ্রীমন্দিরটী মেরামত না করিলে ইহাও কোন দিন এই প্রাচীরাদির ন্যায় প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের এবং সেবক পাণ্ডাগণের অনুরোধে এই শ্রীমন্দিরাদির সংস্কার-কার্য্যের ভার শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং সেবক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শ্রীআলালনাথে অবস্থান করিয়া এই সংস্কার-কার্য্যটী সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি ইতোমধ্যেই এই শ্রীমন্দিরাদির সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে রীতিমত ভাবে অর্থ সাহায্য পাইলে তিনি এ কার্য্যটী যথা-কালে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষে বহু রাজন্য, শিরোমণি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই ইহার এক একটী সংস্কার-কার্য্যের সেবা-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া নিজের নাম শ্রীমন্দিরের ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত করিতে পারেন। আজ কাল হিন্দুর গৌরব প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যেরূপ ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহাতে সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঐ সব কীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান্ না হইলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর নাম হিন্দুর গৌরব ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবে।

কেবল প্রস্তর-প্রাচীরটী নির্ম্মাণ করিতে ৭০০০ সাত হাজার ঘন ফুট প্রস্তরের কার্য্যে আনুমানিক ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা ব্যয় লাগিবে। সিংহদ্বারটীতে ৩০০০৲ তিন হাজার, শ্রীমন্দির সংস্কারে ১০০০৲—১২০০৲ রন্ধন-শালার জন্য ২০০০ প্রাঙ্গণ সংস্কারে ২০০০৲, চন্দন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারে ৬০০০৲—৭০০০৲ টাকার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত সেবার উন্নতির জন্য এবং পুরুষোত্তম হইতে এই পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে যাইবার রাস্তা-প্রস্তুত-কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ অনেকেরই থাকে, কিন্তু সেই অর্থ দ্বারা ভগবানের সেবা হওয়া এবং চিরদিনের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার সৌভাগ্য লাভ করা বহু জন্মের সুকৃতি-সাপেক্ষ। আমরা এই কার্য্যটির জন্য ভারতের সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা [illegible] সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ-সাহায্য প্রদান করিয়া এই প্রাচীন পুণ্যতীর্থের সংস্কার-কার্য্যে সহায়তা করিয়া মানব-জীবনের [illegible] সার্থকতা সম্পাদন করুন, [illegible] "আমরা [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন্দির-সংস্কার-বাবদ, আটত্রিশ পৃষ্ঠা [illegible] হয়।

সকল প্রকার আনুকূল্যই সাদরে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। ৫০০ পাঁচ শত টাকা বা তদূর্দ্ধ আনুকূল্য-দাতৃগণের নাম শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে মর্ম্মর প্রস্তর-স্তম্ভে খোদিত হইয়া তাঁহাদের এই মহাপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। *

[* এবিষয়ে যিনি যে অর্থ সাহায্য করিবেন, তাহা রীতিমত প্রাপ্তি স্বীকৃতি-পত্র বা রসিদ লইয়া আনুকূল্য সংগ্রাহকের হস্তে অথবা শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী পোঃ (পুরী) ঠিকানায় ডাকে পাঠাইবেন।]

গত ২রা আষাঢ় রবিবার দশহরা বা শ্রীশ্রীগঙ্গা মাতার আবির্ভাব-উপলক্ষ্যে কুলিয়া সহর নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ এবং শ্রীধাম মায়াপুরের ঘাটে স্নান ও গঙ্গা-পূজার্থী বহু সহস্র যাত্রী সমাগম হইয়াছিল। দশহরার স্নান বিশেষতঃ নবদ্বীপের ন্যায় তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গাস্নান পুণ্যার্থিগণের পক্ষে একটি বিশেষ পুণ্যজনক অনুষ্ঠান। দেশবিদেশ হইতে আগত যাত্রিগণের উদ্দেশ্য তাহাই পুণ্যার্জ্জন থাকিলেও উঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যাত্রী আবার সম্পূর্ণ অবান্তর উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট দেখা গেল। তাহারা গঙ্গাস্নানের নামমাত্র করিয়া স্নানঘাটে নানা ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। মদ্যপান, অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ, অশ্লীল সঙ্গীতাদি কুৎসিৎ অনুষ্ঠানই নাকি তাহাদের গঙ্গাপূজা! আবার আর এক দল গঙ্গাদেবীর তত্ত্বজ্ঞানহীন মূর্খ পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবীকে তামসিক ভাবে পাঁঠার রক্ত দিয়া পূজার বাহাদুরী দেখাইলেন! এরূপ গঙ্গাপূজার পুরোহিতগণের মধ্যে আবার শুনা যায় নাকি তাঁহার অনেকেই গোঁসাই! আমরা শুনিয়া ত' অবাক্! যদি তাহা সত্যই হয়, তাহা হইলে উঁহারা কিভাবের গোঁসাই কিছু তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু"—সেই বৈষ্ণবরাজ শিবশম্ভু বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা বলিয়া যাঁহাকে শিরে ধারণ করেন, সেই গঙ্গাদেবীর না হয় সাত্ত্বিক-ভাবেই পূজা হউক, তাহা না হইয়া এই তামসিক পূজাবিধান কোন্ মহাজনের অনুমোদিত, তাহা আমরা বুঝিলাম না। পূজা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, পূজকের কর্ত্তব্য তাহাই করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করা। কিন্তু জীবহিংসা, মদ্যপানাদি, অন্যান্য অনেকের সহিত একত্র করিয়া গঙ্গার কিরূপে পূজা বিধান হয়, তাহা তথাকথিত গঙ্গাপূজক সম্প্রদায় আমাদিগকে বলিবেন কি? যে নবদ্বীপে সুরধুনীর কূলে কূলে একদিন সংকীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দর সপার্ষদে [illegible]-বিলাস করিয়া [illegible] অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, আজ সেই নবদ্বীপে গঙ্গাতটে কি ব্যভিচারই না সংঘটিত হইতেছে, অথচ ইহার প্রতিবাদ করিবার লোকের নিতান্ত অভাব!

পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গাদেবী আপনাকে কৃষ্ণদাসী জ্ঞানে ধন্যা মনে করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদি কৈতব-সম্পর্ক-রহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণেই তিনি আনন্দে কলকলধ্বনি করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষাদি অনর্থযুক্ত কীর্ত্তনে তাঁহার আনন্দ নাই। কিন্তু আজকালকার ঠাকুর-সেবার অর্থই হইয়াছে ঠাকুরের ইন্দ্রিয় তর্পণ হউক আর না হউক, নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' হউক। মানুষ কিছুতেই বুঝিতে চাহিবে না, এরূপে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের লাভ কি? ক্ষণিক আনন্দের লোভে তাহারা যে নিত্যানন্দ হারাইতে বসিয়াছে, তাহা মায়ামুগ্ধ মানবের কি আদৌ বিচার্য্য বিষয় হইবে না। 'কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ'। "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম॥"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর এই সরল পয়ারটীর অর্থ বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত মানুষ হয় পাপকেই বরণ করিয়া নরক কামনা করিবে, না হয় কিছু পুণ্যার্থী হইয়া স্বর্গসুখাদির অভিলাষ করিবে। পাপ-পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে আসিবে। এইরূপ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহাদের গতাগতি আর ফুরাইবে না। তাই বলি মানব, গঙ্গাদেবী কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্ত যাহাতে আনন্দ লাভ করেন, তাহা করাই কৃষ্ণভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। আমরা যাঁহার পূজা করিব, তিনিই যদি সন্তুষ্ট না হইলেন, তবে আর আমাদের পূজা কেমন করিয়া হইল? ঢাক ঢোল পিটাইয়া চেঁচামেচি করিলেই ত' আর পূজা হইয়া যায় না। যদি সত্য সত্যই কাহারও গঙ্গাদেবীর সেবা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অগ্রে কৃষ্ণভক্তপাদাশ্রয়ে গঙ্গাদেবীর তত্ত্ব এবং তাঁহার সেবা রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। নতুবা তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কেবল শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

বর্ত্তমানে ঠাকুর সেবার একটা ছল করিয়া বহুলোকে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া লইতেছে, কেহ খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া কেহ ঠাকুর দেখাইয়া, কেহ পূজক সাজিয়া কেহ বা ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা চাহিতেছে. কেবল অর্থোপার্জ্জন চাতুরী ব্যতীত তথাকথিত ঠাকুর সেবকগণের আর কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। ইহারই নাম কি ঠাকুর সেবা, আর ইহাই কি মানুষের পক্ষে বড় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? ঠাকুরকে বঞ্চনা করিতে যে নিজেকেই বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা কি কাহারও বিচার্য্য বিষয় হইবে না? সর্ব্বেশ্বর পূজা, জীব পূজা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পূজার নামই কি ঠাকুর পূজা! তাহা যদি না হয়, তবে হে ভ্রাতৃগণ, এখনও সাবধান হও, গঙ্গাদেবীর নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। শুদ্ধভক্তের নিকট গিয়া গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ কর। গঙ্গা হরিদাসের সঙ্গ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু হরিভোগীর সজ্জন বাঞ্ছা করেন না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়চয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ, আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য। যাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. Indian Rs. 3/8/.; Foreign 6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer

Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,

1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta.

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী-ভাষায় ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

পূজা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

পৃথিবীর মানবমাত্রেই প্রায় যে কোন আকারেই হউক প্রতিমা পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণ মানবগণের কেহ কেহ মুখে স্বীকার না করিলেও তাঁহারা যে প্রতিমা পূজার বিরোধী নহেন, পরন্তু লৌকিক অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। বর্ত্তমানে জগতের লোক-সংখ্যার সর্ব্বাধিক পরিমাণ সুসভ্য নামে পরিচিত খৃষ্টান বা মুসলমানগণ মূর্ত্তিপূজা স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মৃতব্যক্তিগণের আলোক-চিত্র বা তৈল-চিত্রাদিতে পুষ্পাদি দ্বারা সম্মান-প্রদর্শন নিরন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা যে কোন প্রণালীতে যে উপস্থিত বা অবিদ্যমান ব্যক্তি বা মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ প্রতীক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা তাঁহাদের ঐ প্রকার কার্য্যের কিছুই মূল্য থাকে না। তাঁহারা যদি বাইবেল বা কোরাণ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের নিকট আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ভগবানেরও শ্রীবিগ্রহ স্বীকার ভক্তসম্প্রদায়ের শাস্ত্র-বহির্ভূত নহে। বিশেষতঃ মূর্ত্তি ব্যতীত উপাসনা অশ্বডিম্ববৎ অলীক পদার্থ মাত্র।

বহু অসভ্য জাতির ত' কথাই নাই, সুপ্রাচীন সভ্যতার উচ্চসীমায় অবস্থিত হিন্দু নামে পরিচিত আর্য্য-জাতির প্রতিমা পূজা প্রত্যেকেরই মজ্জাগত। কিন্তু ইদানীং পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায় অনেক নানাভাবে মূর্ত্তি পূজার নিন্দা করিয়া থাকেন। কেহ বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার ছলনা করিয়াও মনোমধ্যে সর্ব্বক্ষণ আকার গঠন করিতে থাকেন। বস্তুতঃ তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতারই একটা পর্য্যায় মাত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের আকার গ্রহণের শক্তি অস্বীকার করিয়া নাস্তিকতা-প্রচারেই তাঁহারা যত্নবান্। আবার এক সম্প্রদায় বলেন, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা' কাল্পনিক মূর্ত্তিকে তাঁহারা ব্রহ্মাদিরূপ কল্পিলে, ইন্দ্রিয়ের [illegible] তখন তাঁহারা মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিয়া নিরাকার-ব্রহ্মে মনোধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবেন।

এই সমুদয় ধারণাগুলির মূলে তাঁহাদের পরাঙ্মুখ-ইন্দ্রিয়সমূহের বঞ্চনা প্রভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা অচিন্ত্যের প্রতীতি বহু জন্মজন্মান্তর হইতে তাঁহাদের চিত্তে বদ্ধমূল হওয়ায় এবম্প্রকার ভ্রান্তি তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। যাঁহারা কাল্পনিক-মূর্ত্তি কার্য্যার্থে গ্রহণ ও কার্য্যশেষে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদের প্রচারক শ্রেণীতে গণনীয় হয়েন। বিশেষতঃ 'ভৌমে ইজ্যধীঃ' বা ভৌতিকপদার্থে পূজ্যবুদ্ধি-হেতু তাঁহারা গোখর অর্থাৎ গোকুলবাসী গর্দ্দভ-আখ্যা শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা এইপ্রকার ভূতপূজা দ্বারা ভূতলোকেই গমন করিয়া নিজ জীবনের অমঙ্গলেরই আবাহন করেন।

আজকাল হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত বহুসংখ্যক লোকের বাটীতে শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী বা মণিময়ী অর্চ্চা-বিগ্রহ থাকিয়া পূজিত হইতেছেন দেখা যায়। কিন্তু পূজকগণের ধারণা স্বাভাবিক ভৌমবুদ্ধিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সমুদয় শ্রম পণ্ড হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা ভগবানের পূজা করিতে গিয়া কাষ্ঠের পূজা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের অসুবিধা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা যতদিন দেহাত্মবাদে অবস্থিত হইব, ততদিন এইরূপ ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার বুদ্ধিতেই ধাবিত হইতে থাকিব। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহ এবং তিনি স্বয়ং অভিন্নতত্ত্ব হওয়ায় মায়িক ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পরিমাণ করিতে পারে না, এই সামান্য যুক্তিটুকুর ভ্রান্তিও মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির কার্য্য। বালকগণের ক্রীড়াপুত্তলিকার পরিচর্য্যার সহিত অজ্ঞানের প্রতিমা-পূজার অভেদ হওয়ায় উহাও পৌত্তলিকতা নামে প্রসিদ্ধ। কোনও সামান্য জ্ঞানী ব্যক্তিও কদাপি পৌত্তলিকতায় আদর করিতে পারেন নাই। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে মায়িক পদার্থের সাম্যে, অধীন তত্ত্ব বিবেচনা করিলে পৌত্তলিকতা আসিয়া যায়।

শ্রীবিগ্রহ বিশুদ্ধচিন্ময়। জীবগণের প্রতি উরুকৃপাপ্রদর্শনার্থ স্বস্বরূপেই জগতে অবতীর্ণ হন, চিত্তদর্পণের পরিষ্কৃতিক্রমে যাঁহার এই শুদ্ধ চিন্ময়ভাবের উপলব্ধি ঘটিয়াছে, তাঁহারই চিন্ময় বিগ্রহের অর্চ্চন-সামর্থ্য উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা যতদূর পিছে আছেন, তাঁহারা ততদূর পৌত্তলিক। অনধিকারী জড়মনের সাহায্যে ঈশ্বর-ধ্যান করিতে গিয়া জড়মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া বসেন। [illegible] মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করা এবং মানসে প্রতিমূর্ত্তির ধ্যান একই কথা।

কিন্তু প্রতিমাপূজা নিরধিকারীরই বিশেষ মঙ্গলকর। নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ না হইলে কদাপি তাঁহার প্রতিমা-পূজা হইতে বিরতি হইতে পারে না। মহাজনগণের বিশুদ্ধজ্ঞানে অভিব্যক্ত পরমেশ্বর মূর্ত্তির অর্চ্চা বিগ্রহরূপে ভক্তিভাবে অর্চ্চনীয়। নিরধিকারী মহাজনের আনুগত্যে সেই চিদ্বিগ্রহের সেবা করিতে করিতে তাঁহারই অনুকম্পায় চিন্ময় বুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি প্রকৃত ভগবদর্চ্চনের অধিকারী নহেন। কল্পিত বিগ্রহের পূজার আবশ্যকতা কোথায়? পরন্তু অধুনাতন কালে শুদ্ধভক্তের অভাবে এবং মায়াবাদাদি কুসিদ্ধান্তের প্রাবল্যে অধিকাংশস্থলেই কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা চলিতেছে। তাঁহাদের প্রতিমা কখনও আহার, বিহার, গমন, শয়ন, কথনাদিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত বাসুদেব সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান; অতএব ঐ প্রকার শক্তির অভাব কল্পনা মনোধর্ম্মের নাস্তিকতা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিতেছেন—যেমন চক্ষু অঞ্জনসংযোগে অতি সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শনের সামর্থ্য লাভ করে, তদ্রূপ জীবের চিত্ত মদীয় পবিত্র লীলার পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে সে আমার সূক্ষ্মতত্ত্ব অর্থাৎ আমার লীলায় স্বরূপ ও যাথার্থ্য দর্শন করিতে পারে। অগ্রে হরিকীর্ত্তন দ্বারা মলাপসারণক্রমে আত্মস্বরূপলাভ, পরে চিদ্বল লাভ করিয়া চিৎসাক্ষাৎকার। তখনই প্রকৃত মূর্ত্তিপূজার সূচনা।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে দেখিতে পাই, "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥ দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে বিভেদ॥ অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥" আবার গীতাতেও শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন—"মূঢ় লোকে, আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এই স্বরূপেই যে আমি সর্ব্বভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না।"

আমরা প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া মূর্ত্তি পূজার ছলনা করিতে গিয়াও যে কত অপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য নিরয়-যাতনা-ভোগের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছি, মূঢ়তা আমাদিগকে তাহা দেখিতে দিতেছে না। 'শ্রীবিগ্রহ পূজার অধিকার নাই, অতএব অপরাধ সংগ্রহ করিতে যাইব না', ইহা বলিয়া বিরত থাকিলেও, কদাপি আমাদের শ্রেয়োলাভ হইতে পারিবে না। প্রকৃত শ্রেয়োলাভ ব্যতীত যখন আমাদের পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপ যন্ত্রণা লাভ ও অনন্তকালের জন্য নানা যোনি ভ্রমণ অপরিহার্য্য, তখন তজ্জন্য যত্ন করিতেই হইবে। অথচ তাঁহার শুদ্ধভক্তের চেষ্টাবান্ হইলে প্রকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় মহাপুরুষের আনুগত্যে তদীয় অভীষ্ট দেবের তত্ত্বাদি শ্রবণ পুরঃসর সেবার প্রয়াস করিলেই ক্রমশঃ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে চিদ্বল লব্ধ হইবে এবং আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইলে তিনি তাঁহার অতি দুর্ল্লভ হৃদয় ধন আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন। আমরাও সেই শ্রীমূর্ত্তির নিত্য-সেবাধিকার নিত্যকালের জন্য লাভ করিয়া ধন্য হইব।

ন্যায়তীর্থের অন্যায়ে আদর

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানন্দ কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণরত্ন)

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, মহাশয় "নবদ্বীপ" নামক পাক্ষিক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ৪র্থ সংখ্যায় 'প্রণবে ও বেদে কাহার অধিকার' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে, বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—সকল শাস্ত্রেই বেদ ও প্রণবে যে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত। স্বয়ং বেদ কি বলিতেছেন, দেখুন, বুঝুন এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। যজুর্ব্বেদ বেদমন্ত্রে গর্জ্জন করিয়া সমভাবে আচণ্ডাল সকলের জন্য বিশেষ ভাবে সংসারের অন্ধ তমসা বিনষ্ট করিয়া ঘোষণা করিতেছেন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥"

যজুঃ ২৬।২

শ্রীভগবানের উক্তি :—আমি যেমন সকল মনুষ্যের জন্য এই পরম কল্যাণকারী ঋগ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দাসদাসী ও অত্যন্ত নীচ ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে, অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করাইবে। এইরূপ উপনিষদ কি বলেন দেখুন। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪র্থ প্রপাঠকে বর্ণিত হইয়াছে :—'রৈক্কঋষি রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র জানিয়াও তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।'

যাহাতে সম্যক্ মানবধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, সেই স্মৃতি মনুসংহিতা আবার কি বলিতেছেন দেখুন।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

২।২৩৮।

শ্রুত এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন :—শ্রদ্দধানঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুভাং, দৃষ্টশক্তিং গারুড়াদি বিদ্যাম্ অবরাদ্রু ব্রাহ্মণাদপি, শূদ্রাদপি আদদীত, অন্ত্যশ্চাণ্ডালঃ তস্মাদপি জাতিস্মরাদেরনিষ্টত যোগপ্রকর্ষাৎ প্রাপ্ত দেহোপভোগমিবাস্ত, চাণ্ডালজন্মনঃ পরং ধর্মং মোক্ষোপায়-মাত্মজ্ঞানমাদদীত, তথা মোক্ষহেতোপ ক্রমে, মোক্ষধর্মে প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ, ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যাৎ শূদ্রাদপি নীচাদ্ ভীক্ষ্ণং শ্রদ্ধাতব্যং। অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুভ গারুড়াদি বিদ্যা শূদ্রাদি হইতেও গ্রহণ করিবে, এমন কি অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরম ধর্ম অর্থাৎ মোক্ষ পর্যান্ত আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে। তবে এখন কথা এই, চণ্ডাল হইতে মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তন্নিমিত্ত কহিতেছেন—এই চণ্ডাল জাতিস্মর-বিশিষ্ট যোগ প্রকর্ষ লাভ করিয়া ভুক্ত শেষ উপভোগের নিমিত্ত চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। মোক্ষ উপক্রম করিয়া মোক্ষধর্ম্মে প্রাপ্য জ্ঞানকে ব্রাহ্মণ হইতে, ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য হইতে, এবং শূদ্র হইতে ও নীচ হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য উল্লিখিত বাক্য দ্বারা কি শূদ্রাদির শাস্ত্রাধিকারের প্রমাণ হইতেছে না? শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সামর্থ্য না থাকিলে মোক্ষোপায় উপদেশ করিবে কি প্রকারে? এস্, এ মহাশয় এখন পুরাণের অত্যাচার দেখুন।

“এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈঃ শালগ্রাম
শিলাত্মকৈঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ
পরৈঃ” ॥

শাস্ত্রীয় বিধানে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানের অর্চ্চনা-পর হইলে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী শূদ্র সকলেই শালগ্রাম শিলা রূপী শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। পুনশ্চ ঐ স্কন্দ পুরাণের স্থানান্তরে—

“স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রো ব্রাহ্মণাঃ
ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং
পদম্ ॥”

ভারতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন :—“বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন দেখুন, বুঝুন, এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।”

তিনি লিখিয়াছেন—ন শূদ্রাস্যাধিকার বেদাধ্যায়নাভাবাৎ অধীত বেদো হি বিদিত বেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে। ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যায়নমস্তি উপনয়ন পূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যে অধিকার-কারণং ভবতি, সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকার-কারণং ভবতি, শাস্ত্রীয়েহর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্য অপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্য অধ্যয়ন-নিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্ত ইতি তন্ন্যায় পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপি অনবক্লৃপ্তত্বং দ্যোতয়তি॥”

শ্রীভগবান্ মহাদেব বেদান্ত ভাষ্য কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখা উচিত। নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে ৬২ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমহাদেবকে বলিতেছেন।

“স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তত্ত্ব জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ হে দেব! কল্পিত আগম শাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়া তদ্দ্বারা জীবগণকে আমার প্রতি বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও গোপন করিয়া রাখ। তাহাতে আমার এই সৃষ্টিপ্রবাহ উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িয়া চলিবে। শঙ্কর তাহা সৃষ্টি-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তা করে। তাই শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।—“প্রকৃতি পত্তোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে। ভগবান কহিল এ মত পঞ্চাননে॥ তোমার শক্তির আরাধনা আদি মন্ত্র। আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র॥” সেই শঙ্করাবতার বৌদ্ধ নিয়োজনের নিমিত্ত বেদান্তের কল্পিত ভাষ্য “ভগবদ্ আজ্ঞায় শিব নিজরূপ ধরি। বেদার্থ-কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি॥” যথা পদ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ডে ২৫শ অধ্যায় শ্রীমহাদেব শ্রীভগবতীকে বলিতেছেন, ‘মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥ অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বেদান্ত ভাষ্য বা মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র। উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কথিত। কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমি উহার প্রচার করিয়াছি। আবার সৌর পুরাণ বলিতেছেন—‘চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈস্ত শঙ্করোঽবতরিষ্যতি” ।

এম, এ. মহাশয় দেখাইয়াছেন, যেহেতু উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না। এখন দেখুন কি সত্যকাম বিষয়, উপনয়ন ও যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধান নাই। আরুণি উদ্দালক ঋষির যজ্ঞে বৃত হইয়া উদীচ্য দেশে গমন করেন। তথায় শৌনকের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমিৎ হস্তে উপস্থিত, বলিলেন ‘আমাকে উপনীত করুন।’ শৌনক বলিলেন, ‘তুমি অধ্যয়ন করিবে?’ আরুণি বলিলেন “যাদেব মা প্রাক্ষ্য স পোনিকশঙ্কেন তে ব্রবীমি। আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠ করাব। তখন শৌনক বলিলেন, ‘স হোবাচানুপনীয়ৈব তু এতান ব্রবীমিতি” তোমাকে উপনীত না করিয়াই আমি এগুলি তোমায় বলিব। ইহাতে জানা যায় তৎকালে উপনয়ন এক জীবনে অনেক বার হইত এবং উপনীত না করিয়াও শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার পর আরও একটি কথা আছে। তৎকালে শূদ্রগণেরও উপনয়ন বিধান ছিল, পারস্কর গৃহসূত্রে হরিহর ভাষ্য-ধৃত আপস্তম্বসূত্র। ‘শূদ্রামামদুষ্ট-কর্ম্মণামুপনয়নম্’। অদুষ্টকর্ম্মণাং মদ্যপান-রহিতানামিতি কল্পতরুকার। অর্থাৎ অদুষ্ট কর্ম্ম শূদ্রের উপনয়ন করা কর্ত্তব্য। মদ্যপান-রহিতকে অদুষ্ট-কর্ম্ম বলা হয়, ইহা কল্পতরুকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক সময়ে মদ্যপানাদি রহিত ও সদাচারী শূদ্রগণেরও উপনয়ন দিবার বিধান দৃষ্ট হয়। ভারতীর্থ মহাশয় পুনঃ লিখিয়াছেন—আজ ইংরাজের কূটনীতিতে দেশের বহু ব্যক্তি বিভ্রান্ত, তাই শাস্ত্র ও সদাচারের বিরোধী এই আন্দোলনকে দেশের কল্যাণকর বলিয়া বুঝান হইতেছে। নীতিশাস্ত্রোক্ত সাম, দান, দণ্ড, ভেদ ইহাকে অবলম্বন করিয়া রাজগণ নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কূটনীতি বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় সমাজপতিগণ কোন্ নীতির বলে শূদ্রাদি জাতিকে নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি? গুণানুসারে তাহারা অধিকার পাইতে পারে কি?

সম্পাদকীয় মন্তব্য

আমরা উপরিউক্ত সমালোচনা পাঠ করিলাম। শূদ্রের প্রণব ও বেদাধিকার নিরূপণ করিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় যদি সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে বৈষ্ণবী দীক্ষাপেক্ষা রহিত অসংস্কৃত ব্যক্তিকেই বেদমাতা গায়ত্রী ও প্রণবোচ্চারণে সামর্থ্য প্রদান করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণবিচার সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে বিশেষরূপে আলোচ্য। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধানে দীক্ষিত হইয়া সংস্কার লাভ করিলে যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই প্রণব ও বেদাধিকার পাইতে পারেন, ইহাই নিখিল সাত্বত শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত। দীক্ষা ব্যতীত শূদ্রের সংস্কার নাই—ইহা সকল শাস্ত্রই বলিয়া থাকেন। সংস্কারের অভাবগ্রস্তই শূদ্রতা। সংস্কারাভাবে শূদ্রের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—“সংস্কার [illegible] যাহাই [illegible] পাপ, [illegible] শূদ্রগণ [illegible] পাপের মুক্তি-[illegible] প্রকাশ, [illegible] হইবার [illegible] যাঁহারা পূর্ব্বে [illegible] প্রণবোচ্চারণ, গায়ত্রী জপ ও বেদাধ্যয়নাদি দ্বিজোচিত রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্কার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সংস্কার ও সৎকর্ম্ম হীন হইয়া পড়েন, তাঁহারাই ক্রমশঃ সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া [illegible] করেন। “যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥”—এই মানব শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সদাচার-বিহীন প্রণবোচ্চারণকারী ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শূদ্রাধিকার লাভ করায় তাঁহারা দ্বিজাতির অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। শূদ্রাধিকারী যতদিন সেই অধিকার পুনরায় লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাকে দ্বিজাতির অধিকারহীন শূদ্র-সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই অধিকার লাভের জন্য তাঁহাকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসহ সদ্গুরু-সকাশে অভিগমন করিতে হইবে, গুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে স্বীকার পূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা বিধানে দীক্ষিত করিয়া সংস্কার প্রদান করিলে তিনি প্রণবোচ্চারণ ও বেদপাঠে অধিকার লাভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন—দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত ধারণ, নিত্য শালগ্রাম পূজা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর্ত্তব্য,—

(ক) দীক্ষায়াং সাবিত্র্যাদি বিষয়কাৎ শ্রবণাৎ দিব্যজ্ঞানাদ যামি ব্রহ্মণ্যাদি ক্রমো যজ্ঞোপবীত-কন্ঠ তুলসীমালাদীনি তথা তুলসী-মালা-মুদ্রাদি ধারণানীতি।”

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে সর্ব্বদাপি শ্রীশালগ্রাম-শিলাপূজন-মুক্তং। * * * অত্র চোক্তং সতাং যদাদেশেঽস্মিন্ নিবসন্তো দক্ষিণ দেশে চ সন্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রামাণমিতি দিক্।”

(গ) “শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং শ্রেষ্ঠঃ।”

শাস্ত্রের কোথাও কেবলমাত্র শৌক্র-বিচারাবলম্বনে বর্ণ চতুষ্টয়ের ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা নিরূপিত হইতে দেখা যায় না। পিতার গুণ এবং কর্ম্মকে যে পুত্র সর্ব্বাংশে হইবেই হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বৃত্তবিচার-দ্বারা বর্ণনিরূপণই শাস্ত্র-সম্মত পন্থা। অতএব বিচারকের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। জন্মবিচারহীন সত্যকাম, কণ্ব, জাবালি প্রভৃতি মার্গাশ্রিত ব্যক্তি সাধু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তাঁহারা মুক্তিদায়ক হইতে পারিবেন না। [illegible]

বৈদে [illegible] সর্ব [illegible]।
"এই [illegible]—এই অব [illegible]"
[illegible]-জাবশ্রুতিজ্যাবণি শূদ্রাপূর্ব
বিচার [illegible] সম্ভব হইতে পারে না।
নিজের [illegible]—বশতঃ শোকাদি-
[illegible] 'হইয়া' অতকে শোকযুক্ত
করিবার চেষ্টা অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া পড়ে
এবং তাহাকে বেদবিহিত বর্ণবিচারে বৈষম্য
আনিয়া উপস্থিত হয়।

বেদান্তদর্শনের অপশূদ্রাধিকরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে লক্ষণদ্বারাই বিপ্র কিম্বা শূদ্র নির্ণীত হইয়া প্রণব ও বেদাধিকার প্রদানের কর্ত্তব্যতা বিচারিত হইয়াছে। শৌক্র সম্বন্ধ দ্বারা বর্ণনির্ণয়ের কোন আধুনিক স্মার্ত্তপর ব্যবস্থা আমরা বেদান্ত দর্শনের কুত্রাপি পাই না। শোক-লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই যে শূদ্র এবং সেইরূপ শূদ্রের যে বেদাধিকার নাই, উহা স্পষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না?"—এই সংশয় নিরাকরণার্থ 'শুগস্য তদনাদর-শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি" —এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রে ক্ষত্রিয়রাজা পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি হংসবাক্য শ্রবণে শোকদ্বারা অভিভূত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্যমুনি কর্ত্তৃক তিনি শূদ্র বলিয়া আমন্ত্রিত হইয়াছেন, ইহাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানা-ভাবই যে শোকের কারণ এবং কারণ শোকগ্রস্ত ব্যক্তিই যে শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যালাভে অন-ধিকারী, তাহা স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতির সম্পূর্ণ আখ্যায়িকাটী এই—জানশ্রুতি নামক পৌত্রায়ণ গোত্রসম্ভূত এক ক্ষত্রিয়রাজ, অতিশয় দাতা ও বহু সদ্গুণালঙ্কৃত রাজা ছিলেন। একদা দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার গুণে তুষ্ট হইয়া হংসবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রীষ্মাধিক্য-বশতঃ প্রাসাদপৃষ্ঠে শয়ান সেই রাজসকাশে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্র-গামী হংসকে পশ্চাদ্গামী কোন হংস সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আহে ভল্লাক, দেখিতেছ না, জানশ্রুতির তেজঃ দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়াছে? তোমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, সুতরাং তুমি উহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও না। ইহা শুনিয়া সেই হংস বলিতে লাগিলেন, কি দুঃখের কথা, তুমি, এই সামান্য প্রাণিমাত্র জান-শ্রুতিকে সযুগ্বা অর্থাৎ শকটযুক্ত ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন গুণিগণশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রৈক্বের সমানরূপে নির্দ্দেশ করিতেছ? এই রাজা পরম ধার্ম্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞান-বর্জ্জিত, তখন ইঁহার আর কি গুণ আছে? রাজা [illegible] জানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানাভাব নিবন্ধন [illegible] সেই হংসবাক্য শ্রবণে [illegible] ব্রহ্মজ্ঞানের [illegible] রৈক্বের [illegible]

হইয়া স্বীয় ক্ষত্তাকে (সারথিকে) রৈক্বের [illegible] প্রেরণ করিলেন। ক্ষত্তা রৈক্বের সংবাদ লইয়া আসিলে রাজা তৎক্ষণাৎ ছয়শত গো, স্বর্ণহার ও অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি উপহার লইয়া রৈক্বের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন,—'ভগবন্' আপনার উপাস্য দেবতার তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন।' স্বীয় যোগশক্তি-প্রভাবে ত্রিলোক-তত্ত্ববিৎ সেই রৈক্ব ব্রহ্মজ্ঞানাভাব-নিবন্ধন হংসোক্ত অনাদর বাক্য শ্রবণে রাজার শোকাবেশ তথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদ্যম অব-গত হইয়া এবং রাজার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতাও উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ইঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতর হইতে পারে বিবেচনায় শোকান্বিত ভাবই যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অন্তরায়, তাহা জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে 'শূদ্র' সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে শূদ্র, তোমার এ সমস্ত দ্রব্য তোমারই থাকুক, এই দ্রব্যসম্ভার প্রদান দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছায় শোকবিশিষ্ট তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তখন রাজা আবার স্বীয় শক্তি-অনুসারে গো প্রভৃতি ধন এবং নিজ কন্যা প্রদান করিয়া উপস্থিত হইলে পুনশ্চ রৈক্ব তাঁহার উপদেশ যোগ্যতা জ্ঞাপনার্থ 'শূদ্র' শব্দে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যে এই সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা বলাইতেছ।" অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছ, তাহার ফলে দীর্ঘকাল গুরুসেবা ব্যতিরেকেও কেবল এই উপায়েই তুমি তোমার অভীষ্ট ব্রহ্ম জ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ করাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছ।" অতঃপর রৈক্ব রাজাকে সংবর্গ নামক বিদ্যা উপদেশ করিলেন।

'শুগস্য' শ্রুতির পরবর্ত্তী "ক্ষত্রিয়-ত্বাবগতেশ্চ' 'উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ'—এই শ্রুতিবচনসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, লক্ষণ-দ্বারা বর্ণনিরূপণই শ্রুতোপদিষ্ট-বিচার প্রণালী। জানশ্রুতিকে যে 'শূদ্র' সম্বোধন করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা শোকান্বিত অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানের অযোগ্যতাই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্ব জানশ্রুতিকে 'শূদ্র' জানিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন, ইহা ভ্রমা-ত্মক সিদ্ধান্ত। জানশ্রুতির দান-পতিত্ব, বহুতর পক্বান্নদাতৃত্ব, সারথি প্রেরণ এবং বহু গ্রাম-প্রদান করায় জনপদ বা প্রদেশাধি-পত্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-প্রতীতি-হেতুই রৈক্ব তাঁহাকে দ্বিজ জানে ব্রহ্মজ্ঞান উপ-দেশ করিয়াছিলেন। শূদ্র সম্বোধনের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক-[illegible] বর্ণনিরূপণের ব্যবস্থা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। [illegible] অনার্য্য-[illegible] শূদ্রের [illegible] প্রভাবে [illegible] সেই শূদ্র, যা [illegible]-

কথার অপগমেই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার লাভ হয়, নতুবা শোকার্ত্ত হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যার স্থান কোথায়? ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জীবমাত্রকেই সমিৎপাণি হইয়া সদ্গুরু-পাদাশ্রয়কে অভিগমন করিতে হইবে, গুরু-দেব শিষ্যের সরলতা বুঝিয়া তাহাকে বলিবেন—"সমিধং সোম্য আহর। উপ ত্বা নেষ্যে।" অর্থাৎ হে সোম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব অর্থাৎ প্রণবোচ্চারণ ও বেদপাঠাধিকার প্রদান করিব। কৃষ্ণৈক-শরণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু পাদাশ্রয়েই জীবের কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়। অলব্ধদীক্ষ অশ্রৌতপন্থী অসৎসঙ্গিগণ বহু জীবন ধরিয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই অভিমান করিলেও তাঁহা-দিগকে 'শ্রেষ্ঠ' সংজ্ঞা দেওয়া হইবে না।

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশৎ-সংস্কারোপেত না হইয়া কেবলমাত্র শৌক্র-বিচার দ্বারা বর্ণাভিধানকে সাত্বতশাস্ত্রকারগণ কখনই বহুমানন করিবেন না। স্মার্ত্তশীর্ষ তর্করত্ন-প্রমুখ ভক্তিবিরোধী কপটস্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের এসকল বিষয় স্থির-চিত্তে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

"জন্মে জন্মে প্রভু সে"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"॥

আমি সংসার-বদ্ধজীব। অজ্ঞান অন্ধ তিমিরে অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার এহেন দুর্দ্দশা দর্শনে যিনি স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছেন এবং আমার অন্ধ চক্ষুতে মায়ার পর্দ্দারূপ ছানি কাটিয়া দিয়া, দিব্যজ্ঞান রূপ অঞ্জন মিশ্রিত শলাকা দ্বারা দিব্যালোকে প্রজ্ব-লিত করিয়া আমায় দর্শনের সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টিত, তিনিই শ্রীগুরুদেব, আমার জন্মে জন্মে প্রভু।

এ চক্ষুরুন্মীলন কোন প্রকার কার-সাজি নহে। আধুনিক জড়বাদী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীদিগের ন্যায় চক্ষু টিপিয়া জ্যোতিঃ দর্শন করান নহে। নাসিকাগ্রভাগ দর্শন করিয়া তেজো দর্শনে আনন্দ লাভ করিবার ফাঁকি নহে। অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঠ, পাথর, পাতুতে কোন অভীষ্ট মূর্ত্তি আরোপ করিয়া ধ্যানের প্রক্রিয়া অভ্যাস নহে, আসন সিদ্ধ কোন ব্যাপার নহে।

এ চক্ষুরুন্মীলন দিব্য জ্ঞান—অর্থাৎ দীক্ষা দ্বারা যাহা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের পরিস্ফুট বিচার হৃদয়ে প্রকাশিত। কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্য দাস, এই সম্বন্ধের বন্ধনটী দর্শন করাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেওয়াই দিব্য জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের প্রভুত্ব। ইহারই নাম চক্ষুদান। এই—

"চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাহার চরিত॥"

"বিঘ্নাধিষ্ঠান"

"ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥"
(ভাঃ ১০।৬।৩)

"তোমার স্মরণ হীন যে যে পাপ স্থান।
তথায় ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৬।৮৭)

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি-বিহীন স্থানগুলিই পাপস্থান নামে অভিহিত। সেই স্থানই আসুর যোনি প্রাপ্ত ভূত প্রেত ডাকিনী প্রভৃতির বসতি স্থান। ভগবদ্ভক্তগণই দেবতা। তাঁহাদের ভগবৎস্মৃতিপূর্ণ আবাস্থিতি-ক্ষেত্র পুণ্যময় স্থান বলিয়া পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবকদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাদি যাবতীয় বিঘ্ন নাশ হইয়া যায়।

ইহসংসারে আমাদিগের সর্ব্ববিধ বিঘ্নোৎপাতের মূলীভূত কারণ কৃষ্ণস্মৃতি বিহীনতা। এই পরম শান্তিকথা না জানিয়া বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত আমরা নানা জনে নানা পন্থা খুঁজিয়া বেড়াই কিন্তু বিঘ্ন আর ছাড়ে কোথায়? বৃহন্নার-দীয় পুরাণে জানা যায়—"যত্র পূজা-পরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।" এই রূপে আমরা বহু শাস্ত্রবাণীতেই অবগত হই, কৃষ্ণ-সেবা অথবা স্মরণই সর্ব্ব বিঘ্নহর, পরম শান্তিপ্রদ, সর্ব্বানর্থহর সর্ব্বার্থদ। শুধু ইহা বলিলেই কৃষ্ণ-সেবা বা স্মরণের মুখ্য কারণ প্রকাশিত হয় না। বিঘ্নহরণাদি গৌণকারণ, মুখ্যকারণ নিত্যকালের জন্য বৈকুণ্ঠ-সেবা-সম্পৎ লাভ ও প্রয়োজন (প্রেম) প্রাপ্তি।

সেই জন্য যেখানে বিষ্ণু সেবাপর বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন, সেখানে তাঁহা-দের তো কোন বিঘ্ন নাইই, পরন্তু সেই স্থানে পর্য্যন্ত ভূত-প্রেত, জিন, দানব ডাকিনী প্রভৃতির আমল থাকে না।

পর-বিদ্যা ঢ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের মূল্য ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি
ঠাকুর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাওয়া যায়; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /৹

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৪৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	।৶০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৵০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যত্রয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৩৸০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	শীতার মহাভাষ্য	৸০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পত্র সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit, Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings

Annual Subscription payable in advance. Indian Rs. 3/4/-; Foreign-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় ... বৈষ্ণবধর্ম্ম ... এমন ... ভাবে পুস্তক আর হয় নাই। ... ।

আকাঙ্ক্ষা না করে কৃষ্ণ, দুই লয় ক

শ্রীশ্রীভক্তিগৌরাঙ্গ [illegible]

২১ই আষাঢ় বুধবার—১৩৩৬

[illegible]র সঙ্কল্প।

(প্রয়োজন লাভের মূল)

আমরা পরমার্থ বা জীবমাত্রের স্বভাবযুক্ত পরম প্রয়োজন লাভ করিবার প্রথম সোপানেই শ্রদ্ধার আবশ্যকতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। জাগতিক নৈমিত্তিক ধর্ম্মেও আমরা শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে অক্ষম; ইহা প্রতিপদে অনুভব করিতে পারি। অপরিচিত দূরদেশে গমনকালে মার্গনির্ণয়-বিষয়ে তৎস্থানাগত বা তদ্দেশাবস্থিত ব্যক্তির কথায় শ্রদ্ধা পোষণ না করিলে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা। দেহ রক্ষার্থ ভোজনের দ্রব্য গ্রহণেও পাচক, পরিবেষক প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে অনাহারে অচিরে প্রাণবিসর্জ্জনে দুষ্পরিহর হইয়া পড়ে। এই প্রকারে আমাদের প্রত্যেক ব্যবহারের মূলানুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব যে, শ্রদ্ধা ব্যতীত লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতেও লোকযাত্রা চলিতেই পারে না। এই শ্রদ্ধা জীবমাত্রের স্বভাবগত, এইকথা কেহ অস্বীকার করিলে তিনি তাঁহার নিজ ব্যবহারেই পীড়িত হইতে থাকিবেন।

শ্রদ্ধার সংজ্ঞা

শ্রীচরিতামৃতপ্রণেতা সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই "শ্রদ্ধা" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণভাবে এই প্রকার সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইলেও পরমার্থ-লিপ্সুর শ্রদ্ধা কেবল ঐরূপ কথায় সম্যক্‌রূপে ব্যক্ষিত হইতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীসনৎকুমার দেবর্ষিকে বলিলেন—শ্রদ্ধা, হিতে শ্রদ্ধার উদয় হইলে পুরুষ অভিমত ধারণা করিতে চেষ্টাবান্‌ হয়, [illegible] ধারণা করিতে পারেন, [illegible] কদাপি তাহাতে [illegible] না। আদৌ শ্রদ্ধার বিষয়ই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য। এই প্রকার অভ্যন্তরিক পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা পরম শ্রেয়োমার্গের কথা আলোচনা করিতে যাই, তখন উহার অর্থ এইরূপ হইয়া থাকে। সাধুর সঙ্গে শুনিতে শুনিতে তৎকালে চিত্তের এইরূপ ভাব হয় যে, সৎকর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদি দ্বারা জীবের নিত্য অর্থলাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই এবং কেবল অনন্যভাবে ভক্তিপথ আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই, তৎকালে বেদে ও গুরুবাক্যে যে দৃঢ়তা জন্মে, ঐপ্রকার চিত্তবৃত্তির নামই শ্রদ্ধা।

বাহ্য লক্ষণ

শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ শরণাপত্তি অর্থাৎ একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গোস্বামি শাস্ত্রে ঐ শরণাগতির ছয়টি পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ শ্রীহরির ভক্তিলাভের এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা ভক্তির পরিপোষণ বিষয়ে যে যে কার্য্য বা বিষয় আমাদের সহায় হইবে, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ করিব, এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাই তন্মধ্যে প্রথম লক্ষণ। এই অঙ্গটীর উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য অঙ্গগুলি পরিপুষ্টিলাভ করে; সুতরাং ইহাই প্রধান ভাবে সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

বদ্ধজীবের বিচার দোষ

আমরা বদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আবৃত হইয়াছি। সুতরাং সমুদয় ইন্দ্রিয়ই বহির্ম্মুখ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্য পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান লাভার্থই ধাবমান রহিয়াছে। অপরিহার্য্য স্থূলদেহাত্মবাদে বা সূক্ষ্মদেহাত্মবাদে অবস্থান হেতু আমরা পরমার্থের অনুকূল বিচার করিতে কদাপি সমর্থ হইতে পারি না; যেহেতু পূর্ব্বদিকে লব্ধব্য পদার্থ যেমন পশ্চিমদিকে অনন্ত কাল অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া একান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ প্রত্যাগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ পাইতে বা তাহার মার্গ নির্দ্দেশ করিতে বদ্ধজীবের পরাঙ্মুখী বুদ্ধি সমর্থ হইতে পারে না। মনোধর্ম্মের বিচারে আমরা যে যে বস্তু বা যে যে ব্যবহার অনন্যভক্তির অনুকূল [illegible] গ্রহণ করিতে যাইব, তাহাই অধিকাংশ সময় প্রতিকূল হইয়া যাইবে। অপরিচিত অন্ধকার গৃহে বস্তুর অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্যতাই পুরস্কার লাভ হইয়া থাকে। কদাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ দৈবাৎ কিঞ্চিৎ লব্ধ হইলে তাহা কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আবার আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহ মনোধর্ম্মি-মানবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় ভ্রান্ত মার্গ ব্যতীত প্রকৃত অনুকূল বিচারের প্রত্যাশা কোথায়?

ভক্তই একমাত্র বিচারক

যাঁহাদের ভক্তি-লাভ ঘটিয়াছে বা সাধুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভক্তিমার্গ অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই ভক্ত। তদ্ব্যতীত আর কেহ বা আমাদের প্রকৃত পথে লইয়া যাইতে পারিবে? ভক্তির পথ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। অন্য পথ কুটীল এবং নানা অনর্থের জনক। এমন কি, অবশেষে বিভ্রান্ত করিয়া পরম প্রয়োজন লাভের একান্ত পরিপন্থী হইয়া যায়। সুতরাং ঐ একমাত্র সরল পথে বিচরণকারী ভক্তগণই যদি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্যবহারাদি প্রদর্শন করেন, তখনই আমরা অনুকূল বা প্রাতিকূল বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। তাহাতে অবহেলা করিয়া নিজের জড়বুদ্ধিতে বিচরণ করিলে সুবিধা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যাইব। অবশ্য প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যে সকল পদার্থ যে রোগের উৎপাদক, আমরা রোগী হইয়া অনুক্ষণ সেই সেই পদার্থে প্রীতিসম্পন্ন হই। আমরা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-দ্বারা সর্ব্বদা চালিত হইতেছি, কিন্তু পরমার্থও উহার বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং যাঁহারা ঐ পথের সন্ধান প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাঁহাদের কৃপাশ্রয় ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর কোথায়? চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিই রোগীর সুপথ্য কুপথ্য নির্ণয়ে সমর্থ বা রোগী ও তদীয় সমশীল ব্যক্তির কুপরামর্শে আমরবৃদ্ধিই সাধায়া করিয়া থাকে।

সঙ্গ ও ক্রিয়া দ্বারা বিচারে প্রতিষ্ঠিত

শুদ্ধভক্তের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের কথা, শ্রবণের নাম ভক্তসঙ্গ। শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত আর কোন কৃত্য না থাকায় তাঁহারা যে যে নিয়মে নিজ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অধিকার অনুসারে যোগদানহেতু নিজ বিচারক্রমে শুদ্ধতা লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত না করিলে তৎসমস্ত পূর্ণ ফল কথিত সমান হয়। সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ শ্রবণে কার্য্যশক্তি স্বতঃই প্রণোদিত হইয়া পড়ে। সুকৃতিই শ্রদ্ধার জনক। ভক্তি-ক্রিয়ায় যোগ প্রদান ও ভক্ত সঙ্গ নিত্য সুকৃতি লাভ হইলে অতি ক্রতবেগে অনুকূল বিচারগুলি নিজের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। তথাপি নিজের ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা অবিশ্বাস্য, যেহেতু আমাদের নৈসর্গিক দুর্ব্বলতা পাইয়া যে কোন সময় মার্গভ্রষ্ট করিতে সচেষ্ট আছে। এই বলবৎ প্রমাথি ইন্দ্রিয়কে ভক্তের আনুগত্যে নিয়মিত করিলেই বিচারের শুদ্ধতা ক্রমে আসিয়া পড়িবে।

নিরাশার আশা

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহাপুরুষের শ্রীমুখে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণে আমার চেতনতায় নাড়া পড়িল। পাঠান্তে বাসায় ফিরিলাম বটে, চিন্তার অবধি নাই। অনেক ভাবিলাম, বিচার করিলাম যে, এমন নিখুঁত খাঁটী কথা ত কেহই বলে না। জগতের লোক আমরা কি এক মোহনিদ্রায় নিদ্রিত যে এমন ক্ষতিকর বিষয়েই উদাসীন।

মহাপুরুষ বলিলেন—বৈষ্ণব ঠাকুরগণ করুণার সমুদ্র। জগতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় থাকিলেও সমুদ্রের তুলনায় কিছুই নহে, তেমনি জগতে যত দাতা আছেন, বৈষ্ণব ঠাকুরগণের নিকট সকলেই নগণ্য। এজগতে অভাবগ্রস্ত থাকিই অপরের কৃপাপ্রার্থী হয়। কিন্তু প্রাপ্তবস্তুতে অভাব-গ্রস্তের অভাব বিদূরিত হয় কি?—না, পুনরায় সেই বস্তুরই অভাব অথবা অন্য প্রকার সহস্র সহস্র অভাবের দ্বারা বিতাড়িত হইতে থাকে। আরও আজ যিনি দাতা সাজিয়া অপরের অভাব মিটাইবার অভিমান করিতেছেন, তিনিই দানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর অভাবে পড়িতেছেন এবং সময়ান্তরে নিজেই অপরের নিকট প্রার্থী হইবেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অধনে ধনী নন, অথবা জীবের তৎকালিক অভাব দূর করিতে প্রস্তুত নন।

নিত্য-কৃষ্ণদাস জীব, কৃষ্ণ-সেবা পরিহার করিয়া নিজ ভোগ-কামনায় এই জগতে পতিত। নিজের স্বভাব ভগবদ্দাস্য ছাড়িয়া দেওয়ায় ভোক্তৃ-অভিমানে প্রমত্ত। সুতরাং ভগবানের মায়াশক্তি-প্রকটিত নশ্বর বিচিত্রতা-পূর্ণ বিশ্বে ভোগ পারিপুরণের জন্য বহু বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চঞ্চল-চিত্তে জাগিতেছে। আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই।

[illegible]-সমুদ্রে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-[illegible] জীবকুল ভাসমান। একটী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া বিরাম দেয় না। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইতেই অপর অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা আসিয়া জীবকে ব্যস্ত করিয়া তুলে। সুতরাং এই জগতে যাহারা জীবের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য উদারতা দেখাইয়া, বিশ্বপ্রেমিক সাজিয়া, পরদুঃখ-দুঃখী, ধার্ম্মিকশিরোমণি নাম পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই অনুদার, কামুক, পরসুখদুঃখী, ঋণজালে বিজড়িত এবং জীববিবেক। কিন্তু করুণাসিন্ধু বৈকুণ্ঠাকুণ্ঠগণ জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাবহ্নিতে ইন্ধন না দিয়া সব অভাবের মূল যে, অবিদ্যা—সেই অবিদ্যা ধ্বংস করিয়া দেন। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকে জীবের হৃদয়াসনে বসাইয়া অনাদি-কালের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন। সুতরাং তাঁহারা জীবের জড় সুখভোগবাঞ্ছা পূরণের কল্পতরু না সাজিয়া কৃষ্ণসেবাবাঞ্ছা পরিপূরণকারী। এহেন পতিত-পাবন বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে বার বার প্রণাম।

রাত্রিতে নিদ্রা নাই, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মহাপুরুষের কথাই চিন্তা করিতেছি, আর ভাবিতেছি জানিনা শ্রীভগবানের কত দয়া। আমার ন্যায় বিষয়ের কীটকে তিনি অপার করুণায় তাঁহার লীলা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই, নিজেকে বিতরণ করিবার জন্য নিজ প্রিয়ভক্ত-জনের সঙ্গ প্রদান করিয়াছেন।

আবার চিন্তা হইল—এই মহাপুরুষই কি কেবল আমার ঐকান্তিক হিতাকাঙ্ক্ষী, সংসারে আমার জন্মদাতা পিতা, গর্ভ-ধারিণী মাতা, সহোদর, সহোদরা, ভার্য্যা, পুত্র কন্যা জ্ঞাতি যাঁহাদের মধ্যে আমি পালিত, পালিত, যাঁহারা আমার জন্য কত না কি করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, ইহারা কি আমার কেহই নন?

তখন সন্দেহদোলায় দুলিত চিত্তে চৈত্যগুরু শ্রীভগবান্ এক মনীষার উদয় করাইলেন, তাঁহার অসীম অপার করুণায় দেখিলাম যে, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনাদি চিরদিনের জন্য নহে, অনন্ত জন্মে তাঁহাদিগকে হারাইলেও পুনরায় যে কোন জন্মে পাই না কেন, ঐ ভাবের সম্পর্কিত পাইব। তাহারা আমার আত্মীয়-বেশে অবস্থিত হইলেও অনাত্মীয়, কেননা তাঁহারা নিজেরা এই সংসারে ভ্রাম্যমাণ মায়াকবলিত ত্রিতাপদগ্ধ জীব। অভাগা-[illegible] বায়ুচালিত তূণের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শান্তির নামে অনন্ত অশান্তি ভোগ করিতেছে। সুতরাং তাঁহারা আমাকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না। নিজে পতিত বলিয়া আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে না। নিজেরা অন্ধ বলিয়া আমার ন্যায় অন্ধকে সুপথ দেখাইতে পারে না, নিজেরা ঘোর-নিদ্রায় নিদ্রিত বলিয়া আমার মোহঘুম ভাঙ্গিতে পারে না, কিন্তু পতিতপাবন, অন্ধের নয়নতারা, প্রবুদ্ধ মায়াপারঙ্গম বৈকুণ্ঠাকুণ্ঠগণ আমাকে আমার পরম মঙ্গল প্রদান করিতে পারেন। তাঁহারা বাকপ্রবঞ্চন বলিয়া অপরকে বঞ্চনা করেন না বরং মঙ্গললাভে অনিচ্ছুক আমি আমাকে জোরে কেশাকর্ষণ করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ প্রদান করেন। হায়! হায়! এ স্বজন-বিহীন বিদেশে অনাত্মীয়কে আত্মীয়মনন-কারী আমাকে আমার পরমাত্মীয় একমাত্র আপনই শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ। যদিও তাঁহারা সংসারের কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-কামনা পূরণ করেন না বটে, কিন্তু অহৈতুকী কৃপাপারাবার তাঁহারা আমাদিগের জড়-কাম বিদূরিত করিয়া জড়ভোগবাঞ্ছা-বিরহিত সেবাকামের উদয় করাইয়া বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন।

অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের কৃপায় আমার মনের সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে। নিরাশ্রিত আমি, আমি আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আর অবশেষে আমার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। তাই 'আশায় নিরাশা' লেখকের 'নিরাশায় আশা।'

ভিক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, কটক)

আজকাল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তিটা যে খুবই খারাপ বা নীচ বৃত্তি, এবিষয়ে আমাদের সংশয় আদৌ নাই বরং যাহারা ভিক্ষার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকি। এখন ভাবিবার বিষয় যদি এই বৃত্তিটা এতই খারাপ, তবে মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে এই বৃত্তির দ্বারা কেন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহ'লে বুঝিতে হইবে ইহার ভিতর নিশ্চয় এমন একটা মঙ্গলময় ব্যাপার নিহিত আছে, যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা এইটি স্বীকার করিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার ভিতর কোন স্থানে এমন একটু গলদ ছিল, যদ্দ্বারা তাঁহারা এমন একটি ঘৃণিত ব্যাপারকে বুঝিতে পারেন নাই! আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সেই গলদটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু আমরা যাহাদের চশমায় দেখিয়া এই কথাটি বলিতেছি, সেই পাশ্চাত্য দেশেরই বহু মনীষিবৃন্দ স্বীকার করিয়াছেন, শিক্ষাব্যাপারে ভারতবর্ষ যেরূপ উন্নতিশীল হইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি অদ্যাপি তদ্রূপ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে কিরূপ-শ্রেণীর লোক ভিক্ষা করে, অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, (ক) যাহারা অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ দৈহিক অপটু। (খ) যাহারা অলস অথচ দৈহিক পটুতা সত্ত্বেও ভিক্ষাবিহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। (গ) যাহারা ভিক্ষাটিকে জাতিব্যবসা বলিয়া ধরিয়াছে, যাহারা জাতি ফকির বা বোষ্টম (ঘ) যাঁহারা সেবাশ্রম বা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। (ঙ) যাহারা ভগবৎ সেবাদির নাম করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়াদি তর্পণে নিযুক্ত হন। (চ) আর যাঁহারা একমাত্র ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যেই ভিক্ষাদি গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত পঞ্চপ্রকারের ভিক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলিতে চাহি না, কারণ উহার দ্বারা দাতার কোনটিতে পাপ, কোনটীতে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে মাত্র, নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না এবং আমাদের দেশের মনীষিবৃন্দ ঐরূপ ধরণের ভিক্ষুক ছিলেন না। কারণ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শাস্ত্র বলিতেছেন যাঁহারা নিজ উদর ভরণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের বৃত্তি কুকুরের বৃত্তি অপেক্ষাও হেয়। অতএব তাঁহারা যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহা একমাত্র ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিতেন।

এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়—ভগবদ্ভক্তগণ দৈহিক পটুতা-সত্ত্বেও কেন ভিক্ষা করেন। ভিক্ষার দ্বারা তাঁহারা যে পয়সাটী ভগবৎ-সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন, সেটী কি তাঁহারা অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য বা রাজসেবার দ্বারা অর্জ্জন করিতে পারিতেন না? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সেগুলি না করিয়া এমন একটা ঘৃণিত ব্যাপারে কেন ব্রতী হইলেন। তদুত্তরে বলিতে হইবে, ভগবদ্ভক্তগণ মুক্ত পুরুষ ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদের জবিতব্য কাহারও সাপেক্ষিক নহে, তবে যে তাঁহারা ভিক্ষার্থী হইয়া আমাদের দুয়ারে আসেন এটা তাঁহাদের অপার করুণা। তাঁহারা আমার মত দীনচেতা জীববর্গের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের দুয়ারে আসিয়া আমাদের আত্মকল্যাণ গ্রহণ করাইতে নানাবিধ প্রয়াস পান। ভিক্ষা—তন্মধ্যে একটী।

ভগবৎ সেবকগণ সুবমঙ্গলময়, তাঁহারা আমার মত বদ্ধজীবের মঙ্গলকার সাধ-নার্থে আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলেন, ওহে ভোগী, তুমি যথাসর্ব্বস্ব তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করিয়া অনন্ত নরকের পথে ধাবমান হইতেছ, উহা হইতে আমাকে দুটি পয়সা দাও, আমি তাহা লইয়া ভগবৎ-সেবায় লাগাই, তাহা দ্বারা তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব, আমি এই ভগবৎসেবকগণকে পয়সা [illegible] দিতে [illegible] তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতে চেষ্টা পাই। কিন্তু তাঁহারা সদাই উদার, আমাদের [illegible] তুচ্ছ পয়সা গ্রহণ করিয়া যান। আমরা যে শুনিতে পাই ও মুখেও বলিয়া থাকি, অনেক জন্মের সুকৃতি-সাপেক্ষ, কিন্তু সেই সুকৃতি কিরূপে যে অর্জ্জন হয়, তাহার কি কোন সন্ধান আমরা রাখি? যদি রাখি-তাম, তাহা হইলে দীনবৎসল সাধুগণকে কখনও আমার উদরভরণার্থী ভিক্ষুক ভাবিতাম না। তাহা হইলে ভাবিতাম—

মহাত্ম স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥

সুতরাং এখন দেখিতে পাইতেছি, ভগবদ্ভক্তগণ যদি নিজেরা উপায় করিয়া ভগবদ্ভজন করিতেন ও বদ্ধ জীবগণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় পাষণ্ডের সুকৃতি অর্জ্জনের আর কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য সাধুগণ আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভগবৎ সেবার্থে কিছু গ্রহণ করিয়া ও মহাপ্রসাদাদি বিতরণ করিয়া আমাদের মত পাষণ্ডের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করেন।

শ্রীগোবিন্দের শুদ্ধ সেবা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পরিমুণ্ডা-নৃত্যের পর মহাপ্রভু ভক্ত-গণকে লইয়া সমুদ্র-স্নানান্তে প্রসাদ ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে ভক্তগণ স্ব স্ব বাসা ঘরে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে মহাপ্রভু স্বয়ং গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। প্রসাদ পাওয়ার পরে গোবিন্দ মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করেন, সর্ব্বকাল এই নিয়ম দৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ আছে। অদ্য মহাপ্রভু সমস্ত দ্বার যুড়িয়া শয়ন করিয়াছেন। গোবিন্দের দ্বারে প্রবেশের পথ রুদ্ধ। পার্শ্ব পরি-বর্ত্তনের জন্য গোবিন্দ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু যেন অতিশয় ক্লান্ত, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি-টুকুও তাঁহার নাই, ভাবে ইহাই প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ নিরুপায়! প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতেই হইবে, অথচ ভিতরে প্রবেশের রাস্তা নাই, উপায় কি? এ উভয় সঙ্কটে কি করা কর্ত্তব্য? [illegible] বুদ্ধিমোহক [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] মাধবী [illegible] [illegible] ফুটিবে [illegible]

পণ্ডিত) [illegible] [illegible] বাবুদের ছেলে, তাঁহার পুত্র সুবাহন [illegible] [illegible] কার্য্য, এরূপ পবিত্র অশো- [illegible] [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] পারে। [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ কার্য্যের কথা স্মরণ করাই অসম্ভব।

তবে গোবিন্দ কেন মহাপ্রভুর তুর্ব্বিষহ সেবক কি করিয়া মহাপ্রভুকেই লঙ্ঘন করিলেন? একথাটা একটু সুস্থ মস্তিষ্কে শ্রীগুরুদেবের নিকট জানিয়া রাখা ভাল। মনুষ্য সেবায় বোধহয় তেত্রিশ কোটী [illegible] গোবিন্দের উপস্থিত হইলে সম্ভবতঃই সংসারটা নাস্তিকের আড্ডা হইবে।

দুই দণ্ড পরে মহাপ্রভুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গোবিন্দকে দেখিয়া প্রভু একটু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন— "আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া? মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ লৈতে?" তখন গোবিন্দ বলেন, প্রভো! তুমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া থাকায় যাওয়ার পথ ছিল না। তাই যাই নাই। প্রভু বলিলেন, যে ভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে সে ভাবে গেলে না কেন? গোবিন্দ কহেন, আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥ সেবা লাগি কোটী অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥

ইহা দ্বারা শুদ্ধানুরাগী গৌর কৃষ্ণ-সেবকেরই একমাত্র আদর্শ বর্ণন, গৌর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাই সেবকের একমাত্র লালসা বা গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাকেও শুদ্ধভক্ত শ্রীগোবিন্দানুগগণ [illegible] ও অপরাধাশঙ্কা। মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে, [illegible] হইলেও ব্যক্তি-গত নিজ সম্বন্ধ-হেতু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছাকার অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, এই আদর্শই পাই। "এই সব হয় ভক্তি-শাস্ত্র সূক্ষ্ম মর্ম্ম। চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব মর্ম্ম" ইহাই শুদ্ধ সেবা, তাহার আদর্শ সেবক শ্রীগোবিন্দ।

ব্রাহ্মণতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। এক্ষণে ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তাহাই জ্ঞাতব্য।

গীতায় (৪।১৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

[illegible] গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— [illegible] বিভাগ করিয়াছি। [illegible] [illegible] [illegible] কর্ত্তা হইলেও [illegible] অকর্ত্তা জানিবে অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমের সৃষ্টি আমার বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির [illegible] [illegible] আমি স্ব-স্বরূপে ঐ সমস্ত কার্য্য [illegible] থাকি। উপরিউক্ত চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের লক্ষণ—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।
(গীঃ ১৮।৪২)

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।

এতৎসম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ইহাই বেদবচনানুরূপ, স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধার্ম্মিক—ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নে প্রথমত জীবকে ব্রাহ্মণ বলিলে তাহা সত্য নহে। অতীত, অনাগত অনেক শরীরেই জীবের একরূপত্ব হেতু একরূপের কর্ম্মবশে অনেক দেহসম্ভাবনাহেতু এবং সর্ব্বদেহগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব নিবন্ধন জীব ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে কি দেহ ব্রাহ্মণ? ইহাও নহে। চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের এক-রূপত্ব হেতু জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা দর্শনহেতু ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ নিয়ম না থাকায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে। শরীর দাহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপা-শ্রয় করে না। [illegible] অত 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ'? তাহাও নহে। অন্য জাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যন্তর মহর্ষিগণ উৎ-পন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়া-ছেন। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে উৎ-পন্ন অনেক ঋষি আছেন। বহু ক্ষত্রিয় বংশ হইতেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি জানা যায়। অতএব 'জাতি' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জ্ঞান' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী। তাহা হইলে কি 'কর্ম্মই' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারব্ধ সঞ্চিত আগামী কর্ম্মসাধর্ম্ম আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্ম-সমূহ করিয়া থাকেন। অতএব 'কর্ম্মও' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকে হিরণ্যদাতা, সেইজন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি-ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষ-রহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প অশেষ কল্পাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্যানুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ স্বভাব সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ জানিয়া করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষী-করণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি দোষশূন্য, শমদমাদি বিশিষ্ট, ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশয়, মোহাদি, রহিত এবং দম্ভ অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'। ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

আজ্ কে আমার বিয়ে

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

অর্থাৎ 'বিবাহ' নামটী শ্রবণ মাত্র যেন হৃদয়টা উৎফুল্ল হইয়া উঠে,—বুকটা যেন একখো হাত ফুলিয়া উঠে,—প্রাণে যেন এক নব ভাবের জাগরণ আসে,—হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি যেন সুর তাল মান সহকারে উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে,—মনটা যেন কি রকম হইয়া যায়, কেঁটে কোটে কোটে না। 'বিবাহ' কথাটার অর্থ না বুঝিলেও বালক তাহার বিবাহের কথা শুনিলে হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে, যুবক নব নব ভাবে বিভাবিত হইয়া নূতন কল্পনা জল্পনা কারতে থাকে, কত রকম আশা মরীচিকায় ধাবিত হইতে থাকে, এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত বিবাহের কথা শুনিলে কতই না আহ্লাদিত হয়, মনে করে, 'আমি বুঝি এখন যুবক হইয়া পড়িয়াছি, আমার বয়সটা বোধ হয় আরও পিছাইয়া পড়িয়াছে'! হায়রে বিবাহ, এখানে মোহ-মদিরা মশান ভূমি!

'বিবাহ'-শব্দের অর্থ বিশেষ ভাবে বহন করা অর্থাৎ যাহাকে বিবাহ করিব, তাহাকে বিশেষ ভাবে বহন করিতে হইবে, তাহার সুখ দুঃখ, জয় শোক, জরা মৃত্যু সর্ব্বকালেই তাহাকে বহন করিতে হইবে। কেন? এরূপ ভাবে পরের বোঝা ঘাড়ে বহন করিতে দৌড়াই কেন? নিজেকে নিজে বহন করিবার শক্তিই যখন আমার নাই, তখন অনর্থক এইটা পরের বোঝা ঘাড়ে লই কেন?

লই কি আর সাধে? ঐ যে প্রচ্ছন্ন ভাবটী মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট কি সেটী? সেটী আমার সর্ব্বনাশ, অবস্থায় মিত্তাসবী হইয়া পড়িয়াছে,—সেটী আমার অনাদি বহি-র্ম্মুখতার প্রধান কারণ—যে আমার মায়া-পিশাচীর কবলে আক্রান্ত করিবার মূল হেতু, সেই 'ভোক্তৃত্ব'। কৃষ্ণের ভোক্তৃত্ব ভুলিয়া নিজে ভোক্তা সাজিতে গিয়া আমার এই দুর্দ্দশা। আজ মরণের তীরে দাঁড়াই-য়াও আমার ভোগপিপাসা মিটিতেছে না, সাধুর কথা গুরুদেবের কথা কাণে শুনিয়াও শুনিতেছি না, কাণে ঢুকিলে ত বুঝিতে পারিতাম, যাহাতে আমার আত্মমঙ্গল হয় সে কথা ত কাণে যাইবে না। কর্ণবেধ হইলে ত কাণে যাইবে? সার্ত্তরীতিতে 'কর্ণবেধ' শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়া—হরি-কথা দ্বারা, অ[illegible] দ্বারা কর্ণবেধ না করিয়া কেবল বাহিরের কাণদুটাই বিদ্ধ করিয়াছি মাত্র।

যতদিন ভোগপিপাসা থাকিবে, যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে, যতদিন রক্তমাংস-অস্থি-মেদ-মজ্জা পূয় বিষ্ঠাপূর্ণ দেহে মমত্ব-বুদ্ধি থাকিবে, শিশ্নোদরপরায়ণতা না ঘুচিবে, ততদিন ঐ (বিবাহ) বিশেষরূপে বহনের চেষ্টা দূরীভূত হইবে না, ততদিন অনাত্মীয়কে আত্মীয়জ্ঞানের চেষ্টা ও পর-মাত্মীয়কে অনাত্মীয়জ্ঞান করিব, সাধুগুরুর কথায় কর্ণপাত করিব না, ততদিন মোহ-মদিরার নেশা ছুটিবে না, ততদিন চেতন-মগ্ন জীবের চেতনের উদ্বোধন হইবে না। তাই বলি মন, যদি মঙ্গল চাও, তবে এই গানটী মনোযোগ দিয়া শুন,—

এ মন, তু বড় কাঁদের ভূত
কর বল আমি — মুখে দিয়া দাড়ি
চাসয়ে তপ—দূত॥
ভূতের বাপের — শ্রাদ্ধ কর নিতি
ভূতের বেগার খাট।
লাজ নাহি মুখে — কাল কাট সুখে
চলিত যমের বাট॥
কামিনী কাঞ্চন — হৃদয়রঞ্জন
তাহাতে মগন থাক॥
ওদিকে তোমার — কি দশা ঘটিছে
তার কিছু খোঁজ রাখ॥
চৌরাশি নরকে — যাবে একে একে
পথ পরিষ্কার প্রায়।
কপালের জোর — বড় বটে তোর
বাহাদুরী হবে তায়।
মুগ্ধ বন্ধন — , সুযুক্তি এর
যদি করিবারে চাও॥
কহে প্রেমানন্দে — মনের আনন্দে
সদা হরিগুণ গাও॥

ভ্রম সংশোধন

৪র্থ বর্ষ ১৩ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ স্তম্ভের ৪র্থ প্যারায় ৮ম লাইনে গিরীশ নন্দী মহাশয়ের পুত্রের পরে ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবাজীর পূর্ব্বে 'একটা 'এবং' শব্দ বসিবে। অর্থাৎ গিরীশ নন্দী মহাশয়ের পুত্র 'এবং' শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র ইত্যাদি এইরূপ হইবে।

[illegible] গোস্বামী [illegible]

[illegible] —১৩৩৬ [illegible]

ভক্তিপথ

ভক্তিপথ দুইটী কণ্টকময়। সুনিপুণ পথপ্রদর্শকের পদাঙ্কানুসরণ ভিন্ন এ পথে চলিতে গেলে পদে পদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া শেষে একেবারেই চলচ্ছক্তিরহিত হইতে হয়। অনেকে বহিঃপ্রেরণা-চালিত হইয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পূর্ব্বক কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে যান। তাহাতে ফল হয় এই যে তিনি ভক্তিপথে অগ্রসর হইতেছি মনে করিলেও সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গই অনুসরণ করিয়া বসেন। কৃষ্ণেতর বিষয়ের ভোগস্পৃহা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠানুসন্ধান, সিদ্ধির প্রত্যাশা, কৈবল্য প্রয়াস, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটি প্রভৃতি এই পথের কণ্টক। বাহিরে ভক্তির বাহ্যলীলা অঙ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলেও, উত্তম ভক্তের সজ্জা থাকিলেও অন্তরে যে অভক্তি-রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয় তাহা অস্রোতপন্থী আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া বা বুঝিতে না চাহিয়া নানা বিপদের আহ্বান করিয়া বসি। গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার ধনী ও উচ্চ শিক্ষিতাভিমানিগণের নিকট যেন একটু মর্য্যাদাক্ষুণ্ণকর বলে হয়। তাই তাঁহারা খামখেয়ালেরই বশীভূত হইয়া পড়েন। তাঁহারা এমন সাধু চাহেন যে, সাধু তাঁহাদের খেয়ালমত চলিতে পারেন। তাঁহাদের মনের খেয়ালের সহিত একটু মতান্তর উপস্থিত হইলেই আর রক্ষা নাই। সাধুকে তখনই স্থানে প্রস্থান করিতে হয়। সাধুরা তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হউন, মন যোগাইয়া চলুন, তাঁহারা বিনাবাধে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইবেন না উহাই অধিকাংশ খেয়াল-প্রধান লোকের মত। কিন্তু প্রকৃত সাধু যাঁহারা তাঁহারা তথাকথিত আধুনিক সম্প্রদায়ের খেয়ালের বশবর্ত্তী না হইয়া যাহা সত্য, তাহা অপ্রিয় অথবা সর্ব্বাধিক যাতনাপ্রদ হইলেও বলিবেন। [illegible] জীবের হৃদয়-[illegible] "বাবাজীর" "অজ্ঞতাপ" দূর করিবার জন্য যত্নবান্ হন। মনোধর্ম্মীগণ তাঁহাকে নীরস বলিয়া মনে করে, [illegible] তাঁহাকে ভক্তিপ্রতিকূল-[illegible] জীবের নিকট হইতে [illegible] না। [illegible] জীব [illegible] ভক্তিপ্রতিকূল কথায় আদরণীয় হইলেও সাধুর যাঁহা জীবের মনোগতি তদনুকূল কথা স্বীকার করে পরিবর্ত্তিত করা—শ্রেয়ঃ কথার আরম্ভ করা। বিকারগ্রস্ত রোগী কুপথ্য চাহিলেও যেমন সদ্বৈদ্য রোগীকে কুপথ্য দিয়া তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হন না, সেইরূপ মায়ামোহ-প্রস্ত জীব অমিয়া অভক্তিমার্গে পড়িয়া কণ্টকবিদ্ধ হওয়াকে ভাল, বলিয়া গ্রহণ করিলেও তত্ত্বান্তরের সুস্ম-বিচারক সাধু সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে ভক্তিমার্গ অনুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার যত্ন করিয়া থাকেন। বিকারগ্রস্ত আমাদের পক্ষে সাধুর বর্ত্তমান ব্যবস্থা অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইলেও, পরিণামে উহাই একমাত্র শুভফলপ্রদ। সুতরাং আপাত-সুখকর না হইলেও শ্রেয়ঃকামিগণ কায়মনোবাক্যে সাধুর পদাঙ্কানুসরণ করিলে ভক্তিপথের দুর্গমত্ব আর থাকিবে না, কোন অনর্থ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বিপথে চালিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ভক্তিপথটী কেবল শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুরুচরণে নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তিই ভক্তিপথে চলিতে সমর্থ, নতুবা আত্মবিনাশ অবশ্য-

চাতুর্ম্মাস্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি,এ)

কর্ম্মিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া সমুদয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যতদিন না সদ্গুরুপপত্তি ও তদুপদেশে ঐকান্তিকী ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মায়, ততদিন ফলাকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিকী। এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না, যেহেতু ভগবান্ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ম্মশক্তি সকল জীবে প্রদান করিয়াছেন। জীবশ্রেষ্ঠ মানবের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির পূর্ণতা-সাধনে ও বিচারবৃত্তির বিশেষ পরিচালন-ক্ষমতায় শ্রীভগবানের কৃপাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বজীব অপেক্ষা মানবের স্বৈরাচার করিবার সম্ভাবনা দেখিয়া যাহাতে তাহারা উন্মার্গ গমন দ্বারা পাপিষ্ঠ হইয়া অনন্ত নিরয় যন্ত্রণা সহ অপর যোনি পতন হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, তজ্জন্য কৃপাপারাবার সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অংশক্রমে আবির্ভূত হইয়া অথবা সৌভাগ্যবান্ জীববিশেষে শক্তি সঞ্চার দ্বারা শাস্ত্ররূপে মানবগণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবের নিষ্পাপ [illegible] বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখীন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। অনন্ত তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছা মাত্রেই জীবের [illegible] করিতে পালন; কিন্তু জীবের চিরসুখের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া তদীয় শ্রেয়ঃ-কল্পনার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।

প্রত্যেক জীব ব্যবহারিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় শাসন না মানিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বা কিছু পরে তাহার ফলস্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যখন প্রবলের আনুগত্য অবশ্যম্ভাবী, তখন সমস্ত প্রভুর প্রভু যে বিধানগুলি হিতার্থে উপস্থাপিত করাইয়াছেন, তাহার অপালনে কঠোরতর শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কোথায়?

বিধানের ফল

আমরা শাস্ত্রীয় বিধানে দেখিতে পাই, তাহার অপালনে পাপ ও তজ্জনিত দুঃখ ভোগ এবং পালন দ্বারা ইহও পরত্র সুখ-প্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বর্ণাশ্রমী মানবগণের প্রতিই শাস্ত্রের আদেশ পালন অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে নিয়মিত। অন্ত্যজগণও গুণ বিচারে বর্ণাশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিলে তাহাদিগের শাস্ত্রীয়াচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। কতকগুলি বিধি নৈমিত্তিক রূপে বিহিত রহিয়াছে। তত্তৎ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সেইগুলি আচরণ করিতে হয়, অন্য সময়ে তাহাদের উপযোগিতা নাই।

চাতুর্ম্মাস্যের নিত্যতা

শ্রীজগন্নাথ বর্ষা ঋতুর মাসচতুষ্টয় ক্ষীরাব্ধির মধ্যে শ্বেতদ্বীপে শেষ পর্য্যঙ্কে শায়িত থাকেন। তৎকালে মানব মাত্রেরই পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য পালনের বিধান সমস্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে—নিয়ম, ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য কাল যাপনকারী মূর্খ মানবকে জীবিতাবস্থাতেই মৃত বলিয়া অবগত হইবে। অতএব সকলবর্ণাশ্রমী বা ঐকান্তিকগণেরও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই, অবশ্য বৈষ্ণবগণ একায়ন মার্গ আশ্রয় করায় পাপ পুণ্য বাধ্য না হইলেও কৃষ্ণপ্রীতির বর্দ্ধনার্থ এই ব্রত নিশ্চয়ই পালন করিবেন।

নিয়ম

ক্রোধরাহিত্য, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব, সতত অপ্রমাদ, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যকে নিয়ম বলা হইয়া থাকে। মতান্তরে শৌচ, ভগবৎপূজা, জপ, দান, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশ প্রকার নিয়ম। এই পঞ্চদশ প্রকার নিয়মই চাতুর্ম্মাস্যকালে সকলের পালনীয়।

আরম্ভকাল

সনৎকুমার বলিয়াছেন—মানব ভক্তিমান্ হইয়া শয়নৈকাদশী, কর্কটসংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত গ্রহণ করিবে। এই স্থানে তিন প্রকারে চারি মাস গণনার বিধান, অর্থাৎ শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত, অথবা সূর্য্যের কর্কট সংক্রামণ দিন হইতে বৃশ্চিকসংক্রমণের দিন পর্য্যন্ত, কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা রাসযাত্রা পর্য্যন্ত চতুর্মাস গণনীয়। কিন্তু যে বর্ষে ঐ সকল মাসের মধ্যে কোন মাস মলমাস বা অধিমাসরূপে গণ্য হয়, সেই বৎসরে পাঁচ মাস ব্রত পালন করিতে হয়।

বর্জ্জনীয়-খাদ্য

স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে উল্লিখিত আছে—শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ দ্রব্য ত্যাগ করিবে। যাঁহারা স্বভাবতঃই নিরামিষাশী তাঁহারা আমিষ স্থানে মাষ প্রভৃতি আমিষ প্রধান খাদ্য বর্জ্জন করিবেন, মাসবিশেষে এইরূপ নিয়ম থাকিলেও সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় খাদ্যগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নিষ্পাব (শিম্বিভেদ), বরবটী, কলিঙ্গ, পটল, বেগুন, মূলক ও তদ্বৎ কালশাক রুচিকর ফলমূলাদিও কিছু কিছু বর্জ্জন করিতে হইবে।

ব্রতনিয়ম

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে নিত্য স্নানশীল হইয়া একভক্ত, শান্ত ও দৃঢ়ব্রত থাকিতে হইবে। জনার্দ্দন পূজাই কায়মনোবাক্যে একমাত্র মুখ্য কর্ত্তব্য হওয়ায় তৎপরায়ণ বা তদ্বিদিষ্ট না হইয়া সমুদয় কার্য্যই বৃথা হইবে। ভূতলে শয়নাবাস এবং চান্দ্রায়ণপালন কর্ত্তব্য হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে গ্রাস বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে গ্রাস হ্রাস নিয়ম পালনই চান্দ্রায়ণবিধি।

বর্জ্জনে ফল

পুণ্যকামীগণের প্রতি চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জনীয় পাঞ্চাবিধ ফল বর্ণিত হইয়াছে। লবণ বর্জ্জ ন মধুরস্বর, তৈলত্যাগে সন্ততি তৈলাভ্যঙ্গে সুন্দরদেহ, কটুতৈলে শত্রুনাশ, মহুয়াতৈলে বিপুল সৌভাগ্য, কুসুমাদ্যলঙ্কারে বিদ্যাধরত্ব, কটু, অম্ল তিক্ত, মধুর, ক্ষার ও কষায়রসসমূহে বিরূপতা ও শরীর-দুর্গন্ধনাশ, তাম্বূলে ভোগ, মধুতে দিব্য শোভাচাচরণ, দধি, দুগ্ধ, তক্র দ্বারা গোলোক, স্থালীপক্বে ইন্দ্রের আতিথ্য লাভ হয় এবং; বরাহ বা লবণহেতু কাঞ্চন অনুচরত্ব, মধু বা মাংসত্যাগে পাষাণে ভোজিত্ব সুরাত্যাগে ব্যাধিনির্মুক্তা, দিনান্ত-

তাহারে ব্রজধামে নন্দ্যান, প্রথদোয়ধারণে দ্বিজ্য গঙ্গাস্নান ফল, মৌচন আত্মনিবেদনে, ভূমিভোজনে পৃথিবীর আধিপত্য, 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র জপে শতদান ফল, শ্রীহরির চরণকমলে দোলানফল, তদীয় চরণস্পর্শে কৃতার্থতা, হরিমন্দির উপলেপে বা মর্দনে আকল্পকালের জন্য নৃপতিপদ, স্তবপাঠের সহিত ত্রিপ্রদক্ষিণে হংসযান দ্বারা হরিধাম-প্রাপ্তি প্রত্যহ শাস্ত্রবিনোদ দ্বারা প্রবোধকে বা কুসুম মাল্য দ্বারা অর্চনে সঙ্গিতে চারধামে প্রদ্যুম্ন, বিষ্ণু-মন্দিরে গীত বা বাদ্য দ্বারা গন্ধর্বলোক, মন্দির-প্রোক্ষণে জগন্নাথধাম, তীর্থস্নানে শরীরের বিমলতা পঞ্চগব্যসেবনে চান্দ্রায়ণ-ফল, রাত্রিভোজনে তীর্থফল, অযাচিত আহারে বপাদি দানফল দিবা ষষ্ঠভাগে ভোজন দ্বারা স্বর-ধামে স্থায়িত্ব, নিত্যস্নায়ীর নরকদর্শনাভাব, পাত্রত্যাগে পুষ্করস্নান, পত্রে ভোজনে কুরুক্ষেত্রফল, পাষাণে আহারে প্রয়াগ-স্নানপুণ্য, যামদ্বয় জলবর্জনে নীরোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ কর্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পুণ্যোপার্জন দ্বারা অক্ষয়ফলপ্রাপ্তি ইহাতে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হরিপরায়ণ একান্তিগণের কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও কেবল শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদনার্থ যথাযোগ্য ঐ প্রকার বিধানগুলি পালন করিয়া থাকেন।

অন্যান্য কর্তব্য

শয়নৈকাদশীতে কৃষ্ণের আরাত্রিক সম্পাদনান্তর শিবিকায় আরোহণ করিয়া পবিত্র সরোবরতীরে লইয়া যাইতে হয়। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি দিয়া অবতারণের পর প্রার্থনা ও চক্ষে অশ্রুপূর্ণ করিয়া তটে উপবেশন করিতে হইবে। পরে করচরণপ্রক্ষালন, আচমন, সঙ্কল্প, আত্মানিস্তাস ও দেবতাগ্রাস করিয়া স্নান করান কর্তব্য। মন্ত্রবাচ্য প্রার্থনা, জলমধ্যে স্নপন, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক স্নপন করাইতে হইবে। ইহাকে শয়নস্নানাদি মহোৎসব বলে। চাতুর্মাস্যের প্রথমেই এই কার্য্য প্রত্যেক হরিপরায়ণেরই মুখ্য কর্তব্য। অনন্তর স্তব ও অর্চনা করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রসন্নতা সাধন পূর্বক বৈষ্ণবগণের সহিত চরণোদক ও মহাপ্রসাদ স্বীকার করিবেন। প্রভুর তূর্য্যত্রিক নৃত্যগীত সম্পাদনানন্তর প্রত্যাগমন আরাত্রিক ও শায়িত করিতে হইবে। স্বয়ং ভূমি শয্যায় শয়ন করিবে। চাতুর্মাস্যের ভগবৎপ্রবোধনপর্য্যন্ত কৃত্যসমূহ মাসকৃত্যের মধ্যে বর্ণিত হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই চাতুর্মাস্যব্রত একমাত্র সদ্গুরুপ-দাশ্রিতক্রমে সম্ভব হয়। নতুবা কর্মিগণের কর্মাগ্রহের চরিতার্থ সম্পাদনে কেবল অনন্তকালস্থায়ি ফল প্রসব করিয়া উপলব্ধি হয়। আবার একদল্প্রদায় আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, এই প্রকার চাতুর্মাস্যব্রতাদি বৈধভক্তগণের জন্যই বিহিত, আমরা রাগমার্গীয় জন, সুতরাং আমাদের ঐ প্রকার ব্রতাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। এই সম্প্রদায় একান্ত ভ্রান্ত; যাবজ্জীবনমাত্রেরই চাতুর্মাস্য একান্ত পালনীয়। পূর্বতন গোস্বামিবর্গ স্বয়ং ব্যবহার করিয়া জগতের সকলকেই তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ষড়্গোস্বামীর আচরণ গুলি চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ হইতে অবলোকন করিলে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ চাতুর্মাস্য যাপনাদি লীলা আলোচনা করিলেই তাঁহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। তবে যাঁহারা সাধুর উপদেশ, আচরণ ও শাস্ত্রকে অবহেলা করিয়া নিজমতের প্রাবল্যপ্রচা-রের প্রয়াসী সেই প্রাকৃত সহজিয়াদিগের কোন আচরণ যেন শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি আদর না করেন। পরন্তু তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া দিলেও যদি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জন না করিলে আপনাদিগের নিরয়গমন মার্গ সুগম হইয়া যায়।

আমার বৈষ্ণবদর্শন

চাকুরি উপলক্ষে যখন আমি পাটনায় ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন আমার বাসার কাছে একটা মস্ত গণ্ডগোল হইয়া উঠিল। আমি বাসা হইতে বাহির হইয়া দেখি, এক বেটা চাকর, গুণ্ডা মত, একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটীতে ঢুকিয়া তাঁহাকে অপমান করিতে উদ্যত। দৃশ্যটী বড়ই অসহ্য হওয়ায় যাইয়া উহাকে ২।১ ঘা দিতেই পালাইয়া যাইল। লোক সেখানে বহু জমা হইয়াছিল কিন্তু তন্মধ্যে একটি যুবক আমার এই অযাচিত সাহায্য ও সাহসিকতা দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে দিন এই ঘটনা ঘটে তার পর দিন অফিস হতে আসিবামাত্র আমার চাকর আমাকে একখানি পত্র দিল। পত্র কে দিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, এই পাড়ারই একটি ছেলে। পাড়ারই ছেলে, অথচ পত্র শুনিয়া, অতিশয় উৎসুকতায় সাহেবি অফিসের কাপড় না বদলাইয়াই চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম। পড়িয়া আমার একটু হাসি পাইল—যুবক আমার সহিত আলাপ করিতে চাহেন। আমি তখনই চাকরকে তাঁহাকে ডাকিতে বলি-লাম। আসিলে দেখিলাম—পাড়ারই লোক বটে—বড় লাজুক কিন্তু সরলতার যেন একটি মূর্ত্ত বিগ্রহ। এইরূপে আমাদের উভয়ের পরিচয় হইল এবং সেই দিন হইতেই যেন আমরা কত কালের পরিচিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইল। যুবকের ভিতর এমন একটা মধুর ভাব ছিল যে একজন আর একজনকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। সে কারণ যুবকের কলেজের ছুটির পর ও আমার অফিসের ছুটীর পর দুইজনে একত্র হইয়া বেড়াইতে যাইতাম। আমরা উভয়েই বেশী লোকালয় স্থান পছন্দ না করায় আমরা প্রায়ই মাঠে নির্জ্জন স্থানে বেড়াই-তাম এইরূপ অবস্থায় যখন আমরা দিন কাটাইতেছি তখন হঠাৎ একদিন আমার আঙ্গুলে (উড়িষ্যাদেশে) বদলি হইল। আমি এই যুবকের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম এবং আসিবার সময় বড়ই মন দুঃখে ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। আঙ্গুলে কিছুদিন কাটাইবার পর আমার কটক বদলি হইল, কটক আসিয়া হঠাৎ একদিন এই যুবকের পূর্ব্বাশ্রমের জনৈক কথিত এক আত্মীয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। উঁহাকে এই যুবকের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায়—শুনিলাম তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। কোথায়—রাম কৃষ্ণ মিসনে না—গৌড়ীয় মঠ বলিয়া এক বোষ্টমের দল আছে—সেখানে, একথা শুনিয়া আমি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম ও বলিলাম যাহার প্রতি আমার এত অধিক শ্রদ্ধা ছিল, তিনি শেষ কালে এই কাজ করিলেন। হায়! হায়! মানুষের কখন কি মতিচ্ছন্ন ঘটে, আচ্ছা যাহাই হোক ইতি মধ্যে যদি আমি কলিকাতায় যেতে পারি তা' হলে আপনার নিকট ঠিকানা লইয়া যাইব ও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিব। তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন—আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাকে আনিতে। আমি বলিলাম—যদি তাঁহাকে আমি একবার দেখিতে পাই তা' হলে নিশ্চয়ই লইয়া আসিব। আমার অবাধ্য কখন হইবেন না। এই কথা বার্ত্তা হওয়ার কিছুদিন পরেই আমার ভাগলপুর বদলি হইল। ভাগলপুর যাওয়া আমার দিন বড়ই গণ্ড-গোলে যাইতে লাগিল।

আমার একটি আত্মীয় কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া আমার নিকট ভাগলপুরে আসিল। আমি তাঁহার চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা যখন কোন ফল পাইলাম না, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া আমার কর্তব্য বিবেচনা করিয়া বৈদ্যনাথধামে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট ধরণা দিতে যাইলাম। এ স্থানে বলিয়া রাখি, যদিও আমার সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবের উপর নানা কারণে কোনই শ্রদ্ধা ছিল না তথাপি দেব, দেবীর উপর বরাবরই আমার একটা অন্ধ নির্ভরতা ছিল। বাবা বৈদ্যনাথের নিকট তিন দিন তিন রাত্রি ধরণা দেওয়ার পর, স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমার ঐ আত্মীয়টী আরোগ্য হইবে। কিন্তু কিছুদিন পরে উনি, আরা গেলেন। এই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তায় সন্দিহান হইয়া আমি বড়ই দুঃখ পাইতে লাগিলাম। এবং ভাবিতে লাগিলাম, বাস্তবিকই কি ভগবান্ আছেন? যদি থাকেন তা' হলে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? যখন আমার কর্ম্ম অনুসারেই আমি ফল ভোগ করিতে লাগিলাম বা থাকিব তখন তাহাকে আবার ডাকিব কেন? এরূপ সিদ্ধান্তে যখন দৃঢ় হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তখন একদিন আমি অফিসের গেটে ঢুকিতে যাইতেছি দেখিলাম—স্থানীয় বিখ্যাত উকিল যোগেন্দ্র বাবুর ফিটনে, চাপিয়া এক জন লাল কাপড় পরা লোক যাইতেছেন, ফিটনটী আমা হইতে একটু দূরে যাইয়া থামিল ও উহা হইতে একটি ব্রহ্মচারী আমার, নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, মহারাজ আপ-নাকে ডাকিতেছেন। মহারাজ ডাকিতে-ছেন শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইলাম ও ভাবিলাম তবে কি তিনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত সেই যুবক, একটু ব্যস্ত হইয়া গিয়া দেখিলাম তিনিই মহা-রাজ হইয়া বসিয়া আছেন। আমি দেখিবা মাত্র চিনিয়া বলিলাম আঁ্যা তুমি? অব-কালের জন্য আমার সকল শোক তাপ দূর হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, এবং ভাবিলাম এবার হাতে পেয়েছি আর যাবে কোথা। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন কাল লেকচার শুনতে যান নি? আমি বলিলাম কোথায় মিশন স্কুলে? আমি গুরু বা ফকির বৈষ্ণবের লেকচার শুনি না। এই কয়দিন আগে এক সরস্বতী আসিয়াছিল খুব লেকচার দিয়া বেড়াইল। লোক তাহার পিছু পিছু দিন কতক বেড়াইল তৎপরে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিতে হইল। আমি, ঐ সব লেকচার শুনি না। তবে বল দেখি তুমি কোথায় আছ? উত্তরে বলিল ঠাকুর বাড়ীতে। আমি বলিলাম তা বেশ ও আমারই জানা জায়গা—

আফিসে একটু কাজ আছে শেষ করে আমি এখনই যাইতেছি। এই বলিয়া আফিসে ঢুকিলাম বটে কাজ আর হোলো না। ভাবিতে লাগিলাম অনেকদিন পরে হাতে পেয়েছি এখন যদি না ফিরাতে পারি তা'হলে আর হবে না, ওরা গোঁড়া মানুষ, কোথায় চলিয়া যাইবে আর খুঁজিয়া পাইব না। এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্র বন্ধ করিয়া ঠাকুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। হাতে একখানি মোটা ছেড়ের, ছড়ী যাইয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলাম, আমার সহিত এস। উত্তরে বলিলেন, আমার প্রচারক আমায় কি ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? [illegible]

... আমি উত্তর দিলাম ... ইতি-মধ্যে ... লোকের মতো আমার কথা হইবে না। তুমি কি আমায় প্রহার করিতে আসিয়াছ? ... আমাকে তো জান—আমি তো মারবো না। আর ... জন লোক যে তোমাকে মারবে, তাহারও আমার সামনে পারবে না। কারণ আমি এখানকার জেলা এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী, আমাকে সকলেই চিনে। তোমার সে ভয় নাই, তুমি এস—এই বলিয়া আমি বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম, অবশেষে একজন ব্রহ্মচারী তাহাকে আমাদের সহিত কথোপকথনের সময় দূরে থাকিতে হইবে সর্তে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আমরা তখন স্যাণ্ডেল কম্পাউণ্ড নামক একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যাইয়া আমরা দুইজনে—আমি ও সন্ন্যাসী মহারাজ একটি মাটীর স্তূপের উপর বসিলাম, ব্রহ্মচারী আমাদের নিকট হইতে একটু দূরে বসিলেন। এই কম্পাউণ্ডটি যে সাহেবের নামে অর্থাৎ মিঃ স্যাণ্ডেল কোন সময়ে ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট জজ ছিলেন। ইনি এক মজার লোক। এই রকম সাহেবের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইনি চিরকুমার। ইহার সহিত কাহারও বড় মিল ছিল না। আদালতে কাজকর্ম করার পর বাকি সময় টুকু ইনি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, তন্মধ্যে মাটির মঞ্চ অর্থাৎ স্তূপ তৈয়ারী করা একটা প্রধান কার্য্য এবং রাত্রিকালে উক্ত কম্পাউণ্ডের অন্তর্গত একটি বটবৃক্ষের ত্রিশাখায় সন্নিহিত মাটী হইতে প্রায় ২০।৩০ ফিট উচ্চে প্রায় ৪ হাত দৈর্ঘ্য ও ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার উপর উপবেশন করিয়া সাধনা করিতেন। সেই প্রস্তরখণ্ড এখনও বর্ত্তমান, যদি কেহ স্থান দেখিয়া আসিতে পারেন। এই মিঃ স্যাণ্ডেল কৃত একটি স্তূপের উপর বসিয়া সুরাসুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুরের চেষ্টা, কি করিয়া এই পাষণ্ডটাকে হরিভজন করাই, কি করিয়া ইহাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করি। অসুরের চেষ্টা কি করিয়া (অসুরের মতে) এই বিপথগামী যুবককে পুনরায় ছাড়াইয়া সংসারে প্রবিষ্ট করাই আমার ধারণা, এই যুবক নিশ্চয়ই এক বুজরুকের পাল্লায় পড়িয়াছে, আমি যদি ইহার কার্য্যে দোষ দেখাইতে পারি তা' হলে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে। আহা ছেলে মানুষ, ভুল করিয়া একটা কার্য্য করিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম :—

(ক্রমশঃ)

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ... জ্যোতিভূষণ)

অধিবাস করে যেতো ... পান গুপুরী বিলি করতে আরম্ভ করলে। সে কাণ্ড দেখলে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়, এক এক জনকে এক এক বাটা পান আজলা ভরে গুপুরী, মাথায় একছড়া মালা গায়ে আর কাপড়ে গন্ধ আর চন্দন দিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে লাগলো। নবদ্বীপে বামুনের অন্ত নেই, যে আসছে, তাকেই এই সব দিয়ে বিদেয় করছে, কোন খোঁজ খবর নেই। এক এক জন বামুন আবার এমন লোভিষ্ঠি আছে যে, সে একবার নিয়ে গিয়ে সে সব বাড়ীতে রেখে গা হাত বেশ করে মুছে, কাপড় ছেড়ে গিয়ে আবার পান গুপুরী নিচ্ছে। কিন্তু কে তা দেখে, সুমুখে এলেই তাকে পান গুপুরী দিয়ে বিদেয় করছে। নিমাই চালাক ছেলে বামুনদের ঐ সব কাণ্ড বুঝতে পেরেছে, সে বসে বসে এই সব দেখছে আর মুচকে মুচকে হাসছে। খানিক দেখে মনের মধ্যে একটু ভাবনা হোলো—ভাবলে তাই তো! এ সব বামুন যদি ধরা পড়ে তাহলে তো সকলে অপমান করবে। সামান্য জিনিষের জন্যে এই সভার মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ অপমান হয় তাহলে তো বড় দুঃখের কথা। সামান্য জিনিষ না দিলেও নয়। আরও খাটো হবে। বড় লজ্জার কথা। এই সব ভেবে সাব্যস্ত করলে, তিনবার করে দেওয়া হোক, তাহলে আর কেউ শঠতা করে নেবে না। যারা পান গুপুরী বিলি করছিল, তাদের সব্বাইকে ডেকে বলে দিলে একবার করে নয়, তিনবার করে, দাও কে একবার নিয়ে গিয়ে যদি সে আবার নিতে আসে, তাকে কিছু বলবে না আবারও দেবে, ফের যদি সে আসে, তাহলেও দেবে, বকবে না, তিনবার এক-জনকে দেবে। এই কথা শুনে আর কেও বড় শঠতা করে নিলে না, কিন্তু কেও কেও আবার ছাড়লেও না, দুবারও নিলে তিন-বারও নিলে।

অধিবাসের পান গুপুরী মালা, চন্দন, গন্ধ বিলি করা দেখে, সব লোক একেবারে অবাক হয়ে গেল। সকলেই বলতে লাগলো, এ নবদ্বীপের মধ্যে লক্ষপতি লোক ঢের আছে, তাদের বাড়ী বিয়েও হয়ে থাকে, কিন্তু এরকম পান গুপুরী মালা চন্দন গন্ধ দিতে কোন লোকেরই বাড়ীতে দেখা যায় না। এ যেন একটা ধুন্দুমারী ব্যাপার—আশ্চর্য্য কাণ্ড। দিতে দিতে এত পড়ে গিয়েছিল যে সেইগুলোই সব কুড়িয়ে নিলে, তাতে পাঁচটা জাল বিয়ে নির্ব্বাহ হয়ে যায়। ... অধিবাস। আর বাপের সাধ্য যে বিয়েতে এরকম করে পান গুপুরী মালা চন্দন গন্ধ বিলি করে? ... বিয়ে, ... অধিবাস।

বেলা পড়ে গিয়েছে, রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র কুটুম্ব-স্বজন, বামুন, অধিবাসের সামগ্রী সব সঙ্গে করে, নাচ, গান, বাজনা নিয়ে মনের আনন্দে আমোদ করতে করতে অধিবাস করতে এলেন। সভাশুদ্ধ লোক সনাতন মিশ্রকে দেখে বড় খুসী, আদর করে নিয়ে এসে সব্বাইকে সভার ভেতর বসালেন। নাচ, গান, বাজনা খুব হতে লাগলো, নিয়মমত অধিবাসের কাজও আরম্ভ হোলো। এদিকে সনাতন মিশ্র শুভক্ষণে নিমাইয়ের গায়ে যেমন গন্ধ ছুঁইয়েছে অমনি চারদিক থেকে খুব জয় জয় ধ্বনি হতে লাগলো, মেয়েরা জোরে জোরে উলু দিতে আরম্ভ করলে, কেও বেদ পড়তে লাগলেন, কেও স্তব পড়তে লাগলেন, নাচ গান, বাজনারও খুব গোল হতে লাগলো, সকলের মনে বড় খুসী, আনন্দে যেন বাড়ী খানা ভরে গেল।

শুভক্ষণে বরের অধিবাস করে, সনাতন মিশ্র বাড়ী চলে গেলেন। নিমাইয়ের আত্মীয়, কুটুম্ব-স্বজন এরাও সব আমোদ আহ্লাদ করতে করতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী গিয়ে শুভক্ষণে কণের অধিবাস করে ফিরে এলেন। লোকাচারমত আর যা যা করবার আছে, শচীদেবী আইয়ো ঝি বৌ নিয়ে মনের আহ্লাদে সে সব করতে লাগলেন।

সকাল বেলা—খুব ভোরে নিমাই ঘুম থেকে উঠেই গঙ্গা নাইতে গেল। নেয়ে এসে বিষ্ণু পূজা করে, কুটুম্ব-স্বজন নিয়ে নান্দিমুখ আর অন্যান্য যে সব কাজ বিয়ের আগে করতে হয়, সেই সব করতে বসলে। নিমাইয়ের মা আইয়ো ঝি বৌ সঙ্গে করে, নাচ, গান, বাজনা নিয়ে গঙ্গাপূজা দিতে গেলেন, মনের আহ্লাদে গঙ্গাপূজা সেরে, আনন্দ করতে করতে ষষ্ঠীতলায় এলেন। ষষ্ঠীপূজা সেরে লোকের দুয়োরে দুয়োরে গিয়ে ষষ্ঠীপূজায় আনন্দ আহ্লাদ করতে লাগলেন। এই সব আনন্দ করতে করতে বেলা দুপুর হয়ে গেলো, তখন নিমাইয়ের মা বাড়ী ফিরে এলেন।

আজ নিমাই বিয়ে করতে যাবে, লোকের মনে কত আনন্দ। ছেলেদের মনে যত আনন্দ মেয়েদের মনেও তত আনন্দ। সব যেন আনন্দে ভাসছে। নিমাইয়ের মা মনের আহ্লাদে মেয়েদের সব্বাইকে খই, কলা, পান, তেল, সিন্দুর বিলি করতে আরম্ভ করলেন। আনন্দও বড় কম নয়, চারদিক থেকে কেবল 'আমাকে দাও, আমাকে দাও' শব্দ। নিমাইয়ের মাও খই দিয়ে শেষ করতে পারলেন না, আরও দু তিন জনকে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে নিমাইয়ে খাবার জন্য, সে খেয়ে-দেয়ে একটু জিরোনর পর বামুনদের সব্বাইকে খাবার আর কাপড় দিতে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে এত বেশী খাবার দিতে লাগলে যে, তাতেই তার গাড়ী শুদ্ধ লোকের পেট ভরেও বাঁচে। বামুনরা খাবার আর কাপড় পেয়ে মনখুলে নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে যেতে গেলেন।

আজ নিমাইয়ের বিয়ে, খাওয়া দাওয়া নেই—আজ নিমাইয়ের উপবাস। বিয়ে হয়ে গেলে, রাত্রিতে খই সন্দেশ আর একটু ক্ষীর জল খেতে পাবে। বেলা পড়ে গিয়েছে, নিমাই বিয়ে করতে যাবে, সব্বাই খেয়ে এসে নিমাইকে সাজাতে আরম্ভ করলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র

গত ৮ই আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা এবং শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষেত্র পুরী পুরুষোত্তমমঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগ্রন্থ-পাঠ কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদিকার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছিল, বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি সকল করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন' দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কএক দিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে অনবসর কাল' বলে। স্নানযাত্রা দর্শনের পর মহাপ্রভু এই সময়ে বিশ্বপিত বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তিমান ক্ষেত্র শ্রীআলালনাথে গমন করিতেন। এই আলালনাথে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মৈক-সংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে প্রত্যহ অনবসর কালে শ্রীল প্রভুপাদ নিজগণ সঙ্গে উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গতকল্য হইতে সেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পাঠকীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দিরের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীর, সিংহদ্বার, শ্রীমন্দির, রন্ধন-শালা ও প্রাঙ্গণ-সংস্কার এবং চন্দনপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, পুরী হইতে আলালনাথ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে প্রায় ২০০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। এজন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৯৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি ... প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫২ সংখ্যা পাওয়া যায়। ষাণ্মাসিক ১৷৹ ; সাপ্তাহিক ৴৹
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	জৈব-দিগ্দর্শন	৶৹
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	[illegible]
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, কল্যাণকল্পতরু ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	[illegible]
	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৴১০
	গৌরাঙ্গস্মরণ মঙ্গলস্তোত্র	৸৹
	সাধককণ্ঠমণি	।৹
১০	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸৹
১১	ভাষ্যাদি-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲
১২	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্য, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৹
১৫	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।৹
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE [illegible]

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatana Dharma of all beings

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/4/- ; *Foreign*-6 Sh only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—
M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

[illegible]

[illegible] ১৩৩৩ [illegible]

ভক্তিকণ্টক

শ্রীরূপগোস্বামী উপদেশামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে ছয় প্রকার ভক্তি-বিরোধী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়দ্বারে বহির্ম্মুখ বিষয় গ্রহণের উদ্যম, প্রজল্প বা গ্রাম্যকথায় আলাপ, ভক্তির পোষক ব্যতীত অন্য নিয়মে আগ্রহ, অভক্তের সঙ্গ, সিদ্ধান্তের অস্থিরতা—এই ছয়টী দোষ প্রধানভাবে ভক্তিকে বিনাশ করে। অনর্থবান্ জীব আমরা যতক্ষণ এই ছয়টী প্রতিকূল বিচারে আলোচনা করিয়া সাবধান হইতে যত্ন করিতে না পারিব, ততই শ্রীভক্তিদেবীর প্রসাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। জীব নির্ব্বিশেষ অবস্থায় বা প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলগ্রহণ করিতে হইবে। কোন উৎক্ষিপ্ত বস্তু আকাশে প্রযুক্ত শক্তির সর্ব্বোচ্চসীমায় উঠিয়া ঠিক পরক্ষণেই অধোগমন আরম্ভ করে। সেই প্রকার প্রতিকূলের পরিহারের ঠিক পরবর্ত্তি কালেই অনুকূলের গ্রহণ-বিবেচনা না করিলে পুনর্ম্মূষিকভাব অবশ্যম্ভাবী।

অত্যাহার

আহার অর্থে সংগ্রহ। জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষিগণের ন্যায় অতিরিক্ত-আহার, ফলসঞ্চয় ও অতিশয় সংগ্রহ অত্যাহার শব্দে উল্লিখিত হয়। হরি-ভজনপরায়ণ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে পালক-বুদ্ধিতে অবস্থিত হওয়ায় ত্যক্তগৃহ অবস্থায় প্রত্যহ ভগবদিচ্ছাক্রমে সমাগত কেবল দেহযাত্রার উপযোগী বিষয়মাত্র অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, বা যতির দৈনিক নির্ব্বাহযোগ্য বিষয় ব্যতীত অধিক [illegible] প্রয়োজনীয়তা নাই। গৃহী [illegible] যে পরিমাণ বিষয় দেহ [illegible] নির্ব্বাহের নিমিত্তই প্রয়োজনীয়, [illegible] আবশ্যকতা [illegible]

[illegible] দেখিতে হইবে যে, উহাতে ভক্তির [illegible] সুবিধা আছে কি না; কিন্তু অনর্থযুক্ত দশায় ঐ প্রকার বিচারে নিজের মনোধর্ম্মই প্রবলতা লাভ করে। এইজন্য সাধুর উপদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। সাধুই আমাদিগকে যোগ্যতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। নতুবা অত্যাহার দোষের প্রশ্রয় পাইয়া ভক্তিলতা সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সমস্ত প্রতিকূল বিষয়ের মধ্যে এইটি সর্ব্বাগ্রে পরিহার না করিলে অন্যগুলির ত্যাগসম্ভাবনা কোথায়? সমুদয় বিষয়গুলির ভোগাশা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে দেহসংরক্ষণ করিতে যে সামান্যমাত্র গ্রহণীয় ব্যাপার, তাহাই ভক্তির অনুকূল হইবে। ফলতঃ কৃষ্ণনির্ব্বন্ধই একমাত্র বিবেচ্য।

বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে বাহ্যজ্ঞান সংগ্রহ করাও অত্যাহার শব্দে আখ্যাত হয়। শ্রৌতমার্গে শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত হরিকথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে হইতে ক্রমে হৃদয়ের অমঙ্গলরাশি দূরীভূত হইয়া শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হইয়া থাকে। যে কারণে জ্ঞান-সঞ্চয়ের আবশ্যক, তাহা যদি এত সহজ উপায়ে ও নির্ব্বিঘ্নরূপে লভ্য হয়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান্ নিরর্থক পরমায়ুক্ষয়কর শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়?

কর্ম্মিগণের ফলসঞ্চয়কে অত্যাহার বলা হয়। ইহলোকে ক্ষয়িষ্ণু ভোগের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া পরলোকে মর্ত্ত্যের তুলনায় কিঞ্চিদধিক কালের জন্য ভোগসঞ্চয়ার্থ সহু আড়ম্বর-সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী নির্ব্বোধ মানব বুঝিতে পারে না যে, সর্ব্ব যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান অহঙ্কারবিমূঢ় সেই কর্ম্মীর বালসুলভ কার্য্যের ফলস্বরূপ পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণের সুবিধা করিয়া দেন। বহুকল্পকাল ঐ প্রকারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাহার নিস্তার কোথায়?

অন্যাভিলাষ মানবগণকে প্রায়ই অভিলষিত বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। তাহাদের সেই বৃথা সঞ্চয়ও অত্যাহার শব্দে উক্ত হয়। তাঁহাদের ঐ অভ্যাস যতক্ষণ না পরিত্যক্ত হয়, ততক্ষণ ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

প্রয়াস

[illegible] স্বর্গসুখবহুমিশ্র, অধাপি [illegible] জ্ঞানাভ্যাস-বিধি, কর্ম্মীর ভূগলা ব্রহ্মণ্ড, অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্রাদির চেষ্টা কদাপি করিবেন না। এইরূপ প্রয়াস সর্ব্বথা ভক্তিবিরোধী।

প্রজল্প

শাস্ত্রীয় বৃথা তর্কদ্বারা পাণ্ডিত্যখ্যাপন, কর্ম্মীর অনুষ্ঠানপ্রিয়তা ও অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়প্রীতিমূলক বাক্যাবলী প্রজল্প নামে অভিহিত হয়। অধিকার অনুসারে শুশ্রূষু হইয়া শ্রীহরিকথা শুদ্ধমুখ হইতে শ্রবণার্থ প্রশ্নাদিই একমাত্র প্রজল্পের বিপরীতভূত নহে। শ্রীগুরু-প্রভৃতির নিকটও পরিপ্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনাহেতু সন্দিগ্ধ বিষয়ের উপস্থাপন করায় কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পরন্তু উহা দ্বারা ভাগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়ায় ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে।

নিয়মাগ্রহ

ইহলোকে বা পরত্র উৎকৃষ্ট ভোগ-প্রাপ্তির উদ্দেশে প্রয়োগ শাস্ত্রীয় রীতির প্রতি বা মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান-শাস্ত্রের নিয়মাবলীর প্রতি অথবা তাৎকালিক সুখ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিজ অবস্থার উপযুক্ত বিধির প্রতি মর্য্যাদা স্থাপনই নিয়মাগ্রহ। কিন্তু ইহাদ্বারা ভক্তি-বিধানে উদাসীন থাকিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বিধির সম্মান করিয়া ভক্তিবৃদ্ধিকর নিয়মগুলিতে দৃঢ়তা করিতে হইবে। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় কি প্রকারে কৃষ্ণ তুষ্ট হন, তাহা সদ্গুরুমুখ হইতে ও তাদৃশ শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়া উৎসাহসহকারে পালন করিতে হইবে। আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, ভজন-কার্য্য ইত্যাদি ক্রমসংস্থা লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র-বিধানের অমর্য্যাদা করিলে ভক্তি সুদূরপরাহতা হইবে।

জনসঙ্গ

মানব সঙ্গব্যতীত বাস করিতে পারে না। ইতর-প্রাণীতেও সঙ্গলিপ্সা স্বাভাবিকী। কিন্তু বিষয়ী বা মায়াবাদীর সঙ্গ, ফলকামী বা ইন্দ্রিয়পরায়ণের সঙ্গ করিলে তাহাদের দোষগুলি অজ্ঞাতভাবে সঞ্চারিত হইয়া স্তরক্রমভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। সুতরাং ঐ প্রকার সঙ্গমাত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভজনপরায়ণ হরিজনের সঙ্গক্রমে হৃঃসঙ্গ-পিপাসা নাশ পাইবে। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।' এই নীতিবাক্য সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সুতর্ক ব্যবহার করিলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

লৌল্য

কোন বিষয়ে কৌতূহলের নাম লৌল্য। বিষয়ী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীর [illegible] জন্য অল্পমাত্র কৌতূহল জন্মিলে যাহা [illegible] যাহার অস্থির সিদ্ধান্তে আত্মনিয়োগ করিলে মানবের ভক্তিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে। শ্রদ্ধার অভাবই চঞ্চলতার জনক। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত ভক্তজীবন পর্য্যালোচনায় কৌতূহল থাকিলে ঐ দোষ অচিরে নষ্ট হইবে। মোটের উপর সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া সৎসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ বাস করিবার উপায় করিলেই ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, নতুবা ইন্দ্রিয়গণ বাধ্য করিয়া বাহ্য বিষয়ে মুগ্ধ রাখিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে—"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।

অপর বাধক

প্রলোভন দ্বারা শিষ্যের গ্রহণ, শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, বহু গ্রন্থের অভ্যাস, মঠারম্ভের উদ্যম, ভোজন ও আচ্ছাদনাদি সংগ্রহে বা রক্ষায় ব্যস্ততা শোক ও ক্রোধাদিতে আভিভূতি, সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির অনুচর অন্যান্য দেবগণের অবজ্ঞা, প্রাণিগণের উদ্বেগ প্রদান, কল্প-বৈরাগ্য, কালপক্ষক, ভজন নামে ব্যভিচারী অসৎ-সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, যোষিৎসঙ্গ, তৎসঙ্গীর সঙ্গ, রাজস ও তামস ভোজন, মৎস্যাদি অমেধ্য ভোজন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বৈষ্ণবাপরাধ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মনোধর্ম্ম প্রভৃতি অসংখ্য কণ্টক ভক্তিমার্গে মায়াদেবী কর্তৃক প্রোথিত রহিয়াছে।

অপসারণোপায়

এই কালযুগের বল্লাধুকত্ব, মন্দমতিত্ব, মানোপদ্রবপীড়া প্রভৃতির প্রাবল্যে একমাত্র শ্রীব্যাসপ্রোক্ত ভাগবতধর্ম্মে অবস্থানই ঐ প্রকার কণ্টক অপসারণে একমাত্র উপায়। প্রতি জীবের সুলভে প্রাপণযোগ্য ঐ ভাগবত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্য কোন কৌশলই আমাদিগকে ভক্তিমার্গে স্থাপন করিতে পারে না। অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষলীলার বিচার ও তদীয় শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে ভক্তিক্রিয়ার সাধকালক আচরণই আমাদিগকে ভক্তি প্রদান করিবে। ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দপাদ স্বকীয় অমূল্য প্রার্থনাবলীর মধ্যে লিখিয়াছেন—"কালঃ কালে ইন্দ্রিয়গণ শত্রুবর্গ অতীব প্রবল, পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্ম, জ্ঞান, ফল্গু বৈরাগ্য, কুতর্ক প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি কৃপা না করিলে আমি কোথায় যাইব, কি করিব? হায়, হায়, আমার দুর্গতির সীমা নাই!"

ভুলে ঠিক

(১)

[অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ]

পরমার্থ বিষয়ে যখনই গুরুবর্গ কৃপা পূর্ব্বক অমায়ায় আমার আচরণের ভ্রমগুলি চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন, তখন আমি নিজেকে তাঁহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি, আমি কিছুই বুঝি না প্রভো! কৃপা পূর্ব্বক আপনি আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন। আমি নরকের কৃমিকীট ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি বরাবরই ভুলে ঠিক আছি। আমার ভুল যে কতবার কতপ্রকারে সংশোধনের চেষ্টা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু সহস্রবার সহস্র প্রকারে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা সংশোধিত ভুল গুলি পুনঃ পুনঃ আচরণ করিতে আমার কখনও ভুল হয় না। কারণ আমি যখন কিছুই বুঝি না, তখন আমার প্রাতপদে ভুল হওয়াই ত সোজা কথা।

একটা জিনিষ মাত্র বুঝি যে ভুল হইবেই হইবে। আমি ভুলে ঠিক আছি, ঠিক হইবার বেলা ঠিক হয় না কিন্তু ভুল করিবার বেলা ঠিক হইতে বাধা। ভুল করিবার বেলা কখনও ভুল ক্রমেও ভুল হয় না। আমি বুঝিয়া কিরূপে সর্ব্বদাই ভুলের বেলা ঠিক থাকি, তাহা আমি বুঝি না।

হে পতিতপাবন প্রভো! আমার দুরারোগ্য ব্যাধি আপনার শ্রীচরণে নিষ্কপট ভাবে নিবেদন করিয়া সকল দায় হইতে এই একাধিক সংবৎসর বার মুক্ত হইলাম। আপনি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই মায়াত্মক ব্যাধির হস্ত হইতে আমাকে যথাসময়ে মার উদ্ধার করুন।

আমার অবস্থা ভালরূপে বুঝাইবার জন্য দুই একটা ভুলের উল্লেখ করিয়া এই আবেদন পত্রের উপসংহার করিব।

আমি সকলকে সর্ব্বক্ষণ বলিয়া থাকি যে, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় কৃত্য নাই। নিজের বেলা এই উপদেশ পালন না করিতে আমি সিদ্ধহস্ত। বুদ্ধি, অর্থ, প্রাণ এবং বাক্যের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন রূপ শ্রেয়ঃ সর্ব্বদা আচরণ করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা করি, শুনুন।

বুদ্ধির দৃষ্টান্ত প্রথম দিই। শ্রীমূর্ত্তিকে কাঠ পাথর বুদ্ধি করা উচিত নয়, কিন্তু অর্চ্চনের সময় শ্রীমূর্ত্তিকে কিভাবে দর্শন করি? ... [illegible] এরূ হইয়া মাত্র যাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য [illegible] ঠাকুরকে কতই না যত্নের সহিত অপবিত্রতার হস্ত হইতে মুক্ত রাখিতে ব্যস্ত হই। কত লোকের সঙ্গেই না ইহা লইয়া ঝগড়া করি। বৈষ্ণব ঠাকুর আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোগ চলাবোগা আকার ধারণ করিয়াছে বুঝিয়া প্রতিষ্ঠা প্রদানের দ্বারা আমাকে বঞ্চনা করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা মস্তকে ধারণ করিবার দৈন্যের অভিনয় করি, অথচ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কতবার শুনিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠা দ্বারাই বঞ্চিত হইয়া থাকে। তখন কতই মাথা নাড়িয়া জানাইয়াছি এবং এখনও জানাইয়া থাকি যে আমার বুদ্ধি ঠিক আছে, যেহেতু আমি বুঝিয়াছি যে শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা আমার মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তির অভাবে আমার বিষয় চিন্তা যে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহা যে একেবারে বুঝি না তাহাও ঠিক নয়, তবে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া কূপের তৎক্ষণাৎ উষ্ণজলে উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জনাদি দ্বারা শুচি হইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করি। যেহেতু নিজে শুচি না হইলে ঠাকুরের অর্চ্চন হয় না। আমার মালা গাঁথিবার অনেক কৌশল জানা আছে। দিবসের অধিকাংশ সময়ে নির্জ্জনে ঠাকুরের মালা গাঁথায় যাপন করি। আমার গাঁথা মালা সকলেই চিনিতে পারেন। এমন সুন্দর মালা আর কেও গাঁথিতে পারে না। অনর্থ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছি, একথা না বলিতে পারিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে নিজের অনর্থ বুঝিবার শক্তি যখন আমার যথেষ্টই আছে দেখিতেছি, তখন আমার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদই বলিতে হইবে। আমি বলিতে চাই না যে, আমি নিজে সকল সময়েই ভাল বুঝি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমার কোন মতই এ পর্য্যন্ত কখনও পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হয় নাই। ইহা স্বীকার না করিলেও কপটতা হয়। যখনই কাহারও সহিত মতদ্বৈধ হইয়াছে, তখনই বিচারে আমারই জয় হইয়াছে। ইহা আমার নিজের কথা নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীরই কথা। তবে দুএকজন অর্ব্বাচীন লোক কখন কখন হয়ত আমার আচরণের গূঢ় অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া কোনও কোনও বিষয়ে আপত্তি করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু আমি বরাবরই বিদ্বেষের কথা উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। তদ্ভিন্ন বাহিরে আমার কাহারও সহিত বিবাদ নাই। আবার বৈষ্ণবদিগের কথা বোঝাও কঠিন। তাঁহারা নিন্দাস্থলে অনেক সময় প্রশংসা করেন। বুদ্ধি যথেষ্ট না খাটাইলে চিনিতে হয় না। এ সবই যদি ভুল হয়, তাহলে আমি ভুলে ঠিক আছি [illegible] করি। আমার ভুল হইয়াছে, একথা শ্রীগুরুদেবের [illegible] এ পর্য্যন্ত এমন নাই তিনি আর কাহাকেও এ কার্য্যের ভার না দিয়া বাছিয়া বাছিয়া এই অধমের উপর এই সামান্য সেবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থার প্রতিবাদ অন্যে করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহাদের অধিকার মাদৃশ কৃমিকীট অপেক্ষা অতি উচ্চ। কিন্তু আমার ভুলই ঠিক থাকুক। অর্চ্চন প্রথম কনিষ্ঠ অধিকারীর কৃত্য, তখন আমার বলিবার আর কি আছে? সকলেই অনায়াসে আমার উপদেষ্টা হইবার যোগ্য। এবিষয়ে আর অধিক বাচালতা করিয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না।

অর্থের একমাত্র সদ্ব্যবহার, তাহাকে শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত করা। ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। অবশ্য বুঝিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। লাখ টাকা দিলেই যে সেবা হইবে, তাহা নহে। এক পয়সা দিয়াও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা হওয়া সম্ভব। আসল কথা চাই পারমার্থিক দর্শন তথা সেই সকল কাজই গুরুসেবা হয়ে যায়। বাহিরের দৃষ্টিতে অনেকে আমাকে কৃপণ বলে, তা আমার খুব ভাল জানা আছে। কিন্তু আমি শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত এক কপর্দ্দকও জ্ঞাতসারে অযথা ব্যয় করি না। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারিগুণবেতনে নিযুক্ত করা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনকে দান করিলে দয়াবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাহা বন্ধ করিয়াছি। খাওয়া দাওয়া খরচ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়াছি। তবে বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা আছেন, সেইজন্য ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে সত্য। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, কেবল শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্যই আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হয়। অর্থের সদ্ব্যবহার শ্রীগুরুসেবা। অবশ্য আয়ের একতৃতীয়াংশ সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখিতে চেষ্টা করা হয়। কারণ শ্রীবিগ্রহের সংসার বাহ্যদৃষ্টিতে বিষয়ীর সংসারেরই মতন অথচ দুয়ে আকাশ পাতাল ভেদ। বৈষ্ণবের সংসারে স্ত্রী, পুত্র, ধন, দৌলত সবই শ্রীগুরুদেবেরই—সম্পত্তি। চাই অকপট নিষ্ঠা। এ পর্য্যন্ত আমি শ্রীগুরুদেবের কোন অনুষ্ঠানে সাক্ষাদ্ভাবে একটি কপর্দ্দকও দি নাই। তিনি তো সবই জানেন, অন্তর্য্যামী তিনি। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী মহারাজগণের সেবার আদর্শ গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়, অন্ততঃ যতটা পারা যায়। বণিগ্‌বৃত্তি আমার নাই, মঠে প্রায়ই প্রসাদ পাই, আমার একটি একটা প্রধান অহঙ্কারের বিষয় যে, যদিও আমি মঠে কখনও এক পয়সাও দি নাই তথাপি প্রসাদ সেবন করিতে কখনও [illegible] হই নাই। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিতে [illegible] হইলে কি আর রক্ষা আছে? [illegible] সর্ব্বপ্রধান [illegible] সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি ব্যতীত অন্য অন্নগ্রহকে [illegible] ভগবৎপ্রসাদ [illegible] জীবকে মুক্তহস্তে বিতরণ [illegible] মঠের অন্নপ্রসাদ দুবেলা সেবা না করিলে মাদৃশ বিষয়-বিষ্ঠা গর্ত্তের কীটের [illegible] হইতে মুক্ত হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমি এইজন্যই আমার বন্ধুদিগকে বলিয়া থাকি যে, অন্তর শুদ্ধ হইলে এই সংসারই কৃষ্ণের সংসারে পরিণত হয়। [illegible] এই ভিতরকার কথাটা জানেন [illegible] তাঁহারাই বৈষ্ণব গৃহস্থদিগের প্রায় লোকব্যবহারের অভিনয়ের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে অসমর্থ।

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, ভক্তিরঞ্জন)

যৎ সেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং
সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি॥

—শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৭

যাঁহাদের সেবা-দ্বারা আমার চরণ-কমল পবিত্র রেণু হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমি সমুদায় লোকের পাপ নষ্ট করি এবং নিজেও এতাদৃশী শীলতা লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ-লেশ লাভ করিবার নিমিত্ত অনেক নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত হইলেও কমলাদেবী নিমিষও আমাকে ত্যাগ করেন না, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূলাচরণ করে, সে কখনও, আমার অনুগ্রহলাভ করিতে পারে না।

কিন্তু এ-সমুদায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ বা মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ নহেন। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ বেদ না জানিতেন, তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণব্রুব' বলা হইত অথবা নামধারী ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করা দূরে থাক, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎস্বরে যে, প্রণব 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না; সুতরাং ঠিক উচ্চারণও করিতে পারেন না। ঠিক উচ্চারণ না হইলে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিলে, বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য তাঁহার শত্রুর উৎপত্তি কামনা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ইন্দ্রশত্রো' এই কথা বলিবার সময় 'শত্রো' উদাত্ত-স্বরে না করিয়া 'ইন্দ্র' পদ উদাত্ত-স্বরে উচ্চারিত [illegible] তৎপুরুষ না হইয়া বহুব্রীহি সমাস [illegible] শত্রুঃ [illegible] তাঁহার আক্রমণ [illegible]

[illegible] বা বুদ্ধিরিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥
—শ্রীভাগবত ৬।[illegible]

এ কথা বেদের মন্ত্রের মধ্যে পাণিনীর [illegible] উক্ত হইয়াছে যে,—

আহুতীয়ঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥

অস্মদীয় আত্মকায় ভগবান্ শাসনাচার্য্য প্রভুও এ কথা উক্ত বেদের তাহার উপ-[illegible]শিক্ষাতেও এ কথা কহিয়াছেন।

দ্রাবিড়দেশীয় আমার বেদাধ্যাপক আচার্য্য প্রভু কহিতেন যে, তাঁহাদের দেশে ব্রাহ্মণবালকগণ যজ্ঞোপবীত ধারণের পর বেদপাঠ আরম্ভ করে। এখনকার সাধা-রণ ব্রাহ্মণগণ পাঠশালায় 'চার বেদ' পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু বেদ যে কি তাহা তাঁহারা জানেন না।

পিতৃদেব কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; মহাভারতানুবাদক মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি সে সময়ের লোক ছিলেন। পিতৃদেবের নিকট ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, নাটক, শ্রীভাগবত ও সামবেদের কতক দূর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কর্ম্মস্থানে যাই। তথায় ঘটনাক্রমে উক্ত দ্রাবিড়-দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার নিকট বেদান্তদর্শনের শারী-রক-ভাষ্য পাঠ করি। তাঁহার এত স্মৃতি-শক্তি ছিল যে, ভাষ্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। পরে সাংখ্যদর্শন পাঠ আরম্ভ করি। তাহা মধ্যে একদিন ঋগ্বেদের প্রমাণ ছিল, তিনি কহিয়াছিলেন,—"কাল ঋগ্বেদটা আনিও"। পুস্তক লইয়া যাইবার পর তিনি কহিলেন, "পড়"। আমি কহিলাম,—"আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ আছে নয়?" তিনি কহিলেন,—"কে ব'লে? আমি যখন তোমাকে অনেক ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ দেখছি, তখন কেন পড়বে না?" তিনি জাতি-বিচার করেন নাই, তাঁহার হৃদয় এত উচ্চ ছিল! পশ্চিমের জেলা-[illegible] কোনও আমানবালী (অধুনা গোলোক-গামী) হরিপদ গোস্বামিপ্রভুর অনুরোধে [illegible] সাম বেদ আমের কাণ্ড পর্য্যন্ত ([illegible] ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত) [illegible] করিয়াছিলাম। পরে পূজ্যপাদ [illegible] শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের [illegible] উক্ত বেদ বাহির করিতে দেখিয়া [illegible] হইল, [illegible] সে পাণ্ডিত্য আমার [illegible]।

এখনকার ব্রাহ্মণগণের কেবল লৌকি-[illegible]-বিচার। পূজ্যপাদ পরমহংস [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভ-[illegible] সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তি [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] কতকগুলি ইতর-প্রবৃত্তির ব্রাহ্মণ, [illegible] খবর লইয়া তাঁহার বিদ্বেষ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কত উচ্চহৃদয়ের—তাহা চিন্তা করেন না। গৌড়ীয়ে তাঁহার প্রবন্ধ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে যে "তৃণাদপি সুনীচেন" শিক্ষা আছে, তাহা তিনি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এরূপ অনেক গুরু দেখিয়াছি যে, শিষ্য প্রণাম করিলে, বৃত্যাকারি পকড় ন্যায় শিষ্য-মস্তকে পদার্পণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি নত হইয়া যুগল হস্ত মস্তকে দিয়া প্রণাম প্রতিদান করেন। এরূপ গুরু দেখিয়াছি যে, শিষ্য-গৃহে পদ ধৌত করিতে করিতে বলেন, "আহা! এজলও ফেলে!" একথাও ঠিক, কারণ বৈষ্ণব-চরণ-জল প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কিছু নহে সম্বন্ধ। ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের মাহাত্ম্য অধিক—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—

শ্রীভাগবতে ১১।১৯।২১।

গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, ভক্তের পদ-ধৌত জল সেই গঙ্গারও অধিক পূজ্য। তজ্জন্যই কি তিনি কহেন যে, "আহা এ জলও ফেলে!" 'আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী,"—এই মহাজন বাক্য তক্ত-ক্রমের ধারণাতীত। আমার কনিষ্ঠ পুত্র (ক্ষুদিরাম) সীতাকে শ্রীল প্রভুপাদের পাদোদক চাহিয়া পায় নাই। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের এত দৈন্য যে, তৃষ্ণায় এক ঘটি জল তিনি কোন শিষ্যকে আনিতে আদেশ করেন না। কারণ বড় না হইলে ত ছোটকে আদেশ করিতে পারেন না। তিনি বড় হইতে চাহেন না, কারণ তাহা হইলে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যে পালন করা হয় না। হরিকথা কীর্ত্তনের সময় তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্ঞান থাকে না। অনেক ক্ষণ বক্তৃতা দিবার পর শিষ্যদিগকে কহেন "আপনাদের সাধন ভজনের অনেক সময় নষ্ট করলাম।" শিষ্য পুত্রের শ্রেণী, সে শিষ্যকে সম্মান-সূচক "আপনি" প্রভৃতি বাক্য-প্রয়োগ অন্য গুরুর মুখ হইতে কখনও কোথাও শ্রবণ করি নাই। তিনি কত মঠ প্রস্তুত করাইতেছেন, ঈর্ষাকারিগণ তাহা দেখিয়াছেন কি? মঠসকলে ক্ষুধিত ব্যক্তিমাত্রই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। রবীন্দ্রবাবু যে মহা ভারতের ঘটনা সম্বন্ধে গল্প লিখিয়াছেন, সে কুরুক্ষেত্রের "নরসিংহ কুরুক্ষেত্রে যে জীবপুষ্ট হইয়াছিল, সেই কুরুক্ষেত্রে [illegible] কেহ চিন্তা করেন কি? [illegible] মঠ নির্ম্মিত হইয়া ছাত্রগণকে যে শ্রীভাগবত পাঠ-দান হইতেছে, সে-কথা ঈর্ষাকারিগণ চিন্তা করেন কি? কলি-কাতার মঠে প্রতি বেলায় ৫০।৬০ জন প্রসাদ পান, তাহা কেহ চিন্তা করেন কি? একবার সামান্য মাত্র প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল, সে সময় ২৪।২৫ টি অভ্যাগত প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এত ভক্তি যে, সেই সামান্য প্রসাদে ২৪।২৫ জনের উদর পূর্ত্তি হইয়াছিল। নবদ্বীপ পরিক্রমা এতদিন ছিল কি? পরিক্রমা-সময় প্রতি বেলা সহস্র সহস্র যাত্রী প্রসাদ পান, তাহা ঈর্ষাকারিগণ দেখিয়াছেন কি? তাহাও যেমন তেমন ব্যঞ্জন নহে, ষোড়শোপ-চারে ভোজন। কত ব্যঞ্জন কে গণে যায়। প্রসাদ-প্রাপ্ত ক্ষুধার্ত্তগণ নিজ গৃহেও সে ব্যঞ্জন প্রাপ্ত হন না। তত্তদ্দ্রব্য কে দেয়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অথচ গোস্বামী মহারাজের হস্তে এক তুলসী মালিকা মাত্র সম্বল। শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া সে অর্থ সঞ্চয় করেন না। সে সময় অচার্যাত্রিক বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের যে প্রসাদ ভোক্তাদিগকে যত্ন, তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সকলের প্রসাদ পাওয়া হইলে তিনি প্রসাদ পান। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। পরিক্রমা-কালে দেখিয়াছি যে গোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তনকারিগণের সহিত পদব্রজে গমন করেন, সে কোমলপদে যে কত কঙ্কর প্রস্তরের আঘাত লাগে, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; তিনি শিষ্যগণের মনোরঞ্জন ও উৎসাহের জন্য তাঁহাদের সহিত পদব্রজে গমন করেন। যে সময় হাতী যায়, অন্য শুরু হইলে হাতীপৃষ্ঠে চলিয়া যাইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

মাসাধিক ব্যাপী মহোৎসব

গত ৪ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার দ্বাদশী দিবস শ্রীধামপুরী পুরুষোত্তম মঠে একটী বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর জননী দেবী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণ-কৃষ্ণ সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য ধন আরকট এম, এ, বি, এল এবং কটক ও পুরীর বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উৎসবে যোগ-দান পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ, সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা এবং কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা

—•—

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-সেবকবৃন্দের সংকীর্ত্তন যজ্ঞ

পুরী, ২২।৬।২৯

অদ্য শ্রীস্নান-পূর্ণিমা। এই তিথিতে নীলাচল-নাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব [illegible] বলিয়া এই পুণ্যদা, মোক্ষদা, পরমার্থ-জননী তিথি শ্রীস্নান-পূর্ণিমা নামে বিখ্যাত। কর্ম্মিগণ পুণ্যলাভের জন্য, পঞ্চোপাসকগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত এবং শুদ্ধ-ভক্তবৃন্দ অহৈতুকী বা শুদ্ধা সেবাবৃত্তিলাভ-বাসনায় এই তিথিতে ক্ষেত্রমণ্ডল শ্রীপুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা দর্শনার্থ আসিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নীলাচল-শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠের ভক্তবৃন্দ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে মহা-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। সংকীর্ত্তন-পিতার এই সেনাধ্যক্ষ বৈষ্ণব-পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের অধিনায়কত্বে প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে এক বিরাট সংকীর্ত্তন-বাহিনী বহির্গত হইয়া মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝরাদি বাদ্য-যন্ত্র-সমূহের সুমধুর-তান-লয়-সমন্বিত অতি সুমধুর শ্রীনাম-ধ্বনিতে গগন, পবন এবং নীলাম্বু-বারিধির ঊর্ম্মিমালা মুখরিত করিতে করিতে ৯ ঘটিকার সময় শ্রীমন্দিরের সমীপবর্ত্তী হন। সেই সময় স্নান-বেদীতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানের আয়োজন চলিতেছিল। ভক্তগণ স্নান-বেদীতে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—এই বিগ্রহত্রয়-দর্শনে প্রেমে অধীর হইয়া, মহা-মন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইপ্রকার সওয়া এগারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলে। এই সময় পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধ সুশীতল বারি ঢালিতে থাকেন, তদ্দর্শনে ভক্তমণ্ডলী আরও উল্লসিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। উপস্থিত অসংখ্য দর্শক-মণ্ডলী প্রকৃষ্ট শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে অতীব সন্তোষলাভ করিয়াছেন। অবশেষে সকলে শ্রীচরণামৃত গ্রহণ-পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন-মুখে বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন।

[illegible]গোস্বামী [illegible]

৬ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৬

আমার বৈষ্ণবাভিমান

আমি অনেক সময় মনে করি যে, আমি খুবই প্রাণঢালা সেবা করিতেছি। এই অল্প দিন মধ্যে আমি এতটা সেবা-নিপুণ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার প্রবীণ গুরুভ্রাতৃগণ দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত; কিন্তু আমার এতাদৃশ সেবার বিনিময়ে আমি যোগ্য প্রতিষ্ঠা বা সম্মান পাইতেছি না, এখানে গুণগ্রাহী কেহ নাই। দুর্ভাগ্য আমার—আমি এটা বুঝিয়াও বুঝি না যে, গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার প্রতি বড় দয়ালু; তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে এতখানি সেবার সুযোগ দিয়াছেন এই জন্য, যাহাতে আমি ক্ষণমাত্রও বাহ্য-চিন্তার অবকাশ না পাই। তাহা হইলেই কার্য্যতঃ অসৎসঙ্গ ত্যাগ ত হইবেই, অন্তরেও অসৎসঙ্গ বা অসদালোচনার অবকাশ হইবে না। যেটা গঙ্গাপেক্ষা দুষ্কর, সেইটিই অবহেলে সম্পাদিত হইয়া যাইবে।

আমার আরও একটি প্রধান দুর্বুদ্ধির বিষয় এই যে, আমি আমা অপেক্ষা বয়ঃ-কনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে অগ্রাহ্য করি মনে করি, তাহাদের বয়সের তুলনায় বৈষ্ণবতাও বুঝি কম এবং তাহাদের সঙ্গে সেইরূপ ভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকি। কাজে-কাজেই আমি একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, যে সে বৈষ্ণব নয়, একজন পাকা বৈষ্ণব হইয়াছি। তখন সেই অভিমান আমাকে এত অন্ধ করিয়া তুলে, এত উর্দ্ধে উঠাইয়া দেয় যে, পরক্ষণেই আমাকে সহস্র যোজন নিম্নে নামাইয়া দেয়। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ এইটুকু বিচার করিতে পারি না যে, তুলসী পাতার বড় ও ছোট দুইই যেমন সমান পূজ্য, সেইরূপ বৈষ্ণব বয়ঃকনিষ্ঠই হউন, আর বৃদ্ধই হউন, উভয়কেই সমভাবে দর্শন ও পূজা করিতে হইবে।

আমি আবার আভিজাত্যের অভি-মানে অন্ধ হইয়া অনুক্ষণ এই চিন্তা করি,—যেহেতু আমি উচ্চকুলজাত, সুতরাং নীচকুলজাত ব্যক্তিগণ আমা অপেক্ষা সর্ব্বদাই ছোট। আমি সেই বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করিব না। [illegible] যে আমার সুবিধা হইয়া [illegible] অন্তর্য্যামী বৈষ্ণবগণ আমার [illegible] বুঝিতে পারিয়া আমাকে জানিয়া দেন—আপনি একে ব্রাহ্মণ, তার বৈষ্ণব, 'সোনায় সোহাগা'! আপনার ন্যায় বৈষ্ণবতা আর কার আছে? অমনি মায়াপিশাচী আমার কাণে কাণে এই মন্ত্র পড়িতে থাকে, "সাবধান, ওদের উচ্ছিষ্ট খাস্ নে, ওদের পদধূলি গ্রহণ করিস্ নে, ওদের পাদজলে স্নাত হ'স নে। তুই যে জাতিতে শ্রেষ্ঠ।" তখন আবার অন্ত-র্যামী গুরুদেব আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়া আমাকে রঘুনাথের জাতিখুড়া কালিদাসের জীবনী বাধ্য জানাইয়া থাকেন যে, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৃপায় বঞ্চিত হইবে।

আমি মনে করি যে, আমি একজন ভাল বক্তা হইয়া পড়িয়াছি, আমি এরূপ ভাল পাঠ করিতে পারি যে, আমার প্রাচীন গুরু ভাইগণ আমার মত জনমনোরঞ্জনকর পাঠ করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা পাঠ করিলে আর আমি কি শুনিব? আমার বিচার আর তাঁহারা জানেন না, কিন্তু আমার প্রধান ভুল এই যে, বৈষ্ণবের মুখ নিঃসৃত বাণী ও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত বাণীতে যে, কত পার্থক্য, তাহা বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণব জড় সাহিত্যিক না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য গোলোক হইতে আগত, তাহা শুনিলে আমার কেন, পশু পক্ষী প্রভৃতি যাহাদের বাক্‌শক্তি নাই, তাহারা পর্য্যন্ত মুক্তি পাইয়া যাইবে, কিন্তু আমার ন্যায় বৈষ্ণবাভিমানী, মায়াদাস, বিষয়-সঙ্গীর চীৎকার—গলাবাজিমাত্র সার। এই গলাবাজিতে আমার নিজেরই মঙ্গল হইবে না, অন্যের ত দূরের কথা। জড় পাণ্ডিত্যের দ্বারা কি বৈকুণ্ঠ বস্তুকে জয় করিতে পারা যায়? তাই আজ গুরু বৈষ্ণবগণের চরণে গললগ্নীকৃতবাসে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি,—হে গুরো হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ, আপনারা দয়া করুন—এই বৈষ্ণবাভিমানী, কপট বঞ্চক মায়াবাদীকে কৃপা করুন, যাহাতে নিষ্কপটে আপনাদের সেবার অধিকার পাইতে পারি।

মায়াবাদি কল্পিত নির্ব্বিশেষবাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবাদী বলিতেছেন, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও সধর্ম্মক, সবিশেষ বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ। কারণ সধর্ম্মক মানিলে শ্রুতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈত শব্দের সঙ্গতি কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। যেহেতু এক ধর্ম্ম এবং এক ধর্ম্মী অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মী ব্রহ্মকে স্বীকার করিলে এইরূপ দ্বৈতের উৎপত্তি হয়; কিন্তু ব্রহ্মকে কেবল নির্দ্ধর্ম্মক বা নির্ব্বিশেষ মানিলে দ্বৈতোৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু যাঁহারা ব্রহ্মকে সধর্ম্মক বলেন তাঁহারাও সেই ধর্ম্মের বা বিশেষের আধাররূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করিতে বাধ্য এবং যাহা বিশেষ ধর্ম্ম রূপ আশ্রিতের আশ্রয় অর্থাৎ যাহা স্বীয় আশ্রিতের অবস্থিতির নির্ব্বাহক তাহাই সেই বস্তুর আধার, সুতরাং আধার আধেয়ের উপজীব্য এবং আধেয় আধারের উপজীবক।

উপজীব্য সর্ব্বদা উপজীবকাপেক্ষা বলবান্ হওয়ায় উপজীবক স্বীয় উপজীব্যের বিরোধাচরণ করিতে সমর্থ নহে। নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্ম স্বীয় ধর্ম্মের আধার ও উপজীব্য এবং ধর্ম্ম তাঁহার আধেয় ও উপজীবক। অতঃপর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সমস্ত শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে-ছেন, তাঁহারা আধার-নিরূপিকা এবং উপজীব্য, এই কারণে সেই সকল শ্রুতি বলবতী।

আর সধর্ম্মক ব্রহ্মনিরূপিকা শ্রুতি-সকল আধেয়ের নিরূপিকা ও উপজীবক এবং উপজীবক কখনও উপজীব্যের বিরোধ করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু উপজীবক ও উপজীব্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, অতএব প্রতিপাদিত হইতেছে, যে, ব্রহ্ম সবিশেষ বা সধর্ম্মক নহেন, পরন্তু নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমরা যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিকে উপজীব্য বলিতেছ, তখন আমরাও সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতি সকলকে উপজীব্য এবং নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলকে তাহার উপজীবক ইহা বলিতে পারি, কারণ কোন বস্তুর অভাব নিরূপণ করিতে হইলে তৎপ্রতিযোগীকে কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করাই নিয়ম অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবের জ্ঞান যখন হয়, তখন সেই বস্তুটি যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল, এই বস্তু থাকা রূপ অস্তিত্বের জ্ঞানটা বস্তু না থাকা রূপ নাস্তিত্ব জ্ঞানের পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক, যেহেতু যে বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানে না, তাহার বস্তুর অভাব জ্ঞানও জন্মিতে পারে না।

যে কখনও চন্দ্র দেখে নাই, তাহার পক্ষে চন্দ্রাভাবের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এ বিষয়ে জন্মান্ধ ব্যক্তিই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সুতরাং স্থূলাভাবের জ্ঞান করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে স্থূলের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন, অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, সধর্ম্মক বা সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতি-সকল নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতি-পাদিকা শ্রুতিসকলের [illegible] ও উপ-জীব্য এবং উহারা তাহার উপজীবক। উপজীব্য যে উপজীবক হইতে বলবান্ তাহা পূর্ব্বপক্ষকারীর দ্বারাই স্বীকৃত নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মকে যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বলিতেছেন, তাঁহারাও অতঃপর ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন।

যদি একের দ্বারা অপরের বাধ করাইতে চান, তাহা হইলে উভয়ের দ্বারা উভয়েরই বাধ হইতে পারে, অতএব সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদিকা উভয় শ্রুতিই যখন তুল্য বলবান্ এবং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ স্বীকারে যখন সবিশেষপর বাক্যের সঙ্গতি কিছুতেই হয় না (কারণ, মায়াবাদী যে সবিশেষপর শ্রুতিসমূহ অবিদ্যাবান ব্যক্তির জন্য কথিত হইয়াছে বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে যুক্তি-ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে) কিন্তু সবিশেষ স্বীকারে যখন নির্ব্বিশেষপর বাক্যের 'প্রাকৃত সবিশেষধর্ম্ম রহিত' এই বিশেষ প্রতীতি-গত অর্থে সুষ্ঠু সঙ্গতি হইতেছে, তখন মায়াবাদীর অর্দ্ধকুক্কুটি ন্যায়া-বলম্বনে কল্পিত 'মাত্র নির্ব্বিশেষবাদ' যে নিতান্তই হেয় ও তুচ্ছ, তাহা প্রমাণিত হইল।

মায়াবাদী পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, উভয় প্রকারের শ্রুতিসমূহের সঙ্গতি অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা হইতে পারে অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ হইলেও সেই ব্রহ্মই অনাদি মায়ার সম্বন্ধ-বশতঃ স্বীয় আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মের কল্পনা করিতে থাকেন এবং সেই ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা সোপাধিক ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়েন।

শুদ্ধব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, অবিদ্যাবানের বুদ্ধি ইহাতে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্র অজ্ঞানিগণের চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল প্রদানের জন্য সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতি-পাদিকা শ্রুতিসকলের দ্বারা কল্পিত বিশেষ-বিশিষ্ট সোপাধিক শবল ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানিগণের উপা-সনা সৌকর্য্যার্থে কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন এবং যখন উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফললাভ হয়, তখন নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্মই উপলব্ধ হয়েন। যেমন নির্ব্বোধ বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার উদ্দেশ্যে মিষ্টদ্রব্য খাইতে দিবার লোভ দেখান হয়, তদ্রূপ শ্রুতি অজ্ঞানীদিগের চিত্তশুদ্ধি করণোদ্দেশে কল্পিত শবল ব্রহ্মের উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন—এইরূপে অধ্যারোপ বাদ দ্বারা উভয় প্রকার শ্রুতিসকলের সার্থকতা সিদ্ধ হয়।

ওহে অদ্রোতপন্থি মায়াবাদি! আচার্য্যের গোস্বামীর মনোগদর্শোথ পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি-সমূহের উত্তর প্রদান করা যাইতেছে; তোমরা যে বলিয়াছ, চিত্তশুদ্ধির জন্য উপাসনা আবশ্যক এবং শ্রুত্যুক্ত সোপাধিক বা সধর্ম্মক ব্রহ্ম মাত্র সেই প্রয়োজনের সাধক, আচ্ছা, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে কি যে, শ্রুতিকথিত নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম এই সৌপাধিক ব্রহ্মের সহিত ভেদবিশিষ্ট বা অভেদ? অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মরহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট এই শবল ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্ অথবা একই এবং যদি উঁহারা পৃথক্ হয়েন তবে সেই পার্থক্য কেবলমাত্র উপাধিগত অথবা প্রকৃত?

শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম এক না হইয়া যদি প্রকৃত পার্থক্য-বিশিষ্ট দুইটী হয়েন, তাহা হইলে অদ্বৈত-সিদ্ধির পরিবর্ত্তে দ্বৈতের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে ব্রহ্মসূত্রের 'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ' (৩।২।১ সূত্র) সূত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ সমস্ত বেদান্তে ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য জগৎকারণ বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণ পরমব্রহ্ম সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি বিষয়ে অপ্রতিহত শক্তিমত্তা হেতু পরমাত্মার সম্বন্ধেই সত্য সংকল্পত্বাদিগুণ উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসসূত্রে প্রসিদ্ধ একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, সুতরাং উপাস্য ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত পৃথক্ বলিলেই ব্যাসদেবের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, সুতরাং শ্রুত্যুক্ত নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্মে প্রকৃত ভেদ মানিবার উপায় নাই, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের গুণাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, পরন্তু উহা ব্রহ্মের স্বভাবভূত গুণ (পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ) এবং নির্গুণ শব্দে প্রাকৃত গুণরহিত ইহাই বুঝিতে হইবে। যদি নির্গুণ শব্দে অপ্রাকৃত গুণাভাব কল্পনা করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না। বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে শ্রুতির উপদেশ তারতম্য এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে খণ্ডিত হইয়াছে এবং উপজীব্য ও উপজীবকভাবে সবিশেষপর শ্রুতি অপেক্ষা নির্ব্বিশেষপর শ্রুতি বলবান্ এইরূপ কল্পনাচালিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরও বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে, অতএব শ্রুতি-কথিত নির্গুণ শব্দের পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধপ্রকৃতিগত অর্থই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

যদি উপাধি দ্বারা মায়াবাদী—ব্রহ্মে ভেদ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই উপাধিটী কি এবং তাহা কি উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও জানা আবশ্যক হইবে, ইহার উত্তরে যদি অনাদি মায়াকেই ব্রহ্মের স্বরূপ ভেদের কারণ বলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়াকে লইয়া সুস্পষ্ট দ্বৈত হইয়া পড়িতেছে এবং তাহা হইলে 'সদেবসোম্যেদমগ্র-আসীৎ' এই শ্রুতিবাক্যের বিরোধাচরণ করা হইবে। কারণ উক্ত শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন সত্তার বিদ্যমানতা নিষেধ করিয়াছেন, আরও 'সোঽহমীক্ষণাঞ্চক্রে আত্মনোঽপশ্যৎ' অর্থাৎ দৃষ্টি-নিক্ষেপ পূর্ব্বক আপনাকে ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিলেন না, এই শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সমর্থন করিতেছেন, অথচ মায়াবাদী এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছেন যে, মায়ারূপ উপাধি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল।

(ক্রমশঃ)

আমার বৈষ্ণবদর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, কটক)

প্রঃ কেন বোষ্টম্ হইলে?

উঃ ভগবৎ সেবার জন্য।

প্রঃ সেবা টেবা আমি বুঝিতে পারিব না, ও বোষ্টুমে কথা আমার ভাল লাগে না, বল ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য।

উঃ আচ্ছা, তাই।

প্রঃ যদি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্যই হয়, তা হলে তুমি কি মনে কর, ভগবান্ তোমারই মত একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক?

উঃ কিরূপ?

প্রঃ যে লোক দুনিয়ার কোন কাজ করলে না, এমন কি বাপ মাকে পর্য্যন্ত সেবা যত্ন করলে না, তাঁহাদের রক্তজল করা পয়সা হইতে তাঁহারা যাহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহাদের সেই পয়সাগুলি জলে দিল, এইরূপ একটা নিষ্ঠুর স্বার্থপর (যে সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে চাহে না) ঘৃণিত লোককে ভগবান্ দয়া করিবেন?

উঃ আমায় বিশ্বাস করিলেন।

এই যদি তোমার বিশ্বাস হয়—বলিহারি তোমার বিশ্বাস, ঐ বিশ্বাসের বালাই লইয়া তুমিই থাক, এ দুনিয়ার আর যেন কাহাকেও বিশ্বাস স্পর্শ করে না। হায়! মানুষের যদি এইরূপ বুদ্ধি-ভ্রংশ না হয়, তা হ'লে কি তা'রা এমন কাজ করে?

প্রঃ আচ্ছা তুমি একবার আমাকে বল দেখি, তুমি যে আজ এই ৪।৭ বৎসর ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছ, তাহার দ্বারা দেশের বা আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের কতটুকু উপকার হইয়াছে?

উঃ উপকার হয়েছে, হচ্ছে, বা হবে কি না এ সমস্ত বিচার করিবার ভার আমাদের উপর নাই। আমাদের গুরুদেবের আদেশ ভগবানের নাম প্রচার করা, তাই তাঁহার আদেশ অনুসারে এই কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছি।

এইরূপে তাঁহাকে আমি অনেক আঘাত করিলাম। তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অহো! তাঁহার আজ একি ভাব, তিনি যেন হিমালয়-সদৃশ অচল, অটল, গম্ভীর। তৎপরে বলিলেন, আপনার কথা কি হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তা' হলে আপনাকে আমি ২।১ টা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি বলিলাম, হলেও হলো, না হলেও হলো—আমি দেখিতেছি তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে, কোন কিছু সুযুক্তি তোমার স্পর্শ করে না। তুমি কি কিছু নেশা টেশা করিতে শিখিয়াছ যাতে করে তোমার *intellectual capacity* একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে? উত্তরে বলিলেন, না আমরা পান পর্য্যন্ত খাই না। আমি বলিলাম, পানটা পর্য্যন্ত খাও না তবে বুঝি মালপো খাও, তা বেশ বেশ আমি চুপ করিলাম। তোমার কি বক্তব্য আছে বল।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন—আপনি ভগবানের কাজ ঠিক ঠিক করিতেছেন ও ভগবান্‌কে আপনি নিশ্চয়ই পাইবেন?

উঃ—নিশ্চয়ই। যদি কেহ পায় তো আমার মত লোকই পাইবে। তোমাদের মত বেশধারীর অনন্ত নরক, কারণ 'আমরা অর্থের দ্বারা আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, দেশ এবং দশের যতদূর পারি সাহায্য করিয়া থাকি। নিজে না খাইয়া অপরকে সাহায্য করি। দৈহিক সামর্থ্যের দ্বারা নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া অপরের বিপদ আপদে ঝাঁপাইয়া পড়ি। বাক্যের দ্বারা সত্যের জন্য সদাই লড়াই করি। সত্য কথা বলিতে আদৌ দ্বিধা করি না। তদুপরি দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছি। সকাল সন্ধ্যায় মা তারাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি। এরূপ অবস্থায় যদি ভগবান্‌কে না পাই (উত্তেজিত হইয়া) তা হলে পাইবে কে, তুমি?

তিনি বলিলেন আপনি বড় *materialistic idea*র লোক, ভগবৎ অনুভূতি হওয়া আপনার প্রকৃতির লোকের একটু দুরূহ। আচ্ছা আপনি কি শাস্ত্র মানেন?

উঃ—নিশ্চয়ই, আমি গীতা খানি খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছি।

প্রঃ—পড়িলা কি বুঝিয়াছেন?

উঃ—বুঝিয়াছি কর্ম্মটাই প্রধান। কেবল কর্ম্ম করিব, যেমনি কর্ম্ম করিবেন, তোমাদের বোষ্টমের [illegible] একথা আছে,—যথা 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'।

তিনি বলিলেন, তা বেশ বেশ, আপনি দেখছি অনেক কথা জানেন।—

—আচ্ছা গীতায় কি আপনি এ কথা পড়েছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

আমি বলিলাম, পড়েছি বৈকি, ইহার অর্থ সকল ধর্ম্ম বাদ দিয়ে ভগবান্‌কে আশ্রয় করা। আমি তো তা করেই আছি, ভগবানে আমার অগাধ বিশ্বাস, তবে বর্ত্তমানে একটু গণ্ডগোল হইয়াছে, সে জন্য কোন ভাল লোক খুঁজিতেছি। তিনি বলিলেন—ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, ত' হলে তারা তারা করেন কেন?

আমি বলিলাম, যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী, কালী কৃষ্ণতে কি কোন তফাৎ আছে? কালী কৃষ্ণকে তফাৎ করা পাষণ্ডতা। তিনি বলিলেন, কালী কৃষ্ণকে তফাৎ ভাবা যেমন পাষণ্ডতা, কালী কৃষ্ণকে এক ভাবাও তেমনি পাষণ্ডতা। আপনার অনেক গোল আছে, আর যে ভাবে চলিতেছেন, উহার ফল কি জানেন?

স্বর্গ ভোগ, ভগবৎ-প্রাপ্তি নহে। আপনার অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু দোষও কিছু আছে, কারণ মানুষ ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা, এই দোষ চতুষ্টয়ে সর্ব্বদা দোষী—একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। এইরূপে পুণ্য কাজের জন্য স্বর্গ ভোগ করিবেন এবং যাহা অন্যায় করিতেছেন, তজ্জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে। ভগবানের খাতায় পুণ্য কাজের জন্য স্বর্গভোগ এবং মন্দ-কাজের জন্য নরক-ভোগের ব্যবস্থা থাকে। আপনার তো একাউণ্টে কাজ করেন, ডেবিট ক্রেডিট বোঝেন ভাল, সুতরাং মনে করিতেও পারেন, বুঝি বাদ উশুল দিয়া একটা এমন কিছু দাঁড়াইবে, যাহাতে মারিয়া দিবেন, তাহা নহে। আবার দেখুন শাস্ত্র বলিতেছেন—আপনি যদি খুব সাংসারিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন, অথচ যদি আপনার বিষ্ণুভক্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনার জীবন আদৌ মঙ্গলময় হয় না।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

ইত্যাদি শ্লোকে যে ধর্ম্মের কথা আছে, ইহা সাধারণ লোকের ধর্ম্ম অর্থাৎ [illegible] ভাল মন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এইরূপ লোকের ধর্ম্মের লক্ষণ মনুসংহিতায় এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু [illegible]

সম্পূর্ণ মুক্তাবস্থা করিয়াছে, নিখিল বিষ্ণু-ভক্তোত্তমকে বলিতেছেন—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্প সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার কেমন একটা যেন খটকা লাগিয়া গেল। আমি বলিলাম, স্বর্গে যাইব অথচ ভগবানকে পাইব না এসন কি বলিতেছ?

স্বামীজী বলিলেন, আজ অনেক কথা শুনিয়াছেন, আজ আর নহে, আমরা এখানে ৪।৫ দিন আছি, যখন যেখানে পাঠ-কীর্ত্তন হয়, শুনিবেন এবং অবসর পাইলে আসিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

এইরূপে ৪।৫ ঘণ্টা কাল সেই মৃত্তিকা-স্তূপের উপর কাটাইয়া স্বামিজীকে ঠাকুরবাটি রাখিয়া সেদিনকার মত বাটী ফিরিলাম।

যখন বাটী ফিরিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। খাবার প্রস্তুত ছিল, খাইয়া শুইলাম, কিন্তু ঘুম আর হ'ল না, মনটা কেমন যেন সোয়াস্তি পাইতেছিল না। মনে হইতে লাগিল, একি হইল আমি যে ভাবিতাম, যুবককে একবার হাতে পাইলে তাহার সন্ন্যাসী গিরি ভাল করিয়া দিব, কিন্তু এখন যে উল্‌টা দেখিতেছি, আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধিতো ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। আমি দেখিলাম, উহার ভিত্তি আমা অপেক্ষা খুব শক্ত, উহাকে ফিরান আমার শক্তির অতীত। আর আমাকে বলিল, আপনি যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার ফল স্বর্গ-ভোগ, ভগবৎপ্রাপ্তি নয় এবং উহার দ্বারা আপনি কেবল স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতে থাকিবেন, এইরূপ ওলট পালট করিয়া আপনি চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবেন এবং উহা হইতে নিস্তার কখনও পাইবেন না,, একথাগুলি কি ঠিক? যদি একথাগুলি ঠিক হয়, তা' হ'লে উপায়? কর্ম্ম করিব না তো কি করিব? আর কর্ম্ম করিতে যাইলে তো হয় পাপ না হয় পুণ্য একটা হইবেই হইবে। যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তা' হ'লেও মনতো আমার চুপ করিয়া থাকিবে না? সে তো একটা না একটা কিছু করিবেই করিবে। ইহার উপায় যুবক কি কিছু শিখিয়াছে? দেখি, রাত্র কটা বাজি-য়াছে। উঃ একি ব্যাপার! রাত্রি ৩টা, আজ তো আর ঘুম হল না। উঠি, আর শুইব না। অতঃপর প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া একটু ঘোর ঘোর থাকিতেই ঠাকুরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। যাইয়া দেখি, স্বামীজী ব্রহ্মচারিগণ বহু পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া-ছেন, সকলে শ্রীমালিকায় তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। আমি যাইবা মাত্র স্বামীজী মহা আনন্দিত হয়ে বলিলেন, এই যে এত ভোরে? আপনার কি রাত্রে ঘুম হয় নি? আমি বলিলাম, এক বিন্দুও হয়নি। তুমি আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছ যে, ভগবৎ প্রাপ্তি তো আমার হইবেই না, বরং এই কর্ম্মচক্র হইতে আমি কখনও পরিত্রাণ পাইব না। তাই আমার বড় ভাবনা হয়েছে। তুমি কি এর কিছু জান? উনি খুব দৈন্য সহকারে বলিলেন, আমি কিছু জানি, তবে গুরু-মহারাজের কাছে যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি ভগবান্ কি বস্তু, আপনি কি বস্তু, তায়া কে, কৃষ্ণ কে, ও কর্ম্ম কি—এইগুলি একটু ধৈর্য্য-সহকারে আলোচনা করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার সর্ব্ব-সংশয় বিদূরিত হইয়া মনে শান্তি পাইবেন। তৎপরে ঐ-সমস্ত কথা স্বামীজীর সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, বোষ্টম বলিতে আমি এতদিন যাহা বুঝিতাম, ইহাঁরা তাহা নহেন। আর যিনি ইহাঁদের এইরূপ করিয়াছেন, সেই গুরু-দেবই না জানি কিরূপ। সেই দিন হইতে ইহাঁদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বহুদলে মিশিয়াছি ও বহু দেখিয়াছি, কিন্তু এমন পবিত্র সঙ্ঘ কখনও দেখি নাই, উহাতে মোহিত হইয়া ইহাদের আশ্রয় লইয়াছি।

সহৃদয় পাঠকগণ! আপনাদের ধৈর্য্য-চ্যুতির ভয়ে আমি উপসংহার সংক্ষেপে সারিলাম। তবে আপনাদের নিকট এ অধমের সানুনয় নিবেদন, যদি কেহ বৈষ্ণব বলিতে মৎ সদৃশ বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকেন ও নিজ কর্ম্মকেই বহুমানন করেন, তিনি যেন একবার অনুগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব কে ও কর্ম্ম কাকে বলে এবং তাহার সীমা কতদূর, শ্রীচৈতন্যমঠ বা তাঁহার প্রধান শাখা-মঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বা তাঁহার অন্যান্য শাখামঠে আসিয়া বিচার করিয়া ল'ন, তা'হ'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাদৃশ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরও মঙ্গলের সম্ভাবনা হইতে পারে।

প্রেরিত পত্র

সিমলা-সংবাদ

সিমলা ২০।৬।২৯

সজ্জনসেবক শ্রীযুক্ত এম, ব্যানার্জ্জী মহোদয় সিমলা হইতে জানাইতেছেন,—

সম্পাদক মহোদয়, বিশেষ আনন্দসহকারে আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনাদের শ্রীচৈতন্যমঠের দুইটী সেবক শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ ও শ্রীপাদ কুলশেখর ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া এই সিমলা পাহাড়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া এবং বহু জীবকে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা-সুযোগ দিয়া দুই এক দিন হইল সম্ভবতঃ শ্রীচাঁদোয়েতে অভয় চলিয়া গিয়াছেন। অনেক লোকের নিকট আপনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়, কিন্তু এরূপ উত্তম কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনারা যেরূপ শ্রীমহাপ্রভুর কথা লইয়া সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া সজীবতার পরিচয় দিতেছেন, সেরূপ ত আর কোথায়ও নাই। সকলে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম লয়ে। শ্রীচৈতন্য ভক্তের দাসের মত মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে এই মহা জাগরণের ভাব দেখিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পুরী ২২।৬।২৯

অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সমাপ্ত হইল। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহাসংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর অগ্রণীরূপে মহাগাম্ভীর্য্যভাবচ্ছটার সহিত নীলাম্বুধির কূলে কূলে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মন্দিরচক্র দর্শনে প্রভুপাদ অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন এবং জোড়হস্তে চক্রবন্দনা করিতে থাকেন। ক্রমে গরুড়স্তম্ভের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তদনুগ ভক্তগণ তদনুসরণে শ্রীশ্রীস্নানমঞ্চোপরি অবস্থিত শ্রীজগন্নাথ বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে স্নান-বেদিকায় সুখে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে বেড়াকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দন্তকাষ্ঠ, চামরসেবা প্রভৃতির পর অষ্টোত্তরশত পূর্ণকুম্ভস্থ সর্ব্বতীর্থের জল দ্বারা স্নানোৎসব সম্পন্ন হইল। শ্রীল প্রভুপাদ স্নানজল মস্তকে ধারণ করিলেন, ভক্তগণও প্রভুপাদের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীমঠে প্রভুপাদ সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা মহোৎসবের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের গত ২রা আষাঢ় রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশন দিবসে শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু "জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ এবং কি উপায়ে ভগবান্ পাওয়া যায়" এই সম্বন্ধে অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়-গ্রাহিণী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃ মণ্ডলী ব্রহ্মচারী প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শ্রীসর্ব্বাত্মানন্দ স্বামিজী মহারাজ এবং উক্ত আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক মহাশয় প্রভৃতি বহু ভদ্রমহোদয়গণ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারকগণ শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া কলিহত জীবগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীমোহিনী মোহন রায় চৌধুরী
বালিয়াটী, জেলা ঢাকা।

শ্রেয়োনির্ণয়

(১)

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥
যোগ যাগ তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানাকাণ্ড রূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয়।
সেবকের বাক্য ধর, নানাকাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥

(২)

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন
নাহি জান বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে,
বন্দী হয়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখন ভকতিবলে,
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু জলে,
ক্রীড়া করি অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

(৩)

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী।
দয়াধর্ম্ম আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি॥
জ্ঞান তার পট্টসাটি, যোগ গন্ধ পরিপাটি,
এসবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণ মনচুরি।
রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা এসংসারে
পীরিতি-বিহীন গুণে কৃষ্ণে না তুষিতে পারি
বানরীর অলঙ্কার শোভা নাহি হয় তায়।
কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০ ; সাপ্তাহিক /০

সত্বর গ্রাহক হওয়া চাই।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	/১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৴
৯।	সাধককণ্ঠমণি	৷০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	অন্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৮৲ ৬৷৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	শ্রীহরি মাধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।/
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcutta

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট দণ্ড করে। পুন সেইখানে মায়া পাশে ডুবি মরে।

[illegible] জয়তঃ

১৭ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

পিছলদা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসান্তে নীলাচলে বর্ষ পঞ্চক যাপনের পর শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের উৎকট অভিলাষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমাদি পার্ষদগণকে অনেক সান্ত্বনা দ্বারা নিরস্ত করিয়া বিজয়াদশমীতে গৌড়ের পথে যাত্রা করেন। তৎকালে উৎকল দেশ হইতে বৃন্দাবনে যাইবার সুগম পথ ছিল না, অথচ অধিকাংশ দেশ হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্করে পরিব্যাপ্ত ছিল। আবার গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন করিতে গঙ্গাতীর দিয়া শতমুখীতে গঙ্গাপার হইয়া মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া রেমুণার পথে ক্রমে কটক ও পুরীতে পৌঁছিতে হইত। তৎকালে উৎকল দেশের সীমা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের অধিকাংশ স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও কথিত আছে, আদৌ মহাপ্রভু নীলাচল গমনার্থ গঙ্গাতীরে ছত্রভোগে শতমুখে-পতিতা গঙ্গা পার হইয়া নৌকাযোগে উৎকলদেশে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে উত্তরণ করিলেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত বর্ত্তমান নন্দীগ্রাম নামক থানার অস্তিত্ব প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না এবং উহার পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির কিয়দংশেই উড়িষ্যা দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইত। মহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গাপ্রবাহ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর, মথুরাপুর প্রভৃতি ডায়মণ্ডহারবার নামক স্থানের প্রায় ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত হইবার পর শতমুখী নামে দামোদর নদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। তথা হইতে পশ্চিম পারে তমলুকের ১৭।১৮ মাইল দক্ষিণে আসিয়া ক্রমে তাৎকালিক উড়িষ্যার সীমায় পদার্পণ করা [illegible]

মহাপ্রভু জননী ও জাহ্নবী দর্শনান্তে মথুরা গমনের অভিপ্রায় করিয়া বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রেমুণা হইতে রামানন্দকে বিদায় দানানন্তর ওড়্রদেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরবর্ত্তী স্থানগুলি দুর্দ্দান্ত যবনের করতলগত ছিল। সেই যবনরাজের অধিকার পিছলদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই যবনের এক বিশ্বাস উড়িয়া মহাপাত্রের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া উড়িষ্যার তাৎকালিক সীমায় অবস্থিত মহাপ্রভুর গণের সান্নিধ্যে রাজাকে আনয়ন করিল। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সেই যবনরাজ মনোহর গৃহসমন্বিত এক নৌকাতে সগণ মহাপ্রভুকে স্থাপনপূর্ব্বক দশ নৌকায় অসংখ্য সৈন্যপূর্ণ করিয়া জলদস্যু প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কুল মন্ত্রেশ্বর নামক নদ উত্তীর্ণ করাইল। অতঃপর তাহার অধিকারের সীমান্ত পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায়প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মহাপ্রভু পার্ষদগণের সহিত গঙ্গাতীরে গমনার্থ সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলনক্ষেত্র শতমুখী নামক স্থানে আসিয়া নৌকাযোগে পানিহাটীতে রাঘবভবনে উপস্থিত হইলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিম সীমায় একটী পিছলদা গ্রাম পাইতেছি। কলিকাতা হইতে বি, এন রেলযোগে ৪৪ মাইল পাঁশকুড়া ষ্টেশন, পরে মোটরযোগে ১৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে তমলুক, তাহার দক্ষিণে মোটরে ১২ মাইল নরঘাট যাইতে হয়। শেষোক্ত স্থান হইতে পদব্রজে ৬।৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ গ্রাম অবস্থিত। অথবা কলিকাতা আর্ম্মাণীঘাট হইতে সি, এস, এন কোং ষ্টিমারযোগে তমলুক এবং তথা হইতে উক্ত স্থানে পৌঁছানও সহজ উপায়। এই গ্রামটি বর্ত্তমানে প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল বিস্তৃত। ৮০।৯০টি বাটীর মধ্যে প্রায় ৬০ ঘর বৈষ্ণব, অবশিষ্ট কংসবণিক ও মাহিষ্য। ঐ স্থানের অধিকাংশ প্রাচীন লোকের নিকট হইতে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দ্বারা ঐ গ্রাম পবিত্র হইয়াছিল, এইরূপ কিংবদন্তী পুরুষপরম্পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে বলিয়া শুনা গেল। ৯৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের সময় তিনি তাঁহার পিতৃমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন—প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবলরাম দাস নামক কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পাদপূত স্থান অনুসন্ধিৎসু হইয়া ডায়মণ্ডহারবার (হাজিপুরের) পথে উক্ত স্থানে আসিয়া নানা প্রমাণবলে এবং তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতিক্রমে উক্ত গ্রামের সম্মানপূর্ব্বক তথায় কিয়দ্দিন বাস করেন। পরে সেই স্থানে তিনি স্থায়িভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগৃহস্থরূপে ভজনপরায়ণ ছিলেন। অদ্যাপি তদীয় সপ্তমাধস্তন এক বালক উক্ত গ্রামে বাস করিতেছে। তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীগোলোকবিহারী দাস বক্তার সমান বয়স্ক ছিলেন। উক্ত গ্রামের শ্রীচিন্তামণি অধিকারীর গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ও পাদুকাদ্বয় অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঐ ব্যক্তি নিরক্ষর এবং অধুনা পিছলদার পার্শ্বে কাশিমপুর নামক গ্রামের সীমান্তে বাস করিয়া অতি দৈন্যাবস্থায় সেবা প্রকট রাখিয়াছেন। দেবল দ্বারা অন্নভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু কোন্ মহাজন কতদিন পূর্ব্বে ঐ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না, তাহাদের বংশপরম্পরায় উহা চলিয়া আসিতেছে বলিল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চিত হইতেন। কিন্তু সেবকগণের দুরবস্থাক্রমে সেবাপরাধভয়ে প্রায় ২৫০ বিঘা দেবোত্তরসহ ঐ বিগ্রহ ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামবাসী তাঁহাদের পুরোহিতকে দান করা হইয়াছে। পিছলদার পার্শ্ববর্ত্তী রাইচক ও কাশিমপুর প্রভৃতি গ্রামে অদ্যাপি শতাধিক বৈষ্ণব গৃহস্থ বাস করিতেছেন। উঁহাদের অধিকাংশ লোকেই পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী জানেন ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

হাবড়া জেলার দক্ষিণাংশে রূপনারায়ণের তীরে অপর একটি পিছলদা নামক ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যায়। উহা সি, এস, এন কোং ষ্টীমার ষ্টেশনে তালাবাজের এক মাইল দূরে বর্ত্তমান। ২০।২৫টি গৃহস্থ মাত্র ঐ স্থানের অধিবাসী। কিন্তু প্রাচীন রেকর্ড প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায় যে, হাবড়া জেলার শ্যামপুর থানার দক্ষিণে প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ দেড়শত বৎসরের নূতন চর। তৎকালে প্রাচীন লোকগণের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, উঁহারা ৩।৪ পুরুষ পূর্ব্বে কৃষকার্থ ঐ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ [illegible] আমলের জরিপের সময় ঐ স্থানের অস্তিত্ব কোন রেকর্ডে পাওয়া যায় নাই। ঐ স্থানে কোন কিংবদন্তী বা শ্রীবিগ্রহাদির বিদ্যমানতার সাক্ষ্য প্রাপ্তি হওয়া যায় না। বিশেষতঃ ঐ স্থানে যাইতে হইলে মহাপ্রভুকে গঙ্গার মোহানা হইতে নিরর্থক ২০।২২ মাইল উত্তরে গিয়া পুনরায় গঙ্গাপ্রবাহ ধরিতে হয়। রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গম-স্থান ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্থান অপেক্ষা অনেক ক্রোশ উত্তরে ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভাগীরথীর সহিত দামোদরের সংযোগ বিধান করিলে হাওড়া জেলায় ঐ স্থানগুলি রূপনারায়ণের চরস্থলে উন্নীত হয়। রূপনারায়ণের পূর্ব্বপারে গমন করিয়া ঐ পিছলদায় পৌঁছিবার কোন উল্লেখ কোথায়ও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বর্ণনামূলে জানা যায় যে, উড়িষ্যা-পার্শ্বেই পিছলদার স্থান হওয়া উচিত। কেবল মন্ত্রেশ্বর নামক জলদস্যুপূর্ণ কোন নদ-মুখ এবং তৎপরবর্ত্তী দেশগুলি ব্যবধান থাকিবে।

এই সমুদয় ঘটনা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, শেষোক্ত পিছলদা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত স্থানেরই মহাপ্রভুর পাদপূত হইবার সৌভাগ্যের সম্ভাবনা অধিক। অনেক অনুসন্ধানেও ঐ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে পিছলদা নামে তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আশা করি, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রাপ্তাধিক শ্রীগৌরপদাঙ্ক পূর্ব্বোক্ত স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্তৎস্থানীয় সৌভাগ্যশালী নরগণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রদর্শিত কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা স্মরণ করাইয়া দিবে।

আমি সাধুসঙ্গ করি না কেন?

(অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ)

ইহার উত্তর অতি সহজ—সময় হয় নাই। সুকৃতিমান ব্যক্তির সাধুসঙ্গ লাভ হয়। আমার সুকৃতির উদয় না হইলে কিরূপে সাধুসঙ্গ সম্ভব? সুতরাং সাধু সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র ছুটাছুটি না করিয়া নিজের বিবেকের অধীন হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিলে যথাসময়ে সাধুসঙ্গ লাভ হইবে। সেজন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। সাধুগণ অত্যন্ত কৃপাশীল। তাঁহারা নিজে ইচ্ছা করিয়া অকারণে মাদৃশ ভাগ্যহীনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দেবদুর্লভ সঙ্গ প্রদান করিয়া আমাদিগকে ভবকূপ হইতে উদ্ধার করেন। যখন তাঁহাদের আগমন হইতেছে না, তখন [illegible]

...কিন্তু শুনিয়াছি ভগবানের কৃপা না হইলে সাধুকৃপা হয় না। ভগবানের ইচ্ছা হইলে সাধুসঙ্গ লাভ হইবেই। তাঁহার কৃপার অপেক্ষা করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই আমার সাধুসঙ্গলাভের একমাত্র এবং প্রকৃষ্ট উপায়। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন তথাকথিত সাধুর নিকট গমন করিব না। অনেক ব্যক্তি সাধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া ভণ্ড ধূর্ত্তদিগের হস্তে পড়িয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সাধু কে চিনিতে পারে? সাধু যাঁহাকে কৃপা করেন, কেবল তিনিই সাধুকে চিনিতে পারেন। ভগবানের কৃপায় সাধুর কৃপা হয়। তাহা না হইলে কেহই সাধুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না।

গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ আমাকে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গ করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। অবশ্য তাঁহাদের কোন দোষ নাই। যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস তিনি সেইরূপ কার্য্য না করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের অবহেলা হয়। তাঁহারা বিচার করিয়াছেন যে, আমাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার অনুগত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণের সহিত তাঁহাদের মঠে সঙ্গ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং এরূপ পীড়াপীড়ির জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেই না বরং প্রশংসাই করিয়া থাকি। তাঁহারা দয়া করিয়া ত্রিতাপ-পীড়িত বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সকলকে সাধুসঙ্গ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন ইহাতে জীবের প্রতি তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নিজেদের সাধুচিত্ত অহৈতুকী কৃপাই প্রমাণিত হইতেছে।

কিন্তু আমি তাঁহাদের এই আকুল আহ্বান সত্ত্বেও তাঁহাদের মঠেও পর্য্যন্ত যাই না, আমার কৈফিয়ৎ এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ এবং সাধুদিগের কৃপা অহৈতুকী। তজ্জন্য আমার পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। বরং এই পৃথক্ চেষ্টার থামিলেই স্বতঃ'নন্দ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাধুগণের সঙ্গ হইতে অবশ্য এই অন্যাভিলাষিতাশূন্য অবস্থা ক্রমে উন্নত হয়। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপা একই কথা এবং তদুভয়ই অহৈতুকী এবং সময় হইলেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই আপনিই উপস্থিত হইয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রাদির উপদেশ। প্রত্যেকে নিষ্কপট হইয়া স্বীয় অধিকারোচিত কর্ত্তব্য বিবেকের সাহায্যে যথাযথ সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদের সাধুকৃপা লাভ হইয়া থাকে সুতরাং সাধু সাধু করিয়া ছুটিয়া না বেড়াইয়া জগতের করিবার চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ লাভের অধিকতর সম্ভাবনা। আমি গৃহে থাকিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। ইহাই আমার বর্ত্তমান সাধুসঙ্গ। অন্য প্রকার সাধুসঙ্গের সময় এখনও আমার উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমি গৌড়ীয়মঠে যাই না, যদিও গৌড়ীয়মঠের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথোপকথনের পর তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি কেন গৌড়ীয়মঠে যান না, তাহা বুঝাইতে যত্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাঁহাকে হঠাৎ কার্য্যান্তরে তখনই অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল বলিয়া সেদিন নিবেদন করিবার সময় পাই নাই। আশা করি আমার বক্তব্য নদীয়া-প্রকাশের স্তম্ভে প্রকাশিত হইলে তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতে পারিবে।

আমি অবশ্য গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদের পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত বোধ করি। তজ্জন্যই আমার বন্ধুকে গৌড়ীয়মঠে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার বন্ধু যাহা বলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সম্পূর্ণ সত্য ও আংশিক সত্যের মধ্যে ব্যবধান নিতান্ত অল্প না হইতেও পারে। যাহা সম্পূর্ণ সত্যের বিরোধী, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য। সত্য সম্বন্ধে ওরূপ গোঁজামিল ব্যাপার চলে না। মাছের দর করা আর সত্যের বিচার করা সমজাতীয় নহে। আমারও কথা রইল আপনার কথাও রইল—এরূপ সন্তোষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণের প্রাপ্য বস্তু নহে। যাহা পূর্ণ-সত্যের অনুকূল একমাত্র তাহাই সত্য। যাহা পূর্ণ সত্যের প্রতিকূল একমাত্র তাহাই মিথ্যা,—ইহাই নিরপেক্ষ বিচার। মনে করা যাউক যে, গৌড়ীয়মঠ বাস্তবিকই সাধুদিগের বসতিস্থল এবং সেখানে গেলে সাধুসঙ্গ সম্ভব। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সেখানে যাওয়াই কর্ত্তব্য কারণ উহাকে সাধুসঙ্গ আখ্যায় ভূষিত না করিয়া আমার বন্ধুর তাহার কর্ত্তব্য, বলাই সমীচীন, কারণ তাহা হইলে আর তাঁহার কোন আপত্তির কারণ হইবে না।

সাধুকে কে চিনিতে পারে? ইহা সত্য যে, বদ্ধ অবস্থায় সাধুকে সাধু বলিয়া চেনা যায় না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই সাধুকে ভাল লোক বলিয়া চেনা যায়। এই পরিচয়ে যদি সাধুসঙ্গের সুযোগ হয়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? যেহেতু অমুক ভাল লোকটিকে কেহ কেহ সাধুও, কেবল সেইজন্য কি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে হইবে? ইহাই কি বিবেক-সঙ্গত কর্ত্তব্য? এদিকে বলি যে, আমি সাধু চিনি না, আবার সাধু দর্শন করিতেও আমার আপত্তি। ইহা কি পরস্পর বিরোধী বিচার নহে? যদি সাধু না চিনি, তাহা হইলে তো কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার আপত্তি হইবার কথা নয়। আমি যাহাকে ভাল লোক বলিয়া মনে করি, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তির কারণ কি হইতে পারে? লোকে তাঁহাকে সাধুই বলুক, কিম্বা ভাল লোকই বলুক তাহাতে কি আসে যায়? যদি তিনি সাধুই হন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ করিয়া ক্ষতি হইবার তো কোন সম্ভাবনা নাই?

কিন্তু আমার একটা ভাল যুক্তি আছে। দূরে বসিয়া কে সাধু, কে অসাধু বিচার না করিয়া আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য ও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন স্বীকার করিলে কি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়? পরের মুখে শুনিয়া কিংবা বাড়ী বসিয়া গৌড়ীয় পত্রিকা পাঠ করিয়া গৌড়ীয়মঠের সাধুদিগের ব্যক্তিত্ব কি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়? তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করা ও তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়া কি একই ব্যাপার? ব্যক্তিত্ব বলিয়া, একটি বস্তু আছে, যাহা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য আমাদের খণ্ড উপলব্ধির ব্যক্তিত্ব এবং পারমার্থিক ব্যক্তিত্ব এক জিনিষ নহে। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধ-অবস্থায় যখন খণ্ডানুভূতি ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই, তখন খণ্ড বিচার পরিত্যাগ করিলে কর্ত্তব্যহানির সম্ভাবনা, ইহা আমার বন্ধু স্বীকার করেন।

গৌড়ীয় মঠের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধার অভাব, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা নিজে নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের পত্রিকা পাঠ কিংবা স্বয়ং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের বিষয় অবগত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের স্বপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কিম্বা অপরের নিকট হইতে অবগত হইয়া কোনরূপ মত পোষণ না করেন। সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধেই এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা সঙ্গত। তবে গৌড়ীয়মঠ খাঁটি সত্যকথা বলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় বহু ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাজন হইয়াছেন। তজ্জন্য অনেকে স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা আমার জানা আছে।

আমার দুর্দ্দৈব—

পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন এবং সদ্গুরুকৃপা লাভ করিয়াছি বলিয়া অভিনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি যে আমার শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন অদ্যাপি ঘটে নাই। কারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ—বৈকুণ্ঠ বস্তু, যেখানে গেলে আর কুণ্ঠধর্ম্ম থাকে না। যদি আমি শ্রীগৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারিতাম, তবে আমার কুণ্ঠধর্ম্ম যায় না কেন?

আমি সকলেরই নিকট বলিয়া থাকি যে, আমি অবহেলার সহিত বিষয়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—যাহা বর্ত্তমান যুগে অতীব দুষ্কর। যৌবন কালে প্রাণভরা আশা ও ভোগপিপাসা লইয়া কে এরূপভাবে স্ত্রীর মোহ অথবা বিষয়ের মমতাকে তুচ্ছ, পদদলিত করিতে পারে? কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—

মন, তোমার ও মিথ্যে অভিনয়।
মিছে ভাবভঙ্গী ও সব ভক্ত পরিচয়॥
তোমার ঘরের কোণে ঝুলকালি ওই
জমাটবাঁধা অন্ধকার,
বিষয় চিন্তা চম্চটী বেঁধেছে তার
গুপ্তাগার।
অস্মিতা সেই পিশাচীটা সে আঁধারে কি
দুর্জ্জয়,
করে নষ্ট সকল তোমার কুনিশ্বাসে
বিষময়॥

আমি বাহ্যতঃ ত্যাগের অভিনয় দেখাইলেও মানসিক বিষয় ভোগের হাত হইতে ত' অব্যাহতি পাইতেছি না, অথবা সেরূপ চেষ্টাও করিতেছি না, যাহাতে ঐ মায়া পিশাচীর হাত হইতে অব্যাহতি পাই। আমার চক্ষু সর্ব্বদা সুরূপ বস্তুর দিকে ধাবিত হইতেছে, সুরূপা কামিনীর পশ্চাতে পরিভ্রমণ করিতেছে, জিহ্বা উত্তম উত্তম চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্য আস্বাদনের চেষ্টায় ফিরিতেছে, শ্রবণেন্দ্রিয় বামাকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শুনিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, মনে হয় যে মাত্র দুইটী কাণ দ্বারা ভালরূপ তৃপ্ত হইতেছে না, অযুত কর্ণ পাইলে প্রাণ ভরিয়া শুনিয়া লইতাম। এইরূপে ইন্দ্রিয়দস্যুগণের আক্রমণ হইতে কোনরূপে এড়াইতে পারিতেছি না। পারিব কিরূপে? যে ইন্দ্রিয়গণের প্রধান, সেই মনকে সংযত করিতে না পারিলে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে নিরস্ত হইবে? কারণ—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ

... গৃহে আমার ... 'বিষয়াসক্ত' হইয়া ...

... এমনি মোহ, এতদূর প্রভাব আমার উপরে বিস্তৃত হইয়াছে যে, সর্বক্ষণ বিষয়ের চিন্তাতেই বিভোর। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে কেবল বিষয়ের চিন্তা। এমন কি, সুষুপ্তিকালেও 'বিষয় বিষয়' রব আমার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় যে বিষয়ের ... তাহার মানসিক আলোচনা হইতে থাকে, কাজে কাজেই ঐ চিন্তার হাত হইতে ছুটী পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি ... এ সকল ত্যাগ করিয়া— জন-কোলাহল হইতে সুদূর পর্বতের কোন নিভৃত কন্দরে উপনীত হই, তবে বোধ হয়, ঐ বিষয়ের চিন্তা এড়াইতে পারা যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ... বাক্য আসিয়া কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে,—

তাবৎ প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।

পলাবে কোথায় মূর্খ! তুমি যে প্রমত্ত, যেখানে যাবে, তোমার ছয় পত্নী তোমার সঙ্গেই থাকিবে।

জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতে বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥

[অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও ভয় বা সংসার হইতে পারে! যেহেতু, সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই ছয়রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই বাস করে। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যিনি পরমাত্মায় রতি বিশিষ্ট, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহাশ্রম কি অপকার সাধন করিতে পারে?

তাই বলি মন,
তোমার যাবার সময় হয়েছে
বেজেছে শেষ বেল।
ট্রেণ ছাড়তে দেরী নাই পড়েছে
সিগ্‌নেল
এখনো তুমি আনমনে করছ সময় ক্ষয়।
তোমার মত পিপাটীটার রয়েছ ভয়॥
(এ সব তোমার ও মিথ্যে অভিনয়)

আমার ঠাকুর-দাদা।

(শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সরকার, কটক)।

গত ভাদ্র মাসে যখন আমি কটক ... বাজারের পথে গৌড়ীয় মঠ ... গ্রহণ করিয়া বাটীতে ... তখন গ্রামশুদ্ধ লোক একেবারে অবাক, ... একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল "বসন্ত বোষ্টম হয়েছে।" লোকে অন্য কথা বার্তা বন্ধ করিয়া পথে, ঘাটে-মাঠে, দোকানে আমারই কথা কহিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল বল দেখি কে ব্যাপারটা কি? যে বসন্ত, টিকি কাটা, নাস্তিকের দলের সর্দার, বোষ্টম নাম শুন্‌লে সহ্য করিতে পারে না, বাটীতে কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহার ঝোলা কাড়িয়া লইয়া কাঠ চিরাইয়া লইতে সর্বদা প্রস্তুত, বাটীতে পূজার দালানে প্রত্যহ কীর্তন হয় কখন যোগ দেয় না, বরং যাত্রা, কীর্তনাদি করে, তাহাদের অতিশয় ঘৃণা করে, মাছ, মাংস ডিম, পেঁয়াজ যাহার নিত্য মহাপ্রিয় খাদ্য এবং যদি কেহ এসমস্ত না খায় তা হলে তাহাকে জোর জবরদস্তি করে খাওয়ায়, সে কিরূপে এ সমস্ত খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে মাথায় টিকি রেখে গলায় মালা পরে এসে হাজির হল?

লোকে কেন, আমি নিজেই অবাক হইয়া গিয়াছি এবং সদা ভাবি সেই বিশ্বপাতা বিধাতার কোন্ মহাশক্তি-বলে আমা হেন দুর্দান্ত আজ এমনটী হইয়াছে। এটী আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য পাঠক মহোদয়গণ কি ভাবিতেছেন বলিতে পারি না। তবে আশা করি, আপনারা যদি আমার কাহিনী শুনেন, তা হলে আপনারাও আমার সহিত এক মত হইবেন। এ প্রবন্ধে আমার আত্মকাহিনী অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, আমার এরূপ সাধু, বৈষ্ণব বিদ্বেষ অসাধু ও অবৈষ্ণবগণ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে এইরূপ কথায় কাজে ঠিক দল যদিও বহুদেশ ঘুরিয়াছি, আমার জীবনে কোথাও পাই নাই।

কিরূপে গৌড়ীয় মঠের আশ্রয় লইলাম, আমার বৈষ্ণবদর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

এইরূপে যখন গ্রামে ছুটী ভোগ করিতেছি, একদিন গ্রাম সম্পর্কীয় আমার এক ঠাকুর দাদার সহিত দেখা করিতে যাইলাম। তিনি বহুদিন পরে আমাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। তা বেশ বেশ, তবে কি জান বসন্ত ঐ অবস্থাটী আরও দশ বৎসর পরে হইলে ভাল হইত। আমি তাঁহার কথায় প্রতি-উত্তর না করিয়া তাঁহার দৈহিক কুশল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আর কেন ভাই, এখন মরিলেই বাঁচি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ, আপনারা এটী আমাদের দোষই বলুন, আর গুণই বলুন, আমরা গৌড়ীয় মঠের লোক, আমাদের পরমারাধ্য প্রভুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পায় আমরা কোন অশাস্ত্রীয় বা অসিদ্ধান্ত বাণী শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। এখানে বলিয়া রাখি আমার এই ঠাকুর দাদাটি আজ প্রায় ২০।২৫ বৎসর হইল পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া একরূপ উত্থান-শক্তি রহিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, (হয়ত কেন নিশ্চয়ই অন্য সময় হইলে তাঁহার মত প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করিয়া থাকিতাম) দেখুন ঠাকুর দাদা, আপনাকে আজ আমি দুটি কথা বলিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাচালতা মাপ করিবেন। তিনি মহা আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন।

আমি বলিলাম, আপনি আমাকে আজ দুটি কথা বলিয়াছেন (ক) আমার এই অবস্থা অর্থাৎ দীক্ষাদি গ্রহণ আর দশ বৎসর পরে হইলে ভাল হইত, (খ) আপনার মৃত্যু হইলেই আপনি বাঁচিতেন।

(ক) আমার দীক্ষাদি গ্রহণ দশ বৎসর পরে হইলে ভাল হইত কি না—ইহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মৃত্যু অনিশ্চিত, কোন্ দিন আসিবে, তাহার কোনই ঠিক নাই এবং মৃত্যুর পর যে এই সুদুর্লভ দেহটী পাইব তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই এবং শাস্ত্রও বলিতেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে।
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ॥
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীরব্যক্তি যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। এখানে চরম কল্যাণ অর্থে, একমাত্র ভগবদ্ভজন ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নির্দেশ করিতেছে না। তা হলে আশা করি বুঝিলেন যে, এটি আমার করা এখনই ঠিক হইয়াছে কি না। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, হাঁ ভগবদ্ভজনের কি আর সময়াসময় আছে? জ্ঞান হওয়া মাত্রই আরম্ভ করা উচিৎ।

(খ) আপনার মৃত্যু হইলে আপনি বাঁচিতেন কিনা—মৃত্যু হইলে আপনি বাঁচিবেন কি আরও কষ্টে পড়িবেন তাহার নিশ্চয়তা কিছু আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—না। যখন তাহা নাই, তখন নিশ্চয়তা ছাড়িয়া কেন অনিশ্চয়তার যাইবেন। তাই বলেন, মনুষ্য জীবনটী দেব-দুর্লভ। কারণ একমাত্র ইহা হইতে ভগবদ্ভজন করিয়া আমরা চিরতরে ত্রিতাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিত্য কালের জন্য সেই নিত্য ধামে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। অতএব দেখুন ঠাকুর দাদা আমরা ত্রিতাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মৃত্যুকে কামনা না করিয়া কিরূপে সেই ভগবৎ সেবা পাইব তাহার চিন্তা যদি করিতাম, তা হলে আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইত। তাই বলি সেই পরম করুণাময় ভগবানের কৃপা আপনার উপরে কত অধিক যে, তিনি আপনাকে এই ধরাধামে এতদিন রাখিয়া তাঁহার নাম স্মরণের সুযোগ দিতেছেন। তাই বলি আর অণুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া যিনি সর্বকারণ-কারণ ভগবান্, তাঁহাকে স্মরণ করুন। তা হলে সকল মঙ্গল লাভ হইবে এবং সর্ব জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পাইবেন। ঠাকুর দাদা আমার কথা শুনিয়া বড় খুসী হইলেন ও বলিলেন ভায়া, যে কটা দিন বাটী থাক, আসিয়া আমাকে একটু ভগবানের নাম শুনাইয়া যাইও। আমি অপারগ, নহিলে তোমার কাছে যাইয়া শুনিতাম। আমি বলিলাম, আমার তো শক্তি নাই, তবে বৈষ্ণবগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহার ২।১টী কথা আপনাকে বলিলাম মাত্র।

এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম হায়! মোহান্ধ জীব! তোমরা অনাদি অনন্ত কাল হইতে ভুগিয়াও কি একথা তোমাদের মনে কোন দিনই উদয় হইবে না যে কেন এত ভুগিতেছি? যদি বল কর্মফল, তদুত্তরে বলিব যে কর্মফল কোথা হইতে আসিল এবং তাহা ছাড়াইবার উপায় কি? তাহাতেও যদি বল, ভাল কর্ম অর্থাৎ পুণ্য কর্ম করিয়া,—তাহার ফল তো স্বর্গভোগ এবং শাস্ত্র বলিতেছেন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ স্বর্গ-ভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হইবে। তাই বলি ভাই সব, কাতর কণ্ঠে নিজের খেয়াল ছাড়িয়া একবার কি জিজ্ঞাসা করিবে না—এর উপায় ?

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুই নষ্ট করে। পুনঃ সেইকালে ...

[illegible] আমার কলকাতা—[illegible]

জীব-সেবা ও জীবে দয়া

"জীব-সেবা" ও "জীবে-দয়া"—এই দুইটি কথার পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই [illegible] দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয়-[illegible] বিচারের অভাবে আমরা এক করিয়া বসি—"[illegible]" [illegible] 'বাবু' গড়িয়া থাকি। অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "[illegible]", "দয়ালবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু [illegible] বিচারের অভাবে তাঁহাদের [illegible] কার্য্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ আত্মদেহৈক-[illegible] মগ্ন, তাহাতে যদি কোন [illegible] বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর সেবা' জিনিষটি উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। ছলনার উপর সেবার লেবেল ও ট্রেডমার্ক লাগাইয়া বাজারে কোন প্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত "সেবা"-শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞদের বিচারপরায়ণ সত্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না?

"পরসেবা", "পর-উপকার", প্রভৃতি কথায় "পর" শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই জ্ঞাপিত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় [illegible] আবদ্ধ—

"[illegible] হিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
[illegible] তৎকৃতকা-
র্য্যপদ্যতে॥"
(ভাঃ ১।৭।৫)

[illegible] সর্ব্বজ্ঞসূক্তে বলেন—
"[illegible] জীব সংক্লেশ-
নিকরাকরঃ॥"

জীব [illegible] সংযুক্ত, সুতরাং সংক্লেশ [illegible]।

[illegible] দ্বারা আবৃত ও [illegible] জীবের সেবা—[illegible]

[illegible] ইহাই বিবেচ্য যে, যে বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-পদ কি না; দ্বিতীয়তঃ 'সেবা' বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন, তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, সংক্লেশনিকরাকর জীব কি প্রভুতত্ত্ব? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গলপ্রদায়ক? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ? এ তিনটি প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, "জীব-সেবা" বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সেব্যাভিমান, সেবকাভিমান ও সেবাভিমান, কোনটারই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, ক্ষুদ্রাদ্রোহ, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা—মায়াবশ জীবের ভোগমাত্র। সেই সকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহু জীবের পীড়ন হয়।

'জীব সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধ বিচারে 'জীবে দয়া' সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে 'বৈষ্ণব-সেবা' সম্ভব। অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থার প্রীতি-সাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না, তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। 'জীব-সেবা' কথাটি যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু 'শিব-সেবা' 'গুরু-সেবা' বা 'বৈষ্ণব-সেবা' কথাটিই যুক্তিযুক্ত। গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য, মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেকে [illegible] জীবকে সেব্য [illegible] [illegible] সহিত মায়া-[illegible] জীবকে 'নারায়ণ' [illegible] জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, [illegible]-নারায়ণ, [illegible]-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল-মতা-বলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই অন্তর্দ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মূর্খ-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটির ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ। জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর'-নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাঁহাকে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-
ধ্রুবম্॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—
"যেই মূঢ় কহে, 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মূর্খত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে; তাহা, মায়াবদ্ধতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামি সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্ম-স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণজীব-শব্দ-বাচ্য নহেন। যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্তদর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য। মহা-ভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ' 'মনুষ্য-নারায়ণ,' 'মূর্খ নারায়ণ'-প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বিক্রম-পতিত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেব্য—নিত্য, সেবা—নিত্য এবং সেবকা-ভিমানও নিত্য।

যাঁহারা "জীব-সেবা" "জীব-সেবা" বলিয়া চীৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মূর্খ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট বড়-পরোপকারী, [illegible] বীর বা কর্ম্মবীর [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি [illegible] কতদূর, তাহা একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় বলিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারপরায়ণ মানব-সমাজের মনীষাকেও গুণানুগতিক-ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব সেবার কথা বলেন নাই; ভাগবতের বাণী—"শ্রীকৃষ্ণ-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধ জীবে 'দয়া' কর।" ভাগবত জড়ভরতের আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ জীবের-বদ্ধতায় সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তমভাগ-বতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স
মধ্যমঃ॥"

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার
মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার বৃত্তি যে সেবা, উহার এক-মাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্রূপ-বৈভব; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপ বিস্মৃত-বদ্ধ বা দেহাত্মবুদ্ধি নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা,' উহা জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র—ভগবান্ বা তদ্রূপবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান'; শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ বস্তু নহেন। তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।

পাঠক! এই পরম সত্যটি আমাদের অবহিত চিত্তে শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য। 'জীব-সেবা' কথাটা হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি অচিদা-বৃত চেতনের সুখ বা ভোগ-সাধনে কখনই নিয়োজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ-সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই [illegible]

[illegible] ও পরমমঙ্গলদায়ক। [illegible] এই "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবার" আদর্শ দেখাইয়াছেন। [illegible] কীর্ত্তনেই অনন্তবস্তুজীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া হয় এবং [illegible] বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে [illegible] সেবা বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। [illegible] স্বয়ং গ্রামে গ্রামে [illegible] তাঁহার ও তাঁহার ভক্তগণকে [illegible] সংস্থাপন করিয়া জীবের [illegible] অমন্দোদয়া দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন। আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্মের প্রভাবে প্রমত্ত হইয়া যেন [illegible] হইতে বঞ্চিত না হই,—ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব সেবার কথা-চৌড়া বক্তৃতা করিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়" ও "বৈষ্ণব-সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক, —"জীবে-দয়া", 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবা'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।

নিষ্কপট কৃপা

পরদুঃখ মোচনেচ্ছার নাম—দয়া বা কৃপা, জীবমাত্রেরই ইহা একটি গুণবিশেষ। সকলেরই ভিতরে অল্প বিস্তর ইহার অবস্থান। কিন্তু স্থান বিশেষে ইহা মনের উদয় হইয়া থাকে বলিয়া তাহার নাম—মনোধর্ম-দয়া। যেমন, জ্বরোগাক্রান্ত ব্যক্তি [illegible] খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। চীৎকার করিয়া সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আকুল ক্রন্দনে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া তাহার প্রার্থিত বস্তুটী প্রদান করেন, তবে তাহা কিরূপ দয়া হইবে? তাহাই মনোধর্ম-দয়া।

এই সংসার-হাসপাতালে অনেক রোগী অনেক প্রকারের বাসনা ধরিয়া চীৎকার করিতেছে, আর মায়া-পুতনাও তাহাদিগকে নানাভাবে মনোধর্ম দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কবলিত করিতেছে। এইরূপ দয়ালু ব্যক্তিগণই ভবরোগীদের নিকট 'সাধু' 'দয়ালু' 'মহাত্মা' প্রভৃতি নামে পরিচিত, সম্মানিত ও পূজ্য। পুতনা-বেশধারী ঐ সাধুগণের কৃপায় পরিণাম যে কি ভীষণ, মায়ামুগ্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া বাস্তবিক যাঁহারা চিকিৎসাবিশারদ, তাঁহাদের কথা শুনে না অথবা তাঁহাদের চিকিৎসা গ্রহণ করে না।

মনোধর্ম-দয়ার বিপরীত [illegible] দয়া, অর্থাৎ যাহা [illegible] কোন ব্যক্তির ফোড়া হইয়াছে। পুঁজ জমিয়া ফোড়া অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। কেহ যদি সেই সময় তাহাকে একটুকু ঠাণ্ডা হাত বুলাইয়া দেয়, তবে ক্ষণকাল ভাল বোধ হয়, আবার পরক্ষণেই যন্ত্রণা দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠে। এই শ্রেণীর ব্যক্তি মনোধর্ম দয়াবাদী। আর এক শ্রেণীর লোক ফোড়াতে হাত না বুলাইয়া একটু নির্দ্দয়তা দেখাইয়া উহা কাটিয়া দেন, তৎক্ষণাৎ পুঁজরক্ত নির্গত হইয়া রোগ সম্পূর্ণ উপশম হইয়া যায়। ইঁহারা অমন্দোদয় দয়াবান্।

সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের কৃপা—নিষ্কপট কৃপা। সাধু গুরু আমাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে নিমজ্জিত দেখিয়া কৃপা করিয়া তাহা হইতে উত্তোলন করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে লইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী আমাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবনের কারাগারে না রাখিয়া নিত্যানন্দসমুদ্র পরব্যোমের নিকট প্রেরণ করেন। অতএব শাস্ত্র, সাধু ও সদ্ গুরুর কৃপাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সাধু, শাস্ত্র ও সদ্গুরুর কৃপাকে বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের প্রতি মন্দভাব পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যদি বিচার-পরায়ণতা থাকে, তবে বুঝিতে পারেন যে সাধু-কৃপাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিষ্কপট কৃপা। সাধুর দ্বারে শাস্ত্র ও গুরুর কৃপা লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তিই জীবের চরম মঙ্গল। সেই মঙ্গল লাভের উপায়—সাধুসঙ্গ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

যোগিনী একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি,এ)

নির্জ্জলৈকাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণান্তর যুধিষ্ঠির অনুরোধ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া যোগিনী নাম্নী একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এই যোগিনী একাদশী সর্ব্বপাপনাশক ধ্বংস করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের তরণীস্বরূপা ও ত্রিজগতের সারভূতা। পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই একাদশীর কথা বলিতেছি। অলকার অধিপতি নিত্য শিবপূজাপরায়ণ ধনরাজ কুবেরের পুষ্পচয়নকারী হেমমালী নামে এক গুহ্যক [illegible] তাহার পত্নী অত্যন্ত [illegible] [illegible] ছিল। ঐ যক্ষ [illegible] হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক [illegible] পত্নীর সহিত ক্রীড়ারসে মত্ত ছিল, কুবেরের পূজার সময় আসে নাই। এদিকে কুবের শিবপূজা করিতে মধ্যাহ্নসময়েও পুষ্প না পাইয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তথ্য বুঝিতে পারিলেন। যক্ষরাজ তৎক্ষণাৎ ঐ হেমমালীকে আহ্বান করাইলেন। সেই যক্ষও কামাভিভূতহেতু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সহসা কুবেরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। ধনপতি ক্রোধে ওষ্ঠাধর কম্পমান করিয়া বলিলেন—"রে পাপাত্মন্! দেবদেবপরাঙ্মুখ দুষ্ট সদ্য কুষ্ঠগ্রস্ত ও পত্নী বিযুক্ত হইয়া অধোলোকে গমন কর।" তিনি এই প্রকার বলিবামাত্র সেই যক্ষ তৎস্থান হইতে অধোলোকে গমন করিল এবং দুঃখশোকে অভিভূত হইয়া সর্ব্বশরীরে কুষ্ঠ দ্বারা আক্রান্ত হইল। সে ভয়ঙ্কর বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ষ্য বা পানীয় কিছুই পাইত না এবং দিবসে সুখ বা রাত্রিতে নিদ্রা লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিত না। ছায়াতেও তাহার শরীর পীড়িত হইত, নিদাঘের কথা কি বলিব? কিন্তু শিবপূজা-প্রভাবে তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। পাপে অভিভূত হইলেও পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সে একদা গিরিরাজ হিমালয়ের প্রান্ত প্রদেশে গমন করিল। তথায় মার্কণ্ডেয় মুনি তপোনিরত ছিলেন। ব্রহ্মার সপ্ত দিন পরিমাণে তাঁহার আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত ছিল। ঐ পাপাচার তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে চরণবন্দনা করিল।

পরোপকারপরায়ণ মার্কণ্ডেয় উহাকে কুষ্ঠরোগে পীড়িত অবলোকন করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক তদ্মুখে তাহার দুর্দ্দশা-কারণ অবগত হইলেন। ঐ যক্ষ আরও অনুনয় করিল—'আমি এক্ষণে কোন ভাগ্যোদয়বশতঃ আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। পরোপকারই সাধুগণের স্বভাব। অতএব পাপাচার আমার প্রতি উপদেশদানে মঙ্গল-বিধান করুন।'

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। অতএব তোমাকে একটি ব্রতের উপদেশ দিতেছি। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে যোগিনী নাম্নী একাদশীর ব্রত আচরণ কর, সেই পুণ্যে তুমি এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

মুনিবরের বাক্য-শ্রবণে হেমমালী ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলে তিনি তাহাকে উত্তোলন করিলেন এবং [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible])

সর্ব্বজ্ঞবর্য্য [illegible] শ্রীপাদ [illegible] অর্থ [illegible]

উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ [illegible] যায় যে, সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি [illegible] প্রভৃতি অর্থের ব্যাখ্যাকারিগণ [illegible] পড়িয়া বঞ্চিত হয়।

'অর্থ' শব্দের অর্থ—প্রয়োজন [illegible] জন্য নিত্যই বস্তুগুলির 'অর্থ' [illegible] হয়।

যাহা আমাদের প্রয়োজনীয় [illegible] আবার অনর্থের মূল কেন? [illegible] যে, যাহা 'অর্থ' নহে, তাহাকেই [illegible] আরম্ভ করিলে এইরূপ অনর্থের [illegible] ঘটে।

'অর্থ' শব্দের অর্থ বর্ত্তমানে [illegible] বস্তুগুলিকেই লক্ষ্য করিয়াছে। [illegible] যাহা আমাদের কতটুকু প্রয়োজন [illegible] হয়? পথিকের পান্থশালায় [illegible] ন্যায় ঐ বস্তুগুলির প্রয়োজনীয়তা [illegible] দুই একদিন মাত্র। মূল 'অর্থ' একটী [illegible] আছে, যাহাকে আমরা হারাইয়াছি, [illegible] অর্থের অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রতীতির [illegible] ভ্রমে অনর্থকেই 'অর্থ' বলিয়া [illegible] করিতেছি। কাজেই অনর্থেরই উৎপত্তি হইতেছে। সেই মূল 'অর্থ'—পরমার্থ, তাহাই আমাদের নিত্য প্রয়োজন। [illegible] পাইলে আর কোন পাওনা [illegible] থাকে না।

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, [illegible] 'অর্থ' 'অনর্থ' ও 'পুরুষার্থ' বলিয়া [illegible] শব্দের মধ্যে 'পরমার্থ' অর্থাৎ পরম প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করিয়া 'অর্থকে' প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিলে সেই অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পরমার্থ—কৃষ্ণ, অনর্থ—মায়া এবং [illegible] —ভোগ। ঐ ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে জীবের 'স্ব'-অর্থ সম্বন্ধে ভ্রম হইলেই অনর্থ [illegible] বিপদ ঘটে। যখনই জীব ঐ পরমার্থকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থকে গ্রহণ করিতে [illegible] বাঞ্ছিত হয়, তখনই অনর্থ আসিয়া [illegible] তাহাকে কবলিত করে।

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
[illegible] জীবের [illegible]

এই যোগিনী [illegible] [illegible] এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনের [illegible] লাভ হয়। আষাঢ়ের [illegible] [illegible] [illegible] পালিয়াছে।

[illegible] বা [illegible] চারি প্রকার।

[illegible]
[illegible] বিরোধী বিষয়ে।
[illegible]
[illegible] চারি প্রকার,—
[illegible] বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি।
[illegible] অভিলাষ এই ত চারিটি॥
[illegible] যদি পারে ছিঁড়িতে।
[illegible] ইহাতে, জানিল॥
[illegible] চারি প্রকার, যথা—
[illegible] লৌকিক এষণা, ভুক্তিকাম।
[illegible] এই চারি অপরাধ নাম॥
[illegible] অপরাধ চারি প্রকার,—
[illegible] ও ভক্তে অপরাধে।
[illegible] অপরাধ চতুষ্টয় হয়ে॥

[illegible] দেখা যাইতেছে যে, জীব কৃষ্ণ-[illegible] স্বার্থপতি কৃষ্ণকে পরিত্যাগ [illegible] ভোক্তৃত্বাভিমান করায় ফলে মায়া তাহাকে এই চতুর্বিধ অনর্থ প্রদান করিয়াছে। তাহার ফলে জীবের প্রথম স্বরূপে ভ্রম ঘটিয়াছে। আবরণাত্মিকা [illegible] মায়া জীবের স্ব-স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়াছে, কাজেই পরতত্ত্ব কৃষ্ণই যে জীবের নিত্য সেব্য, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং ঐহিক পারত্রিক ভোগকামনা, সিদ্ধি কামনা, মুক্তিকামনারূপ অসতৃষ্ণা [illegible] তাহার আরাধ্য হইয়াছে। [illegible] [illegible] বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি প্রভৃতি [illegible] হইয়া তাহাকে সম্যক্ প্রকারে [illegible] দিকে গমন করাইতেছে। এই [illegible] হইতে উদ্ধারের এক মাত্র উপায়,—

সাধু-সঙ্গ-ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন-শিক্ষায় মধ্যে নামমন্ত্র-দীক্ষা॥
[illegible] হয় অনর্থের ক্ষয়।
[illegible] হইলে নিষ্ঠার উদয়॥
[illegible] হয় অনর্থ বিনাশ।
[illegible] ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
[illegible] অনর্থ যত যায়।
[illegible] আসক্তি নামে ভজন পায়॥
[illegible] সর্বানর্থ দূর হই।
[illegible] এইত নিশ্চয়॥
[illegible] প্রতীতি করিয়া।
[illegible] দিয়ে দেখাইয়া॥
[illegible] অসৎসঙ্গ ত্যাগ।
[illegible]

[illegible] ভক্তি কথা

([illegible])

চিত সংসারে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এই চারি প্রকার সাধক দেখা যায়। কর্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ কখনই 'ভক্ত'নামে অভি-হিত হন না। 'ভজ' ধাতুর অর্থ 'সেবা'। এই সেবার পূর্বে সেব্য সেবকতত্ত্ব অবগত হওয়া প্রয়োজন। যেখানে সেব্য-সেবক-তত্ত্বের সমাধান নাই, সেখানে সেবা অথবা ভক্তির অভাব।

একমাত্র ভক্তিই বিমলানন্দ দানে সমর্থা বলিয়া জানিতে হউক অথবা অজ্ঞে হউক বিধি বা অবিধিপূর্বক সকলেই ভক্তিদেবীর কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু সেই সকল ভক্তিতে কর্ম, জ্ঞান, যোগ বিমিশ্রিত থাকায় শুদ্ধা বা অনন্যা ভক্তির উদয় হয় না। অনন্যা ভক্তি উদিতা না হইলে নির্মল সেবা-সুখা-নন্দ লাভ হয় না। তাই যাঁহারা অনন্যা ভক্তি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগুরুসেবানুগত্যে অনন্যা ভক্তি লাভের সর্ববিধ বিধি পরিপালন করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়া-ছেন—

'অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা না পূজিব অন্য দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,
কর্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেম কথা রস রঙ্গ,
লীলা কথা ব্রজরস পুরে॥
যোগী, ন্যাসী, কর্মী, জ্ঞানী,
অন্য দেব, পূজক-ধ্যানী,
ইহ লোক দূরে পরিহরি,
কর্ম ধর্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ-মাৎসর্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ-কীর্তন।
অর্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
[illegible] গোবিন্দ সেবা, না পূজিব অন্য দেবা
[illegible]
[illegible] [illegible] সকলি নষ্ট,

[illegible] শ্রীল ঠাকুর মহা-শয়ের [illegible] সকল [illegible] প্রতি যাঁহার যত অধিক পরিমাণে আদর, তিনি তত অনন্যভজনশীল ভক্ত। তাঁহারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে সূত্র স্বরূপ করিয়া আত্মসমর্পণ-পূর্বক না করা কেবল দাম্ভিকতারই পোষকতা করিতে থাকিবেন, তাঁহারা অনন্যভক্তিলাভের অভাবে বিকৃত, অনর্থযুক্ত ইন্দ্রিয়পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নানাপ্রকার জন্ম জন্ম যোনীপথে গমনাগমন দ্বারা সংসার-চক্রে ঘুরিতেই থাকিবেন। সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ কোথায়?

পূজায় হিংসাবিধি প্রবিষ্ট হইল কেন?

শ্রোতপন্থার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণা-শ্রিত হইলেই জানা যায় চারিযুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) চারি প্রকারে সত্যের (শ্রীভগবানের) অনু-সন্ধান দেখা যায়।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-
কীর্তনাৎ"॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ, সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চন-মার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল শ্রীহরি-কীর্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান সম্ভবপর ছিল, কারণ এইযুগে সত্য চারিপাদ পূর্ণ থাকায় সকলে অনন্যমনস্ক ছিল। ধ্যাতার পক্ষে অনন্যমনস্কতা পরম পরিপন্থী। সুতরাং সেই শক্তটাই যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে ধ্যান সম্ভব।

ক্রমে ত্রেতাযুগে একপাদ কপটতা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ধ্যান-যোগ্যতা অন্তর্হিত হইতে থাকিল, তখন যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা-বিচার প্রকাশিত হইল।

সত্য যখন পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখন মানব-জাতির ভিতরে কোন প্রকার অভাবের সৃষ্টি হয় নাই। যে সময় হইতে পূর্ণ-সত্য ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হইল, তখনই মানব-হৃদয়ে অভাব সৃষ্ট হইয়া কামনা বা অন্যাভিলাষ উপাস্থিত হইয়া মানবকে ক্রমে কাঙ্গালের পথে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল।

অভাব থাকিলেই তাহা পূর্ণ করিবার অভিলাষ উপস্থিত [illegible]

[illegible] সমর্থ জানিয়া তাঁহাদিগের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে হইল।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে পরিপূর্ণ সন্তোষ অভাব-বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় যে কপটতার সৃষ্টি হইল, সেই কপটতাই তর্কজনক হইয়া নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করিয়া পরাৎপর-পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আরাধনার উদাহরণে আমাদেরও ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য পরমেশ্বরের আরা-ধনার অনুকরণে দেবতাদিগেরও আরাধনা করিতে পারিব না কেন?—বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এই প্রকারে যজ্ঞেশ্বরের আরা-ধনায় বিরোধী ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ-প্রত্যাশী একদল তার্কিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

সেই তার্কিক সম্প্রদায়ই অন্যাভিলাষের প্রশ্রয়ে যাবতীয় যুক্তি নিয়োগ করিয়া ত্রেতার যজ্ঞবিধি যাহা দ্বাপরে (দ্বিপাদ সত্য কালে) অর্চন বিধিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই শ্রীবিষ্ণুপূজার অনুকরণে, শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য কামনাপ্রদ দেব-বৃন্দের পরিচর্যা বিধি আবিষ্কার করিয়া দেবপূজায় বলি প্রভৃতি হিংসা-বিধি অব-লম্বন করিল।

এই হিংসা বিধির আবাহনের প্রধান কারণ শ্রীবিষ্ণুপূজায় কোন হিংসার কারণ পাওয়া যায় না এবং বিষ্ণুপূজায় বিষ্ণু-সেবায় যোগ্যতাই লাভ হয়, অন্যাভিলাষ পূর্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অন্যাভি-লাষিগণ অন্য দেবা [illegible] করিতে থাকিল।

জীব হিংসার প্রাচুর্য্য বশতঃ অনৃত দ্বারা, ত্রিপাদ সত্য আচ্ছাদিত হইয়া সর্ব প্রকারে শুধু হিংসা, ধর্মেই কলি, অর্থাৎ বিবাদের যুগ আরম্ভ চলিতেছে। বর্তমানে দেবপূজায় বলি রূপ জীব হিংসা ব্যতীত উদরের পূজায় নিমিত্তও অসংখ্য জীব হিংসা কার্য্য অবলীলা ক্রমে চলি-তেছে। বাধা দেওয়ার লোক অতি বিরল।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পুরী ২০।৬।৫৯।

অদ্য বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার উড়িয়া এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দসহ শ্রীআলাল-নাথে যাত্রা করিলেন। প্রথমে উড়িয়া ভক্তবৃন্দ সংকীর্তনমুখে, তৎপরে বিমানে (যে স্থানে বিজয়-বিগ্রহ গমন করেন তাহাকে বিমান বলে) শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার পশ্চাতে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ গীতিসহ গৌড়ীয় ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীআলালনাথ-দর্শনে গমন করিতেছেন। বিমানটি বিবিধ রংয়ের পতাকায় এবং নানা সুগন্ধি পুষ্পের মালায় সুশোভিত; ইহার বিস্তৃত বিবরণ [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে আষাঢ় বুধবার—১৩৩৬

জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি ?

জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতন-বস্তুমাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু; তবে দেহ ও মনে যে কখনও কখনও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম দেহের উপর যখন চেতনের আভাস পতিত হয়, তখনই তাহা মনাকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন স্থূল-দেহের উপর চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন, এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিভুচেতন, তাঁহারই অংশ আত্মা খণ্ড বা অণু-চেতন, যেমন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফুলিঙ্গরাশি। পরমাত্মা অগ্নিকুণ্ডস্থানীয়, জীবাত্মা—স্ফুলিঙ্গ-কণস্থানীয়। যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা ধারণ করিয়া কোন বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর 'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক, নিত্যধর্ম্ম তাহাই, যাহা সকল-সময়, সকল-স্থানে কোন বিশেষ জাতীয় সকল বস্তুকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহখণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা, জলের নিত্যধর্ম্ম—তরলতা, কঠিনতা ও তরলতা-ধর্ম্মদ্বয় যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সমস্ত জলরাশিকে সকল-সময়, সকল স্থানে ধরিয়া রহিয়াছে; আর নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম তাহাই—যাহা কিছু-সময়ের জন্য কোন বিশেষ-স্থানে কোন বিশেষ-পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন আগুনে উত্তপ্ত হয়, বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক-ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে অবস্থান করে না। উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর গরফ কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে বস্তু সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, বিশেষ-জাতীয় সর্ব্বপাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্য-ধর্ম্ম। "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" বলিতে অণুচৈতন্যের যাহা নিত্যধর্ম্ম ও কর্ম্ম, তাহাই বুঝায়। জীব যখন অণুচেতনবস্তু, তখন পূর্ণ-চেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে,—ইহাই তাহার নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম্ম,—অর্থাৎ অণুচেতন জীব,—আশ্রিত আর বিভু চেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়। অণুচেতন—আকৃষ্ট, বিভুচেতন—আকর্ষক বা কৃষ্ণ। জীব—অণুচৈতন্য আর পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহাদের "প্রকৃত অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং আকৃষ্টি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি, সেবা বা প্রেম—ইহাই জীবের প্রকৃত-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কাণের গহনা পায়ে পরার মত বর্ত্তমানকালে বিভু-চৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অযথাস্থানে অর্থাৎ অচেতন-প্রকৃতিজাত খণ্ড বস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাণের গহনা কাণে পরিতে শিখিলেই অর্থাৎ যেখানকার জিনিষ সেখানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের যাহা নিত্য-স্বভাব বা সহজাবস্থা, তাহা প্রকাশিত হইল। সুতরাং "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম"—ভগবৎপ্রীতি বা অনুরাগ, আর তদ্ব্যতীত দেহ-প্রীতি, গেহ-প্রীতি বা তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া অপর জীবের দেহ বা বহু জীবের দেহ, একটি ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি গৃহ অর্থাৎ বিরাট সমাজ বা দেশের প্রতি প্রীতি বিরাট প্রকৃতির প্রতি যে-সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত জগতে উদারতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোক-হিতৈষিতা বা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়, তাহা কাণের গহনা পায়ে পরারই বিভিন্ন উদাহরণ। ঐসকল কর্ম্ম জীবের অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী নির্ম্মলা প্রীতি করেন, সেই সকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সকললোক, সকলদেশ ও সর্ব্ব-স্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবদ্বহির্ম্মুখগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়স্থানের প্রতি হৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে, তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধেই স্বামীর পিতা, স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগিনী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর ভৃত্য, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসন-ভূষণ, এমন কি, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ, মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকেন, এবং সকল বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করাইতে চাহেন, আবার স্বামীর মাতা পিতা তাঁহার (পতিব্রতার) স্বামীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট বলিয়াই, পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা বিশিষ্টা, স্বামীর দেহ, গৃহ, মৃত্তিকা, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ প্রভৃতি স্বামীর সেবার সহায়ক বলিয়াই তাহাদের প্রতি পতিব্রতা স্ত্রী আদরবিশিষ্টা। পক্ষান্তরে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতি-প্রীতির অকৃত্রিম নিদর্শন নাই। জগতে কৃষ্ণ-প্রীতি-রহিত যে-সকল ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী সজ্জনের মধ্যে প্রায় শত-জনই দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের বাহ্য জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-নিষ্ঠাময়ী। বিভিন্নপ্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাই—জীবের বিরূপের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম, আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই—অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

সংসারচক্রে সুখ কোথায় ?

এই সংসার-চক্রে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরীচিকা দেখিয়া মনে করিলেন—'নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এইস্থানেই স্নান-পান করিয়া এখনই পরম তৃপ্তিলাভ করিব।' কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিলেন, ততই দেখেন—তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখের ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতের সুখের ছবিও সেইরূপ। জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা, উপোদ্ঘাত বা মুখবন্ধ, কিম্বা দস্যু বা গুণ্ডার দলের চরের ন্যায় বিষকুম্ভ-পয়োমুখযুক্ত। গুণ্ডার বা দস্যুর দলের চর যেরূপ অনেক আদর-আপ্যায়ন-দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুলস্থানে লইয়া যায়, পরে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি, তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, এজগতে দুঃখ-দস্যুর সুখরূপী চরও সেইরূপ গুণ্ডার দলের দালালের মত আমাদিগকে প্রথম-আদর আপ্যায়ন ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্ব-স্থানে লইয়া যায়, পরে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চিরদুঃখ-সাগরে পাতিত করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু যেরূপ পাতড়া-পর্ব্বতের দস্যুদলপতির অত্যধিক আদর যত্ন দেখিয়া দস্যুর অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুর দাসের সুবুদ্ধিমান্ দাসগণও তদ্রূপ দুঃখ-দস্যুর দূতরূপী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন না। শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে দণ্ডদাতা জনৈক যোগী অপরাধি-ব্যক্তিগণকে পুনঃপুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত-করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার চুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন,—ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণস্থায়ী করিবার জন্য অপরাধীকে এক একবার উঠাইতেন, আবার অপরাধী দম (প্রশ্বাস-বায়ু) লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন। সংসার-চক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্ত্ত-কাল দম লইবারই মত। সংসার-কারা-রক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গাদেবী ভগবদ্বহির্ম্মুখ আমাদিগকে দুঃখসাগরে পুনঃপুনঃ নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত ও বহু-কালস্থায়ী করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে যে দম লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তখন বুঝি না যে, ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর গাঢ় তীব্রভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসারচক্রের সুখও দুঃখেরই অগ্রদূত বা দালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে দুঃখের দূত—দুঃখ হইতেও লোকের, অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আত্ম বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্নশত্রু সুখের (জগতে যাহাকে মহা সৌভাগ্য বলা হয়) মোহনবেশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্মভোগ যে কত বেশী, তাহা সাধুগণই দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়েন। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

বিশ্বে ভোগ্যপদার্থ কি ?

এই বিশ্ব প্রপঞ্চে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ জীবের স্বরূপ-গঠনেই ভোক্তৃ-ধর্ম্ম নাই। জীব স্বয়ং ভোগ্য—ভোক্তা নহেন। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভু-
রেব চ।"

(গীঃ ৯।২৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

—একমাত্র আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। বেদ বলিতেছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌"

এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যাহা কিছু ভোগ্যপদার্থ (জগৎ) তাহা সমস্তই শ্রীপতি বিষ্ণুর (শ্রী=লক্ষ্মী, তাঁহার শাসনকর্ত্তা, পালক বা পতির) আবাসযোগ্য অর্থাৎ তাঁহারই ভোগ্য। অতএব বিষ্ণুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াই বিষ্ণুসেবার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ্যপদার্থরূপে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবের জীবনধারণ করা উচিত। যখন এই বিশ্বপ্রপঞ্চে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন বিষ্ণুর ধনে কাহারও ভোগবুদ্ধিসহকারে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভোক্তাভিমান করা উচিত নহে।

এই বিশ্বপ্রপঞ্চে জীবের ভোগ্য পদার্থ কিছুই থাকিতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ ভোগাতত্ত্ব জীবে স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্বধর্ম্মের অভাবনিবন্ধন এই বিশ্বে জীব যে কিছু ভোগ করিবার আশা করে, কার্য্যতঃ তাহা ভোগ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই আপন ভোগার্থে অভিলষিত বস্তুর ভোগ্য হইয়া পড়ে। এ জগতে মাতাপিতা পুত্রকে ভোগ অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা সেবা করিয়া লইবার আশা করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বয়ংই পুত্রকন্যার ভোগ্য হইয়া পড়েন অর্থাৎ পুত্রকন্যার লালনপালনাদি সেবা ও তাহাদের সুখদুঃখাদির চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পুত্রকন্যাও আবার পিতামাতার দ্বারা সুখশান্তি পাইবার আশা পোষণ করিয়া তাহাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধেও তাহাই; মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা করিয়া রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের গোলাম হইয়া পড়েন। বিলাসী স্রক্‌-চন্দনবনিতা ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া উহাদের ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। নেশাখোর ব্যক্তি মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি নেশা ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐসকল নেশার গোলাম হইয়া পড়েন। কারণ, অবিরতাবস্থায় যাহা, বিকৃত প্রতিফলনেও তাহাই থাকে। জীব স্বরূপতঃই গোলাম বা চাকর, সে কখনও 'প্রভু' নহে, তবে অবিকৃতরাজ্যে অনাবৃত স্বরূপে অখণ্ড পূর্ণবস্তুর চাকর, আর এই বিকৃত হেয় প্রতিফলিত বিশ্বপ্রপঞ্চে ভোগবুদ্ধিনিবন্ধন খণ্ডবস্তুর চাকর। জীবের এই স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস, আমি সকলের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নাই, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ"—এই দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইলেই জীব বিশ্বপ্রপঞ্চে নিজভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্ব্বত্রই 'ঈশাবাস্য' অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু দর্শন করেন—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিচরণভূমিকা অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনই মহাভাগবতের দর্শন—শুদ্ধ ব্রহ্ম বা প্রকৃত বিদ্বৎ দর্শন।

জগৎপ্রপঞ্চ মরীচিকা-জলের ন্যায় বিনষ্ট হয় কেন?

এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ জীবের ভোগ্য পদার্থ নহে বলিয়াই মায়া জীবকুলকে মরীচিকার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত করে। ধীবর যেরূপ মৎস্যকে টোপ ফেলিয়া প্রলুব্ধ ও তৎপরে বড়শীবিদ্ধ করিয়া থাকে এবং কিছুকাল জলমধ্যে খেলিতে দিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে, মৎস্য অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অনন্যোপায়-হেতু উক্ত ধীবরের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবও নানাবিধ অভিমানে আবৃত হইয়া যখন কিছুতেই ভগবানের শরণাগত হইতে চাহে না, তখন বদ্ধজীবের কারাধক্ষ্যয়িত্রী মহামায়াদেবী বিমুখ জীবকুলকে এই জগৎপ্রপঞ্চের নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এবং এই প্রপঞ্চমধ্যে কিছুকাল যথেচ্ছ খেলিতে দিয়া জীবকুলকে পরিশ্রান্ত করে, অবশেষে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জীব অনন্যগতি হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মরীচিকার জলের ন্যায় বিনষ্ট না হইলে আমরা এই জগৎকেই নিত্য বলিয়া বিচার করিতাম। পরম করুণাময় ভগবান্‌ আমাদের এই মোহমত্ততা বিনষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ বিধান করিয়াছেন—ইহা তাঁহার অত্যন্ত করুণার পরিচয়।

নীলাচলে মহাপ্রভু

জগন্নাথ-সন্দর্শনে

এবেশ্বর অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মত্ততার সহিত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ কতদিন পরে কতদিনের বাঞ্ছিত বস্তু—কত সাধনার ধন পাইয়াছেন, তাই সেই মহা নিধিকে পিপাসিত-বক্ষের মাঝে ভরিয়া রাখিবার জন্য উন্মাদ-প্রায় হইয়া পড়িলেন। আনন্দ হুঙ্কার ও দীর্ঘ লম্ফ-প্রদান করিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে নয়ন হইতে শতধারে অশ্রু উৎস ছুটিল। ক্ষণেকের মধ্যে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু মন্দিরে পড়িয়া গেলেন। শ্রীমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী অজ্ঞ পড়িছাগণ ইহা দেখিয়া প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দৈব যোগে তখন শ্রীমন্দিরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তিনি পড়িছাদিগকে নিবারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কাম-কোটি সৌন্দর্য্য-সিন্ধু এবং কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত বিকার-সমূহ দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। এইরূপ হুঙ্কার, এইরূপ গর্জ্জন, এইরূপ প্রেমের বিকার কখনও কি মানুষে সম্ভবে? সার্ব্বভৌম এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভুর অচিন্ত্য লীলা আমাদের আদি কবি অতি মধুর ছন্দে গাহিয়াছেন,—

"সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্দ্দশ রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে, জীব উদ্ধার কারণে॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া বসিয়া আছেন, প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হয় না, অনেক সময় কাটিয়া গেল। ক্রমে জগন্নাথের ভোগ-কাল সমুপস্থিত। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আপন গৃহে লইয়া যাইবার যুক্তি করিলেন। জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয়ের সেবক পড়িছাগণকে আহ্বান করিয়া সার্ব্বভৌম গৌর-জগন্নাথকে নিজ-গৃহে লইয়া চলিলেন। পড়িছাগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রভুকে ঘরে আনিয়া সার্ব্বভৌম পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। প্রভুর শ্বাস-প্রশ্বাস বা উদর স্পন্দন দেখিতে না পাইয়া ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পরীক্ষা করিবার জন্য একটুকু সূক্ষ্ম তুলা আনিয়া প্রভুর নাসাগ্রে ধারণ করিলেন। তুলাটুকু ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই সাত্ত্বিক-বিকার। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ ও বর্ণনা পড়িয়াছি, তাহার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে। নিত্য-সিদ্ধ-ভক্ত ব্যতীত ত' এ ভাব কাহারও হয় না। যাঁহার অনিরূঢ় মহাভাব হয়, তাঁহাতেই এই অদ্ভুত সাত্ত্বিক-বিকার দৃষ্ট হয়। তাহা কি মানুষে সম্ভবে? এ যে মানুষের দেহে ঐরূপ অদ্ভুত ভাব দেখিতেছি; বড়ই আশ্চর্য্য-ব্যাপার! ভট্টাচার্য্য নিজ-গৃহে প্রভুর নিকট বসিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সিংহদ্বারে শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে সর্ব্বত্র লোকে প্রভুর অবস্থা বলাবলি করিতেছিলেন,—'অহো! আজ এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি জগন্নাথ-দর্শন করিবা-মাত্রেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহার শরীরে কিছুতেই চেতনতা হইল না; অবশেষে ভট্টাচার্য্য সেই সন্ন্যাসীকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়াছেন।' লোকের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ বুঝিলেন যে, এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বয়ং মহাপ্রভু; আর ঐরূপ অবস্থাও মহাপ্রভু ছাড়া আর কাহারও হইবার নহে। এমন সময় সেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া পড়িলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিশারদের জামাতা। তিনি ক্ষেত্রবাস করিতেছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ। মুকুন্দের সহিত গোপীনাথের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। গোপীনাথ মুকুন্দকে অকস্মাৎ নীলাচলে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, 'মহাপ্রভু এখানেই আসিয়াছেন, আমরা তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছি। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন। কিছুকাল হইল আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি আমাদের অগ্রেই দর্শনে গিয়াছিলেন, আমরা সকলে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতেছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমে অচেতন হইলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র আমার আপনার সাক্ষাৎ পাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল, এমন সময় দৈবযোগে আপনার দর্শন পাইলাম। চলুন, আমরা সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে যাই, আগে মহাপ্রভুকে দেখিয়া আসি; পরে জগন্নাথ-দর্শনে যাইব।

গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি। মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভুর পদ-বন্দনা করিলেন এবং সকলকে লইয়া আনন্দের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপীনাথ গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিলেন, প্রভু আনন্দ-মূর্চ্ছায় শয়ন করিয়া আছেন; প্রভুকে দেখিয়া গোপীনাথের যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইল।

সার্ব্বভৌমকে জানাইয়া গোপীনাথ সকলকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন এবং সার্ব্বভৌমের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত সকলকে শ্রীমন্দির দর্শনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। জগন্নাথ দর্শন করাইবার জন্য সার্ব্বভৌম ভক্তগণের সহিত যে লোক প্রদান করিলেন, তাঁহারা যোড়হস্তে ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনাদের চরণ ধরিয়া নিবেদন করি, আপনারা স্থির হইয়া জগন্নাথ দর্শন

করিবেন। পুরী-গোস্বামীর মত কেহ কিছু করিবেন না। আপনারা সব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি না। যদি স্থির দর্শন করেন, তবে আপনাদিগকে লইয়া যাই। আপনাদের একজন আজ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে যে জগন্নাথ কোন প্রকারে সিংহাসনে রহিয়াছেন, ইহাই বড় আশ্চর্য্য ? আর তিনি যেরূপ আছাড় পাইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে পারে, ইহা আমরা কখনও দেখি নাই। আপনাদের সব ব্যবহার আমাদের অচিন্ত্য ; অতএব নিবেদন করি, আপনারা একটু ধীর স্থির হইয়া দর্শন করিবেন।' ইহা শুনিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন ও সার্ব্বভৌমের লোককে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'তোমাদের কিছু চিন্তা নাই।'

সকলেই জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ জগন্নাথ-দর্শনমাত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিলেন। পূজারি জগন্নাথ দেবের মালিকা প্রসাদ আনিয়া ভক্তগণের গলায় পরাইয়া দিলেন। প্রসাদ-মালা পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত মনে পুনরায় সার্ব্বভৌম-গৃহে মহাপ্রভুর নিকট অতি সত্বর ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া দেখেন, মহাপ্রভু সেইরূপ অবস্থায়ই আছেন, বিন্দুমাত্রও বাহ্য-ভাব প্রকাশিত হয় নাই। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পদ-তলে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কৃষ্ণধ্বনি করিতেছেন।

ভক্তগণ সমস্বরে উচ্চ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্য-দশা দেখা দিল। প্রভু হুঙ্কার করিয়া 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম আনন্দে প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভু স্থির হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'আমার আজ কি হইয়াছিল ?' নিত্যানন্দ প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"তুমি জগন্নাথ দেখিবামাত্র প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে ; দৈবাৎ সার্ব্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তোমাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। তিন প্রহরকাল যাবৎ তোমার একেবারে বাহ্য-দশা ছিল না। এই দেখ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমাকে নমস্কার করিতেছেন।"

প্রভু সম্ভ্রমে সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—জগন্নাথ বড় কৃপাময় ; তাই আমাকে সার্ব্বভৌমের গৃহে আনিয়াছেন। আমি নীলাচলে কিরূপে তাঁহার সঙ্গ পাইব, তজ্জন্য চিন্তিত ছিলাম। আর আমার আজিকার ঘটনা শ্রবণ কর,—

"জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে তুলি আপনার॥
ধরিতে গেলায় মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥"

প্রভু আরও বলিলেন,—আজ হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাহিরে গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিব, আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না। ভাগ্যে আমি জগন্নাথকে স্পর্শ করি নাই, তাহা হইলে আজ মহাবিপদ উপস্থিত হইত। নিত্যানন্দ বলিলেন,—এখন এসব কথাবার্ত্তা রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নান কর, আর বেলা নাই। প্রভু বলিলেন,—নিত্যানন্দ! তুমি আমাকে রক্ষা করিবে, আমি এ দেহ তোমার কাছে সমর্পণ করিলাম। এদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! শীঘ্র স্নান করিয়া আসুন ; আজ এই দীনচেতা গৃহী কিছু মহাপ্রসাদায় ভিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়াছে।

মহাপ্রভু শীঘ্রই সমুদ্র-স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ আনয়ন করাইয়া স্বর্ণ-থালাতে নিজ হস্তে সেই প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। মহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত প্রসাদ-সম্মান করিতে বসিলেন। প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন—

"—বিস্তর লাফ্‌রা মোরে দেহ।
পিঠা-পানা-ছানা-বড়া তোমরা সে লহ॥"

মহাপ্রভু এই উক্তিচ্ছলে সাধকজীবগণকে শিক্ষা দিলেন, যেন মহাপ্রসাদ গ্রহণের ছলে কেহ তাঁহাতে ভোগবুদ্ধি করিয়া না বসেন। স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলেও মহাপ্রভু পরিবর্ত্তিকালে এই নীলাচলেই সাধক জীবকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

মহাপ্রসাদ সেব্য-বস্তু—তাহা আমাদের ভোগ্য-বস্তু নহে। আমরা মহাপ্রসাদের কাছে নিষ্কপটে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিব,—হে মহাপ্রসাদ! আপনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু, আপনি আমার প্রভু ; আপনি আমার জিহ্বা-লাম্পট্য,—আমার যাবতীয় প্রাপঞ্চিক ক্ষুধারূপ দুর্দ্দমনীয়-ব্যাধি বিদূরিত করিয়া অপ্রাকৃত সেবারসে আমার রুচি জন্মাইবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুরু-বস্তুতে—ঈশ্বর বস্তুতে যে ভোগ বুদ্ধি করে, সে বঞ্চিত হয় ; আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনাতে যেন আমার জাতি-সামান্য—বুদ্ধি না হয়, চিন্ময় মহাপ্রসাদকে যেন আমি 'ভাত-ডাল' জ্ঞান করিয়া ভোগে লিপ্ত না হই। আমি আমার অধিকার উপযোগী আপনাকে গ্রহণ করিয়া যেন প্রাকৃত-জ্বর ও কৃষ্ণসেবায় উপযোগিতা লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রভু আর সাধক-জীবকে মহাপ্রসাদে ভোগ-বুদ্ধি হইতে সতর্ক করিবার জন্য এই রূপ লীলা দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আজ কৃপাপূর্ব্বক সকল প্রকার মহাপ্রসাদই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জগন্নাথদেব কিরূপ ভোজন করিয়াছেন,—এই সকল উপকরণ-ভোগে তাঁহার কিরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়াছে, মহাপ্রসাদ আস্বাদ করিয়া তাহা অনুভব করুন। ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে পিঠা-পানা ছানা-বড়া মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের বিচিত্র-মহাপ্রসাদ সেবন করাইলেন।

পাঠক! এখানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তিটী লক্ষ্য করুন,—

"জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥"

অনর্থযুক্ত বিষয়ী বা সাধক, আর অনর্থমুক্ত সিদ্ধ-বৈষ্ণব বা পরমহংসের আচরণ বাহ্য দৃষ্টিতে এক হইলেও তাঁহাদের অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা মৎসরতা বশতঃ সাধক সিদ্ধকে সমশ্রেণীতে গণনা করে, তাহারা কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারেন না। অনর্থমুক্ত পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অধীন হন, মহাপ্রসাদ তাঁহার নিকট নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জাগাইয়া না দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের স্মৃতিই জাগাইয়া দেন। তিনি বিচিত্র প্রসাদ সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে নিজের কোন ভোগ-স্পৃহা থাকে না, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রসাদ আস্বাদন করেন। প্রসাদ তাঁহার নিকট উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া দেয়। মাধবেন্দ্রপুরী গোপালের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুভব করিবার জন্য গোপীনাথের ক্ষীর আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মৎসর ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করে, মুক্তকুলও বুঝি আমাদের ন্যায় জিহ্বা-লম্পট। মাধবেন্দ্রপুরী-পরিত্যক্ত শিষ্যনামধারী রামচন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকাশ্রেণী নির্গত হইতেছে, দেখিতে পাইয়া মহাপ্রভু অধিক পরিমাণে মিষ্টদ্রব্য ভোজন করেন—সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয়লালসা যায় নাই,—এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে অনর্থযুক্ত মর্ত্ত্যজীব বিবেচনা করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ, কোন সময় মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌমের গৃহে বিবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টাদি উপকরণ সমন্বিত প্রসাদ ভোজন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরম লোভী স্থির করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিকও তাঁহাদের সাহিত্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে নানারূপ বিলাস-বৃত্তির উদ্রেক হয়। মাংসের স্থান ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও উপাদেয় শাকসব্জী দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। পাঠক, চৈতন্যচরিতামৃতের খাদ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টি করিবেন।' এই সকল বিচারকের গতি মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধক ও সিদ্ধকে, জীব ও ভগবান্‌কে সম শ্রেণীতে গণনা করিবার ফলেই আমাদের চিত্তে এই সকল অপরাধময়ী দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। আমরা মহাভাগবতগণের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আচরণদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, অনর্থমুক্ত পুরুষগণ যে কোন বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-পরতাই সাধিত হয়, তাঁহারা সর্ব্ব-বিষয়গ্রহণে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতএব মহাভাগবত ও বৈষ্ণবগণকে ভোগী বা বিলাসী মনে করিয়া কাহারও ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করা উচিত নহে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই উচিত। তবেই জীবের মঙ্গল।

মহাপ্রভু অন্যদিকে নিজ আচরণের দ্বারা জানাইলেন যে, পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি "মহাপ্রসাদ" গ্রহণে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নাই। তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে লাফ্‌রা ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা উচিত। কারণ পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি গ্রহণ করিবার ছলে অনর্থযুক্ত পুরুষের প্রসাদে ভোগ-বুদ্ধিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিয়া অনর্থমুক্ত বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-প্রীতির উদয় হইবে। 'অহো! আজ কৃষ্ণের রসনায় কিরূপ তর্পণ হইয়াছে—কৃষ্ণের বড় সুখ হইয়াছে, এত স্মৃতি পরিপূর্ণরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ভাসাইতে থাকিবে। কৃষ্ণের ভোগে—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনন্দ উপলব্ধি করা—কৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়ার নামই—কৃষ্ণপ্রেম। আর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে মজিয়া যাওয়ার নামই—কাম।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট লজ্জ করে। পুন সেইমত মারা পড়ে ভূমি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

নীলাচলে মহাপ্রভু

শ্রীনীলাচল ও শ্রীনীলাচলোৎসবের কথা স্মরণ হইলে গৌরভক্তগণের হৃদয়ে কতই না আনন্দের লহরী খেলিতে থাকে,—এ আনন্দ জগতের সম্ভোগানন্দ নহে—এ আনন্দ কোটি ব্রহ্মানন্দতিরস্কারকারী অপ্রাকৃত বিরহ-ব্যথা জনিত গাঢ় সেবানন্দ। এ বিরহ-ব্যথা নিখিল আনন্দের মস্তকোপরি বারংবার নৃত্য করে—ইহা—বিরহে মিলনানন্দ—এ আনন্দের অধিকারী একমাত্র গৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণ। অপরে এ আনন্দ কোন দিন পান নাই—পাইবেন না—একথা "দরদী" ছাড়া অপরে বুঝিবে না। নীলাচল-মহোৎসব সেই অপ্রাকৃত আনন্দেরই উদ্দীপনবিভাব। নীলাচলের কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গৌর-ভক্তগণের কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়। কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের স্মৃতিটী যেন নীলাচলের সহিত ওতপ্রোতভাবে 'মাখামাখি' হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বলোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন মাঘ মাসের দারুণ শীতে—যে সময় সম্ভোগবাদী জীব স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া এক একটী "ছোট খাট কৃষ্ণ" সাজিয়া বসে সেই সময় ঘরে পরমাসুন্দরী ভার্য্যা, অনাথা জননী, কত সাধের সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা জগতের শিরোমণি জন্মভূমি, কত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, কত লোক-প্রিয়তা, স্নেহ-ভালবাসা, কত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-প্রতিষ্ঠা সব রাখিয়া কৃষ্ণের অনু-সন্ধান-অভিসারে যাইবার জন্য ভিক্ষুকের বেশগ্রহণের লীলা দেখাইলেন—খরতর-স্রোতা কুলুকুলু-নাদিনী জাহ্নবী যেমন সাগরের অনুসন্ধানে উধাও হইয়া চলে, কোন বাধা-বিপত্তি মানে না, সেইভাবে অবন্তীনগরে ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর গাথা গান করিতে করিতে দিগ্-বিদিক্ দিবা-রাত্রি জ্ঞানহারা হইয়া আমার প্রভুর প্রভু প্রেমোন্মাদে বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন—নয়নে অবিশ্রান্ত দর দর লোর—শ্রীমুখে মুহুর্মুহুঃ 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' ধ্বনি, ঊর্দ্ধে ভুজ-বাহু প্রসারিত, যেন প্রভু কত আকুল-প্রত্যাশায় দুই হস্তে বিরহ-সাগরে সাঁতার দিতেছেন—কতক্ষণে অকূল-পাথারের কূল পাইবেন। কূল যে আর ... । প্রভু বড়ই আগ্রহের সহিত উত্তরই দীপের প্রশান্ত বাড়িয়া যায়। এইরূপ দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভু বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। আজ তিন দিবস যাবৎ উন্মত্তভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কেবল সর্ব্বত্র সম্ভোগ-বিগ্রহ-কৃষ্ণের ভোগ-মন্দিরের উদ্দীপনা। প্রভু আমাদের ন্যায় পামর জীবকে জানাইতেছেন, হরিভজনকারীর এইরূপ অবস্থা হয়, তিনি আপনহারা হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণের ভোগ অনুসন্ধান করেন, বিশ্বময় অদ্বিতীয় কাম-দেবের কামযজ্ঞের ইন্ধন উপকরণ দেখিতে পান, সমগ্র বিশ্বের সব দিয়া তাঁহার কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা হয়। এইভাবে উন্মত্ত প্রভু কখনও পথে গো-চারণকারী রাখাল-বালকগণকে—গোপবালকগণকে দেখিয়া অধিকতর কৃষ্ণ প্রেমে উদ্দীপ্ত হইতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে 'হরি হরি' ধ্বনি করিতেছেন। অধিক হইতে অধিকতর কৃষ্ণবিরহ-পিপাসাতুর হইয়া কর্ণাঞ্জলি দ্বারা বালক-গণের মুখে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের নামামৃত পান করিয়া একটু প্রাণ জুড়াইবার জন্য লালায়িত হইতেছেন, গোপবালকগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন, কৃষ্ণান্বেষণ অভিসারের পথিক বিপ্রলম্ভতনু গৌরায় বালকগণকে পুনঃ বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পথ ত' আর ফুরায় না। 'কৃষ্ণ কোথায়,' 'বৃন্দাবন আর কতদূর' প্রভুর শ্রীমুখে কেবল এই জিজ্ঞাসা। নিতাই গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য বালকগণকে শিখাইয়া দিয়াছেন; নিতাইর উদ্দেশ্য আছে, প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবেন। প্রভু গঙ্গাকে 'যমুনা' মনে করিয়া স্তব করিতেছেন। নিতাই প্রভুকে ভুলাইয়া অদ্বৈত আচার্য্যের মন্দিরে লইয়া আসিলেন। সেখানেও প্রভুর সেই ভাব—সেই উন্মাদনা—প্রেমের উৎকণ্ঠা। সগণ-অদ্বৈতাচার্য্য অভিনন্দন-গীতি গাহি-লেন,—

"কি কহব রে সখি আজুকো আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

কিন্তু এই সম্ভোগরস-গীতত্তে কৃষ্ণানু-সন্ধান-অভিসারের পথিকের চিত্তে কৃষ্ণের সঙ্গ অভাবে বিরহ-ব্যথা আরও বাড়িয়া গেল। মুকুন্দ তখন প্রভুর ভাবানুযায়ী গীতি গাহিতে লাগিলেন—

"রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাই॥"

গান শুনিতেই প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক আদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। ভাব-শৈথিল্যের সহিত প্রভুর তুমুল নৃত্য আরম্ভ হইল।

এদিকে নবদ্বীপের ভক্তগণের সহিত শচীমাতা শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে আসি-লেন। কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাকারী প্রভুর ভাবোন্মাদ-চন্দ্রিকা-দর্শনে শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-রসসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত" বাক্যের সার্থকতা-সম্পাদনকারী প্রভু বিপ্রলম্ভ রসপীঠ কৃষ্ণা-ন্বেষণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য একটী কৌশল খেলিলেন। একান্ত গৌরগতপ্রাণ নবদ্বীপ-বাসী ও শুদ্ধবাৎসল্য-রসরসিকা শচীদেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,—

"তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ
আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥"

অপরদিকে সাধক জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লঞা॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যা'তে রহে দুই ধর্ম্ম॥"

প্রভুর এই বাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রভু কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে বাহ্যে সন্ন্যাসীর আচার রক্ষা করি-বার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে কপটতা করিয়া জননী-জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তির আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। "যাঁতে, রহে দুই ধর্ম্ম"—এই বাক্যে অন্তরে ভোগ ও বাহ্যে ত্যাগ বা "দুই নৌকায় পা' দেওয়া" নীতি বা কপটতার আদর্শই দেখাইয়াছেন। এ সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অনেকেই বঞ্চিত হন। প্রভু সাধক জীব নহেন; বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী শচীমাতার প্রতি প্রভুর আসক্তি, কিংবা নবধা-ভক্তিস্বরূপা নীলাশক্তিময়ী শ্রীনবদ্বীপ-পুরীর প্রতি প্রভুর আসক্তি অথবা নবদ্বীপবাসিভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতি—স্বীয় পরিকর-বৈশিষ্ট্যে প্রতি প্রীতিরই উদাহরণ। ক্ষুদ্র জীবের জননী, জন্মভূমি বা স্বদেশবাসীর প্রতি আসক্তি তাহার ভগবদ্বিমুখতামূলী বদ্ধ দশা মাত্র।

আজ শচীমাতা কি আদর্শ দেখাই-লেন? প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ; তাই শচীমাতা পুত্রের সুখের জন্য প্রভুকে নীলাচলে অবস্থানের অনুমোদন করিলেন—

"আপনার দুঃখ সুখ তাঁহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি॥"

অহো! কি শুদ্ধ অপ্রাকৃতবাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ! এইরূপ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের নামই 'প্রেম'।

প্রভুও "এক কার্য্যে, কার্য্য পাঁচ সাত' করিলেন। জগতে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন—'বাস্তাশী' হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে, জানাইলেন—ভগবানের ভক্তের প্রতি শুদ্ধ-প্রীতি—ভক্তের ভগবানের প্রতি প্রীতি—শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেম ও তাহারই বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ ইহ জগতের পুত্রাসক্তি বা মাতা-পিতার প্রতি আসক্তির ভেদতা প্রচার করিলেন। নবদ্বীপবাসী, ভক্তগণকেই বা প্রভু কি শিক্ষা দিলেন? আজ নিজে যে লীলা আচরণ করিতেছেন—সেই কৃষ্ণান্বেষণ; তাই প্রভু নবদ্বীপবাসি-গণকে বলিলেন—

"তোমা সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগো—মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন॥"

প্রভু নবদ্বীপবাসি-গণকে কৃষ্ণচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ শিক্ষা দিলেন, জানাইলেন যে 'আত্মনিবেদন' ব্যতীত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অধিকার হয় না। সর্ব্বস্বনিবেদনকারী—গৃহেই থাকুন, আর বনেই থাকুন—তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণভজন সম্ভব। তাই প্রভু 'প্রকৃত-বান্ধব', 'প্রকৃত গুরু, জননী-জন্ম-ভূমির প্রকৃত সেবকের আদর্শ শিক্ষা দিলেন—সকলকে "সদা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণআরাধন" এক কথায় "কৃষ্ণান্বেষণ" করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং আদর্শ-কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা আবিষ্কার করিবার জন্য সকলের নিকট হইতে নীলাচল গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রভুর নীলাচল-গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া হরিদাস কাঁদিয়া বলি-লেন, প্রভো! তুমি নীলাচলে যাইবে, আমার কি গতি হইবে? হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন,—হরিদাস, তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে শ্রীপুরু-ষোত্তম লইয়া যাইব—প্রভু হরিবিমুখ স্মার্ত্ত-সমাজকে ধিক্কার দিয়া অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর হরি-দাসকে পুরীতে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মহান্ত গুরুতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারদর্শ হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা 'চৈত্ত্যগুরু' ও "মহান্তগুরু" শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে 'চৈত্ত্যগুরু'রূপে অবস্থানপূর্ব্বক জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রযোজক-কর্ত্তৃত্বে চৈত্ত্যগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্ত্যগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্তগুরুর সেবকসম্প্রদায় বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন।

শাস্ত্রকীর্ত্তনকারী, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয় শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী

ব্যক্তি অনর্থযুক্ত, অপ্রকৃত, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চঞ্চল চিত্তের সুষ্ঠুগতি বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান-দাতা গুরুপ্রাপ্তির পূর্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র শ্রবণ, সাধুমুখে ভগবৎ কথা কীর্ত্তনে অনুগমন প্রভৃতিতে রুচি উৎপত্তি হইলে জীব আপনাকে দিব্যজ্ঞানের সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানেও চৈত্ত্য-গুরু জীবকে তারতম্য নির্দেশে শ্রৌতপথের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্ম-প্রদর্শক, মহান্তদীক্ষাগুরু এবং মহান্তশিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণপ্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ কৈতব চতুষ্টয় প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্ত্যগুরু জীবকে ভুক্তিমুক্তিবৈভবানন্দ বিবেকানন্দ করায়। কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্ত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণবমহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদিশিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণ-তাড়িত অবস্থার শোধনকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মহান্তদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ-লীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণি-গণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোন-দিনই ভগবানের সেবা পরিহার পূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাবতার না জানিয়া নিজ দুর্দ্দমনীয় অপ-রাধক্রমে আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ কল্পনা-পূর্ব্বক অসূয়ার অনুষ্ঠানে গুরুপাদপদ্ম সেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।

শ্রৌতপথেই গুরুগ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেরূপ আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্ত্যগুরুর দ্বারা বিমূঢ় হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহঙ্কারবশে স্বয়ং গুরু হইবার চেষ্টা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না।

তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারে না, শ্রৌতপন্থীই গুরু হইতে পারেন। তর্কের আম্নায়-পারম্পর্য্যের মূলে কাপট্যমূলকের পুষ্টিবশে তর্ক-পন্থার উদ্ভব হয়। আম্নায়-গুরুপারম্পর্য্য যেরূপ সত্যে, তাহার মূলে আছে। তর্ক-পন্থা অপ্রোথিত-মূল হওয়ায় মান শৈবালের ন্যায় সংস্থিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। যাঁহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের এক-মাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'ভুক্তিকামী'। ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক-কর্ত্তার নিয়মনপ্রভাবে সৎকর্ম্ম প্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা"—এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধ-গুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বায়ত্ত করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক শ্রেয়ঃপথের পথিক হন। আবার শ্রেয়ঃপন্থায় বিভিন্ন তারতম্য বিচারে কতকগুলি আপাত প্রেয়োবিচার-কেই শ্রেয়োরূপে পরিদর্শন করে। উহাই চৈত্ত্যগুরুর মায়াবিস্তাররূপা কপট কৃপা। যাঁহারা দ্বিতক প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রযোজক-কর্ত্তা প্রযোজক কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়ো-লাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি **অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক**। অদ্বয়জ্ঞানের সেবক-সূত্রে তাঁহার বেদিতব্য বিষয়ে বহুত্ব না থাকায় তিনিও অসমোর্দ্ধ, তিনি বিষয়-জাতীয় অসমোর্দ্ধ না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অসমোর্দ্ধের লীলাপ্রদর্শনকারী।

শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরুর বাস্তব জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এই জন্য শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু। দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধিত-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরি-সেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরুবর্গ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাগ্ভাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে দয়া-ধারায় প্রসাদ-বিতরণকারীরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিভাগে রিক্ত, কর্ম্মালয়ে আবদ্ধ, যথেচ্ছা-চারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেইসকল ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি প্রদান ও জীবমাত্রেরই কৃষ্ণ-সেবা-তৎপরতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরু-দেবের ইহ জগতে আগমন। তিনি পদ্ম-পত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সং-সারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্য-ভোগধারণা অপসারণপূর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন, তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত জড়াভি-নিবিষ্ট প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তদপেক্ষা মূঢ় মৎসর জনগণ হিংসাপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের হিতবর্ষিণী চেষ্টাকে তাহা-দেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্যতম জ্ঞানে তাঁহার সেবাবিমুখ হন। এখানে চৈত্ত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রেয়ঃপন্থার অনু-মোদন করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়-চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করেন। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যবৃত্তি ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্ত্য-গুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের ন্যায় বিজ্ঞ পরবিদ্যাপারঙ্গত, মহত্তম, সজ্জন কুলসার অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহ-ক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ-নখ-শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একগুরুবাদিগণ একমাত্র মেরিতনয়কেই জগদ্গুরুর প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত অকৃত্রিম সুহৃদ্বর্গকে 'মহান্তগুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন—'মহান্তগুরুমাত্রেরই দোষ-যুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় খৃষ্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।' খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুগামী দ্বাদশ জন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ অনুগত জনগণ জগদ্গুরু হইতে পারেন না—তাঁহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিচার অথবা একজন্মবাদের বিচার পাপে সংশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কায় কাল্পত হইয়াছে মাত্র। ন্যূনাধিক পাপ-পরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অন-ভিজ্ঞতা-নিবন্ধন একগুরু-মতের উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ন্যূনাধিক পাপে লালিত-পালিত এবং তাঁহাদিগের অধস্তন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্তগুরুর-পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাপতরণ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে "জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি" প্রভৃতি পারমার্থিক অন্ধতা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য, তাঁহারা মহান্তগুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন, চৈত্ত্যগুরু কোন [illegible] মহাত্মাই [illegible] থাকেন। এস্থলে ভগবান্ [illegible] তাদের-প্রদত্ত সাত্ত্বত, [illegible], [illegible] তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। [illegible] গুরুবাদে কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণ [illegible] হয় না। সিমাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ কালেই অপশস্ত্রমূলে একগুরুবাদ, [illegible]-বাদ প্রভৃতি মতবাদের যে সকল প্রভাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা [illegible] হওয়া আবশ্যক। সিমাইটগণের বিচার বলিতে অসুরবর্গ, হাবিএশিয়ন্‌স্, ব্যাবি-লিনিয়ন্‌স্, ফিজ্র, ফিনিসিয়ন্‌স্, ইহুদী প্রভৃতি জাতিসমূহের পূর্ব্বাশ্রিত বিচার।

সেমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরসনপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের মেধাবী বৃত্তকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড় নিরা-কারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্তগুরুবর্গদ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্ত-লিকবাদ ও জন্মান্তরবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাঁহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবা-পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেকস্থলে মহান্তগুরু প্রদত্ত অদ্বয়জ্ঞানও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

কপটতা দরিদ্রতার মূল

বৈরাগিদলের কপটতার সীমা নাই। তাহারা নিজের প্রয়োজন মত কতকগুলি কথা গোপন করে ও কতকগুলি মিথ্যা কথার আবরণে নিজ পক্ষ সমর্থন করে। জড়বস্তুতে আসক্ত হইয়া ভোগীর স্থান অধিকার করে। আর বাহিরে নিজের কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকের নিকট অবৈধ সম্মান আশা করে। শুদ্ধভক্ত এইরূপ ঘৃণ্য কপটতাকে হৃদয়ের সহিত বর্জ্জন করেন। এই কথার নমুনা আমরা প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করিলেও একটি অতি বিস্ময়াবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থান, ঐতিহ্য, ভূগোল কিম্বদন্তী ও নানাবিধ প্রমাণ-বলে নিরূপিত থাকায় তদ্বিষয়ে কপটতারহিত সজ্জন বুদ্ধিমান জনগণ পরম সন্তোষের সহিত সত্যের অনুমোদন করেন, আবার সেই কথা জানিয়া শুনিয়া স্বার্থান্বেষী কপটদল বিপ্রলিপ্সাবশে কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া ঐ প্রমাণগুলি অস্বীকার করিয়া ঐতিহ্য-কলঙ্ক, চিত্র-ছলনা ও নানাবিধ অপ্রামাণিক কথাকে প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করে। [illegible] প্রচারিকগণ নিজের দুরভিসন্ধি, অন-

[illegible]-এর কথা আমাদের [illegible] উদিত হয় না। অর্থ-সংগ্রহের দুর্বাসনায় অন্ধ হইয়া যখন [illegible] বিত্ত-সঞ্চয়ার্থ হয়, তখনই তাঁহারা সজ্জনের বিবেক ও নিজ নিজ [illegible] চিত্তবৃত্তি সাধুর স্কন্ধে আরোপ করিতে ত্রুটি করে না। তখন তাহারা প্রেমানন্দের কবিতা "সজোরে বলিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা" মুখে উচ্চারণ করিয়াও অসাধু-পথে চলিতে থাকে।

কপট বৈরাগী অপরের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের মত দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট জনগণ পরদারা পোষণে স্বল্প-অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আবার যখন দেখে যে, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ পদার্থকে 'পরার্থ' জানিয়া ভগবান্ ও ভক্তের সেবা-কার্য্যেই অর্থ ব্যয়িত করেন, তখন তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া পর-গঞ্জনা সহনে পরাঙ্মুখ হইয়া পরনিন্দা করিয়া বসে। পরচর্চ্চকের গতি কোন কালেই হইবার নহে, জানিয়াও নিজের কদর্য্য স্বভাব পরস্ব অপহরণকে ধর্ম্ম সংগ্রহের উপায় বলিয়া স্থাপন করে। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ পরদ্রব্য অপহারীকে উত্তরোত্তর আরও পাপে লিপ্ত করিয়া পরিশেষে সংহার করেন। আমরা শত শত মিথ্যাবাদীর কথায় কর্ণপাত না করিলে, মিথ্যাবাদিগণ আপনা হইতে থামিয়া যায়। অপস্বার্থের খাতিরে এমন দুষ্কার্য্য নাই যে, তাহারা করে না। তজ্জন্য কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেন, মহাভাগবতগণ, নারকীগণের আসুরিক প্রবৃত্তির উপশান্তির জন্য প্রতীপগণকে বুঝাইয়া দেন না। যাঁহারা অর্থ লোভে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের ছলনায় ভাগবত-পাঠী হন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিজ দাসগণের সহিত তাঁহাদের কাপট্যপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ব্যবসায়কে সম-শ্রেণীস্থ মনে করেন। তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ ও হরিসেবার অর্থে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। পরদারাপহারী বুঝিতে পারেন না যে, অপরের ক্ষতি করিলে তাহার ক্লেশের পরিমাণ নিজ ক্লেশের সহিত সমান, তজ্জন্য তাদৃশ দুষ্ট কর্ম্মে উদ্যোগী হওয়া উচিত নহে, একথা তাহাদের মনোমধ্যে গৃহীত হয় না। সেই হেতু ভগবান্ কখনও তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। তাহারা [illegible]দিগকে ভণ্ড সাজাইয়া লোক-বঞ্চনা করিয়া থাকে। শুদ্ধভক্তগণ কোন পরদারাপহারী, পরধনাপহারী ভক্তবিবেবর্জিত-গণের সহিত কখনও সম্ভাষণ করেন না, কখনও তাহাদের সহিত উপবেশন করেন না এবং কোনপ্রকারে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, এই সকল কথা বুঝিয়াও লোকের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা খর্ব হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অহঙ্কারী সাজাইবার যত্ন করেন। শুদ্ধভক্তগণ মহাজনের উপদেশ ক্রমে কোন প্রকারে দুঃসঙ্গের প্রশ্রয় দেন না বা যোষিৎসঙ্গি নারকীগণের কোন চেষ্টা মধ্যে থাকেন না একথা বুঝিতে পারিয়াও দুঃসঙ্গবর্জনকারিগণের সহিত যোষিৎসঙ্গিগণ আপনাদিগকে সমশ্রেণীতে গণনা করারূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। যোষিৎসঙ্গিগণের আবেদন নৈতিক চরিত্র-বিহীন সমাজে আদৃত হইলেও তাহারা কখনই অসতের সহিত সম্ভাষণ বা একযোগে কার্য্য করেন না। যেকাল পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ক্ষীণপুণ্যজনগণ মহাপ্রসাদ, ভগবন্নাম শ্রীভাগবতচর্চা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট না হন, তৎকালাবধি সেই ক্ষীণপুণ্য-জনগণের সঙ্গ শ্রীচৈতন্যদাসগণ স্বীকার করেন না।

সদসদ্‌বিবেকহীন ভক্তিবিবেকিজনগণের সহিত যে শুদ্ধভক্তগণ মিলিতে পারেন না, এ কথা ভাগবতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া বিপ্রলিপ্সাবশে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিতে অনুরোধ করা বা বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে। শুদ্ধভক্তগণ কখনই এই অন্যায় আবদারের আস্কারা দেন না ধনের পরিমাণ, অপরা-বিদ্যার পরিমাণ, স্বাস্থ্যের পরিমাণ, বয়সের পরিমাণ, সামাজিক উচ্চপদের পরিমাণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যদাসের মাপ হইতে পারেন না। যেমন মূর্খ নিরক্ষর জীব শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনীর আদর করিতে জানে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়কে সমান পণ্ডিত দেখে, কিন্তু এইরূপ সমন্বয়বাদ হাস্যোদ্দীপক মাত্র।

ভবব্যাধির চিকিৎসা বিস্তার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এ সংসারের এক নাম 'ভব'। এই ভবে আমরা বাস করিয়া ভববাসী। আমরা প্রায় সকলেই ভবরোগে আক্রান্ত। সেই ভব রোগ কি? আমরা অনেকেই ভবরোগের তত্ত্ব অবগত নহি। রোগ বা ব্যাধি দেহ-নাশক শত্রু, সেইরূপ দেহে কতকগুলি রিপু রহিয়াছে, তাহারা নিরন্তর স্ব স্ব-ভোগ-প্রাধান্য বিস্তার প্রত্যাশী হইয়া কদভ্যাস দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, এই চিত্তবিক্ষিপ্তাবস্থাই ভবরোগাক্রান্ত হওয়া।

আমরা দেহরোগ নিরাময়-প্রয়াসী থাকিয়া কোথায় উপযুক্ত চিকিৎসালয় ও চিকিৎসক পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করি এবং খোঁজও যথেষ্ট রাখিয়া থাকি। গ্রামে গ্রামে যাহাতে উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য বহুবিধ আয়াস স্বীকার করি, তাহাতে দেহ ব্যাধি নিরাময়ের কারণ যথেষ্ট থাকিলেও রোগোৎপত্তির হেতুও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত থাকে, অবশ্য ব্যাধি হইলে চিকিৎসা-মন্দিরে চিকিৎসকের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন ব্যাধি মুক্তির ভরসাও যে নেহাৎ স্বল্প পরিমাণে রাখি, তাহা নহে। কিন্তু চিত্তগুহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে যে ভবব্যাধি থাকিয়া আমাকে ক্রমেই অন্তঃ-জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, এই মজ্জাগত অন্তঃসার-শূন্য ব্যাধির প্রতি দৃক্‌পাত কোথায়? কেবল খাই দাই, বেড়াই খেলাই ঘুমাই আর একটু উদরায় সংস্থাপন করি, তাহাতেই বেশ আছি।

বলা বাহুল্য দেহ-ব্যাধি-নিবারণী চিকিৎসালয়, চিকিৎসক, চিকিৎসা বিদ্যাগারের অভাব না থাকিলেও ভবব্যাধি নিবারণী চিকিৎসক, চিকিৎসালয় এবং চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠের অভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। যদিও জগতে ব্যবসায়িদিগের দুই চারিটা কারখানা ইতস্ততঃ নড়া চড়া করিতে দেখা যায়, তাহা ভবব্যাধি সৃষ্টির কারখানাই বলিতে হইবে।

দেহ-ব্যাধির চিকিৎসকগণ ঔষধ নাড়া চাড়া করেন বটে, কিন্তু রোগীর যে ব্যাধি-নিরাময় করেন, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার যথেষ্টই রহিয়াছে। কারণ তিনি স্বয়ং ব্যাধিমুক্ত নহেন।

ভবব্যাধির চিকিৎসকগণ নিত্যকালের জন্য ভবব্যাধি-মুক্ত। তাঁহারা কোটি কোটী ভবব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে রোগ মুক্ত করিয়াও স্বয়ং সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার যোগ্যাতীত, সুতরাং জগতে সুদুর্লভ।

ভবব্যাধির চিকিৎসক একমাত্র সদ্বেদ-পারঙ্গত, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেব। তিনি তারকব্রহ্ম "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" নাম-মন্ত্র মহৌষধিদানে মর্ত্ত্যজীবগণকে ভবব্যাধি-মুক্ত করত অমর করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেব শুধু ঔষধই দান করেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ, মহামহাপ্রসাদরূপ পথ্যও দান করিয়া থাকেন। এদানের তুল্য দান যে আর কোথায় আছে, তাহা এখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। আর হইবেও না।

এই শ্রীগুরুদেবের ভবব্যাধি চিকিৎসা বিস্তারকল্পে প্রত্যেক ভববাসীর মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাহাতে এরূপ চিকিৎসা মন্দির অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারকেন্দ্র শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হয়, তৎপ্রতি প্রত্যেক আত্ম-মঙ্গল-কামীর প্রস্তুত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। নতুবা আমরা দেহ-চিকিৎসায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও ক্রমে মরণের পথেই অগ্রগামী হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সন্দেহ কিসে যায়?

আমরা জড়াধারে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর জড়াসক্ত থাকিয়া স্বকীয়ধাম বৈকুণ্ঠ ভুলিয়া জড়জগতে আত্মসেবা-নিপুণতা লাভে জড়বিনা আর অপর কিছুই দেখি না। আমার আমিত্ব আচ্ছাদিত হইয়া লুপ্তপ্রায় সঙ্কুচিত চেতনাবস্থায় আমি সদাসর্ব্বদা জড়ীয় জ্ঞানেরই ধ্যানে মগ্ন। মনে করি কাল-কর্ম্ম-স্বভাব-বশে জড়া প্রকৃতি হইতেই সকল উৎপত্তি, জড়া প্রকৃতিতেই সকল স্থিতি ও জড়া প্রকৃতিতেই পরিদৃশ্যমান জগতের, বস্তুসকল বিলীন হইয়া যায়। আমিই ঐ নিয়মের বাধ্য। তাই বৈষ্ণবাচার্য্য মহাজন আমার এহেন মূর্খতা অপনোদনার্থে গাহিয়াছেন—

"নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব,
ছাড়ি দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর!
আত্মা আছে কিনা আছে,
সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর॥
এইরূপ ক্রমে ক্রমে,
পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর,
নাহি হও আত্ম চোর,
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥
বৈষ্ণবের কৃপা-বলে,
সন্দেহ যাইবে চলে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পাবে বৃন্দাবনধাম
সেবিবে শ্রীরাধা শ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর"।

সাধু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষযুক্ত নহেন; সুতরাং এরূপ সাধু সঙ্গেই সন্দেহ বিদূরিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব

আগামী ২২শে আষাঢ় শনিবার দিবস শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তভম শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বা স্বরূপগঞ্জ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে শ্রীগ্রন্থ পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে। ভক্তগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

নানা কথা

আবহাওয়া

জেলা নদীয়ায় সদর সবডিভিজনের অনেক স্থলেই বেশ বৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জলজোর অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। আষাঢ়ের টানের মধ্যে মধ্যে এইরূপ বৃষ্টি হইলে ফসলাদি বেশ ভালই উৎপন্ন হইবে।

সৎকর্ম্মের বাধা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বামুনপুকুর মৌজাতে একটী তহবাজার আছে। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের মালিক উক্ত বাজারের স্বত্বাধিকারী হইতেছেন। উক্ত বামুনপুকুর মৌজাতে চাঁদকাজির সমাধি অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক উক্ত বাজারে তরকারি ইত্যাদি বিক্রয় জন্য আসে এবং খরিদ্দারও নিত্য বাজারে উপস্থিত হয় এই সমস্ত লোক যাহাতে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পায়, সেই জন্য উক্ত বাজারের মালিক ঐ স্থানে একটী স্থায়ী টিনের চালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। কিন্তু ঐ স্থানের কয়েকজন হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি বাজারের এই প্রকার উন্নতি হওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ নানা প্রকারে উক্ত চালা তৈয়ার-কার্য্যে বাধা-দানের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে উক্ত চালা দ্বারা রাস্তা অবরোধ করা মিথ্যা উক্তি করিয়া নদীয়ার সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চরণ সীমন্ত বাহাদুরের নিকট এক দরখাস্ত উপস্থিত করে। গত ২৮শে জুন উক্ত দরখাস্ত শুনানি হয়। সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর দরখাস্তকারিগণের নিযুক্ত আমিনের রিপোর্ট দৃষ্টে এবং সেটেলমেণ্ট নক্সা দৃষ্টে উক্ত চালা দ্বারা কোনও রাস্তা অবরোধ না হওয়া মন্তব্য প্রকাশে হুকুম দিয়াছেন এবং ১লাই জুলাই মধ্যে উক্ত স্থান পরিদর্শন করিবেন বলিয়াছেন। মাননীয় সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সেটেলমেণ্ট ম্যাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে মীমাংসা প্রকৃত পক্ষেই প্রশংসনীয়। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের ন্যায় বিচার-জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ এই বর্ষাকালে বৃষ্টির সময়ে উক্ত চালাতে আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইবেন এবং তাঁহারা সকলেই রায় সাহেবের উন্নতিকল্পে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

নীলামের নোটিশ

মুদ্রণ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা।

নদীয়ার মহামান্য ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ এ, এন, সেন বাহাদুর নদীয়ার সদর সাবডিভিসানের সেল নোটিস্ "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে" ছাপা হইবার আদেশ দিয়াছেন। জজ সাহেব মহোদয়ের এই ন্যায়পরতা ও বদান্যতায় নদীয়া প্রকাশের স্বত্বাধিকারী বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছেন এবং মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুরকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রাপ্তপত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত "নদীয়া-প্রকাশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার সত্বর এই সংবাদটুকু সত্বর প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

"নবদ্বীপ সাহিত্যরঞ্জনী সভা"

আগামী ১৬ই আষাঢ় রবিবার নবদ্বীপ সাহিত্যরঞ্জনী সভার বাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে সাহিত্যরথী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। উক্তদিবসে সাহিত্যামোদিগণ সভায় যোগদান করিয়া সভার শ্রীবর্দ্ধন করিলে সুখী হইব।

সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী

১। "উদ্বোধন সঙ্গীত"—শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী।

২। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের—"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

৩। "স্বাগত" কবিতা—শ্রীযুক্ত রামদাস পাল।

৪। "বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ"।

৫। "নবদ্বীপে সাহিত্য-সভার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা—"নবদ্বীপ" সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।

৬। "বাঙ্গলা সাহিত্য"—প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত দামোদর প্রসাদ কবিরাজ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কাব্যশাস্ত্রী।

৭। "নবদ্বীপের আদর্শ সতী"—শ্রীব্রজনন্দন রায়।

৮। "জীবন-ভারত" ও "শ্রীতি-পরিচয়" কবিতা প্রতিযোগিতার ফল-ঘোষণা।

৯। "পরিবার"—সঙ্গীত—শ্রীরাধা-গোপাল রায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—আগামী সভায় নবদ্বীপের সম্বন্ধে "নবদ্বীপের প্রয়োজন কি?" ও "আদর্শ পরিবার" শীর্ষক প্রতিযোগিতার অতি অল্পসংখ্যক প্রতিযোগিগণ আবেদন করায় আপাততঃ পরীক্ষা স্থগিত রহিল ইতি—

সম্পাদক,—সাহিত্যরঞ্জনীসভা,
নবদ্বীপ

কলিকাতা কর্পোরেশন

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খালের প্রশ্ন

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল সম্পর্কে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার কর্পোরেশনকে ষ্ট্যাণ্ডিং ওয়াটারওয়েজ এডভাইসারি কমিটিতে এক জন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে কি না, গত সোমবারের কর্পোরেশন সভায় সে বিষয় কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। আগামী জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর অধিবেশন হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হ্যারিস বাঙ্গালা সরকারের নিকট যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ফলেই এই নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

মিঃ পি, এন, গুহ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হউক বলিয়া প্রস্তাব করেন। তিনি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল কর্ত্তনের-সঙ্কল্পের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালা সরকার উক্ত খাল কর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ কেলী ও গার্ডেনার কমন্স সভায় এসম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভারত সরকারের সহিত ভারত সচিবের এসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার হয়। বাঙ্গালা সরকার তখন ভারত সরকারকে জানান যে, বাঙ্গালা সরকার এই খালের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। এই সময় ভারত সরকার মিঃ ডাভিস বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও খাল কর্ত্তন শীঘ্র আরম্ভ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের নিকট এক মন্তব্যলিপি প্রেরণ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা সরকার বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারের কর্ম্মচারিগণ জনমত অনুযায়ী খাল কর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন আর একদিকে ভারত সরকার উক্ত খালের কার্য্য আরম্ভ করিতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এই উভয় সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থিরীকৃত করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার এই সভার আহ্বান করিয়াছেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সভায় কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মর্ম্মে এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, এই বিষয়টীর বিবেচনার্থ ষ্ট্যাণ্ডিং ওয়াটারওয়েজ কমিটীর বাহিরে দিয়া একটী স্বতন্ত্র কমিটির হাতে ভার অর্পণ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারকে বলা হউক। সেই কমিটীতে কর্পোরেশনের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি ও ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ব্যবস্থা রাখিতে হয়, তাহা করিতে বাঙ্গালা সরকারকে বলা হউক। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় বণিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই খাল কর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে, দেশের অধিবাসিগণের মঙ্গলের জন্য নহে।

এসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সভার কার্য্য স্থগিত হয়। সোমবারের কর্পোরেশন সভায় পল্লীস্বাস্থ্য সমিতিগুলি পরিচালনার মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ও তাহাদিগকে বর্ত্তমান নিয়ম-অনুসারে অর্থ প্রদানের কথাও স্থিরীকৃত হয়।

বন্যার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী

নওগাঁও (আসাম) ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, আসাম নওগাঁওয়ের বন্যা-সাহায্য সমিতির সেক্রেটারী সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন—বন্যার প্রকোপ সামান্য-ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই জিলার বন্যাপ্লাবিত স্থান হইতে মানুষ ও গো-মহিষাদির চরম দুর্দ্দশার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনা যাইতেছে। গো-মহিষের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়,মহামারীর প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি এই অঞ্চলে এক রক্ষা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। যমুনামুখের মিঃ জহরমল আগরওয়ালাকে এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছে। গো-মহিষাদির সাহায্যার্থ বিভিন্ন স্থানে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের দুঃখেরও একশেষ হইয়াছে। জহরমল বাবু তাহাদিগের দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি মুক্ত হস্তে চাউল অর্থ ও গো মহিষাদির খাদ্য বিতরণ করিতেছেন।

আরও অর্থের প্রয়োজন

জন সাধারণের দুর্দ্দশার শেষ হইতে এখনও অন্ততঃ একমাস সময় লাগিবে, অনেকে এই রকম আশঙ্কা করিতেছেন। জনসাধারণ সাহায্য কমিটীকে এই সম্পূর্ক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করিলেও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৬

গৌড়ীয়ের বাণী

'আশ্রয়' শব্দে—শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণ-আশ্রয়। শুদ্ধ-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাভাগবত পরমহংসই—শ্রীগুরুদেব। তাঁহার পাদাশ্রয়-কল্পেই জীবের কৃষ্ণভক্তি-লাভ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ চতুঃষষ্টি অঙ্গের সর্ব্ব প্রথমে লিখিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"। গুরু-পাদ-পদ্ম-বিমুখের কোন কালে কোথায়ও গতি নাই।

কৃষ্ণ-প্রসাদে গুরু-প্রসাদ ও গুরু-প্রসাদে কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ হয়। সাধারণ জীবের তজ্জাতীয়-প্রকৃতি হইতে কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ ঘটে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহধারী জীবমাত্রেরই নিজের ও পরের শ্রেয়ঃ বিধান কর্ত্তব্য। ভগবৎ-সেবাই পরম শ্রেয়ঃ, আর ভগবদ্বিমুখতাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পরম শ্রেয়ঃ। জীবমাত্রেরই উপরি-উক্ত চারিটি সম্বল সমস্তগুলি কিম্বা কোন না কোন একটী নিশ্চয়ই আছে। 'প্রাণ' অর্থ—চেতনতা; যেখানে জীবত্ব, সেইখানেই চেতনতা আছে। প্রাণের দ্বারাই ভগবানের মুখ্য সেবা সাধিত হয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—"প্রাণ আছে যার, সে হেতু প্রচার"। প্রাণহীনের অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসেবা করিতে পারে না, এই জন্য 'প্রাণ' শব্দটী সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব এই প্রাণেরই উদ্বোধন করেন। আমরা যখন ভগবানেরই জীব, তখন আমাদেরও প্রাণ আছে। সুতরাং আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে অধিকার লাভ পূর্ব্বক প্রাণের দ্বারা যে কোন অবস্থায় ভগবানের সেবা করিতে পারি। ইহা আমাদের সকলের পক্ষেই একমাত্র উপদেশ। শ্রীগুরুদেব সেবোন্মুখ আমাদিগকে সেবার প্রকার জানাইয়া দেন।

প্রধান স্মরণীয় কি?

(শ্রীল প্রভুপাদের ২০।৬।২৯ তারিখের পাঠাবলম্বনে লিখিত)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

[illegible]-প্রাণ, [illegible]-মান-বর্দ্ধমানন্দ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible]-প্রাপ্ত জীবগণের [illegible] সূচক [illegible] প্রয়োজনার্থ তাঁহার নিজপার্ষদ শ্রীরায় রামানন্দকে,

"কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?"

—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাগবতোত্তম শ্রীরায় উত্তর করিলেন,—

কৃষ্ণ-নাম গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ॥

অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকুলের দুঃখে ব্যথিতান্তঃকরণ, মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং স্বভক্তভাবী হইয়াও তাহাদিগকে তাহাদের একমাত্র প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম প্রদানার্থ অবতীর্ণ হইয়া যে কৃষ্ণভজনের কথা জগৎকে বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ বস্তু এজগতে কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। জিনিষটী হাতে না হইলে কি প্রকারে তাঁহার সেবা করা যায়? কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভজন-প্রণালী আমাদিগকে বলিয়াছেন। ইহজগতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে পরস্পর সেবা করিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবা গ্রহণ করেন, তিনি সেবা করেন না। যে বস্তু সেবা করে, তাহা কখনও কৃষ্ণ-বস্তু নহে।

ভজনের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ লভ্য হয়। ভক্তিমধ্যে সর্ব্ব-প্রথম শ্রবণ, তৎপরে উহা কীর্ত্তন, তদন্তর সেই কীর্ত্তনীয় বস্তু স্মরণ করিতে হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্মরণের নিমিত্ত কীর্ত্তনের প্রয়োজন কি। উত্তর—যে জিনিষের বিষয় আমরা জানি, তাহা কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ করিতে পারি; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু বিষয়ের কথা আমরা অজ্ঞাত বলিয়া তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হইতে পারে না। দূরস্থিত-বস্তু কেবল শব্দদ্বারাই জানা সম্ভবপর। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-গ্রাহ্য তাহা ভগবদ্বস্তু নহে। যে বস্তু আমাদের এই সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা লভ্য নহে, তদ্বিষয়ে জানিতে হইলে বৈষ্ণবের কৃপায় শব্দের সাহায্যে সেই বস্তুর নাম আমরা জানিতে পারি। তাহাই কৃষ্ণনাম বা আকর্ষণকারীর নাম—চিদ্বস্তুর আকর্ষণ কারীর নাম (কারণ শ্রীকৃষ্ণ জড়বস্তু আকর্ষণ করেন না)। আমাদের অবিমিশ্রা চেতনময়ী বৃত্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে 'অনর্থ' নামক জড়ীয়বস্তু দ্বারা আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ আবৃত থাকায় আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতেছি না। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাম্॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

আমরা গৃহব্রত। আমাদের রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ক ইন্দ্রিয়গুলি গৃহাদি কার্য্যে লিপ্ত। 'স্থবির লগুড়' ন্যায়ে বৃদ্ধকালে দৃষ্টি শক্তি হ্রাস হওয়ায় যষ্টি ঠিক ঠিক স্থানে পতিত না হইয়া অস্থানে পতিত হইলে যে প্রকার অসুবিধা হয়, সেই প্রকার চিৎজ্ঞানের অভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের লক্ষ্য যথাস্থানে না থাকায় আমাদের অসুবিধা হয়, আমাদের কার্য্যে ভ্রান্তি প্রবেশ করে। সুতরাং বিষ্ণুসেবায় ইন্দ্রিয় সমূহ নিযুক্ত না হওয়ায় আমরা নানাবিধ অসুবিধায় পতিত হই। সুতরাং স্বার্থ-গতি বিষ্ণুতে আমাদের ইন্দ্রিয়গতি, নিয়োজিত হওয়া উচিত।

দুরাশা (দুষ্ট আশা) প্রযুক্ত আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তির উদয় হয়। যদ্দ্বারা নিজের জন্য ফলভোগ-কামনা করা যায়, তাহাই দুরাশা, তাহাই কর্ম্ম; যদ্দ্বারা সমুদয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়, তাহাই ভক্তি।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা ভাল কাজও করা যায়, খারাপ কাজও করা যায়। কোনও ছুরিকা দ্বারা আমরা ভগবৎ-সেবার্থ ফলাদি নিবেদনার্থ প্রস্তুত করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আবার উহা অন্যের গলায় বসাইয়া তাহার ও আমার অনিষ্ট সাধনও করিতে পারি। আলোক দ্বারা ভগবদ্ গৃহ আলোকিত করিয়া সুকৃতি অর্জ্জনও করিতে পারি, আবার উহা দ্বারা বারবনিতার ঘর আলোকিত করিয়া নিরয়গামীও হইতে পারি। আমরা ভগবানের সকাশে খাদ্যাদি বিলাসের দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আবার নিজের ভোগের জন্য ব্যবহার করিয়া বিপথগামী হইতে পারি। গীতা বলেন,

"যৎকরোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

যখন মানবের সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা হয়, তখন তিনি মহাভাগবত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি জগতের সকল জিনিষই ভগবৎ-সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন।

অণুচিৎ পদার্থ জীব যদি তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভোগ করিতে যায়, তাহা হইলে সে আময়যুক্ত হয়। কিন্তু বিভুচিৎ শ্রীকৃষ্ণ সমুদয় বিষয়ের ভোক্তা, তিনি সমুদয় বিষয়ই ভোগ করিতে সমর্থ।

যদি আমরা এই উপদেশ পাই যে, স্বার্থগতি বিষ্ণুই আমাদের একমাত্র উপাস্য, তাঁহার সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমাদের সকল প্রকার চরম সুবিধা হইতে পারে। একমাত্র সাধুসঙ্গক্রমেই এই উপদেশ লভ্য।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২৫)

কপিলদেব কহিলেন,—সাধুসঙ্গ-ক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ পথ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাব-ভক্তি) এবং অবশেষে প্রেমভক্তি উদিতা হয়।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

ভগবান্ শ্রীহরির সেবার জন্য যদি মানবের সকল প্রকার চেষ্টা কায়মনো-বাক্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে আমরা যে অবস্থায়ই থাকি, আমরা জীবন্মুক্তই হইতে পারি। দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, কনক যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সকল প্রকার সুবিধা হয়। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হইলে আমাদের সকল প্রকার অসুবিধা হয়। প্রত্যেক খাদ্য-দ্রব্য ভগবানে নিবেদন করিব, পরে তিনি যদি দয়া করিয়া আমাকে কিছু প্রদান করেন, আমরা সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলে আমাদের অসুবিধা হয় না।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।"

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট হইলেই প্রকৃত মানব হওয়া যায়।

স্বধর্ম্মে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন কঠোর পরিশ্রমও করেন এবং সেই কার্য্যাদি যদি ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না হয়, চতুঃষষ্ট্যঙ্গ ভক্তির কোন একটীর উদ্দেশ্যে যদি কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা বৃথা।

শ্রীকৃষ্ণের নামের অভ্যন্তরে রূপ, রূপের অভ্যন্তরে গুণ এবং গুণের অভ্যন্তরে পরিকরবৈশিষ্ট্য ও তদভ্যন্তরে লীলা বর্ত্তমান।

সাধারণ জড়জগতে নাম নামীতে ভেদ আছে, কিন্তু কৃষ্ণের নামে ও কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। উভয়েই পূর্ণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কখনও অভাবগ্রস্ত নহেন। তিনিই অনুক্ষণ স্মর্ত্তব্য। নশ্বর বস্তু অনুক্ষণ চিন্তনীয় হইতে পারে না। অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বে চমৎকারিতা আছে, যাহা মুক্ত পক্ষেও আছে। কৃষ্ণ নাম পূর্ণ, কালাতীত ও অনবচ্ছিন্ন; কৃষ্ণেতর নাম অপূর্ণ, কালক্ষোভ্য, অবচ্ছিন্ন

কৃষ্ণের নামে ও রূপে পার্থক্য নাই। ইহ জগতে নামে ও রূপে ভেদ আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে ঐ প্রকার পার্থক্য নাই—তথায় বৈশিষ্ট্যের একত্ব, কারণ উহা জড়ীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

'কৃষ্ণ' বাপরের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অমুকের পুত্র, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, প্রভৃতি বাক্য অক্ষজ্ঞ-চিত্তবৃত্তিজাত, কিন্তু বিষদ্ চিত্তবৃত্তিতে দর্শন করিলে কৃষ্ণ আমাদের অজ্ঞতা ধ্বংস করিয়া আমাদের আত্মাকে আকর্ষণ করেন। শব্দই মূর্তিমান্ কৃষ্ণ। শিষ্ণচিত্তে এই 'কৃষ্ণ' শব্দ কর্ণে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের সকল প্রকার পাপ ধৌত করিয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ।
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তো হভিন্নত্বান্নাম
নামিনোঃ॥

বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণে অশেষ প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। চমৎকারের পরাকাষ্ঠার জনক কৃষ্ণনাম রসবিগ্রহ, কৃষ্ণনামটী চিন্তামণি। কৃষ্ণনাম প্রেম-প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ নাম চৈতন্যময়, তাহাতে কোন অচৈতন্য পদার্থ নাই। কৃষ্ণনাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, যেহেতু বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী অভিন্ন। ইহা রস-বিগ্রহ। রস কাহাকে বলে?

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।
(ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫লঃ। ৭৯)

ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয্যের আধার স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাকেই রস বলা হয়। যথা পাদ্মে—

দশ অপরাধ শূন্য শ্রীহরিনামই শুদ্ধ নাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ড—এই পাঁচ প্রকার ব্যবহিত রহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ ব্যবধানযুক্ত হইলে নামের ফল পাইতে বিলম্ব হয়।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ জনতা-লোভ-
পাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

এক নাম যাঁহার জিহ্বায়, স্মৃতিপথে অথবা কর্ণপথে উদিত হন, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হউক না কেন, ব্যবহিত না হইলেই তিনি নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং—

কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ।

হায়! করলাম কি!

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, কটক)

"হায়, করলাম কি", এ একটা বাজে কথা, এ দুনিয়ায় এসে আমরা না করলাম কি তাই বলুন। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবচরণাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কথা যেন কেমন একটা জগৎ ছাড়া। রসকষ শূন্য। আমরা লেখাপড়া শিখিয়া এম, এ, বি, আর,এস্ হইলাম, নানারূপ কসরৎ শিখিয়া বুক দশমন পাথর ভাঙ্গিলাম, হাতি চাপাইলাম, নিজ দেহ—পাত করিয়া পরের সেবা করিলাম; অর্থের দ্বারা হাঁসপাতাল বিদ্যালয় স্থাপন, পুষ্করিণী আদি খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, দোল, দুর্গোৎসব, কাঙ্গালি ভোজন কতই না করিলাম, চলাচলের সুবিধার জন্য রেল, মটর এরোপ্লেন আবিষ্কার করিলাম, পশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে বাহক রূপে বা বাহন সর্ব্বকার্যে নিযুক্ত করিলাম, নিজ পুত্র কন্যাদি প্রতিপালন ও তাহাদিগকে বিদ্যা দান ও তাহাদিগের যাহাতে আমাদিগের জীবনান্তেও কোনরূপ কষ্ট না হয়, তজ্জন্য পাকা বাটী নির্ম্মাণ, জমিদারী খরিদ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে টাকা জমায়েৎ করণ, এমন কি শেষ সম্বল জীবনটুকু, তাহাও তাহাদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিলাম। তাই বলছি, না করিলাম কি। "হায়, করলাম কি", বলিয়া যদি ভাবিতে হয়, তা'হ'লে আপনারাই (বৈষ্ণব ও তদনুগত জনগণ) ভাবুন, আমাদের আর দরকার নাই, কারণ আপনারা কেবল বসে বসে হরিভজন করেন, কোন কাজ-কর্ম্ম করেন না, ও ভাবনা আপনাদেরই হইবার কথা।

হে জগদ্বাসি বন্ধুগণ, আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন, কথাটা এ জগৎ ছাড়াই বটে, তবে কথাটা শুনিয়াই চটিবেন না। আপনাদের সমীপে গৌড়ীয়মঠের সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা সকলই করিতেছেন সত্য, কিন্তু করিতেছেন না একটি কার্য্য—সেটীর নাম ভগবৎ সেবা। সেটির অভাব হেতু বিকারগ্রস্ত বা মস্তিষ্ক-বিকৃত ভাবাপন্ন ব্যক্তি যেরূপ অযথা হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া কোন মঙ্গলময় কার্য্য প্রস্তুত না করিয়া নানারূপ কষ্টকর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবৎ সেবাবিহীন ব্যক্তিবর্গ সমস্ত কার্য্যই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত না হইয়া তৎ পরিবর্ত্তে কর্ম্ম-ফল রূপ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ ক্লেশে জন্ম জন্মান্তর কাটাইতে হয়। যদি বলেন, ভগবৎ-সেবা করিতেছি না তো কি করিতেছি, ঐ দোল, দুর্গোৎসবাদি গুলি ভগবৎ-সেবা নহে তো কি? তদুত্তরে বলিব, ওগুলি ভগবৎ সেবা নহে, উহা কেবলমাত্র নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ, শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়া। যখন পূজা অর্চনাদি করা হয়, তখন উদ্দেশ্য কি থাকে—ভগবৎ-সেবা, না, ধন মান, দম্ভ, অর্থ—লাভ না কোন ব্যাধি হইতে নিরাময় হইবার চেষ্টা ইত্যাদি। যদি এই হয়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে ভগবৎ-সেবা কোনটুকু বলিবেন কি? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে, মা কালীর পূজার জন্য মহা ব্যস্ত, মহা ধূমধাম, উদ্দেশ্য কি—কলেরা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া, পরিত্রাণ পাইয়া কি হইবে, না খাওয়া দাওয়া, থাকা, ইন্দ্রিয় তর্পণ। ইহার ভিতর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা কোথায় রহিল যে, ভগবৎ সেবা নাম ধারণ করিবে, এটী একটু অনুধাবন করিবেন কি? যদি বলেন, এ গুলি যদি ভগবৎ-সেবা না হয়, তাহা হইলে আমি যে হরি সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি করিতেছি, সেগুলিও কি ভগবৎ-সেবা হইবে না? উত্তর,—না। মুখে হরি বলিলেই হরি বলা হয় না। কারণ প্রভু বলিতেছেন—"নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।" নাম করিতে হইলে দশাপরাধ বিচার করিয়া করিতে হয়। দশাপরাধ বিচার করিতে যাইলেই দেখিব, আমার বহু দিনের খেয়ালটী, যেটী আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে যা সহায়তা করিতেছিল, সেটির ছুটি হইয়া যায়, সে তবে সে দিকে না তাকাইয়া গুরু-অবজ্ঞা রূপ নামাপরাধে অপরাধী হইয়া নরকে যাইব, সেও স্বীকার, তবুও মহাপ্রভু যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই নাম বলিতে মহামন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা না বলিয়া অন্য ছড়া রসাভাস-দুষ্ট নাম গাহিব। ইহাতে নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া ভগবৎ-সেবা কোথায়, একটু বিচার করিবেন কি? এইরূপে বর্ত্তমান জগতে কেবল—নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই। তাই গৌড়ীয়মঠ তাহার একটু মোড় ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন ও লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বলিতেছেন, বর্ত্তমানে যে গুলিকে আপন নিজজন ও নিজ কার্য্য ভাবিতেছেন, ওগুলি আপনার দেহ ও মন সম্পর্কিত, স্বরূপেতে যাহা আপনি, তাহার সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই—এ কথাটি কি আপনি একটু ভাবিবেন? যদি ভাবেন, তা হলে আপনিও, বলিবেন হায়! ক'রলাম কি? এবং আপনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিবেন—

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

নীলাচলে মহাপ্রভু

দেখিতে দেখিতে আবার শ্রীনীলাচল-মহোৎসব সমাগত। শ্রীনীলাচল ও শ্রীনীলাচলোৎসবের কথা স্মরণ হইলে গৌরভক্তগণের হৃদয়ে কতই না আনন্দের লহরী খেলিতে থাকে,—এ আনন্দ জগতের সম্ভোগানন্দ নহে—এ আনন্দ কোটি ব্রহ্মানন্দধিক্কারকারী অপ্রাকৃত বিরহ-ব্যথাজনিত গাঢ়সেবানন্দ। এ বিরহ-ব্যথা নিখিল আনন্দের মস্তোকোপরি বারংবার নৃত্য করে—ইহা—বিরহে মিলনানন্দ—এ আনন্দের অধিকারী একমাত্র গৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণ। অপরে এ আনন্দ কোন দিন পান নাই—পাইবেন না—একথা 'দরদী' ছাড়া অপরে বুঝিবে না। নীলাচল-মহোৎসব সেই অপ্রাকৃত আনন্দরস উদ্দীপন-বিভাব। নীলাচলের কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গৌরভক্তগণের কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়। কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের স্মৃতিটী যেন নীলাচলের সহিত ওতপ্রোতভাবে 'মাখামাখি' হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বলোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন মাঘ মাসের দারুণ শীতে—যে সময় সম্ভোগবাদী জীব লেপ-কম্বল-বালিশ-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া এক একটী 'ছোট খাট কৃষ্ণ' সাজিয়া বসে, সেই সময় ঘরে পরমাসুন্দরী ভার্য্যা, অনাথা জননী, কত দাসের সুখদা-সুখদা-আশ্রয়ভূমি, ভক্তের শিরোমণি জন্মভূমি, কত ভাগ্যবান ভক্ত-

[illegible]
রাখিয়া কৃষ্ণের অনুসন্ধান-অভিলাষে যাই- তায় [illegible], [illegible] লীলা দেখাইলেন—[illegible] তরঙ্গ-সাগরের অনুসন্ধানে উর্দ্ধ ও হইয়া চলে, কোন বাধা-বিপত্তি মানে না, সেইভাবে অবন্তীগণের ত্রিদণ্ডী-ভিক্ষুর গাথা গান করিতে করিতে দিক্-বিদিক্ দিবা-রাত্র জ্ঞানহারা হইয়া আমার প্রভুর প্রভু প্রেমোন্মাদে বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন—নয়নে অবিশ্রান্ত দরদর লোর—শ্রীমুখে মাধবেন্দ্রপুরীর কীর্ত্তিত বিপ্রলম্ভ-ভাবে শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন—"

'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥'

অহো! এই শ্লোকটী যেন মলয়জ-সার; অপ্রাকৃত রস-রসিকগণ তাঁহাদের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে ইহা যত ঘর্ষণ করেন, ততই ইহার সৌরভ-মাধুরী তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকরত্নটী যেন সাক্ষাৎ কৌস্তভ-মণি—কৃষ্ণের চিহ্নিত কণ্ঠভূষণ। রাধাঠাকুরাণী, রাধাভাব-বিভাবিত গৌররায় ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদ—এই তিনজনই এই শ্লোকের আস্বাদন জানেন। ইহা আস্বাদনের আর চতুর্থ ব্যক্তি নাই। বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্টা আমার গুরুদেব এই তিনজন হইতে অভিন্ন বলিয়া তিনিও এই শ্লোকের আস্বাদন জানেন। এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোন্মাদ বৃদ্ধি হইল। কভু হুঙ্কার, কভু হাস্য, কভু ক্রন্দন, কভু নৃত্য, কভু গান, কভু উদ্দণ্ডতঃ ধাবন; কভু কণ্ঠরুদ্ধস্বরে "অয়ি দীন" "অয়ি দীন" ধ্বনিতে প্রভুর বিপ্রলম্ভ প্রেমের কপাট উদ্ঘাটিত হইল।

পাঠকগণ! এখানে একবার স্থির হইয়া অনুভব করুন—চৈতন্যচন্দ্রের অনর্পিতচরী দয়া একবার বিচার করুন—প্রভু আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন একবার চিন্তা করুন—অনুধাবন করুন। প্রভুর নীলাচললীলার আদি, অন্ত ও মধ্যে কেবল কৃষ্ণান্বেষণ-শিক্ষা-প্রচার। প্রভু জানাইতেছেন, নির্ম্মল জীবাত্মার পক্ষে অধোক্ষজ কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক-ভজন। চলুন, আপনারাও সেই কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-প্রদর্শনকারী গৌরসুন্দর, তদ্‌গণ নিত্যানন্দ প্রভৃতি গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে নীলাচলে চলুন।

পুরীর পথে

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ-মন্দিরে প্রভু নিত্যানন্দাদি ভক্তের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর আখ্যান ও নাম-সংকীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া মঙ্গল-আরতি দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যুষে পুরীপথে যাত্রা করিলেন। প্রভু যাজপুর হইয়া কটক নগরে পৌঁছিলেন। তথায় কটক নগরে শ্রীসাক্ষী গোপালদেব বিরাজিত ছিলেন। শ্রী গোপালের ইতিহাস [illegible]।

ক্ষীর-চোরা-গোপীনাথের ইতিহাসের বক্তা ছিলেন—মহাপ্রভু, শ্রোতা ছিলেন—নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ। এবার সাক্ষী-গোপালের ইতিহাসের বক্তা হইলেন—নিত্যানন্দ, শ্রোতা হইলেন—মহাপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ। অপ্রাকৃত সহজ-শুদ্ধরস-রসিকগণের প্রেমে ভগবান্ কিরূপে বশীভূত হন, জগতে সাক্ষ্য রাখিবার জন্য পরমস্বতন্ত্র ভগবান্ সাক্ষীগোপালরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত সহজ ভক্তগণের জন্য ভগবান্ সব করিতে পারেন 'সালিসী' করিতে পারেন—'মোড়লী' করিতে পারেন—'সাক্ষ্য' দিতে পারেন—দণ্ডাদিকগণের কাঠগড়ায় উঠিয়া 'হলফ্' পড়িতে পারেন—মানুষ যাহা ভাবিতে পারে না—নীতিবাদিগণ যাহা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে না—ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ ব্যক্তিগণ যাহা ধারণা করিতে পারে না, শুদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমিক-ভক্তগণের জন্য ভগবান্ তাহা সমস্তই করিতে পারেন। কারণ—

"সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই
'দাস' এই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে 'কৃষ্ণ' করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥"

কুটুম্বাসক্তব্যক্তি পিতা, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, দুহিতার সুখের জন্য কি না করেন? লোকভয়, নিজের সম্মান লাঘবের ভয়, নীতির ভয়, শাস্ত্র-শাসন বা রাজ-শাসনের ভয়ে কি আত্মীয়-স্বজনের সুখ-চেষ্টা হইতে বিরত হন? কৃষ্ণেরও যে তাঁহার 'দাস' ব্যতীত অন্য পরিজন নাই। তাই অপ্রাকৃত-সহজ-রসিক ভক্তগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ সব করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

সিমলা প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের দিল্লী কার্য্যালয়ের সিমলা প্রবাসী সেবকগণের আগ্রহে আমরা এবার জুন মাসের প্রারম্ভে সিমলা পাহাড়ে প্রচারাদি কার্য্যের জন্য গমন করিয়াছিলাম। সেখানে আমরা বহুপূর্ব্ব হইতে আহূত হইয়া রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য প্রদেশে আবাসস্থান অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য, যাহা হউক আমরা পরমসুখে উক্ত রায়সাহেব মহোদয়ের বাসায় অবস্থান করিয়া আমাদের আবশ্যক সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবু এইবারই রায়সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। [illegible] সাধারণতঃ রায়সাহেব রায়বাহাদুর প্রভৃতি সরকারি উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে মেজাজের হইয়া থাকেন, এ ভদ্রলোক সেরূপ নহেন। ইনি অতি শান্ত, নিরীহ, নিরপেক্ষ, উদার ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত সরল, প্রাম্য, সেবাপূর্ণা ও স্নেহশীলা। পতিপত্নী উভয়েই অমায়িক ও নিরভিমানী। ইঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা বিশিষ্ট এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকেন।

কার্য্যানুরোধে আমাদিগকে ইঁহাদের বাসায় প্রায় একপক্ষকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দিন দিন যেন বর্দ্ধিতভাবে আমরা এই ভক্ত পরিবারে আদর আপ্যায়নাদি প্রাপ্ত হইতেছিলাম। নিরন্তকুহক সত্যধর্ম্ম-সেবানিষ্ঠা এজগতে বড় দুর্লভ। আমরা শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে ইঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি,এ
গৌড়ীয়মঠ, দিল্লী কার্য্যালয়

শ্রীকুরুক্ষেত্র-সমাচার

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

২৬।৬।২৯

মহোদয়!

নিরতিশয় আনন্দসহকারে আপনাকে জানাইতেছি, এই সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রায় অজ্ঞাত, সেখানে অম্বালা সহরস্থিত উচ্চ-শিক্ষিত ধনীসন্তান লালা বাবুরাম গুপ্ত (বি, এ, এল, এল, বি) উকিল মহোদয় ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের মহা আহ্বানে সাড়া দিয়া প্রায় (৭৮ শত মুদ্রা ব্যয়ে) শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরায় জিউর আবাসকক্ষ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। কুরুক্ষেত্র তীর্থের উচ্চ পাহাড়ের উপর ঐ দেবগৃহের অবস্থান, দক্ষিণে ক্রোশব্যাপী বিশাল হ্রদ, এবং হ্রদ ও মন্দিরের মধ্যে উচ্চ নিম্ববৃক্ষ শ্রেণী পশ্চাতে রাজপ্রাসাদ-তুল্য শ্রীশ্রীঠাকুরবন। কক্ষনির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় অর্দ্ধ-পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে। আশা করি, এই দৃষ্টান্ত ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন এবং অভক্তগণের চিত্তও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণসরোজে আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

বিরহ মহামহোৎসব

আগামী ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬, ৬ই জুলাই, ১৯২৯ শনিবার দিবস স্বরূপগঞ্জে শ্রীগোদ্রুমকাননে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ গৌরজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-উপলক্ষে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপাঠ, মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতা মুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শুদ্ধভক্তগণের উক্ত মহোৎসবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

উল্লিখিত দুইটি মঠ ব্যতীত শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত যাবতীয় শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রসমূহেই শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি শ্রীগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি মুখে পালিত হইবে।

প্রত্যেক মঠের উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

পুরী, ২৯।৬।২৯

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে। প্রত্যহ অরুণোদয় কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে গৃহে গৃহে হরিকথা-কীর্ত্তন অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে বহু বহু সু-সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই সুযোগে শ্রীমঠে আগমন করিয়া জীবের নিত্য-ধর্ম্ম কথা প্রশ্নোত্তর-ছলে অবগত হইয়া সন্তোষিত হইতেছেন। মঠবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের শ্রীমুখাজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া প্রত্যেকের নিকট নিষ্কপটভাবে শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন।

গতকল্য ১৪ই আষাঢ় শুক্রবার একটী বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনান্তে বহু শ্রদ্ধাবান্ নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট নষ্ট করে। পুনঃ সেইমত আমা পাশে তুমি ধরে

[illegible] আমার প্রতিবেদন—[illegible]

অধিকার নির্ণয়

[illegible] ভক্তিতে শ্রীগুরুদেব [illegible] আবার অধিকারের উপযোগী [illegible] করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ [illegible] উক্ত হইয়াছে। ঠাকুর [illegible] ভেদ-মূর্ত্ত এই ত্রিবিধ ভক্তি-[illegible] বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন, [illegible] যাঁহারা কুল-গুরু হরিয়া [illegible] লোক-মুখে অর্চ্চনমার্গে লৌকিক [illegible] বিমূর্ত্তে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা [illegible] শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা [illegible]—ভক্তভক্ত নহেন। এই [illegible] ব্যক্তিদিগের ছায়া-ভক্ত্যাভাসই [illegible] অতএব ইহাতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া [illegible] সাধ্য নয়। ইঁহাদের অজ্ঞতা [illegible] সময়েই অসৎসঙ্গ দোষে পাষণ্ডতায় [illegible] হইবার সম্ভব। যদি অসৎসঙ্গ-[illegible] ইঁহাদের বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ [illegible] উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রাকৃত-[illegible] অধিকারটুকুও তাঁহারা হারাইয়া [illegible]। আর যাঁহাদের ভগবানে অপ্রা-[illegible] ভক্তিমূর্ত্তি কৃষ্ণানুশীলন-[illegible] ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহারা মধ্যম-[illegible] বা শুদ্ধ-ভক্ত বলিয়া গণ্য। মধ্যম-[illegible] বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় [illegible] এবং অসৎসঙ্গপরিত্যাগে দৃঢ়-সঙ্কল্প [illegible], আর তাঁহারা কোমল শ্রদ্ধগণকে [illegible] উপদেশাদি-দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন। মধ্যম-অধিকারী-ভক্তের ভক্তি [illegible] গাঢ় হইলে তিনি অবশেষে [illegible] হইয়া থাকেন। এ অবস্থায় [illegible] প্রেম-মৈত্রী-কৃপা-উপেক্ষারূপ ব্যবহার [illegible] থাকে না; সকলই প্রেমাকার [illegible]। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম [illegible] বৈষ্ণব-ভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব [illegible]। গুরুদেব উত্তম ভাগবত হইয়াও [illegible] "লোক-শিক্ষণ" ইত্যাদি [illegible] সকল, বাক্য বলিয়াছেন, [illegible] প্রেমের বিলাস; তাহাও [illegible] অর্থাৎ লাগুজিৎ-দুষ্ট নহে। [illegible] বা আচার্য্য মহাভাগবত [illegible] মধ্যম [illegible] আচরণ করেন? যদি তিনি [illegible] করিতেন, তাহা হইলে আমা-[illegible] জীবের মঙ্গল হইত না। [illegible] মহাভাগবতের লীলা-[illegible] অনেক [illegible]

[illegible] প্রত্যা-[illegible] আদর্শ প্রত্যা-[illegible] কোন ব্রাহ্মণী স্পর্শ করিলে স্ত্রী [illegible] হইল ভাবে মহাপ্রভুর গঙ্গা [illegible] আদর্শ, শ্রীমায়াপুরনিবাসী পরমে-[illegible] তাঁহার জীব নীলাচল-আগমন বার্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট বিজ্ঞাপন করিলে প্রভুর গাম্ভীর্য্য ও মৌনভাবাবলম্বন, কমলাকান্ত বিশ্বাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কালা কৃষ্ণদাস প্রভৃতিকে প্রতি প্রভুর শাসন-লীলা, গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রদর্শন, কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক রামচন্দ্র রামদাসকে মুমুক্ষু জানিয়া আদর না করিবার দৃষ্টান্ত, বল্লভাচার্য্য-রচিত স্বামি বিরোধি ভাগবত-টীকাশ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ ও শ্রীধর ভট্টকে শিক্ষা-দান প্রভৃতি মধ্যম ভাগবতাধিকারোচিত বহু বহু দৃষ্টান্ত স্থাপনের অভিনয় আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে দেখিতে পাই। মহাভাগবত লীলা-ভিনয়কারী শ্রীল স্বরূপ দামোদরের চরিত্রেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির নাটকের তীব্র সমালোচনা, মায়াবাদী-বেদান্ত শ্রবণের জন্ত ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধ প্রত্যা-খ্যান প্রভৃতি বহু বহু দৃষ্টান্ত শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর চরিত্রে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব অবৈষ্ণবে ভেদ-বিচার না থাকিলে এই সকল শিক্ষা-প্রদান হয় না। কেহ যেন মহাপ্রভু, শ্রীস্বরূপ-দামোদর বা অন্যান্ত গৌর-ভক্তগণের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া অজ্ঞতাক্রমে মনে না করেন যে, তাঁহারা উত্তম-ভাগবতাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই; অথবা গুরুদেব বা আচা-র্য্যের শাসন ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-জন্ত উপদেশ ও বিচার-প্রণালী শ্রবণ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐরূপ শিক্ষা-দাতা গুরুদেব উত্তম অধিকারী নহেন বলিয়াই সদসদ্-বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারে প্রমত্ত আছেন। তাঁহার সমদৃষ্টির অভাব, কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নহেন। প্রাকৃতসহজিয়াগণ এইরূপ বিচারের বশ-বর্ত্তী হইয়া শ্রীল জীব-গোস্বামীর চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। মহাপ্রভু তাঁহার লীলার মধ্যে ত্রিবিধ অধিকারী বৈষ্ণবের চরিত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। তপন মিশ্রের দৃষ্টান্তে তিনি কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চা-পূজকের আদর্শ, শাস্ত্র-ভাষ্য-পাঠী গোপাল ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ দামোদরকে শাঙ্কর-মায়া-বাদ-ভাষ্য শ্রবণের জন্ত যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ বা [illegible] অধিকারীর অভিনয়, চিন্তচমৎকার-[illegible] বিপ্রকবি ও

[illegible] আদর্শ অভি-[illegible] দৃষ্টান্তে প্রদর্শন করিয়া-ছেন, [illegible] সভায় বা [illegible] দৃষ্টান্তে মধ্যম-বৈষ্ণবাধিকারের আদর্শ এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণে উত্তম ভাগবতাধিকারের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—"বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম না পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে॥" ভজনপরায়ণগণ এই ত্রিবিধ অধিকারের দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া লইতে পারেন।

অসৎসঙ্গ ত্যাগের উপায় কি?

নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ লাভ না হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবার উপযোগী বলও হৃদয়ে পাওয়া যায় না। অকৃত্রিম সাধুগণ তাঁহাদের বাক্য-রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের অসৎ-সঙ্গের প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন। রোগী নিজে নিজে কখনও চিকিৎসিত হইতে পারে না। যিনি বলদেবের বল বা কৃপা ঐকান্তিক-ভাবে বরণ করিতে চান, তজ্জন্ত যাঁহার আকুল আর্ত্তি উপস্থিত হয়, বলদেবের অহৈতুকী কৃপা তাঁহারই উপর বর্ষিত হয়। অভিন্ন বলদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে না আসিলে অসৎসঙ্গ ত্যাগের পথে যে সকল প্রবল বাধা বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ বিদ্যমান, তাহা কখনও দূরীভূত হইতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্ভক্তির অবতার সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপট প্রপত্তি স্বীকার করিলেই জীব এই প্রবল পরাক্রান্তা, দুর-ত্যয়া দৈবীমায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
গুরুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" ইহার প্রতিকার—"পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।" অর্থাৎ অবৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে যাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেয়ঃকামী হইলে পুনরায় বৈষ্ণব সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করিবেন। নতুবা নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। অসাধু অবৈষ্ণবের সঙ্গও থাকিবে, আবার সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গ করিব—এরূপ দোদুল্যমান বৃত্তি কখন জীবের শুভফল-প্রসূতি হইতে পারে না। সুতরাং অসৎসঙ্গকে সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জন করিয়াই সাধুসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল [illegible]। অনেকেই [illegible] ধারণা অবৈষ্ণবের মুখে যদি উপদেশ দিয়া থাকেন, তাতে দোষ আর অশুদ্ধ কি? সুতরাং শিষ্য ভাল হইলে গুরুর ভাল মন্দ বিচারের আবশ্যক হয় না। এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলা। বৈষ্ণবগণ [illegible] বলিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অর্থাৎ হরিকথা অতি পবিত্র অমৃত-বস্তু হইলেও অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ আত্মবিনাশকারিণী। তাহা কখনই শ্রবণ কর্ত্তব্য নহে। [illegible] বিচারাভাবই যত অনর্থের মূল।

সাধক জীবন

(১)

সাধক-জীবনের চাকচিক্যময়তার পাছে, কাছেও না যাইতে আমাদের অনেককে এক গণ্ডূষে সিদ্ধির দোষণ-সমুদ্র-পানের পিপাসায় আকুল—অস্থির দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যদি সিদ্ধির আদর্শ রাখিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরতম উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমরা চাই,—গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি। ইহার ফল কিন্তু বড়ই বিষময়।

মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম আবরণ-অবগুণ্ঠন-সমূহ মুক্ত করিয়া আমরা [illegible] ইচ্ছের মত মানুষ যাহা, ঠিক তেমনটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিবার কৌশল-কলার নামই বর্ত্তমান 'সাহিত্যিক-[illegible]'। এইরূপ সরলতার উদার সামিয়ানার নীচে আজ সমাজের বিরাট-সভা মিলিয়াছে। এইরূপ সরলতা আবার, ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া আরও সুবিস্তৃত চিত্তাকর্ষক মনোহারি দ্রব্যরূপে বাজারে বিকাইতেছে। এখন নগ্ন নারীর চিত্র, বিদ্যাসুন্দরের উক্তি প্রভৃতির 'আমমোক্তার'রূপে 'ব্রজ-[illegible] লীলা', চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেব-[illegible]-মঙ্গলের পদাবলী ও গীতি-সমূহ দেশের লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেছে।

বিলাতে যেমন *"Every man is born politician,"* ভারতেও তেমন—অন্ততঃ উভয় বাংলায়, *"Every man is born religious."* কাজেই আমাদের ন্যায় অল্প-বিদ্যাধিকগণ গুরুদেবের মুখ হইতে কিছু শুনিবার আগেই ধর্ম্মিবার বাতিকটায় বেশ আক্রান্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যখন জন্মগত-ব্রাহ্মণত্ব, জন্মগত-গোস্বামিত্ব, জন্মগত বা জাতিগত-বৈষ্ণবত্ব, কোনরূপ কসমে বাজারে বেশ চলিয়া গিয়াছে, তখন জন্মগত ধার্ম্মিকত্ব-

... বাজাইয়ে না বিকাইলে, তাহার ... কারণ কিছুই নাই। ... পুত্র ভক্তরাজ-প্রহ্লাদ, ভগবদ্ভক্ত পুত্র অবকাশ, ব্রাহ্মণের পুত্র রাক্ষসরাজ রাবণ,—এই সকল পুরাকালের কাহিনী কলি কালের প্রত্যক্ষ ... প্রমাণগুলিকে সমর্থন করিলেও অন্যান্য 'ঠাকুরমা পন্থী'-সমাজে অনেকেই দুই-চারি-পুরুষ ধরিয়া প্রচলিত "দাদা-চাপা-দেওয়া"-ব্যবস্থা প্রয়োগের অকাট্য স্মৃতি-শাস্ত্রটী ... করিতে সাহসী হন না। কাজেই ...দাস-মনোভাবই বলুন, আর 'ঠাকুরমা-মনোভাব'ই বলুন, তাহার প্রভাবে আমরা গুরুকে যেমনতেমন-শোণিতের কারখানায় টানিয়া আনিয়া আমাদেরই ধাতের অনুযায়ী করিয়া—'গড়িয়া লই'। আর সমাজে চল্তি—বাজারে কাট্তি—দলবলের সমর্থিত—অনুমোদিত—দশটা লোকের মন-রাখা-কথাকেই 'ধর্মকথা' বলিয়া ধরিয়া লই। আর কেহ কেহ 'ঠাকুরমা-মনোভাবে'র বিরুদ্ধে সদ্গুরু খুঁজিবার বীরত্ব দেখাইলেও কার্যকালে তাহাদের বিষয়-কার্য্যের ..., সমর্থক ও অনুমোদকই তাঁহাদের মনোনীত 'সদ্গুরু'-পদবী পাইবার অধিকারী হন। এইরূপ কারখানায় তৈয়ারী গুরু বা বিগ্রহের বিষয় এবং অজ্ঞাতি-আবের সমর্থক সাজান-সদ্গুরু, দশজনের রুচির ছাঁচে-গড়া ধর্ম ও ধার্ম্মিকতা লইয়া যেখানে উন্মত্ততা, উত্তেজনা, ঢাক-ঢোল-পিটান, নিশান উড়ান, বাদনের তুবড়ী-বাজী-ফোটান, বক্তিমার বাহাদুরী ফলান প্রভৃতি ব্যাপার; সেখানে যে শ্রোত-পন্থী গুরুর মুখে হরিকথা না শুনিয়াই স্বভাবে স্বয়ংসিদ্ধ ধার্ম্মিক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

'গান' মুখস্থ-বলা, কিম্বা, মনের খেয়াল মত সভাসমিতিতে বচনের তুবড়ী ছুটাইয়া লোক-সমূহকে ভড়ভড় করিয়া দেওয়া, আর অনুভব-আচরণের সহিত শ্রোতপন্থী-সাধুর মুখবিগলিত শ্রুতকথা কীর্ত্তন করা, দুইটি পৃথক্ ব্যাপার। প্রথমটী,—যেন জলের উপর ছায়ার দাগ, জলে অথবা ... ছায়া—কখনও আকাশে উড্ডীয়মান আত্মসম্বন্ধের ছায়া পতিত হয়, ছায়ার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, জলপ্রবাহেরও স্থিরতা নাই। ... ছায়া যেমন জলের উপর কোন বাস্তব-দাগ বসাইতে পারে না; অস্থির মনোধর্ম্ম-জলপ্রবাহও তেমনি ছায়াদাগের উপর আমিত্বের শ্রোতকে উদ্বেলিত করিয়া তখন-তখনই ছায়া-দাগের অস্তিত্ব মুছিয়া দেয়; আর দ্বিতীয়টী অর্থাৎ শ্রোতপন্থিগণের হরি-কথা-কীর্ত্তন যেন লৌহাস্ত্রে অনন্ত-অর্ম্মিঃ ...দের ভিতরে অঙ্কিত করিয়া তাহার মাঝে দাগ-দাগ বসাইয়া দেওয়ার মত। আমরা মূলবৈদ্যুতিক শক্তি-কেন্দ্রের সহিত অন্তরাত্মাকে সংযুক্ত করিয়া যখন তাহা হইতে আমাদের অন্তরে অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া লই,—যখন দিব্য-জ্যোতির্ম্ময়-বৈদ্যুতিকপ্রভা অনাদিকালের অন্ধকারে আবৃত আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্তরগুলিকে আলোকময় করিয়া তোলে, অন্তরের কোথাও কোন অবগুণ্ঠিত অমুক্ত বাতায়নের অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখিতে দেয় না, তখন, আমরা যে সকল কথা বলি, তাহাতে নিজের অন্তরে দাগ বসে ও অপরের অন্তরে দাগ বসান যায়।

যদি আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরে মূলবৈদ্যুতিকশক্তি-কেন্দ্র অর্থাৎ গুরুপাদপদ্ম হইতে দিব্য-বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চারিত না হয়, আর সেই বৈদ্যুতিক-প্রভার উপর আমাদের কোন কৃত্রিম আবরণ না আনিয়া ফেলি, তাহা হইলে সেই শক্তি আমাদিগকে ও অপরকে আলোকিত করিতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই শিখা যাঁহার অন্তরাত্মায় যতটা সেবোন্মুখতাকে পাইয়া যত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তিনিই তত প্রাণের সহিত কথা বলিতে পারেন—তাঁহার কথায়, তাঁহার কীর্ত্তনে তত চেতনতা আছে—শক্তি আছে—অনুভব-উপলব্ধি আছে—প্রাণ আছে—পিপাসা আছে। সেইরূপ কথাই মরমের কথা—দরদের কথা। অপরের মর্ম্মে তাহা প্রবেশ করিতে পারে—অপর-পিপাসিতপ্রাণে সঞ্জীবনীসুধা ঢালিতে পারে—অপরের ছিন্ন-জীবন বীণায় আবার সুর সাধিয়া ঐকতানের মূর্চ্ছনা তুলিতে পারে—জীবন-তটিনীর প্রবাহ ফিরাইতে পারে—আপনার জীবন মধুময়—অমৃতময় করিয়া অপরকে মধুময়—অমৃতময় করিতে পারে।

খুব বড়—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কপালের জোর থাকিলে জীবনে এইরূপ মঙ্গল-মুহূর্ত্ত পাওয়া যায়। খুব—খুব কম লোকই কপালগুণে পূর্ণপুরুষের পূর্ণশক্তি-সঞ্চারিত খাঁটি সাধু-গুরুর দেখা পা'ন, আর সেই পূর্ণ-শক্তির পূর্ণ-কেন্দ্র শ্রীগুরুর সঞ্চারিত পূর্ণশক্তি অন্তরাত্মায় ধারণ করিতে পারেন। তখন সেই শক্তি-সঞ্চারিত জনের অন্তরাত্মা যে-সকল কথা বলেন, সেই কথার শব্দগুলি, যে আকাশে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চরণ করিতে পারে, সেইরূপ কোন আবৃত্তি-কুণ্ঠিত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না, যেখানে আমাদের কোন কুণ্ঠিত-ইন্দ্রিয় বিচরণ করিতে পারে না, সেইরূপ অকুণ্ঠ-আকাশ হইতে অকুণ্ঠ-ভাবে বৈকুণ্ঠ-শব্দরাশি সেই অন্তরাত্মায় আসিয়া পৌঁছে, কে যেন অন্তঃপুর হইতে সেই শব্দ-ভাণ্ডার অবিরাম ঠেলিয়া দিতে থাকেন। তখন সেই শব্দরাশি ... উপস্থিত হইলে আমাদের ... হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে কথায় বলে,—পুরাকালে ব্রাহ্মণের মুখে আগুন জ্বলিত। ... প্রকৃত ঐকান্তিক-লোক, পারমার্থিক-প্রাণ ... তদ্রূপ গুরু-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া যে-সকল কথা বলেন, তাহাই এক একটী দিব্য-অগ্নিশিখা। তাহা যাঁহার অন্তরাত্মাকে একবার স্পর্শ করে, তাঁহার আর এড়াইবার যো নাই, তাঁহাকে জ্বলিতেই হইবে—জ্বলিয়া সকলকে জ্বালাইতে হইবে।

সাধকের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক—তাঁহার অন্তরাত্মার দৈন্য। নিষ্কপটভাবে এই দৈন্য যাঁহাতে যতটা আসিয়াছে, তিনি ভগবানের অযাচিত অমূল্য মহাদান রাখিবার পাত্রটি—যাহা এ জগতের বহু রকমারী মনোহারী বেলোয়ারী-জিনিষে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা ততটা 'অবসর' করিয়া কৃপা-গোমুখী-ধারার নীচে ধরিয়াছেন। দৈন্য কিছু ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিবার জিনিষ নয়, তাহা অন্তরাত্মার অন্তরতর অন্তঃপুরের অন্তরতম জিনিষ। তাহাকে হাটের মাঝে প্রদর্শনী খুলিয়া দেখাইতে গেলে আর সে জিনিষ থাকিল না—লোকদৃষ্টির কঠোর-কপট-কর-স্পর্শমাত্র লজ্জাবতী লতার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। কাজেই যাঁহারা বলেন,—'দৈন্য' বা সুনীচতা বাহিরের দিকের একটা 'কসরৎ' বিশেষ তাঁহারা দৈন্যের উল্টা রাস্তায় চলিয়াছেন।

শরণাগতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ ...ানন্দ দাসাধিকারী)
বি, এস্‌সি, বি, টি)

ভক্তপ্রবর শ্রীল তুলসীদাস শরণাগতির অর্থ তাঁহার একটি দোঁহাতে এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যো বাকো শরণ লিয়ে, সো রাখে
তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায়
গজরাজ॥"

স্থলভাগে বৰ্দ্ধিত মহাকায়, বলবান্ গজরাজকে জলে জলাশয়ে বৰ্দ্ধিত অতি-ক্ষুদ্রকায়, দুর্ব্বল মৎস্যেরও নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। আশ্রয়দাতা সর্ব্বতোভাবে আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাণ্ডবগণ আশ্রিত দণ্ডীরাজকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া, বিজয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহাদের ... শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন। ... দুর্য্যোধনের সাথে ...

... ... হইবে। ... দিগের মধ্যে ... হয়। বিদ্যা-ধন-জন ... প্রতিষ্ঠিত ... তাঁহারা বিদ্বান ... ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ... স্বর্গাপবর্গ বা ... বাঞ্ছিত ... দৈন্যতা বা ... কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় দেখা যায় ... উপরিউক্ত ফলপ্রাপ্তিতে ... প্রতিষ্ঠিত হয় না।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের ... আলোচনায় দেখা যায় যে, ... আত্ম-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই আত্মা সু-প্রসন্ন হয়। অতএব কৃষ্ণপ্রেমে আত্ম... করিয়া আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা করা মানবের কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রাপ্তি ... আমাদিগকে শরণার্থী হইতে হইবে। কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যপেক্ষা শুভ আর কোন কথা নাই।

এই শ্লোকার্থের বিচারে আর একটী সত্য প্রতিভাত হয়। কৃষ্ণই শরণ্য, আর অন্য কেহ নহে। "অন্যাশ্রয় শরণের" উল্লেখ যাহা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ... অনেক লঘু। লঘুর আশ্রয়ে গুরুফল-প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই। শিবের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত রাবণকে একদিন শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। সরস্বতীর আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১ এই সংখ্যাকে বাদ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে অবস্থিত • সংখ্যা যেরূপ প্রতিষ্ঠাহীন, কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অন্যের শরণাগতিরও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাহীন।

'অধোক্ষজ' শব্দটির অর্থ বিচারে আমরা আর একটী সত্য উপলব্ধি করি। তাহা এই যে, শুদ্ধ কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত ... ব্যাখ্যার অনুশীলন যাহা অক্ষজ-ইন্দ্রিয় ... ভক্তির অনুশীলন-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে, তাহাও তৎফল প্রদানে ... অসমর্থ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—
বিষয় পরমগতি ... নাহি অন্য ...

শ্রীনন্দনন্দন ব্রজনাথ।

কৃষ্ণ ভজনায় ... তিনি পূর্ণ ... ... সকল সুখের পরিসমাপ্তি ... সুখ প্রদানে তিনি ... পরিবেশিত হইতে ...

[illegible] ... ও পিতামাতাদের দ্বারা [illegible] স্থান বিদায় [illegible], [illegible] রহিবেন ; অতএব [illegible] আছে। এই [illegible] স্ত্রী, সমাজ, বান্ধব, দেশ, ধর্ম্ম [illegible] অনুকূলীয়তা আমার নিকটে [illegible]। এইরূপ বিচার লইয়া যাঁহারা [illegible] হন, তাঁহাদের তত্ত্বকার্য্যাবলী [illegible] বড় বলি সত্য তব [illegible] তিনি এটা পাবেন, ওটা পাবেন না, [illegible] যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাত হন, [illegible] অতি ছোট কৃষ্ণ যে কৃষ্ণ আমার [illegible], স্ত্রী, পুত্র, দেশ, ধন হইতে ছোট, সে বড় ছোট কৃষ্ণ। অত ছোট [illegible]-অনুশীলনে তুচ্ছতারূপ বড় ফল [illegible] আমাদের লাভ হইতে পারে ? [illegible] বিষয়রূপে কৃষ্ণানুশীলন বণিগ্‌বৃত্তি [illegible] আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এটা দাও, সেটা দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বণিক্ ব্যতীত [illegible] এইরূপ কথা মুখেও আনিতে পারেন না। এইরূপ শরণাগতিকে কৃষ্ণ-[illegible] কপটতা বলিয়াই জানেন।

কৃষ্ণভক্তকে "অহৈতুকী" ও 'অপ্রতিহতা' এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা বিশেষিত করিয়াও, উভয় বিশুদ্ধত্ব সংরক্ষিত হয় নাই মনে করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কার 'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি' এই বাক্যাংশকে উহার বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার বিচারে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা ও শ্রীভগবানের মধ্যে মায়ার ব্যবধান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরণাগতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা আখ্যা লাভ করিতে পারে না এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার প্রসন্নতা সম্পাদিত হয় না। দেহ ও মন এই দুইটিই মায়িক ব্যবধান। এই ব্যবধানের অবস্থানে জীবের প্রত্যেক কার্য্যের ফলে দেহ ও মন এবং আত্মার অংশীদাররূপে [illegible]। এইরূপ ক্ষেত্রে ষোল আনা [illegible] সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। [illegible] আনা শরণাগতি ব্যতীত শরণ্য কৃষ্ণ [illegible] তুচ্ছতারূপ মহাফল প্রদান করেন না। পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদী যখন [illegible] সমক্ষে [illegible] কর্ত্তৃক সভামধ্যে বস্ত্রহরণ দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, তখন তিনি দুই হস্ত [illegible] বলিয়াছিলেন,—"হে বিপদ-[illegible], এই লজ্জা-নিবারণ যদি, তুমি আমাকে [illegible] কর", কৃষ্ণ তাঁহার সেই [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible]

[illegible] না করিয়া উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন, তখনই সেই [illegible] দ্রৌপদীর [illegible] মধ্যে [illegible]।

[illegible] এই [illegible] ব্যবধান [illegible]চিত। সুতরাং আত্মার প্রসন্নতা বিধানের জন্য মানুষকে মায়ার ব্যবধান নিরবচ্ছিন্ন অপর [illegible] কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে শরণাগতি জ্ঞাপন করিতে হইবে। আত্মার অধীনে বাস করিয়াই জীব আশ্বস্ত হইতে পারিবে। তখন এই শরণাগতি তাহার স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইবে। প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তিই কৃষ্ণকে বলিতে পারেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্ম-
দাস্যে॥

নীলাচলে মহাপ্রভু

পুরীর পথে

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ—একটী বৃদ্ধ ও অপরটী যুবা, বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের নিকটে শ্রীগোপালের মহাসেবা প্রকাশিত রহিয়াছেন। গোপাল স্বীয় নিত্য-কিঙ্কর সেই 'বড়বিপ্র' ও ছোটবিপ্রের' চিত্ত কাড়িয়া লইলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে তীর্থাদিগমনে বিশেষ সহায়তা ও নানাবিধভাবে সেবা করায় বড়বিপ্র ছোটবিপ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র, বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বিদ্ধ-সাক্ষ-সমাজের বিচারানুসরণে বড়-বিপ্রের অবৈষ্ণব স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনগণ ছোটবৈষ্ণব-বিপ্রে 'নীচ-যুক্ত' করিয়া বড়বিপ্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বড়বিপ্রের বহির্মুখ পুত্র বৃন্দাবনের গোপালকে প্রস্তর মাত্র জ্ঞান করিয়া ঐরূপ অচেতন বস্তু কখনও সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে না, পিতাকে বুঝাইলেন এবং ছোটবিপ্রকে [illegible] গালি দিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত বস্তু কৃষ্ণকে বহির্মুখ ও ছোটবিপ্রের চিত্ত গোপালদেব [illegible] বুঝাইতেছিলেন। অথচ [illegible]

[illegible] প্রকাশিত [illegible] ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীগোপালদেব এক খেলা খেলিলেন।

বড়বিপ্রের কৃষ্ণবহির্মুখ-পুত্র পিতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করাইতে বলিলেন। বড়বিপ্র বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে বিদ্যানগরে আনিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও ভাবী জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ-বিধানের জন্য বাহ্যে পুত্রের অনুরোধ রক্ষার অভিনয়ে ছোটবিপ্রকে বলিলেন 'আমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম স্মরণ নাই।' ছোটবিপ্র তাঁহার একমাত্র সাক্ষী শ্রীগোপাল দেবের কথা বড়বিপ্রকে বলিলে বড়বিপ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি গোপাল এখানে আসিয়া সকলের সমক্ষে সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আমার কন্যা তোমাকে সম্প্রদান করিব।' বড়বিপ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণ বড় দয়াবান, তিনি নিশ্চয়ই আমার বাক্য প্রমাণিত করিবেন। আর অপরদিকে বড়বিপ্রের বহির্মুখ পুত্রের হৃদয়েও দৃঢ় বিশ্বাস, পাথরের ঠাকুর কখনও এত দূরে আসিতে পারে না বা কথা বলিতে পারে না, কাজেই বড়বিপ্রের পুত্র পিতার এইরূপ যুক্তিতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া পিতার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। যুবাবিপ্র গোপালের নিকট বৃন্দাবনে গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভক্ত-বশ্য প্রভু স্বীয় নিত্য কিঙ্কর-দ্বয়ের ভক্তিবাধ্য হইয়া বৃন্দাবন হইতে দক্ষিণ দেশে আসিলেন। যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া গোপাল অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে, বৃদ্ধবিপ্র ও তাঁহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করিয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাঁহারা সকলেই চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া দিলেন।

প্রাকৃত নীতিবাদিগণ বিচার করিতে পারেন, ছোটবিপ্র ভক্ত নামে পরিচিত হইয়া বড়বিপ্রের কন্যা বিবাহের জন্য এত-দূর লালায়িত কেন ? বিবাহ করিবার জন্য ছোটবিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া গোপালকে ব্যতিব্যস্ত ও এতদূর হাঁটাইয়া আনিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই—এ কিরূপ কথা ? বিধিশাস্ত্রে আছে, দেবতার অগ্রে শপথ করিতে নাই, কিন্তু বড়বিপ্র ইহাও অমান্য করিলেন ! ইহা কিরূপ ভক্তি ও ভক্তের ব্যবহার ? আর বড়বিপ্রই বা কেন আত্ম-পারচর্য্যা-লিপ্সু হইয়া ছোটবিপ্রকে কন্যা-দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন ? আবার গৃহে আসিয়া বহির্মুখ স্ত্রীপুত্রাদির অনুরোধে সব কথা উল্টাইয়া বলিলেন ! ভক্তের এইরূপ আত্মসুখ-স্পৃহা, ভগবান্‌কে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা, স্ত্রীপুত্রাদির অনু-

রোধে [illegible] ও সত্যের অপলাপ কেন ? আর ভগবানেরই বা এ কি ব্যবহার ? তিনি [illegible] সত্যপালক, [illegible], নিত্য ভক্তের প্রতি কৃপা[illegible], আর এখানে দেখি ঠিক তাহার বিপরীত মূর্ত্তি। তিনি গেলেন [illegible] বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে, তাহার সাহায্য করিতে—তিনি গেলেন গৃহবিবাদ মিটাইতে—তিনি গেলেন "সাক্ষী" হইতে—তিনি গেলেন সত্যের অপলাপকারীর সহায়তা করিতে ? (ক্রমশঃ)

পরমার্থ তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তুকে 'পরমার্থ' বলিয়া থাকেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই অদ্বয়-জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতি পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্ এবং পরমাত্ম-প্রতীতি আংশিক। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। অসম্যক্ ভগবদ্দর্শনেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, আর আংশিক সান্নিধ্যে সেই পরমাত্মস্বরূপ সহিত সতত যুক্ত হন এবং [illegible] সম্বন্ধে ভাবে প্রতীত হন। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তি তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অদ্বয় জ্ঞানে যখন কেবলজ্ঞান-বিচার, সে স্থলেই ব্রহ্মাভিধা; কেবল চিত্তের সহিত কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইলে তাহাই পরমাত্মা, জড়পাত্র জড়কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইলে কেবল জ্ঞান ও কেবল-সত্ত্বময় কেবল-শাক্তের মধ্যে অদ্বয় জ্ঞান সিদ্ধই ভগবান্। বস্তু একত্ব এবং বিচিত্র লীলা-প্রতীতি পারকর্ত্তৃবৈশিষ্ট্যের সহিত তিনি সমান বা ন্যূন নহেন বলিয়া অদ্বয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব

'ব্রহ্ম' অনাদির আদি সর্ব্বকারণ কারণ গোলোকাধিপতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গকান্তি। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাশি এই ব্রহ্ম হইতেই দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

কাঃ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০, ও শ্বেতাশ্বঃ ৬।১

(ক্রমশঃ)

২৪শে আষাঢ় সোমবার—১৩৩৬

সুমেধা-তিথি

অলৌকিক ভগবানের কারুণ্য প্রকৃতি-সৃষ্টি জড়-পর্য্যবসানে গৌরব বস্তু রূপে প্রকাশিত। সেই বস্তুটী আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-বীর্য্য দ্বারাও অধোক্ষজ-বস্তু-পর্য্যায়ে যেরূপ অনুভূত হয়, অনেক স্থলে তদ্রূপ নহে, অভিজ্ঞ-গণের মধ্যে আবদ্ধ নহে, অনুপ্রেরণা বিধানে অসমর্থ নহে। তাঁহারই প্রকাশ বিশেষ মহান্ত-গুরু করুণাবতার হইয়া জগতের মঙ্গলবিধান করেন।

মহান্ত গুরু সর্ব্বদাই পূজা-পর্য্যায়ে শ্রীমদ্ গুরু সেব্য বস্তু-সেবাই অগামকা-গ্রস্ত জীবগণের একমাত্র শ্রেয়োরূপ নির্ণয় করেন। যেখানে মহান্ত-গুরুর পূজার ব্যবস্থা নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্য-গুরুও জগদ্গুরুর বা গুরুতত্ত্বের সন্ধান প্রদানে পূর্ণকারুণ্য প্রকাশ করেন না। সূর্য্যের মন্দোদয়-কারিণী করুণা ও অত্যুদয়-কারিণী করুণার কথা ভগবৎপরায়ণ-গণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছে।

বিপর্য্যস্ত বদ্ধজীবের স্বরূপ বিভ্রান্তি-বশতঃ লঘু-গুরু-বিবেক অভাব হইলেই যে সমতা আসিয়া নিত্যের সহিত—চেতনের সহিত—আনন্দের সহিত বৈষম্য স্থাপন করে, সেইরূপ সমতার উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে সাবহিত হওয়া আবশ্যক।

অলৌকিক-ভগবদ্বিষয়-বস্তুর আশ্রয়াধারে যে জগদ্গুরুত্ব নিহিত, তাঁহারই করুণা জগতে কালান্তরে পাত্ররূপে আনন্দময় মূর্ত্তিরূপে অবতরণ করেন। সেই কারুণ্য-মূর্ত্তি বহির্জগতে তাঁহার সেবা অর্চ্চা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাতেই অন্তর্যামী, তাঁহাতেই বৈভব, তাঁহাতেই সত্য এবং তাঁহাতেই পরতত্ত্বের অবস্থিতি প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবগণের কাল-গত-বৈষম্য, অদ্বয়জ্ঞানের অভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বাধা বিদূরিত করেন।

আবার তিনি অধিকতর দয়া-পরবশ হইয়া শব্দ-ব্রহ্মের দ্বারা জীবের বদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট স্থূল-সূক্ষ্মাদি-পরিচয় খণ্ডিত করিয়া শুদ্ধ-চেতন-বৃত্তি উন্মেষ-পূর্ব্বক তাদৃশ সম্বন্ধ-নির্ণয়-কালে সেবা বৃদ্ধির মূল জাড্য অপসারণ করিয়া বস্তুস্বরূপের ... দেখাইয়া দেন ও মূলশক্তি-প্রভাবে অধোক্ষজ অবস্থা সূক্ষ্ম-শক্তি-বশে উপাস্য নিগম ... অতিক্রম করিয়া ... প্রদর্শন করেন।

শ্রীল গোপীনাথ-তত্ত্বে রসোৎকর্ষের তারতম্য বর্ত্তমান। গুরু সেবকের উপাসনার মধ্যেও তাদৃশ রস-তারতম্য অবস্থিত। মধুররস-বিরহে বাৎসল্য রসাধিষ্ঠান, বাৎসল্যরসবিরহে সখ্যরসাধিষ্ঠান, সখ্যরস-বিরহে দাস্যরসাধিষ্ঠান, দাস্যরস বিরহে শান্তরসাধিষ্ঠান এবং শান্তরস-বিরহে অশান্তি আত্মক বিরুদ্ধ রস বা বিরসভাব প্রকাশিত আছে।

যেখানে সেব্যবস্তু, সেবকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেবককে সেব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানেই আমরা বিষ্ণুমায়ার পরিচয় পাই। যাঁহারা মায়াকে প্রভু জ্ঞান করিয়া স্বীয় প্রভুকে দাসরূপে ভোগ করেন, সেখানেই শুদ্ধ-মুক্ত জীবাত্মা নিজ-নিজ অনাত্মরূপে অকল্যাণ বরণ করেন। ইহা তাঁহার চেতনধর্ম্মের অপব্যবহার বা চিদ্‌বৈষম্যে অনাত্ম-প্রতীতি।

এই অনাত্ম-প্রতীতি বা স্বরূপ জ্ঞানাভাব ভক্তির বিপরীত অবস্থা। উহাই ভোগ বা নির্ভোগরূপে আদরণীয় বস্তু হইয়া পড়ে। চিৎ-সম্ভোগ ও চিদ্-বিরহ একপক্ষে অবস্থিত হইলে পক্ষান্তরে অচিৎ-সম্ভোগ ও অচিদ্-বিয়োগের প্রবল প্রতীতি তত্তৎস্থান অধিকার করে।

ভগবানের করুণার অভাবেই জীবসকল ভোগী বা ত্যাগী হইয়া নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। ভগবৎস্মৃতি-ক্রমে তাহার পুনরায় সুপ্তবৃত্তি জাগিয়া উঠে। ভগবানের যে কারুণ্য-শক্তি আমাদিগের ভগবৎ-সেবার উদ্দীপন করান, সেই বস্তুই পরম শ্রেয়োবিধানকারী। আমরা শ্রেয়ঃ পথে চৈত্য গুরুর সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অনাদর করায় আমাদের উপর ত্রিগুণ তাড়না বিক্রম প্রকাশ করে। উহা জড় ভোগ-বিবেক নামে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত জনগণ শ্রীগুরুকৃপায় জানিতে পারেন। যাঁহারা লব্ধচিত্ত, তাঁহাদের প্রতি শ্রীগুরুদেবের করুণা নাই। আশ্রয়ের পূজার অভাবে গুরুপূজা-বিরহে জীবের যে সম্ভোগের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে আত্মপরিণতি, তাহা কোনদিনই সুফল প্রসব করে না।

বিষয়ের প্রপঞ্চাবতরণ, আশ্রয়ের মূর্ত্তি সেবনলীলা-প্রদর্শন-জন্য। যে-কালে আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়বিগ্রহের কোনও এক' প্রকার লীলা প্রদর্শন করাইবার জন্য ইহজগতে অবতীর্ণ হন, তখনই উহা প্রকটলীলা নামে খ্যাত হয়। অপ্রকট লীলাসমূহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন না। প্রকটলীলায় এরূপ শক্তি বর্ত্তমান যে, তাহার প্রদত্ত প্রাপঞ্চিকীলীলা তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করেন না। যে প্রদর্শনীতে আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের প্রাধান্য ভগবানের তাদৃশী অন্তরঙ্গ বা লীলা কীর্ত্তনকালাবধি অবস্থিত, অহৈতুকী করুণার অভাবে হৈতুক বিচারে তথায় প্রবল ...

প্রকটাপ্রকট চিদ্ধর্ম্মের অনুভব। দেহ-দেহীর ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেবল-জ্ঞান-লাভে অসমর্থ। সেখানে মিশ্রজ্ঞানে অনর্থকে 'অর্থ' বলিয়া প্রতীতি। সচ্চিদানন্দ বাস্তব বস্তুর বিরোধপরিলব্ধি ভোগ-ভূমিকা জড় জগৎ। ঐরূপ প্রতীতিতে ভগবদাশ্রয়-ভেদ স্বরূপাবস্থানের লক্ষণ। নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত জীবাত্মবৃত্তি আশ্রয়-ভেদাংশে অবস্থিত। যে-কালে আশ্রয় ভেদাংশ অবৈধভাবে নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন, সেইকালে তাঁহার শ্রেয়ঃ প্রবৃত্তি শ্রেয়োবৃত্তিকে আবরণ করিয়া স্বয়ং বিক্ষিপ্ত হয়। আবার ভগবানের করুণাশক্তি তাঁহার বিরূপ ভাব অপসারিত করিবার বিক্রম করিলে অনঙ্গময়ী অনাত্মপ্রতীতি বিদায় গ্রহণ করে।

ভগবানের করুণাশক্তি অমন্দোদয়-দয়ারূপে প্রপন্ন জনগণে প্রকাশিত। তাদৃশ প্রপন্নজনের সর্ব্বোত্তম করুণা প্রকাশকারী মহান্তই গুরুদেবের কার্য্য করিয়া স্বীয় দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও লীলা-সহচরগণ বিষ্ণুভক্ত বা প্রপন্ন নামে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবগণের প্রতিকূল অনুশীলনকারী সেবা-বিমুখ জনগণই ভোগী বা ত্যাগী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিজ কল্যাণ কামনায় জীবের তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবান ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়গণের অবতারণ করিয়া কোন কোন সময় বিষয়-রূপে অবতীর্ণ হন। যানই বিষ্ণুর অবতার

যেকালে আশ্রয়-ভেদাংশ ভগবৎ-সেবা-কল্পে নাম মন্ত্রের পৌরোহিত্য করিবার জন্য এ প্রপঞ্চে আগমন করেন, সেই কালেই বৈষ্ণব সমাজ-সমূহ গঠিত হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সমাজে বিভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহ-প্রকাশ সমূহ অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণের সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করে।

মহান্ত গুরু লীলা-প্রবেশ-দ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞানতাস জ্ঞান-কর্ম্ম-পর জনগণকে দিব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া হরি-সেবায় জীবগণকে রুচিপ্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বোত্তমলীলা গ্রহণে উপযোগিতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ হন এবং বিষ্ণুভক্তিপর জনগণের সমাজে আশ্রিত হইয়া থাকেন। সামাজিকগণ শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বৈষ্ণবসমাজে তুলিয়া লইয়া বিষ্ণুভক্তির আনুষ্ঠানিক সমাজে নিয়োগ করেন, তখন জীব নিজের অভীষ্ট সমাজ লাভ করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি করিবার সুযোগ লাভ করেন। অতাত্ত্বিকবাদী কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের অকল্যাণকর সমাজের সামাজিক হওয়া প্রয়োজন জ্ঞান করেন না। তখন সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞান লাভ করা তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অভিযানের মধ্যবর্ত্তি স্থানকেই পথ বলে। 'ত্যাগ' বা 'ভোগ' হইতে দেবোর সেবা রাজ্যের জন্য—মায়া হইতে বৈকুণ্ঠ গমনের জন্য মধ্যবর্ত্তি স্থান সাধন-ভক্তি নামে সংজ্ঞিত হয়। পথে যাইতে যাইতে বন্ধুজনগণের সহায়তার আবশ্যকতা আছে, সুতরাং কণ্টকাকীর্ণ কলিযুগের বিষময়-কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাপরের অর্চ্চন পথ, ত্রেতার যজ্ঞ-বিধি ও সত্যের ধ্যানে অবস্থিত হইবার একমাত্র পাথেয় কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি। এই সকল পথের বিবরণ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরজন আমাদের নিরন্তর কল্যাণ-বিধান করুন।

মহান্ত-গুরু রূপে উদিত, ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষার কথায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রাকট্যের কোনও দিনই অবসান নাই। কিন্তু আমরা ভাগ্যহীন প্রপঞ্চাবতিত্তজন, তাঁহার প্রকটাপ্রকট ভেদ বিচার আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমানকালে প্রবল। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অনুক্ষণ স্মৃতি বর্ত্তমান, তজ্জন্য মহান্ত গুরুর অপ্রকট লীলা-স্মৃতি দিবস তাঁহারই প্রাকট্যের উজ্জ্বল্য-বিধান করে বলিয়া এই জড়বিষয়-মরুতপ্ত জীবন বৈকুণ্ঠবর্ত্মের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃত্তি আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রয়োজন লাভ করিবার সুযোগ পায় অর্থাৎ হঠাৎ ভক্তি-যোগ-পর্য্যায়ের যাত্রা।

আমরা এইরূপ যাত্রার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ব্রজের পথে চলিতে থাকব। আমাদের মহাজনের অনুসরণ-কার্য্যই একমাত্র বৃত্তি। স্বল্প পথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎ-সেবায়ই নিযুক্ত থাকব এবং ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া পারলৌকিক রাজ্যের চিরন্তরে নিস্তারণ দিনে আমাদের বাস্তব-সিদ্ধি শ্রীচৈতন্য-গণোদ্দেশে কাগো পরিণত করিবে।

মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই ভক্তের পথ। মহাজন প্রাপঞ্চিক বিষয়-লুব্ধ জড় ভোগ-তৃপ্ত কর্ম্মকল্পনাদীন ব্যক্তি-বিশেষ নহেন, সেই জন্যই তিনি মহাজন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল লাভ, বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাকর্ত্তা প্রমাণিত করিতে না পারিলে তিনি সুজন, অসজ্জন—মহাজন-নিন্দা ভোগী বা ত্যাগী। তাঁহাদের হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভগবদ্ভক্তনিরত জনগণের সঙ্গই জীবের প্রকৃতকল্যাণ সাধন করে। এই কথার উপদেশক একদিন অজ্ঞ জীবের অজ্ঞতা প্রবঞ্চনময় ব্রহ্ম' হইবার বিরুদ্ধে

অকিঞ্চনতা শিক্ষা দিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাব-সম্পন্ন হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। জীবের পরম অকল্যাণকর 'তদীয়' বুদ্ধি-রহিত 'সোঽহং' জ্ঞান মূর্ত্তিমান অনর্থের প্রকাশক এবং জড়ের আত্মম্ভরিতায় তৃণাদপি সুনীচ জ্ঞানই পরম মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন,' সেই শ্রীচৈতন্যের পরম প্রেষ্ঠজন তৃণাদপি সুনীচ হইয়া জাগতিক অসংস্কৃতা ছাড়িয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান দিয়া নিজে সকল জাগতিক প্রতিষ্ঠা রহিত হইয়া নিত্য ভক্তি-কীর্ত্তনের প্রণালী-চিন্তার মণি বিতরণ করিয়াছেন। সেই শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি জগতে জয় যুক্ত হউন্। সেই হরিনাম চিন্তামণির কিরণে প্রতিভাত হইলেই শ্রীজীব মাত্রেই মানব-জীবনের চরম তাৎপর্য্য লাভ করিবেন।

চিন্তামণি-দাতা যে হরিনাম জগতে দিয়াছেন, তাহা দশনামাপরাধযুক্ত জন-গণের আরাধ্য নহে, নামাভাসপর মুমুক্ষু গণের সেব্য নহেন, কিন্তু নামাভাসপর নামাভাসোৎকণ্ঠ জনগণের নাম গ্রহণ করিবার সিদ্ধ। সুতরাং সেই চিন্তামণিই স্মৃতিরূপে শ্রীহরিনাম-স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামদাতা গুরুতত্ত্বের প্রকৃষ্ট পূজা বিধান করুন।

নামাভাস ও নামাপরাধাতীত শুদ্ধনাম প্রচারের মূলপুরুষের অনুসরণে শ্রবণ-জন্য কীর্ত্তন-প্রভাবে শরণীয় বিষয়াশ্রয়-বিবেক-বিশিষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট-স্বরূপে শুদ্ধ নামাশ্রয় করিতেছি।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক

বিরহ-মহামহোৎসবে

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতের মুকুটমণি শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধরসাভাসাদি দোষনির্ম্মুক্ত সৎ-সিদ্ধান্তাচার্য্য, শুদ্ধভক্তিরসবিনোদন-কারী, গৌরপাদাব্জ ভৃঙ্গরাজ, স্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-তিথি আজ। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীবিনোদ ভক্তিবিনোদের বিরহে আজ সারগ্রাহী বৈষ্ণবজগৎ বড়ই কাতর। কেননা জগতে যদি দুঃখের কিছু থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তবিচ্ছেদ-জনিত দুঃখই একমাত্র তীব্রতম দুঃখ। বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়-পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দের শ্রীমুখ দিয়া এই কথাই জগতে প্রচার করিয়াছেন যে,—

"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি
দেখি পর।"

জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বুভুক্ষু বা বা মুমুক্ষু সম্প্রদায় নশ্বর বস্তুর ভোগ বা ত্যাগ-সুখাভাব-জনিত বিরহে দুঃখানুভব করে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত-বিরহজনিত দুঃখ তাদৃশ দুঃখের সমতুল্য নহে। কৃষ্ণভক্ত অচৈতন্য জগতের জড়ানন্দানুভূতি মোচন করিয়া জগৎকে 'শ্রীচৈতন্য' বিতরণ-পূর্ব্বক, সচ্চিদানন্দানুভূতির সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গাভাব বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাধিকারকারী কেবলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিকামী-জন-গণের পক্ষে বড়ই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। এ দুঃখ কৃষ্ণবিরহের উদ্দীপক হওয়ায় জীবকে কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টায় উন্মত্ত করে বলিয়া জীব-হৃদয়ে জড়ীয়-অভাব-স্মৃতি জাগরূক হইতে দেয় না, জীব কৃষ্ণস্মৃতি লাভ পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভ রসরসিক হইয়া 'রসো বৈ সঃ' রস-ময়কে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন। তাই আজ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীবিনোদ ভক্তিবিনোদানুগগণ গভীর দুঃখ মধ্যেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তন-মুখে ভক্তিবিনোদন-চেষ্টায় তৎপর। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় সভ্য-গণের শুদ্ধকীর্ত্তন প্রমোদে আজ ভক্তিবিনোদপূজায়োজন। যাহা কৃষ্ণেতর জড়বিষয়াভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্মাদিশূন্য বিশুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে, তাহা দিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পূজা হয় না। কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ শ্রীল ঠাকুরের ভজন-স্থলী, সেখানে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনেই ঠাকুরের প্রমোদ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী কীর্ত্তনে ঠাকুরের আনন্দ নাই, সুতরাং ঠাকুরের অনুগত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণ তাদৃশ বিদ্ধকীর্ত্তন-প্রয়াস সযত্নেই পরিহার করিয়া থাকেন।

অমন্দোদয় দয়ানিধি শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা শক্তি ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কৃপা জীবমাত্রের স্বরূপো-দ্বোধনপূর্ব্বক তাহাকে ফলভোগ বা ফলত্যাগানুসন্ধানবিবর্জ্জিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করাই-বার জন্যই ব্যাকুলা। স্ববিদ্যা-সংবৃত সংক্লেশ-নিকরাকর অজ্ঞজ্ঞানবাদী জগজ্জীব অপরিণামদর্শী হইয়া আপাত-সুখ সম্ভাবনায় মন্দোদয়দয়ারই অধিক পক্ষপাতী বা প্রেয়ঃপন্থী হইয়া পড়েন বলিয়াই অমন্দোদয় শখন্ ভক্তি-বিনোদ দয়ার আবির্ভাব। এই দয়া জীবকুলকে কৃষ্ণেতর বিষয়-তৃষ্ণা-জনিত খণ্ডানন্দ-মোহ বিবর্জ্জিত করাইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবানন্দে নিমজ্জিত হইবার পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃপন্থী করে। ভাগ্যহীন জগৎই এই শেষোক্ত দয়া হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভক্তিবিরোধকল্পে নানা অনর্থের আবাহন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সঙ্গোপনের পর কলি-প্রাবল্যে জগতে এই প্রকার ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরোধী নানা অনর্থের উৎপাত আরম্ভ হওয়ায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদি লীলা-ভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর (উলা) নামক পল্লীতে শ্রীচৈতন্যপ্রকটাতীতাব্দের ৩৫২ বর্ষে হৃষীকেশ মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বাসুদেব বারে অর্থাৎ ১৭৬০ শকা-ব্দায় ১৮ই ভাদ্র ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন।

জগতে আবির্ভূত হইয়া ঠাকুর জগৎকে যে মহামূল্য অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার দান করিয়া গিয়াছেন, জগৎ সৌভাগ্য বান্ হইলে সে রত্ন ভাণ্ডার ছাড়িয়া আজ আর তাহাকে এমন করিয়া শোকে তাপে অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতে হয় না। ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়-সূত্র, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শরণা-গতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীত-মালা, ভজনরহস্য, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য, গীতাভাষ্য, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এবং সজ্জনতোষণী নাম্নী পারমার্থিক-পত্রিকায় যে সকল মহামূল্য রত্ন রাখিয়াছেন, সে সকল রত্নের সন্ধান না রাখিয়া জগৎ যে কেন আজ তাহার দারিদ্র্য প্রখ্যাপন করিতেছে, তাহা কে বলিবে? ঠাকুরের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর বীণায় আজ যে সুগম্ভীর বিপ্রলম্ভ-গীতির সুকরুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, সে সুমধুর সুরেও যাহাদের হৃদয় বিগলিত হইল না, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত বিপ্রলম্ভ-গীতি শ্রবণ করিয়াও যাহাদের হৃদয় কৃষ্ণান্বেষণ-অভিসারে উধাও হইয়া ছুটিল না, অহো! তাহাদের ভাগ্যের প্রশংসা কে করিবে?

যে সকল ভাগ্যহীন ব্যক্তি ঠাকুরের ভক্তিবিনোদন-কার্য্যকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ-তায় আবদ্ধ জানিয়া তাহাকে অমনোযোগ-নীতি আরোপপূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত মতবাদে সমাচ্ছন্ন হইল, তার, তাঁহাদের বঞ্চিত হওয়ার দুষ্প্রবৃত্তিকে কোন্ সাম্প্রদায়িকতা সমাদর করিতে পারেন! ঠাকুরের দয়া জড়ীয় দেশ-কাল-পাত্র-বিচারাপেক্ষা মুক্ত হইয়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। যাঁহারা অবৈষ্ণবোচিত অভিমান মুক্ত হইয়া নিত্যমঙ্গল-প্রয়াসী, তাঁহারাই ঠাকুরের সে দয়ার সার্ব্বজনীনতা—উদারতা উপলব্ধি করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য উৎসাহিত ও উৎকণ্ঠিত হন। জানিনা, জগতের সে শুভদিন কবে আসিবে, যেদিন জগৎ শুক্র-শোণিতজাত দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়া ভক্তিবিনোদা কৃপাকণা-দ্বারা অনুগৃহীত হইবার জন্য লালায়িত হইবেন! শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় এবং তাঁহার ভক্তিবিনোদন-কার্য্যই প্রয়োজন—এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বোপলব্ধিই মানবজীবনের সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যদয়া-নিধির অমন্দোদয়া ভক্তিবিনোদা কৃপা-শক্তিই জীবের সেই সৌভাগ্য-বিধাত্রী।

জড়াভিনিবেশ বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর ঠাকুর ভক্তি-বনে দের প্রপঞ্চাবতরণ-লীলা কখন উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেনা। তাই ঠাকুরের শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী আদর পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত শ্রবণানুকীর্ত্তন হইতেই ঠাকুরের ভক্তি-বিনোদলীলা উপলব্ধির বিষয় হয়—এই ভরসায় আজ আমরা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদের জয়গানের পূর্ব্বেই তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর জয়গান-দ্বারা ভক্তিবিনোদানুগত্য প্রার্থনা করিতেছি।

"১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগদা-ধরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার পারমহংস্য ভাগবতজনোচিত স্থবিরা দশাশিক্ষিক্রমে শ্রীরূপানুগগণের একান্ত প্রেষ্ঠিতা রাধাসরসীতটস্থিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জ নামক মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণ-বিহারস্থলীতে যাত্রা করেন। তখন শুদ্ধ-ভক্তগণ দেখিলেন, শ্রীগৌরাবির্ভাব সুধাকরের অন্তর্দ্ধানে কালিন্দীতে গৌর

...প্রবৃত্তি অপ্রাকৃত্তিক ও সাধনমতে ...কালের পার্থিব জগতে আগত হইয়াছে।

...তাঁহার উত্তমাধরকাল উপস্থিত হইলে ঠাকুরের অভাবে বিরহকাতর শুদ্ধ-ভক্তমণ্ডলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটাদির শ্রীগোদ্রুম-...কুঞ্জে নারায়ণ ...ন্যাসে তাঁহার সমাধি-সেবা বিধান করিয়াছেন।"—

সজ্জনতোষণী

...প্রভু ভগবৎপার্ষদগণের জন্ম মৃত্যু বলিয়া কোন অবস্থা নাই, পরন্তু শ্রীভগবানের কোন বিশেষ মনোহভীষ্ট সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের ভগবদিচ্ছায় জগতে আবির্ভাব ও তাহা সম্পন্ন হইলে পুনরায় ভগবদিচ্ছায়ই তিরোভাবলীলা হইয়া থাকে। প্রপঞ্চলীলা হইতে নিত্য-লীলায় প্রবেশের নামই তিরোভাবলীলা। তাই তাহাতে প্রাকৃত দেহধারী জীবগণের ন্যায় শোকাদি প্রকাশের স্থান নাই। তবে বিপ্রলম্ভরসাবেশে বিলাপকুসুমাঞ্জলি প্রদানের যথেষ্ট অবসর আছে। তাদৃশ বিলাপ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই পরমানন্দসুখে কৃষ্ণকীর্তন মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। স্বয়ং বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবে স্বীয় পার্ষদগণ-সমভিব্যাহারে একদিন সেইরূপ মহোৎসবেরই আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ মহোৎসবে ...শোকের লেশমাত্র নাই, আছে কেবল কৃষ্ণোত্তম-পনাথে কৃষ্ণকীর্তন-মহামহোৎসব। গৌর-প্রেষ্ঠজনের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে সেইরূপ মহোৎসব যাঁহারা সম্পাদনা হইতে পারিতেছেন, তাঁহারাই আজ যথার্থ মহোৎসবে যোগদানের—ভক্তিবিনোদ-বিনোদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। তাঁহারা ভক্তি-... চাহতে এই বিরহ-গীত গাহিতে গাহিতে পরমানন্দ-সুখে নিমগ্ন হন—

যে আছিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
কেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন ॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গগুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে এ অধম দাস ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে—

"ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি"

জয়রে জয়রে জয়
ভক্তিবিনোদ।
অবতীর্ণ জগমাঝে
গৌরপারিষদ ॥১
দীনৈক-শরণ তুমি
পতিত আশ্রয়।
করুণা-মুরতি তুমি
কৃপার নিলয় ॥২
শুদ্ধ-ভক্তি পরচারে
তোমার প্রয়াস।
তোমার কীর্তনে জাগে
কল্মষ-বিনাশ ॥৩
কলি-কবলিত মোরা অশেষ দুর্গত।
দেখিয়া তোমার হিয়া হইল দ্রবিত ॥৪
পুরাণে শুনেছি শুধু বৈষ্ণব-মহিমা।
তোমা হতে জানা গেল সেই কৃপা-সীমা ॥৫
তবকৃপা বিতরিত ভকতির খনি।
'জৈবধর্ম', 'শিক্ষামৃত', নামচিন্তামণি ॥৬
'কল্যাণ-কল্পতরু', 'শ্রীশরণাগতি'।
নৈরাশে অভয়দাতা অগতির গতি ॥৭
চন্দ্রসূর্য্য প্রভাহারা যদি মুছে যায়।
তথাপি তোমার দান রহিবে এথায় ॥৮
তব লীলা অপ্রকট এপুণ্য বাসরে।
বিরহ উৎসব আজ প্রতি ভক্ত ঘরে ॥৯
শুদ্ধভক্তি-মঠবাসী যত ভক্ত জন।
তবগুণ-গানে প্রাণ আনন্দে মগন ॥১০
তাঁদের দর্শনে তুমি নিত্য প্রকটিত।
মম জড়নেত্র-পথে তুমি অন্তর্হিত ॥১১
ন্যাসী, ব্রহ্মচারী যত শুদ্ধ ভক্তগণ।
গাহিছে তোমার জয় ভুলে দেহ মন ॥১২
স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে (তব) সমাধি-প্রাঙ্গণে।
উঠেছে কীর্ত্তন-রোল জয় ঘনে ঘনে ॥১৩
পুণ্যতম রেণু-কণা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
হইতেছে ধন্য সবে মুরতি দেখিয়া ॥১৪
ওদিকে সাগর-পাড়ে শ্রীপুরুষোত্তমে।
উঠিয়াছে কোলাহল তব গুণগানে ॥১৫
ভজনকুটির তথা নাম ভক্তিকুটি।
যার ধূল শিরে ধরি' যায় কুটীনাটি ॥১৬
বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু কভু নাহি হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব একমাত্র কয় ॥১৭
(তাই) নিত্য লীলা-সহচর আচার্য্যপ্রবর।
তিরোভাবে রাখিয়াছ সংসার ভিতর ॥১৮
দয়া করি এঅধমে করহ করুণা।
তবগুণ-সিন্ধু বিন্দু স্পর্শিতে কামনা ॥১৯
যবে,—বৈষ্ণবাভিমানী যত গোদাসসকল।
মহাপ্রভু-শিক্ষা-ধর্ম্ম করেছে বিকল ॥২০
পাষণ্ডতা পরিপূর্ণ হ'ল জগময়।
শুদ্ধ ভকতি-কীর্ত্তন কোথাও না হয় ॥২১
কামিনী-কাঞ্চন-লোভে কৌশল পাতিয়া।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন দিয়াছে ছাড়িয়া ॥২২
তের অপ সম্প্রদায় হইয়া প্রবল।
শ্রীচৈতন্যশিক্ষাগ্রহে হইল দুর্ব্বল ॥২৩॥
শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী মায়াপুর ধাম।
কেহই না জানিত আগে সত্য কোন্ স্থান ॥
হেনকালে দেব তুমি! সপার্ষদে আসি'।
শুদ্ধ ভকতি তপন জগতে প্রকাশি' ॥২৫॥
কিবা করুণায় তব আচার্য্য ঠাকুর।
সে সব আবর্জ্জনা একেবারে দূর ॥২৬॥
আচার প্রচার তব দুই কার্য্য তারা।
সজ্জনে আমোদ পায় দুর্জ্জনের বৈরী ॥২৭॥
তব প্রচারিত দু'টী ভবিষ্যৎ-বাণী।
যাহার আশ্রয়-স্তম্ভ সমগ্র মেদিনী ॥২৮॥
'কোন শক্ত্যাবিষ্ট জন আচার্য্য হইয়া।
দৈব বর্ণ ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিবে আসিয়া ॥২৯॥
স্বল্পদিন মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব প্রচারিতে।
একমাত্র (সেই) সম্প্রদায় রহিবে জগতে ॥'
তাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রমাণ এখন।
সজ্জনমণ্ডলী সত্য করেন দর্শন ॥৩১॥
সেই সত্য দেখিবারে যদি থাকে সাধ।
তব পদে যেন নাহি করে অপরাধ ॥৩২॥
তোমার সেবক হ'লে সেই সত্য দেখে।
কাল্পনিক কাব্য নহে ইহা পরত্তেকে ॥৩৩
তুমিই ত একদিন বরুণার সুরে।
প্রার্থনা—ক'রেছ এই বিশ্ববাসী-তরে ॥৩৪
"বৃটিশ, ফরাসী, রুশ, আমেরিকা আর—
প্রুশিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত-তাতার ॥৩৫
"জয় শ্রীশচী-নন্দন" ব'লে কত দিনে।
প্রসারিয়া দুই বাহু নর্ত্তন-কীর্ত্তনে ॥৩৬
ভারতীয় ভক্ত-সঙ্গে হইয়া মিলন।
ভ্রাতৃ-সম্বোধন চাবে প্রেম-আলিঙ্গন ॥"৩৭
সেইত দিনের বুঝি আর বা'ক নাই।
সজ্জনতোষণী আনি মিলাবে সবাই ॥৩৮
একমাত্র নিত্যধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য-কথা।
সকল মিশিবে আসি সমবেত হেথা ॥৩৯
সর্ব্বধর্ম্ম-পরিপাকে নাম সংকীর্ত্তন।
ইহাই বাস্তব সত্য বুঝে সুধী জন ॥৪০
তোমার করুণা বিনা এত বড় কথা।
কে বুঝিতে পারে তবে, কাহার ক্ষমতা ॥৪১
আমি অজ্ঞ মূঢ়মতি জগৎ সংসারে।
বামন যেমন চায় চাঁদ ধরিবারে ॥৪২
মম বাতুলতা-দোষ ক্ষম দেব তুমি!
অনন্ত মহিমা তব কি বর্ণিব আমি ॥৪৩
শ্রীগুরুপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
যা' কিছু পাইনু তাই করিনু অর্পণ ॥৪৪
বিরহ-মহোৎসবে সমাগত জন।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দি সবার চরণ ॥৪৫
ভকতিকুসুমাঞ্জলি গীতি গান করি।
আপন শোধন লাগি' স্পর্দ্ধা হৃদে ধরি ॥৪৬
ন্যাসী, ব্রহ্মচারী আর গুদ্ধ ভক্তগণ।
এই কৃপা কর মোরে ধরিহে চরণ ॥৪৭
গুরুদেব-পদ-সেবা সবে দিতে পার।
রাখিও দাসেরে পদে মুই অতি ছার ॥৪৮
অনেক জন্মের পরে দিয়াছ গো সঙ্গ।
কৃপা করি টেনে রেখ (যেন) নাহি হয় ভঙ্গ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সেই ভাগ্যবান।
শ্রীগুরু-সেবকে যার নিত্যসিদ্ধজ্ঞান ॥৫০
ঠাকুর ভকতিবিনোদ-দাসানুদাস।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি অনন্ত-প্রকাশ ॥৫১
সক্কভাবে একবার চরণ স্মরিয়া।
যেখানে সেখানে কেন থাকনা পড়িয়া ॥৫২
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে সর্ব্ব বিঘ্ননাশ।
হেন কৃপা মাগে এ রাধাচরণদাস ॥৫৩

'সুমেধাতিথি' উপলক্ষে

বিরহগীতিকা

গৌরপ্রিয়বর আচার্য্য ঠাকুর
শ্রীচরণে তব দেহ মোরে স্থান।
অমন্দ উদয়া প্রভু তব দয়া,
ভববন্ধ হ'তে পাই যেন ত্রাণ ॥

জয় জয় জয় শ্রীভক্তিবিনোদ,
ভকতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-মোদ,
জয় 'সুমেধস তিথি' সে শুভদ,
অমায়ায় কর কৃপা-বিন্দু দান।

জয় জয় জয়, জয় জগন্নাথ,
শ্রীগৌরকিশোর জয় ভক্তনাথ,
জয় শ্রীনিকুঞ্জ স্বানন্দ-সুখদ,
কীর্ত্তন-প্রমোদ যা'র ধনপ্রাণ ॥

কালে আচ্ছাদিত হ'লে ভক্তি-পথ,
উদিলে জগতে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব,
প্রচারিলে গূঢ় ভক্তির মহত্ত্ব,
অন্য-অভিলাষ-শূন্য-কর্ম্ম জ্ঞান।

মহাযোগপীঠ মায়াপুর ধাম,
কে জানিত যদি না জানাতে নাম,
শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট তব কাম,
প্রচারি করিলে জীবের কল্যাণ ॥

শ্রদ্ধাবান্ জনে ডাকিয়া ডাকিয়া,
শ্রীনাম-মহিমা শিখালে গাহিয়া,
তোমার কৃপায় প্রেমেতে মাতিয়া
শতমুখে করে নাম-গুণ গান।

ভক্তির বিরোধী যত ধর্ম্মাধর্ম্ম
খণ্ডিয়া স্থাপিলে গূঢ় শাস্ত্র-মর্ম্ম,
কৃষ্ণনিত্যদাস্য—এই জৈব ধর্ম্ম,
শিক্ষামৃত জীবে করাইলে পান ॥

সর্ব্ব মহাগুণে গুণী মহাজন,
কে গাহিবে প্রভো তব গুণগণ,
কর কৃপা যারে সেইত সুজন
কীর্ত্তন করিয়া হয় ভাগ্যবান্।

কুল-ধন-বিদ্যা তপো মত্ত জন,
না চিনি তোমারে লভে প্রবঞ্চন,
তুমি কৃপা তবু কর বিতরণ,
শ্রীচৈতন্য-কৃপা-শক্তি মূর্ত্তিমান্ ॥

বহু অপরাধে অপরাধী আমি,
নাহি দেখি গতি, বিনা প্রভু তুমি,
অদোষদরশী, সব দোষ ক্ষমি',
নামে রুচি দিয়া কর সাবধান

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] আষাঢ়-সোমবার—১৩৪[illegible]

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

মাসব্যাপী মহামহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২৮শে বৈশাখ শ্রীচন্দন-যাত্রা-দিবস হইতে দৈব-বর্ণাশ্রমসংঘের শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্র-রাজ ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের উদ্যোগে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রায় দুই মাস যাবৎ মহাসমারোহে মহোৎসব হইতেছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জীউর মঙ্গলারাত্রিক, অরুণোদয় কীর্তন এবং প্রাতে ভজনহ কীর্তন, মধ্যাহ্নে ভজনোত্তর, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ ও কীর্তন যথারীতি পূর্ববৎ চলিতেছে। মাসাধিক-কাল গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং নীলাচল-ধামে অবস্থানপূর্বক রায় রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও সুগভীর বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর নানাবিধ সেবাকার্যের জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুর আসিতে হইয়াছে। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের উপর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের ভার অর্পণ করিয়া গৌড়দেশে গমন করিয়াছেন। স্বামিজী সর্বদা প্রাঞ্জল অথচ আবেগময়ী ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নিহিত সত্যবাণীসমূহ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে বর্ণন করিতেছেন। আচার্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করিতেছেন। বক্তৃগণ তাঁহাদের সুবিচার-পূর্ণ পাঠদ্বারা সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের পাঠে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সুকৃতিশালী ব্যক্তি পাঠকগণকে তাঁহাদের ভবনে পাঠার্থ আহ্বান করিতেছেন।

স্বামীদ্বয়ের যোগদান

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ ও স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিয়া গত ২৯।৩।২৯ সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকেলি ধাম হইতে প্রত্যাগত ও অস্থায়ীভাবে উহারা কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অষ্টম প্রাচীরক আচার্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীমদ্-ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা বহু শিক্ষিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুমধুর বিচারপর ভাগবত-পাঠ যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহা-রই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পুনরায় শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত বহু উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমনপূর্বক, শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং শ্রবণ করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিতেছেন।

রাধাবল্লভ মঠে পাঠ

বিগত ২৯শে জুন পুরী বল্লভা মঠের 'মহান্ত' মহোদয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহোদয় অপরাহ্ণ ৫॥-ঘটিকার সময় তাঁহার সঙ্কীর্তন-সঙ্গী কয়েক-জন ব্রহ্মচারিসহ উক্ত মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সঙ্কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন।

পণ্ডিতগণের প্রশ্নের মীমাংসা

উৎকলদেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত উক্ত পাঠের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'ভক্তি' ব্যাখ্যামুখে 'ভজ সেবায়াম্' ব্যাখ্যা-কালে সেবা কেবল অনাদিরাদির্গোবিন্দ-পাদারবিন্দেই সম্ভব হয় এরূপ বিবৃতি করিলে উক্ত পণ্ডিতগণ "পিতৃমাতৃ প্রভৃতি জড়সেবায় 'ভক্তি' শব্দ হইবে না কেন?"—এরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেন। তখন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্যসেবায় ভক্তিসংজ্ঞা প্রয়োগ হইতে পারে না—ইহা শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা স্থাপন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—উহা স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না, পরন্তু প্রযুক্ত হইলে প্রয়োগ-বৈপরীত্যহেতু সেবা-বিবর্ত সংঘটিত হয়। কৃষ্ণাদি কর্মীগণ পদাঙ্কে প্রয়োগ বৃথা ভক্ত। পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি ব্যবহারিক ভাবে প্রতীত হইলেও বিদ্বদ্‌রূঢ় প্রতীতি দ্বারা উহা 'ভক্তি' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিরোধিতায় আসিয়া দেয়।

দর্পণের প্রতিমূর্তি যেমন মূর্তির বিপরীত ঠিক বিপরীত মূর্তি, বিপরীত ভাবে প্রতি-ফলিত হইয়া দৃষ্ট হয়, সেরূপ জীবের নিজ স্বভাব কৃষ্ণপ্রীতি, মায়াবৃত হইলে—মায়া-দর্পণে প্রতিফলিত হইলে বিপরীত ভাবে বিপর্যস্ত ভাবে দৃষ্ট হইলেও উহা প্রকৃত মূর্তি নহে; দর্পণের দ্বারা প্রতিফলিত প্রতিমূর্তি মাত্র, মূর্তির সহ এক বস্তু নহে।

শাস্ত্র কৃষ্ণ-সেবা ভিন্ন অন্য সেবাকে ভক্তি শব্দে সংজ্ঞিত করেন না। বেদ বলেন, "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনং এতদেব নৈষ্কর্ম্যং।" 'অস্য ভজনং' শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রুতি ভগবানের সেবন উপদেশ করিতেছেন।

মহর্ষি শাণ্ডিল্যও বলেন, "সা পরানুরক্তি-রীশ্বরে"; ঈশ্বরে পরানুরাগ—অন্যে নহে, স্ত্রীপুত্র পিতামাতা প্রভৃতি জড়োপাধিতে নহে।

ভগবদ্ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ-কৃত ভক্তিসূত্র যথা:—"সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" 'হৃষীকেশ-সেবন' শব্দার্থ ভগবানের সেবা।

শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্যবর্য ভগবৎ-পার্ষদপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির পরমোপাদেয় সংজ্ঞা করিয়াছেন, যথা:—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-
কর্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"।

এস্থলে কৃষ্ণানুশীলনের তিনটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'আনুকূল্যেন' শব্দ তৃতীয়ার পদ হইলেও উহা বিশেষণ-বিবক্ষায় তৃতীয়। কৃষ্ণানুশীলন কিরূপ হইবে, না অন্য-অভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং ঐ অনুশীলন এরূপ হওয়া কর্তব্য যেন উহা কৃষ্ণের অনুকূল হয়, কৃষ্ণের সুখ-পোষক হয়, পরন্তু সুখ-বাধক না হয়—এইরূপে শাস্ত্রযুক্তি ও মহাজনবাক্য-মূলে ভক্তির ভগবৎপরত্ব পরম নৈপুণ্যের সহিত ভাষাকুশলতা-সহকারে প্রদর্শিত হইলে পণ্ডিতমণ্ডলী ও মহান্ত মহারাজ নিরুত্তর হইয়া সেই সকল সিদ্ধান্ত হৃদয়ের সহিত গ্রহণ পূর্বক বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুমধুর কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

অধুনা শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীআলাল-নাথের শ্রীমন্দির সংস্কার-কার্যের আনু-কূল্যাদি সংগ্রহ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া—শ্রীপুরী-ধামের বিভিন্ন স্থানে ভাগবত ধর্ম কীর্তন করিতেছেন।

আলালনাথের অনবসর মহোৎসবও যথারীতি পাঠ, কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে কীর্তনমহোৎসব

(রথযাত্রা দিনে)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

সকল ভকত মিলি পরম আনন্দে।
সাজ সাজ রব তুলে চলিল সাজিয়া,
সংকীর্তন-কোলাহলে করি মুখরিত
দশদিশা, জয় জয় জগন্নাথ বলি।
আনন্দ ধরেনা আজি ভকত পরাণে
উথলিয়া উঠে যথা বারিধি-তরঙ্গ।
রথের সাজান কিবা পরম সুন্দর
যাহার দর্শনে নাচে সব দেব নর,
দেব নরে মিলি আজি কি আনন্দ শোভা
যাহার তুলনা নাহি ত্রিদিব সংসারে।
কলম-কোলাহলে পরিপূর্ণ এজগৎ
সুপ্ত মোহ নিদ্রাগত বিমুগ্ধ মানব,
জানে না আপন হিত সদা ব্যস্ত যেন
স্বোদর ভরণে, ভক্ত কণ, নেত্র, মন।
এহেন বিমুখ যত নাস্তিক সমাজ
তাঁরাও বিভোর আজি যাহার কৃপায়
সেই পূর্ণ ভগবান্ (স্বয়ং) শ্রীগৌরসুন্দর
প্রকটিলা পূর্ণ লীলা শ্রীপুরুষোত্তমে।
সকল পুরুষ মাঝে যিনি সর্বোত্তম
অধোক্ষজ বলি যারে বিরিঞ্চি ভবাদি
নিয়ত করিছে ধ্যান ত্যাজ স্বর্গ-সুখ,
তাঁহার বিজয়ে আজি তাঁহারই ধামে
তিনিই দেখায়ে দেন স্বজন সহিতে
ভক্তভাব করি অঙ্গীকার কলিযুগে।
ধন্য কালকাল এই ত্রিযুগ-প্রধান
হইল যাহার শুভ বিজয়োৎসবে।
সেই পুরুষ প্রধান শ্রীগৌরসুন্দর
প্রকটিলা নিজতত্ত্ব আপনি আচরি
নর্তন-কীর্তন-লীলা, গুণ্ডিচা-মার্জন।
অদ্যাপিও সেই লীলা নিজজন সঙ্গে
আছে প্রকটিত, দেখে ভাগ্যবান্ জন।
শুদ্ধভক্তচরণ-পরাগ শিরে ধরি
ভৃত্য অনুভৃত্য হয়ে নিরপেক্ষ নেত্রে
যেজন দেখিতে চায় সেই জন দেখে
অপ্রাকৃত নিত্য লীলা নিত্য বিরাজিত।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যাদের বিচারে
হ'য়ে যায় অবসান, তারা কি বুঝিবে?
ঔদার্য মাধুর্যপূর্ণ লীলার মাধুরী।
তাই আজ শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব-আচার্য,
প্রকটিয়া শুদ্ধমঠ শ্রীপুরুষোত্তম,
শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কারণে ভক্তিবীজ
আরোপিয়া ভবে, শ্রীনামকীর্তন-বারি
করিয়া সিঞ্চন, পুষ্ট করিলা তরুরে।
হ'য়ে ফল পুষ্পান্বিত সেই তরুবর
তর্কবিতর্কবাদী মঙ্গল অর্পিয়া সকলে,
অন্তর অমর করি ঘুচাইল ক্লেশ।
কি কহিব ভাষা নাই, অনন্ত মহিমা
তাঁদের, বিতরে সর্ব জীবে প্রেমরত্ন
মহাচিন্তামণিধন অযাচিত ভাবে।

তার চাক্ষুষ প্রমাণ—ঐ দেখ ঐ দেখ
নয়ন মেলিয়া, যদি থাকেরে নয়ন !
শ্রীগৌর লইয়া সাথে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
রথাগ্রে করিছে নৃত্য, দুবাহু পসারি
নাচি বাহ্য জ্ঞান, শুধু উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী শুদ্ধভক্ত
সকলে বিভোর নিজ প্রভু দরশনে।
কে কোথা দেখেছ হেন আর্ত্তি পরিপূর্ণ
শুদ্ধ সংকীর্ত্তন নৃত্য ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ?
ভ্রান্ত জীব ! করিও না সমজ্ঞান কভু
কৃত্রিম আবেশিগণে যারা ঢঙ্গসাজে
মুহুর্মুহুঃ প্রেম চেষ্টা লোকেরে দেখায়,
নিশ্চয় জানিও ভাই ! ওসব বঞ্চক
লোক-দেখানো গোয়া-ভক্তার দল তারা।
কেহবা উদর-পূজার তরে পাতিয়া
কৌশল-জাল, কেহবা কামিনী প্রতিষ্ঠা
রে'খে ঠিক কেন্দ্রস্থলে, করে পরিক্রমা
গোপনেতে অত্যাচারী সবে, জেনো সার
ত্যাগী ভোগী কভু নহে সংকীর্ত্তন-কারী,
শ্রীরূপ-অনুগ জন যুক্ত বৈরাগ্যে,
ভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী—শ্রীগৌর-কীর্ত্তন
প্রচারিছে ঘরে ঘরে জগত মঙ্গল।
তাঁরাই বৈকুণ্ঠ দূত, ল'য়ে নামামৃত—
আসিছ্য পুরুষোত্তমে রথযাত্রিগণে—
করিলা পরিবেশন, মাথায় লইয়া
নাম-প্রেমামৃত-ডালি। উড়িছে নিশান,
বাজিছে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল,
'জয় জগন্নাথ-শ্রীশচীনন্দন রবে
হইয়া বিশাল ; ভেদিল গগন-প্রান্ত।
ঘন ঘন উঠে ঝাঁঝরি বাদন আর
গৌরহরি হরি বোল ধ্বনি সুবিশাল
কাঁপায়ে মেদিনী আজ করিয়াছে ধন্য।
শোন শোন বিশ্ববাসি ! দেখ দেখ সবে
আজি কি মধুর লীলা নীলাচল ধামে।
নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীপুরুষোত্তমে আসি হইল প্রকট,
শ্রীচৈতন্য বিশ্ববাসী সকলে জাগায়ে
দেখায় শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্ম-শোভা।
বিশ্ববাসি ! করোনা বঞ্চনা, বল বল
সত্য কথা। দেখেছ কি কভু হেন কার্য্য ?
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কোন্ সভ্য দেশে,
প্রতি জনে জনে দিয়া আমন্ত্রণ-লিপি
চব্য চূষ্য, লেহ্য, পেয়, প্রসাদ বিতরি,
জগজ্জনে জগন্নাথ দেখাইয়া দেয় ?
যদি সত্যে কর [illegible] পারিবে না কভু,
অস্বীকার করিবারে হেন উদারতা।
তাই বলি ভাই, সব, পাবেতে পড়িয়া,
তোমাদের ভাগ্য-সীমা কহনে না যায়,
শুদ্ধ শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া
জগন্নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ দেখিয়া
শুদ্ধভক্তপদরজঃ মস্তকে ধরিয়া
সফল করিলা জন্ম মানব জগতে।
অজ ভব দেব আদি যে কীর্ত্তন লাগি,
নিরন্তর গায় চতুর্ম্মুখে পঞ্চমুখে,
সে সৌভাগ্য লভিল আজ বিশ্বমানবে।
যাচি তার অবশেষ, কৃপা করি দাও
অভাগা দুর্জ্জন আমি আছি বহু দূরে।
জয় জয় গুরুদেব করুণা-প্রকাশ।
(যেন) তোমার কৃপায় দেখি কীর্ত্তন-
বিলাস॥

নীলাচলে মহাপ্রভু

পুরীর পথে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাঠক, যাঁহারা হরিভজনের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের এই সাক্ষ্য-প্রদান-লীলায় পরম সৌন্দর্য্য, মত-সমন্বয় ও মহতী-শিক্ষা দর্শন করিতে পান। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ও অপ্রাকৃত সহজ-শুদ্ধ-ভক্তগণের চরিত্র বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণেরও বুদ্ধির অগম্য। ব্রহ্মা, বৃহস্পতির ন্যায় মনীষি-শ্রেষ্ঠগণও যে ভগবান্ ও ভক্তের দুরবগাহ চরিত্র বুঝিতে পারেন না, তাহা সাধারণ লোক বুঝিবে কি প্রকারে ? অপ্রাকৃত সহজ-ভক্তগণের বাহ্য-আচরণ অনেক সময় প্রাকৃত কর্ম্মীর ন্যায় প্রতীত হইতে পারে। যাঁহারা উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়েন। অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমের বিকৃত-প্রতিফলনই প্রাকৃত-সহজিকতা। একটী বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, উপাদেয় ও সহজ, আর একটী অশুদ্ধ, সমল, হেয় ও কৃত্রিম। একটী কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময়, আর একটী আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময়। বড়বিপ্রের কন্যার বিবাহের লোভে লুব্ধ হইয়া ছোটবিপ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টা নহে—এ কথা চরিতামৃত ছোটবিপ্রের বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে,—

"কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়, এই বড় দুঃখ॥"

ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের বাক্য বেদের ন্যায় প্রমাণ, উহার কখনও ব্যভিচার হয় না—ইহা জানাইবার জন্য ছোট বিপ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টা। কৃষ্ণভক্ত বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্র উভয়েরই সংশয়াত্ম-জীব-জগতে শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ ঐরূপ চাতুরী। বড়বিপ্র স্বীয় পুত্রের চরিত্রের দ্বারা নাস্তিকগণের উদাহরণ এবং স্ব-চরিত্র ও ছোটবিপ্রের চরিত্রদ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের বাস্তব সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নিদর্শন জগতে প্রচার করাইলেন। বড়বিপ্রের পুত্রের মতে,—"প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।" অর্থাৎ বড়বিপ্রের পুত্র একজন কল্পজড়-ধর্ম্মের-আদর্শ-প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার অর্চ্চাবতারে প্রাকৃত-বুদ্ধি; আর বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্র অপ্রাকৃত সহজ-বৈষ্ণব; তাঁহারা বলেন,—"প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"। যাঁহারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-ব্রজেন্দ্রনন্দন না জানিয়া তাঁহাকে কাঠ পাথরাদি বুদ্ধি করে, সেই সকল নাস্তিকগণের বুদ্ধি শোধনের জন্য কৃষ্ণের 'নিত্য-কিঙ্কর' 'বড়-বিপ্র' ও 'ছোটবিপ্র' ঐরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন। বড়বিপ্র আত্মসুখ-লোলুপ হইয়া ছোটবিপ্রকে স্বীয় কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন নাই। বাহ্যে ঐরূপ ব্যবহারের আকার থাকিলেও তাঁহার অন্তর্নিষ্ঠা অন্যরূপ। ছোটবিপ্রের দ্বারা তিনি কোন ছলে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করাইবেন—ইহাই তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পরবর্ত্তিকালে ফলের দ্বারা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীগোপাল দেবের নিত্য-কিঙ্কর অপ্রাকৃত সহজভক্ত বড়বিপ্রের আচরণ অজ্ঞলোক-প্রতীতিতে নিষ্কাম ভক্তের আচরণের বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও আত্ম প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ বড়বিপ্র ঐরূপ কৌশল-অবলম্বনে গোপাল দেবকে বিদ্যানগরে প্রকটিত করিয়া জগতে গোপালের মাহাত্ম্য এবং ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছিলেন। স্বয়ং বিষয়ী, লজ্জনকারী, সত্যের অপলাপকারীর ন্যায় অভিনয় করিয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ বড়বিপ্র ভক্তির মহিমা জগতে স্থাপন করিয়াছেন। এ কথা ছোটবিপ্র ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—

"ইহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী
বোলাইব।"

'কৃষ্ণকে আমিই আনয়ন করিব'—ছোটবিপ্রের এইরূপ দাম্ভিকতা ছিল না, তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবের কৃপায়ই আমি কৃষ্ণকে এস্থানে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনয়ন করিব। (ক্রমশঃ)

সাধক

(২)

আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৈন্য চাই—কার্পণ্য চাই। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত—প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাস—অবশ্য প্রতি জপ-তপ—অন্তরাত্মার প্রতি গতি-গতি 'দৈন্য-মাখা' না হইলে—অন্তরাত্মা ঐ দৈন্য-দরিয়ায়—স্নান না করিলে কখনই গুরু-কৃপা—ভগবৎ-কৃপা পাওয়া যায় না,—নিজের কুপ্রবৃত্তি ও গুরুদেবের গুরুত্ব ও দিধায়—বৈষ্ণবের মহা-মহত্ব কখনও বুঝা যায় না। স্বাভাবিক-ভাবে হৃদয়ে—অন্তরাত্মার এই দৈন্য-দরিয়ার বন্যা আসিয়া যাঁহার আত্মাকে , যতটা আপ্লাবিত করিয়াছে, তিনিই , ততটা বৈষ্ণবত্ব—নিষ্কপটি-বৈষ্ণবতা অর্থাৎ ভগবৎ সেবাময়—কৃপাময়—প্রেমের [illegible] উৎসময় জীবন [illegible] [illegible] হইয়াছেন। দৈন্য-দরিয়ার [illegible] অন্তরাত্মা [illegible] হইয়াছে, তাঁহার আর কোন অভাব হয় না—ভোগী বা ত্যাগী সাজিতে ইচ্ছা হয় না ; তখন জীবনটা হয় ঐ দরিয়ার ন্যায় স্বচ্ছ—সরল—সরস—শান্ত—শোভাময় ও সুধাময়—সুখময়—সজল-স্রোতময়। সেই স্রোতের বক্ষস্থল-গর্ভিতে সাগর-গামিনী সুরধুনীর সমুদায় আছে, অথচ, মলিনতার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বসিদ্ধি-শিরোমণির স্বর্ণ-সম্পুট—সমস্ত সাধনার স্বাধীনতা-সুষমা-সৌরভ সেখানে সজ্জিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

সাধকের অন্তরাত্মায় যে শুভ মুহূর্ত্তে এই দৈন্য-পরশমণির স্পর্শলাভ হয়, সেই মঙ্গল-মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ের অনাদি-কালের রুদ্ধ-দুয়ার আপনি খুলিয়া গিয়া অনাদিকালের সূচাগ্র-ভেদী গাঢ় তমোরাশি বিদূরিত করিয়া সেখানে এমন এক অফুরন্ত কৃপার সোমধী-গঙ্গা প্রবাহের আপনাকে আপনি বিলাইতে থাকে যে, তাহার এক একটা কণা আমাদের মধুর সাধ-পিপাসা প্রশান্ত করিয়া চিরবিরামময় অনন্তের অমিয়-বসন্ত-মধুরিমায় আমাদিগকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। সেই গুরু-কৃপা এত বড় একটা জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার শিরোমণিটাকে আমাদের অজ্ঞাতসারে অসাধনে সাধিয়া দেয়, তাই সাধকের পক্ষে নিষ্কপট-দৈন্যের অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। মনে হয়, ইহাই সব সাধনা ও সিদ্ধির মূল।

এই জগতে স্বাভাবিক-ধর্ম্ম-প্রভাবে সাধকের অন্তরাত্মা ও বিষ্ণুপাদের পাদ-পদ্ম—এই দুই চিদ্‌বিলাসময় বস্তুর মাঝখানে যে কিছু আগন্তুক আড়াল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দৈন্য যেন সেই পর্দাটীকে সরাইয়া দিবার পূর্ণশক্তিধর একগাছা চেতনময় ডোর। এই চেতনময়ী দৈন্য দামটা শুধু আড়ালটুকু—শুধু পর্দাটুকু সরাইয়া দিয়াই তাহার কার্য্য সমাপ্ত করে না, ইহা সাধকের অন্তরাত্মা ও বিষ্ণুপাদের পাদপদ্মের সঙ্গে এমন একটা অপার্থিব প্রীতিময় বাঁধন দিতে পারে—অন্তরাত্মায় এমন একটা চেতনময়-তড়িৎ-শক্তির চিরস্থায়ী স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতে পারে যে, যাঁহার অন্তরাত্মা অবগুণ্ঠন-বিহীন হইয়াছে, কেবল তিনিই উহা মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন—অপরে পারেন না।

বাহিরের দিক হইতে মনে হয়,—দৈন্য একটা নিরর্থক জিনিষ—দৈন্য মানুষের পৌরুষ নষ্ট করে, তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করিয়া দেয়—দৈন্য "[illegible]" প্রভৃতি, [illegible] যাঁহাদের হৃদয়ে নিষ্কপট-দৈন্য [illegible]

সম্বন্ধ, কথা। দৈন্য নিঃশক্তিক নহে; দৈন্যের ভিতর এত বড় অপরাজেয়ী শক্তি নিহিত রহিয়াছে—যাহার কোটি অংশের এক অংশও পাশবিক পৌরুষে নাই, অথবা যাহার সঙ্গে তথা-কথিত পৌরুষের তুলনাই হয় না। মানুষ যাহাকে 'পৌরুষ' বলে, তাহা কামান্ধ বা ক্রোধান্ধের সাময়িক-উত্তেজনা-ময়ী দুর্ব্বলতা বা আসুরিক ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। দৈন্যে সেরূপ সাময়িক উত্তেজনার অভাব এবং তাহা পূর্ণ-শক্তির আধার বলিয়া বাহিরের দিক হইতে তাহাকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া মনে হয়।

দৈন্যই যথার্থ বল। দৈন্য-হীন ব্যক্তি কখনও আত্মাকে জয় করিতে পারে না। তড়িৎ দেখিতে বড়ই সূক্ষ্ম, জোনাকি-পোকার চমক হইতেও তড়িতের চমক অনেক সময় দূর হইতে ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেই তড়িৎ যখন কোন গতি-জনক-যন্ত্রে (*motor*এ) সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা শত-হস্তীর বলকে স্পর্দ্ধা করিতে পারে—মহাশ্চর্য্য ঘটাইতে পারে—অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে পারে। তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যখন দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মহা-মহাবলী, মহা-মহা-যোগী, মহা-মহাতপস্বী, মহা-মহা-কর্ম্মী, মহা-মহা-জ্ঞানী যেখানে, তাঁহাদের কান্তকায়-বিশাল-বিরাট বপু, বিভূতি-বৈভব, বিস্ময়কর বৈরাগ্য, বৈতানিক-বেদ-বাদ, বিবাদ-বৈখরী লইয়া অবশেষে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, সেইস্থলে দৈন্য তাহার স্বচ্ছন্দ-সহজ-শক্তিতে সব জয় করিতে পারে। মহাযোগী মহাদেব যেখানে মোহিত হন, মহাজ্ঞানী ব্রহ্মা যেখানে বিপথে ধাবিত হন, মহা বিভূতি-শালী বিশ্বামিত্র, সৌভরি যেখানে অবশ হইয়া পড়েন, মহা-দাম্ভিক কশিপু, মহাবলী রাবণ, দশঘোষ-পুত্র যেখানে দমিত হন, দৈন্য সেখানে আপনাকে জয়-মাল্যে বিভূষিত করিতে পারে, অধিক কি দৈন্য অজিত-দনুজ-দলনকেও পরাজিত করিতে পারে। দৈন্য-দিক্‌পালের দ্বারা সুরক্ষিত সাধক কিরূপে অনর্থ-দৈত্যগণকে সাধন-সময়ে দলিত করিতে পারেন, তাহা দৈন্যের অবতার আমাদের দাস-গোস্বামি-প্রভু আত্ম-দৈন্যচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

> "অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
> প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতি-
> ব্যতিকরৈঃ।
> গলে বদ্ধ্বা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
> কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং
> মন ইতঃ॥"

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-রূপ বাটপাড়গুলি পরমার্থপথের পথিক আমাকে দুর্পথে চালিত করিয়া আমার ধর্ম্ম নাশ ও প্রাণ নাশ করিবার জন্য অসচ্চেষ্টারূপ রজ্জুপাশ আমার গলায় জড়াইয়া দিয়াছে, আর আমার প্রাণ লইয়া কসাকসি করিতেছে। মন! এ সময়ে তুমি যদি দিব্য-ধামের মহাদান দৈন্য-দামটী অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আর আমার আত্মরক্ষার উপায় নাই। তুমি এই সঙ্গু-হীন সঙ্কট পথের মাঝে বকশত্রু কৃষ্ণচন্দ্রের পথরক্ষক সেনানী বৈষ্ণবগণকে ফুকারিয়া ডাকিতে থাক; এই দৈন্য-ফুৎকার নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাণে পৌঁছিবে,—তাঁহারা বাটপাড়ের হাত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

পরমার্থ-তত্ত্ব

ব্রহ্ম-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই সকল বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ পর-ব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সেই পর ব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।

> হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং
> মুখম্।
> তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
> পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ
> রশ্মীন্ সমূহ।
> তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
> পশ্যামি॥
> (ঈশঃ ১৫-১৬ মন্ত্র)

সেই পরমাত্মার রূপ হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। (হে পরমাত্মন্) সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।

হে ভগবন্, আপনি ভক্তিপোষক, আপনি জ্ঞানময়, আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিনেতা, আপনি বেদোপদেশ দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন, তাহা হইলে আমি আপনার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাইব। আমি সেইরূপের অধিকারী। যেহেতু আপনি পূর্ণপুরুষ এই জগৎ-প্রবিষ্ট আপনার অংশ-স্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব-সমূহ) সকলেই চিৎ-স্বরূপ, আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাইব।

ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

> যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
> কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
> তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কোটী কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

> ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
> শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

অর্থাৎ নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানি-গণের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্ম-রূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমুদায়ই এই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-দর্শনশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত তত্ত্বাচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তৎকৃত তত্ত্ব-সন্দর্ভের ৮ ম শ্লোকে বলিতেছেন—

যস্য—ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বাপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ একং যস্যৈবরূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ি-পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রাদুর্ভাবরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজাংশ অবতার-গণের সহিত বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতার সমূহের প্রকট করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার নারায়ণ-নামক একটী মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহ জগতে তাঁহার চরণ-কমল-সেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন।

উপরি উক্ত উদাহরণসমূহ হইতে এই সংক্ষিপ্তসার সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে যে যে প্রকার সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মি পৃথক্ বস্তু নহে এবং এই রশ্মি সূর্য্যও নহে, তদ্রূপ 'ব্রহ্ম' পূর্ণভগবত্তত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ' হইতে পৃথক্ বস্তুও নহেন এবং 'ব্রহ্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' এক বস্তু নহেন। সূর্য্য-রশ্মিকে সূর্য্য বলিয়া মনে করিলে যে প্রকার ভ্রম হয়, 'ব্রহ্ম'কে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া মনে করাও তদ্রূপ ভ্রান্তিরই পরিচয়। অধিকন্তু 'ব্রহ্মকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া মনে করিলে নামাপরাধ সঞ্চিত হয় এবং তাদৃশ নামাপরাধীর জিহ্বায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু শ্রীনাম কখনও স্ফুরিত হন না।

ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যথা—

> ব্যক্তে ভগবতত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যক্ততে স্বয়ম্।
> —ভগবৎ সন্দর্ভ

মায়াবাদীর দুর্গতি কেন?

মায়াবাদিগণ বলেন, ভগবান্ ও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ 'ব্রহ্ম' জ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাঁহারা মায়াবাদ অবলম্বন করিয়াই তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্ত। তাঁহারা পরমাত্মা ও ভগবানের সমন্বয় করিতে গিয়া অপরাত জগৎকে ও খণ্ডজ্ঞানকে অখণ্ডজ্ঞান ও নির্গুণের সহিত বিবর্ত্তবাদযোগে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলেন। তত্ত্বালোচনার অভাব-বশতঃ মায়াবাদিগণ অনুমানের যোগে নিরন্তকুহক সত্য জানিতে পারেন না। মায়িক বিচার সম্বল করিয়া জড়দ্রষ্টা, জড়দৃষ্টি ও জড়দৃশ্য—ইহাতে ভেদাভাস দর্শন করিতে যাইয়া নিজ নিজ পরিমাণকে অদ্বয় বস্তুর বিভাগ মনে করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ কামনা করেন। মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা চালিত হইয়াই মায়াবাদীর এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। মায়াবাদী যে কালে মায়িক রাজ্য হইতে উৎক্রান্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে স্বীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব ও বিষ্ণুসেবাপর ইন্দ্রিয়গুলি দেখিতে পান, তৎকালে তাঁহার ভেদ-জগতের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হয়। ভেদ-জগতে অবস্থানকালে তাঁহার অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব-ক্রমে ভগবান্ ও পরমাত্মাকে স্বতন্ত্র বোধ করায় কেবল-জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার সুষ্ঠুতার হানি হয়। তিনি ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি—এই তিনটির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহাতে মায়া সন্নি-বিষ্ট আছে মনে করেন। স্বরূপভ্রান্তি-ক্রমেই ভগবান্ ও পরমাত্মার প্রতি তাঁহার অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়া বাজার, কটক

২০শে আষাঢ়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৮শে আষাঢ় ১২শে জুলাই গৌরাব্দ ৪৪৩ শুক্রবার হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই রবিবার দিবস উক্ত মঠে সাধারণ মহা-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরি কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। নিবেদন ইতি।—

শ্রীহরিজন কিঙ্কর—
শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ
শ্রীভাক্তাবিবেক ভারতী
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা
বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা
(ভক্তিসুধাকর)

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেই মত মায়া লাগে ত্রাস মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২৬শে আষাঢ় বুধবার—১৩৩৬

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্

অমন্দকারুণ্যগুণাকরশ্রী-
চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং
পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥১॥

যিনি পরমকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতার স্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন কি? ১॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো য
একাত্মকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং
নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥২॥

যিনি শ্রীজগন্নাথ প্রভুর পরমপ্রিয় অনুগত এবং শ্রীমদ্গৌরকিশোরদেবের অভিন্নাত্মস্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকারুণ্যশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিগোচর হইবেন কি? ২॥

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈ-
স্বাদর্শমাচারবিধৌ দদৌ যঃ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং
নিত্যং ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৩॥

যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচার-বিধির আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিমন্দিরে জাগরূক থাকিবেন কি? ৩॥

নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো
মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায়।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং
কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৪॥

যিনি নামাপরাধরহিত শ্রীনামের মাহাত্ম্য-সমূহ প্রকাশপূর্ব্বক পরমজীবদয়ালুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিসিংহাসনে সমারূঢ় থাকিবেন কি?

গৌরস্য গূঢ়প্রকটালয়স্য
সত্তাহ্বসত্তো চর্ব্বকুনাট্যতাঞ্চ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং
স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৫॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গূঢ় আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের হর্ষ এবং অসজ্জনগণের কুনাট্যভাব যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিপথারূঢ় হইবেন কি? ॥৫॥

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-
প্রবাহনেনোদ্ধৃতসর্ব্বলোকঃ।
ভগীরথো নিত্যবিহারং পদং কিং
ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৬॥

যিনি ভক্তিপথের কণ্টক সমূহের নিরাস পূর্ব্বক ভক্তিগঙ্গা-প্রবাহদ্বারা নিখিললোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেই ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের নিত্যধারণার বিষয় হইবেন কি?

বিশেষ্য চৈতন্যকথাপ্রচারী
মাহাত্ম্যদর্শী গুরুবৈষ্ণবানাম্।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং
চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৭॥

যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নাম-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্মৃত হইবেন কি?

প্রয়োজনং সম্বভিধেয়ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাণী সমমত্র গৌর-
কিশোরসম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং
চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥

যিনি স্বয়ং প্রয়োজনতত্ত্বস্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোররূপ সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অভিধেয়-তত্ত্ব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সহিত আমাদের চিত্তে উদিত হইবেন কি? ॥৮

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ
চিন্তামণিঞ্চাত্র সচৈত্রবদ্যম্।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং
চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৯

যিনি শিক্ষামৃত, সজ্জনতোষণী, চিন্তামণি ও চৈত্রবদ্যের প্রকাশ দ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে ধৃত হইবেন কি? ৯॥

আষাঢ়দর্শেহহনি গৌরশক্তি-
গদাধরাভিন্নতনুর্জহৌ যঃ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং
দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥১০॥

যিনি আষাঢ়ী অমাবস্যা তিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি? ১০॥

বিরহ-মহামহোৎসব

গত ২২শে আষাঢ় অমাবস্যা তিথিতে গৌরপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবের দিন ছিল। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের সমস্ত শাখা মঠে উক্ত বিরহ মহামহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠানের জন্য পূর্ব্ব হইতেই আদেশ বাণী প্রচার করিয়া দেন। গত ২১শে আষাঢ় শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কৃষ্ণনগর একায়ন মঠ হইতে সপার্ষদে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিকাননকুঞ্জ শ্রীস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জে বিরহোৎসবের অধিবাস সঙ্কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠান করাইবার জন্য শুভবিজয় করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও মঠের বহু ব্রহ্মচারী ভক্ত এবং বিভিন্ন স্থানের ভক্তমণ্ডলী বিরহ উৎসবে যোগদান করিবার যোগবাণী প্যাসেঞ্জারে আগমন করেন, সাউড়ী প্রপন্নাশ্রমের ও বহু-ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের সহিত কলিকাতা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করেন এবং সায়াহ্নে শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপনীত হন। সেই দিন অধিক রাত্র পর্য্যন্ত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে আষাঢ় শনিবার ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি। প্রাতঃ হইতে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরদেবের মঙ্গলারাত্রিকের ধ্বনি সমবেত ভক্তবৃন্দের কর্ণাঞ্জলিতে সুধা বর্ষণ করিয়া ঠাকুরের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে থাকে। আরাত্রিকের পর শ্রীগুরুপরম্পরা ও স্তবাদি পাঠ হয়। তৎপরে সাউড়ী প্রপন্নাশ্রমের ভক্ত-সম্প্রদায় বিভিন্ন সুর-তানলয়ের সহিত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ব্রহ্মচারিবৃন্দ পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রমণ্ডলী ও বহু ভক্ত শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগর একায়ন মঠ হইতেও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]গোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, কতিপয় ব্রহ্মচারী এবং খুলনা, বনগ্রাম, কলিকাতা নিবাসী কতিপয় ভক্ত বিরহ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সমাধিমন্দিরে উপনীত হন।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদের আদেশ অনুসারে দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের জনৈক সেবক মহোদয় স্বরচিত একটী বিরহগীতিকা অতি করুণ সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করেন। বিরহ-গীতিকাটী সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর বিরহ-স্মৃতি দ্বিগুণতর উদ্দীপন করিয়া দিয়াছিল। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ভক্তিবিনোদ-সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামি মহোদয়ের ভক্তি গীতি-কুসুমাঞ্জলি কীর্ত্তন করা হয় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্ স্তোত্র পাঠ করা হয়। সাউড়ী-প্রপন্নাশ্রমের ভক্ত সম্প্রদায় বিশেষতঃ মহোদয়ের পুত্রগণ সুনিপুণতার সহিত মৃদঙ্গবাদন এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ-কীর্ত্তিত গীতি অনুকীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় বিরহতিথি সুমেধাগণের আরাধ্য কেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারমুখে আচারপ্রচার আদর্শ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। (এই বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।) বক্তৃতার পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গৌরবিচিত্র সঙ্গীত সমূহ কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর ভজনকুটী শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকগণ শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল কথার চুম্বক শ্রীগৌড়ীয় পত্রে যথাকালে দেখিতে পাইবেন।

উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়, সাউড়ী প্রপন্নাশ্রমের শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহোদয়ের পুত্রত্রয় শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল দাস, প্রমোদ গোপাল দাস, ও ললিত গোপাল দাস মহোদয়ত্রয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম মহাশয় প্রমুখ ও নদীয়ার বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অধরামৃত মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সমস্ত দিনব্যাপী মহোৎসব চলিয়াছিল। [illegible] স্বরূপগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বহু লোকও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্নে ভক্তগণসমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে বিরহ মহোৎসব সম্পন্ন করান।

আলালনাথ মহোৎসব

(প্রাপ্ত পত্র)

মহাশয়,

আমি [illegible] একটি বক্তৃতা [illegible] আদর্শ দেখিয়া লোকে [illegible] অভিলাষী। [illegible] ও লোকমুখে শুনিতে পাই যে লোকে চিত্ত-[illegible] বর্ত্তমান, তথাপি লোকে উদাসীন

কোন পুরুষকে না দেখিয়া ঐ কথা, কেবল শোনা-কথামাত্র হইয়াছে। যাহা হউক এইভাবে চলিতে চলিতে এবার হঠাৎ পুরী ধামে অর্শনের পিপাসা বাড়িয়া উঠে ; গৃহে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনকে পুরী যাওয়ার কথা জানাইলে তাঁহারা আমাকে কথায় যাইতে দিবেন না জানা থাকায় হঠাৎ একরাত্রি সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলাম। পরে যথাসময়ে রেলে আরোহণ করিলাম

পুরীতে আমার এই প্রথম আগমন। সম্পূর্ণ অজানা স্থান। কোথায় কি আছে জানা না থাকিলেও হৃদয়ে একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে স্থানে জগৎপতি শ্রীবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়া শিব ব্রহ্মাদি-আকাঙ্ক্ষিত মহাপ্রসাদ সর্ব্বজীবকে বিতরণ করিতেছেন, সেখানে জগদ্বাসী মাদৃশ ব্যক্তিরও স্থান আছে। খুরদা রোড ষ্টেশন হইতে এক এক করিয়া কয়েকজন পাণ্ডা আমার পিছনে লাগিল। আমি কাহারও কথার কোন জবাব না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। পুরীষ্টেশনে আসিলাম। দেখিলাম, পাণ্ডাগুলি আমার উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছে, যাহা হউক ট্রেণ হইতে নামিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিতেছি কি করা যায়। এমন সময় দেখিলাম যে, লাল কাপড় পরা বাক্স হস্তে একটী ব্রহ্মচারী আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাক্সটি আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, সেবাকার্য্যে আপনি কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন কি? আমি বাক্সটীর উপর দেখিলাম লেখা আছে,—শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী, শাস্ত্রপ্রচার ও শ্রীবিগ্রহসেবাভিক্ষা। আমি বলিলাম আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি? এই কথা বলিয়াই মনে ভাবিলাম যে, হয়তো ব্রহ্মচারী মহাশয়কে একথা বলা স্থান হয় নাই। তিনি হয়তো আমার কথা বিদ্রূপাত্মকভাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি? আমি তখন আমার নিজের ঘটনা সব বলিলাম এবং আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলাম। তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাকে সাদর-আহ্বানে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রের ধারে রাজপ্রাসাদ তুল্য একটী সুবৃহৎ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

তখন শ্রীচরিতামৃত পাঠ হইতেছিল। পাঠক মহোদয়কে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, বাস্তবিকই মহাপুরুষ। ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ইনিই তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। আমি জীবনে কখনও গ্রন্থপাঠ শুনি নাই — বড়ই ভাল লাগিল। পাঠান্তে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক ব্যক্তি আলোক, নিশান, খোল, করতাল ও বিমান লইয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দৃশ্যটী আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। পরে সকলে বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আগামী কল্য শ্রীবিজয়বিগ্রহকে শ্রীআলালনাথে লইবার জন্য তথাকার পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় ভক্তগণ আসিয়াছেন।

পরদিন বেলা ২টায় বিচিত্র পুষ্প, বস্ত্র সুসজ্জিত বিমানে শ্রীশ্রীবিজয়বিগ্রহ আরোহণ করিলেন। সংকীর্ত্তন-ধ্বনি, হরিবোল রোলে সমস্ত জগৎ মুখরিত, প্রতিধ্বনিত। নানা রংএর পতাকা হস্তে শতশত ভক্ত দণ্ডায়মান। সর্ব্বাগ্রে সৎসম্প্রদায়ৈক রক্ষক মহাপুরুষ। শ্রীবিজয়বিগ্রহ শুভবিজয় করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিচার আদালতের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন লোকে লোকারণ্য, নিজ নিজ কার্য্য ছাড়িয়া সকলেই সদর রাস্তায় আসিলেন। শ্রীবিমানে ভুবনমোহন শ্রীগৌরসুন্দরকে ও তত্রাগ্রে গৌরজন সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী প্রাসাদসমূহ হইতে অসংখ্য নরনারী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভুবনপতিকে বহনকারী সেই মহাপুরুষের ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সকলের উদ্দেশ্যে প্রতি-নমস্কার করিতে লাগিলেন।

সংকীর্ত্তন-সজ্ঞ সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরকে লইয়া বিস্তৃত রাজ-পথ দিয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দক্ষিণ দরজায় উপস্থিত হইলেন। তখন এক বিরাট ব্যাপার হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক হইতে জনস্রোত বিমানের চারিদিকে আসিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কীর্ত্তন-বাদিভক্তগণও আনন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতাল-ধ্বনিতে সকল শব্দকে নিঃশব্দ করিয়া এক মধুর ধ্বনি লোক-কর্ণকুহর-পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

তৎপরে ভক্তগণ শ্রীভগবানকে লইয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর অনবসরে শ্রীভগবানকে দেখিতে না পাইয়া বিপ্রলম্ভরসবিভাবিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আলালনাথে যাইতেন। অত সেই স্নানযাত্রার পরদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথে যাইবার পথে শ্রীমন্দিরে একবার প্রবেশের ইচ্ছা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রপীড়িত কৃষ্ণ অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। ভগবদ্দাস সেবোন্মুখ দেবরাজ ইন্দ্রও তখন প্রভুর মন্দোকোয় অবগত হইয়া অজস্র ধারায় বারিবর্ষণের অভিনয় করিলেন। তখন বিমানসহ ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দরজায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের পাশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া দয়ালাবতার শ্রীগৌরসুন্দর বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া পুনরায় শ্রীআলালনাথের পথ ধরিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কত ভাবে না পথিমধ্যে লীলা করিয়া রাত্রি আটটার সময় ব্রহ্মগিরি শ্রীআলালনাথে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসী সকলেই ইষ্টদেবের অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া আলোকে আলোকময় করিয়া গ্রামসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রি ১০টায় শ্রীবিগ্রহকে শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে লইয়া যথাস্থানে রাখা হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরাত্রি ও ভোগরাগ হইয়া গেল। ঠাকুরের শয়নান্তে শত শত ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবনে কীর্ত্তনের পরিশ্রম লাঘব করিলেন।

পরদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত জীবকুলকে জাগ্রত করিবার জন্য "জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥"—বলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীগৌর-বিতরিত

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া মাধ্যাহ্ন সেবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। সে দিন মহামহোৎসব। চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ সেবাসম্ভার উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রাতঃকাল হইতেই ভোগাদি রন্ধন আরম্ভ হইতেছিল।

দ্বিপ্রহরে ভোগারতি-কীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের ভোগ-সেবা হইল। তৎপরে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হইল। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র অভদ্র সকলে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ সেবনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া 'জয় পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের জয়' ধ্বনিতে দিগ্-দিগন্ত ভরিয়া দিলেন।

সন্ধ্যায় আরাত্রি-কীর্ত্তন ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ হইল। ভক্তগণ পুনরায় কীর্ত্তন করিয়া সংকীর্ত্তন-পিতার আদেশ পালনরূপ সেবায়ে মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

শেষ রাত্রি আমরা পুনরায় পুরীর দিকে যাত্রা করিলাম। বেলা সাড়ে দশটায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পৌঁছিলাম। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ভক্তগণকে কত না আদর-ভরে আপ্যায়িত করিলেন।

আমি সেই অবধি শ্রীমঠেই আছি। গৃহচিন্তাদি আসিয়া আমার হৃদয় আর আকুল করে না। এখানে এমন দিব্য আদর্শ জীবন, এমন অকপট প্রেম ভালবাসা আছে, তাহা শুনি নাই বা দেখি নাই।

মাঝে মাঝে কিছু লিখিব, কৃপা করিয়া প্রকাশ করিবেন।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী
শ্রীশিবশঙ্কর দাস।

শ্রেষ্ঠ বস্তু কি?

একদিন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আত্মপুত্র বালক প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—প্রহ্লাদ, তুমি যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, তাহা বল। প্রহ্লাদ উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

তৎ সাধু মন্যেহসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্ গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

(ভাঃ ৭।৫।৫)

(অর্থাৎ হে অসুরশ্রেষ্ঠ, আমি অনিত্যে নির্ভরকারী সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্ত, দেহিগণের এই অন্ধকূপ সদৃশ নিজ অমঙ্গলকারী গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া হরিপদ আশ্রয় করাকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে করি।)

চেতন অচেতনের মধ্যে যে সকল বস্তু অচেতন, তাহাদের মধ্যে ভালমন্দ বুঝিবার শক্তি নাই। চেতনযুক্ত জীবগণের মধ্যে সঙ্কোচিত চেতন, আচ্ছাদিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত চেতন—এই পঞ্চ প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে আচ্ছাদিত চেতন ও সঙ্কোচিতচেতন জীবগণের সদসদ্ বিচার-সামর্থ্য নাই। মুকুলিতচেতন জীবগণ মনুষ্য। ইহাদের মধ্যে ঐ বিচার-ক্ষমতা আছে বলিয়া মনুষ্য সর্ব্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মুকুলিত চেতন জীব বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা-ক্রমে নিজ শ্রেয়ো বস্তুকে বুঝিতে পারিলে কাল-ক্রমে অপর দুইটি অবস্থা লাভ করিতে পারে।

ঐরূপ বিচার-ক্রমে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বস্তুর বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বস্তুর নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন যে, হরিপাদপদ্ম আশ্রয়ই—শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, এসংসারে থাকিয়া যদি কেহ বেশ আনন্দের সহিত দিন অতি-বাহিত করিতে পারে অথবা হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ত্রিভুবনের একচ্ছত্র সম্রাট হইতে পারে, তাহা ভাল নয় কেন? তদুত্তরে ভাগবত 'গৃহমন্ধকূপম্' শব্দটি ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন যে, [illegible]

সুখ দুঃখাদি অনুভূত হয়। সংসারে পতিত হইলে ঐ অবস্থাপে নিপতিত বস্তুর ন্যায় ক্লেশ প্রাপ্তই সার হয়। এ সংসার—দুঃখপূর্ণ, সর্বদা পরিবর্তিত অবস্থান করিতে হয়। সুখে অবস্থান কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভকারী ব্যক্তিরও যে অবস্থা, দীনাতিদীন ব্যক্তিরও সেই অবস্থা। জন্ম এবং মৃত্যু—এই দুইটী বস্তুই সকল দুঃখের মূল। জন্মিলেই মৃত্যু, মরণের পরে আবার জন্ম—ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে কেবল শ্রীহরিচরণ আশ্রয় করিতে হইবে। নিত্যবস্তু—চেতন-বস্তু জীবের অনিত্য অচেতনের সহিত কি সুখ হইতে পারে? চেতনের ধর্ম—চেতনের কর্ম চৈতন্যের অনুশীলন। তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম করিতে গেলেই তাহার দুর্গতি। অতএব এই অনিত্য সংসারের অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইলেই জীবের দুঃখ, আর নিত্যবস্তু জীবের নিত্যধর্ম শ্রীহরির সেবা-তেই জীবের নিত্যসুখ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

ভক্তের দুঃখ

সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়া-শক্তি-প্রকটিত বিশ্বে বহু জীবের বসতি। সেই জীবের বিভাগ বহু প্রকার হইলেও প্রধানতঃ দুই প্রকার,—ভক্ত ও অভক্ত। যাঁহারা আত্মপ্রভব পরম-পুরুষকে ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ত, আর যাহারা সেই জননিবাসের সেবা ছাড়িয়া নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের সেবায় প্রমত্ত, তাহারাই অভক্ত।

অসৎ বা অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত জনগণ অসাধু বা অভক্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কেন না তাহারা সদসৎ বিচার শূন্য বহিরর্থ-প্রার্থী। প্রয়োজন বা প্রাপ্য বিচারে তাহারা নিত্য বস্তুর প্রার্থী না হওয়ায় সর্বদা চঞ্চল ও ক্ষুব্ধচিত্ত। সুতরাং এরূপ শ্রেণীর লোক মৌখিক আনন্দার্থী হইলেও অনুক্ষণ নিরানন্দই লাভ করিয়া থাকে।

অভাববোধ হইতেই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, প্রাপ্তিতে পুনর্নাশ-চিন্তাজনিত ভয় এবং বিনাশে শোক—এই ত্রিবিধ মনস্তাপই এই জগতের প্রাপ্য ফল। তাই জাগতিক বস্তুর অভিলাষী জনমণ্ডলীর ভাগ্যে নিরন্তর দুঃখলাভ ব্যতীত সুখ লাভের আশা আদৌ নাই।

অভক্তকুলের এমনই বুদ্ধি-বিপর্যয় যে, তাহারা দেখিয়া শুনিয়া এবং এমন কি নিজেরা ঠেকিয়াও শিক্ষালাভ করে না। দুঃখপূর্ণ সংসারে [illegible] বিষয়েই পুনঃ পুনঃ [illegible]

অনিত্যবিষয়ে উদাসীন জনগণই ভক্ত। তাঁহারা নিত্য বস্তুর সন্ধানকারী। জড়দেহ ও সূক্ষ্ম মনে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট অভক্তকুল হইতে পৃথক্ হইয়া তাঁহারা আত্মবস্তুতেই আত্মাভিমানী। সুতরাং তাঁহারা দুঃখ, ভয়, শোকাদি পরিমুক্ত। অনিত্য, আদ্যন্ত বিশিষ্ট বস্তু কিন্তু নিত্যবস্তু অনাদি ও ত্রিকাল সত্য হওয়ায় তৎসন্ধানকারী ভক্তগণের দুঃখ থাকিতেই পারে না। তাঁহারা দুঃখ, ভয় ও শোক লাভের পরিবর্তে নিত্য শান্তি, অভয় ও অশোক-প্রদাতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সুশীতল ছায়া-নিবাসী।

ভক্তগণ কৃষ্ণৈকপ্রাণ। তাঁহারা সমর্পিতাত্মা। নিজের কোন প্রকারই সুখানুসন্ধান তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল মাত্র সর্বভোক্তা শ্রীকৃষ্ণেরই ভোগের ইন্ধন মাত্র। তাঁহারা অভক্তের ন্যায় মনে বিষয়-চিন্তা, কর্ণের দ্বারা অসৎ কথা শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা অনিত্য বিষয় কথা কীর্তন, চক্ষুর দ্বারা ভোগদৃষ্টিতে জগদ্দর্শন, হস্ত দ্বারা স্ব-ভোগদ্রব্যাদি গ্রহণ এবং পদদ্বারা ভোগানুকূলে ভ্রমণাদি না করিয়া মনের দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তা, কর্ণযুগলে ও বাগ্‌যন্ত্রে উত্তম শ্লোকের গুণানুশ্রবণ ও কথন, চক্ষুদ্বারা কৃষ্ণকার্ষ্ণময় ভাবযুক্ত জগদ্দর্শন, হস্তযুগলে ভক্ত ভাগবত সেবা এবং পদযুগলে হরি এবং হরিজনক্ষেত্রে পরি-ভ্রমণ করেন। ভক্তকুলের ঐকান্তিকী নিরন্তর সেবায় প্রীত হইয়া অজিত ভগবান্ নিজেকে পর্যন্ত ভক্তসমীপে বিকাইয়া দেন। ভক্তগণ ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ভগবান্‌ও ভক্ত ছাড়া অন্য কিছুই জানেন না।

এক্ষেত্রে ভক্তবাধা ভগবদ্ভক্তের দুঃখের অবকাশ কোথায়? উত্তর—না। বদ্ধজীব ভোগাভাবকে দুঃখ বলে, কিন্তু যেহেতু ভক্তের হৃদয়ে ভোগবাসনার গন্ধলেশও নাই, সেহেতু মায়া-কবলিত জীব-বুদ্ধিগত দুঃখ ভক্তকে কেন, ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুরেরও চতুর্দশ সীমানায় উপস্থিত হইতে পারে না। ভক্তের দুঃখ ভোগ ত' দূরের কথা, হরিকরিও আরাধ্য যাবতীয় ভোগ মুক্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের আদেশ প্রতীক্ষায় থাকে এবং এমন কি কঠোর-তপা যোগিগণের কৃচ্ছ্র সাধ্য মুক্তিও কর-যোড়ে ভক্তাজ্ঞার আশায় দূরে দণ্ডায়-মানা।

ভক্ত-স্বভাব দেখিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা পরদুঃখদুঃখী। মহাবদান্য শ্রীগৌর-কৃষ্ণের ভক্তগণ মহামহাবদান্য, তাঁহারা আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবকুলকে মায়ার পশ্চাতে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণসেবৈক-জীবন ভক্তগণ আমাদিগের ন্যায় কৃষ্ণদাস-গণের কৃষ্ণসেবায় বিমুখতা প্রদর্শনে কত পরিবেষ্টিত কপটকুলের সঙ্গে বাস করিয়া যাদৃশ মোহনিদ্রায় গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তিগণের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। যদি কোন দিন নিষ্কপটে তাঁহাদিগের কোটীচন্দ্র-সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লইতে পারি, তখনই প্রভুবর্গের দুঃখের কথা বুঝিতে পারিব। এবং নিজেরা তদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজন করিয়া দুঃখনিবারণে সচেষ্ট হইব। বৈষ্ণব ঠাকুরগণ এমন দয়ালু যে, আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্য পাপিষ্ঠ জনগণের সমস্ত পাপ নিজশিরে লইয়া প্রভুর বিমুখ সেবকগণকে প্রভুর রাজ্যে প্রভুর সেবার জন্য পাঠাইতে চান। তাহা ছাড়া জীব-প্রভুর নিকট জীবদুঃখ সন্তাপ জ্ঞাপন করিয়া নিজ প্রভুকে এই রাজ্যে অবতরণ করান। ভক্তপ্রাণ ভগবান ভক্তের প্রার্থনায় এই রাজ্যে আসিয়া কতবার কতলীলা করিয়াছেন। সেই অবতার-সার শ্রীগৌরাবতারই জীবোদ্ধার-লীলার পরম চমৎকারিতার এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

কৃষ্ণসেবা-দুর্ভিক্ষ-দর্শনই ভক্তের দুঃখের কারণ। জীবের অনাদি কৃষ্ণবহির্মুখতা দূর করিবার জন্য নিত্য-কৃষ্ণ সেবা-প্রমত্ত ভক্তগণের দুঃখ দূর করিবার যোগ্যতা আমরা পাইব না কি? ওহে দয়াল দাতা বৈষ্ণব ঠাকুরগণ, আপনারা দয়া করুন যেন আপনাদেরই আনুগত্যে আপনাদের ঠাকুরের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিতে পারি। আপনারা আমাদের স্বজন, বান্ধব, পিতা, দেবতা, আত্মা একথা না বুঝিয়া অপরকে সেই সেই সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করিয়া আজ যে কি ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহা ত আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা আমাকে কত ভাবে না উদ্ধারের চেষ্টা করিলেও আমি আমার বিভীষ স্বভাবের বশে পুনরায় সেই দিকেই ছুটিতেছি। আপনাদের শ্রীচরণে আজ আমি শরণাগত। আমাকে নিজ ভৃত্যজ্ঞানে শোধন করিয়া নিজ সেবায় নিয়োগ করুন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ।

পুরুষোত্তম মঠ

পাঠ ও কীর্ত্তন

পুরী, ৩০।৬।২৯

অদ্য সন্ধ্যারাত্রিকের পর সু-মধুর-কণ্ঠ শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারি মহোদয় 'পরম করুণ পঁহু দুইজন নিতাই গৌরচন্দ্র,—এই গানটী পরম আবেগভরে গাহিতে থাকেন।

তৎপর রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যা-ভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে নব যোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ আরম্ভ করেন।

পরমাত্ম-তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

অষ্টাঙ্গ-যোগে সমস্ত জীব-সত্ত্বার অন্তর্যামী সূক্ষ্ম সর্ব-ব্যাপী চৈতন্যকে জগদন্তর্যামী 'পরমাত্মা' বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ এই পরমাত্মা সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। পরমার্থ-দর্শনশাস্ত্রের বঙ্গ-ভাষায় সুমীমাংসক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক
অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব-অবতংস॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬০)

শ্রীকৃষ্ণ সর্বজীবের অন্তঃকরণে পরমাত্ম-রূপে বিরাজিত। 'পরমাত্মাই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব-নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্বকর্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বর-প্রেরণাদ্বারা সহজে কার্য্য করিয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে গীতায় সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মাদৃশ অজ্ঞব্যক্তির শিক্ষার নিমিত্ত উপদেশ ছলে তাঁহার প্রিয়সখা অর্জুনকে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন
তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

প্রকৃতি—শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি; তাঁহার আশ্রয়েই তাঁহার শক্তি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে তিনি প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করেন, সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতদ্বারাই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সর্বকার্যেই শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতা রহিয়াছে।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥
(গীতা ৯।১০)

সাক্ষাৎ ভগবত্তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত 'পরমাত্ম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎ-সম্বন্ধীয় একটী শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিয়া অতি সংক্ষেপে গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছা হইলে প্রবন্ধান্তরে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 'পরমাত্ম-তত্ত্ব' প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মযুক্ত অঙ্গুষ্ঠপরি-মিত পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুর্পণমস্তু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

ভজন-ক্রিয়া

শ্রীহরিভজন-প্রয়াসী সুকৃতিমানগণের ভক্ত্যধিকারে সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। "শ্রদ্ধা" শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।" সর্ব্ব জীব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের স্বনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তনকারি ভক্তিশাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা। ভক্ত্যধিকারে শাস্ত্রে দৃঢ়-বিশ্বাসের পর শাস্ত্রানুমোদিত সেবা-কার্য্যে যে হৃদয়ে এক প্রীতিপূর্ণ স্পৃহার উদয় হয়, তাহা শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। এই উভয়বিধ শ্রদ্ধা কখনও স্বভাবজাত, কখনও কষ্টসাধ্য। যখন কোন ব্যক্তির শাস্ত্রবাক্য ও তদুক্ত অনুষ্ঠানে জন্মাবধি সহজ সরল বিশ্বাস ও প্রীতির উদয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বলে। আবার কাহারও বা শাস্ত্রে কোন বিশ্বাস দেখা যায় না—সর্ব্বদাই মানব জ্ঞান-জাত-যুক্তি-মূলে বহুশাস্ত্রে তাহারা প্রয়াসী। কিন্তু ত্রিতাপপূর্ণ সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যখন যুক্তির মূল্য অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয় এবং অবশেষে উপায়বিহীন হইয়া "আচ্ছা অন্ধের ন্যায় একবার দেখাই যাক্ না, শাস্ত্রবাক্য কতটুকু সত্য" বলিয়া ক্রমশঃ সেই ভাগ্যবলে যখন তাহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও আদর উপস্থিত হয়, তাহাকে বলোৎপাদিকা শ্রদ্ধা বলে।

এই শ্রদ্ধামূলে জীব ভবসমুদ্র পার হইয়া নিত্যানন্দ-স্থলে গমনেচ্ছু হয়। তখন জীবন-তরণীর কর্ণধারস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় এবং সজাতীয়-আশয়-সম্বলিত স্নিগ্ধ মধ্যমাধিকারী সাধুর সঙ্গ লাভ ঘটে। সেই সৌভাগ্যবলেই শ্রীগোবিন্দ-সেবা-ভিলাষী সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভেদে ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা। চতুর্বিধ অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে ভজনক্রিয়া, তাহাকে অনিষ্ঠিতা বলে এবং নিরন্তর মহাভাগবতের সেবা দ্বারা যখন অনর্থমুক্ত হইয়া সাধক উত্তম-শ্লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধানে নিযুক্ত থাকেন, সেই ভজন-ক্রিয়াকেই নিষ্ঠিতা বলে। অনর্থযুক্ত সাধকের চিত্তকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ-রূপ পঞ্চদোষ আক্রমণ করে, ততক্ষণ সেই [illegible] [illegible] [illegible] তাহার ভজন ক্রিয়া [illegible] থাকে। এই অবস্থার ভজনকেই অনিষ্ঠিতা বলে।

এই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া ক্রমপন্থায় ষড়্‌বিধ আকারে দৃষ্ট হয়। যথা—উৎসাহ-ময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী।

বালক যেমন প্রথম বিদ্যাভ্যাস-কালে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' লিখিতে না শিখিতেই মনে করে, 'আমি বুঝি পণ্ডিত হইয়া গেলাম' এবং তদ্‌বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া খুব উৎসাহভরে সর্ব্বাঙ্গে মসিবিন্দু মাখিয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সাধকেরও ভক্তিমার্গে প্রবেশের মুখে একটী প্রবল উৎসাহময় উদ্যম দেখা যায়। এই অবস্থায় ভজনক্রিয়াকেই অনিষ্ঠিতা উৎসাহময়ী বলে।

তৎপরবর্ত্তী অবস্থায় সহজ বোধগম্য বিষয়ে বালকের অধিকতর উৎসাহ এবং যেস্থলে তাহার অধ্যয়নের বিষয়ের গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারে,তথায় শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। সাধকও তাঁহার ভক্ত্যঙ্গসাধনে যখন সমর্থ হন,তখন ভজনের ঘনত্ব এবং যথায় শ্রীগুরু-মুখ-বাক্যার্থ বা শাস্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য গ্রহণ কিম্বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তখন তাঁহার ভজনের তরলত্ব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ভক্তের ভক্ত্যঙ্গের নির্ব্বাহ ও অনির্ব্বাহবশতঃ ভজন-ক্রিয়ার ঘনতরলা অবস্থা কীর্ত্তিত হয়।

ইহার পরের অবস্থার নাম ব্যূঢ়বিকল্পা। এই সময় সাধকের চিত্তে বহুবিধ প্রশ্নের উদয় হয়। *Tug-of-war*এর মধ্যে পতিত হইয়া দোদুল্যমান মনে স্বতঃই বহুবিধ পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিতে থাকেন। কখনও মনে করেন, আমার সংসারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে আমার হরিভজনের অনুকূল করিয়া লইয়া সুখে ভজন করিব, কখনও মনে করেন, না। সংসারাশ্রমই পরিত্যাগ করিব—এখানে নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বক্ষণ ভজন সম্ভবপর নয়, আমি অবশ্যই ত্যক্তগৃহী হইয়া ত্রিদণ্ডীর বেশে শ্রীধাম মায়াপুর বা শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কিম্বা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন দ্বারা আমার ভক্তি-লতার বীজকে অঙ্কুরিত করাইব। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন—এখনই কি সংসার ত্যাগ করিব? এখনও ত বিশেষ ভোগ করি নাই। তাই এখন ত্যাগ করিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার যদি ত্যক্ত-বিষয়েরই চিন্তা করিতে হয়, তবে কিছুদিন ভোগ করিয়া তাহা কষ্টকর বোধে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কি উচিত হইবে? এই যৌবন অবস্থায়ই কি সংসার ছাড়িব, না, বৃদ্ধ পিতামাতার মৃত্যুর পরই ত্যাগ করিব? যদি অতৃপ্ত অবস্থায় ত্যাগী হই এবং মৃত্যুর সময় যদি ত্যক্ত বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হয়, তবে যে নরক হইবে? ওঃ, যখন নরক-ভয় আছে, তখন সম্প্রতি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি; পরে সময় হইলে শ্রীধামে যাইয়া বৃদ্ধকালে অষ্ট-প্রহর ভজনে প্রবৃত্ত হইব। আবার মনে করেন, সন্ন্যাসী হইলে আহারের চিন্তা কি? সকল আশ্রমেই আহার পাওয়া যায়। কখনও পরক্ষণেই মনে করেন, সংসার ত্যাগ না করিলেই বা কি? সংসারে থাকিয়াও ত' ভজন হয়। যাহাদের ভক্তির উদয় হয় নাই, তাহাদেরই গৃহাদি বন্ধনের কারণ। আমি কি করিব? ভক্তির কোন্ অঙ্গ যাজন করিব?—শ্রবণ? না কীর্ত্তন?—না, গুর্ব্বাজ্ঞা পালন করিব? —ইত্যাদি বহু প্রশ্ন যখন হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে, সেই অবস্থায় ভজন-ক্রিয়াকে ব্যূঢ়বিকল্পা বলে।

এই *Tug-of-war* এর অবস্থার পর যখন সাধক দৃঢ় কৃতসঙ্কল্প হন যে, বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ ব্যতীত যখন শ্রীকৃষ্ণভজন সহজ নয়, তখন তাঁহার ত্যাগেই নিশ্চয়তা জন্মে। কিন্তু তথাপি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ জয় পরাজয়ের মধ্যে থাকিয়া পরাজয়ের কালেও অত্যন্ত ঘৃণা-ভরে বিষয় ভোগ করেন, তজ্জন্য এই অবস্থাকে বিষয়-সঙ্গরা বলে।

তৎপর নিয়মাক্ষমা। যে অবস্থায় ভজনে নিয়ম করিয়া তাহা সুষ্ঠুপালনে অসমর্থ হন, সেই ভজন-ক্রিয়াকে নিয়মা-ক্ষমা বলে। যেমন কোন ভক্ত মনে মনে নিয়ম করিলেন যে, আজ হইতে বাজে কথা প্রসঙ্গ করিব না, আজ হইতে প্রত্যহ লক্ষ নাম শ্রীমালিকায় জপ করিব, বৈষ্ণবগণের সেবা করিব, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়-কথা বলিব না,– ইত্যাদি। কিন্তু যে কোন প্রকারের বিঘ্নবশতঃ ভক্ত যদি তাঁহার ঐ নিয়ম পালনে অসমর্থ হন, তবে সেই অবস্থার ভজন-ক্রিয়াকে নিয়মাক্ষমা বলে। বিষয়-সঙ্গরা ও নিয়মা-ক্ষমা উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম অবস্থায় ইচ্ছা-সত্ত্বেও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বিষয় ত্যাগে অক্ষমতা, আর নিয়মাক্ষমাতে ভক্তির পরিবর্দ্ধনে অক্ষমতা।

ইহার পরের অনিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়ার নাম তরঙ্গ-রঙ্গিণী। এই অবস্থায় ভক্তের প্রীতিপূর্ণ ভক্তজীবন দর্শন করিয়া মানব-সমাজ তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি বিশিষ্ট হয়। না চাহিলেও, ভক্ত তখন তাঁহার ভজন-ক্রিয়াকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার তরঙ্গে রঙ্গ করিতে দেখেন বলিয়া ইহার নাম তরঙ্গ-রঙ্গিণী।

এই ষড়্‌বিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ অনর্থমুক্ত অবস্থায় যে ভজনক্রিয়া, তাহাকে নিষ্ঠিতা বলে। তদ্‌বিষয় পরে আলোচ্য।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

ত্রিগুণময় জগতে দেশ, কাল, পাত্র, স্থান প্রভৃতি সকলই গুণময়। কেবল গুণাতীত শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত দেশ, কালাদি নির্গুণ। তাই শাস্ত্র বলেন,—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

অর্থাৎ ভগবন্নিকেতন, ভক্তভক্তমঠ বা ভক্তসন্নিধানে বাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ বাস।

বহির্ম্মুখ জগতে, বদ্ধজীবের আবাস-স্থলীতে কেবলমাত্র ভোগবাঞ্ছা, বিষয়-বার্ত্তা পরিপূর্ণ। এখানকার আবহাওয়াই বিমুখতা বৃদ্ধিকারী। এহেন জগতে যিনি ভগবান্ ও ভক্ত-সেবা-শিক্ষার আদর প্রকাশ করেন,সেই বৈকুণ্ঠ-প্রিয়তম শ্রীগুরু-দেবের করুণার কথা প্রকাশ করিবার ভাষা, কুণ্ঠানন্দযুক্ত জগতে নাই। ভূলোকে গোলোক আনয়নকারী, অজিত ভগ-বান্‌কে পরাজয়কারী, ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা, ভগবানের অঙ্ক-শায়িনী লক্ষ্মীদেবী এবং এমন কি শ্রীভগ-বানের শ্রীঅঙ্গ হইতেও প্রিয়তম শ্রীগুরু-দেবের ইহাই জীবে দয়ার পরম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা বহির্ম্মুখ এবং ভগবদ্‌-ভজনে অনিচ্ছুক হইলেও কৃপাম্বুধি পর-দুঃখদুঃখী মহাজন জোর করিয়া, ছলে, বলে, কলে, কৌশলে আমাদের নিত্য মঙ্গলের ব্যবস্থা করেন।

যুগাতীত কাল হইতে কালাতীত [illegible] ॥ত্তম ক্ষেত্র ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া কত না জীব-মঙ্গলের আবাহন করিতেছেন। সেই মাহাত্ম্য পুনরায় উজ্জ্বলতম ভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীগৌরহরি এ ক্ষেত্রে আসিয়া অষ্টাদশ বর্ষ লীলা করিয়াছিলেন। গৌরহরির পুনঃ তাঁহারই নিজজন আবার সেই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া পুরুষোত্তম ভগবানের অনর্পিতচর প্রেমদান-লীলার সুগুপ্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে জগতের সর্ব্বত্রই জীবের নিত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে— এই বাক্য রক্ষা করিতে শ্রীচৈতন্য-সর-স্বতী আবির্ভূত হইয়াছেন। নিজের প্রিয়-ভক্তগণকে দেশে দেশে প্রেরণ করিয়া এবং—"স্বতন্ত্র-স্বভাব এই ভারিতে পারয়। নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর"—স্বভাবে স্বয়ং দেশদেশান্তরে শুভ-বিজয় করিয়া বহু বহু সুকৃতিমান্‌কে প্রভু-সেবার অধিকার দিতেছেন।

প্রভুপাদের কৃপাজ্ঞায় এবার বহু দিন ধরিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎ-সব চলিতেছে। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের

সেবা, ভক্ত সেবা ও শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ হইতেছে গত ১৯শে আষাঢ় বুধবার দিবসে শ্রীহরিকথার বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে। বহু লোক এই হরিবাসরে যোগদান করিয়া উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। কলি-প্রভাবে কলিজনগণের চেষ্টায় শ্রীক্ষেত্রে একাদশীর উপবাস নাই—এই অমূলক কথার প্রচার থাকিলেও এবং অদ্য, শত শত লোক এই সুযোগে ভোগে লিপ্ত হইলেও কলির্বৈরী মহাপ্রভুর পার্ষদের অনুগনগণ সে বিষয়ে উদাসীন হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যাঁহারা কেবল একাদশীতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া হঠাৎ ভক্ত সাজেন, তাঁহারা যে একাদশীর পূর্ব্বে এবং পরে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন না, তাহা তাঁহারাই সকলকে দেখাইয়া দেন। কিন্তু যাঁহারা মহাপ্রসাদ ভিন্ন কোন দিনও অপ্রসাদ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা হরিবাসর-দিবসে মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা সম্মান করিয়া পরদিবস পারণকালে গ্রহণ করেন। যুগে যুগে, নানা ভাবে, চেহারায় অনেকে মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিয়া মহাপ্রভুর বিরোধী কার্য্যে অগ্রসর হইতে পশ্চাৎপদ হন না। আমার নব মতের, মনগড়া মতের খামখেয়ালী সম্প্রদায় প্রভৃতি মতকে ধিক্কার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরহরি এবং তদনুগত মহাজনগণের আচরণই অনুসরণ করিব।

ভূতের বেগার

এই রাজ্যবাসীর একটা ধারণা যে, আমরা প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ যদি বুদ্ধিমান বলিয়া নিজের গর্ব্বেই নিজেই গর্ব্বিত থাকে, তাহা হইলে কেহই তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারে না।

এই জগতে আমি একজন নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান্। অবশ্য আমি আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া কপট দৈন্যের ছলনায় সাধুসমাজে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মধ্বজ বড় পদবীটা লইবার জন্য ব্যস্ত নই। বাস্তবিক আমার বুদ্ধিহীনতা তাহাতে কলমে ধরা পড়িয়াছে। আমি এখন সরল প্রাণে নিজেকে বুদ্ধিমান বলিতে সাহসী হইতেছি না। ভিতরের কথা প্রকাশ না করিয়া বলিলে কেহই বুঝিবেন না তাই বলিতেছি,—

জীবনের মধ্য ভাগে, নানা রং বেরংএর আশার নেশায় প্রমত্ত হইয়া আমার জীবন তরীকে এই কালীর অনন্ত বিশাল সায়রে ছাড়িয়া দিয়াছি। উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে তরীখানি নাচিয়া নাচিয়া কোথায় চলিতেছে জানি না। চারিদিকে অকূল পাথার। যে দিকে তাকাই দৃষ্টিপথে তটভূমি দৃষ্ট হয় না। না হইলেও হতাশের কোন কথা নাই। দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এবং যুগের পর কয়েক যুগ এই ভাবে কাটিয়া গেল।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। না জানি সে কি এক ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। বহু জীবকুলের সম্মুখে নিজের ব্রতে সুদৃঢ় মনোনিবেশ করিয়া নীরবে সে চলিয়া যাইতেছে। কেহই তাহার মনঃ কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না। সে চলিতেছে, এমন ভাবে চলিতেছে যে, একবার গেলে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশ্বভাণ্ডারের যাবতীয় রত্নরাজি তাহার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলেও সে আর তাহা ফিরিয়া দেখে না। এমনটী ভাব না হইলে কি জীব তাহার নিকট কিছু শিক্ষা পাইত? এমন ভাবে উদাসীন না হইলে লোকে কি তাহার আদর বুঝিত?

এ হেন অমূল্য সময়কে মূল্যহীন জানিয়া অনেকটা সময় আমি অন্য কাজে নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু আমার দুর্দ্দশা দর্শনে আমার পরমাত্মীয়, আমার নিত্য প্রভু নিত্য পিতা, নিত্য রক্ষা-কর্ত্তা, পালয়িতা গোপ্তা শ্রীজগন্নাথের হৃদয় কাঁদিয়াছে। আমাকে আমার কার্য্যে উদাসীন দেখিয়া অন্তর্য্যামী তিনি আমার অন্তরে এবার একটী বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। সে বুদ্ধিটা আর কিছুই নহে। তাঁহাকে জানিবার বুদ্ধি।

শরীরের সুখানুসন্ধানে অনেকবার পুরী আসিয়াছি। এবারও সেই উপলক্ষে পুরী আসা হইয়াছে। প্রত্যহ সমুদ্রতীরে ও সহরের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সদর রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে পাশের বড় বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিয়া প্রবেশ করিলাম। কয়েকজন লোক আমাকে আদর করিয়া গালিচার উপর বসাইলেন। কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠক মহাশয়কে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, তিনি সাধারণ লোক নহেন। দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় আজানুলম্বিতভুজ-বিশিষ্ট পুরুষ। তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথা বলিতেছেন। মহাবদান্যাবতারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি বলিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে "ভূতের বেগার খাটার" হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার কোটী-চন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। জগতের লোক বড় বোকা। তাহারা নিজেকে বুদ্ধিমান জানিলেও বাস্তবিকই নির্ব্বোধ, কেননা তাহারের প্রধান ভুল এইখানে—এই জড় দেহ—'আমি বুদ্ধি', এই দেহটা চেতন নহে, জড়, পঞ্চভূতে নির্ম্মিত, কিন্তু মায়াদেবীর এমনি প্রভাব যে, তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটি বৃত্তির দ্বারা জীবাত্মাকে অনাত্মদেহ দিয়া আবরণ করিয়া আত্মায় আত্মবুদ্ধি করিতে না দিয়া অনাত্মা দেহকে আত্মবুদ্ধি করাইয়াছে ও তাহারই সুখের সন্ধানে ছুটিতেছে। সুতরাং মায়াবদ্ধজীব কেবলই ভূতেরই বেগার খাটিতেছে, আসল কাজের কোন কথাতেই নাই।"

অতিমর্ত্ত্য পুরুষ বহুভাবে কথাটী বুঝাইলেন, আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাই উদ্ধার করিলাম। ব্যাখ্যা শ্রবণে মনটায় বড় ধাক্কা লাগিল। ভাবিলাম তাই! হায়! আমরা করিতেছি কি? আমরা নাকি সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্! তবে কি আমাদের বুদ্ধির দৌড় এতদূর যে, আমরা আসল বেলায় নিজেই ফাঁকে পড়িতেছি! কত না প্রাণভরা আশা, কত না ভরসা, কত না ভাব লইয়া আমরা চতুর্দ্দশ ভুবনের সকলেই দেহকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই সুখের জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। দিনমণির প্রখর তাপ মস্তকে গ্রহণ করিয়া, নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্গকে আলিঙ্গন না করিয়া, শীত বর্ষা দেহের উপর লইয়া দেহের সুখলাভের আশায় মাতালের অপেক্ষা মাতাল হইয়া দ্রুতবেগে সেই দেহের আরাম খুঁজিতেছি। কিন্তু হলো কি? আমার এত সাধের দেহ, আমার জীবিতাবস্থার যাবতীয় কষ্টকে পশ্চাতে বহুকষ্টের জনক করিয়া চলিয়া যাইবে। এহেন ক্ষণস্থায়ী ভূতের বেগার খাটিতে খাটিতে আমার যে বহু জন্ম গিয়াছে। এবার সেই বেগার খাটার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া আসল কাজে লাগিবার সুযোগ কম পাইয়াছি। কিন্তু এতে বৈকুণ্ঠদূত, অতিমর্ত্ত্য পুরুষ! ওহে পরম দয়াল বৈকুণ্ঠ প্রিয়জনগণ আপনাদের কৃপা ব্যতীত আমার এত অসুবিধা দূর হইবে না। কেননা এজগতে সকলেই সেই ভূতের বেগার খাটিতেছে; কিন্তু আপনারাই কেবল ভূতাতীত শুদ্ধাত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। আপনারাই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা পরম-আশ্রয়। কৃষ্ণ দয়া করিয়া আপনাদিগকে এই লোকে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন; অতএব আপনারা দয়া না করিলে কৃষ্ণচন্দ্রের দয়া পাইবার কোন আশাই নাই। তাই গললগ্নীকৃতবাসে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া শ্রীচরণকমলে পতিত হইয়া শ্রীচরণসেবাই ভিক্ষা করিতেছি, আর বলিতেছি—

> যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো
> যস্যা প্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
> ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
> বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

মনুষ্যজীবনের ভগবদ্ভজন, তাহার প্রমাণ কি?

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ ব্রহ্মচারী)

অদ্য কনৈক ভদ্রলোক উপরিউক্ত প্রশ্ন করিলে আমি তাঁহাকে প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, 'ভগবদ্ভজন যে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, তাহার প্রমাণ আপনি কিছু দিতে পারেন কি? পশুজীবন ও মনুষ্যজীবনের পার্থক্য কি? অন্যান্য সমস্ত জীবন অপেক্ষা মনুষ্যজীবনের উপাদেয়তা কোন্ শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অত কথা জিজ্ঞাসা করিবেন জানিলে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসাই করিতাম না। আমি বলিলাম কেন, কোন অপ্রাসঙ্গিক কথাতো আমি উত্থাপন করি নাই। আপনার প্রশ্নটির প্রত্যুত্তর দিতে হলে ঐগুলি আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া আপনাকে ঐগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি। আচ্ছা যদি কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়, বলুন দেখি, বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন্ ভোগ করিতে হইলে প্রথম জীবনে আফিসে যাইয়া যে কাজ করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি, আপনি তাহাকে কি বলেন? আপনার প্রশ্নটাও প্রায় ঐরূপ, যেমন পেন্সন্ পাইতে হইলে আফিসে যাইয়া ভালভাবে কাজ করিতে হয়, নচেৎ পেন্সন পাওয়া যায় না, তদ্রূপ এই ত্রিতাপজ্বালার ও জনন-মরণমালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে একমাত্র ভগবদ্ভজন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আর সেই সুযোগটি আমরা একমাত্র মনুষ্যজীবনে পাই। পশ্বাদি জন্মে যে কার্য্যগুলি আমরা করিয়া আসিয়াছি, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যদি কেবলমাত্র সেইগুলিরই পুনঃ পুনঃ শীলন করিতে থাকি, তাহলে মনুষ্যজীবনের সুদুর্লভতা শাস্ত্রে কেন ব্যাখ্যাত হইয়াছে? আমরা ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই পৃথিবীর সকলেই মনুষ্যজাতির মধ্যে ভগবদুপাসনা বলিয়া একটা জিনিষ বিদ্যমান ছিল বা আছে, এমন কি অসভ্য বন্য জাতিরাও পর্য্যন্ত গাছ-পাথরকে ভগবদ্ উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া থাকে। এ চিন্তাস্রোত, এভাব কোথা হইতে আসিল; সাধারণ জীবন যাপনার্থে ইহার প্রয়োজনীয়তা তো আদৌ উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া থাকা ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে ইহার (ভগবৎস্বীকারের) প্রয়োজনীয়তা কি? তবে কেন তাঁহাকে অশিক্ষিত মানবজাতি এমন একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে আবহমান কাল হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছে? ইহা চিন্তা করিলে আমরা সহজেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বর্ত্তমান [illegible]

আছেন [illegible] বলিয়া একটা বস্তু নিশ্চয়ই আছে, না থাকিলে এমন একটা কথা পৃথিবীতে চলিয়া আসিত না। যদি কেহ বলেন, কথা আছে ব'লেই যে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? ওরূপ অনেক কথা পৃথিবীতে চলিতেছে তন্মধ্যে যথা অশ্বডিম্ব, বান্ধ্যরিকাই কি আর অশ্বডিম্ব আছে? তদুত্তরে বলিতে হইবে, অশ্বডিম্ব যেরূপ বাক্যেতে পর্য্যবসিত আছে, বস্তুতঃ নাই, তদ্রূপ যদি ভগবান্ বা ভগবদ্ ভজন বস্তুতঃ না থাকিয়া কেবল মানবজাতির একটা খেয়াল বাক্য মাত্র হইত, তাহা হইলে 'ভগবান্' এই বাক্যটী উচ্চারণ মাত্র এই ভীষণ দাম্ভিক মানবজাতির মস্তক অবনত হইত না, তাঁহার ভজনের জন্য এত মঠ, মন্দিরাদি স্থাপন হইত না, তাঁহার নাম প্রচার-জন্য জগদ্ব্যাপী এমন একটা বিশাল আয়োজন পরিদৃষ্ট হইত না। অতএব আশা করি ভগবদ্ ভজন বলিয়া যে একটি বস্তু আছে, তদ্‌বিষয়ে আর অত্যধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন সেটী মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি না—তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, যদি আমরা মনুষ্য-জীবনের সহিত ইতর প্রাণিজীবনের সাদৃশ্য বা পার্থক্য বিচার করি, তাহা হইলে আশা করি, আমরা মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব।

সাধারণতঃ খাওয়া দাওয়া থাক', পুত্রাদি উৎপাদন বা তৎপালন-সম্বন্ধে আমরা মনুষ্য জীবনের সহিত পশ্বাদি জীবনের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখিতে পাই না। যদি কেহ বলেন, আমার এই স্বর্ণ-পালঙ্কে ভেলভেটের গদিতে শুইয়া নিদ্রা যাওয়া কি ঐ কুকুরের মৃত্তিকায় শয়নের সহিত সমান? তদুত্তরে বলিতে হইবে, আজ্ঞে হাঁ, তাহাই কারণ। আপনার যখন শয়নের উদ্দেশ্য সুখে নিদ্রা যাওয়া ঐ কুকুরেরও তাহাই এবং যদি ঐ কুকুর মৃত্তিকা শয়নে আপনার স্বর্ণ পালঙ্কে শয়ন অপেক্ষাও সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্নতা কোথায়। যদি বলেন, আমার এই বহু কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পুত্র কন্যাদি লালন পালন ও তাহাদিগকে বিদ্যাদান, এগুলাও কি ঐ ইতর প্রাণীর সন্তান লালন পালনের সহিত সমপর্য্যায়-বিশিষ্ট? তদুত্তরে বলিব—আজ্ঞে হাঁ, তাহা অপেক্ষাও হীন; কারণ, আপনার প্রতি কার্য্য স্বার্থবিজড়িত, ঐ ইতর প্রাণীর তাহা নহে। তাহার কার্য্য স্বার্থগন্ধ-শূন্য। যদি বলেন, অন্যদিকে উভয় জীবনের সাদৃশ্য যা [illegible] থাকিলেও মনুষ্য জীবনে যে [illegible] হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি, নিজ [illegible] রক্ষণার্থে চেষ্টা, স্বদেশ রক্ষণার্থে জীবন দান, স্বজন পালন বা ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহের চেষ্টা—এগুলি পশ্বাদির জীবনে লক্ষিত হয় না। তদালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ সমস্ত বৃত্তিগুলি পশ্বাদি জীবনেও বিরল নহে। যথা পরিলা, মর্কট প্রভৃতি জন্তুর দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি বা একের বিপদে অন্যের সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি, উট পাখীর মধ্যে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা, হস্তী বা কুক্কুটাদি জীবের স্ত্রী জাতির সম্মান রক্ষণার্থে চেষ্টা বা নিজের দলরক্ষণার্থে জীবন দান, বানরের স্বজন-পালনের চেষ্টা, পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকার সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ অবগত আছেন। সুতরাং এই বৃত্তিগুলি যে একমাত্র মনুষ্য জীবনের একচেটিয়া, তাহারও প্রমাণ অভাব। যদি বলেন, মনুষ্য জীবনে আমরা বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি, সেটী পশ্বাদি জীবনে হয় না—এ কথাটী কতকটা ঠিক, কিন্তু যদি সেই বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জ্জন-দ্বারা আমাদের মনুষ্য জীবনের প্রয়োজনীয়তা যে কি অর্থাৎ ভগবদ্ ভজন, তাহার উপলব্ধি না হইয়া যদি কেবলমাত্র জড়সুখান্বেষণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়, কারণ জড় অর্থাৎ পার্থিব সুখান্বেষণের অর্থ তো খাওয়া দাওয়া থাকা ইন্দ্রিয়তর্পণ, সেটী তো ইতর বস্তু, ইতর জীবনে সমভাবে সাধিত হইয়া থাকে। তাহ হইলে আমরা যে বলিয়া থাকি, জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বা মানব-জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উপায় কি? তাহার একমাত্র উপায় যে, যাহা কোন জন্মে হয় না, এমন কি দেবাদি জন্মেও নহে—সেই ভগবদ্ভজন একমাত্র মনুষ্য জীবনে হয়, সুতরাং মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কিছু নহে, অতএব সাধু সাবধান।

কপটতার নাম কখনও হরিভজন নহে

আমরা অনেকেই সাধুপরিচয়াকাঙ্ক্ষায় ভজন করি বলিয়া মনে মনে একটু আত্ম-প্রসাদ লাভ করি। মনের খেয়াল মত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জনে তৎপর হওয়ার নিমিত্ত মালা তিলক ধারণ, গেরুয়া বসন পরিধান, ডোর কৌপিন পরিধান, মস্তক মুণ্ডন, গোক্ষুর পরিমিত শিখা-ধারণ প্রভৃতি দেহের নানাবিধ সাজ সজ্জা করি। মুখেও হা গৌর, হা নিতাই, হা গোবিন্দ, হরে রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে গোবিন্দ, হরে কৃষ্ণ প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক নামোচ্চারণ করি। কিন্তু যদি নিজে নিজেকে বিশ্বাস করি, আর অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিজেই হাতড়াইয়া দেখি, তবে ঐ বাহিরের বেশভূষা সাচ্চা ভণ্ডামী—রাবণের সন্ন্যাসী সাজিয়া সীতান্বেষণ-চেষ্টার ন্যায় কপটতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এরূপ কুটিনাটি পূর্ণ কপটতা কখনও ভজন হইতে পারে না। উহা ভক্ত-বেশে দৃষ্ট হইলেও নরকেরই দ্বার স্বরূপ। তাই শ্রীগৌর-পার্ষদ-প্রবর পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে গাহিয়াছেন—

"গোরার আমি গোরার আমি মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে
ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র
ধার।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটি নাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি॥

মেদিনীপুরে প্রচার

সম্প্রতি কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার সহকর্মী ও উক্ত মঠের শিষ্য চারজন ভক্তের সহিত এস্থান পরিদর্শনে আসিয়া বঙ্গদেশে তথাকথিত প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতে প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে কয়েকটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। নাড়াজোল নিবাসী কুমার দেবেন্দ্র লাল খান এম, এল, সি মহাশয় এতদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের কোন উপযোগিতা আছে কিনা তদ্বিষয়ে প্রথমে সন্দেহান্বিত ছিলেন। তাঁহার একটী স্পষ্ট ধারণাই ছিল যে, বৈষ্ণবের প্রকৃত ধর্ম্মটাই হইতেছে শুধু নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকা। কিন্তু স্বামিজী তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাদি শাস্ত্র হইতে প্রসঙ্গোচিত প্রমাণবচন উদ্ধার পূর্ব্বক প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইয়াছিলেন। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের গৃহে তীর্থমহারাজের শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছিল, সমবেত শ্রোতৃ মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে যুক্তি বা হেতুবাদী, সন্দেহবাদী বা নাস্তিক এবং এমনকি ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী শ্রোতা থাকিলেও তাঁহারা সকলেই স্বামিজীর কথার মূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তনেও জনসাধারণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি আমার নিজের ও সহরবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজী, তাঁহার বন্ধুগণ ও আমাদের সার্কেল ইন্সপেক্টর মহাশয়, যিনি স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত নিবেদক
(স্বাক্ষর) এস, ব্যানার্জী
এম, এ (ক্যান্টাব) আই, সি, এস
য়্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট,

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,
উড়িয়াবাজার, কটক।
২০শে আষাঢ় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৮শে আষাঢ় ১২ই জুলাই গৌরাব্দ ৪৪৩ শুক্রবার দিবস হইতে ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই রবিবার দিবস উক্ত মঠে সাধারণ "মহা-মহোৎসব" হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিবারে এই ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সম্মানন্দিত হইব। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজন কিঙ্কর—
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (ভক্তিসুধাকর)

-বিদ্য

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাংখ্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০্। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি
[…]ল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পারমার্থিক

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রা[…]
ষাণ্মাসিক ১৷৷০ ; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩্
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	৵১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷৶
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৷৷০
১১।	অন্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮্
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২্
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২্
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর.

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sansk[…] Hindi devoted to the cause of Suddha Sanat[…] Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance—*Ind[…]* Rs. 3/8/- ; *Foreign*–6 Sh. only, including posta[…] Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, C[…]

VAISHNAVISM REAL & APPA[…]

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পূর্ব্বে […] হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাইলে তুমি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

মঙ্গলারাত্রিক

ভোর ৪টা। শ্রীমঠে (শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের পূর্বীয় শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে) মঙ্গলারাত্রিকের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উৎসবের ভারপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের আহ্বানে উপস্থিত যাত্রিগণ তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক হাত মুখ ধুইয়া মঠস্থ সেবকবৃন্দের সহিত আরাত্রিক-কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। কাঁসর-মৃদঙ্গ করতাল ঝাঁঝর-শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের শুদ্ধ বাদ্য-যন্ত্র-সমূহের ঐকতানের সহিত মধুরকণ্ঠ ভক্তবৃন্দের সঞ্জীবনীসুধা-প্রদায়িনী সুমধুর-হরিধ্বনি পবন-হিল্লোলে দিগ্‌-দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া মায়া-ঘোরে নিদ্রিত লোকগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় করাইয়া দিতেছে; বিশালবক্ষঃ রত্নাকরের ঊর্ম্মিমালা সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে নৃত্য করিতেছে, কখনও ভাবে মাতোয়ারা হইয়া অতিশয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা ভাবে অতিশয় বিভোর হইয়া নীরবে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

উষঃ-কীর্ত্তন

মঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ-মাধবজিউর ভক্তবৈষ্ণববৃন্দের এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানস্থ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার [illegible] মঠসমূহের জয়ধ্বনি প্রদানান্তর ভক্তগণ উষঃ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীপাদ জগদানন্দ অধিকারী এবং সুকণ্ঠ শ্রীপাদ ত্রৈলোক্য নাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়বৃন্দের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল কীর্ত্তন হইল। ভক্তগণ এরূপ হৃদয়ের আবেগের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, উহা মাদৃশ পাষণ্ডের হৃদয়ও কিছুকালের জন্য দ্রবীভূত করিয়াছিল। যদিও জড় দৈহিক আরাম উপভোগের নিমিত্ত সমুদ্রোপকূলে ভ্রমণের বলবতী ইচ্ছা আমার মনের ভিতর উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল, তথাপি আমি সঙ্কীর্ত্তন শেষ না হওয়া [illegible] কীর্ত্তন-স্থান পরিত্যাগ [করি নাই।]

সিন্ধুতীরে ভ্রমণ

কীর্ত্তনান্তে আমি তাড়াতাড়ি সমুদ্রের তীরে ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। তখন দিবাকর তাঁহার শৈশবের রক্তিমাভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যৌবনের তেজে ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হইয়া বারিধিমালার সহিত লুকোচুরি খেলা করিতেছিল, আমি ব্যায়ামার্থ অতি দ্রুতবেগে বারিধির তীরে তীরে পূর্ব্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম, তৎপরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সমুদ্রোপকূলে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিলাম। স্নিগ্ধানিলে অতি অল্পক্ষণেই আমার ভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিদূরিত হইল। তখন আমি নির্নিমেষ-নেত্রে নীলাম্বুধির সু-উচ্চ তরঙ্গ-মালা দর্শনে গভীর মনোনিবেশ করিলাম। উদ্বেলিত তরঙ্গোপরি অংশুমালীর রৌপ্যাংশুসমূহ প্রতিফলিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে এক অপূর্ব্ব নয়নানন্দ দৃশ্যের সৃষ্টি করে, আবার তৎপরক্ষণেই উহা উর্ম্মিপরম্পরামালার মধ্যস্থ উপত্যকায় বিলীন হইয়া যায়। কখনও ঊর্ম্মিসমূহের পরস্পর ঘর্ষণে সু-উজ্জ্বল ফেন-বারি কণা সমূহ উচ্ছ্বসিত হইয়া 'চাবই' নামীয় উদ্ভাসিত তারকাসমূহের ন্যায় শোভা বিস্তার করে। দূরে, অতি দূরে দৃষ্টির শেষ সীমায় আক্ষি-শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক দেখিতে পাইলাম, নীলাকাশ অধোমুখ হইয়া নীলাম্বুধির বদনচুম্বন পূর্ব্বক সৌহৃদ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তীর হইতে ১০০ গজের পর হইতে যতদূর দেখা যায় জল সুনীলবর্ণ; তরঙ্গগুলিও সুকর্ষিত ক্ষেত্রের টিবির ন্যায় শৃঙ্গাকারবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঐ সকল স্থানে ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীতে অবস্থানপূর্ব্বক মৎস্যাহরণে ব্যস্ত। তরঙ্গসমূহের যত আক্রোশ তীরস্থ ভূমির উপর, তাই প্রলয়কালীন ঘোরঘনগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে তাহারা বেলাভূমিকে আক্রমণ করে এবং ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ বালুকালিপ্ত করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত মহিষের ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করে।

সাধুর অযাচিত কৃপা

এই প্রকারের জড়বস্তু সমূহ দর্শনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এমন সময় এক দিব্য-সৌম্য-মূর্ত্তি কাষায়বস্ত্রধারী ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী যেন অন্তর্য্যামীরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, সুলোচনবাবু, এরূপ জড় বস্তু দর্শনে ক্ষণিকের তরে বেশ আরাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরূপ দর্শনের কোনও মূল্য নাই, কারণ উহা কখনও আপনাকে দুঃখের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, উহা কখনও আপনাকে পরাশান্তি প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ আপনি যাহা দর্শন করিতেছেন, ঐ সকলই অপর বা জড়বস্তু, উহাদের সহিত জীবের বা চিদ্বস্তুর কোন সম্বন্ধ নাই। আপনার নাম সুলোচন, সুতরাং সুলোচন কুলোচনে পরিবর্ত্তিত না করিয়া সুলোচন দৃষ্ট সুলোচনের অনুসন্ধান পূর্ব্বক স্বীয় নামের সার্থকতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করুন। সুলোচন গৌরসুন্দর এক সময় এই পুণ্যতোয় রত্নাকরের কূলে কূলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণ-লীলার অভিনয় করিয়া কি প্রকারে সুলোচনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জগদ্‌গুরুরূপে স্বীয় আচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয়জনগণকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীঠাকুরের কথায় আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, আমি সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম, "সন্ন্যাসীঠাকুর আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বলুন—এ জগতে এমন কি কোন উপায় আছে, যদ্দ্বারা দুঃখ-শোকাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? না, উহা কেবল কথারই কথা?

আমার এই কথা শুনিয়া তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিলেন—'নিশ্চয়ই আছে'।

আমি। তাহা হইলে পৃথিবীতে এত অসংখ্য লোক এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং শোকে অভিভূত হইয়া এরূপ হৃদয়-বিদারক কষ্ট পাইতেছে কেন?

তিনি। (কপালে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া) অদৃষ্টের দোষে। ইহা মনে রাখিবেন, একমাত্র মনুষ্যজীবনেই শোকাদির হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য লভ্য। যদি হিন্দু শাস্ত্র মানেন তাহা হইলে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে হইবে। মায়াবদ্ধতাহেতু ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্য জন্ম। যে অবিদ্যা হইতে শোকাদির উদ্ভব হইয়া থাকে তাহা সম্যগ্‌রূপে দূরীভূত করিবার একমাত্র প্রশস্ত সময় মনুষ্য জীবন, এরূপ সুযোগ ইন্দ্রলোকাদিতে পর্য্যন্ত দুর্লভ, কারণ তথায় সকলেই হেয় কামাদিভোগে উন্মত্ত। কিছুকাল পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, যে সমুদ্রোপকূলে আমাদের ন্যায় ভোগি সম্প্রদায় স্বীয় দেহ মনের আরামার্থে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই বারিধি-কূলে শ্রীগৌরসুন্দর—যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা সকল কল্মষ নাশ করে, সেই কৃষ্ণান্বেষণ লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত আমাদের ন্যায় দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহা নিবারণের উপায় প্রদর্শনার্থ 'ভক্তভাবে' এই মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছেন। আপনি গত কল্য পাঠের পর রাত্রি ১১ টার সময় মঠে আসিয়াছেন, কিছুদিন এখানে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠ ও হরিকথা শ্রবণ করুন, তাহা হইলে অনায়াসে পরম মঙ্গলের পথের সন্ধান পাইবেন। অবশ্য নিষ্কপট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমি। মহারাজ, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরম মঙ্গল লাভের বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু উপদেশ দিবেন কি?

সন্ন্যাসী মহারাজ। মঠে থাকিলে অনায়াসে তাহার সুযোগ ঘটিবে। কারণ মঠে সর্ব্বদা ঐ বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। অধিকন্তু, যে ভাগবতের সেবা করিলে আমরা অতি সহজে অবিদ্যানিধ্বংসিনী পরবিদ্যা লাভ করিতে পারি, অধুনা শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তদ্বিষয়ে পাঠ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি যখন এবিষয়ে শ্রবণে উৎসুক, আমরা আজ দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ সম্মানের পর সর্ব্বপ্রথম 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মেই জীবের পরম মঙ্গলের বিষয় নিহিত আছে।

আমি। আপনি দয়া করিয়া ঐ সকল বিষয় কীর্ত্তন করিলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। আপনি সমুদ্রে স্নান করিতে আসিয়াছেন, অথচ আমার ন্যায় একটা নিগুণ ব্যক্তির মঙ্গল-বিধানের নিমিত্ত এত সময় ব্যয় করিলেন। এরূপ না হইলে কি লোকে বৈষ্ণবকে দয়ার অবতার বলিয়া থাকে? ধন্য আপনাদের পর-হিতৈষিণী বৃত্তি। ইহার পর সন্ন্যাসী মহারাজ স্নান করিয়া আসিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ পূর্ব্বক মঠে গমন করিলাম।

নরক বর্ণন

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ কর্ত্তার ত্রিবিধ শ্রদ্ধাহেতু কর্ম্মের গতিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাহেতু কর্ম্মকর্ত্তা সুখী, রাজসিকী শ্রদ্ধাহেতু কর্ম্মকর্ত্তা সুখী ও দুঃখী এবং তামসিকী শ্রদ্ধাহেতু কর্ম্মকর্ত্তা দুঃখী ও বিমূঢ় হন। কেবল শ্রদ্ধাবৈচিত্র্যহেতুই যে ফলবৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু প্রমাদবশতঃ অধর্ম্মকারীর ফলের অজ্ঞতা, জ্ঞানবশতঃ ফলের মধ্যমত্ব এবং নাস্তিকতাপ্রদ অধর্ম্মকারীর ফলের পূর্ণত্ব সংঘটিত হয়। অনাদি অবিদ্যাকৃত কামনার পরিণামস্বরূপ যে সহস্র সহস্র নরকগতি হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল,—

তামিস্র অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ,

[illegible]শূর্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দ্দম রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ—এই অষ্টাবিংশতি নরক নানাবিধ যন্ত্রণার স্থান।

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অতি ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নরকসমূহের মধ্যে তামিস্র নরকে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, প্রাণিগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজ্য ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদি যাতনায় পীড্যমান থাকে। তাহারা এই রূপে দুঃখে পতিত হইয়া একেবারে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। কোন বৃক্ষকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে লোকে যেমন তাহার মূল ছেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ পাপীকে নানারূপ যাতনা প্রদান করে, ঐ যাতনায় পীড়িত হইয়া বেদনায় জীবের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই পণ্ডিতগণ ঐ নরককে 'অন্ধতামিস্র' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ইহ সংসারে যে ব্যক্তি দেহ-দ্রবিণাদিতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসা দ্বারা অনুদিন নিজের এবং নিজ দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ করে, সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত পাপফলে স্বয়ং রৌরব নরকে পতিত হয়। ইহলোকে ঐ পুরুষ যে সকল প্রাণীকে প্রপীড়িত করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর যখন সে নিজের কৃত-কর্ম্মদোষে যমযাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই-সকল হিংসিত প্রাণী রুরু হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে। এইজন্যই পণ্ডিতগণ ঐ নরককে রৌরব নরক বলিয়া থাকেন। 'রুরু' বলিতে এক প্রকার প্রাণীকে বুঝায়, উহারা সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট।

মহারৌরব নরকও ঐ প্রকার। ঐরূপ হিংসাপরায়ণ জনগণেরই ঐ নরক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তথায় ক্রব্যাদ নামক রুরু-গণ ঐসকল পরমাংসে স্বদেহপোষণপর নরবধ্ব ব্যক্তিকে মাংসগ্রহণার্থ নানাবিধ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

যে সকল নির্ঘৃণ ব্যক্তি এই সংসারে নিজ নিজ প্রাণপুষ্টির জন্য পশু বা পক্ষীদিগকে হত্যা করিয়া পাক করে, পরলোকে নরমাংসভোজী, রাক্ষসাদিগেরও ঘৃণিত ঐসকল নির্দ্দয় ব্যক্তিকে যমদূতগণ কুম্ভী-পাক নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ত-তৈলে পাক করিয়া থাকে।

ইহলোকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, সে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি দশসহস্র যোজন, উহার তাম্রময় সমভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি এবং ঊর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখরতাপে ঐ তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি ঐস্থানে পাতিত হইলে ক্ষুধা ও ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে পশুদেহে যত সংখ্যক লোম আছে, ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

এই সংসারে যে ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও স্বীয় বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ডধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মার্গ অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। প্রহার যাতনায় সে যেমন ঐ নরকের ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, অমনি উভয়পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। সে তখন "হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিতে বলিতে বিষম যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। স্বধর্ম্মত্যাগী এইরূপে পাষণ্ডমতাবলম্বনের ফল ভোগ করিতে থাকে।

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীর দণ্ড বিধান করে, সেই পাপী পরলোকে শূকরমুখ নামক নরকে নিপাতিত হয়। তথায় অতিবলশালী যমদূতগণ যখন ইক্ষু-দণ্ডের ন্যায় উহার অবয়বসকল নিষ্পেষণ করে, তখন সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং এই সংসারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হয়, সেও সেইরূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। (ক্রমশঃ)

আমার দশা

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আজ সকালে আমার মধ্যম পুত্রটীর বর্ণবর্ণের ঠিক পরিচয় হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য বিবিধ বর্ণবর্ণের পৃষ্ঠা খুলিয়া উহাকে এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। সে প্রায় সমস্ত অক্ষরগুলিই চিনিল, কিন্তু 'ঙ'টী আর কিছুতেই চিনিতে পারিল না। যত আমি 'ঙ' দেখাইয়া বলি এটী কি 'ঙ' ততই সে বলে 'উঁ'? আমার যত প্রকারের বিদ্যা, বুদ্ধি ছিল, কৌশল ছিল, তৎসমস্তই নিযুক্ত হইল কিছুতেই 'ঙ' কে 'ঙ' বলিতে আর উহাকে দ্বারা পারিলাম না। ১২ বার ঠিক বলে আবার পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া উঠে 'উঁ'। এইরূপে যখন কামনার অপরিতৃপ্ততা হেতু আমার ক্রোধের সঞ্চার হইল, তখন আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ নিশি-বাবুর ১০২ সংখ্যা 'নদীয়া-প্রকাশে' 'ভুলে ঠিক' প্রবন্ধটির কথা হঠাৎ মনে উদয় হইল ও আমার চমক ভাঙ্গিল। ভাবিতে লাগিলাম, হায়! আমি এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটীকে এই ভুলে ঠিক থাকার জন্য তাড়না করিতে যাইতেছি, কিন্তু আমি নিজে কি উহা অপেক্ষা ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, আমাতে উহাতে আদৌ ফারাক নাই—ফারাক কেবল বয়সের—আর জাগতিক হিসাবে আমি পিতা সে পুত্র, কিন্তু ভুলে ঠিক থাকার সময় দুই জনেই ঠিক সমভাবে ঠিক আছি। এমন না হইলে আর পিতা পুত্র! পুত্রটীর আমার খাওয়া দাওয়ার, বেশভূষার, খেলা ধূলার বেশ পরিপাট্যতা আছে, তাহাতে কিছুতেই কোনরূপে এতটুকু ত্রুটী হইবার যো নাই আমার অবস্থাও তাহাই, আমারও সব বিষয়েই বেশ ঠিক আছে, এমন কি পাকা চুলে সিঁতিটী কাটা পর্য্যন্ত, কিন্তু পিতা পুত্রের যত গোল ঐ এক জায়গায়, পুত্রটীর ঐ 'ঙ'র বেলায় আর পিতাটীর ঐ 'ওঁ'র বেলায়। আমি যেমন পুত্রটীকে 'ঙ' কে 'ঙ' বলাইবার জন্য ব্যস্ত, আমার পরমারাধ্য প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনগণ আমাকে 'ওঁ' বলাইবার জন্য ততোধিক ব্যস্ত, কিন্তু পুত্রটী তবু যাহা হয় একটা কিছু বলিতেছে, 'ঙ'র স্থলে না হয় 'উঁ' বলিতেছে, কিছু আশা আছে, আজ না হয় দুদিন পরে ঠিক বলিবে, কিন্তু আমার অবস্থা তাহার বিপরীত। কারণ আমি যে বুড়া ময়না, সাধুগণ যখন আমাকে 'ওঁ' কি বস্তু চিনাইবার জন্য প্রয়াস পান, তখন আমি গম্ভীর ভাবে খানিকক্ষণ অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িয়া পরে হাবা হইয়া বসিয়া থাকি। যখন তাঁহারা বলেন, 'ওঁ' কি বস্তু জানিতে হইলে কিছু সেবাকার্য্য করার দরকার, তখন আমি 'সেবা' শব্দের অর্থ দন্ত্যস একারে 'সে' এবং 'বয়' আকারে 'বা' ছাড়া আর কিছুই বুঝি না, এবং নিজের ভুলে ঠিক থাকিবার জন্য ভাবি, মঠে তো প্রায় প্রত্যহই যাইতেছি, ইহাতে আর সেবা হইতেছে না? যদি না হয়, তাহলে আর করিব কি? আমার ব্যাধি ত এইরূপ উৎকট। কিন্তু উহার মধ্যে একটা মজা আছে—আপনারা হাসবেন না—কমতা আমার যাহাই থাকুক না কেন, এজীবনে যে আমাকে বাজি মাত করিতে হইবে, সে বাহাদুরীটুকু বেশ [illegible] [illegible] শ্রৌতীয়মঠের আশ্রয়ে আসিয়া এটা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, বাবাই সাজ আর, খোবাই সাজ, বাবা পলাইবার পথ নাই যম আছে পিছে।

এক একবার মনে হয়, আমার সব বিষয়েই ত বেশ চালাকি আছে, নাই কেবল ঐটীর বেলায়, ইহার কারণ কি, এই কথা যখন একদিন মঠের আঙ্গিনায় বসিয়া ভাবিতেছি, একজন বৈষ্ণব ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, কি ভাবিতেছেন—বলিলাম, আপনাদের কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, সব গুলিই যেন কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া লাগে। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—এগুলি খাপছাড়া লাগিবারই কথা, কারণ এজগতের কথা নহে, এতদিন যাহা অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, উহা তাহা নহে—আর একটি বস্তু। আমি তাঁহাকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উপায় বৈষ্ণবচরণে আত্মসমর্পণ—এ আবার আর এক বিপদের কথা, এতদিন শুনিতেছিলাম 'সেবা', ইনি আবার বলিলেন আত্মসমর্পণ। 'আত্মসমর্পণ' অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আত্ম-সমর্পণ অর্থ নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ পালন করা। স্বতন্ত্র বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া এ আবার—কি কথা—আমি থাকিব অথচ আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধি থাকিবে না, এটি আমার বাপ সন্তান নয়। এইরূপ ভাব ভাবিয়া ঠিক করিলাম যে, না বুঝিতে পারিলে আর ওরূপ হাবার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না, যতক্ষণ বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ জিজ্ঞাসা করিব এবং ভুলিয়া যাইলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইব, যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব, স্বতন্ত্রতা ছাড়া যদি সম্ভব হয় ও কিরূপে ছাড়িতে হইবে, যদি তাহার উপদেশ পাই, তা'হলে তাহাও ছাড়িব। এইরূপ সিদ্ধান্তে যখন স্থির আছি, এমত সময় আমার নিশিবাবুর 'ভুলে ঠিক' প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার অন্যান্য অনেক সারগর্ভ সূচক বাণীর মধ্যে লিখিয়াছেন "সাধুগণ যখন ব্যাধি দুরারোগ্য দেখেন, তখন ব্যাধি-গ্রস্তদিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়া বঞ্চনা করেন," ইহা পড়িয়া আমার আক্কেল ঠাণ্ডা—এখন উপায়? আমার ব্যাধিটা ত প্রায় দুরারোগ্য, এখন কোন্ বটিকা চালাইলে বাজীমাত করিতে পারিব, এই কথা যখন হতভম্ব হইয়া ভাবিতেছি, তখন মাভৈঃ রবে হৃদয়ে কে বলিয়া দিল বৈষ্ণবঠাকুর অন্তর্য্যামী। তিনি যখন অন্তর্য্যামী, তখন আর আমার ভয় কোথা? যদি আমি কপটতা করিয়া হাবা, সাজি, তা'হলে আমার উপায় নাই, কিন্তু যদি আমি সত্য সত্যই হাবা হই, তা'হলে আমার উপায় [illegible] আর মনে হইল বৈষ্ণব ঠাকুর [illegible]

[illegible] ... যদি তুমি ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহলে তিনি আদি বস্তু ... থাকি আ কেন, যত অপরাধী হইয়া থেকে, তিনি নিশ্চয়ই নিজগুণে আমার এই সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেনই করিবেন—এই ভাব আমার মত পতিতের হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার করিবার জন্য ও শক্তি দেওয়ার জন্য কৃপা-বতার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি গাহিতেছেন ?—

আমি ত দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক
উদ্ধার ॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া লব কাছে ॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকী জনে করিলে মোচন ॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া ॥
এই বার বুঝা যাবে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার ॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই ॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার ॥
তুমি ত পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয় ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার ॥
ইত্যাদি

জড়বাদে বিপদ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর)

বদ্ধ-ভূমিকায় বিচরণ-শীল জীব আমরা ; ভোগ বা ত্যাগ আমাদের লক্ষিতব্য বিষয়। ভোগি-সম্প্রদায়কে সমপর্য্যায়ে ও ত্যাগি সম্প্রদায়কে একটু উচ্চাসনে স্থান দিয়া থাকি। উভয় সম্প্রদায় বহুবিধ মতবাদ-স্রষ্টা। তাহার ভিতরে মোটামুটি কয়েকটি কাল্পনিক মতেরই প্রভাব লক্ষিত হয়।

কোন সম্প্রদায় প্রকৃতি,পুরুষ বা স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই মানেন না। ইহারা যদিও একমাত্র নাস্তিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত, কিন্তু প্রকারে বহু অর্থাৎ যত জন তত মত। কাহারও বিচারের সহিত কাহারও বিচারের মিল নাই। থাকিতেও পারে না ; যেহেতু কাল, পাত্র, দেশানুসারে কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা পরিণাম বিভিন্ন ... [illegible] ... যেমন একটী ... [illegible]

... [illegible] ... তিন ব্যক্তি , সমরের অগ্র-পশ্চাৎ-হেতু বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধবিরোধ উপস্থিত হয় , তাহাতে চতুর্থ ব্যক্তির বহু সন্দেহ উপস্থিত হয়।

কোন সম্প্রদায় শাক্তের মতবাদ অবলম্বী অভিমানে কেবল খাওয়া দাওয়া ভোগ-বিলাস বাসনা পূজার প্রমত্ত অর্থাৎ তাঁহাদিগের পূজোপকরণ আচরণ যেন খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদার্থে মাত্র , তদতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র ধারণায় স্থান পায় না। ইহারাও শাক্ত-শৈব-গাণপত্য-তান্ত্রিক প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান আউল বাউল প্রভৃতি ত্রয়োদশ অপ-সম্প্রদায় ভুক্ত থাকিয়া প্রকারে বহু।

কোন সম্প্রদায় উৎকট নীতিবাদী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণকে মানিতে রাজি নহেন, যেহেতু তাঁহাদিগের বিচারে পর-দারাভিমর্ষণ-জনিত দোষে-দুষ্ট কৃষ্ণ তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অতিরিক্ত নীতি-উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন , সুতরাং ভগবান্ হইয়া কি প্রকারে অন্যায় কার্য্য করেন ? ইত্যাদি বিচার। তাঁহারাই আবার গীতার-কৃষ্ণ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে মুখে মানেন মাত্র। ইহারা ফল্গু-ত্যাগকে বহুমানন করেন বলিয়া যোগ ও জ্ঞানাশ্রয়ী, কিন্তু প্রকারে বহু।

কোন সম্প্রদায় কুরুক্ষেত্রের-কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি মনে করিয়া উৎকট মধুর রসাস্বাদনের ভাণ করত, শ্রীমতী রাধিকার "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকাবৃত্তির দ্বারা দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই স্বকীয় ভোগের আদর্শ খাড়া করিয়া থাকেন।

কোন সম্প্রদায় আবার কোন কৃষ্ণকেই মানেন না, শুধু মুখেই শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণকে মানিতে চান, তাহাতে অনেক সময় নারায়ণ বাদ দিয়া লক্ষ্মীপূজারই আবাহন দেখা যায়। নারায়ণ পূজা ভিন্ন যে লক্ষ্মী পূজা বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা অল্প বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় না।

আসল কথা—দেহ মনোগত্রে যাবাঁ না নানা দশাবস্থা, কোনটিরই মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দকও নহে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" আমার চশমায় আমি যাহাই দেখিতে যাইব, আমার মনের খেয়ালে আমি যাহাই মানিতে যাইব, সবই মা—(নহে) যা (যাহা) দর্শন হইয়া মায়ার চেহারায় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য মাত্র দর্শন করাইবে। এই গুণময়ী মায়িক জগৎ কখনও সৎ বস্তু দর্শনের সহায় নহে। মায়া আবার বেশ-ভূষা দ্বারা বেশ্যা মূর্ত্তি দেখাইয়া জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করিয়া রাখাই তাহার কার্য্য।

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্ব ; পরমাত্মা তাঁহার অংশ, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ —শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ—শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ নাই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, গোলোকের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঐতিহ্য-প্রমাণ মূলে এরূপ খণ্ড-খণ্ড ধারণা জড়-বাদ, অচিৎপ্রতীতি, নাস্তিকতা অর্থাৎ মায়িক-কল্পনা-প্রসূত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ অপরাধময় বিচার মাত্র। এরূপ বিচারে কখনও মঙ্গল ত' হয়ই না বরং ত্রিবিধ বিপদ আনয়ন করে। এ বিপদ্ শুধু স্থিতি-স্থাপকভাবে অবস্থান করে না , দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হইয়া বহু বহু জন-মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়।

যে ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্ব, সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। চিত্তগুহায় অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত তত্ত্বই যে পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা যাঁহার অংশ, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তত্ত্ব নারায়ণ যাঁহার ঐশ্বর্য্য বিলাস-মূর্ত্তি, তিনিই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। যাঁহাতে ষষ্টি-সংখ্যক-গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয় ও তদতিরিক্ত লীলা, প্রেম, রূপ, বেণু-মাধুর্য্য-যুক্ত গুণ-চতুষ্টয় যাঁহাতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ এই মাধুর্য্য-যুক্ত গুণ-চতুষ্টয় নর ও দেব, দেবাদেব কাহারও নাই ; এমন যে চতুঃষষ্টি গুণ-সম্পন্ন স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম (বিপশ্চিৎ অর্থে পণ্ডিত অর্থ হয়) তিনিই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব।

এবম্বিধ লোকাতীত, দেবাতীত, পরি-পূর্ণ গুণধৃক্ পুরুষকে সামান্য মায়িক বিচার লইয়া মানি বা না মানি হিসাবে ভোট দিতে যাওয়া মস্তিষ্ক-বিকৃতির কার্য্য ছাড়া আর কি হইতে পারে ? অবশ্য জড়-বুদ্ধির প্রাবল্য দ্বারা জগৎটা জরীপ করা ভাল, তাহার ইনষ্ট্রুমেণ্ট , জগতেই যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া - পরব্যোমধাউণ্ডারির মৃষ্টিকা দেখাইয়া, পরব্যোমপতির খানা পুরী করিতে যাইয়া সেটেলমেণ্ট আফসার না সাজাই মঙ্গল। বৈকুণ্ঠাউণ্ডারীর অর্থাৎ বিরজার অপর পার দর্শনাকাঙ্ক্ষা থাকিলে বৈকুণ্ঠাগত সাধুর স্থাপিত পর-বিদ্যাপীঠে তত্ত্বশাস্ত্রাসন, শ্রৌতহ্রাসন ও একায়নাসনে উপবিষ্ট উপদেশকগণের আনুগত্যে শিক্ষালাভ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা জড়বাদে পাপ-পুণ্যময় নানা-প্রকার বিচার উপস্থিত হইয়া স্বর্গ নরক গমনা-গমনরূপ বিপদ লাগিয়াই থাকিবে।

বিরহ মহামহোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মন্দির
চাঁপাহাটী, ৭।৭।২৯

গত ২২শে আষাঢ় শনিবার দিবস, অত্র শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে, বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ, নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর, গ্রামস্থ শতাধিক নরনারী, বালক-বালিকা, কাঙ্গালীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ উচ্চৈঃস্বরে 'জয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়' বলিয়া সম্মানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়াছেন এবং সমগ্র জীবজগতের মঙ্গলকারী আচার্য্যের অপ্রকট লীলায় বিরহব্যথা অনুভব করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনী, অহৈতুকী জীব-কল্যাণময়ী শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী আনয়ন, ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচার, জীবে দয়া, প্রাণপাত পরিশ্রমে অপ্রাকৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভাগবতাদি শ্রীগ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচার, ইত্যাদি ভক্তগণ সমীপে বিশেষরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীরাধাচরণ চন্দ্র, ডাক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদাশরথী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তগণ এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

ব্রহ্মগিরি, ৭।৭।২৯

গত ৬ই জুলাই শনিবার এখানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে যথা-সম্ভব উৎসব করা হইয়াছে। উৎসবে পাঠ কীর্ত্তন ও ২৫।২৬ জন পাণ্ডা আলালনাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। এখানে ৪০।৫০ জন স্থানীয় লোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

অন্যথা সাধুকে কৃষ্ণ, দুষ্ট নষ্ট করে। ... প্রাণ সেবাইত ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর ভক্ত পার্ষদবর্গ একদিন বৈষ্ণবজগতে উজ্জ্বল-রত্নরূপে শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের স্থানীয় অনুগণগণ সেই সেই স্থান যথাবিধি অধিকার করেন। তাঁহাদের অভাবে বংশপরম্পরায় ঐ স্থান-সমূহ পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

'গোস্বামী' 'পণ্ডিত' ও 'ঠাকুর' প্রভৃতি আচার্য্য-উপাধিনিচয় বংশপরম্পরায় চলিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বপুরুষগণের পথে অনু-গমনকারি জনগণের প্রাচীনের সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার কোন বাধা কেহই দেন নাই। তাহার ফলে পরবর্ত্তিকালের অবস্তনগণ স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্ব স্ব কুল-ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া প্রাচীনের স্মৃতি ন্যূনাধিক বিলোপ সাধন করেন।

অধস্তনগণ 'গোস্বামী' 'ঠাকুর' 'পণ্ডিত প্রভৃতি উপাধির তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের নিত্যচরিত ক্রিয়াকলাপগুলিকেই বহুমানন করিয়া প্রাচীনের সাম্য নিজ-সাম্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনভিজ্ঞ লোকেরা সেই সকল কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তৎসদৃশ-জ্ঞানে কুসংস্কার পোষণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আচার্য্য-ভক্ত কার্য্যকারীর অধস্তনসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের উপাধির ও ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেন।

জাতি বা বংশগত আচার বা ব্যব-হারকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রম হওয়ায় অনেক স্থলে তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই উদাসক্ত হইতে দেখা যায়। যেরূপ ব্রাহ্মণ-জাতীয় কর্ম্মনিপুণ আচার্য্য-সন্তান-গণ প্রতিভক্তির প্রতি আদর করা দূরে থাউক, শৌক্রবংশগত মর্য্যাদার আবদ্ধ থাকিয়া উহাকেই পারমার্থিকের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, বৈষ্ণ-বংশোদ্ভূত আচার্য্যগণ বৈষ্ণবতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া [illegible]কেই 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বিবেচনা করেন, [illegible] বৈষ্ণবের [illegible]কেই বৈষ্ণবতা বলিয়া [illegible]

[illegible] মধ্যে যেরূপ স্ব স্ব জাতি-গৌরব[illegible] পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিয়া বিচার [illegible], তদ্রূপ মুসলমান [illegible] মধ্যেও স্থানে স্থানে ভক্ত মুসল-মানগণের বংশধরগণ নিজ নিজ গোস্বামিত্বকে জাতীয় আচার বিচারের সহিত এক করিয়া ফেলেন। কায়স্থত্ব, বৈদ্যত্ব, বিপ্রত্ব বা বর্ণত্ব প্রভৃতি যে পারমার্থিক জীবনের প্রয়োজনীয় নহে, একথা অনেকেই না বুঝিয়া তত্তৎ শ্রেণীগত অভিমানে প্রমত্ত থাকেন। কিন্তু বংশগত দেশকাল-পাত্র গৌরব যে পারমার্থিক জীবনের নিদর্শন নহে, এবিচার অনেকের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, পারমার্থিক জীবনের সজীবতার অভাব মাত্র।

যেরূপ কোন কাননে কোন একপ্রকার বৃক্ষের অবস্থান থাকার জন্য সেই অংশ তাদৃশ ফল-বৃক্ষের নামে পরিচিত হয়; কিন্তু সেই বৃক্ষের অভাবে ঐ বৃক্ষসমূহের নাম দিয়া যে বাগান বলিবার প্রথা থাকে, তাহা অনেক সময় ভ্রান্তির কারণ হয়। কলিকাতায় যেরূপ পেয়ারা বাগানে এক সময় অনেক পেয়ারা বৃক্ষ ছিল, আম্র-বাগানে এক সময় অনেক আম্র বৃক্ষ ছিল, শিমুল গাছ থাকায় সেই স্থান শিমুলিয়া নামে বিখ্যাত। কিন্তু তত্তদ্বৃক্ষের অনস্থানের হেতু তত্তৎনামের সার্থকতা এখন দেখা যায় না। দুইটি সাঁকো থাকায় যোড়া সাঁকো সম্প্রতি সেতুর অবস্থান জ্ঞাপন করে না। ইহা পূর্ব্ব স্মৃতির সাহায্য করে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান বিচারের সহিত পার্থক্য লাভ করে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক যেরূপ বিদ্যাপুত্র ভট্টাচার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যেরূপ বৈষ্ণবতার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সেরূপ অনেক স্থলেই বর্ত্তমান-কালে পরিচয়ের সাহত প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থক্যের রেখা পরিলক্ষিত হয়। ভক্ত জাতীয় বংশধরগণের মধ্যে যদি ভক্তির অভাব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভক্ত বলা যায় না। তাহাদের মধ্যে ভক্তি বৃদ্ধি হউক—এরূপ অভিলাষ পোষণ করাও অনেকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

কলিকাতার অনেক বিচারক কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণ পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের অপরাধ জন্মিতে পারিলে, তাহা কিছু তাঁহাদের পদোচিত কার্য্য নহে বলিয়া অধিক শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন।

ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ সেবাতত্ত্বভূষণ)

"বার্ত্তা পশ্যন্তি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যন্তি
পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যন্তি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি
বর্ব্বরাঃ॥"

রাজা কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ চরমুখে বার্ত্তা-প্রাপ্তি দ্বারা দর্শন করেন, পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন, পশুগণ গন্ধ দ্বারা দর্শন করে অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারা সমস্ত বস্তু জানিতে পারে, আর মূর্খেরা ভূতে অর্থাৎ কোন কার্য্য অতীত হইলে দেখিতে পায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাবে কোন্ কার্য্যের ফল কি হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলিতে পারে না।

দিনমণি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া অস্তাচলে গমন দ্বারা পল, অনুপল, বিপল, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, যামার্দ্ধ, যাম ইত্যাদি ক্রমে এক একটি দিন অতিবাহিত করে, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা অতি অল্প সময় বলিয়াই অনুভূত হয়। একটি দিন বৃথায় গত হইয়া গেলে তজ্জন্য কেহই অনুতপ্ত হয় না, পরন্তু বালক মনে মনে ভাবিতেছে, কতদিনে পিতামাতার শাসনের গণ্ডি এড়াইয়া যুবক হইতে পারিবে, যুবকের বাসনা প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়া একটুকু মুরুব্বিয়ানা করা, আবার প্রৌঢ় কবে বার্দ্ধক্যাবস্থায় সংসারের বোঝাটি স্কন্ধ হইতে নামাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে, তাহার জন্য চিন্তিত। এইরূপে সকলেই একটুকু নূতনত্বের নিমিত্ত লালায়িত, একটা পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র—নিত্য নব নব আশায় আশান্বিত হইয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া ছুটিতেছে; পেছনের দিকে তাকাইতে আর কাহারও অবসর নাই, যেন সকলেই ব্যস্ত।

কালের কুটিল গতি বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই! এমনি মহামায়ার মায়া যে, সকলেই বাহ্য বিষয়ে চিন্তিত—বাহ্য-জগতের সংবাদ লইতে ব্যস্ত,—অভ্যাহ্নি-শীলনে উৎসুক, কোথায় সোণার খাদ আছে, কোথায় অগ্ন্যুৎপাত হইল, কোন্ দেশ বন্যায় ভাসিয়া গেল, কোথায় মানু-ষের পেটে সাপের বাচ্চা হইয়াছে, আবার কোথায় কাহার কি হইয়াছে ইত্যাকার সংবাদ জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত, এমন কি, অর্থব্যয় করিয়াও ঐ সকল সংবাদ জানিতে যত্নবান্, কিন্তু আত্মাবক মঙ্গল কিসে হইবে, সে সংবাদ গ্রহণের নিমিত্ত কেহই ত চেষ্টা করে না, অধিকন্তু ও' দুয়ের কথা আত্মমঙ্গলকর বাণী কিম্বা পরমার্থ কথা যদিও শুনিতে পাইলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; কর্ণ-পাত ত' দূরের কথা, [illegible] আসিলে অনেক স্থলে তাঁহাদের নির্য্যাতন করিতে ত্রুটী করে না।

এমনি করিয়া যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করিয়া জীবকে চরম দশায় উপ-নীত করে, যখন যমদূতের ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়া ভয়ে মৃত্যুশয্যায় মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলে, তখন ভাবে হায় কি করিলাম! এতদিন কেন বৃথায় অতিবাহিত করিলাম? দীর্ঘকাল মমতাবদ্ধ স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের মায়া ছিন্ন করিয়া যমদূতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে এত কষ্ট, তাহা যদি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম, তবে কি আর এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া হেলায় হারাইতাম?

তাই বলি মন, যদি ঐরূপে পরিণামে পরিতাপে প্রপীড়িত না হইতে চাও, তবে সাধু মহাজনের এই উপদেশ-বাণীটী শ্রবণ করিয়া কণ্ঠহাররূপে ধারণ করিয়া রাখ,—

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব

বৈষ্ণববৃন্দের নিকট কৃপা-প্রার্থনা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ

হে দয়ার অবতার পতিতপাবন বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ, আপনারা বাঞ্ছাকল্পতরু, আপনা-দের শ্রীচরণে যিনি যাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপনারা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। গত কল্য আপনারা মহাসৌভাগ্যবতী দ্বাদশী-তিথিতে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহোৎসব-মহামহোৎসব-বাসরে যে সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই দীনহীন মূর্খ আজ ভক্তিচাতুর্য্যবর্জ্জন-নিয়মে স্বীয় চিত্ত-বৃত্তিচালনা দ্বারা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবের কৃপাভিন্ন এই দুঃসাধ্য কার্য্য কিছুতেই আংশিকভাবেও সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। তাই হে কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ, আপনাদের শ্রীচরণে এই নিতান্ত অযোগ্যের সকাতর প্রার্থনা, আপনারা কৃপা করুন যেন আমার প্রার্থনা ফলবতী হয়।

নগর সংকীর্ত্তন

দেখিতে দেখিতে একবৎসর অতিক্রম হইল, গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অতীব সম্মানের সেই পরমারাধ্য সুমেধা-তিথি দয়া করিয়া বৎসরান্তে ভক্তবৈষ্ণব মুকুন্দ-সেবকজনবৃন্দের বিরহ-স্মৃতি জাগরূকনিমিত্ত পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাই শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত (তিন ঘটিকা) হইতে শুদ্ধভক্তবৃন্দের হৃদয়ের কৃষ্ণপ্রেমোচ্ছ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যাদশ পাঠকাদ্যরাজিগণকে উদ্বুদ্ধ করত ঐ প্রেমানন্দাম্বুধিতে নিমজ্জিত করিতে আকুল ব্যাকুল হইতেছেন। পূজারী ব্রহ্মচারী মহোদয় গৌরসুন্দর ও বিনোদ-মাধবজিউর মঙ্গলারাত্রিক আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত সহস্র ভক্ত মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝর, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহের ঐকতানবাদনসহ সুমধুরস্বরে আরাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীতে এমন কোন পাষাণ-হৃদয় নাই এই চিত্তাকর্ষক সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে যাঁহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে।

মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদমাধবজিউ বৈষ্ণব-তীর্থ ও গুরুমঠ-সমূহের [illegible] করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ উচ্চৈঃকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের [illegible] কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃ ৫ ঘটিকার সময় তাঁহারা সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ও বিশ্বজনকে বাঁধিবার জীবকুলকে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করিতে করিতে রাজপথদ্বারা নগর-সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। রাজপথের উভয়পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তাহাদের প্রেমাভিব্যক্তির লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বস্থ গৃহাদির সহস্র সহস্র অধিবাসী নির্নিমেষনেত্রে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে শত শত সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সংকীর্ত্তনে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিল না। এইভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে [illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে অর্দ্ধবাহ্য সংকীর্ত্তনেতু জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়ায় তাঁহাদের বিপ্রলম্ভ ভাব-তরঙ্গ-মালা ক্রমে জাগিতে লাগিল। এই প্রকারে ভাবে বিভোর হইয়া অনেকক্ষণ কাটানের পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ পুনরায় সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন এবং রত্নাকরের তীরে শ্রীয়ে আমাচার্য্য হরিদাসঠাকুরের সমাধির অনতিদূরে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিকুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অতিশয় আবেগভরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা কৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপনকারিণী সেই কুটীরের ভিতর প্রবেশ করেন এবং দেবতাগণের শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদদশকম্ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর বর্ত্তমান যুগের একমাত্র শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারকবর বৈষ্ণব পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রেরিত সুমেধা-তিথি প্রবন্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ-কর্ত্তৃক পঠিত হয়। পাঠান্তে স্বামিজী 'ভক্তিবিনোদদশকম্' এর ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যান্তে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই মহামন্ত্রই যে কীর্ত্তনীয়, কল্পিত ছড়াগান কীর্ত্তন যে অপরাধজনক সুতরাং ত্যাজ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ তাহার কীর্ত্তন হয়। তৎপর ভক্তগণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া পুনরায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রোপকূল হইয়া বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিরাট সভা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব-বাসরে ১৪ বামন (৪৪৩ গৌরাব্দ) ২২শে আষাঢ় (১৩৩৬) ৬ই জুলাই (১৯২৯) তারিখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত গুর্ব্বষ্টক সুমধুরকণ্ঠ শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারি মহোদয়-কর্ত্তৃক গীত হয়, তৎপর (১) বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর এদাসে করুণা করি। দিয়া পদ-ছায়া, শোধহে আমারে, তোমার চরণ ধরি॥ ইত্যাদি, (২) হরি হরি কবে মোর হবে হেন দিন, বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ, ইত্যাদি, (৩) অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণবজলে তরিবারে না দেখি উপায় ইত্যাদি— প্রভৃতি দৈন্যবোধিকা প্রার্থনাসমূহ গীত হয়। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ-দশকম্ কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ 'সুমেধা-তিথি' উপাখ্য তিরোভাবোৎসবগণের সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ও আবেগময়ী ভাষায় পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তি-রত্ন মহোদয় রচিত [illegible] আচার্য্যের শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কীর্ত্তন করেন, কীর্ত্তনান্তে সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ হৃদয়ের গম্ভীর আবেগের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার দান সম্বন্ধে একটী [illegible] বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ আজকাল [illegible] শ্রীহরিনিমিত্ত পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমদ্ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয় বক্তৃতা করেন। তৎপর রাত্রি ১০টায় সভা ভঙ্গ হয় এবং ঐ সময় হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র ভক্ত মহোদয় ও ভক্তমহোদয়গণকে আকণ্ঠ পূরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জনোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী ৭।৭।২৯

অদ্য প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকার সময় শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনার্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তবৃন্দ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ও শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া ১০ ঘটিকার সময় গুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন। ভক্তকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ অধ্যায় হইতে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা পাঠ করেন। বেলা প্রায় ১১॥ টার সময় ভক্তগণ মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জগন্নাথের জয়গান ও উচ্চস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘটসম্মার্জ্জনী প্রভৃতি লইয়া গুণ্ডিচামন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। অতঃপর ভারতী-মহারাজ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সহস্র সহস্র লোক চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ প্রথমে সম্মার্জ্জনী দ্বারা মন্দিরের ধূলি কাঁকর দূর করেন, পরে শত শত ঘট জল দ্বারা মন্দিরের ভিতর বাহির ধৌত করেন। পরে বস্ত্রখণ্ডদ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়গান করিতে করিতে নৃসিংহ-মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। তথায় বহু দণ্ডবন্নতি স্তুতি করিয়া ভক্তগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে মহাসংকীর্ত্তনানন্দে স্নান সমাপনান্তে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

বিরহ-মহোৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কটক ৭।৭।২৯

শ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব মহাসমারোহে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত সুমেধা-তিথি হইতে বিরহ-গীতিকা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে কীর্ত্তন করা হয়। "সুমেধা-তিথি" ও "ঠাকুরের বিরহোৎসব-মহোৎসব" প্রবন্ধ শ্রীমান [illegible] দাস অধিকারী প্রভু সভাস্থলে সমস্ত-ভক্তবৃন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের বক্তব্যের সহিত বজ্রনির্ঘোষে পাঠ করেন। [illegible] অতঃপর "ভক্তিবিনোদকুসুমাঞ্জলি ও বিরহ-গীতিকা" খোল-করতালসহ সুমধুর-স্বরে কীর্ত্তন করা হয়। উক্ত পাঠে ও কীর্ত্তনে সকলে মাত্রেই নিত্যসুকৃতি অর্জ্জন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

এই বিরহ-মহামহোৎসবে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র বসু, উকিল শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সিংহ, পি, ডব্লিউ, ডি'র একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বহু সুশিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক এবং বহু ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা নানা বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ সম্মান তথা শ্রীগৌরশক্তি গৌরপ্রিয় মহাজন ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের বিরহ-গাথা শ্রবণ এবং শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবিহারী জীউর শ্রীবিগ্রহ দর্শনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ঢাকা, ৭।৭।২৯

গত ৬।৭।২৯ শনিবার অত্র মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত উচ্চ সংকীর্ত্তন, পরে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পরে প্রাতে ১০টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমাগত ভক্তমণ্ডলী এবং দীন দুঃখী অন্ততঃ ৫০০শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। সমাগত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে [illegible] উকীল, মুনসেফ, মোক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক, অপরাহ্ণে বেলা ৩টা হইতে আসিতে থাকেন, পরে সন্ধ্যা সাতটায়, পরে আরাত্রিক [illegible] পুনরায় উচ্চ কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, [illegible] প্রায় একঘণ্টাকাল পাঠান্তে সমাগত ভদ্রলোকদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা যায়। [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দের [illegible] সেবাপ্রাণতা ও বিনয়-নম্রতায় এবং ভক্তমণ্ডলী ও দীনদুঃখী সকলেরই প্রতি অমায়িক ব্যবহারে জনসাধারণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন। (সেবাগত ভক্তমণ্ডলীর সকলের নাম জানার সুযোগ হয় নাই। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলাম :—ঢাকার ওঃ মুন্সেফ, জজকোর্টের বিজ্ঞ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দে, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাস এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক, শ্রীযুক্ত রমানাথ বসাক, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং পাঠাদি শ্রবণে বেশ প্রীতিলাভ করেন। উৎসবোপলক্ষে মনোহর-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নিরাজ বাবুর আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়।)

নবযোগেন্দ্র সংবাদ

পৌরাণিক পরিচয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানা যায়, স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামক এক অপত্য ছিলেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্র। অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র ঋষভ।

আর্ষ উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, ঋষভদেব বাসুদেবের অংশ এবং মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার এক শত বেদপারগ পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরতের নাম হইতে এই দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে। রাজা ভরত বহুকাল রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উক্ত ভোগময় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিন জন্ম অতিক্রমের পর তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ্যে নয় জন ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নয়টী দেশের রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বর্ণ্ম যাজন এবং একাশীতি জন মার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

অবশিষ্ট নয়জন পরমার্থ-নিরূপক আত্মবিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম, আত্মবিদ্যা-বিশারদ, দিগম্বর মহাভাগ হইলেন। তাঁহাদের নাম (১) কবি, (২) হবি, (৩) অন্তরীক্ষ, (৪) প্রবুদ্ধ, (৫) পিপ্পলায়ন, (৬) আবির্হোত্র, (৭) দ্রবিড়, (৮) চমস, (৯) করভাজন।

[illegible] বর্ণের পরিচয়

[illegible] জন্মগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পৌত্র, পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পৌত্র, পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পৌত্র, পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পৌত্র, পুত্র শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র কিন্তু এই নবকল্পিত স্বার্থান্ধ মত কখনও স্বীকার করেন না। শাস্ত্র বলেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।
(গীঃ ৪।১৩)

ভগবান্ বলিতেছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। যাঁহাতে শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই গুণ-রাজি বিরাজিত থাকিবে, তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য—এই গুণ-সমূহের অধিকারী তিনি ক্ষত্রিয়; যাঁহার দেবতা, গুরু ও অচ্যুতে ভক্তি এবং বেদে বিশ্বাস আছে, যিনি ত্রিবর্গ পরিপোষণ করেন এবং যাঁহার (সৎকার্য্যে) উদ্যম ও নিপুণতা আছে, তিনি বৈশ্য; সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্র যজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য ও গোবিপ্ররক্ষা এই সকল গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া অভিহিত। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, অনেক ব্রাহ্মণ-তনয় ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মাদি না করিয়া অন্য বর্ণাশ্রমীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহাদের স্বভাবও স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে গঠিত হয়, আর অন্যকুলে জাত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই সকল কর্ম্ম যে বর্ণের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তিনি সেই বর্ণ বলিয়াই অভিহিত হইবেন। আমরা ঋষভদেবের পুত্রগণে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে নয়জন ব্রাহ্মণবর্গ বৈষ্ণব পরমহংস, নয়জন ক্ষত্রিয়, এবং একাশীতি জন ব্রাহ্মণ, এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩৫) বলিতেছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

মনুষ্যগণের বর্ণনির্ণায়ক যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল, তাহা যাঁহাতে দৃষ্ট হইবে, তাঁহাকেই সেই বর্ণে অভিহিত করিতে হইবে। আমরা শ্রীমদ্ভাঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হইলাম, এতদ্বিষয় সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চতুর্থ খণ্ড নদীয়া প্রকাশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত সাময়িক প্রসঙ্গ সমূহ পাঠ করিলেই তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন।

সুধী পাঠকবৃন্দ, এই গৌণ বিষয়াদিতে বেশী সময়ক্ষেপ না করিয়া, আসুন আমরা যে মুখ্য উদ্দেশ্যের নিমিত্ত নবযোগেন্দ্র-সংবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে মনোনিবেশ করি।

নবযোগেন্দ্র কাহারা?

পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভগবানের অংশ-অবতার ঋষভদেবের উক্ত ভাগবত পুত্র নয় জনই নবযোগেন্দ্র আখ্যায় খ্যাত।

নিমিরাজ যজ্ঞে নবযোগেন্দ্র

এই নবযোগেন্দ্রগণ স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বকে ভগবদ্রূপে প্রত্যক্ষ করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং অব্যাহতগতি ও আসক্তিশূন্য হইয়া দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর, নাগলোক, তথা মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গো ভুবনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা এক দিবস এই ভারতবর্ষে ঋষিবৃন্দকর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া নিমিরাজ যজ্ঞীয় অগ্নি এবং ঋত্বিক ব্রাহ্মণ সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহারা (নবযোগেন্দ্র) আসন পরিগ্রহ করিলে বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে নারায়ণ-পরায়ণ জানিয়া আনন্দিতচিত্তে যথোচিত পূজা করিলেন, তৎপর অবনত-মস্তক সেই নয়জন যোগেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, 'হে ঋষিগণ, আমি আপনাদিগকে সাক্ষাৎ মধুসূদনের পার্ষদ বলিয়া জানিতেছি। বিষ্ণুভক্তগণ লোকদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং ক্ষণার্দ্ধকালও সাধু সঙ্গপ্রাপ্ত হইলে এই সংসারে মনুষ্যগণের পরম নিধি লাভ হইয়া থাকে। অহো, অদ্য আমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই, অদ্য আমি অতি দুর্লভ সাধু-সঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম। দেহীদের মধ্যে এই মানবজন্ম অতি দুর্লভ, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠপতির প্রিয়ভক্তগণের সন্দর্শন লাভ আরও সুদুর্লভ। ভাগ্যফলে যখন আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, আপনাদের সকাশে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে স্বামী প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ আর প্রপন্ন-জনগণকে আত্মপ্রদান করেন, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলুন।

নিমিরাজের প্রশ্নাবলী

(১) ভাগবত-ধর্ম্ম কি? (২) ভগবদ্ভক্ত কি প্রকার? (৩) ভগবানের মায়া কিরূপী? (৪) ঐ মায়া কি প্রকারে পার হওয়া যায়? (৫) ব্রহ্ম কাহাকে বলে? (৬) কর্ম্ম কি? (৭) অবতার লীলা কি প্রকার? (৮) অভক্তের প্রাপ্য কি? (৯) যুগধর্ম্ম কাহাকে বলে—উত্তর-প্রার্থী নিমিরাজের এই ৯টী প্রশ্নের এক একটীর উত্তর নবযোগেন্দ্রের এক এক জন প্রদান করিয়াছিলেন।

আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের উপায়

নবযোগেন্দ্রের অগ্রজ 'কবি' আত্যন্তিক ক্ষেম অর্থাৎ পরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়ঃ লাভের উপায় সম্বন্ধে নিমিরাজকে বলিতেছেন—হে মহারাজ, ভগবান্ অচ্যুতের শ্রীপাদপদ্ম উপাসনাই আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়। কারণ এক ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত আর সকল ধর্ম্মে ভয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু যিনি অশরণের শরণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভয় পাদারবিন্দ সেবা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কিছুতেই ভয় পাইতে হয় না, এমন কি ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিলে এই সংসারে দেহ গেহ-কুটুম্বাদি কল্পিত আত্মীয়গণের ভাবনা-নিবন্ধন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত ব্যক্তিগণেরও ভয় দূরীভূত হয়।

পাঠকমহোদয়গণ, আসুন আমরা মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রের শ্রীচরণসরোজে এই প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের বর্ণিত 'ভাগবত-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আমাদিগকে প্রদান করেন। কারণ, বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবতত্ত্ব বা ভাগবত-তত্ত্ব-বোধের কোনও সম্ভাবনা নাই। জড় বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইলেও, এমন কি পি-আর-এস প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইলেও পরবিদ্যালয়ের দ্বারদেশেও উপস্থিত হইবার অধিকার সুদূরপরাহত। অনেক সময় বরং এই সকলের অভিমানই পরবিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলিতেছিলাম, পরবিদ্যা, যে বিদ্যাবধূর জীবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে—বিদ্যাবধূজীবনের উপাসনা করিতে হইলে বৈষ্ণবগণের কৃপা সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন, কারণ তাঁহারাই পরবিদ্যাপীঠে ভর্ত্তি করিবার একমাত্র অধিকারী। নবযোগেন্দ্রের কৃপা হইলে আমরা অতঃপর তাঁহাদের বর্ণিত ভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

[illegible] আষাঢ় সোমবার—১৩৩৩

সুমেধা-তিথি উপলক্ষে

[illegible] পণ্ডিত [illegible]বিনোদ প্রভুর [illegible]

[শ্রীমন্ত—গৌড়ীয়, বাগবাজার [illegible] কলিকাতা—২৫শে আষাঢ় শনিবার পূর্বাহ্ণ।]

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাভিন্ন [illegible] প্রণাম পূর্ব্বক সমবেত [illegible] প্রণাম করিতেছি। আজ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible]। এই তিথির নাম [illegible]-তিথি। সুমেধাগণ যে তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাই সুমেধা-তিথি। বর্ত্তমান কাল—কলি, যে কালে [illegible] আত্মা-মঙ্গল-কণ্টকাকীর্ণ [illegible] সমাচ্ছন্ন; এই বিদ্যমান যুগে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই [illegible]—তাঁহারাই একমাত্র সুবুদ্ধিমান্। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩০) বলিতেছেন—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" অর্থাৎ যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদনিষেবিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

[illegible] ভজে,—কৃষ্ণ-স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বে পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সুমেধাগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিকেই অভিধেয়—ভগবদ্ভজন বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনই [illegible] ভক্তিবিনোদ-[illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-[illegible] ভক্তিবিনোদতিথির আরাধনা [illegible]।

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যাঁহারা সুবুদ্ধিমান্ তাঁহারা বিপ্রলম্ভ-তিথি বা বিরহ তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই আমাদেরও আজ তাঁহাদের আনুগত্যে বিরহতিথি আরাধনার আয়োজন। বিরহই ভগবৎপাদপদ্মের সহিত জীবের একটা সান্দ্রসংযোগ আনিয়া দেয়, সান্দ্র অর্থাৎ এত গাঢ় জমাট বাঁধা সংযোগ যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র বিয়োগ নাই। আজ যদি আমরা এই বিরহ-তিথির আরাধনা করি, তাহা হইলে আমাদের ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের সহিত একটা সান্দ্রসংযোগ হওয়ারও আশা আছে; সুতরাং ভক্তিবিনোদ-বিনোদের সেবাও লাভ হইতে পারে। যাঁহারা এই বিরহভাবটী বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা ত্যাগী বা ভোগী হইয়া পড়েন। মহাপ্রভুর ভজন-প্রদাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে ভজন, তাহা বিরহগত স্বাভাবিক ভজন। তাঁহার অভিন্ন-সুহৃদ্ সিদ্ধ বাবাজী পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজও শ্রীবানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহার সম্মুখে একদিন এইরূপ ভজনলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বাবাজী মহাশয়ের আচার মুখে প্রচার, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার-মুখে আচার। আবার প্রচার ও আচার-মুখে আচার ও প্রচারের অপূর্ব্ব সম্মিলন আমরা আজ এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষে যুগপৎ প্রকটিত দেখিতে পাই। ভাগ্যবান্ জনগণই সেই মহাপুরুষের আনুগত্যে হৃদয়ভিত্তি পরিমার্জ্জন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিতে পারেন। প্রাকৃত দেহমনের বিরহানুভূতির সহিত সেই অপ্রাকৃত বিরহের কোন সম্বন্ধ নাই। ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্য-চরণাশ্রয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির যজন-ফলেই অপ্রাকৃত বিরহানুভূতি লাভ হয়।

অপ্রাকৃত বিরহ-তিথির অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের যোগ্যতারূপ তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিতা ও মানদতা প্রভৃতি দৈন্য আসিয়া পড়ে। এস্থলে একটি প্রাকৃত উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। প্রাকৃত দেহাভিমানী জীবাত্মা আমি, [illegible], আমার [illegible], সুতরাং [illegible] উদাহরণ দেওয়া হইতে পারিত; [illegible] শ্রীরূপের [illegible] [illegible] প্রাকৃত জগতের সহিত [illegible] কোন [illegible] না [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] পরমার্থ [illegible] চেষ্টা করাই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

১। আমরা এজগতের কোন আত্মীয়, স্বজনের বিরহে দেখিতে পাই—মানুষের মনে আপনা হইতেই একটী সুনীচ ভাব আসিয়া পড়ে; বিদ্যা-ধন-কুল-মদোন্মত্ত অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিরও অহঙ্কার একটু কমিয়া যায়। তবে সেই বিরহ প্রাকৃত দেহ মনের উপরই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথির যাজন আত্মার সুনীচ ভাব প্রকট করে; দেহ মনের সুনীচতা সামান্য অভ্যাসেই হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বিরহতিথির অনুশীলনে প্রকৃত সুনীচতা অর্থাৎ ভক্তযোগ্য জগতে গুরুবুদ্ধিরূপ দৈন্য উপস্থিত হয়, জগৎকে ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি দূর হয়।

২। বিরহ আমাদিগকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, দেহাত্মবাদী আমরা, আমাদের দেহ-সম্পর্কিত স্বজন-জ্ঞানে যাহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্র স্থির থাকিতে পারি না, সেই স্বজন বিদেশে গেলে বা ইহলোক ত্যাগ করিলে আমরা একেবারে অসহিষ্ণু না হইয়া ক্রমেই তাহার বিরহ জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং গুরুতর মনোনিবেশ করি, আত্মাও সেইরূপ অপ্রাকৃত বিরহতিথির অনুশীলনে পুত্রকলত্রবিত্তজনপদাদির সম্বন্ধজনিত সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বকাতর না হইয়া অনর্থ জড়বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করেন ও নির্মৎসর হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন দ্বারা নিজ মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুমিত্র সকলেরই মঙ্গল সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন।

৩। বিরহ আমাদিগকে অমানী হইতে শিক্ষা দেয়। মিথ্যাভিমানশূন্যতার নামই অমানিতা। আত্মার বিরহগতভাবে যখন আমরা উন্মত্ত প্রবৃত্ত অভিনিবিষ্ট না থাকি, তখনই আমরা প্রতিষ্ঠারূপ ধৃষ্টা শ্বপচ রমণীর অনুগত তুচ্ছ হইয়া পড়ি। বদ্ধজীবের স্থূললিঙ্গদেহসম্বন্ধ, যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য, ধন, রূপ, জাতি, বর্ণ, বল, প্রতিষ্ঠাধিকার ইত্যাদি জনিত যে অভিমান, তাহাই মিথ্যাভিমান, অপ্রাকৃত বিরহানুভূতি আমাদিগকে নিজ প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে উদাসীন করে।

৪। বিরহ আমাদিগকে মানদ করায়। বিরহ আমাদিগকে ভক্তপ্রতিষ্ঠা-[illegible] করাইয়া পরকে প্রতিষ্ঠা-[illegible] করায়। [illegible] [illegible] জানিয়া সকলের নিকট [illegible] কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই। [illegible] [illegible]

[illegible] বিরহ আমাদিগকে "দৈন্য, দয়া" অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥"—এই উপদেশই করিয়া থাকেন। বিরহই জীবকে তৃণ-তোলাস্পৃহা করাইয়া জীবকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণজনিত আনন্দ দান করেন।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের সমস্ত ভজন-প্রণালী অর্থাৎ সত্যের ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ ও দ্বাপরের অর্চ্চন—এই সমুদয়ই অপ্রাকৃত বিরহতিথির যাজনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অতি স্বাভাবিক ভাবে ধ্যানাদি সাধিত হয়, কষ্টকল্পনাদি কোন অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হয় না। মাতা যখন পুত্রবিরহে কাতরা, তখন তাঁহার সেই পুত্রের ধ্যান অবিশ্রান্ত তৈলধারাবৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে। পুত্র নিকটে থাকিলে মাতার পক্ষে পুত্রের জন্য তাদৃশ অবিশ্রান্ত ধ্যান কখনও সম্ভব বা তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধির বিষয় হইত না। সাধারণ ভাবে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে কাল-প্রপীড়িত জীবের ঐকান্ত চিন্তা না আসিয়া পারে না, আর ধ্যেয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিরহ-তিথির অনুষ্ঠানে ঐরূপ কোন ভয়ের অবকাশ থাকে না। তাই শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের ধ্যান বা স্মরণ করিতে হইলে তাঁহার বিরহ-মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক বিরহ-প্রপীড়িত হইয়া তৎপ্রিয় নামরূপ কীর্ত্তন করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবেই ধ্যান বা স্মরণের পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে।

কলিতে অন্য কোন উপায়দ্বারাই যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা সম্ভব হইতে পারে না। একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁহাকে যিনি ভজন করেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুমেধা। বিরহ দ্বারা-দ্বারাই সেই সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহোৎকণ্ঠায় কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিলে ভক্তিবিনোদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিনোদ-বিনোদেরও ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া যায়। সাক্ষাদ্ভাবে যজ্ঞেশ্বরের ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ কীর্ত্তনযজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞেশ্বরের প্রীতিবর্দ্ধন করা হয় না, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের প্রিয়জন-বিরহকাতর হইয়া কীর্ত্তন করিলেই তাঁহার যথার্থ প্রীতিবিধান হইয়া থাকে।

বিরহস্মৃতি দ্বারা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগে অর্চ্চন করিলেই অর্চ্চনের পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নতুবা কেবল অর্চ্চনের অনুষ্ঠান দ্বারা কখনও ভক্তি-বিনোদবিনোদের [illegible] সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিরহস্মৃতি-সংযোগে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-

যাত্রা যান, বস্ত্রাদি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। কেননা বিরহই প্রেম বস্তুর প্রকৃতি, চিত্তের একাগ্রতা, একান্তভাব ও ঐকান্তিকী আসক্তি আনয়ন করিয়া থাকে। বিপ্রলম্ভই প্রেমকে সম্বর্দ্ধিত করে। বিরহানুভূতি-শূন্য প্রেমে মাধুর্য্য নাই।

সুতরাং অপ্রাকৃত বিরহ-কাতর হইয়া শ্রীল গৌরকিশোরের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনরূপ আশ্রয়ের যাজনকল্পেই শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিনোদন বা সেবা-রূপ প্রয়োজন লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

সংসার-পথে

(গল্প)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

অনৈক শিষ্য-সহ সুদর্শন দাস প্রভু স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপন মনে চলিয়াছেন। এমন সময় রাস্তার ধারে হঠাৎ কোন্ অদৃশ্য স্থলে, ওরে বাবারে! গেলামরে! ম'লামরে! কে কোথায় আছ আমাকে উদ্ধার কর! রক্ষা কর! বলিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, কোথায় এরূপ আসন্ন মৃত্যু-মুখে পতিত বিপন্ন ব্যক্তি! বহু অনুসন্ধানেও কিছুই দেখিতে পাইলেন না, শুধু শব্দ মাত্র শ্রবণ গোচর হইতেছে। শব্দগুলি কোথা হইতে আসিতেছে, তাহার কারণ খোঁজ করিতে করিতে, অনুসন্ধানে বুঝা গেল—সন্নিকটেই তৃণ ও গুল্মরাজী আচ্ছাদিত কোনও স্থানের গভীরতম প্রদেশ হইতেই এই আর্ত্তজনের ক্রন্দনধ্বনি বিনির্গত হইতেছে। সুদর্শন দাস শিষ্যটীকে আদেশ করিলেন, এখানে কি আছে সন্ধান কর ত? শিষ্যটি অনুসন্ধানে জানিলেন তৃণাচ্ছাদিত একটি কূপ, যাহা অন্ধকূপ নামে সংসারে পরিচিত। এই অন্ধকূপ-মধ্য হইতেই আর্ত্তধ্বনি শোনা যায়। ইহা জানিয়া সুদর্শন দাস প্রভু সেই তৃণাচ্ছাদিত কূপ-মুখে উচ্চৈঃস্বরে, তারকব্রহ্ম "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" নাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? উত্তর—আমি কুদর্শন-দাস জগদ্দর্শন।

সুদর্শন দাস প্রভু আর কোন কথারই জবাব না দিয়া অগোণে একটি রজ্জুর অগ্রভাগ সেই কূপমধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ভাই জগদ্দর্শন! তুমি এই দড়ি গাছটাকে খুব শক্ত করিয়া ধর, আমরা তোমাকে টানিয়া উঠাইব। জগদ্দর্শন বলিল, মহাশয়! আমার সঙ্গী আরও একজন রহিয়াছেন, তিনি আমার গুরুদেব কুদর্শন।

সুদর্শন—আচ্ছা, সকলকেই উঠাইব; অগ্রে তুমি উঠ, পরে তোমার গুরুমহাশয় উঠিবেন।

জগদ্দর্শন—মহাশয়! আমি ত' একে জন্মান্ধ, তাহাতে আবার অন্ধকূপে নিপতিত, সুতরাং আপনার প্রদত্ত রজ্জুর অগ্রভাগ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

সু—হস্ত প্রসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান কর, তবেই রজ্জুর অগ্রভাগ তোমার হাতে পড়িবে।

জগ—(হাত বাড়াইয়া রজ্জু ধারণ করত) হাঁ মহাশয়! পাইলাম, ধরিয়াছি।

সুদর্শন রজ্জুর আকর্ষণে জগদ্দর্শনকে উত্তোলন করত পুনরায় দড়িগাছা কূপমধ্যে ফেলাইবার কালে জগদ্দর্শন নিষেধ করিয়া বলিলেন আর দড়ি ফেলাইবার প্রয়োজন নাই। আমার গুরু কুদর্শন মহাশয় ওখানেই বেশ মজায় আরামে রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে উঠিবার কালে বহু বাধা দিয়া দুঃখ প্রকাশ করত বলিলেন—'এই প্রকার ২।৪জন সঙ্গী সাথী জুটাইবার নিমিত্তই মাঝে মাঝে সংসারপথে ভ্রমণ করিয়া থাকি। বহুকষ্টে তোমাকে পাইয়াছিলাম, সে তুমিও তোমার সঙ্গদান হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে। শুধু তাহাই নহে, আমাকে সজোরে টানিয়া ধরিয়া রাখিতেও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। তারপর আপনারাই আমাকে তাঁহার সঙ্গছাড়া করিতেছেন দেখিয়া বহু অকথ্য ভাষায় অভদ্রজনোচিত গালাগালি করিতেও ছাড়েন নাই, সুতরাং তিনি উঠিবেন না।

সুদর্শন—ব্যাপার কি বল দেখি? তুমি কি প্রকারে এই অন্ধকূপমধ্যে নিপতিত হইলে?

জগদ্দর্শন—ব্যাপার আর কিছুই নহে, আমি সংসারপথে একটু আশ্রয় পাইবার আশায় অনেকের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা করায় নানাজনে নানাদিক দিয়া আমার গন্তব্য ঠিক করিতে লাগিলেন। আমি ত' জন্মান্ধই, দিঙ্‌নির্ণয় সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নাই, আমার বিশ্বাস যাহারা আমার দিঙনির্ণয়-কর্ত্তা তাঁহারা শুধু মুখেই দিকের নামগুলি অভ্যাস করিয়াছেন, বাস্তবিক দিকসম্বন্ধে তাঁহারাও অনভিজ্ঞ। তাই আমি অসহায় অন্ধ মানুষ সকলের কথায় সায় দিয়া হয়রান হইয়াছি। এমন সময় এই কুদর্শন গোঁসাই কোথা হইতে আসিয়া হাতের লাঠি ধরিয়া কত মিষ্ট কথায় প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে সজোরে লইয়া চলিলেন—চল আমিই তোমাকে এমন আশ্রয়যোগ্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিব, যেখানে সমস্ত জীবগণ আশ্রয় পাইবার জন্য এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত যে আশ্রয় বাঞ্ছা করেন, সেই বৈকুণ্ঠপুরে তোমাকে লইয়া যাইতেছি; তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি মনে-প্রাণে আমার হাতের লাঠি ধরিয়া থাক, তোমার সমস্ত চিন্তা দূরে গেল। এই আমার হাতের লাঠিখানা একবারে খুব শক্ত করিয়া ধর, ছাড়িলেই ছাড়িলে বিপদ! আমি তোমাকে সরাসরাই বৈকুণ্ঠপুরে লইয়া যাইতেছি।' আমি ত' অন্ধই আছি, সুতরাং কুদর্শন গোঁসাইও যে আমার মতই দুই চক্ষু বিহীন, তাহা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। তারপর কথাবার্ত্তায় বেশ চক্ষুমানের ন্যায় লেপাফা দুরস্ত। কে জানে এরূপ মিষ্ট ভাষায় লোকবঞ্চনা করাই তাঁহার কার্য্য! তাই লাঠিখানাও খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিলাম, ও তাঁহার নির্দেশমত পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলাম। হঠাৎ লাঠিখানায় খুব জোরে একটা টান পড়িয়াছিল, আমি যদি তখনও লাঠিখানা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলেও আর ঐ দুঃখ-পরিপূর্ণ নরকময় অন্ধকূপে নিপতিত হইতাম না। কিন্তু তাঁহার কথায় বিশ্বাস—গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করা প্রয়োজন—এই শাস্ত্রানুশাসন-বাক্যে আমার যষ্টি ছাড়িবার বুদ্ধির উদয় হয় নাই। সেই নিমিত্ত আমার এত দুর্গতি। ভাগ্যে আপনাদের ন্যায় চক্ষুষ্মান পরদুঃখদুঃখী দয়ালু ব্যক্তির এ রাস্তায় আগমন, তাই উদ্ধার পাইলাম নতুবা আমাকে কতই না নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

সুদর্শন—ভাই জগদ্দর্শন, তোমার জগদ্দর্শনেই বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তা দর্শনে বাধা দিয়াছে। তুমি যাহার সহিত বৈকুণ্ঠপুরে রওনা হইয়াছিলে—তুমি বলিতেছ, তাঁহার নাম 'কুদর্শন'—সুতরাং কুদর্শন কখনও সুদর্শনের রাজ্য বৈকুণ্ঠপুরের সংবাদ জানে না। সুদর্শন রূপ দিব্যদর্শন তাহার দৃশ্য বস্তু না হওয়ায় কুণ্ঠা তুমি অবস্থান করত কুঁ অর্থাৎ পৃথিবী, পাপ দর্শনই তাহার দৃশ্য বস্তু মধ্যে গণ্য। সে তোমা অপেক্ষা অন্ধ, যেহেতু যদিও তুমি জগদ্দর্শন, তবুও তোমার আশ্রয় পাইবার আগ্রহ রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠপুর বলিয়া জগদতীত একটা ধাম আছে, তথায় মূলাশ্রয় ধারণা তোমার হইয়াছে। কিন্তু কুদর্শন সুদর্শনের নিত্যবিরোধী, 'থাকাথ' বৈকুণ্ঠপুর বাসের ধৃষ্টতাই সে দেখায়। সে নিজেও বৈকুণ্ঠপুরে যাইতে রাজি নহে, পরন্তু বৈকুণ্ঠ প্রয়াসী সরলপ্রাণ সাধুদিগকে অন্ধ, বক, পুতনা, ধেনুকের পোষাকে নানা রূপে বাধা জন্মাইয়া একটা প্রকাণ্ড দল পাকাইতে চেষ্টা করে। এই কুদর্শনের যাদুবিদ্যার মন্ত্রগুলি যেমন মোহ-মুগ্ধ করিতে সিদ্ধ, তেমনি তাহার বেশ-ভূষাও, কখনও মায়াজিনধারী হইয়া যোগাড় বাবাজী সাজে সাজে, কখনও বা তত্ত্ব বাবু-সাজে গোস্বামীরূপে সৌজন্য করে।

সংসারপথে ভ্রমণকালে এইরূপ কুদর্শনের সঙ্গ ছাড়িয়া সুদর্শন বৈকুণ্ঠপুরে যাইতে পারিবে। [illegible] বাস্তব এই সুদর্শন-চরণে তোমাকে সমর্পণ [illegible] উপস্থিত [illegible] অন্ধকূপটিতে দুঃখ অনুভব করিতেছ। সুদর্শন প্রভু কৃপাময়, তুমি আশ্রয় দিয়া বৈকুণ্ঠপুরে যাইবার উদ্দেশ্য লইয়া রহিয়াছ, তাই সঙ্গহীন হইলেও কুদর্শনের সহিত নরক যন্ত্র তোমার সকল দূর করিবার বলিয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছিলে। সেই নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ-প্রবর্ত্তক সুদর্শন প্রভুর আদেশে তোমার ন্যায় জগদ্দর্শন কুদর্শনাদি-চরণপথকে উদ্ধার জন্য আমরা আসিয়াছি। আমরা সুদর্শন-দাস। তুমি আমাদিগের সঙ্গে চল সুদর্শনের কৃপা হইলে তোমার জগদ্দর্শনরূপ অন্ধতা ঘুচিয়া যাইবে, তখন তুমি নিজেই বৈকুণ্ঠ বস্তু অবলোকন করিতে পারিবে।

এই সংসার-পথে অন্ধের উদ্ধার গল্পটি এইটি যদিও গল্প, তথাপি এইটিই বর্ত্তমান জগতের নিখুঁৎ চিত্র প্রত্যক্ষ দর্শন। আমরা সকলেই ত' এই জগদ্দর্শনের প্রতিবিম্ব অন্ধ। কিন্তু সাবধান! সুখ করিয়া যেন গুরুবুদ্ধিতে কুদর্শনের হস্তে ধরিয়া অন্ধকূপে পতিত না হই। বর্ত্তমানে এই কুদর্শনের দল জগৎময় বেড়াজাল পাতিয়া বসিয়াছে। সাবধান! সাবধান! [illegible]

বিরহ মহোৎসব

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

আমলাজোড়া ২৩।৩।৩৮

গত ২৭শে মাঘ, শনিবার শ্রীশ্রী প্রপন্নাশ্রমে, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিরাট নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমলাজোড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাভাজন হইয়াছেন।

এই স্থানটী মহাতীর্থ। এখানে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট-সিদ্ধমহাত্মা শ্রীশ্রীমদ্ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ এবং তাঁহারই একান্ত প্রিয়জন ভক্তিবীর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জগতে ভক্তি-সম্পদ দানের সংরক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও এখানে অনেকবার শুভাগমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

শ্রী[illegible] মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

[illegible], ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬

শ্রী[illegible]-[illegible]পুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ [illegible] অদ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব মহামহোৎসব-[illegible]-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য [illegible] হইতে ১টা পর্য্যন্ত [illegible]-কীর্ত্তন-সম্বিধন [illegible] ও পরে ১০০ একশত ব্রজবাসী বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, বাবাজী, স্ত্রী, পুরুষ ও বালককে পরিতোষরূপে কীর্ত্তন-মুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শাক, শুক্তা, ডাল, ছানার ডালনা, অন্ন, খিঁচুড়ি, পুরি, মালপোয়া, দধি, রামচক্র, লাড্ডু, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। সকলেই পরম আনন্দের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে করিতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তৎপ্রিয়জন শুদ্ধভক্ত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

বালিয়াটী

২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৬

শ্রীশ্রীনদাই-গৌরাঙ্গ মঠে গত ২২শে আষাঢ় শনিবার [illegible] নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব এবার মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের বিরহ-উৎসব দিবস প্রাতে শ্রীশ্রী[illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। বৈকালে [illegible] মঠবাসিভক্তগণ সুমধোচিত [illegible] শ্রীমঠের চতুর্দ্দিক সুসজ্জিত করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-পূজার শিখা জাগাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্তবাবু মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সমাগত ভক্তগণ সাহত-সুললিত নামকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের বিরহ-স্মৃতির আরতি করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জীবনী অতি সরল ও সুললিত ভাষায় উপস্থিত [illegible] [illegible] বক্তৃতাকে একঘণ্টা ব্যাপক বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বিরহ-মহামহোৎসবে সমাগত [illegible] শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর [illegible] ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রামবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় [illegible]দিগের [illegible] [illegible]

[illegible] মহারাজ ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ও স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ও কলিকাতা চেৎলা হাইস্কুলের ও গধুরাপুর হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] কর্ণধার-বলধর ঠাকুরের বিরহমহামহোৎসবে যোগদান দ্বারা [illegible] বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় উচ্চ সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করিয়াছিলেন। সমাগত [illegible] এবং নিমন্ত্রিত প্রায় দুইশতের উপর সজ্জন ভক্তগণকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল এবং [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি-সহ মহাপ্রসাদের [illegible] কীর্ত্তন [illegible] হইয়াছিল। এই বিরহ-মহামহোৎসবের ব্যয়ের কিয়দংশ প্যাকুটিয়ার জমিদার পরলোকগত শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী শিবসুন্দরী রায় চৌধুরাণী মহাশয়া বহন করিয়াছিলেন। আশা করি গৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার ভগবৎসেবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। শ্রীমান কুলদা মোহন রায় চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী বিশেষ পরিশ্রমের সহিত এই মহোৎসবের সেবা-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট [illegible] শ্রীল [illegible]চরণ [illegible] মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্মের প্রচারদ্বারা কলিহত জীবগণের অশেষ মঙ্গল [illegible] [illegible]ছেন। বৈষ্ণব[illegible]

[illegible] মজুমদার বি, এ, শিক্ষক বা[illegible]টি ঢাকা।

প্রচার প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নিউ দিল্লী।

[illegible] ১০৯ [illegible] রোড [illegible] এখানে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] কার্য্যালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ [illegible] শ্রীভাগবতের সম্পাদক বাবু [illegible] মহাশয়ের [illegible] শ্রীশ্রীভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] নূতন নূতন [illegible] বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। [illegible]

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসবে

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কটক নগরে শুভ বিজয় উপলক্ষে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

উৎকল রাজ্যের সুসন্তানগণে,
জাগ জাগ আজ হরিসংকীর্ত্তনে।
'জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী জয়'
গাহরে সকলে মিলি একতানে॥

তৃতীয় বার্ষিক মঠের উৎসবে
ত্যাগী ব্রহ্মচারী মিলিয়াছে সবে।
সপ্রেম সম্পদে সুধা বরষিয়া
উদ্ধারিবে যত অজ্ঞানান্ধ জনে॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের উৎসবে
স্থাবর জঙ্গম আনন্দিত সব।
সুনীল গগনে সুখে নাচে তারা
নদী বক্ষে নাচে তরঙ্গ সঘনে॥

হে কটকবাসি দেখ সবে আসি,
কি আনন্দে মগ্ন ব্রহ্মচারী ত্যাগী।
কীর্ত্তনে অদ্ভুত শক্তি পরকাশি'
নাচাইছে পশু, পক্ষী, নরগণে॥

ইঁহাদের পদে শরণ লইলে
অজ্ঞানান্ধকার দূরে যাবে চ'লে।
হয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত অনর্থ উন্মুক্ত
হবে আসক্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে॥

ত্রিসম্বৎসর পূর্ব্বে এ নগরে
শুদ্ধ হরিনাম কেহ নাহি করে।
তাই শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু
[illegible]কারিল সবে শুদ্ধ নাম গানে॥

[illegible] ফুকারে শাস্ত্রেতে
[illegible] সেই [illegible] জাগিছে নিশ্চিন্তে।
[illegible] সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
[illegible] নাম-সুধা-পানে॥

গৌর-পদাঙ্কিত (এই) বিশাল নগরী
গৌর-লীলা-স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে ধরি'।
[illegible] পুণ্য তীর্থ বলি
[illegible]-বাঙ্গাঘাট চিত্রোৎপলাসনে।

[illegible] যে মঠ বিরাজে
সেই মঠ এই সম্মুখেতে রাজে।
এর অভ্যন্তরে থাকি গৃহ-কাজে
নিত্য যোগ দাও পাঠ সংকীর্ত্তনে॥

কি কহিব এই ব্রহ্মচারিগণ
জীবের মঙ্গলে সদাই মগন।
শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বুঝাইতে মর্ম্ম
জীবে শিক্ষা দেন বিনয় বচনে॥

মঠ-মন্দিরের বিগ্রহের তরে
সেবার সামগ্রী মাগি ঘরে ঘরে।
বিগ্রহ-সেবা শুদ্ধ ভাবে করে
যত সকলের সুকৃতি বর্দ্ধনে॥

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে, শীত বাতাসেতে
নদীয়া-প্রকাশ ধরি' নিজ হাতে।
শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সবারে জানাতে'
দ্বারে দ্বারে ফিরে পত্রিকা বণ্টনে॥

হে নগরবাসি, ঘুমাইও না আর
যদি চাও হতে এই ভবপার।
জগদ্গুরু শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী-
পদাশ্রয় কর আত্মসমর্পণে॥

হায় হায় কবে সে'দিন আসিবে
কটকবাসীরা শুদ্ধভক্ত হবে।
তাঁদের পদ ধূলি গায়ে মাখি'
শীতল করিব এ পোড়া পরাণে॥

সবার চরণ ধরি শিরোপরে
দাস নটবর এই ভিক্ষা করে।
কৃষ্ণের সংসারে থাকি সদাচারে
মতি রাখ সদা বৈষ্ণব চরণে॥

ভক্তিসুধাকর প্রভু কৃপা ক'রে
কবে শিখাইবে শুদ্ধভক্তি মোরে।
(তুমি) গুরু-সেবা রীতি-দেখাইছেন নিতি
নিষ্কপট চিত্তে নিজ আচরণে॥

ব্রতাচারে এই মঠ সেবা ক'রে
শুদ্ধভক্তি-নিষ্ঠা শিখালে সবারে।
বদ্ধ বালিকেরে আনিয়া আদরে
শুদ্ধ ভক্তি শিক্ষা দিতেছ যতনে॥

ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীযাদবানন্দ,
তব আচরণে সবে পূর্ণানন্দ।
(তুমি) মঠ সেবা ভিন্ন নাহি জান অন্য,
রত সদা গুরু-আদেশ পালনে॥

শ্রীগৌরবিনোদরমণ বিগ্রহ
আলোকিত করি' এই মঠগৃহ।
মো সবার প্রতি সকরুণ নয়নে
রয়েছেন চেয়ে প্রসন্ন বদনে॥

পাদপদ্ম-গন্ধ হৃদয়ে বিকাশি'
উড়াইয়া দাও খেদ ধূলি রাশি।
হৃদয় সমর্পণ করিয়া নিস্বন
সেবানন্দে মগ্ন কর সর্ব্বজনে॥

দেখ প্রভুপাদে অপূর্ব্ব মূরতি
ছুটিছে চৌদিকে অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ।
পাদপদ্মগন্ধ-লুব্ধ ভক্তবৃন্দ
মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে তার পানে॥

এস সবে ভাই ভক্তিপুষ্পমালে
ও' পদ সাজাই মিলিয়া সকলে।
ও রাঙ্গা চরণ বিনা কিছু ধন,
নাহি চাই মোরা যেন কোন দিনে॥

এ নগর প্রতি তব দয়া অতি
স্থাপিলে হে তাই এই মঠ তাতি।
সবে এই দ্বারে নাম, মুক্ত ক'রে
তব কৃপা-যোগ্য কর সর্ব্বজনে॥

(এই) বৃদ্ধাদ্ধ বধির সুদাপাত বটে
(যেন) কুকুরের মত (এই) মঠে পাতা চেটে।
নির্য্যাণ-সময়ে এ পাপ-হৃদয়ে
দেখে তব ওটী শ্রীরাঙ্গা চরণে॥

ত্যাগী ব্রহ্মচারী শুদ্ধভক্তগণ
তোমাদের পদে এই নিবেদন।
এ অন্ধ বধিরে পদধূলি ক'রো
দেখ যেন সদা জীবনে মরণে॥

—শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়, কটক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৬

'সুমেধা-তিথি উপলক্ষে'

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—গোদ্রুম, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ
কাল—২৩শে আষাঢ় শনিবার পূর্বাহ্ণ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরের আচার ও প্রচার

ঠাকুরের প্রচার-মুখে আচারের আদর্শ অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুর গোস্বামি-প্রচারিত সমস্ত আচার ও প্রচার করিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে —(১) জগতের সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে উদ্বুদ্ধ হইবে। (২) কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। (৩) স্বল্প দিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে। আর সকল সম্প্রদায়ই সেই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। (৪) গৌরবিহিত শুদ্ধ নাম-সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রচারদ্বারাই সর্ব্বাচিৎসমন্বয় সম্ভব, অন্য প্রকারে নহে। (৫) প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচি-ক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচার-কর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। (৬) সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করেন। সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। (৭) সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। (৮) হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার-নির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ-কার্য্য। (৯) শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গারলীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ উত্তমই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। যে ভক্তবৃন্দ, স্বার্থপর গায়ক ও পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কালর কার্য্য। (১০) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণনির্ণয় করা হইবে না। বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাবানুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণনির্ণয় করা উচিত। (১১) ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি-নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। (১২) সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব স্বীয় স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রীপুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চির-জীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন। সজ্জন দেখিলে মৈত্রী সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সজ্জন-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব। (১৩) জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখলাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখ প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবদয়ার একমাত্র পরিচয়। (১৪) অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। ইত্যাদি কত উপদেশ যে তিনি আমাদের ভজনোন্নতিকল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মহাপ্রভুর কারুণ্যশক্তি ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ আমাদিগকে যে করুণা করিয়াছেন, সেইরূপ করুণা জগতে আর কেহ করেন নাই। তাঁহাকে মহাপ্রভুর কারুণ্যশক্তি বলিতে গিয়া অন্য শক্তিকে ছোট করা হইতেছে না। তবে আমাদের ন্যায় কীর্ত্তন-বিমুখ লোককে তিনি যে ভাবে করুণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে কত বড় করুণ, তাহা ভগবান্ ব্যতীত আর কে বুঝিবে? তিনি গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত মহামন্ত্র নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার ও আচারের আদর্শ অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। প্রচার-মুখে আচার করিতে হইবে। আচার-মুখে প্রচার করিতে গেলে আমরা বঞ্চিত হইয়া যাইব। কেননা, আমি যেটাকে আচার মনে করি, সেটা প্রকৃত আচার নাও হইতে পারে। রোগী কুপথ্য গ্রহণ করিবেই করিবে। ভবরোগগ্রস্ত আমার নিকট যাহা কুপথ্য, তাহাকেই সুপথ্য বলিয়া মনে হইবে। মনোধর্ম্মিজীব আমি, আমার ভালমন্দ, সদাচার কদাচার বিচার কেবল ভ্রমাদি দোষ-পরিপূর্ণ। প্রচার জিনিষটী অনুকীর্ত্তন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির ভয়ে যাঁহারা এই কীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম্ম—প্রচার বাদ দিয়া কেবল আচার-মুখে নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হন, তাঁহারা অচিরেই অনর্থ-প্রপীড়িত হইয়া একেবারেই হরিভজনের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করেন। মহাপ্রভু সকলকেই তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন—

"যারে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

কীর্ত্তন করিলে বিষয়-তরঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না। বিষয়সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় সাধুর আনুগত্যে কীর্ত্তন। সাধুসঙ্গে ভজনই নির্জ্জন ভজন। একমাত্র কীর্ত্তন-ব্যতীত কলিকবলিত জীব ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনদ্বারা কখনই কাল-কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। কীর্ত্তন-সংযোগ ব্যতীত ধ্যানাদির সুষ্ঠুতা আদৌ সম্ভব নহে। কীর্ত্তনদ্বারাই শ্রবণ, স্মরণাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুরূপে যাজিত হইতে পারে। এই জন্যই মহাপ্রভু কেবল তাঁহা-দিগকেই বুদ্ধিমান্ বা সুমেধা বলিয়াছেন, যাঁহারা সংকীর্ত্তনকেই পরম উপায় বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীর্ত্তন ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আনুগত্যেই করিতে হইবে। কি ভাবে কীর্ত্তন করিলে আমাদের মনোধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইতে পারে না, ঠাকুর তাহা প্রচার-মুখে নিজ আচরণ দ্বারা উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রচার করিলেই আচারটী ঠিক হয়। গুরুদেবের আনুগত্যে প্রচার করিলে আমার আচার ভাল করিবার জন্য একটা লজ্জা আসিয়া যাইবে। যে কথা মুখে বলি, তাহা কার্য্যে দেখাইবার প্রবৃত্তি আসিবে। অবশ্য কপট ধর্ম্মধ্বজী ব্যবসাদার দলের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা কেবল লোককে ফাঁকি দিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যত্ন করে, তাহাতে শেষে তাহারাই ফাঁকে পড়ে। লোকে তাহাদিগকে অচিরেই ভ্রষ্টাচারী বলিয়া ধরিয়া ফেলে এবং আর কখনও বিশ্বাস করে না। আচারের শুদ্ধতার জন্যই প্রচার—ইহা মনে রাখিতে হইবে, নতুবা কেবল বাক্যাড়ম্বরই প্রদর্শিত হইবে মাত্র। প্রচার বাদ দিয়া 'বাহিরের লোকে কি বলিবে,' এই দুর্ব্বলতা পোষণ করিলে আমি আচার-ভ্রষ্ট হইব। যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার ভয় করি, তাহাই আসিয়া পড়িবে।

কীর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর এবং বলিয়াছেন তাঁহার নিত্য-পার্ষদ গোস্বামিগণ আর বলিয়াছেন পরম করুণ কলিযুগপাবনাবতারী মহা-প্রভুর কারুণ্যশক্তি ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ। নামের শ্রবণ কীর্ত্তনের সুষ্ঠুতা, আবার শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তনেই শ্রবণাদির সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। ঠাকুর বলিয়াছেন—আত্মার সহজ নিত্য-বিরহগত ভাবে উদ্বুদ্ধ হইলেই কীর্ত্তন হয়। ঠাকুরের বিরহ-তিথি যদি আমাদের নিত্যকাল-স্মৃতি-পথে না থাকে, তবে আমাদের কৃষ্ণ-ভজন হইবে না—'কোথা যাঁও কোথা পাঁও মুরলীবদন'—এই বিপ্রলম্ভরসপুষ্ট কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তির—কৃষ্ণ-দর্শন-ব্যাকুলতার উদয় হইবে না। যাহার হৃদয় বিরহে ব্যথিত, সে কখনও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। যে তাহার প্রিয়জনের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া প্রিয়জনের নাম করিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে, তাহার ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সে তখন অবিরত বিলাপকুসুমাঞ্জলি অর্পণ দ্বারা তাহার প্রিয়জনের স্মৃতিপূজা করিতে থাকে। 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামের উচ্চ-সংকীর্ত্তন তাদৃশ গভীর বিপ্রলম্ভ ভাবেরই অভিব্যঞ্জক। কীর্ত্তন দ্বারাই সহজ স্মরণ হয়, কৃত্রিমভাবে স্মরণ-প্রচেষ্টা কখনই কীর্ত্তন-পরিপোষ্টা নহে, সুতরাং "যদ্যপ্যন্যাভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনা-খ্যাভক্তিসংযোগেনৈব"—এই গোস্বামি-শাস্ত্র বিরোধী।

হে বিপ্রলম্ভ রসরসিক বৈষ্ণব ঠাকুর-গণ, হে সুধীমণ্ডল, আপনারা এই অচ্ছেদ্য-বিরহোন্মত্ত আমাকে আজ কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ চিদ্বিরহ-বিধুরতামূলে কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তি প্রদান করুন। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন নিত্যকাল বৈষ্ণবানুগত্যে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তি-বিনোদ-বিনোদন-কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকিবার সুমেধা লাভ করিয়া নিত্যকাল সুমেধা-

তাঁহার আরাধনাতেই নিযুক্ত থাকিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমোনমঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে
সংকীর্ত্তনোৎসব

বিগত ২২শে আষাঢ় ৬ই জুলাই শনিবার পরিক্ষ্ণপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রসঙ্গ পাঠ, তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ, তাঁহার প্রকট কাল ও কার্য্যাবলী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পরিশেষে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্ এবং সুমেধা-তিথি পাঠ ও হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, সেই সময় ভগবান্ অথবা তদ্ভক্তবিশেষ এ প্রপঞ্চে আগমন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। কলির প্রথম সন্ধ্যায় জীবগণের হরিবিমুখতা, পারমার্থিক চেষ্টায় আলস্য এবং অসম্পত্তি দেখিয়া করুণাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া নামপ্রেমবন্যায় সকলকে ভাসাইয়া, সকলের চৈতন্য উদ্বোধন করিয়া তাহাদের চরম শ্রেয়োবিধান করিয়াছিলেন। কাল-ক্রমে স্বার্থ-সাধনাশায় বঞ্চক ভণ্ডগণ নিরীহ প্রকৃতির জীবগণকে ভুলাইয়া শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহাদিগকে অসৎপথে পরিচালনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত করিয়াছিল। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, ন্যাড়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ নূতন নূতন মত সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মসাধনের নামে বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মকেই ধর্ম্ম নামে জগতের নিকট ধারণা করাইয়া দিয়াছিল এবং একমাত্র সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপরীত অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসাধা-রণের চক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল অসৎ ব্যক্তি-গণেরই ধর্ম্ম, উহা শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত এবং ভদ্রলোকের অনুষ্ঠেয় নহে, কেবলমাত্র নীচ প্রকৃতির লোকগণই স্বার্থাসক্তির বশে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—এইরূপ একটা কু-মন্তব্য পোষণ করাইয়া দিয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎকালে গার্হস্থ্যলীলা অভিনয় করিতেছিলেন। তিনি জগতের ঐরূপ দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। জীবগণের দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারে পুনর্ব্বার তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা জগৎকে জানাইয়া দিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তারস্বরে যে কথা করিলেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার।"

হে জীবগণ, তোমরা যাহাকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া ভুল ধারণা পোষণ করিতেছ, তাহা 'বৈষ্ণবতা' নহে। বৈষ্ণব-আচার কি, তাহা তিনি স্বরচিত জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজন-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিলেন। জৈবধর্ম্মই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তাহাই যে সনাতন ধর্ম্ম, সকল দেশের সকল পাত্রের সর্ব্বাবস্থায় যে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা তিনি 'শ্রীজৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে প্রচার করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও আচরিত ধর্ম্ম কি, তাহা তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে প্রকাশ এবং স্বয়ং আচরণ দ্বারা জানাইলেন। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, জীবের কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি আম্নায় সূত্র ও তত্ত্বসূত্রে গ্রথিত করিয়া সুধীগণের পূজা লাভ করিলেন। অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণও যাহাতে স্বধর্ম্ম-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তদিচ্ছাক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবগণকে যে অমূল্য দান করিয়াছেন, সুধীগণ তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন, মায়াবাদী, পাষণ্ডী আজ ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ধর্ম্মব্যবসাদার, কপট-বঞ্চক ভূতকণ্ঠকের দল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান জনগণ ঠাকুরের কৃপায় দুর্জ্জনগণের কাপট্য,নাট্য ধরিয়া ফেলিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমির বাস্তবসত্তা আজ সকলে ঠাকুরেরই কৃপায় বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আসল জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। ঠাকুরের সুশীতল চরণচ্ছায়ায় যাঁহারা একদিনও অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ মায়ার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাত্মার সহিত কৃষ্ণানুশীলন, আচার ও প্রচার দ্বারা জগদুদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা যেন সকল ফেলিয়া ঠাকুরের দান গ্রহণ করিতে তৎপর হই। আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয় তর্পণাদির সুযোগ পশ্বাদি যোনিতেও পাইব; কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ভবপারে গমন করিবার উপায় স্বরূপ এই নরজন্ম লাভ করিয়া ঠাকুরের কৃপায় যুক্তবৈরাগ্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।"

—শ্লোক গাহিতে গাহিতে অনায়াসে মুকুন্দচরণে নিত্য সেবা করিবার সুযোগ আর আমরা হারাইব না।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-
নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-
বরায় তে ॥"

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা
রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম,এ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীমদ্-ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রতিবৎসর বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে সমবেত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শুদ্ধভক্তবৃন্দের নেতৃ-স্বরূপে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা যিনিই রথযাত্রা দর্শন করিতে নীলা-চলে আগমন করিয়াছেন,তাঁহার সুবিদিত, কারণ পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজের সুদীর্ঘ দেহ ও ততোধিক উন্নত গম্ভীর অথচ কোমল কণ্ঠস্বর সকলেরই চিত্ত হরণ করিবার যোগ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন জগতের আত্যন্তিক কল্যাণের একমাত্র দ্বার স্বরূপ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সমগ্র জীবমাত্রেরই ইহা অবশ্য এবং একমাত্র অনন্য শ্রদ্ধার সহিত সেব্য বিষয়।

ভগবানকে দূর হইতে পূজা ও দণ্ডবৎ করিলে আত্মার সন্তোষ হয় না। ভগবান্‌কে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহাকে হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বররূপে সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বর অনন্তশক্তি-শালী, জীব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনন্তের অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভব? ভগবান্ তো আমার তোমার একচেটিয়া প্রাণনাথ নহেন? তিনি সকলের একমাত্র প্রাণনাথ। যদি তুমি আমি তাঁহাকে নিজের অন্তরে অন্যের অলক্ষিতে এবং অন্যকে বাদ দিয়া সেবা করিতে চাই, তাহা হইলে জগতের সকলের নাথ কিরূপে সে পূজা গ্রহণ করিবেন? সুতরাং বদ্ধ জীব আমরা অনুমান করি যে, জগতের নাথের প্রকৃষ্ট উপাসনা সকলের মধ্যে একজন হইয়া অনুষ্ঠেয়।

কিন্তু জীবের হৃদয় তাহা স্বীকার করে না। সে ভগবান্‌কে একচেটিয়া সেবা করিতে চায়। 'আমি তো তোমার, তুমি তো আমার; কি কাজে অপর, বলে?' ইহাই জন্মের, জন্মের আশা।

আমার প্রিয়, সকলেরই প্রিয়। কিন্তু আমার সেবা, সকলের সেবা নহে। আমি আমার ভাবে তাঁহাকে সেবা করিতে চাই, আমি চাই তিনি আমার সেবা একান্তভাবে গ্রহণ করুন, ইহার কোনরূপ অন্যথা হইলে ঐকান্তিক প্রেমের ব্যাঘাত হয়। ইহাই শ্রীমতী রাধার নিগূঢ় মনো-ভাব। ঐশ্বর্য্য শ্রীমতীর অসহনীয়। কারণ ঐশ্বর্য্য বহু গৌণ উপকরণের অপেক্ষা করে। হৃদয়ের বিনিময়ের জন্য তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই। ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব ও বিভুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐশ্বর্য্যে ভগ-বান্ স্বীয় গূঢ় মনোভাব প্রকাশ করিবার অবসর পান না।

বৃন্দাবনে ভগবানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত, সেখানে ভগবানকে কেহ প্রভু কিংবা বৃহৎ বলিয়া সম্ভ্রম করেন না। সেখানে তিনি সকলের বাক্য মাধুর্য্যা-রসে সোনত হন,পঞ্চবিধ রসকে ক্রোড়ীভূত করিয়া পূর্ণ মাধুর্য্যরস ব্রজে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ভগবানের মনো-ভাব কাহারও অজানা নাই। সকল সরল ভাবে সকলে ভগবান্‌কে সম্পূর্ণ বিশ্রম্ভভাবে সেবা করেন।

ভগবানকে এইরূপ সহজভাবে পাইতে হবে। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক স্বীয় হৃদয়-গুণ্ডিচার সম্যগ্রূপ মার্জ্জন। সুমার্জ্জিত হৃদয় ও বৃন্দাবন অভেদ। সম্পূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবানের নিত্য ব্রজলীলা উদিত হন। সেখানে আংশিকভাবে কিংবা সম্ভ্রমপূর্ণ সেবা নাই, সকলেই ভগবান্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমরূপে প্রত্যক্ষ করেন। ইহাতে সেবকদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।

জীবের সর্ব্বোত্তম সাধনা ভগবান্‌কে দূর হইতে হৃদয়-অভ্যন্তরে আনয়ন করা, কিন্তু হৃদয় ক্রীড়াশীল আনন্দময়ের লীলা স্থলী করিবার জন্য উহা হইতে পূর্ণ আনন্দের সর্ব্ব প্রকার বাধা অপসারিত করিতে হইবে। শ্রীগুণ্ডিচা সম্পূর্ণ মার্জ্জিত হইলে শ্রীভগবান্ সাধকের মনো-রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে স্বীয় বৃন্দাবন প্রকটিত করিয়া সেখানে তাঁহার সহিত নিত্য সংসার পাতিয়া বাস করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের সেবা অপার্থিব ভাবায় জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত রসিক কবি শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষা জগতের ভাষা নহে। উহা সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত লীলামৃত-ধারা। উহা তৃষ্ণার্ত্তহৃদয়ে পান করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। সর্ব্ববিধ জাগতিক বৈষম্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হইলে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর

তাহার আস্বাদিত চমৎকারিতা উপলব্ধি হয় না।

সহৃদয় পাঠক! আসুন, আমরা হৃদয়ের কপাট সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিত্য-কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত সর্ব্বোত্তম ভগবৎসেবার অমৃতময়ী ধারা নিরন্তর পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হই।

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

অর্থাৎ গোপীগণ বলিলেন, হে কমল-নাভ, সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধারণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ের সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

নরক বর্ণন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মৎকুণাদি প্রাণিগণের মনুষ্যরক্ত পান-রূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহা-দিগের বিবেক নাই, তাই উহারা অন্যের দুঃখকষ্ট জানিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য বিবেকবান্, তাহারা অন্যের বেদনা জানিতে পারে, সেইজন্যই মনুষ্যদিগের ব্রাহ্মণাদি স্বভাবানুসারে বিধি ও নিষেধপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব বিবেকী হইয়া যদি তাহারা বিবেকহীন জীবকে পীড়ন করে, তাহা হইলে সেই হিংসাজনিত পাপে পরলোকে অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, উকুন, মৎকুন, ও মক্ষিকাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাহার পীড়ন করিতে থাকে। তাহাতে তাহার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোথায়ও বিশ্রামস্থান পায় না। জীব যেমন তীর্য্যগাদি কুৎসিৎ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে। যে ব্যক্তি কোন ভোজ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি-বালবৃদ্ধকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া আপনি ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের [illegible] না করে, সে বায়সতুল্য বলিয়া বর্ণিত হয় এবং পরকালে কৃমিভোজন নামক অতিনিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষ-যোজন বিস্তৃত এক কৃমিকুণ্ড আছে। সে তাহাতে কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে। এইরূপে যে সমস্ত লোক অপরকে ভাগ না দিয়া সমগ্র বস্তুটাই নিজে ভোগ করে অথবা পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে, তাহাদের যতকাল পর্য্যন্ত সেই পাপক্ষয় না হয়, তত-কাল পর্য্যন্ত তাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব-স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।

ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট উপ-স্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিম্বা অপর ব্যক্তির হিরণ্যরত্নাদি ধন চৌর্য্যবৃত্তি কিম্বা বল-প্রয়োগ করিয়া অপহরণ করে, পরলোকে যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাড়াশী দ্বারা তাহার ত্বক ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

আবার ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে কিংবা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ অথবা স্ত্রীকে তপ্তসূর্ম্মী নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত-লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে সেইরূপ পুরুষ মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতেও অভি-গমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরকে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক বজ্রতুল্য। যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল রাজপুরুষ সৎকুল-জাত হইয়াও ধর্ম্মসেতু ভেদ করে, সেই সকল ব্যক্তি অবমানিত হইয়া পরলোকে বৈতরণী নদীতে নিপাতিত হয়, ঐ নদী নর-কের পরিখা স্বরূপ, তাহাতে যে সকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ অথবা প্রাণ বহির্গত হয় না। নিজের পাপজনিত কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসাবাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে সকল লোক এই সংসারে শূদ্রাপতি হইয়া শৌচাচার ও নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জাবিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছা-চার করে, মৃত্যুর পরে তাহারা পূয়োদ নামক নরকের পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা এবং লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেই সকল অতিঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে।

ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যে সকল লোক কুকুর এবং গর্দ্দভপালক হইয়া তাহারা বিহিতকাল ব্যতীত অসময়েও মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং পশু হনন করে, মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাদিগকে প্রাণনিরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে।

যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশুবধ করে, পরলোকে তাহারা বৈশস নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া থাকে।

ইহলোকে যে দ্বিজ কামান্ধ হইয়া তাহার সবর্ণা ভার্য্যাকে বশীকরণার্থ বীর্য্য শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতগণ তাহাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করে, তথায় শুক্রনদীর মধ্যে তাহাকে শুক্র পান করায়।

কুরুক্ষেত্রসমাচার

(প্রাপ্তপত্র)

কুরুক্ষেত্র ৮।৭।২৯

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ-মন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মহাপ্রভুর ঘরে জয়েন্ট বসান' হইতেছে। বারান্দার জন্য কড়িকাঠের কড়ি প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরায়ের নিয়মিতভাবে অর্চ্চন ভোগরাগ ও পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে।

অদ্য গুরুকুল-নিবাসী শ্রীব্রহ্মদেব ব্রহ্মচারী এখানে আসিয়াছিলেন। কয়েক ঘণ্টা হরিকথা আলোচনা করিয়া কিছু প্রসাদ সম্মানান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

বিরহমহোৎসব
শ্রীপরমহংস মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নৈমিষারণ্য ২৩।৩।৩৬

শ্রীশ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে গত ২২শে আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ মহোৎসব সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দজী সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-বিলাসজীর মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। শ্রীভাগবত পাঠশালার বালকগণের স্তোত্র-পাঠ শ্রবণে ও সেবা-চেষ্টা দেখিয়া সমবেত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া-ছেন এবং সকলে একবাক্যে সমস্বরে শ্রীপরমহংস মঠ ও ভাগবত-পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কাশী, ২৪।৩।৩৬

গত ২২শে আষাঢ় শনিবার অত্রস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীসৎসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎ-সব বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীগ্রন্থ-পাঠ-কীর্ত্তন ও নানাবিচিত্রভোগার্পণ মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভবতারণ রায় চৌধুরী কবিরাজ, প্রিয়নাথ দে, ব্রজহরি দে চৌধুরী, হরিপদ মল্লিক, দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সুধাংশুমার নিয়োগী, যোগেন্দ্রনাথ হালদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, সুধীরকুমার মৈত্র, তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী, অজিত কুমার দাস প্রভৃতি কাশীবাসী বিশিষ্টজনগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। কলিকাতার আগন্তুক ভদ্রলোক ৬ জন ছিলেন, এতদ্ভিন্ন ভদ্র-মহিলা ২৫।৩০ জন ছিলেন।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের অমায়িক ব্যবহারে, যত্নে ও আগ্রহে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ-হরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জন-গণ সকলেই শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের জয়গানের সহিত নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গান করিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন— শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী কাশীধামে আবার সনাতন-শিক্ষা-পীঠ স্থাপিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আবার কাশীধামে প্রেমবন্যা আনয়ন করিতেছেন।

ব্রাহ্মণপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

পোঃ মাজু হাবড়া

গত ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬ শনিবার শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, ঠাকুরের গুণাবলী কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে সু সম্পন্ন হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিবিনোদ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের বিনম্র ব্যবহার ও আদর আপ্যায়ন এবং ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর দর্শন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনে সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ভিঃপিঃ লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ভিঃপিঃ ৩।০ বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৴০।
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৵০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৶
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যত্রয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৷৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিদ্ধে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৴
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	২৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings.

Annual Subscription payable in advance. *Indian* Rs 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সম্যগ্ভাবে আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬

নরক বর্ণন

(৩)

ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, পরগৃহে অগ্নি দেয়, অথবা পরপ্রাণ বিনাশার্থ বিষ প্রদান করে, কিম্বা যে সকল রাজা বা রাজদূত গ্রামবাসী বা বণিগ্‌গণকে হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহারা সারমেয়াদন নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় ৭২০ সংখ্যক কুকুর তাহাদের বজ্রতুল্য দংষ্ট্রা দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই সকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্যপ্রদান সময়ে বা ক্রয়বিক্রয়কালে কিম্বা দান সময়ে কোনপ্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে শতযোজন উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া অবীচিমৎ নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোন অবলম্বন নাই। প্রস্তর-পৃষ্ঠস্থল—জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ জলে বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই, এইজন্যই উহাকে অবীচি বলে। উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে; কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমানুচরগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ প্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে,—এইরূপে নানা যাতনা প্রদান করিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল বা ব্রাহ্মণী সুরা পান করে, কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া, অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদবশতঃ সোমপান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে অয়ঃপান নামক নরকে লইয়া গিয়া পদদ্বারা তাহাদের বক্ষস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ সংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে।

এই সংসারে যে আত্মসম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কারপূর্ব্বক তদপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদি পদবীতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুমানন করে না, সে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃতাবৎ হইয়া থাকে, আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুখ করিয়া ক্ষারকর্দ্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

ইহ সংসারে যে সকল পুরুষ হত্যালক্ষণ যজ্ঞ দ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া নররূপী পশু ও স্ত্রীগণকে ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেইসকল হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া ঘাতকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। ইহলোকে পুরুষমেধযজ্ঞকারী ব্যক্তি যেমন নররূপী পশুর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে থাকে, সেই সকল হিংসিত পশুও সেইরূপ পরলোকে হিংসাকারীর রক্তপান করিয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল নিরপরাধ পশু জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সকল নিরীহ প্রাণীকে যাহারা নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল অথবা সূত্রাদিতে বিদ্ধ করে, এবং ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয়, তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক হইতে কঙ্ক, বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যমযাতনায় অস্থির হইয়া তখন তাহারা স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে।

যে সকল মনুষ্য ইহলোকে সর্পাদি খলস্বভাব প্রাণীর ন্যায় ক্রোধপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। তথায় পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূকগণ উহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।

যে সকল লোক ইহলোকে প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, গোলা বা তুষানল এবং গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পরিপীড়ন করে, তাহারা পরলোকে অবটনিরোধন নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় ঐরূপ অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূমদ্বারা শ্বাসরোধজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে অতিথি অভ্যাগত দেখিলে বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা পর্য্যাবর্ত্তন নামক নরকে পতিত হয়, তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

যে ব্যক্তি ইহলোকে ধনমদে মত্ত হইয়া আমি শ্রেষ্ঠ—এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়, ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও সন্দিগ্ধমনা হয়, ধনক্ষয়-ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, সুতরাং কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, পিশাচের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষামাত্র করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি ঐ প্রকার অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ করায় পাপে পরলোকে সূচীমুখ নামক নরকে নিপতিত হয়। যমদূতগণ তথায় ঐ ধনপিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে।

যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক আছে। যে সমস্ত অধার্ম্মিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হইল, অথবা যাহা হয় নাই, তাহারা সকলেই ঐ সকল নরক ভোগ করে, আর যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা স্বর্গাদি পুণ্যময় লোকে গমন করে, কিন্তু পাপ বা পুণ্য শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, অথবা একবারও ভগবানের নাম শ্রবণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ সকল নরকের দর্শন হওয়া ত' দূরের কথা, স্বপ্নেও যমরাজ অথবা যমদূতগণের দর্শন লাভ ঘটে না। পরন্তু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে নিত্য অবস্থিতি হইয়া থাকে।

পদ্মা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে পদ্মানাম্নী একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্! অষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার্থ আমার ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—হে মুনিবর! তুমি বৈষ্ণব, অতএব উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। পৃথিবীতে শ্রীহরিবাসর অপেক্ষা পবিত্র কিছুই বিদ্যমান নাই। সর্ব্বপাপের ধ্বংস সাধন করিতে তাহার পালন করা আবশ্যক। অতএব আমি তোমার নিকট ঐ শুক্লা একাদশীর ব্রত বিষয় উপদেশ দিতেছি। একাদশীর ব্রত-পবিত্র, পাপনাশক ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। পৃথিবীতে যে সকল মানব ইহার পালন না করে, তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে সিতা একাদশী পদ্মা নামে বিখ্যাতা। হৃষীকেশের প্রীতির নিমিত্ত ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য এতৎ সম্বন্ধে পুরাণপ্রসিদ্ধা পাপনাশিকা কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্য-বংশে রাজর্ষি মান্ধাতা সত্যসন্ধ, প্রতাপশালী, চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌ থাকিয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, আধি, ব্যাধি ছিল না। প্রজাগণ নির্ভয় ও সমৃদ্ধিমান্ ছিল। সেই রাজার ধনাগারে কোন প্রকার অন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত স্থান পায় নাই।

এই প্রকারে রাজ্য পালন করিতে করিতে সেই নৃপতির বহু বৎসর গত হইল। অনন্তর কোন সময়ে অজ্ঞাত পাপসম্পর্কে তদীয় রাষ্ট্রে মেঘগণ তিনবৎসর আদৌ বারিবর্ষণ করিল না। প্রজাগণ ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অতীব ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। তদীয় দেশগুলিতে শস্যাভাব, হেতু যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তৎকালে প্রজাসমূহ নৃপসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—"পুরাণসমূহে জলকে 'নার' শব্দে বলা হইয়া থাকে। ইহা ভগবানের আশ্রয় বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। পর্জ্জন্যরূপী ভগবান্ সর্ব্ব স্থানে গমন পূর্ব্বক বৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং তৎফলে প্রজাগণের উদ্ভব ও বৃদ্ধ্যাদি সাধিত হয়। হে নরপতে! সেই জলের অভাবে সমুদয় প্রজা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে যোগক্ষেম বিদ্যমান হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম সমাধান করুন।"

নৃপতি কহিলেন—তোমরা যথার্থই বলিয়াছ। অন্নই ব্রহ্মময়, তাহাতে চরাচর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। অন্ন হইতে প্রাণিগণ জাত হয় এবং পুরাণ-সমূহে ও লোকপ্রসিদ্ধিতে অন্ন-দ্বারা জগতের বিদ্যমানতা প্রথিত আছে। নৃপগণের অসদ্ব্যবহারে প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে। কিন্তু বহু চিন্তা দ্বারাও আমি আত্মকৃত দোষ দর্শন করিতেছি না। তথাপি প্রজাগণের মঙ্গলার্থ যথাসাধ্য যত্ন করিব।

রাজা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া যথাপরিমাণ সৈন্যাদির সহিত ভগবান্‌কে নমস্কার পূর্ব্বক গভীর অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় তপঃপরায়ণ মুনিগণের আশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাঁহার ব্রহ্মতুল্য অঙ্গকান্তি দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া বাহন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তদীয় চরণে নমস্কার করিলেন। মুনি স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া রাজার রাজ্যের সপ্তাঙ্গের কুশল প্রশ্ন করিলেন। রাজা কুশল নিবেদনান্তে মুনি কর্ত্তৃক আগমন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—ভগবন্! আমি যথাধর্ম্ম পৃথিবী পালন করিতে থাকিলেও অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। সংশয় ছেদন করিতে ভগবৎসমীপে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে প্রজাগণের সুখ হয়, তাহার বিধান করুন।

ঋষি বলিলেন—এই সত্যযুগ সকল যুগের শ্রেষ্ঠ। এই যুগে সমগ্র পৃথিবী ব্রহ্মময়ী এবং ধর্ম্ম চতুষ্পাদে বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণগণ এই যুগে তপোনিষ্ঠ। কিন্তু হে নৃপতে! তোমার রাজ্যে কোনও বৃষল

তপস্যা করিতেছে। তাহার অকর্ত্তব্য সাধন-হেতু মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে না। এক্ষণে তাহার বধার্থ যত্ন করুন, তাহাতে সমস্ত দোষ প্রশমিত হইবে।

নরপতি বলিলেন—আমি এই নিরপরাধ তপস্বীকে বধ করিব না। অতএব এই উপসর্গের বিনাশক কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন।

ঋষি বলিলেন—যদি তাহাই হয়, তবে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয়া পদ্মানাম্নী একাদশীর ব্রত পালন কর। তৎপ্রভাবে নিঃসন্দেহ বৃষ্টি উপস্থিত হইবে। হে নৃপ, ইনিই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা এবং সকল উপদ্রবের নাশিকা। সুতরাং সপরিজনে প্রজাগণের সহিত ইহার ব্রত পালন কর।

মুনির এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা স্বপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আষাঢ় মাসে সমস্ত প্রজাবর্গ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের সহিত পদ্মাব্রত ধারণ করিলেন। এই ব্রত কারণে মেঘ বারিবর্ষণ করায় পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া প্রচুর শস্যশালিনী হইল। হৃষীকেশের প্রসাদে মানবগণ সুখ প্রাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই উপাখ্যান বলিয়া আরও বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! এই একাদশী শয়নী নামে বিখ্যাতা। বিষ্ণুর অনুগ্রহলাভার্থ মানবগণের ইহাতে শ্রীবিষ্ণুর শয়নবিধি পালন করা উচিত। এই দিবস হইতে চাতুর্ম্মাস্য নামক প্রধান মুক্তিপ্রদ শ্রেষ্ঠ ব্রতের আরম্ভ হইয়া থাকে। শয়ন ও চাতুর্ম্মাস্য বিধান প্রবন্ধান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

রূপের বড়াই কেন?

ইহ জগতে আমরা যখন হইতে ভোগের নেশায় প্রমত্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করি, তখন হইতেই পুরুষনারী, সুশ্রী-বিশ্রী-কুশ্রী সকলেই আপনাপন রূপের ডালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকি। প্রত্যেকেই মনে ভাবি, কতই না রূপবান! অদ্বিতীয় রূপ আমার। মুকুরের সাহায্যে যদিও স্বীয় রূপ-ডালা দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, তবুও সে সব ভুলিয়া মনে করি, সকলেই যেন আমার রূপ-মাধুরী দর্শন করে, সেই হিসাবে দিনরাত শরীরের সাজ-গোজেই ব্যস্ত থাকি। আমার রূপখানা দেখিয়া যেন সকলেই মুগ্ধ হয়, দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। হায়রে রূপের বাহার দেখে কে! নিজের রূপ নিজে দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানার স্থলে আট আটে (৮×৮=৬৪) চৌষট্টি খানা হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

এই রূপের ডালা পূর্ণ রাখিবার নিমিত্ত কতই না কৃত্রিম চেষ্টা আমরা করি—দাঁতে মাজন, জ্রতে অঞ্জন, চুলে কলপ, বস্ত্রালঙ্কারে নব্য বাবহারে অভ্যস্ত, কি জানি প্রাচীন সাজ-পোষাকে রূপটী খোলে না। আবার দন্তগুলি অস্থ হইলে সোনার, রূপার, পাথরের দাঁত সংযোগ, কারণ চুল পাকিলে দাঁত পড়িলে লোকে যদি বুড়া-বুড়ী বলে? হায়রে! কত কি কৌশল অবলম্বন করিয়া রূপের হাটে রূপের প্রদর্শনীতে রূপের ডালাটি সাজাইয়া রাখিতে চাই। যে রূপের বাহার জোয়ারের জলের ন্যায় "এ'লো তো গেলো" সেই রূপরাশি রক্ষার চেষ্টায় নিজ-ভোগ-তৎপরতায় আজীবন কাটিয়া গেল। "মিছে নিদ বশে গেলরে রাতি, দিবস শরীর-সাজে।" আমরা মদ, গাঁজা, ভাং, আফিং আদি নেশাখোরদিগকে মাতাল বলি, কিন্তু দর্প, বিদ্যা, রূপ ও ধন-মদ-মাতালে যে জগৎ জুড়িয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করি কোথায়? কেই বা লক্ষ্য করিবে? আমরা প্রত্যেকেই যে অল্প-বিস্তর কোনও না কোন মদে মাতাল। অবশ্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার্থে ধর্ম, বিদ্যা, রূপ ও ধন বর্দ্ধনের চেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়, নিজের জন্য নহে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন-

রূপের গৌরব কেন ভাই?
অনিত্য এ কলেবর,
কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে
আঁখি স্পন্দহীন রবে,
চিতার আগুনে হবে ছাই॥
যে মুখ-সৌন্দর্য্য হের,
দর্পণেতে নিরন্তর,
শৃগাল-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর,
যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন॥
দারাসুত বন্ধু সবে,
শ্মশানে তোমারে লবে,
দগ্ধ করি গৃহেতে আসিবে।
তুমি কার কে তোমার
এবে বুঝ দেখ সার,
দেহনাশ অবশ্য ঘটিবে॥
সুনিত্য মঙ্গল চাও,
হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন,
কর কৃষ্ণ আরাধন,
সেবকের আশ্রয় তাই।

"ধনমদ নিতান্ত অসার"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

দেহধারী জীব, বিশেষতঃ মানব জাতির সংসারে থাকিতে হইলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থে প্রত্যেকেরই ধনের প্রয়োজন। কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু এ প্রয়োজন জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যত টুকু প্রয়োজন, তত টুকুই। অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া আমরা নানাবিধ প্রয়োজনের আবাহন করি বলিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনাগম হইলেই ধনের অনুগামী অহঙ্কাররূপ মত্তত্ব আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাতে মনুষ্যের বুদ্ধির উদ্রেক হওয়ায়, নানাবিধ অনর্থের উদ্রেক হয়। তখন বাস্তব অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনে, ধন বা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিনা বলিয়া সেই ধন বা অর্থই অনর্থের জনক হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তেমন অনর্থোৎপাদক অর্থকেই "অধন" আখ্যা দিয়া থাকেন। একরূপ অধনের ধান্দাই আমরা আমাদিগের যাবতীয় বল বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছি। তাহাতে বাস্তব ধন হইতে বহু যোজন দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছি।

অভিমান যে ধনের অনুগামী, তাহা একটী কিংবদন্তীতে শোনা যায়—কোন সময় কোন রাস্তা দিয়া একটী ঐরাবত চলিতেছিল, হঠাৎ একটী ভেক সেই ঐরাবতের গায়ের দিয়া একটা পদাঘাতের ন্যায় সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল। ঐরাবতের উপরে আরোহীদিগের মধ্যে একজন জ্যোতিষ ছিলেন, তিনি ঘটনা দৃষ্টে প্রকাশ করিলেন—"এই ভেকের নিশ্চয় টাকা আছে, তাই ভেক হইয়া প্রকাণ্ড হস্তীকেও পদাঘাত করিতে একটুকু ইতস্ততঃ বোধ করে নাই।" অনুসন্ধানে জানা গেল, ঠিক কথা, একটী টাকার উপরেই ভেকটি শয়ন করিয়া থাকে। পরে টাকাটি সরাইয়া লওয়া হইলে দেখা গেল পরের দিনই ভেকটী টাকার শোকে সেই স্থানে মরিয়া রহিয়াছে।"

সেই প্রকার মুকুন্দসেবাবিহীন জন মাত্রেই ধনাভিমানে মত্ত, যাঁহারা দাতা নামে পরিচিত, তাঁহারাও ধনে স্বীয় স্বত্ব রাখিয়াছে অভিমান করেন ও দান-শৌণ্ড পর্য্যায়ে লিপ্ত হইতে প্রয়াস করেন।

মুকুন্দ-সেবা-বিহীন জন মাত্রেই হিতাহিত সংজ্ঞাহীন। তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য শাস্ত্রে গাহিয়াছেন—তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"
(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

"মনরে ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এদেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার॥
বিস্তার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥
যদি থাকে বহুধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
(ধনদ্বারা) বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা কৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হয়ে সদাচার॥

কেন কর বিদ্যার গৌরব?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা জড়াভিনিবেশে শিল্প চাতুর্য্যের নিয়মে বিবিধ-বিদ্যা বা অক্ষর রচনা ও বর্ণ-শিক্ষায় বর্ণ যোজন দ্বারা কতকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহার বড়াই লইয়াই বিদ্যার বড়াই করি। বাস্তব বিদ্যা-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ় তাৎপর্য্য যাহা, তাহার বিন্দু-বিসর্গও স্পর্শ করিতে সমর্থ হই নাই। অবশ্য এই সকল ভাষার সাহায্যে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র কপচাইতে যে অসুবিধা হয়, তাহা নহে। কিন্তু অজ্ঞতা নিবন্ধন শাস্ত্রীয় কোন শব্দেরই বাস্তব তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিতেছি না। প্রাকৃতিক যশঃ মান সম্ভ্রম লাভে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে না বটে, অথচ জড়-বিদ্যাভিমানে আমাকে মহা-রৌরবে নিক্ষেপ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। আমার অজ্ঞতা-নিবন্ধন তাহা ধরিতে পারিতেছি না। কেহ ধরিয়া দিলেও তাহা আমার জন্য নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি। আমাকে সাবধান করিবার নিমিত্তই বৈষ্ণব মহাজন পুনঃ পুনঃ গাহিতেছেন—

"দেখ চিন্তা করি,
যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ প্রতি অনুরক্তি
সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তার
কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে
কৃষ্ণ-রতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জানি সব॥

"ভক্তিশূন্য বাক্য যাঁ'র,
সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণ-প্রিয়া
কৃষ্ণ-ভক্তি তাঁর হিয়া,
সেবকের সেই সে বৈভব॥"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমুখে কেশব কাশ্মীরি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকেও উপদেশ করিয়াছিলেন—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥"

ভিক্ষা কেন করব?

(শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

গৌড়ীয় মঠের যেন সবই উল্টা, এমন জগৎ ছাড়া ব্যাপার কোথাও দেখি নাই। একি ব্যাপার, আমি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক দু' দশ জনে মানে, চিনে—আমি কিনা ভিক্ষা করব? না হয় উঁহাদের কথাগুলি ভাল লাগায় উঁহাদের নিকট আসিয়াছি তা' বলে ভিক্ষা কেন করব? ভিক্ষার উদ্দেশ্য ত উদর ভরণ—তার কি আর অন্য উপায় নাই? যদি বলেন, বাইরের কাজ ক'রলে হবে না, তা মঠে বসিয়াও ত অনেক কাজ করতে পারা যায়। আমি একজন সমর্থবান পুরুষ না পারি কি—অবশ্য রৌদ্রে খাটা অভ্যাস নাই, তা দু-দিন খাটলেই অভ্যাস হয়। আর রোদে খাটা না ত কি, হট হট করে এর দুয়ারে, তার দুয়ারে বেলা ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ান বুঝি ছাড়াতে হয়? ভিক্ষা ছাড়া সব করতে প্রস্তুত আছি, এমন কি মেথরের কাজ পর্য্যন্ত, কিন্তু ও কিছুতেই নহে—আমাকে ভিক্ষা করতেই হবে। আমি বলিলাম—আমি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনি তাহা ত আমি মঠে বসিয়া চরকা কাটিয়া বা অন্য কোন কুটীর শিল্প দ্বারা অনায়াসে উহা অপেক্ষা বেশীও উপায় করতে পারি, অথচ এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত ব্যাপারটী করিতে হয় না,—তা কিছুতেই রাজী নহে, আমাকে ভিক্ষা করতেই হবে। অবশ্য ভিক্ষা কি আর জীবনে করি নাই, তা অনেক করেছি, সে যে দশের বা দেশের জন্য তা হ'তে লোকে সম্মানই করে বাহবা দেয়, আর এ যে ঘৃণিত উদর ভরণের জন্য, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারা যায় না—বলুন তো কোন ভদ্র-লোকের ছেলে ইহাতে প্রস্তুত আছে? এইরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া যখন মঠ হইতে পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছি, তখন না জানি আমার পূর্ব্বার্জ্জিত কোন্ সুকৃতি-ফলে হঠাৎ একদিন মনে হইল, এ মঠে আমিই যে, একমাত্র শিক্ষিত ভদ্র-লোকের ছেলে আছি এমত ত নহে, আমা অপেক্ষা আরও উচ্চ শিক্ষিত অনেক ভদ্র-লোকের ছেলে ত রয়েছেন, তাঁরা ত দেখছি—আমার মত এরূপ অস্থির চিত্ত নন্ বেশ নির্ব্বিষ্ট-চিত্তে ভিক্ষাদি কার্য্য করিতেছেন, আমিই বা কেন এমন অশান্ত হইতেছি। যখন প্রভুপাদের ইহাই আদেশ তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে, নচেৎ এমন কার্য্যের তিনি কখন অনুমোদন করিতেন না। এই চিন্তাস্রোত যখন আমার হৃদয়ে আসিল, তখন উহা একটু শান্ত ভাব ধারণ করিল ও তারপর প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণের সহিত ভিক্ষায় বাহির হইয়া ভিক্ষার যে চমৎকারিতা ও উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা আজ পাঠক মহোদয়গণের সমীপে একটু আধটু নিবেদন করার এ অধমের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অবশ্য যোগ্যতা অভাবে আমা হেন মূর্খের ভিক্ষার সম্পূর্ণ উপাদেয়তা প্রকাশ অসম্ভব, তবে শ্রীগুরুদেব যে টুকু বলান তাহাই বলিতে প্রয়াস পাইব।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আমরা যে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকি—যে মহাপ্রভুর শিক্ষা-হরিভজন করিতে হইলে উপরোক্ত-গুণ-চতুষ্টয়ের অধিকারী হইতে হয়। অত-এব হে হরি ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ, ভিক্ষা ছাড়া ঐ গুণগুলি অর্জ্জন করিবার অন্য উপায় কিছু আছে কি? বোধ হয় নাই। যদি থাকে "নদীয়া প্রকাশে" জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব ও অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিব। তবে যদি বলেন—গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের ঐ গুণগুলি আছে কি না, তাহা প্রবন্ধান্তরে বিচার করা যাইবে, উপস্থিত বক্তব্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিলে ঐ গুণচতুষ্টয় লাভ করা যায় কি, না। আমি ত আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে অন্য উপায় দেখিতেছি না। এখন বিবেচ্য, ভিক্ষা দ্বারা ঐ গুণগুলি আমরা কি উপায়ে অর্জ্জন করিয়া থাকি। গুণ কয়টী কি,—(১) তৃণের মত সুনীচ (২) তরুর মত সহিষ্ণুতা (৩) অমানী (৪) মানদত্ব অর্থাৎ আমা অপেক্ষা সকলেই মানী।

আমার যখন ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়, তখন ভদ্র, ইতর, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের কাছেই যাইতে হয়, কিন্তু আমার মত দীর্ঘকায়, হস্তপদবিশিষ্ট, সমর্থবান্ ব্যক্তি যখন ভিক্ষার্থী হইয়া কাহারও দরজায় উপস্থিত হয় তখন তাহাকে তাঁহারা কিরূপ সম্মানের সহিত আদর অভ্যর্থনা করেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তা'হলে এখন বলুন দেখি, আমাকে কত-খানি হারাইয়া ফেলিলে, কতখানি অমানী ভাবিলে, কতটা সহ্যগুণ থাকিলে, অপরকে কতটা মানদ ভাবিতে পারিলে এবং আমার নিজ প্রভুর আদেশে কতটা নির্ভরতা থাকিলে এইরূপ সর্ব্বসাধারণের ঘৃণার ও উপেক্ষার পাত্র হইয়া তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করা যায়—অবশ্য একদিনে যদি আমি সর্ব্বগুণাধার হইতে পারিতাম তা'হলে দ্বিতীয় দিন শ্রীগুরুদেব আর পাঠাইতেন না, কিন্তু এই গুণগুলি একদিনে আসিবার নয় বলিয়া, প্রতিদিন নূতন নূতন জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য আমাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়। ভিক্ষার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, ভিক্ষাচ্ছলে গৃহস্থদের বাটীতে যাইয়া ভগবদ্-বিষয় আলোচনা করা ও তাঁহাদেরও হরি-ভজনই যে জীবনের একমাত্র কৃত্য তাহা উপলব্ধি করান। অবশ্য এভারটী যাহারা অনর্থমুক্ত তাঁহাদের উপরেই আছে, আমার মত অধমের উপর নাই। আমার ভিক্ষায় বাহির হওয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন অর্থাৎ গুরুসেবা—আমার সেবা-প্রবৃত্তির পরীক্ষা। আর যখন গুরু-সেবা করিব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিয়াছি, তখন 'ভিক্ষা করব কেন' বলিলে কি সে অঙ্গীকার রক্ষা হইবে? অতএব আমাকে ভিক্ষা করিতেই হইবে এবং যদি নিষ্কপটে করি তা'হলে উহার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব। ধন্য শ্রীগুরুদেব, ধন্য তব মহিমা, এ অধম পাষণ্ডের পাষণ্ডতা তুমি যেন চিরদিন এইরূপ দৃঢ়তার সহিত চূর্ণ করিতে থেকো, কখনও যেন ঢিল না হয়, এ দীন দাসানুদাসের ইহাই একমাত্র কাতর প্রার্থনা।

ভিক্ষা দ্বারা ভিক্ষাদাতাগণের যেরূপ নিত্য মঙ্গল সাধিত করা হয় ৯৯ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে মদ্‌লিখিত "ভিক্ষা" প্রবন্ধ পাঠে আশা করি আপনারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিরাট্ বিরহ-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা
১২।৭।২৯।

বিগত ২২শে আষাঢ় শনিবার অত্রস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক 'সুমেধ্যাতিথি' বা বিরহ মহোৎসব পরম ভাগবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকালে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের অরুণোদয় কীর্ত্তনসমাপনান্তে লায়েকডিহি নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত পটলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডুমুর-কোন্দা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল গোস্বামী মহাশয় তানলয়-সংযুক্ত কীর্ত্তনে উৎসবে সমাগত সুধীমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ধানবাদের রেলওয়ে ইন্‌স্পেক্টার, ধানবাদের এ-এস-এম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, কালকাতানের এ-এস-এম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ অধিকারী ও তত্রস্থ স্কুলের হেডমাষ্টার এবং হেড-পণ্ডিত মহাশয়, চিরকুণ্ডা হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুহ বি, এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই ও নির্শাচটি নিবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ চন্দ মহোদয় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ লোকও অনেক ছিলেন। প্রায় ৪৫ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে মহানাম সংকীর্ত্তনের পর ভক্তগণ নানা বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদ মুহুর্মুহুঃ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গানে সমস্ত মঠ মুখরিত হয়। পরে বেলা ১॥ হইতে ৬॥টা পর্য্যন্ত ৫ ঘণ্টা কাল যাবৎ শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যপূর্ণ প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার মুখে আচার-বৈশিষ্ট্য তথা সুমেধ্যাতিথি মাহাত্ম্য ও তদারাধনার আবশ্যকতা কীর্ত্তন-মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগত্যে নামাপরাধশূন্য নামসংকীর্ত্তনই যে কলির একমাত্র পরম উপায়, উহাই যে জীবের একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাহা অত্যন্ত আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্বলোক-চিত্তাকর্ষণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা দর্শনে আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইয়া শত কণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর কাল-কাতানের ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় সুললিত কণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহোৎ-সবোপলক্ষে লিখিত গীত ও স্তোত্র সুর-তানলয় সংযুক্ত করিয়া কীর্ত্তন করেন। রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পর সমবেত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভুর আদর আপ্যায়নে ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন শ্রবণে উৎসবে সমাগত সজ্জনগণ সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ এবং স্বভাবতঃ অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। ইচ্ছাময় চৈতন্যই বস্তু, শক্তি তাঁহার ধর্ম্ম সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নহে। পর তত্ত্ব-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী—এই চিচ্ছক্তিত্রয়ের শক্তি-মত্তত্ত্ব, তিনিই অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত পুরুষ। শক্তিই বিভু-চৈতন্যের বৈভব। অনন্ত-বৈভবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বয় তত্ত্ব। আমরা ইতঃপূর্ব্বে 'পরমার্থ-তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি যে, 'ব্রহ্ম' শ্রীকৃষ্ণের প্রভা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত আংশিক তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন, পূর্ণ-চৈতন্য ইচ্ছাময় পুরুষ, এবং সর্ব্বদা সত্তা-সম্বন্ধ।

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা

শ্রীভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যাহাতে অঙ্গগুলি যুক্ত থাকে তাহাকেই অঙ্গী বলা হয়, যেমন বৃক্ষ অঙ্গী, তাহার শাখা প্রশাখা অঙ্গ; শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ। ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী, অপর গুণ-সমূহ অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ। যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃ-স্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গকিরণরূপে প্রতীয়মান, কারণ উহারা গুণের গুণ,—স্বয়ং গুণ নহে। নির্ব্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নহেন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অর্থাৎ প্রকাশ গুণ স্বয়ং সিদ্ধ-তত্ত্ব নহে—আশ্রয় স্বরূপাশ্রিত গুণ-বিশেষ।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য—এই গুণদ্বয়-ব্যাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান্ এক অংশ হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণ, যথা—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
(বৃহদারণ্যক ৫।১)

অর্থাৎ ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিত) পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হন। লীলাপুষ্টির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণ-স্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ অবতারী অবশেষ-রূপে বর্ত্তমান থাকেন, কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।

অতএব পূর্ণ স্বরূপ, জগৎ-প্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা, কারণোদক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায়িরূপে তিনি ত্রিরূপধৃক্ চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী কারণ-সমুদ্র বা বিরজা; তাহাতে স্থিত হইয়া ভগবদংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়া দ্বারা সৃষ্টি করাইয়াছেন। যথা—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
(গীতা ৯।১০)

বেদ-বাক্য—"স ঐক্ষত" (ঐত ১।১), "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐত ১।১।২)

মায়া-প্রবিষ্ট ঈক্ষণ শক্তিই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণ পরমাণুসমূহই বদ্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব—একত্রাবস্থান অবস্থায় "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবচননির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা ও জীব—এই দুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ পক্ষী কর্ম্মফলদাতা এবং জীবরূপ পক্ষী ফল-ভোক্তা।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্ব

ভগবান্ সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যপর-ও মাধুর্য্যপর। ঐশ্বর্য্যপর প্রকাশে তিনি মহাবিষ্ণুর অংশী পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ, ঐশ্বর্য্য-বিলাসে ভগবৎ-তত্ত্ব নারায়ণ ভাবে পরিলক্ষিত। মাধুর্য্যপর প্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমুদয় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। মাধুর্য্য তাঁহাতে এত প্রবল যে, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেখানে মাধুর্য্যের মধুর-কিরণে আচ্ছাদিত, সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণে ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাস্বাদনস্থলে সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ং রস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ত্ব। অতএব বেদ বলেন—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ
পথিভিশ্চরন্তম্।
সধ্রীচীঃ স বিষূচির্বসান আবরীবর্ত্তি-
ভুবনেষন্তঃ॥
(ঋগ্বেদ ১.২২।১৬৪.৩১)

দেখিলাম এক গোপবালক, তাঁহার কখনও পতন নাই। তিনি কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা পথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ বিশ্বসংসারে প্রকটাপ্রকট লীলা বিস্তার করিতেছেন। (পাঠক-বর্গকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই গোপবালকই শ্রীকৃষ্ণ)

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে (ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-স্বরূপ শক্তির নাম শবল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রপাত্তক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সার-ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যাম-সুন্দরে প্রপন্ন হই।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ যে আর কেহ নাই তাহা তিনি স্বয়ং স্বমুখে "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গীতি ৭।৭)—এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-বেদ-প্রতিপাদ্য-তত্ত্ব তৎসম্বন্ধে তিনি গীতায় বলিতেছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি-জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
(গীঃ ১৫।১৫)

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। আমা হইতে জীবের কর্ম্ম-ফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগম ঘটিয়া থাকে। আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্ সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা বেদান্তবিৎ।

গোপাল তাপনীতে (পূর্ব্ব ২১) উক্ত হইয়াছে "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য। তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণই যে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ, তিনিই যে স্বয়ং অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব-কারণের কারণ তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা (৫।১) বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণ-কারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ তৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮) বলিতেছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী

অসক্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ
পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা
তপস্বিনী॥

অর্থাৎ তস্কর চৌর্য্যকার্য্যে অক্ষম হইলে 'সাধু' হয়, রমণী রূপহীনা হইলে 'পতিব্রতা' হয়, মনুষ্য রোগী হইলে 'দেবতার প্রতি ভক্তিমান্' হয় এবং বেশ্যা বৃদ্ধা হইলেই 'ধর্ম্মানুরাগিণী' হইয়া থাকে।

'বেশ্যা অর্থ—বেশ-ভ্রাপ, অর্থাৎ যে বেশ-ভূষাদিতে আসক্ত অথবা বেশ-ভূষাদি দ্বারা অন্যকে মুগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ বারনারী। বেশ্যার অপর একটী নাম—রূপাজীবা।

বেশ-ভূষাতে আসক্তি সকলেরই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া গেলেও 'বেশ্যা' শব্দে বারনারীকেই উদ্দেশ করে। উহা-দের কার্য্য নিজ রক্ত-মাংসাস্থিময় শরীরকে নানারূপে সাজাইয়া, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করা এবং তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ ও অর্থ-সংগ্রহ করা। এইরূপে যৌবনকাল ও প্রৌঢ়াবস্থা অতীত করিয়া যখন কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন ইহকাল, পরকাল চিন্তা করিবার কতকটা অভিনয় করে। মৃত্যুকাল যতই ঘনাইয়া আসে, ততই দেহের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া কিরূপে আর কিছুদিন ভোগ করিতে পারিবে, তাহার চেষ্টা করে এবং সারাটা জীবন ধরিয়া যে পাপ-কার্য্যে লিপ্ত ছিল, সেই পাপের বোঝা লইয়া কিরূপে যমদ্বারে উপস্থিত হইবে, না জানি পারলোকে কি ভীষণ শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে,—এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া তাহাকে যখন ব্যাকুল করিয়া তুলে, তখনও কোনরূপ যমালয়ে শাস্তির পরিমাণ কিছু হ্রাস করিবার জন্যই তপস্যার অভিনয়।

উপরি-উক্ত প্রবাদ-বাক্যটী আপাত-দৃষ্টিতে বারাঙ্গনাকে লক্ষ্য করিলেও উহার একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তাহা এই,—বারাঙ্গনা যেরূপ বেশ-ভূষা করে, ইতর সাধারণ সকলেই সে রূপ অনিত্য-রূপের মোহে-মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যাহাতে সর্ব্বকাল বজায় রাখিতে পারে, তাহার চেষ্টা করে। বেশ্যা যেরূপ অর্থের নিমিত্ত বহু পতির-সেবা করে, আমরাও তদ্রূপ বহু পতির-সেবা করি অর্থাৎ নিজ স্বার্থ-

মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি অবতারগণের মূল পুরুষ আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।

বশে, নানা কামনা-যুক্ত হইয়া একমাত্র জগতের পতি সর্ব্বজীবের নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাপতি, পশুপতি, ধনপতি প্রভৃতির সেবা-দ্বারা আমাদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার চেষ্টা করি। কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী যেরূপ পতির নিকট তিরস্কার অথবা পুরস্কার, যাহাই কেন লাভ করুক না, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—পতি-সেবা পরিত্যাগ করে না, আমরা সেইরূপভাবে ইহ জগতে সুখ, দুঃখ যে কোন অবস্থাই হউক না কেন জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের-সেবা উদ্দেশ্য আমাদের নাই। এইরূপে সমস্ত জীবন স্বার্থসিদ্ধিবশে অতিবাহিত করিয়া যখন সাংসারিক কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ি, যখন ইন্দ্রিয় শিথিল, চর্ম্মলোল, চক্ষুর দৃষ্টি নষ্ট, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রবণে অসামর্থ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের কর্ম্মে অনিচ্ছা, অরুচি আসে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের জ্ঞান লাভের শক্তি হারা হয়া যায় তখন ভোক্তাভিমানী জীবের কি যে দুরবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সেই সময়ে আমরা সাংসারিক কার্য্য করিতে না পারিয়া হরি-সেবা করিতে অগ্রসর হই। তাহাও পারি, দুঃখও পায়, যে সব ইন্দ্রিয় প্রাকৃত জগতে অবস্থিত থাকিয়া প্রাকৃত কার্য্যেই অসমর্থ, তাহারা অপ্রাকৃত অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের [অতী]ত, অতিমর্ত্ত্য বস্তুর সেবা করিবে কিরূপে?

তথাপি আমরা এরূপ করি কেন? তাহার কারণ, যে পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনগণের সেবাই আমার একমাত্র কার্য্য ছিল, আমার জীবনব্যাপী প্রাণঢালা-সেবার বিনিময়ে আমি তাহাদের নিকট হইতে কেবল ঘৃণা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা লাভ করি বলিয়া আমি বৃদ্ধ হইলে আর তখন আমাকে তাহাদের প্রতি কৃত উপকারের স্মরণ করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে কিছু করে না, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ কিসে আমার মৃত্যু হয়, আমি (দেবের বালাই বুড়ো) ইহলোক ত্যাগ করিলে তাহাদের সকল বালাই দূর হয়, তার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কায়েকায়েই যে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আমি অতটা আশা করিয়াছিলাম, আমাকে বার্দ্ধক্য অবস্থায় সুখ দিবে, সেই পুত্রের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া অবশিষ্ট দিনগুলো ভালভাবে কাটাইবার জন্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে দৌড়াই। তাই বলে "বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী"

মায়াবাদান্তর্গত 'অনুভূতি'-বাদের সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অনুভূতিকে নির্ব্বিশেষ ভাবিয়া সেই অনুভূতির বলে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া মায়াবাদী যেন কাণার হস্তের যষ্টি অন্ধের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। 'অনুভূতি কখনও নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে না, সুতরাং সেই অনুভূতির দোহাই দিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ অনুমান করা ধৃষ্টতা মাত্র। মায়াবাদী যেরূপ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল গোঁয়ারতোমি বা গাজুরি যুক্তির বলে পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বকে স্বীয় আত্মতুষ্টি কল্পনার ক্রীড়নকে পরিণত করিবার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

কোন বস্তু নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে কি না, প্রথমে তাহাই প্রতিপন্ন হউক, তবে তাহার বলে অন্য কিছু নির্ব্বিশেষ নির্ণীত হইতে পারিবে। যাঁহারা 'নির্ব্বিশেষ মানিবার পক্ষে বিলক্ষণ আবদার করেন, তাঁহাদের মতে নির্ব্বিশেষ বস্তু থাকার বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকিলে চলিবে না। কারণ বস্তুটি থাকার কিছুমাত্র প্রমাণ থাকিলে অমনি তাহা নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষ হইয়া পড়িবে।

সুতরাং মায়াবাদীর এই মধুর যুক্তির বলে, শশশৃঙ্গ, অশ্বডিম্ব কিম্বা আকাশ-কুসুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ব্বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্ণীত হওয়া আবশ্যক হইতেছে। কারণ ঐ বস্তুগুলি যে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-রহিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহারা সর্ব্ববিধ বিশেষ বিরহিত বলিয়াই ইহাদের কোন প্রমাণের অর্থবোধকতা নাই। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যতপ্রকার প্রমাণ আছে, তাহাদিগের কেহই অশ্বডিম্বাদির অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম নহে বলিয়াই ইহা নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে সুতরাং অনুভূতি অথবা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে হইলে, এই সরসতম যুক্তির আবিষ্কর্ত্তা মহাশয়দিগের মতে অনুভূতি বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ না থাকিলেই তবেই তাহা নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারিবেন, অর্থাৎ ইহাদিগের মতে অনুভূতি বা ব্রহ্ম অশ্ব-ডিম্বাদির (!) ন্যায় বস্তুবিশেষ, ইহার নামই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, বা শূন্যবাদ, মায়াবাদ-সম্প্রদায় কি প্রকার বৌদ্ধমতবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ইহাতে বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধগণ যেমন একটা শূন্য, সত্তামাত্র স্বীকার করেন কিন্তু সেই শূন্যসত্তা থাকার কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না, কারণ শূন্যের প্রমাণ থাকিলে তাহা শূন্য না হইয়া বস্তু পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায় এবং বস্তুর নিত্যত্ব নাই, সেই হেতু অনুভাবাত্মক মাত্র শূন্যই স্বীকার্য্য, [মা]য়াবাদী বলিতেছেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা তাহা কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্তু কোন প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হইলেই তিনি সবিশেষ হইয়া পড়িবেন, ব্রহ্ম মাত্র অনুভূতি সিদ্ধ।

অতি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সমগ্র জগতের সুবিজ্ঞ কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন না কোন প্রমাণ না পাইলে সেই বস্তুর সত্তাসম্বন্ধে যেখানে সন্দিহান হওয়াই উচিত মনে করেন, সেস্থলে এই শূন্যবাদীর জ্ঞাতিদের সম্প্রদায় মায়াবাদ প্রচারক মহামতিগণ 'মনাগাং মাতুলক্রমঃ' ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মসত্তার প্রমাণাভাবকেই ব্রহ্মসত্তার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

তবে অনুভূতিপক্ষের মতানুগগণ হয়ত বলিবেন যে, অনুভূতি স্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া অনুভূতি নিরূপণ করিবার জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না। স্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিলে বক্তার জন্য অগ্রে সীতাপল ভিজান জলের সহিত রোপনাদি ভিক্ষারূপ পথ্য এবং মস্তকে মাথমের পটি লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে প্রকৃতিস্থ হইলে আবার আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

প্রকৃত কথা এই যে, অনুভব যে রূপেই হউক না কেন, তাহাতে 'ইদংত্বাদি' যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ থাকেই, 'ইদমহমদর্শম্'—অর্থাৎ ইহা মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল, এইরূপ অনুভূতি যে সবিশেষ, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাবৃত্তির যুক্তিবলে অনুভূতিকে নির্ব্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে অন্য বিশেষ বা ধর্ম্মনিচয়ের ব্যাবৃত্তি অথবা নিরাসও কোন বিশেষ যুক্তপদ্ধ দ্বারাই হইতে পারে, নির্ব্বিশেষ বস্তুদ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ দ্বারা অন্য কিছুর ব্যাবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষের নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ থাকিয়া যায়।

যদি বলেন,—'নেতি' 'নেতি' বিচার দ্বারা বাছিতে বাছিতে সমুদয় অব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই ব্রহ্ম, তাহা হইলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে সন্দেহই থাকিয়া যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে—আচ্ছা বলুন দেখি, বিশেষ সমুদয় অথবা ধর্ম্মসমূহ না থাকাই কি ব্রহ্মের বাস্তব স্বভাব?

যদি বলেন যে, বিশেষ সমুদয় অথবা ধর্ম্মসমূহ না থাকাই ব্রহ্মের বাস্তব স্বভাব, তাহা হইলে ব্রহ্মে বিশেষ সমুদয় বা ধর্ম্মসমূহ না থাকার স্বভাবটী যখন নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বা নির্দ্ধর্ম্মক স্থাপন করিবার মূলোচ্ছেদ আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে।

কারণ, এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ স্বভাব বলিয়া যাহা ব্রহ্মে রহিয়াছে তাহাই ব্রহ্মের ধর্ম্ম। অতএব দেখা যাইতেছে মায়াবাদী এইরূপ বিচার দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বা নির্দ্ধর্ম্মক প্রতিপন্ন করিতে পারেন না।

অতঃপর অন্য এক প্রকার বিচার করিয়া দেখা যাউক—আচ্ছা বলুন দেখি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ দ্বারা অথবা অনুভব দ্বারা হয় কি না? এবং যদি অনুভব দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধী ঐ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে যে অনুভব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে, সেই অনুভবটি কি ব্রহ্মের নিজের অথবা অন্য কাহারও?

ইহার উত্তরে যদি বলেন যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসম্বন্ধী যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জন্মে, তাহা হইলে যাবতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ আপনাদিগের মতানুসারে চর্ব্বিত চর্ব্বণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যাইবে এবং যদি বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জন্মে না, তাহা হইলে একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন এইরূপ নির্ণয়বিশিষ্ট মায়াবাদ প্রকৃত বৌদ্ধের শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে কি না?

কারণ, শব্দ, নির্ব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বোধগম্য করাইতে পারিবে না একথা পরে ভাল করিয়া বলা যাইবে।

পূর্ব্বপ্রশ্নের শেষাংশে যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—অনুভব দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই অনুভবটি ব্রহ্মের নিজের বা অন্য কাহারও? ইহার উত্তরে আপনারা অবশ্যই একথা বলিতে পারিবেন না যে, অনুভব দ্বারা ব্রহ্ম-সম্বন্ধী যে জ্ঞানটী হয়, সে জ্ঞানটি ব্রহ্মের নিজের হয়। কারণ, আপনারাই ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, কোন কিছুর কর্ম্মত্ব ও কর্ত্তৃত্ব, একত্রদ্বয়েই হইতে পারে না। যদি বলেন যে, ব্রহ্মের ঐরূপ জ্ঞান অপরের অনুভব দ্বারা হইতে পারে তাহা হইলে সেই অপর আপনাদিগের মতানুসারে জড় বলিয়া অভিহিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শব্দ নির্ব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বোধগম্য করাইতে পারে না, শব্দ সবিশেষ বস্তুর নিরূপণক্ষম। কারণ শব্দের প্রবৃত্তি পদ, বাক্য এবং সম্বন্ধ দ্বারাই হইয়া থাকে। যদি জ্ঞেয় বস্তুর কোন সম্বন্ধ বিশেষ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ সেই বস্তুর জ্ঞান করাইয়া দিতে পারে না। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগকেই পদ বলে। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতেই পদ কোন বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে।

অর্থের ভেদ হইলে পদেরও ভেদ হইয়া থাকে কিন্তু বাচ্যবস্তুর পরিবর্ত্তন হইলে শব্দ ও অর্থ, উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

অতএব 'রাম' 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি পদ কোন বিশেষযুক্ত বস্তুরই নিরূপণ করিয়া থাকে, নির্ব্বিশেষ বস্তু নিরূপণ করিতে পারে না কতকগুলি পদের সংযোগে বাক্য হয় এবং

সেই, বাক্যের দ্বারা পদার্থের সম্বন্ধবিশেষ নিরূপণ করে, অতএব বাক্যও সম্বন্ধাদি বিশেষ রহিত কোন বস্তু নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে। বাক্য সবিশেষ বস্তুই নিরূপণ করিয়া থাকে সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু বা তাহার অনুভূতি (এই অনুভূতি ও সম্বিৎ জ্ঞানেরই নামান্তর) বিষয়ে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার উপযুক্ত নহে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ স্বয়ংই বিশেষ যুক্ত, যদি উহা নির্ব্বিশেষ হইত তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিত। সর্ব্বপ্রকার অনুভব কোনরূপ বিশেষযুক্ত হওয়াই নিয়ম, সে কারণ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প, উভয় প্রকার প্রত্যক্ষই সবিশেষবিষয়ক অর্থাৎ কোন বিশেষযুক্ত বস্তুকেই গ্রহণ করাইয়া দেয়। সুতরাং কোন প্রত্যক্ষই নির্ব্বিশেষ অনুভূতির অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ হইতে পারে না। মায়াবাদী যদি অপর প্রমাণ চতুষ্টয়ের কোন একটীকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই নির্বিশেষ অনুভূতির প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কারণ প্রমাণ যে কোন প্রকারের হউক না কেন, তাহাদ্বারা কিঞ্চিদ্বিশেষতাযুক্ত প্রমেয়ই বোধগম্য হইবে। একান্ত নির্ব্বিশেষ বস্তু বোধগম্য করাইয়া দেওয়া কোন প্রমাণেরই সাধ্য নহে অতএব নির্ব্বিশেষ অনুভূতি অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপাদিত না হওয়ায় ব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইতেছেন।

কেন আর বর্ণ অভিমান

আমরা উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি। শুধু উচ্চবংশে জন্মিয়াই অভিমান করি, তাহা নহে, অনেকে কেন, প্রায় সকলেই নীচ বংশে জন্মিয়াও আপনাপন জাত্যাভিমান—বর্ণাভিমান ছাড়ি না। কেহ বা সিদ্ধ ভক্তবংশে জন্মের একটি দাবি করি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণাভিমান লইয়া সকলেই সারাজীবন ব্যস্ত থাকি। বর্ণের দোহাই দিয়া বর্ণই আমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিবে বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু ইহা আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই জানা নাই যে, পাতকী হইয়া মরিলে যমদূতে লইয়া যাইবে। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোনও সম্মান নাই। কর্ম্মের তারতম্য হিসাবে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচি, মেথর, মুদ্দাফরাস সকলকেই এক সঙ্গে নরকে থাকিতে হইবে। [illegible] সকলের একই সমান অভিমান। [illegible] বুদ্ধিমান্ মাত্রেই অবগত আছেন, কেবল জানে না মাতালের দল।

নিরপেক্ষ বিচারক যমরাজের কাছে বিচারে বর্ণের উচ্চাবচ হিসাবে একটু উনিশ বিশ হওয়ার উপায় নাই। আজ বর্ণাভিমানী আমাদিগের জন্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রবর বৈষ্ণবাচার্য্য মহাজন গাহিয়াছেন—

"জীবে কেন অভিমান, লয়ে তুচ্ছ বর্ণ মান,
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চ বর্ণ পদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান লয়ে, থাকভাই বিপ্র হয়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হয়ে, বিবাদ জাহাজ লয়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্।
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথা-শক্তি,
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
সেবক করিবে স্তুতিগান॥

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠ

হেরাপঞ্চমী ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয়

শ্রীভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব

পুরী ১২।৭।২৯

গত ২৭শে আষাঢ় ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার হেরাপঞ্চমী দিবস ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব শ্রীশ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নীলাচল শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহাসমারোহের সহিত সু-সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে যথাবিধি মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয় কীর্ত্তন হয়। দ্বিপ্রহরে চর্ব্ব্য চূষ্য-লেহ্য পেয়—চতুর্ব্বিধ বিচিত্র দ্রব্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীশ্রীবিনোদ মাধবজীউর ভোগরাগ হয়। তৎপর সমাগত ভক্তবৃন্দকে সেই অপূর্ব্ব স্বাদ-যুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। মহাপ্রসাদ সম্মানের সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলে যাহাতে আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করেন। সর্ব্বত্রই দীয়তাং ভুজ্যতাং রব আর "মহাপ্রসাদ সেবনে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়"—এই আবেগময়ী গীতি। শুধু এই দিবস নহে—ছই মাস ব্যাপী উৎসবের প্রথমই স্বামিজী অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে পাওয়াইয়া তৎপরে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয় এবং স্বামিজী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন।

রথযাত্রায়

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পুরী, ৮।৭।২৯

অদ্য রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ বেলা ১টার সময় বিপুল সংকীর্ত্তনবাহিনী-সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য বহির্গত হন। তাঁহারা মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় ছই ঘটিকার সময় রথাগ্রে উপস্থিত হন এবং তথায় প্রায় একঘণ্টা কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীবলদেব স্বীয় বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত অতি মনোরম রথে আরোহণ করেন, তাহার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে শুভদ্রাদেবী স্বরথে রথারোহণ করেন এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীশ্রীজগদীশ স্বীয় সুরম্য রথারোহণ করেন। ইহার পর সর্ব্বপ্রথম বলদেবের রথ গমন করিতে থাকে, তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ সুভদ্রাদেবীর রথ যাইতে থাকে। তৎপর শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত গীতি গান করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচলে লইয়া যান।

পুরুষোত্তম মঠ

মহোৎসব প্রসঙ্গ

পুরী, ১১।৭।২৯

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের ভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের গত ২৬শে আষাঢ় বুধবার কটক মঠের মহোৎসবের আয়োজনার্থে তথায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট মহোদয়ের আগ্রহে তাঁহাকে উক্ত দিবস কটকে না যাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠেই অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, বিগত রথযাত্রা-দিবস রথাগ্রে স্বামীজীর সংকীর্ত্তন শ্রবণে রথদর্শকমাত্রেই আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, কীর্ত্তন শ্রবণের পর তাঁহারা দলে দলে আসিয়া স্বামীজীর পরিচয় গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার প্রদানে সমর্থ এরূপ লোকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন।

তিনি বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র প্রচারকবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপাত্র'—স্বামীজীর এই পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্ময়ের সহিত বলিতে থাকেন—এতদ্রূপ বিশ্ব-বিশ্রুত মহাপুরুষের শক্তি না পাইলে কি কেহ এরূপ বিশ্ব-প্লাবনকারী সংকীর্ত্তনে সমর্থ হইতে পারেন?

উক্ত বুধবার দিবস স্বামীজী দ্বিপ্রহরের সময় সমাগত ভক্ত-বৃন্দের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রসাদ সম্মানের সময় মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আপ্লুত হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই বলেন, তাঁহারা জীবনে কখনও এতদ্রূপ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পান নাই।

বিরহমহোৎসব

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া মেদিনীপুর ৭।৭।২৯

স্থানীয় লোকের উৎসাহে গত ৬ই জুলাই শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব অতি সুষ্ঠুভাবে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। প্রাণকৃষ্ণ প্রভু ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। বক্তৃতান্তে মহাপ্রসাদ সম্মান হয়। প্রায় ৪০০ শত লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

বিরহ মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী কার্য্যালয়

১০।১ হনুমান রোড,
নিউদিল্লী, ৭।৭।২৯

গতকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিল্লীস্থিত কার্য্যালয়ে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে এবং এতদুপলক্ষে মহাপ্রসাদ বিতরণ, বা, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সুন্দর সম্পাদিত হইয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে সংবাদ পাইলাম যে, [illegible] [illegible] ঠাকুরের তিরোভাব-বাসরে [illegible] স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-রায়জীউর বিচিত্র প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছেন।

ইতি শ্রীচারুরঞ্জন বিশ্বাস।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ডে ২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৪শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৲। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৪০ অধ্যায়পর্য্যন্ত সপ্তম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদ্যকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; যাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম খণ্ড (৩য় সংস্করণ)	
৩।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০
৪।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৫।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	৩৷০
৬।	শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপ-শতক—মোট	।৴০
৭।	কল্যাণকল্পতরু (সপ্তম সংস্করণ)	⁄১০
৮।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৯।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
১১।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত	০৮৲
	গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৷০
১২।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সিল্কে বাঁধাই, চক্রবর্ত্তী-টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ	২৲
১৪।	গীতার মাধ্বভাষ্য	৷০
১৫।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	[illegible]
১৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
১৬।	*Life & Precepts of Mahaprabhu*	।০
১৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (পঞ্চ সংখ্যা যন্ত্রস্থ)	১৲

বৃত্তিসহ সমগ্র

[illegible]

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

THE HARMONIST

A religious monthly journal in English, Sanskrit Hindi devoted to the cause of Suddha Sanatan Dharma of all beings

Annual Subscription payable in advance-*Indian* Rs. 3/8/-; *Foreign*-6 Sh. only, including postage. Single or specimen copy As. 5 only.

All communications are to be addressed to :—

M. S. Ganesa Iyer
Manager, The Harmonist, Sree Gaudiya Math,
1, Ultadinghi Junction Road, P.O. Shyambazar, Calcu

VAISHNAVISM REAL & APPARENT

ইংরাজী ভাষায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এমন সমাজস্থলর ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাপে ভুবি মরে;

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে আষাঢ় ১২ই জুলাই শুক্রবার দিবস হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত এই উৎসব সংকীর্ত্তন সংযোগে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, নগরসংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি-মুখে নিত্য মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। কটকনিবাসী ও কটকপ্রবাসী বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী কটককে এরূপ শুদ্ধভক্ত-মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে মুখরিত দেখিয়া আপনাদিগকে বড়ই ধন্য বলিয়া অভিমান করিতেছেন। কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজের সংস্কৃতাদির প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার প্রভৃতি সজ্জন মহোদয়গণের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহে কটক মঠের মহোৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কটকস্থ ভক্তমণ্ডলী উৎসব সুসম্পন্ন করাইবার জন্য নানাভাবে সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

গত ১৪ই জুলাই কটক হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, ১৩ই জুলাই সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণকে অগ্রণী করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়-প্রমুখ কটক সহরের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণ এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ও এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠ-নিঃসৃত মহামন্ত্রের উচ্চ-সংকীর্ত্তন-রোলে কটক সহর মুখরিত হইয়াছিল। এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন কটক-ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা। যেহেতু এখানকার ছড়াকীর্ত্তনকারিদল স্ব-কপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদোষদুষ্ট ছড়া-নাম কীর্ত্তন দ্বারা নামাপরাধেরই আবাহন করিয়া থাকে। তাদৃশ নামাপরাধ কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতা ও কীর্ত্তনীয়া উভয়েই আত্ম-মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে নরকগতি লাভ করিয়া থাকেন। আবার সময়ে সময়ে কোন কোন দল যোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তনাভিনয় প্রদর্শন করিলেও তাদৃশ কীর্ত্তনে অবান্তর ফলভোগস্পৃহা থাকায় তাহাও শুদ্ধকীর্ত্তন না হওয়ায় 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ'—এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে। কিন্তু শ্রীসচ্চিদানন্দমঠবাসিগণের শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ সেবা ব্যতীত কোন প্রকার বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়াচরিত নামাপরাধ না থাকায় তাদৃশ শুদ্ধনামকীর্ত্তন শ্রবণে জীবমাত্রের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কটকবাসী সজ্জনগণ সকলে আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন, আর দুর্জ্জনগণের কর্ণ-কুহরে সেই শুদ্ধনাম কীর্ত্তনধ্বনি শেলসম বাজিতেছে। নাম সংকীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন-কারিগণকে শ্রীশ্রীবিনোদরমণজীউর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

দক্ষ যজ্ঞ

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজ, বি, টি)

'দক্ষ-যজ্ঞ' শব্দটি শ্রুতিপথে গমন করিবামাত্র মনে একটি নিষ্ফল যজ্ঞের কথা উদিত হয়। দক্ষযজ্ঞ শিব-রহিত যজ্ঞ নামেও সাধারণের নিকট পরিচিত। এই শিব-রহিত যজ্ঞের বিবরণ পুরাণ-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। পুরে বিশ্বস্রষ্ট্‌-গণের কোন এক সভায় প্রজাপতি দক্ষ উপনীত হইলে শিব অভ্যুত্থানাদি দ্বারা তাঁহার সম্মান করেন নাই বলিয়া শ্বশুর দক্ষ নিজকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। ইহাই শিবের উপরে দক্ষের ক্রোধের কারণ। প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের ঐরূপ আচরণে কোন দোষ ছিল না। আত্মস্থ বৈষ্ণবগণ জীবমাত্রে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাকে আর অন্য প্রকারে অতি উত্তমরূপেই সম্মান করিয়া থাকেন। বাহ্যাপেক্ষা-রহিত ইঁহাদিগের সামান্য লোকাচার উল্লঙ্ঘন আদৌ দোষাবহ নহে। দক্ষ এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন না বলিয়াই এই অন্যায় ক্রোধের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ অভদ্রে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিশোধ মানসে নিজানুষ্ঠিত যজ্ঞে তাঁহার নিমন্ত্রণ রোধ করিয়াছিলেন। শিব-বিদ্বেষমূলে অনুষ্ঠিত তাঁহার এই যজ্ঞ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সতীর বিরহ-শোক সহনে সম্পূর্ণ সমর্থ এবং মানাপমানে সম-দৃষ্টি-সম্পন্ন শিব দক্ষের এই অন্যায় যজ্ঞের বিনাশ দ্বারা বৈষ্ণবের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বীরভদ্র-প্রমুখ শিবানুচরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিবানুচরগণ বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন দোষদুষ্ট উক্ত যজ্ঞে মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া হোতার সহিত যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুর তোষণার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের এইরূপ অপমান নিতান্ত গর্হিত বলিয়াই প্রথমমুখে মনে হয়। বিশেষতঃ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাসাভিমানিগণের পক্ষে এইরূপ দোষ অতি ভয়ঙ্কর ও অমার্জ্জনীয়। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এইরূপ কার্য্য শিবানুচরগণের পক্ষে পরম শোভনীয়ই হইয়াছিল। বৈষ্ণব বিষ্ণুর অভিন্ন বিগ্রহ। বৈষ্ণব হইতে বিষ্ণুর অধিকতর প্রিয় আর কেহ নাই। বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক অনুষ্ঠান বিষ্ণুবিদ্বেষই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণু-তোষণের চেষ্টা অশুভফল-প্রদায়িকাই হইয়া থাকে। বিষ্ণুর দাসাভিমানী ব্যক্তিগণ এইরূপ গর্হিত অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অনুষ্ঠানকারিগণের মঙ্গলই করিয়া থাকেন। একদিন হনুমান ও ইন্দ্রজিতের রাম বিদ্বেষমূলে অনুষ্ঠিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞে মূত্রত্যাগ করিয়া যজ্ঞের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলে অনুষ্ঠিত কোন অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তি যোগদান করিতে পারেন না। যদি কেহ করেন, তবে তাঁহা কর্ত্তৃক গৌণভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। দক্ষযজ্ঞে শিবের ভাগের কোন ব্যবস্থা নাই দেখিয়া দক্ষের অন্তরঙ্গ আত্মীয় দেবগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিলেও দক্ষ-জনক ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবাপরাধের ফলভাগী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। যেখানে বৈষ্ণবগণ যাইবেন না, সেখানে বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা করা বৃথা।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 'গুরুবাদ' স্বীকার একটা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিরোহ-পন্থায় ব্রহ্ম অনুসন্ধানকেই তাঁহারা ধর্ম্মলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা ডাইরেক্ট ওয়ারসিপ এর পক্ষপাতী। কৃষ্ণভজনে মিডিয়াম স্বীকার তাঁহারা ব্যবসাদার গুরুগণের একটা অভিসন্ধি বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু শিব-বর্জিত যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষপাতী এই সমস্ত অধিরোহবাদীর জানিয়া রাখা উচিত যে পরিণামে অশুভ-ফলপ্রসূ তাঁহাদের এই অনুষ্ঠানকে সাধু ও শাস্ত্রগণ একবাক্যে নিন্দাই করিতেছেন। বৈষ্ণবই গুরু। বৈষ্ণবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুসকাশে অভিগমন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ পরিণামে দক্ষের অবস্থাই প্রাপ্ত হন। আমাদের সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিষ্ণুর তোষণ কার্য্য বিষ্ণুর রুচ্যনুযায়ীই হওয়া উচিত। কিন্তু কিসে বিষ্ণুর রুচি ও কিসে অরুচি, তাহা অভক্তগণ বিচার করিতে পারেন না। ভক্তগণই ভগবানের রুচি অবগত আছেন। এইজন্য শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ভগবান্ ভক্তমুখে তদর্পিত নৈবেদ্যের আস্বাদন করিয়া থাকেন। কেন ভক্তের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাকে বিষ্ণু কি প্রকারে সমাদর করিতে পারেন? পরন্তু ইঁহারা ভক্তের পূজাই বিষ্ণু অধিক মান্য করিয়া থাকেন। এইজন্য শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং
সমর্চ্চনম্ ॥

—হে দেবি, আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু-আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার ভক্তের আরাধনা তাঁহার আরাধনা হইতেও শ্রেষ্ঠ।

নব-যোগেন্দ্র-কথা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী)

শুকদেব গোস্বামী—বক্তা।

শ্রোতা—পরীক্ষিৎ ও অন্যান্য রাজন্য-বর্গ। শুকদেব বলিতেছেন—হে পরীক্ষিৎ, একদিন নারদ দ্বারকায় গমন করিয়াছেন, তথায় দ্বারকাবাসিগণের সহিত নারদের কথোপকথন শ্রবণ করুন, কারণ উহা শুদ্ধভক্তিরই কথা।

নারদ প্রায়ই দ্বারকায় যাইতেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দিলেও তিনি কৃষ্ণোপাসনা-লালসায় তথায় না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না।

নারদ দক্ষের অভিশাপে একস্থানে অনেক সময় থাকিতে পারেন না। হরিকথা-প্রচারের সুবিধা হইবে বুঝিয়া তিনি ঐ প্রকার শাপ বর-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারদের উপদেশে দক্ষের একশত পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যান। সংসার-বৃদ্ধিতে পটু বলিয়াই দক্ষ নাম। দক্ষের সংসার-বৃদ্ধির অভিপ্রায় পূর্ণ হওয়ার বাধা হওয়ায় তিনি নারদকে ঐ প্রকার অভিশাপ প্রদান করেন।

বসুদেব এই নিমিত্তই নারদকে দ্বারকায় অনেক সময় থাকিতে দিতেন না যে, দক্ষের অভিশাপের ফলে নারদের অনিষ্ট হইতে পারে।

নারদ তথাপি দ্বারকায় অনেকক্ষণ না থাকিয়া ছাড়িতেন না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহাতে নারদের অনিষ্ট সাধন হইত না কেন? উত্তর—দ্বারকায় শ্রীহরির দ্বারের ভিতর দক্ষাদির ন্যায় কর্ম্মি জ্ঞানি-বিদ্যা-ভক্তগণের অভিশাপ প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ উহা স্বয়ং গোবিন্দ-কর্ত্তৃকই রক্ষিত।

একদিন নারদ দ্বারাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলে, বসুদেব বলিলেন,—হে মুনিবর আপনার আগমন শুধু 'খাব দাব, সুখে

বান্ধব' এই প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন জীববৃন্দের উপকারের জন্য, তদ্ব্যতীত আপনার নিজের কোন প্রয়োজন উহাতে নাই। আপনারা দেবতা হইতেও অধিক কৃপালু। কারণ দেবতাগণ যে যে প্রকার কাজ করে, তাহাকে সেই প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং দেবতাগণ চাকর ন্যায় কর্ম্ম-সচিব। অতএব দেবতাগণ অপেক্ষা সাধুগণের দয়া ও মমতা কোটি-গুণে বেশী। কারণ তাঁহারা দীনবৎসল। ইচ্ছা করিলে অন্য বস্তুর কি কথা, স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত প্রদানে সমর্থ। আপনি যখন কৃপা করিয়া আসিয়াছেন, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন—ভব-ভয়হারী-ভক্তিসম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—দয়া করিয়া উত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করুন।

একদা নিমিরাজ জনক, নবযোগেন্দ্রে প্রত্যেককেই পৃথগ্‌ভাবে একটী করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই দুস্তরা ভগবানের মায়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

গুরুরূপ বলদেবের বল, কৃপাবল ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। বেদ বলেন

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। জড় পাশবিকবলের দ্বারা এই প্রকার বল অর্জ্জন করা যায় না। বরং তাহা ঐ বল লাভের অনেক সময়ই অন্তরায়। বলদেবের নিকট হইতে কৃপা-শক্তি না পাইলে বলবতী মায়া-শক্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

নবযোগেন্দ্রের একজন 'প্রবুদ্ধ' উত্তর করিতেছেন, জীব কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের জন্য কর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত।

সংসারে আসিয়া জীব যখন ক্রমশ কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে থাকে—তখন দুঃখ বিনাশ পূর্ব্বক সুখ কি প্রকারে পাইবে, তন্নিমিত্ত সে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জড়-সুখ-প্রাপ্তির আশায় ভোগাশা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন [illegible] অর্থাৎ বিবাহ করে এ সংসার পালনার্থ নানাপ্রকার দ্রব্যের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন বিপর্য্যয় পাকে অর্থাৎ বিপরীত ফলে (দুঃখে) পতিত হয়।

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।'

তাহার আশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ [illegible] অর্থের প্রয়োজন হইতে লাগিল, এই [illegible] চিন্তায় জীব নিজের নিজত্ব হারাইয়া ফেলে এবং অনেক সময় চিন্তায় চিন্তায় মৃত্যু হয়। এই প্রকারে আশায় তাহাকে নিত্যকাল দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে।

[illegible]

সুখ্যা গ্রহণ করিতে হইল। তৎপর গৃহ সজ্জার জিনিষ পত্রাদির প্রয়োজন হইল। তখন গৃহে বাস করিবার জন্য অপত্যের প্রয়োজন হইল, তাহাও মিলিল। সুসময় দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুগণ মিত্রতা করিতে লাগিল। অপকার জন্য গো-প্রভৃতি পশুও ক্রয় করিতে হইল। এই প্রকারে সুখে দিন যাইতে লাগিল। তৎপর দুঃখের পালা—ক্রমশঃ তাহাদের সুখের সামগ্রী একটী একটী করিয়া অপহৃত হইতে লাগিল। তখন জীব বুঝিতে পারে যে, কর্ম্মনির্ম্মিত নশ্বর জিনিষগুলির জন্য আমার এত প্রীতি কিন্তু তাহারা আমাকে এখন দুঃখ বই আর কিছুই দিতেছে না। এই প্রকারে চিন্তায় ক্রমশঃ তাহার বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে।

স্বামিপাদ বলেন—মায়াবদ্ধ জীব তুল্যের সঙ্গে স্পর্দ্ধা, তদধিকের সঙ্গে অসূয়া করিয়া থাকে। তাহাতে সুখ শান্তি কোথায়?

এই প্রকারে সুখের অনুসন্ধানে যাইয়া জীব যখন দুঃখের সাগরে পতিত হয় তখন সে তাহাকে বলিয়া দেয়—'হে ভাই জীব, ভব আশ্রয় করিয়াই তোমার এই প্রকার দুঃখ, সুতরাং গুরু-বস্তু-আশ্রয় করিতে চেষ্টা কর।' তখন তাহার সদ্‌গুরু লাভের একটি স্পৃহা জন্মে এবং এই প্রশ্নের উদয় হয় যে এখন সদ্‌গুরু লাভের উপায় কি? তাঁহার লক্ষণ কি?

উত্তর—'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাত ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।'

শ্রীগুরুদেবের মুখ্য লক্ষণ—তিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতি-শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ তিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

গৌণ লক্ষণ—উপশমাশ্রয়ম্ অর্থাৎ অধোক্ষজ অনুভূতি হেতু তিনি (শ্রীগুরুদেব) প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন।

এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা হওয়ার পর রাত্রি অধিক হওয়ায় পাঠক মহাশয় পাঠ বন্ধ করিয়া 'গুরু ভকত চরণ-রেণু ভজন অনুকূল।' এই গানটি তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন রাত্রি ১০ ঘটিকায় কীর্ত্তন শেষ হয়।

আমার দুর্দ্দৈব
কপটীর কপট-চাতুরী

(শ্রীমান্ ভাগবত প্রসাদ মিশ্র)

ভাই সব। আপনারা কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি, উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সমাজে আমার বেশ খ্যাতি আছে; আধুনিক সভ্য সমাজে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় আমি সমুন্নত। অনেক উপাধিও আমার আছে [illegible] প্রতিষ্ঠা আছে। একদিন ভাবিলাম, লোকে জগতে ধর্ম্মের-নামে বেশ প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় করে, আমি নিজকে ধার্ম্মিক বলে যদি পরিচয় দিতে পারি, তবে, জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিব। এই কথা অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে নিগূঢ়ভাবে রাখিয়া আমি গৃহ-সংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিবার লীলা অভিনয় করিলাম, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, শেষে * * মঠের নাম শুনে তথায় গেলাম, দেখিলাম ঐ মঠে খুব শাস্ত্রচর্চ্চা ও ঠাকুর-সেবা হয়, আমি যদি ঐ মঠে থাকিতে পারি, তবে আমার কৈতবমূলক উদ্দেশ্য আশু সাধনে ত্রুটি হইবে না, চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্যের অভাব হইবে না, আমার প্রচ্ছন্ন-ভোগ বেশ চলিবে। ঐ মঠের প্রচার খুব বেশী, ঐখানে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে আমি বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিব, এজন্য আমি কত লোকের তোষামোদ করিয়া বাহিরে খুব দৈন্য ও সরলতা প্রকাশ করিলাম এবং শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার লীলা অভিনয় করিলাম। তিনি আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিলেন এবং হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। আমি দেখিলাম যে এখানে পড়িবার বেশ সুবিধা আছে, তাই দেখিয়া ভাবিলাম, আর ভাবনা কিসের যে কয়টা দিন আছি, তার মধ্যে খানিকটা পড়াশুনা করিয়া নেই, এই ভেবে প'ড়তে আরম্ভ করে দিলাম। পড়াশুনা করা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ও প্রচ্ছন্ন ভোগই হইল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, হরি-ভক্তির পথ আমার নাই, এইটী হইল আমার অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশের গুহ্যতম বিষয়।

বাহিরে যে সেবার চাতুরী দেখাইলাম সে হইল আমার গৌণধর্ম্ম; কারণ মঠে থাকিতে হইলে যাঁহাদের আনুগত্যে থাকিতে হইবে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হইবে; দীনতা এবং নম্রতা প্রকাশ করিতে হইবে এবং নিজের উদর পূরণ করিতে হইলে অন্নদাতাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য খানিকটা কার্য করিতে হইবে, অন্তরে অন্তরে এ-বিষয় আলোচনা করিয়া বাহিরে একটী বেশ জলন্ত উদাহরণ দেখাইলাম। কোন বৈষ্ণব দেখিবামাত্র ছিন্নমূলদ্রুমপ্রায় ভূমিতে পতিত হইয়া নিজের ভক্তি দেখাইয়া প্রণাম করিলাম, চরণের ধূলা লইয়া মুখে ও মাথায় ধারণ করিলাম। যখন যে কার্য্যের জন্য আদেশ করেন, তখন তাহা অম্লানবদনে সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করিলাম না। [illegible]

সিদ্ধির জন্য কত চেষ্টা করিলাম, বাহিরে এমন ভাব দেখাইলাম, তাহাতে যেন মনে হইল আমি একজন রাগানুগ ভক্ত, হরিসেবার জন্য আমার প্রাণ কতই না কাঁদিতেছে, বাহিরে বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া গলায় তুলসীমালা ও দ্বাদশ তিলক ধারণ করিলাম। হরিনাম গ্রহণ করিলাম ও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, লোক দেখিলে দুই চারিটা শাস্ত্রের যুক্তি দিয়া লেকচার দিতে শিখিলাম; দুই চারি পদ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে অতিরিক্ত চোরের লক্ষণ হইয়া উঠিল, ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভোগী হইয়া পড়িলাম। ভাল খাইব ভাল পরিব প্রভৃতির দিকে মন গুপ্তভাবে ধাবিত হইল এবং তাহার ক্রিয়া বাহিরে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যে গুপ্তভাবে ব্যস্ত থাকিলাম। ক্রমে ক্রমে আমি একটী বিড়াল বৈষ্ণব সাজিয়া পড়িলাম। বাহিরের দিকে দেখিতে বেশ বৈষ্ণবের সাজ, কিন্তু ভিতরে আমি পূর্ণ কপটী মিথ্যাবাদী, ভোগী, এবং প্রতিষ্ঠালোলুপ। কপটতা আর কতদিন থাকিবে? ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া আমার কপটতা ধরা পড়িয়া গেল। প্রথম প্রথম আমার চেতনা হইল না। পরম-দয়ালু বৈষ্ণব ঠাকুর আমাকে অনেকবার সাবধান করাইয়া দিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমি মিথ্যা শঠতা আচরণ দ্বারা তাহা সমস্ত ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু গোপনেতে অত্যাচার গোঁসা ধরে চুরি।

শেষে আমার কপট প্রবন্ধ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইল এবং পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুর যখন দেখিলেন যে, আমি কোন সুশিক্ষা গ্রহণ করিয়া সংশোধিত হইবার পাত্র নই, তখন তিনি আমাকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিলেন এইমাত্র তাঁহাদের প্রকৃত দয়া। তদ্দ্বারা আমি বিশেষরূপ লজ্জিত ও অপমানিত হইলাম, আমার স্বরূপের পরিচয় বেশ পাওয়া গেল। তিনি আমাকে উপদেশদানে বলিলেন—দেখ—'স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, দিবারাত্রি এবং আলোক ও অন্ধকার যেমন দুইদুইটি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ বস্তু, একের আশ্রয়ে যেমন অন্যটি থাকিতে পারে না, তেমন সরলতা ও কপটতা দুইটী সম্পূর্ণ আলাহিদা জিনিষ, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। 'সরল হইলে গোদায় শিক্ষা বুঝিয়া লইবে। ভোগ আর সেবা এক জায়গায় থাকিতে পারে না, যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছার লেশ মাত্র আছে, সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা নাই। সেখানে সেবা নাই। সেবা পাঞ্চভৌতিক দেহের ধর্ম্ম নয় ও সূক্ষ্ম দেহের ধর্ম্ম নয়, হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই জীবের আত্মধর্ম্ম। যিনি স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিয়াছেন, বাহিরে আপনি তাহার প্রতিফলন প্রকাশিত হয়। তিনি বাহিরে তা

জুটী দেখাইতে চান না। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রকটলীলায় ইহার জলন্ত উদাহরণ দেখা গিয়াছে। তাঁহার অন্তর কৃষ্ণবিরহের জন্য যে কতটা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিফলন বাহিরে বেশ জানা গিয়াছিল। এজন্য যদি অন্য কেহ শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আচরণ অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিতে যায়, তবে সে পতিত হইয়া নরকের দিকে ধাবিত হইবে। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য এবং হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য কাহার প্রাণ কতটা কাঁদিতেছে, ক্রন্দনানুযায়ী প্রতিফলন বাহিরে লক্ষিত হয়, তাহা আর কপট চাতুরী দ্বারা ঢাকা যায় না।"

এই সমস্ত বিষয়ের পর আমি এক মহতী শিক্ষা লাভ করিয়াছি। নিজেকে শত্রুধিকার দিলাম—হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আজ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কপটতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমার মঙ্গলের রাস্তা খুলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। আজ আমার সমস্ত অভিমান ও প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা নাশের বিধান হইয়াছে আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিতেছে, শান্তি পাইতেছি না, 'জেগে ঘুমাবে যে তাকে তুলবে কে'? আমি যদি সত্যসত্যই ঘুমিয়ে থাকিতাম তাহা হইলে আমাকে ডেকে দিলে উঠে পড়তাম। কিন্তু আমি যে জেগে ঘুমিয়েছি, তাই বৈষ্ণবের সহস্র সহস্র আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমার চৈতন্যকে অপেক্ষা করিয়া আমার হৃদয়-কন্দর হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিলাম, কিন্তু এ যে আমার বদমাইসি। আজ যে সেই প্রতারণাটুকু ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু কৃপাবিনা নাহিক উপায়॥

পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন। সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বৈষ্ণব-অপরাধে সদা জর্জ্জরিত হইয়া পুড়িয়া মরিতেছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কিন্তু পাপ-বাসনা ও পাপ-বীজ আছে তাহা এড়াতে পারিতেছি না। হরিগুরু বৈষ্ণবের কৃপা ধারণ করিবার সামর্থ্যের অভাব, সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

প্রভো পতিতাধমকে পাদপদ্ম হইতে ঠেলিয়া ফেলিও না, তোমার গৃহের কুকুর হইয়া যেন তোমার উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তিতে প্রতিপালিত হইবার যোগ্য হইতে পারি, এ যোগ্যতা অর্পণ কর।

জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
প্রভু নিজগুণে কৃপা করুন।

কীটোঽপি অমনঃশক্তাহাদোহতি সন্তাং
শিয়ঃ
অদ্যাপি স্মৃতি দেবত্বং সক্তিঃ
সুপরিস্থিতঃ।

আপন জ্ঞানে পাপবীজ ও পাপবাসনা বিনাশের বিধান করুন।

(প্রভু) মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥

কবে আমি নিজে অমানী হইয়া প্রতিহিংসা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকলকে সম্মান প্রদর্শন করিব। কবে তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া বৃক্ষসম সহিষ্ণুতা লাভ করিব।

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।

সে দিন আমার কবে হবে। যাঁহারা আমার দোষ প্রকাশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, তাঁহারা সত্য সত্যই আমার পরম বন্ধু, তাঁহারা আমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন, সেজন্য নিজগুণে গুণী করিবার মানসে সকলেই আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। যদি তাঁহারা কৃপা না করিতেন, তবে আমি হরিভজন হইতে বঞ্চিত হইতাম। তাঁহাদের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ যে সমস্ত অসদাচরণ করিয়াছি, তাহার ক্ষমা প্রদান করুন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের কি অদ্ভুত দয়া, সাধারণ লোকে জড়ীয় দর্শনদ্বারা বড় আনন্দিত হইতেছেন এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া অন্তরে অসার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাই সব একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, আমার আজ কত বড় সৌভাগ্য, ইহার মধ্যে কত মহতী শিক্ষা বিরাজিতা।

মানুষ ঠেকেই শিখে। আমার বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির বলে আমি কৈতবপরায়ণ হইয়া এখানে আসিলেও আজ বৈষ্ণবের কৃপাকণা অনুভব করিতে পারিয়াছি। যাহাতে জন্মে জন্মে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারি এবং তাঁহাদের চরণ হইতে যেন বঞ্চিত না হই, এ বিষয়ে উপদেশ দানে সকলেই এই পতিতাধমকে কৃপা করুন।

সাধক জীবন

(৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১১সংখ্যার পর)

সাধক-জীবনে একটা অত্যাবশ্যক জিনিষ—সহিষ্ণুতা। অনর্থ-সাগরের ক্ষ্যাপা ঢেউগুলি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। যদি কাহাকেও সত্য সত্য একসঙ্গে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যেরূপ অস্থিরতা দেখা যায়, মনে হয়, সে অস্থিরতা অনর্থ-সাগরে পতিত জীবের অস্থিরতার কোটী অংশের একাংশও হইবে কি না, সন্দেহ। অনর্থ-সাগরের ক্ষ্যাপা ঢেউগুলি মনোধর্ম্মরূপ ঝাপটা বাতাসের সঙ্গে মিতালি করিয়া একবার আমাদিগকে শূন্যাকাশে পারিজাতের ছবি দেখাইতেছে, আবার সাহারা মরুভূমিতে টানিয়া লইয়া গিয়া স্বচ্ছ সরোবরের ছায়াবাজীর সঙ্গে আমাদিগকে লুকোচুরি খেলা শিখাইবার প্রলোভন দেখাইয়া সন্ত্রস্ত করিতেছে, কখনও বা ঘোর ঘনঘটাময় দুর্য্যোগ অন্ধকার রজনীতে আলেয়ার পাছে পাছে ছুটাইয়া আমাদিগের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিতেছে। সাধক যদি এই অনর্থ-সাগরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে সহাদ্রিকে আঁকড়াইয়া ধরুন। ঐ সহাগিরি কেমন সর্ব্ব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অচল, অটল, নিশ্চলভাবে যুগযুগান্তর বিষ্ণুর পরম-পদের আশ্রয় করিতেছে—কত রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ্য করিয়া—জগতের সব পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া—ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণকারীর ধর্ম্ম পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সাধন-সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেছে।

আমার মনোবৃত্তি-মর্কটিগুলিকে অনর্থ নাচানীয়া পুতুল নাচাইবার মত প্রতি-মুহূর্ত্তে এমন রকমারি করিয়া নাচাইতেছে যে, যদি অন্তরের ভিতরের আলোক-চিত্র তুলিবার মত কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাতে কত পরিবর্ত্তনের চিত্র—প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়, —প্রতি দিবসে—প্রতি মাসে, বৎসরে—এই ক্ষুদ্র জীবনে কত অগণিত সহস্র পরিবর্ত্তন ও অস্থিরতা ঘটিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কি রকম করিয়াই না নাচিতে হইয়াছে তাহার আলোক-চিত্র উঠাইয়া এ জগতের প্রদর্শনীর দোকান-ঘরের 'সো-কেসের' ভিতর রাখিয়া দিলে আমার বাহিরের দিকের পালিস-করা বৈষ্ণবতা আজ সকলে বেশ বুঝিতে পারিতেন। যে মন এতদূর পরিবর্ত্তনশীল, তাহার হুকুম তামিল যদি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা কাজ করিতে ধাবিত হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থাটী ঠিক ফুটবলের মত হইবে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি নামজাদা মারকামারা খেলোয়াড়গুলির পাদুকার ঘাত প্রতিঘাত কত লক্ষ-লক্ষ-জীবন ভরিয়া যে খাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। ঐ কাম-ক্রোধাদি খেলোয়াড়গুলি আমাকে পাম্প করিয়া রাখিয়াছে—কেবল আমার উপর ভাল করিয়া তাহাদের পায়ের কসরৎ চালাইবার জন্য। আমাকে দুনিয়ার মাঠের মাঝে কুদাইয়া না রাখিলে তাহাদের মজার খেলা হয় না।

সাধক যদি এইরূপ সঙ্গীন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তিনি আত্মধর্ম্ম পরায়ণ বৈষ্ণবগণের সুশীতল পদ-ছায়া আশ্রয় করুন,—তাঁহাদের উপদেশে সহিষ্ণুতাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সম্বন্ধিত ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সাধন করুন। কি করিয়া সাধক সহিষ্ণুতা-অবলম্বনে মনোধর্ম্মরূপ অস্থিরতা বা মায়াকে জয় করিতে পারেন, তাহা আমরা ঠাকুর-হরিদাসের আদর্শ-শিক্ষায় দেখিতে পাই। পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা যখন হরিদাসের কুটিরের দুয়ারে আসিয়া আপন রূপ যৌবনের পসরা উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন হরিদাস যে সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন—যে সহিষ্ণুতার দ্বারা অসামান্য অসহিষ্ণুতাকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন—বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা সকল সাধকের শিক্ষার বিষয়। হরিদাস বারাঙ্গনাকে কি বলিয়াছিলেন—

* * * 'তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার।
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন॥'

আর একদিন স্বয়ং মায়াদেবী—যিনি মোহিনীরূপে, দেবাদিদেব মহাদেবকে—জীবকুলের মোহনকারী ব্রহ্মাদি দেবতাকে পর্য্যন্ত মোহন করিবার শক্তি ধারণ করেন, তিনি জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে হরিদাসের কুটীরের দুয়ারে আসিয়া সমুপস্থিত। ঠাকুর হরিদাস আবার সহিষ্ণুতার আদর্শ স্থাপন করিয়া মায়াদেবীকে বলিলেন—

"যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে,
না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে,
হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে, করিমু তব
প্রীত-আচরণ॥"

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন চলিয়া গেল, এ দীক্ষার আর সমাপ্তি নাই—এই যজ্ঞের আর পূর্ণাহুতি নাই। সহিষ্ণুতা দ্বারা অসহিষ্ণুতা-মায়া জিত হইল। অন্যান্য তাৎকালিক-সাধন বা সিদ্ধির মত এ সাধন সমাপ্ত হইবার নহে। স্বর্গঙ্গা যেরূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোককেই পবিত্র করিয়া থাকে, এ সাধনও তেমনি সাধককে, সাধকের পারিপার্শ্বিক সকল চেতনকে, আর সেই সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুকে পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়া থাকে। এই সাধনের এত বড় শক্তি যে, হরিদাসের ভিতর দিয়া যাহার মধ্যে একটুকু পৌঁছিয়াছে, তাহার অস্থিরতা-হৃদ্রোগ চিরতরে নির্ম্মূল হইয়াছে। পরম-সহিষ্ণু হরিদাসের কীর্ত্তন শ্রবণে অসহিষ্ণু বেশ্যার হৃদয় ফিরিয়া গেল—স্বয়ং মায়া জিত হইল—জগতে সহিষ্ণুতা-দ্বারা অসহিষ্ণুতার বিজয়কাহিনী আবহমান লীলাগীতে দিব্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা আমাদের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক একজন আমাদের জীবনের এক একটী প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লই এবং তাহার পালন বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়া থাকি, কিন্তু ভগবৎসেবাই যে আমাদের জীবনের একমাত্র সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, অন্যান্য কর্ত্তব্য তাহারই অনুকূল হইলে পালনীয়, প্রতিকূল হইলে বর্জ্জনীয়—এরূপ বুদ্ধি আমাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও আসিতে চাহে না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভগবদ্ভজনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আছেন, এমন ভাগ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা জগতে বড়ই অল্প। ভক্তবস্তুক পরিচয়ে অনেকে পরিচিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ অবান্তর উদ্দেশ্য একেবারেই নাই, এরূপ ভক্ত বড়ই দুর্ল্লভ। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞের ন্যায় অনেককেই অনেক কথা আলোচনা করিতে দেখা বা শুনা যায়, অনেকেই অনেক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী শুদ্ধভক্তির যাজন কোথায়? সত্য বটে, অনর্থ আসিয়া মানবকে নানা-প্রকারে উৎপীড়ন করে, ভগবদ্ভজনে অনেক বিঘ্ন প্রদান করে, শুদ্ধভাবে ভজন করিতে দেয় না, সহসা অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার সৌভাগ্য সকলের নাও হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অনর্থের হস্তেই যে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার কোন চেষ্টাই করিতে হইবে না, ইহা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন? রোগ হইলে কুপথ্যগ্রহণপ্রবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই কুপথ্যই গ্রহণ করিতে করিতে রোগকে কি আরও জটিল করিয়া তুলিতে হইবে? রোগ নিরাময় করিবার জন্য ভগবান্ যখন ঔষধি ও বৈদ্যকুলের সৃষ্টি-বিধান করিয়াছেন, সুপথ্যেরও বিধান করিয়াছেন, তখন তাহার সাহায্য লওয়াই কি রোগীর কর্ত্তব্য নহে? আমাদিগকে ভবরোগপ্রপীড়িত দেখিয়া অহৈতুক করুণাময় শ্রীভগবান্ যখন স্বয়ংই ভক্ত ভাগবত এবং গ্রন্থ ভাগবত রূপে নিজাভিন্ন হরিনাম মহৌষধি এবং মহাপ্রসাদরূপ সুপথ্য লইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি ইহাই কর্ত্তব্য নহে যে, সেই সাধুবৈদ্যের চরণাশ্রয় করিয়া হরিনাম শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবন করা? শুদ্ধ ভাগবত মহাপুরুষগণ নির্দ্দিষ্ট যে ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহা অবলম্বন করিলেই অনর্থ-মুক্ত হইতে পারিব। অন্যথা যোগাদি কোন কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কখনও সম্ভবপর হইবে না। এক অনর্থ দূর করিতে গিয়া অন্য অনর্থের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকিব। অনর্থের প্রতি করুণ হইয়া তাহার উৎপীড়নকে বহুমানন করিতে গেলে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। তাদৃশ বহির্ম্মুখতা কখনও বুদ্ধিমান্ মানবের বরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বুদ্ধিমান্ মানবগণ "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যত্ন করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করুন, অচেতনের কর্ত্তব্য পালনে তৎপরতা না দেখাইয়া চেতনের কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হউন। ভগবদ্-ভজনই চেতনের কর্ত্তব্য, তৎপালনে ত্রুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক দেহ মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকে 'কর্ত্তব্য' বলা মূর্খতার পরিচায়ক, জানি না, এ মূর্খতা আর কত দিনে যাইবে।

বিরাট নগর সংকীর্ত্তন

(সংবাদদাতার পত্র)

গৌরপদাঙ্ক-ভূমি কটক নগর গৌড়ীয়া উড়িয়া ভক্তগণের পরম আদরণীয়। সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীগৌরহরি জগদ্গুরুর অভিনয়ে যে অনর্পিতচরী লীলা প্রচার করিয়াছেন, তাহা কটক নগরের তদানীন্তন নরপতি প্রতাপরুদ্র-প্রমুখ ভক্তগণ জীবের সম্মুখে বিশেষ ভাবে প্রকটিত করেন। সেই লীলা পুনরায় ভাগ্যবান্ জীবের সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য গৌরহরির ভক্তিবিনোদ ধারার মূর্ত্তবিগ্রহ পরিচয়ধারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দদাস নামে পরিচিত হইয়া কটকবাসীর নিত্য মঙ্গলের জন্য যে শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুভেচ্ছা ভক্তিবিনোদবাণী 'শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ' স্থাপন করিয়া গৌর-মনোভীষ্টপ্রচারকবরূপে বিরাজিত আছেন।

গত ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে শুদ্ধ-ভক্তগণ এই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ সহর-বাসীও এই সুযোগে প্রত্যহ শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন ও ভাগবতগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

গত ২৯শে আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীবিনোদরমণজির সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর 'জয় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জয়' দানান্তে শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ নগরে বহির্গত হইলেন। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, কাসর, ঘণ্টার মধুর ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত ভরিয়া উঠিল, তদুপরি বহু আলোক রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, তদুপরি ভক্তগণের হৃদ্গত ভাবে কীর্ত্তন মধুর হইতে সুমধুর হইয়া উঠিল। নামরূপী শ্রীভগবান্ ভক্তগণের দ্বারা আরাধিত হইয়া ধীরে ধীরে শুভবিজয় করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া হৈচৈ শুদ্ধ কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ ও ভক্তদর্শনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইতে লাগিলেন। সহরের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রায় জানকী নাথ বসু বাহাদুরের ভাব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যোড় হস্তে ভক্তিপূত হৃদয়ে ত্রিদণ্ডি মহারাজগণের সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখদেশে দৃষ্টিপাত করিলে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

শ্রীভগবান্ সকলেরই প্রভু। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই এই কীর্ত্তন শুনিবার জন্য নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া সদর রাস্তার ধারে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ কর্ম্ম-কোলাহলে ব্যস্ত সহরবাসিগণকে কর্ম্মবিরত করিয়া নিজপ্রভু-নাম শ্রবণে নিযুক্ত করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন

শ্রীমঠ-গৃহের সম্মুখের দৃশ্য অতীব মনোরম। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। তৎপরে সমাগত জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। সকলেই ভক্তসঙ্গে শ্রীনাম কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সেবনে ধন্যাতিধন্য হইয়া 'জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের জয় ঘোষণা করিতেছেন।

ধন-মদ

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি)

ধন-মদ কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্তরায় বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নিন্দিত হইয়াছে। ধন চিত্তকে বিষয়া-স্বাদের চিন্তায় নিযুক্ত করে এবং শরণা-গতির অভাবে ইহাকে কৃষ্ণভক্তি লাভের অযোগ্য করিয়া তুলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

ধন, আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্য মানুষের অভিমানের কারণ হয়। অভিমান থাকা-কালে চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হয় না।

মুসলমান শাস্ত্রে এই ভাবের বহু বাক্য দৃষ্ট হয়। একটি বাক্যের অর্থ এই-রূপ—

"বখিল জলে স্থলে আসন করিয়া জগদ্ ভজনের ভাণ করিলেও বেহেস্তে (স্বর্গে) গমন করিতে পারিবে না।"

'বখিল' শব্দটির অর্থ 'কৃপণ'।

হজরত মহম্মদ নিজে বলিতেন যে, দরিদ্রতা আমার অহঙ্কার।

বাইবেলেও ধনীর নিন্দা বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। একদিন এক ধনবান্ ব্যক্তি যীশুখ্রীষ্টের সন্নিকটে আসিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

ধনী।—হে সৎশিক্ষক, স্বর্গ গমনে আমার যোগ্যতা আছে কিনা, দয়া করিয়া বলুন।

যিশু। আপনি কি ঈশ্বরের দশাজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন?

ধনী।—মহাশয়, আমি আমার যৌবন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের দশাজ্ঞার ব্যতিক্রম করি নাই।

যিশু।—তাহা হইলে আপনি গৃহে যান, আপনার ধন সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা গরীবদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া আমার অনুসরণ করুন।

ধনী লোকটী ইহা শুনিয়া আস্তে আস্তে সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। যীশুখ্রীষ্ট তাহা দর্শন করিয়া শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন যে, সূচের রন্ধ্রে উষ্ট্রের গমন সম্ভবপর হইলেও ধনীর স্বর্গগমন সম্ভবপর হয় না।

এক্ষণে বিচার্য্য, বাস্তবিক কি ধন এত খারাপ বস্তু? বাস্তবিক কি ধনবান্ ব্যক্তি স্বরূপোদ্বোধন-ক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভের যোগ্য হইতে পারে না? ধনবান্ ব্যক্তি-গণের মধ্যে পূর্ব্বে কি কেহ হরিভজন করে নাই? প্রকৃত প্রস্তাবে ধনী ও ধন মূলতঃ কোন দূষিত বস্তু নহে। বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমিকের ন্যায় আভিজাত্য সম্পন্ন ব্যক্তি, শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ন্যায় মহাপণ্ডিত ও শিবানন্দ সেন, রাজা প্রতাপরুদ্র ও গুণরাজখাঁন প্রভৃতির ন্যায় ধনশালী ব্যক্তি একদিন মহাপ্রভুর ভক্ত-সম্প্রদায় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কনকের দ্বারে মাধবের সেবা কেন করা যাইবে না? তবে কনক কৃষ্ণসেবার উপকরণ না হইলেই কৃষ্ণভক্তির বাধক

হইয়া দাঁড়ায়। ধনের জন্যই ধনাকাঙ্ক্ষা, ধনের জন্যই ধন সঞ্চয় এবং আত্ম-ভোগার্থেই ধনের ব্যবহার অবশ্য গর্হিত। ধনমদে মত্ত ব্যক্তি এই ত্রিবিধ অনর্থেরই আবাহন করেন। ধনের মাদকতা-শক্তি আছে। ভক্তের কাছে ধনের মাদকতা কার্য্যকারিণী হয় না। আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য ও ধন অভক্তের হাতে যেমন অনিষ্টকারী, ভক্তের হাতে উহারা তেমনই পরমোপকারী। ভক্তের হাতেই উহারা পরম শোভা বিস্তার করে। অবশ্য এইরূপ ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। ধনে লোকের চিত্ত দূষিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক।

ধনের মাদকতা পরিমাণ-গত নহে। আমাদিগের এই প্রদেশে একটি প্রবাদ-বাক্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা এই—

"শত-টাকার সাউদ কাঙ্গাল।
তিন পয়সায় নাচে বাঙ্গাল॥"

'সাউদ' বা সদাগর শত টাকা লাভে যত আনন্দিত না হয়, 'বাঙ্গাল' অর্থাৎ দরিদ্র তিন পয়সা-লাভে তত আনন্দিত হয়। দরিদ্র তিন পয়সা সঞ্চয়ে যত ধনী, সওদাগর হাজার টাকা সঞ্চয়েও তত খানিই ধনী। ধনের জন্য ধনাকৃষ্টিই ধনমদ, অতএব নিন্দার্হ।

ভুলে ঠিক

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ)

পাছে ভুলরকম অর্চ্চন দ্বারা আমার অধিক অমঙ্গল ঘটে, তজ্জন্য শ্রীগুরুদেব আমাকে অন্যবিধ সেবাকার্য্যে যোগদানের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার ফলে আমি নিজকে মধ্যম ভাগবত বা উত্তম ভাগবত বলিয়া বুঝিয়া লই। অর্চ্চনের সময় অর্চ্চনাই ছাড়িয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করি। নিজেকে উচ্চ অধিকারী গুরুবর্গের সমান মনে করিয়া আমার ভোগবুদ্ধি চরিতার্থের নিমিত্ত তাঁহাদের আচরণের দোহাই দিয়া বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজের নিকট রাগানুগ পরিচয়ে পরিচিত হইয়া পড়ি। আমাকে গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষায় [illegible] আমি হয় উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্ত [illegible] ভিক্ষুকের দৈন্যের আদর্শ-গ্রহণ অভিনয় করি, নচেৎ শ্রীগুরুদেবের নাম লইয়া নিজের জড়প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের সুযোগ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হই। শ্রীগুরুদেবকে নিজের জড়প্রতিষ্ঠার একচেটিয়া পৃষ্ঠ-পোষক জ্ঞান করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট দাসগণের প্রতি অসূয়া-বিশিষ্ট হই, গুরুবর্গের প্রাপ্তি সম্ভব নহে, ইহা মুখে স্বীকার করিলেও যেহেতু নিজেকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করি, তজ্জন্য নিষ্কপটভাবে কখনও কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করি না, যেহেতু মধ্যম অধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ বিচার অবলম্বনীয়। অথচ ইহা কখনও চিন্তার বিষয় হয় না যে একই ব্যক্তি যুগপৎ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারী হইতে পারেন না এবং আমার পরিবর্ত্তনীয় খেয়াল অনুসারে বৈষ্ণবের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হয় না। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির চিত্তের চঞ্চলতা এবং শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত অনুগত সেবকের অভ্রান্ত বিচার কখনও একই বস্তু নহেন। যদি কেহ নিজের প্রকৃত অবস্থার বিষয় আদৌ স্থির চিত্তে চিন্তা করিবার অবসর না পান, তাহা হইলে তিনি অপরের চিত্তবৃত্তি স্বীয় চঞ্চল চিত্তবৃত্তির অনুরূপ কল্পনা করিয়া সর্ব্বদাই ভ্রান্ত হন। এ সমস্ত বক্তৃতা আমি বহুবার শুনিবার অভিনয় করিয়াও কিন্তু ভুলে ঠিকই আছি, ইহাই আমার বাহাদুরী। কেহ কোন নূতন যুক্তি আমার নিকট উপস্থিত করিতে পারে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা। কপটদৈন্যে এবং কপট দাম্ভিকতায় আমার বিলক্ষণ পটুতা জন্মিয়াছে এবং অবস্থা বুঝিয়া উভয় অস্ত্রের যথোচিত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হই না।

প্রাণধারণ শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত, ইহা আমার ঠিক বোঝা হইয়াছে। যাহাতে শক্তি নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, মর্কট বৈরাগীরা কেহ কেহ আমাকে প্রকাশ্যেই পেটুক বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করি না। ভুলে ঠিক আছে, বিছানা পত্র এটা সেটায় আমার কখনও লোক দেখান অমনোযোগ নাই। দেহরক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে কিরূপে? তাই বলিয়া আমাকে অবিবেচক স্বার্থপর বিবেচনা করিবেন না, উত্তম অধিকারীর শুশ্রূষা আমি সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। আমার বিছানা, বালিশ ও সুটকেসের সঙ্গে তাঁহাদের বিছানা, বালিস ও সুটকেসগুলিরও যথাসম্ভব যত্ন লইবার অভিনয় করি। সন্ন্যাসী মহারাজগণ দেহরক্ষা বিষয়ে যে ঔদাসীন্য প্রদর্শনের অভিনয় করিয়া থাকেন উহা কেবল আমাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, ইহা আমি কাহারও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। দেহরক্ষা না হইলে হরিভজন সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা নিজের কাপড় চোপড় ইত্যাদির অযত্ন বিষয়ে সিদ্ধহস্ত তাঁহারা যুক্ত বৈরাগ্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা-চেষ্টা বুঝিতে পারেন না। যাহার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, সে কেমন করিয়া গুরুমহারাজদেগের দেহরক্ষার জন্য কিরূপ চেষ্টা আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিবে? প্রবন্ধের বিচার্য্য শ্লোকের প্রাণৈঃ শব্দের অর্থ 'প্রাণ রক্ষা করিয়া'। প্রাণ না থাকিলে কিরূপে প্রাণের দ্বারা সেবা সম্ভব?

বাক্যের দ্বারা সেবা সম্বন্ধে, যেহেতু কীর্ত্তনই কলিহত জীবের একমাত্র কৃত্য। কীর্ত্তন মুখে অন্যান্য ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ। যথা প্রথম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই উভয়ের পার্থক্য আমি ঠিক বুঝিতে পারি, তজ্জন্য আমার কখনই প্রজল্প হয় না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলির বহু অংশ আমার কণ্ঠস্থ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে অনেক ভাল ভাল শ্লোক মুখস্থ করিয়াছি। এইরূপে প্রজল্পের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা অবশ্য আমার জানা আছে যে, হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবার জন্য যে কথা বলা যায়, একমাত্র তাহাই প্রজল্প নহে। শাস্ত্রের কথা নিজের প্রাধান্য কিংবা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য আমি কখনও প্রয়োগ করি না। কিন্তু প্রত্যেক অশাস্ত্রীয় আচরণের শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিবাদ করি। তবে ইহাও বুঝি যে বৈষ্ণবের অনুগত আচরণই একমাত্র শাস্ত্রীয় আচরণ। শাস্ত্রের আদেশ নিজে নিজে বুঝিয়া প্রতিপালন আদৌ শাস্ত্রীয় আচরণ নহে। শাস্ত্রীয় যুক্তি একমাত্র শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার বৈষ্ণবের আচরণের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করে। আমি ইহা ভালরূপে বুঝিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে কখনও আমার ভুল হয় না, ইহা আমার বেশ জানা আছে। জগতের বিচারে দুরাচার বলিয়া বিবেচ্য ব্যক্তিও বৈষ্ণব হইতে পারেন, ইহা আমি বিদিত আছি, তাই বলিয়া আমি দুরাচারের বা দুর্নীতির সমর্থক নহি। আমার বিচারে যাহা দুর্নীতি কিংবা দুরাচার, তাহা সেবাহীন নীতি কিংবা বিধিমাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ভগবৎ সেবাহীন নীতি যে চরম দুর্নীতি, ইহা নীতি-পরায়ণ নাস্তিকগণের ইন্দ্রিয়-পরায়ণ জীবন আলোচনা করিতে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তথাপি জগতে নীতির বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা আমি সর্ব্বদাই স্বীকার করি। ভগবৎ সেবাই যে নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উক্ত উদ্দেশ্য বর্জ্জিত হইলে যে নীতি পালন প্রতীকের উপাসনা বা পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় এবং সেরূপ পৌত্তলিকতা দ্বারা নীতির উদ্দেশ্য সাধিত না হইয়া আত্যন্তিক অমঙ্গলের আবাহন হয়, এই সমুদয় সিদ্ধান্তে আমি শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমার নিজের আচরণ এই বিশ্বাস অনুযায়ী হইয়াছে এবং আমি অপরের উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। নীতিপরায়ণ ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছি। পৌত্তলিকতাই যে একমাত্র দুর্নীতি এবং এই প্রকার [illegible] নীতি এবং দুর্নীতি উভয়েরই [illegible] পৌত্তলিক হইতে পারা যায় [illegible] চেহারা দেখিতে শাস্ত্রের [illegible] নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ এই যুগে অনেকেই বাহিরে নীতিপরায়ণ হইলেও ভিতরে ভগবদ্ বহির্ম্মুখ, এই শ্রেণীর পাষণ্ডগণই নীতির নীতি লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নীতির বাহিরের চেহারার উপাসক বা নৈতিক পৌত্তলিক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই অন্তঃসার-শূন্য নীতির বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি শেষোক্ত শ্রেণীর সহিত সমপর্য্যায়ে গণ্য হইতে চাহি না। আমি প্রকৃত নীতির উপাসক। কিন্তু বাস্তব নীতি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিহিত। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত নীতি ঘোর নাস্তিকতা এবং জগতের ভীষণ অমঙ্গলজনক পৌত্তলিকতা মাত্র। আমি এই সমুদয় ভাল রূপে বুঝিয়া চলিতেছি, ইহা আমার ঠিক আছে।

সাধক জীবন

(৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধক! ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতাময় ভজন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছেন কি? নিষ্কপট ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব কিরূপ সুচতুর, কিরূপ সাহসী, দর্শন করুন—অনুভব করুন—হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখুন। ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতার আদর্শে মর্কট-বৈরাগ্যের অভিনয়তা নাই—যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে ছলনাও নাই—কাপুরুষত্ব বা লোক দেখান সাময়িক বীরত্ব নাই, আছে "শুধু—সহজ-সরল-স্বাভাবিক-নিষ্কপট-সেবোন্মুখতাময়ী সহিষ্ণুতা।

ঠাকুর-হরিদাসের এই সহিষ্ণুতায় আদর্শ সাধক-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে। যখন কোন ভাগ্যবান্ জীবের সাধক-জীবন আরম্ভ হয়, তখন শত শত বাধা-বিপত্তি—বিঘ্নরাশি পর্ব্বত-পরিমাণ হইয়া সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। দেবতাগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—

"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।"

(ভাঃ ১১।৪।১০)

হে ভগবন্! তোমার সেবকাভিমানী পুরুষগণ দেবতাদিগের স্বর্গ অতিক্রম করিয়া (বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও পরপারে) তোমার পরম-পদ লাভ যোগে আরোহণ করিতেছেন [illegible]

... [illegible] বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। ... প্রয়োজনবোধে ... প্রাপ্য ... তাঁহাদের প্রাপ্যবস্তু প্রতিবন্ধিরা প্রতি-মুহূর্তে পরাভূত ও বিনষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষে ... দেবতাগণের বিশেষ কিছু ভয় না; কাজেই তাঁহাদের বাধা-বিপত্তিও তত নাই। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র পরম-প্রয়োজন ও পরম সিদ্ধি লাভের জন্য সাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য দেবতাগণেরও যত্ন দেখা যায়। দেবতাগণ দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র, পূজ্যপাদ পিতা, মাতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পরোপকার, উদারতা, বদান্যতা, স্বাস্থ্য-সম্পত্তি দেশ-সমাজ, গুরু-সেবা, বলিদান, তীর্থযাত্রা তীর্থবাস, সাত্ত্বিকতা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, নির্জ্জন-ভজন প্রভৃতি বহু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক যদি বহু-রূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতাগণের এই সকল মায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন। এ সময়ে যদি ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতার আদর্শকে একমাত্র ধ্রুবতারা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পরম-পদে পৌঁছিতে পারিবেন নতুবা অন্য উপায় নাই।

যখন বিঘ্নকারিণী দেবতা দেহ গেহ, বিষয়-বৈভব, পুত্র কলত্র, স্বাস্থ্য-সম্পদ্-রূপে সাধকের নিকট আসিয়া তাহার মনোহারী দোকানটী খুলিয়া বসিবে, তখন সাধক হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণু হইয়া মায়াবিনীকে চতুরতার সহিত বলিবেন;—"তুমি একটুকু অপেক্ষা কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, আমার একটু নিত্য-কর্ম্ম বাকী আছে, সেইটুকু শেষ করিয়া লই।

সাধকের কাছে তখন আবার বহু-রূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতা পূর্ব্বের পোষাক কিঞ্চিৎ বদলাইয়া পরম-নিঃস্বার্থ-পরতার পরচুল পরিয়া দেশ-প্রীতি, সমাজ-প্রীতি, দুঃস্থের সেবা, জীবরূপি-নারায়ণের (?) সেবা প্রভৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইবে। সেবোন্মুখ সাধক সহিষ্ণু থাকিয়া সেই সুরসুন্দরী মায়াকে বলিবেন, একটু দাঁড়াও, তোমার মনো-বাঞ্ছা অচিরেই পূর্ণ করিব, আমার হাতের কাজটা একটু সারিয়া লইতে দাও। তখন কিন্তু ঐ মায়াবিনী সুরসুন্দরী সাধকের ধৈর্য্যচ্যুত করাইবার জন্য ধূর্ত্তের মত চোখ রাঙাইয়া বলিবেন, ওহে ধার্ম্মিক! ওহে ভক্ত! তোমার দেশ-মাতৃকা আজ অত্যাচারীর ... ডুবিয়া যাইতেছে, আর তুমি নির্ব্বাক্ নীরব হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ! তোমার জপ, তপ, নাম-সংকীর্ত্তন সব ফেলিয়া যাও, 'ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা' [illegible] থাক পড়ে', আগে ঝাঁপাইয়া পড়।

মায়াবিনীর এই বচন-বিন্যাস—এই ধর্ম্মের কাহিনীতে—এই ... সহিষ্ণু সাধক কিন্তু প্রবৃত্তি ... না। তিনি তখন ঠাকুরহরিদাসের পদ-নখকে ধ্রুবতারা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত বলেন, 'সুরসুন্দরি! আপনার কথা ঠিক, কিন্তু আমি যদি অন্ততঃ আমার কাপড়টা একটু কষিয়া না লই, তাহা হইলে যে জল-মগ্নকে উদ্ধার করিতে যাইয়া আমরা উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া অতলে চলিয়া যাইব। জলে ঝাঁপ দিবার মত আমাকে একটুকু প্রস্তুত হইতে দিন।

সহিষ্ণু সাধক 'বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ' এই বাক্যের মর্ম্ম জানিয়া ঐরূপ চতুরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত মায়াকে বঞ্চনা করেন।

বহুরূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতা আবার যখন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, জনাকুবন্ধ বা নির্জ্জনানুবন্ধ, ভোগ বা বৈরাগ্য প্রভৃতি বিভিন্নরূপে সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধক তখন হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণু হইয়া বলেন, আমার এই কীর্ত্তন-দীক্ষা ব্রতটী পূর্ণ হইলেই তোমাদের সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিব।'

কিন্তু এ দীক্ষায় যে বিরাম নাই—এ ব্রতের যে সমাপ্তি নাই—এ যজ্ঞের যে শেষ-আহুতি নাই, এই কীর্ত্তন-যজ্ঞ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর—পূর্ণতম হইয়া নব-নবায়মান-পূর্ণতমতায় পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হন।

সাধক যদি সাধন-সংগ্রামে জয়-মাল্যে বিভূষিত হইতে চা'ন, তাহা হইলে ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতার আদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা করিতে হইবে। "বড় বা গুরু' হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণুতা আছে বলিয়াই তাঁহা 'যুক্তবৈরাগ্য'; আর 'ছোট' বা 'লঘু'-হরিদাসের আদর্শে 'অসহিষ্ণুতা' আছে বলিয়াই তাঁহার নাম 'মর্কট-বৈরাগ্য'। জীবমাত্রেই—হরিদাস। অসহিষ্ণু হইলে স্বরূপতঃ হরিদাস-জীবও 'ছোট' বা 'লঘু' হইয়া পড়েন; আর সহিষ্ণু হইয়া কীর্ত্তন-সাধনা করিলে হরিদাস-জীব 'নিত্য', 'বড়' বা 'গুরু' হইতে পারেন।

দৈন্য যেমন কৃপা পাইবার মূলীভূত-সাধন, সহিষ্ণুতাও তেমনি কৃপা রক্ষা করিবার ও কৃপায় সিদ্ধ হইবার মূল-ধন।

আমরা সাধক-জীবনের দুই একটী দিক্‌মাত্র আলোচনা করিলাম, ভাবষ্যতে এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আলোচনা করিবার বাসনা থাকিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(নিজস্বসংবাদদাতার পত্র)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের, ভক্তিবিনোদ বাণী প্রচারার্থ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে গত ২৮শে আষাঢ় হইতে কৃষ্ণ-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ ঊষায় ঊষঃ-কীর্ত্তন, নগর-কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। মঠস্থ ভক্তগণ মঠে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন করিয়া নিরস্ত নহেন, কিন্তু সহরবাসীর দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ২৯শে আষাঢ় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা হইয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও পরদিবস ৩০শে আষাঢ় স্থানীয় টাউন-হলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সহরবাসী স্বামীজী মহারাজদ্বয়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীগৌর-কথা শুনিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। গৌরপদাঙ্ক-ভূমি কটক-সহরবাসীর পক্ষে গৌর-কথা শ্রবণে প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ গৌরভক্তিরই পরিচায়ক।

কটক টাউনহলে বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কটক, ১৫।৭।২৯

গত ১৪ই জুলাই রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখা-মঠ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পাল, শ্রীপারেশ্বর মহান্তি, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মহাশয়-প্রমুখ সজ্জনগণের আন্তরিক আগ্রহে ও যত্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে কটক টাউনহলে দুইটী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ভাগবত-ধর্ম্মই পরধর্ম্ম কেন?

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আত্মলাভার্থ উক্ত যে ধর্ম্ম তাহারই নাম ভাগবত ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম এই ভাগবত-ধর্ম্মেরই নামান্তর। কারণ ভাগবত ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দ্বারা ঐ পরধর্ম্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবত শব্দের অর্থ ভগবৎ-সম্বন্ধীয়। যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহাই ভাগবত শব্দের অর্থ। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধারণ কর্ত্তা বা ধারণের সাধন। যৎকর্ত্তৃক ধারণী হয় ও যাহা-দ্বারা ধারণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। যাহা মানবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, যাহা মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত হইতে দেয় না এবং যে সাধন দ্বারা মানবের স্বরূপাবস্থান সাধিত হয় এবং যদ্দ্বারা মানবের স্বরূপ হইতে বিচলন, ভ্রংশ বা বিচ্যুতি নিবারণ হয়, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। অতএব যে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ কর্ত্তৃক আত্মলাভার্থ উক্ত হয় এবং যাহা মানবকে স্বরূপে অবিকৃত রাখে, তাহাকেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলা যায়। পরধর্ম্মও তাহারই নাম।

যে ধর্ম্ম ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদন করে, যাহার অনুষ্ঠানে একমাত্র শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদন ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর ইতর উদ্দেশ্য থাকে না এবং সেই নিমিত্তই যাহাতে কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটিতে পারে না, সুতরাং শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহই যে ধর্ম্মের বক্তা হইতে পারেন না, সেই ধর্ম্মই পরধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম।

এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় ধর্ম্ম, দেবতা, মানব বা অসুর কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে অপর-ধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম বা কুহকাবৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

অপরধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, উহাতে হেতুমূলে অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকে বলিয়াই উহা মানবকে স্বরূপে অবিচলিত রাখিতে পারে না, তত্তদুদ্দেশ্যের সংসাধনে নানা বিঘ্নাপত্তিতে বিচলিত করিয়া থাকে।

নীতি অর্থাৎ সকাম লৌকিক কর্ম্ম, সকাম বৈদিক কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ-তপস্যাদি নিষ্কাম-কর্ম্ম অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের ত্যাগরূপ বৈরাগ্যাদি অভ্যাস এবং ভগবদ্ভক্তি বর্জ্জিত কেবল-জ্ঞান প্রভৃতিকে অপর ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। উহাদিগকে অধর্ম্ম না বলিয়া অপর-ধর্ম্ম বলিবার বিশেষ-হেতু আছে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের নামই অধর্ম্ম। নরকাদি অনিষ্টের সাধন বলিয়াই অধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু নীতি প্রভৃতি নিষিদ্ধ নয়, তবে ঐ নীতি প্রভৃতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত নয় বলিয়া, উহা হইতে বিচলনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এবং সেই জন্য এই ভুক্তি ও মুক্তি ফলোদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, অতএব উহাদিগকে অপর-ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট দণ্ড করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে;

[illegible] গৌরবাণ—[illegible]

[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ

[illegible] বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-[illegible] খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর [illegible]। শ্রীমন্দির ও নাটমন্দিরের কার্য্য [illegible] হইতে পারে, তাহা করিবার [illegible] শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী [illegible] মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-[illegible]। তিনি দিবসের বহুসময় পর্য্যন্ত নিজে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমঠের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ [illegible]। কর্মচারিগণের সামান্য [illegible] তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম [illegible] যাইতে পারে না। ধনশালী ব্যক্তি-[illegible] এক আধটু পরিশ্রমের ভয়ে কেবল [illegible] ঠাকুর সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, [illegible] সেবা হয় কি, কেবলের উদরভরণ [illegible], তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না শ্রেষ্ঠার্য্য [illegible] সেরূপ বিপুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর [illegible] ও শ্রীয় আরাধ্য দেবতার সেবা নিজে না দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তাই তিনি অপরের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য-জন্য তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করাইয়া-[illegible]। তিনি বলেন, "জগতের বৃহৎ ধনী-[illegible] সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহরণ [illegible] ভগবৎসেবা-কালে বিশ্বশাঠ্য করিয়া [illegible]; কিন্তু হায়, আমি যেন সেই সকল [illegible] শ্রীয় আমার প্রভুকে—[illegible] ফাঁকি দিতে প্রস্তুত না হই, ভগবৎ [illegible] কৃত্রিম বা কেবল বস্তু প্রদান [illegible] আমাদের ইহকাল ফাঁকি দেওয়ার [illegible] দুর্দশা ভোগ করিতে [illegible] হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার [illegible] প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা [illegible] এই ভক্তিবরের মহাশয়ের আদর্শ [illegible] করেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিবরের মহা-[illegible] ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহ-ফলে [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির নবনির্ম্মিত [illegible] হইতে পারে, [illegible] হইয়া আছেন। আমরা [illegible] মহাশয়ের সেবাচেষ্টা [illegible] হয়, [illegible] জানাইতেছি।

[illegible] রামকেলিতে [illegible] চৈতন্যচরণ-চিহ্ন শ্রীরূপ সাগরতীরে

চৈতন্যমঠ

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সকল গৌর-পদাঙ্কপূত মহাতীর্থে গৌরপ্রিয়-জন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গৌরপাদ-পীঠার্চ্চা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীমন্দার পর্ব্বত, শ্রীকূর্ম্মাচল এবং সিংহাচলস্থ মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীচরণ-চিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে ধানবাদপ্রবাসী পরমভাগবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর অকৃত্রিম উদ্যম ও উৎসাহই আমাদিগকে আশান্বিত করিতেছে।

সম্প্রতি শ্রীরামকেলি-ধামে শ্রীরূপ-সাগরের তীরে স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ খোকদার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের একটি স্থান হইয়াছে। উক্ত বদান্যবর জমীদার মহাশয় শ্রীরূপ-সাগরের পূর্ব্বপারে শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টি-গণের নামে ১। বিঘা জমি রেজিষ্টারী দলিল পত্র করিয়া দিয়াছেন। এই সেবা-কার্য্যে ভুমুরকোন্দা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমারমণ দেবশর্ম্মা রায়, কেতুনিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী এবং রাম-কেলি-সংস্কার-সমিতির অনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয়-প্রমুখ সজ্জনগণের সহানুভূতি ও আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় তথায় অচিরেই একটী গৌরপাদ-পীঠার্চ্চার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। শ্রীরামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা পুনঃ প্রচারিত হইলে শ্রীরূপানুগদের নামে বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা প্রশমিত হইবে বলিয়া সজ্জনবর জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবু শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকার্য্য আরম্ভের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] যথার্থ শ্রীরাম-কেলি-[illegible]-সেবা হইবে।

শ্রীমন্দির-সংস্কার

নদীয়া-প্রকাশের পাঠক পাঠিকাগণ এই শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবার আহ্বান-পত্র পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্ম-চারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ৭ই জুন তারিখ হইতে মূলমন্দিরের মেরা-মত-কার্য্য রীতিমতভাবে চলিতেছে এবং শ্রীমন্দিরের উপরিভাগে যে যে অংশ একে-বারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা উপযুক্ত শিল্পিগণের দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া শ্রীমন্দিরটী পতন-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মূলমন্দিরের উপরিভাগে বালির কার্য্য এবং গোলাফিরান' হওয়াতে দেখিতে অতীব মনোরম হইয়াছে। এক্ষণে জগমোহন এবং নাটমন্দিরের মেরামত কার্য্য চলি-তেছে। মূলমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য শেষ হইলে রন্ধনশালা, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, প্রাঙ্গণ, বিমানগৃহ, ভাণ্ডারগৃহ, সভাগৃহ, চন্দনপুষ্করিণী, ইন্দারা, রত্নসিংহাসন, গরুড়-স্তম্ভ প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সকল কার্য্যে যথাক্রমে ২২০০ + ৪০০০ + ১০০০ + ১০০০ + ১০০০ + ৩৮০০ + ৮০০০ ২৫০ + ২৫০ + ৮০০ অর্থাৎ ঐগুলের [illegible] প্রায় ২৫০০০ টাকার প্রয়োজন।

পুরুষোত্তমস্থিত সুপ্রসিদ্ধ এমারমঠের বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ বদান্যবর শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস মহোদয় সিংহদ্বারটী পুনর্নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি ২১১১ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তদতিরিক্ত কিছু লাগিলে তাহাও দিবেন বলিয়াছেন। সিংহদ্বারের কার্য্য বিগত স্নানযাত্রার পরদিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট নক্সা (প্লান) অনুসারে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতি উত্তম পাথর দ্বারা দ্রুতগতিতে নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকটী মহাপ্রাণ গৌরভক্ত কয়েকটী সেবার ভার গ্রহণ করিবার [illegible] হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্যারম্ভের পরিমিত অর্থ আমরা পৌঁছিলেই উক্ত কার্য্য-সমূহ আরম্ভ করা হইবে এবং যথা-কালে তাঁহাদের এই বদান্যতার নিদর্শন উদাহরণ-স্বরূপে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত করা হইবে।

উপযুক্ত সময়ে আনুকূল্যরূপে অর্থ-সাহায্য না পাইলে কার্য্যের ক্রম-প্রাপ্তি [illegible] হইবার সম্ভাবনা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] কথা সকলেই অবগত আছেন। [illegible] একটী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম [illegible] কার্য্যে সকলেরই মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সাহায্য করা উচিত। সকলেই নিজ যোগ্যতানুযায়ী অর্থানুকূল্য করিয়া—এই মহৎ কার্য্যটীর সুষ্ঠু সম্পাদনে সহায় হউন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই সংস্কার-কার্য্যটী বৈষ্ণব-সাধারণ তথা হিন্দু-সাধারণের নিজের কার্য্য মনে করিয়া নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নিজ নিজ অর্থানুকূল্য দয়া করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

আনুকূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী
বিদ্যারত্ন
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী পোঃ,
(পুরী)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন-মহারাজের নিকট ভিজিয়ানা গ্রামের দেওয়ান সাহেবের পত্র

ভিজিয়ানা গ্রাম
১৩ই জুলাই; ১৯২৯।

পূজ্যপাদ স্বামিজী, আমি [illegible] জানাইতে আনন্দ পাইতেছি যে, ভিজি-য়ানা গ্রামের মাননীয় মহারাজা সাহেব বাহাদুর আনন্দের সহিত আপনার [illegible] ২৬শে জুন তারিখের লিখিত পত্রের [illegible] রোধ অনুসারে শ্রীকূর্ম্মম্ এবং সিং[illegible] স্থানদ্বয়ের মধ্যে [illegible] [illegible] চিহ্ন স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। [illegible] [illegible] লোক এদিকে আসিবেন [illegible] আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] তত্ত্বাবধানের [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিতে [illegible] এবং আমিনগণ [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় [illegible] দেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে বলিবেন। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

আপনার অকৃত্রিম
(স্বাক্ষর) ওয়াই, মহলিংহম্
(এম, এ, দেওয়ান,
ভিজিয়ানাগ্রাম)

কটক-সমাচার

বিরাট-সভা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কটক, ১৫।৭।২৯

গত ১৫ই জুলাই তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় কটক, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মহোৎসব উপলক্ষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিহারী চরণ

তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] মহারাজ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টার অধিককাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নির্বাক নিস্পন্দ ভাবে স্বামিজীদ্বয়ের বক্তৃতা শ্রবণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

কটক র‍্যাভেনশ কলেজে

ত্রিদণ্ডি স্বামী 'বন' মহারাজ

(নিজস্ব-সংবাদদাতার তার)

কটক, ১৭।৭।২৯

গত ১৬ই জুলাই সন্ধ্যাকালে কটক র‍্যাভেনশ কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ অর্গিল (*Mr. Orgill*) সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত কলেজে এক বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী-ভাষায় এক মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও শেষে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। ছাত্রবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা [illegible] করেন। সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর বিশুদ্ধ দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আরও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া স্বামীজিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সেবা

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি)

সেবা অতি বড় বস্তু। সেবা চেতনের বৃত্তি। সেবাই জীব চেতনের অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ এবং উহাই তাহার একমাত্র কার্য্য বা ধর্ম্ম। সেবাতেই মানবের মানবত্ব, জীবের জীবত্ব চরিতার্থ হয়। সেবা যখন ব্রহ্মাণ্ডগত অস্মিতার সহিত জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা পিতা-মাতা, স্বজন-বান্ধব, সমাজ সম্প্রদায়, দেশ-দশ প্রভৃতির সেবায় পর্য্যবসিত হইয়া তৎ তৎ সেবার অনুষ্ঠানকারীকে ব্যবহারিক-জগতে এক একটী আদর্শ চরিত্ররূপে পূজিত হইবার যোগ্যতাবিধান করে। আবার উহা যখন বৈকুণ্ঠগত অস্মিতার সহিত নিরুপাধিক অবস্থায় জীবের স্বরূপবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা বৈকুণ্ঠ-সেবায় পর্য্যবসিত হইয়া অনুষ্ঠানকারীকে পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক ভগবদ্দাস-জ্ঞানে নিত্য পূজিত হইবার যোগ্যতা-বিধান করে। অন্যান্য সেবার ন্যায় ভগবৎ-সেবায় অসম্পূর্ণতা নাই। সেবা ভগবৎ-সেবায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের নশ্বর, খণ্ড, সেবা-সুখের সহিত নিত্য অখণ্ড ভগবৎ-সেবা-সুখের তুলনা হইতে পারে না। এই সেবার অপর নাম ভক্তি। ভক্তি জাগতিক কোন ব্যাপার নহে, ইহা বৈকুণ্ঠ-বৃত্তি।

বৈকুণ্ঠ-সেবাতেও সেব্যের উপর মমতার তারতম্যে উচ্চাবচ স্তর লক্ষিত হয়। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চরস বিভেদে ইহার পঞ্চস্তরের অবস্থান শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মধুর রসাশ্রিতা সেবা মমতাধিক্যে অপর রস-চতুষ্টয়াশ্রিতা-সেবা হইতে শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্য-পর-সেবাতে সেব্যের সুখের জন্য সেবকের আত্ম-বলিদান-কার্য্য পূর্ণভাবে সংসাধিত হয়। এই সেবাধিকারপ্রাপ্ত জীবের অখিল চেষ্টা কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই সেবার একটি অতি সুন্দর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শ্রীমতী রাধিকা সখীগণকে বলিতেছেন—

না গণি আপন দুঃখ,
সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
তার সুখ মোদের তাৎপর্য্য।
সে যদি দিল দুঃখ,
তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোদের সুখবর্য্য॥

—হে সখি, কৃষ্ণ আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া মথুরা গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই গমনে আমাদের দুঃখ হইলেও তাঁহার নিজের সুখ নিশ্চয় হইয়াছে। আমাদের সেবার তাৎপর্য্যও তাঁহাকে সুখী করা, তাহা হইলে আমরা আমাদের এই দুঃখকে তাঁহার সুখ-সাধক জানিয়া কি শতবার আলিঙ্গন করিতে পারি না?

হায়! কৃষ্ণ-ভামিনী ব্রজরামাগণ কৃষ্ণের জন্য কি না করিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা যে কৃষ্ণের জন্য লাজ, কুল, মান, দেহ, গেহ, পতি, পুত্র সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রেমের মরণ' বলিয়া যে একটী কথা শ্রুত হয়, তাহা যে তাঁহাদেরই চরিত্রে দেখা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এ নর-জগতে মানবের হৃদয় কাঠ-পাথরের কাঠিন্য-ধর্ম্ম লাভ করিয়া সেবার গৌরববোধে অসামর্থ্য বিজ্ঞাপন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রজরামাগণের এই মহান্ আদর্শ তাহাকে সেবা ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে থাকিবে।

মাধুর্য্যপর-সেবাতেও সেব্যের উপর গৌরববোধের তারতম্যে কিছু প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ব্রজে গোপীগণের সেবায় গুরুত্ব সেব্যের গুরুত্বদ্বারা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু পুরে কৃষ্ণমহিষীগণের সেবা সেব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি-হেতুঃ সম্যক্ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক নিজ গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রজ এবং পুর-সেবার তারতম্য প্রদর্শিকা একটি আখ্যায়িকা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধিকা ও রুক্মিণীর মধ্যে কে কৃষ্ণকে উত্তম সেবা করেন, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া দেবর্ষি নারদ একদিন দ্বারকায় কৃষ্ণ-সকাশে অভিগমন করেন। কৃষ্ণ নারদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া এ বিষয়ে প্রথম তাঁহার অভিমত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উত্তরে নারদ বলিলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় রুক্মিণী রাধাপেক্ষাও উত্তমাধিকারিণী, কেন না, আজ এক শত বর্ষ আপনি শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিলেও রাধার পক্ষ হইতে আপনার সহিত মিলনের কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না, আর পরিহাসচ্ছলে আপনি ছাড়িব বলিয়া ভয় দেখাইলেই রুক্মিণী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন। তখন কৃষ্ণ মৃদু মধুর হাস্যে নারদকে বলিলেন—"নারদ, তুমি এই ভৃঙ্গার হস্তে রুক্মিণীর নিকট গমন কর। তাহাকে বলিও যে কৃষ্ণ হঠাৎ এক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা একেবারে নাই। তবে এক গণৎকার আসিয়া বলিলেন যে, তিনি যদি আপনার পদ-প্রক্ষালিত জল পান করেন, তবে নিশ্চয় রোগ-মুক্ত হইবেন। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনার নিকট সেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আপনি কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া, পদ-জল প্রদান পূর্ব্বক আমাকে অতি সত্বর বিদায় করুন।" রুক্মিণীর নিকট গমন করিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে রুক্মিণী শিহরিয়া উঠিলেন এবং কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন। নারদ তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া শূন্য ভৃঙ্গার হস্তে কৃষ্ণসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে শ্রীরাধার নিকট উক্ত প্রস্তাব করিতে বলেন। নারদ ব্রজে শ্রীরাধার সন্নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমনের অভিপ্রায় অবগত করাইলে, শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক উক্ত জলে ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে অতি সত্বর দ্বারকায় কৃষ্ণ-সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সকাতরে অনুরোধ করিলেন। নারদ শ্রীরাধার ব্যবহার নিজমত-পোষক জানিয়া আনন্দে কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে জল-পূর্ণ ভৃঙ্গার স্থাপন করিলেন। কৃষ্ণ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া কিছু পান করিলেন এবং অবশিষ্ট জল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলেন। তৎপর রাধা রাধা বলিতে বলিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ বিস্মিত [illegible] বলিলেন—

"বৎস নারদ, রাধিকা ও [illegible] প্রেমে আকাশ পাতাল প্রভেদ। [illegible] প্রেম সমুদ্র, আর রুক্মিণীর প্রেম [illegible] বারি। রাধার প্রেমের তুলনা নাই। [illegible] রাধার সেবার অবধি প্রাপ্ত [illegible]। শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী সেবা। রুক্মিণী আমার গৌরব স্মরণ করিয়া পদ-জল [illegible] তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, আর শ্রীরাধা আমার প্রতি অসীম মমতাবশে উহা দান করিয়া সেবার গৌরব রক্ষা করিয়াছে। শ্রীরাধার মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ আমার আগে বাঁচুক, তারপর আমার এই কার্য্যের জন্য আমি অনন্ত কালের জন্য দুঃখ ভোগ করিতে থাকিব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, একদিন শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ দাসও নিজকে বিপদাপন্ন করিয়া সেবার গৌরব রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি প্রভুর সেবার জন্য তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ ভোগের জন্য উক্ত কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান করিতে সম্ভ্রমে বিরত থাকিয়া প্রভুর উত্থানের অপেক্ষায় এক প্রহরাধিককাল শয়ন মন্দিরে আবদ্ধ ছিলেন।

সেবা ব্রহ্ম-প্রাপিকা, সুতরাং উহা অল্প ভাগ্যে জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সেবাধিকার লাভের জন্য জীবকে কত সাধ্য-সাধনা করিতে হইবে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগোচর।

ভাগবত-ধর্ম্মই পরধর্ম্ম কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত নীতির মূলীভূত যে সত্ত্ব অর্থাৎ অধিকার ও কর্ত্তব্য, তাহা সম্পূর্ণ নহে। কারণ, কেবল পার্থিব দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধেই উক্ত নীতির প্রসার দেখা যায়। এই স্থূল-দেহ মাত্রই আমি, সুতরাং স্থূল দেহের যতটুকু অধিকার, আমার অধিকার ততটুকু মাত্র। দেহাতিরিক্ত চেতনাত্মার যে কি বিপুল অধিকার রহিয়াছে, তাহা আমার জ্ঞান-বহির্ভূত। অতএব এই দেহ-দৈহিক-সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে আমার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তারপর, স্বার্থান্ধতা ত' আছেই। জন্মান্তরে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস-রহিত নীতিজ্ঞের কর্ত্তব্য পরিবার, দেশ ও সমাজকে অতিক্রম করিয়া [illegible] প্রসারিত হউক না, উহা [illegible] ভুলাইতে পারে না, অথবা [illegible]

...হইতে পারে না। অতএব মনোবিজ্ঞানসম্ভূত নীতিধর্মের ...থাকিবেই থাকিবে!

এরূপ অবিশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ-নীতিকে পরধর্ম বলিয়া প্রচার করা সাহস মাত্র। বৈদিক-কর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। বৈদিক-কর্মীর কর্ম-ফলাদিতে বিশ্বাস থাকিলেও অধিকন্তু স্বার্থযুক্ত স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত বৈদিক-কর্মের অবিশুদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য্য। অতএব উহাকেও পরধর্ম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যে কর্মকামনায় জীবকে প্রতি-মুহূর্তেই বিষয়াকর্ষণে বিচলিত করিতেছে, সকাম-কর্ম দ্বারা তাহার ক্ষয়ই হইতে পারে না। পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টাও যদ্রূপ, আর সকাম কর্মদ্বারা কর্ম-বাসনা পরিত্যাগের চেষ্টাও তদ্রূপ। তদ্দ্বারা কর্মের ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই কারণে, কর্ম ত্যাগ প্রশংসনীয় হইলেও উহাকেও পরধর্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, অতি দুঃসাধ্য লৌকিক ও বৈদিক কর্মের ত্যাগ, তাহা ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। তথাপি যিনি তাদৃচ্চেষ্টায় চেষ্টিত থাকেন, তাঁহার ঐ ত্যাগের বাসনা বদ্ধ হইয়া যায়। ত্যাগ-কামনার সহিত কর্ম-বিদ্বেষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কর্ম-বিদ্বেষ উৎপাদন করে এবং যাহাতে ত্যাগের কামনা থাকে, সেইরূপ কামধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মকে কখন পরধর্ম বলা যাইতে পারে না।

শ্রীভগবদুদ্দেশ্য-শূন্য জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ আমিই ব্রহ্ম—ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাতে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অপরাধ সংঘটিত হয়। শ্রীভগবৎ-অপরাধজনক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞানকে পরধর্ম বলা নিতান্তই পাষণ্ডতা মাত্র। অতএব শ্রীভগবান্ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তিত ভাগবতধর্মই যে একমাত্র পরধর্ম, ইহা স্থিরীকৃত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অর্থাৎ জীবের তাহাই পরোধর্ম, যাহার অনুষ্ঠানে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। অহৈতুকী নিষ্কাম ভক্তি, স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা অর্থাৎ ইহাকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই পরধর্মের স্বরূপ লক্ষণ এবং আত্মার সুপ্রসন্নতা ইহার ...লক্ষণ। সুতরাং ভক্তিই পরধর্মস্বরূপ ...ধর্ম।

এই পরধর্মের দুইটি অংশ। প্রথমাংশের নাম সাধ্যাংশ এবং দ্বিতীয়াংশের নাম সাধনাংশ। সাধ্য নামক প্রথমাংশটি জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে অবস্থিত এবং সাধনাংশটি অনুশীলনাত্মক। যাহা ধারণের কর্তা এইটি সাধ্যাংশ এবং যাহা ধারণেরসাধন, সেইটি সাধনাংশ। সাধ্যাংশের নাম প্রেম-ভক্তি এবং সাধনাংশের নাম সাধনভক্তি। প্রেমভক্তি জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে অবস্থিত অর্থাৎ উহা জীবের স্বরূপেরই বৃত্তি বিশেষ হইয়াও সাধন-ভক্তিদ্বারা প্রকাশ্য বলিয়াই উহাকে সাধ্য বলা হইয়া থাকে।

একমাত্র এই পরধর্মের আশ্রয়েই জীবের ভগবৎসান্মুখ্য সাধিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া থাকেন।

নিবৃত্তি-মাত্র-লক্ষণ ধর্ম, যে ধর্মকে সচরাচর নিষ্কাম ধর্ম বলা হয়, তাহাও কখন পর-ধর্ম হইতে পারে না; কারণ তাদৃশ ধর্মের মূলে সান্মুখ্য-চেষ্টা না থাকা-প্রযুক্ত তাহা ভগবৎ-সান্মুখ্য-সাধক না হইয়া বৈমুখ্য-সাধক-প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম হইতে কিছুই বিশেষ হইতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, সকাম লৌকিক ধর্ম অর্থাৎ নীতি এবং বৈদিক-ধর্ম উভয়েই সকল সুখের মূল ও দুঃখের নিবারক, কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। অসম্পূর্ণ মানবের নীতিও অসম্পূর্ণ এবং সকাম বৈদিক ধর্মও দুঃখ সংভিন্ন। অতএব এতদুভয়ের কোনটিই মানবের ভগবৎ সান্মুখ্যরূপ উদ্দেশ্যের সাধক হইতে পারে না। জীবের উদ্দেশ্য-সাধক ভাগবত-ধর্ম, উক্ত সকাম ও নিষ্কাম অপর বা কৈতবযুক্ত-ধর্ম হইতে অতিরিক্ত এবং সেই কারণে, উহাই পরধর্ম। ভাগবত-ধর্ম ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক। ভগবদ্ভক্তি-রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের উদ্বোধনের কারণ বলিয়াই ভাগবত-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা। ভক্তি ফলের উৎকৃষ্টত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তি স্বভাবতঃ অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও আত্ম-প্রসাদ-জননী। 'অহৈতুকী' শব্দের অর্থ ফলান্তরানুসন্ধান-রহিতা। যে ফল উৎপন্ন হইয়া সাধকের মনে ফলান্তরের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি আসিতে দেয় না, তাহাকেই অহৈতুকী ফল বলা যায়।

ভক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত ফলেরই অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন এবং সংভিন্নতা-প্রযুক্ত উহাতে ফলান্তরের অনুসন্ধানে যত্ন দেখা যায়, ভক্তিফলে কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না।

ভক্তি সম্পূর্ণ এবং দুঃখলেশ বর্জ্জিত বলিয়াই তাহাতে ফলান্তরের অনুসন্ধান থাকিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র ভক্তিই অহৈতুকী, অন্য সকল ফলই হেতুমূলক সাধনলভ্য। আবার ভক্তি স্বয়ংই স্বরূপা বলিয়া এবং তদুপরি স্বতন্ত্র পদার্থান্তর নাই বলিয়া ভক্তিকে কেহ ব্যবধান করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে সমর্থ হয় না। ব্যবধান রহিত বলিয়াই ভক্তিকে অপ্রতিহতা বলা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার প্রসন্নতা জন্মাইতে পারে না। এই সকল কারণেই ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রযুক্ত ভাগবত-ধর্ম বা পরধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

মহামহোৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। তাহা ছাড়া মঠবাসী ভক্তগণ প্রত্যহ দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল আত্মধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন। পুনরায় সাধারণে প্রচারের জন্য গত ২৯শে আষাঢ় সন্ধ্যায় এক বিরাট নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। কর্মকোলাহলে ব্যস্ত জীবগণ কিছু কালের জন্য কৃষ্ণ-কোলাহলে নিযুক্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর দাসানুদাসগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা বহুল ভাবে প্রচারের জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। এই কার্য্যে সর্ব্বজন-বিদিত রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ভিখারী চরণ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত পারেশ্বর মহান্তি গভর্ণমেণ্ট প্লিডার এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত মহোদয়গণ ভক্তগণের ভগবৎসেবায় সাহায্য করিবার জন্য সহরবাসিগণকে আহ্বান করেন।

সাধারণ জনগণ দেহ ও মনোধর্মের কথায় নিমগ্ন ব্যক্তিদিগকে সেই কার্য্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিবার জন্যই সব কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু জীবদুঃখ দুঃখী পরম দয়াল বৈষ্ণবঠাকুরগণ জীবের নিকটে যে সকল কথা কীর্ত্তন করেন, সেই কথা শ্রবণে জীবের বিষয়-রতি বৃদ্ধি না হইয়া কৃষ্ণরতিই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়-পিপাসা বিনষ্টকারিণী শ্রীহরিকথা যাহাতে সকল জীবের কর্ণে প্রবেশ করে, এই জন্য পরম ভাগবত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস ও বসন্ত কুমার সরকার মহোদয়দ্বয় অশ্বৈর্য্য বিদ্যারূপাদিতে বিভূষিত কৃতী পুরুষগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এবং কতিপয় বিদ্যার্থী ছাত্র-বিদ্যার্থি-সহযোগে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা প্রচারের কথা সর্ব্বত্রই জানাইয়া দেন।

৩০শে আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যা ও ঘটিকার সময় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে কীর্ত্তন-কারিগণ মিলিত হইয়া সহরের মধ্য দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে স্থানীয় টাউন হলে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত একটী সুমধুর কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মি-প্রবর, পাঞ্জাব প্রদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সুবিখ্যাত নগর সমূহে হরিকথা প্রচারকারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ হৃৎকর্ণরসায়নী বাগ্মিতা দ্বারা উপস্থিত জনগণের হৃদয়ে হরিকথামৃত ঢালিয়া দেন। টাউন হলটী লোকারণ্য। অনেকে বসিবার স্থান না পাইয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান এবং এমন কি অনেকেই আবার বারান্দায় দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া গৃহ পার্শ্বে ময়দানে আশ্রয় লইয়া আচারবান্ প্রচারকের মুখে গৌর-শিক্ষা শ্রবণের সুযোগ হারান নাই।

এক ঘণ্টার পর সভাপতি ত্রিদণ্ডী অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্য প্রকাশান্তে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন। স্বামিজী মহারাজ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কে? তাহা প্রথমেই বিচার আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত বিচারে অগম্য, শ্রীচৈতন্যশিক্ষা কি? ইত্যাদি অনেক কথার অবতারণা করিয় যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা এমন ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, বিদ্বানের কথা দূরে থাকুক্ অশিক্ষিত বালকের হৃদয়েও একটী দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ভক্তিভাবে বিভাবিত স্বামীজী মহারাজের ভগবান্ গৌরহরির কথা বলিবার সময় তন্ময়তা ও ভাব-সমূহ দর্শন করিয়া কে না মুগ্ধ হইয়াছেন?

আমরা বিষয়ী। বিষয়-কথা আমাদের বড়ই প্রিয়, কিন্তু শ্রীহরিকথা শুনিতে আমাদের বিরক্তি ও নিদ্রার আগমন হয়। কিন্তু গৌরপদপূত কটক সহরবাসী তিন ঘণ্টার অধিক কাল একমনে একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের হৃদয়ারাধ্য শ্রীগৌরহরির কথা শ্রবণ করিয়া গৌরভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সভার পর নগরে শ্রীগৌরহরি-প্রসঙ্গ কলিযুগের একমাত্র গতিদায়ক মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীবিনোদ-রমণ জিউর ফেলানব লাভে ধন্য হইলেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

দ্বীপাদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা পাইবেন। ষাণ্মাসিক ১।।০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির কোন কথা একেবারেই শ্রবণ করে নাই বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকারই আত্মজ্ঞান জন্মে নাই—এমত অবস্থায় মানুষ তাহার অজ্ঞতা-জনিতে যে সকল অপরাধ করে, তাহা তাহার কাপট্য-দ্যোতক না হইলে ক্ষমার্হ হয়, কিন্তু যাহারা উক্ত তত্ত্বত্রয় সম্বন্ধে সাধু-শাস্ত্র মুখে কিছু না কিছু শ্রবণ করিয়াছে, উহাকে অবজ্ঞা করিলে অপরাধী হইতে হয় জানিয়াছে বা 'উহার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে'—ইত্যাকার অভিমানে আপনাকে ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ভাগবতাদি ভগবৎ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন তথা ভগবন্নাম গ্রহণ, ভগবৎ কথা শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত কোন অপরাধ ক্ষমার্হ হয় না, যেহেতু তাহা আদৌ সরলতা-দ্যোতক নহে। জানিয়াও যাহারা শুনিবার ভাণ করে অর্থাৎ নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধাদির কথা সাধু-শাস্ত্র-মুখে শুনিয়াও তাহা হইতে সতর্ক হইবার পরিবর্ত্তে সেই সকল অপরাধ করিয়া বসে এবং অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হওয়া বা অপরাধক্ষালন-চেষ্টা দূরে থাকুক, 'আমি অজ্ঞ কিছুই জানি না, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি' ইত্যাদি কপট দৈন্য করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চাহে, তাহারা কপট বলিয়া শ্রীভগবানের নিকট আদৌ ক্ষমার্হ হইতে পারে না। কপটিগণ বহির্ম্মুখ হাস্য-তাড়নায় নামাপরাধ, ধামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধাদি করিয়া শেষে যতই না কেন কপট দৈন্য প্রকাশের দ্বারা আত্মদোষ গোপন করিবার চেষ্টা করুক্, তাহারা যতদিন না 'আর নারে বাপ্' বলিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে আসিয়া নিষ্কপটে শরণাপন্ন হইতেছে, ততদিন তাহাদের নরক-গতি হইতে কোন ক্রমেই উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। অপরাধের ফল হাতে হাতে না পাইয়া অনেকে অপরাধ-কার্য্যে আরও স্ফূর্ত্তি অনুভব করে, কিন্তু হায়, সে সকল মূর্খ জানে না যে, কি ভীষণ নরকযন্ত্রণা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হতভাগ্য অপরাধিগণ যদি শাস্ত্র বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যমালয়ে পাপীর সাজা দেখিয়াই তাহাদের ভয় হইত। বেদনিষিদ্ধ পাপ-কার্য্য হইতেও অপরাধ কোটিগুণ ভীষণ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যাঁহার স্থানে অপরাধ হয়, তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সরলভাবে নিষ্কপটে শরণাপত্তি স্বীকার করা।

বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি ব্রাহ্মণ, গোস্বামী ও বাবাজী বৈরাগী নামধারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিরপেক্ষ সত্য প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া উক্ত সভার সভ্যগণের অসাক্ষাতে, "তাঁহারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নিন্দাপ্রিয়" ইত্যাদি বলিয়া নানা প্রকার নিন্দাদি করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের যাহাতে শ্রদ্ধার লাঘব হয়, তাহার চেষ্টা করেন। এরূপ অসৎসরতার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কে ব্রাহ্মণ এবং কে বৈষ্ণব, কোন ব্রাহ্মণ এবং কোন্ বৈষ্ণবের নিন্দা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় হইয়াছে, তাহা তাঁহারা উক্ত সভার সম্মুখে আসিয়া বলিবার সাহস রাখেন না কেন? যাঁহারা ব্রহ্মণ্য-বিরোধী অথবা ব্রহ্মণ্যসেবা-বৈমুখ্য-বহুল অসৎকার্য্যে নিপুণ অথচ শৌক্রবংশ-পারম্পর্য্যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবোচিত কোন গুণোপেত হইবার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বলিয়া প্রখ্যাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের যথোচিত গুণাভাব সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিলে সাধারণে আর অবৈষ্ণব ও অব্রাহ্মণের সঙ্গলাভ যত্নবান হইয়া নরক-গমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন না, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাভিমানিগণও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইতে দেখিয়া আত্মদোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীনারদ যদি নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-তনয়দ্বয়ের কামিনীসঙ্গ-লোলুপতার প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বৃক্ষ-যোনিপ্রাপ্তিরূপ শাপ-প্রদানচ্ছলে বর প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে উক্ত যক্ষদ্বয় আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া জন্ম জন্ম কৃষ্ণ-কাষ্ণ-বিমুখ হইয়া থাকিতেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু যদি কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত দক্ষকে অভ্যুত্থান, অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বঞ্চনা করিতেন, তাহা হইলে দক্ষ কর্ম্মমার্গ হইতে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেন না। প্রহ্লাদ যদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্ত হিরণ্যকশিপুকে 'অসুরবর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিবার পরিবর্ত্তে পিতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ক্রোধোদ্রেক না করাইতেন, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপু-প্রমুখ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরোধিদল কখনই কৃষ্ণকার্ষ্ণ বিরোধকে ভয় করিবার আবশ্যক বুঝিত না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যদি নরসিংহ মূর্ত্তিতে কাজীর বক্ষে চড়িয়া "ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে" বলিয়া কাজীকে ভীতি প্রদর্শন না করিতেন এবং স্বয়ং কাজীদলনে প্রবৃত্ত হইয়া কাজী-উদ্ধার-লীলা প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে আজ সংকীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের নাম সংকীর্ত্তন-প্রচারে কতই না আপত্তি উঠিত। শ্রীগৌরসুন্দর যদি ছোট হরিদাসকে শাসন না করিতেন তাহা হইলে আজ মর্কট বৈরাগিদল স্ত্রীসঙ্গকে তাহাদের ভজনের অঙ্গ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিত না। অবশ্য বর্ত্তমানে কতকগুলি অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোক বৈরাগী সাজিয়া পরস্ত্রীসঙ্গাদির প্রশ্রয়-দানেও শিক্ষিত লোকসকল অন্ততঃ লোকনিন্দাভয়েও ঐরূপ ঘৃণিত কার্য্য এখনও প্রকাশ্যে করিতে ভয় করিয়া থাকেন। মহাজনগণের আচরণে এরূপ সহস্র সহস্র জীব হিত-চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। দোষ চাপিয়া রাখিয়া দোষকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও সাধুত্বের পরিচায়ক নহে। আমাদের হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত যাবতীয় দুর্ব্বাসনা আশু নিঃশেষভাবে অপসারিত করাই হইতেছে সাধুর সাধুত্ব। যে চিকিৎসক রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বুঝিয়াও রোগী পাছে বেদনা পায় বলিয়া রোগীর প্রতি দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক অস্ত্রোপচার হইতে বিরত হন, তিনি রোগীর ঘোর শত্রু। আমরাও সেইরূপ বুঝি, ব্রাহ্মণে বা বৈষ্ণবে অব্রাহ্মণতা বা অবৈষ্ণবতা-রূপ কোন দোষ থাকিতে পারে না, যদি থাকে, তাহা হইলে তিনি ভদ্রনামে কখনই অভিহিত হইতে পারিবেন না, সাধুরও কর্ত্তব্য অব্রাহ্মণতা ও অবৈষ্ণবতা লোক-সমক্ষে প্রচার করিয়া দিয়া লোককে সতর্ক করা, নিজেরাও অসৎসঙ্গ ত্যাগে যত্ন করিয়া সকলের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া। যাহা ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা নহে, তাহার নিন্দা করা কখনও সাধু-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে, বরং তাহা সম্পূর্ণ সাধু-শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।" ভাগবতও বলিয়াছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" যিনি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিতেছেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ প্রশংসা করা যাইতে পারে। অসৎসঙ্গের নিন্দা করিলে যাহারা বিরক্ত হয়, তাহাদের যে জগতে ভয়ঙ্কর আসক্তি বর্ত্তমান, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

ভাগবত পাঠ করিয়া, শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া, মহাপ্রসাদ, নাম মন্ত্র বিক্রয় করিয়া পয়সা লইয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার পরিবর্ত্তে উদরের তৃপ্তি করা, পরস্ত্রী সম্ভাষণ করা, বেশ্যার অন্নে বিষ্ঠায় জীবন ধারণ করা, শূদ্রযাজী নহে বলিয়া মুখে বড়াই করিয়াও শূদ্রযাজী হওয়া, শূদ্রকে দীক্ষিত শিষ্য করিয়াও তাহাকে শূদ্রজ্ঞানে তাহার জলস্পর্শ না করা, কালস্থান পঞ্চকের সেবা করা অর্থাৎ তাস পাশা দাবা খেলা, পান তামাক বিড়ি সিগারেট প্রভৃতি খাওয়া, পরস্ত্রী সঙ্গ করা বা নিজ-স্ত্রীতে অত্যাসক্ত হওয়া, জীব হিংসা করা, অর্থকে ভগবদ্ভোগ্য না জানিয়া নিজ ভোগের জন্য করা প্রভৃতিকে যাহারা দোষ বলিয়া মনে করে না বা সে সকলের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা সাধু শাস্ত্র বিরোধী ভয়ঙ্কর কপট নাস্তিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহারা সোজাসুজি ভগবানকে মানিতে চাহে না, নৈতিক-সম্বন্ধ হইয়া চার্ব্বাক-পন্থী হয়, তাহারা বরং ভাল, কিন্তু ঐ সকল কপট নাস্তিক একেবারেই অস্পৃশ্য, উহাদের দর্শনেও ভক্ত্যুন্মুখ সুকৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, কলিকাতা সিমলার জনৈক বেহালাপুর গোঁসাই আজকাল ঢাকা নগরীতে ভাগবত-পাঠের নামে ভাগবত নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন। শুনিয়াছি তিনি বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লইতে প্রস্তুত না হইয়া, বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভাগবত পাঠ না করিয়া কেবল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুঃখের কথা। তথাকথিত গোঁসাই বৈষ্ণব-নিন্দকের মুখে সেসকল সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া ঢাকাবাসীর পারমার্থিক উন্নতি সাধন-বিষয়ে কি লাভ হইতেছে, তাহা তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন। আমরা জানি, তাহাতে পরমার্থের পরিবর্ত্তে অনর্থই লাভ হইতেছে মাত্র। শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সদাচারের নামে এরূপ ব্যক্তি-চারের প্রশ্রয় দেওয়া কখনও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ধনমদে মত্ত হইয়া যাঁহারা নবাবকে সবা দেখে, বেশ্যার পায়ে নূপুর গড়াইতেছে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মের নূপুর-ধ্বনি শ্রবণে তাহাদের যোগ্যতা কোথায়?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস গাঙ্গুলী মহাশয় ঢাকাবাসীর এরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-কার্য্যে আদর দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। আমরা অধ্যাপক মহাশয়কে এজন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি,

সর্ব্বান এ তাঁহার প্রিয়ভক্তের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হউন, শ্রীশ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে তাঁহার সুনির্ম্মলা সেবাবুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, ইহাই আমাদের শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

"সত্যমেব বিজয়তে, নানৃতম্"

কটক-প্রসঙ্গ

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে দৈনন্দিন নিয়ম-সেবাকার্য্য যথারীতি চালাইতেছেন। শ্রীমঠে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। গত ৩০শে আষাঢ় সোমবার ত্রিদণ্ডি অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নরসিংপুরের রাজবাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সু-কণ্ঠ ব্রহ্মচারী ত্রৈলোক্যনাথ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে কীর্ত্তনকারী ও শ্রোতৃবৃন্দের ভজন এক সঙ্গেই হইয়া থাকে, কিন্তু নির্জ্জন-ভজনে কেবলমাত্র স্বার্থপরতা লক্ষিত হয়। লোকালয় বা জনসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিলেই যে নির্জ্জনতা হয়, তাহা নহে। পরন্তু শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গে শ্রীনামৈকাশ্রয়েই অনর্থানিবৃত্তির পর নির্জ্জনতা সম্ভব। শ্রীভক্তিবিনোদ-বিনোদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী এই কথাই আচার-মুখে প্রচার ও প্রচার-মুখে আচার করিতেছেন। সুতরাং তদনুগজনগণ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রদর্শিত উচ্চ-কীর্ত্তনেরই পক্ষপাতী। তাঁহারা আবার শ্রীমহামন্ত্র ছাড়িয়া কল্পিত ছড়াগানকারী নহেন। শ্রীগৌর-নিশান, নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৌরজনানুগগণ সর্ব্বক্ষণ প্রভু-অনুগত।

সহরের স্থানে স্থানে মঠবাসিগণ পাঠ, কীর্ত্তনাদি করিয়া 'জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবনের আদর্শ দেখাইতেছেন। মঠবাসি ভক্তগণ বিশ্ববাসী সকলকেই এই ভক্ত-ভগবানের সেবা-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সানুনয় সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

জীবের ভয়োৎপত্তির হেতু ও তন্নিবারণোপায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

পরমেশ্বর বিভুচিদ্বস্তু, জীবসমূহ তাঁহারই তটস্থাশক্তি-পরিণতি অণুচিদংশ। পরমেশ্বর স্বতন্ত্রেচ্ছ, স্বরাট বা স্বাধীন পুরুষ। জীব বিভু বস্তু নহেন, পরন্তু অণু, বেদশাস্ত্রে 'বালাগ্রশতভাগ' বলিয়া জীবের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীব ভগবদংশ হইলেও বিভিন্নাংশ বলিয়া তাঁহা হইতে ভেদধর্ম্ম-বিশিষ্ট, অর্থাৎ জীবের যে জীবাভিমান, তাহা স্বরূপতঃ নিত্য, উহা মায়াবাদি-কল্পিত মায়িক উপাধি মাত্র নহে, তবে চিদ্বস্তুগত অংশ বিধায় জাতিবিচারে অভেদ। বিভিন্নাংশ বিচারে এই যে ভেদ এবং জাতিবিচারে এই যে অভেদ, এতদুভয়ের একটীর পৃথক্ ধারণা ভাগবত-বিরোধী এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য হওয়ায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত যে বেদান্তের অনুমোদিত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মায়াবাদি সম্প্রদায় জাতিবিচার করিতে যাইয়া যে জীব ও ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ অভেদ কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহা যে বেদ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, তাহা চতুঃসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ স্বীয় ভাষ্যে বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভেদ"—এই মায়াবাদ-কল্পিত দুষ্ট মতবাদ নিরাস জন্য আচার্য্যগণ কেহ বিশিষ্টাদ্বৈত, কেহ শুদ্ধাদ্বৈত, কেহ দ্বৈতবাদ এবং কেহ বা চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত বাদাবলম্বনে, জীবের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন, এবং ইঁহারা সকলেই জীবকে ব্রহ্মের নিত্য সনাতন অণুচিদংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিষ্ণুবৈষ্ণবাই যে, জীবাত্মার একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম, এই নিত্য সত্য তত্ত্ব সমস্ত আচার্য্যগণ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। তবে ইঁহাদিগের সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে টুকু অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান ছিল, শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ রূপ ভাগবতানুমোদিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার-দ্বারা ব্যাস সূত্রের প্রকৃত আশয় কি তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক অতঃপর জানা গেল যে, জীব ভগবদ্বস্তুর অণুচিদংশ বলিয়া তাঁহারই আশ্রিত। আশ্রয়ে আশ্রিত থাকাই আশ্রিতের স্বরূপ-ধর্ম্ম, কিন্তু ঐ আশ্রিত বস্তু আশ্রয়ের অংশ হওয়ায় বিভুচিদ্বস্তুর অসীম অনন্ত গুণরাশি অণুগুণ সমূহও তাঁহার স্বরূপে আছে। ভগবান যেমন স্বাধীন, জীবেরও তদ্রূপ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তিনি অণু বলিয়া ভগবদাশ্রয়েই তাঁহার স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার-ক্রমে জীব যখন তাঁহার স্বাধীনতাকে আশ্রয়ের প্রতিকূলে চালনা করেন, তখনই পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াসঙ্গ-বশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে। ভোগবাসনায় বহির্ম্মুখ জীব পরমেশ্বরের আশ্রয় ত্যাগ করিলেই মায়া তাঁহাকে আবরণ করেন, ঐ আবরণে তাঁহার তত্ত্বস্বরূপের অপ্রকাশের সহিত ঈশ্বর-বিস্মৃতি ঘটে এবং দেহে আত্মভ্রম হয়। উক্ত আত্মভ্রম হইতেই দেহাত্মাভিমান জন্মে এবং দেহে আত্মাভিমান জন্মিলেই আত্মার অপেক্ষায় দ্বিতীয় যে দেহাদি জড়বস্তু, তাহাতে অভিনিবেশ-বশতঃ তাঁহার একটী ভয় জন্মে।

শ্রীভগবানের 'মায়াই' ঐ ভয়ের মূল। মায়াগঠিত দ্রব্যসমূহ নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল জীব, ভগবদ্বহির্ম্মুখতাক্রমে মায়া সংস্পর্শে আসিয়া পিতা মাতা হইতে লব্ধ, শুক্র-শোণিত-জাত শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া ভোগবাসনাক্রমে মায়িক বস্তুর সহিত জড়সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়েন, কিন্তু মায়িক বস্তু নশ্বর বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ভোক্তা ও ভোগ্য সম্বন্ধও নিত্য কাল স্থায়ী হয় না। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব জড় জগতের এই বিবিধ জড়ীয় সম্বন্ধ কাল-প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার নিজেরও যে ঐ প্রকার জড়-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সংসার, তাহাও একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হয়। স্বামী স্ত্রীর বিয়োগ-চিন্তায় ভীত, স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু-চিন্তায় ভীত হয়। এমন কি, তাহাকে যে তাহার জড় শরীর পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহার চিন্তায়ও অত্যন্ত ভয়গ্রস্ত হয়। স্বতন্ত্রতাক্রমে পরমেশ্বরের আশ্রয়চ্যুত হইয়া তাঁহাকে ভোক্তা জানিবার পরিবর্ত্তে মায়াসঙ্গ-বশতঃ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বা বিরূপগ্রস্ত হইয়া আপনাকে ভোক্তা অভিমান করার ফলেই জীবের ভয়োৎপত্তি হয়।

জীব অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ ভোগবাসনায় আবদ্ধ আছেন। ঐ ভোগবাসনায় আবদ্ধ বলিয়াই তিনি তাঁহার স্বরূপের স্বাভাবিক ভোগ্যত্ব-ধর্ম্ম ভুলিয়া আপনাকে ভোক্তা জ্ঞান করেন। পরমেশ্বর শক্তিমান্, জীব তাঁহার শক্তি। শক্তিমানই শক্তির ভোক্তা এবং শক্তি, শক্তিমানের ভোগ্যা। ইহাই জীবেশ্বরের স্বরূপগত স্বাভাবিক সম্বন্ধ। কিন্তু জীব দুর্ব্বাসনাবশে তাঁহার ঐ স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া অচ্যুত গোত্রের পরিচয় প্রদানের পরিবর্ত্তে চ্যুত-গোত্রের অধস্তন পরিচয়ে পরিচিত হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

করুণাময় ভগবান্ তাঁহাকে আবার তাঁহার স্বাভাবিক ভোগ্যত্বদশা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার অপরা মায়াশক্তিকে জীব-শক্তির ভোগ্যা করিয়া দিলেন, ঐ মায়াশক্তির ভোগ কিন্তু জীবের তৃপ্তিদায়ক হইল না, কারণ মায়াগঠিত বস্তু ও বস্তুর সৌন্দর্য্য পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়া জীব তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া জড়বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইলেন। এইরূপে জীব যখন বিতৃষ্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, তিনি বহির্বিষয়ের ভোগবাসনায় প্রাণ-প্রভু পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া এতকাল আত্ম-বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান-গর্ত্তে নিমগ্ন ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি, দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মাভিমানী হইয়া নিরন্তর বিবিধ ভয়ে ভীত হইতেছিলেন। জীব দুঃখ সংশ্লিষ্ট ভোগে বিতৃষ্ণ হইবামাত্র ভগবৎসান্মুখ্য-লাভের উপযুক্ত হয়েন। এই অবস্থা জীবের ভজনের প্রবৃত্ত অবস্থা। প্রবৃত্তাবস্থায় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও ভোগ শেষ হয় না, কারণ, চিত্ত তখনও বহুজন্ম সঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না।

তবে তদবস্থায় তিনি যদি কাতরপ্রাণে ভগবান্কে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন, করুণাময় শ্রীভগবান্ গুরুরূপে কৃপা করিয়া প্রবৃত্তকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া সাধন-শিক্ষা দ্বারা সাধক-দশা প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক গুরুতে দেবতা ও প্রিয়তা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে সাধন করিবেন। সাধক-ভক্তের সাধনই ভাগবত-ধর্ম্ম। এই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক-ভক্তের সিদ্ধদশা উপস্থিত হয়। নিরন্তর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই সিদ্ধদশার কৃত্য। যথাসাধ্য অপরাধ-বর্জ্জিত হইয়া শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতেই শ্রীগুরু-কৃপা লাভ হয়। গুরুকৃপাক্রমে আত্ম-সাক্ষাৎকারের সহিত শ্রবণাদি সাধনে দৃঢ়তা জন্মে এবং ক্রমে সিদ্ধদশা সমুপস্থিত হয়। প্রকৃত সিদ্ধদশা আসিলে, পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখনই জীবের সকল ভয় বিদূরিত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের ভয় দূর হইবার ইহাই একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

"প্রতিমা নহে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কিছুদিন পূর্ব্বে নাস্তিক সম্প্রদায়ে একটা চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাঁহারা বলিতেন—'শব্দ-ব্রহ্মের সাহায্যেই যখন সমস্ত অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হয়, তখন আর প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা কি?

শব্দ ও শব্দীতে অদ্বয়-জ্ঞানাভাবই শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড়বুদ্ধি বা ভোগের বস্তুর সমান বস্তুজ্ঞান উদিত করাইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব, ভগবানের সহিত ভক্তি-যোগের দ্বারা সম্বন্ধ পাতাইয়া সেবা করিবার ভার দিয়া, 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্চা-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত' জানাইয়া দেন।

এই অর্চা-বিগ্রহের পূজার নিমিত্ত যোগ্য পূজক বা সেবককে শ্রীগুরুদেব মন্ত্রার্থ বলেন। মন্ত্রার্থ বলিবার পূর্ব্বেই পাঞ্চরাত্রিক-বিধানানুসারে সংস্কার দান করিয়া থাকেন। সংস্কৃত অর্চ্চক স্বীয় যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-সমষ্টির আকর 'বৈষ্ণবতা'-সংরক্ষণে যত্নশীল থাকিয়া অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং অবৈষ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-ব্রুব ও বৈষ্ণবব্রুবগণই শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু জ্ঞানে ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বহু প্রকার নাস্তিকতা ও অপরাধের আবাহন করেন।

যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহাদিতে কাঠের ঠাকুর, মাটির ঠাকুর, পাথরের ঠাকুর, পিতলের ঠাকুর, সোনার ঠাকুর, অর্থাৎ এই সব মূর্ত্তি জড় বস্তু ইঁহাদের ভিতরে ঠাকুর আছেন, বুদ্ধি করেন, তাঁহারাই নাস্তিক সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব সংস্করণ পৌত্তলিক সম্প্রদায়।

অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবাশ্রয় ব্যতীত অজ্ঞাভিলাষে অজ্ঞ দেবাশ্রয়ে আবাহন বিসর্জ্জন রূপ চিজ্জড় সমন্বয় বাদ দ্বারা চিদ্বিপরীত অচিৎ প্রতীতি উপস্থিত হওয়ায় প্রতিমাতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হইতেছে না।

কৃষ্ণ দর্শনে যাঁহাদিগের বাধা উপস্থিত, তাঁহারা কার্ষ্ণ দর্শনেও জড় বিচার তুলিয়া, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, বৈদ্য বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব, বৈশ্য বৈষ্ণব, কায়স্থ বৈষ্ণব, কামার বৈষ্ণব, কৈবর্ত্ত বৈষ্ণব, মালি বৈষ্ণব, ঘর উজলিয়া বাহির উজলিয়া প্রভৃতি বিচার দ্বারা কুম্ভী-পাক নামক নরকে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ অভিন্ন বিগ্রহ। এই অভিন্নতত্ত্ব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৃপায় দর্শন হয়। জড়বাদী প্রাকৃত সহজিয়া কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ব দর্শনে সমর্থ নহে। চিজ্জড়-সমন্বয় বুদ্ধি-দ্বারা প্রতিমাতে অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন দর্শন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন রূপে আবির্ভূত হইয়া, সেবাভিলাষী সেবক দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ে ভক্তিযোগে সম্বন্ধ-যুক্ত জনেরই সেবা-সুযোগ দিয়া থাকেন। উহা কোন ভাস্কর বিশেষের তৈয়ারী মূর্ত্তি মনে করা বিপজ্জনক মহা-অপরাধ।

যিনি প্রতিমা হইয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ভক্তির মহিমা বর্দ্ধনার্থে শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে সুদূর কটকে গুভ বিজয় করিয়া সর্ব্ব জন-সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং যিনি এখনও সেই প্রদেশে সাক্ষি-গোপাল নামে পরিচিত থাকিয়া "প্রতিমা নহে, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" একথার সাক্ষ্য দিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত ছোট বিপ্র কি ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন—প্রতিমা নহে তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। সাধে কি আর ঠাকুর কথা বলিয়াছেন? সাধে কি আর হাঁটিয়া এত দূর দেশে আসিয়াছেন? জড়ের ভিতর চিৎএর বাসা, এরূপ নাস্তিকতা-বুদ্ধি থাকিলে সেখানে ঠাকুর দর্শনের বদলে পুতুল দর্শনই হইয়া থাকে।

দয়ালু কে?

দয়ালু সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দয়া বস্তুটী কি? কাহাকে দয়া বলে? এই সব বিষয় বিচার হওয়া প্রয়োজন। বস্তুর বাস্তব বিচার ব্যতীত কাল্পনিক কোন ধারণাই বাস্তবতায় পৌঁছিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুরই বাস্তব স্বরূপ বিচার করিতে হইলে বিষয়কৃচি পন্থায় আত্মায় জ্ঞান সম্বন্ধ চাই। নতুবা একে অন্য বুদ্ধি অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ অবতরণ করিয়া বিচারকগণ রসাতলের অতল তলে লইয়া যাইতে থাকে।

ইহ জগতে আমরা সাধারণতঃ যে বস্তুটীকে দয়া বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা বাস্তব দয়া নাও হইতে পারে। অধিকাংশ স্থানে দয়া নামে মায়ার আবির্ভাব দেখা যায়। দয়া বস্তুটী কোন সীমা-বদ্ধ পাত্রে আবদ্ধ নহে। জগতের দয়া নামে পরিচিত যাহা, তাহা প্রায়ই পাত্র বিচার করিয়া বর্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং যেকার্য্যে পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে, সে কার্য্য অপস্বার্থ-জনক মোক্ষকামীদিগের পাপ-পুণ্য-ফলাত্মক মাত্র। ইহা মায়ারই বিকৃত সংস্করণ।

দয়া চেতন-জাত জাগ্রদ্ বস্তু। উহা কোন পাত্রবিশেষে আটকাইয়া রাখিবার বস্তু নহে। দয়ায় সংকীর্ণতা, অবরতা, কৈতবতা ও অপস্বার্থপরতা নাই। দয়া—স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ পরিণাম-বাদী নহে। দয়ায় আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত পাত্রা-পাত্র অবিচারে সকলকেই একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আত্যন্তিক দুঃখরাশি বিনাশ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট। এবম্বিধ মহোদার সন্ধবিহীন দয়া যাঁহার আছে, তিনিই দয়ালু।

জাগতিক মানব কখনও দয়ালু বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে পারেন না। যদিও বা আমরা ব্যক্তি-বিশেষের নিকট হইতে স্বার্থ সাধনে সফলতা লাভ করিয়া স্বার্থপূরণ-কারীকে দয়ালু আখ্যা দিয়া থাকি, তিনি বাস্তব দয়ালু নাও হইতে পারেন। তাঁহার দয়া হইতে বহুবিধ অমঙ্গল উদয় হইতে পারে। তাহা হইলে এরূপ ক্ষেত্রে অন্ধ ছেলের নাম আদর করিয়া পদ্মপলাশ-লোচন রাখার ন্যায় ব্যঙ্গ মাত্র হইয়া থাকে।

যিনি যাবতীয় স্বার্থ পূরণে সমর্থ, যাঁহার নিকট হইতে পদার্থ-কামনে স্বা-তিরিক্ত সকল ফল লাভ করা যায়, এমন যে স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও বাঞ্ছা-কল্পতরু তদীয় শ্রেষ্ঠ সেবকগণ, তাঁহারাই বাস্তবিক পক্ষে দয়ালু, দয়ার আকর, দয়ার সিন্ধু, দয়া-নিধি, দয়া-ময় প্রভৃতি দয়া সম্বন্ধে যতগুলি বিশেষণ থাকিতে পারে, সকলগুলিই পাওয়ার মালিক।

শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তের দয়ায় সন্দেহের স্থান নাই। তাঁহাদের দয়া যাঁহার উপর বর্ষিত হয় অর্থাৎ তাঁহাদের দয়া পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে সর্ব্বত্র বর্ষিত হইতেছে, তবে যিনি পুষ্প-পুত্র-প্রকৃতি-বলে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার যাবতীয় মন্দ তিরোহিত হইয়া থাকে।

জাগতিক দয়ায় অধিকাংশ স্থলেই মন্দের উদয় হইতে দেখা যায়; সুতরাং জাগতিক দয়ালু খেতাবধারিগণ নিজেরাই দয়ার বাস্তব স্বরূপতত্ত্ব অবগত নহেন, অপরকে দয়া বিতরণ করিতে যাইয়া কেবল ধৃষ্টতাই প্রকাশ করেন। যাহার ধন নাই, তাহার দান-চেষ্টা প্রগল্ভতা মাত্র।

অতএব ভগবদ্ভজন-বিহীন জনের কোন দয়া নাই, তাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জীব-হিংসক প্রাণী-ঘাতক। ভগবান্ ও ভক্তই বাস্তব দয়ালু।

পূজ্য ও পূজক

যাঁহাকে পূজা করা যায়, তিনি পূজ্য, যিনি পূজা করেন, তিনি পূজক। পূজক যে ক্রিয়াটী সম্পাদন করেন, তাহার নাম পূজা। পূজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা, এই পূজ ধাতু হইতেই পূজা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আভিধানিকগণ পূজা শব্দটীর আরাধনা, অর্চ্চনা, উপাসনা, সম্মাননা, সংবর্দ্ধনা, প্রশংসা, গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্যুৎপাত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। জগতে বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বহুবিধ পূজার প্রচলন দেখা যায়। যাহার যাহা প্রয়োজন, তাঁহার পূজ্যই তিনি ধ্যাত। এইটীই জাগতিক নিয়ম। কেহ বা নানা দেবদেবীর পূজায়, কেউ বা দেশের পূজায়, কেহ বা আত্মীয়-স্বজন পূজায়, কেহ বা স্বোদর পূজায় নিযুক্ত।

অপরাপর পূজাপেক্ষা দেবাদি পূজার যদিও বা একটু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাও সাময়িক জড় বিচারা-বদ্ধ থাকায় অনিত্য পূজা। পূজ্য, পূজক ও পূজা সম্বন্ধে তত্ত্বাভিজ্ঞান না থাকায় জড়ীয় অর্থাৎ অবৈষ্ণবোচিত পূজায় কোন চিদনুসন্ধান থাকিতে পারে না।

বৈষ্ণবীয় পূজা মায়িকীয়, বৃদ্ধির জনক নহে। বৈষ্ণবগণ পৌত্তলিক নহেন, তাঁহারা শালগ্রামে শিলা বুদ্ধি করেন না, গুরুদেবের সহিত তুলনা বা মনুষ্য বুদ্ধি করেন না, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধির প্রশ্রয় দেন না, গঙ্গার জল বুদ্ধি করেন না, সকল-কলিকল্মষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্র শব্দ-সামান্য বিচার করেন না এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহ সমবুদ্ধি করেন না। বৈষ্ণবগণ ভূতশুদ্ধি না করিয়া পূজা করিবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন না।

প্রতি অণু পরমাণুতে পঞ্চতত্ত্ব আছে, ভূতশুদ্ধি না হইলে পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। পঞ্চতত্ত্ব দর্শন না হইলে পুতুল পূজা হইয়া যায়। যে কোন দেবতাই আসুন না কেন—বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের অন্তর্য্যামি-সূত্রে শ্রীবিষ্ণু-পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন। যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয় হয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্য দেবতা, শ্রীবলদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা মিথুন শ্রীরাধা-গোবিন্দ, শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীবলদেব প্রভু।

আমরা দেবতার মূর্ত্তি ও দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত শ্রীবলদেব কৃষ্ণ দর্শন করি না। ভূতশুদ্ধির অভাবে এরূপ পৌত্তলিক বিচারের আবাহন হয়। পূজ্য, পূজক ও পূজার নিত্যানিত্য এবং সম্বন্ধ না জানিয়া পূজক সাজিতে যাওয়া একটা প্রহসন বা সং সাজা মাত্র।

আধুনিক পূজক সম্প্রদায় যদিও হুকা কল্কীটা কিছু সময়ের জন্য রাখিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া ভূতশুদ্ধির মন্ত্র কয়টী আবৃত্তি করেন বটে, কিন্তু ভূতশুদ্ধি কোথায়, আরও গণ্ডা কয়েক অশুদ্ধ ভূত বা প্রেত তৎসঙ্গে লাগিয়াই থাকে, কেবলই ভূত বা পুতুল পূজার আয়োজন।

এই পৌত্তলিকগণ পূজা করিয়াও ইহ-পরকালে ক্রমে অধঃপতিত হইতেছেন। নিজেরা সবংশে ধ্বংসের পথে প্রবিষ্ট হইয়া হিতাহিত-জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইতেছেন। কথায় বলে যে, "মরণ-কালে বুদ্ধি হয় বিপরীত, যাকে সামনে পায় তাকেই বলে নাপিত।" তাই আজ তথা-কথিত পৌত্তলিক সম্প্রদায় নানাপ্রকারে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া সজ্জনবিদ্বেষের চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত নারকীবুদ্ধি ইহা বুঝিতে দিবে না, ততদিন পর্য্যন্ত পূজ্য, পূজক ও পূজা-তত্ত্ব এবং বাস্তব পূজার যোগ্যতা উপস্থিত হইবে না।

অজ্ঞতা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট নাশ করে। পুন সেইঞ্জ মায়া পাশে ধুবি মারে।

শ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬।

আলবার্ট হলে
গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

আগামী ২৮শে জুলাই ১২ই শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট ১৯শে শ্রাবণ এবং ১২ই আগষ্ট ২৬শে শ্রাবণ রবিবার দিবসত্রয় কলিকাতা। সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও প্রচারকগণের বক্তৃতা হইবে। বক্তৃতার বিষয় যথাক্রমে ১ম দিবস "গৌড়ীয় গৌরব", দ্বিতীয় দিবস "গৌড়ীয় সাহিত্য" এবং ৩য় দিবস "গৌড়ীয় দর্শন"। অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

মহাভারতের বৈষ্ণব-টীকা

শুনা যাইতেছে, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মনোভীষ্টানুসারে নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে সানুবাদ সমগ্র শ্রীমহাভারত বাদিরাজ স্বামীর লক্ষাভরণ টীকা এবং নীলকণ্ঠের টীকার সহিত প্রকাশিত হইবেন। এ পর্য্যন্ত মহাভারতের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত টীকা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই; এমন কি বৈষ্ণব-জগতের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ মহাভারতের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত কোন টীকার অস্তিত্ব আছে কি না—এ বিষয়টী পর্য্যন্ত বহু লোকই জানেন না। কিন্তু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান শ্রীগৌরপাদপদ্মাঙ্ক-রঞ্জিত উড়ুপীক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বাদিরাজ-স্বামীর লিখিত মহাভারতের বিস্তৃত টীকা সুপ্রাচীন তালপত্র পুঁথি হইতে বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে এবং বহু বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত টীকা এবং শৈব নীলকণ্ঠের টীকার সহিত সানুবাদ সমগ্র মহাভারত-প্রকাশ-কার্য্য অচিরেই আরম্ভ হইবে শুনা যাইতেছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-ঘাট-নির্ম্মাণ

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে উপনীত হইয়া ঐ ঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট-নির্ম্মাণ-সেবা অপ্রাকৃত বুদ্ধি অর্থাৎ নিজ অপস্বার্থানুসন্ধান হইতে বিরত হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণস্বার্থানুসন্ধানতৎপরতার সহিত আমরা করিতে পারি, তজ্জন্য প্রভুপাদ আমাদিগকে অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন। আমাদের এমন ভাগ্য কবে হইবে, যেদিন আমরা গুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবা করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ আশ্রয় পূর্ব্বক শুর্দ্ধাত্মগত্যে রাধাকুণ্ডতটবাসী হইতে পারিব? ঐ রাধাকুণ্ডতট-লাভই জীবের যাবতীয় কামনার শিরোমণি। লেশমাত্র অন্য কামনা বা প্রাকৃত চিন্তাস্রোত থাকিতে রাধাকুণ্ডতটবাসী হওয়া যায় না।

শ্রীধামমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

এবার শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে ৫টী ছাত্র ব্যাকরণের আদ্য এবং ১টী কাব্যের আদ্য পরীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রকাশ উক্ত ৬টী ছাত্রই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্যাকরণের ছাত্রের মধ্যে ৩টী ছাত্র শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১টী ছাত্র পাণিনি ও আর একটী মুগ্ধবোধের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের ১টী ছাত্র নদীয়াকেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঐ ছাত্রটী উৎকলদেশীয় 'মিশ্র' উপাধিধারী ব্রাহ্মণবটু ও শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক। অধ্যাপনা-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক মহাশয়ের কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে নিমতাচটী নিবাসী পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের যে একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালার ভিত্তি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীহস্তে সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মশালার কার্য্য বহু অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। পরমভাগবত ইন্দ্রবাবু তাঁহার সেবাকার্য্যটী শীঘ্র সমাপ্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আশা করা যায়, ভগবদিচ্ছায় তাঁহার মনোহভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এককালে ভারতের বহুস্থানে সেবাকার্য্য আরম্ভ করায় এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য কিছু বিলম্ব হইলেও শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের উৎসাহ-দৃষ্টিতে ধর্ম্মশালার কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে। ভগবৎসেবা পরিপূরণের জন্য আশাবন্ধও পরম মঙ্গলকর; সুতরাং পরমভাগবত ইন্দ্রবাবুর আদর্শ প্রশংসনীয়।

হরিপ্রসাদ-ধর্ম্মশালা, আশ্রমকুটীর ও ভক্তিবিজয়-ভবন

শ্রীগৌরকুণ্ডের অপরতটে 'শ্রীহরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা'র কার্য্যও আরম্ভ হইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীআশ্রম-কুটীরের কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। কলিকাতা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে যে সুবৃহৎ ভক্তিবিজয় ভবন ও ভক্তিবিজয়-তোরণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে যাহার ভিত্তি সংপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের সহিত ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যও শ্রীভক্তিবিজয় মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

পুনর্যাত্রা

(নিজস্বসংবাদদাতার পত্র)

পুরী, ২৪শে বামন (৪৪৩)

আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুন্দরাচল (বৃন্দাবন) পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে (মথুরা) প্রত্যাবর্ত্তনের দিন। তাই বৃন্দাবনবাসী বাৎসল্যরসের ভক্ত নন্দযশোদা, সৌখ্যরসের ভক্ত ব্রজবালকগণ, মধুররসের ভক্ত গোপীবৃন্দ—সকলের হৃদয়েই আজ কেমন একটি বিরহভাবের অনির্ব্বচনীয় ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু ইঁহারা নহেন, ব্রজের বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী সকলেই আজ কাঁদিয়া আকুল। এমন কি বরুণদেবও গত রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে অনবরত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীজগদীশ স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কিছু হইতে পারে না। তিনি কখন কি উদ্দেশ্যে কি করেন, তাহা তিনিই জানেন। তবে তাঁহার অতীব প্রিয়ভক্তবৃন্দ বলিয়া থাকেন—তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্বদাই যাহাতে সর্ব্বজীবের মঙ্গল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ বেলা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীজগদীশ, বলরাম ও সুভদ্রা যথা-সময়ে খেচরান্ন গ্রহণ করিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে ব্রজের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে "এই বুঝি আমাদের প্রাণধন ব্রজের তনয় চলিয়া যাইতেছেন" এই আশঙ্কা হইতেছে, পক্ষান্তরে যতই বেলা অধিক হইতেছে মথুরার ভক্তগণ ততই উদগ্র হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা (মথুরার ভক্তবৃন্দ) ঐশ্বর্য্যরসের ভক্ত, তাই ভাবিতেছেন 'কতক্ষণে আমাদের রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরায় লইয়া যাইতে পারিব।'"

বেলা ছইটা বাজিল। সর্ব্বজীব দ্বারা শ্রীহরির জয়-ধ্বনি প্রদান করাইয়া বলদেব স্বীয় কারুকার্য্য-খচিত সুদৃশ্য রথারোহণ করিলেন। বলদেব বই কুপানল ভিন্ন জগতে কেহই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভ করিতে পারেন না, তাই দয়ার অবতার বলরাম নানাদেশাগত ভক্তবৃন্দকে জগদীশ-দর্শনের নিমিত্ত দিব্যঅক্ষি প্রদানের নিমিত্ত সর্ব্বাগে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পর শ্রীসুভদ্রাদেবী ও জগদীশের জয়-ধ্বনিতে চতুর্দ্দশ ভুবন মুখরিত করিয়া স্বীয় সুশোভন রথারোহণ করিলেন।

এখন জগদীশদর্শনে আগত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের উৎকণ্ঠা অতিশয় ঘনীভূতা হইতে লাগিল। তাঁহাদের আর্ত্তিদর্শনে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বেলা ৩টার মধ্যেই স্বীয় কারুকার্য্যখচিত অপূর্ব্ব মনোরমরথে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ডের ঐকতানের সহিত কোটী কণ্ঠে শ্রীহরিধ্বনি উত্থিত হইল এবং ভক্তবৃন্দ নির্নিমেষনেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় বলদেবের রথ চলিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া বোধ হয় সুভদ্রাদেবী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাদেবীও সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়া জগদীশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আর শ্রীশ্রীজগদীশ ব্রজবাসিগণের প্রেমে এত আবদ্ধ যে, তিনি মাত্র ১০।১২ হস্ত পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ দিনের জন্য বৃন্দাবনেই রহিলেন।

কটক-প্রসঙ্গ

বর্ষা ঋতু ভোগলিপ্সু জনগণের সাময়িক সুখের কারণ হইলেও অনেকেই ইহাকে পছন্দ করেন না। নীলাকাশ সর্ব্বদা তোয়দ পরিপূর্ণ, শীতল সমীরণ বারিকণাযুক্ত, রাস্তাঘাট কর্দ্দমময়, জলময়—সর্ব্বত্রই যেন একটা অশান্তিভাবপ্রদ দৃশ্য।

এ হেন কালে জীবগণ উদরভরণাদি ও তদনুকূল কার্য্যশেষে নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় লইয়া হয় বৃথালাপ, না হয় অক্ষক্রীড়াদি এবং অবশেষে আবরণী মায়াদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লন।

মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজে নিজেরই আত্মহত্যা করেন। একথা তাঁহারা না বুঝিলেও পরদুঃখদুঃখী আত্ম-পরমাত্ম-জ্ঞান-প্রদাতা বৈষ্ণবঠাকুরগণ বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। তাঁহারা শুধু পরদুঃখ অনুভব করেন

না, তন্নিমোচনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আচার্য্য বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন।

বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ প্রভুগণ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্ত্য জীবগণের উদ্ধারের জন্য দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এবং গৃহে গৃহে গমন করিয়া প্রভুসেবা ভ্রান্ত জীবগণের কর্ণে প্রভুবার্ত্তা প্রদান করেন।

কটক সহরে প্রভুবার্ত্তা বিতরণের জন্য মুকুন্দশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ অবতরণ করাইয়াছেন। ভূলোকে গোলোক আনয়নকারী পতিতপাবন প্রভুপাদ এই-স্থান হইতে সহরের এবং সহর ছাড়া চতুর্দ্দিকে গোলোকবিহারীর কথা প্রচার করিতেছেন।

বর্ত্তমানে শ্রীমঠে মহামহোৎসব। ভোগ-কোলাহল প্রমত্ত জনগণের সেবামোদে মাতিবার এই সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র সুযোগ। বর্ষাকাল। অবিরাম বারি-পতন। লোকে অনেক সময় নিজভোগে উদাসীন হইয়া বাহিরে না গেলেও প্রভুর অনুগত জনগণ অক্লান্তভাবে দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১লা শ্রাবণ শ্রীশয়ন-একাদশীর দিন উষায় মঙ্গল আরত্রিকের পর ভক্তগণ সুমধুর কণ্ঠে একাগ্রচিত্তে উষঃকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তৎপরে প্রভুসঙ্গিগণ নগরে বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে মায়াদূরকারী হরিকথামৃত প্রচার করেন। অপরাহ্ণে পুনরায় সহরবাসীর গৃহে গমন করিয়া অবিরামভাবে প্রভুকথা কীর্ত্তন করেন।

বর্ষায় সন্ধ্যায় সকলে নিজগৃহে আশ্রয় লইলে ভক্তগণ সন্তুষ্ট নহেন। শ্রীমঠে শ্রীচরিতামৃত পাঠ এবং স্থানীয় মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীহরিবাসর দিবসে উপবাস বিধান আছে। শরীর শোষণের নাম উপবাস নহে, অন্য কার্য্য বা পাপ হইতে অবসর হইয়া ভক্তসঙ্গে ভগবানের প্রসঙ্গে অবস্থিতির নামই উপ— নিকট বাস—বসতি।

নোঙর তোলা হয় নাই

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন জীবনের মধ্যস্থানে উপস্থিত। সংসার-সাগরের তরঙ্গ তরঙ্গে উঠিয়া নামিয়া চলিতেছি। এমন সময়ে একদিন ভোরে উঠিয়া নদীর ঘাটে মুখ ধুইতে গিয়া দেখি, ঘাটে একখানা নৌকায় বড় গণ্ডগোল উপস্থিত। ঘটনাটি বিশেষভাবে জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আস্তে আস্তে নৌকার ধারে যাইয়া দেখি, গ্রামের সুবোধবাবু চীৎকার করিতেছেন।

সুবোধবাবু খুব শিক্ষিত, ধনী এবং বুদ্ধিমান্। আমাকে বড়ই স্নেহ করেন। আমাকে দেখা মাত্রই বলিলেন—

'অবোধ, ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরেছ কি?

আমি—না, কিছুই বুঝি নাই, তবে একটা যে কিছু হয়েছে বুঝ্‌তে পারছি।

সুবোধবাবু—অবোধ, তোমায় আর কি বল্‌বো। এমন এক ঘটনা ঘটেছে যা' ঘট্‌তে পারে চিন্তায় আনা যায় না।

আমি—জগতে অসম্ভব কিছু নাই। আমরা সব ঘটনা দেখ্‌তে পাই না বলে অদ্ভুত বলে মনে করি। আচ্ছা বলুন ত ব্যাপারটা কি?

সুবোধবাবু—অবোধ, তুমি ত' জান যে, আমাদের গ্রাম থেকে সহরে যেতে হলে একটা ভাটা ও জোয়ারের কিছুটা লাগে।

আমি—হাঁ, সেটা বেশ জানা আছে, তবে কি হয়েছে?

সুবোধবাবু—আজ কোর্টে মোকদ্দমা। রাত্রি ১০টায় খাওয়া দাওয়া করে নৌকায় উঠেছি। মাঝিকে বলে রেখেছি ভোরে আমাকে ডেকে দেবে, নয়বাসানের মাঠে নামিয়া প্রাতঃকৃত্য কর্‌বো। পরে জোয়ার দরে সহরে ৭। ৮ টার সময় পৌঁছিব। মাঝিকে বলে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। দেখি, ঠিক্ ভোর হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার খানা যা দাঁড়িয়েছে, তা' আর বলবার নয়।

আমি—বলুন, তারপর-

সুবোধবাবু—ঘুম থেকে উঠেই মাঝিকে ডাকছি। কিন্তু মাঝি সাড়া না দিয়ে চুপ করে আছে। পুনরায় ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম নয়বাসানে এসেছি কি? মাঝি আস্তে আস্তে এসে পা ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমি মনে কর্‌লাম, না জানি কি হয়েছে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম ফিরে—হয়েছে কি? মাঝি তখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যা বল্‌লো তাতে রাগটা রাখবার আর স্থান হলো না।

আমি—মাঝি কি বল্‌লো?

সুবোধবাবু—মাঝি চোখের জল মুছ্‌তে মুছতে বল্‌লে বাবু, আমরা সেই দশটা থেকে দাঁড় ও হাল প্রাণপণে বাইছি, কিন্তু আমাদের নাচির খারাপ তাই কিছুই হলো না। আমি তখন জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কি হলো না? সে উত্তর কর্‌লো বাবু, নৌকা ঘাট থেকে একটুও নড়ে নাই।

আমি—সে কি কথা? সারা রাত নৌকা বাইল, আর একটুও নড়লো না?

সুবোধবাবু—আমিও তাই বল্‌লাম। তখন সে অনেক কষ্টে বল্‌লো—'নোঙর তোলা হয় নাই'।

আমি ত' অবাক। ভাবিলাম লোকটা কি বোকা। নৌকার নোঙর না তুলিয়াই নৌকা চালাইতে আরম্ভ করেছে! যাহা হউক, তখন সুবোধবাবুকে একটু বুঝাইয়া বলিলাম, তিনি নির্ব্বোধ মাঝিকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সংসারে বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় ওরূপ একটা ক্ষুদ্র বিষয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ঘটনা আমার জীবনের শেষ ভাগে বড়ই উপকার করিয়াছে।

কার্য্যোপলক্ষে উড়িষ্যার সর্ব্ব প্রধান কটক নগরে আসিতে হইয়াছে। সহরে ভ্রমণ কালে হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম কলিকাতা **গৌড়ীয় মঠের** দুই জন স্বামিজী স্থানীয় টাউন হলে **'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া সভায় যোগদান করিবার ইচ্ছা হইল।

আমরা সাংসারিক লোক, সর্ব্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-চেষ্টায় থাকি। সে কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া শ্রীভগবানের কথা শুনিবার অবকাশ নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, কার্য্যাদি শেষ করিয়া সভা-স্থলে পৌঁছিতে ৭॥ টা বাজিয়া গেল। হলে উপস্থিত হইয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। ভিতরে বসিবার স্থান ত' নাই, বারান্দায়ও স্থানাভাব। কোন গতিকে বারান্দার দরজায় একটু দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইলাম।

তখন প্রথম বক্তা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা বলিতেছেন। তিনি তাঁহার ভাব ভরে আবেগের সহিত অনেক কথা বলিতেছেন। প্রত্যেক কথাটা হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিতেছে। আমার ন্যায় বহু লোক দণ্ডায়মান, কিন্তু সাধু-মুখে ভগবানের কথার এমন একটী শক্তি আছে, যাহাতে আমাদের কোন প্রকার ক্লেশ হইল না। বরং অধিক শুনিবার পিপাসা বাড়িতে লাগিল।

মাঝে বিজ্ঞাপন খানা দেখিয়া লইলাম। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করিতেছেন বুঝিলাম। স্বামিজী মহারাজ অনেক কথা বলার পর বলিলেন যে, আমরা অনেক পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করি, অনেক হরিনাম করি, কিন্তু হরিপাদপদ্মে চিত্ত রত না হইয়া বিষয়েই আসক্তি বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? আমরা যদি অনুসন্ধান করি,তখন দেখিতে পাই যে, অসতে প্রীতি বা আসক্তিই আমাদিগকে ব্রজের পথে যাইবার বাধক হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি ঠিক আমার যৌবনে দৃষ্ট ঘটনাটির মত একটা উদাহরণ দিয়া বলিলেন যে, 'মাঝি যেমন নোঙর না তুলিয়া নৌকা বাহিয়া কষ্টমাত্র লাভ করিয়াছিল, আমরাও তেমনি সৎসঙ্গ না ছাড়িয়া খুবই ভজনের অভিনয় করিতেছি। নোঙরের ন্যায় অসৎসঙ্গ আমাদিগকে ভজনে অগ্রসর হইতে দেয় না। অতএব নৌকার গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে যেমন নোঙর তুলিয়া নৌকা চালাইতে হয়, তেমনি পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে হইলে 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ'ই মূলমন্ত্র করিতে হয়। কেন না অসতে প্রীতি থাকিলে সদ্‌বস্তুতে প্রীতির অভাব হয়।

কথাটী শ্রবণ করিয়া আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহাটা প্রবেশ করিল। অতীত জীবনের ঘটনাটী আমার বর্ত্তমান জীবনের সম্মুখে আসিয়া ভাবী পরমার্থ জীবনের সহায় হইল।

ধন্য স্বামিজী! ধন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবকপ্রবর! আপনারা আমার ন্যায় অনেক ভ্রান্ত বিপথগামীর ভ্রান্তি দূর করিয়া সুপথে লইতে পারেন। আপনাদের শ্রীচরণে অকপট ভক্তির প্রার্থনা করি।

কারো সর্ব্বনাশ কারো ভাদ্র মাস

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এইটী বঙ্গদেশের একটী প্রবাদ বাক্য। প্রাচীনকালে কোন স্থানে একটা নূতন কিছু হইলেই তাহা আশ্চর্য্য-জনক হইয়া লোকমুখে প্রচারে প্রবাদ কথায় পরিণত হইত। সেই প্রবাদ কথা গুলিই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমরা ঘরে ঘরে অকাট্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া লইতেছি। আমরা আজকাল শাস্ত্র টাস্ত্র ধার ধারি না, পড়িবার সময়ও খুব অল্প কারণ এত সব নূতন নূতন নাটক নভেল বাহির হইতেছে, তাহা বিক্রয় না হইলে স্বদেশের উন্নতি হয় না। কাজেই প্রাচীন আর্য্যতা ও আস্তিক্যতাকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কালাপানিতে রাখিবার নিমিত্ত সকলে আদা জল খাইয়া লাগিয়াছি।

এই সকল আর্য-বাক্য অবহেলন-ফলে বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজে যে ভীষণ নরক যাত্রীর পান্ডা জুটিয়াছে, তাহার একটী চিত্র উন্মোচন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এইতো বর্ষা-কাল। আকাশে সতত সঞ্চরমাণ জলধর-খণ্ড হইতে নিরত বারি বর্ষিত হইয়া ক্ষীণকায় তড়াগ, স্রোতস্বতী প্রভৃতি নবনব যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের তাড়ে তাহা-

গেল ছাতু ধরিয়া যাইতেছে। তাহারা পরিশেষে স্বীয় জীবিত বারি-প্রবাহ বিলাইয়া দিয়া সকলীকেও সুরূপ করিয়া তুলিয়াছে। উপরোক্ত নাগরিকগণের পক্ষে উপভোগ করা অসম্ভব। গ্রামবাসীর সকলেই ইহাতে সক্ষম। তবে যে ঘটনা নিয়তই চক্ষুর সামনে নৃত্য করে, তাহার উপাদেয়ত্ব লঘু হইয়া যায়, তাই পল্লীবাসীরা এরূপ দৃশ্যটিতে বড় একটা মনোনয়নমোদকর দৃশ্য আছে বলিয়া মনেও করেন না, দৃক্‌পাতও নাই।

পল্লীবাসী উভচর দ্বিপদ জীব মানুষ আমরা, এহেন সোঁতার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইলেও ২।১ টী কারণে আমাদের খুবই আনন্দ দেখা যায়। হেমন্ত হইতে গ্রীষ্ম ঋতু পর্য্যন্ত জলের অল্পতা নিবন্ধন জলচর মীনজাতিসকল সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে না পারিয়া একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। ভগবানের করুণায় এখন তাহারা স্বচ্ছন্দ বিহারের স্থান লাভ করিয়া কতই না আনন্দে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। (যেমন নাগরিকগণ খোলা মাঠে হাওয়া খাইতে বাহির হয়)। কিন্তু তাহারা জানে না, তাহাদিগের পিছনেই ছদ্মবেশ শত্রুরূপে ঘাতকগণ সংহারক অস্ত্র লইয়া অনুসরণ করিতেছে। তাহাদেরই স্বজাতীয়গণ সেই ঘাতকদিগেরই কবলে পড়িয়া দলে দলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কোথায় সেই প্রাণ-ঢালা সফরীর ফরফরি, নূতন পাউসের মীনকুলের স্বচ্ছন্দ বিহার? উহাদিগের যাবতীয় প্রফুল্লতা ঘাতকদিগের প্রফুল্লতার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। ইহাকেই বলে কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও ভাদ্র মাস।

এইরূপ ভাবে আমরা মনুষ্য জাতি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইয়া যে কত লক্ষ সহস্র জীবের উপর প্রভুত্ব দেখাইয়া ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া লইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা একবারও ভাবি না, ঐ প্রকারে কালও আমাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া শেষ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে। তাহাতে আমরাও একদিন সর্ব্বনাশের দলে পড়িব। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া ভাদ্র মাসের নিমন্ত্রণের ফূর্ত্তি উড়াইতেছি, তাহারাও কিছু সময় পরে এই সুযোগটা বাগাইয়া লইবে। শ্রীভগবানের রাজ্য স্বেচ্ছা-চারিতায় পার পাওয়া যাইবে না। এখানের কর্ত্তা যিনি, তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিবার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই সব চিত্রগুপ্তের খাতায় অবিশুদ্ধভাবে আমাদের জমা খরচ লেখা হইতেছে। সেই গুপ্তহিসাব যেদিন প্রকট ভাবে বিকাশ হইবে, সেইদিন বুঝিব ব্যাপার খানা কি? সেদিন কিন্তু জাল, দড়ি, পোলো, ঘুগ্‌ড়া, বরশী, বর্শা, কোঁচা, কুড়িয়া, কোনটিরই সাহায্য পাওয়া যাইবে না। তখন দেখিব—আমি যাহাদিগের ঘাতক ছিলাম, সেই সকল প্রাণী কাতারে কাতারে একত্রিত হইয়া কেহ আমার গায়ের মাংস, কেহ আমার চক্ষুর তারা, কেহবা গায়ের চামড়া সজোরে টানিয়া খাইতেছে। আমি সারা জীবন ভরিয়া ক্রমে ক্রমে যত গুলি প্রাণীকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন ও হিংসা করিয়াছিলাম, আজ তাহারা একযোগে সকলে একই সময়ে আমাকে হিংসা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। আর উপায় কি? এত শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়িলাম, ভক্তপাঠকদিগের নিকট এত রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শুনিলাম, তবু বুঝিলাম না, আমার এরূপ নৃশংস অত্যাচারের চরম কোথায়। শেষ কালে বেগতিক দেখিয়া শাক্তের মতবাদে শাক্ত সাজিলাম। কিন্তু পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে, নিজ হাতে না কাটিয়া পরের হাতে কাটাইয়া লইলে ঘাতকের লিষ্ট হইতে নাম কাটা যাইবে না।

'অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয় বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥'
মনু ৫।৫১

অর্থাৎ হননে অনুমোদনকারী, বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, ক্রয়-বিক্রয়-কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক এই কয়জনই ঘাতক-শ্রেণী-ভুক্ত।"

মনু হইতে জাত মানব জাতি, সেই মনুর বচনেই যদি বিশ্বাস না থাকিল, কেবল—"খাইয়া মৎস্যের ঝোল * * হরি বলিবো" নিতান্ত মূর্খজন-রচিত কাল্পনিক ছড়াকেই যদি বেদ বাক্য মনে করি তাহা হইলে আমরা বৃদ্ধ পিতামহ মনুকে কতটুকু সম্মান করিতেছি, একটু কি ভাবিয়া দেখিব না? যে যাহাকে বধ করে, সে তাহাকে বধ করিবে—এই ঘাত-প্রতিঘাত-জ্ঞাপক জড়-বিজ্ঞান পাঠ করিয়াও কি আমরা অজ্ঞান থাকিব? অহো! আমরা মানুষ, আমাদিগের কি একটা শোচনীয় দশা উপস্থিত হওয়া বাকী রয়?

ভাই সব! আমার বন্ধুসকল! আমার মাতৃস্থানীয়া পরমা বিদুষীগণ! আপনাদিগের পায়ে পড়িয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলি—জিহ্বা-লাম্পট্য বর্দ্ধনের জন্য জীবহিংসা করিবেন না, তাহা হইলে তেমন রসনায় শ্রীনারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নামোচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা উদিত হইবে না। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য বা প্রসাদ-দ্বারা এদেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করুন। জিহ্বা লাম্পট্য দূর হইবে। শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে ভজনের অনুকূল স্বীকার, প্রতিকূল বর্জ্জন করাই মানবোচিত বুদ্ধির পরিচয়। নতুবা অপরের সর্ব্বনাশে নিজেরই সর্ব্বনাশের আমন্ত্রণ হইয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(ঠাকুরের পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব-বাসরে তৎকৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডি স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ-মহারাজের** বক্তৃতার সারাংশ)

শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা ধন্য! শ্রীক্ষেত্রে যে মহাপুরুষের বিরহ দিবসে আপনারা সমবেত হইয়াছেন, তিনি জয়-যুক্ত হউন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলা সহজ ব্যাপার নহে। ভগবদ্ভক্তের নাম-রূপ-গুণাদি-কীর্ত্তনে আত্মার শোধন হয়। শাস্ত্র বলেন—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ"
(ভাঃ ১১।১৯।২১)

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব, আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভক্ত বা ভগবান আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

সেই ধর্ম্ম কৈতব-শূন্য—কৈতব কাহাকে বলে?—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥

সেই ধর্ম্ম ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুজ্ঞান-প্রদ। তত্ত্ব বস্তু কি?—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ-স্বরূপ॥

সূর্য্য স্বপ্রকাশ-বস্তু। খণ্ড মেঘ যে প্রকার 'সূর্য্যকে আবৃত করে' দেখায়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা পারে না, উহা আমাদের দৃষ্টি-শক্তিকে আবৃত করে বলিয়া আমাদের ঐ প্রকার ভ্রান্তির উদয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত হইয়া আমরা স্বপ্রকাশ বাস্তব-সত্য-সূর্য্যের দর্শন পাই না। ভগবান্ বা ভক্ত আমাদের সেই আবরণ অপসৃত করিয়া সেই বাস্তব-সত্যের প্রকট সাধন করেন।

মহাপ্রভুর পর ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ এবং শ্রীনিবাস—এই তিন জন আচার্য্য, তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, এবং সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে পুনরায় উহাতে অনেক আবিলতা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শুদ্ধাভক্তির কথা প্রচার করেন। তিনি জগদ্‌গুরু, আচার্য্য-শিরোমণি। শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী অসমোর্দ্ধ বিগ্রহ, সেই প্রকার গৌর-নিজজনও অসমোর্দ্ধ।

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদ-সেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা ব্যতীত চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান কেহ জানিতে পারে না।

"গৌরশক্তি বিনা তাহা নহে প্রচারণ।"

তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। তিনি জগৎকে জানান,—'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হবে দূর'। কৃষ্ণ-সুন্দরের বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দর, গৌরসুন্দরের সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণসুন্দর।

নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের অভিন্ন-বিগ্রহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নাম শ্রীনামের ভজন-প্রণালী তৎকৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা এই চারিঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। নামাভাসে ব্রহ্মলোক, নামে গোলোক এবং নামাপরাধে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবস্থিতি। অহংতা, মমতা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কনক-কামিনী প্রভৃতিতে লুব্ধ এবং বদ্ধাবস্থায় ধর্ম্ম অর্থ কাম বা অন্য, অনর্থ বা কামের অতৃপ্তি হইবে। কিন্তু নামাভাসে মুক্ত এবং নামে—শুদ্ধনামে—আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ২৩৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

ল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপপদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট মন করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাপে তুমি মরে;

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

দুনিয়ার খেলা

আজকাল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেকেই কিছু অর্থ ও প্রতিপত্তির যোগাড় করিয়া লইতেছেন। জগতে এমনি ধনী, মানী বা বিদ্বান বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ হয়; কিন্তু একটু ধার্ম্মিকের সজ্জায় সেগুলি, অতি শীঘ্রই লভ্য হইয়া পড়ে। দু' একটা 'তীর্থ' চটতে পারিলে ত' আর কথাই নাই, তাহা না হইলেও দুইচারি পাতা ব্যাকরণ উল্টাইয়া কিম্বা তাহাও না করিয়া দুই পাঁচটা গীতা ভাগবতের শ্লোক টীকা-সহ আবৃত্তি করিতে পারিলেই বাস্, আর পায় কে। গলায় একটু সুর থাকিলে ত আর কথাই নাই। কত জায়গা হইতে যে পাঠ, বক্তৃতার ডাক আসে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিজে যাহাই হই না কেন, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিলে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার আর অভাব হয় না। কখনও বীর, কখনও দীন, কখনও ললিত, কখনও হাস্য, কখনও করুণরসের ফোয়ারা উঠাইয়া লোক-চিত্তরঞ্জনের শক্তি যাঁ'র যত বেশী আছে, তিনিই আজকালকার ধর্ম্মসভার- তত প্রধান পাণ্ডা। হায় রে দেশ! চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি ডাকাইতী জালিয়াতী পরদার-সঙ্গ প্রকাশ্যে করিতে গেলে হস্তপদে লোহার গহনা পরিয়া শ্রীঘরে বাস করিতে হয়, তাই ধার্ম্মিকের সজ্জা লইয়া দুনিয়ায় মজা লুটিবার তোমায় বড় সুবিধা হইয়াছে। অত্যন্ত পরদারাসক্ত মদ্যপায়ী, সেও ধার্ম্মিকের বেশ পরিয়া প্রকাশ্য সভায় লেক্‌চার দিতেছে—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে কি বাহবা' আর কি করতালি'র ঘটা! বক্তার ক তখন একেবারে চারি হাত ফুলিয়া উঠিল, ভাবের ফোয়ারা উঠিল, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার আসিয়া তাঁহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিয়া টুপটু করাইতে লাগিল, চোখের জলে টী ভিজিয়া কাদা হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূলরিত হইল, মৃদঙ্গমন্দিরা বাজিয়া উঠিল, গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুমুল নামকীর্ত্তন-রোল উত্থিত হইল, চারিদিক হইতে পয়সা, সিকি, দুয়ানি, গহনা, কাপড়, ফল-মূল ছাই ভস্ম কত কি পড়িতে লাগিল, তবু কি আর সে 'দশা' কাটে! এ দিকে সময় বেশী হইয়া গেলে লোকের ধৈর্য্য থাকে না, আর পাওনাও আর বেশী হওয়ার সুবিধা নাই, বুঝিয়া বক্তা ক্রমে ভাব সম্বরণ করিয়া অন্তর্দশা হইতে বাহ্যদশায় আসিলেন। সুতরাং ক্লান্ত শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া তখনই তাম্রকূটের আরাধনা আরম্ভ হইল, শেষে পদধূলি আশীর্ব্বাদ অনেক বিতরণের পর তল্‌পীতল্‌পা গুটাইয়া "সকলদেশের রাণী সে যে আমার কুটীর খানি"র একে একে সকল স্মৃতিই মনে পড়িয়া গেল, "বিরহবিধুর অধরে মৃদুল-মধুর হাসি"টুকু দেখিবার জন্য প্রাণটা আইঢাই করিতে লাগিল। এমনি করিয়াই ভাব-লীলাভিনয়ের একটা যবনিকা পড়িয়া গেল।

এ সকল কথা কে-ই বা ভাবে, আর কে-ই ইহার প্রতীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়? জগৎ চাহে, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ চাহিয়া বঞ্চিত হইতে, বঞ্চনাও সেইরূপ নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহার সমস্ত সম্পৎ লুটিয়া লইয়া যায়। সাধুর বেশ দেখিলেই বা সেই সাধুবেশধারীর মুখে দুই চারিটা শাস্ত্রের বাণী শুনিয়া বাহবা দিলেই কি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল? মহাজন বলিয়াছেন,—'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥' আচার-প্রচার নামের করিয়ে দুই কার্য্য।' আচার-বিহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই। জগৎ একথাটি বুঝিয়াও বুঝিবে না। একমুখে যাহাকে গুরু বলিবে, আবার সেই মুখেই সেই গুরুতে লঘুত্বের সামঞ্জস্য সমাধান করিতে যাইবে! ইহার হেতু নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, জগতের লোক সত্যানুসন্ধান করিতে চাহেনা, তাই তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী অসাধুকে সাধু বলিয়া অসাধুর অসাধুত্ব বজায় রাখিবার পক্ষ সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বলবতী হয়। প্রকৃত সাধু সত্য কথা বলিয়া তাহাদের খেয়াল ভাঙ্গিতে আসিলে তাহারা সাধুকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে আসে। হায়ই দুনিয়ার খেলা! তাই মহাত্মা তুলসীদাস বড় দুঃখে গাহিয়াছিলেন,—

"সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্‌ঠা ঝুট্টা জগৎ ভুলাই।
গো-রস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকাই॥"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(ঠাকুরের পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব-বাসরে তৎকৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ-মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলায় ও শ্রীপুরুষোত্তমে উভয় ধামেই শ্রীশিক্ষাষ্টক জগজ্জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই এই শিক্ষাষ্টকের অনুবর্ত্তী হইয়া ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শেষভাগে এই শিক্ষাষ্টকের কতকটা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতের ধর্ম্মাকাশ মেঘাবৃত হইলে, শ্রীশিক্ষাষ্টকের শিক্ষা ঢাকা পড়ে, সেই সময় এই শিক্ষাষ্টকের শিক্ষা জগতে পুনরায় সম্যগ্‌রূপে প্রচারিত করিবার মানসে ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেবভাষায় "সম্মোদন ভাষ্য" ও বঙ্গভাষায় কয়েকটি গীতি রচনা করেন। শ্রীনাম-ভজনে ঠাকুরের 'হরিনাম চিন্তামণি' কত লোকের যে কত সুবিধা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতম্।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

"ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধ-সত্ত্বে চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান্ নিত্য-প্রকাশ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারই নাম বাসুদেব। ভক্তিপূত-চিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি।'

নাম নামীতে অভেদ।
'সেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

কৃষ্ণনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণি বিশেষ, তাহা কৃষ্ণচৈতন্যরসের বিগ্রহ স্বরূপ, তাহা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িকবস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নহে, তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নহে; তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কারণ নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ও গৌরাঙ্গের এক, গৌর-শক্তি এক, গৌরসুন্দরের অভিন্ন বিগ্রহ।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্

বদ্ধ জীবের ভোগভূমিতে শব্দ ও শব্দী এক নহে। ইতরব্যোম হইতে জাত শব্দ জড়। কিন্তু পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-ধ্বনি নাম বা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি অভিন্ন। যে চক্ষুদ্বারা জড় বস্তু দর্শন করিতেছি, তদ্দ্বারা ভগবানের নামরূপাদি গ্রহণীয় নহে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফল-ভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময়।

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপারমাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিকুঞ্জযূনো রতি কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রৌতপন্থা বা অবরোহপন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণে শরণাগত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য-লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবা-যাজনের অধিকারী হন। প্রতি জীব-হৃদয়ই রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ। ভোগপরায়ণ ব্যক্তি কনক কামিনী স্বীয় ভোগে নিযুক্ত করিয়া নিরয়গামী হয় আর সেবোন্মুখ ব্যক্তি অর্থাদি যাবতীয় ঐশ সকল জিনিষের একমাত্র মালিক বা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ভোগিকুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

সম্বন্ধ—গৌরকিশোর,—অভিধেয় শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী এবং প্রয়োজন—শ্রীভক্তি-বিনোদ। বৈষ্ণবতা—দেহের ধর্ম, দেহোত্থিত বা মনোধর্ম বিত্তাদি লাভ নহে। আত্মধর্ম্ম পুষ্ট বা যদি জাগ্রত জীব সুপ্ত জীবকে প্রবুদ্ধ করেন। জাগ্রত আত্মা যে কোন কুলেই প্রাদুর্ভূত হউন না কেন, তিনি সকলকে জাগাইতে পারেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী,
শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গোস্বামীই গুরু, অপরে নহে।

কলিযুগ-ধর্ম্ম—শুদ্ধ নামাশ্রয়। কিন্তু

"অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।"
কৃষ্ণভক্তি—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

উত্তম ভাগবত কৃষ্ণ-বিরহে 'হরেকৃষ্ণ' বলে ডাকেন—বিপ্রলম্ভরসে 'কৃষ্ণ' বলে ডাকেন; এই বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া যে ভজন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্-
মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণ-
নাথস্তু স এব নাপরঃ॥

সকল বস্তুতে জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতে হইবে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্॥
(ঈশঃ ১ম মন্ত্র)

পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্তু আছে, তৎসমুদয়েই পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর, ভগবৎ সম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না।

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব কৃষ্ণ-জীবের চিত্ত কৃষ্ণ-ভক্তি বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্ত্য-শিক্ষাগুরু এবং মহান্ত স্বরূপ হইয়া শিক্ষা-গুরু হন।

গুরু-কৃপারূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্ত-শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে
গুরু চৈত্ত্যরূপে॥
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥

ভক্তি কাহাকে বলে?

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং
ভক্তিরুচ্যতে॥

সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ লক্ষণময়ী-সেবার দুইটী তটস্থ লক্ষণ—(১) ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে, (২) কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-
পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-
দাসানুদাসঃ

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই, কিন্তু উন্মীলিত অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃত স্বরূপে 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

হে সজ্জনবৃন্দ, শ্রীগৌরসুন্দরের মনো-প্রচারকবরের, আত্মগত্যে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনা করিয়া শ্যামসুন্দরকে বৃন্দাবনে লইয়া যাউন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

বক্তৃতা

মেঘাবৃত দিন দুর্দ্দিন হইলেও শ্রীহরি-কথা বিহীন দিনই প্রকৃত পক্ষে দুর্দ্দিন। কেননা পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রাকৃতিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি অপরি-বর্ত্তনীয় অচ্যুত শ্রীভগবানের নামগুণাদির কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ না হয়, তবে আর কি হইল? এই সপ্তাহে বিজ্ঞাপিত হইয়া কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজকে স্থানীয় কলেজ হিতৈষী হলে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রবল বর্ষা। শেষ রাত্রি হইতে অবিরাম ভাবে বারি পতন হইতেছে। রাস্তায় বাহির হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু তথাপি নিজপ্রভুর কথা কীর্ত্তনে পরমোৎসাহী শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অনুগত জনগণের আনন্দের সীমা রহিল না। হরিকথা-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কলিকালে হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণ যে কত ভাগ্যবান, তাহা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিবার বিষয় নহে। দুর্ভিক্ষের অভাব দূরীকরণে মহৌষধি দান করিবার জন্য স্বামিজী, কতিপয় গুরুভ্রাতা সহ প্রবল বর্ষার ভিতর 'জয় শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ কি জয়' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হইল। রেভেন্সা কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মিঃ ওবগিল আই,ই, এস সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়া উপস্থিত অধ্যাপক ও ছাত্রগণের নিকট শ্রীপাদ বনমহারাজের পরিচয় দিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দ তাঁহার সুকণ্ঠে "ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন" গানটী গাহিলেন। তৎপর স্বামিজী মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ সুমধুরকণ্ঠে ভাষার পারিপাট্যে ও দ্রুত-মন্থর-গতিতে 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে এক ঘণ্টার উপর ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিলেন।

সভাস্থল নিস্তব্ধ। সকলেই অনিমিষ-নয়নে বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। আর নিবিষ্ট চিত্তে হৃদয়-গ্রাহিণী শাস্ত্র-যুক্তিমূলে অশ্রুত-পূর্ব্ব হরিকথা শ্রবণে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছেন।

বক্তৃতান্তে পুনরায় সভাপতি মহাশয় বক্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রীহরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রিন্সিপাল মিঃ ওবগিল আই, ই, এস মহোদয় বিশেষ সজ্জন, তাঁহার ব্যবহার এবং সত্যানুরাগ অতীব প্রশংসনীয়।

কটকের সৌভাগ্য

(উৎকল-দীপিকা হইতে অনূদিত)

বিগত ১৪ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কটক টাউনহলে এক বিরাটধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব-বিধ জনহিতকর-অনুষ্ঠানতৎপর শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত লাবেণ্য মহান্তি-প্রমুখ স্থানীয় মহোদয়বৃন্দের উদ্যোগে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কটক-শাখায় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকসমূহের সাহায্যে ধর্ম্মসভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সমাহিত হইয়াছে। টাউন-হল নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি যাঁহারা বিলম্বে আসিয়াছিলেন, স্থানাভাবে তাঁহা-দিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত না পাওয়ায় অনেককে ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় তিনঘণ্টাকাল ললিত প্রাঞ্জলভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ এই সুদীর্ঘকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবহিতচিত্তে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। বক্তৃগণ-মুখ-বিগলিত ধর্ম্মতত্ত্বামৃত-রসাস্বাদনে কটকবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহ যে বিশেষ প্রশংসার্হ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তাহার পর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সমগ্র সভাস্থল প্রকম্পিত করিয়া কিরূপে বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্মের নামে ব্যভি-চারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কিরূপে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মন্ত্র-বিক্রয়ী বা ধর্ম্মব্যবসায়িগণ ধর্ম্মের কদর্থ প্রচার করিয়া বিচার-বিমূঢ় জন-সাধারণকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে, তাহাই বিবিধ দৃষ্টান্তসহকারে বিশদরূপে বিবৃত করেন। তাহার পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ তাঁহার বৈষ্ণব-সুলভ দৈন্য-সহিত ভক্তিভাবব্যঞ্জক প্রাঞ্জল ভাষায় মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্বের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, জগতে যে সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তাদৃশ শিক্ষার অন্যতম নহে। অন্যান্য শিক্ষকগণ শিক্ষ-ণীয় বিষয়ে যে ধারা অবলম্বন করেন, তাহা ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-বিষয়ক শিক্ষামাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়টী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয় না হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে অপ্রাকৃততত্ত্বের আলোচনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

এই জগতে শব্দশক্তি অপ্রাকৃত বস্তু-বোধিকা না হওয়ায় লক্ষণা করিবার জন্য একটী স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আমাদিগকে অপ্রাকৃত বস্তু বিজ্ঞানে বঞ্চিত করিতে পারে। আমাদের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই সহায় চতুষ্টয় অপ্রা-কৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু-সাদৃশ্যে ভোগের উপাদান মাত্র মনে করায় বটে, কিন্তু প্রকৃত

লোভাদে অপ্রাকৃত বিবর্ত্ত তাহা বলেন। জীব-স্বরূপের ধারণা-বিপর্য্যয়ে অবৈধভাবে নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল অচিদ্বস্তুর প্রতিযোগ-যোগী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা মানস ও শারীর চেষ্টাসমূহকে আত্ম-চেষ্টা-জ্ঞানে বিপর্য্যয় উপস্থিত করায়। কিন্তু শ্রৌতপন্থার শিক্ষাপ্রণালী সরলভাবে অনুসরণ করিতে পারিলেই জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনাত্মবিদ্গণের কবল হইতে আত্মরক্ষাকাঙ্ক্ষিকা; শ্রৌতপথে শরণাগত না হইয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থিত সীমা-বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন তর্কপথে অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপে শ্রীমহারাজ ক্রমশঃ অপ্রাকৃততত্ত্বের উপদেশ পূর্ব্বক সংক্ষেপে আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং প্রমেয় স্বরূপ কৃষ্ণবিচার, কৃষ্ণ-শক্তিবিচার, রসতত্ত্ব বিচার, জীবতত্ত্ব বিচার, জীবের সংসার বিচার, জীবের নিস্তার বিচার ও সর্ব্বশেষে বিশদভাবে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং অষ্টম ও নবম শ্লোকের কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন বিবৃতি পূর্ব্বক তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতার উপসংহার করেন।

এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সভায় আন্তরিকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সনাতন ধর্ম্ম যে জীব মাত্রেরই—জৈব বা নিত্য বা আত্ম-ধর্ম্মে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকার সম্ভাবনা নাই, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘ-কালব্যাপী জটিল-বৈষ্ণব-দার্শনিক তত্ত্ব-বিষয়ে যে ভাবে শ্রোতৃবৃন্দ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য এবং শ্রীমহারাজগণের অসাধারণ কীর্ত্তন-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। পরিশেষে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সহ সভাভঙ্গ হয়। ইহা কটক-বাসীর পুনরুদ্দীপিত-শুদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার একটি স্মরণীয়-তিথি।

বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত-জনই বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ। (সর্ব্ব-পদদলিত শুষ্কভাব-হেতুতাং তৃণাদপি, সর্ব্বতো ভাবেন নীচেন প্রাকৃত মর্য্যাদা-রহিত ভাব-সম্বলিতেন জনেন) অন্তরে দুর্ব্বাপরাধ-মূলক দেহাত্ম বুদ্ধি গুপ্ত ভাবে রাখিয়া বাহিরে কপটতা পূর্ব্বক আকু পাকু করা কখনও তৃণাদপি সুনীচতা নহে। এরূপ কপটতা ও চালাকী মূর্খ সমাজে প্রশ্রয় পাইলেও বিশুদ্ধ নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের চক্ষুঃসীমানায় আসিতে দেন না। এরূপ কপট-জনের মুখ দর্শন বৈষ্ণবগণ অতিশয় দুর্ভাগ্যের কারণ জানিয়া সহস্রপদ বহু যোজন দূরে অবস্থান করেন।

অনেকে প্রাকৃত-সহজিয়া বিচারে মনে করেন, বৈষ্ণব যদি তৃণাদপি সুনীচ, তবে আবার অপরকে ছোট বোধে ঘৃণা কেন? এই সকল ব্যক্তিকে কপট, ভণ্ড বলিয়া গালাগালি কেন? ইহাদিগকে দেখিয়া সম্ভাষণ না করাই বা কি প্রকার সুনীচতা তাহাও তো বুঝি না?' সর্ব্ব জীবে দয়ালু, সর্ব্ব জীবে মিত্রতা—ইহাই তো বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা।

মূর্খতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত যাঁহারা কপটতা ও ভণ্ডামী করিয়া পাষণ্ডতাকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদিগকে অসৎসঙ্গ জানিয়া পরিবর্জ্জন করাই মহাপ্রভুর শিক্ষার পরোপকার, জীবেদয়া রূপ বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচতা। এরূপ বর্জ্জনের দ্বারা কপটীগণ দুই প্রকারে বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। সঙ্গ হইতে দূরে থাকায় বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা তাঁহাদিগের সহিত সমপর্য্যায়ে টানিয়া আনিবার সম্পূর্ণ অবকাশ পান না। অন্য প্রকার তাঁহাদিগের ভণ্ডামী বা কপটতা যে উত্তম নহে, হইতে পারে না, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে কোন প্রতিষ্ঠা দেন না, তাহা জানিয়া শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধানের সুযোগ পান। ক্রমে কপটতা ছাড়িতে যত্নশীল হন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রচারের ফলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অসংখ্য কপটাশ্রয়ি-গণ শুদ্ধভক্তির মহিমা অবগত হইয়া নিত্য-ভক্তিবিরোধী কপটতা শ্রীগৌরকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ শ্রীহরিনামাশ্রয় গ্রহণ করত নিরপরাধে নাম করিতেছেন। বিশ্ববাসী আজ সে নিমিত্ত খুবই শ্লাঘা বোধ করিতেছেন।

অতএব কপটিগণকে বাহবা দিয়া প্রশ্রয় পাগল সাজাইয়া নরকের শেষ সীমায় যাওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়াই জীবে দয়ার পরিচয়? না উঁহাদিগকে একটু শাসন রূপ তিক্তরস পান করাইয়া রোগ মুক্ত করাইয়া লওয়াই বাস্তব বন্ধুর কার্য্য? ইহা খুব সরল সত্য কথা, যাহা নিতান্ত পক্ষে পাঠশালার বালকেও বুঝিতে সমর্থ হয়। বুঝিনা কেবল আমরা ইঁচড়ে পাকার দল।

শ্রীগুরুদেবানুগত্য ব্যতীত তৃণাদপি সুনীচতা রক্ষা হয় না। জগতে যাঁহারা বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য শ্রুতিপ্রমাণ অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবানুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই বাস্তব তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব। শ্রীগুরুপদিষ্ট শাস্ত্রবাণী রক্ষার জন্য তাঁহারা যে প্রকার শরণাগত, তাঁহাদিগের কোনই স্পৃহা নাই, শুধুই লক্ষ্য কি প্রকারে সুনীতি ও সদাচার প্রতিপালিত হইয়া শ্রীগুরুদেব ও ভাগবতের গৌরব রক্ষিত হইবে। সুতরাং আনুগত্য ধর্ম্ম রক্ষার্থে শাস্ত্র শাসন মানিয়া চলিবার সময় নিরপেক্ষ বিচারটি প্রাকৃত-সহজিয়া বিচারে দম্ভ বলিয়াই অপরাধের আবাহন করে ও নিজেও তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মটিকে বিকৃত করিবার প্রয়াস পায়।

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগুরুদেবানুগত্যকে গ্রহণ করিয়া নিজের নিজের খেয়াল মত অথবা ঐ প্রকার খেয়াল পন্থীদিগের অনুগত থাকিয়া তৃণাদপি সুনীচতার ছল দেখাইতে চান, তাঁহারাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাম্ভিক। তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের বিপরীত পন্থী। এরূপ প্রগলভতা দ্বারা তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহারা মুখে বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তৃণাদপি সুনীচ ভাব দেখাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্ম বিস্তার-কল্পে সবই ভাল, মুড়িও যাহা মিশ্রিও তাহা, সবই এক দাম—নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে হরিগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ সমাবিষ্ট রাখিয়া ভাগবত ধর্ম্ম বাস্তব তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্ম-পালনে সচেষ্ট, তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া অপরাধ অর্জ্জন করেন। যাহাতে অজ্ঞতা নিবন্ধন এরূপ অপরাধ উপস্থিত না হয়, সেই জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্ম শিক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

বৈষ্ণব তরোরপি সহিষ্ণু

বৈষ্ণব বৃক্ষ হইতেও সহনশীল। বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট জল চায় না, বরং স্বীয় সম্পত্তি ছায়া ও ফলদানে, এমন কি স্বীয় দেহদানে সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেই প্রকার পরদুঃখে দুঃখী বৈষ্ণব পরোপকারে রত থাকিয়া স্বদেহ পোষণার্থে কাহারও বাধ্য হন না, স্বীয় কৃষ্ণপ্রেম-সম্পৎ প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে যাচঞা অযাচিতভাবে বিলাইয়া দেওয়ার কালে, আমাদিগের আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা জন্মে মনে করিয়া বৈষ্ণব ঠাকুরদিগকে বৃক্ষছেদন অপেক্ষা কতই না কটুবাক্যরূপ সুতীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকি, যাহা বৃক্ষের পক্ষেও অসহনীয়। এরূপ আঘাতের বহুপূর্ব্বেই বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়া পড়ে, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ এত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও প্রহৃষ্ট থাকিয়া হিমাদ্রির ন্যায় অচল অটল হইয়া নিত্যকাল আমার ন্যায় বদ্ধজীবের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত।

আজ যদি আমাদিগের চক্ষু থাকিত, তবে নিশ্চয়ই দেখিয়া লইতাম, বাহ্য জগতের প্রাকৃত সহজিয়াগণ নানাপ্রকার কল্পিত অনিত্য বস্তু বা ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রাকৃত সমাজে চালাইতে আসিয়া কতই না সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতেছে। আর সেই অসত্য বস্তুগুলিকে সত্যালোকের দ্বারা প্রকাশ করিতে যাইয়া, সেই গুলির অনিত্যত্ব মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, বৈষ্ণবগণ প্রতি মুহূর্ত্তে কতই না লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতেছেন। দেশে দেশে নগরে নগরে প্রান্ত জনপদে সজ্জন-বিদ্বেষী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কতই না অভিযান প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা নিয়ত ভোগী থাকিবার বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকিয়া নিজেরাও মাধবের সেবা করিবে না, মাধবের ইন্দ্রিয় তোষণে বিরোধ উপস্থিত করিবে, অপরকেও করিতে দিবে না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ কার্ষ্ণ-সেবার অস্তিত্ব যাহাতে অচিরে সত্বর বিলুপ্ত হয়, ভোগি সম্প্রদায় বা ভোগীর বিশুদ্ধ সংস্করণ ত্যাগি সম্প্রদায় তাহারই জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া পড়িয়া আছেন।

এহেন দুর্দ্দিনে বৈষ্ণব ঠাকুরগণ সত্য কথা প্রচার করিতে যাইয়া আমাদিগের মত মূর্খ ও পাষণ্ডগণ দ্বারা কিরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হন, তাহা সজ্জন-মণ্ডলী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তবুও কি তাঁহারা আমাদের মত সত্য ধর্ম্ম মুখে মুখে মানিয়া হাঁজি হুঁজি করিয়া ভক্তিবিরোধি সম্প্রদায়ের নিকট আত্মবিক্রয় করিতেছেন? যেমন আমরা মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মতের অনুকরণকারী থাকিয়া প্রবল স্মার্ত্ত-সমাজের ভয়ে একেবারে সপুরোহিত যজমান পদে নমো নমঃ হইয়া পড়ি। কি জানি যদি সমাজে ধোপা, নাপিত, হুকা বন্ধ হইয়া যায়। তাহা হইলে কন্যা পুত্রের বিবাহ, পিতৃ মাতৃ বিয়োগে শ্রাদ্ধ কার্য্যের তর্পণাদি কে করিবে? আবার স্মার্ত্ত মুখে মহাপ্রভুকেও যদি না মানি তবে আবার রাত্রির ঝাড়ু চালের বাতায় উঠিবে, চুলায় মাকড়শায় জাল পাতিবে। উভয় সঙ্কট।

বৈষ্ণবঠাকুরগণ এরূপ স্ত্রী-জন-সুলভ বুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়া কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন না, যে জন্য তাঁহাদিগের তরোরপি-সহিষ্ণুতা নিরপেক্ষ ধর্ম্মের অঙ্গ হানি করিতে পারে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসেবা ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থে সর্ব্বদিন আগান্তুক অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে এমন কি স্বদেহ দান করিতেও সমর্থ। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তরোরপি সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, "খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম" ইহাই তরোরপি সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব আদর্শ। তাই বলিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রচারকদিগকে ও লাইসেন্স দিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হওয়া তরোরপি সহিষ্ণুর ধর্ম্ম নহে। যাহাতে হরি-গুরু-বিদ্বেষ প্রচার বাধা পায়, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়াই বাস্তব তরোরপি সহিষ্ণুতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

চাতুর্মাস্য

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে, রথ-যাত্রার কথা এবং চাতুর্মাস্যের কর্মাঙ্গ উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্মার্ত্তগণের চাতুর্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানা-স্থলে চাতুর্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুর্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্মাস্যব্রতের কথা কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক-গৃহ্যসূত্রেও যতিধর্ম্ম-নিরূপণে আমরা পাঠ করি যে, "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোহন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ ॥" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাসকাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ চারিমাসকাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন; তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস ॥
চাতুর্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসংকীর্তনে ॥
চাতুর্মাস্যান্তে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাঁহাঞি মিলন ॥
(চৈঃ চঃ ম ১ম)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥
(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ)

শ্রীবৈষ্ণব এক,—"বেঙ্কট ভট্ট" নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্মাস্য আসি' প্রভু, হৈল উপসন্ন
চাতুর্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক একদিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
এক একদিনে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥
চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥
(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল ॥
আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৪শ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ—

চাতুর্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
(চৈঃ চঃ অ ১ম)

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
(চৈঃ চঃ অ ১০ম)

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥
চাতুর্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।

* * *

এইমত নানা-লীলায় চাতুর্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।
(চৈঃ চঃ অ ১২শ)

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্মাস্য-ব্রত-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্ট-সাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন-রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষঃ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফল-কামি-কর্ম্মী এবং নিষ্কাম-ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বি-মাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হই-য়াছে? কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—ত্রিবিধ সমাজেই ভোগ-ত্যাগবিধান সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতে-ছেন।

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আট মাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার 'মধ্যে, মধ্যে' অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল, বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমি-গণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাসকাল নিয়ম-সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল উর্জ্জা-বিধি বা কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনু-কল্প বিধিমাত্র। চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া রহিলেও রহিলে নিসর্গতঃ মনের দর্পে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

দৈববাণী

(চতুর্থ বিজ্ঞপ্তি)

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমাপরাধম্"

এই সাধুশাস্ত্র-বিঘোষিত পরমসত্য নামাশ্রয়ী সাধকের প্রতি সাবধান-বাক্য প্রত্যেক ভজন-লিপ্সু ব্যক্তির অতি সতর্কতার সহিত পালন করিতে সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এমনই বঞ্চিত যে, নামাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া ঐ পরম সত্যের প্রতি উদাসীন থাকি এবং তৎফলে নামাপরাধ অর্জ্জন করিতে করিতে নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। প্রথমতঃ আমাদের বিচার আবশ্যক যে, এই সাধু কে? এবং শাস্ত্রে তাঁহার লক্ষণ কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বহির্ম্মুখ বদ্ধ-জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয়-বিধিবাক্যের সহিত যখন সাধুর নিজ-জীবনের কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য থাকে, তখন আমরা আমাদের প্রথম অধিকারে তাঁহাকে সাধু বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু আবার ইহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, অনন্যভাক্ সাধুতে যদি কখনও আমার দুর্দ্দৈববশতঃ কোন সু-দুরাচার দর্শন হয়, তবুও তাঁহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। তাঁহার তদ্রূপ আচরণ দর্শনে যদি আমরা তাঁহাকে অসাধু জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিন্দায় নিযুক্ত হই, তবে আমরা আত্ম-বঞ্চিত হইব—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন দুষ্ট অপরাধী জীব যদি শাস্ত্রের ঐরূপ গূঢ়ার্থ জানিতে অজ্ঞ থাকিয়া এবং ঐরূপ বাক্যের সুযোগ লইয়া জগতের যাবতীয় বস্তুর ভক্ত ও ভগবানের সেবার ভাণ করিয়া সাধনাবস্থায় বৈষ্ণব-দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে নিজেকে অমুক জমিদার, রাজা বা কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য *position create* করিয়া কপটাচারী হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া বরণ করিলে চির-জন্মের মত ঠকিতে হইবে। এহেন সঙ্কটময় অবস্থায় জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য—'নিষ্কপটে নামাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবৎ-সমীপে সর্ব্বপ্রকার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কাতর-ভাবে তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা এবং ধূর্ত্তজন-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমসত্যো-পাসকের আনুগত্যে অবিচলিত চিত্তে ভব-সমুদ্রপারের একমাত্র ভেলাস্বরূপ শ্রীগুরু-দেবের মনোহভীষ্ট সেবা ও মনঃশিক্ষায় নিযুক্ত থাকা।

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত, জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল ॥
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তার সঙ্গ তোমারে নাচায়।
কূর বেশ দেশ যায়, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি পড় তার পায় ॥
ভক্তসঙ্গ হয় যাঁর, ভক্তিফল ফলে তাঁর,
অকৈতবে শান্তভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি মন, ভজ 'কৃষ্ণ-শ্রীচরণ',
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর ॥

এতদ্ব্যতীত নিজের কোন প্রকার মেধা বা ধীশক্তি দ্বারা অথবা অহমিকার দ্বারা সাধুকে বিচার করিয়া লইতে যাওয়া কোনও জীবের পক্ষে উচিত নহে।

দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীব—মায়ার কঠোর নিগড়ে নিগড়িত জীব—নিজের চরিত্র-বিচারে উদাসীন জীব আমরা নামাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াই প্রথম-মুখে নিজেকে 'সাধু' ধারণায় গর্ব্বিত করিয়া অনন্যভাক্ সাধুর সাধুতা ও সত্তার বিচার করিতে পরমোদ্যোগী হইয়া বসি। নিজের চরিত্র-দোষ আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া পরম সত্যের একমাত্র উপাসকের চরিত্র-সমালোচনায় পটুতা অর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হই। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধুর লক্ষণ-জ্ঞাপক বড় বড় বাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া সাধুকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে বসি—সাধুর দেবানধিগম্য দুর্গম ক্রিয়া-কলাপের আলোচনা করিয়া—তাঁহাকে অসাধু সংজ্ঞা দিয়া—আপাততঃ দৃষ্টিতে তাঁহার সুদুরাচারের বিচার করিয়া—মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া সাধুর আসন হইতে হিংসা-পরবশে তাঁহাকে নামাইয়া যূপকাষ্ঠে বলিদান দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হই। আবার কখনও বা তাঁহার অলৌকিক অসামান্য গুরু-গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রশংসায় শত মুখ হইয়া বসি।

সাধুর অন্তর্নিষ্ঠার পরিচয়ানভিজ্ঞ আমি তাঁহার লোকবঞ্চক বাহ্য ব্যবহার দর্শনে কখনও সাধুকে নিজের পূতিগন্ধময় চরিত্রের কলুষ কার্য্য-কলাপের সহিত সমানজ্ঞানে শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া বসি—

(ক্রমশঃ)

"গৌরভক্তা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল।" শাস্ত্রের ঐরূপ বাক্য যে, আমা হেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবকেই—লোকরক্ষা-কার্য্যে নিমজ্জিত জীবকেই গৌরাজ্ঞার ছলনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে—আমি তাহা ভুলিয়া গিয়া সাধুর স্কন্ধে নিজদোষ-পুষ্ট বিচারপূর্ণ বাক্য চাপাইয়া বসি এবং সাধুর লোকরক্ষক কার্য্য ও আমার লোকরক্ষক কার্য্যকে সমপর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করিয়া নামাপরাধ সমূহের মধ্যে পরম অপরাধ সাধুনিন্দায় শত-মুখ হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করি।

ভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্ব-গুণ এবং ভক্তের কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠপক্ষপাতিত্ব-গুণ দর্শনে কখনও বলি, তিনিই ভগবান্, যিনি নিরপেক্ষ, তিনিই ভক্ত, যিনি নিরপেক্ষ—"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ।" মূঢ় আমি, দৈবী-মায়া-বিড়ম্বিত জীব আমি, শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি লইয়া নিজেকে ভক্ত বলিয়া জাহির করিবার জন্য শাস্ত্র-বাক্যের নিগূঢ়ার্থজ্ঞানে অজ্ঞ থাকি এবং এইরূপ আত্মবঞ্চিত হই। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি লইয়া বিচার করি না যে, যিনি ভক্ত-পক্ষপাতী, তিনিই নিরপেক্ষ—তিনিই সত্য সত্য পরমনির্ম্মৎসর—তিনিই সত্য সত্য প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের পক্ষপাতী। নিরপেক্ষ হইতে গিয়া ভক্ত উপেক্ষা বা ভাগবত-ধর্ম্ম উপেক্ষা করা 'নিরপেক্ষ' শব্দের তাৎপর্য্য নহে। পরম-সত্যের একমাত্র উপাসক যিনি, তিনি তথা কথিত নিরপেক্ষতার উপরে আবহমান কাল হইতে মলমূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সমার্জ্জারের চীৎকারে (কুকুর শৃগালের ঘেউ ঘেউ রবে) বিচলিত হন না।

মূঢ় আমি বিচার করি না—হিরণ্যকশিপু ভক্তদ্রোহ কার্য্যে বহু লোক স্বপক্ষে পাইয়াছিলেন এবং ভক্তবর প্রহ্লাদ স্বপক্ষে জগতের কাহাকেও না পাইয়া সর্ব্বৈকনিষ্ঠ থাকিয়া ভক্তদ্রোহীর নিধন ঘটাইয়াছিলেন। অন্য দিকে ভগবান হিরণ্যকশিপুর পক্ষে বহুলোক দর্শন করিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হন নাই অথবা হিরণ্য-কশিপু ও প্রহ্লাদ এই উভয়ের কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে নিরপেক্ষ থাকিয়া ভক্তবিদ্রোহ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া তথাকথিত শূন্য নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী হন নাই। ভক্ত ও ভগবানের এহেন পরম-চমৎকারিতা-পূর্ণ অলৌকিক ব্যবহার উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আছে কাহার? না—যিনি সত্য সত্য নিরপেক্ষ, পরম-নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত-প্রবরের চরণরেণুতে সর্ব্বাঙ্গ ভ্রক্ষণ করিয়াছেন। যে নিরপেক্ষ ধর্ম্ম ভক্ত ও ভগবানের দ্রোহাচরণে সহায়তা করে, যে নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম আত্ম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে, তাদৃশ নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের বুকে যিনি সজোরে পদাঘাত-পূর্ব্বক ভক্ত ও ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ-কারিগণের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তিনিই সত্য সত্য নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর এবং ভাগবত-ধর্ম্মোপাসক। এতদ্ব্যতীত অন্য কেহ নহে—নহে—নহে। তাই বলি ভাই—

মনের মতন ভক্তি তোমার
মনে মনে গড়।
সত্য যদি প্রেম পেতে চাও
সাধুর পায়ে পড়॥
সাধুর সঙ্গে ভজলে হরি
কর্‌লে সাধুর সঙ্গ।
অপরাধ তার দূর হ'য়ে, পায়
প্রেমের তরঙ্গ॥
তখন তুমি জান্‌তে পারবে
আমি কৃষ্ণদাস।
সরল মনে কর্‌বে তখন
কৃষ্ণ-সেবার আশ॥

জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

পুরী ২০।৭।২৯

সুধী পাঠকবৃন্দ, আপনারা নদীয়া-প্রকাশ পাঠে অবগত হইয়াছেন যে, গত ৩২শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগদীশ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবী-সহ স্বেচ্ছায় গ্রহণান্তর স্বীয় রথারোহণ পূর্ব্বক সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই রাত্রি সুন্দরাচলাভ্যন্তরস্থ স্থানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১লা শ্রাবণ বলদেবের রথ সর্ব্বাগ্রে নীলাচল-মন্দিরের সিংহদ্বারের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। কিন্তু সুভদ্রাদেবীর রথ আর কিছুতেই অগ্রসর হয় না। অবশেষে ওটী বলিষ্ঠ হস্তী রথের পশ্চাৎ দিগ্‌ হইতে শুণ্ড রথচক্রে স্থাপন পূর্ব্বক রথ সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে। তাহাদের বিশুদ্ধ ভক্তিপূত চেষ্টাতে রথ অতি শীঘ্রই সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হয়। তৎপর জগদীশের ইচ্ছা ক্রমেই তাঁহার রথ অতি সত্বর সিংহদ্বারের সমীপে পৌছে। তথায় নবোপরি তাঁহারা গত ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতি-সন্ধ্যায় তাঁহারা রাজবেশে ভূষিত হইয়াছিলেন। গত কল্য শুক্রবার সন্ধ্যার পরে সর্ব্বপ্রথম বলদেব, তৎপর সুভদ্রাদেবী রথ হইতে অবতরণ ও শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকার পর জগদীশ সকল ভক্তকে দর্শন প্রদানান্তর স্বীয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীমন্দিরে শুভ বিজয় করেন এবং লক্ষ্মীর সহিত এক আসনে অবস্থিত হন। তৎপরে তিনি রত্ন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বলদেব সুভদ্রাদেবীর সহিত তথায় অবস্থান করেন।

প্রচারপ্রসঙ্গ

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

—প্রভু-বাণীর সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর অনুগত জনগণ ভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকথা প্রচার করিতেছেন। সাধারণ জনগণ উদর-ভরণকেই সার করিয়া যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন। এ জন্য তাঁহারা যে'কোন উপায় অবলম্বন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস পান। কিন্তু কলি-কালে কলিচরগণ ধর্ম্মকেও পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি আজকাল স্বীয় স্বীয় সাধন না হইয়া উদর-ভরণের উপায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠ যুগে একেত মানবগণ-ধর্ম্ম-বিহীন তার পর আবার ধর্ম্মের দাবদাহ দর্শনে ধর্ম্মপ্রীতি মানব হৃদয় হইতে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না।

পরদুঃখদুঃখী প্রভুর একান্ত প্রিয়তম জন এই ধর্ম্ম-সঙ্কটেই অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-ধ্বজিগণের ধর্ম্ম-চাতুরী ধরাইয়া দিয়া সরল ব্যক্তিগণের ভজন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। প্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারকের প্রভু-সেবা স্থাপন ব্যতীত দ্বিতীয় কার্য্য নাই। তদনুগগণেরও প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সম্পাদন ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য, কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে?

—

কটক—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তনাদি হইতেছে। গত ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। সহরের গণ্যমান্য লোকগণ উৎসবে যোগদান করিয়া প্রভুপাদ-পূত স্থানে বসিয়া প্রভু চরিতামৃত শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসন্ন দাশ-গুপ্ত, শ্রীরামচন্দ্র বসু প্রভৃতি সহৃদয় মহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলা-গণ পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণান্তর, ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণ, ভুবন-মোহন-মোহিনী শ্রীমতী রাধারাণী এবং ভুবনমোহন-মোহিনীর অঙ্গ-কান্তি ও ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরচন্দ্রের তথা শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সেবনে পরম-প্রীত হইয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের কতিপয় সেবক উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান করদমিত্র রাজ্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি দিন শ্রীরথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর প্রচারক-গণের নিকটে উপবেশন করিয়া শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সুন্দর ভগবদ্ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ংই রথোপায় শ্রীজগন্নাথ-দেবকে শ্রীমন্দিরে আনয়ন কালে বহু ভাবে সেবা করিয়া দশধনাদি-প্রমত্ত জীবগণের আদর্শ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন।

মাদ্রাজ—প্রেসিডেন্সি—বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-পূত শ্রীকূর্ম্ম ও শ্রীনৃসিংহাচলে প্রভুপদচিহ্ন স্থাপনের জন্য তৎ তৎ স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

মেদিনীপুর—ত্রিদণ্ডি অগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুরে শ্রীগৌর-কথা প্রচারের জন্য শুভ বিজয় করিয়াছেন। বর্ষাকাল, সর্ব্বত্র গতাগতির অসুবিধা হইলেও জীবের হৃদ্ব্যাধির বিনাশে পরমোৎসাহী আদর্শ মহোপদেশক স্বামিজীর দ্বারে দ্বারে গমন আদর্শস্থল।

বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিশ্বম্ভরের কথায় পরিপূর্ণ হউক, ইহাই আমরা বিশ্বম্ভরের সেবকানুগতাভিমানে একমাত্র আশা করি।

সচ্চিদানন্দ মঠ, কটক।

গত ১৭ই জুলাই কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু কটক নগরের মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ মন্দিরে হিন্দি-ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা স্থানীয় মাড়োয়ারিগণের নিকট শুদ্ধ-ভক্তিকথা প্রচার করেন। তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

সদা হরিকীর্ত্তন করেন

(প্রেরিত—শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নামাপরাধ-বিবর্জ্জিত হইয়া সদা হরি-কীর্ত্তন করাই বৈষ্ণবের কৃত্য। যিনিই নিরপরাধে সদা হরি কীর্ত্তন করেন তিনিই বৈষ্ণব। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মহাপ্রভুর আদেশটী বৈষ্ণবতার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংগ্রথিত হইয়া অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধিত। বৈষ্ণব ও ভাগবত অভিন্ন বস্তু। ভাগবত যাহা বলেন, তাহাই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা অথবা বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহাও ভাগবত-কথা-সার। ভাগবত ছাড়া বৈষ্ণব কিছুই বলেন না। আমরা যেন মনে না করি, বৈষ্ণব যখন আমাদের মত লাউ, কুমড়া, ডাল-তরকারী, বাতি-লণ্ঠন, শয্যা-আসন প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তখন ভাগবতের কোন শব্দ বলেন না, যে জন্য সদা-শব্দটির অবসর ঘটিতে পারে।

তাঁহাদিগের চেতন রসনায় চৈতন্য-রসবিগ্রহের নাম-গুণ-লীলা ও সেবা-বৈচিত্র্য কীর্ত্তন ব্যতীত একটি বর্ণও ইতর-ভাবে উক্ত হয় না। তাঁহাদের তুণ্ডে নিত্যকাল শ্রীনাম তাণ্ডব নৃত্য করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্য-বিলাসক্ষেত্র। শ্রীচৈতন্যমঠে লাউ, কুমড়া, ডাল তরকারী বাতি লণ্ঠন শয্যা আসন প্রভৃতি অনন্ত-রূপে অর্থাৎ শ্রীবলদেবাবির্ভাব সেবক বিগ্রহ অনন্তদেব নিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সেবায় নিয়োজিত বলিয়া সেই সকল অপ্রাকৃত শব্দ আমাদিগের পত্নী-পুত্র, বন্ধু-মিত্র; ভৃত্য ভৃত্যা-সেবার লাউ, কুমড়া, ডাল-তরকারী, বাতি-লণ্ঠন, শয্যা-আসন প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে আসিবার উপযুক্ত নহে। এই সকল জড়ের সেবায় নিযুক্তপ্রাকার জড় অচেতন প্রাকৃত কৃষ্ণেতর বস্তু প্রাকৃত শব্দ। আবার এই সকল বস্তুই যখন বৈষ্ণবের কৃপায় মন্ত্রপূত হইয়া কৃষ্ণসেবার্থে নিয়োজিত হয়, তখন তাহাতে শ্রীঅনন্তশক্তির আবাহননিবন্ধন জড়ত্ব তিরোহিত হইয়া চৈতন্যমঠে চৈতন্য-সেবার্থ স্থান লাভ করেন। সেই সকল চেতন বস্তুর নামোচ্চারণ ও ভাগবত উচ্চারণ হরি-কীর্ত্তন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্য-সেবোপকরণ সবই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের সমাধানে অচিন্ত্য ও অভেদ। এই নিমিত্ত গৌড়েশ্বর বৈষ্ণবাচার্য্য-চূড়ামণি শ্রীজীবপাদ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া শ্রীভগবৎসেবার যাবতীয় উপকরণ নিত্যকাল যে যে নামে বৈকুণ্ঠধামে পরি-চিত, সেই সেই নামে কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দান করিয়া জগদ্বাসীর ভাগবিক সমস্ত বস্তুতে ভোগবুদ্ধি ও প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বর্ত্তমানে আমরা উচ্চ শিক্ষার অভিমানের গর্ব্ব করিয়া পুত্র কন্যার নামটিও পর্য্যন্ত ভগবন্নামের সাক্ষাৎসূত্রে যুক্ত রাখিতে চাই না। ভগবানকে একেবারে বয়কট করিয়া নিজেরাই একচ্ছত্রাধিপতি হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীজীবপাদানুগত শ্রীগৌড়ীয়গণ কখনও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবা ছাড়া প্রাণ ও বুদ্ধি এবং বাক্যদ্বারা অপর কোন অচৈতন্য বস্তুরই সেবা করেন না। সেই নিমিত্ত তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ এবং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বাস করিয়া সদা হরিকীর্ত্তন করেন।

যাঁহারা সদা হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহারা একমুহূর্ত্তও শ্রীচৈতন্যমঠে তিষ্ঠিতে পারেন না। অন্যাভিলাষীর স্থান শ্রীচৈতন্য মঠে নাই। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—আমি খুব উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্য মঠে যাওয়ার অভিনয় করি বটে, কিন্তু তিনি অস্ত না হইতেই যমমুখো বাঙ্গালীর নাম বজায় রাখিয়া জোর দৌড়; যেহেতু অন্যাভিলাষ অনর্থ পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বগ্রাস করিয়া আমাকে সদা হরিকীর্ত্তনের পরি-বর্ত্তে সদা অসৎকীর্ত্তন ভেক-কোলাহলের ন্যায় কোলাহলে হৈ হৈ রৈ রৈ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ, সকল মঠের আকর। এখানে পরবিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করিয়া যোগ্যতা লাভান্তে শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনে সক্ষম হওয়া যায়। এখান হইতে শ্রীজীবপাদাভিন্ন বিগ্রহ গুরুদেব সদা হরি-কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া নদীয়া-বিহারী নদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরকে পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন। নামচিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরস বিগ্রহই নদীয়া-প্রকাশ। নদীয়া-প্রকাশাভিন্ন গৌড়ায়, কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বৈকুণ্ঠ দূতরূপে প্রকাশিত থাকিয়া তথাকার ও বিশ্ববাসী সকলকে সদা হরিকীর্ত্তনের অবকাশ দিয়াছেন। বৈষ্ণব সদা হরিকীর্ত্তন করিয়া আচার ও প্রচার দ্বারা সর্ব্বজীববান্ধব-রূপে সকলকেই সদা হরিকীর্ত্তন শিক্ষা দেন।

বৈষ্ণব অমানী-মানদ

"অমানিনা (স্বয়ং মাননীয়োঽপি অদৃশ প্রাকৃত মর্য্যাদা পরিত্যাগেন) মানদেন (অন্যেভ্যঃ মান রহিতেভ্যঃ অযোগ্যেভ্যঃ অপি মানং গৌরবং প্রদেন, এবম্ভূতেন ভজেন)।"

বৈষ্ণব সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন-রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান-যোগে সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া, সর্ব্ব জীবে সম্মান দান করেন। বৈষ্ণব স্বয়ং উত্তম হইয়াও অশেষ সম্মানে সম্মানিত নিখিল বিশ্বে এক মাত্র গৌরবের পাত্র হইয়াও প্রাকৃত মর্য্যাদা পরিত্যাগ করেন। নির্গুণ-যোগিনী মায়ার হাত হইতে ছাড়াইবার নিমিত্ত যাহার জ্ঞান নাই, অযোগ্য তাহাকেও মান দিয়া থাকেন, কারণ সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন, সেই কৃষ্ণকে সম্মান না করিলে অপরাধ হয়। আর কৃষ্ণ-সম্মানে তদ্‌সম্বন্ধযুক্ত জীব-হৃদয়েও বৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণ স্বপ্রকাশিত হইয়া অনাদি কালের অমঙ্গল ও কলুষকলাপ নিদূরিত হইয়া যাইতে পারে। যদি বৈষ্ণবের প্রদত্ত সেই সম্মানরূপ কৃপাকে নিজেন্দ্রিয়-তোষণ ব্যাপারে নিযুক্ত না করিয়া বৈষ্ণবের নিকটেই জানিয়া লওয়া যায় যে, আমি ত' অযোগ্য, অমানী নিতান্ত পতিত, আমাকে কেন সম্মান করেন? তখনই উত্তর পাওয়া যায়, সর্ব্ব দেহে ধাতু রূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি। তাহা মনে করে স্নেহ তাহাতে সে ভক্তি॥ তখনই না বুঝিয়া লইব যে, আমার গৌরবের বস্তু হাড় মাংসের থলিয়াটাকে বৈষ্ণবগণ সম্মান করেন না। তখনই না বুঝিব যে, বাস্তবিক কে কাহাকে প্রীতি করে? কে কাহাকে ভক্তি করে? তখনই দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন-তত্ত্ব অনুসন্ধানের বুদ্ধির উদয় হইতে পারে। তখনই সুদার্শনিক ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্ব-বিদ্যা-পারগত আচার্য্য দেবের চরণে প্রপন্ন হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণবের অমানী মানদ ধর্ম্মটী যেমন তাঁহাদের নিত্য স্বভাবে নিত্য কর্ত্তব্য, তেমন অযোগ্য জনে যোগ্যতা দানে জগন্মঙ্গল বিধানও একটী কার্য্য। বৈষ্ণবদিগের প্রতি কার্য্যে যে কত বড় গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার মত গোপনধর্ম্মী কি প্রকারে জানিবে? এইজন্যই সাবধান শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। বৈষ্ণবের প্রত্যেকটী কার্য্যই জীব শিব-প্রদায়ী, অথচ তাঁহাদিগের নিত্য ভজন, নিত্য স্বভাব। তাঁহাদের ভজন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণও হয়, আমাদিগেরও মঙ্গল হয়, ইহাই বৈষ্ণব-চরিত্র। বৈষ্ণব-চরিত্রই আদর্শ-চরিত্র। ইহ পরকালে সুখময়ের সুখপ্রদাতা ও নিত্য কল্যাণাকর সুখময় চরিত্রই বৈষ্ণব-চরিত্র।

আমি অনেক সময় মনে করি,—আমি বৈষ্ণব-প্রদত্ত সম্মান অথবা দুই চারি ডিগ্রী উপরে আছি। নতুবা এত বড় বড় বৈষ্ণবগণ আমাকে এত সম্মান করিবেন কেন? মূর্খ আমি বোকা আমি, দেবাত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট গোখর আমি, নিজের ওজন নিজে বুঝি না, তাই কেবল বঞ্চিতই হইতেছি।

বৈষ্ণব ঠাকুরগণ শুধু আমাকে কেন? "আব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুকুরান্ত সকলকেই বহুমান করিয়া দণ্ডবৎ বিধান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্ত থাকায় আমিও চণ্ডালাধম, কিন্তু এরূপ বাহ্য দর্শন তাঁহাদের নাই। সুতরাং—"অমানিনা, মানদেন" আচার তাঁহাদের স্বকীয় ভজন হইলেও জীবে দয়া-মুখে কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্যতা প্রদানও বটে, কিন্তু "উলটা বুঝিলি রাম" ন্যায়ে আমরা সবই যখন ভোগ করি তখন বৈষ্ণবের প্রদত্ত মানটী কেন আর বাদ যায়!

বৈষ্ণব ঠাকুর কত বড় বিশেষজ্ঞ, কত বড় সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সম্পন্ন, কত বড় পর-দুঃখ-দুঃখী, কত বড় দয়ালু মহাবদান্য-শিরো-মণি, বাঞ্ছা-কল্পতরু, কৃপাসিন্ধু, পতিত-পাবন, কত রকমে আমাদিগের নিত্য-মঙ্গলবিধানের জন্য সচেষ্ট, তাঁহা প্রাণহীন প্রাকৃত-সহজিয়া-বুদ্ধিতে বুঝিবা উহা সু-কঠিন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যেই অমানি-মানদ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রতিজীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অযাচিত ভাবে অমানি-মানদ-ধর্ম্ম আচার দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

সমাজের রুচি ও পরিণাম

'উত্তরা' নাম্নী একটী গ্রাম্যবার্ত্তাপূর্ণ পত্রিকায় নাকি পণ্ডীচেরী হইতে শ্রীসুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি 'বস্ত্রহরণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় কুরুচির পরিচয় প্রদানে উন্মুখ হইয়াছেন। আমরা উহার সমালোচনার্থ বহু লোকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অনুরোধকারিগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীচ বিষয়ের সমালোচনা করিয়া একমাত্র পারমার্থিক-পত্র নদীয়া-প্রকাশের স্তম্ভ কলঙ্কিত করিবার আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। বর্ত্তমান সমাজ যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন এবং যেরূপ আপাত উত্তেজনার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রসাতলের দিকে চলিতেছেন, তাহাতে সমাজের ভাবী পরিণামের ভীষণতা তাঁহাদের লক্ষ্য করিবার আদৌ সময় নাই। এখনও গ্রাম্য পত্রিকাগুলি প্রাকৃত নর-নারীর চিত্র সমূহ অঙ্কিত করিয়া সমাজের শেষ পরিণাম সত্বর ডাকিয়া আনিতে পারে নাই, তাই মনে হয়, রাবণের ন্যায় সীতাহরণ-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া আত শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ-প্রাপ্তির জন্য অপ্রাকৃত ব্রজ-যোষিৎ ব্রজবধূগণের বিক্রীড়া লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার স্পৃহারূপ কালসর্প ধরিতে যাইতেছে। ইহাতে মিস্ মেয়ো প্রভৃতি বিদেশীয়া সামাজ্য লেখিকাগণের ভারতীয় সমাজ-চিত্র অঙ্কন করিবার নিকৃষ্ট উপকরণ সমূহ যোগাইয়া দিবার কার্য্য হইতে পারিবে। যে সকল ব্যাপারে ভাণ্ডারকার, রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণও ভ্রমপথে চালিত হইয়াছেন, সেরূপ ব্যাপার লইয়া সাধারণ অল্পমস্তিষ্ক সাহিত্যিকের ছিনিমিনি খেলিতে যাওয়া সমাজ-ধ্বংসের অনিষ্টপাত ছাড়া আর কি? গ্রাম্য সাহিত্যামোদীর এই সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা দ্বারা শুধু ব্যক্তিগত সর্ব্বনাশই হইবে, তাহা নহে, ইহা দ্বারা বর্ত্তমান ও ভাবি-সমাজের সমূহ-সর্ব্বনাশ এবং অতীত ও বর্ত্তমান সমাজকে বিশ্বসমাজের নিকট ঘৃণ্য, হেয়, নীচ, কুরুচিপূর্ণ, অসভ্য, অসভ্য, নীতিহীন প্রভৃতি বলিয়া স্থাপন করিবে। যাহারা যে রাজ্যের লোক নহে, তাহাদিগের সে বিষয়ে নীরব থাকাই ভাল। ইন্দ্রিয়তর্পণের আপাত উত্তেজনায় মত্ত হইয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর "নৈতৎ সমাচরেৎ" শ্লোকটি ভুলিয়া যাওয়াতেই যাবতীয় জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে।—

শ্রীগৌড়ীয় [illegible]

শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৬

চাতুর্ম্মাস্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ়ে শুক্লপক্ষে বা পৌর্ণমাস্যামথাপি বা। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥ অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী। কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ়-মাসে শুক্লা দ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্র-মাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসকাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস-কাল উপরিলিখিত তিনপ্রকার বিচার-অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়মসেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক-মাসে ঊর্জ্জ ব্রত-জপাদি-দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। উর্জ্জব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ইত্যাখ্যায় প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী। চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণ-ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥"

তদ্বিষয়ে—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

ব্রতের প্রণালী-বিধিতে ভগবানের নিয়ম-সেবা ও [illegible]কীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা,—

ভবিষ্যপুরাণ [illegible]-সংবাদে:—

[illegible]শয়ানে [illegible]নাম্না [illegible]তথা। [illegible] [illegible]ভক্তিমান্ বুধঃ॥

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের [illegible]বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে [illegible]। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং [illegible]॥"

—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পত্র-ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনই

"কৃচ্ছ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফল মূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন পূর্ব্বক সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা শীম রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুণ এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুণ বা সাহেব-বেগুণ অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থ-পক্ষে পটোল, বেগুণ প্রভৃতি সুখপ্রদ খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি লোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা অভিনিবেশ হ্রাস হইলে ভগবদনুশীলনের সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরি-সেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

• চাতুর্ম্মাস্যকালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি-গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমি-শায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

• সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বহু-উপভোগ-ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। "সকল যোগের মধ্যে ভক্তি-যোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্য-বৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞান-যোগ মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্ম-যোগ দেহ ও ক্রিয়ামান-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থ ব্যক্তি পঞ্চগব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালী-পাক-বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরি-[illegible] সমর্থবান্ এক দিবস অন্তর [illegible] উপবাস [illegible]বেন। হরি-শয়নে শয্যা-লোহাদিতে ক্ষৌর-কার্য্য করিতে হয়, ক্ষৌর-কার্য্যে তৎকর্ত্তা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারি মাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়, ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-স্নানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্যবিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা বিধি-শাস্ত্রের আদেশ— •

"আশ্বিন কালে চ মন্ত্রজ্ঞেন যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ মানবঃ।"

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পঞ্চ গব্যাশন তীর্থস্নান, অযাচিত-ভোজন, হরি-মন্দিরে গীত-বাদ্য, শাস্ত্রামোদদ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈল-স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্য নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিকামও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন। "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। কি প্রকারে তিনি অপ্রকট হইলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। আপনারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ও যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ, সেই জন্য আপনাদের নিকট হইতে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইব, আশা করি প্রমাণ জানাইলে বাধিত হইব।"

উত্তর। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক ও সুপ্রাচীন গ্রন্থ। সেই সকল সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই, তাহার তাৎপর্য্য অমান্য করিয়া পরবর্ত্তি-কালের লিখিত অপ্রামাণিক জাল-পুস্তকের প্রমাণ বা অনুমান ও কল্পনাবলে উদ্ভাবিত-বিভিন্ন-মতামত কখনও 'প্রামাণিক' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আধুনিক কোন কোন জাল-পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণের অসুর-মোহনপর অন্তর্দ্ধান-লীলা বর্ণনের অনুকরণে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কারণসমূহ রচিত হইয়াছে। একটু ধীরভাবে বিচার করিলেই এই অবৈধ অনুকরণ-ব্যাপারটী ধরা যায়।

মনোধর্ম্মী অপরাধিগণের বিচার এই যে, যদি শ্রীকৃষ্ণের অসুরমোহনপর অন্তর্দ্ধান-লীলা বর্ণনার অনুকরণে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কোনরূপ কারণ উদ্ভাবন করা যায়, তাহা হইলেই মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রতিপাদন এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা যাইবে। এইরূপ অপরাধময় মনোধর্ম্মোত্থ চিন্তাস্রোত হইতেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প রচিত হইয়াছে এবং সেই গুলিকে পরিবর্ত্তিকালের জাল-পুঁথিসমূহে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম প্রপাঠকে, ২৬শ খণ্ডের ১ম সংখ্যায় পরব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিনাম্নী দুইটী স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির কথা দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনেও সেই শক্তির কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫শ)

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। স্বীয় স্বরূপানুবন্ধিনী আবির্ভাব শক্তিদ্বারা তিনি জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, আবার স্বীয় তিরোভাব-শক্তিদ্বারা তিনি প্রকট-প্রকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতএব মহাপ্রভু কি প্রকারে অপ্রকট হইলেন—এই প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতিই প্রদান করিয়াছেন।

পাছে ভ্রান্ত হইয়া কর্ম্ম-ফল-বাধ্য জীব নিজ নিজ শরীরকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া মনে করে, তাহার প্রাকৃতধর্ম্ম-জন্য লোক-শিক্ষার জন্য, প্রাকৃত সহজিয়াগণের মুক্তাভিমান নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ দেহে জ্বরের প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নিত্য-কলেবরে কর্ম্মফলবাধ্য জীব-শরীরের ন্যায় জ্বরাদি ব্যাধির উদ্গম হইতে পারে না। মহাপ্রভুর জ্বরাদি-লীলা মূঢ়দিগকে প্রতারণা করিবার জন্য। শ্রীসনাতন-শিক্ষাচ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন; যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩শ ১০৯, ১১১, ১১২ সংখ্যায়—

"মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"

সুতরাং স্বয়ং শ্রীপ্রভুর বাক্যেও তাঁহার অপ্রকটলীলার তাৎপর্য্য আমরা জানিতে পারি। মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে জানাইলেন যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-

মন্ন ভগবানের অপ্রকট লীলা-প্রকাশের কোন কারণ নাই; তাহা তাঁহারই তিরোভাব-শক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।১২ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী-টীকায় চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকার অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"যথা নটঃ ঐন্দ্রজালিকঃ ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদিভিঃ স্বদেহং ত্যজতি, তস্য ত্যাগং সভ্যান্ দর্শয়তি, প্রত্যায়য়তি চ অথচ স্বদেহং ধত্তে এব, ন তু ম্রিয়তে, তথৈব মৎস্যাদি রূপাণি মৎস্যাদি-শরীরাণি স্বীয়ানি ভগবান্ দধ্রে অত্যাৎ; দধান এব জহাতি। তেন নটস্য স্বশরীরধারণং সত্যমেব তত্ত্যাগস্তু মিথ্যৈব যথা, তথৈব ভগবতোঽপি মৎস্যাদি-স্বীয়শরীরধারণং সত্যমেব, তত্ত্যাগো মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। যথাচ মৎস্যাদিশরীরাণি দধান এব জহাতি, তথৈব যেন ভূভারঃ কম্পিতস্তচ্চ কলেবরং জহাবিতি শ্রীকৃষ্ণকলেবরত্যাগো মিথ্যৈবেতি। নরাকৃতি ব্রহ্মণাদিকমপি নটরূপবধর্ম্মমেবং ভগবান্ দর্শয়তি, ন তু তত্ত্বেন। স্বদেহস্যাভৌতিকত্বেন নাশাসম্ভবাৎ। যদুক্তং মহাভারতে—"ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" ইতি। বৃহদ্বৈষ্ণবেঽপি, "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানম্ আচরেৎ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভাগবত-তাৎপর্য্যে স্কন্দপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, (ভাগবত-তাৎপর্য্য ৩।৪।২৯)

"পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।

নিত্যানন্দস্বরূপস্যাদৃষ্টেরেবোপলভ্যতে॥

দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।

নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্"॥

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যায় বহুবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধার ও বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, কাজেই তাঁহাতে ষড়্বিকার নাই। জরা-ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ আক্রান্ত হইতে পারেন না এবং প্রাকৃত-লোকের ন্যায় পঞ্চভূতত্ব প্রাপ্ত হন না সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা কি প্রকারে হইয়াছিল,—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই মাত্র বলিতে হয়, পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের আত্মেচ্ছানুসারে তাঁহার অধীনা অন্তর্দ্ধান-শক্তি প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। অন্যান্য প্রকল্পগুলি অপস্বপ্নালোত্থ বলিয়া নিরর্থক মাত্র। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু-কৃত শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ প্রথমপাদও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যে কোন প্রাকৃতিক-কারণ বশতঃ জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে সাত্বত শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামী তাঁহার "যুক্তিমল্লিকা" গ্রন্থে বহুবিধ যুক্তিদ্বারা অপস্ব-বাদিগণের মত নিরাস করিয়াছেন। আমরা বাহুল্যভয়ে যুক্তিমল্লিকার সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধার না করিয়া নিম্নে কেবলমাত্র তাহার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম,—

যদি জরানামক ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই মৃত হইতেন, তাহা হইলে তৎকালে তাঁহার উদরস্থ জগতেরও মৃত্যু ঘটিত। কারণ বিষ্ণুর উদরে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি উক্ত হইয়াছে।

যদি কৃষ্ণের বস্তুতঃ বিনাশই ঘটে, তাহা হইলে তদীয় স্বর্গারোহণকালে জগতের প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে এবং অবতার কালে জগতেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

অল্পতপোবল-সম্পন্ন এবং অতৃপ্ত দর্শনাভিলাষ-যুক্ত লোকগণের নিকট ভগবান্ নিজবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার সংগোপন করিয়াছিলেন।

লোকমধ্যে পিশাচাবিষ্ট দেহ খড়্গদ্বারা ভিন্ন হইতে দেখা যায় না, এইরূপ কোনও স্থলে মন্ত্রদ্বারা খড়্গের তীক্ষ্ণতা প্রতিহত হইলে উক্ত খড়্গাঘাতেও কোন বস্তু ছিন্ন হয় না। অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ ছিন্ন হইয়াছিল বলিলে পিশাচ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অল্পতা হইয়া থাকে এবং সর্ব্ববেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব শক্তির লোপ-প্রসঙ্গও ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড খর্পর-ভেদে যাঁহার নখমাত্রও ছিন্ন হয় নাই, ব্যাধের বাণাঘাত মাত্রে তাঁহার শরীরচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বিষ্ণুর রোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তাঁহার রোমচ্ছেদনমাত্রই জগতেরও ছেদ হইতে পারে। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" এই শ্রুতি দ্বারা ছেদন-ভেদন প্রভৃতি সর্ব্ব-ক্রিয়া বিষয়ে ভগবানকেই নিয়ামকরূপে অবগত হওয়া যায়, অতএব অস্ত্র কে তাদৃশ পুরুষবরের ছেদক হইতে পারে?

দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুর আহুতি প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বেই রুদ্র সতী-দেহ-ত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলে যিনি স্বীয় আহুতি বিলোপ-শঙ্কায় দক্ষ-মস্তক রুদ্রেরও অচ্ছেদ্য করিয়াছিলেন, তাদৃশ বিষ্ণুকে কে ছেদন করিতে পারে?

রুদ্র দক্ষের বক্ষোদেশে আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিয়াও দক্ষের মস্তক ছেদন করিতে পারেন নাই। শস্ত্র ও অস্ত্র প্রহার করিলেও দক্ষের চর্ম্মমাত্র ছেদন অসমর্থ হইয়া রুদ্র বিস্ময়াবেশে দীর্ঘকাল [illegible] ধ্যান করিলেন। যে দক্ষের শিরশ্ছেদ হইলে বিষ্ণুর আহুতি লোপ হইবে, অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদ বিষ্ণুর অভিমত নহে—পশুপতি রুদ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—"আমি স্বয়ংই দক্ষকে বিষ্ণুর আহুতির জন্য পশুরূপে পরিণত করিব"-এইরূপ উপায় নির্ণয়-পূর্ব্বক অতঃপর তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।"

এই সমস্ত ভাগবত-বচন হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ সঙ্কল্পদ্বারা অন্য বস্তুকেও অচ্ছেদ্য করিতে পারেন। অতএব তাঁহার নিজের ছেদন কিরূপে সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে?

"হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবৎ-কৃপা-বল-রক্ষিত তাঁহার ছেদনে সমর্থ হয় নাই, অতএব যিনি কৃপামাত্রেই ভক্তজনের ছেদন নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং কিরূপে ছিন্ন হইতে পারেন?

কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষের সন্ধি-স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলে কৌরবগণ পাশদ্বারাও তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। অতএব তাঁহার ছেদনে কে সমর্থ হইবে?

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধকালে নাগপাশদ্বারা রামচন্দ্রের তথা-কথিত দেহচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছিল। ভগবানের তাদৃশী লীলা কেবলমাত্র লোকানুকরণ এবং লোক মোহনের জন্যই হইয়াছিল, যিনি ইন্দ্রজিতের শস্ত্রাঘাতে মৃত কপিগণকে অমৃত-দৃষ্টিদ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ রামের ছেদন কিরূপে হইতে পারে?

নট পুরুষ নারীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে রোদন করিয়া থাকে, দর্শকগণ তাহাকে নারী এবং দুঃখগ্রস্তরূপে দর্শন করিলেও বস্তুতঃ সে নারী বা দুঃখী নহে। এইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্র লোকমধ্যে অস্ত্র-ছিন্ন এবং দুঃখিরূপে অজ্ঞ লোচনে দৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ তৎস্বরূপ নহেন।"

অতএব অনুমান, কল্পনা বা মনোধর্ম্মি-পুরুষগণের অপরাধময় চিন্তাস্রোতদ্বারা রচিত জাল পুস্তকাদির অসৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে আমাদের প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন,—ভগবান্ তাঁহার আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতে প্রকটিত হন এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণ থাকিতেই পারে না।

সেবন-কর্ম্ম বিধি কি না?

প্রশ্ন—১। পারমার্থিকগণ হরি-সেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন; আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। 'বিলাস' বা 'বিরাগ' পারমার্থিকগণের লক্ষীভূত বস্তু নহে। কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহদ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন, এমন কি এক-কণা আহার্য্য বস্তু গ্রহণেও জীবের অধিকার নাই। হরি-ভজনের জন্যই কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরিভজনের আনুকূল্যের জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগাশারূপ-কপটতা থাকে, তাহা হইলে জীব হরিভজনের জন্য দেহ সুস্থ রাখিবার নামে 'দেহারামী' হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণব, "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা" এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত [illegible]-ভক্তি-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতি-লাভের জন্যই নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা গৌণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপ কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল। যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাঁহাদের জীবনের আশা। [illegible] জগতে জীবিত থাকা, সুস্থ থাকা, বলবান্ হওয়া বা মুক্তি-লাভ করার বাসনা তাঁহাদের নাই। অন্যান্য ভুক্তি-মুক্তি-কামীরই ঐ সকল মনোধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎপ্রেরিত সজ্জ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহারামিগণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থির হইয়া শরীর-পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীমুরারি গুপ্ত এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসের সুবিধার জন্য বা ভণ্ডামী করিবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে, তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই দেহ-রোগ ও ভব-রোগ উভয় ব্যাধির জন্য ঔষধের নির্দ্দেশ করিতেন। [illegible] কে কেবল দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না,—

চিকিৎসা করেন [illegible] হইয়া সদয়।

[illegible]

গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সূরিরত্ন কে. টি, সি, আই, ই, এল্, এল ডি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক মহাশয় 'গৌড়ীয়-গৌরব' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহাশয় সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

২। প্রশ্ন—মৎস্য প্রাণীর জীবাত্মা আছে কি?

উঃ। মৎস্য প্রভৃতি জলজ-প্রাণীর জীবাত্মা না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনাদি-হরিবিমুখতা-নিবন্ধন জীবাত্মা মায়িক কর্ম্মবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে স্থূলস্থায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কখনও জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কখনও কৃমি, কখনও পক্ষী, কখনও পশু, কখনও মনুষ্য, দেবতা হইয়া থাকে। এই সকল দেহ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীরূপ-শিক্ষায় ইহাই বলিয়াছেন,—

"এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্রশতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর বিভেদ॥"

ইত্যাদি।
(চৈঃ চঃ ম ১৯শ)

সমগ্র সনাতন-শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অভাব নাই; শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩। প্রশ্ন—ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ, তবে পথ্যার্থে অমেধ্য সেবন করা যাইতে পারে কি না?

উঃ। এই প্রশ্নের উত্তরদানের পূর্ব্বেই জিজ্ঞাস্য—ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবেন কে? চিকিৎসক,—না রোগী? যদি রোগী স্বয়ংই আপনার ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্ব্বনাশ-কর কোন বস্তু ঔষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে বাধিত হইবেন। বিকারগ্রস্ত-রোগি-সম্প্রদায় যদি নিজে নিজেই ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার গ্রহণ করেন, কিম্বা তাঁহাদের সমজাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচনের ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঔষধের পরিবর্ত্তে 'সুরা' অর্থাৎ 'আপাত প্রেয়োবস্তু', ও সুপথ্যের পরিবর্ত্তে কু-পথ্যকেই 'ঔষধ' ও 'পথ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ [illegible]-কপটতা ও আত্মবঞ্চনা [illegible]-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও অথবা বুঝিয়াও না বুঝিলেও কিংবা অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদ্-বৈদ্য-সম্প্রদায় তাহা 'ধরিয়া' ফেলেন। অসংযমিগণ যেরূপ ধর্ম্মের আবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোভী-ব্যক্তিগণও কখনও পেট-ফাঁপা-রোগ সারাইবার নাম করিয়া তাম্রকূটকে 'ঔষধ' 'পথ্য' বলিয়া লোক-ভোগ্য দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া অহিফেন-সেবনের পক্ষপাতী হয়, কখনও বা সর্দ্দি-জ্বর সারাইবার নাম করিয়া 'চা' ও তাম্বূলাদি সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা শরীর-পুষ্ট করিবার নাম করিয়া 'ব্রাণ্ডি' ও অপর জন্তুর রক্ত মাংস মেদ মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপথ্যের প্রতিই অধিক লোভ, কাজেই রোগী সম্প্রদায় স্বয়ং বা অপর রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ঔষধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাইতে পারে না। পারমার্থিক সদ্বৈদ্যগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকেই যাবতীয়-ব্যাধির কারণের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই আমাদের যাবতীয়-ব্যাধির নিদান, সেই মূল-ব্যাধির ঔষধ—শুদ্ধ শ্রীনাম ও পথ্য—শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ বা পথ্য নাই। ঔষধ ও পথ্যের নামে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন-প্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহা ঔষধ ও পথ্যরূপে কার্য্য না করিয়া 'সুরা' ও 'অমেধ্য'রূপেই কার্য্য করিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারা বিষয়-প্রমত্ততা ও পূঁয-রক্তাদি-ভোজন-লালসারূপ বিষয়বিকার বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির নিদান দূর করিয়া পরম স্বাস্থ্যলাভরূপ ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিতে চান, তাঁহা হইলে একান্ত-নামাশ্রিত সদ্বৈদ্যের নিকট হইতে শ্রীনাম-রূপ মহৌষধি প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ তাহা [illegible] অনুকূল জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্পে একমাত্র শুদ্ধ মহাপ্রসাদ পথ্য-রূপে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভজনের জন্য জীবন রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, আর যেরূপ প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন না। তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর বস্তু বা উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্তু হইলেও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-দাস ভোক্তৃত্বের বিলাস-সহচর-দ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃষ্ণ বা গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার জন্য উৎসুক হন না। যদি হরিভজনই না হইল, তাহা হইলে বৃথা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একটা মুণ্ডের বোঝা বহিয়া লাভ কি? শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় অযথা দুইটী পদ-ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত-কাণাকড়ির ন্যায় দুইটা কর্ণকে সতেজ রাখিয়াই বা লাভ কি? যদি নাসা শুদ্ধভক্তগণের চরণ-কমলের সুগন্ধির আঘ্রাণ না করিল, তাহা হইলে কেবল ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি মহাভাগবত শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা হইলে শৃগালী বা লম্পটের জন্য কিম্বা সংসার দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ্য করিবার জন্য উহা অপর জীবদেহের পূঁয-রক্ত-মাংসে বিবর্দ্ধিত করিয়াই বা লাভ কি? যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা করিতে চান, সেই সকল কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভজনের জন্য শরীর-রক্ষা-কল্পে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই। কার্য্যকালে দেখা যায়, এই সকল কপটগণের চরিত্রগুলি ছাড়া আর বাদ-বাকী বস্তুগুলিই লাভ হয়। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন-পর্ব্বে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের ভগবৎ সেবানুকূল শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মধ্যমাধিকারে সাধক তাঁহার ভজন-পরিপাকের জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর উত্তম অধিকারে কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদা-বস্থায় কোন প্রকার দেহ-স্মৃতি থাকে না। যেমন মহাপ্রভু কখনও গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আছাড় খাইতে-ছেন, কখনও সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান করিতে-ছেন, কখনও বা কূর্ম্মাকারে তৈলঙ্গী-গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়া-ছেন, কোন বাহ্য-স্মৃতি নাই। মধ্যম অধিকারে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেইরূপ কোন অর্থা-দায় অর্থাৎ যাহা হরি গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহস্রগুণে ভাল। ভগবদ্ভক্ত ঔষধাদিকেও অপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন না। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে (৯।১০৭) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥"

—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি বা ঔষধ যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিরীকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। অমেধ্যাদি কখনও ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, সুতরাং তাহা পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৬

প্রশ্ন

আপনাদের অহৈতুক করুণায় সেই দিবস এ অধম ব্যক্তির গৃহে যে অতুলনীয় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সম্মিলন ও পদরজঃ বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহা এ অধমের কোটি কোটি জন্মের সুকৃতির ফল। অনেকেই আমাকে সেই দিবস শ্রীগ্রন্থপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীহরির-লুট সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইল না কেন বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন। আমরা কতক পাঠক ও বাবাজীদের সুসংকীর্ত্তনের সহিত বাতাসা হরির লুটরূপে জনতামধ্যে নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই এবং কোন কোন মহিলার প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীতুলসীর নিকট প্রত্যহ বাতাসা নিবেদন করিয়া হরির লুট দিয়া সেবন করিতে দেখিতে পাই। সংসারের কাহারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও অনেকে এইরূপ হরির লুট দিয়া থাকেন, কিন্তু এই হরির লুটের প্রথা কি প্রকারে, কোন্ সময়ে, কাহার দ্বারা আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব এ অধমের বিনীত নিবেদন,—সাপ্তাহিকে এ প্রশ্নটীর আলোচনা করিলে বহু লোক উপকৃত হইতে পারে।

হরিরলুটের কোন শাস্ত্রীয় বিধি ও যুক্তি আছে কি না? জনতামধ্যে বাতাসাদি নিক্ষেপ করিয়া হরিরলুট দেওয়া সঙ্গত কিনা? আপনারা এরূপ ভাবে জনতামধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হরিরলুট দেন না কেন?—শ্রী * * *

উত্তর

শুদ্ধ পারমার্থিকগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন সুবিধাবাদী হইয়া নানাপ্রকার দেহ ও মনোধর্ম্মকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, কাজেই বিষ্ণু-সম্প্রদায়ে সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্ম অতি সহজেই প্রচলিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় বহির্ম্মুখ-সমাজের অশাস্ত্রীয় সদাচার প্রচলন করিতে পারমার্থিকগণকে যে বেগ পাইতে হয়, যথেচ্ছাচারি-ইন্দ্রিয়প্রীতিকামিগণকে অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছ আচার প্রচলন করিতে সেরূপ কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী-সমাজ বিরূপগীত স্বভাবে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বরূপগত স্বভাবই তাহাদের নিকট অভিনব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মগত কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার সেইরূপ অভিনব মনে হয় না। কাজেই তাহারা সেই সকল ব্যাপারকেই সহজে গ্রহণ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মের অঙ্গরূপে এইরূপ অনেক আচার-প্রচার বহির্ম্মুখ-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে—শুধু প্রবিষ্ট মাত্র হয় নাই, সেই আচার-প্রচারগুলি এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল অশাস্ত্রীয় ব্যাপারই বর্ত্তমান বিষ্ণুসমাজে পরম শাস্ত্রীয় মহাজনানুচরিত শিক্ষা দীক্ষা বলিয়া বিনীকৃত হইয়াছে। আর প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রচারগুলি নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে। কেন না, শাস্ত্রীয় আচার প্রচারের গ্রাহক ও আচরণকারীর সংখ্যা খুবই কম। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ জাতি-গোস্বামিবাদ বা জাতিবৈরাগিবাদ। মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদভক্তগণ কিম্বা কোন শাস্ত্র কখনও কি এই অশাস্ত্রীয়-মত সমর্থন করিয়াছেন? কিন্তু বর্ত্তমানে বহির্ম্মুখ-সমাজে উহা এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই অশাস্ত্রীয় মতের প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় কোন বিচার বলিলেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। মহাপ্রভুর কোন প্রামাণিক লীলা-গ্রন্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত 'হরির লুট'র ব্যবস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্ত্তিকালে বিষ্ণু-সম্প্রদায়ে, যেমন কর্ত্তাভজা-দলের 'সতীমা'র সমাজের মহোৎসবাদিতে বা হরিবোলা দলের যথেচ্ছ আচারাদিতে এইরূপ হরির লুটের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবোলা-দলে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্টদ্রব্যাদি 'হরির লুট' দিয়া কাম্য-পূজা ও সংস্কার সমাধা করিবার ব্যবস্থা আছে, কর্ত্তাভজা-দলের সতীমা-সম্প্রদায়েও তজ্জাতীয় আচার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উৎসবাদিতে বা সংকীর্ত্তনান্তে ঐরূপ বাতাসা-নিক্ষেপাদি করিয়াও 'হরিরলুট' দিয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র-জ্ঞানহীন গ্রাম্যলোকের গ্রাম্য বা মেয়েলি-আচার কিম্বা বিষ্ণু-সম্প্রদায়ের কাম্য-আচার যদি মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়া থাকে, পারমার্থিকগণ তাহাকেই শাস্ত্রীয় সদাচার বা ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কোন দ্রব্য সংকীর্ত্তনমুখে ভগবানে নিবেদিত হইলে অথবা অর্চ্চন-প্রণালীমতে শ্রীতুলসী-দ্বারা ভগবানে নিবেদিত হইলে সেই প্রসাদবস্তুকে জনতা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অনেকের পদদেশে পতিত হইতে পারে, অথবা অনবধানতাবশতঃ ভূনিক্ষিপ্ত প্রসাদ পদ-দ্বারা মর্দ্দিত হইতে পারে। প্রসাদবস্তুকে শিরে ধারণ করাই কর্ত্তব্য, তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতিভক্তি বা প্রেমোন্মত্ততা দেখাইতে গেলে নানাভাবে মহা অপরাধের আশঙ্কা, কাজেই শুদ্ধপারমার্থিকগণ প্রসাদকে জনতামধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দিয়া অপরাধের প্রশ্রয় দেন না। এই কারণেই পাঠ ও সংকীর্ত্তনান্তে আপনার গৃহে জনতামধ্যে প্রসাদ নিক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনুকরণ প্রথাই প্রবল। অপ্রাকৃত ভক্তগণ প্রেম-ভাণ্ডার লুটপাট করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত কামাসক্ত লোকগণ ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অনুকরণবৃত্তিতে সেইরূপ উন্মত্ততা দেখাইতে গেলে তাহা কখনও 'প্রেম' বলিয়া গণ্য হইবে না। ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, উহা অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

প্রসাদ প্রত্যেকের হস্তে প্রদত্ত হইতে পারে। কোন বিষয় কামনা করিয়া হরির-লুট প্রভৃতি দেওয়ার প্রথা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, উহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা। কারণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম—বৈষ্ণবতা, আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-কামনার নাম—অবৈষ্ণবতা। ঐ সকল গ্রাম্য আচার ব্যবহার, যাহা বিষ্ণু-সম্প্রদায়ে—প্রচারিত আছে, বাজারে যাহা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বিকাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার চরণানুরাগি ভক্তগণ কখনও সেই সকল আচার-ব্যবহারের প্রশ্রয় দেন নাই, পারমার্থিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

কমলাপুর
গোপালজীর মঠ
ও
ঢাকার বিরাজ বাবু

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ঢাকা মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের শাখা-কমলাপুর গোপালজীর মঠে শ্রীগোপালজীর সেবা-সৌকর্য্যার্থে তথায় একটী সুন্দর-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অর্থ অনেকেই উপার্জ্জন করেন, ব্যয়ও করেন, কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ব্যয় ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণার্থ ব্যয়ের মধ্যে যে কি একটী বিশাল ব্যবধান বর্ত্তমান, তাহা ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কাহারও চিন্তার বা বিচারের বিষয় হয় না। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব" কথাটীর আচার-মুখে প্রচার এবং প্রচার-মুখে আচার যিনি করিতে পারেন, তাঁহারই ধনার্জ্জনের ও ধনব্যয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। অনেকে স্বোপার্জ্জিত নিজকে একেবারে স্বদেহ-মনের সেবায় নিয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে একটু উদার হইয়া অন্য একটি জীবের বা জীবজাতির দেহ-মনের সেবায় নিযুক্ত হয়েন, তাহাতে অনিত্য ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গ-সুখাদি ব্যতীত আর বিশেষ কিছু লাভ হইতে দেখা যায় না। কিন্তু নশ্বর অনিত্য-আনন্দের প্রত্যাশা না রাখিয়া যাঁহারা নিত্যানন্দের সেবায় তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহারাই নিত্য সত্য সুবুদ্ধিমন্ত, তাঁহারাই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহারাভিজ্ঞ। মাধবের সেবায় কনক নিযুক্ত করিবার সৌভাগ্য সামান্য কথা নহে,—তাহা জীবের বহুজন্মের সুকৃতি-ফলেই হইয়া থাকে। সাধারণ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায় হয় ভোগ, না হয় ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া গুরুকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সুকৃতিমন্ত জনগণ তাদৃশ স্বমর্ম-প্রপীড়িত বঞ্চিত-দলের ধারণা হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিয়া যাবতীয় অর্থ দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণরূপ পরমার্থানুশীলন করাকেই বহুমানন করেন এবং উহাকেই যুক্ত-বৈরাগ্য জানিয়া ফল্গু-ত্যাগ বা ভোগকে গর্হণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা দর্শনে কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ উপহাস বা পরিহাস করিলেও সুকৈবল্যাবস্থ ব্যক্তিগণ তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন মনে করেন না।

বিরাজ বাবু শুধু শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্যে নহে, পরন্তু গ্রন্থমুদ্রণাদি আরও অনেক প্রকারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার পুষ্টতা সম্পাদনার্থ যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার সুমহান্ আদর্শ অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহারাভিজ্ঞ প্রত্যেক ধনশালী ব্যক্তি-মাত্রেরই অনুসরণীয় হউক—ইহাই আমরা আশা করি। ভগবান্ শ্রীগৌরগোপাল তাঁহার সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে
(গঙ্গার পূর্ব্বপারে)
পরবিদ্যাপীঠ ও ধর্ম্মশালা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মহর্ষি পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর শ্রীধাম-মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়া তথায় বিদ্যার্থীদিগকে আহার ও বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক পরবিদ্যালাভোদ্দেশে কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্তদর্শন ও ভক্তি-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরবিদ্যায় পারঙ্গত করাই এই বিদ্যা-

পীঠের উদ্দেশ্য। আচারবন্ত শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ পণ্ডিতগণের শিক্ষকতায় পারমার্থিক ব্রহ্মচর্য্য ও অচ্যুত-বিষয়ের অনুশীলনের সহিত উচ্চতম শিক্ষা-দানই এই বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য। অপরবিদ্যা বা অর্থকরী বিদ্যার কেন্দ্র স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও পরবিদ্যা বা পারমার্থিক বিদ্যানুশীলনের অভাব সজ্জনগণ বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আজ ভগবদিচ্ছায় তাঁহারই নিজজনের দ্বারা সেই অভাব দূরীভূত হইল। যাহাতে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি চিরস্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়।

এইস্থানে বিভিন্ন সময়ে ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ দর্শক ও যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশীয় বহু ব্যক্তিও এই সুপ্রাচীন পরাবিদ্যার সুবিখ্যাত কেন্দ্র দর্শনার্থ সুদূর দেশ-দেশান্তর হইতে আগমন করেন। এই সকল দর্শক ও যাত্রিগণের সুবিধার জন্য বহু দেশের ধনাঢ্য ও শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীধাম-মায়াপুরে ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে এবং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের জন্য ভজন-গোফা নির্ম্মিত হইতেছে। যাঁহারা একটি বা ততোধিক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের নাম প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত থাকিয়া তাঁহাদের চির স্মরণীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। শ্রীধাম-সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। এতৎসম্বন্ধে যাবতীয় অর্থানুকূল্য শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের নিকট হইতে সকলেই প্রাপ্তি-স্বীকার-সূচক স্বাক্ষরিত মুদ্রিত রসিদ গ্রহণ করিয়া প্রদান করিতে পারেন অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে পারেন,—

ম্যানেজার—

শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ

নিবেদক—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকদ্বয়

কটক প্রসঙ্গ

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মহামহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ-তীর্থ-মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের তত্ত্বাবধানে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ২১শে জুলাই ৫ই শ্রাবণ সাধারণ মহোৎসব দিবসে অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' কীর্ত্তন হয়, তৎপর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহা-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়"

টেলিফোন—২৪৫২ বড়বাজার

মঠ,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,

পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

তারিখ—১লা শ্রাবণ, ১৩৩৬।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে ২রা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মাসাধিকব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)

(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ)।

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন

উৎসব তালিকা

শুক্রবার	৩১শে শ্রাবণ	১৬ই	আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।
শনিবার	১লা ভাদ্র	১৭ই	,,	শ্রীরূপগোস্বামীর অন্তর্দ্ধান।
মঙ্গলবার	৪ঠা ,,	২০শে	,,	শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
বুধবার	১২ই ,,	২৮শে	,,	শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব।
বৃহস্পতিবার	১৩ই ,,	২৯শে	,,	শ্রীনন্দোৎসব।
রবিবার	২৩শে ,,	৮ই	সেপ্টেম্বর	শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব
মঙ্গলবার	২৫শে ,,	১০ই		শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার	২৬শে ,,	১১ই		শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার	৩০শে	১৫ই		শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
সোমবার	৩১শে	১৬ই		শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব। **(সাধারণ মহোৎসব।)**
মঙ্গলবার	১লা আশ্বিন	১৭ই	,,	অনন্ত-চতুর্দ্দশী
বুধবার	২রা ,,	১৮ই	,,	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী

পূর্ব্বাহ্ণে—নগরকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান

অপরাহ্ণে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবানুরোধে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন যোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন কে, টি, সি, আই, ই, এল্, এল ডি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক মহাশয় 'গৌড়ীয়-গৌরব' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহাশয় সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

রাজ ও গিরি মহারাজ শ্রীমঠে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাদের স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর পুনরায় সংকীর্ত্তনান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সুব্যবস্থায় উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কটক মঠের উৎসব সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও কয়েকজন ব্রহ্মচারি সমভিব্যাহারে জলেশ্বর নামক স্থানে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা-শ্রবণে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন, এমন পাষাণ-হৃদয় খুব কমই দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ

(সংবাদদাতার পত্র)

কটক ২১।৭।২৯

গত কল্য ২০শে জুলাই শনিবার কটকস্থ সচ্চিদানন্দ মঠে কলেজের 'ইতিহাসের' সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর মহোদয় একাদশাহে মহাপ্রসাদদ্বারা তদীয় পরলোকগতা মাতৃদেবীর আত্মার তৃপ্তি-বিধান করিয়াছেন।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ পরলোকগত ব্যক্তিকে 'প্রেত' মনে করিয়া তাঁহাকে প্রেতত্ব হইতে উদ্ধার করিবার মানসে নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিকগণের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা নাই। তাঁহারা জানেন, আত্মা মহাপ্রসাদেই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা ভগবন্নৈবেদ্য দ্বারাই স্বধামগত আত্মার শ্রাদ্ধ করেন।

পারমার্থিকগণ আরও জানেন, আত্মার বৃত্তি বিষ্ণু ও 'বৈষ্ণবসেবা'। তাই আমাদের পূজ্যপাদ অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবীর প্রীত্যর্থে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মঠস্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সম্মানের ব্যবস্থা করিয়া স্বীয় বৈষ্ণবোচিত চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন।

কটক প্যারীমোহন একাডেমী হাই স্কুলে বক্তৃতা

পারমার্থিক শিক্ষা

(নিজস্বসংবাদ দাতার পত্র)

কটক ২১।৭।২৯

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক সহরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে কটক

সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমাগত প্রচারকবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-মুখে প্রত্যহ অবিশ্রান্ত হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত কল্য ২০শে জুলাই শনিবার অপরাহ্ণে প্যারীমোহন র্যাকাডেমী হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে উক্ত স্কুলে 'পারমার্থিক শিক্ষা' সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রায় দুইঘণ্টা কাল ব্যাপী অতি সরল ও সহজ ভাষায় (সকলের বোধগম্য ভাবে) একটী সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামিজী মহারাজ বলেন, স্কুলের [illegible] গৃহের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম এবং নীতি-বিষয়ক অনেক সদুপদেশ শিক্ষার্থীদের তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সযত্নে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু বহু উপদেশ পড়িয়া শুনিয়াও আমাদের আচরণ উন্নত হইতেছে না কেন তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা দেহ এবং মনকে 'আমি' বলিয়া মনে করি। কিন্তু 'দেহ' ও 'মন' দুইটি পোষাক মাত্র। আমরা চেতন বা আত্মা, আমরা [illegible] চেতনের অনুসন্ধান করি না। স্কুলের গায়ে পিতামাতাকে ভক্তি করিবার উপদেশ লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু 'আমিই বা কে এবং পিতা মাতাই বা কে—ইহা জানিবার চেষ্টা আমাদের নাই। আমি মনে করি, আমি বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, পিতা, মাতা, হিন্দু, মুসলমান, [illegible], বাঙ্গালী, ইংরাজ, বৃক্ষ লতা, পশু, পক্ষী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ইত্যাদি জাতীয় কোন একটি বস্তু। কিন্তু এসমুদয়ই আমার পোষাক মাত্র। যাহারা জগতে আপনাদিগকে বড় পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা মহা মূর্খ। ভগবদ্ভক্তের কোন অজ্ঞানতা নাই। যদি সকল ব্যক্তি নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে কে কাহাকে জাগাইবে? কিন্তু একজনও যদি নিজে প্রকৃত জাগ্রত থাকে, তাহা হইলে সে জগতের সকলকেই জাগাইয়া তুলিতে পারে। পারমার্থিক শিক্ষাদ্বারা অচেতন ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদিত হয়। যে শিক্ষা কিংবা ক্রিয়া এই উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে, তদ্দ্বারা অজ্ঞানতার বৃদ্ধি হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিলাসিতা অত্যন্ত অহিতকর। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য ভাই আচরণ অবলম্বন করা যদ্দ্বারা উভয়ে উভয়ের চৈতন্য সম্পাদনের সহায়ক হইতে পারেন। পুত্র পিতাকে নরক হইতে ত্রাণ করে। শিক্ষক মহোদয়গণ বহু পুত্রের পিতৃস্থানীয়। ছাত্রগণ উদ্যোগী হইয়া অদ্যকার সভার বন্দোবস্ত করিয়া শিক্ষকদিগের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না। অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। আমরা এরূপ উপদেশ পূর্ব্বে কখনও কাহার নিকট প্রাপ্ত হই নাই। আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে অদ্য প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করিলেন। তজ্জন্য আমরা সকলেই আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

স্বামিজী মহারাজের আদেশ ক্রমে কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর মহোদয় সভার প্রারম্ভে মুখবন্ধ-স্বরূপ বর্ত্তমান ধর্ম্মশিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পারমার্থিক শিক্ষার পদ্ধতি ও লক্ষ্য অপরা বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি ও লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কেবল প্রকৃত সাধুগণের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। গৌড়ীয়মঠের পূজ্যপাদ প্রচারকগণের কিছুকাল যাবৎ সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সাধুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার কর্ত্তব্য আপনাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যে, আপনারা সরল বিশ্বাসের সহিত স্বামিজী মহারাজের নিকট পারমার্থিক জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হউন।

প্রচার প্রসঙ্গ

—:*:—

দুর্গামণ্ডপে বক্তৃতা

(সংবাদদাতার পত্র)

কটক ২৩।৭।২৯

গত কল্য ৬ই শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যার পরে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কটক শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে কটক নয়াসড়ক বাজারস্থ দুর্গামণ্ডপে 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ, সুচিন্তিতা এবং সারগর্ভা বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে কটক র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর মহোদয়ও উক্ত বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ পরমমঙ্গলময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামিজীর বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভক্তিসুধাকর প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃগণের পরমার্থদা হরিকথা শ্রবণামৃত অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে রায়সাহেব এন, সি, গাঙ্গুলী এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, কটক র‍্যাভেন্স কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, উড়িষ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এস-সি বি-ই, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সেস্ (ইরিগেশন) বিভাগের জিলাদার শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পরিদা, এষ্টিমেটর শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ সঙ্খী, পি, ডব্লিউ ডি কোম্পানীর একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত শশধর বন্দোপাধ্যায় টেলিগ্রাম অফিসের সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, জলকর অফিসের একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীবে দয়া

স্বামিজীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—জীবে দয়া অর্থ জীবাত্মার প্রতি দয়া। জীবাত্মার একমাত্র কৃত্য তিনি পরমাত্মার সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মে অবস্থিতি কালে তিনি সর্ব্বদাই সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। একমাত্র মায়ামুক্ত অবস্থাতেই এই সেবা সম্ভব, অপর সময়ে নহে, সুতরাং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—কোনও প্রকার ক্লেশ এই অবস্থায় অবস্থিতি-কালে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

জীবাত্মা [illegible] কিছু হস্ত পাদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযুক্ত স্থূল শরীর, অথবা মন-বুদ্ধি অহঙ্কারস্বরূপ লিঙ্গ দেহ নহেন। তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাঁহার শক্তি তটস্থা অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের চিজ্জগৎ এবং মায়িক জগৎ এই দুয়ের মধ্যগত সীমায় স্থিত, সুতরাং উভয় জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেক জীবের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া একটা জিনিষ আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার হইলে তিনি চিজ্জগতে গমন করিয়া কৃষ্ণসেবানন্দে মগ্ন থাকেন; কিন্তু উহার অসদ্ব্যবহার-ফলে যখন তাঁহার ভোগবাঞ্ছার উদয় হয়, সেই সময়ে তিনি মায়িক জগতে আগমন করিতে বাধ্য হন। এই সময় কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী এই বদ্ধজীবাত্মার প্রতি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এই বদ্ধাবস্থায় তিনি কখনও জড়ীয় সুখে প্রমত্ত থাকেন, কখনও দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হন। কখনও পুণ্যকার্য্য করিয়া স্বর্গে গমন করেন, কখনও পুনরায় পাপাচরণ করিয়া নরকে পতিত হন। তাঁহার এই অবস্থার কথা বর্ণন-মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন, (মায়াদেবী তাঁহাকে) কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এই বদ্ধাবস্থায় জীব (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়।

আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার,—(১) শারীরিক, যথা জ্বরাদি রোগ, (২) মানসিক যথা প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ, আধিভৌতিক তাপ চারি প্রকার—(১) জরায়ুজ প্রাণী হইতে তাপ (২) অণ্ডজ-প্রাণী হইতে তাপ (৩) স্বেদজ প্রাণী হইতে তাপ (৪) উদ্ভিজ্জ প্রাণী হইতে তাপ; আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ বরদেবতা যেমন ইন্দ্রাদি হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি এবং অপদেবতা যেমন পিশাচাদি হইতে অশুভ জনক আপদ্-বিপৎপাতাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহ জগতে আমাদের যত প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের আত্মবিস্মৃতি এবং কৃষ্ণবিস্মৃতি; কিন্তু মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তির এমনই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা রহিয়াছে যে, আমাদিগকে কিছুতেই এই কথা বুঝিতে দিবে না। তাই যাহাতে এই সকল ক্লেশে আমরা পতিত হইতে না পারি, অথবা পতিত হইলে একবার তাহা হইতে উত্থিত হইয়া যাহাতে ঐ সকল বিপদে পুনরায় না পতিত হইতে হয় এরূপ প্রকার চেষ্টা আমাদের কখনও হয় না, অথবা যদি কোনও প্রকারে ক্লেশটাকে ক্ষণেকের তরে চাপা দিয়া রাখিতে, আমরা দৌড়াই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে, আমরা লক্ষ ঝম্প দিতে আরম্ভ করি বন্যা-পীড়িতকে বন্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তি আমাদিগকে, আমাদের 'ভব' ব্যাধির কারণ না জানিতে বা বুঝিতে দেয়, তাহা হইলে উপায় কি? উত্তর—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাদের প্রতি এতই করুণ যে, তিনি আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধু ও শাস্ত্ররূপে এই জগতে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্ট। আমরা যদি সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্যে সশ্রদ্ধ হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করি, তাহা হইলেই আমাদের চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তখন সকল প্রকার অসুবিধা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে। তাহাদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য পৃথগ্ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে না। সাধুগণ ভব-রোগের মূল কারণ জানেন, সেই কারণ নিরাকরণের উপায় জানেন, সেই কারণ দূরীভূত করিতে সমর্থ এবং করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র জীবে দয়া করিতে সমর্থ, অপরে নহে। অতএব জীবে প্রকৃত দয়া করিতে হইলে, আমাদিগকে সাধু হইতে হইবে, সাধু হইবার নিমিত্ত সাধুর চরণে প্রপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সাধুর শ্রীচরণে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং সাধুসেবাই আত্মোপকার ও পরোপকারের একমাত্র পন্থা। যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল করিতে পারে না, সে কখনও অপরের মঙ্গল করিতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সমাজ ও সত্য

মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে—সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া থাকে, কাজেই সে সমাজের অভিমতকে অতিক্রম করিতে পারে না। সমাজ 'ভাল' বলিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, আর সমাজ 'মন্দ' বলিলে তাহা ক্ষোভে মরমে মরিয়া যাইতে হয়। মানুষ সমাজের অভিমত অনুসারেই বড় ও ছোট।

সমাজের চিন্তা-স্রোতে যিনি চিন্তা মিলাইতে পারিয়াছেন—সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুমোদনে যিনি অনুমতি দিতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন বিশিষ্ট বেদনায় যিনি ব্যথিত হইতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন করুণ-রাগিণীর সহিত যিনি সহানুভূতির সুর মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাজের প্রিয় হইতে পারিয়াছেন।

সমাজের 'ভয়' 'বড় ভয়',—সমাজ'এক ঘরিয়া' করিবে—এ আতঙ্কটী যেন সাক্ষাৎ যম-ভয় হইতেও অনেক বেশী। ইহার মূল কারণটী কি, তাহা কি আমরা কেহ অনুসন্ধান করিয়াছি? লোকপ্রিয়তা বা জনপ্রিয়তানুসন্ধিৎসাই ইহার কারণ। মানুষ মনুষ্যসমাজের কাছেই প্রিয় হইতে চায়, পশুসমাজের নিকট মানুষের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তায় কিছু আসে যায় না।

যদি মনুষ্যসমাজ পশুসমাজের নিকট অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও পশুসমাজের দ্বারা মনুষ্যসমাজের প্রিয়তানুসন্ধান সমর্থন করে, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ পশুসমাজের প্রিয়তা, অপ্রিয়তা বা মতামতের দিকে না তাকাইয়া মনুষ্যসমাজেরই প্রিয়তা-অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আবার পশুসমাজের মনুষ্যসমাজের প্রতি ব্যবহারও তদ্রূপ।

মনুষ্যসমাজের অপ্রিয় হইতে হইবে বলিয়া সিংহব্যাঘ্রাদি পশুসমাজ কখনও নিজসমাজের প্রিয়ধর্ম্মে উদাসীন হয় না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা 'জাতীয়তার ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত ও প্রশংসিত হইলেও ইহার মূলে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণৈষণাই রাজত্ব করিতেছে।

এই ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির চেষ্টাটী ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সাধারণ মানব ও প্রত্যেক পশু পক্ষী অনুসন্ধান করে বলিয়া উহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাজের আবশ্যকতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যষ্টিসমষ্টিরূপ সমাজ-সমষ্টি বা লোকমণ্ডলীর প্রিয়তানুসন্ধানের মূলে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখানুসন্ধানই উদ্দিষ্ট হইতেছে। এরূপ লোক-প্রিয়তা বা জনপ্রিয়তার অনুসন্ধানে কতদূর নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান সম্ভবপর তাহা বিচার্য্য।

যাঁহারা এই সমাজের আবহাওয়ার অনুক্ষণ চলাফিরা করিতেছেন, তাঁহাদের বিচারে কিন্তু লোকপ্রিয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কামনার বস্তু। তাঁহাদের এইরূপ বিচারপ্রণালী হইতে তাঁহারা জনমতকেই সর্ব্ববিষয়ের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

জন-মত জাগতিক সর্ব্বকার্য্যের দণ্ড-মুণ্ড বিধাতা হৌক ক্ষতি নাই, কিন্তু জন-মতকে অতিমর্ত্ত্য-ব্যাপারের দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা বলিয়া বিচার করিলে বিচারকারীর যে অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর জন-মত বা লোক প্রিয়তানুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের নাই।

আমরা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করি বলিয়া জন-মতকেই সত্য-নির্ণয়ের পরিমাপক-যন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লই। আমাদের ধর্ম্মাড়ম্বরের ছলনার অন্তঃপুরে লোক-প্রিয়তাই পাটরাণী হইয়া বিরাজ করে।

যখন আমরা ধর্ম্মকর্ম্মে বা সত্য-নির্ণয়ের শোভাযাত্রায় জনমতকেই গজারূঢ় করাইয়া তাহার গলায় জয়মাল্য দেই, তখনই নেপথ্য-প্রদেশ হইতে সেই অন্তঃপুরবাসিনী গুপ্ত চকিত চাহনীটী নিরপেক্ষ দর্শকগণের চক্ষে পড়িয়া যায়।

আমরা লোকপ্রিয় হইবার জন্যই ধর্ম্মের সজ্জা গ্রহণ করি। ধর্ম্মটা যেন সমাজের অতীব নিম্নস্তরের অজানা, অচেনা, ভুঁইফোড় মানুষকেও সহজেই দশটা সামাজিক লোকের নিকট পরিচিত করাইয়া দিবার একটা মধ্যবর্ত্তী উপায়-বিশেষ। যিনি দশটা লোকের নিকট পরিচিত হইবার অন্য কোনও মধ্যবর্ত্তী উপায় পান না, তিনি এইরূপ ধর্ম্মকেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ বলিয়া স্থির করেন।

যে ধর্ম্মের যাজনে বা যে ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আমাদের লোক-প্রিয়তার লাঘব হয়, সে ধর্ম্মে বা সেরূপ ধার্ম্মিকগণের সহিত আমরা কিছুতেই ভিড়ি না।

অনেক সময় কপটতা করিয়া আমরা কেহ কেহ তাঁহাদের সহিতও মুখে একটা ভালমানুষী চাল রাখি বটে, কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে যেখানে দেখি লোক-প্রিয়তার হানি হইবে, সেখানে আদৌ যাইতে চাই না।

আমরা কেহ কেহ বা লোকপ্রিয়তা নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে একটা অভিযান উপস্থিত করিয়া লোক-প্রিয়তা-অর্জ্জনের একটা বেশ সুগম উপায় খুঁজিয়া লইয়া থাকি। কখনও বিচার করি,—লোকপ্রিয়তা-নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে গেলে আমাদের যখন কোনরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণই হইবে না—লোক-প্রিয় হইতে পারিব না—অল্প সময়ের ভিতরে আত্মডঙ্কা বাজাইতে পারিব না, তখন সে পথে গিয়া লাভ নাই।

প্রকৃত ভগবদ্ভজনের অনুকূল পথে গেলে যখন সাত জন্মের আবশ্যক হয়, আর প্রতিকূল পথে গেলে যখন তিন জন্মেই কাজ উদ্ধার হয়, আর তা'তে আপাত-উন্মাদনাও আছে—বিশেষতঃ যে-জগতে বাস করি, সে জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই যখন সেইভাবে ভাবিত, তখন এরূপ পথে চলিলেই অতি সহজেই বহুলোকের প্রিয় হওয়া যাইবে।

এরূপ বিচারে অনুকূল-পথে না যাইয়া আমরা প্রতিকূল-পথেই ধাবিত হই—অনুকূল পথে কৃষ্ণের ভোগ আর প্রতিকূল-পথে কৃষ্ণকে ভোগ-বিবর্জ্জিত করিবার চেষ্টা! সুতরাং অনুকূল-ভজনময়ী সবিশেষ-গতির অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণের খাতায় আমার পরিশ্রমের বিত্ত জমা করিয়া লাভ কি? এরূপ নানা বিচার করি।

প্রকৃত বৃন্দাবন বাস কি?

বৃন্দাবনের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-যোষিৎ। ব্রজের বনিতাগণ কৃষ্ণ-কামিনী। সেই কৃষ্ণ-কামিনীকুলের শিরোমণি—বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু-নন্দিনী কি মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণ-প্রীতি-পরাকাষ্ঠাই মহাভাবস্বরূপা গোবিন্দ-মোহিনী, আর যাবতীয় কৃষ্ণ-কান্তা-সমূহ তাঁহারই কায়ব্যূহ।

গোবিন্দানন্দিনীর প্রতি গোবিন্দের যে প্রেম, আর গোবিন্দের প্রতি ব্রজ-বনিতাগণের যে প্রেম, তাহা—"প্রাকৃত কামগন্ধহীন, নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম।" এই অপ্রাকৃত মুখ্য আদিরসের হেয়-বিকৃত-প্রতিফলনই প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম—ইহজগতের লয়লা-মজনু বা রোমিও জুলিয়েটের প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় যে সকল-বিবাহ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট করিয়াছেন বা অযোধ্যাপুর পুরন্দর ভগবান সীতাপতি-রূপে যে একপত্নী-ব্রতধারী, আর্য্যধর্ম্ম-প্রদর্শকের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, কিম্বা শ্রীমায়াপুর পুরন্দর শ্রীগৌরনারায়ণ লক্ষ্মীপ্রিয়া-নাথ ও বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ-রূপে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্মী-নারায়ণের পরমোপাদেয়-বিহার-লীলা।

ইহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন ইহজগতের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানই একমাত্র স্বামী বা ভোক্তা, কিন্তু বদ্ধ-অভিমানে আমরা যে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ বা ভোক্তৃ ভোগ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাহা আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব বা স্বরূপ-বিস্মৃতি-জনিতই জানিতে হইবে।

আমরা মূল আদর্শের হেয়-বিকৃত প্রতিফলনকে বাস্তব-বস্তু মনে করি এবং তাহাতে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া প্রাকৃতের অনুকরণ করিয়া থাকি। ইহারই নাম—প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপ্রাকৃতের অনুকরণপ্রিয়,—অনুসরণ-প্রিয় নহেন। অপ্রাকৃত বস্তুর অনুকরণ-ফলেই তাঁহাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয়।

তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ যখন স্ত্রী-লম্পট ছিলেন, রামচন্দ্র যখন স্ত্রৈণ-পুরুষের ন্যায় সীতার জন্য ক্রন্দন-বিলাপ, সীতাকে বনে বনে অন্বেষণ, এমন কি প্রাণের মুখপাত পর্য্যন্ত করিতে ছাড়েন নাই,—ভগবান্ গৌরসুন্দর যখন দুই দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন,—বলরাম-নিত্যানন্দ যখন দুই বিবাহ করিয়া 'সংসারী' হইয়াছিলেন, মহাবিষ্ণু-অবতার অদ্বৈতাচার্য্যের যখন দুই পত্নী ছিল—শ্রীবাস আচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণও যখন দুই পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন আমরা কেনই বা (ভোগের বেলায়) সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের অনুকরণ না করিব?—কিরূপ উল্টা বিচার॥

এইরূপ বিচার—আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বিচার। তাঁহারা আহ্বতীয়-ভোক্তা ভগবানের ভোগ ও পরমহংস বৈষ্ণবের যুক্ত-বৈরাগ্যরূপ সেবাকে স্ব স্ব-অনর্থযুক্ত অবস্থার ছুর্দ্দৈবরূপ ভোগ-স্পৃহার সহিত সমান মনে করেন।

কাজেই আপনাদিগকে ভগবানের ভোগের উপকরণ, ইন্ধন বা সাহায্যকারি-রূপে জানিবার অর্থাৎ কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য-রূপা সেবায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের পরমভোক্তা ভগবানের 'ভোগ' দেখিয়া আপনাদিগের ভোগানল (অর্থাৎ বিরূপের ধর্ম্ম) অধিকতর মাত্রায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

কোথায় সেবোন্মুখগণ ভগবানের ভোগ-সুখ-সমৃদ্ধি তাৎপর্য্যকেই তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য জানেন; আর প্রাকৃত-সহজিয়া-গণ ভগবানের ভোগ এবং পরমহংস-বৈষ্ণবের দুর্গম-আচরণের অনুকরণ ব্যস্ত হন।

যশোমতীর কৃষ্ণাসক্তি, দেবকীর বাসুদেবাসক্তি, নন্দ-বসুদেবের অপত্য-স্নেহ, কৃষ্ণের নন্দ-যশোদা-প্রীতি, বাসুদেবের বসুদেব-ভক্তি, কৌশল্যা ও দশরথের রামচন্দ্র-প্রীতি, রামচন্দ্রের পিতামাতার প্রতি আসক্তি, শচীদেবীর গৌরাসক্তি, গৌরসুন্দরের শচীদেবীর প্রতি আসক্তি, লক্ষ্মণভরতের রামচন্দ্রাসক্তি প্রভৃতি অপ্রাকৃত সম্বন্ধ প্রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা অনর্থযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বা মায়াবদ্ধ জীবরূপে পরিণত হই।।

কখনও বা আমাদের সেই স্ত্রী-আসক্তি, পুত্রাসক্তি প্রভৃতির উচ্ছ্বাস' নানা বিচিত্র মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের বঞ্চনার কারণ হইয়া থাকে। স্ত্রী-আসক্তি পুত্রাসক্তি বা বিষয়াসক্তি প্রভৃতি যখন 'সাদাসাটা' বেশে আগমন করে, তখন আমরা সাধারণ বিষয়িরূপে প্রতিভাত হই, তাহাতে লোক-বঞ্চনার বিশেষ অবসর থাকে না।

কিন্তু ঐ সকল দুষ্টাসক্তিগুলি যখন অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকগণের মুখস পরিয়া অপ্রাকৃত সহজ রসিকগণকে মুখভঙ্গী করিতে থাকে, তখন আমাদের অপরাধ চরম-সীমায় উপনীত হওয়ায় আমরা চির-ভাগ্যবঞ্চিত হইয়া পড়ি এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে [illegible] বঞ্চিত হয়।

যাঁহারা মনে করেন যে, 'মায়াপবাদ' ও 'শুদ্ধনামে' কোন ভেদ নাই, প্রতিষ্ঠা-কামী অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অনুকরণময় কপট অশ্রু পুলক ও মহাভাগবতের সহজ অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার, ভক্তের নৃত্যগীতে ঠাকুর হরিদাসের স্বাভাবিক কৃষ্ণ-প্রেমের বিকার আর ঢঙ্গ-বিপ্রের অভিনয়ে কোন ভেদ নাই, সেই সকল আত্ম-বঞ্চিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মস্তিষ্কে অকৈতব-ভগবদ্ভজনানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এই সকল সত্যোপলব্ধির কথা প্রবিষ্ট হইবে না, জানি।

তথাপি যাঁহারা বঞ্চিত হইতে না চান, তাঁহারা অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের নামে কুহকিনী-কপটতা কত ভাবে—কত মোহিনী মূর্ত্তিতে লোকবঞ্চনা করিতে পারে,—পরমগুহ্য নির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্মকে কত ভাবে আবৃত রাখিতে পারে, তাহা শুদ্ধভজন-পথের পথিকগণের নিকট জানিয়া সাবধান হইবেন এবং নিষ্কপটে হরিভজনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইবেন।

অনেকে সমস্ত স্ত্রীপুত্রাসক্ত হইয়া অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি খুব ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। সভাসমিতিতে, বিশেষতঃ সাধু-বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইলেই এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি শতমুখে স্ত্রীর ভক্তি প্রশংসা করিতে ব্যস্ত হন।

এমন কি, অনেক সময় কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা যায় যে, তাঁহার স্ত্রী এতদূর ভক্তিমতী যে, স্ত্রীর ভক্তির বলেই তাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে।

প্রকৃত সদ্বৈদ্য কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষগণের ঐরূপ প্রলাপে তাহাদের কঠিন ব্যাধিটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন—তাহারা এতদূর স্ত্রী-আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি দুর্দ্দমনীয়া কাম-পিপাসাকে 'হরিভক্তি' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই ঐরূপ ব্যক্তির কর্ণে সত্য কথা পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব আছে।

এইরূপ কঠোর তিক্ত সত্য-কথা শুনিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সদ্বৈদ্যের প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত হইবেন। তবে লোক-হিতাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ লোকের বিশেষ মঙ্গল প্রার্থনা করেন বলিয়া কোন কোন সময় এই সকল কপটতা ধরাইয়া দিয়া থাকেন।

অনেক সময় স্ত্রী-আসক্তির ন্যায় পুত্র কন্যাদির প্রতি আসক্তিও এইরূপ আবরণ লইয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ সাধুগণের সভায় উপস্থিত হইয়া পুত্র-কন্যাদির ভক্তির আতিশয্যের বক্তৃতা করেন।

কেহ কেহ বলেন,—"আমার ছোট ছোট পুত্র-কন্যাগুলি এতদূর ভক্তিমান ও ভক্তিমতী যে, উহারা এক একজন যেন এক একটী ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারায়ণী, মিরাবাই। আমি উঁহাদের মুখে মধুর কীর্ত্তন ও ভক্তিকথা শুনিতে শুনিতে ভক্তিসাগরে ভাসিতে থাকি, তাহাদের সহিতেই অধিক সময় কাটাই, সংসারের কাজ-কর্ম্ম কিছুই ভাল লাগে না; তাহারা আমার ভক্তি-পথের পরম সহায়।"

বহির্ম্মুখ জন-সাধারণ এই সকল কথা শুনিয়া ও এই সকল দৃশ্য দেখিয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে আদর্শ-ভক্তাগ্রণী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপট ও প্রকৃত ভক্তিপথের পথিক—যাঁহারা ভজন-রাজ্যের কপটতা, কুটিনাটিগুলি ধরিতে পারেন, সেই সকল ভজন-চতুর ব্যক্তি এই সকল উক্তি ও আচরণের মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র না পাইয়া পুত্র-কন্যাসক্তিরই প্রচ্ছন্ন প্রবল উদ্দাম স্রোত লক্ষ্য করিতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এই শ্রেণীর কপটতার বিচিত্র-ছায়া-ছবিকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া বঞ্চিত হন।

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি

বর্ত্তমান কালে অনধিকার চর্চ্চাটা একটা সামাজিক সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তথাকথিত সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে এই রোগটার ভীষণ প্রকোপ। আমরা মনে করি, অনধিকারচর্চ্চা করিতে পারিলেই 'সাহিত্যিক' বলিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা যায়, আর 'সাহিত্যিক' বলিয়া খ্যাতি পাইলেই অনধিকার-চর্চ্চায় পূর্ণ অধিকার জন্মে। বর্ত্তমান যুগের এইরূপ বিচার সমাজে যে কিরূপ উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ভাবিলে সমাজের ভাবী অবস্থার ভয়াবহ পরিণামের চিত্র হৃদয়ে আতঙ্ক আনিয়া দেয়।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ সাহিত্যিক মনে করেন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা লইয়াই অতীন্দ্রিয় সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার অধিকার আছে। যদি এখানে শাস্ত্র ও সাধুগণ সাহিত্যিকের ঐ প্রকার চেষ্টাকে বাধা দিয়া বলেন—"হে সাহিত্যিকপ্রবর! তুমি তোমার অধিকার-বহির্ভূত অতীন্দ্রিয় বস্তু লইয়া 'ছিনিমিনি' খেলিতে যাইওনা, পাঁচ হাত পরিমিত রজ্জুতে আবদ্ধ বলিবর্দ্দ কখনও সহস্র যোজন দূরের নব তৃণাঙ্কুর ভোজন করিতে পারেনা—এ কথাটী স্মরণ রাখিও।" তখন সাহিত্যিকগণ বলেন, 'তোমাদের ঐরূপ গোঁড়ামির কথা আমরা শুনিব না, আমরা গায়ের জোরে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে টানিয়া আনিব এবং উহার সর্ব্বাঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় কি নাড়ী-নক্ষত্র আছে সব প্রত্যক্ষ করিব!—বৈকুণ্ঠকে মাপিয়া লইব, তোমাদের বাধা কে শোনে? কারণ আমাদের দল ভারী। জগতে প্রায় ষোল আনা লোকেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক। "অতীন্দ্রিয়", "অধোক্ষজ" প্রভৃতি বড় বড় শব্দ বলিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথে বাধা দিলে আমরা এবং আমাদিগেরই ন্যায় দুনিয়াদারীর লোক সেইরূপ কথা শুনিবে কেন? তাহারা প্রত্যক্ষবাদী, তাহারা প্রত্যক্ষের দ্বারা তোমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান মাপিয়া লইবে।'

আজকাল সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণকে (?) লইয়া টানাটানি—চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে (?) লইয়া টানাটানি—গৌর-নিত্যানন্দকে (?) লইয়া টানাটানি—অবশেষে কৃষ্ণ-গৌরকৃষ্ণবৈভব ধাম (?) লইয়াও টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। যেন আমরা 'সাহিত্যিক' হইয়া এক এক জন কত বড় "দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা" হইয়া পড়িয়াছি। 'রাধাকৃষ্ণ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, গৌর-নিত্যানন্দ, গৌরধাম, গৌরনাম, গৌরভক্তগণ আমাদের খেলার যন্ত্র, আমাদের সাবস্থার অধীন, আমাদের খামারবাড়ীর রাইয়ত, আমাদের নিকট বিচারপ্রার্থী কষ্টই না অপরাধী। কাজেই আমরা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি যে বিধান করিব—যে আইন, যে শাসন চালাইব—আমাদের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে যতটুকু অধিকার দিব, বা তাহা হইতে বিচ্যুত করিব, তাঁহাদিগকে উহারই বাধ্য হইতে হইবে।'

এইরূপ সাহিত্যিকগণের হাতে পড়িয়া (১) স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত নিস্তার নাই—ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই! সাহিত্যিক-ধর্ম্মাবতারগণের বিচারে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কোথাও অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা, কোথাও জাগতিক কামের প্রতিচ্ছবি, কোথাও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মাত্র, কোথাও উপন্যাসের আখ্যায়িকা, কোথাও কবির কাব্য-কল্পনা, কোথাও রিপুবশীভূতগণের উপভোগ্য সাহিত্য!! সাহিত্যিকগণের নির্দ্দেশ-মতে গৌরসুন্দর কোথাও বিকৃত-মস্তিষ্ক, কোথাও পত্নী ও মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনকারী, কোথাও কাম-ক্রোধান্ধ-পুরুষ, কোথাও-বা স্ত্রৈণ, কত কি!! এইরূপ সাহিত্যিক-ধর্ম্মাবতারগণের ডিক্রী অনুসারে অবধূত নিত্যানন্দ-বলদেব কোথাও অপরাধী, কোথাও ষড়রিপুর বশীভূত, কোথাও ব্যভিচারের শিক্ষাগুরু, কোথাও বা

বৌদ্ধ তান্ত্রিক-বাদের পুনঃসংস্থাপক ইত্যাদি ইত্যাদি !!! সাহিত্যিকগণের বিধানানুসারে চণ্ডীদাস রজকিনীর রূপমুগ্ধ কামুক পুরুষ, সহজিয়াগণের গুরু, ভোগতরণীর কর্ণধার ; ঠাকুর বৃন্দাবন—ধার্ম্মিক, ক্রোধ-রিপুর বশীভূত, অসংযত, অসহিষ্ণু, আরও কত কি অশ্রাব্য। এইরূপ সাহিত্যিকগণের হাতে পড়িলে কাহারও এড়াইবার যো নাই। সাহিত্যিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনুসন্ধান-কমিটীর গবেষণানুসারে ভগবানের জন্মকর্ম্ম আছে—মায়ার সহিত মিশ্রণ আছে, বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু আছে, শালগ্রাম, শ্রীবিগ্রহ, তুলসী, গঙ্গা—পাথর-মাটী-গাছ-জল মাত্র।

কিন্তু আমাদিগকে ভগবানের উপর কলম ধরিবার অধিকার কে দিল? আমরা কি "স্বয়ংসিদ্ধ কাজী"? তাহা কিন্তু আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া একবারও বিচার করি না। জেলখানার কয়েদীগণ যদি নিজেরাই এক একজন বিচারক সাজিয়া পরমস্বতন্ত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে 'রায়' প্রদান করে যে, আমরা বিচার করিয়া সম্রাটের ফাঁসীর হুকুম দিলাম, তাহা যেমন অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র, তদ্রূপ সাহিত্যিকতাকে যোগ্যতা মনে করিয়া সংসার কারাগারের বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণনাম-সম্বন্ধে যে সকল বিচার বা 'রায়' পাশ করিব, তাহাও তেমনি অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। আমরা যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি, সেইরূপ ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অতীন্দ্রিয়-বস্তুর বিচার আদৌ হয় না। ভগবান আমাদের ন্যায় কয়েদীগণকে অতীন্দ্রিয় বস্তু বিচার করিবার 'চেয়ার' দেন নাই, কিন্তু আমরা আমাদের সমজাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া গায়ের জোরে নিজেরা নিজেরাই "হাম্ বড় বিচারক" সাজিয়া বসিয়াছি।

আমরা সকল সমজাতীয়গণই একসঙ্গে মিলিয়াছি। অনেক সময় যেমন কাজ না থাকিলে ডিবেটীং ক্লাবে তর্ক-স্পৃহা ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ভবঘুরে কুতার্কিকের দল কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করিয়াই সেই বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে এক এক জন এক এক প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন—আপনারাই স্বয়ংসিদ্ধ বিচারক হইয়া বাদ-প্রতিবাদ, খণ্ডন-স্থাপন প্রভৃতি বালকোচিতের অভিনয় করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত বা কোন অপ্রাকৃত বস্তুর বিষয়ে সাহিত্যিকম্মন্য আমরা যে সকল বাচালতা ও ধৃষ্টতা করিতে যাই, তাহা কেবল আমাদের প্রাকৃত দুষ্কৃতির পরিচয় মাত্র। অপ্রাকৃত বস্তু কিন্তু আমাদের ঐরূপ মাপিয়া লওয়ার বিচারের বহুকোটি যোজন দূরে নিত্য স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। স্পর্শ দূরে থাকুক—হরণ করা দূরে থাকুক, রাবণ যেমন সীতাকে দেখিতেও পায় নাই মায়া-সীতাকে 'সীতা' ভ্রমে করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হইয়াছে, সাহিত্যিকগণের অবস্থাও তদ্রূপ।

পুণ্যারণ্য

ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা, গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন নাই, পরন্তু আদর করিয়াছেন। আচার্য্য-শঙ্কর পৃথক্ গ্রন্থে নিজ মত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীশঙ্কর স্ব-প্রণীত 'গোবিন্দাষ্টক' গ্রন্থে ভগবদাজ্ঞা-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত-বাদানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ব্রজরাজ-পত্নীর বিশ্বরূপ-দর্শন জন্য বিস্ময় এবং ব্রজ-ললনাগণের বস্ত্রহরণ-লীলাদি ভাগবতানুকূল বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে হৃদয়ের সহিত আদর করিয়া কৃষ্ণলীলাদির গভীর উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্যারণ্য প্রভৃতি শিষ্যগণ ভগবদাজ্ঞা-প্রতিপালনপর শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকেও ভাগবত-বিরোধী বলিয়া প্রতিপাদন করিবার যত্ন করেন। এই কথা আলোচনা করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিচার করিলে জানা যায় যে, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীমধ্বের অন্তর্বর্ত্তিকালে পুণ্যারণ্যের উদয়কাল। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৃতীয় স্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকের টীকায় এই পুণ্যারণ্যের কথা লিখিয়াছেন,—'দয়েত্যত্র তু তাত ক্বচিৎ এষ পুণ্যারণ্যমতঃ।' এতদ্ ব্যতীত তত্ত্বসন্দর্ভের ২৪ সংখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—'যদেব কিল দৃষ্ট্বা, শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্বৈষ্ণবান্তরাণাং তচ্ছিষ্যান্তর-পুণ্যারণ্যাদি-রীতিকব্যাখ্যা-প্রবেশ-শঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যান্তর-লিখনান্তরক্রমেণোপদেশকৃত ইতি চ সাত্ত্বতা বর্ণয়ন্তি।'

শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির-সংস্কার

নদীয়া-প্রকাশের পাঠক পাঠিকাগণ এই শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবার আহ্বান-পত্র পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দেশে শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ৭ই জুন তারিখ হইতে মূলমন্দিরের মেরামত-কার্য্য রীতিমতভাবে চলিতেছে এবং শ্রীমন্দিরের উপরিভাগে যে যে অংশ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা উপযুক্ত শিল্পিগণের দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া শ্রীমন্দিরটী পতন-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মূলমন্দিরের উপরিভাগে বালির কার্য্য এবং গোলাফিরান' হওয়াতে দেখিতে অতীব মনোরম হইয়াছে। এক্ষণে জগমোহন এবং নাটমন্দিরের মেরামত কার্য্য চলিতেছে। মূলমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য শেষ হইলে রন্ধনশালা, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, প্রাঙ্গণ, বিমানগৃহ, ভাণ্ডারগৃহ, সভাগৃহ, চন্দনপুষ্করিণী, ইন্দারা, রত্নসিংহাসন, গরুড়-স্তম্ভ প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সকল কার্য্যে যথাক্রমে ২২০০+৪০০০+১০০০+১০০০+১০০০+১৮০০+৮০০০ ২৫০+২৫০+৫০০ অর্থাৎ মোটের উপর প্রায় ২০০০০ টাকার প্রয়োজন।

পুরুষোত্তমস্থিত সুপ্রসিদ্ধ এমারমঠের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ বদান্যবর শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস মহোদয় সিংহদ্বারটী পুনর্নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি ২১১১৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তদতিরিক্ত কিছু লাগিলে তাহাও দিবেন বলিয়াছেন। সিংহদ্বারের কার্য্য বিগত স্নানযাত্রার পরদিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট নক্সা (প্লান) অনুসারে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতি উত্তম শানপাথর দ্বারা দ্রুতগতিতে নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকটী মহাপ্রাণ গৌরভক্ত কএকটী সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্যারম্ভের পরিমিত অর্থ আসিয়া পৌছিলেই উক্ত কার্য্য সমূহ আরম্ভ করা হইবে এবং যথাস্থানে তাঁহাদের এই বদান্যতার নিদর্শন উদাহরণ-স্বরূপে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত করা হইবে।

উপযুক্ত সময়ে আশানুরূপ অর্থ-সাহায্য না পাইলে কার্য্যের দ্রুতগতি খর্ব্ব হইবার সম্ভাবনা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এই শ্রীআলালনাথের কথা সকলেই অবগত আছেন। এরূপ একটী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্থান সংরক্ষণ-কার্য্যে সকলেরই মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সাহায্য করা উচিত। সকলেই নিজ যোগ্যতানুযায়ী অর্থানুকূল্য করিয়া—এই মহৎ কার্য্যটীর সুষ্ঠু সম্পাদনে সহায় হউন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই সংস্কার-কার্য্যটী বৈষ্ণব-সাধারণ তথা হিন্দু-সাধারণের নিজের কার্য্য মনে করিয়া নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নিজ নিজ অর্থানুকূল্য দয়া করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

আনুকূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী পোঃ, (পুরী)

অর্থী ও পরমার্থী

স্মার্ত্ত বা আর্থিক এবং বৈষ্ণব বা পারমার্থিকের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বাহ্য-সাদৃশ্য সত্ত্বেও যে ভেদ রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে।

আর্থিক বা স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের অধিকারে ঔপাধিক জাতি-ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করেন, কিন্তু পারমার্থিক বা বৈষ্ণবগণ সনাতন আত্মধর্ম্মকেই 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করেন। স্মার্ত্ত, স্মার্ত্তগুরুর (?) নিকট মন্ত্র-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পান না, আর পারমার্থিক, শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণের ফলে মননধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন। দেহে আত্ম-বুদ্ধিকারী স্মার্ত্ত মনে করেন, দীক্ষা একটা পুণ্যময় ক্রিয়ামাত্র, ঐরূপ পুণ্যক্রিয়া-দ্বারা কখনও ইহজন্মে যোগ্যতা-পরিবর্ত্তন বা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ বিধ্বংসিত হইতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র বলেন, ভগবন্মন্ত্র গ্রহণ-প্রভাবে নিখিল অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথম লহরী ১২শ হইতে ১৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারমার্থিক শাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষকে 'অন্ত্যজ' 'শূদ্র' বা শৌক্রব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু আর্থিক বা স্মার্ত্তগণের বিচার সেরূপ নহে।

স্মার্ত্তগণ বলেন, শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই শালগ্রাম পূজার অধিকারী হইতে পারেন না, আর স্মার্ত্তগণের শালগ্রাম সম্বন্ধে ধারণাও অন্যরূপ। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। যদি তাঁহারা শালগ্রাম পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যবায় ঘটে। বৈষ্ণবী দীক্ষায় যে অতিরিক্ত পঞ্চবিধ সংস্কার লাভ হয়, তন্মধ্যে পঞ্চম সংস্কার যে যাগ, তাহার অর্থ প্রমেয়-রত্নাবলী (৮।৬) গ্রন্থে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন—'শালগ্রামাদি-পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।' এইটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্তলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দানে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপাদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৵৹ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক
গৌড়ীয়
সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ — শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ গদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, তুষ্ট নহ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে তুমি ধরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬

জনমত ও সত্য

কৃষ্ণকে বেঁটেলিয়া করিয়া 'আমার দাঁড়ে তোলা' এই নীতিপুষ্টা প্রতিকূলময়ী নির্বিশেষ-শক্তি যখন লোক-প্রিয়তা অর্জন করিতে পারে, তখন তাহাই আমার আদর্শ হউক!—আমাদের এইরূপ চতুরালি কিন্তু বিদ্যা-তোলা বায়সের অতি চতুরতার ন্যায় আত্মবঞ্চনারই কারণ হয়।

ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ফলে অনন্তকাল কুম্ভীপাক-যন্ত্রণাই লাভ হইয়া থাকে। সেই কুম্ভীপাক কখনও অধর্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তির দাবাগ্নি-জ্বালায় অপরাধীকে পাক দিতে থাকে, কখনও বা ধর্ম অর্থাৎ লৌকিক সুখ, অর্থ এবং কামনার মরীচিকায় ধাবিত করাইয়া অপরাধীকে অনন্তকাল মায়ামরুতে ঘুরাইতে থাকে।

লোক প্রিয়তানুসন্ধানের মাত্র দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমরা মনে করি, যদি লোক-প্রিয়-সমাজের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি—কোন এম, এল, সি, কোন পি, এইচ, ডি, বা এল, এল, ডি, কিংবা কোন মহামহোপাধ্যায় মহাপ্রভুর কোন কথা কৃপা পূর্ব্বক অনুমোদন করেন, তাহা যতই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট হৌক না কেন, ক্ষতি নাই, তাহা হইলেই যেন মহাপ্রভু তাঁহার কোটী পুরুষ সমেত উদ্ধার হইয়া যান।

'এম, এল, সি'র সুপারিশ-পত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লোক-সমাজের পাতে দিবার মত একটা বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, নতুবা মহাপ্রভুকে কেই বা চিনে, আর মহাপ্রভুর কথা কেই বা শুনে? স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রদীপের আলো জ্বালিয়া দেখিবার ন্যায়—আমাদের এইরূপ বিচার! আমরা লোক-প্রিয়তাকে কত বড় মনে করি।

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সংখ্যা খুবই কম—অস্পৃশ্য, অচলনীয়, ছোট, দীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত, যত 'অফেলো' 'অখদ্যে' লোকগুলিই এ ধর্ম্মে প্রবেশ করে!

সুতরাং মহাপ্রভুর ধর্ম্ম—ছোট ধর্ম্ম—সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম, আর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপাদাদি-প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ জনপ্রিয় ধর্ম্ম—ভারতবর্ষের যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কুলীন, পণ্ডিত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রাজা, মহারাজা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যক্ষম, সমর্থ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই সেই ধর্ম্মের গ্রাহক, সুতরাং সেই ধর্ম্মই মহা-উদার! কারণ, উহা জনপ্রিয়—লোক-প্রিয়।

একবার লোক-প্রিয়-সমাজ-বরেণ্য কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, খ্রিষ্টিয়ানগণ যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মটীই পরম সত্যপূর্ণ উদার ধর্ম্ম, যেহেতু বর্ত্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বহু ভাষাবিৎ পরম পণ্ডিত ও মহা-ধনবান্ ব্যক্তিও সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, মহাপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট্ কবীন্দ্র রবীন্দ্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ জগদীশ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডাক্তার শীল সকলেই সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি এই যে, সামাজিক লোক-প্রিয়তা ও জন-প্রিয়তাই সত্যের পরিমাপক যন্ত্র!

আমরা অনেক সময়ই লোক-সংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্মের উদারতা, অনুদারতা, সাধু-গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপ করিয়া থাকি। ইহার অন্তরালেও সেই কপট-অবগুণ্ঠনবতী, সেই লোক-প্রিয়তা-কুহকিনী নৃত্য করিতেছে। আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর কয়জনই বা গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর ও বুদ্ধের প্রচারিত মতে লোক-সংখ্যা কত বেশী।

কেহ কেহ এখানে বলিতে পারেন যে, মহাপ্রভুর মত বুদ্ধ ও শঙ্করের অনেক পরে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রভুর ধর্ম্মগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু বিচার করিলে ইহাই কারণ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের চারিশত বৎসর পরে মহাপ্রভুর অনুকরণে আধুনিক যে সকল ধর্ম্মাবতার (!) সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মত অতি অল্পসময়েই জগতের লোক বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে।

আর মহাপ্রভু কে ছিলেন ও কি করিয়াছিলেন, বাংলা দেশেরই অনেক লোক তাহা জানেন না। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলার অনেক শিক্ষিত লোকও দেখেন নাই, কিন্তু অন্যান্য অনেক পাঁচালি পুঁথি, অনেক পুস্তক, বহু পরে রচিত হইয়াও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় প্রচারিত রহিয়াছে কেন?

যুক্তি-মিশ্রী-সমন্বয়ের ধর্ম্মে লোক-প্রিয়তা রাজত্ব করিতেছে বলিয়াই উহা বহির্ম্মুখ-লোক-সমাজে অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই প্রেয়ের অনুসন্ধান করেন। প্রকৃত শ্রেয়ঃ খুঁজিয়া দেখিবার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা নিষ্কপট অভিলাষ বা ঐকান্তিকী চেষ্টা তাঁহাদের নাই।

জাগতিক-সমন্বয়-ব্যাপারটী অন্য ভাষায় বলিতে গেলে—'লোক-প্রিয়তা' ছাড়া আর কিছুই নহে। সকলের মন রাখিয়া চলা—কাহারও বিরুদ্ধে কিছু না বলা—(শ্রেয়ঃকথা বলিলেই যে রোগী চটিয়া যাইবে আর গ্রাহক থাকিবে না।) এক কথায়-কপটতার ধর্ম্ম—আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনার ধর্ম্ম—প্রেয়ো ধর্ম্মের নামান্তরই জাগতিক সমন্বয় ধর্ম্ম।

কাজেই লোকপ্রিয়তা-প্রার্থি-সমাজ প্রেয়রূপ ধর্ম্মেই তাঁহাদের বাঞ্ছিত মধু আস্বাদনের লোভে দলে দলে আসিয়া জুটিয়া থাকেন। প্রকৃত বিচার তাঁহারা কিছুতেই শোনেন না। ইহা একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বর্ত্তমান বিচারক-সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন কি?

শাস্ত্রীয় বিচার মতে মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপতত্ত্ব। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি কেহ বা সেই স্বয়ংরূপের অংশ কলা-রূপ অবতার, কেহ বা ভগবদাদেশে বহির্ম্মুখ-জীব-মোহন-কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত—শক্তিশালী জীব-বিশেষ।

শাস্ত্রেও রহিয়াছে, বুদ্ধ ও শঙ্কর অসুর-মোহনার্থ কল্পিত ও আচ্ছাদিত মত প্রচার করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের প্রচারিত অকৈতব-সত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের গ্রাহক অপেক্ষা সেইরূপ লোক বিমোহনকারী মতের গ্রাহক এত অধিক হইল কেন, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তায় 'বিমুখতা' আছে বলিয়া তাহাই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের প্রিয়।

জগতে ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ ও তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত দুই চারি জন ছাড়া আর বাদ-বাকী সকলেই বহির্ম্মুখ। সুতরাং এ রাজ্যে প্রেয়ঃকথাই লোক-প্রিয় হয়, আর গতানুগতিক-ন্যায়ানুসারে সেই লোক-প্রিয়তাই লোকের অনুসন্ধানের বিষয় হয়।

যে মতটী অসুর-মোহনার্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এত লোক-প্রিয় হইয়া পড়িল যে, লোক-সমূহকে সেই মত-গ্রাহ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য এবং তৎপরে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতরণ আবশ্যক হইয়াছিল।

এক শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, রামানুজ ও মধ্ব-এই আচার্য্যচতুষ্টয়, তাঁহাদের অসংখ্য অনুগতবর্গ ও তৎপরবর্ত্তিকালে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অভ্যুদয়।

কিন্তু যে মত চারি চারি জন আচার্য্য এবং সপার্ষদ স্বয়ং ভগবানের দ্বারা "অসৎ মত" বলিয়া নিরস্ত হইল, সেই মত আজ পর্য্যন্ত এত লোকপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে কেন?

তাহা হইলে দেখা যায়, লোক-প্রিয়তা এত বড় যে, সেখানে আপ্ত-বাক্য, মহাজন-বাক্য, এমন কি, স্বয়ং ভগবানের বাক্য পর্য্যন্ত অনাদৃত হয়।

সেই নির্ব্বিশেষ মতকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমানে যে সকল নূতন-নূতন মত সৃষ্টি হইতেছে—যে-সকল মত সমন্বয়ের আপাতমোহন বেশ লইয়া পরিণামে সেই নির্ব্বিশেষ মতেই আপনাদিগের শেষগতি খুঁজিতেছে, সেইসকল মতগুলিই কিন্তু এই জগতের লোকের নিকট খুব বেশী প্রিয়।

নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বাস্তব সত্যানুসন্ধান নহে—তাহা লোক-প্রিয়তানুসন্ধান মাত্র। বহির্ম্মুখ মানুষ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে লোক-প্রিয়তাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে। প্রকৃত সত্য অনেক সময়েই লোক-প্রিয়তার প্রতিযোগী বা নিরপেক্ষ বলিয়া সেখানে লোক খুব কম জোটে।

সত্যের রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান গুরুপদাশ্রয়। "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ", কিন্তু সেই গুরুপদাশ্রয়রূপ মূল ব্যাপারটীতেও লোক-প্রিয়তারই পূর্ণ আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অন্তরের অন্তঃস্থলে অকৈতব-সত্য অনুসন্ধান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তা অনুসন্ধান করি বলিয়াই লোক-প্রিয়তার তুলাদণ্ডে সাধু-গুরুর-গুরুত্ব ওজন করিতে চাই।

যিনি অধিক লোকপ্রিয়, তাঁহাকেই আমরা মহাপুরুষ, 'সাধু' বা 'গুরু' বলিয়া মানি। যিনি অধিকসংখ্যক জন-মত বা ভোট সংগ্রহ করিতে পারেন, আমাদের বিচারে তিনিই "গুরু" অর্থাৎ 'জন প্রিয়তা'ই গুরুর প্রধান লক্ষণ।

যখন আমরা দেখিতে পাই যে, অধিক সংখ্যক লোক কিংবা রায় বাহাদুর, এম, এল, সি, এল, এল, ডি, ক্রোড়পতি প্রভৃতি আগন্তুক সম্মানবিশিষ্ট লোক-সকল কোন ব্যক্তিবিশেষকে "গুরু" (?) রূপে স্বীকার করিয়া গুরুকে কৃতার্থ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আমরা লোক-সমাজের দ্বারা কৃতকৃতার্থ সেইরূপ ব্যক্তিকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিতে ধাবিত হই।

ইহার মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তাই আমাদের অন্তরে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে—আমরা বাস্তব-সত্যকে 'গুরু' না করিয়া ছলনাময়ী অবাস্তব-লোক-প্রিয়তাকেই 'গুরু' করিয়াছি।

আমরা চাই,—সমাজের দশটা লোকের সহিত চলিতে—দশটা লোকের নিকট হইতে প্রশংসা, সুপারিস কুড়াইয়া লইতে অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের মূলে ব্যবহারিকতা, সামাজিকতা বা লোক-প্রিয়তাই রাজত্ব করিতেছে।

আমাদের ধর্ম্মের আবরণও সেই লোক-প্রিয়তা-সংগ্রহের জন্য। কঠোর সত্য যে লোকপ্রিয়তার অপেক্ষা করে না—'নিরপেক্ষ' না হইলে যে "ধর্ম্মরক্ষণ না যায়"—এ সকল কথা মুখে আওড়াইলেও ছলনাময়ী মায়া আমাদিগকে উহাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না—অন্ততঃ কার্য্য-কালে আচরণ করিতে দেয় না।

আমরা ভুল করি কোথায়? আমরা মনে করি,—জগতের এম, এল, সি; এল এল, ডি, রায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায়, কিম্বা ধন-মণ্ডলীর মতগুলিই আপ্তবাক্য। আর এখানে জগতের লোক-নিরপেক্ষ মহাজনের বাক্য গ্রহণ করিবার বড় ফাঁকি পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা ভ্রম-প্রমাদাদি-দুষ্ট। আমরা সামাজিকতাকে পারমার্থিকতার সহিত গোলমাল করিয়া সামাজিক সম্মানকে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোলমাল করিলে গোড়াই গলদ থাকিয়া যায়। এম, এল, সি, রায় বাহাদুর বা মহামহোপাধ্যায় জগতের বহির্ম্মুখ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক-সমাজে তাঁহারা কে? এম, এল, সি বা মহামহোপাধ্যায় হইলেই যে তিনি কাম-ক্রোধাদি রিপু কিংবা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের কিঙ্কর হইবেন না, ইহার নিদর্শনপত্র কি আছে?

এই জগতে যে সকল ব্যক্তি লইয়া সমাজ-সমষ্টি গঠিত হইয়াছে—যে সকল জন লইয়া মণ্ডলী রচিত হইয়াছে—যে সকল সভ্য লইয়া সভা-সমিতি সংবদ্ধ হইয়াছে শাস্ত্র বলেন, সেই সকল ব্যষ্টি—সেই সকল লোক সেই সকল সভ্যের ষোল আনাই অনর্থযুক্ত অমুক্ত জীব।

সুতরাং তাঁহাদের সামাজিক সম্মানকে যেখানে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোল করিয়া সামাজিকতার মাপকাঠির দ্বারা সত্যের পরিমাপ করিতে যাওয়া যায়, সেখানে লোক-প্রিয়তার তাণ্ডব নৃত্য থাকিলেও অকৈতব সত্যের লেশ মাত্র নাই।

সামাজিক বিচার লইয়া আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি,—জাত-ব্রাহ্মণ, জাতি-গুরু, জাতি-পণ্ডিত ব্যতীত অপরে 'ব্রাহ্মণ', 'গুরু' বা 'পণ্ডিত' হইতে পারেন না। কিন্তু এরূপ বিচারের মূলে কি, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? এখানেও ঐ, সামাজিক-সম্মানকে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলা হইয়াছে।

অমুক ব্যক্তি 'গোস্বামী'-নামধারী, অমুক ব্যক্তি 'পণ্ডিত', সাত্ত্বিক, উচ্চ-কুলে জাত, ভাল বক্তা, ভাল পাঠক, বহু লোকের মনোরঞ্জনে পটু, সুতরাং তাঁহার বাক্য—বেদবাক্য, পরমার্থবিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত। এরূপ বিচারের মূলেও সত্যানুসন্ধানাপেক্ষা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানই বড় হইয়া উঠিয়াছে!

কোন ব্যক্তিবিশেষ গোস্বামী'-নাম-ধারী হইতে পারেন, 'পণ্ডিত', 'সাত্ত্বিক', লোক-মনোরঞ্জনকারী বক্তা, পাঠক, মহামহোপাধ্যায় কিম্বা সুন্দর নধর অঙ্গবিশিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু এগুলি সমস্তই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক বা লৌকিক গুণ, তিনি সামাজিক-সম্মানের অধিকারী।

সামাজিক সভায় তাঁহাকে উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল সামাজিক-গুণ কখনও অবৈধভাবে পারমার্থিক-সম্মান দাবী করিতে পারেন না।

এরূপ সামাজিক সম্মানিত ব্যক্তি কি অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন! তিনি কি ঐ সকল সামাজিক-সম্মানের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কতটুকু পারমার্থিক হইতে পারিয়াছেন, উহা পারমার্থের কষ্টি-পাথরে যাচাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আদৌ 'পারমার্থিক' বলা যাইতে পারে না। তিনি যে পারমার্থিক সম্মান পাইবার জন্য হরিভজনের ছলনা দেখান, তাহাও যে একপ্রকার সামাজিক-সম্মান-প্রাপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা! কই, পরমার্থ যদি তাঁহার সামাজিক-সম্মানটুকুর একটী কণিকার উপরও হস্ত-ক্ষেপ করিতে যায়, তখন যে তাঁহাকে আর সেই পরমার্থের সহিত মিত্রতা করিতে দেখা যায় না।

সামাজিক-সম্মানটী ষোল আনা বজায় রাখিয়া হরি-ভজনকারী বা পারমার্থিক হইবার ছলনা যদি সেই ষোল আনাকে পাঁচসিকায় পরিণত করিতে পারে, তবেই আমরা সেরূপ হরিভজনের অভিনয় দেখাই!

আমরা চাই,—সামাজিক-সম্মানটী, সামাজিক-সুখস্বাচ্ছন্দ্যটী পূর্ণ মাত্রায় থাকুক, তার সঙ্গে উদ্বৃত্ত-স্বরূপ পারমার্থিক-গণের যাবতীয় সুবিধাগুলিও আমাদের ভোগের বস্তু হৌক। আমরা কি আমাদের অন্তরের এই সকল কপটতা ধরিতে পারিয়াছি? ইহার মূলে কি?—সত্যানুসন্ধান নহে, ঐ লোক-প্রিয়তানু-সন্ধান!

এইরূপ সামাজিক-সম্মানের চক্রবৃদ্ধি-বাণিজ্যে লাভবান্ হইবার জন্য যাঁহারা হরিভজনের ছলনা গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা নিরপেক্ষ-সত্যের অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-যাজনের আবরণে লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন-দ্বারা সামাজিক-সম্মান-পরিবর্দ্ধনকেই স্ব-স্ব অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিকেই আমরা 'ধার্ম্মিক' বা 'ভক্ত' বলিয়া মানিয়া লই। এই জাতীয় দশটা কপট ধার্ম্মিকের প্রশংসা-পত্র বা অভিমত লইয়াই আমরা সত্যের বিচার করি।

লোক প্রিয় হইবার জন্য যদি কোন ব্যক্তি হরিনামের ছলনা, ধার্ম্মিকের সজ্জা, পরোপকারীর বেশ, নিরপেক্ষ সত্যানু-সন্ধানকারীর অভিনয় কিংবা কীর্ত্তন-কারীর অনুকরণ করেন, তখনই আমরা তাঁহাকে 'পরম-ধার্ম্মিক' বা 'ভক্ত' বলিয়া মানিয়া লই, আর যিনি লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ হইয়া কঠোর তিক্ত-সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি সাধারণ লোক-প্রিয় হইতে পারেন না বলিয়া বা সেরূপ কপটতা দ্বারা লোক-বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া তাঁহাকে আমরা 'অভক্ত, 'অবৈষ্ণব' প্রভৃতি বলিয়া থাকি।

একবার কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরে কোন গোস্বামিপুরুষ অত্যন্ত লোক-প্রিয় হইবার বাসনায় সহরের মধ্য দিয়া অনুক্ষণ 'গৌর' 'গৌর' শব্দের চীৎকার দ্বারা বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের সকল লোকই তাঁহাকে এক বাক্যে 'পরমগৌরভক্ত' বলিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; গোস্বামি-পুরুষও এই সুযোগে লোক-প্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য বহুবিধ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলকেই সমভাবে গাঢ়-প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

কখনও বা তিনি কুকুরের কর্ণে গৌর নাম প্রদান করিতেন, কখনও বা বালক-গণকে লইয়া গৌর-প্রেমের ফোয়ারা ছুটাইতেন, কখনও কি অজানা-ভাবে মত্ত হইয়া দিব্যোন্মাদের অভিনয় দেখাইতেন, কিন্তু এই গোস্বামি-পুরুষের এই গৌর-প্রেম সকলকে মুগ্ধ করিলেও—সকল লোকের নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র আদায় করিলেও লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ কোনও আসল গৌরভক্তা-ধিরাজ নিষ্কিঞ্চন মহাজনের বিন্দুমাত্রও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না।

নবদ্বীপাশ্রমী নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব-সম্রাট্ পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস-গোস্বামী মহারাজ ঐ 'গৌরবোলা' লোক-প্রিয় গোস্বামি-পুরুষের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, সেই গোস্বামী মহাশয়ের 'গৌর' 'গৌর' বোল—কেবল 'টাকা' 'টাকা', 'স্ত্রী' 'স্ত্রী', 'প্রতিষ্ঠা' 'প্রতিষ্ঠা' বোলের প্রতিধ্বনি মাত্র।

কিন্তু গোস্বামি-পুরুষের এ কপটতা আর কে ধরিতে পারিয়াছিলেন? এরূপ লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের জন্যই আমরা ধার্ম্মিকের সজ্জা-গ্রহণকারী।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব

দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই যখন এই পঞ্চম-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে, তখন প্রত্যেক দীক্ষিতেরই শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনা করিতে হইবে, এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইল। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসও বলিয়াছেন—যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব

অপি-

কার প্রাপ্ত হন—পাদ্মে—শালগ্রামশিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥

স্কান্দে চ—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ সচ্ছূদ্রো বাপি তৎ শালগ্রামশিলাচক্রং শূদ্রেণ পূজ্যো ভগবতঃ শ্রীশঃ॥

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চা প্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

দিগদর্শিনী—যথাবিধ দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ। শৈব পুরাণানাং বচনৈঃ সচ্ছ্রাব্রাহ্মণৈরেব পূজ্যোঽয়মিতি বচনস্য শিরোধার্য্যাৎ সর্ব্বাপরৈঃ স্মার্ত্তৈ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। * * যতঃ শূদ্রেষ্বপ্যেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। * * * ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ২২৩ ২২৪)।

—পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি কিছু মাত্র ভোজন করে, তাঁহাকে চণ্ডালাদির বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করিতে হয়। স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকলেরই ভগবান্ শালগ্রামের পূজায় অধিকার জন্মে। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রী ই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলেই শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রত-বিষয়ে শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-কুলোদ্ভূত পুরুষ এমন কি শূদ্র-ব্যক্তিরও বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে শালগ্রাম পূজায় অধিকার জন্মে, কিন্তু অপরের অর্থাৎ হরিভক্তিহীন দ্বিজাতি বা শূদ্রের সেই অধিকার নাই। অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম অর্চ্চনাবিষয়ে যে সকল স্পষ্ট নিষেধবাক্য শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ বলেন যে, সেই সকল বাক্য তাৎপর্য্যপর স্মার্ত্তগণের কল্পিত। শ্রীশালগ্রাম ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষগণকে শূদ্র, অন্ত্যজ বা শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভগবদ্দীক্ষা প্রভাবে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন সেই সকল পারমার্থিক ব্রাহ্মণের শালগ্রাম পূজায় নিশ্চয় অধিকার আছে।

বিঃ ২২৩ ২২৪

সাক্ষাদ্ধৃত শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্মার্ত্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে কিরূপ তাত্ত্বিক ভেদ রহিয়াছে। অনেক আচার্য্যনামধারী—অনেক গোস্বামিনামধারী, বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তি, শিষ্যকে যথাবিধি বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রদান করেন বলিয়া মুখে বলিয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং গুরুই শিষ্যকে জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়া গোস্বামী ও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন এবং তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচরণের প্রথম আদর্শ ও প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন, এইরূপ গুরুনামধারিগণ তাঁহাদের অবরকুলোদ্ভূত শিষ্যগণকে কখনও শালগ্রাম পূজা করিবার উপদেশ করেন কি না? অথচ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ও হরিভক্তিবিলাস এ বিষয়ে স্পষ্ট আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে এই সকল আচার্য্যাভিমানী বা গোস্বামিব্রুব কি স্মার্ত্ত না বৈষ্ণব? ইহারা স্মার্ত্তের শাসন অনুসরণকারী, না গোস্বামিগণের শাসন অনুসরণকারী, তাহা সুধী-সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন।

শ্রীশালগ্রাম সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণাও শুদ্ধ পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজের ধারণা হইতে পৃথক্। ইঁহারা শালগ্রামে জাতি-বুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ-শিলাবুদ্ধি করেন বলিয়াই শালগ্রামকে বাহ্য শৌচাদি-ব্যাপারের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। স্মার্ত্তগণ অমেধ্য মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিয়া শালগ্রাম অর্চ্চনা (?) করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু কোন অবর-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবী-দীক্ষায় সদাচারী ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধানানুসারে সেই শালগ্রাম স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত শিলা "অশুদ্ধ" হইয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা প্রাকৃত বস্তুদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর শুদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হন। তাঁহারা শালগ্রামের দ্বারা স্ব-স্ব দৈহিক ও মানসিক স্বার্থসিদ্ধ করাইয়া সেব্য-বস্তুকে ভৃত্যত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। এই সকল মতই—স্মার্ত্তবাদ, পারমার্থিকগণের বিচারের বিপরীত। পারমার্থিকগণ চেতনবৃত্তির দ্বারা শালগ্রামের পূজা করেন; কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তদের ন্যায় শালগ্রামকে বাদাম খোরা মনে করিয়া উহার দ্বারা আপনাদের ভোগ্য বাদাম ভাঙ্গাইবার প্রয়াস করেন না। তৎপরিবর্ত্তে চেতনবৃত্তির সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা বহু যত্নে বাদাম, ভাজিয়া সেবা শ্রীশালগ্রাম প্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব—উভয়েই বাহ্য-দৃষ্টিতে তুলসীর সম্মান করেন কিন্তু উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা পৃথক্। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের গঙ্গা জল, শালগ্রাম বা শ্রীবৈষ্ণবে যেরূপ প্রাকৃত বুদ্ধি, তুলসীতেও সেইরূপ বিচার। তাঁহারা শ্রীতুলসীকে কোন প্রাকৃত পবিত্র বস্তুর অন্যতম মনে করেন। তাঁহাদের তুলসীতে কৃষ্ণ প্রিয় বুদ্ধি নাই, উহাকে পবিত্র বস্তুমাত্র বা কোন বিশেষ রোগাদি-বিনাশক উদ্ভিদ্‌বিশেষ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচার এই,—

"ভাগবত তুলসী গঙ্গায়-ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসীকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বস্তু বিচার করেন; শ্রীতুলসী ব্যাধি-বিনাশক ভোগ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত না হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপনবিভাব-রূপে পরিলক্ষিত হন—

"তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ,
মাধব তোষণী জানি।"

কৃষ্ণ-চরণ-কমলস্পৃষ্ট তুলসীর স্পর্শে আত্মারামগণের চিত্তেও কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপনা হয়। কিন্তু স্মার্ত্তগণ তাঁহাকে প্রাকৃত পবিত্র বস্তুর পর্য্যায়ে গণনা করেন বলিয়া—সেই তুলসীর দ্বারা তাঁহাদের নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া থাকেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা প্রদান করেন। আর্থিক-স্মার্ত্তগণ কখনও মামলা-মোকদ্দমা জয় করিবার সম্বন্ধে নারায়ণে তুলসী প্রদান করেন, স্মার্ত্ত-অপরাধিগণ কখনও গুরু-ব্রুব বা জীবের পদদেশে তুলসী (?) স্থাপনের চেষ্টা দেখাইয়া নরকের পথে উপনীত হন, কখনও বা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় অপ্রাকৃত তুলসীর পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সম্মুখ কণ্ঠদেশে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন। কেহ কেহ বা অমেধ্যাদি গ্রহণ করিতেই হইবে, মিথ্যা কথা বলিতেই হইবে?—এইরূপ স্থির-নিশ্চয় হইয়া নিজ অপস্বার্থের বিনাশ এবং ভাবী অসুবিধার ভয়ে কণ্ঠে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন, কোন কোন জড় প্রতিষ্ঠাকামী মহাপ্রভুকে বিকৃতভাবে অনুকরণ করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তুলসী বৃক্ষ লইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন—তুলসীতে অপ্রাকৃত পূজ্য-বুদ্ধি না থাকায় তাঁহারা এক হস্তে তুলসী, আর এক হস্তে তাম্রকূট সেবনের যন্ত্র লইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তুলধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে তাম্রকূট সেবনের আদর্শ দেখান—অপরের মস্তিষ্ক পদ-প্রদান করিয়া থাকেন ও কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থ নানা কৌশলজাল বিস্তার করেন। এইরূপ তুলসীতে "অতি-ভক্তি" প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। এই সকল আচরণে বাহ্য বৈষ্ণবতার মুখস থাকিলেও উহা পারমার্থিক বৈষ্ণবের আচরণ নহে, পারমার্থিকের বিকৃত অনুসরণ ও স্মার্ত্তের অন্তরনিষ্ঠা ইহাতে বর্তমান। কোন সময় এক স্মার্ত্ত তুলসীকাষ্ঠের দ্বারা শ্রীহরির নৈবেদ্য রন্ধন করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে অসদাচারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদসংহিতায় শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসী কাষ্ঠের দ্বারা নৈবেদ্য-রন্ধনের বিধি আছে—

"নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসী-কাষ্ঠ-বহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি॥"

স্মার্ত্তগণ প্রাকৃত-চিন্তা-স্রোতে ধাবিত বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অন্তরের সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন না, তুলসী এবং বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধি থাকা কালে যে ভগবান্ "তাঁহাদের তুলসীর" দ্বারা নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহা তাঁহারা মস্তিষ্কে ধারণা করিতেই পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, প্রাকৃত বুদ্ধি থাকুক, আর যাহাই থাকুক, তুলসী দিতে পারিলেই তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন। আর বৈষ্ণব তাঁহার চেতন-বৃত্তির দ্বারা ভগবান্‌কে যে বস্তু নিবেদন করেন, বা যাহা বৈষ্ণবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহাতে যদি স্মার্ত্তের দর্শনানু-যায়ী "গাছ-তুলসী" না থাকে, তাহা হইলে উহা প্রসাদ মধ্যেই গণ্য নহে। মহাপ্রভু শ্রীধরের গৃহের বাহিরে পতিত ভাবে রক্ষিত লৌহপাত্রের জল পরম আদরে পান করিয়া ঐরূপ স্মার্ত্তবাদ নিরাস করিয়াছেন—

"দাম্ভিকের * রত্ন পাত্রে দিব্য জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্ব ভাবে খায়
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥
অন্ন দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত শনিবার অ্যালবার্ট হলে কাশীমবাজার মহারাজের সভাপতিত্বে বৃন্দাবনের বানর-নির্বাসনের এক প্রতিবাদ-সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ভট্টপল্লীর মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়-প্রমুখ পণ্ডিত তথা শ্রীখণ্ড শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের গোস্বামিগণ যোগ দিয়াছিলেন।

বানর-নির্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় অনেক গঙ্গোপাধ্যায়ও বক্তা স্বরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। চাল্‌তাবাগান হইতে বহুলোক ব্যক্তি নির্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় প্রাধান্য করিয়াছিলেন। আলবার্টহলের প্রশস্ত গৃহটী কিন্তু পূর্ণ হয় নাই। নিষ্ঠুরতা নিবারণই এই প্রতিবাদ-সভার মূল-তাৎপর্য্য ছিল।

বানর-নির্ব্বাসন-প্রতিবাদ-সভায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ভালুকা-রাজ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই নির্ব্বাসন-প্রতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। গৌড়ীয়-মঠের গোস্বামি-গৌরবের আলোচনা-কালে সভাপতি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উক্তিতে বানর-নির্ব্বাসন-প্রতিবাদমূলে প্রস্তাবটীও উত্থাপিত হইয়াছিল।

কাশীমবাজারের মহারাজা ও গৌড়ীয়-মঠের বক্তৃতা শ্রবণে যে প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও অসামান্য। তিনি পূর্ব্বদিবস ঐ আলবার্টহলে নির্ব্বাসন-প্রতিবাদ-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই দিনের সভার সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুমোদনকারীদিগকেও বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সভাপতি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রস্তাবের ন্যূনাধিক অনুমোদন-মুখে গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনকে আদর্শ ভক্তিসাধন-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচয় দেন। তথায় নিষ্ঠুরতার সাহায্যে যদি বানর নির্ব্বাসিত হয়, তৎপক্ষে হিন্দুগণের বিশেষতঃ অহিংসাপর বৈষ্ণবদিগের হিংসা-নীতির প্রশ্রয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যালিটী বানর-কুল নির্ব্বাসনের পক্ষে জনমতের আবেদন একবর্ষকাল পূর্ব্বেই পাইয়া যাত্রিগণের ও অধিবাসিগণের ক্লেশ নিবারণের জন্য বানরকুলের হস্ত হইতে বিনীত মানবগণের কষ্ট উন্মোচনে মুক্তারম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ কার্য্যে যদি হিংসাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ হিংসা হইতে নিবৃত্তিকল্পে হিন্দুজন-সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য মহোদয় বলিলেন—বানরগণকে ভোজন করাইবার জন্য যাত্রিগণ সাহায্য করিয়া থাকেন। সেই সাহায্য পূর্ণমাত্রায় বৃন্দাবনের বানরগণ না পাওয়ায় তাহারা বিনীত অধিবাসী ও যাত্রিগণের উপর নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া থাকে। যাত্রিগণের ক্লেশ নিবারণার্থ বানরগুলির হস্ত হইতে ভজনকারী অধিবাসিগণকে রক্ষা করা প্রত্যেক সামাজিকের প্রধান কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে পশুহিংসা বহুদিন হইতেই নিবৃত্ত আছে। ক্যান্টনমেণ্টের ফৌজগণ ও তাহাদের অধিনায়কগণ অনেক সময় হিংসাকার্য্যোপলক্ষে বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে আগমন করে। দেবীর নামে কোন কোন সময়ে পশু-যজ্ঞের আবাহন হয়। মৎস্যাদি ও কসাই খানার কথাও মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দিতে বৈষয়িকগণের চেষ্টা দেখা যায়। সম্প্রতি বানর-নির্ব্বাসনও এই শ্রেণীর হিংসার মধ্যে একটী।

বানর-নির্ব্বাসন হিংসা-পরিচয়ের অঙ্গ হইলে তাহার প্রতিবাদ হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং সরকার বাহাদুরের নিকট এই সকল কথা আবেদন-সূত্রে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা হইতেও প্রার্থনা পত্র প্রেরিত হওয়া সঙ্গত। পূর্ব্বে হিংসার প্রতিকূলে তাৎকালিক যোগলাদি রাজন্যবর্গ বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও বৃন্দাবন গোবধাদি বর্ত্তমান রাজ শাসনক্রমে নিরস্ত হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান আবেদনও সাফল্য মণ্ডিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভাবিবার বিষয়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিতে চারি শ্রেণীর লোককে বুঝায়। এই চারিশ্রেণীর সকলেই পরস্পর পরস্পরের সহিত ন্যূনাধিক পরিপূরক সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। জীব মাত্রেই বৈষ্ণব। যাহাদের নিজ অস্তিত্বে ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত আর কিছু অভিমান থাকে, তাহারা নিত্য বিষ্ণুদাস হইলেও লোকে তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলে না। বৈষ্ণবের চারি শ্রেণী যথা—

১। ত্যক্তগৃহ পরমহংস আচার-প্রচার নিপুণ গোস্বামী বৈষ্ণবগণ।

২। গৃহস্থ আচরণকারী আচার্য্য গোস্বামিগণ।

৩। প্রকৃত ত্যক্তগৃহ গোস্বামিগণের নিষ্কপট গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ আচরণশীল শিষ্যগণ।

৪। পরমার্থ-মত-বিরোধী স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ বিদ্ধ বৈষ্ণবগণ।

এতদ্ব্যতীত এই চারি সম্প্রদায়ের পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোপনে অসদাচার-রত বাহ্য-আচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত বলা যায় না। তাঁহারা নিজ নিজ মনগড়া চৈতন্য-সেবকাভিমানী হইয়াও কর্ম্মাঙ্গ অভি-বাড়ী প্রভৃতি উপ বা অপ-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবের আশ্রিত স্বীকার করেন না অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক আচার-নিষ্ঠ নহেন অর্থাৎ অন্য আধার অসৎ সম্প্রদায়ী, তাঁহারা যদি কোন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য 'আমার গৌর' 'আমার চৈতন্য' প্রভৃতি বাক্যের অন্তরালের উপাসক হন এবং পরমার্থের বিদ্বেষ করেন, তাঁহাদের সহিত সৎসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের কোন সহানুভূতি নাই। তাঁহারা যে চৈতন্যের স্মারকরূপে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন, তাদৃশ ভাব অঘ-বকাদিতেও পাওয়া যায়। চৈতন্যের স্মারক বলিয়া তাঁহারা নিজকামের পূরণের আশায় প্রাকৃতপথগামী বলিয়া নিষ্কপট চৈতন্যাশ্রিত জনগণের দ্বারা অভিহিত হন। উপরিকথিত ভক্তিপথে অবস্থিত চারিশ্রেণীর সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন, যেহেতু তাঁহারা উপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ্য বিরোধী নহেন। নির্দ্দিষ্ট জন্মস্থানের বিরোধিজনগণ নিজ নিজ আস্তর্গণিক সাম্প্রদায়িক আচারের প্রতি উদাসীন না হন, ইহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থবৈষ্ণব, আচার্য্যবৈষ্ণব, ত্যক্তগৃহ-গোস্বামী, স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত মিশ্র-বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের নিমিত্ত বিরোধ করিবার পরিবর্ত্তে পরস্পর একস্বার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন আকারে ভগবৎসেবাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই চারিশ্রেণীর মধ্যে যদি কাহারও কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তিনি তৎপরিচয়ে পরিচিত হইয়া মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হন। তাদৃশ পূর্ববিবাদ অনভিজ্ঞসমাজে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রসব করে। জনতাবন্ধুর উপাসক-সম্প্রদায় অবান্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত হন্তু বিপরীত বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া বাহির-ভিতরে বিভিন্নভাবে অবস্থিত হন অর্থাৎ কায় বাক্য ও মনের নিগূঢ় দুরভিসন্ধির সহিত মনে মনে পৃথক্ ভাব পোষণ করেন। সংকীর্ণতাকে যাঁহারা সম্মানন করেন, তাঁহারা অসৎ সম্প্রদায়ের চিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করেন; কিন্তু তাহাকে সুদর্শনে দর্শন না করিয়া সৎসন্দর্শনে প্রবল কুভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সৎসম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও সত্যতা কখনই বিসংবাদিত হইতে পারে না। যাঁহারা এইসকল বিষয়ে জীবনদায়িনী আলোচনা না করেন, তাঁহারা পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইয়া সৎসম্প্রদায়ের নিন্দাকারী অসৎসম্প্রদায়ভুক্ত বাহ্যসমন্বয়বাদী। প্রাকৃত দর্শ যদিও অপ্রাকৃতের পুত্র তথাপি সেই পুত্রটী তাহার পুত্র। অপ্রাকৃতের অপ্রাকৃত সন্তান অপ্রাকৃত বংশের জন্য জের্কিপথ আনাহন করেন না। গৌড়দেশবাসী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সাধুসকল। আপনাদিগের গন্তব্যপথে বাধা দিবার জন্য কোটিকণ্টক আরোপিত আছে এবং থাকিবে। আপনারা জিদাওপ্রভুর কবিতাটি আলোচনা করুন—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আজ কিনা শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিশ আস্তর্গণিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদাসগণের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য জড়বিদ্যা-নিপুণ কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জনগণের সহায়তায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনের উপকারিতার বিলোপ সাধন করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান-নিরূপণরূপ ব্যাপারে আমার দেশবাসিগণকে অধোক্ষজ সেবায় বঞ্চিত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্যবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন। আজ এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিকৃত ব্যাখ্যা মায়াবাদী ও ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তসমাজ বিকৃতকেশ বাহ্য সজ্জায় আবৃত হইয়া আন্তর্গণিক বিবাদ উপস্থাপিত করিয়া মায়াবাদ ও বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট সম্প্রদায়, আপনারা কোটি কণ্টকে কণ্টকাবৃত বৈষ্ণবাবদেবী সমাজ বৈষ্ণববিদ্বেষিণী ধনবতী সভার দুর্ব্বলঅভিযানের কখনও আদর করিবেন না। স্থিরচিত্তে যাহাতে সৎসম্প্রদায়ের কল্যাণ হয়, তজ্জন্য নিজ নিজ চেষ্টা নিয়োগ করুন। এই চেষ্টা আর কিছু নহে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ ও তাহাতে উদ্ধৃত উপদেশ-পালন। "লৌকিকী

বৈদিকী বাপি বা ক্রিয়া ক্রিয়াতে মুনে, তদ্বিসর্গাদ্যকুলৈঃ সা পার্থাঃ ভক্তিমিচ্ছতা। শ্রীচৈতন্যদেবের আবকগণ ও আশ্রিত চারি প্রকার আম্নায়ক বিজ্ঞ ভক্তসম্প্রদায় সকলেই অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষপাতী। তাঁহারা নাস্তিক অংশের প্রভুত্বকে আদর করেন না, তাদৃশ বিতর্কে পতিত না হইয়া জীব নিত্যস্বরূপোপলব্ধিকে জাগতিক ক্রিয়মাণ কার্য্যসমূহ যাহা লৌকিক (অবৈদিক) ও যাহা বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হয় সকল ক্রিয়াকেই হরিসেবা করিবেন। তাঁহারা যদি সম্প্রদায়স্থিত আম্নায়িক-শ্রেণীর মধ্যে বিবাদানলের ইন্ধন যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমরা জানিব যে, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া পান নাই।

আজকাল কতকগুলি শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি *Direct* কৃষ্ণ-ভজনের পক্ষপাতী দৃষ্ট হন। তাঁহারা বলেন যে যেমন তেমন করিয়া কৃষ্ণসেবা করিলেই হইল, উহার জন্য একটি *medium* (গুরু) স্বীকারের প্রয়োজন কি? এইরূপ *medium* এর স্বীকার যে *Slave mentality* র পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের কিন্তু ধারণায় ইহা আসে না যে এইরূপ *slave mentality* ই উক্ত কৃষ্ণসেবা-বৃত্তির উন্মেষক ও পরিবর্দ্ধক। *Lord mentality* তে সেবা বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ মর্ম্মবৃত্তি-বিশিষ্ট সেবকাভিমানীর কৃষ্ণসেবা তাঁহার সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মিকা মনের ক্রীড়নকে পর্য্যবসিত হইয়া উহার অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব হারাইয়া বসে।

আমাদের পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সিদ্ধি শ্রবণ-সাপেক্ষ। যদি জাগতিক কর্ম্মসমূহের সিদ্ধির জন্য শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে সেই অধোক্ষজ-সেবা-প্রাপক অনুষ্ঠানের সিদ্ধিমূলে কর্ণাদি শ্রবণের প্রয়োজন নয় এবং এই শ্রবণকার্য্য কিরূপ অধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট করিতে হইবে, তাহা সহজে অনুমেয়। এই 'শ্রবণ' প্রাধান্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়ম-
মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা
নাবিদুষো ভবেৎ॥
(৬।২।৪৬)

মনুষ্য জানিয়া ও না জানিয়া কর্ম্মের আচরণ করেন। উহাদের মধ্যে যাঁহারা জানিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, আর যাঁহারা না জানিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

সাবিত্রী ব্রত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী
বি. এজি. সি. টি)

"ওগো আমার কাপড়টা দাও ত"—এই বলিয়া জনৈক ভদ্রলোক স্নানান্তে তাঁহার স্ত্রীর নিকট একখানি শুষ্ক পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সে দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী—সাবিত্রীব্রতের দিন। স্ত্রীলোকটি সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি হস্ত মন্ত্রজপকার্য্যে নিযুক্ত এবং তিনি সমস্ত দিন মৌনী থাকিবেন। পাছে কথা বলিতে ব্রতভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি একখানি চরণ দ্বারা কাপড় দেখাইয়া পূর্ব্ববৎ জপ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। স্বামী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওগো তোমার সাবিত্রীব্রতে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি সাবিত্রীর বহু উপরে।"

স্বামী-তোষণ-কার্য্যের এইরূপ উদাহরণ দেখিয়া মনে ভয় হয়, না জানি সেই সত্যবান স্বামী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তোষণ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আমাদের কত এইরূপ কৃষ্ণ সাধ্য কর্ম্ম পাইবেন। নারী-গণের পরিণাম হইতেছে। জানি না কত লোক পথ লক্ষ্যভ্রষ্ট এইরূপ কর্ম্ম আমাদিগকে তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত ফল প্রদানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেতর কর্ম্মসমূহের প্রাপ্য ফল-সমুদ্রাভিমুখেই তাহাদের গতি ঠিক রাখিয়াছে।

স্বামী-তোষণ-কার্য্য স্বামীর রুচি অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। নিজের রুচি অনুযায়ী স্বামীর তোষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাতে স্বামীর বিরক্তিই উৎপাদিত হইয়া থাকে। স্বামী কিরূপ তাঁহার রুচি অবগত আছেন, এমন কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রণালী শ্রবণ না করিলে উহা ব্যভিচার-দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তম প্রচার-প্রসঙ্গে শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির

বিগত ২৮শে জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় পুরীস্থ উত্তরপার্শ্বমঠের সুযোগ্য মহান্ত পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রামানুজ দাস মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত উড়িষ্যার সম্রাটগণের রাজগুরুবংশীয় গোস্বামী মহারাজও আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রচারক পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ হরিকথা আলাপ হইবার পর শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির-সংস্কার-বিষয়েও অনেক আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকদিগের বিদ্যাবত্তা, প্রচার্য্য বিষয়ের সর্ব্বোত্তমতা এবং তাঁহাদের আদর্শ চরিত্রের কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের এবং আলালনাথ-সংস্কার-কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজ শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকের ভগ্ন প্রাচীরটীর সম্পূর্ণ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া আপাততঃ ৫০১ পাঁচশত একটাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরে আর যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাও তিনি দিবেন বলিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীআলোয়ারগণের সেবিত বিগ্রহ শ্রীআলবরনাথের উত্তর পার্শ্বের প্রাকার নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া আজ উত্তরপার্শ্বমঠের মহান্ত মহারাজ তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। আরও তিনি এই আলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যে দ্বারে দ্বারে গিয়া আনুকূল্য সংগ্রহ করিবার জন্য সম্মত আছেন একথা বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিয়াছেন। তাঁহার এই মহাপ্রাণতা সত্য সত্যই অনুকরণীয়।

শ্রুতপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। প্রচার কার্য্য প্রচারকগণের অলস জীবনের সময়াতিবাহিত করিবার সুযোগ বা জগতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিবার উপায় নহে। প্রচার্য্য বিষয়ই প্রচারকগণের সাধন বা আচার। শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রীগুরুদাসগণ যে সুগুপ্ত সুদুর্ল্লভ বিষয়টী অবগত হইয়াছেন, সেই বিষয়টী কিছু জাগতিক সাধারণ বিষয়ের অন্যতম নহে বা বিশেষ কোন দেশগত বা ব্যক্তিগত বিষয় নহে। সে বিষয়টী জীবমাত্রের একমাত্র আরাধ্য বিষয়; সুতরাং নিজে আরাধনা করিয়া বিশ্ববাসী প্রত্যেককেই সেই আরাধনায় নিযুক্ত করানই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রকৃত আনুগত্য বা সেবা।

শ্রীজগদীশ ক্ষেত্রে মাসব্যাপী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত মহামহোৎসব সমাপন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভক্তগণ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মহোৎসব সেবায় যোগদান করেন। তথাকার সেবাকার্য্যান্তে সেবকগণ মেদিনীপুর, তমলুক, ওয়ালটেয়ার, শ্রীকূর্ম্মম্ প্রভৃতি স্থানে শ্রীহরি-কথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মেদিনীপুরে গড়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রধান অধ্যাপকের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও গৌড়ীয় পত্রের অক্রুম সম্পাদক গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গড়াপুরে আগমন করিয়াছেন। স্বামিজী শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। সকলের একান্ত আগ্রহে তাঁহারা আরও কয়েক দিন ঐ স্থানে থাকিয়া শ্রীগৌর-প্রচারিত জীবাত্মার নিত্য ও একমাত্র ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবেন।

ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৬ই শ্রাবণ সোমবার কটক বক্সীবাজার দুর্গামণ্ডপে 'জীবে দয়া' বিষয়ে এক হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং মহিলাবৃন্দ স্বামিজীর মুখে অমন্দোদয়া দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া অমন্দোদয়া দয়ার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বস্তু-স্বরূপ বিচারে ভুল হইলে দয়ার স্বরূপ বিচারেও ভ্রম উপস্থিত হয়। সুতরাং অচৈতন্য বস্তুকে বস্তুজ্ঞানাভিমানী 'জীবে দয়া'নামে যে সকল অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে সকলই অচৈতন্য দেহমনকে উদ্দেশ করিতেছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত দয়ার বিচার করিলে চেতন জীবাত্মা নিত্য কালের অভাব মিটাইয়া স্বরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকেই স্বীয় আরাধ্য দর্শনে নিত্যকাল তাঁহার এবং তদীয়ের সেবায় নিযুক্ত হইবেন।

চন্দ্রকোণা বাজারে ৩রা শ্রাবণ তারিখে সন্ধ্যায় অরণ্য মহারাজের 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। আবার তৎপর দিবস ৩রা শ্রাবণ তারিখে সন্ধ্যাকালে উক্ত অরণ্য মহারাজের বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

নৈমিষারণ্য

পরমহংস মঠে

লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সপরিবারে নৈমিষারণ্যস্থিত পরমহংস মঠের শ্রীগৌরবিনোদবিহারী জীউর নয়নমনোভিরাম অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শনার্থে পরমহংস মঠে শুভাগমন, অবস্থান করেন।

। শ্রী-দাম্পত্য এবং মঠ-সেবক শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারীজীর নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি ও পরিচর্য্যার পারিপাট্য দর্শনে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া অত্রত্য সৎকৃত পরমহংস মঠের কৃপালেশ গৌরগিরিধারিদাসজীর নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি মঙ্গল আরতি এবং সন্ধ্যা আরতি দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারীজীর ভক্তিপূর্ণ অর্চ্চনের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহারা বাস্তবিক অমানী ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রহ্মচারীজীকে দেখিয়া এ সম্বন্ধে সর্বাগ্র শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচার-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হন এবং সাধ্যানুসারে নিমানন্দবিলাসজীর সেবা করিয়া আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য সুকৃতি সঞ্চয় করিবার অপূর্ব সুযোগ অবহেলায় পরিত্যাগ করেন নাই।

খড়্গাপুরে প্রচার

গত ৮ই শ্রাবণ শনিবার খড়্গাপুর-নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মচারিবৃন্দ স্থানীয় দুর্গামন্দিরে এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীল তীর্থমহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীল ভারতী মহারাজ 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সাংসারিক বিবিধ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও সংসারনাথের কথা শ্রবণে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। দেব, মনুষ্য, তির্য্যক প্রভৃতি সকল জন্মে জড়-বিষয়-ভোগের সুযোগ সুবিধা থাকিলেও, মনুষ্য জীবনের বিশেষত্ব শ্রীভগবদ্ভজন। সেই ভগবদ্ভজন ভাগবত-সঙ্গেই ভাগ্যবান জীবের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। আবার ভক্তসঙ্গলাভ জীবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি পুঞ্জের উপর নির্ভর করে। এহেন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভের জন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ নিরলস না হইলে মনুষ্য নামের সার্থকতা থাকে না। শ্রীচৈতন্যদেবের চেতন-কথা শ্রবণে সকলেই এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা প্রচারকবৃন্দকে আরও কয়েক দিন তথায় রাখিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিতর্কময় ধর্ম্মবিবর্জ্জিত কলিযুগে কলিকলুষনাশিনী শ্রীহরিকথা-শ্রবণেচ্ছু-জনগণ নিশ্চয়ই মহৎ। আমরা শ্রীগৌরহরির চরণে শ্রোতৃবৃন্দের উত্তরোত্তর শ্রীগৌরভক্তি-বৃদ্ধির প্রার্থনা করি।

'সিমলা-প্রসঙ্গ'

(শ্রীযুক্ত কুলশেখর ব্রহ্মচারী)

একদিন দিল্লী 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে' কার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় বিশেষ কোন সেবাসম্পদে আমাকে মঠসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট সিমলা যাইতে আদেশ করেন। ভারতীয় রাজধানী ইংরেজ গবর্ণমেন্টের নূতন দিল্লীনগরীতে যে সমস্ত বড় বড় অফিস আছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মচারী পাঁচ মাস দিল্লীতে ও সাত মাস সিমলাতে অবস্থান করেন। গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে অবস্থান করা বড়ই কষ্টকর বলিয়া সরকার বাহাদুর কর্ম্মচারী বাবুদের সুবিধার জন্য ঐ সময় প্রতি বৎসর প্রধান প্রধান অফিস সাময়িক ভাবে সিমলা শৈলে স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন। আবার শীত পড়িলেই আফিস দিল্লীতে আনয়ন করেন। কারণ ঐ সময় সিমলা পাহাড় সমস্তই বরফে বিমণ্ডিত থাকে। অফিসের বাবুদের মধ্যে অনেকেই দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ের স্থায়ী মেম্বর। এবার তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে সিমলা যাইতে হইতেছে।

শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর প্রভুর উপস্থিত দিল্লীর মঠে বিশেষ কার্য্য থাকার দরুণ আমাকে একাই সিমলা যাইতে হইবে শুনিয়া বড়ই চিন্তাযুক্ত হইলাম, কারণ একে নূতন স্থান, তাহাতে আবার পার্ব্বত্য প্রদেশ, ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও পার্ব্বত্য প্রদেশে যাই নাই। অতএব তথাকার অবস্থা সম্বন্ধেও আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। তজ্জন্য আমার চিন্তার বিশেষ কারণ। সে যাহা হউক বৈষ্ণবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু এদিকে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন বহু প্রকার সদসদ্বিচার ফাঁদিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য-প্রদেশ-দর্শন-পিপাসু দুষ্টমন তাহার হৃদয়-গহ্বরান্তরে লুক্কায়িত ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চঞ্চল মনকে ক্ষণেকের তরে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। অনর্থ প্রবল থাকায় পাণ্ডিত্যাকাঙ্ক্ষা-হেতু সমস্ত বাধা বিপত্তি দূরে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উদ্যমে বুক বাঁধিলাম। অন্তর্যামী বৈষ্ণবঠাকুর আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসামুখে বলিলেন—তথাকার পর্ব্বতোপরি আকাশস্পর্শী স্নিগ্ধ সমীরণ' রংবেরংয়ের বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, নানাজীবজন্তু, পাহাড়ী নদী চারিধারে পর্ব্বত মালাবেষ্টিত পর্ব্বতোপরির সুন্দর সিমলানগরী অবস্থিত। এই সমস্ত প্রাকৃতিক মনোরঞ্জনকর বিষয়ের দ্বারা আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া সহ কৌতূহল জন্মাইয়া দিলেন। কারণ মাদৃশ বিষয়-ভোগ-পিপাসাতুর অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবকুলকে প্রথম মুখে হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে কৃষ্ণভজন-চতুর বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে ঐ প্রকারে ভোগ্য দিয়া আপাতিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কর ভোগসমূহ দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত করেন।

বস্তুতঃ যদিও আমরা দৈবী মায়ার দুর্ব্বিপাকে অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-হেতু নিরন্তর মায়ার সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছি; তথাপি সর্ব্ব-জীব দুঃখ দুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ আমাদের প্রাণের দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, বাক্যের দ্বারা সর্ব্বাত্মা দ্বারা উহাদের যে মূল পতি হৃষীকেশ, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টান্বিত হয়েন। কিন্তু আমাদের চঞ্চল মন চায় সর্ব্বক্ষণ ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-ভোগ-বাসনার দাসত্ব করিতে, আর পরশুভাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ ছলে বলে, কলেকৌশলে যে কোন উপায়ে হউক আমাদিগকে হরিসেবার দাসত্বে আমাদের আত্মার নিত্য-সুমঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। ইহাই জীবে দয়ার চরম আদর্শ স্বরূপ। হায়! হায়! মাদৃশ ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র পতিত বদ্ধ জীবের প্রতি এহেন পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরগণের কতই না অহৈতুকী কৃপাবারি অবিরত বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ঐ অমন্দোদয় দয়ার বিষয় প্রকৃত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ভোগবিষয়ে ধাবিত হইতে কোন প্রকারে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

অতঃপর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী অফিস হইতে পুরাতন দিল্লী রেল ষ্টেশনে রওনা হইলাম। ষ্টেশনে আসিবার কালীন শ্বেত অশ্ব সংযুক্ত টাঙ্গা থাকায় মনে হইল যে, আমার যাত্রা বেশ শুভই হইয়াছে এবং গীতার ভক্তঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ,—এই শ্লোক তৎক্ষণাৎ হৃদয়পথে উদয় হওয়ায় প্রভূত আনন্দ অনুভূতি হইতে লাগিল। যাহা হউক পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদকে স্মরণ করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ষ্টেশনে যাইয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টিকিট করিবার জন্য বুকিং আফিসে গিয়া জানিলাম যে, এখান হইতে সিমলার ভাড়া পাঁচ টাকা চারি আনা। তবে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ উইন্টার সিজনে সিমলার যাত্রীর পক্ষে সুবিধার জন্য চারি টাকা পাঁচ আনায় একটা কনসেসন রেট করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের

মহোৎসব প্রসঙ্গ

(ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী)

কটক ২৬।৭।২৯

পাঠকগণ নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত তারের সংবাদে অবগত আছেন, বিগত ২১শে জুলাই কটক শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দমঠের দশাহব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবানিষ্ঠ যে সকল সজ্জন গ্রাহক এই সংক্ষিপ্ত সংবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া উক্ত দিবসের হরিকথাপ্রসঙ্গের বিস্তৃত সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের অনুষ্ঠিত বিষয়-সমূহ যথাযথ লিপিবদ্ধ করা মাদৃশ বরাকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে তাঁহারা কৃপা করিয়া যতটুকু শক্তি প্রদান করেন তদনুসারে লিখিতে চেষ্টা করিব।

প্রাতঃকালীন বিবরণ

উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ সাধারণ মহোৎসব দিবস (৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬) শেষ রাত্রি হইতে কটকবাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ মঙ্গলারাত্রিক দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমঠে আসিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পূজারি ব্রহ্মচারী মহোদয় আরাত্রিক আরম্ভ করিলে মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝর প্রভৃতি বিশুদ্ধ বাদ্যভাণ্ডের ঐকতানের সহিত সহস্র সহস্র কণ্ঠ সুললিতস্বরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদনমণ জিউর প্রীত্যর্থে আরাত্রিক কীর্ত্তন করিতে থাকেন। জগতে এমন কেহ নাই, যিনি ঐ প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়াও হরিভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন। যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার অদৃষ্ট আমারই ন্যায় মন্দ, আমারই ন্যায় তাঁহারও ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোনও উপায় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮

১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

তৃতীয় জন্ম

অনেকের নিকট 'তৃতীয় জন্ম' নূতন কথা হইলেও শাস্ত্রে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতিপয় অধ্যয়ন করিয়াছেন —"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" উপনীত দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদ শ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। প্রথমে মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি লাভপূর্ব্বক যথাবিধি সাবিত্র্য সংস্কার হইলে আচার্য্য পিতা ও গায়ত্রী মাতা হইতে জাত হওয়ায় দ্বিতীয় জন্ম। আর দ্বিজ দীক্ষিত অবস্থায় ভগবৎসেবায় অধিকার পাইলে, গুরু পিতা ও মন্ত্রদীক্ষা মাতা হইতে তৃতীয় জন্ম। এইরূপে অধিরোহ মার্গে প্রথমে শারীর জন্ম, দ্বিতীয় মানস ও তৃতীয় আনুষ্ঠানিক জন্ম এই ত্রিবিধ জন্ম পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ত্রিবিধ জন্মকে যথাক্রমে শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম বলিয়াছেন—'যৈঃ জন্মভিস্ত্রিভির্যৈঃ শৌক্র-সাবিত্র্যযাজ্ঞিকৈঃ।' "ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং" (১০।২৩—শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন "ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষমিতি। ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্লসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন। যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া")। বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে বলিতে "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ" ইহাই বুঝায়। ব্রহ্মা হইতে যিনি স্বীয় বংশপ্রণালী অবিচ্ছেদে দশসংস্কারযুক্ত পিতৃপুরুষগণের নির্দ্দেশ করিতে পারেন, আর বংশে কুত্রাপি অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই বা প্রত্যেক গর্ভাধানকালে তদুপযোগী সংস্কার অব্যাহত হইয়া আসিতেছে, ইহাও নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তিনিই শৌক্র ব্রাহ্মণ। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই শ্রুতিবচন বা "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্" এ স্মৃতিবচন-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ শৌক্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেবল যাঁহারা কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সন্তানবর্গকে লক্ষ্য করে না, অথবা যাঁহাদের কুলে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা যাঁহাদের বংশে একটী মাত্র গর্ভাধান বা অন্য সংস্কার অসিদ্ধ বা অসম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগেরকেও লক্ষ্য করে না। কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ অর্থে যাঁহারা অন্তবর্ণোদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও বেদানুগ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বৃত্তব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যেমন ক্ষত্রিয় গার্গ্যর পুত্র শিনি হইতে গার্গ্য ব্রাহ্মণগণ, মদন রাজ হইতে মৌদগল্য ব্রাহ্মণগণ, উর্ব্বশী-গর্ভজাত মিত্র-তনয় মহর্ষি বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এরূপ অসংখ্য বংশ বিদ্যমান—তাঁহারা বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ না হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের মূল ভিত্তি বৃত্তব্রাহ্মণতা যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত সম্মান অব্যাহত থাকিবে। যদি কোন শৌক্রব্রাহ্মণ বা বৃত্ত-ব্রাহ্মণের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণোপেত না হন, তবে তাঁহারা উভয়েই সমভাবে পতিত। মহাভারত বন-পর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥" এ সকল শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ কাহারা ও কাহারা নহে, ইহার নির্ণয় নাই। সুতরাং অধিরোহবাদ-বিচারে যথার্থ দ্বিজ ও ত্রিজের পরিচয় একান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু যাহারা বেদানুগ আগমাশ্রয় করিয়া অবরোহ বা অবতার-মার্গে গুরু-পরম্পরাগত প্রণালীতে অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আগমোক্ত উপায়ে সংস্কার-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন। কলিকালে তদ্ভিন্ন শুদ্ধের আর কোন উপায় নাই। "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥" সুতরাং সকল ব্রাহ্মণেরই এখন সাত্বত আগম, তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র বিধি অনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে; যেহেতু শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, কলিজাত ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ—শৌক্র-পারম্পর্য্যে বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না, অতএব তাঁহার অশুদ্ধ অবস্থায় শ্রৌতবিধি অনুসারে সাবিত্র্য সংস্কার হইতেই পারে না, তিনি দ্বিজই হইতে পারেন না, ত্রিজ ত দূরের কথা। বেদানুগ সাত্বত আগম-পন্থায় অশুদ্ধ অবস্থাতেই দীক্ষাদ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। অন্য উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা হইতেই পারে না। যিনি যে কুলেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, তথাকথিত ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন বা অবরকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে শুদ্ধ হইতে হইলে কলিতে প্রথমে বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বের অধিকার সংগ্রহপূর্ব্বক সাবিত্র্য সংস্কারের চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥' সুতরাং শ্রৌতই যথার্থ বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিমতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে দ্বিজত্ব সাধিত হয় ও তখনই তদুচিত উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ পরিব্রাজক পরমহংসগণ বর্ণাশ্রমাতীত তত্ত্ব—তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় না, সুতরাং তাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ নাও করিতে পারেন, তা' বলিয়া তাঁহাদের দ্বিজত্বের অভাব নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণের গুরু—ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের দাস। তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণেতর—এরূপ বলিলে বৈষ্ণবাচার্য্য বিপ্রবরকে শূদ্রবুদ্ধিকারীর ন্যায় অনন্ত নিরয়বাসই প্রাপ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে হংস বলিয়া এক বর্ণ ছিল, পরে গুণবৃত্তি-বিচারে চতুর্ব্বর্ণবিধানে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে—প্রথমে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। অনন্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুর্ব্বর্ণ যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুধীগণ একথা ভাল করিয়া বিচার করিবেন। ঐ ভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তনের পর বিশুদ্ধভাবে পিতা হইতে পুত্রে বর্ণ সঞ্চারিত হইবারও প্রণালী স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই নাম শৌক্রবর্ণ। কিন্তু শৌক্রপ্রণালীই, বর্ণ নির্ণয়ের একমাত্র পন্থা নহে—ইহা শাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রত্যেকেই জানেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে একাশী জন ব্রাহ্মণ, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং নয়জন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল, ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হ'ন, অজমীঢ়রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাত হ'ন, আরও কতশত উদাহরণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীরামানুজ-আচার্য্যপ্রভুর গুরু শঠকোপ দাস শূদ্রকুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশ, শ্রীল রঘুনন্দনবংশ, শ্রীগোরাচাঁদবংশ প্রভৃতিতে আজও দ্বিজসংস্কার অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই দীক্ষাবিধান-সিদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের

মহোৎসব প্রসঙ্গ

সাজ সজ্জা

গত ২১শে জুলাই অপরাহ্ণে একটী মহতী সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাই সহৃদয় যুবকবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীমঠগৃহের কক্ষ এবং প্রাঙ্গণ নানা বর্ণ বিচিত্র বর্ণের কাগজ, দেবদারু পত্র এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার সুদৃশ্য বস্তুসমূহদ্বারা সুসজ্জিত করিতে থাকেন। মন্দিরের প্রবেশের দ্বারে একটী অতীব মনোরম তোরণ প্রস্তুত হয়, কদলী বৃক্ষ

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও প্রীতি সন্দর্ভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কোটীন্দ্রিয়ে সদা কৃষ্ণসেবা-লৌল্য-পরাকাষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য মনোভীষ্টের অন্যতম একটি প্রধান মনোভীষ্ট—শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও শ্রীশ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্যসহ দুইটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করা। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সারার্থানুবাদও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীরূপপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুটী ভক্তমহাবিজ্ঞানের অদ্বিতীয় ও অভিনব গ্রন্থ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তীরে যাইতে না পারিলে ভক্তির বিষয় লেশমাত্রও জ্ঞান হইতে পারে না। 'শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ'-গ্রন্থখানিও প্রয়োজন-বিচারের কৌস্তুভরত্ন। কোন মহাহৃদয় সুকৃতিশালী কি এই গ্রন্থদ্বয়ের অথবা যে কোন একটীর প্রকাশ-কার্য্যে আনুকূল্য বিধান করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবের বিপুল কৃপারাশি বরিয়া লইতে পারেন না? ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী অধ্যক্ষ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় আর একটী অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই আনুকূল্যে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঙ্গানুবাদ ও স্বমর্ম্মীয় রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত পরিপুষ্টিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার সহিত মুদ্রিত হইতেছে। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমচ্চৈতন্যদাস গোস্বামী প্রভুর বিরচিত বালবোধিনী টীকা, তথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সারঙ্গরঙ্গদা টীকা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ-সহিত পাণ্ডুলিপি প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রস্তুত আছে। ভজনানন্দী অনর্থমুক্ত রূপানুগ বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থখানির আদর করিতে পারিবেন এবং শুদ্ধবৈষ্ণবসেবোন্মুখ সাধারণেও সেই গ্রন্থ পাঠের যোগ্যতার সৌভাগ্য লাভের জন্য লৌল্য প্রকাশ করিয়া, ভগবচ্চরণে আর্ত্তি জানাইতে পারিবেন।

তোরণের স্তম্ভদ্বয়ে লম্বমান থাকে, তোরণের উপরিভাগে এবং পার্শ্বে লাল-নীল-সবুজ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পতাকা-সমূহ এবং উপরিভাগে 'শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ'-প্রদর্শক একটী সুবর্ণ সাইনবোর্ড শোভা পাইতে থাকে।

এদিকে পূজারী শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয় বিনোদরমণ জিউর আবাস বৃন্দাবন নানাবিধ সুদৃশ্য বৃক্ষ লতা গুল্মাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। ফোয়ারা হইতে উত্থিত সুশীতল বারি ঐ সকল তৃণাদির সেবা করিয়া গিরিধারীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। তৎপর তিনি অতিশয় সুরম্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ জিউর শৃঙ্গার-কার্য্য সমাপন করেন।

প্রসাদ প্রস্তুত

প্রাতঃ ৮ঘটিকা হইতে মহামহোৎসবের নিমিত্ত নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দের কেহ কেহ চা'ল ডা'ল আদি ধুইতেছেন, কেহ কেহ তরি তরকারী আহার করিতেছেন আর পাচক-গণ সুনিপুণের সহিত অন্ন, দেচরান্ন পুষ্পান্ন, পরমান্ন, মিষ্টান্ন, লুচী, ছাঁচা, ডালনা, দধি, চাটনী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। মধ্যে মধ্যে স্বামীজী আসিয়া প্রত্যেকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন আর মিষ্ট ভাষায় সকলকে খুব উৎসাহ দিতেছেন।

শ্রীনাম প্রচার

এই ত গেল পাকের ঘরের ব্যাপার। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পুরী মহারাজ এবং প্রফেসার শ্রীপাদ সুধাকর প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারি-গণ সমভিব্যাহারে বৃহির্স্থানে শ্রীনাম-প্রচারে ব্যস্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

"যেই শুনে তা'র বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥"

—এই সংবাদের সার্থকতা করিতেছেন এবং কতিপয় ব্রহ্মচারী শ্রীমঠে থাকিয়া সমাগত ভক্তমহোদয়গণকে অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রসাদ সম্মান ও হট্টগোল

দ্বিপ্রহরের সময়ে ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপনান্তে মঠস্থ ভক্তমণ্ডলী এবং সমাগত ভক্তমহোদয়গণ বিপুল হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। তৎপর পরস্পর হট্টগোল হইতে লাগিল। এই প্রকারে ৩টা বাজিল।

বিরাট সভা

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তি-সুধাকর মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ স্বয়ং তোরণে উপস্থিত থাকিয়া অতি সুমধুর ভাষায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে এবং ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার সাধুবাদ করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় স্থান পরিগ্রহ করিলেন।

সভার কার্য্য

অপরাহ্ণ ৬ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ জিউর বন্দনাপূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহার পর ১৫ মিনিট কাল ঠাকুর বিল্বমঙ্গল কৃত শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক গীত হইতে থাকে। তৎপর ৭ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীনামকীর্ত্তন হয়। ইহার পর অসংখ্য কাষ্ঠদ্বীপ আরাত্রিক কীর্ত্তন সহযোগে গোধূলি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারাত্রিক কার্য্য চলিতে থাকে।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই বৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু সভাস্থলের সন্নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসিগণ এই দৈবদুর্যোগ অবলীলাক্রমে পদদলিত করিয়া দলে দলে আগমন করিতে থাকেন। অতি সত্বরই সভামণ্ডপ লোকপরিপূর্ণ হইয়া যায়, কোথাও সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। অবশেষে সজ্জনবৃন্দ সভায় স্থান না পাইয়া সভার বহির্ভাগে প্রাঙ্গণে বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া হরিকথা শ্রবণের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকেন। এই প্রকার অবস্থায় মধ্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধ ক্রমে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজজী বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

তিনি স্বীয় স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী ও আবেগময়ী ভাষায় সুদীর্ঘ-কাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি গুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ জিউর ও বৈষ্ণববৃন্দের বন্দনার পর উপস্থিত ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণকে এই স্বর্ণবাসরের আনন্দ হরিকথা প্রবণের ... পারক বলেন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে, ঝঞ্ঝা-নিপীড়িত দিনও দুর্দ্দিন নহে, এমন কি প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝা অশনি-প্রপীড়িত দিনও দুর্দ্দিন নহে, সেই দিনই দুর্দ্দিন যে দিন আমাদের হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য না হয় এবং যে দিন আমাদের হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, সেই দিন মহা সুদিন। তৎপর তিনি সুপ্রাচীন নগরী কটকের মাহাত্ম্য, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কটকমঠের নাম সচ্চিদানন্দ মঠ হইবার কারণ, এই মঠের উদ্দেশ্য, মহোৎসবের প্রয়োজনীয়তা, মহাপ্রসাদ তত্ত্ব ও তাহার মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ বিতরণের কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভগবান্ ও ভক্তের অবতারের কারণ, কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করেন। তৎপর সভাপতি স্বামীজী মহারাজ গুরু গম্ভীর-স্বরে গৃহ ও মঠের পার্থক্য প্রদর্শন এবং মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ও বৈষ্ণবতত্ত্ব, গৃহস্থ ভক্তগণের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বর্ণনমুখে একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীপাদ জগদানন্দ অধিকারী মহোদয় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত স্বীয় সুললিত স্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করেন।

এই মহামহোৎসবদিবসে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও সম্মান একটী বিরাট ব্যাপার। সন্ধ্যারাত্রিকের পরেই এত লোকের সমাগম হইয়াছে যে, প্রাঙ্গণেও আর স্থান হইতেছে না। তাই উৎসবের ভার-প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের আদেশে সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভোগ সমাপনান্তে অভ্যাগত-বৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। একদিকে পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি অপরদিকে মহাপ্রসাদ সম্মান; অথচ প্রত্যেক কার্য্যই যন্ত্রচালিতের ন্যায় অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতেছে। এই প্রকারে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত চর্ব্ব-চূষ্য লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ হইল। উপস্থিত জনমণ্ডলীর কেহই প্রসাদ না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

রাত্রি ১১টার পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে মহাপ্রসাদ বিতরণকারী, পরি-বেশনকারী এবং সম্মানকারী মহোদয়গণ "মহাপ্রসাদ সেবনে হয় সকল পাপক্ষয়," এই গানটী আবেগভরে গাহিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত সময় মহাপ্রসাদের কৃপায় অন্যান্য নানাবিধ পরমার্থপদ গীতমালা তাঁহাদের রসনায় স্ফুরিত হইয়া আসিয়া ছিলোলে দিগ্দিগন্তে বিস্তার-লাভ পূর্ব্বক পাপতাপাক্রান্ত শতলোকের শিরে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্। বিদ্যমান যুগে বদ্ধজীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া এই পুরাণার্ক জগতে উদিত হইয়াছেন। অতএব ইনি সর্ব্বসেব্য।

জগতে ত্রিবিধ লোক বর্ত্তমান—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। মুক্তগণের ভাগবত কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কীর্ত্তন নাই, মুমুক্ষুগণের ভাগবত কীর্ত্তন ব্যতীত ভব রোগের হস্ত হইতে উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই এবং বিষয় কথায় জর্জ্জরিত বিষয়িগণের ভাগবতকথামৃত পান ছাড়া ভবকর্ণরসায়ন-কথা কোথাও নাই, সুতরাং ভাগবত জীবমাত্রের আরাধ্য এবং আরাধনার বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবত-পরমহংসগণেরই একমাত্র হৃদয়-সম্পুটে সুরক্ষিত নিধি। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত পন্থা অবলম্বনে ভগবানের সেবা লাভ করিতে হইলে ভাগবতগণের চরণাশ্রয় করিতে হইবে। যাঁহারা ভক্ত ভাগবতের আশ্রয় ভাগবত বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রমই সার হয়। কেননা ভক্তিতেই ভাগবত লভ্য হন, বুদ্ধি বা টীকাপাঠে লাভ করা যায় না।

সর্ব্বারাধ্য সেবাপ্রবর্ত্তন কৃষ্ণ এবার ভাগবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতগণের আশ্রয়েই শ্রীচৈতন্যভাগবত-সেবা লাভ হয়।

ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ বক্তা ও শ্রোতার ভগবদ্ভজন। যে বক্তা অর্থাদি লালসায় বা যে শ্রোতা পুণ্যাদি কামনায় ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে ভগবৎ সেবা পাইবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বে তাহা না হইয়া অপর কিছু লাভ হইয়া থাকে। সে লাভ পরমার্থ লাভ নহে, আত্মহত্যা লাভ।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী এই কথাই জীবগণের দ্বারে দ্বারে জানাইয়াছেন। ভাগবত-ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া ভাগবতগণের আনুগত্যে যদি ভাগবত সেবা করেন, তবে তাঁহাদিগের ও শ্রোতৃবৃন্দের পরমশ্রেয়ঃ লাভ হয়। এজন্য অনর্থোদয়-দশা নিবারণকারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগতের লোকদিগকে বঞ্চক ও বঞ্চিতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দেশে দেশে নগরে নগরে স্বীয় চরণাশ্রিত-গণকে প্রেরণ করিতেছেন।

গত ৯ই শ্রাবণ মুক্ষ্মাঞ্জিয়ার ঝক্কাপুর দুর্গামন্দিরে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বহু শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। এই স্থানে বহুবার ব্যব-সায়ী পাঠক আসিলেও শ্রোতাগণ অমিশ্রা-নুগ শ্রবণের মধ্যে মধ্যে আর্বাচীনগণের ব্যব-সায়বুদ্ধির কথা ভাল ভাবে বুঝিতে পারিয়া-

স্বদেশহিতৈষিতা

(প্রাপ্ত)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষী মুনি ঋষিগণ-প্রণীত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ। প্রাচীন ঋষিগণ নিশ্চয় জানিতেন যে, মনুষ্য-জাতির স্বতন্ত্রতা অপব্যবহারী হইয়া স্বভাব-ধর্ম্মটী ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহা কথঞ্চিৎ আছে বটে, কিন্তু মহৎ সন্তান হইলেই মহৎ হইবে এরূপ মৌরসী পাট্টার ব্যবস্থা কোথায় পাওয়া যাইবে? অথচ ঐ প্রকার অন্ধ পরম্পরা-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে স্বভাবজ দৈব-বর্ণাশ্রম নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের দুর্দ্দৈব-বশতঃ আত্মম্ভরি অপস্বার্থপর স্মার্ত্তদিগের হস্তে সেইসকল ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়া আদৈব আশ্রম গতি নর্তই প্রবল হইল।

যাঁহারা দৈব বর্ণ স্বীকার করেন না, তাঁহারা কোনও আশ্রম ভুক্ত নহেন। আদৈবদিগের নিকট সকল আশ্রমই বিপন্ন। এই বিপদ আজ ব্যবস্থাপিত বিধি আক্রমণ করিয়াছে বলিয়াই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মেরুদণ্ড বিহীনাবস্থায় কোন প্রকারে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

সেই বিধিগুলি অবিমিশ্র আকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উৎসাদন করিতে বসিয়াছে। ইহাতে দেশের অমঙ্গল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

ঋষি-বাক্য লঙ্ঘন দ্বারা কি প্রকারে স্বদেশ-হিতৈষিতা রক্ষা প্রাপ্ত হয়? কখনই নহে। যে ঋষিগণ আমাদিগের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ পূজ্যাতিপূজ্য অভিভাবক, তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ দ্বারা অশাস্ত্রীয় বিধান প্রবর্ত্তনের চেষ্টা শুদ্ধই মাত্র লোভী ও পরমার্থনিন্দক। এই অনিষ্টকারী বিপ্রলিপ্সুকে সুদূর দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসন করিবার জন্য ব্যবস্থা করাই রাজন্য পক্ষে বদেশানুরাগ।

কাঞ্চন-খণ্ডে যদি সামান্য বা অধিক পরিমাণে মল লিপ্ত হয়, তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া মল-মুক্ত করাই যেরূপ

হেম। অনেকে আবার ভাগবত পাঠ শ্রবণে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বহু দিন নিত্য পাঠ শ্রবণের অভিলাষ জানাইতেছেন। প্রত্যহ শ্রোতৃ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিমল বিদূরিত করিবার এক মাত্র উপায় সাত্ত্বতগণের আনুগত্যে ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ।

বুদ্ধিমানের পরিচয়, সমল জানিয়া কাঞ্চনটী নিক্ষেপ করা যেমন নির্ব্বোধের কার্য্য, সেই প্রকার শাস্ত্রে দুর্ব্বিদগ্ধগণ যদিও কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন মূর্খ, শাস্ত্রের মতবাদই জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রণালীতে বুদ্ধি করিয়াছেন, তাহা পুনঃ সুবিশুদ্ধরূপে সংরক্ষণের দ্বারা প্রবর্ত্তন চেষ্টাই সুবুদ্ধিমানের পরিচয়। বর্জ্জন করা ক্ষীণ অমঙ্গল-প্রসূ সন্দেহ নাই।

আমরা যদি, ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, অম্বরীষ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান, এই ভারত-ভূমিতে বর্ত্তমান অধিবাসি সকলে মান্য করি, তাহা হইলে নবীন সুসভ্য বলিয়া পরিচিত জাতিদিগের নিকট সাংসারিক ও পারমার্থিক বাস্তব শিক্ষার জন্য নিয়োগ না করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষদিগের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মল করণ প্রচলনের প্রয়াস পাইতে থাকিব। তবেই না সেই পুরাতন সঞ্জীবিত মহা পুণ্য স্বদেশবাসী পুনঃ দেবতা লাভ করিয়া নির্দ্দোষ দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিবেন। ইহা অপেক্ষা স্বদেশ সাধনার সদ্ব্যয় মূল্য ধর্ম্মার্থ আর কিসে?

ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল শুদ্ধ দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা। ইহা যুগের জন মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন অধিক বলাই বাহুল্য। এই দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কার্য্যে উদাসীন থাকিয়া নানা জনের নিকট হইতে যাঁর কথা ব্যবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইতে হইলে আনন্দতোষার অঙ্গ রাখিবার স্থান নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয় নিয়ামক পূজ্যাচার্য্যগণ দ্বারা পরিচালিত থাকিয়া সুসভ্য বলিয়া পরিচিত। সুতরাং ভারতের পুরাতন মেরুদণ্ড দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংরক্ষণের চেষ্টাই প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা।

শুদ্ধ নিরপেক্ষ মত সংরক্ষণোপায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

যুগাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিদ্ধমত সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিবার সৌভাগ্য পাইলেই, শুদ্ধ নিরপেক্ষ মত সংরক্ষণের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুরের উপদেশ—"আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্ট মত বৃদ্ধি থাকে, আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে যুবক ও অজ্ঞ লোকের মতির যদি ভ্রম বিনাশ হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু থাকিয়ে স্বীকার করিবেন। মনুষ্য-দেহ লাভ, ইহার একদিনও বৈষ্ণব-অপরাধই না হয়। যদি আমার কথায় আপনার কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কলি-কল্পিত সহজিয়া বাউল প্রভৃতি মতসকল দূর করিয়া জীবের সহজ ধর্ম্ম যে 'কৃষ্ণরতি' তাহার আশ্রয় করিবেন।"—

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ১১৬ পৃঃ)

আজকাল আমরা মহাপ্রভুর এমন উদ্ভট ভক্ত সাজিয়া বসিয়াছি যে, এটাও হয় ওটাও হয়, এটীও ভাল, যে যাহা করে সকই ভাল বলিয়া চুপ চাপ থাকিয়া মনে মনে কোটে থানে রত থাকি; আর অর্থ-লাভের জন্য পদযুগের নিলনাম' আড়ম্বরের আয়োজন করি। গৌড়ীয় কাঙ্গালদিগের। নতুবা এরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত কেন হইবে? কখনও বা কাল-নেমির চেলা হইয়া মাতুল পত্নী ভাণ্ডারায় ভক্তগণকে ফাঁকি দিবার বন্দোবস্ত করি। কাহাকেও কিছু বলিব না সকল দলেই মিশিব, তুমিও চুপ আমিও চুপ ন্যায় সকল দলেই বাহাদুরী লইব, কেবল শুদ্ধভক্তগণের নিকট নহে।

বিদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্ত-বিচারে আমার কোনটী প্রয়োজন? আউল, বাউল নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত জাত গোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গ-নাগরী কর্ত্তাভজা, সাহেব ধনী, রাম বাড়ী, কাম চাঁদী, রাম-রুকা, পাগল-চাঁদী, আউল পন্থী, বকুট দী বিন্দুধারী প্রভৃতি উপধর্ম্ম অপধর্ম্মের নানা শাখা পুরুষগণ সকলেই সাধু বৈষ্ণব, কাহাকেও ছোট বড় বলা যায় না, না—না—না শেষে অপরাধগুলি একেবারে ঘাড়ে চড়িবে। এমন অপরাধের ভীত থাকিয়া এখনে শুদ্ধভক্তগণের দোহাই দিয়া কেবল অসৎ সম্প্রদায়ের স্বৈরাচারে উদ্দাম গোঁসাইয়া মহাপ্রভুর আজ যত্নে রোপিত ও পালিত ভক্ত বৃক্ষটী কুঠার দ্বারা ছেদন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিচয়ে নানা স্থানে সভা সমিতির আবাহন দ্বারা যাহাতে মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিপন্থের নিরপেক্ষতা বিলুপ্ত হয় তাহার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এবার আলবাটকলের নকুলরায় 'গৌড়ীয়', শব্দটী সম্বন্ধে কাহার কতটুকু অজ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে বুঝিলেই কল্যাণ।

ঐ শুনুন, যুগাচার্য্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মেঘমন্দ্রে কি প্রকার নিরপেক্ষতা বাক্য ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা অনাদিকালের কুসংস্কার পোষিত কণ্টকা, অঙ্কুর পাকু গুণাদিপদ ভাগ একেবারে বিদূরিত হইয়া যাইবে

অবশ্য সজ্জন-তোষণীর মহাবাক্যে সজ্জনই তুষ্ট হইয়া থাকেন, অসজ্জন কখনও

এতেন বিদ্ধভাব-নিরাকরণ-বাক্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সজ্জনতোষণী ত' অসজ্জনগণকেই সজ্জনতা শিক্ষা-দান-কল্পে আবির্ভূত। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেরই সজ্জন-তোষণী ও সজ্জনাশ্রয়ে শুদ্ধ নিরপেক্ষমত সংরক্ষণোপায় শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে সদুপদেশ ও শ্রেয়ঃ।

স্ব—নিন্দা

দৈবের তাড়নায় কলে, ডুবিয়া মানব-কূলে,
কেন জন্ম গেল অকারণে।
অসতে করিয়া সেবা, কাটাইনু নিশি দিবা,
কি জানি কি হবে পরিণামে॥ ১

অসতে করিয়া প্রীতি, তারাতেই সব মতি,
কিসে হবে কল্যাণ আমার।
কাহারে কহিব দুঃখ, কহিতে ফাটয়ে বুক,
ভাব আমি অতি দুরাচার॥ ২

পাগল বলিবে লোকে,
যদি বলি যাকে তাকে,
কে বুঝিবে মনের বেদন।
পর-দুঃখে দুঃখী যারা, সব দুঃখ বুঝে তারা,
তারা (ই) করে দুঃখ-বিমোচন॥ ৩

এতেন বান্ধব জন নাহি ভাবি নিজ জন,
অবান্ধবে বান্ধব ভাবিয়া।
বহু জন্ম গেল এবি, এও বুঝি যায় তেমি,
অকারণে যতনে পড়িয়া॥ ৪

বুঝিয়া বুঝনা ভাই, ভাল মন্দ বোধ নাই,
সদা থাকি ফাঁদে পড়িয়া।
মোয়াস্তি নাহিক পাই, বৃথায়ে কাল কাটাই,
মরি যে ত্রিতাপে জ্বলিয়া॥ ৫

তবু কেন দুষ্ট মন, করে না ভক্ত-সেবন,
যাতে হবে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ।
আপনা কেন না মজিছ
মিছা কেনে বঁচে রহ,
তা'কে বিনে বাঁচে কিবা লাভ॥ ৬

শুভাবে অভাব যার, সেই ভবে কোন ছার,
ভক্তিভক্তি-বিহীন হইয়া
পাপ তার বাঁড়াইতে, বৈশ্যাক্ত অবনীতে
মরে যায় কেন অজ্ঞ হইয়া॥ ৭

বিচার ছেড়ে মন, ভাল হবে বন্ধু গুণ,
মুক্তা যার নিন্দা সর্ব্বক্ষণ।
এ রাধা চরণ দাস, নিজে কৈল সর্ব্বনাশ,
না ভজিয়া শ্রীর প্রভুবর॥ ৮

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভক্তিরত্ন)।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে তুমি ধরে;

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৭

বর্ত্তমান জগতে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের মূলমহাপুরুষ নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবিরহ-স্মৃতি বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে—

বেদন

(পণ্ডিত শ্রীকিশোরী মোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

আজি এ বিরহ- বাসরে তোমারে
জানাইতে প্রণিপাত
হে ঠাকুর ! আমি এসেছি যদিও
মায়া-শৃঙ্খলিত হাত।
দীর্ঘ শাসন- পিষ্ট হৃদয়ে
যা কিছু শ্রদ্ধা আছে
দিয়া উপহার চরণে তোমার
ফিরে যাব মায়া পাছে।

করুণা তোমার পিয়াছিল মোর
রুদ্ধ দুয়ার পাশে
অমৃতের খনি কল্পতরুফল
ওরে মূর্খ ! নিয়ে যা' সে।
শুনাইয়া শত হিত উপদেশ
কত না সেধেছে মোরে
নেশার আবেশে ভুলিনি তা কাণে
অর্গল দিয়াছি দোরে।

আজও সেই ধারা আসিছে নামিয়া
নিতি নিতি শিরে মম
গলিল না হায় ভিজিল না এই
হৃদয় পাষাণ সম।
আনমনা মোরে শুনাইছে ধীরে
কি যে জীবনের শ্রেয়ঃ।
কৃপণ আমার ভাবিয়াছে সার
নরকই তাহার প্রেয়ঃ॥

সুখের পিয়াসে ঘুরি জনম
কত দেশে কত বেশে
মরীচিকা পাছে মরি যে ছুটিয়া
কভু কেঁদে কভু হেসে
ছুটিতে ছুটিতে ক্লেশ যত পাই
সাধ যায় তত বেড়ে
পুরীষের বাঁশ থাকায় উল্লাস
পারি না যাইতে ছেড়ে।

দয়াল ঠাকুর এহেন পতিত
জীবের উদ্ধার লাগি
পরব্রহ্মপাশে মানব জনম
ল'য়েছিলে পুনঃ মাগি
নিষ্কাম্য নাহি জীবের দুঃখে
কেঁদেছিল তব প্রাণ
স্বয়ং আচরি (নাম) সাধন পন্থ
শিখায়েছ যে মহান।

বৈষ্ণবধর্ম্ম নিরূপণ করি'
নিত্য ও সাময়িক
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন কথা
চরম দার্শনিক।
বালক বৃদ্ধ স্ত্রীমূর্খের তরে
সহজবোধ্য ভাবে
লেখনী তোমার ফুটাল আলোক
ভক্তের মহোল্লাসে।

কল্যাণকল্প- তরুর শীতল
ছায়ায় আশ্রয় দিয়া
শরণাগতির সুমধুর গানে
আত্মারে সমর্পিয়া
নাম-চিন্তামণি সেবার যাহাতে
অপরাধ নাহি হয়
ভক্তের জানাতে সাবধান হ'তে
শিখায়েছ দয়াময়।

শ্রীমন্মহা- প্রভুর শিক্ষা
জগতে প্রচার করি
দগ্ধ হইল লেখনী তোমার
ধরাতলে অবতরি।
বৈকুণ্ঠ বারতা আনিল ভূলোকে
সজ্জন-তোষণী তব
শুদ্ধা ভক্তি- সিদ্ধান্ত বাণী
প্রচারিয়া নব নব।

শ্রীমায়ের ঘাটে শত জঞ্জাল
স্তূপীকৃত হ'ল ক্রমে
দৈত্য দানব সাধুবেশ ধরি'
জীবগণে ভ্রমে।
তা' দেখি হুঙ্কারি' আসিলে ধাইয়া
দৃঢ় সম্মার্জ্জনী-করে
পিশাচের গণ বিবরে লুকা'ল
আবর্জ্জনা গেল স'রে।

অমৃতের খনি আনিলে বাহিরে
অমৃত-প্রবাহ রচি'
রসিকরঞ্জন সাজাইল গীতা
মণি-মাণিক্য খচি'॥
নবদ্বীপধাম- মাহাত্ম্য জগতে
ধামের মহিমা গাহে
বরষে বরষে ধাম-পরিক্রমা
ভকত আনন্দে চাহে।

গৌর-জন্মভূমি অপ্রাকৃত ধাম
অজ্ঞজনে হীন চক্ষে
শত শত বর্ষ রহে লুকাইয়া
অন্তর্দ্বীপের বক্ষে
জগজ্জনেরে করুণা করিয়া
তুমি আবিষ্কার করি,
দেখাইয়া দিলে সহস্র কপাটা
যুক্তি প্রমাণ ধরি'।

আজি সেইধামে শ্রীচৈতন্য মঠে
গৌরসঙ্কীর্ত্তন-রোলে
মাতিল জগৎ ভকতের গণ
পড়িছে প্রেমেতে ঢ'লে।
নদীয়া-প্রকাশ নিত্যবার্ত্তাবহ
বৈকুণ্ঠের সত্য কথা
জগত জনের দ্বারে দ্বারে গিয়া
গাহে গৌর-গুণ-গাথা।

তব কৃপা-বলে গৌড়ীয় আজ
ভকতের শিরোমণি
সজ্জন-তোষণী কার্ষ্ণনিষ্ঠ সহ
অশেষ কল্যাণ-খনি।
শুদ্ধভক্তি- প্রচারের মূল
হে মহাপুরুষবর
হেন শক্তি নাহি তব গুণ গাহি
যদি নাহি কৃপা কর।

তব শক্তি লভি' শত শত জন
বিদ্যা কুল মান ভুলি'
শ্রীগুরুসেবায় সর্ব্বস্ব সঁপিছে
আত্ম-সুখ দিয়া বলি
এসব দেখিয়া শুনিয়াও মম
শ্রীগুরুচরণে রতি
নাহি উপজিল পড়ি' মায়াঘোরে
শেষেতে কি হবে গতি।

ভাগবত তত্ত্ব

শাস্ত্রে আমরা দুই প্রকার ভাগবতের উল্লেখ দেখিতে পাই—

এক ভাগবত বড়-ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র॥

গ্রন্থ-ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। এই পুরাণরাজ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য এবং মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত।

আবির্ভাবের সূত্রপাত

শ্রীমদ্ বেদব্যাস বেদশাস্ত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার পর ইতিহাস-পুরাণাদি প্রণয়ন করেন। তিনি জীববৃন্দের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত মহাভারতাদি গ্রন্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি-লাভের উপায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এবম্বিধ বিষয় সমূহের অনুষ্ঠানেও ব্যাসদেবে র নিজের চিত্ত প্রসন্ন হইবার পরিবর্ত্তে অবসাদগ্রস্ত হইতে লাগিল। বিষণ্ণচিত্তে স্বীয় কৃতকর্ম্মের বিষয় ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ তৎসমীপে উপস্থিত হন। ব্যাসদেব তাঁহাকে স্বীয় চিত্তের অবসাদপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ কহিলেন—তুমি মনুষ্যের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের নিমিত্ত যেসকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার হরি-সেবা হয় নাই কারণ তোমার গ্রথিত ঐসকল শাস্ত্রে শুধু জীববৃন্দের স্ব স্ব দেহ সুখ-ভোগাদির উপায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বা হৃষীকেশের হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) তোষণের কোনও কথা নাই। আত্মার প্রসন্নতা-লাভ হয় পরমাত্মার সেবায়; সুতরাং তুমি এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় বর্ণন করিয়া হরিসেবার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতি উৎপাদন কর, তাহাতে যাবতীয় বিষাদ আপনা হইতেই বিদূরিত এবং তোমার আত্মা প্রসন্ন হইবে। স্বীয় গুরুদেব কর্ত্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন।

আম্নায় পারম্পর্য্য

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় 'অহমেবাসমেবাগ্রে' প্রমুখ চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মা ভক্তিবশে নারদকে উহা উপদেশ করেন। নারদের কৃপায় ব্যাসদেব উহা অবগত হন এবং লোক হিতার্থে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। এই প্রকারে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অবলম্বন শাখায় আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবত আগত হইয়াছেন।

'দেবী ভাগবত'

শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে মাৎসর্য্যপরায়ণ কোনও অবৈষ্ণব বিদ্বেষবশে দেবীভাগবত-নামে একখানা পুঁথি রচনা করিয়া উহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থলে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সাত্বত-শাস্ত্রজ্ঞগণ এই কাল্পনিক তামস নবীনকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যে পুরাণের প্রথমেই গায়ত্রীর ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে,সেই মহাপুরাণই শ্রীমদ্ভাগবত। এই জ্ঞান-প্রদীপ, পুরাণার্ককে বৃত্রবধ, হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত শুক-প্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া,পদ্মপুরাণ,মৎস্যপুরাণও অন্যান্য সাত্বত পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত

বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একটী টীকা ও একখানি নিবন্ধগ্রহ

নৈমিত্তিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিকপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণ

কলিকাতা, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট হলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। মহাশয় সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছেন। কতিপয় আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কুতর্কপ্রিয় ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবাদি কবিগণের রচিত মনে করিয়া এই অমল পুরাণার্ককে হীনপ্রভ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্য চিরদিনই সত্য। কোটিকল্পকাল চেষ্টা করিলেও কেহই সত্যসূর্য্যের প্রভা মলিন করিতে পারে না। যাহারা ঐ প্রকার বিদ্বেষমূলা চেষ্টাদ্বারা স্বীয় নীচবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে, তাহারা পরিণামে অনন্ত রৌরবেই পতিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাদ্ভগবান্

শ্রীমদ্ভাগবত আদিদেব, করুণানিদান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার। ইঁহার কৃপাতেই অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্যানন্দ ধামে গমন করা যায়। এই গ্রন্থরাজের দ্বাদশটী স্কন্ধ দ্বাদশটী অঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ—ইঁহার পদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ—ঊরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ—নাভিদেশ, ষষ্ঠস্কন্ধ—বক্ষঃস্থল সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুইটী বাহু, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—প্রফুল্ল মুখারবিন্দ একাদশ স্কন্ধ—ললাট এবং দ্বাদশ স্কন্ধ—মস্তক। অধোক্ষজ মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের এই তত্ত্বটী আমরা সাত্বত-পাঠে অবগত হইতে পারি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়া এই পুরাণ রাজকে সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্র-নন্দন-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

আবির্ভাবের কারণ

শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপা হইলে আমরা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব যে, গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চগত-লীলা সম্বরণ করিলে তাঁহা হইতে অভিন্ন এই শ্রীমদ্ভাগবত কলিকালে অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার নিমিত্ত পুরাণসূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদশাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদশাস্ত্রের তিনটী শাখা। একটী—বেদ, সসীম ও [illegible] কর্ম্মকাণ্ড-শাখা, দ্বিতীয়টী ফলত্যাগরূপ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানশাখা, ইহা পূর্ব্বোক্তটীর প্রতিযোগী এবং তৃতীয় শাখাটী [illegible]-পাদের, বৈকুণ্ঠ ও নিত্যসেবাময়, [illegible] ভোগ বা ত্যাগ বলিয়া কোন কথা নাই। এই শাখাত্রয়ের প্রথম দুইটীর অবলম্বনে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য-সংস্থাপক বহুবিধ গ্রন্থ রচিত হইলে সম্যগ্দর্শনাভাবরূপ কৈতব-মেঘ ভাগবদ্ধর্ম্ম-সূর্য্য-রশ্মির গতি রোধ দিকে উদ্যত হয়। ঐ সকল মেঘের অপসারণ ও নিত্য-ধর্ম্ম প্রভাকরের প্রভা-বিস্তারার্থ শ্রীভগবান বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে জগতে অবতীর্ণ হন।

বেদ—কল্পবৃক্ষ, কারণ ইহা হইতে সকল প্রকার পুরুষার্থ পাওয়া যায়। এই কল্পবৃক্ষের অম্ল কষায়যুক্ত অপক্ব ফলই 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান', এবং ইহার একমাত্র সুস্বাদু রসে ভরা সুপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবত। এই সুপক্ব ফলটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে খোসা আঁটি প্রভৃতি হেয়াংশ নাই। ইহা শুদ্ধ রসামৃত স্বরূপ। সুতরাং এই রসামৃত পানই প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য।

কামিকা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ)

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে দেবশয়নের ব্রতকথা পুরাণ প্রস্তাবতঃ বিস্তৃতভাবে শ্রুত হইয়াছি। হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! একণে শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও পরিচয় কি? বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—হে রাজন্! পাপনাশক এই ব্রতের বিষয় পূর্ব্বে নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পিতামহ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উল্লেখ করিতেছি।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ কমলাসন, শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে ঘটিত একাদশীর নাম, দেবতা, বিধান এবং পুণ্যাদি আপনার নিকট হইতে জানিতে অভিলাষ করি।

ব্রহ্মা প্রত্যুত্তর বলিলেন—হে নারদ সর্ব্বলোকের মঙ্গল-হেতু তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রাবণের কৃষ্ণৈকাদশীর নাম—কামিকা, তাহার ফলশ্রবণ মাত্রে বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ঐ দিনে যে ব্যক্তি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধৃক্ শ্রীধরাখ্য শ্রীকেশবের পূজা ও ধ্যান করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। তাদৃশ ফল গঙ্গায়, কাশীতে, নৈমিষে, পুষ্করে, কেদারে, বা কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগসময়েও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গোদাবরীতে বৃহস্পতির সিংহে অবস্থানকালে ব্যতিপাতে গণ্ডযোগে সমুদ্র ও অরণ্যাদির সহিত সমুদ্ধরার প্রদাতা শ্রীধরের পূজনের তুল্য ফল পাওয়া যায় না। নানা উপচার সহিত প্রসবোন্মুখী ধেনুর দান দ্বারা মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কেবল কামিকা-ব্রতাচরণেই তাহা লব্ধ হয়।

যে নরোত্তম শ্রাবণে শ্রীধরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদেব, গন্ধর্ব, উরগাদি সর্ব্বজীবের পূজা সমাপ্ত হয়। অতএব, পাপভীরু মানব মাত্রেরই সর্ব্বপ্রযত্নে কামিক দিবসে শ্রীহরির অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। ইনি সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন, পাপসমাকুল মানবগণের উদ্ধারসাধনার্থ আগমন করিয়া থাকেন। এতদপেক্ষা পবিত্রা পাপনাশিনী তিথি আর কিছুই নাই। শ্রীহরি স্বীয়মুখে বলিয়াছেন যে অধ্যাত্মবিদ্যার নিরতগণের প্রাপ্য পুণ্য অপেক্ষা বহুগুণিত ফল কামিকা-ব্রতসেবন দ্বারা লব্ধ হয়। এই ব্রতকারী ব্যক্তিতে জাগরণ পালন, করিবে, তাহাতে তাহাকে ভীষণ শমন, দুর্গতি, কুযোনি প্রভৃতি দর্শন করিতে হয় না। সকলেরই সাবধানচিত্তে এই ব্রতপালন সম্পূর্ণরূপে বিহিত।

যে মানব তুলসীপত্র দ্বারা কেশবের পূজা বিধান করে, সে পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুবৎ কোন পাপে লিপ্ত হয় না। বিষ্ণু তুলসীদল দ্বারা সেবনে যেরূপ তুষ্ট হন, রত্ন, মৌক্তিক, বৈদূর্য্য ও প্রবালাদি দ্বারা অর্চ্চিত হইলেও তাদৃশ সন্তোষ লাভ করেন না, বিশেষতঃ অর্চ্চকের আজন্মসঞ্চিত দুষ্কৃতসমূহ সমার্জ্জিত হইয়া যায়।

যাঁহার দর্শনে নিখিল পাপসমূহ প্রশমিত হয়, স্পর্শনে শরীর পবিত্রীকৃত হয়, বন্দনে সমুদয় রোগ নিবৃত্ত হয়, জলসেক দ্বারা অন্তককেও ভয় প্রদর্শন করা যায়, যাঁহার রোপণহেতু ভগবান কৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়, এবং তদীয় চরণে সমর্পিতা হইলে মোক্ষফল প্রদান করেন, সেই তুলসীকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীহরিবাসরে বিষ্ণুগৃহে দীপদাতার পুণ্যফলের সংখ্যা করিতে চিত্রগুপ্তও অসমর্থ। একাদশী দিনে যাহার প্রদীপ কৃষ্ণাগ্রে প্রজ্জ্বলিত হয়, তদীয় পিতৃগণ দেবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক অমৃত পান করিয়া তৃপ্তি-লাভ করেন। ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইয়া মানব শতকোটি প্রদীপবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন। এই কামিকাব্রত ব্রহ্ম-হত্যা, ভ্রূণহত্যাদি সর্ব্বপাতক-নাশক, স্বর্গে স্থানপ্রদাত্রী ও মহাপুণ্যফলের জনক। এমন কি, ইহার মাহাত্ম্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণে নরমাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

আর কেন ভাই ভ্রমে থাক

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা
হরিঃ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উপরি উক্ত মহাবাক্যটী একমাত্র পালনীয়। কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শোনা যায় যে "নদীয়া-প্রকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মুখপত্র অথচ ইহাতে অপরের দোষ কেন দর্শান হয়, ইহা কি তৃণ অপেক্ষা সহিষ্ণুতার ফল, না নিজেকে অমানী জানিয়া অপর সকলকে মানদ জ্ঞান করার ফল?" কথাটী খুবই সুন্দর এবং ভাবিবার বিষয় বটে। বাস্তবিকই যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকরূপে পরিচিত, এবং যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আচার ও প্রচার, তাঁহারা অপরের মনে কেন উদ্বেগ দেন? এ বিষয়ে বিচার করিতে যাইলে উক্ত মহাবাক্যের বক্তা স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গোস্বামিবর্গের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা উচিত। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সহিষ্ণুতা ও অমানিত্ব, গুণগুলির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, এমন কি, মার খেয়ে প্রেম দিতেও অণুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, আবার তাঁহারাই মিথ্যা ভক্ত ও ভক্তি-তত্ত্ব-বেষিগণের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

ইহার কারণ কি? তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষাও হীনপ্রকৃতির লোক ছিলেন

[illegible] অপরাধের জন্য এরূপের উপর একরূপ ব্যবস্থা ও অপর জনের অপর একরূপ ব্যবস্থা করিতেন? তাঁহারা যদি একরূপ পক্ষপাতিত্ব করিতেন, তা'হলে তাঁহারা আজ জনসমাজে দয়ার সাগর,—কৃপাবতার ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন না। তাঁহারা সেব্য কানিতেন,—তাঁহার উপর কিরূপ ব্যবস্থা সমপ্রয়োগ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিচারে কাহারও মনে উদ্বেগ দিতে নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও নিকট নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিতে নাই বা অ-সত্যকে প্রশ্রয় দিতে হয়—ইহাও নহে। আমাদের দর্শন ও বৈষ্ণবগণের দর্শন এক নহে। যেমন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যদি কোন সদ্বৈদ্যকে একটি রোগীর প্রতি অস্ত্রোপচার করিতে দেখিয়া ও অপররোগীকে বরফ খাইবার অনুমতি করিতে দেখিয়া যদি বলে,—ডাক্তার বাবু বড় এক-চোখো, তা'হলে যেমন ভ্রমে পতিত হয়, আমরাও তদ্রূপ নিজের মাপা বুদ্ধি লইয়া যদি বৈষ্ণবগণের ক্রিয়া কলাপ বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে ঐরূপই ভ্রান্ত হইব।

তাই বলি,—তাই সব। আর ঐরূপ বাতুল হইয়ে, "নদীয়া-প্রকাশ কেন অপরের দোষ বর্ণায়?" এরূপ চীৎকার না করিয়া সেই নদীয়া-চাঁদের সেবায় উন্মুখ হইবার নিমিত্ত নদীয়া-প্রকাশের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধি লইয়া আসিলে বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, নদীয়া-প্রকাশ কত নিরপেক্ষ, কত কৃপালু, কত মহৎ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—আপনাদের যদি কোন বন্ধু বিপথগামী হন বা কোন অসৎ সঙ্গ করেন আর আপনারা যদি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন, তাহা হইলে সেটি কি মন্দ কার্য্য? আশা করি, সকলেই একবাক্যে বলিবেন—না। নদীয়া-প্রকাশের প্রধান বিষয় আচার ও প্রচার। সেই-সূত্রে যদি কোন অনাচারী ব্যক্তিকে প্রচারকের বেশে দেখেন, তাঁহাকে আচারবান হইয়া প্রচার করিবার জন্য এবং শ্রোতৃ-বর্গকে একমাত্র আচারবান্ ব্যক্তির নিকটেই যে ধর্ম্মকথা শুনিতে হইবে, তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য অনাচারী বা কপটী ব্যক্তিকে ধরাইয়া দেন এবং সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে সাবধান করেন ও বলেন আচারবিহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই, কারণ মহাজনগণ বলিয়াছেন—"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥ আচার, প্রচার,—নামের করহ দুই কার্য্য॥" এগুলি কি মন্দ কথা?

তাই বলি,—আর কেন তাই ভ্রমে থাক?

পরবিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য

(পরবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র-লিখিত)

"বিদ্যে [illegible] জননী" ইতি 'বিদ্যা' [illegible] পরমার্থকরী অর্থাৎ নামান্তরে অপরা এবং পরা নামে অভিহিতা। যে বিদ্যা চর্চ্চা করিলে সাংসারিক [illegible] লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভোগ্যসিদ্ধি উদ্দাম স্বচ্ছন্দভাবে সংগৃহীত হয় ও নরকের রাস্তা খুলিয়া যায়, তাহাকে 'অপরাবিদ্যা' বা 'অর্থকরী বিদ্যা' কহে। উক্ত বিদ্যা অঘটন ঘটন-পটিয়সী কুহকিনী মায়া দেবীর নিগড় বন্ধনে অবোধ জীবগণকে বিজড়িত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, জাগতিক-শিক্ষায় যে যত সমুন্নত, পারমার্থিক সে তত অনভিজ্ঞ। এই অপরাবিদ্যা মায়া-মুগ্ধ জীবের হৃদয়ে নাস্তিক্যবাদ ও সন্দেহবাদ-পোষণে ব্যস্ত থাকে। সে তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুর পরমপদকে অস্বীকার করে অথবা বাহিরে আস্তিকতার ভাণ দেখাইলেও ভিতরে-ভিতরে উক্ত মতবাদ পোষণ করে। অপরাশিক্ষার আশ্রিত হইয়া পণ্ডিতাভিমানিগণ ভোক্তৃ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া দেহ চেতন-জগৎকে ভোগ্য-দৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং নিজকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বা অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু অবিদ্যা বা অপরাবিদ্যার কি মহিমা! অত বড় পণ্ডিতাভিমানী হইয়াও কেবল ভারবাহী হওয়ায় তাঁহারা স্থূল জড় দেহে আত্মা-ভিমানে ও সূক্ষ্মদেহে আত্মাভিমানে আত্ম-মানী হইয়া চিরতরে নরকের পথে ধাবিত হন অর্থাৎ স্থূল দেহকে 'আমি' বুদ্ধি ও মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া, আপনাদিগকে বিবিধ অনিত্য জাগতিক উপাধিতে বিভূষিত করিয়া ও বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা স্বয়ংই জগতের বিচারে এক মাত্র ভোক্তা, সমস্ত জগৎই তাঁহাদের ভোগ্য'—এই বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা নিজেদের শুদ্ধ স্বরূপ চিনিতে পারেন না। ফলতঃ এই অভাবের রাজ্যে ভাব, দুঃখের রাজ্যে সুখ, অশান্তির মাঝে শান্তি; নরকে স্বর্গ, কারাবাসে রাজভোগ প্রভৃতির আশা আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা বা বাসনাই আজ-কাল-কার অপরা-বিদ্যাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই পরবিদ্যা-পীঠ আজ ভব-রোগাক্রান্ত জীবকুলকে কি মহতী শিক্ষা-প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা একবার বুদ্ধিমান্ পাঠক জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া দর্শন করুন। যাহারা নরকের দিকে অপ্রতিহতগতিতে ধাবমান, পরবিদ্যাপীঠ আজ তাহাদিগকে গোলোক-বৈকুণ্ঠ-পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। যে বিদ্যার অনুশীলন করিলে একমাত্র বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শুদ্ধ সেবা বা তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহাই যথার্থ 'পরবিদ্যা'—'বিদ্-জ্ঞানে' ধাতুর দ্বারা ইহাই সার্থক হয়। যে বিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বানর্থ বিদূরিত হইয়া অনন্ত কালের কৃষ্ণসেবা-বর্জ্জিত ভব-রোগ বিনষ্ট হয় এবং যাহার অভ্যাস ফলে দেহে 'আমি' ও মন, বুদ্ধি অহঙ্কারে 'আমি' বুদ্ধি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-লাভ এবং কৃষ্ণ কার্ষ্ণের সেবানন্দ লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে নিত্য অনুশীলনীয়া।

জড় জগতে যে পঞ্চরস, তাহা চিজ্জগতের শুদ্ধ নির্ম্মল রসেরই বিকৃত প্রাকৃত প্রতিফলন। অপরাবিদ্যা ঈশবিমুখ জীবকে অবস্তু স্বপ্নবৎ বিকৃত প্রতিফলিত প্রাকৃত রস আস্বাদন করাইতে ব্যস্ত, কিন্তু পরবিদ্যা শুধু সত্য-সত্য বাস্তব রস-পঞ্চকের উজ্জ্বলা বুদ্ধির সহায়িনী অর্থাৎ চিজ্জগতে শুদ্ধ জীবাত্মা সেবকাভিমানে শুদ্ধ পঞ্চ রসের সেবাস্বাদন করে এবং 'স্বীয় উপাস্য বাস্তব রস-ভেদানুসারে সিদ্ধ ভজন-ক্রিয়ায় প্রমত্ত থাকিয়া সেবানন্দে মগ্ন থাকে। অতএব যে বিদ্যার অনুশীলন-ফলে নিজের জড় ভোক্তৃত্বাভিমানের পরিবর্ত্তে সেবকাভিমান প্রবল হয় এবং 'এ নিখিল জগতে এক-মাত্র সেবক, পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত জগৎ প্রকাশ্য বস্তুই আমার সেবা, এইরূপ অনু-ভূতিলাভ হয় এবং তদনুসারে সত্য ধর্ম্মের আচার-প্রচারে নিযুক্ত হওয়া যায় তাহাই বস্তুতঃ 'পর বিদ্যা'।

আজ সমগ্রবিশ্বের আনন্দের সীমা নাই; কেননা এই পরবিদ্যা-পীঠ-প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ আজ নরক-যাত্রীদিগকে চিন্ময় গোলোক বৃন্দাবনে টানিয়া আনিতেছেন। অন্যান্য সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও আমাদের পরবিদ্যাপীঠ ইহাদের মধ্যে স্বর্গ নরক বা আকাশ পাতালের প্রভেদ বর্ত্তমান। এই পরবিদ্যার্থী গণের নানাবিধ অনুষ্ঠান—তর্কপ্রিয় মানব বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা নানা উপায়ে আজ ভোগ বা কাম বিকার-গ্রস্ত রোগী দিগের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। বৈকুণ্ঠবাসী বলিয়া তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ অনুষ্ঠানসমূহ প্রাকৃত জ্ঞানে অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য, সেজন্য অনেক সময় 'উল্টা' বোধ হয়। ছাত্রবাদী সকলেই উক্ত মহা-পুরুষের আনুগত্যে পরবিদ্যা-বধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবাণীর সেবায় অহর্নিশ যাপন করিতেছেন এবং সেই জন্য নবাবিদ্যার্থী দিগকেও বিবিধ কৃষ্ণসেবানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়া উক্ত বিদ্যার উত্তীর্ণ লাভ করাই-বার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন। পরবিদ্যা বধূ সর্ব্বদা কৃষ্ণসংবাদবাহিনী, তজ্জন্য সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-ময়ী সেবায় নিযুক্ত করাইতে যত্নবতী। ইহাকে যেন আমরা কখনও "ভূতের বেগার খাটান" বলিয়া মনে না করি। হে সতীর্থ ভ্রাতৃগণ, পরবিদ্যা-বধূর দয়া আপনারা একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন। যদিও প্রাকৃত বুদ্ধির বলে ইহা অনুভবযোগ্য নয়, তথাপি নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন পর-বিদ্যা-পীঠ আজ সমগ্র-বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন। সকলেই নিষ্কপটে ইঁহার আনুগত্য স্বীকার করুন। তাহা হইলেই সমস্ত অভীষ্ট পূরণে সুবিধা হইয়া যাইবে। হে ভ্রাতৃগণ তোমরা একবার স্থির হও, চিদানন্দময় আকর শ্রীমুখে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ কর, শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কর এবং নিষ্কপটভাবে হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবায় রত হও, তবেই বিদ্যাধ্যয়নের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে এবং পরবিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিজের ঈপ্সিত সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

উত্তর পশ্চিম ভারতে শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের সেবা প্রচেষ্টা,—সুদূর উত্তর-পশ্চিম-ভারতে পাঞ্জাব-প্রদেশস্থিত শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নৃসিংহ দাস ব্রজবাসী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহোদয় বয় বিগত দুই মাস ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম-ভারতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে শ্রীধাম-মায়াপুর-স্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের আচরণীয় ও প্রচার্য্য ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতে-ছেন।

তদুপলক্ষে তাঁহারা আম্বালা, জগাধরী, সাহারাণপুর, রুড়কী, দেরাদুন ও মুসৌরী পর্য্যন্ত প্রভৃতি স্থানে সাধারণ সভায় হিন্দি ও উর্দু ভাষায় বক্তৃতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবাস-ভবনে পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

বহু সুকৃতিমান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি বৈভবের বিষয় অবগত হইয়া এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাঁহার শাখা মঠগুলির ভগবদ্ভক্তিপ্রচারে অত্যাশ্চর্য্য উদ্যমের বিষয় জ্ঞাত হইয়া বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। অনেকে আগ্রহ-সহকারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাবলী ও সাপ্তাহিক গৌড়ীয় প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকার গ্রাহক হইতেছেন।

আবার অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধান প্রদেশে ভগবদ্ভক্তি প্রচার-কেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যে আনুকূল্য করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বিস্তারের জন্য আন্তরিক আগ্রহ জ্ঞাপন করিতেছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারসঙ্ঘের আচার্য্য দেবের চরণে তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণিপাত জানাইয়াছেন।

এতৎ প্রসঙ্গে মহারাজা বাহাদুর অব্ বাঁশী, মহারাজা অব্ আমাউন, কুমার বাহাদুর অব্ কাশীপুর, মহারাজ অব্ টেহরী, মহারাণী অব্ রাজ-পিপ্লা, সেক্রেটারী, বিড়লা ব্রাদার্স এবং হেল্থ অফিসার ডাঃ রায় প্রভৃতি মহানুভবগণের সহানুভূতি ও সেবা-সহায়তা প্রশংসনীয়া।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার ও শ্রীযুক্ত প্রাণহরণ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা এবং শুদ্ধভক্ত-গণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের বিষয় অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৬

সাময়িকী

স্বদেশপ্রীতি জাতীয় ধর্ম্মের অপরিহার্য্য বৃত্তি। দেশের স্বদেশের লোক ভাল হোক্ মন্দ হোক্, তা দেখবার আবশ্যক নাই। তা'রা সত্যবাদী হোক্, মিথ্যা-বাদী হোক্, তা দেখবার আবশ্যক নাই। তা'রা পাপী হোক্, পুণ্যবান হোক, তা দেখবার আবশ্যক নাই। পণ্ডিত হোক্, মূর্খ হোক্, তা দেখবার দরকার নাই, কাণা হোক খোঁড়া হোক্, তাতে কিছু আসে যায় না। স্বদেশের কাণাকে আমি পদ্ম-লোচন বল্‌বো; খোঁড়াকে আমি ঘোড়ার ন্যায় দৌড়তে পারে বল্‌বো আর মূর্খকে আমি পণ্ডিত বল্‌বো।

'স্বদেশের লোকে প্রীতি না থাকলে, স্বদেশের লোকের দোষ না ঢাক্‌তে শিখলে তা'রা আমাকে স্বদেশপ্রীতি-বর্জ্জিত বোল্‌বে। আমি একা ভাল লোক হতে চাই না। আমার দেশের লোককে নিয়ে ভাল লোক হোতে চাই। বি, কে, নাড়িভীকে তাঁর কায দেখে' তাঁর দেশের লোক ভাল না বল্‌তে পারে কিন্তু শিলেট্‌-জেলার লোক যে কোন অন্যায় করুক্ না, সেই অন্যায়কেই শ্রীহট্ট-বাসী আমি পোষণ করবো, যাঁহারা এরূপ বলেন, সত্যপ্রিয় সমাজ তাঁহাদের কথায় অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত ন'ন।

'সত্যি আমি চাই না। স্বদেশবাসীর প্রতি অবৈধ প্রীতির ঝোঁকে আমি ক্যাকড়ামেঠো দলে ঢুকবো। ক্যাকড়া-মেঠোদলের নেতা আমার দেশের লোক, সুতরাং তার কথা ঠিক হোক্ না হোক্, তা তো আমি দেখ্‌বো না। সে সত্য কথা বলুক আর না বলুক্, ভুল বলুক, বা ঠিক ভুল বলুক, তা আমি দেখবো না। সে ঠিক কথা ব'লছে কিনা, তা আমি দেখ্‌বো না। কেননা, সে যে আমার দেশের লোক!, কিন্তু সত্যের খাতিরে এরূপ বল্‌তে যাওয়া ঠিক নয়।

সত্যের আদর চিরকালই আছে ও থাক্‌বে। বাঙ্গালা লোককে নিজের মুক্ত মনে কখনও লোকে ভাল বল্‌বে না। ভাল লোকেরা নিজের লোকেরা ভাল। সত্যবাদী কখনও মিথ্যাবাদীকে নিজের লোক বলেন না। সত্যবাদীর দেশে সত্য-বাদীরা থাকে, সেখানে মিথ্যার পাত্তা নাই অথবা স্বদেশপ্রীতিতে আদর কর্ত্তে গিয়ে মিথ্যা কথার আদর কর্ত্তে হবে না, অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে হবে না, এরূপ বিচার করবারও লোকের অভাব নাই। সত্যপ্রিয়জনগণ বলেন,—শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরজন্মভিটাই সত্য। স্বদেশ-প্রীতির অনুকরণে মিথ্যাপ্রিয়গণ সত্য চাপা দিয়া ক্যাকড়ার মাঠে শ্রীমায়াপুর লইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে অনুমোদন করিতে নাই,—ইহাই সজ্জনগণের ধারণা।

টাকার লোভে, জমির দর বাড়িবে লোভে, জেদ বজায় রাখিবার জন্য সত্য নষ্ট করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য নহে। চামারের দোকানে কামারের জিনিষ পাওয়া যায় না। সাধুর অনুকরণ মর্কটই করে। শ্রীরূপ-সনাতন-ভক্তি-বিনোদের অনুকরণে ক্যাকড়ামেঠোগণ নাম খুঁজিতে গেলে তাহাদেরও নির্ব্বাসন-দণ্ড হইবে। স্বার্থপর মৎসরগণ কথা উলটাইতে একটুও পেচ্‌পাও হয় না। তাহারা নিজের সুবিধার দিকেই ঝুল্‌ টানে। আজকাল বৃন্দাবনে বানর-নির্ব্বাসন আরম্ভ হইয়াছে।

কে জানিত, বানরের প্রতি হঠাৎ এরূপ বিধির কোপ দণ্ডাকারে পরিণত হইবে। বানরগণ বৃন্দাবনে যথেচ্ছাচার করিয়া নিরীহ যাত্রী ও অধিবাসীগণের প্রতি কি না অত্যাচার করিত। আজ ধর্ম্মের টনক নড়িয়াছে, তাহাদের নির্ব্বাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ যেদিন বিধির দণ্ডাট-শিপি ক্যাকড়ামেঠোদলের উপর কার্য্যে পরিণত হইবে, সে দিন তাহারা জানিতে পারিবে যে, জাল করিয়া গায়ের জোরে গ্রামের নাম উলটাইয়া দিতে গেলে কি ফল হয়। তাহাদের মিথ্যাকথা দ্বারা অবৈধ অত্যাচার করিবার ফলে তাহাদের মূর্খতা ধরা পড়িয়া গেলে তাহারাও এরূপ নবদ্বীপ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে।

বানরগণ নির্ব্বাসিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নির্ব্বাসন হইলে তাদৃশ ক্ষতি না হইলেও তাহারা মানব-ভোগের উপাদান স্বরূপে আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাদের বিদেশে জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে,—ইহাই অনেকের অনুমান। কেবল প্রাণদণ্ড-দান-মাত্র নহে, ক্লেশের সহিত বিদেশে নিষ্ঠুরতা-মুখে প্রাণ দিতে হইলে তাহাদের বৃন্দাবনবাসের পরিবর্ত্তে আত্মপশুদেহের বলিদান হইয়া পড়িবে।

যাহারা বৃন্দাবনে বাস করিয়া কপটতা-মুখে যথেচ্ছাচার করে, তাহারা মর্কটকুলের ন্যায় বিধির কঠিন দণ্ড হইতে দণ্ড লাভ করে। যে জন্য বৃন্দাবনবাস, তাহার পরিবর্ত্তে নামাপরাধের ফল জন্ম-জন্মান্তরেও লাভ করিতে হয়। শ্রীগৌরধাম-বিপর্য্যয়-মানসে যাহারা অবৈধ চেষ্টা করিয়া যথেচ্ছাচার মুখে বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করে, ব্রজনাগরীগণের অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তির বিপর্য্যয় মানসে যাহারা নদীয়া-নাগরী-মতবাদকে যথেচ্ছাচার-মুখে সম্মান করে, তাহারা অপরাধক্রমে দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বুড়ো শিবতলার নাগরীদল ইহা জানিয়াও যোষিৎসঙ্গ-চিন্তা পরিহার করিতে প্রস্তুত নহেন—ইহাই পরিতাপের বিষয়।

কর্ম্মী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কৃধাতুর অর্থ—করা, মন্‌ প্রত্যয়-যোগে কর্ম্ম বা কর্ম্মন্‌শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মশব্দে যাহা করা যায়,—কর্ম্ম, কাজ, প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে। ইহা সৎকর্ম্ম, অসৎ কর্ম্ম, কুকর্ম্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, স্বধর্ম্মপালন কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকারে পরিচিত 'কর্ম্ম' শব্দটি বিশেষ্যপদ-বাচক। কর্ম্ম-শব্দ বিশেষণে ইন্‌ প্রত্যয়-যোগে কর্ম্মী-শব্দে রূপান্তরিত হইয়া কর্ম্মকারী, কর্ম্ম-দক্ষ, কার্য্যক্ষম প্রভৃতি অর্থে বিভূষিত হইল।

শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে জড় দেহধারী বদ্ধজীবমাত্রেই স্বাভাবিক কর্ম্মী। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব পলাৰ্দ্ধকালও থাকিতে পারে না। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ২৪ ঘণ্টায় কেবল কর্ম্ম। কৃ-ধাতুর সহিত মন্‌এর যোগ হইলেই কর্ম্ম হয়। এই 'মন'ই কৃ-ধাতুর অস্তিত্ব জ্ঞাপক। যিনি সেই কর্ম্মকারী তিনিই কর্ম্মী।

বদ্ধজীব বলিয়া আমরা মনন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। মন ও দেহ ভিন্ন আমাদিগের অপর সম্বল নাই। সুতরাং মননধর্ম্মে চিন্তার অনুকূল চিন্তনীয় বিষয়ের যে অনু-শীলন,—তাহাই বদ্ধজীবের বদ্ধাবস্থার কথা।

নিতান্ত পক্ষে শরীর নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকেনা। জীবন না থাকিলে কোন ক্রমেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্মসমূহ ঈশ্বরগত ভাবে অর্পণ করাই উচিত, নতুবা ঐ সকল কর্ম্ম পাষণ্ড অর্থাৎ অশ্রৌতপন্থিদিগের শুদ্ধ-সূচক দৈত মনের খেয়ালের কর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

মানবীয় কর্ম্মসকলের ফল ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে, শিবদ অর্থাৎ মঙ্গল-প্রসূ হয় না। ভক্তিযোগী কর্ম্মিগণ মুমুক্ষু বুভুক্ষুদিগের ন্যায় সকামও নহেন বা অকামও নহেন। তাঁহারা দেহধর্ম্ম মনো-ধর্ম্ম, সমাজ কর্ম্ম, দেশকর্ম্ম প্রভৃতি যাব-তীয় কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণাগত থাকেন। বাহিরে দেহমনের পরতন্ত্র কর্ম্মিগণের কর্ম্মসাম্যে ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মগুলিও সমতুল্য দেখাইতে হইলেও সকাম ফলভোগেচ্ছু বা অকাম ত্যাগেচ্ছু কর্ম্মীগণের কর্ম্মে ও ভগবদ্ভক্তগণের কর্ম্মে আসমান-জমিন তফাৎ।

আমরা দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ যাবতীয় কর্ম্ম করি, সুতরাং আমাদিগের সকাম-মূলক কর্ম্ম। আর ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবদ্‌-ভজনোদ্দেশ্যে সেই একই প্রকারের কর্ম্ম করিলেও তাহা কর্ম্ম-নামে অভিহিত নহে, ভগবদ্ভক্তি বা সেবা নামে কথিত।

ভগবদ্ভজন বা সেবার অকর্ম্ম কুকর্ম্ম ও সুকর্ম্মের কোন অবান্তর উদ্দেশ্য না থাকায় তাঁহারা (ভক্তগণ) তীব্রভক্তি-যোগের দ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের সেবা করিয়া থাকেন।

জাগতিক কর্ম্মিসম্প্রদায় এসকল সেবা-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেই নিমিত্ত অনেক সময় সুকর্ম্ম করিতে যাইয়া অকর্ম্ম বিকর্ম্ম এমন কি, অপকর্ম্ম দ্বারা পর্য্যন্ত লজ্জিত হন।

জীবমাত্রকেই যখন কর্ম্ম লইয়া থাকিতেই হইবে, তখন শ্রৌতপন্থায় গুরূপদিষ্ট সুবিশুদ্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ যাহার ফল ভগবানে অর্পিত বলিয়া কর্ম্মবন্ধ-নাশক তাহা সুষ্ঠুরূপে জানিয়া হরিতোষক কর্ম্মী হওয়া ভাল। নতুবা পদে পদে পতনাশঙ্কা।

একখানি চিঠি

[কএকদিন পূর্ব্বে পরমভাগবত শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী সেবা ভূঁঞা মহাশয়ের মৈমনসিংহ জেলান্তর্গত কাওরাইদ-গ্রামে অবস্থান-কালীন তদীয় সঙ্গী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহাকে কএকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শ্রীপাদ সেবা ভূঞা মহাশয় শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়কে যে উত্তর প্রদান করেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম—নঃ প্রঃ সং]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাম মুক্তাগাছা ২৮।৫।৩৬

শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবু,

আপনার বৈষ্ণবোচিত স্বাভাবিক দৈন্যপরিপূর্ণ ১৮ই তারিখের একখানা কৃপালিপি পাইয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলাম। দৈন্য-সমুদ্রে আত্মা এতদ সম্যক স্নাত না হইলে কি আর নিজের ক্ষুদ্রত্ব, শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব এবং বৈষ্ণবের মহত্ত্ব অনুভব করা যায়? জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। আত্মা যখন ঔপাধিক বন্ধ হইতে মুক্ত হয়,

তখন শুদ্ধ ভগবদ্দাস্যে স্থিতি লাভ করে। তখনই এই বদ্ধদাস্যের স্বাভাবিক বৃত্তি—"আত্মেন্দ্রিয়োন্মুক্ত" প্রকাশ পায়। আপনি শ্রীশ্রীমদনমোহনের দাস বা সেবক, তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য নিজকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। সেই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত অভিনব মদনমোহনের কৃপা-কটাক্ষে ক্রীতদাসগণের নিজেদের ইন্দ্রিয়-চালনার অবকাশ কোথায়? যদি কুত্রাপি ঐরূপ ইন্দ্রিয়-তোষণের ব্যাপার দৃষ্ট হয়, তবে মদন-মদনের কৃপাকটাক্ষের পথে সে ব্যক্তি আদৌ পড়ে নাই। শ্রীশ্রীমদনমোহন সেবকগণ স্বীয় প্রভুর অধরামৃত ভুক্তাব-শেষকেই তাঁহাদের একমাত্র 'জীবাতু' জ্ঞান করেন। তাঁহারা সেই কাষ্ঠ-খণ্ড মহাপ্রসাদ সেবন ব্যতিরেকে আমিষ বা নিরামিষাদি ইতর জড়বস্তুতে স্পৃহা করেন না, যে হেতু নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলা কোন চেষ্টাই তাঁহাদের নাই।

'এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥'

এই উভয় ভাগবতই অধোক্ষজ বস্তু এবং একমাত্র শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেবেরই স্বপ্রকাশ। মাদৃশ বদ্ধজীবে অন্তর্যামী গুরুর সাক্ষাৎকার নাই বিধায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই মহান্ত গুরুরূপে আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহাবতার স্বীকার করত জীবোদ্ধার লীলা করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব মনোধর্ম্মের নির্দেশ-পালনকেই অবিদ্যার আবরণে চৈত্ত্যগুরুর আদেশ বা প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু মুক্তকুলগণই অন্তর্যামীর আদেশানুভবে একমাত্র সমর্থ। আপনি ভাগবত, তাই অন্তর্যামীর প্রেরণায় ভাগবতোত্তমকে জানিতে সমর্থ। কিন্তু বিষয়-বিষ্ঠাভোজী মাদৃশ নরাক—মনোধর্ম্মের দাস মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবতের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহার বিশেষ সংখ্যাও আমার নিকট আছেন, সম্পূর্ণ গ্রন্থ আমার নিকট নাই। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধোক্ষজ বস্তু—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহা কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত ও মায়িক বস্তু। অতএব শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত নিষ্কিঞ্চন মুক্তকুলের একমাত্র সেব্যবস্তু। সেই শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে আর অন্যান্য চতুর্বর্গের কল্প গঠন করত সমস্ত দেহাভিমান, রহিত পরমহংসমণ্ডলীর নিরুপাধিক অমল প্রেমের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে॥
শ্রীচৈতন্যভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে সে বুঝিবে ভক্তিসিন্ধু-তরঙ্গ॥'

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্য কখনও বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। তবে ভগবৎ-পদাশ্রিত সেবোন্মুখ জীবগণের ইন্দ্রিয়াদিতে তাহা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মঙ্গলকামী জীব সর্ব্বপ্রথমেই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মহান্ত গুরুরূপ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়া শ্রবণপুচ্ছাক্রমে গুরুসেবা করিতে করিতে দিব্যজ্ঞান-লাভে যখন সর্ব্বানর্থ-মুক্ত হয়, তখনই সেই ভাগবতোত্তম করুণা করিয়া শুদ্ধ সেবকের বিশুদ্ধ চিত্তদর্পণে নিগম-কল্পতরুর প্রপক্ক-ফল শ্রীমদ্ভাগবতের দর্শন লাভ করাইয়া দেন এবং সেই জীব সদ্গুরুর কৃপায় তাঁহার সেবা করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমধন-লাভে কৃত কৃতার্থ হন। ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের সাক্ষাৎকার বা সেবা-লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

কলিবৈরী বৈষ্ণবপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ যিনি সমস্ত জাগতিক নশ্বর-বন্ধন অনুপাদেয় অনুভব করিয়া পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী মহোদয়ের নিকট জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রদ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় অবগত হইবার জন্য পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিই শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতৃগণের অধিকার নির্ণয় করিবেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে আপনার কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে আমার পরমারাধ্যতম মহোপাস্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিবেদন করুন। তিনিই একমাত্র ভাগবতোত্তম এবং স্বরূপ-পরিচয়-প্রদানে সমর্থ তিনি ব্যতীত অন্য কে আছেন, জানি না, যেহেতু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, এই দোষচতুষ্টয়-যুক্ত ব্যক্তি চিদ্বস্তুর রহস্যোদ্ঘাটনে অক্ষম। মাদৃশ মহাপাপীকে আপনি কখনও ভাগবত-তত্ত্বে স্থাপন করিতে প্রয়াস করিলে তাহা কেবল আপনার মানদবৃদ্ধিরই পরিচয় দেওয়াতে প্রদান করিবে মাত্র।

আমি মৎসরধর্ম্মযুক্ত বদ্ধজীব মাত্র। আত্মবঞ্চনা করিয়া পরমার্থ-পথে নিজপদে অনুক্ষণ কুঠারাঘাত করিতেছি। এই প্রকার ব্যক্তি নিষ্কপটে আপনাকে সমস্ত কথা বলিতে অক্ষম। তথাপি আত্মীয় সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাস্য থাকিলে আমার পরম-করুণাময় শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে এইমাত্র ভিক্ষা। আপনি আমাকে যে, দিন আপনার সঙ্গে এই প্রকার গুরুসেবার সুযোগ দিবেন, সেই দিনই জানিব যে আপনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু।

সদ্গুরুর শ্রীচরণের অশুদ্ধ দাসগণ সকলেই জগজ্জীবকে আত্মধর্ম্মের সুধাস্বাদন দিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত আত্মধর্ম্মকথামৃত যাহা অপ্রাকৃত কর্ণপুটে পান করিয়া থাকেন, তাহাই আবার তাঁহাদের অপ্রাকৃত জিহ্বা দ্বারা মাদৃশ বদ্ধজীবের নিকট কীর্ত্তনমুখে বর্ষণ করেন। কারণ যিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে আদৌ শ্রবণ করেন নাই, কি প্রকারে কৃষ্ণকীর্ত্তনে তিনি অধিকার লাভ করিবেন? শ্রীযুত * * প্রভু পরদুঃখে কাতর, তিনি দয়া করিয়া আপনাকে যে সমস্ত নিত্যমঙ্গলময় শ্রীপ্রভুর সেবা-সুযোগ দিতেছেন, তৎসঙ্গপ্রসাদে আপনাতে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা বর্ষিত হইবেই হইবে।

মানুষ যতক্ষণ দেহধর্ম্মে আবদ্ধ থাকে এবং পশু বৎসর সেবায় সুখের লালসায় দুঃখ বরণ করে, ততক্ষণই সে অশান্তি অনুভব করে। কিন্তু আত্মস্থ ব্যক্তি যখন বিক্রীত পশুবৎ শ্রীগুরুদেবের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার আর প্রাণাচ্ছাদন-সংস্থানাদি ইতর তুচ্ছ চিন্তার অবকাশ থাকে না। আপনি পণ্ডিত, আপনাকে বিশেষ কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। আপনার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা—আপনি শ্রীশ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সমস্ত জড় চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করত অনুক্ষণ শ্রীগুরু-সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হউন।

"যেমন আমারে তুমে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেই আমি মাথায় বহিয়া॥"

আপনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অবস্থান করুন এবং তাঁহার কীর্ত্তিত হরিভজন-কথা শ্রবণ পূর্ব্বক জীবন ধন্য করুন। আমরাও আপনার পদরজঃ অঙ্গে মাখিয়া নিজকে ধন্য করিব। আমি আপনার নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, যাহার প্রভাবে নিজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আজ এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের শ্রীচরণ তারায় দাঁড়াইতে পারিলাম। আপনারই সেই দানের প্রতিদান স্বরূপ আমি সেই জগদ্বরেণ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের অনুসন্ধান বলিয়া দিলাম। আর সময় নাই। মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ, 'নরতনু ভজনের মূল' বটে, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর-দোষযুক্ত। আবার সদ্গুরুর পদাশ্রয় আরও অতি দুর্লভ। এবার শ্রীল প্রভুপাদ অনেক দিন পরে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহাকে কেহও কেহই চিনিতে পারে নাই। যাঁহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজনে পাগল হইয়াছেন। আপনি গৌরগোবিন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের ভজন করিয়া আপনার নিত্য গৌরগোবিন্দ-দাস নামের সার্থকতা করুন। সুকৃষ্ণ-সেবা-রত হইয়া

সকলেই মুক্ত হইবেন। আমরাও আপনার চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইব। আপনি আমার প্রাক্ সতীর্থ, তজ্জন্য আমরা একপথেরই যাত্রী তাই পরস্পর রাস্তায় অগ্রপশ্চাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন, কারণ, বালিশ সর্ব্বদাই শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপার অযোগ্য পাত্র। ইতি।

সজ্জন কিঙ্কর
শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী

জীবের কর্ত্তব্য

(কটকপ্রবাসিনী জনৈকা ছাত্রীর লিখিত)

আজ কালকার দিনে সকলেই 'বৈষ্ণব' বলিতেই ভয় পায়। তাহাদের বিশ্বাস,—মালা তিলকধারী গেরুয়া-কাপড়-পরা বৈরাগীমাত্রেই লোকের নিকট হইতে জাল জুয়াচুরি করিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া 'কিসে লোকের নিকট হইতে দুই পয়সা ঠকাইয়া আদায় করিতে পারি, এই চিন্তায় ও এই কলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সে রকম লোকের অভাব নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ নামে যে মঠটি আছে, সেখানে যে একবার গিয়াছে সেই বুঝিতে পারে যে এই কলিতেও সত্যই ভগবানের পার্ষদ বিষ্ণুর প্রকৃত ভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিতে এই চৈতন্য মঠের ও তাহার শাখা মঠ গুলির বৈষ্ণবরাই হচ্ছেন ঠিক লোক। তাঁহাদের আনুগত্যে হরিকথা শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, আমরা কি করিতেছি, ও মানুষের কি করা কর্ত্তব্য। আমরা দিবারাত্র নিজের সুখের চেষ্টায় মত্ত হইয়া আছি, নিজের ও পরিবারবর্গের ভোগ-বিলাসে চেষ্টা করিতেছি ও সেইটা যাহাতে আমাদের পূর্ণ মাত্রায় হয় তাহারই জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আমাদের যে এই তুচ্ছ ঐহিক-কায় ভোগ-বিলাস লইয়া জীবন কাটাইয়া দিলেই চলিবে না, আরও ভাল কাজ আছে, তাহা আমরা একবারও ভাবি না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই উচিত—সদ্গুরুদেবের পদাশ্রয় করা এবং তাঁহার নিকট তাঁহার আনুগত্যে হরি-কথা শ্রবণ করা ও মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহা জানা।

আমরা সকলেই ভগবানের দাস এবং তাঁহার সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা করাই আমাদের উচিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরুর সেবা করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে তাঁহাদের দেখিয়া আমাদেরও তাহা করা

সঙ্গ [illegible]

আমাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া [illegible] তুষ্টি, মনুষ্য জন্ম লাভ করে। মুলা কাটিয়া দেওয়া

[illegible] নয়। মানুষের জন্ম [illegible] পড়ে, তাহার কিছুই ঠিক নাই, অতএব সকল সময়েই মানুষের মরণের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। অনেকেই বলেন যে, 'বুড়া হই, তবে তো ভগবানের নাম করিব?' সেটা কিন্তু একেবারেই ভুল। যে ক'টা দিন জীবিত থাকা যায়, সেই ক'টা দিনই আমাদের হরিসেবা করা উচিত,—একটা মুহূর্ত্তও দেরি করা ঠিক নয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই সকল মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমাদের যিনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা মায়ার দাস হইয়া ফিরিতেছি. আমাদের সেই মায়ার গোলামি বা অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করাটাই প্রথম দরকার। অসৎ-সঙ্গ তাহাকে বলে,—যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না ও যে অন্যায়ভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে।

চৈতন্য হচ্ছেন নিত্যসত্য বস্তু, স্থায়ী বস্তু সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করাই হচ্ছে একমাত্র চিরস্থায়ি নিত্য সৎকার্য্য। যে ব্যক্তি সত্যসত্যই সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করেন তাঁহারই সঙ্গের নাম হচ্ছে 'সৎসঙ্গ' তাহা না করিলেই হয় 'অসৎসঙ্গ'। সাধুসঙ্গ করা বিশেষ দরকার। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে জীবের শুদ্ধভক্তিলাভ হয় এবং তখন মানুষ ভগবৎসেবোন্মুখ হয়। অতএব ভগবানের সেবা করিলেই জীবের নিত্য-কল্যাণ লাভ হয়।

হরিসেবা না করিলে জীবন বৃথাই গেল, মনে করা উচিত। অনেকে মনে করেন,—মঠে যাওয়া বা সাধুসঙ্গ করার অর্থ ত্যাগী বৈরাগী হওয়া কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নয়। সাধুরা বলেন,—তোমরা গৃহেই থাক, সমাজেই থাক আর বনেই থাক,যে কোন যায়গাতে থাকিয়াই হরিসেবা কর, অর্থাৎ যেরূপ ভাবে আছ, সেই রকমই থাক.—কেবল বুদ্ধির গতির মোড় বা মুখটা ফিরাইয়া দেও অর্থাৎ নিজের ভোগের জিনিষগুলি সবই ভগবানের ভোগে লাগাও। ভগবানের নিত্যদাস আমরা, সুতরাং তাঁহার উপর সম্পূর্ণনির্ভর করাই দরকার। বস্তুতঃ 'আমার' বলিতে কিছুই নাই, সবই ভগবানের অর্থাৎ তাঁহার জিনিষ তাঁহারই ভোগে লাগাইতে হইবে; তাঁহার ভোগ্য প্রসাদ-জ্ঞানে আমার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে। ফলতঃ মহাপ্রসাদ সেবা করিলেই জীবের নিত্যকল্যাণ হয়, কিন্তু সেই প্রসাদকে স্বয়ং ভগবদ্বস্তু মনে করিতে হইবে, 'ভোগ' জ্ঞান বুদ্ধি করিতে হইবে না অর্থাৎ সেব্য-বুদ্ধিতে মহাপ্রসাদ-সেবন করিতে হইবে।

[illegible] একাদশীব্রত পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের বলেন,—'বিধবা ছাড়া আর কাহাকেও একাদশী করিতে নাই এবং সধবাগণের একাদশী করা মহা-দোষ।' এইটা তাঁহাদের কুধারণা। সধবাগণও একাদশীব্রত পালন না করিলে যে মহা-পাপ হয়, তাহা তাঁহারা কেহ মানেন না বা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সাত্বত শাস্ত্রে আছে, একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করা মহাপাপ, সুতরাং সকলেরই একাদশী-ব্রত পালন করা উচিত। সেই একাদশীর দিন ভগবানের নাম করা সর্ব্বদা দরকার। অতএব শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবা করা এবং তাঁহাদের আনুগত্যেই হরিভজন করা কি স্ত্রী, কি পুরুষ,সকলেরই দরকার।

আমরা খুব বুদ্ধিমান্!

কোনও সময় কোন গৃহস্থের গৃহে তস্কর প্রবেশ করিয়া ভোজনপাত্রাদি অপ-হরণ করিয়া লইয়া যায়। সেই গৃহস্থ নিজকে অতিশয় চালাক ও বুদ্ধিমান মনে করিয়া পুনরায় পাত্রাদি সংগ্রহ না করিয়াই মাজ্জারের ন্যায় ভূমিতেই ভোজনপাত্র ঠিক করিয়া লইলেন। এইভাবে কিছু-দিন যায়। হঠাৎ বাজারে তৈজসপত্রাদির আমদানী দেখিয়া বাজারপ্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সাফল্য লাভও হইল। গৃহস্থটী গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু মণ্ডল ও প্রামাণিক গোচর। কাজেই অন্যান্য ব্যক্তিগণও ঐ বুদ্ধিমান মণ্ডল মহাশয়ের অনুসরণ করিলেন। তাহাতে উক্তবিধ কার্য্যের বিস্তার লাভ হওয়াতে বেশ একটা সম্প্রদায় বুদ্ধিমানের দল গঠিত হইল।

বলা বাহুল্য, এই বুদ্ধিমানের দল ক্রমে চাল চলনে, আচার বিহারে সভ্য-জনের বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পাত্রবিহীন ভোজন এবং হাট বাজার করার অভাবে আম মাংস বা দগ্ধ মাংসাদি দ্বারা উদর পূরণ প্রভৃতি সভ্য ও আর্য্য জন বিগর্হিত অসভ্য ও অনার্য্য জনোচিত অনাচারে প্রতিষ্ঠিত হইল। তবুও বুদ্ধিমান থাকিল।

চোরের সঙ্গে রাগ করিয়া মাটিতে ভোজন আর তৈজস জিনিষের আমদানী দেখিয়া বাজার বরকট, ইহাতে লোকসান কার? এই সকল ব্যক্তিকে কোন্ জাতীয় বুদ্ধিমান বলা হয়, তাহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই জানেন।

পুনরায় যাহাতে চুরি না হয় তাহার ব্যবস্থা করাও পাত্র ভোজন-পাত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পান-ভোজনাদির কার্য্য নির্ব্বাহ করা এবং বাজারে যাহাতে তৈজস পদার্থ দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় সেজন্য বাজার বয়কটের ব্রতী না [illegible] সভ্যজনোচিত ব্যবহার সংরক্ষণের অনুকূল বিধি ও বাস্তব বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আধুনিক সভ্যাভিমানী নব্যগণও দেখিতেছি তথা-কথিত বুদ্ধিমানের অনু-গমনই পছন্দ করিয়া বসিয়া আছেন। কোন দিন বা কোন কালে কোন সাধু-বেশধারী তস্কর তাহার অসাধুজনোচিত স্বভাবের কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া নিজের অসভ্যতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে এবং অদ্যাপি তথা-কথিত কতকগুলি অদৃষ্ট-দগ্ধ ব্যক্তি সেই আদর্শে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল-ভোগার্থে সমাজে ঘৃণিত হইতেছে বলিয়া আজও সেই ধুয়া ধরিয়া তাহার দোহাই দিয়া "আমরা সাধু সঙ্গ করিব না. সাধু জগতে নাই সবই ঠগ্ বাট্পাড়ের দল" বলিয়া থাকি।

কারণে। সাধু যদি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গ দান করিতে আসেন, তবুও কোন ছল চাতুরী পাতিয়া নানা অছিলায় সাধুর নিকট হইতে সট্কিয়া পড়ি। অবশ্য সাধু ছাড়িবার পাত্র নহেন, অগত্যা নাছোড়বান্দা হইয়া আমার ভাবী বিপদ জানিয়া আমার পিছনে পিছনে বহুদূর পর্য্যন্ত এমন কি, আমার গন্তব্যের শেষসীমা পর্য্যন্তও আসিয়া সঙ্গদান করিয়া থাকেন। কেন না, তাহাতেও যদি আমার অজ্ঞতাবশে ছুটি হইয়া সাধুর শ্রীঅঙ্গের বাতাসে আমার কিঞ্চিৎ অদৃষ্ট-লাভ হয়।

আমার অবিদ্যা জড়াভিনিবেশ জনিত মূর্খতা আমাকে বুঝিতে দেয় না যে, সাধু সঙ্গ বরকট করিলে আমি যে ক্রমে অন্যাভিলাষ-বশে তর্কপন্থার পথিক হইয়া নাস্তিকবাদাশ্রয়ে তন্দ্রা ও জাগ্রত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব।

আত্মমঙ্গলাভিলাষ থাকিলে সাধুসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া যাহাতে অসাধুগণ সাধুর বেশে যথেচ্ছাচারে দস্যুতস্কর বৃত্তি পরিচালনে প্রশ্রয় না পায় এবং অঘ বক পুতনা প্রলম্বাদির অনুসরণকারি সম্প্রদায় নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যবাদী সাধু-গণ হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে থাকিতে বাধ্য হয় তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করাই না বাস্তব বুদ্ধিমানের পরিচয়?

[illegible]হারের নোটিশ

কৃষ্ণনগর সবজজ আদালতের ৮ই আগষ্ট তারিখের নীলামের সম্বন্ধে নোটিশ—.

সবজজ আদালত

২৪নং দেং ১৯২৯

বিধুভূষণ দত্ত, সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ ডিঃ

হৃষীকেশ দাস দিং সাং পাঁচদাঁড়া থানা ত্রিহট্ট দেঃ

দাবী ৭৯৭।/৬

১। জেলা নদিয়া সবরেজষ্টারি মেহেরপুর থানা ত্রিহট্ট সামিল ২০নং মৌজা পাঁচদাঁড়া অন্তর্গত গ্রামে, বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরি দিং অধীনে বার্ষিক ৪৷৵৪ জমার মোকররি রায়তি স্বত্বের ৫৭নং খতিয়ানের ১-৬৪ একারভূমি মায় তদুপরি-স্থিত পাকা ইমারত আদি ও আকর আওলাৎ আদি মূল্য আং ১২০৲।

২। ঐ জেলা ও থানা ও মৌজা মধ্যে উক্ত বিভূতিভূষণ পালচৌধুরি দিং অধীন বার্ষিক ১১৶৬ টাকা জমার রায়ত স্থিতিবান স্বত্বের ৫৮নং খতিয়ান ভুক্ত ৪.২১ একারভূমি মায় আকর আওলাৎ আদি মূল্য আং ৫০৲।

৩। ঐ থানা জেলাদি সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ৩৷৶৮ টাকা জমার ৫৯নং খতিয়ানের ২২ শতক ভূমি মূল্য আং ১৫৲।

৪। ঐ থানা জেলাদির সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ৫৷৶৮ টাকার বায়াজ মোকররি জমার ৬১নং খতিয়ানের ২.১৭ একারভূমি মূল্য আং ৫৲। দেনাদারের ৷৷০ আনা অংশ।

৫। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় বাথালদাস মজুমদার দিং অধীন বার্ষিক ১৲ জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৭১৭ নং খতিয়ানের ১-০৪ একারভূমি মায় আকর আওলাৎ মূল্য আং ৮৲।

৬। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় [illegible] রায়ের অধীনের বার্ষিক ১৷৷৶০ টাকার জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব মায় আকর আওলাৎ খতিয়ান ৯৬২ পরিমাণ ১-১৪ একর মূল্য আং ১০৲।

৭। ঐ জেলা থানাদির সামিল পলাশীপাড়া গ্রামে বিভূতিভূষণ পালচৌধুরীর অধীনে বার্ষিক ১৷৶০ জমার রায়তি-স্থিতিবান স্বত্বের ৪৬নং খতিয়ানের .৪৬ শতকভূমি মূল্য আং ৪৲।

৮। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ৷৷১০ জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৪৮নং খতিয়ানের এবং তদধীন ৪৯ খতিয়ানের ১৪ শতকভূমি মূল্য আং ২৲।

৯। ঐ জেলা থানাদির সামিল ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীন বার্ষিক ১৮৶৭ টাকার জমার রায়তস্থিতিবান স্বত্বের ১০৮৩-১০৩৬ দাগের .৪০ একর-ভূমি মূল্য আং ২০৲।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িকী

গৌরনাগরীদল যোষিৎসঙ্গিসঙ্গী। গৌরকে যোষিৎসঙ্গী করিবার অবৈধ প্রয়াস যাহারা করে, তাহারা বিধির কঠিন নিয়তি বলে যোষিৎসঙ্গে চিত্তবৃত্তিকে কলুষিত করে। সঞ্জীবনী আজকাল ভদ্রমহিলাগণের নাট্যকাভিনয়ে বাধা দিতেছেন। রুচি কদর্য্য হইবে এবং সামাজিকতা বিপন্ন হইবে,—ইহাই তাঁহাদের বিচার। অপাত্রে দুঃসাহসিকতা সুফল প্রসব করে না, বলিয়া অনেকেই ভদ্রমহিলার অভিনয় সঙ্গত বোধ করেন না। সাধারণ ভদ্রসমাজ কলুষিত হইল আশঙ্কা করিয়া যখন সুশীল সামাজিকগণ আপত্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, তখন অসভ্রষ্ট অভিনয়কারিগণের মধ্যে কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে।

গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্তকদল লোকচক্ষে নৈতিক বলিয়া আত্মগরিমা করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা যদি আচার্য্যলীলা-প্রদর্শনকারী গৌরসুন্দরকে পরস্ত্রীর দর্শকরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাদের সিদ্ধান্তক্লিষ্টই প্রসার হইবে। গৌরনাগরীদলের কল্পিত কাঞ্চনমালা প্রভৃতির ঘৃণিত কল্পনা বৃন্দাবিদকলার রিটায়ার্ড মাষ্টারবাবুর স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে। তাহাতে তিনি তাঁহার নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে পারেন, তথাপি ভবিষ্যৎ বিচার তাঁহাকে বা তাঁহার দলকে কোথায় লইয়া চলিতেছে, তাহার বিচার কে করিবে?

সামাজিক রুচিপরগণ ভদ্রসমাজের মঙ্গলাশঙ্কায় ব্যস্ত। তাঁহারা ভালমন্দ বিচার না করিয়া গৌরনাগরী, আউল, বাউল জাতিগোসাঞীদলকে গৌরভক্ত বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বল নৈতিকজীবনপক্ষে পবিত্রজ্ঞানে তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু চিত্তাবাজ্যে যোষিৎসঙ্গের প্রশ্রয় দিতে গিয়া ভূতপূর্ব্ব মাষ্টার মহাশয়ের বিচার অসৎপথে চলিতেছে বলিয়া সহর নদীয়ার এক তাদৃশ গৌরভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে বাদ দিতে বসিয়াছে। গৌরনাগরীদল নিজে-নিজে বলেন,—তাঁহাদের বিচার বড় ভাল, তাঁহারা যোষিৎসঙ্গীর আদর করেন না। তবে গৌরসুন্দরকে মুখে উপাস্য বলিয়া তাঁহার অমল চরিত্র গুণের তুলনায় বোধাধোক্ষজে নবরসিককে 'গর্দ্দভ'-করিয়া নিজে স্বীয় পাপপঙ্কে নিমজ্জন কামনা করেন। ধন্য কলি! উদরাদি চেষ্টাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলন বাসনা কলিজনোচিত।

যোষিৎসঙ্গিসঙ্গী বলেন,—গৌরনাগরীদলে প্রবিষ্ট মহাজনগণ যে সংসার দ্বারা জিহ্বোপস্থপটু বিধান করেন তাহা সংসার উদ্ধারের জন্য। পরদারাদি হরণকার্য্য যদি হরিভজনোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে গৌরাঙ্গের কাঞ্চনলতা-দর্শন দোষাবহ নহে। গৌরনাগরীদলের মহাজনী করিতে গিয়া যদি স্মার্ত্তের পদাবলেহনে বৈষ্ণবের বিপ্রশ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তো বৈষ্ণবাপরাধ করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। পুরীপ্রবাসী নাম লইয়া পুরীষের গহ্বরাশ্রিত পরিচয় দেওয়া হইবে। ধন্য নদীয়া নাগরীর অনভিজ্ঞতা।

গৌরনাগরী কল্পনাধুক্ ধৃষ্টতা করিয়া বলেন,—আমার ব্রাহ্মণ-চর্ম্ম। বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে দ্বিজত্বের সম্ভাবনা নাই। ভক্তসাগর স্মৃতি যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি (অনভিজ্ঞ গৌরনাগরী) তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। তিনি ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তপদাবলেহী বলিয়া হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি মানেন না। দীক্ষাবিধান দ্বারা দ্বিজত্ব হয় না। পাপাচারী ব্রাহ্মণ হইতে বিপ্র চণ্ডজাতি হইলেই ব্রাহ্মণ-অধিকার পাইবে। বৈষ্ণবগণ দীক্ষাবিধানে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন না।

নাগরী-বিচারোন্মত্ত জনৈক সিদ্ধান্তক স্বীয় সূত্রগর্ভে মুর্শিদাবাদের শ্মশ্রুধ্বজ জনৈক অনভিজ্ঞ মৈত্রের ন্যায় বৈষ্ণবের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িবেন। কখনও বা কল্যাণ-কামনায় নিজ গুরুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিবেন। অবিমৃষ্যবিত বচনের সহিত অপরিচয় ক্রমেই তাহার গতিনির্ণয়ে আমাদের দুঃখ হয়। "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" স্মৃতি-বচন পালন করিতে গিয়া অনভিজ্ঞগণের স্থান কোথায় হইতেছে? "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতম্॥" প্রভৃতি বাক্যগুলি যদি বিপ্রব্রুব সিদ্ধান্তক দলে আলোচিত হয়, তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

"আমি গৌরাঙ্গের ভক্ত বা আমি গৃহস্থ বৈষ্ণব" একথা কেবল মুখে বলিলে কোন ফল হয় না। গৌরাঙ্গের ও গৌরভক্তগণের আচার মানিয়া চলিলে এবং তাঁহাদের বিচার অবলম্বন করিলে গৃহে থাকিয়াও হরিভজনের কোন বিঘ্ন হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থভক্তগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যে সকল আচার দেখাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ না করিলে আমরা গৃহস্থ না হইয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িব।

গৃহব্রত

স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া গৃহে বাস করিলেই গৃহব্রত বলে না। যাঁহাদের কৃষ্ণে মতি নাই, কেবলমাত্র বাহিরে লোক-দেখান মালা-তিলক গ্রহণ করেন এবং বিষয়-ভোগে প্রমত্ত—অর্থাৎ যাঁহাদের চক্ষু কামিনীর রূপে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়, স্ত্রীকে যাঁহারা সহধর্ম্মিণীরূপে বা কৃষ্ণদাসরূপে দর্শন না করিয়া ভোগের স্বরূপে দেখেন এবং যাঁহাদের কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, যথাক্রমে শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় ভোগে নিযুক্ত থাকে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে গৃহব্রত বলিয়াছেন। কারণ তাঁহারা অদান্তগো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া গৃহকেই ব্রত করিয়াছেন।

গৃহস্থ

এইরূপ কেবলমাত্র গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ বলে না। যাঁহার উপযুক্ত গৃহিণী বা সহধর্ম্মিণী আছে তিনিই গৃহস্থ। যিনি পুরুষার্থ সাধনের সহায়তা করেন, তিনি সহধর্ম্মিণী। যে ক্ষেত্রে সেরূপ আচরণ দেখা যায় না, বরং কৃষ্ণদাসের গুরুসেবার বিঘ্ন করেন সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে কামবর্দ্ধিনী রূপ দুঃসঙ্গ জানিয়া সত্বর সেরূপ ভজন-প্রতিকূল সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যদি অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না থাকেন, তবে গৃহব্রত হইয়া পড়িতে হইবে।

কুলীন গ্রামবাসীর প্রশ্ন

আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া গৃহস্থের বেশে হরিভজনের ঠাট বাট দেখাই কিন্তু কি করিলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হরিভজনটী শুদ্ধভাবে হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া নিষ্কপটে পরিপ্রশ্ন করি না। যদি কখনও কোন প্রশ্ন করার অভিনয় করি তাহাও কপটতাপূর্ণ অর্থাৎ আমি যাহা বুঝিয়াছি বা আমার মন যাহা চায় শ্রীগুরুদেব সেইপ্রকার উত্তর দান করুন। কিন্তু কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া তিন বৎসর তিন বার একই প্রকার পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন—

গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে?
শ্রীমুখে করুন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে॥

* * *

সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উত্তর

প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥

ইহা শুনিয়া সত্যরাজ খান প্রশ্ন করিলেন,—কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবসেবা কিপ্রকারে করিব? অতএব হে প্রভো! কৃপা করিয়া বলুন—বৈষ্ণব কে? তাঁহার সাধারণ লক্ষণ কি?

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ।

যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায় তিনি পূজ্য বৈষ্ণব ও অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, সিদ্ধান্তক প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনামোচ্চারণ করেন, তিনি মায়াবাদ দোষে দুষ্ট নহেন বলিয়া তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব।

প্রভু কহে,—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

এক কৃষ্ণনামের ফল

প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত নামাক্ষরের কথা বলেন নাই। যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত এরূপ সেবোন্মুখের জিহ্বায় স্বয়ং উচ্চারিত এক কৃষ্ণনামের কথা বলিয়াছেন। এই প্রকার শুদ্ধনাম একবার উচ্চারিত হইলেই তাহার ফলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমের উদয় হয়। সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ একবার শুদ্ধ কৃষ্ণনাম জিহ্বাস্পর্শ হইলেই অনুষঙ্গ-ফলে সংসার বাসনা ক্ষয় হয়, পাপকার্য্য, পাপবাসনা ও তাহার মূল অবিদ্যা ধ্বংস হয়। এইরূপ একবার শুদ্ধ কৃষ্ণনাম যে বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হয় তাঁহার ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম, নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি পুরশ্চরণের আবশ্যক হয় না এবং তিনি লোকদেখান দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় না করিলেও শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার দিব্য-

জানোদয় হইয়া নিরন্তর নাম গ্রহণের যোগ্যতা হয়। এই প্রকার নাম ভজন হইতেই নবধা ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি, পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥

মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম অর্থে যাহাতে কোন প্রকার ব্যবধান নাই। ব্যবধান দুই প্রকার। বর্ণ ব্যবধান ও তত্ত্ব ব্যবধান। বর্ণব্যবধান যথা "হঠিকরি" এই শব্দে 'ঠিক' কথাটী মধ্যে থাকায় বর্ণ ব্যবধান হইল, সুতরাং হঠিকরি বলিলে হরিনাম গ্রহণের ফল হইবে না। আবার প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা যেরূপ জল, আগুন, ডাল তরকারী, কলিকাতা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হয় সেইরূপ বহির্ম্মুখ ব্যক্তির ভোগোন্মুখী জিহ্বার দ্বারা যে "হরে কৃষ্ণ" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা নামাপরাধ বা দেখিতে নামাক্ষর সদৃশ মাত্র। তাহাকে ব্যবধানশূন্য কৃষ্ণনাম বলা যাইতে পারে না, কারণ তাদৃশ নামাক্ষর উচ্চারণকারীর অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বব্যবধান আছে। সেই সব তত্ত্বব্যবধান দূর করিতে হইলে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন-দ্বারা সাধুর নিকট দশবিধ নামাপরাধ জানিয়া লইয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান অর্থাৎ সাধুসেবা করিতে করিতে তাহা বর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, লহ কৃষ্ণ নাম॥

নিরন্তর নামগ্রহণের কদর্থ ও তাহার কুফল

শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন সুতরাং শ্রীনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। অর্থাৎ আমরা নিজে চেষ্টা করিয়া প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারি না। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবা করিলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন সেবোন্মুখ হয় তখন শ্রীনাম প্রভু কৃপা পূর্ব্বক সেবকের সেবোন্মুখী জিহ্বায় অবতীর্ণ হইয়া অনুক্ষণ শব্দব্রহ্মরূপে নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া নিরন্তর অর্থাৎ অনুক্ষণ শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, যাহা হয় তাহা নামাপরাধ মাত্র। কিন্তু আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে নিরন্তর (অনুক্ষণ) নাম গ্রহণের বিঘ্ন হইবে বা সেবা-কার্য্য করিলে কর্ম্ম হইবে ভাবিয়া সেবাকার্য্যবাদ দিয়া থাকি বা যদি কখনও কিছু কিছু করি তাহা বিরক্তির সহিত। ইহার ফলে অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকি মাত্র। তখন মায়াদেবী আমাদিগকে দণ্ড দিয়া শিক্ষা দিবার জন্য নানা প্রকার দেহরোগ আনিয়া দেন। সেই রোগকে ভগবানের অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারি না। তখন কেবল রোগের চিন্তা, ঔষধের চিন্তা, চিকিৎসকের চিন্তা, পথ্যের চিন্তা ইত্যাদি আসিয়া আমার কৃত্রিম নাম-রূপ-গুণ-লীলা-চিন্তার স্থান অধিকার করে এবং আমার কপটতা প্রকাশ পায় কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব এত বেশী যে, তাহাতেও সতর্ক হই না!

উত্তমাধিকারীর লক্ষণ

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেরূপ লৌহ সুবর্ণ হয় সেইরূপ মহাভাগবতকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘুচিয়া যায় ও তাহার শ্রীনাম-উচ্চারণের অধিকার হয়। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"। সেইরূপ মহাভাগবত সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন করেন।

"দীক্ষা কাহাকে বলে?"

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়জ্ঞান বা অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান লাভ হয়, এবং পাপের সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে পাপ-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

অতি ভাগ্যবান্ জনই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে সাধন ভজন করিতে করিতে, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া পাপবীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। তথাকথিত গুরুগণ—যাহারা নিজেরাই সদ্‌গুরু কাহাকে বলে, জানেন না, সদ্‌গুরুর দর্শন বা তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণত' অনেক দূরের কথা, কোন শাস্ত্র পর্য্যন্ত পড়েন নাই, অথবা আংশিক শাস্ত্র পাঠ করিলেও শাস্ত্রের উক্তির বিষয় বুঝেন নাই, অথবা ভোগলালসায় বুঝিলেও নিজে আদৌ শ্রীহরিভজন-তৎপর নহেন, অত্যন্ত বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত, এবং শিষ্যগণকে ফাঁকি দিয়া নিজের লৌকিক স্বার্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত ভণ্ডামিযুক্ত,—তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে কখনই দিব্যজ্ঞানলাভ ও হৃদয়ের অসৎপ্রবৃত্তি নাশ হইবে না। বরং এরূপ গুরুরূপধারী অগুরু বা লঘুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে শিষ্য ক্রমশঃ সেই লঘুর সঙ্গদোষে লঘুতর হইয়া যান,—

"অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।"

অর্থাৎ এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে যেমন উভয়েই মহা-বিপদগ্রস্ত হয়, সেইরূপ ইহাঁরা উভয়েই কঠিন ভোগরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া মহাযন্ত্রণা ভোগ করে। এই সব গুরুনামধারী অগুরুগণ হইতে পরমার্থঅন্বেষণকারী জনের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইহারা নিজেরাই অন্ধ, অপর অন্ধকে পথ কিরূপে দেখাইবে! ইহারা সাধারণতঃ লৌকিক ভোগপর অপস্বার্থ-সিদ্ধির লোভে বা স্নেহবশতঃ শিষ্য করিয়া থাকেন। তাই ইহাদিগের কবল হইতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে রক্ষাকরণ-মানসে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্নীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতা-শাপং
আপতেৎ॥"

অর্থাৎ স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভালবাসায় পড়িয়ে বা কোনরূপ লাভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্

অর্থাৎ যে গুরু স্বার্থনাশ-ভয়ে অন্যায়রূপে শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করেন, এবং যে শিষ্য সেই কদর্থ অন্যায়রূপে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত মহা নরকে বাস করেন। শাস্ত্র এইরূপ বহু স্থানে এই সমস্ত গুরু-নামধারী বিষয়-পিপাসু অগুরু হিরণ্যকশিপুর গ্রাস হইতে প্রহ্লাদান্জনকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণু স্মৃতি বলেন—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌-
গুরুর্ন হি।"

অর্থাৎ পরিচর্য্যা বা সেবা-প্রাপ্তির আশায় অথবা বহু শিষ্য করিয়া খ্যাতিলাভের আশায় যিনি শিষ্য করেন, তিনি গুরু ন'ন। তাঁহার নিকট হইতে কখনও দীক্ষা গ্রহণ করিবে না।"

বংশের [illegible]

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিময়)

এই সংসারে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর বংশের বাতির জন্য লালায়িত। আমাদের গৃহোপকরণ বা গৃহবাসী আত্মীয় স্বজন নামধারী ব্যক্তিবর্গের উপর আমরা এত আসক্ত যে, দেহান্তে সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তবু যেন আমার গৃহে অন্ততঃ একটা বাতি জ্বলে। আমার নামে নিত্যকালকে দীপান্বিতায় দেওয়ালি-পূজার বাতিটা দেওয়া হয়, সেই বন্দোবস্তের জন্য আমি আজীবন ঘোর পাগল!

যাহা আমি দেখিব না, আমার কোনপ্রকার ভোগে আসিবে না, শুধু একটা লোকপরম্পরায় গতানুগতিক পন্থায় অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহার আশায় মানব জীবনের সুদীর্ঘ সময়টা কাটাইয়া দেই। পুত্র পিণ্ডদান করিবে, সেই পুত্রের সুখের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা! পুত্রার্থে ভার্য্যা স্বীকার করিয়া যদি পুত্র না হয় অথবা তাহারা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, শুধু একবার নহে এইরূপ যদি বহুবারও ঘটে, তবুও আশা মিটে না! পুত্র পিণ্ডদান না করিলে আমার নরক হইবে, অর্থাৎ নরক হইতে ত্রাণলাভের নিমিত্ত নিজের কোন সাধন ভজনের প্রয়োজন বোধ করি না, পুত্রই নরক হইতে আমাকে উত্তোলন করিবার মালিক রূপে খাড়া হইবে,—এই ভরসায় সংসার করিতে থাকি। তার পর দেহান্তে সেই সকল পুত্রকর্ত্তৃক প্রদত্তপিণ্ড দ্বারা আমার নরকবাস ছুটি হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে কোন সুদৃঢ় নিশ্চয়তা নাই। কেবল অন্ধবিশ্বাস মাত্র। হায়রে মেয়েলি ধর্ম্ম!

অনেক পুত্র পিতার পিণ্ডদানের পূর্ব্বেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন, শেষে পিতাকেই পুত্র সাজিয়া পুত্রের পিণ্ড দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে পিণ্ডদাতা পিতা ও পুত্রের যোগ্যতা-বিচার হওয়া প্রয়োজন।

সেই পিতাই যোগ্য পিতা, যে পিতা পুত্রকে বাস্তব-পক্ষে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করিবার যোগ্যতা-দানে সচেষ্ট। যে পিতা স্বয়ং যোগ্যতা লাভ করিয়া পিতার পিতাকে পুন্নাম নরক ভোগ করিতে দেন নাই, তেমন পিতা ভিন্ন কেহই আপন আপন পুত্রকে, সেই যোগ্যতা-দানে সমর্থ হইতে পারেন না।

জগতের পিতৃমাতৃকুল যদি আজ যথার্থই নরক বিশ্বাস করিতেন ও তাহার পন্থা অবরোধ করিবার বাসনা রাখিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক পুত্র কন্যাকেই আশৈশব রামায়ণ মহাভারতাদি সদ্‌গ্রন্থাবলী পাঠে রুচি জন্মাইতেন। কচি কচি ছেলে মেয়েদিগের হাতে কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল ও নগ্ন ছবির বই দিয়া নিজেদের ও তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেন না। অবশ্য মেয়ে-

যের মধ্যে আত্মীয়ও দুর্ভাগ্যবশে যদি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে, তবে কোন কোন অতি-ভক্তিক তাঁহাকে ছুই এবং বাবা ধর্মপুস্তক পাঠের আদেশ করিয়া থাকেন। তাহাও আজকালকার সমাজে দূষিত হইতে চলিল!

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক পিতা মাতা আপন আপন পুত্রকন্যারই হরিভজনপ্রয়াসী হইয়া সদ্গুরু কৃপা-লাভের জন্য পিপাসিত না হন, সে পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ ও নরকদুঃখ (যাহা হরিভক্তগণ সমতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন) তাঁহাদিগকে নাগর-দোলায় দোলাইয়া কেবল ঘুরপাক খাওয়াইবে:

আপন আপন চেষ্টায় শতসহস্রগুণ চেষ্টিত থাকিলেও নরকভয় যাইবে না। শত শত পুত্র থাকিলেও সেইরূপ তথা-কথিত পিণ্ডাদি দ্বারা বাস্তবপক্ষে সংসারে গতাগতি বন্ধ হইবে না বা নরকপতনাশঙ্কাও বিদূরিত হইবে না। আমার রাবণের বংশের ন্যায় নির্ব্বংশ হইয়া স্বর্ণময় লঙ্কা-পুরীর ন্যায় বাস্তুভিটাহীনাবস্থায় অন্ধ তাহেও পূর্ণ হইতে পারে। বংশের বাতিটি অমুক আর সাবাই হউক, সে বাতিতে আমার পূর্ব্বগণের দুষ্টি কোনও সাহায্যই করিবে না, সে নিমিত্ত আমাকে পুনরায় সংসারান্ধকূপে নরকযন্ত্রণাটি ভোগ করি-বার জন্য পতিত হইতে হইবে।

মানবের নিত্যধর্ম্ম

(কটক-প্রবাসিনী জনৈকা ছাত্রীর লিখিত)

সংসারে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই গুরুপদ আশ্রয় করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া যাকে তাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয় যিনি নিজে সকল শাস্ত্রের সারার্থ জানেন ও ভগবদ্বিষয় আলোচনা করেন এবং যে কোন লোক তাঁর কাছে শ্রদ্ধালু হইয়া শুনিতে যায় তাকেই পরমার্থ বলেন ও বুঝাইয়া দেন, সেই রকম মহাপুরুষের কাছেই সর্ব্বস্ব লইয়া যাওয়া উচিত। ভগ-বানের বিষয় যিনি নিজে না জানেন তিনি অন্যকে কি করিয়া তাহা বুঝাইবেন? আমাদের বাঙ্গালা দেশের যে সকল কুল-গুরু আছেন, তাঁদের অনেকই নিজেরাও ভগবদ্বিষয়ের বিন্দুমাত্র জানেন না এবং যে সকল শিষ্য করেন, তাদেরকেও ভগ-বানের বিষয় কিছুই বুঝাইয়া দেন না। শাস্ত্রে—ভগবান্ যে কি বস্তু বা তাঁর সেবা করা জীবমাত্রেরই যে দরকার, তাহা শিষ্যের মঙ্গলকামী প্রত্যেক গুরুরই বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

ভগবানের সেবা অনেক প্রকারে করা যায়, প্রকৃত সাধুগুরুর নিকট শ্রদ্ধালু হইয়া প্রশ্ন করিলে, কি প্রকারে ভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া দেন পাঁচ বৎসরের বালক প্রহ্লাদ কি করিয়া ভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহা দৈত্য-বালকগণের প্রতি উপদেশচ্ছলে জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুসরণ করা মনুষ্যমাত্রেরই উচিত। জীবমাত্রই যে ভগবানের দাস— এইটি সকল সময় মনে রাখা দরকার।

ভগবান্‌কে মানুষ দেখিতে পায় না, তাঁহার কথা শুনিতে পায় না, তিনি যাহা বলেন, তাহা করিতে পারে না। সেই জন্য মহান্ত গুরুদেবকে ভগবানের অভিন্ন প্রিয়তম মনে করিয়া এবং তাঁহার সত্য-কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া কায়, মন, ও বাক্য দ্বারা তাঁহার উপদেশ পালন করা উচিত। 'আমরা নিজেরাই কর্ত্তা' এটা মনে করা একেবারেই ভুল। আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিসূত্রে সর্ব্বদাই একজন প্রধান চালক আছেন। তিনি সকলকেই তাঁর ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ বা পরামর্শ না শুনিয়া আমাদের মন এই জড়জগতে 'মায়িক সংসারের প্রলোভনে মত্ত হইয়া আমিই কর্ত্তা' এই কল্পনা করিয়া অসৎপথে যায়।

আমাদের শিক্ষা দিবার জন্য গৌরাঙ্গ মহা-প্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের প্রতি আমাদের কত টান থাকা কর্ত্তব্য এবং কৃষ্ণকে কি করিয়া আপনার মনে করিয়া ভালবাসা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কেহই তাঁহার কথা-অনুসারে কাজ করে না ও তাঁর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম পালন করেন না। সকলেই নিজের সুখ-ভোগ বাঞ্ছা লইয়াই ব্যস্ত। তাঁর কথা আর কে মনে করে?—কৃষ্ণের সুখ, কৃষ্ণের তৃপ্তি কিসে হয়, সে বিষয় আমরা ভুলেও একবার চিন্তা করি না!!

সাধুগুরুর আদেশ পালন করাই দর-কার, কিন্তু এখন যেরূপ গেটকা ওয়ালে, নাককা ওয়ালে রূপেয়াকা ওয়াস্তে সাধু-সন্ন্যাসীর বহু নকল দল হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে অনেকে প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া ভয়ে কেহই আর খাঁটি সাধুবৈষ্ণবের কথা শুনে না। কিন্তু খাঁটি সাধুবৈষ্ণবের কথা শুনিলে বা তাঁদের সঙ্গ করিলে জীবের সময় মাটি হয় না, বরং নিত্যমঙ্গল হয়। মুক্ত বৈষ্ণব বা সাধুরা হচ্ছেন ভগবানের পার্ষদ, তাঁহারা যে কথা বলেন, তাহা ভগবানেরই নিজের কথা। তাহা মন দিয়া একাগ্র হইয়া শুনিলে সেই চেতনময় বাক্যের অনেক বিষয় জানা যায় ও আমাদের অনেক স্থায়ী উপকার বা মঙ্গল হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন দিয়া আমরা তাহা কেহ শুনি না। মায়া-মুক্ত সাধুর মুখে হরিকথা বা মহাপ্রভুর চরিত কথা শুনিতে পারিলে আমাদের তাহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু আজকাল ফ্যাসান বা রীতি এই যে, কেহই হরিকথা শুনিতে চাহি না, কেবল গ্রাম্য বিষয়ের প্রজল্প ও গল্পগুজব শুনিতে সকলেই

শ্রীমহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন যে, কলিতে জীবের একমাত্র ধর্ম্মই হরিনাম; হরিনাম বিনা আর অন্য গতি নাই। কিন্তু সেই হরিনাম খাঁটি সাধুর নিকট না শুনিয়া অনিত্য জাগতিক পরিচয় মনের মধ্যে প্রবল রাখিয়া নিজে নিজেই করিলে শুদ্ধ নাম করা হবে না। শ্রীগুরু-দেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার কথা অনুসারে কায়মনোবাক্যে কাজ করিলে, তবে খাঁটি নাম করা হবে, হরিসেবা হবে। তিনি না বোলে দিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না, বা করিলেও তাহা ঠিক হয় না। শ্রীগুরুদেব ভগবানের নিজ-জন কিনা, তাই ভগবানের মনোবাঞ্ছাদি সব ঠিকমত জানিতে পারেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিলে বা তাঁহার কথামত সরল-মনে অর্থাৎ মনে মনে তাঁহার সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা না লইয়া কাজ করিলে তবে সেই কাজ ভগবানের প্রিয় কাজ হইবে। তাহা না করিয়া 'নিজেই খুব পণ্ডিত, নিজেই খুব জানি' ইহা মনে করিলে কিছুই হইবে না।

এই জগতে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে অনেকেই আসেন, কিন্তু পরকালের নিত্য বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই,—কেবল বৈষ্ণব বিনা। স্বার্থপ্রিয় জাগতিক বন্ধুরা কেহই ভগবৎ সেবা করিতে বলেন না বা করেন না, সকলেই নিজ নিজ সুখে মত্ত, ভগবৎসেবাই যে একমাত্র সর্ব্বপ্রধান কাজ বা সকল জীবের ভগবৎসেবা ভিন্ন যে আর অন্য গতি নাই, তাহা কেহই বোঝে না বা বুঝিবার চেষ্টা করেন না অথবা দশজন আত্মীয় স্বজনকে তাহা বুঝিবার সুযোগও দেন না।

সংসারে নিজেরা নিজের সুখ লইয়া ত' সকলেই ব্যস্ত। শেয়াল কুকুর বিড়ালাদি পশু, কাক শালিক পায়রা চড়ুই প্রভৃতি পাখী এবং পোকা মাকড় প্রভৃতি সকলেই দেহের সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা 'মানুষ'—তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান। কিসে শ্রেষ্ঠ, কিসে বুদ্ধিমান? না আমরা দেহের ও মনের সুখ ছেড়ে দিয়া ভগবানের যাহাতে সুখ হয়, সেইটা বুঝতে বা চেষ্টা করিতে পারি, পশু পাখী কীটাদি তাহা পারে না। কিন্তু আমরা মানবজন্ম লাভ করিয়াও যদি ভগবানের সুখ না খুঁজি, কেবল নিজেদের সুখের চেষ্টায় ঘুরি, তাহা হইলে আমরা ঐরকম জানোয়ারই থাকিলাম। সত্যসত্য 'মানুষ' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারি না।

প্রচার প্রসঙ্গ

কূর্ম্মাচল-সংবাদ

(নিজ-সংবাদদাতার পত্র)

কূর্ম্মাচলম্ ২৯।৭।২৯

শ্রীকূর্ম্মাচলের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের সকল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মন্দির পর্য্যবেক্ষণকারী শ্রীযুক্ত নরসিংহম্ পান্টালু মহাশয়কে দশদিনের ভিতর ঐ শুভকার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ স্বীয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের সন্তোষ বিধান এবং জগজ্জীবের নিকট চেতনময়ীবাণী প্রচার করিবার উদ্দেশে গৌরপাদপীঠস্বরূপ নিজের ভক্তিহৃদয়টী বাহিরে লোকলোচনের গোচরীভূত করি-লেন। গত মঙ্গলবার স্বামিজীমহারাজ এস্থান হইতে গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র সংবাদ

শ্রীবিনোদরামজিউর নবমন্দিরে বিজয়

নিজ সংবাদদাতার পত্র

থানেশ্বর, কর্ণাল

২৯।৭।২৯

গত ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই সোম-বার শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব দিবসে আজ প্রত্যুষে শ্রীমদ্বিনোদ-রামজি সেবকগণের কীর্ত্তনযাত্রিকের মধ্যে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শুভ বিজয় করিয়াছেন। অতিরিক্ত বারিপাত নিবন্ধন প্রথমতঃ অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পরে আকাশ একটু পরিষ্কার হইতেই নিকট এবং দূর-দূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র শ্রদ্ধাবান্ লোক আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক দণ্ডবন্নতি করিতে লাগিলেন। একটি বিশেষ আনন্দের কথা এই যে সেইদিন প্রচুর বারিধারার মধ্যেও নবনির্ম্মিত মন্দিরনির্ম্মাণকারী শ্রীমান্ বাবুরামজী সপরিবারে সকলের আসিবার পূর্ব্বেই অতি আবেগভরে শ্রীবিগ্রহের দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী মহাশয় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপর ধনি-দরিদ্র ও জাতি-কুল-নির্ব্বিশেষে উপস্থিত সকলকেই মহা-প্রসাদ মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়াছিল। সর্ব্বে-শ্বরেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবৈভব দর্শন করিয়া স্থানীয় লোকের আনন্দের ও উৎসাহের আর সীমা নাই।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ ......

২৭শে শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৬

সাম

লোকবিপ্র বিচারে দুর্ব্বাসার ন্যায় ভক্তজীবের প্রতি অত্যাচার বা তাদৃশবিচারে ঠাকুর নরোত্তমের প্রতি চর্ত্তাচরণ ঐতিহ্য বিশেষরূপে প্রমাণ করে। বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অভিজ্ঞতিহীন শ্রেণীবিশেষের ব্রাহ্মণ পরিচয় জীবকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চতুষ্পদ-প্রতিম করিয়া তুলে। অবৈষ্ণব বিপ্র-পুত্রিকাকামীকে শ্বপাকের ন্যায় অস্পৃশ্য-জ্ঞানে বৈষ্ণবগণ নিরীক্ষণ করিবেন না— এই যুক্তিবাক্যের অবহেলাক্রমেই নিরয়গামী অভিমানী জীবের অমঙ্গল হইতেছে। গৌর-নাগরী দল এইসকল কথা ভাল করিয়া আলোচনা করিলে নাগরী হইবার প্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরতা জানিতে পারিবেন।

সহর নবদ্বীপের গোরাচাঁদের আখড়ার মহান্ত গোরাচাঁদ দাস একদিন এক ভক্তি-বিরোধী গোক্রমপ্রবাসী বিপ্রক্রবের ক্রূরতামূলে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে আশীর্ব্বাদ-সম্ভাষণে লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাকে স্বীয় উদারতাক্রমে আশীর্ব্বাদ প্রতিসম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন। বিপ্রব্রুব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য নির্লজ্জ হইয়া প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, বৈষ্ণবদাসগণ সর্ব্বদা করুণাময় সুতরাং গৃহব্রত বিপ্রব্রুবের অকল্যাণ কামনা না করায় প্রত্যভিবাদনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বনাশ কামনা করেন নাই।

প্রকৃতিজন কয়েকটী সৌম্যবর্ষের জন্য বিপ্র-কুলে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধী হইতে হইবে এরূপ নহে। বৈষ্ণবাপরাধক্রমে নিরয়গমন অনিবার্য্য। ইহজীবনেও বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে করিতে বিষ্ণুবিদ্বেষ পর্য্যন্ত অপরাধ বৃদ্ধি লাভ করে। গৃহব্রত তামসিক মায়াবাদী বিপ্রক্রব বৈষ্ণবকে আশীর্ব্বাদ করিবার স্পর্দ্ধা জানাইলে উহা তাহার প্রলপিত বাক্যরূপেই পরিণত হয়। যেহেতু গৃহব্রতের আশীর্ব্বাদের ভরসা বৈষ্ণব কোন দিন করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদের বিপ্র-ক্রবের বল, ধন, বশঃ, শক্রজয় প্রভৃতি ফল-লাভ ঘটে। গৃহব্রতগণের ঐ সকল অভীপ্সিত আশীর্ব্বাদ বৈষ্ণবগণ মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন।

পাইলেই খাবার মুক্তি হয়।

যোষিৎসঙ্গ বিচারোদ্ভূত গৌরিকবসনের আদর করিতে গিয়া যে গুরুত্রুবাভিমানিগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবার স্পর্দ্ধা দেখায়, তাহা তাহাদেরই আদর পাইতে পারে। অগ্রদ্বীপবর্ত্তী কালনা ও পাঁচথুপীতে সকারিত হইলে, অভিবচনপ্রভাবে মূঢ় জীবকে অন্ধতামিস্র নরকে নিপাতিত করে। শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ হরিসেবোন্মুখ হইলেই তাঁহাদিগের চরমোন্নতি হয়। তখনই তাঁহারা বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মাশ্রিত হন। আর কপালদোষে ভক্তিবিরোধি-স্মার্ত্তকে বৈষ্ণব জ্ঞানে গুরু বলিয়া মনে করিলে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান হয়।

স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন [illegible] বা ত্রিদণ্ডীকে [illegible] কতার চরম সীমায় [illegible] হইয়া আশীর্ব্বাদ করেন তাঁহাকে [illegible] স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে হয়। একাদিবস অনশনে ব্রত যাপন করিয়া ত্রিদণ্ডিচরণে অপরাধ ক্ষমা করাইতে হয়। পাঁচথুপি-দল ও কালনা-দল অনেক সময় অপরাধের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে নরক প্রতীক্ষা করেন।

বনওয়ারি লাল সিংহ মহোদয়ের আবকাধস্তনগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। পাঁচথুপির তদাশ্রিত বিপ্রবর্গ তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মানে আভবাদন করিতেন। মাথা খারাপ হইলে অহঙ্কার-মদোন্মত্ত অধস্তনগণ বৈষ্ণবমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিষয়মদে ডুবিয়া যায়। তখন বৈষ্ণবের গুরু হইবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণব নিন্দার আশ্রয় গ্রহণ করে। কুবিজাব-বিপ্রবর্গের অধস্তনগণ যদি শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণকমলে প্রণত না হয় তাহা হইলে তাহারা যতই আচার্য্য-শিষ্য অভিমান করুক না, অভক্তিমার্গেই নরকাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণবপাদপদ্মে ব্রাহ্মণতা নাই প্রভৃতি বলিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। অজ্ঞান-ফলে তাহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য।

মানুষ-মাত্রের অধিকার

জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি। ভক্তি ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন বৃত্তি নাই। জীবাত্মায় যে সচ্চিদানন্দ শক্তি-বিচিত্রতা অণুস্বভাবে নিত্য পরিলক্ষিত হয়, উহার পরিচয়ে ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতি সেই ভক্তি বা সেবা করিয়া থাকেন। পরমাত্মা-ভক্তি নিত্যা। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ নিত্য, জীবাত্মা তদ্রূপ নিত্য। অন্যান্য বৃত্তিতে ভক্তি মিশ্র-ভাবাপন্ন হন। ভক্তি ব্যতীত আর, দুই প্রকার বৃত্তি আত্মার আরোপিত হইতে দেখা যায়। তাহা অচিৎপ্রতীতি-মূলক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বৃত্তিমাত্র। সূক্ষ্ম উপাধিতে বিষয়-কর্ম্ম জ্ঞানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানে লীন হইবে জ্ঞাতার জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক ধারণা বিলুপ্ত হয়। এজন্য উপাধিদ্বয়ের ভোগ বা উপাধিদ্বয়ের বিনাশরূপ ত্যাগে ভক্তি নাই।

সৃষ্টির বিভিন্ন বিচিত্রতায় নানাপ্রকার জীব নানা দেশে উপস্থিত হইলেও মানবের অপরাপর জীব হইতে একটু স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। সেই স্বতন্ত্রতাটি অন্য কিছুই নহে, আত্মোপলব্ধির জন্য ভক্তিমূলা বৃত্তি। ভক্তিমূলা বৃত্তি নিরুপাধিকা। তাহা অভ্যাগত মাত্র নহে। মানবেরই ভক্তিতে একমাত্র অধিকার। ইহা শাস্ত্রে নানা স্থানে পরিকীর্ত্তিত আছে। অপর প্রাণীতে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। পশুকে নানাবিধ বাহ্য সংস্কার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অনেক স্থলে সে তাহা নিজে মনোমধ্যে সকলসময় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। মানব বাক্যের যোগেই অন্যান্য কথনশীল মানবের নিকট হইতে জ্ঞেয় সত্তা লাভ করিতে সমর্থ হন। নরমাত্রই অপর নরকে স্বীয় চিদ্বৃত্তির সাহায্যে চিৎ ও অচিৎ সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য পশুদিগের নিকট অথবা অন্য সজীব বৃক্ষাদির সহিত নিজ চেতনের ভাব আদান প্রদান করিতে পারেন না।

মানব স্বীয় অর্জ্জিত জ্ঞান অপর মানবকে প্রদান করিতে সমর্থ, আবার সেই মানবই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সমাধিলব্ধ অধোক্ষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া প্রদান করিতে পারেন। অক্ষজজ্ঞান পূর্ব্বে থাকে না—অক্ষের সাহায্যেই তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সমাধিলব্ধ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত সত্যজ্ঞানে মনুষ্য নিজ চেষ্টা দ্বারা উপনীত হইতে পারেন না। উপনিষৎ বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" ভাগবত বলেন, অক্ষজজ্ঞানবিশিষ্ট মানব অধোক্ষজের সেবা-বিশিষ্ট হইলেই তাঁহার অনর্থের নাশ ঘটে। অনর্থ থাকা কাল পর্য্যন্ত নিত্যার্থ বা পরমার্থরূপ অধোক্ষজ বস্তু বিষয়ক নিরস্ত কুহক-জ্ঞান হয় না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ চারিটী আপেক্ষিক তাৎকালিক অবস্থা-মাত্র। তাহাদের কোনটীরই নিত্যতা নাই। বস্তুবুদ্ধির পরিবর্ত্তনই মুক্তির লক্ষ্য বিষয়। ঐগুলি অথবাই জীবের নিত্য-কালের সঙ্গী নহে। ভক্তিই জীবের সার্ব্ব-কালিকী বৃত্তি। ভক্তিই উপায় ও উপেয়। অনর্থনিচারিণী ভক্তির বলেই জীবের নিত্য-স্বরূপ উদিত হয়। ভক্তির অভাবেই উপাধিদ্বয়ের চেষ্টাগুলি নিত্য স্বরূপ আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে পরিশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

জীব কায়মনোবাক্য দ্বারা চেষ্টাবিশিষ্ট হ'ন। বাক্যই কায়মনের গুরুরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। সাধুসঙ্গ হইতেই কীর্ত্তন, শ্রবণরূপে জীবের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে হৃদ্গত ভাব জিহ্বা ও ওষ্ঠে স্পন্দিত হয়। এই চেতনের বৃত্তি কায়মনোবাক্যের পথে বিচরণ করিতে থাকে। যে কালে বাক্য স্থূল ও সূক্ষ্ম মনোবিষয়ক, সেই কালে তাহা খণ্ডকালের আগমাপায়িরূপে জীবের উপাধিতেই অস্মিতা স্থাপন করে। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা হইতেই কায়-মন যুক্ত হয়। তখন শব্দব্রহ্মের আবাহন-কারী জীব নিজস্বরূপ উপলব্ধি করেন। বিষ্ণুবস্তুর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভাবে জীবের স্বরূপে বৈষ্ণবদর্শন-লাভ ঘটে।

নরমাত্রেই যখন ভক্তির অধিকারী, তখন আমরা পাত্রনির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা আছে, জানি। মানব অক্ষজজ্ঞানে যে বর্ণবিভাগ বুঝিয়া থাকেন, তাহা প্রাকৃতিক গুণ হইতে জাত। কর্ম্মভূমিতে বিচরণ-কালে গুণ বা বৃত্তই বর্ণবিভাগের প্রধান উপকরণ হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগ-ক্রমে জাত বর্ণ ভক্তির বাধা দিতে পারে না। মানব বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও ভক্তিতে অবস্থিত থাকিতে পারেন, আবার বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াও বিষ্ণুসেবার উদ্দেশে অগ্রগামী হইতে পারেন। যে কালে মানব বিষ্ণুসেবা করেন, সে কালে বৃত্তবিভাগ মাত্রে অবস্থিত মানবের ন্যায় তাঁহাকে যমোপালয় যমঘারে নীত হইতে হয় না, কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, বা ব্রহ্মেতে নির্ভিন্ন হইতে হয় না।

বর্ণাশ্রমাবস্থিত মানব বৈষ্ণব-পরম-হংসকে বর্ণাশ্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হন মাত্র। এজন্য শাস্ত্র বলেন,—চ্যুত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ চ্যুতগোত্রাভিমান হইতে বিজত্ব লাভ করেন, সেই প্রকার অচ্যুতগোত্র সম্বন্ধীয় মানব দিব্যজ্ঞান-লাভের বিধানানুসারে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হ'ন। দ্বিজ শব্দে দ্বিতীয় জন্মলাভকারী অর্থাৎ শুদ্ধ-সংস্কার মানব। দীক্ষাবিধানক্রমে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার হইয়া যায়। বৈষ্ণব কখনই অসংস্কৃত থাকেন না। অদীক্ষিত মানব, দীক্ষাভাবক্রমে যে সংস্কার লাভ হয়, তাহা স্বীয় প্রাক্তন দুষ্কৃতিক্রমে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই ব্যাজ স্পষ্টভাবে

লিখিয়াছেন যে, "দীক্ষাবিধানের বিরুদ্ধং জায়তে নৃণাং" যেস্থলে দীক্ষাবিধিতে সংস্কার নাই ও পাপ বর্ত্তমান থাকে, সে স্থলে যথার্থ দীক্ষাবিধানের অভাব আছে, জানিতে হইবে। দীক্ষাবিধান স্বীকার না করিয়া কলিকালে যে মন্ত্রোপদেশক দীক্ষা বলা হইতেছে, তদ্দ্বারা দীক্ষিত ভক্তকেও পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্ত্তে পাপময় শূদ্রাদি বলিয়া অবজ্ঞা করা হইতেছে। যাহারা এইরূপ অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা নিজেরা দীক্ষিত নহেন এবং তাঁহাদের ভক্তি নাই—তাঁহারা অভক্ত। কর্ম্মী বা [illegible] না।

যে সকল ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হয় নাই, তাঁহারাই অনাত্মবুদ্ধি প্রবল করিয়া পূজ্য-বিগ্রহে সাধারণ দ্রব্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে শৌক্রজন্মবুদ্ধি, প্রসাদাদিতে অন্যের অন্ন দ্রব্যের ন্যায় ভোগ্যদ্রব্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল বুদ্ধি তাঁহাদের অভক্তির নিদর্শন। দিব্যজ্ঞানের অভাব বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান থাকে। প্রাকৃতবুদ্ধিবলে তাহারা বৈষ্ণবকে গুণকর্ম্ম-বিভাগদৃষ্টিতে কর্ম্মী জ্ঞানী মনে করেন। এতদ্রূপ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ভক্তিচ্যুত হইয়া অচ্যুত-সেবার পরিবর্ত্তে চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুলজাত অভিমান করে। নশ্বর জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করিতে করিতে তাঁহারা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব গুরুকে গোখরের ন্যায় বুদ্ধিবলে চিদৈশ্বর্য্যের অনধিকারী জানেন। মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্গতি নাই। উদরের লোভ, লোকবিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা আশা প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমাজ হইতে গৃহব্রতের সমাজে টানিয়া লইয়া যায়। নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নরকুলের বিশেষত্ব ভক্তি হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। বৈষ্ণবাপরাধীর ভোগ মোক্ষ হইতে কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই।

আমার বৈষ্ণবতার পরিমাণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কিছু দিন পূর্ব্বে মনে করিতাম,—আমি অন্ততঃ একটু ভালরকমের বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছি। তিনবেলা স্নান, আহ্নিক, নামজপ, ঠাকুরসেবা, ঘণ্টানাড়া, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উষঃকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি, সায়াহ্নে সন্ধ্যারতি, কীর্ত্তন! ওঃ কি ভজনের ঠাট। আমার জাঁকি জাঁকি দেখিয়া শুনিয়া লোকের চোখে চটক লাগিয়াছে। সকলেই নির্ব্বিবাদে আপোষে আমার বাহ্যাচরণীয় প্রাপ্য বকসিস প্রতিষ্ঠাদি দান করেন! আমিও জানি, বেশ বাবা! ইঁহারা বেশ ভাল লোক, যেহেতু আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে না। সুতরাং তুয়ষ্টি তুষ্ট তাময়ষ্টি তুষ্ট নহিলে অবজ্ঞানেই শ্রেয়ঃ। তখন মনে করিতাম—আমিই সংসারে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, যেহেতু সাধু হইতে পারিয়াছি যাঁহারা আমাকে সম্মান করেন তাঁহারাও কিছু কিছু বুদ্ধিমান। দুনিয়ার বাদ বাকি সব লোকগুলিই বোকা, যেহেতু আমার সমান ভজন ত' তাহারা করে না।

দেখিতে দেখিতে যাহারা আমাকে খুব প্রশংসা করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই দল লোকই ঠাকুর ঘরের গহনা চুরির কার্য্য খুঁজিয়া, একদল সদর দরজায়, অন্য দল পায়খানার ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। এতদিন পরে বুঝিলাম—ইঁহারা কে? শুধু বুঝিলাম না, একেবারে হতাশ হইলাম।

অমনি হতাশের আশা, ভয়ের অভয়, শোকের অশোক, মরণের অমৃতপ্রদাতা শ্রীবৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয় ১ম খণ্ডের একাদশ সংখ্যা অযাচিতভাবে আমার নিকট উপস্থিত। ভাবিলাম,—এ আবার কি রকম পত্রিকা? ইতঃপূর্ব্বে প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ আমি বৈষ্ণব পত্রিকা-নামধারী অর্দ্ধাংশ পত্রিকারই গ্রাহক প্রবন্ধাদি রচিয়াছি। তাহাতে সাময়িক সংবাদ ও পাঠ করিতেও আমি যে একেবারে অন্যমনস্ক তাহা নহি। কিন্তু দেখিলাম—কাহারও কথার সহিত কাহারও কথার মিল নাই। এমনকি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার সহিত পরবর্ত্তী সংখ্যারই অমিল। শুধু তাহাই নহে, যে যাহা লিখিয়া পাঠাইতেন তাহাই অবিচারে তাঁহার পারিপাট্যের প্রতি নজর রাখিয়া প্রকাশিত হইত।

তাই মনে করিবার অবসর পাইয়া ভাবিতেছিলাম,—এই গৌড়ীয়ও বোধ হয় সেমন ধরণের একটা কিছু। যাহা হউক, হাতে পাইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকিলাম। হঠাৎ দশম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—"কে চোর?" দেখিয়া একটু সাধ হইল,—পড়ি না কেন? পড়িলাম তো বটে, কিন্তু বুঝিলাম কি? বুঝিলাম,—এতদিন আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়া যাহারা স্বার্থ দোহন করিতেছেন ইহারাই তাঁহারা। এরূপ গল্প পাঠ করিয়া বেশ মজাই পাইলাম। তার কালবিলম্ব না করিয়া গ্রাহক হইলাম। গ্রাহক হইয়া অল্পায় পত্রিকাগুলি পাঠ হইতে ধীরে ধীরে অবসর লইলাম আর গৌড়ীয়ই মনোযোগ-সহকারে পড়িতে থাকিলাম। মনে হইতে লাগিল—এমন নির্ভীক খাঁটি কথা, এতদিনের কথা জীবনে আর কোথাও শুনি নাই। এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিজের বৈষ্ণবতার পরিমাণটাও মাপিয়া লইবার বেশ একটা সুযোগ উপস্থিত হইল।

ভাবিতেছিলাম মানব-জীবনের সার্থকতা যে 'ঐ চোর যায় ঐ চোর যায়' খাঁটি বলিয়া ভক্তদিগের ঘাড়ে বোঝ চাপাইয়াই নিজের ভক্তমের বৈকুণ্ঠ দিয়াই খালাস পাইলাম, এখন বাকি দিন কয়টি ঐ বাস্তব সাধুদিগের সত্যভাষণ শ্রবণ করিয়া একটু খাঁটি মানুষ হইতে পারি কিনা দেখি। তাহাই বা হইল কোথায়? এক আধটুকু পুণ্য বা নীতিবল থাকিলেই যদি সাধুসঙ্গ লাভ হইত তাহা হইলে জগতে কত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যবান নীতিমান ব্যক্তি ভবঘুরে হইয়া ঘুরিত না।

অবশ্য ভাবের ঘরে চুরি করিয়া কপটতা অবলম্বনে কাগজে-কলমে, কথায়-বার্ত্তায়, কোনদিকেই অ-খাঁটি নহি, কিন্তু নিজের বুকে নিজে হাত দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণপানে তাকাইয়া যদি বলিতে হয়,তাহা হইলে আমি চিরন্তন অভ্যাসবশে অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত, বাসনার দাস, কামিনী-কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠার ভিখারী জঘন্য মানবাধম ছাড়া আর কিছুই নহি।

আমি চাই আমার শান্তি, আমার মনের শান্তি, ইন্দ্রিয়ের শান্তি আমার সাধুসঙ্গের পিপাসা শুধু আমার শান্তির নিমিত্ত। আমার বৈষ্ণব সেবার ছল না—আমারই শান্তির জন্য, আমার প্রবন্ধাদি লিখা শুধু আমারই শান্তির নিমিত্ত। হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবার জন্য তাঁহাদের সুখের জন্য, আমি কিছুই করিতে চাই না বা করি না। আমি চাই আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের শান্তি। স্বার্থগতি শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবের সুখ আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় নাই! আর হইবে কি না তাহাও জানি না।

আমার অভাভিলাষ আমার মাথায় এমন একটা কপটতার প্যাঁচ আঁটিয়া দিয়াছে, যে নিমিত্ত অশান্তিময়ী অনিত্য শান্তি খুঁজিবার জন্য আমাকে ভবঘুরে হইয়া শেষকালে শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার ন্যায় শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেহমনের শান্তির ভিখারী হইয়াছি।

কেন? একদিন 'আমি যে বৈষ্ণব' এরূপ নারকী বুদ্ধি ছিল, তার পর বৈষ্ণবের কৃপায় সে জঘন্য মানিকটা রূপান্তরও ঘটিল বটে, কিন্তু এখন তো বৈষ্ণবের দাস্য করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, তবুও কেন মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত সহজিয়ার বুক উঁকি ঝুঁকি মারিয়া নানা প্রকার ভক্তি ও ভগবানের বিচিত্রতা বর্দ্ধনে সচেষ্ট রহিয়াছে? তাহা হইলে আমি যে বৈষ্ণব—এ দুর্ব্বুদ্ধি ছিন্নপাটী এখনও আমার পিছু ত্যাগ করে নাই! আবার সময় সময় 'আমি অবৈষ্ণব' এরূপ অনুকূল বিরুদ্ধ অভিমানও দেখা যায়, সুতরাং, আমি বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব, এই দুইটাই জীবের নিজস্বরূপতা-বস্থার ঐকান্তিক প্রমাণ নয়। কোনটারই ভিত্তি নাই। জীবমাত্রেই শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবকাভিমানী স্ব-স্বরূপের অভিব্যক্তি। আমি ঠিক তাহার বিপরীত বুদ্ধিসম্পন্ন।

আমি যখন বৈষ্ণবাভিমানী থাকি, তখন আমি কত বড় (?), তাহার পরিমাণ করিতে পারি না। আবার যখন আমি অবৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করি তখনও আমি আমার কোন পরিমাণ করিতে পারি না।

আমার প্রধান দোষ—আমার নিজের কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি নিজেকে নিজে টানিয়া বাড়াইতে চেষ্টা করি, যাহাতে অশেষ দোষরাশি ঢাকিয়া যাইতে পারে। আমার দোষগুলি ধরা পড়িবে বলিয়াই অশেষগুণের খনি বৈষ্ণব-ঠাকুরদিগের সঙ্গ করিতে চাই না। কি জানি—শেষে গুমর ফাঁক হইয়া বৈষ্ণব-ঠাকুরদিগের নিকট গুণবান পরিচয়ে যে টুকু সম্মান পাইয়া আসিতেছি, সেই টুকুও যদি ছুটিয়া যায়। তাহা হইলে হয় ত আমাকে আর কেহ চিনিবেই না! অবশ্য বৈষ্ণবঠাকুরগণের স্মরণপথে আসিবার জন্য প্রত্যেক আত্ম-মঙ্গল-কামীর কামনা থাকা প্রয়োজন। তথাপি অভিমানের ডালা লইয়া বৈষ্ণবঠাকুরদিগের নিকট উপস্থিত হই কেন? আর কবে আত্ম-বঞ্চনার সাধ মিটিবে। আত্মবঞ্চনার সাধ না ঘুচিলে আমার বৈষ্ণবতার পরিমাণ ত' বুঝিব না!

জীব তত্ত্ব

(পরবিদ্যা-পীঠের জনৈক ছাত্র-লিখিত)

অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের তিনটী শক্তি প্রধান বলিয়া বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন শক্তি তিনটী যথা,—স্বরূপশক্তি, তটস্থা-শক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠ জগৎ, তটস্থা শক্তি দ্বারা মায়িক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়িক ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণাত্মক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিন ক্রিয়া নাই, কেবলমাত্র শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধস্থিতিই রহিয়াছে, তাহাই বৈকুণ্ঠ জগৎ, সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সহিত শুদ্ধ-জীবগণ নিত্যকাল বাস করেন। অশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের সেখানে গমনের অধিকার নাই। আর যেখানে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ, এই তিনের প্রকোপ আছে, তাহা মায়িক জগৎ।

বৈকুণ্ঠ বা চিৎ জগৎ এবং মায়িক জগতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণ্ঠ জগতের সমস্তই নিত্য উপাদেয়, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং জন্ম ও প্রলয়-রহিত আর মায়িক জগতের সমস্তই জন্মাদের নিয়মাধীন, অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল এবং জন্ম ও প্রলয়ের অধীন।

এই উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তি স্থানে জীবজগৎ। জীবজগৎ ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি হইতে প্রকটিত। নদীর তট যেরূপ জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ জীবজগৎ, বৈকুণ্ঠ জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত। এই জন্যই শ্রীভগবানের যে শক্তিদ্বারা জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাকে তটস্থাশক্তি বলিয়া বেদ আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি
তদ্গুণৈঃ ন যুজ্যতে।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রকৃতি বা মায়ার আশ্রয়। তিনি এই মায়িক জগতে আসিয়াও মায়িক গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের দ্বারা বশীভূত হন না—ইহাই তাঁহার ভগবত্তা। আর জীব এই মায়িক জগতে আসিয়া ঐ সকল মায়িক গুণের দ্বারা বশীভূত হইয়া যায়। ইহাই জীবের বিশেষত্ব। এই মায়াবদ্ধ জীব পূর্ব্বোক্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে সুখে রাখিবার জন্য তদনুযায়ী কর্ম্মসকল করিতে থাকে। স্থূল দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত জন ও বস্তু সকলকে 'আমার' বুদ্ধি করে এবং দেহের সহিত অসম্পর্কিত জন ও বস্তুসকলকে 'পর' বুদ্ধি করে। স্থূলদেহকে সুখে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ভোগ-সুখের আবাহন করিয়া থাকে। এই প্রকার বদ্ধজীবের ভজনীয় বস্তু—ভুক্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ।

ধর্ম্ম—অর্থাৎ পুণ্য, ইহা পরকালের সুখলাভের জন্য কৃত হয়। পরজন্মে স্বর্গে দেহসুখ-ভোগাদি করিবার আশায় পুণ্য-কর্ম্মাদি, যথা—পুষ্করিণী খনন, পথনির্ম্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগিশুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বিপন্নকে আশ্রয়দান, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্য দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ করিয়া থাকে।

অর্থ—অর্থাৎ ইহজগতে থাকা সময়ে যদ্দ্বারা দেহসুখভোগের সামগ্রীসকল সংগ্রহ করা যায়। অর্থ-সংগ্রহের জন্য বদ্ধজীবগণ দিবারাত্রি পর্য্যন্ত মহা-পরিশ্রম করিয়া থাকে।

কাম—অর্থাৎ বাসনা, উহার চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, যথা—পুত্র বা কন্যালাভ, সুন্দর-কামিনীলাভ, বললাভ, মান ও প্রতিষ্ঠা-লাভ প্রভৃতির নিমিত্ত ঐ বদ্ধজীবগণ আধিকারিক বহুসংখ্যক দেব দেবীর পূজা করিয়া বা নিজচেষ্টায় কামনাতে ব্রত করে।

এই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্মপথের পথিক। তাঁহাদের সূক্ষ্ম-দর্শন নাই। মায়া অবিদ্যা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন জীব সূক্ষ্ম-দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করতঃ "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" অর্থাৎ 'ত্যাগ হইলেই শান্তি লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নয়", এই বুদ্ধিকে কঠোর বৈরাগ্য-সংযম ব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্থবর্গ মোক্ষের উপাসক হন। ইঁহাদেরও যথার্থ সূক্ষ্মদর্শন নাই। ভগবান্ নিষ্কাম-ভক্তিবিহীন হওয়ায় ইঁহাদের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া আছে ইঁহাদের প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাব আছে। তাই শাস্ত্র গাহিয়াছেন :—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় হইতে বুদ্ধি বিগত হইলে জীব তবে তাহার স্বরূপ জানিতে পারে।

"স্ফুলিঙ্গাঃ ঋচ্ছাগ্নেরিব চিদ্গণো
জীবনিচয়ঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদ-বিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ
স্বগুণতঃ॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহৎ অগ্নি হইতে অতিশয় ক্ষুদ্র, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির তুলনায় জীবও সেইরূপ চিৎকিরণকণ। সেই জীব অনন্ত। সূর্য্য হইতে কিরণ, কিন্তু কিরণ যেরূপ সূর্য্য নয়, অথচ সূর্য্য ব্যতীত কিরণের কোন অস্তিত্বও নাই, সেইরূপ জীব শ্রীহরির নিত্যাশ্রিত, কিন্তু জীব হরি নয় অথচ শ্রীহরি ভিন্ন জীবের কোনও গতিও নাই। শ্রীহরি ও জীব—সমজাতীয় চিদ্বস্তু, এইজন্য চিন্ময় শ্রীহরি ও চিন্ময় শুদ্ধ জীবে অভেদ এবং পরিমাণগত পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া ঈশ্বর শ্রীহরি ও বদ্ধ-জীবে ভেদ। সুতরাং, শ্রীহরি ও জীব ভেদাভেদ তত্ত্ব। ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ উপস্থিত হইলে, ভেদেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। শক্তিমান্ শ্রীহরি শক্তি প্রকৃতির অধীশ্বর, মায়া তাঁহার বশীভূত হয়। জীব কিন্তু সকল অবস্থাতেই সেই মায়ার বশযোগ্য। শ্রীহরি স্বভাবতঃই বৃহৎ, আর জীব স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র; শ্রীহরি পূর্ণ অংশী, জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ; শ্রীহরি পালয়িতা, জীব পাল্য, শ্রীহরি প্রভু, জীব তাঁহার দাস। পিতার নিকট পুত্রের, স্বামীর নিকট স্ত্রীর, রাজার নিকট প্রজার প্রভুর নিকট দাসের যে সম্বন্ধ, শ্রীহরির সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

অর্থাৎ জীব শ্রীহরির নিত্যদাস, কিন্তু, শ্রীহরিকে ভুলিয়া মায়াবদ্ধ জীব হইয়া জন্ম-মরণ মালা গলদেশে পরিধান করতঃ নিরন্তর শোক, মোহ ও মৃত্যু, এই ত্রিতাপে তাপিত হইতে থাকে। চতুর্থতঃ, মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীব মায়ার নফর, আর মুক্তাবস্থায় বা শুদ্ধজীবত্বে জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস।

দাসত্ব ভিন্ন জীবের আর উপায় নাই। কারণ, সে শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি নামক একটি মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি হইতে প্রকটিত। হয় সে শ্রীভগবানের দাসত্ব করিবে, নয় ত সে মায়ার দাসত্ব করিবে। শুদ্ধাবস্থায় শ্রীভগবদ্দাস্যই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম। মায়ার দাসত্ব তাহার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কারণ তাহা মায়াসঙ্গরূপ নিমিত্ত হইতে জাত। যেমন জলের শৈত্যসঙ্গরূপ নিমিত্ত হইতে তাহার কাঠিন্য ধর্ম্ম উপস্থিত হয়, সেইরূপ জীবের মায়াসঙ্গ প্রভাবে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মের উদয় হয়। কিন্তু জীব যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন সে শ্রীভগবানের নিত্য-দাসত্বই করিয়া থাকে। মায়াবদ্ধ হইলে পর জীবের ঐ চারিপ্রকার বিকৃত অনিত্য ধর্ম্মের আবাহন হয়।

এই চারি প্রকার অনর্থ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে জীবের ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 'প্রসাদ' অর্থে কৃপা বা অনুগ্রহ। এই প্রসাদ—চিন্ময় বৈকুণ্ঠ বস্তু, কদাপি জড়বস্তু নহে। বহু জন্মের সুকৃতি ফলে জীবের প্রসাদে রুচি জন্মে, অল্পপুণ্যে তাহা ঘটে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ॥
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা॥"

উহার অর্থ হইতেছে এই যে,—মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, শ্রীনামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে, স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না। শ্রীভগবৎ-প্রসাদ যদি শুষ্ক হয়, পর্য্যুষিত হয়, এমন কি, দূরদেশ হইতে আনীতও হয় তবে তাহা কাল বিচার না করিয়া প্রাপ্তিমাত্রে ভক্ষণ করা উচিত; নচেৎ শ্রীভগবৎ-প্রসাদের অমর্য্যাদা করা হয় এবং ভক্তের অপরাধ হয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার মায়াপুর গভর্ণমেণ্টের অধীন গৌরীবাড়ীর জমিদার কাছারীতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ পত্রবিজয় করিয়া "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার প্রথম ও শেষে খোল-করতাল সাহায্যে সুললিত-স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পরদিবস বুধবার উক্ত মায়াপুর টাউনে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহার ভবনে বহু সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমক্ষে স্বামিজী প্রায় ২ ঘণ্টাকালব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তৎপরদিবস বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের বিশেষতঃ শ্রীযুত রাখালচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের হরিকথায় রুচি উদয় করাইয়াছেন।

তৎপরদিবস শুক্রবার স্থানীয় করোনেশন লাইব্রেরীতে ৭৫ শিক্ষিত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট সন্ধ্যায় "জীবে-দয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে দয়া-সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার উদয় করাইয়া প্রাক্তন সংস্কার-জাত বদ্ধধারণা দূরীভূত করিয়াছেন। যাহাতে মধ্যে মধ্যে স্বামিজী মহারাজ আসিয়া এইরূপ শুদ্ধ-হরিকথা কীর্ত্তন করেন সেজন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ২রা আগষ্ট স্বামিজী মহারাজ সরিষাবাড়ী বাজারে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাহার গদীতে সজ্জিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায়, বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্যান্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকায় এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীতাপাদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৶১৹ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ হিসেবে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক /০। সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৫। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

২৩শে শ্রাবণ বহস্পতিবার—১৩৩৬

ব্যবহার

ব্যবহার হইতে পরমার্থ পৃথক। বদ্ধজীবের সম্বন্ধ জীবোত্তমকে ব্যবহার বলে; তাহার অপর নাম অনর্থ। অনর্থের বাহিরের তত্ত্বই পরমার্থ। পরমার্থ নিত্য, ব্যবহার তাৎকালিক মাত্র। ব্যবহার ভোগময় ও ত্যাগময়। পরমার্থ ভগবৎসেবোন্মুখ ও বহ্বান্তরবৃত্তির ভোগ্য নহে।

লোকে অনেক সময়ে ব্যবহারকেই পরমার্থ মনে করে এবং পরমার্থকে ব্যবহারের অন্তর্গত করিতে প্রয়াস করে। অনেকে ধর্ম্ম বা অলৌকিক ব্যাপারে লৌকিক ভোগের অন্তর্ভুক্ত করে। তাহার ফলে তাহারা পরমার্থ হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত হয়। যাহাদের নিত্যানিত্য বিবেক নাই, চিৎ অচিৎবৈশিষ্ট্যের ধারণা করিতে যাহারা অসমর্থ, ব্রহ্ম ও মায়াবদ্ধ জীবকে যাহারা এক মনে করে, তাহারা ব্যবহারকেই পরমার্থ বলিয়া ভ্রম করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কর্ম্মকাণ্ডের বিচার সমূহ অনেক সময় ব্যবহারনিপুণ সমাজে নিয়ন্তা হয়। কর্ম্মিগণের চেষ্টা নশ্বর ভোগপর হওয়ায় বৈরাগ্যের শুদ্ধ আদর্শকে তাহারা সর্ব্বদা কলঙ্কিত করে এবং পরমার্থকে মানবজীবনের অনাবশ্যক কৃত্য বলিয়া মনে করে। সেইরূপ অবিবেচনার ফলে তাহারা পারমার্থিকের অপ্রাকৃত চরণে অবলীলাক্রমে অপরাধ করিয়া বসে।

সম্প্রতি পরমার্থের আলোচনা করিতে গিয়া অনর্থের প্রবল অত্যাচারে আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ব্যবহার দেখি। বিশুদ্ধ নহে। ব্যবহারিক সহজিয়াগণ আপনাদিগকে বৃন্দাবনবাসী মনে করিয়া অন্যের ভোগবাসনাকে পরমার্থ বুঝিয়া ভ্রান্তিমূলক ধারণা পোষণ করে, তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয় না। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

আমাদের আত্মপক্ষকে প্রকাশিত [illegible]

[illegible]

তাঁহাকে লৌকিক সন্তান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং নিজ পুত্র উত্তরাধিকারী মনে করেন। ব্রাহ্মণের শুভ পরমার্থ-যোগ-নিরত গুরুবর্গকে এবং যোগেশ্বরের ভক্ত হরি-সেবাপর বৈষ্ণব, গুরুকে ভুলিয়া প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও বৈষ্ণবকে লৌকিক সন্তান বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রাকৃত সহজিয়া [illegible]

সে দেশ বিদেশে নিজ নিজ ব্যবহারিক সমাজের স্বার্থকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে গিয়া নিত্যকাল পরমার্থ হারাইয়া ফেলে। পারমার্থিকগণকে নিজের ধর্ম জ্ঞান করিয়া প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। সময়ে সময়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিয়া বসে। ফলে এই হয় যে, পরমার্থচ্যুত হইয়া নরকলাভই সে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। বিষ্ণুকে অন্য দেবের সহিত সমান বুদ্ধি করা নারকী লক্ষণ। বিষ্ণুর নাম ও বিষ্ণুমন্ত্রকে অপর আভিধানিক শব্দের অন্যতম জ্ঞান অজ্ঞানের পরিচায়ক। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদজলকে অপর জলের সহিত সমান জ্ঞান [illegible]

মায়া দ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তকে নিজজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় না। যিনি মাপিয়া লইতে প্রবৃত্ত হন তাঁহার অচিরেই বিনাশ লাভ ঘটে ও বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল ঘটিয়া যায়। ভক্তীয় আভিজাত্য, ভোগপিপাসা অর্থৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি প্রবল হইয়া নরক পথের পথিক করাইয়া দেয়। জীবে স্বাভাবিক বিষ্ণুর ভজন ঔদ্ধত্যে পরিণত হ [illegible]

যাহারা গ্রাম্য ব্যবহার-রসে প্রমত্ত তাহারা কখন হরিলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারে না। তাহারা বৈষ্ণবের অনুকরণে কতকগুলি কাপট্য প্রচার করিয়া হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। চক্ষের জলে নাসিকার কাঁদরমুখের অনুকরণ, দশা পাওয়া প্রভৃতি বাহ্যিক কপটতা আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবজগতে বিপদ করে মাত্র। কপটতা করিতে করিতে তাহাদের দুর্ব্বোধশক্তি এতদূর অগ্রসর হয় যে তাহারা দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কপটতাবে শুদ্ধবৈষ্ণবকে তাহাদেরই স্থায় লৌকিক সন্তান প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে স্তুতি করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

হরিদাসঠাকুরের প্রেম দর্শন করিয়া একটী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মূর্খ ব্রাহ্মণতনয় কৃত্রিম ভক্তিভাব দেখাইতে গিয়া জনকয়েক প্রাকৃত হইয়াছিল। ইহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কপটপ্রাপ্ত বৈষ্ণবচেষ্টানুকরণের ফলে দণ্ড কথা সবিশেষ অবগত আছেন। অদ্য [illegible]

যাহারা ভুক্তিপ্রাপ্ত জীব, অসংযত পরিচয়ে পরিচিত হইবার লোভে নিজের ব্যবহারিক আভিজাত্য লইয়া ভক্তগণকে ও কোমলশ্রদ্ধ সমাজকে ঠকাইবার উদ্দেশে বৈষ্ণবের সজ্জা না লইয়াই, তাম্বুল বৈষ্ণব খ্যাতি লাভ করিতে গিয়া ব্যবহারিক অবৈধতাকে বহু মানন করিয়া কলিজনোচিত কার্য্য বিস্তারে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রে অমর্য্যাদা আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন।

তাহারা নির্ব্বোধ লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছে যে বৈষ্ণবগণ সমাজের [illegible] ধর্ম্ম প্রাকৃত সমাজের অধীন। ধর্ম্মাধীন সমাজের পুনঃ সংস্থাপনের আবশ্যকতা নাই। সমাজের ব্যবহারিক অবৈধ নিয়মগুলিতে চিরদিনই পরমার্থ-পথ রুদ্ধ থাকুক। আর অর্ব্বাচীন তার সুবিধা লইয়া তাহারা যারপরনাই তাণ্ডব নৃত্য করিবার অবসর পাউক। বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমবিধি পুনঃ সংস্থাপিত না হইয়া অবিচারিত স্বার্থপর নীতিগুলি সর্ব্বত্র প্রচারকগণ স্বীকার করুন, তাহা হইলেই ধর্ম্মের নামে তাহারা নিজ নিজ ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়া সাধারণ ন্যায় উপাস্যবস্তু সীতার চরণকেও ধর্ম্ম নাট বাজাইতে পারেন।

সমাজের কুপ্রথাসমূহ যাহাতে অপনোদিত হয় তাদৃশ পরিমার্জ্জনে যাইতে গিয়া শুদ্ধবর্ণাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। শক্তের নামে মূর্খতার অনুরাগে হরি-নিন্দা সাধু-বিদ্বেষ প্রভৃতি চলিতে পারে না। চুরি করিয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তি আবৃত করিতে গিয়া সাধুকে নিজের ন্যায় অসৎ মনে করিলে তাহাদের ধরিয়া ফেলিতে অপর সাধারণ লোকেরও আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

ধর্ম্মই সমাজের রক্ষক। অধর্ম্মকে বলিয়া প্রচলনকারী কুনীতি-পরা সমাজ কখনই শুদ্ধভক্তিধর্ম্মকে অধীন করিতে পারে না। বদ্ধজীব যেরূপ ব্রহ্মকে মাপিয়া লইতে অসমর্থ, নিজের ভ্রমপ্রমাদাদি সর্ব্বচেষ্টা দ্বারা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবদ্ভক্তকে আয়ত্তীকৃত করিবার বিফল চেষ্টা করে, সেইরূপ সত্যের আবরণ করিয়া কেহই কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার ভোগরূপ পূত্রত্রত ধর্ম্ম চালাইতে পারেন না। অচিরেই তাঁহাদের কাপট্য ধরা পড়িয়া যাইবে। অন্তরে ভক্তি ত্যাগ করিয়া কতক্ষণ লোক-প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে, আমরা তাহা বুঝি না।

চাণক্য বলিয়াছেন, যেকাল পর্য্যন্ত মূর্খ কিছু না বলে, তৎকাল পর্য্যন্তই সে পণ্ডিত বলিয়া গণিত হয়, কিন্তু বাক্যজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। "দাঁড়কাক ময়ূরের মত বিভূষিত হইলেই সে মনোহর হয় না।" বাহিরের চিহ্ন অথবা সাধু চিহ্নের নিন্দা করিয়া ভিতরের কপটতা লইয়া সাধু হওয়া যায় না। অসাধুতা আপনা হইতেই ফুটিয়া বাহির হইবেই হইবে। প্রাকৃত সহজিয়া কপটিগণ এখনও সাবধান হউন।

পুত্রদা—একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল-বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ)

শ্রাবণের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর বিষয়ে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্বাপরের আদিতে মহীজিৎ নামে নৃপতি মাহিষ্মতী-পুরে রাজ্যপালনে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু পুত্রহীন হওয়ায় ঐ রাজ্য তাঁহাকে সুখ প্রদান করিতে পারে নাই। যেহেতু অপুত্রকের ইহ ও পরলোকে সুখ নাই। তাহা নরগণের সর্ব্বসুখপ্রদ পুত্রমুখদর্শনাৎ বহুকালে নিরর্থক যাপন করিলেন। একদিন আপনাকে বয়োবৃদ্ধ অবলোকন করিয়া চিন্তাগ্রস্তচিত্তে সভায় উপবেশন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখে বলিতে লাগিলেন—হে প্রজাবৃন্দ! আমি এই জন্মে কোন পাপ আচরণ করি নাই। আমি অন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জিত বিত্ত ভাণ্ডারে যে রক্ষা করি নাই, ব্রাহ্মণ বা দেবস্ব কদাপি গ্রহণ বা বহুপাপপ্রদ গচ্ছিতবিত্তের অপহরণ কার্য্য করি নাই। আমি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন, ধর্ম্মের সহিত পৃথিবী বিজয় দুর্জ্জন বান্ধব বা পুত্রতুল্য হইলেও তাহাদিগের যথান্যায় দণ্ড-বিধান ও সজ্জনগণের পূজা করিয়া আসিতেছি। এই প্রকারে ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে থাকিলেও কিহেতু আমার গৃহে পুত্রজন্ম হইতেছে না, তাহা বিচার কর।

নৃপতির হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বিজগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রজা ও পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সকলেই গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ ঋষিসেবিত আশ্রমসমূহে অনুসন্ধান করিতে করিতে মুনিশ্রেষ্ঠ, ঘোরতপস্বী, চিদানন্দ জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ দীর্ঘায়ুঃ মহাত্মা লোমশকে দর্শন করিলেন সত্যাদি যুগচতুষ্টয় (অর্থাৎ দ্বাদশ সহস্র দৈববর্ষের) সহস্রবার আবর্ত্তন কালে ব্রহ্মার একদিন, উহাকে মানবপরিমাণে এককল্প বলা হইয়া থাকে। ঐ প্রকা

কল্পকালের অন্তে মহাপুরুষ লোমশের এক একটী লোম পতিত হইয়া থাকে। সেই ত্রিকালজ্ঞ মহামুনির সাক্ষাৎ পাইয়া সকলে তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বকসানন্দে যথাযোগ্য অভিবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এতাদৃশ মুনিবর্য্যের দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগকে সেইরূপভাবে পাদপদ্মে প্রণত অবলোকন করিয়া লোমশ মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাশয়গণ! তোমরা কিহেতু এস্থানে সমাগত হইয়াছ? আমার দর্শনে সানন্দচিত্তে কিজন্যই বা আমার স্তব করিতেছ? নিশ্চয়ই তোমাদিগের হিতকার্য্য সাধন করিব। মাদৃশ ব্যক্তিগণের জন্ম কেবল পরোপকারের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

প্রজাগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! পদ্মযোনি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ আপনা ছাড়া আর কেহ নাই, অতএব আমাদের সংশয় নিরসনার্থ ভবৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তৎকারণ নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহীজিৎ নামক রাজা পুত্রহীন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রজা। তৎকর্ত্তৃক পুত্রবৎ পালিত হইতেছি তাঁহার নিরপত্যতায় দুঃখগ্রস্ত হইয়া আমরা নিষ্ঠাপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। মহতের দর্শন মানবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিদান; অতএব যাহাতে রাজার পুত্র জন্মে, তদুপায় নির্দ্দেশ করুন।

তাঁহাদের বাক্য শ্রবণানন্তর মুনিবর মুহূর্ত্তকাল ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বজন্মবৃত্ত অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন—এই রাজা পূর্ব্বজন্মে দরিদ্র নিষ্ঠুর বৈশ্য ছিল। একদা বাণিজ্যার্থ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপিত হওয়ায় গ্রাম সীমান্তে সজল কূপদর্শনে তৎপার্শ্বে মনোনিবেশ করিল। একটা সদ্যঃপ্রসূতা সবৎসা ধেনু নিদাঘতাপে ক্লিষ্টা ও তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া সেই জল পান করিতেছিল। সেই বৈশ্য তাহাকে বারণ করিয়া স্বয়ং জল পান করিয়াছিল। সেই পাপের ফলভোগার্থ পুত্রহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রাক্তন পুণ্যফলে অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রজাগণ বলিলেন—হে মহামুনে! পুণ্যদ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়, ইহা পুরাণে শ্রুত হইয়াছি। অতএব যাহাতে এই পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন। ভবৎপ্রসাদে যাহাতে ইঁহার পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহার উপায় বিধান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার অ্যালবার্ট হলে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়-দর্শন' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

মহাশয়, সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

লোমশ বলিলেন—শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পুত্রদা-নাম্নী একাদশী তিথিতে জাগরণ পূর্ব্বক ব্রত পালন কর। তোমরা তৎফলে প্রাপ্ত পুণ্য নৃপতিকে দান কর। যথাবিধানে এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই নৃপতির পুত্রলাভ ঘটিবে। লোমশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সকলে নিজ ভবনে প্রত্যাগত হইয়া শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী প্রাপ্তি ঘটিলে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে রাজার সহিত ব্রত পালন করিলেন এবং প্রজাগণ দ্বাদশী-দিবসে প্রাপ্ত পুণ্যসমূহ নৃপতিকে সমর্পণ করিলেন। তৎপুণ্যফলে ঐ রাজার মহিষী সুন্দর গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করিলেন।

এই হেতু ঐ একাদশী পুত্রদা নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিল। মানবগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ অভিলাষ করিলে এই ব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া এই জন্মে তনয় ও সুখপ্রাপ্তির পর স্বর্গলাভ ঘটিয়া থাকে।

খবর কি?

বনবাস কালে পঞ্চপাণ্ডব যখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে কোনও সময় তাঁহারা অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব জলান্বেষণে বহির্গত হন। কিয়দ্দূর গমনের পর একটী স্বচ্ছতোয় জলাশয় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সেই জলাশয় হইতে জল সংগ্রহ করিবেন, এমন সময় তীরবর্ত্তি বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট বক-রূপী ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন—"সর্ব্বপ্রথম আমার ৪টী প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, তৎপর জলস্পর্শ কর, নতুবা উহা স্পর্শ করিবা মাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া জলস্পর্শ করা মাত্র সহদেবের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। তিনি অনেকক্ষণ যাবৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না দেখিয়া নকুল তদন্বেষণে বহির্গত হইয়া সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহদেবের ন্যায় ধর্ম্মরাজের আদেশ অমান্য করায় তাঁহাকেও সহদেবের দশা প্রাপ্ত হইতে হইল। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুন ও ভীমেরও ঐ সরোবরে দেহত্যাগ ঘটিল। অবশেষে তাঁহাদের অন্বেষণে ধর্ম্মরাজ বহির্গত হইয়া সেই সরোবর তটে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রাণহীন দেহ দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে তিনি সরোবরের জল স্পর্শ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বকরূপী যমরাজ বৃক্ষশাখা হইতে জলদ গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে যুধিষ্ঠির, তোমার ভ্রাতৃগণ আমার কথায় কর্ণপাত না করায় তাহাদের ঐ দশা হইয়াছে, সুতরাং প্রথমে আমার চারিটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, তৎপর এই সরোবরের জল স্পর্শ করিও নতুবা তোমার দশাও ঐ প্রকার হইবে।"

যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্নমালা জানিতে চাহিলে, ধর্ম্মরাজ তাহা ব্যক্ত করিলেন। প্রশ্নচতুষ্টয়ের চতুর্থটী 'কা চ বার্ত্তা?' অর্থাৎ 'খবর কি?' ইহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য।

'খবর কি?'—এই কথা আমাদিগকে কেহ প্রশ্ন করিলে আমরা বুঝিয়া থাকি যে, আত্মীয়-স্বজনাদি পরিবেষ্টিত আমরা কেমন আছি তাহা জানাই প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য, তাই আমরা তদনুসারে আনুষঙ্গিক পারিবারিক অবস্থা তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়া থাকি। কিন্তু সংকীর্ণহৃদয় আমাদের পরিবার ও মহদন্তঃকরণের পরিবার এক নহে। আমাদের পরিবার মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, পুত্র ও কন্যা লইয়া গঠিত এবং গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' উদার-চরিত ব্যক্তিগণের পরিবার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে, উহা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী লইয়া গঠিত। সেইজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ ও পৃথিবীর যাবতীয় লোককে আপনার আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার সম্বন্ধে সকলেই আত্মীয়, কেহই পর কোনও সময়ে নাই। আমরা [illegible] [illegible] দর্শিত হইয়াছি সেই দিন হইতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া এই স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরকে আমি এবং শরীর-সম্পর্কিত অপরাপর লোককে আত্মীয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি।

'খবর কি?' এই কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, যদি পরিবারের মধ্যে কেহ অসুস্থ থাকে তাহা হইলে মলিন মুখে, দুঃখের সহিত সর্ব্বপ্রথম তাহার কথাই অতি করুণস্বরে বর্ণন করিয়া থাকি। যুধিষ্ঠির মহারাজও তাঁহার আত্মীয়গণকে ভবব্যাধি-গ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"মাসর্ত্তু দর্ব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়-কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"

অর্থাৎ—

"রবির-কারণ হৈল মাস-ঋতু হাতা।
রাত্রিদিন কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় এ-কটাহে কাল হৈল কর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক,—এই শুন বার্ত্তা॥"

'কাল' অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণকে পাক করিতেছে। পাক-কার্য্যে কটাহ (কড়াই), অগ্নি, কাষ্ঠ এবং (খুন্তিবার জন্য) হাতার প্রয়োজন। কালের এই পাক-কার্য্যের অগ্নি—সূর্য্যদেব, ইন্ধন—রাত্রি ও দিন, এবং হাতা—মাস ঋতু ইত্যাদি।

যতই দিন চলিয়া যাইতেছে আমাদের রোগেরও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানোদয় হইতেছে না, আমরা মোহময় কটাহেই কালাতিপাত করিতেছি! মাস-ঋতু ইত্যাদির গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুঃ ক্ষয় যাইতেছে, আমাদের যৌবন বার্দ্ধক্যের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, বার্দ্ধক্যে কুব্জ শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া দিনাতিপাত করিতেছি, মৃত্যু সমীপবর্ত্তী, তথাপি আমরা মোহনিদ্রায় নিদ্রিত। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সময় থাকিতে কেহ আমাদিগকে জাগাইতে চাহিলেও আমরা জাগি না—এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি! তাই সাধুগণ আমাদিগকে আমাদের অবস্থার কথা জানাইয়া দিলেও তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার চিন্তা করি না; পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করি! আমরা যে মোহগ্রস্ত হইয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা যুধিষ্ঠির মহারাজ যমরাজের প্রশ্নের উত্তরে বিশদ রূপে আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তথাপি উহা নিবারণের নিমিত্ত কোনও প্রকার প্রয়াস পাইতেছি না; প্রয়াস পাওয়া দূরের কথা, উহাতে একবার কর্ণপাতও করিতেছি না। মহাজনের উপায়—

"মোর কর্ম্ম [illegible] পরায় রাখিয়া।
স্মৃতিরস [illegible] মিলেক ভাসিয়া॥"
আর, অতএব আর কি বলিব? [illegible]
[illegible] —
"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

সমালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন, বেদান্তভূষণ)

জন্মসংস্কারীয়, আমারও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকর্ম্ম্য [illegible] থাকা সত্ত্বেও আমি গৌড়ীয় মঠে গিয়া শ্রীমহা-প্রসাদ পাইয়া থাকি, তাহাতে আমার মনের প্রবৃত্তি অনেক উচ্চ হইয়াছে তাহা অনুভব করিয়া থাকি। তজ্জন্য হিংসাকারী ব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করিতেছি যে কলিকাতার গৌড়ীয়মঠে গিয়া একবার মহাপ্রসাদ পাইয়া আসিবেন; সেই মহা-মহাপ্রসাদের গুণে তাঁহাদের মন নির্ম্মল হইবে, ধর্ম্মপথে মন চলিতে আরম্ভ করিবে, হিংসা প্রবৃত্তি (জীব হিংসা ও মহতের হিংসা) আর থাকিবে না এবং ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিবেন। তাই বলি, মহতের হিংসা করিয়া আর নরকের পথ পরিষ্কার করিবেন না।

সংসারে ত্রিশ্রেণীর লোক আছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম শ্রেণীর লোক নিজের ক্ষতি করিয়া পরের মঙ্গল করেন; মধ্যম, পরের ক্ষতি না করিয়া নিজের মঙ্গল চেষ্টা করেন, আর অধম পরের ক্ষতি করিয়া নিজের মঙ্গল চেষ্টা করে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নিজেরও লাভ নাই অথচ অপরের ক্ষতি করেন (তাহাতেই তাঁহাদের আনন্দ) তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক জানি না—

"তে কে ন জানীমহে" সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে। তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥"

অধমের পর অবাধম! এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া সুখী হন। অন্যের মঙ্গলে দুঃখাত্ত [illegible] করিয়া দুঃখী হন না, কখনও বা অনুভব করেন—

প্রাণীসমূহো নাযাতি [illegible]
[illegible]গতমপ্রেমং যতঃ।
সর্বদৈব সমুদ্গিরদ্ধামী
[illegible] কিং [illegible]বিষঃ॥
উপকারপরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥
পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ
পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ
স্ফুটনির্ভিন্ন দুরাশয়োঽধমঃ॥

মাঘে ১৬।২১-২৩

৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যনামধারী ব্যক্তির সুনাম অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ॥

শ্রীভাঃ ১০।৭২।২০

অন্যত্র—

যোঽস্থ্রনেন্দ্রিয়াত্মা নাশাপ্য ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥

ঐ ৬।১০।৮

একথা পাশ্চাত্য অমর কবি সেক্সপীয়রও গাহিয়াছেন—'ওথেলো' ৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য এবং কিং রিচার্ড (২য়)-১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

তিনি মৃত হইয়াও মৃত নহেন, মৃত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ স্মরণ করেন—

নহ্যস্য উত্তরগো [illegible] জনো স্মরণতি।

মালতীমাধব নাটকে ৫ম অঙ্ক

(অত ছায়া ন খলু স উপরতো যস্য বল্লভজনো স্মরতি, কিন্তু নিন্দাকারী বা ঈর্ষাকারী ব্রাহ্মণগণ এ জন্মে ত গালাগালি লাভ করিলেন মৃত্যুর পরও কংসের মত গালাগালি লাভ করেন।

স এব জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্ত্তেত যোঽল্পজ্ঞনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্॥

শ্রীভাঃ ১০।২।২২

কেহ কেহ ঈর্ষাপ্রযুক্ত মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান না বলিয়া অজ্ঞানতা প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রাচীন নবদ্বীপে যাইলে হৃদয় কেমন শুষ্ক হইয়া যায়! তাহার অপর উপর হেট না দিলে ঠাকুরদর্শনই মিলে না। একবার সোনার গৌরাঙ্গ-মন্দিরে একটি লোককে হেট অভাবে একটি গোস্বামী(?) অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। যে নিতাই গৌর নাম বিলাইতে কত কষ্ট সহ্য করিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে গেলেও পয়সা! তাহা হইলে ঠাকুর অপেক্ষা পয়সার মূল্য অধিক, কারণ, ঐ পয়সাতে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু, মায়াপুরে হেট প্রথা ত নাই-ই, অপিতু ষোড়শোপচারে প্রসাদ পাওয়া গিয়া থাকে। মায়াপুর দর্শনে হৃদয়ে কেমন বিমল আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। সেই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, কাজীর গৃহ প্রভৃতি দর্শন করিলে মহাপ্রভুর সময়ের স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। কাজীর গৃহে একটি মুসলমানকে প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি আমার প্রণাম লইলেন না, এবং কত দৈন্যপূর্ণ কথা কহিলেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর শক্তি যে এখনও সেইস্থানে বিরাজ করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই অনুভব করিলাম। যেস্থানে গৌর নিতাই বর্ত্তমান সেস্থান দর্শন করিলে গোকুলের শ্রীকৃষ্ণের দোলনা প্রভৃতি স্থানগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়।

আরও, যে মায়াপুরকে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন তাহা কি তিনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া নির্দ্দেশ করিলেন? সেস্থানে যাকে আলো জ্বলিত—সে আলো মহাপ্রভু জ্বালাইয়া তাঁহাকে স্থানের কথা কহিয়া দিতেন। তিনিও মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। তদ্ভিন্ন বিশ্রুত সুহৃদয় অবধূত পরমহংস-কুলচূড়ামণি ওবিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর প্রভু প্রভৃতি মহাত্মাগণ যেস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? বৃথা বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া নবদ্বীপকে অন্য স্থানে নির্দ্দেশ করা বাতুলতা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার জন্মস্থান আপনিই আপনার জনদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যের বিদ্বেষে কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার লুপ্তলীলা-স্থল (শ্রীকুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি) আবিষ্কার করাইয়াছেন তদ্রূপ শ্রীশচী-দুলালও আপনার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে অন্যে বিদ্বেষ করিলে কি হইবে? তাহাতে তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করা মাত্র। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ অবিশ্রাম নানা পত্তনের মধ্যে ও ভারতের বিভিন্নস্থানে, এমন কি, সুদূর অথবা পল্লীতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। প্রাকৃত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ বলেন,—বর্ষাকাল শ্রীহরির শয়নকাল। সুতরাং এ সময় উচ্চসংকীর্ত্তন 'গোঁসাইর নিদ্রাভঙ্গে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। হরিসেবাবিমুখ সমাজ এইভাবে হরিকীর্ত্তন হইতে নানা অছিলায় অবসর গ্রহণ করিয়া বিষয়-কথা-কীর্ত্তনে মনুষ্য জন্ম নষ্ট করে কিন্তু হরিজনগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যাজন করেন।

গত ১লা ও ২রা আষাঢ় তারিখে শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ মেদিনীপুর চন্দ্রকোনারোড নামক স্থানে পরম সজ্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সপরিবার সেন মহাশয়ের অমায়িকতা, সরলতা ও কীর্ত্তনানুরাগ আদর্শস্থানীয়। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও সেবা চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয়-পিতৃদেব পরম ভাগবত শ্রীপাদ নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবার বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুর জেলার শালবনি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বেদাদি শাস্ত্রাণ্য শুদ্ধা ভক্তির কথা, কীর্ত্তন করিতেছেন। জগতের জীব কৃষ্ণকার্ষ্ণ বহির্মুখ হইলেও এবং কপট ভক্ত সজ্জা। পুতনাদির অভিনয় করিলেও পাষণ্ডদলনবানা অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন ভক্তিসারঙ্গ প্রভু অবিশ্রান্ত ভাবে -

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া মাগে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

প্রত্যহ স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, হরিকীর্ত্তন এবং সূর্য্যোদয় হইতে নিশীথ-কাল পর্য্যন্ত নিরলস হইয়া ভ্রান্ত জীবের নিকট প্রভুকথা বলিতেছেন। আচার ও প্রচার প্রচারকগণের ভূষণ। অনাচার ও বিপ্রলিপ্সার প্রকৃত কথা গোপন করিয়া তাৎকালিক মতপ্রচার প্রচারকগণের প্রতারণা। মুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ, শ্রীনিত্যানন্দ গুরুদেবের মনোভীষ্ট প্রচারক জীবসমূহের প্রকৃত বন্ধু ইত্যাদি, [illegible] গোস্বামী প্রভু ভাগবত[illegible] বাণী কীর্ত্তনে সহস্রমুখ। তাঁহার নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণে সেবামুখ না হইয়া ভগবানের সেবা করেন নাই, এমন অদ্ভুত জীব আছেন কিনা আমাদের অজ্ঞাত। শালবনি গ্রামটি ক্ষুদ্র এবং বন মধ্যে অবস্থিত হইলেও কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যদেবের চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন মুখরিত হওয়া সেবোন্মুখ চিত্তে গোলোকবৃন্দাবনরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণে ভাগ্যবান পাঠকের ভক্তি ও অপস্বার্থপরতা উপলব্ধ করিয়াছেন। গ্রামের প্রধান প্রধান সজ্জনগণ গৌড়ীয় মঠের নামাদিকতাব্যাপী আগামী মহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রতিমত্তা জগদ্গুরুর দর্শন সৌভাগ্য লাভে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে,—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। ন্যায়ভিত্ত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভক্তশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য

ষাণ্মাসিক ১॥০ ; সাপ্তাহিক ৴০.

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

ল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীতপদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীনৈমিষারণ্য মঠ—নিমসার পোঃ. সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক

আরাধনা বিচারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণু আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবের আরাধনা আরও বড়।

গুণময় জগতে সমস্তই গুণময়। উভয়-ব্যোমজাত শব্দাদিও গুণজাত। সুতরাং এজগতে শব্দের সহিত শব্দের উদ্দিষ্টবস্তুর ভেদ বর্ত্তমান, কিন্তু পরব্যোম মায়াতীত হওয়ায় তত্রত্য শব্দ ও শব্দী নিত্য অভিন্ন। জীবের প্রতি সদয় হইয়া শব্দ-ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের শব্দাবতার শ্রীনাম ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সেই নামি-অভিন্ন ভগবন্নাম-সেবন বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত জীবের একমাত্র সাধন হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক ধারণায় সেই বৈকুণ্ঠ নামে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি আসিয়া শ্রীনামের চরণে অপরাধী করায়।

নামৈকপরায়ণ বৈষ্ণবগণই কেবল শ্রীনামপ্রভুকে প্রকৃত-ভাবে সাধন করিয়া তন্মাহাত্ম্য জীবসমাজে প্রচার করেন এবং শ্রীনামপ্রভুর চরণে অপরাধের সুযোগ প্রদান করেন না। অতএব শ্রীনামরূপী ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে নামপ্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব-ঠাকুরের আরাধনাই জীবের আরাধনা-সার।

অপার করুণাপয়োধি বিরাট ও পরমাত্মারূপে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব-ভূতহৃদয়ে বিরাজিত। তদ্ব্যতীত নিত্য-লীলাবিনোদী প্রভু নিজ নিজজনের সহিত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যবিহার করিতেছেন।

জীব যখন একভাবে বিরাজিত নিজের নিত্য প্রভুসেবা-বিমুখ অবিরক্ত ভক্ত-ভগবৎ-সেবনদ্বেষী হয়, তখন জীবপ্রভু সাধুগণকে দর্শনাদি দান এবং অসাধুগণকে নিজহস্তে বিনাশ করিতে প্রকট অবতীর্ণ হন।

শুধু তাহাই নহে, নিত্য বিবিধ লীলা-বিহারী শ্রীভগবান্ জীবগণকে সর্ব্ব-কাল দর্শন দ্বারা পবিত্র করিবার জন্য শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহরূপে বিরাজিত। শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহাবতার নিজ নিত্যলীলাবিলাসসমূহে অক্ষম। বদ্ধজীব শ্রীবিগ্রহাচ্চ নেই অর্চ্চাবতারে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

কিন্তু ভাগ্যহীন মায়াকবলিত জীব তার পরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তুকে ভূমিজাত প্রাকৃত বস্তুর অন্যতমই জ্ঞান করিয়া বসে। কখনও বা শ্রীবিগ্রহপূজার অছিলায় নিজের জড়দেহের ভরণপোষণ করিয়া লয়। এইভাবে অর্চ্চা বিষ্ণুবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হয়।

কিন্তু এই বিপদ্ হইতেও উদ্ধার করিবার মালিক সেই বৈষ্ণব ঠাকুর। তিনি কৃপা করিয়া জীবের সেবোন্মুখীবৃত্তির উন্মেষ করাইয়া শ্রীবিগ্রহের স্বরূপজ্ঞান প্রদান করেন। এস্থলেও ভগবদর্চ্চাবতার-সেবা অপেক্ষা তদ্বৈভববিজ্ঞানপ্রদাতা বৈষ্ণবা-র্চ্চাবতার-সেবা শ্রেষ্ঠ।

নিত্যগোলোকবিহারী শ্রীভগবান্ বিস্মৃত জীবগণের উদ্ধারকল্পে সপার্ষদে স্বধাম সহ ইহলোকে আগমন করেন। শ্রীধাম ও শ্রীনাম ভগবদভিন্ন। সুতরাং প্রপঞ্চা-তীত মায়াধীশ শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াও মায়াতীত স্বরূপে বিরাজ করেন।

শ্রীধাম মায়ারাজ্যের লোকদিগকে স্বীয়-ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার জন্য আসিলেও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীববৃন্দ অপ্রাকৃত ভক্ত-ভগবানের বিহারস্থলী শ্রীধামকে প্রাকৃত গ্রাম্যসুখান্বেষী জনগণের ক্রীড়াগার গ্রামের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। তাহাতে ধামকৃপার পরিবর্ত্তে ধামাপরাধ হইয়া থাকে। উদ্ধারকর্তার দয়াপ্রাপ্তির পরি-বর্ত্তে দূরে সরিয়া যাইতে হয়।

কিন্তু নিত্য-ধামবাসী শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের কৃপায় কামময় ভোগিকুলের কামবাসনা-স্থলে সেবাবাসনা জাগ্রত হৃদয়ে শ্রীধামস্বরূপ স্ফুরিত হন। সুতরাং শ্রীধামসেবা জীবের নিত্যকৃত্য হইলেও ধামস্বরূপজ্ঞানপ্রদাতা ধামবাসী বৈষ্ণবঠাকুরের সেবা অধিক প্রয়োজনীয়।

ধামসহ অবতীর্ণ, শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ এবং শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ জীবতারণ প্রভু জীবোদ্ধারের জন্য অনেক লীলা করিয়া থাকেন। আমরা যেমন সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভুলিবার জন্য-সচেষ্ট, আমাদের নিত্যারাধ্য-দেবও সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে স্ব পদা-ব্জে টানিবার জন্য প্রস্তুত।

এহেন দয়ালু অমন্দোদয় প্রভু নিজের ফেলালব প্রদানে অখাদ্য-কুখাদ্যভোজী জীবসমূহকে রৌরবগমন হইতে রক্ষা করেন এই ফেলালবের নাম মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদ নির্ব্বিকার এবং অপ্রাকৃত। মহাপ্রসাদ-সেবনে জীবের ভববন্ধন ছিন্ন হওয়া সেব্যযোগ্য লাভ হয়। কিন্তু একেত্রেও অঘটন-ঘটনপটিয়সী ভগবন্মায়া আমাদিগকে সাধারণ পাচিত অন্নাদির সহিত মহাপ্রসাদের সহিত সমজ্ঞান আনিয়া অসুবিধা করিয়া দেয়।

তখন আমরা স্বল্পপুণ্যবান্ হইয়া মহাপ্রসাদে অবিশ্বাস-হেতু চিরকাল নরকাবস্থানের সুযোগ আনয়ন করি। কিন্তু এ বিপদেও ভগবজ্জন বৈষ্ণবঠাকুর আমাকে নিজ উচ্ছিষ্টদানে আমার দুষ্টবুদ্ধি বিনাশ করিয়া সুবুদ্ধি আনিয়া দেন। ভগবৎপ্রসাদ মহাপ্রসাদ বা মহৎ কৃপা আর বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহা মহাপ্রসাদ বা অতি বড় কৃপা। সুতরাং মহাপ্রসাদ অপেক্ষা মহামহাপ্রসাদ সেবনের মাহাত্ম্য অধিক।

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
বেদে, ভাগবতে, প্রভু করিয়াছে দড়॥

এলবার্টহলে বক্তৃতা

গত ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ পি এইচ ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলি-কাতার আলবার্টহলে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক-পত্র 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক পণ্ডিতবর আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে একটী প্রৌঢ় গবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। সভায় কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, রায়বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু, এম্ বি, অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, এড্‌ভোকেট, হাইকোর্ট, শ্রেষ্ঠাগ্র্য জগবন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিরঞ্জন, রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি-পদ বিদ্যারত্ন এম, এ বি, এল, বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ হেডমাষ্টার সুত্রাপুর হাইস্কুল প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

বক্তৃতার চুম্বক

'সহিত' বা 'সংহিত' শব্দ থেকে 'সাহিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন। একাধিক বস্তুর অধিষ্ঠান না হলে সাহিত্য হ'তে পারে না, সেখানে সাহিত্য বা নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যায় কথায় বলে,—'কানু ছাড়া গীত নেই'। সাহিত্যের পরিধি শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলায়। যেখানে রসের চরম উৎকর্ষ, সেখানেই সাহিত্যের আদর্শ উন্মুক্ত; অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি নবকিশোর-নটবর—সাহিত্যের নায়ক, আর সাহিত্যের নায়িকা মূর্ত্তি—বৃষভানু-নন্দিনী। শ্বেতদ্বীপের সব জিনিষই সাহিত্য, সেখানকার মাটী সাহিত্য সেখানকার তরু সাহিত্য, সেখানকার কথা সাহিত্য, সেখানকার হাস্য সাহিত্য, সেখানকার চলা ফেরা সাহিত্য. সেখানে সাহিত্যের হরিরলুট, যে যত পারে সাহিত্য লুটে নিলেই হ'লো।

তারুণ্য যেখানে, সাহিত্য সেখানে। জগতে সব তরুণ বর্ত্তমান হ'লে এখানকার সাহিত্য বিরস উৎপাদন ক'রে দেয়, বৈশিষ্ট্য থাকে না; কিন্তু যেখানে এক কিশোর, অসংখ্য কিশোরী, সেখানেই নিত্য সাহিত্য। বৃন্দাবনে এক কিশোর কানু, আর অসংখ্য কিশোরী-কান্তাগণ; তাই সাহিত্য সেখানে। কদম্ব কেতকী কুসুম-কিসলয়, কালিন্দীকুল, কোকিলের কাকলী, শিখির কেকা যেখানে অপ্রাকৃত—যেখানে প্রচুর, সেখানে সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা। এই সাহিত্যের সঙ্গীত নিগমকল্পতরুর গলিত-ফল ভাগবত গেয়েছেন। ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী বিগ্রহমাধুরীর কথা ঐ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনী সাহিত্যের মধ্যেই আছে—নৈমিষ-সাহিত্যেও আছে।

সাহিত্যকে আমরা দু'ভাগে বিভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে স্বরাটের সাহিত্য—মানুষকে যা' সত্য সত্য স্বরাজ দিতে পারে—যা'কে অপ্রাকৃত সাহিত্য বলা যায়, আর একটা হচ্ছে বিরাটের সাহিত্য, যেটা স্বরাটের বাহিরের অঙ্গের ছবির আপাত মনোমোহনকর একটা প্রতি-ফলিত প্রতিবিম্ব। এই বিরাট বা প্রকৃতি থেকে যে সকল সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে ও হচ্ছে, তা'কেই বিরাটের সাহিত্য বা প্রাকৃত সাহিত্য বলা যায়।

আমরা আজকাল বিশ্বসাহিত্যের কথা খুব শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু যদি কেবল বিরাট ধরেই বিশ্বের গণ্ডী দেওয়া যায়, তা'হলে প্রাকৃত-সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রুতি বলেছেন, বিরাট্ স্বরাটেরই একটা বাহ্য-ছবি। স্বরাট্‌কে বাদ দিয়ে বিরাট্ থাকতে পারে না—বিম্বকে বাদ দিয়ে প্রতিবিম্ব থাকতে পারে না, তাই স্বরাটের সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হলে বিরাটের সাহিত্য আনুষঙ্গিকভাবেই তার অন্তর্গত থেকে যায়। সেক্সপীয়র-সাহিত্য, মিল্টন-সাহিত্য, কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগের রায়গুণাকরী-সাহিত্য বা আধুনিক বাংলার সাহিত্য সমূহ স্বরাটের সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়লে—কেবল বিরাট্ নিয়ে বিভোর হ'য়ে পড়লে সে সাহিত্য সহিত অর্থাৎ সম্যক্

সমাজের হিতকাঙ্ক্ষ—সাহিত্যের যেটী প্রকৃত তাৎপর্য্য, সেটী রক্ষা করতে পারে না। তাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সাহিত্যের এরূপ সংজ্ঞা আছে, "হিতেন প্রাণিনামবিদ্যা-মোচন-রূপোপকারেণ সহ বর্ত্তমানা 'সহিতা' ভগবদ্ভক্তিস্তু সহভক্তি" সাহিত্যং শ্রীভাগবতং অথবা "সহিতস্য ভগবৎসঙ্গস্য ভাবঃ সাহিত্যম্" অর্থাৎ প্রাণিগণের অবিদ্যা-মোচনরূপ উপকারের সহিত বর্ত্তমান যাহা, তাহা সহিতা, সেই 'সহিতা' অর্থ—ভগবদ্ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদন করবার যোগ্য বস্তুই সাহিত্য, সেই সাহিত্য হচ্ছে ভাগবত, অথবা ভগবৎসঙ্গের যে ভাব, তা'র নাম 'সাহিত্য'।

এই ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ সাহিত্য হ'তেই জগতের সব সাহিত্য উদ্ভূত হয়েছে, হচ্ছে ও অনন্তকাল হ'বে। পরমহংসপ্রিয়া, গুণ-স্তবক, মুক্তাফল, হরি-লীলা, বিদ্বৎ-কামধেনু, বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্ত, শ্রীধরের ভাবার্থদীপিকা, নিম্বার্কের পারিজাত, লক্ষ্মণদেশিকের বেদান্তভাষ্য, পূর্ণপ্রজ্ঞের তাৎপর্য্য—এই প্রাচীন সাহিত্যগুলি সকলই নৈমিষ-সাহিত্যের অবলম্বনে লিখিত। তার পরে গৌড়ীয়-সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ যেখান থেকে হলো, সেই গৌড়পুরের গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ-সেনের সভা-কবি জয়দেবের কোমলকান্ত-পদাবলীর আকর সেই ভাগবত-সাহিত্য। মৈথিল-গৌড়ীয়-মহাকবি বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী, চণ্ডীদাসের মর্ম্মপ্রাণ-আকুলকরা পদগুলি, রায়ের নাটকগীতি, গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের গৌরব-গ্রন্থমালা সকলই সেই নৈমিষ সাহিত্য-অবলম্বনে রচিত। (ক্রমশঃ)

"সবই ভাল"

(শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমাদের নিকট যখনই কোন পারমার্থিক পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসেন তখনই আমরা নেকা বোকা সাজিয়া বলিয়া থাকি, সবই ভাল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর কি বলব? এ ত প্রত্যহই শুনিতেছি। এক একজন এক একটাকে ভাল বলেন, বিচার করতে গেলে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, ঠিক করিতে করিতে জীবন কাটিয়া যাইবে, ভগবদ্-ভজন হইবে না। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, যিশু, মহম্মদ রামকৃষ্ণ যাহাই বলুন না কেন, সবই এক, একাকার। যেমন জলকে জল বলিয়া খাইলে পিপাসার শান্তি হয়, তেমনি পানী বা ওয়াটার বলিয়া খাইলেও তাহাই হয়। এইরূপে আমাদের সকল ধর্ম্ম দেখ ও মন, তাহাদের অভিজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া কতই না বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিই ও শেষে বলি,—ও সব কিছু নহে মহাশয়, অন্ধ-বিশ্বাস থাকলেই হলো—ভগবান্ ঐ বিশ্বাসেই বশ। সাধুকে কিছুতেই কথা বলিতে দিব না, ঠিক করিয়া বসিয়া আছি।

এইরূপ ভগবানের চিড়িয়া খানায় আমরা একদল বেশ মজার লোক জুটিয়াছি—আমাদের সব বিষয়েই জ্ঞান টনটনে! এমন-কি, পান হইতে চূণটুকু খসিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। খাইবার সময় কিন্তু মুড়ি মিশ্রীর পার্থক্য বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু যে মুখে খাইয়া এত বিচার করি, সেই মুখেই বলিবার সময় বলিয়া থাকি,—মুড়িও যা, মিশ্রী ও তা। আমাদের এই মহা আদরের বৃত্তিটীর নাম কি? সমন্বয়বাদিতা—না, কপটতা? আমরা সামান্য অর্থের জন্য কত না ছল, বল, কৌশল উদ্ভাবন করি, কত না মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, কত না বিচার করি, আর পরমার্থ—যাহার কোন সন্ধান আমরা জানি না, যাহা লাভ করিলে আমরা সকল অনর্থ হইতে চিরতরে মুক্ত হইব, তাহা অমনি তুড়ি বাজাইয়া অর্থাৎ ফুৎকারে লাভ করিয়া লইব,—এটা হয় আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, না হয় বাতুলতা, তাই বলি! ভাই সব ওভাবে চলিলে চলিবে না—চলিলে বঞ্চিত হইব মাত্র। পরমার্থের অনুসন্ধান পাইব না। এই জন্য আমাদের মত সমন্বয়বাদিগণকে সাবধান করিবার জন্য মহাজন গাহিতেছেন:—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

তাই বলি,—ভাই-সব, সাবধান! আমরা যেরূপ ঘর-বোলা, আমাদের হরিবোলা হওয়া দুরূহ। যদি আমরা প্রকৃত পরমার্থের অনুসন্ধিৎসু হই, তা'হলে ওরূপ গা ঢালিয়া দিয়া থাকিলে চলিবে না, প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় আছে কি না, খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যদি প্রবৃত্ত হই, তাহলে দেখিতে পাইব,—আমাদের মত অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষুষ্মান করিবার জন্য শাস্ত্র কত প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা যাহাকে ভক্তি বলিয়া ধরিয়াছি, তাহার নাম ভক্তি নহে, ভুক্তি বা ভোগ,—ভক্তি অনেক উচ্চ কথা, তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে ক্রমপন্থা স্বীকার করিতে হয়! যেমন গাছের আগায় উঠিতে হইলে গাছের গোড়ায় আসিয়া গাছের গোড়া ধরিয়া উঠিতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির অধিকারী হইতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধু-সঙ্গ ইত্যাদি পন্থা ধরিয়া চলিলে তবে সে-রাজ্যে পৌছান যায়—নচেৎ নহে। যদি আমরা শাস্ত্র-বাক্যপালনে তৎপর না হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে যাই, তা'হলে, আমাদের চেষ্টা কোন মঙ্গলপ্রসূ না হইয়া উৎপাতের কারণ হইবে। ঐ জন্য, শাস্ত্র কিরূপ দৃঢ়ভাবে নিষেধ-আজ্ঞা ঘোষণা করিতেছেন।—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে সমস্ত বিধি আছে, তাহা পালন না করিয়া যদি ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনা আমরা দেখাই, তাহা হইলে তাহা আমাদের হরি-ভক্তিরূপে পর্য্যবসিত না হইয়া কেবল মাত্র উৎপাতেরই কারণ হইবে। তাই বলি,—সরলভাবে ওরূপ 'সবই' বলিলে চলিবে না—নিষ্কপটে বিচার করিতে হইবে, প্রাকৃত সত্য খুঁজিতে হইবে।

বেশ ও বৃত্তি

(শ্রীকবিভূষণ লিখিত)

সাধুর বেশেতে অসাধু বেড়ায়।
কপটের মর্ম্ম বুঝা নাহি যায়॥
সাধু-বৃত্তি হয় কুক্কুটে-ভক্ষণ।
সাধু চিনিবারে এইত' লক্ষণ॥
সাধু বেশে অন্য উদ্দেশ্য বিষয়।
ঘৃণিত সেজন ভণ্ড দস্যু প্রায়॥
তা' বলে' সাধুর বেশ ঘৃণ্য নয়।
সাধু সাধু-বেশে রহিতে যুয়ায়॥
কাপুরুষপ্রায় বেশে মা বিষেবে।
প'ড়ু মালা ছাড়ি ফ্যাশানে না মেশে
দেখিয়া সাধুর সাধুচিত বেশ।
নিন্দকের মনে ব্যথা লাগে বেশ॥
অসহ্য তাহার সাধুর সম্মান।
সাধুরে দেখে সে নিজের সমান॥
অসাধুর বৃত্তি হৃদয়ে প্রবল।
সাধুর সাধুত্ব দেখিলে বিহ্বল॥
মনে করে ওরা সাধু কেন হ'বে?
আমা হেন কেন অসাধু না র'বে?
সাধু বলে' লোক না দেখে আমারে।
সাধু-বল হরে কিয়ার মাঝারে॥
ভাগবত-শাস্ত্র পড়ে সাধুজনে।
এই দেখি' লোভী ভাবে মনে মনে॥
স্বরূপ আমার দেখিবে নয়নে।
উপজিবে ঘৃণা সকলের মনে॥
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাসনা।
বলবতী হৃদে অন্ত উপাসনা॥
তাহারে সেবিব ধর্ম্মত্যাগ করে'।
ভাগবতপাঠ-জীবী নাম ধরে॥
পাঠ বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জিব।
শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিব॥
ভগবত্তনু শ্রীগ্রন্থ ভাগবত।
উপার্জ্জন-যন্ত্র হ'বে বিধিমত॥
জড়রসে মাতি নরনারী প্রীতে।
লীলারস ব্যাখ্যা করি হৃষ্টচিতে॥
করিব সবার কর্ণ রসায়ন।
নিজোড়ি চিত্তাড়ি রস আস্বাদন॥
রমণীসমাজে বড় প্রিয় হ'ব।
অর্থ ধন নারী সকলি লভিব॥
অক্ষজের ভূত কি জানি কেমন।
অজ্ঞান ভেদ করিবেক উদ্ভাবন॥
অরেক জুটিবে পার্শ্ব-অনুচর।
বেড়াইব হয়ে স্বকীয় বিগ্রহ॥
বৈষ্ণব দেখিলে করি দূরে ত্যাগ।
নিজ স্বার্থ দিব না কার প্রাণপাত॥
বলিব,—আমিত উচ্চবর্ণে জাত।
আমার সম্মান হবে সর্ব্বেতে খ্যাত॥
আর সে বলিব, হ'য়েছি শিক্ষিত।
আমা কাছে সবে হ'তেছে দীক্ষিত॥
ধমনীতে মোর প্রভুর সে রক্ত।
তোমা সবে নাম লও শূদ্র-ভক্ত॥
শূদ্র থাক কভু, বিপ্রত্ব সেব' না।
অর্চ্চনাধিকার কভু ত' দিব না॥
অথবা সেব বা না সেব শ্রীহরি।
তোমা-দত্ত অন্ন নাহি অঙ্গীকরি॥
প্রসাদ-বিশ্বাস নাহিক আমার।
আমি মাত্র আমি সবার কর্ণধার॥
আপনারে কর হীন তৃণ হ'তে।
মম পদধূলি লও সবে মাথে॥
"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ" নাহি মা
ও শাস্ত্র অবজ্ঞা করিয়া বাখানি॥
মোরা বড়, সবে ছোট লঘু দীন।
এই মাত্র সার ভাবি নিশিদিন॥
"স যাতি নরকং" এবং শাস্ত্রে কয়।
ও শাস্ত্র ফেলিয়া দাও দরিয়ায়॥
এই ভাব সব শিখায় সকলে।
দল বাঁধি সবে নরকেতে চলে॥
নিজে না আচরি' পরের শিখায়।
শরণ না লয়ে শরণ সে কয়॥
প্রতারক-বেশে যত প্রতারক।
বৈষ্ণবাপরাধে মত্ত ধর্ম্ম বক॥
কামের নফর কামিনীর দাস।
ভক্তিপ্রচারক। একি সর্ব্বনাশ॥
কোথা গোরামণি হও হে প্রকট।
তোমা নাম লও করয়ে মর্কট॥

সামান্য ও শুদ্ধবৈষ্ণব

(পরবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র লিখিত)

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ ভেদ বুঝতে হইলে পঞ্চোপাসনা বলিয়া একটি পারিভাষিক পদার্থের উপলব্ধি আবশ্যক। পঞ্চোপাসনা মূলে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণের বিচার ব্রহ্ম নিরাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের ভজন করা যায় না, অতএব কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া স্বার্থসাধন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিদ্যারণ্য ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" এই কল্পিত সকাম পঞ্চা উপাসক, তাঁহাদের বিশ্বাস এই

[illegible] অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নির্বাণ হইলে সেখানে উপাস্যো-পাসক ও উপাসনা ভেদ নাই।

[illegible] ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, [illegible] গণপতির উপাসনা হয়, [illegible] যোগে [illegible] উপাসনা, [illegible] শক্তির উপাসনা, এবং তমোগুণাশ্রয়ে শিবের উপাসনা হয়। এইরূপে সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব,এই পঞ্চবিধ সকাম উপাসকগণ [illegible] সাকার ভজন করিয়া চরমে নিষ্কাম অহং-গ্রহোপাসনাকে লক্ষ্য করেন।

এই পঞ্চোপাসক সমাজের জনগণ কেহ সূর্য্যমন্ত্রে, কেহ গণেশমন্ত্রে, কেহ শক্তিমন্ত্রে, কেহ শিবমন্ত্রে, কেহ বা বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসনা করেন। অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাদি এই পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। এই পঞ্চো-পাসনামূলক যে উপাসনা, তাহা মায়াবাদ অর্থাৎ এরূপ বিদ্ধ বৈষ্ণবের বিশ্বাস যে,জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম মায়াভিভূত হইয়া এই জগৎ কল্পনা করিয়াছেন ও নিজকে জীব অভিমান করিতেছেন।

সগুণবিষ্ণুর উপাসনা করিতে করিতে এই ভ্রম কাটিয়া গেলে তবে ব্রহ্মসিদ্ধি হয় এই বিশ্বাসে তাঁহারা মায়া-কল্পিত জ্ঞানে রাধাকৃষ্ণরূপ, রামরূপ, লক্ষ্মীনারায়ণরূপ, নৃসিংহরূপ, গোবর্দ্ধন বা শালগ্রাম শিলা পূজা করিয়া পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত হ'ন। এইরূপ বৈষ্ণব শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন, ইঁহা-দিগকে 'সামান্য বৈষ্ণব' নামে অভিহিত করা হয়।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র। তিনি জানেন, শ্রীভগবানের শুদ্ধচিদ্বিগ্রহ আছে। অবশ্য বেদে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ অপাণিপাদ, অকর্ণ, অচক্ষুঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের যেরূপ প্রাকৃত জড় আকার ও জড় অঙ্গাদি আছে,শ্রীভগবানের তাহা নাই।

জড় আকার নাই বলিয়া জড়চিন্তাপ্রধান মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট মায়াবাদী চিদাকারের সন্ধান না পাইয়া ভগবান্‌কে যে নিরাকার ধারণা করেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। কেননা তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ আরোহ বা অধিরোহ প্রণালীর [illegible] করিয়া এই জগতের জ্ঞানকেই বর্দ্ধিত করিয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে যান। তাঁহারা বৈদিক অবতার বা অবরোহবাদের প্রণালী— "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" (কঠোপনিষৎ) মানেন না অর্থাৎ আত্ম-প্রত্যয়ের উল্লঙ্ঘন করিয়া আরোহপথে চলিতে চলিতে চিন্মাত্র ধারণায় [illegible] [illegible]।

[illegible] আকার নাই, তথাপি নিরাকার তাঁহাদের এই চিন্তায় প্রবল হইয়া অন্য দেবদেবীর উপাসনার সহিত বিষ্ণুর উপাসনাও সম জানিয়া, অন্য দেব-দেবীকে তদীয় বুদ্ধি [illegible] হইতে স্বতন্ত্র ও তৎসম [illegible] মায়াবাদ [illegible] করেন।

শুদ্ধবৈষ্ণব, ভক্তিযোগে ভগবানের চিৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া চিদ্বিগ্রহ ভগ-বানে কর্ম্ম নিত্য সাকার রাধাকৃষ্ণ, রাম বা নারায়ণ মূর্ত্তি শুদ্ধ মন্ত্রে নিত্য উপাসনা করিয়া নিত্যসেবা লাভ করেন। তাহার ফল ভগবানের প্রেম।

জীব সজাতীয়ত্বে ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদা-নন্দ হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন। বিভুচিৎ ভগবান্ অণুচিৎ জীবের নিত্য প্রভু। জীব ভগবানের নিত্যদাস।

এই নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াও কতকগুলি জীব (ব্রহ্ম নহে) ভগবদ্বহির্ম্মুখ মায়ার মুগ্ধ হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত আবাহন করিয়া ঈশবৈমুখ্য অর্জ্জন করি-য়াছে। এই স্বরূপবিভ্রান্তি দূরীকরণার্থ যাঁহারা মায়াবাদশূন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণ-প্রান্তে আনুগত্যধর্ম্ম লাভ করিয়া নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস জ্ঞানে ভজন করিতে থাকেন, তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণব।

হৃদয়ে মায়াবাদগন্ধ থাকিলে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,কেবল রাধাকৃষ্ণ, রাম,নৃসিংহ উপাসনা দ্বারা বৈষ্ণবের শুদ্ধধর্ম্ম পালিত হয় না। কেননা পঞ্চোপাসক মায়াবাদি-গণের মধ্যেও এরূপ উপাসক অনেক আছেন। তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তবে পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ-নিরূপণে বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈবের মধ্যে যে বৈষ্ণব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাকে বিশেষজ্ঞগণ সামান্য বৈষ্ণব বলেন। এরূপ সগুণ বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব নহেন।

অনেকে নিজ চিত্তে মায়াবাদের মূলসূত্র পোষণ না করিলেও মায়াবাদী সমাজের অধীন থাকিয়া মায়াবাদীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া নিজের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তিকে ক্রমশঃ নষ্ট করিতে থাকেন, শেষে ভক্তি বিচ্যুত হইয়া অহংগ্রহোপাসনার উন্মত্ত হ'ন। তাঁহাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে,তাঁহা-দের চিত্ত স্বভাবতঃ ভজনোন্মুখ হইলেও তাঁহারা অসৎসঙ্গদোষে নিজ নিত্য মঙ্গল-পথ হইতে বিচ্যুত হ'ন। প্রথমে সরলচিত্ত, পরে সঙ্গদোষে কৈতবপূর্ণ জনগণের দুর্ভাগ্য দেখিয়া জীবে দয়া-পরিপূরিতচিত্ত যথার্থ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সাধু মহাপুরুষ ব্যথিত হ'ন ও তাঁহার মঙ্গলময়ী চেষ্টা দ্বারা তাঁহা-দিগকে বিপথ হইতে পুনরানয়ন-জন্য যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

তাই সকল আসুন, আমরা তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল চরণকমলের আশ্রয় লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ [illegible] বিক্রয় করিয়া মায়ার দুর্ভেদ্য জাল হইতে মুক্ত হই, মায়াবাদান্ধকার হইতে বহির্গত আলোকে প্রবেশ করি,নির্ম্মল শুদ্ধভক্তি পথে বিচরণ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ স্বরূপ প্রেমা লাভ করিয়া চতুর্ব্বর্গকে পদদলিত করিবার যোগ্যতা লাভ করি।

তাই সকল,প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ যেন বিস্মৃত হইবেন না, তিনি কি বলিয়া-ছেন, দেখুন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

ঐ শুনুন, জড়ভরত মহারাজও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিতেছেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥"

অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল মহাপুরুষের চরণাশ্রয়েই জীবের চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে।

মহাপুরুষ কাহাকে বলিব ?—নিষ্কি-ঞ্চন, জড় অর্থে যাঁহার কোন চেষ্টা নাই, একমাত্র ভগবৎসেবা যাঁহার লক্ষ্য, তদিতর কোন ক্রিয়া যাঁহার নাই, যাঁহার জড়েন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থ ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ-স্পৃহা নাই, যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই হরি সেবানুকূলা, চতুর্ব্বর্গ-কামনাকে কেবল নিজসেবা জানিয়া তাহার ত্যাগে যিনি যত্নপর ও সেবামূলা ভগবৎপ্রীতির সং-সাধনই যাঁহার ব্রত, তিনিই মহাপুরুষ।

শিষ্যের নিকট বা অপর কাহারও নিকট ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কেবল কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে নিজেন্দ্রিয় প্রীতি-কল্পে আহার বিহার ও কুটুম্ব সেবায় যিনি তাহা ব্যয় করেন, তিনি কখনও মহাপুরুষ নহেন, আর মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কাহারও অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জনের আশ্রয়ে কোন লাভ নাই, তাই, কেবল অন্ধকর্ত্তৃক উপনীয়মান অন্ধের দুর্দ্দশা।

মহাপুরুষ-চরণাশ্রয় কখনও নিষ্ফল হয় না। আজ যাহা আপনি কঠিন ও কঠোর ভাবিতেছেন, দেখিবেন কাল সাধুগুরুপদাশ্রয়ে আপনার তাহা মৃদু ও সুসাধ্য হইবে। আর কোনও উপকরণের আবশ্যকতা নাই; নাই, কেবল চাই নিত্য বাস্তব সত্যের প্রতি আনুগত্য ধর্ম্ম, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলসূত্র জানিবেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

শ্রীএকাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণসমীপে ভাদ্রীয় কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও বিধানাদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম অজা। যে ব্যক্তি হৃষীকেশের পূজা সহকারে এই একাদশীর ব্রত পালন করে, তাহার সমুদয় পাপ নাশ প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! আমি সত্যই বলিতেছি যে এতদপেক্ষা অন্য কোন তিথি মঙ্গল-সম্পাদিকা নহে।

পূর্ব্বকালে হরিশ্চন্দ্র নামে কোন সত্য-সন্ধ, সসাগরপৃথিবীপতি, চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মযোগ হেতু রাজ্য-ভ্রংশ হইলে তিনি বনিতা, পুত্র ও আপ-নাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই সত্যপরায়ণ পুণ্যবান রাজা চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃতজনের বস্ত্রাপহরণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তথাপি তিনি সত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। এইভাবে তাঁহার বহু বৎসর বিগত হইল। একদা তিনি অতীব দুঃখিত হইয়া কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শোকসাগরে মগ্ন হইতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে কাতর জানিয়া ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক পরোপকারহেতু সৃষ্ট গৌতম নামক মুনি তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই নৃপবর তাঁহাকে [illegible] করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে [illegible] থাকিয়া আত্মদুঃখকারণ [illegible]।

শ্রীগৌতম [illegible] শ্রবণে বিস্মিত হইয়া এই ব্রতের উপদেশ [illegible] করিলেন। 'ভাদ্রপদমাসে কৃষ্ণপক্ষে অজানাম্নী পুণ্য-দায়িনী শোভনা একাদশী সমাগতা হইয়া-ছেন। হে রাজন্! তাহার ব্রত পালনে পাপক্ষয় হইবে। তোমার সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ঐ তিথি আগমন করিয়াছেন। ইহাতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণ কর। আমি তোমার সুকৃতি-প্রভাবে এখানে আসিয়াছি।' ইহা বলিয়া মুনি অন্তর্হিত হইলেন।

রাজশ্রেষ্ঠ মুনিবাক্যানুসারে ঐ ব্রত পালন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে তদীয় পাপ ক্ষয় হইল। অতএব হে রাজন্! বহুবর্ষভোগ্য পাপরাশি এই ব্রতপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তিনি পুত্রজীবন লাভ করিয়া পত্নীর সহিত সম্মিলিত হই-লেন। স্বর্গে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং তদীয় শিরোভাগে পুষ্পবৃষ্টি হইল। তিনি স-দারপুত্রে স্বর্গপ্রাপ্ত হই-লেন।

যে দ্বিজোত্তমগণ এই ব্রত পালন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিশ্চিতই স্বর্গলোকে বাস লাভ করেন। এই ব্রতকথা পঠন ও শ্রবণহেতু অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৬

মাৎসর্য্যে লাভ কি ?

শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নর-মাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, এই এই শাস্ত্রের উক্তি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে ঈশ্বর মোক্ষলাভ জন্য যে শাস্ত্রার্থবাধক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রচারের ক্ষতি হইলেও অসৎ-স্বভাব-বিশিষ্ট জনগণ তাহাতে লাভবান হইয়াছেন, মনে করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর আদেশমত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়, পরমার্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগদাধর গোস্বামী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও ভট্ট এবং অপরাপর গোস্বামিগণ সেই প্রেম ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপ্রবোধা-নন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্য দেবের প্রচা-রিত ধর্ম্মের পথ সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। চতুঃষষ্টি মহান্ত গৌড়দেশে এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর প্রকট লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয় শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম জগতের জীব-গণকে দিয়াছিলেন। সেইকালে কতিপয় ভগবদ্বিমুখ শিষ্যের প্ররোচনায় শ্রীঅচ্যুতা-নন্দ ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপর সন্তান-গণ ন্যূনাধিক পরমার্থ প্রচারে বাধা দিয়াছিলেন।

শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর ত্যাগী শিষ্যদল নিজ নিজ অসমর্থতা বশতঃ প্রচারকার্য্যের বড়ই বিঘ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও গোপীজনবল্লভ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর গৃহস্থ শিষ্যগণ শৌক্র পদ্ধতি চালাইতে গিয়া পুনরায় ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা মুখে পঞ্চোপাসনা ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের বংশে সেই সকল কুমত ওতপ্রোতভাবে প্রবল আছে।

ইঁহাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের পারমার্থিক ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী প্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরের করুণাকটাক্ষবৈভববৃক্ষের দৃষ্টিতে কৈবল্য নরকসদৃশ, স্বর্গ আকাশপুষ্পতুল্য দুর্দ্দমনীয় প্রবল ইন্দ্রিয়সর্পবর্গ উৎখাতদন্ত, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ কীট তুল্য এবং ভূলোকে গোলোক প্রতীত হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীগৌরহরির পারিষদবর্গের বিভিন্ন প্রচারপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে নানাস্থানে পরমার্থের প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার পদাশ্রিত কতিপয় শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও সংরক্ষণোদ্দেশে স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মঠ, শ্রীযোগপীঠ-ধামের উজ্জ্বল্য সাধন, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপ্রচার, শুদ্ধভক্তিময় জীবন ও সদাচারের প্রচার করিতেছেন তাহার সঙ্গে শুদ্ধভক্তিপ্রচার মুখে 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' হারমোনিষ্ট 'গৌড়ীয়' দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ সদাচারময় পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংরক্ষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির আশ্রয়, যোগ্য নরমাত্রেরই হরিসেবাধিকার, আচার্য্যবর্গের নিন্দার প্রতিবাদ ও নানা-বিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে গৌড়, উৎকল ও মাথুর মণ্ডলে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের নানা প্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু কতিপয় মৎসর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর।

ভগবান্ মঙ্গলের জন্যই সকল কার্য্য করেন,জানিয়া আমরা পত্রিকার প্রচার বিষয়ে অধিকতর যত্নসহকারে ঐ সকল কুমত নিরসন করিতে প্রস্তুত হইব। মাৎ-সর্য্য কিছু বিষ্ণুভক্তি নয়, দুর্ব্বল কিছু সবলের প্রতিযোগী নয়, জানিয়া আমরা "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিৎ" শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিঘ্নরাশি পদাঘাত করিয়া অতিক্রম করিব।

এই মৎসর সম্প্রদায় যেরূপ অনভিজ্ঞ-তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের প্রচারে অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হইবে। মৎসর সম্প্রদায় জানেন না যে নির্ম্মৎসর সম্প্রদায়ে দীক্ষা-বিধানের সহিত সদাচার চিহ্ন সকল বর্ত্তমান। তাঁহারা কেবল জানেন যে, লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া সাধারণের অনভিজ্ঞতার মণ্ডলে নিজেদের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করাই ধর্ম্ম।

মৎসর সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা জগতের প্রত্যেক বৈষ্ণবই সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবান্ গৌরহরি স্বয় বিষ্ণু প্রভৃতি প্রতীপগণের দ্বারাই, অথবক পূতনা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন শত্রুগণের দ্বারাই নিজ্য সত্য জগতে বিস্তার করেন। এবারও মৎসর সম্প্রদায়কে সত্যপ্রচারের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন, তাহা জগতের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মৎসর সম্প্রদায় কাহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে, তাহা জানেন না। কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ ও অন্যাভিলাষের সহিত শুদ্ধভক্তির কোন কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহারা কিছুই অবগত নহেন। তাহারা "কৈবল্যং নরকায়তে" শ্লোক দেখিয়াই, "ময্যেব বুদ্ধিং কুণপে ত্রিধাতুকে" শ্লোক পড়িয়াই, অজ্ঞজ্ঞানে শুদ্ধভক্তদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, বুঝিয়া রাখিয়াছেন।

মৎসর সম্প্রদায় জানেন না যে, অধো-ক্ষজ সেবকগণ ভগবৎ কৃপায় দুর্জ্জেয়। তাঁহারা প্রাকৃত গুণযুক্ত নহেন—মুক্ত বদ্ধ। 'এতদীশনম্' শ্লোকের আলোচনা করিলেই তাঁহারা কতকটা সন্ধান পাইবেন।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনেকে গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যকে পৃথক বিচার করেন। অর্থাৎ গৌড়ীয়সাহিত্য বল্তে গেলে বাঙ্গলার সাহিত্যমাত্রকেই বুঝায়, আর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য বল্লে কেবল চৈতন্যের অনুগত সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে লক্ষ্য করে, কিন্তু একভাবে গৌড়ীয়-সাহিত্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য হতে পৃথক বল্লেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যই গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর—এই সত্য কথা বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণও স্বীকার করে থাকেন। তবে যাঁরা বৈষ্ণবতা বাদ দিয়ে দিলেন অর্থাৎ সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে একটু স্বতন্ত্র হয়ে বিরাটের মোহে বিভোর হয়ে পড়লেন, তাঁরা বৈষ্ণব শব্দটী বাদ দিয়ে কেবল গৌড়ীয়-সাহিত্য বা গৌড়ীয়-সাহিত্যিক নাম গ্রহণ করলেন।

এ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন শুধু কেবল বাঙ্গালায় নহে, বঙ্গের বাহিরেও হয়েছিল; উৎকলে শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয়গণের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সহায় হোলো মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পাটরাণী গৌরী মহাদেবী। আবার ওদিকে আসামপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য-দেব ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে নীলাচলে সাক্ষাৎ করবার পর আসাম-প্রদেশের শঙ্করদেব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুকরণে ভাগবতের পদ্যানুবাদ কীর্ত্তন-ঘোষা, বড়গীত, বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী প্রভৃতি বহু সাহিত্য লিখ্লেন। আর একদিকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বল্লভপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিক-গুরু শ্রীস্বরূপ-রূপ প্রভৃতির গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করবার পর অনেক সাহিত্য সমৃদ্ধি করলেন। কেউ কেউ ব'লে থাকেন যে, আধুনিক নিম্বার্ক-সাহিত্যও কেশবভট্টাদি প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধিত হয়েছে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের পর। তা'হলে আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর এবং স্বরাট্-সাহিত্য বল্তে পারি। এই স্বরাট-সাহিত্য-প্রস্রবণ হতে স্বতন্ত্র হয়েই গৌড়ীয়-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

গৌড়ীয় সাহিত্যের সর্ব্বাদিযুগ কোন্ সময় থেকে, একটা প্রশ্ন হতে পারে। আমরা সে যুগ নির্দ্দেশের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, গৌড়ীয়-সাহিত্যের যুগ যেদিন থেকে আরম্ভ হোলো—যেদিন অভিজ্ঞ স্বরাট "তেনে ব্রহ্মহৃদা আদিকবয়ে" অর্থাৎ স্বরাট্ পুরুষ আদি কবির হৃদয়ে বুদ্ধি প্রেরণ পূর্ব্বক বেদরূপ সাহিত্য-অঙ্কুর সঞ্চার করিলেন। সেই সাহিত্যের সামগান নারদের বীণায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। নারদের বীণা থেকে বাদরায়ণের সমাধিস্থ সমাধিজ হলো, আবার বাদরায়ণ হ'তে সেই সাহিত্য-সর-স্বতী শুকদেবের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করতে থাকলেন। সেকাল গৌড়ের আচার্য্য-গণ সেই সাহিত্যের সুমধুনীতে অবগাহন করলেন। সাহিত্য-ভাণ্ডার বিশ্বের দুয়ারে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। যে শ্রুতি সাহিত্য সরস্বতী একদিন "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' মন্ত্রে সাহিত্যের নায়কের আগমনী অস্ফুটস্বরে গান করিতে-ছিলেন—যেদিন নৈমিষকানন মুখরিত ক'রে নৈমিষসাহিত্য সুরসুন্দরী আর একটু স্পষ্টসুরে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' শ্লোকে সাহিত্যের নায়কের আরতি করেছিলেন—যেদিন পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্ত্তী জয়দেব গৌড়পুরের গঙ্গার তটে নব-বসন্তের আগ-মনের পূর্ব্বে কোকিলের কাকলীর ন্যায় 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' পদে কোমলকান্ত পদা-বলীতে সাহিত্যনায়কের আগমনী-গীতি গান করেছিলেন, যেদিন চণ্ডীদাস 'এরূপ হইবে কোন্ দেশে' এই গৌরচন্দ্রিকা গান ক'রে গৌড়ীয়গণের মনঃপ্রাণ আকুল ক'রে দিয়ে-ছিলেন, যে'দিন বিদ্যাপতি 'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর' সঙ্গীতের ধ্বনিতে শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্য প্রভুর হুঙ্কারাম্ভোদ বৃদ্ধি করেছিলেন, সেদিনও গৌড়বাসী বুঝতে পারে নাই,

গৌড়ীয়-সাহিত্য-কাননে সাহিত্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধ'রে যে সাহিত্য-সরস্বতীর নায়ক স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। যখন রাধামাধব মিলিততনু গৌরসুন্দর তাঁর জীবনখানাকে স্বরাট্ সাহিত্যের সাধিসঙ্গীতরূপে সজ্জনগণের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করলেন, তখন নিখিল গৌড়ীয়সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

সেই গৌড়ীয়-সাহিত্য স্বর্ণদী ত্রিধারায় প্রকাশিত হয়ে প'ড়ল। তত্ত্ব-সাহিত্য বা জ্ঞান-সাহিত্য, অভিধেয় সাহিত্য বা বৈরাগ্য-সাহিত্য, প্রয়োজন সাহিত্য বা রস-সাহিত্য। কলুষ-নাশিনী জাহ্নবী যেমন কলুষ বিনাশ করে, সকলকে পূত ক'রে দেয়, সেরূপ গৌড়ীয়-তত্ত্ব-সাহিত্য জীবের অনর্থমল বিদৌত ক'রে অভিধেয় সাহিত্যের কাছে—সেই সরস্বতী প্রসাদের কাছে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন, তখন প্রয়োজন-সাহিত্যের যমুনা-প্রবাহ জীবগণকে গৌড়ীয় রসসাহিত্যের তটে এনে ফেল্‌লেন। তপনতনয়াতীরে কদম্ব বনদেবতার বেণুমাধুরী তখন রসসাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিল।

সাহিত্যের নায়কের জীবনের আদি-লীলায় যে শিশুসাহিত্য শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব অভিনয় হয়েছিল, তা' হ'তেই শ্রীজীবের হরিনামামৃত ব্যাকরণ সমগ্র ব্যাকরণ-সাহিত্য শাস্ত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করল। কেউ কি কখনও শুনেছিল যে, ব্যাকরণসাহিত্যের—শিশু সাহিত্যের প্রতি অক্ষর, প্রতি শব্দ, প্রতি সূত্র স্বরাটের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারে? শিশুকে শিশুকাল হ'তে স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত করবার জন্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়ক এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাকরণ-সাহিত্য আবিষ্কার করালেন। তারপর যেদিন গৌড়পুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে গৌরসুন্দর বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম পরবক্ষমঞ্চের উদ্বোধন করেছিলেন, সেদিন হ'তে গৌড়ীয়ের কাব্য-সাহিত্য, গৌড়ীয়ের অলঙ্কার সাহিত্য, তথা গৌড়ীয়ের রসসাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হলো। তারপর চরিতসাহিত্যের লেখক মুরারি গুপ্ত, সাহিত্যকুলভাস্কর ঠাকুর বৃন্দাবন, সাহিত্যিক শিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এবং পদসাহিত্যের মধ্যে গোবিন্দদাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি গৌড়ীয়সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ক'রলেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যে কোন বস্তুর অভাব নাই, কাজেই সেই সাহিত্যকে আমরা সার্ব্বভৌম সাহিত্য বা সার্ব্বজনীন সাহিত্য বল্‌তে পারি।

বৈদিক সমীক্ষা-প্রকাশ—পারমার্থিকপত্রে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার **আলবার্ট হলে** পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** মহারাজ **'গৌড়ীয়-দর্শন'** শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

মহাশয়, সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দ লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

আলবার্টহলে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম্‌, এ, পি-এইচ্, ডি মহাশয়ের বক্তৃতা

(১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট)

—:○:—

আজ আপনারা এই জগদ্‌-প্রেমিক বক্তার নিকট অপূর্ব্ব কথা-মাধুরী শ্রবণ করিলেন। একথাটী আমি স্তুতি ক'রে বল্‌চি না, সত্য সত্যই প্রাণের কথা প্রাণের থেকে বল্‌চি। আমি যখন নিমন্ত্রণে 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে আজ কিছু বলা হবে দেখেছিলাম, তখন মনে করেছিলাম, বক্তা কতকগুলি সাধারণ সাহিত্য গ্রন্থের নাম ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

গতানুগতিক

ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যাকাল। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যটী অতীব মনোরম। প্রকৃতিরাণী নক্ষত্রখচিত বসন পরিধান করিয়া হাস্যবদনে লোক-মনোহরণ করিতেছেন। মলয় পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ভোগরত জীবের মানসমন্দিরে ভোগবাসনার উদ্দীপনা আনিয়া দিতেছে। চারিদিকেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এমন সময় বিলাসপুর গ্রামের জমীদার-গৃহে বাজনা বাজিয়া উঠিল। অবশ্য সন্ধ্যাকালে বাজনা বাজিবার কথা শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে ঠাকুরের আরতির স্মৃতি আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু এ সে-রকমের কিছু নয়। এ বাজনা—বিবাহের। আজ ভোলানাথ বাবুর কন্যার বিবাহ।

বরপক্ষ বরকে সঙ্গে লইয়া যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোক, আত্মীয় স্বজনে জমীদার গৃহ পরিপূর্ণ। আলোক-মালা বিভূষিত, রং বেরংএর যন্ত্রাদি মণ্ডিত, নানা ভাবে সু-সজ্জিত প্রাঙ্গণটী দর্শনে সকলেরই হৃদয়ে ভোগানন্দ আনিয়া দিতেছে। তারপর জমীদার বাবুর ব্যবস্থায় অভ্যাগত লোকের প্রতি অভ্যর্থনা আরও সুন্দর।

বরপক্ষে কন্যাপক্ষে তামাসা আরম্ভ হইল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, হেঁয়ালির পর হেঁয়ালি, বিদ্রূপের পর বিদ্রূপ, এইরূপে প্রাঙ্গণে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। স্থানটীতে গেলে বুঝা যায়, সকলেই যেন কি এক অজানা নেশায় মত্ত হইয়া জগতের সব কথা ভুলিয়াছে।

হঠাৎ অন্দর-মহলে একটী গণ্ডগোলের শব্দ শুনা গেল। জমীদার বাবু খুব বুদ্ধিমান। তিনি তাঁহার নিমন্ত্রিত লোকদিগকে সাবধান করিয়া অন্য লোকের নেশা ভাঙ্গিবার সুযোগ দিলেন না; স্বয়ং অন্দরে চলিয়া গেলেন।

শুভ কার্য্যে বিঘ্ন অনেক। এই আনন্দের সময় আনন্দ-বাধা উপস্থিত হওয়ায় ভোলানাথ বাবুর হৃদয়টা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—না জানি কি হইয়াছে। যাহা হউক বাহ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া গৃহিণীর নিকট ঘটনা কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—বেশী-কিছুই নয়, বিড়ালটা বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে। খাদ্যদ্রব্যগুলি ভাঁড়ারে রাখা হয়েছে আর ওটা সেগুলিকে মুখ দিয়ে উচ্ছিষ্ট কর্‌ছে। কতবার তাড়াহুড়ো দিলাম, সে তার স্বভাবটা কিছুতেই ছাড়্‌লো না। তাই বড় বিরক্ত হ'য়ে চাকরকে বড়গলায় ডাক্‌তে গণ্ডগোল করেছে।

ভোলানাথ বাবু তখন আশ্বস্ত হইলেন; হো, হো, করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার খানা গুরুতর ক'রে তুলেছিলে আর কি। যাই হোক্ একটা কাজ কর,—দুষ্ট বিড়ালটাকে একটা ধামা চাপা দিয়ে রাখ।

যেমন আদেশ অমনি চাকর চাকরাণী তাড়াতাড়ি একটা ধামা আনিয়া বিড়ালটাকে চাপা দিয়া রাখিল।

যথা সময়ে সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। আগন্তুক ধনী নির্ধন সকলেই উদর ভরিয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া ভোলানাথ বাবুর জয়গান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। সতত কন্যাপক্ষের ছিদ্রান্বেষী বরপক্ষীয় লোকগণ ভোলানাথ বাবুর আতিথেয়তা সৌজন্য ও সুব্যবস্থা দর্শনে প্রীত না হইয়া পারিলেন না।

সে আজ পনর বৎসরের কথা,—যে বৎসর ভোলানাথ বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তারপর কত না পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জগতে পরিবর্ত্তনটা কিছু নূতন নহে। পরিবর্ত্তনই জগতের স্বভাব। কালবশে কত জীব আসে, কত জীব চলিয়া যায়। এই স্রোতে ভাসমান ভোলানাথ বাবুও চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাকে নিজ গৃহে রাখিয়া পৃথক্ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কন্যা এখন কন্যার মাতা হইয়াছে, কেবল মাতা নয়, কন্যার কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত।

ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য। যথাসময়ে যোগ্যপাত্র ঠিক হইয়া বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। বর কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবার জন্য স্বীয় গুরুবর্গ, পিতৃবর্গ, বন্ধুবর্গ সহ উপস্থিত হইলেন। খুব ধুম ধাম পড়িয়া গেল।

এমন সময় গৃহমধ্য হইতে কন্যার মাতামহী অর্থাৎ ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী বরের পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নূতন আত্মীয়, অনেক সঙ্কোচভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে একটী ঘরে বসাইয়া পর্দ্দার ভিতর হইতে কর্ত্রী বলিলেন—এ বিবাহে সকলই উদ্যোগ হয়েছে সত্য কিন্তু একটা বস্তুর বিশেষ অভাব হয়ে পড়েছে। বরের পিতা খুব অবাক্ হইয়া পড়িলেন। পরে বলিলেন—যে বস্তুর অভাব তাহা বলুন। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া সে বস্তুটী আনাইব।

কর্ত্রী মহোদয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—আমার বিবাহের সময় পিতাঠাকুর মহাশয় একটী বিড়ালকে ধামা চাপা দিয়াছিলেন। সুতরাং আমার কন্যার বিবাহের সময়ও তাহাই হইবে। কেন না উহা আমাদের বংশগত প্রথা হইয়াছে। তবে ঘটনা-ক্রমে আমার বাড়ীতে একটীও বিড়াল না থাকায় আপনাকে একটি বিড়াল আনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। বিড়াল না আসিলে এবং তাহাকে ধামা চাপা না দেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিবাহ হইবে না।

ঘটনাক্রমে আমার বাড়ীতে একটীও বিড়াল না থাকায় আপনাকে একটী বিড়াল আনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। বিড়াল না আসিলে এবং তাহাকে ধামা চাপা না দেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিবাহ হইবে না।

(ক্রমশঃ)

[illegible] ... [illegible] সাহিত্য-জগতে যেন এক নূতন আলোকের রেখা ফুটিয়ে পড়্‌ল। [illegible] যাহারাই মহীতলে। যাঁরা ব্যাকরণ মানেন, তাঁরাও একথাটা বুঝতে পারেন যে, "সহিত" শব্দ থেকে "সাহিত্য" শব্দ নিষ্পন্ন। "সহিত" বা "সহিত" একই। সহিত অর্থে—মিলন; যেখানে পূর্ণমিলন না হয়, সেখানে সাহিত্য হ'তে পারে না। ভক্তিশব্দের অর্থ অনুধাবন করলে জানা যায়, [illegible] (?) [illegible] ভক্তি পূর্ণমিলন পথ দেখাতে পারে আমরা নিজের অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে (?) [illegible] সেবা করতে পারি। যিনি আপনাকে [illegible] একতানযুক্ত করতে পারেন, তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। কর্ম ও জ্ঞানের পথে মিলন হ'তে পারে না কর্ম মিলনের কুহক দেখিয়ে আপনাকে বিড়ম্বিত করে; আর জ্ঞান মিলনের একটা আংশিক ছায়া দেখিয়ে মাঝপথে নিবৃত্ত হয়", সেবায় পথেই মিলন। সেবার পথ জগতের সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে [illegible] মিলতে পারে, সুতরাং ভিতরে [illegible] অধিষ্ঠান; [illegible] সকলকে আলিঙ্গন কর্তে পারে। ভগবানেই সমস্ত ভাবের পরিপূর্ণতা! তিনি উপনিষদের নির্দিষ্ট ব্রহ্ম, আর ভক্তের নিকট ভগবান্; তিনি [illegible]। সেই ভগবানের ভক্তের সহিত জগতের সকলেই মিলনে বদ্ধ। প্রকৃত 'সংহিত' বা মিলন সেখানে—যেখানে সেই ভগবানের সেবায় পূর্ণ বিকাশ। যে [illegible] মিলনের সন্ধান না দেয়, তার 'সংহিতা' নাম হ'তে পারে না। ভগবানের সঙ্গে মিলন করাতে পারে ব'লে—ভক্তির সন্ধান দিতে পারে ব'লে বৈদিক সাহিত্যের নাম—'সংহিতা'। গৌড়ীয় মঠের বক্তাও বলেছেন,—বৈদিক-সাহিত্য ভক্তিরই সামগান গেয়েছেন; একথা ঠিক। যেখানে পূর্ণতা ও প্রীতির সমাবেশ। যেখানে পরিপূর্ণ প্রীতি, তাহাই সাহিত্য। আমরা ভুল করি,—আমাদের দেহ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী, সমাজ, স্বদেশ, এসকলই আমাদের প্রীতির নিদান; কিন্তু [illegible] [illegible], সঙ্কীর্ণ ও ক্ষণিক নয়। তাঁদের প্রীতি, প্রীতির [illegible] কেন্দ্রীভূত ক'রে, পূর্ণকে আশ্রয় করে। তাই তাঁরাই বিশ্বপ্রেমিক হ'তে পারেন। তাঁদের প্রীতির পূর্ণতা—সমগ্রতা আছে। পূর্ণতা ও প্রীতি একই অর্থসূচক; [illegible] পরিপূর্ণকে কেন্দ্র ক'রে সকলেরই সঙ্গে প্রেম হয় এবং যখন সাহিত্য সেই প্রীতির পূর্ণতা হয়, তখনই সাহিত্য পূর্ণ, নতুবা গৌণ।

[illegible] বলেছেন, সাহিত্য [illegible] মধু, [illegible] নহে—আপনারাও [illegible] ঠিক। সাহিত্যের প্রাণ রস, [illegible] কবিতা [illegible] সাহিত্যের [illegible] যায় না, [illegible] দর্শন করি, তখন মনের দ্বারা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ ফুরিয়ে যায়, তার কারণ, তা' অপূর্ণ নয়, তাতে জগতের সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। গৌড়ীয় মঠের প্রেসিডেণ্ট বলেছেন,—ভাগবতে ও গোস্বামিগণের সাহিত্যেই পূর্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়, কেবল-[illegible] প্রেমে যখন পরম প্রীতি দেখিয়ে দিতে পারে, তখনই সাহিত্য-[illegible] ফুটে উঠে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

মহাপ্রভু এই সকল অলৌকিক-সাহিত্য, সাহিত্যের প্রকৃত পাত্র যাঁ'রা, তাঁদের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন। আজ [illegible] যা' বল্লেন, তার প্রত্যেক কথা বিশ্লেষণ, আলোচনা ও ভাবনার যোগ্য; তাঁর কথার ভিতরে অনেক জিনিষ নিহিত রয়েছে। তিনি যা' বলেছেন, সেগুলি যদি শ্রোতৃমণ্ডলী বাড়ী গিয়েও আলোচনা করেন, যাবার পথে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে এসব কথা ভাবেন, তা'হলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—আপনারা ধন্য হ'বেন।

অতঃপর রায়বাহাদুর খোগেন্দ্রলাল বাবাজি বলেন—আজকে গৌড়ীয়মঠের "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক পরমপণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "গৌড়ীয়-সাহিত্য" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, তা' সারগর্ভ হৃদয়-স্পর্শী। তিনি গৌড়ীয়-সাহিত্যের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

[illegible] প্রকৃত অর্থ কি, তা' তিনি [illegible] ব্যাখ্যা ক'রে সকলের হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার ও নব-আলোক প্রদান করেছেন। যাঁ'রা ভগবানের [illegible] নিত্য যুক্ত হন, তাঁরাই সাহিত্য। একটা কথায় আজ আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে,—[illegible] কথায় ৩০। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এ অভাগার ভাগ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল; তখন দেখেছিলাম—তাঁ'র [illegible]—[illegible] যে মূর্ত্তিতে সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-দর্শন, সকলভূতে কৃষ্ণ-সন্ধান, তাঁ'র প্রেমময় মূর্ত্তিতে তা' প্রত্যক্ষ করিছি। তাঁ'তে প্রকৃত সাহিত্য ছিল; তাঁ'র তৃণাদপি সুনীচ ভাবের আদর্শ, কৃষ্ণময় জগদ্দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেরূপ বিশ্বপ্রেমিকের আদর্শ নিয়ে আমাদের সকলের প্রতি প্রেম কর্‌তে হ'বে

বামন একাদশী

বা

জয়ন্তী ব্রত

শ্রীমান্ মহারাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কর্ত্তৃক ভাদ্র-শুক্লা একাদশীর নাম বিধান, দেবতা ও পুণ্যাদি বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদু-বাক্যে বলিতে লাগিলেন—এই একাদশী মহাপুণ্যা স্বর্গমোক্ষদায়িনী, পাপহারিণী, বামনৈকাদশী নামে বিখ্যাত। ইহাকেই জয়ন্তী নামে অভিহিত করেন। ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণেই সর্ব্বপাপ হইতে সদ্যো মুক্তি ঘটে। এই জয়ন্তী ব্রতের ন্যায় পাপিগণের পাপনাশক এবং মোক্ষপ্রদাতা কেহই নাই। সেই কারণে ইহা প্রত্যেকেরই পালন করা আবশ্যক। মদীয় ভক্ত বৈষ্ণবগণ, অথবা মৎপরায়ণ মনুষ্যগণ ভাদ্রমাসে বামন মূর্ত্তির পূজা করিলে তাঁহাদের দ্বারা ত্রিজগৎ অর্চ্চিত হইয়া থাকে এবং তাঁহারা হরিধামমধ্যে গমন করেন। যিনি ভাদ্রে জয়ন্তী একাদশী তিথিতে কমলপুষ্প দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষের পূজাবিধান করেন, তাঁহা দ্বারা সনাতন দেবত্রয় এবং সর্ব্বজগৎ পূজিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব ঐ হরিবাসর সকলকেই পালন করিতে হইবে। ইহা কৃত হইলে ত্রিভুবনে অন্য কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না।

প্রসুপ্ত শ্রীহরি ইহাতে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করেন বলিয়া ইহাকে পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী নামেও সকলে বলিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করিলে, হে জনার্দ্দন! আপনি কিহেতু নিদ্রাগত হন, কেনই বা অঙ্গ পরিবর্ত্তন করেন? হে দেবদেবেশ! অসুর বলি কি কারণ-বশতঃ আপনা কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিল? পার্থিবগণ সন্তুষ্ট হইয়া কি করিয়াছিল? চাতুর্ম্মাস্যের উপাসকগণের বিধান ও ব্রতই বা কিরূপ? হে জগন্নাথ! আপনি প্রসুপ্ত হইলে মানবগণ কি করিয়া থাকে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাজশার্দ্দূল! এই পাপহারিণী কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পুরাকালে ত্রেতাযুগে আমার ভক্ত মৎ-পরায়ণ বলি-নামক দানব নিত্যই আমার পূজা করিত। বিবিধ জপ ও বেদসূক্ত দ্বারা নিত্যই আমার অর্চ্চনা করিত এবং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনায় ও যজ্ঞকার্য্যে অশেষ প্রকারে লিপ্ত ছিল। কোনপ্রকার দ্বেষ না করিয়াই ঐ দানব দেবলোক জয় করিল। দেবগণ তাহা দেখিয়া একত্রে মন্ত্রণা করিল যে "আমাদের সকলে মিলিয়া দেবদেবের নিকট নিবেদন করিতে যাওয়া আবশ্যক।"

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ সমভি-ব্যাহারে ইন্দ্র মৎসমীপে গিয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত-মস্তকে আমাকে বন্দনাপূর্ব্বক বৈদিকমন্ত্রে স্তব করিতে লাগিল। বৃহস্পতিও দেবগণের সহিত নানাপ্রকারে আমার পূজা সম্পাদন করিলেন। তখন আমি পঞ্চমবারে বামন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্রব্রহ্মাণ্ড-রূপিণী অত্যুগ্রমূর্ত্তিতে সেই সত্যপরায়ণ দানবকে জয় করিলাম।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেবেশ, আমি আপনার শরণাগত। অতএব আপনি বামনরূপে কি কারণে ঐ দানবকে জয় করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি ব্রাহ্মণ-বটু-ছলে বলির যজ্ঞে সমাগত হইয়া প্রার্থনা করিলাম,—হে মহারাজ বলে! তুমি মৎকর্ত্তৃক ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি অতিথি, আমায় ত্রিপাদমাত্র ভূমি দান কর। রাজা তৎক্ষণাৎ মৎপ্রার্থিত দান করিলে ইচ্ছা-মাত্রেই আমার ত্রিবিক্রম বপু সহসা বর্দ্ধিত হইল। পাদদ্বয় ভূলোকে, জানুদ্বয় ভুবর্লোকে, কটি স্বর্লোকে, উদর মহর্লোকে, হৃদয় জনলোকে, কণ্ঠ তপোলোকে, মুখ সত্যলোকে স্থাপনপূর্ব্বক উত্তমাঙ্গ তাহার ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করিলাম। তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ, নক্ষত্রাদি ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, শেষাদি নাগসমূহ বৈদিকসূক্ত উচ্চারণ-পূর্ব্বক আমার স্তব করিতে লাগিল। বলির হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলাম—আমি একপাদ দ্বারা পৃথ্বী এবং দ্বিতীয় পাদ দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে তৃতীয় পাদের স্থান প্রদান কর। আমি এইরূপ কহিলে বলি স্বীয় মস্তক প্রদান করিল তখন আমি তৃতীয় পাদ তদীয় মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে রসাতলে প্রেরণ করিলাম। তাহার বিনীতভাবে তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অঙ্গীকার করিলাম—হে বলে! আমি সতত তোমার সমীপে বাস করিব, বিরোচন-নন্দন মহাভাগ বলিকে এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। ভাদ্রের শুক্লপক্ষের পরবর্ত্তিনী তিথিতে আমার এক মূর্ত্তি বলির আশ্রয় থাকে এবং অপর মূর্ত্তি ক্ষীরসমুদ্রে শেষপৃষ্ঠে শায়িত থাকে। কার্ত্তিকী শুক্লা-একাদশী যাবৎ হৃষীকেশ শায়িত থাকিলে তৎকাল মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! এই মহাপুণ্যা, পাপহারিণী একাদশী সযত্নে পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রসুপ্ত জনার্দ্দন এই তিথিতে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং ত্রৈলোক্যপিতামহ দেবদেবকে এই বাসরে পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে রৌপ্য তণ্ডুল-সহ দধি দান করিতে হয়। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া মানব মুক্তি লাভ করে। এইরূপে যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত পালন করে, সে দেবলোকে গিয়া চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যে মানব এই পাপনাশক শ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করে, সে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

দ্বীপদিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০ ৷৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য
ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক /০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীযোগপীঠ
চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৫নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

[illegible]

[illegible] শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৩

জ্ঞাতব্য বিষয়

[illegible] প্রীতি সহকারে শ্রবণ করিবার অধিকারী অতি অল্প-সংখ্যক লোকই আছে। মনে সরল অন্তঃকরণে নিষ্কপটে বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণে [illegible] অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলে অন্তর্যামীরূপী ভগবান তাহার [illegible] সদ্গুরুলাভ ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু [illegible] কাপট্যের লেশমাত্র থাকিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

জীব প্রতিভাবলে শাস্ত্রাদির মর্ম অবগত [illegible] ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিব—এই প্রকার [illegible] অভিমান সঙ্গত নহে। শুধু ভগবানের কৃপাতেই তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু; তাঁহার তত্ত্বও অধোক্ষজ; সুতরাং আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা জ্ঞেয় নহে। অপ্রাকৃত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হইতে হইবে তাহা ভগবদ্বিজ্ঞান সাধু-গুরুর কৃপায়ই লভ্য।

যেহেতু ভগবানের কৃপা না হইলে পরতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, অতএব পারমার্থিক ভগবত্তত্ত্ব গ্রাহ্য নহে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত থাকা যাক্, ভগবান যখন আমায় [illegible], সেই সময়ই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাইবে—এই প্রকার বুদ্ধি আত্ম-প্রবঞ্চনামাত্র।

প্রত্যেক জীবেরই স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার অপব্যবহার-ফলেই ভগবদ্বিমুখ হইয়াছে। অতএব স্বতন্ত্রতার পরিধান পুনরায় উহার সদ্ব্যবহার হইলেই এই সংসার হইতে মুক্তি এবং সচ্চিদানন্দের সেবালাভ সম্ভব। অতএব সকাতরে নিষ্কপটে প্রার্থনা জানানই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের লক্ষণ। ক্রমশঃ নিষ্কপট চেষ্টা। অলসভাবাপন্ন হইলে চলিবে না।

ভগবানের শ্রীচরণে নিষ্কপট প্রার্থনা নিবেদিত হইলে তিনি সদ্গুরু [illegible] [illegible] নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহা [illegible] [illegible] ভজন-প্রণালী শিক্ষা প্রদান করেন।

[illegible] প্রকাশ-বিগ্রহ, তিনি [illegible] তাঁহার (শ্রীভগবানের) সেবা প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের এত কৃপা যে, তিনি যেরূপ সেবা-নিরত থাকিয়া যে প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, জগতের প্রত্যেক জীবকে সেই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত সতত ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং কৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরু লাভ হইলে নিষ্কপটে তাঁহার সেবা করা প্রত্যেক সদ্বুদ্ধিযুক্ত কর্তব্য। শুরুদেব কখনও স্বয়ং সেবা গ্রহণ করেন না, শিষ্যের যাবতীয় সেবা সর্বেন্দ্রিয়ের মালিক শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া থাকেন।

ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণকে চিরতরে ত্রিতাপের কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই সাধুগণের মর্ত্যলোকে আগমন। তাঁহারা যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বাসীর নিকট পরমগতির (বৈকুণ্ঠের) পরমাশান্তিময়ী বার্তা ঘোষণা করিতে থাকেন সেই সময় অনেক মন্দভাগ্য ধূর্ত ব্যক্তি সত্যবাণী শ্রবণের অনগুণ্ঠনময়ী কৃত্রিমোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু সত্য বিষয়টী তাহাদের নিকট বর্ণিত হইলে তাহারা সাধুর প্রতি শাস্ত্রোক্তি প্রকাশপূর্বক রৌরব হইতে মহারৌরবে গমনের পথ সুগম করে। অন্তর্যামী ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক সাধুগণ অন্তর্যামী এবং তাঁহারা লোকের উপকারার্থ অবতীর্ণ, সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল দ্বেষীকে উপেক্ষা-দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন।

সাধুগণ কখন কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য করেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগতে ভক্তভাবে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ভজন-প্রণালীর সর্বোচ্চ স্তর প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন কতিপয় ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার সেই আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া বাক্যোক্তিদ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ সরোজে অপরাধ করে। সেই অপরাধ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি যখন উহাদিগকে কৃপা-প্রসাদ-প্রদানোত্থ অগ্রসর হইলেন, তখন সেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তীব্রতর অপরাধ করিয়া বসিল। সর্বোচ্চ ভজনের ভজনীয় বস্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কাহাকেও উদ্ধার না করিয়া ছাড়িবেন না তাই এই প্রকার পাষণ্ডিগণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে চৈতন্য প্রদানার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন।

সাধুগণের সকল প্রকার আচরণ সাধারণের আলোচ্য বিষয় নহে—এই কথা সুযোগ পাইয়া কপট ভক্তের দল দোষ গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছাচারে মত্ত হয়। তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী সাধুগণ কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাদের দোষ প্রদর্শন পূর্বক উহা সংশোধনার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ সময়ই তাহাকে 'উল্টা বুঝলি রাম' হইয়া দাঁড়ায়। 'দোষ সংশোধন ত' দূরের কথা, উহারা অধিকাংশ সময়ই—

> পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং
> বিষ-বর্দ্ধনম্।
> উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায়
> ন শান্তয়ে॥

—এই শ্লোকের সত্যতা স্বীয় আচরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করে। কেবল তাহাই নহে, এই সকল কপট ব্যক্তি দোষাবৃত থাকিয়াও লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য তাহাদের দলেরই কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা—

> দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
> র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
> গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-
> র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীর-ধর্মৈঃ॥

—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতোক্ত এই শ্লোক উচ্চারণ করাইয়া সরলপ্রাণ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থান নরক গুলজার করিতে প্রয়াস পায়। তখন সাধুগণ সর্বসমক্ষে তাহাদের দোষ প্রদর্শন করিয়া সাধারণের হিতসাধন এবং পরোক্ষে ঐ সকল কপটীর উপকার করিয়া থাকেন। উহারা যখন দেখিতে পায়, সাধারণেও তাহাদের কুৎসিৎ চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাহার আলোচনা করিতেছে, শুধু আলোচনা নহে, তাহারা সাধুর বেশে এই প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতেছে জানিয়া সমুপযুক্ত শাস্তির বিধানেও প্রয়াস পাইতেছে, তখন তাহারা (ঐ কপটীগণ) অনন্যোপায় হইয়া দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হয়।

অনবধান

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ শ্রীরূপ পুরী মহারাজ)

আমি মনে করি যে, বিষয় ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সত্য-সত্যই বিষয় আমাকে ছাড়িয়াছে, কিনা বা বিষয়ের প্রতি প্রীতি আমার আছে কিনা, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে একবারও বিচার করি না। বাহ্যে লোকদেখান' বিষয় ছাড়িলেই তাহাকে বিষয় ছাড়া বলে না। দেখিতে হইবে—আমার চক্ষু কোন্‌রূপে আকৃষ্ট হয়—কর্ণ কোন্ কোন্ শব্দ শুনিবার জন্য লালায়িত—নাসিকা কি প্রকার গন্ধে তৃপ্ত হয়—জিহ্বা বহুবিধ রস আস্বাদন করিতে চায় কিনা—ত্বক্ কোন্ বস্তু স্পর্শ করিলে মনের আনন্দ হয়।

বিষয় দুই প্রকার,—কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় এবং কৃষ্ণেতর বিষয়। যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ বস্তুর দিকে সহজভাবে আকৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে রুচি আছে জানিতে হইবে। এইরূপ বস্তুতে প্রীতি থাকাকালে অনবধান নামক অপরাধটী দেখা যায়। ইহা তিন প্রকার। ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ।

ঔদাসীন্য

যখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করি বা শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন করি, কি যখন কোন হরিসেবার কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রবণ করিবার জন্য আমার দুইটী কর্ণ আছে, সেই কর্ণ দুইটী বধির নয়—তাহার শ্রবণ-শক্তিও পূর্ণ মাত্রায় আছে, ইহা বিশেষ ভাগ্যফলেই পাইয়াছি, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, আমি ত' চেতন বস্তু, আমার স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত চেষ্টা করিতেও পারি, আবার অপব্যবহার অর্থাৎ অনুপযুক্ত চেষ্টা করিয়া যথাযোগ্য চেষ্টা করিলাম মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেও পারি। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ যখন কীর্ত্তন করেন, তখন সেই কর্ণ দুইটী লইয়া তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকি, এরূপ হাবভাবের সহিত বসিয়া থাকি, যেন কত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছি; কিন্তু আমার অতিশয় দুর্ভাগ্য, তাই চিত্তটি হরিকথায় থাকে না। যে চেতনের বাণী কর্ণরন্ধ্র দিয়া প্রবিষ্ট হইলে অচৈতন্য হৃদয়ে চেতনের সঞ্চার হয়, যে অমৃত পান করিলে অনাদিকালের ভবব্যাধি বিদূরিত হইয়া নিত্য স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি, কেবল তাহাই নহে, স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের চরম প্রয়োজন যে "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম" সেই ধনে ধনী হইতে পারি, শ্রেষ্ঠ সাধু-গুরু-মুখ-বিগলিত সেই নামামৃত শ্রবণে আমি উদাসীন হইয়াছি। তাই শ্রুত উপদেশগুলি অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে পারিতেছি না এবং শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে পারি না। যদি বলি আমি কথাগুলি শুনিয়া থাকি, তবে স্মরণশক্তি বা ধারণাশক্তির অভাবে সেগুলি স্মরণ রাখিতে পারি না, সেইজন্য শ্রুতকথার কীর্ত্তন হয় না, কিন্তু তাহাই যদি হইত, তবে পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলি না কেন? কিম্বা ভূত প্রেতের গল্প বা কোন প্রকার বিষয়-কথা কেহ বলিলে তাহা স্মরণ-পথে আসে কেন? আত এব, হরিকথায় রুচির অভাব এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতিই এই ঔদাসীন্যের কারণ।

জাড্য (সেবাকার্য্যে)

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা উৎসাহের সহিত করি না বা কৌশলক্রমে তাহা হইতে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করি। কখনও শারীরিক পীড়ার ছল করি, কখনও বলি, এত বেশী কার্য্য করিলে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, আবার সময় সময় অন্যের সহিত কার্য্যের অনুপাত দেখাইয়া বলি যে, অমুক ব্যক্তি অপেক্ষা আমি কত বেশী কার্য্য করিয়াছি, সুতরাং আর পারিব না, এখন তাহাকে বলুন। অথবা কোন কোন সময় বৈষ্ণবঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কোন সেবাকার্য্যের ভার দিলে সে কৃপা সাদরে গ্রহণ না করিয়া তাহা নিজে না করিয়া আমি আবার অন্য ব্যক্তিকে ন্যস্ত করি, তাহাতে সেবাটি শুষ্ঠুভাবে হয় না বরং অনেক সময় ঠিক উল্টা হয়। এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে অলসতার প্রশ্রয় দিয়া আত্মসত্তা-ধর্ম্মটি (যাহা আত্মার নিত্যা বৃত্তি, যাহা না থাকিলে সকল কার্য্যই ব্যর্থ হয়) বজায় রাখিতে পারিনা বরং গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেবল মুখেই বলিয়া থাকি—"মারসি রাখসি, যো ইচ্ছা তোহারা, নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা" বা "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ, সেবা সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ" ইত্যাদি, কিন্তু কই, নিজে আচরণের দ্বারা ত তাহা দেখাইতে পারি না। অহো। ধিক্, শত ধিক্ আমাকে, আমি নিজের প্রকৃত লাভ কি বা কোনটা লোকসান, তাহা বুঝিলাম না। যে সেবার দ্বারা স্বস্বরূপ, সেব্যবস্তুর স্বরূপ ও সেবার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সেবানন্দে নিমজ্জিত হইতে পারিব—যে সেবা করিলে শ্রীনাম-সেবার অধিকার লাভ হইবে, তাহাতেই আমার অনাদর।

শ্রবণ-কালে জাড্য

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" অচৈতন্য হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার করিতে হইলে শ্রবণ পথে সাধুমুখবিগলিত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতে হয়; কিন্তু আমি নিজেই সিদ্ধান্ত শ্রবণে এত অলস যে, শ্রীগুরু বৈষ্ণব-চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার জন্য মোটেই চেষ্টা করি না। আবার যদি বৈষ্ণব ঠাকুরগণ অমন্দোদয়দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আমার নিকট হরিকীর্ত্তন করেন, তখন মনে হয়, শেষ হইলেই বাঁচি এবং যত রাজ্যের ঘুম যেন সমস্তই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়—ঘুমে ঘুমে এত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে, বালিশের সন্ধান না করিয়া থাকা যায় না। হায় হায়! আমার কপাল পোড়া, তাই এহেন দুর্গতি। শ্রীমন্মহাপ্রভু আদৃশ ব্যক্তির জন্যই বলিয়াছেন—

> কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী
> তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
> কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সে শ্রবণ
> তার জন্ম হইল অকারণে॥

হরিকীর্ত্তনে জাড্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ও "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"। এই আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানী, মানদ হইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বলি না—"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥" আমি মনে করি প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন মুখে ভিক্ষা ও হরি কীর্ত্তন এক নহে, তাই জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবারূপ তিন লক্ষ হরিনাম যাহাতে হয়, সেই শ্রীগুরু-দেবের প্রীতির কার্য্য বাদ দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া লক্ষ বা তিন লক্ষ সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু তাহার ফলে দেখা যায়—"লক্ষনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যা মালা গণি'। হৃদয়ে মলিন রাগবিন্দু গুণমণি॥" অলসতার ফলে কখনও ভাবি যে, প্রতি দ্বারে দ্বারে যাইয়া কীর্ত্তন-সংযোগে ভিক্ষা-দ্বারা বিষয়ীর সঙ্গ ও বিষয়ের সঙ্গ হইবে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ—"ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ" এ কথাটী তখন ভুলিয়া যাই বা একেবারে বিশ্বাস করি না। আবার সময় সময় প্রতিষ্ঠাশার দ্বারা চালিত হইয়া কিছু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় করিয়া মনে করি, জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা, রূপ তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিলাম, সুতরাং আর পৃথক্ ভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে কৃষ্ণকে ডাকিবার অর্থাৎ সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিবার আবশ্যক কি? এইরূপ ভাবিয়া কাণ্ড-কৃষ্ণোদি প্রবল দ্বারা বা অতিরিক্ত নিদ্রারূপ জাড্যের প্রশ্রয় দিয়া "অযার্থকালত" ধর্ম্মটি বজায় রাখিতে পারি না।

বিক্ষেপ

হরিসেবার কার্য্য করিবার সময় এবং শ্রীহরিকথা বা হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সময় চিত্ত অন্যদিকে ধাবিত হইলে তাহাকে বিক্ষেপ বলে। সাধারণতঃ আমরা যে বিষয়ে আসক্ত সেইদিকেই চিত্ত ধাবিত হয়। হরিভজনের ঠাট্‌বাট দেখাইয়াও কখন দেহচিন্তা বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চিন্তা করিয়া থাকি। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

> নিসর্গতঃ লোকের বিষয়ে আসক্তি,
> পূজাকালে-বিষয়-অন্তরে অনুরক্তি,
> চিত্ত একদিকে আর অন্যদিকে নাম,
> তাহার মঙ্গল কিসে হয় [illegible]॥

অনবধান পরিত্যাগের উপায়

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ ব্যতীত ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপরূপ অনবধান পরিত্যাগের অন্য কোন উপায় নাই। দেহ, গেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়াদিতে আসক্তি থাকার জন্য এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় ও হরিনামে প্রীতির অভাববশতঃ অনবধান হইয়া থাকে। সেইজন্য ভাগবত ভক্তের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়া এবং তাঁহার ও পূর্ব্ব মহাজনগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজের হীনতা উপলব্ধি করিলে প্রতি মুহূর্ত্তেই হৃদয়ে নিষ্কপট ব্যাকুলতা আসিবে। সরলতার সহিত কাতরে অন্তরে (লোক-দেখান' নহে) সেই আকুল ক্রন্দন যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই নির্ব্বাদিনীমতির দ্বারা যত্নাগ্রহের সহিত কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম প্রভুর সেবা করিবার প্রবৃত্তি বিকশিত হইবে। সূর্য্যোদয়ের পর যেরূপ অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ সেবাবৃত্তিটী প্রবলবেগে উদিত হইলে তখন আর অনবধান দেখা যাইবে না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অন্তরের সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে—

> আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পারে।
> তোমার প্রসাদ বিনা এ ভবসংসারে॥
> অহৈতুকী কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
> তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে॥
> তব কৃপালাভে যদি না করি যতন।
> তবে আমি ভাগ্যহীন, হে শচীনন্দন॥

এলবার্টহলে বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সার্ব্বভৌম সাহিত্যের পূর্ণসম্পুট যখন বৃন্দাবন হ'তে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ, এই গৌড়ীয় প্রভুত্রয়ের অধ্যক্ষতায় গৌড়-দেশে অবতরণ ক'রাচ্ছিল, তখন বন-বিষ্ণুপুর-পথে সেই গৌড়ীয় সাহিত্য-মঞ্জুষা অপহৃত হলো। এটাও একটা গৌড়ীয়-সাহিত্য নায়কেরই খেলা। সাহিত্য-সরস্বতী পতি জানালেন, গৌড়ীয়সাহিত্য এরূপভাবে যুগে যুগে আক্রান্ত হবে, কিন্তু আক্রান্ত হলেও এ অপ্রাকৃত বস্তুর বিনাশ হবে না। গৌড়ীয়-সাহিত্য-মঞ্জুষার পুনরুদ্ধার হলো; আবার গৌড়দেশে, গৌড়দেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে সেই অপ্রাকৃত সাহিত্য বিস্তার হতে লাগল [illegible]

[illegible] সেই গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ [illegible] গৌড়ীয় সাহিত্যিকগণের [illegible] তাঁদের জীবন ও তাঁদের সাহিত্য এক। তাঁদের জীবনই যেন তাঁরা সাহিত্যরূপে বাইরে প্রকাশ করেছেন। [illegible] সাহিত্য-সম্রাট্ [illegible] এক কবির সাহিত্য পরীক্ষা করেছিল, তাতে সকল লোকে প্রশংসা [illegible] সেই কবির সাহিত্যের প্রশংসা ক'রলেও সাহিত্য-সম্রাট্ তাকে সাহিত্য ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারেন নাই, মহাপ্রভুরও সে সাহিত্যে প্রীতি হয় নাই, কেননা সেই সাহিত্যের প্রাণ যে সিদ্ধান্ত, সাহিত্যের প্রাণ যে রস, সেই প্রাণের বিনাশ চেষ্টা করেছিল, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস ক'রে ফেলেছিল।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমরা তা'কেই গ্রহণ ক'র্ব, যেখানে সাহিত্যের প্রাণবধ হয় নাই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের নাম করে অনেক প্রাকৃত গৌড়ীয়-সাহিত্য ধাত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচনদাস, গোবিন্দ দাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের নাম করে অনেক দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির অনেক কুমতবাদ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছে। কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাদের কুরুচি বা তাদের স্বভাব সমর্থন করবার জন্যে গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের উপর তাদের চরিত্র আরোপ করবার চেষ্টা করেছেন, যেমন চণ্ডীদাসের সঙ্গে রামীর সংযোগ, বিদ্যাপতির সঙ্গে লছমীর সংযোগ প্রভৃতি অনেক কলুষিত কথার সৃষ্টি হয়েছে। যে চৈতন্যদেবের লীলায় ছোট হরিদাস-বর্জ্জন, যে চৈতন্যদেবের শিক্ষায় সর্ব্বপ্রকার যোষিত্সঙ্গ-বর্জ্জন, সেই চৈতন্যদেব যখন ঐ সকল অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণের গীতি নিত্য আস্বাদন করতেন, আর যাদের শব্দ-সাহিত্য ও জীবন-সাহিত্য দুটো পৃথক ছিল না, থাকতে পারে না, তাঁদের পরম নির্ম্মল চরিত্রে যখন কলঙ্ক আরোপিত হতে থাকল, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা-সাহিত্যের উপাদান "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা" লঙ্ঘন করে' যখন অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-সাহিত্য গৌড়ীয়-গণের গৃহের জিনিষ, বিদ্যাসুন্দর-নবনারী-সমদৃশ যেকোন একটা সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল, বিশিষ্ট সভ্য নৈতিক-সমাজ যখন গৌড়ীয়-সাহিত্যকে অশ্লীলতার অযোগ্যতা বলে তার প্রতি নাসিকাকুঞ্চন করতে থাকল, তখন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-[illegible] গৌড়ীয়-[illegible] গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সুশোভিত [illegible]

[illegible] করবার জন্যে—গৌড়ীয়-সাহিত্যের এক নবযুগ-রচনা করবার জন্যে, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-গদ্যসাহিত্য, যা পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, সেই গৌড়ীয় গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে গৌড়দেশে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হ'য়েছিলেন; তিনি গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে শতাধিক গ্রন্থ প্রদান ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে এক নবীন-সৌন্দর্যে মণ্ডিত ক'রলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম, চৈতন্য-শিক্ষামৃত, কৃষ্ণসংহিতা, মহাপ্রভুর শিক্ষা, তাঁ'র সজ্জন-তোষণী পত্রিকা, সমগ্র গৌড়ীয়-সাহিত্যের সার-নবনীত স্বরূপ। পদ্য-সাহিত্যেও তাঁ'র গ্রন্থ কম নহে, তাঁ'র কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, হরিনামচিন্তামণি, ভজনরহস্য প্রভৃতি পদ্যসাহিত্যে এক একটী মরকত-মণি। তাঁ'র সূত্র-সাহিত্য, যেমন আম্নায়-সূত্র, তত্ত্বসূত্র প্রভৃতি, তাঁ'র সংস্কৃত-সাহিত্য যেমন স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র, কৃষ্ণ-সংহিতা প্রভৃতি, তাঁ'র ভাষ্য-সাহিত্য যেমন সম্মোদন ভাষ্য, অমৃতপ্রবাহভাষ্য, বেদার্কদীধিতি প্রভৃতি, তাঁ'র অনুবাদ-সাহিত্য যেমন ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, মণিচিন্তামণি, ভজনামৃত প্রভৃতি গৌড়ীয়-সাহিত্য ভাণ্ডারের এক একটী অমূল্য রত্ন।

বর্তমানে সেই গৌড়ীয়-সাহিত্যেরই সেবকরূপে গৌড়ীয়মঠের মুখপত্র 'গৌড়ীয়', নদীয়ার মুখপত্র 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' এবং গৌড়ীয়-সাহিত্য বা স্বরাট্ সার্বভৌম-সাহিত্যের সার্বজনীন-বার্তা বিশ্বের প্রতি দুয়ারে বিঘোষিত করবার জন্য ইংরেজী ভাষায় 'হারমনিষ্ট', সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় 'সজ্জন-তোষণী' প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত ও বিভিন্ন ভাষায় গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হ'লেও একটী জিনিষের অভাব ছিল, এই বিশ্ব-বৈষ্ণব-সাহিত্যের একখানা বিশ্বকোষের। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিভিন্ন পরিভাষা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও সাহিত্যিকগণের বিবরণ, চরিত্র ও তথ্য সাধারণ সাহিত্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না; কাজেই তা'র একটা বিশ্বকোষ রচনা নিতান্ত আবশ্যক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই একটী বিপুল সেবা গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু গৌড়ীয়-সাহিত্যের এরূপ বিপুল সেবা-কার্যে বহু লোক ও [illegible] সেবানুকূল্যের প্রয়োজন। গৌড়ীয় সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্ন ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে পরি-পূর্ণ করবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। আজ বিশ্বের দুয়ারে গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হউক, আজ গৌড়ীয়-সাহিত্যের জগতে উদ্ঘাটিত হউক। আমরা গৌড়ীয় সাহিত্য-সম্রাটের বাণী শিরে ধারণ ক'রে যেন সাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হ'তে পারি।

"যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে
চৈতন্যভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে'ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥"

গতানুগতিক

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কথাটা নূতন ধরণের হইলেও বরের পিতা দেখিলেন, কার্যটী কিছু কঠিন নহে। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া গ্রাম হইতে একটি বিড়াল আনাইলেন। যথা সময়ে বিড়ালকে ধামা চাপা দিয়া শুভবিবাহ শেষ হইয়া গেল।

পাঠকবর্গ, বোধ হয় আপনারা এই গল্পটী পড়িয়া না হাসিয়া পারেন না। আবার হয়ত কেহ কেহ মনে ভাবিতে পারেন, লেখক একটা সামান্য কথার প্রসঙ্গে আমাদের বহু মূল্য সময়টী নষ্ট করিল—ইত্যাদি অনেকের মনে অনেক ভাবের উদয় হইলেও এত সামান্য বিষয়ের মধ্যে খুব বড় একটা শিক্ষা নিহিত থাকায় আমরা উহা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। শিক্ষাটা আর কিছুই নহে 'গতানুগতিক প্রথা'।

এই কলিযুগে—ধর্ম রহিত যুগে—তর্কপ্রিয় জনসমাজে মানুষ ধর্ম ধর্ম করিয়া চীৎকার করিলেও এবং এমনকি বাহিরে সজ্জায়, হাবভাবে ধর্মভাব প্রকাশ করিলেও বাস্তবিক ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইবার একমাত্র প্রকৃত উপায় সাধুসঙ্গ কেহই করিতে চান না। অসতে প্রীতিই আমাদিগকে বাস্তব সত্যের পশ্চাতে যাইতে দেয় না। সেই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানেই আমরা দুর্বুদ্ধির হাত হইতে ছুটি পাইতে পারি—একথা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। কেমন! তাহা হইলে যে আমাদিগকে আমাদিগের চিরপ্রিয় অসৎ বস্তু ছাড়িয়া দিতে হয়!

জগতের সকল জীবের শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার পরপারে যাইবার সুযোগ নাই। সেই কথা জানিয়া, শুনিয়া, মুখে বলিয়াও আমরা ঠিক অ-গুরুকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। এই ধরণের বিচারে কুলগুরু-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হয়ত সেই বংশে প্রকৃত সাধু অবতীর্ণ হইয়া সেই বংশ পবিত্র করিয়া কতনা জীবে দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর সেই কুলে বহু কর্মফলবাধ্য জীব জন্মগ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সকলেই যে সেই পূর্ব সাধুজনোচিত গুণে গুণী হইবেন, তাহাও নহে। আবার পুনরায় কোন মহৎ যে সেই কুলে আসিবেন না, তাহাও নহে। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান জীব আমরা, আমাদের বিচার বুদ্ধিতে সেই বংশের লোক হইলেই তাহাদিগকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করি। শাস্ত্র বা সাধুগণ সেরূপ লৌকিক বা কুলগত বিচারে আবদ্ধ থাকিতে কাহাকেও উপদেশ দেন না। পরম করুণাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

পতিতপাবন ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেব জীবে দয়ার জন্য যে সে কুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাতে মায়া-গন্ধ দোষে মায়াতীত তাঁহার গুরুত্বের কোনও হানি হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে কুলের শুক্র লঘু জীব সাজিলেই গুরু হইতে পারে না। আত্ম বিচার ছাড়িয়া অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট বঞ্চিত জনগণ মায়াদেবীর বঞ্চনায় পড়িয়া যান। তাহাতে মায়া-সংসার হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া দৃঢ়ভাবে মায়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাহারাই মেয়েলি শাস্ত্রের মনগড়া ধর্মের এবং ধামা-চাপা-দেওয়া দলের লোক।

আমার রক্ষক

(প্রা. প্র.)

আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমার বসতিস্থল কোথায়? আমি এখানে আসিয়াছি কেন? আমার সবই ভুল হইয়াছে। আমি এখন জড়দেহকে 'আমি' বলিয়া অভিমান করি। কখনও বা আমি আমাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আবার কোন সময় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, আবার সময় সময় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ জানিয়া সেই সেই ভাবে এই সংসারে বিচরণ করি। অনেক ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া আমি আমাকে চিনিতে পারিতেছি না।

এই বিশ্বে সকই আমার মতন লোক। সকলেই আমার ন্যায় আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন। সুতরাং আত্মহারার বাজারে আমিও আমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমি শুধু নিজেকে হারাই নাই, আত্ম বিনাশের চেষ্টায় আছি।

আমি জানি যে, আমরা অপরকে হিংসা করি—বিনাশ করি। কিন্তু আমি নিজেই যে নিজের বিনাশকর্তা' একথা আমি জানিতাম না। হঠাৎ একদিন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর চন্দ্রকোণারোড নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একটু দূরের বাড়ীতে অনেক আলোক ও লোক দেখিতে পাইলাম। গৈরিকধারী এক পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছেন। তখনই তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রোতার আসন গ্রহণ করিলাম। একটু পরে বুঝিলাম যে, ভাগবতই পাঠ হইতেছে। সন্ন্যাসী মহাশয় ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিলেন—"আমরা কেবল পরঘাতী নহি, আত্মঘাতী। শ্রীভগবান্ হইতে সবই উদ্ভূত হইয়াছে। তিনিই সকলের পালন-কর্তা এবং তিনিই সকলের আশ্রয়। আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞ, বহির্মুখ এবং পাষণ্ড যে আমাদিগের পিতারই ভজনা করি না। যদি আমরা না বুঝিতে পারিতাম যে, তিনিই একমাত্র জীবাশ্রয়, একমাত্র গতি তাহা হইলেও না হয় কৈফিয়ৎ চলিত। কিন্তু যিনি আমার ন্যায় বিমুখ, দুর্গত জীবকে নিজ অভয় পদপদ্মে টানিয়া লইবার জন্য কত ভাবে না শিক্ষা দিতেছেন, আবার কেবল তাহাই নহে, আরাধ্য দেবতা, তিনি নিজে আরাধক শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ সেবা শিক্ষা দিলেও আমরা তবুও তাঁহার সেবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি না। এই জগতে যে সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে আমার বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি, পরম দয়াল প্রভু আমাকে তৎসমূহের অনিত্যতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করাইলেও আমি যে চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনীর ন্যায় একভাবেই একগুঁয়েমীর পরিচয় দিতেছি। এককথায় আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই হইতেছে না। উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের সেবা-বিবর্জিত, ভব-সাগর-পরপারে যাইবার কর্ণধারস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অনাশ্রিত ব্যক্তিই আত্মঘাতী।

এহেন আত্ম-বিনাশীকে রক্ষা করিবে কে? এ যে আত্মবিনাশীর লীলা-ভূমি। হায় হায়! তবে কি আমার রক্ষাকর্ত্তা উদ্ধার-কর্তা কেহই নাই? না, ভাবিতে হইবে না, ঐ যে আমার জন্য সতত ভাবনাকারী শ্রীভগবান্ আমার নিত্য মঙ্গলের জন্য তদভিন্ন-তনু বৈষ্ণব ঠাকুর-গণকে এই-লোকে পাঠাইয়াছেন। সেই বৈকুণ্ঠদূতগণ বৈকুণ্ঠ ভগবানের বার্তা লইয়া বৈকুণ্ঠসেবা-দ্রব্য আমাদিগের নিকটে আসিয়া বৈকুণ্ঠের চেতন রাজ্যের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে আত্মরক্ষার অভয় কবচ প্রদান করিতেছেন। একণে অপরের দ্বারা বা আমি নিজে আমার আত্মরক্ষা করিতে পারি না। পতিতপাবন 'বৈষ্ণবঠাকুরগণই আমার একমাত্র রক্ষক ॥'

পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য মঠের একজন প্রচারক

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেট ১০৲ টাকায় এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি
ঠাকুর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপদিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ভিঃপিঃ বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যাণ্মাসিক ১৷৷০ ; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। 'পুন সেইমত মায়া পাছে দুঃখি মরে'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

প্রাচীন বর্ণবিচার

(পরবিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র-লিখিত)

শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"এভিঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-
কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি
সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ
সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু
বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং
নিযচ্ছতি॥"

অর্থাৎ শিব পার্ব্বতীকে উপদেশ করিতেছেন,—হে দেবি, পূর্ব্বকথিত কর্ম্মফল-প্রভাবে অতি নিম্নকুলোদ্ভব শূদ্রও ইহজন্মে আগম-সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিলে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। শৌক্র জন্মের দ্বারা অথবা সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত বেদাধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা আধস্তনিক শৌক্র-পারম্পর্য্য-ক্রমে, ব্রাহ্মণ হইয়া চিরদিন ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার একমাত্র কারণ বৃত্তি বা স্বভাব বা প্রকৃতি। স্বভাবানুসারেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হইয়া থাকে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে স্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমহাভারত অনুশাসন-পর্ব্বে উক্ত অধ্যায়ে অন্যত্র দৃষ্ট হয়:—

'ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং
ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং
ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি
তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে
মতিঃ॥'

অর্থাৎ এস্থলে পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হে দেব, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই ত্রিবর্ণ কোন্ বৃত্তি-বিশিষ্ট হইলে, ইহজন্মেই স্বভাবক্রমে ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন।' তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে জীবন যাপন করেন এবং শূদ্রাচার ও শূদ্র-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তবে তিনি ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্যও যদি তাহার বৃত্তি ত্যাগ করত ক্ষাত্র-বৃত্তি গ্রহণ করেন, তবে তিনিও ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নিজ নিজ বৃত্তি ও আচার ত্যাগ করত উচ্চ ব্রাহ্মণ-বৃত্তি ও ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইলেই, তাঁহারা ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন।) যে শূদ্রে সৎস্বভাব ও সদাচার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-স্বভাব এবং ব্রাহ্মণাচার দৃষ্ট হইবে, তাহাকে দ্বিজাতিগণের মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে, ইহাই আমার ধারণা।'

ঐ মহাভারতেই বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়ে দেখিবে:—ব্রাহ্মণো ব্যাধায়—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র
সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ
সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-ব্যাধকে বলিতেছেন,—হে ব্যাধ, তুমি সম্প্রতি আমার মতে ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক এবং দুষ্কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া পতনীয় পাপকর্ম্মে অবস্থিত, সে শূদ্র-সম এবং যে শূদ্র দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য এবং ধর্ম্মে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কারণ একমাত্র বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণতা বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।'

মহাভারতে বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারিবে,—

"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি
নির্দ্দিশেৎ॥'

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির সর্পদেহধারী নহুষকে কহিলেন,—হে সর্প, যাহাতে ব্রাহ্মণলক্ষণ যথা, সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা এবং পাপে ঘৃণা ইত্যাদি বৃত্তি দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাতে ঐ সব গুণ নাই, তিনি ব্রাহ্মণবংশে থাকিলেও অর্থাৎ উপবীতাদি গ্রহণ করিলেও, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিবে।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতাবাক্যে আছে:—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽ
নার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥'

সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষদেও উক্ত আছে:—"তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম॥ যঃ কশ্চিৎ কামরাগাদি-দোষরহিতঃ শমদমাদি-সম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"

অর্থাৎ তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম, রাগ, প্রভৃতি দোষরহিত, শমদমাদি গুণসম্পন্ন, ভাব, মৎসরতা বা হিংসা, তৃষ্ণা বা লোভ, আশা ও মোহাদি রহিত এবং দম্ভ, অহঙ্কারাদি যাহার চিত্তে বর্ত্তমান নাই, এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয় না।

মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণ-বিনির্দ্দেশ-বিষয়ে বলিয়াছেন:—

"শূদ্রলক্ষণকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষণশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি।—শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

অর্থাৎ শূদ্রলক্ষণ কামাদি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে নাই এবং ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শমাদি অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি শূদ্রে নাই। শূদ্র শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ কামাদি-যুক্ত হইলে, সে নিশ্চয়ই শূদ্র। শ্রুতিতে আছে:—

"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণা স্মো
বয়মব্রাহ্মণা বেতি।"

এই শ্রুতিমন্ত্রটি মহাত্মা নীলকণ্ঠ উদ্ধার করিয়া নিজের ব্রাহ্মণোচিত দীনতা কবিলা বলিয়াছেন,—'আমরা জানি না, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণ আমাদিগের আছে কিনা জানি না, সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ কিরূপে বলিব।

পরমহংস মহাত্মা শ্রীধরস্বামী কহিয়াছেন:

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতি-নিমিত্তেন।"

অর্থাৎ শমদমাদি বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দেশ করা প্রধান ব্যবহার। বংশাদি বিচারে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতে নাই। যদি ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন নরে শমদমাদি গুণ বর্ত্তমান না থাকে এবং অন্য বংশোৎপন্ন জনে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তথায় বংশবিচার না করিয়া বৃত্তিমূলে বর্ণনিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শমাদিগুণহীন ব্রাহ্মণবংশোৎপন্নজনকে অব্রাহ্মণ এবং তৎ তদ্ গুণ যুক্ত অন্য বংশোৎপন্নজনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবশ্য বিনির্দ্দেশ করিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু কহিয়াছেন:—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ
বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে॥
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন
আত্মাপহারকঃ।
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।"

অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করত বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে শীঘ্রই শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তম ব্যক্তি যদি আরও উত্তম গুণ প্রাপ্ত হইয়া এবং হীন যদি হীনতা বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তবে তাঁহারা উভয়েই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতা লাভ করেন, কিন্তু বিপরীত হইতে অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি যদি হীনতাগ্রহণ এবং অধমজন যদি হীনতা ত্যাগ না করেন, তবে উভয়েই শূদ্র থাকিয়া যান। যিনি হীন স্বভাবযুক্ত হইয়া, সাধুর নিকটে অন্যরূপ অর্থাৎ নিজেকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তিনি পাপিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং আত্মবঞ্চক। কাষ্ঠের হস্তী এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি যেমন কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নয়, সেইরূপ, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করেন নাই, তিনি নির্গুণ এবং কোন কাজেরই নন।

এইরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা জানা যায় যে, একমাত্র বৃত্তি বা গুণই ব্রাহ্মণতার মূল ভিত্তি। যে সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনের আদেশ বলা হইল সে সকলেতেই বিধিলিঙের প্রয়োগ আছে। বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ পালন না করিলে সাধু ও শাস্ত্রের নিকট অপরাধ হইবে এবং অপরাধকারী প্রায়শ্চিত্তাধীন হইবেন।

কিন্তু অধুনা ঐ সমস্ত বিধি আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে না এবং অযোগ্য ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ ব্রাহ্মণ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া অন্যান্য ত্রিবর্ণের মস্তকে নিঃসঙ্কোচে পা তুলিয়া দিয়া মহাসুখে কামিনী কাঞ্চনভোগে প্রমত্ত হইয়াছেন। মূর্খ তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শ্রীহরিভজনোচিত বৃত্তিই যে ব্রাহ্মণতার মূল কারণ, শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে তাহা জানিতে পারিতেছেন না। হায়, ধিক্ তাঁহাদের বংশগৌরবে, ধিক্ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বে, ধিক্ তাঁহাদের বর্ণ অভিমানে।"

মনরে কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'বে যমদূতে যাবে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পাবে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ নাম,
মরণ অবধি যায় মান।

উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান ॥
আধ্যাত্মিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আহার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্ ॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বনাশ ইহামুত্র,
(শ্রীগুরু)-সেবক করিবে স্তুতিগান ॥

অক্ষয়কুমার

আফিসের ফেরত বাসায় এসে কাপড় চোপড় ছেড়ে চেয়ারে বসা মাত্রই চাকর মধু একখানা পত্র এনে দিল। খামের পত্র। উপরের লেখা দেখে 'চিনি' 'চিনি' বলে মনে হলো। একটু চিন্তাও ক'রলাম্ কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না। যাক্, পত্র খানা ছিঁড়ে প'ড়তে আরম্ভ করলাম,—

"ভাই অতুল, অনেকদিন তোমার খোঁজ করি নাই, সংসারের চাপ মাথায় পড়ায় ইচ্ছা থাকলেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে ত পারি নাই অধিকন্তু পত্র ব্যবহারটা পর্য্যন্ত বন্ধ।

প্রায় দুই বৎসর ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। চাকুরী গিয়েছে, নগদ তহবিল শেষ হয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে শেষে পুরী এসে সমুদ্রতীরে বাসা নিয়েছি। সঙ্গে আমার স্ত্রী ও বড় খোকা। এখানে এসে শরীরটা ভাল না হয়ে ক্রমে খারাপের দিকে যেতে যেতে প্রায় শেষ অবস্থায় এসেছে। অর্থাভাবে স্ত্রীর গহনাগুলিও বিক্রয় করেছি,—এখন সব দিকেই শেষ।

তুমি আমাকে খুব ভাল বাস। ভাইয়ের মত দেখ। শেষ অনুরোধ এই শেষশয্যায় একবার তোমার ভোলাদাদাকে দেখে যাও। ইতি

অক্ষয় কুমার, (তোমার ভোলাদাদা)
স্বর্গদ্বার, পুরী।"

প্রাণটা ধড় ফড় করে উঠলো। চোক দিয়ে জল ছুটলো। ভোলাদাদার স্মৃতি এসে মনটাকে বড় ব্যাকুল করে দিল। কত কি ভাবলাম অন্ত ন্যাই। শেষে পুরী যাওয়াই ঠিক করলাম।

সেদিন শনিবার। কাল রবিবার। আফিসের চিন্তা রইল না, ছুটী নেবার হাঙ্গামাও করতে হবে না বুঝলাম। তাড়ি তাড়ি হাত, মুখ ধুয়ে, সন্ধ্যাকৃত্য সেরে হাওড়ার দিকে ছুটলাম। যথা-সময়ে পুরী এক্সপ্রেসে উঠে পড়লাম গাড়ীতে শোবার স্থান না থাকায় বেঞ্চের উপর বিছানা করলাম। আফিসের খাটুনি, শোয়া মাত্রেই ঘুম এসে পড়লো।

সকাল ৭টা/৮ এক্সপ্রেস পুরী ষ্টেসনে এসেছে। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে মোটরে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত। একটু খোঁজ করতেই ভোলাদাদার বাসা পেলাম, বাহিরের দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তেই বড় খোকা এসে দরজা খুলে দিল। খোকা আমাকে চিনতো আমাকে দেখা মাত্রেই অতুল কাকা এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠলো। আমিও খোকার সঙ্গে ভোলাদাদার শয়ন ঘরে গেলাম।

ভোলাদাদা আমার নাম শুনে উঠবার চেষ্টা করছে দেখলাম। কিন্তু তাঁ'র সেই দুর্ব্বল শরীর দেখে আমি নিষেধ করলাম। দেখলাম ভোলাদাদাকে চেনা দায়। সে সুন্দর সুগোল দেহ আর নাই। এখন কেবল হাড়গুলাই সার হয়েছে। যে দেহ দেখলে একদিন অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ইচ্ছা হতো এমন কি সেইরূপ দেহ পাবার সঙ্কল্প হতো' আর আজ সেই দেহের দিকে তাকালে ভয় পায়।

দাদার আমার চোক ভরা জল। বাক্ রোধ হয়ে গেছে। আমাকে দেখে কত কি ভাবছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমিই বললাম—ভোলাদাদা, কেমন আছ? ভোলাদাদা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো আর বললো—অতুল এসেছ?

আমি তখন ভোলাদাদার গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক সান্ত্বনার কথা বলছি, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়া শব্দ কাণে গেল। খোকা দৌড়িয়ে যেয়ে একটু পরে ফিরে এসে বললো, কাকা এক সন্ন্যাসী এসেছে। ভোলাদাদা তাঁকে ডাকবার জন্য বললে খোকা তাঁকে ভিতরে নিয়ে এল। তাঁর অপূর্ব্বরূপ দেখে আমরা অবাক হলাম এবং প্রণাম না করে পারলাম না।

প্রণাম করার পর একটা আসন দিয়ে তাঁকে বসালাম। তিনি একদৃষ্টে ভোলাদাদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দাদাও হাতযোড় করে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কত কথা না বলছিল বুঝা গেল।

অন্তর্য্যামী সাধু বল্লেন—অক্ষয়কুমার। আজ তোমার দুর্দ্দশা দেখে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। তুমি তোমার পিতা-মাতার বড়ই আদরের ছেলে। তাঁহারা আদর করে তোমার নাম 'অক্ষয়কুমার' রেখেছিলেন। কিন্তু এখন দেখ তো, সেই অক্ষয়কুমার ক্ষয়রোগাক্রান্ত ও বিবাহ করিয়া পুত্রের পিতা হওয়ায় তোমাকেন নামগন্ধ নষ্ট করেছে। হায়! হায়। অক্ষয়কুমারের শরীর ও পুত্রচিন্তা দর্শনে স্থির থাকিতে পারে কে? অক্ষয়কুমার তুমি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কত বুকভরা আশা লইয়া তুমি এই সংসারে গৃহী সাজিয়াছিলে। এখন দেখ আশাই তোমাকে নিরাশার সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে। তুমি কি জান, তুমি কে? তুমি কি চিন্তা করিতেছ, তুমি কোথায় যাইবে? না, এখন তুমি সে সব চিন্তায় উদাসীন হয়ে কেবল তোমার স্ত্রী ও পুত্রাদির ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল? অক্ষয়। তুমি কি এই চিন্তার পার পাবে? তুমি কি তাদের ভরণ পোষণ দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা? কই তোমার পিতা মাতা ত এখন জীবিত নহেন? তোমাকে কে দেখিতেছেন? একবার সে কথা চিন্তা কর কি? স্থির হও। ভাবিয়া দেখ তোমার জন্য কাহারও কোনও অসুবিধা হইবে না। সুবিধার মালিক তুমি আমি নই। বিশ্বপতিই একমাত্র বিশ্বের মালিক। তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিয়মাধীন। অক্ষয়কুমার, তুমি তোমাকেই ভুলিয়াছ, তুমি যে এই দেহ বা মন নহ। তুমি তোমার পিতা মাতা হইতে জাত নহ। তুমি সেই ক্ষয়-রহিত, অক্ষয়, অচ্যুত শ্রীহরি হইতে জাত। তুমি অক্ষয় ভগবানের কুমার বা সন্তান। তুমি আজ তাঁহাকে ভুলিয়া নিজকে চিনিতে পারিতেছ না। তাই রোগচিন্তা, মৃত্যু চিন্তা, গেহাদিচিন্তা তোমাকে বড়ই ব্যাকুল করেছে। তোমার নাশ নাই, ক্ষয় নাই, অক্ষয়ের সন্তান তুমি, অক্ষয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হও। সব অসুবিধা বিদূরিত হইবে, ভয় দূরে যাইবে, পরাশান্তি লাভ হইবে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবাবেশে অনেক কথা বলে ভোলাদার কাণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিলেন, অক্ষয়কুমার, মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান কর,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র জপ কর। তুমি তোমাকে চিনিয়া তোমার নিত্য পিতাকে চিনিতে পারিবে। আর এই একমাত্র পথ্য মহাপ্রসাদ সেবন কর।

হঠাৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তর্দ্ধান হইলেন, অনেক খোঁজ করা হইল, কোথাও পাওয়া গেল না।

এদিকে আশ্চর্য্য ঘটনা। ভোলাদাদার পরিবর্ত্তন হইল। দুর্ব্বল দেহে বলের সঞ্চার হইল। মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তার পর আহারাদি করিয়া খাওয়া দাওয়া করিলাম। সন্ধ্যায় পুনরায় কলিকাতায় ফিরিলাম।

আজ এক সপ্তাহ হইল পুরী হইতে ঘরে ফিরেছি। আজকার পত্রে দেখলাম ভোলাদাদা এখন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে আরম্ভ করেছেন। তখন কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুরের দয়ার কথা মনে হতে থাক্‌লো। আর ভাবলাম হায়, ভোলাদাদার ভাল নাম সে অক্ষয়কুমার, তাতে যে এত কথা শিখবার আছে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। শুধু তাই নহে, এখন দেখ্‌ছি আমরা সকলেই বর্ত্তমানে ভোলাদাদা, আর প্রকৃতপক্ষে স্বরূপে অক্ষয়কুমার।

নিষ্ঠুরতা না কৃপা

(প্রাপ্ত)

'চাই ন্যাংড়া আম' বলিয়া একজন ফিরিওয়ালা হাঁকিতে হাঁকিতে রাস্তায় চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ত্রিতল হইতে উহাকে ডাকিলেন এবং ভৃত্যদ্বারা স্বীয় শয়ন-কক্ষের নিকট আনয়ন করিয়া আমের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, সে টাকায় ৮টা দরে বিক্রয় করিতেছে। ফিরিওয়ালার নিকট মোট ৪০টা আম ছিল। তিনি উহাকে ৫ টাকা দিয়া বলিলেন—'এই চল্লিশটি আমের মূল্য আমি তোকে প্রদান করিলাম। এখন তুই রাস্তায় যে প্রকারে আম বিক্রয়ের জন্য হাঁকিতেছিলি, ঠিক সেই প্রকার হাঁকিবি এবং যে যাহা চায়, বিনা পয়সায় দিবি। আম শেষ হইলে আমার নিকট সংবাদ দিয়া যাবি।' আমওয়ালা টাকা পাঁচটী স্বীয় মস্তকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া অভিবাদন প্রদান ও প্রত্যভিবাদন গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে বহির্গত হইল। সে রাস্তায় চিন্তা করিল যে, অত্যল্পকালের মধ্যেই আম শেষ হইবে, কারণ বিনা পয়সায় গ্রাহকের অভাব হইবে না। বিশেষতঃ ন্যাংড়া আম। সুতরাং সে অতি শীঘ্রই বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

মানুষ ভাবে এক, কিন্তু বিধির বিধানে ঘটে অন্য প্রকার। আমওয়ালা 'চাই ন্যাংড়া আম' বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাঁকিতে হাঁকিতে পথ চলিতেছে, এমন সময় এক বাটী হইতে তাহাকে ডাকা হইল। বাটীর কর্ত্তা আমগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিয়া গৃহিণীও অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া উহা দেখিতে আসিলেন। কর্ত্তা আমের দর জিজ্ঞাসা করিলে ফিরিওয়ালা তাহার পূর্ব্বের ক্রেতার আদেশ জানাইয়া উত্তর করিল—সে উহা বিনা-মূল্যে প্রদান করিবে। এই কথা শ্রবণ মাত্রই গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"ওগো, এই আম কিছুতেই গ্রহণ করিও না। এই আমওয়ালা নিশ্চয়ই দুষ্ট লোক। কোনও প্রকার যাদু বা অনিষ্ট করিবার জন্য এই আমগুলি বিনামূল্যে প্রদান করিতে চাহিতেছে, নতুবা এই প্রকার সুস্বাদু ফলগুলি বিনা পয়সায় কেন দিতে চাহিতেছে? সুতরাং ইহাকে তাড়াইয়া

দেওয়াই কর্ত্তব্য।" গৃহিণীর এই কথা শুনিয়া গৃহ-কর্ত্তা আত্মবোধক বলিলেন— 'হায় হতভাগ্য!' আর তাহার গুণধর পুত্রগণ প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য যেন উত্তম-মধ্যম প্রহারপূর্ব্বক বেত্রাঘাত দ্বারা তাহাকে সদর দরজার বাহিরে তাড়াইয়া দিল।

শুধু এক স্থানে নহে, এই প্রকারে বহুস্থানে সে অভিনয় অভিনীত হইল। কেবল এক ভদ্রলোক তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েকটি উৎকৃষ্ট ফল গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যার সময় আমওয়ালা অবশিষ্ট আমগুলি তাহার ক্রেতাকে দিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণন করিল।

স্থিরচিত্তে একটু বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের অধিকাংশই আমওয়ালাকে উত্তম-মধ্যম-প্রদানকারী ভদ্রলোক। ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদের সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণায় চিরশান্তি বিধানার্থ তাঁহার নিজজন সাধুগণকে ইহলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বারে দ্বারে প্রেমামৃত প্রদানার্থ সমুপস্থিত। উপরি-উক্ত ঘটনার আমগ্রহণকারীর ন্যায় ২।১ জন সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি তৎপ্রদত্ত অমৃত গ্রহণে তৎপর, কিন্তু অবশিষ্ট আমরা সকলেই উঁহাদিগকে দুষ্ট; ধাপ্পাবাজ প্রভৃতি ভাষায় গালাগালি করি, পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এই সাধুগণ আমওয়ালার ন্যায় প্রহারেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবার লোক নহেন, এই প্রহার প্রাপ্তির বিনিময়ে কিছু অমূল্য নিধি প্রদান না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমরা যতই চীৎকার করি যে, আমাদের অসংখ্য সাংসারিক কার্য্য রহিয়াছে, আপনাদের কথায় কর্ণপাত করিবার আদৌ সময় নাই, আপনারা আমাদিগকে বিরক্ত করিবেন না—চলিয়া যান, তাঁহারা ততই অধিকতর উত্তমের সহিত বলেন,—'হরিসেবা ব্যতীত আপনাদের অন্য কোনও কৃত্য নাই, নাই, নাই; হরিসেবা বাদ দিয়া আপনারা যাহা কিছু করেন, সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি। সুতরাং আপনাদিগকে এ জীবনকে হরিসেবাময় করিতেই হইবে, যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা আপনাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না। হরিসেবা জিনিষটা বুঝিবার জন্য অগ্রে হরিকথা শ্রবণের প্রয়োজন। সুতরাং এই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনাদিগকে হরিকথা শ্রবণ আরম্ভ করিতে হইবে, আর এক নিমেষের পরার্দ্ধাংশের একাংশ সময়ও নষ্ট করিতে দেওয়া হইবে না। বহু জন্মের পর এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, এই জন্ম অতিশয় অর্থদ। ইহা হেলায় হারাইলে আর রক্ষা নাই। শুনুন, সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্‌-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

সাধুদিগের এই উৎসাহবাণী 'নিষ্ঠুরতা না কৃপা', তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

আমার গুরু-সেবা হয় না কেন?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এ কথার জবাব অতি সোজা। আমার নিকটই ইহার উত্তর অতি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমার স্বতন্ত্রতা ও আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরতা থাকায় আমার গুরু-সেবা হয় না, যেহেতু আমার যাবতীয় ইচ্ছাই ইন্দ্রিয়-তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং আমার স্বাতন্ত্র্যের বিকৃত প্রতিফলনই গুরু সেবার পরিপন্থী।

আমার গুরু-সেবা কেন হয় না?—এই প্রশ্নটী নিয়ত জাগরূক থাকিলে তদনুযায়ী যথা-বিহিত উত্তরগুলি তৎ-পশ্চাতেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিত, তাহাতে আমার অযোগ্যতাই ধরা পড়িত। কিন্তু এ প্রশ্নের আবাহন-কর্ত্তা চৈত্ত্য-গুরু, উত্তরদাতাও তিনি। সময় সময় চিদাভাসে চৈত্ত্য-গুরুর নিকট হইতে যখন এ সকল প্রশ্নাদি ও তদনুরূপ সমাধানের উপদেশাদি পাই, ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই বিমুখ-মোহিনী-মায়া বিবিধ বেশভূষার বেশে আমাকে ইসারা দিয়া তাহার প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া, বিবিধ-অঙ্গ-ভঙ্গী হাব-ভাবের দ্বারা, আমাকে যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া দেয়। আমিও তখন চৈত্ত্য-গুরু হইতে বহুদূরে সুদূরে নিরালা অন্ধকারাবৃত প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকি। সেখানে শুধু মায়া আর আমি; নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাঙ্গা-গড়া ব্যাপারে আকাশ-কুসুম পাওয়ার লালসায় মস্তক আলোড়ন করি। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আলোর কোন ব্যবস্থাই সেখানে নাই, থাকিতেও পারে না। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া অন্ধকার। যাঁহা-কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥" যেখানে কৃষ্ণ সেখানে যেমন মায়া থাকে না, মায়া থাকিলে কৃষ্ণাভাব অনুভূত হয়।

এই প্রকারে ২৪ ঘণ্টাই আমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব। কিন্তু অজের দুর্দ্দমনীয়া দুষ্পারা মায়াই পুনঃ পুনঃ জয় লাভ করিয়া আমাকে হারাইয়া দিতেছে। আমি শুধু লড়াই করিয়া মরলাম, বরং ক্রমে দুর্ব্বলই হইয়া যাইতেছি, তাহাতে মায়া আরও স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আমাকে ঘানি গাছে ঘুরাইবার সুবিধা পাইতেছে।

ইহাকে জয় করা আমার ন্যায় দুর্ব্বল জীবের কার্য্য ত নহেই—যেস্থলে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত পরাস্ত হইতে পারেন, বলিয়া জীব শিক্ষার্থ লীলাভিনয় করিয়াছেন। ইহা জানিয়া শুনিয়াও পুনঃ পুনঃ গোস্বামী করিতেছি। তাহাতেই "মম মায়া দুরত্যয়া" ও "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" এই শ্রীভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে। এই জন্যই গুরু-সেবা হয় না। প্রপন্ন না হইলে সেবা হয় না। জানি না, কতদিনে সেই বুদ্ধির উদয় হইবে?

আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি

(শ্রীমদ্ বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমরা নিজের দোষ স্বীকার করিতে বড়ই পশ্চাৎপদ। যদি কেহ দোষ ধরিয়া দিতে আসেন, তাঁহার উপর বিরক্ত এবং যদি কেহ আমার দোষটাকেই গুণ বলিয়া প্রশংসা করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হই। কে আমার মঙ্গলকারী এবং কে অমঙ্গলকারী, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। ইহার ফলে আমাদের অমঙ্গলের পথটী বেশ সহজ ও সরল হইয়া আসে।

কোন সময়ে একটি মসজিদে একটা মৌলবী মুক্ত কচ্ছ হইয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, তাঁহাকে অসাবধান দেখিয়া গ্রামস্থ কোন একটি দুষ্ট বালক তাঁহার পশ্চাতের কাপড় উত্তোলন করিয়া দিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া যাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। মৌলবী সাহেব পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উক্ত বালককে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া উহাকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন ও একটি পয়সা দেখাইলেন। প্রথমে বালক নিকটে আসিতে অস্বীকার করিল, তৎপরে বারম্বার ডাকাডাকি করাতে মৌলবীসাহেবের নিকট হইতে দূরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৌলবী সাহেব তাঁহাকে পয়সাটী দিলেন। এই ব্যাপারে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সাহেব? আপনাকে এরূপ অপদস্থ করিল, আর আপনি উহাকে পয়সা দিলেন? মৌলবী সাহেব কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপ কিছুদিন পরে উক্ত মসজিদে জনৈক কাবুলি নামাজ করিতেছিল, বালক কাবুলি সাহেবের গৌর বর্ণ ও বিরাট আকৃতিতে প্রলোভিত হইয়া অধিক পয়সার লোভে কাবুলি সাহেবের কাপড় উত্তোলন করিয়া দিয়া নিকটেই অবস্থান করিল। উক্ত ব্যাপারে কাবুলি সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক চপেটাঘাতে উহার প্রাণ নাশ করিল। তখন পূর্ব্বোক্ত মৌলবী সাহেব নিকটেই ছিলেন, দর্শকবৃন্দকে তাঁহার পয়সা দেওয়ার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তখন সকলে হায় হায় করিতে করিতে বাটী ফিরিল ও বলিতে লাগিল, আহা! যদি মৌলবী সাহেব উহাকে পয়সা না দিয়া ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলে বেচারার আজ জীবন যাইত না। তাই বলি, ভাই সব, এখনও সাবধান যাহারা ইতর-বুদ্ধির প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের কথা শুনিও না, শুনিলে কোন সময়ে যোগ্যতিকে পড়িয়া ঐ বালকের মত প্রাণ হারাইতে হইবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লী অফিস ৬।৮।২৯

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় হইতে

বুলন্দসর

গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দিল্লী কার্য্যালয় হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেশ্বরসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি,এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বুলন্দসর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারজন্য তথাকার সহযোগী ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। উহাঁরা তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ষ্টেশনে ও সহরে বণিক্ সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা ও জাগতিক অন্যান্য চেষ্টার তাৎকালিকতা বা হেয়তা এবং বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবরের অবিনশ্বর চৈতন্য-সম্পত্তি সমৃদ্ধি-চেষ্টার অতিশয় যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত, মিঃ যোশী, মিঃ বড়োয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বাবুর সরল ও মধুর স্বভাব ও ব্যবহার এবং শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে আন্তরিক আগ্রহ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। তিনি আগামী সংখ্যা হইতে হারমনিষ্টের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বুলন্দ সহরের ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর সহিষ্ণুতা ও অকৃত্রিম সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা তথায় পুনঃ পুনঃ শ্রীহরিকথা পরিবেশনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা এইরূপে পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণীর বহুল-প্রচারের আন্তরিক কামনা করি এবং যে জগদাচার্য্য মহাপুরুষের কৃপায় জগতে শ্রীহরি-কথার দুর্ভিক্ষ নিবারণের এত বিপুল আয়োজন, সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে কোটিকণ্ঠে তাঁহার জয়ঘোষণা করি।

[illegible]

[illegible] নাম চেখা।

জগতে যখন যে ধূয়া উঠে, গড্ডল-গতিক মনোধর্ম্ম-চালিত জগৎ তা'তেই সায় দিয়া থাকেন। অনেকে হুজুকটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, আবার কেহ কেহ মুখে হুজুকটাকে গর্হণ করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে হুজুকেই গা ঢালিয়া দেন।

কলিযুগ বিবাদের যুগ, এই যুগে যুবক-বৃন্দের অধিকাংশেরই হৃদয়াকাশ নাস্তিকতা মেঘে আচ্ছন্ন। তাই, তাহাদের এই ঘন-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়-গগনে সুনির্ম্মল ভগবৎ বাক্যের-(সত্যসূর্য্যের) প্রগলভতা প্রকাশিত হচ্ছে না। আর সাধারণের বাক্য হচ্ছে—খা'ব, পরব, সুখে থাকিব এই প্রকার পুষ্টিগন্ধময় কাম। ভগবৎ-বাক্যের সহিত সাধারণের বাক্যের মিল নাই।

সত্যযুগে ভগবৎ-বাক্যই সাধারণের বাক্য ছিল। সেই যুগে মানবগণের আত্মপ্রকৃতি [illegible] তাহারা সর্ব্বদাই সর্ব্ব-শুভদ পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ভগবদ্ভক্তের কোনও প্রকার অমঙ্গল সংঘটিত হয় না। তাই সেই যুগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জরা প্রভৃতির অস্তিত্বই ছিল না। আমরা নাস্তিকতার সাহায্যে পূর্ব্বপুরুষ-গণকে যতই মূর্খ বলিয়া নিজেদের গুণগরিমার বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছি, ততই পূর্ব্বোক্ত দৈবদুর্বিপাকের আবাহন করিয়া অধিকতররূপে ঘৃণিত হইতেছি। কিন্তু এই সরল সহজ কথাটি অভিজ্ঞতা-সত্ত্বেও কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

"ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহার সেবা পূজা করিতে হইবে, আমাদের ভোগের জিনিষ আবার তাঁকে দিতে হইবে—সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের সহায়তা করিয়া নিজেরা সুখে থাকিব। যদি অন্যের সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া শুধু নিজের ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভোগের অসুবিধা হইবে; সুতরাং একাকী না থাকিয়া দলবদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। দলবদ্ধ হইয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জরা প্রভৃতি আকস্মিক বিপদ-গুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে হয় ত তাহারা আমাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না।"—এই প্রকার চিন্তাস্রোতই বর্ত্তমানে আমাদের যুবকবৃন্দের মস্তিষ্কে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু যাঁহাতে ঐ প্রকার দুর্বিপাকগুলির মূল বিনষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট।

শুনিলাম, সেদিন নাকি বরিশালের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য সভায় 'ভগবান্ নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আর শূন্যে দাঁড়াইবার চেষ্টা একই কথা, অতএব তাঁহার নাম-স্মরণাদি বিস্মৃত হইয়া নিজেদের পায়েই নিজেদের দাঁড়াইতে হইবে'—এই প্রকার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার প্রস্তাব শ্রবণে দুঃখও হয়, হাসি ও [illegible] আর মনে পড়ে নিম্নলিখিত গল্পটী। বলি [illegible], যে পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবে, তাহা [illegible] এই মুহূর্ত্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে [illegible] তোমাদের উপায় কি হইবে? বাতরোগ [illegible] তাতে কিছুতেই না আসিতে পারে, সেই [illegible] কার কোনও উপায় জান কি?

বিলাসপুরের জমিদার নলিনাক্ষ বাবুর [illegible] শৈশবে [illegible] বিলাতে গমন করিয়াছেন। [illegible] ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া [illegible] সহরেই আইনব্যবসায়ে রত হন। তিনি প্রায় দুই যুগ যাবৎ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাই বিংশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেও নববাবুর পিতৃ-মুখ-দর্শনের ভাগ্য ঘটে নাই। তবে অন্যান্য লোকের নিকট শুনিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহার পিতাঠাকুরের নাম নলিনাক্ষ রায়।

নববাবু একদিন তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণদাস রায় মহোদয়ের সহিত কলিকাতা [illegible] নীতে গমন করিয়াছেন। তথায় অনেক [illegible] লোক কৃষ্ণদাসকে পিতৃপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—আমার পিতাঠাকুরের নাম শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ রায়, তিনি বিলাসপুরের জমীদার। এই কথা শ্রবণ করিয়া নববাবু অতিশয় ক্রুদ্ধস্বরে কৃষ্ণদাসকে বলিতে লাগিলেন, যাঁহাকে কোন দিন দেখিতে পাই নাই তিনি আমাদের পিতা হইতে পারে কি প্রকারে?

কৃষ্ণদাস—তুমি না দেখিয়াছ, আমিত দেখিয়াছি যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না থাকে, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া লণ্ডনে গেলেইত তাঁহাকে দেখিতে পাও, আমিত সেদিনও তাঁহাকে তথায় দেখিয়া আসিলাম।

নববাবু—দেখিয়া থাকলে আপনি তাঁহাকে পিতা বলিতে পারেন কিন্তু আমি তাঁহাকে পিতা বলিব না। আর তাঁহাকে দেখিতে বিলাতে যাওয়ারও কোন প্রয়োজন নাই। যিনি পালন করেন তিনিই পিতা, জন্মের পর হইতেই দেখিতেছি [illegible] কেরববাবুই আমাদিগকে পালন করিতেছেন সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে তিনিই আমাদের পিতা। যদি বলেন যিনি জন্মদাতা তিনিই পিতা, জিজ্ঞাসা করি, নলিনাক্ষ বাবু যে আপনাকে জন্ম দিয়াছেন তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? অপ্রত্যক্ষের কথা কেন প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইবে?

উপরি উক্ত গল্পটী শ্রবণ করিয়া হয়ত [illegible] লোকেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, বর্ত্তমানে আমাদের যুবকগণের অনেকের অবস্থাই ঐ প্রকার। যেহেতু ভগবানকে আমাদের মায়াচ্ছন্ন [illegible] আবৃত চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, সুতরাং ভগবান্ নাই। যাহারা তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শী সেই মহাপুরুষগণের বাক্য প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাই বর্ত্তমান নাস্তিকতা যুগের যুবকবৃন্দের উর্ব্বর মস্তিষ্কের [illegible] প্রতিভাবনী শক্তির ফল।

যুবকবৃন্দের মধ্যে যাহারা ভগবানের অস্তিত্বে পূর্ণবিশ্বাসী এবং তাঁহার সেবা-[illegible] যত্নশীল তাহাদের সম্বন্ধে উপরি উক্ত [illegible] লিপিবদ্ধ হয় নাই সুতরাং তাঁহারা [illegible] বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া যাহাতে [illegible] তাদের নাস্তিক ভ্রাতৃগণের প্রকৃত মঙ্গল-[illegible] সাধিত হইতে পারে, তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্ক সুস্থির হয়, তন্নিমিত্ত যত্নশীল হওয়াই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

এই জন্মেই বর্ণান্তরলাভের কটী দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি নিজ নিজ স্বভাব ছাড়িয়া, যদি উচ্চ বা নীচ স্বভাব অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বভাব বা লক্ষণানুসারে এই জন্মেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেন, পুরাণে ইতিহাসে ঐরূপ উদাহরণেরও অপ্রতুল নাই। অতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১) হরিবংশ ১০ম অধ্যায়—

'নাভাগারিষ্ট-পুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ।"

অর্থাৎ নাভাগ ও অরিষ্ট-পুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন।

(২) শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে—

"নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।"

অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে নাভাগ ও দিষ্টপুত্র বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৩) হরিবংশ একাদশ অধ্যায়ে—

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

অর্থাৎ পুনরায় নাভাগ ও দিষ্টপুত্রদ্বয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনা করিলে জানা যায়—

(৪) বলিরাজার পাঁচটি ক্ষত্রিয়পুত্র ব্যতীত [illegible] ব্রাহ্মণপুত্র হইতে ব্রাহ্মণবংশ উদ্ভূত হইয়াছে।

(৫) গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র [illegible] ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পুত্র ছিল।

(৬) ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত ঋষভদেবের এক-শত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, ৯ জন ক্ষত্রিয় এবং ৯ জন বৈষ্ণব পুত্র এবং ১ জন [illegible] পরমহংস ছিলেন।

(৭) [illegible] হইতে [illegible] ব্রাহ্মণবংশের সৃষ্টি হয়।

(৮) অজমীঢ় রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের জন্ম হয়।

(৯) ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, [illegible] ও পুষ্করারুণী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হন।

(১০) ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি এবং [illegible] পুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(১১) পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণ-[illegible] জন্ম হইয়াছিল।

(১২) পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও অজ্ঞাত [illegible] বধ-জন্য শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(১৩) গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎ-পন্ন হইয়াছিলেন।

(১৪) ক্ষত্রিয় বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(১৫) ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি, [illegible] প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বংশের উদয় করিয়াছিলেন।

(১৬) ক্ষত্রিয় [illegible] ব্রাহ্মণ হইয়া-ছিলেন।

(১৭) চন্দ্রবংশীয় যযাতি পৌত্র কণ্ব-বংশে জাত মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ-বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে।"

সদ্বৈদ্য

ভোগাগার বিশ্বে ভোগায়তন দেহই যাবতীয় ভোগসংগ্রহের মূল। যদিও চঞ্চলচিত্ত সর্ব্বক্ষণ বিষয়-সংগ্রহে ব্যস্ত, তথাপি দেহ না থাকিলে বাসনাগার চিত্তে বাসনারাশি উত্থিত হইয়া আবার চিত্তেই বিলীন হইয়া যাইত।

বিশ্বপতির সেবা-ভ্রান্ত জীবেই বিশ্ব পরিপূর্ণ। সুতরাং বিশ্বনাথের করুণার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নাই। কেননা তাহাদিগের ভোগমত্ততা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সে দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর কোথায়? আবার সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ কোন কারণে কাহারও দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইবার উপক্রম হইলে ভোগা দেওয়া ভোগে বাধা পড়িবার লক্ষণ দেখিয়া সে দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ ভোগেই ফিরিয়া আসে।

বিশ্ববাসীর প্রতি বিশ্বপতির কিন্তু করুণা-বর্ষণে ত্রুটী নাই। এমন কি তাহারা করুণা না চাহিলেও করুণা-বারিধি প্রভু করুণা-বিতরণে কৃপণতা করেন না। ভোগায়তন দেহকে ব্যাধি-পরিপূর্ণ করাই সর্ব্বজীবপ্রভুর করুণার বিশেষ নিদর্শন। আমরা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কত না উল্লসভরে বিশ্বে বিচরণ করিতেছি, সেই কেন্দ্রটীই অসুবিধা করিয়া হইয়া যায়। এত জানিয়াও কি জানি এক অজানা নেশার প্রমত্ত হইয়া আমরা সেই দেহের সুস্থতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকি। এজন্য শাস্ত্রাদিতে একটী বিভাগই প্রস্তুত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র নাম ধারণ করিয়াছে। সেই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৈদ্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ভোগীর সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ব্যাধিমন্দির ভোগায়তন দেহ কখন যে রোগাক্রান্ত হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। দেহ অসুস্থ হওয়া অপেক্ষা সুস্থ থাকাই আশ্চর্য্যজনক। এহেন আময়-পরিপূর্ণ অনিত্য আগারকে আময়শূন্য করিবার প্রবল পিপাসা কাহার না হৃদয় পরিপূর্ণ করে? কিন্তু মরীচিকা দর্শনে জলবুদ্ধিতে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পিপাসার শান্তি অপনোদন করিবার সুযোগ না পাইয়া শ্রান্ত হইয়া উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে প্রাণ হারায়, আমরাও তেমনি পরিণামী দেহকে স্থির-বুদ্ধি করিয়া তাহাকে সুস্থ রাখিবার চেষ্টায় নিজেকেই হারাইয়া ফেলি।

এজগতে বৈদ্যগণ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পরম আশ্রয়, হতাশ প্রাণে আশ্বাসমূত্র, কিন্তু জগন্নাথ এমনই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সেই বৈদ্যগণই ব্যাধির যন্ত্রণায় অস্থির। যিনি অপরকে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষা-কর্ত্তাভিমানে অভিমানী, তিনি নিজেই অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থান করেন। বৈদ্য-গণ যখন ব্যাধির আগারকেই ব্যাধিশূন্য করিতে পারেন না, তখন সেই দেহকে যে তাঁহারা চিরস্থায়ী করিবেন, এবিষয়ে সন্দেহ কি?

জগতের অপরিণামদর্শী, অসতে নিত্য-বুদ্ধিকারী দুর্গত পথভ্রান্ত জীবসমূহের দুর্দ্দশা দর্শনে জীবপ্রভুর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইজন্য তিনি ব্যাধিগ্রস্ত বৈদ্যকুল ও বৈদ্যাশ্রিত জনগণের দেহরোগ নাশ করিয়া দেহ ধারণের মূল কারণ ভব-রোগ বিনাশকারী সদ্বৈদ্যকে এই জগতে পাঠাইয়া দেন। তখন সেই সাধুবৈদ্য জীবের দেহরোগ ভবরোগ ক্ষয় করিয়া স্থির থাকেন না, পরন্তু পতিত জীববৃন্দকে স্বস্থানে বাস করাইয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিবার সুযোগও দিয়া থাকেন।

দেহরোগ ভবরোগশূন্য পতিতপাবন জীবাশ্রয় বৈষ্ণবঠাকুরই প্রকৃত বৈদ্য।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়॥
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

উপায় কি

অহ যে, সুধীর ভায়া! অনেকদিন পরে ভাই তোর সঙ্গে দেখা হলো। কেমন আছিস্?

সুধীর—ভাই, বড় ভাল নেই।

সুশীল—কেন ভাই, কি হয়েছে?

সুধীর—কিছুই হয় নি, তবে কিনা তবুও যেন ভাল নেই।

সুশীল—তোর সঙ্গে কয়েকটী কথা আছে। চল, বল্‌তে বল্‌তে যাই।

সুধীর—ভাই, আজ আর হবে না। আমি বড়ই ব্যস্ত। এখনি চলে যেতাম, তবে তুই কি ভাব্‌বি ভাই চক্ষুলজ্জায় যেতে পারি নি।

সুশীল—সুধীর আবার ব্যস্ত। কেন কোন বিপদ হয়েছে কি?

সুধীর—ভাই বিপদ ত কিছুই দেখি নে, তবে কিনা এমন একটা বিশেষ পদ লাভ করেছি, যাতে একটুও অবসর নেই।

সুশীল—সে পদটা কি?

সুধীর—ভাই, কথায় কথা বেড়ে যাবে, আমারও সময় নষ্ট হবে। তুই ত আর কিছু বুঝ্‌লি নে।

সুশীল—কি ভাই, কি বল্‌ছিস্ বুঝ্‌তে পারি নে।

সুধীর—আর ভাই, বুঝে কাজ নেই। বেশ সুখে আছ, চিন্তা নেই, খাও, দাও আর 'ভগবান্' 'ভগবান্' করে ঘুরে বেড়াও। আমাদের ভাই স্ত্রী, পুত্রই ভগবান্, ভগ-বান্‌কে দেখ্‌তে পাই নে। আর এরা সাম্‌নে থেকে কথা বলে, অভাব জানায়।

সুশীল—বড় অধীর হলি যে? একে-বারেই ভগবানের কথা এনে ফেল্লি ভাই। আচ্ছা তবে একটা কথা বলি শোন—স্ত্রী, পুত্র যদি তোর কাছে ভগবান্ হলে, তবে তাদের আর অভাব থাক্‌বে কেন? ভগবানের কি কোন অভাব থাকে, না তিনি সকলের অভাব মিটান?

সুধীর—ভাই, তোর সঙ্গে পারবো না। তুই হলি ভগবদ্ভক্ত, আর আমি স্ত্রী, পুত্র-ভক্ত।

সুশীল—ভাই স্ত্রী, পুত্র থাক্‌লেই কি সব অসুবিধা এসে পড়ে? তারা কি জীব নয়? বরং বান্ধববিহীন দেশে যদি চল্‌বার পথে কয়েকটী সঙ্গী পাওয়া যায়, তাতে লাভ না ক্ষতি?

সুধীর—ভাই, আমি চল্লাম। আর বেশী তত্ত্ব-কথা বলিস্ না। তা হ'লে আমার সব নেশা ছুটবে। আমি বেশ মৌতাত করে বসে আছি।

সুশীল—ভাই বেশী ব্যস্ত হোস্ না। যে ভাবে চল্‌তে আরম্ভ করেছিস্ সে ভাব বেশী দিন থাক্‌বে না।

সুধীর—দেখ্, বেশী বলিস না। যারা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আমি তাদের না [illegible]

সুশীল—কাদের? যারা তোর চিরদিনের নয় তাদের? আচ্ছা তোর স্ত্রীর সঙ্গে তোর কয় বৎসর সম্পর্ক হয়েছে? আর ভাল বাসা। সেটা ঘৃণ্য স্বার্থপরতা বা কাম নহে। তুই যে ভাবে তাদের ভাল বাসিস্ তাতে তোর ও তাদের সুবিধা হচ্ছে কি?

সুধীর—ভাই, ও' সব ছেড়ে দাও। আমি ও' সব কথার ধার ধারি নে। ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার দরকার নেই। আমি আমার লোককে ভালবাসবো না?

সুশীল—সুধীর ভায়া দেখ্‌ছি অধীন-তার শেষ সীমায় গিয়েছে। যাক্ একটা কথা বলে বিদায় নেই। ভাই, তোমার ছয় বৎসর পূর্ব্বের বিবাহিত স্ত্রী ও গত বৎসরের পুত্র তোমার নিত্য কালের সঙ্গী। বেশ বুঝলাম। তুমি যে দেহে বাস কর, এটা কার জান কি?

সুধীর—কেন? আমার—এটা বোকা লোকেও বোঝে।

সুশীল—হাঁ ঠিক বলেছিস্। মাতৃগর্ভ থেকে যাকে পাওয়া গেছে, আর মৃত্যুর সময় যাকে ছাড়তে হবে, সেটা তোর চির দিনেরই ভাই, আর বোকামী করিস না। এখনও ফিরে চল। ভাই, সব ছুটাছুটী দৌড়া-দৌড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। এদেহটা যে স্ত্রী পুত্রের ত' দূরের কথা তোরও নহে। এটা যে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য।

এই কথা শেষ হতে হতে সুধীর বাবু অধীর হয়ে সরে পড়লেন আর সুশীল বাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। কিছু পরে দুই জনই অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। আমি তখন চিন্তায় পড়লাম। হায়! হায়! একি কথা! এত সোজা কথা, খাঁটি কথা আমরা একবার ও চিন্তা করি না! আমরা যখন আমার দেহকে চিনি না, তার জন্য কি বুঝি না তখন স্ত্রী পুত্রকেও চিন্‌তে পারি না। যে নিজেকে জানে না, সে পরকে জান্‌বে কি ক'রে?

আমরা যে দেহপিণ্ডকে সর্ব্বদা নিয়ে বেড়াই, যার সুখের জন্য কত না কি করি, সেটা আমার হলো না? শৃগাল কুকুরের খাদ্য? আমরা যে তবে শ্ব শিবার খাদ্য দ্রব্যকে পুষ্ট করে বেড়াই! তবে এবিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি?

অহৈতুকী সেবা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন).

যে সেবা হেতু অর্থাৎ ফল-প্রাপ্তির কামনা-বিহীন, যে সেবায় আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-মূলা কোন প্রকার অন্যাভিলাষ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে না, স্বচ্ছ সুনির্ম্মল সরলতা, পূর্ণ কুটি-নাটি বিহীন অকৃত্রিম সেবার [illegible] আছি, তাহাই অহৈতুকী সেবা।

যিনি যে পরিমাণে নিষ্কপটে কৃত্রিমতা বর্জ্জিত, তিনি সেই পরিমাণে অহৈতুকী সেবক। পরম কৃপালু শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেব প্রত্যেক জীবকে অনাদি বহির্ম্মুখতা হইতে ছুটি করাইবার নিমিত্ত জীবের অল্প সেবাই বহু বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুদেব এত বড় কৃপাবান্ যে যিনি সেবা করেন, তাঁহাকে তো সেবাগ্রহ বৃদ্ধির নিমিত্ত উৎসাহ দিতেই পারেন, পরন্তু আমার মত কপটী ব্যক্তি যদি কপটতা করিয়া সেবার ভাণও দেখায়, তবুও তাহাকে কপটতা রূপ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য কত প্রকার সেবা সুযোগ দান করিয়া থাকেন।

তাহা আমার অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ, না দেখিলেও, না শুনিলেও চক্ষুষ্মান্ শ্রুতি-সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছেন। তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি ভিন্ন সে দর্শন ভাগ্যে ঘটে না।

আমি যত টুকু সেবা করিতে পারিব, তাহাতে আমারই লাভ হইবে। কিন্তু সে লাভকে জড়সুখমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশী হইয়া থাকিয়া ভোগেরই প্রকার বৃদ্ধি করিতেছি। তবুও শ্রীগুরু-দেব সেবোৎসাহ দিতে বিন্দু মাত্র ইতস্ততঃ করিতেছেন না।

আমার দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে শিখাইয়া দেয়, তুমি যে গুরুসেবকগণের সেবা-কার্য্যে

বহু সাহায্য করিতেছে, তাহাতে তাঁহারা তোমার নিকট চিরঋণ-জালে আবদ্ধ কেন হইবেন না ?" তাহাতে প্রতিষ্ঠাশিশু মায়া-বুদ্বুদ্ মন ! তুই দেখিতেছি, নানা প্রকার কসরৎ করিয়াই কেরামত জাহির করিতে পটু। তোর এই কসরতের বাহাদুরী তোর কাছেই থাকিবে। শেষেও তোর সঙ্গেই যাইবে, তাহা ছাড়া আর বিশেষ লাভ কিছুই দেখিতেছি না।

কোন সময় শ্রীধাম পরিক্রমা হইতে আমার গ্রাম গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে গুরুবর্গের মধ্য হইতে কোনও মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"কার্য্যানুরোধে অনেক সময় কটু কথাও বলিয়াছি, আপনারা এখানে আসিয়া অনেক খাটিয়া ও আমাদিগের যথাযোগ্য সম্ভাষণের অভাবে বহু কষ্ট পাইলেন" ইত্যাদি। বাণীগুলি সাময়িক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক হিসাবে বেশ শ্রুতিমধুর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অযুত হস্তীর বলদৃপ্ত এঞ্জিনের সংঘর্ষের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা লাগিল কেন এখানে আসা ? ইহাঁদিগের সেবা করাও' আমারই কর্ত্তব্য কার্য্য। তবে প্রভু আমাকে এরূপ ভাবে নিমন্ত্রিতের ন্যায় আপ্যায়ন-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন কেন ? তখনই শ্রীগুরুদেব চৈত্ত্য গুরুরূপে চিত্ত-পটে অনুশাসন-লিপি প্রকাশিত করিয়া ইহাই শিক্ষা দিলেন—"হে ভ্রান্তজীব! আমার অভিন্ন-স্বরূপ-বিগ্রহ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমারই দুঃখ মোচনার্থ অদ্য তোমাকে তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। কারণ এ বাড়ীতে তোমার সম্যক্ আপন-বুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই ! সময় সময় নিমন্ত্রণোপলক্ষেই তুমি মঠে আসিয়া থাক। বেগার শোধ বা বেগার দেওয়ার মত একটু দৌড়া দৌড়ি কর উহা কর্ম্মও সেবা নহে, লোক-দেখানো শুভ্রুষামী। তুমি গৃহে গৃহ-কার্য্য সমাধার নিমিত্ত যেরূপ প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম কর এবং তদনুপাতে ক্লান্তি বোধ কর না, এখানে তাহার কোটাংশের একাংশেও মনোনিবেশ নাই, অথচ ক্লান্তি বোধ সহস্র গুণে অধিক। সুতরাং মঠ তোমার নিত্য কালের বসতিস্থান বলিয়া এখনও গ্রহণ কর নাই, তাই আমার স্বরূপাভিন্ন বিগ্রহগণ তোমাকে তোষক-বাক্য দ্বারা গাত্রে হাত বুলাইয়া তোমাকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন, নতুবা মায়ার কবল হইতে বাহির হইয়া মঠে আসিবার কথা মনেই থাকিবে না।"

সেবার হেতু-শূন্যতা শুধু বাক্যে বা কলমের ডগায় আবদ্ধ নহে। আমার ন্যায় বদ্ধ জীবের, সেবা বুঝিতেই আরও কয় লক্ষ জন্ম খরচ হইয়া যাইবে, তাও পর যদি শ্রীগুরু-সেবকদিগের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ-দ্বারা সেবার প্রকার-ভেদ বুঝিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়।

সেতো এত বড় ভাগ্যের কথা, যাক্ এখন আমার ব্যাপারী থাকিয়া জাহাজের খবর লওয়ার প্রয়োজন নাই, তবে শ্রীগুরু-চরণাশ্রিতকে অহৈতুকী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া টিয়া পাখীর শিখানো বুলির ন্যায় মুখে মুখে খুব আওড়াই কিনা, পয়োপদেশে ভাল পণ্ডিত সাজিয়াছি কিনা ?—তাই এখন নিজের ভিতরে হাতড়াইয়া দখি অহৈতুকী ভক্তি ত' দূরের কথা, হেতুযুক্ত ভক্তির "ভ" এর সন্ধানই এখনও পাই নাই।

বৈষ্ণবের সহিত আমার সম্বন্ধ

আমি নিত্য বদ্ধ, বৈষ্ণব নিত্য মুক্ত, আমি প্রাকৃত, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। আমি দেহ-মনোধর্ম্মী অক্ষজ-বাদী অক্ষজ-সেবী, বৈষ্ণব চিদ্ধর্ম্মী অধোক্ষজ-সেবক, আমার ভূমিকা বদ্ধজীব-বাসস্থলী এই সংসার-কারাগার মায়ার দুর্গ, বৈষ্ণবঠাকুর বৈকুণ্ঠ-বাসী, আমার সবল চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এবং ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম ও তাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই চতুর্ব্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্ব। বৈষ্ণব এই সকল প্রাকৃত তত্ত্ব ও গুণ-তত্ত্বের অতীত গুণাতীত অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল অপ্রাকৃতত্বেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব তত্ত্বের ঠিক বিপরীত ভূমিকার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার লইয়া আমি আছি। এই অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছি বলিয়া বৈষ্ণবের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাস্তব পক্ষে স্বরূপে যদিও বৈষ্ণবই একমাত্র নিত্য সম্বন্ধের বাস্তব বস্তু তথাপি আমার প্রাকৃত বুদ্ধি প্রাকৃত ঐতিহ্য বিচার আমাকে সেই নিত্য সম্বন্ধানুভূতি হইতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব মাত্রেই গুরুদেবাভিন্ন গুরু সত্ত্ব। (অবশ্য বৈষ্ণব বলিতে আধুনিক বৈষ্ণব-ব্রুবগণকে লক্ষ্য করিতে হইবে না, শ্রীরূপানুগত শ্রেষ্ঠপন্থী শুদ্ধবৈষ্ণবগণই এখানে বৈষ্ণব)। বৈষ্ণবের সহিত জাগতিক কোন সম্বন্ধই খাটে না। বৈষ্ণবের সহিত জাগতিক সম্বন্ধ বিচার করিতে যাওয়া নারকীয় বুদ্ধি। আমি যদি আমার কোন প্রকার মঙ্গলের প্রত্যাশী থাকি, শ্রীগুরু-দেবাভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবে আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, আমার পতি, আমার পুত্র, আমার ছাত্র-শিষ্য, আমার যজমান, আমার দেশবাসী-গ্রামবাসী, আমার স্বজাতী, স্ববর্ণী প্রভৃতি কোনও জাগতিকসম্বন্ধ বিচার রাখিয়া পূর্ব্ব-ইতিহাস-সূত্রে যেন সম্বন্ধ পাতাইতে যাই না।

এই সমস্ত অনিত্য সম্বন্ধ দাবিতে বৈষ্ণব-তোষণ হয় না বরং নিজের অভিমান বাড়ে। বৈষ্ণবচরণে ঘোর অপরাধ সঞ্চিত হইয়া ক্রমে নরকের দিকে লইয়া যায়।

বৈষ্ণব আমার নিত্য সম্বন্ধের বস্তু—অভিন্ন-গুরুদেব সেব্য-বস্তু। আমি বৈষ্ণবের সেবক, এই সুবুদ্ধি যতটুকু থাকিবে, ততটুকু মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইব। ইহাই শ্রীগুরুচরণাশ্রিতকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রচার প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মানভূম জেলার অন্তর্গত বারমো নামক স্থানের কোলফিল্ডসমূহে শ্রেষ্ঠ-বিহিত শ্রীনামধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক তদ্দেশ-প্রবাসী গুজরাটী ভদ্রমহোদয়গণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপ্ত করিয়া সুদূর কাথিয়াবার, কচ্ছ, ভোজ প্রভৃতি দেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-তত্ত্ব বিস্তার করিতেছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর হৃদয়গ্রাহী যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত সুমধুর বাগ্মিতায় আকৃষ্ট ও গৌড়ীয়মঠের সৎপ্রচারে প্রভাবিত হইয়া কচ্ছদেশীয় বণিকসম্প্রদায় গৌড়ীয়মঠের পরমহংসকুল-মুকুট-মণি শুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণ দর্শনের ভাগ্য কামনা করিতেছেন এবং সিন্ধু-নীচিমালা পরিসেবিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীদ্বারকাধামে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র-স্বরূপ মঠনির্ম্মাণে আকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত করিশঙ্কর কল্যাণ-জী, অর্জ্জুন জি, ক্ষেমজি এবং প্রভুলাল ভাই ও মাধব জি যেপা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ রেজিং কনট্রাক্টার ও কোলিয়ারি প্রোপ্রাইটার ভাগ্যবান্ ধনাঢ্য মহোদয়গণের আন্তরিক চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভু এস্থানে প্রচারকার্য্য সমাধাপূর্ব্বক বাঁকুড়াবিভাগ জেলার আরগাড়া, ভুরকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানের কোলফিল্ডে প্রচারার্থ গমন করিলেন।

গুজরাট কচ্ছ ভোজ প্রভৃতি সিন্ধুপ-কূলবাসিগণ সরলহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ। তাঁহারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয় কৃপা লাভ করুন, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

চক্রবর্ত্তী যোগীরাজ

গত আষাঢ়ে আমি ও শ্রীপাদ রাধিকা-রানন্দ প্রভু যখন প্রচার-প্রসঙ্গে বুলন্দ সহর ষ্টেশনে উপস্থিত, সেই সময় একদিন বেলা আন্দাজ ১২টার সময় ষ্টেশন মাষ্টার মেচোনা আমাকে ১টী নরমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, এক যোগীরাজ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হরিদ্বার যাইতেছেন এবং ষ্টেশন মাষ্টারকে তাঁহার গমনের পাথেয়াদি বন্দোবস্ত করিতে চাপ লাগাইয়াছেন। আরও শুনিলাম তিনি নিজেকে কল্কি অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের তাঁহাতেই পূর্ণতা প্রভৃতি অশ্রাব্য অপরাধময় বাচালতা করিতেছেন। সমস্ত ষ্টেশন-ষ্টাফ তাঁহার স্তব দেখিয়া ধাবড়াইয়া গিয়াছে ও সন্দিগ্ধচিত্তে যোগীরাজের হরিদ্বার গমনের ব্যবস্থায় উন্মুখ।

ধর্ম্মধ্বজীর কপটনাট্যের নির্ম্মূলকারী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কণার কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদ পাইলেও ঐ সকল ধূর্ত্তগণের বুজরুকী ধরা পড়িয়া যায়। আমি ঐ ব্যক্তিকে নিকটে ডাকাইয়া বসাইয়া বিনীতভাবে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আপনাকে রামকৃষ্ণের মিলিত কল্কি অবতার বলিয়া পরিচয় দিলেন। ঐ কথা শুনিয়াই সিংহবিক্রমে তাহাকে বদমায়েস, জুয়াচোর প্রভৃতি সম্বোধনে প্রকৃত সত্য পরিচয় দাবী করিলে সে ব্যক্তি থতমত খাইয়া একখানি টাইপকরা কাগজ বাহির করিয়া সে যে যোগীরাজ তাহা প্রমাণে উদ্যত হইল। দেখিলাম উহাতে ইংরাজিতে লেখা যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাহার কুকুরবৎ। তাহার মেতন কয়েক সহস্র মুদ্রা এবং সে গোয়ালিয়রের সামরিক প্রধান কর্ম্মচারী। এই সব বাজে কথা টাইপ করিয়াছে ও উহা দেখাইয়া ইংরাজী বুলি ঝাড়িয়া লোক ঠকাইতেছে। অনেক কথার পর বোঝা গেল লোকটার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়াছে। সে অত্যন্ত দৈন্য ব্যক্তি, তাঁর শোকে মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত। ঐ প্রকারে ঘুরিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

বকাসুর

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধুদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া চারণভূমির নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে জলপানার্থ গমন করিলেন এবং গোবৎসদিগকে জলপান করাইয়া নিজেরাও জলপান করিলেন। তখন একটী অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা সকলেই বজ্রপাতের বিভিন্নপর্ব্বতের ন্যায় শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত ভাবে অনুসন্ধানপর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই প্রকাণ্ড বস্তুবিশেষ দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ বস্তুটী ক্রমশঃ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল। তখন সকলেই পাখীটাকে বৃহৎ বক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং নির্ভয় হইলেন। কিন্তু সহসা কংসপ্রেরিত বকরূপী ঐ অসুর বৃহৎ তুণ্ড বিস্তার করিয়া ব্রজপতিকে বালকজ্ঞানে গ্রহণ করিল। শ্রীবলরাম ব্যতীত উপস্থিত সকল বালকগণই আকস্মিক বিপদর্শন ও প্রাণসখার অন্তর্দ্ধানে প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের ন্যায় রহিলেন। এদিকে বকাসুর কংসশত্রু প্রাণসখাসে কৃষ্ণচন্দ্রকে উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুরাত্মার আশা ফলবতী হইল না। অন্তরাদি তখন অন্তরবদের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বকাসুরের তালুদেশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া বক তখন বালকৃষ্ণকে অক্ষতাবস্থায় মুখগহ্বর হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল এবং পুনরায় যখন মন্দ-মন্দকে গ্রাস করিবার চেষ্টা প্রকাশ করিল, তখনই বিবুধরক্ষক অসুরের চঞ্চু ধারণ করিয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় আকাশে নিক্ষেপ করিলেন, ফলে অসুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। লীলাময়ের এই লীলা-দর্শনে বালকগণ মৃতদেহে জীবনপ্রাপ্তির ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন আকাশপথে থাকিয়া পুষ্প বর্ষণ, শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্রপাঠে দেবদেবের পূজা করিলেন।

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের এ লীলা-দর্শনের সুযোগ্যতা থাকিলেও জড়জগতে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। চলিত কথায় লোকে বলে—"বকঃ পরমো ধার্ম্মিকঃ।" বক একটা পাখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজন্তুই উহার আহার। সেই আহার্য্য সংগ্রহের জন্য বক জলাশয়ের নিকট শাকাব ধারণ করিয়া, শামুক, ইত্যাদি গোপন করিয়া একাগ্রমনে ধ্যানমগ্ন অচঞ্চল সাধুর ন্যায় অবস্থান করে। নিরীহ জলজন্তুগণ সেই সাধুকে মৃত শক্ত জানিয়া নির্ভয়ে যখন তাহার নিকট আগমন করে, তখন বিশ্বাসঘাতক ধূর্ত্ত বক অভ্যাগত মৎস্যগণকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। আমরা মানুষ, আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ বকস্বভাববিশিষ্ট ধর্ম্মধ্বজী মহাধূর্ত্ত বক অনেকেই আছে। তাহারা বাহিরে সর্ব্বাঙ্গনাদৃত, বিরক্ত ব্যক্তির পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া নিরীহ জনগণের নিকট আপনাদিগকে সুগোস্বামিনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। সরল ব্যক্তিগণও অকপটে উপরিউক্ত মিথ্যাসাধুদিগকে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ অর্থাদি দ্বারা সেবা করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে বকরূপী অসুরসকল গৃহস্থবর্গের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। অধিকন্তু তাহাদিগের ভক্তির পথের অর্গলস্বরূপ হয়। উক্ত বকাসুরগুলি বাহ্যত্যাগীর চিহ্নে জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী। তাই বলিয়া বিরক্ত পুরুষের বেশগুলি অনাদরণীয় নহে, অধিকন্তু প্রকৃত বিরক্ত মহাত্মগণই আমাদের সেব্য। যাঁহারা বেশ দেখিয়া ভুলিয়া যান, বেশধারীর বিচার করেন না, তাঁহারা যদি বলেন যে, যে ব্যক্তি বাহ্য ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়াছেন তাঁহার কোন দোষ দেখিতে নাই—ত্যাগীর চিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তির দোষবর্ণনে মহতের চরণে অপরাধ হয়, তদুত্তরে বুদ্ধিমান্ ও সরল ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, বিরক্ত পুরুষের আচরণে কোনরূপ দোষ নাই। যেহেতু তিনি বিরক্ত, তজ্জন্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশায় তাঁহার আসক্তি নাই। যদি আসক্তি দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে বক অথবা বানরের ন্যায় বিরক্ত সাধু বলিব। কেননা, দোষী ব্যক্তির দোষ-বর্ণনায় তাহার নিন্দা হয় না, বরং উপকারই হয়। কিন্তু হায়! কাল কলি! কলির স্রোতে পড়িয়া সমাজে তথাকথিত পণ্ডিতবর্গও আজ এইরূপ নিরপেক্ষ বাক্য—অর্থাৎ দোষী ব্যক্তির দোষ ও প্রকৃত গুণবানের গুণ বর্ণনা সম্বন্ধে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। তাই আজ শয়তানের প্রভাব বিস্তার হইয়াছে। ভেক-সাধুগণেরই আদরে আমরা ব্যস্ত রহিলাম কিন্তু প্রকৃত সাধুগণ—যাঁহাদিগের শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে লইলে মায়াবদ্ধ জীব আমরা অনায়াসেই মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি—অবহেলিত হইতেছেন। হায়! হায়! অপরাধী আমরা, আমাদিগের গতি কি হইবে? হে ভক্তপ্রাণ ভগবন্! আজ আমরা মোহজালে জড়িত! আমাদিগকে প্রকৃত সাধুবর্গের সন্ধান করিবার বুদ্ধিযোগ প্রেরণ কর। জীব আমরা—তোমারই নিত্যদাস আমরা, তোমাকে ভুলিয়া কতই না কষ্ট পাইতেছি। তাই জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমার সেবায় ব্যাকুল হই। কিন্তু প্রভো! সে পথ কণ্টকবহুল! চিহ্নধারী বা চিহ্নহীন ধূর্ত্ত ব্যক্তিগণ বকাসুরের ন্যায় আমাদিগের ভক্তিধন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রভো! এ অসময়ে তুমি কোথায়? আবার এসো প্রভো! বকাসুরগুলিকে বধ করিয়া—ধর্ম্মজগতে বালক আমরা আমাদিগের ব্রজাঙ্গন ভক্তমার্গকে পরম প্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্ত কর।

শ্রীআলালনাথ মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে

(পুরী হইতে প্রকাশিত পুরীবাসী নামক উড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ)

পুরী হইতে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি গ্রামের নিকটে শ্রীআলাল (আলবর) নাথের শ্রীমন্দির অবস্থিত। ভারতীয় সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট এই মন্দির সুপরিচিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ আলালনাথকে বিশেষ ভক্তি করেন কারণ শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে অবস্থানের সময়ে প্রতি বৎসর অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে গিয়া এই আলালনাথদেবকে দর্শন করিতেন। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে 'অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন। বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥' এইরূপ আরও কতকগুলি কারণে সময়ে সময়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীআলালনাথের দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীআলালনাথদেবের মহিমা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

উক্ত শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দির এখন বড় শোচনীয় অবস্থায় আছে। সামান্য বৃষ্টি হইলে বড় মন্দিরের ভিতর দিয়া শ্রীবিগ্রহের উপরে জল পড়ে। মন্দিরপ্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও সিংহদ্বার ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভোগরন্ধনের ঘর না থাকায় একটী অস্থায়ী চালায় শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন ভোগ-রন্ধন কার্য্য হইতেছে। চন্দন পুষ্করিণীটী একেবারে ভরাট হইয়া গিয়াছে। আলালনাথের মন্দির উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলায় অবস্থিত। উড়িষ্যায় অনেক তিলক-কাটা মালা-ঝোলা-কৌপীনধারী বৈষ্ণব আছেন। কিন্তু আলালনাথের মন্দিরের এই অবস্থায় প্রতি কাহারও একবারও দৃষ্টি পড়িয়াছে কি? উৎকলের গোস্বামিগণের সংখ্যাও কম নহে;—আলালনাথের মন্দিরের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি কয়জন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? আমাদের মনে, হয় উড়িয়া পুরীবাসী ধর্ম্ম-ব্যবসায়িকগণের মধ্যে অনেকে হয় ত আলালনাথকে একবার দর্শনও করেন নাই। আজকালকার উড়িয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে অধিকাংশ অর্থকেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে ভক্তিকে শ্রীবৃন্দাবনের কেলীকুঞ্জে রাখিয়া দিবারাত্রি কেবল কিশোরীদের প্রেম সমুদ্রে ভাসিতেছেন। উড়িষ্যার এই সুপ্রসিদ্ধ আলালনাথের ন্যায় দেবমন্দিরের যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা চিন্তা করিবারও ইঁহাদের সময় কোথায়?

বর্ত্তমানে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কয়েকজন বঙ্গবাসী ভক্ত সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া এই শ্রীমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার কার্য্যে হাত দিয়াছেন। পুরীস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন এই কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। দানবীর এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস উক্ত মন্দিরের সিংহদ্বার নির্ম্মাণ জন্য ২১১১৲ টাকা ব্যয় করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। অপরাপর বৈষ্ণব—ও ব্রাহ্মণগণও এই কার্য্যে সহানুভূতি পোষণ করিতেছেন। এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার জন্য আরও প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আবশ্যক এবং এই টাকা সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা উঠিবে। এইজন্য এইকার্য্যের উদ্যোক্তাগণ উড়িয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা এই উদ্যোক্তাগণের এই মহৎকার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

উড়িয়া জনসাধারণের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারা এই মন্দির-সংস্কার-কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য চিন্তা করুন। অবশ্য ধর্ম্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সমগ্র ভারতের বৈষ্ণবগণ এই সংস্কার কার্য্যে যোগ দিতে পারেন কিন্তু উড়িষ্যাবাসীর ইহাতে অধিকতর সাহচর্য্য প্রদান আবশ্যক। কারণ এই পুণ্য মন্দির উৎকলমাতার বক্ষে দণ্ডায়মান। এসকল ধর্ম্মমন্দিরাদিই উড়িষ্যার বিশেষত্ব। এই সদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার জন্য আমরা আমাদের উড়িয়া ভাইদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি?

আদিপুরাণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর
কাব্যতীর্থ, বি, এ)

বৃদ্ধগোস্বামিগণ আদিপুরাণকে প্রামাণিক গ্রন্থমধ্যে গণনা করিয়া তদীয় বহুতর শ্লোক তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। যথা গোপিকা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য :—

নিবাসমপি যা গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং নমে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্।
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥
সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং ন
ভবন্তি মে
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎ শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি
তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ গোপীগণ তাহাদের স্বীয় অঙ্গসমূহ আমার সম্বন্ধীয় বলিয়া যত্নাদি করিয়া থাকে, হে পার্থ। তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমার অতীব গুপ্তপ্রীতিপাত্র আর কেহ নাই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই ত্রিলোক মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, যেহেতু তথায় বৃন্দাবনপুরী বিদ্যমান রহিয়াছেন। আবার তাহাতে গোপীগণ ও তাঁহাদের মধ্যে রাধিকানাম্নী মৎপ্রিয়তমা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, ভৃত্য, বান্ধব স্ত্রী, হে পার্থ। আমি সত্যই বলিতেছি যে গোপীগণ আমার সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট? হে পার্থ। কেবল গোপীগণই আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার শ্রদ্ধা, আমার মনোভিলাষ উত্তমরূপে অবগত আছেন, অন্য কেহ নহে, ইত্যাদি বচনাবলীতে পার্থকে সম্বোধন করিয়া সমুদয় কথা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

বহুদিনের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে বোম্বাই নগরীর গ্রন্থালয় হইতে মুদ্রিত আদিপুরাণ নামক গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তন্মধ্যে কিন্তু ঐ শ্লোক গুলি বা পার্থকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবাক্য কিছুই পাইলাম না। সুতরাং মনে হইল যে, প্রাচীন কালের আদি পুরাণ এই গ্রন্থ নহে। পরবর্ত্তী কালের অন্য কোন রচনা আদিপুরাণ নাম দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তথাপি ইহার কথাবস্তুগুলি মনোরম বোধ হওয়ায় নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণের নিকট সংক্ষিপ্তভাবে উপহার প্রদানের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এতন্মধ্যে তত্ত্বগত প্রভৃতি কিছু থাকিলে তাহা গ্রন্থপ্রণেতার। আমি কেবল অনুবাদক-মাত্র। আসল আদিপুরাণ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভাবে আছেন কিনা, পাঠকগণের মধ্যে কেহ জ্ঞাত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে উহার বিষয় সূচী এইরূপ।

১। নৈমিষারণ্যে, দ্বাদশবার্ষিক সত্রে শৌনকের প্রতি সূতের প্রণতি ও আদিপুরাণ প্রসঙ্গ।

২। শৌনক কর্ত্তৃক শান্তি-বিষয়-শিষ্টাচার প্রভৃতি বর্ণনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালের কর্ত্তব্য বর্ণন।

৩। কলিযুগের দোষ বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ প্রশ্ন।

৪। কাত্যায়নাদি মহর্ষিগণের হরিভক্ত্যাদি কথন ও সূত কর্ত্তৃক হরিলীলাময় আদিপুরাণ কথনারম্ভ।

৫। নারদমুখে ব্যাসের আদিপুরাণ শ্রবণ, কিরূপে মায়াকে জয় করা যায়, মুনিগণের এই প্রশ্নোত্তরে স্ত্রী পরিগ্রহ ব্যতীত সতত হরিনাম স্মরণেই মোক্ষ প্রসঙ্গ কথন।

৬। বসুদেব দেবকীর বিবাহ হইতে সমগ্র কৃষ্ণাবতার-লীলার সংক্ষেপ বর্ণন।

৭। অবান্তর স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রসক্ত জীবের পক্ষে "ঈশ্বরই সর্ব্বরক্ষক" ইহা বিস্তার পূর্ব্বক প্রদর্শন।

৮। হরিভক্তলক্ষণ ও কর্ম্মমাহাত্ম্য।

৯। মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বন কথন।

১০। শ্রীকৃষ্ণলীলাধারা মানসহ্রদে স্নানহেতু নারদের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি, গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দূতের মাধ্যাগমন কথন ও প্রিয়াবৃন্দ সহিত ভগবানের নারদ-দর্শন।

১১। জগৎ সংহার পূর্ব্বক ক্ষীরাব্ধিতে সুপ্ত বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মার চিন্তা জানিয়া ভূজঙ্গী বিষ্ণু তাঁহার মায়াদি প্রকাশ পূর্ব্বক নিজের সৃষ্টিও বিনাশ-প্রবর্ত্তক দুই প্রকার রূপ-কীর্ত্তন।

১২। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ও সখী প্রভৃতির নামপ্রকাশ পূর্ব্বক রাসলীলা-বর্ণন।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, সখীদিগের নাম কথন।

১৪। কাত্যায়নী নারদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ও রাধিকার রাসকার্য্যে দূতীকর্ম্মে নৈপুণ্য।

১৫। দূতীকর্ত্তৃক কৃষ্ণরাধিকা-মিলন শ্রীকৃষ্ণনামক মহামন্ত্রে মন্ত্রবন্দিত পুরুষদের প্রাপ্তি, ব্রজে কৃষ্ণদর্শন ও বহুমানপ্রাপ্তি, প্রসঙ্গক্রমে কলিযুগদোষ-কীর্ত্তন।

১৬। সংক্ষেপে কৃষ্ণাবতার ও চরিত্র বর্ণন।

১৭। ব্রহ্মার কৃষ্ণপ্রেমোচ্চারণ ও অপর অবতার সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন।

১৮। শ্রীকৃষ্ণধর্ম্মার্থ কামদেব-ইন্দ্রাদিকে পূজনা প্রেরণ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার বধ।

১৯। কক্ষীবান্ দ্বিজের পত্নী চারু সতী চরিত্রদোষহেতু স্বামীর শাপপ্রাপ্তিও জন্মান্তরে পূতনারূপে উৎপত্তি, কৃষ্ণের স্তনপানে মুক্তি। চ্যবনের শাপগ্রস্ত অসুরগণের জন্মান্তরে বালকরূপে ব্রজে জন্ম এবং কংসকর্ত্তৃক তাহাদের বধ।

২০। পৃথিবীর উদ্ধারার্থ কৃষ্ণাবতার জানিয়া শ্রীমহাদেব কর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণের ভাগ্য প্রশংসা, তাঁহাকে দেখিতে বিষ্ণ্বাদি-দেবগণের ব্রজে গমন, শ্রীকৃষ্ণের শিশু-বাল্য-লীলা-বর্ণন এবং অঘ ও বক নামক অসুরদ্বয়ের সহিত কংসের মন্ত্রণা।

২১। কংসের তৃণাবর্ত্তে প্রেরণ, তৃণ লইয়া বায়ুরূপী তাহার ব্রজে গমন ও তাহার পূর্ব্বজন্ম হইতে বধ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত কথন।

২২। তৃণাবর্ত্ত বধ শুনিয়া কংসের উদাসীনতা প্রকাশ, মহারাজের স্বধামগমন ও বসুদেব দেবকীর সমাশ্বাসন। প্রসঙ্গক্রমে নারদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের নিজ জন্ম ও বাল্য চরিত্র কথন।

২৩। গর্গকর্ত্তৃক গোপনে রামকৃষ্ণের নামকরণাদি সংস্কার, শ্রীকৃষ্ণের দধি নবনীত ভক্ষণ বিকীরণ ও ভাণ্ডভাঙ্গাদি বাল্যলীলা।

২৪। গোপীগৃহে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধতা প্রকাশ, তাঁহার নিরোধ ও অনায়াসে পলায়ন।

২৫। গোপীগৃহে শিশুগণ ও বানরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্য।

২৬। শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধতা দ্বারা পীড়িত গোপীগণের যশোদা নিকট আক্রোশ এবং যশোদা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসায় অন্যথা উত্তর প্রদান।

২৭। শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উচ্চ খেলা

২৮। শ্রীরামকৃষ্ণের হামাগুড়ি, কৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণ-লীলা, যশোদার নিকট মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন।

২৯। উদূখল-বন্ধন-লীলা।

৩০। নল ও কুবেরের বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারীর উপদেশে শিবভক্তি স্বীকার, নারদশাপপ্রভাবে তাঁহাদের যুগল অর্জ্জুনবৃক্ষত্ব প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মোক্ষলাভ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবগণের মোহবিনাশার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া বেদচতুষ্ক বিভাগ পূর্ব্বক নিজ শিষ্যগণকে প্রদান করেন। অতঃপর ধ্যানযোগে তদন্তর্গত ঐতিহ্যসমূহ উদ্ধারপূর্ব্বক পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন। পুনরায় তাহার অর্থনির্ণয়হেতু ব্রহ্মসূত্রের আবিষ্কার ও তাহার ভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবত পুরাণ প্রকটিত করিলেন। এই সমুদয়ের সাক্ষাৎ-আদিপুরাণ পরমেশ্বরত্বার ব্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহার উপাখ্যান সমূহ বেদসম্মত। তীব্র ভক্তিযোগে এই পুরাণ পাঠ দ্বারা ব্যাসাদেশে সদ্য মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কৃপাময় পাঠকগণ, প্রবন্ধের নাম দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন না। কি জানি—সমদের খোঁড় কিম্বা আজকাল গুরুপূজা গুরুবরণ হয় না কিনা, এপ্রবন্ধে যদি তাহারই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে ঐরূপ আশঙ্কা করিবেন না। কি প্রকারে গুরু বরণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবেরই কীর্ত্তিতবাণীর যৎকিঞ্চিৎ এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইতেছে।

গুরু-বরণ কালে গুরুকে সদ্বোক্ত তত্ত্বে ও সদগুণে পারদর্শী দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। নতুবা কুলগুরুর খাতিরে পড়িয়া লৌকিকীগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ না লিবাদের অভিনয়ে কোনই সুফল প্রদান করে না, তাহা সত্যান্বেষী জনমাত্রেই অবগত আছেন।

যাহারা পাঠশালায় গুরুমহাশয়দিগের প্রসাদে ধারাপাত শুভঙ্করী কিছু বিদ্যার কিতাব শিখিয়াই জমাখরচ হিসাবের খাতা বগলে লইয়া দোকান-বাকি আদায় তাগাদার মত শিষ্য কিড়ায় বাহির হইয়া পড়েন, তাঁহারা কুলগুরু বা লৌকিকগুরু হইলেও পরমার্থের খাতিরে সুদূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ বিধান করাই শ্রেয়ঃ।

দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে—কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন। যদি শিষ্য অজ্ঞতা-নিবন্ধন হুজুগে বা প্রলোভনে পড়িয়া কোনও অভক্ত অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবক্রবকে গুরুত্বে বরণ করেন কালক্রমে সেই গুরুদ্বারা ভগবদ্ভজনে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি পরিত্যাজ্য। ইহার বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে—

'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-
কথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
ইত্যাদি। (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ অবৈষ্ণব (যিনি নিয়মত বিষ্ণু-সেবা করেন না, বিষ্ণুসহ তুল্য বুদ্ধিতে

অর্থাৎ-বেদোক্ত ব্রাহ্মণে জন্ম) শ্রীগুরু উক্ত হইয়া মন্ত্রদাতে, শিষ্যকে মন্ত্রেতেই বাঁচিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, রূপগোস্বামিনির্দিষ্ট আত্ম-ধর্ম শ্রীবিষ্ণু-সেবায় নিযুক্ত উত্তরাং অবৈষ্ণব। সেই নিমিত্ত তথাকথিত অবৈষ্ণব মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিনি শতকরা শতভাগ সময়ই বিধি-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুসেবায় নিরত তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতে হয়।

দ্বিতীয় কারণ—গুরুবরণ কালে গুরু-দেব বৈষ্ণব ও ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী কিংবা বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া যান এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যদি বলা হয়—গুরুদেব কি প্রকারে সঙ্গদোষে পতিত হইতে পারেন? তাহার উত্তর—কৌশলী মায়া বিবিধ প্রকারে সজ্জান করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন হইতে চ্যুত করণার্থে কেবল ফাঁক খুঁজিয়া বেড়ায়। বিনি যত বড়ই হউন না কেন যেই মুহূর্ত্তে মায়াধীশ মায়াপুর-চন্দ্র শ্রীচৈতন্য প্রভু হইতে স্বতন্ত্র বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তখনই অন্যাভিলাষরূপ শয়তান ঘাড়ে চাপিয়া শ্রেয়ঃ মার্গ হইতে প্রেয়ঃ মার্গে নিক্ষেপ করিবে। তখন আর ছাড়াছাড়ি নাই। সেই—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়, আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥" নীতি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র, আচারের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন।

উদর সর্ব্বস্ব কখনও গুরুত্বর লক্ষণ নহে। তাহাতে অনেক সময়, মন্ত্রব্যবসায় বা ভাগবত-ব্যবসায় অপেক্ষা বিমাসা আমদানী রপ্তানী কার্য্যে উপার্জ্জন বেশী দেখিয়া অমনি মন্ত্রদান বা ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া উপর্য্যুক্ত অধিক অর্থাগমের পন্থায় প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়।

তথাকথিত লৌকিকী গুরুগণ কখনও পারমার্থিক ব্যাপার নহে। আমরা অনেকেই প্রেয়ঃপন্থী হইয়া এরূপ লৌকিকী ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছি। নিরপেক্ষ সত্যের আদর আমরা মোটেই জানি না।

গুরুদেব স্বয়ং কখনও প্রেয়ঃপন্থা স্বীকার করেন না। তিনি শ্রেয়ঃপন্থার অগ্রণী।

আমরা মনে করি, বিনি আমাকে মদ খাইতে দিবেন না, উপপত্নী সংগ্রহে ঘৃণা করিবেন, মৎস্য, মাংস, ডিম, কাঁকড়া, এমন কি পেঁয়াজ রসুন ভক্ষণে পর্য্যন্ত নিষেধ করিবেন তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করাই ভাল। যিনি আমার মনের মতন নহেন তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি হয় না। যিনি আমার মনের খেয়ালের অনুকূলে, ইন্দ্রিয় তর্পণে যজন করিতে স্বীকৃত, তিনি খুব ভাল লোক। তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করি।

আমরা কেহ কেহ শাস্ত্রের মন্ত্রের দোহাই দিয়া সাড়ে চারি কুড়ি বৎসর গত হইলেও মন্ত্র গ্রহণ করিব না বরং পিতা-পিতামহের দোহাই দিয়া একটা কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি—"মহাশয়! আমরা চৌদ্দ পুরুষ শাক্ত; সকলেই মাছ-মাংস খাই, আমাদের গুরুদেবেরাও মাছ-মাংস খান। আর বৃদ্ধ হইলাম, এখন মন্ত্রটা লইয়া হাতের জল শুদ্ধ করা চাই, বহুদিন যাবত কুশা-কুশী-গুলি মরচা ধরিয়াছে এগুলিরও একটু নাড়াচাড়া দরকার।" এই তো আধুনিক জগতে গুরুবরণের প্রয়োজনীয়তা।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে গুরুবরণ কার্য্যটা মাথিত দোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক প্রথা ও ফ্যাসান, যেহেতু না রাখিলে চলে না। ভদ্রলোকেরা বলিবে কি?

যাহারা মনুষ্য জন্মের গুরুত্ব উহা বুঝিয়া মনুষ্যেতর প্রাণাপেক্ষা মেধাবী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, একমাত্র তাঁহারাই অবগত হন, ঐ প্রকার লৌকিকী ও কৌলিকী এবং ফ্যাসান দেখাইয়া কেবল টাট-বাটের এত বড় মূল্যবান জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া উচিত নহে।"

বাস্তবপক্ষে শ্রীবিষ্ণু সেবার যোগ্যতা প্রাপ্তির নিমিত্তই গুরুবরণ, অন্য কোনও অবান্তর উদ্দেশ্যে নহে।

সময় হ'লে হ'বে

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ব্রহ্মচারী)

আমরা অনেকে বলি, ভগবদ্ভজন সময় হ'লে হ'বে, যতদিন না সময় হইতেছে ততদিন কিছুতেই হ'বে না, ওর জন্য কোন পুরুষ চেষ্টার দরকার নাই। ভগবান্ যে দিন যাকে ডাকিবেন, সে দিন তার আপনিই হইবে। বাস্তবিকই কি ভগবান্ আমাদিগকে না ডাকার দরুণই আমরা এইরূপ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া কষ্ট পাইতেছি? বাস্তবিকই কি তিনি এত নির্দ্দয় যে পিতা হইয়া সন্তানগণের এত কষ্ট দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে না? অহো! যখন তিনি এত নিষ্ঠুর তখন আবার তাঁহার নামের এত চলন বলন কেন—দয়াল সাগর, দয়াময় প্রভৃতি। তাই সব, আমরা একেবারে নিষ্কলঙ্ক শশী আর যত দোষ নন্দ ঘোষ—তাহা নহে। দোষ আমাদেরই। তাঁহার করুণা অপার, কিন্তু আমাদের ভোগ-পিপাসারূপ দুর্দ্দৈব অতিশয় শোচনীয়। অনেকে বলিতে পারেন সেই ভোগ পিপাসা আমরা পাইলাম কোথা, সেটাও ত ভগবানেরই প্রদত্ত বস্তু তাহা হইলে আমাদের অপরাধ কোথা। তাহা ঠিক—ভগবান্ আমাদের স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া একটি বস্তু দিয়াছেন যাহার অপ-ব্যবহার ফলেই আমাদের এত দুঃখ। এখন সেই স্বতন্ত্রতাটী আমাদের দেওয়া উচিত হইয়াছে কি না, বিচার করিলে দেখিতে পাই, স্বতন্ত্রতা একটী বস্তু বিশেষ, উহা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে হইবে। জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, সে সকল বস্তুকে ভগবান্ এ বস্তু দেন নাই, এতন্নিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। আমাদের যদি স্বতন্ত্রতা না দিতেন তাহা হইলে আমরা জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইতাম। বিশেষতঃ চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে আমরা চিৎকণ বলিয়া আমাদের ও সেই ধর্ম্ম সেই সেই অনুপাতে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম প্রযুক্ত আমরা (জীব) জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়-জগতের প্রভু হইয়াছি। যদি এটী না দিতেন তাহা হইলে আমরা গাছ, পাথর তুল্য হইয়া যাইতাম। তাহা হ'লে এখন অবশ্য বুঝিতে পারিতেছি, যেটীকে আমরা ভগবানের অতিশয় নিষ্ঠুরত্ব মনে করিতেছি সেইটীই সেই করুণাময়ের কত করুণা। দোষ উহা দেওয়াতে হয় নি, দোষ হইয়াছে উহার অপব্যবহারে। পিতা সন্তানকে তাহার সুখ সচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহার্থে বিদ্যাদান ও অর্থদান করিয়া যান কিন্তু পুত্র যদি তাহার অপব্যবহার করে কষ্টপায় সেটা কি পিতার দোষ না, পুত্রের দোষ। তাই বলি, দোষ আমাদেরই, বাহার নহে। সেই পরম পিতা আমাদের স্বতন্ত্রতা রূপ যে মহাধন দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার ভগবদ্ সেবা আর অপব্যবহার মায়ার সেবা। তিনি এত করুণাময় যে আমাদিগকে মায়ার সেবায় ক্লিষ্ট দেখিয়া কখন তিনি আমাদিগের মায়ার কবল হইতে উদ্ধারার্থে স্বয়ং আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কখন বা তাঁহার নিজজন গণকে পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহার চেষ্টার অবধি নাই, কিন্তু আমরা এরূপ পাষণ্ড যে তাঁহার বা তাঁহার নিজ জনগণের সহস্র চীৎকার ও কাতর উক্তিতেও আমাদের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গে না ও তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করি না। এমন কি সময় সময় তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা ইত্যাদি তাহার ভর্ৎসনা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। এইত গেল আমাদের কথা, কিন্তু তাঁহারা আমাদের এই উৎপীড়ন সত্বেও আসিয়া আমাদের অর্গল বদ্ধ দরজায় করাঘাত করিতেছেন ও বলিতেছেন ভাই—সকল, আমরা তোমাদিগের নিত্য বন্ধু, শত্রু নহি। তোমরা কেন—তাহা জানাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, একবার শোন ভাই; কিন্তু আমরা কিছুতেই শুনিব না—তাহলে ভাই সময় কি আসিয়া বলে একটু চিন্তা করিবেন কি?

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার ঝুলন যাত্রা দিবস হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ সভার অন্যতম মঠরাজ শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইতেছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ উষায় অরুণোদয়-কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী, পূর্ব্বাহ্নে নগর-কীর্ত্তন, অপরাহ্নে হরিকথা ও সদাচার শিক্ষা, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা, এবং প্রদোষে হরি-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইবে। এই শুভ অবকাশে সর্ব্ব-সাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর অভিষেক

বর্ত্তমান ৪৪৩ গৌরাব্দের ২৭শে শ্রীধর ১লা ভাদ্র ১৬ই আগষ্ট শনিবার গৌর-দ্বাদশী দিবস শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সমগ্র মঠে বিশেষতঃ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীশ্রীরূপ-পাদের এই বিরহ-মহোৎসবে শুদ্ধভক্ত মাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। তাই রূপানুগগণকে আমরা এই পরমার্থ মহদনুষ্ঠানে যোগদানের নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করিতেছি।

হাজারিবাগ
প্রচার প্রসঙ্গ

মানভূম জেলার ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানের গুজরাট ও কচ্ছ দেশবাসি মহোদয়গণের নিকট ভক্তি প্রচার পূর্ব্বক, গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলার কাকাজি কোলিয়ারি ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বাবু রামজি কল্যান মহোদয়ের বাটীতে আহুত হইয়া শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত কচ্ছ ও বঙ্গদেশবাসী শ্রীনামের কলিযুগোপাস্যত্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির ন্যায় নামোপাসনায় বিধিনিষেধ রাহিত্য এবং কেবল সাধুসঙ্গের সহায় বিষয়ক কথা ২ ঘণ্টাকাল অবহিত চিত্তে শ্রবণ পূর্ব্বক গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় জ্ঞাত হইয়া শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি বিদ্যাভূষণ প্রভু হাজারিবাগ জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেছেন।

সমাজ ও ধর্ম

এই পৃথিবীতে মানবপ্রমুখ নানাবিধ জীবের বাস। জীবের স্থূলদেহ, অচেতন ভোগোপযোগী মন ও ইন্দ্রিয় নিচয় এবং চিন্ময় যোগী দেহী—এই ত্রিবিধ ভূমিকায় জীবের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা মানবগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা পরস্পর বাক্যালাপের শক্তি ও উৎকৃষ্ট বিবেক আছে। মানব এই অপর প্রাণি অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়া নশ্বর ও নিত্যের বিচার করিতে সমর্থ হন। মানব নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবের নিকট হইতে বাচনিক এবং লিখিত উপদেশাদি লাভ করিতে পারেন। পশু প্রভৃতি তাহা করিতে পারে না।

জগতে নানাবিধ প্রাণীর মধ্যে মানবগণ যেরূপ সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করেন, বানর বিবরাদি পশু, কাকাদি খেচরগণ, অন্য মুক্তি বিধি প্রাণিগণও তদ্রূপ নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবগণের মধ্যে সভ্য অসভ্য ভেদে বিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সভ্য শিক্ষিত মানবের সমাজ অসভ্য অশিক্ষিত মানবের সমাজের সহিত সমপদবী লাভ করিতে পারে না। আবার শিক্ষিতাভিমানী সভ্য মানবসমাজের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যসমাজে সামাজিকগণ কোথাও কর্ম্মবীরগণের মাহাত্ম্য, কোথাও জ্ঞানবীরদিগের শ্রেষ্ঠতা, কোথাও যোগবীর সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন; প্রত্যেক সমাজ বিশেষের সহিত অপরসমাজের প্রতিযোগিতা এবং সময় সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হয়। এই সমাজগুলি সকলেই নিজ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ কামাভোগের উত্তরোত্তর সমাজের উন্নতি বিধান করেন। কামমীমাংসা চালিত হইয়া একজন বা বহু ঈশ্বর কল্পনা করেন। ইঁহাদের বিচারমতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্তির আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র। আবার যাহারা লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকাতীত জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন তাহাদের বিচারে ঈশ্বর বহু ইন্দ্রিয়তর্পণের ভার্য্যাবিশেষ ধারণার বিষয় নহে। অধিকন্তু সমাজের অধীনে যে কাল্পনিক ঈশ্বর নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার প্রকৃত অধিষ্ঠান অনেক সময় খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়েন, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সন্দেহ পোষণ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তৃসত্তাগত নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যবহার উপযোগী সমাজের অধীন করিতে চাহেন না। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম্ম কখনই নিত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর ঈশ্বর-সত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারের উপযোগী করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হইয়া, সমাজকে স্বাধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয়।

চীনদেশে আদি পুরুষ পাঙ্কু হইতে চীনজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এসিয়া মাইনরে আদম হইতে মানব জাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে প্রাণী প্রাণি সমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন এরূপ বিভিন্ন সামাজিক বিশ্বাস জগতে পরিপুষ্ট হইতেছে। দেশকাল পাত্র ভেদে সমাজের গতিবিধি সাময়িক পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু উহা নিত্য কালীন সমাজ নহে। সমাজ পরিচালনে পরমেশ্বর বিগ্রহ অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথাই অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিক জ্ঞানে সামাজিক বিধি সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও লোককল্পিত বহুঈশ্বর বাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বর বাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ স্থাপন কার্য্যে গোলযোগ কথাই উৎপাদন করিয়াছে, দেশ ভেদে প্রদেশ ভেদে, পাত্রভেদে শিক্ষাবৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্ত্তকরূপে নিজ নিজ কল্প-তৎপরতা প্রচার করিয়াছেন। গড্ডলিকা প্রবাহ ন্যায়—অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাহাদিগকে স্বীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বৃত্তিসমূহকে অনুগামী করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। লৌকিক জ্ঞানে সমাজ বিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচার্য্যের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ কোথাও বা দুষ্টের সম্প্রদায়, কোথাও নাস্তিবিশিষ্ট, কোথাও বা অসংখ্য লোকযুক্ত সমাজ চলিতেছে। সামাজিক বিধি নির্মাণ করিয়া আমরা সদাচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। এই সকল ধর্ম্ম ও সমাজ খণ্ডকালের অধীনে পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল সমাজের অধীনে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোধর্ম্মীগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথ নিষ্কাশন করত ইন্দ্রিয়সুখসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। তৎকালিক ধর্ম্ম কিছু সনাতন ধর্ম্ম নহে, সমাজাধীন আত্মধর্ম্ম তদ্রূপ সমাজের বিধিশাস্ত্রকে শাস্ত্র নামে বিহিত করিয়া বিধির চালক আত্মার সাধনাদিগুকে সংক্ষিপ্ত করেন। পারমার্থিক সামাজিক শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ও পরমার্থ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

আদিপুরাণ

(২)

সর্ব্বপ্রকার পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যেরূপ অদ্রিরাজ, শ্রেষ্ঠবর্ণগুলির মধ্যে যেমন সিদ্ধ-আত্মা, সুবর্ণপর্ব সুরাসমূহের মধ্যে আত্মজের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গণমধ্যে চিত্তের তুল্য, গুণসমূহমধ্যে বিনয়বৎ, ও সাত্ত্বিক ভাগকলাপমধ্যে প্রজার সমান অতীব পাবন-তীর্থরাজের মধ্যে নৈমিষকানন সমোৎকৃষ্ট। এই অরণ্যে মনোময় চক্র ঘূর্ণমান হইতে হইতে শীর্ণ হওয়ায় ইহাকে পবিত্র বিভূবন বলিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ তপস্যার্থ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

কলিযুগের আগমন অবগত হইয়া অন্যান্য মহর্ষিগণও নৈমিষে শৌনকাশ্রমে সমাগত হইলেন। একদা মহাভাগবত ব্যাসশিষ্য মহর্ষিকল্প শ্রীসূতগোস্বামী ঐ কুলপতি শৌনকের দর্শনলালসায় তদাশ্রমে মহর্ষিসমাজে উপবিষ্ট তাঁহার সমীপে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় পাদদেশে পতিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে শ্রীশৌনক যথাবিধি সম্মানে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। অপর মহর্ষিগণও যথাযোগ্য সমাদর-সহকারে তাঁহার সৎকার সম্পাদন করিলেন। তখন বিনীতভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ঋষিদের শৌনকের দর্শনহেতু ধীমান্ সূত তৎক্ষণাৎ শ্রম, গ্লানি, ক্লান্তি প্রভৃতি অপসারিত করিলেন এবং তদগতচিত্তে তদীয় আদেশ পালনার্থ তাঁহার বদনে দৃষ্টিসন্নিবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহামুনি তাঁহাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া সুমিষ্টবাক্যে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—পৃথিবীতে যেরূপ শ্রমের ফল নিত্যসুখ, বিনয়ের ফল লোকের অনুরাগ লাভ, নিরহঙ্কারিতার মৈত্রী, জ্ঞানের আত্মোন্নতি, চেষ্টার সিদ্ধি, শিষ্টাচারের প্রতিপত্তি, সৎকার্য্যের যশোলাভ ও তপস্যার ফল মোক্ষ, সেইরূপ ভবাদৃশগণের দর্শনের ফল পুণ্য-প্রাপ্তি।

প্রাণিগণের মধ্যে বিপ্র, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্ঞানী, জ্ঞানিসমূহ মধ্যে বিজ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিরসিক আপনার দর্শনে আজ আমাদের চিরকালোপার্জ্জিত তপঃফল মূর্ত্তিমান্ হইয়া সমাগত হইয়াছেন। ভগবৎ কৃপাভাজন আপনাদিগের সাক্ষাৎকারাদি মানবের জন্মের সাফল্য ও জীবনের পাবনতা সম্পাদন করে। অধুনা সায়ংকাল সমাগত। সূর্য্যের অস্তগমনে মায়াবিমোহিত জীবগণ প্রকৃত সুখহেতু জগদীশ্বরের ধ্যান না করিয়া অলীক ক্ষণিক প্রমোদলাভার্থ বিভিন্ন কার্য্যে ব্যস্ত আছে। আমাদের অধুনা অগ্নিগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। অতএব আপনি বিশ্রাম করুন। এই বলিয়া অন্যান্য ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তিনি অগ্নিগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাবিধি বৈদিক সূক্তাদি দ্বারা ভগবদুপাসনা সমাপ্ত করিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ সহিত সূত প্রত্যাবৃত্ত হইলে শৌনক বলিতে লাগিলেন—অধুনা ভয়াবহ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে দেবতাগণের দর্শনে অনুরাগ নাই। শালগ্রাম মাত্রাপত্তে (বাটখারায়) পরিণত হইয়াছেন। সকলেই নাস্তিক ভাবাপন্ন। মাতাপিতৃভক্তি দূরে পলায়ন করিয়াছে। মূঢ়গণ আপনাদিগকে পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করিতেছে। চণ্ডালগণ দর্পশীল হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অতিলোভে অভিভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানহীন হইয়াছে। নরমাত্রেই কেবল শিশ্নোদর পরায়ণ এবং বেদ ও আচারাদির বিধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছে; তাহারা দেবনিন্দা দ্বারা বিলাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছে। বালকগণ বৃদ্ধ সদৃশ, যুবকবৃন্দ গুরু-নিন্দুক, বিপ্র অর্থ-কামী ও জ্ঞান দুরবর্ত্তিনী হইয়াছে। সরস্বতী বর্ণারোহণ করিয়াছেন ও ধর্ম্ম অধর্ম্মশক্তি পাইয়াছেন। সত্য নিরাশ্রয়, ধর্ম্ম অনাথ, দয়া বিধবা, শান্তি পতিপুত্রহীনা, ক্ষমা স্থানভ্রষ্ট, লজ্জা মৃতা প্রায় হইয়াছে। বসুন্ধরা পাপপূর্ণা হইয়া যেন রসাতলে গমন করিয়াছেন। মূঢ় নাস্তিক, অদৃষ্টবাদী ব্যক্তিগণ প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে। মানবের হৃদয়ক্ষেত্র অনন্ত দুঃখে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে। স্ত্রীগণ উপদেশে সমর্থা, শিক্ষকগণ ভৃত্যরূপী, পত্নীবান্ধবগণ গুরুদ্বেষ্টা, প্রভুবর্গ ভৃত্যের কষ্টপ্রদ, ভৃত্যগণ প্রভুর অনিষ্টকারী হইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষগণ প্রকৃত ফল প্রদান করিতেছে না, পুত্রগণ হত শ্রী ও গৃহস্থহীন, নারী সকল কলহপ্রিয়, অসৎ-প্রবৃত্ত হইতেছে। তাহাদের শিশু পালনে মন নাই। পুরুষগণ কুকর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া

শাস্ত্রাচার পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। প্রণয়ে কপটতা, সাধুতা অনাদৃত, লোক-ব্যবহার ব্যাঘাত, সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আচার্যগণ জ্ঞানবর্জিত হইয়াছেন। অর্থ, পরমার্থ বা পুরুষার্থ দৃষ্টি গোচর হয় নাই। লোকেরা স্বর্ণভাগে গাংজুহীর, অমৃত-বক্ষণে হলাহলের, তীর্থপারিজাতে কদর্য স্থানের সেবায় রত হইয়াছে। ঈশপূজা ত্যাগ করিয়া মানবের উপাসনা চলিতেছে, যজ্ঞ, দান, সন্ন্যাস বা প্রনতাচন দূরে পরিহৃত হইয়াছে। পাদে পাদে স্বর্থলিপ্সা, মনোবাঞ্ছা ও ধনাকাঙ্ক্ষা বিজয় লাভ করিয়াছে। কলির প্রারম্ভেই যদি এই প্রকার বিপর্যয় লক্ষিত হয়, অতএব কালক্রমে কি প্রকার ঘটিবে, তাহা ভগবানই জানেন। মানবগণ পশুর সদৃশ ইন্দ্রিয়াসক্ত, লুপ্ততেজা ও প্রবঞ্চক হইতেছে। এইরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে বিষম বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। এই নরলোকের কিরূপে মঙ্গল হইবে, এক্ষণে তাহার উপায় বিবৃত করুন। আপনি গুরুজ শ্রেষ্ঠ ও দ্বৈপায়নপ্রিয়। পণ্ডিতগণ বলেন, সুগূঢ় ধর্মতত্ত্ব ভগবান্ বাদরায়ণের মুখ হইতে আপনি সম্যক্রূপ অবগত আছেন। অতএব সমস্ত ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রাদি হইতে সারোদ্ধার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী কথা প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ উপদেশ করুন। যাহা দ্বারা অশ্বাভিলাষ না আইসে এবং শ্রবণ কারিগণের ভক্তিও মোক্ষ করতলে উপস্থিত হয়, সেই কথার মধ্যে তাহাই শ্রেষ্ঠ।

শৌনক নিবৃত্ত হইলে লোমহর্ষণ বলেন—মহাভাগ! যাহা দ্বারা আত্মা, মন ও বুদ্ধি উন্নতি লাভ করে এবং শোক বিনষ্ট হয় এই প্রকার সৎকথা শ্রবণে আমাদিগের ঔৎসুক্য নিবারণ কর। অতঃপ্রকারে গৃৎসমদ, বাৎস্যায়ন, শতভেদা, স্থূলশিরা, গৌতম, আপালি, জাতুকর্ণি, উদ্দালক প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক হরিকথা পৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া সূত বলিতে লাগিলেন—

হে ঋষিগণ! আপনারা ভবসিন্ধুতারণ কৃষ্ণ বিষয় প্রশ্ন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর, সমস্ত মঙ্গলের মূল আকর, নিখিল শ্রুতিরূপ সাধু বৃক্ষের চিৎস্বরূপ। একবার মাত্র হেলায় বা শ্রদ্ধায় গীত হইলে সর্বজীবের ত্রাণ হইয়া থাকে। অতএব বেদবিগ্রহ নারায়ণ, ব্যাস-শুকদেব গোস্বামীকে নমস্কার করি। ভগবৎজ্ঞান তাঁহাদিগ হইতে সমাগত।

ব্রহ্মা সমাহিত হইলে প্রণবাত্মা সনাতন বেদ তদীয় হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়েন। তদবচ্ছিন্ন প্রেরণাক্রমে ইতিহাস ও পুরাণাদির অবতরণ হয়। অনন্তর কালক্রমে তাঁহার অতীব আগ্রহ-

স্বভাবের পথে

আজ-কাল আমরা সকলেই বিবেকের দোহাই দিয়া থাকি। বিবেক শব্দটী খুব শক্তিশালী। তাই বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতাকে বিবেক বলিলে বিবেক শব্দটীর গৌরব হানি হয়। স্বেচ্ছাচারিতা দেহ মন ইন্দ্রিয় তন্ত্রতা কখনও বিবেক নহে।

সত্য সত্য যাহারা বিবেকের অধীন তাঁহারা আত্মজ্ঞ। স্বভাবানুগ শুদ্ধ বিবেক চৈতন্য শুদ্ধরূপে জীবের শুদ্ধস্বাধ্যায় স্বপ্রকাশিত। এই চৈতন্যশক্তি বা বিবেকের সাহায্যে আমরা মহান্ত গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হইয়া সংবদ্ধ হইতে পারি।

যে বিবেক মহান্ত গুরু শ্রীপাদপদ্ম সমীপে না পৌঁছাইয়া তদ্বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে, সেই বিবেকই উন্মার্গ স্বেচ্ছাচারিতা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিবেকতা নামে পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক পরিত্যাজ্য।

পণ্ডিতগণ কখনও তথাকথিত স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিষ্ঠা দেন না। যখন জনমণ্ডলী উত্যক্ত উৎপীড়িত হইয়া একটা নিয়ামক বৃত্তি অনুশীলনের সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে, কোন সুবোধ ব্যক্তিই তেমন কার্যে মনোনিবেশ করেন না এবং তেমন স্বেচ্ছাচারী অস্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আদর্শ মানেন না।

অবিবেকী ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রগণই মায়িক ভ্রমপ্রদে বাস্তব বিবেকের সন্ধান করিতে জানেন না। বাস্তব বিবেকের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিক অভ্যাস নিবেশকেই স্বভাব বলিয়া চালাইতে থাকেন। সুতরাং ঐরূপ অভাবযুক্ত বাহ্য বৈচিত্র্য-নিবন্ধন তাঁহারা স্বভাবের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে অসমর্থ এবং বিপাকে পরিচালিত হওয়ার দরুণ স্বভাবের সত্য রাস্তাটি কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

সত্য স্বভাবের সত্য পথটীই ভক্তিপথ। স্ব অর্থে আত্মা, ভাব অর্থে বৃত্তি, এই আত্মার বৃত্তি পরমাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাস্য।

ভক্তি শব্দের মূল 'ভজ্' ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং আত্মার বৃত্তি সেবা বা ভক্তির অনুশীলন প্রণালীটিই আত্মবৃত্তিমার্গ বা স্বভাবের পথ।

সময়ে পর প্রভু ব্যাসরূপে দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়া বেদসমূহ বিভক্ত করেন। আমি তদীয় শ্রীমুখ হইতে বেদগুহ্য হরিলীলাময় সকললোকের মঙ্গলজনক আদিপুরাণ শ্রবণ করিয়াছি। আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই যথাযথ কীর্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

বর্তমান কাল কলিতে এই স্বভাবের পথটী জ্ঞান, কর্ম, যোগ, অন্যাভিলাষাদি কোটি-কণ্টক দ্বারা অবরুদ্ধ। বর্তমান যুগাচার্য জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার নিষ্কাম্ভীক পার্ষদগণ দ্বারা অভিজ্ঞই অত্যন্ত ক্রমশক্তিতে এই কোটিকণ্টকাকীর্ণ ভক্তিমার্গটীর আবরণ মোচন করিয়া জীবের স্বগৃহগত স্বদেশ শ্রীবৈকুণ্ঠসোপানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সুগম করিয়া দিয়াছেন।

দৈববর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ কলিবিমোদন বাণী প্রচার, "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—রূপবিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার প্রতিষ্ঠা দ্বারাই স্বভাবের পথটী সম্মার্জিত হইতেছে। এই মহান্ পরোপকার, স্বদেশহিতৈষিতা, জীবে দয়া, প্রেয়ো আচরণের জন্য শ্রীগুরুদেব বিশ্ববাসীকে সাদরে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার আহ্বানে যাহারা সাড়া দিতেছেন তাঁহারাই স্বভাবের পথে পথিক।

আমিও-কিছু লিখি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কথায় বলে—'বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের চণ্ডীপাঠে মন।' আমারও সেই দশা। লেখা শিখি নাই, পড়া শিখি নাই, ভাষা জ্ঞান নাই, বর্ণাশুদ্ধি বোধ নাই, শাস্ত্রাদ মন নাই, বৈষ্ণবানুগত্য নাই, সেবাবৃত্তি নাই, সদ্গুণের 'স' পর্যন্ত আমার নিকট হইতে ছুটি গ্রহণ করিয়াছে, তবু মন—আমিও কিছু লিখি।

অবস্থা যাহার যে যোগ্যতা তদনুযায়ী লিখা দোষনীয় নহে। যেমন পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ পাঠী বালকের পিতাই নিকট এবং পত্র লিখায় সব ছেলের বালকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে গুরুমহাশয় কাছে বসিয়া শিখাইয়াছিলেন—'বলয় চরণ নমস্করণ, অত্র পঠিতব্য, পঠন্ বা পঠিতব্য, মদন।' ইহাতেই পুত্রের বুদ্ধিমান্ পিতা আবশ্যক-সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যে এখনও পাঠবিদ্যাপীঠের 'ভাগবত পাঠশালায়' ভর্তিই হই নাই। তাহার কোন বর্ণজ্ঞানই আমার নাই, তবু মন আমিও কিছু লিখি।

অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরুদেব আমার লিখার ইচ্ছা জানিয়া এ পতিতাধমকে কৃপা করিয়াই আদেশ করিলেন, গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ লিখিতে। আমিও তাঁহার আদেশের সহিত কত বড় শক্তি নিহিত, বুঝিয়াছি। পারা জানিতে আমার ঐশ্বর্য্যও বড় কোটি জন্ম ধন্য হইয়া যাইবে। আমার লেখা অতুলনীয় পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহা আমি সুযুক্ত রূপে লিখিতে পারি না, কঠিন বলিয়া পারি না। তথাপি তাঁহার প্রকাশ গৌরিতে অধ্যয়ন করেন তাঁহারা সকলেই অবগতি আছেন আমার বিদ্যাবুদ্ধির বহর অবগত আছেন।

হাতে খড়ি দেওয়া ছেলেমেয়েদিগের অবৈয়াকরণি অমার্জিত ভাষা বাঁকা চোরা পণ্ডিত-মহাশয়গণ কাণ মলিয়া দেন, তাহারই আমার লেখা।

শ্রীগুরুদেব কত বড় কৃপালু, তিনি প্রত্যেককেই স্নেহ করিয়া থাকেন, ঐকান্তিকতা সহকারে উৎসাহ দান করিতেছেন। আমার দুষ্টবুদ্ধি কি জানি প্রত্যক্ষকারে ভ্রম ত্রুটী দেখাইয়া দিলে শেষে যদি কটী লেখনী গ্রহণ করিয়া প্রামাণার্থ আলোচনায় অসমর্থ দুর্দশাগ্রস্ত হই! সুতরাং শ্রীগুরুদেবের এ-সকল কার্য কেবল অযোগ্য আমাকে যোগ্যতা দান করিবার প্রয়াস, ইহা অতিশয় অল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৪টী ডিগ্রী করতলগত থাকিলে তাঁহার এরূপ অপার করুণার প্রত্যক্ষ-নিদর্শন দৃষ্টি-গোচর হইত কি না সে-সম্বন্ধে আমার পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীগুরুদেব কৃপা করিলে বোবাকে বাচাল করিতে পারেন, পঙ্গুকে পর্বত উল্লঙ্ঘন করাইতে পারেন, তাহার প্রকৃষ্ট-প্রমাণ আমি। যোগ্য-ব্যক্তিকে যোগ্যতা দান করিলে মণি-কাঞ্চন সংযোগের ন্যায় আরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু অযোগ্যকে যোগ্যতা দান করিলে অন্ধের মাণিক পাওয়ার ন্যায় সে দানের কদর রাখে না। আমিও তেমনি শ্রীগুরুদেবের দানের গুরুত্ব দর্শন করিয়াও স্বীয় যোগ্যতা দ্বারা তাঁহার 'গুরুত্ব' গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ এ দর্শনও আমার অজ্ঞতার পরিপোষক মাত্র।

কৃপাময় পাঠকগণ! আপনারা ভাবিবেন না যে আমি হঠাতে অভিনিবিষ্ট কিছু লিখিয়া লেখনীর অসদ্ব্যবহার করিলাম, বরং বহু সত্য ঘটনা থামা চাপা পড়িয়া নিজের অস্থির হইয়া পড়িল। এই প্রকারে নিজের মূর্খতা-বক্র-প্রাহিতগুলি একটী একটী করিয়া উন্মোচন করিয়া আপনাদিগের নিকট ধরিতে ধরিতে কোন দিন বাঁদর মানুষ হইবে ইহাই আশা। লোকগুলি চাপা দিয়ে রাখিলেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা যোগ্যতা ব্যাপারে দিগ্ হইয়াছি। বৈকুণ্ঠবার্তাবহের সকল লেখক ও পাঠকদিগের কৃপাকণাই আমার সম্বল। এই আশায়ই আশান্বিত হইয়া আমিও কিছু লিখি।

আসাম প্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত অন্যতম প্রচারক পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী সেবাতীর্থ বিঃ এস্‌সি, বি, টি, প্রভু কতিপয় ভক্তসহ গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় মাস কাল ব্যাপী শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া নওগাঁও জেলার অন্তর্গত উড়িয়া গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধ হরিকথা প্রচারার্থে গত ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ট্রেণে নওগাঁও শহরে শুভাগমন করিয়াছেন।

নওগাঁও উড়িয়া গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভুর ভবনে অধিকারী প্রভু ভক্তসহ অবস্থান পূর্ব্বক সহজ সরল অসমীয়া ভাষায় সাধারণের সমক্ষে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও মধ্যাহ্নে পঞ্চদিবস একাদিক্রমে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' 'সংসার ধর্ম্ম, 'গুরুতত্ত্ব', সম্বন্ধ জ্ঞান,' 'প্রয়োজন তত্ত্ব' ও 'শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি কথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণের পরমা সুকৃতি বিধান করেন। অধিকারী প্রভুর মুখে অমৃতস্রাবী ভাগবত ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই কৃতার্থ বোধ করিতেছেন।

গত ৩রা আগষ্ট শনিবার দিবস অপরাহ্ণ ২। সওয়া দুই ঘটিকা হইতে ৪॥ সাড়ে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভুর বিশেষ আগ্রহ ও স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের যত্ন ও চেষ্টায় নওগাঁও টাউনের গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের সুবৃহৎ হলে পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী বিঃ এস্‌সি, বি,টি প্রভু "শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহিণী ও সুযুক্তিপূর্ণ অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত ভদ্র ও ছাত্রমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এবং অধিকারী প্রভু বক্তৃতায় মধ্যে মধ্যে ভক্তোপযোগী ও তৎসময়োপযোগী গৌর বিহিত সুমধুর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রসময় পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সুললিত, কণ্ঠস্বরে সংকীর্ত্তন মুখে 'সুপ-ধর্ম্ম' সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ শর্ম্মা, বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত স্বামা সিং চৌধুরী বি, এ, মৌলবী শ্রীযুক্ত আমির বুজ অধিকারী, ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের প্রচার কার্য্যে সহায়তা অতি প্রশংসনীয়।

সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহে তৎপর দিবস (৪ঠা আগষ্ট রবিবার) অপরাহ্ণ ৩॥০ সাড়ে তিন ঘটিকা হইতে ৬॥০ সাড়ে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উক্ত 'স্কুলহলে' পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী প্রভু "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাতে অনেক উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অধিকারী প্রভুর গবেষণাময়ী সারগর্ভ নিরপেক্ষ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

তৎপর উক্তস্থ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বরুয়া বি, এ, বি, টি ও উপস্থিত দুই একজন স্থানীয় ভদ্রলোক অধিকারী প্রভুকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সুমীমাংসা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন। পরে তাঁহাদের নিকট হইতে অধিকারী প্রভু বিদায় প্রার্থনা করিয়া সভাভঙ্গ করেন।

গত ৫ই আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা প্রায় ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমা কান্ত হাজরিকা মহাশয়ের বৈঠকখানা ভবনে পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের—"বিদ্ধা ভক্তি যে কখন শুদ্ধা ভক্তি নহে", তৎসম্বন্ধে উহার তারতম্য বিচার প্রদর্শন ক্রমে অতীব চিত্তাকর্ষিণী এক নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবং প্রশ্ন মুখে "মানব জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়" সত্ উপদেশ প্রদান করেন। গ্রামস্থ বালবৃদ্ধ বনিতা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ লালসা বিশেষ প্রশংসার্হ।

নওগাঁও জেলার অন্তঃপাতী উড়িয়া গ্রাম নিবাসী সত্যপ্রিয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত উমা কান্ত হাজরিকা ও ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাধা নাথ হাজরিকা মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্য ও শুদ্ধসনাতন ধর্ম্ম প্রচারে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সাধু সেবায় অনুরাগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

গত ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী সেবাতীর্থ প্রভু ভক্ত সহিত নওগাঁও জেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে কামরূপ জেলার বড় পেটা সব্‌ডিভিসনের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ নির্ব্বিশেষে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

আপনাদের বহুল প্রচারিত "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পত্রিকায় উক্ত সংবাদসমূহ স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

শুদ্ধবৈষ্ণব দাসানুদাসাধম
শ্রীরাধা মোহন দাস
নওগাঁও আসাম।
৯।৮।২৯

প্রচার প্রসঙ্গ

উত্তর পশ্চিম ভারতে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মহোদয় সুদূর রাজপুতনার প্রান্তবর্ত্তী রেওয়াড়ী নামক স্থানে শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের বিশুদ্ধ আচরণীয় ও প্রচার্য্য ভগবদ্‌ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

তদুপলক্ষে তাঁহারা তত্রস্থ গণ্যমান্য ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই দ্বারে দ্বারে গমন করতঃ হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা এবং কতিপয় বিশিষ্ট-ব্যক্তির ভবনে পাঠকীর্ত্তন-মুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি-বৈভবের বিষয় অবগত হইয়া এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখামঠগুলির ভগবদ্ভক্তি-প্রচারে অমানুষিক উদ্যমের বিষয় অবগত হইয়া সবিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি কল্প-জ্ঞান-প্রধান প্রদেশে ভগবদ্ভক্তি প্রচার-কেন্দ্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবা-কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি বিস্তারের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধ-ভক্তি প্রচার-সঙ্ঘের আচার্য্যদেবের চরণে পুনঃপুনঃ তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

এতৎ প্রসঙ্গে, রিটায়ার্ড মুন্‌সেফ বেঃ-প্যারীলাল, শ্রীমনোহরলাল, হেডক্লার্ক আর এম, এস, শেঠ গোপীনাথজী ও পণ্ডিত ভবানীপ্রসাদ এবং রেওয়াড়ী ভক্ত আশ্রমের মহান্ত পরমানন্দ স্বামী, তৎশিষ্য কৃষ্ণানন্দ, বৃন্দানন্দ প্রভৃতি মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সেবা সহায়তা এবং হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা এবং শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ-অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

বিরাট-সভা

স্থান—
কলিকাতা আলবার্ট হল
(কলেজ স্কোয়ার)

সময়—
১৭ই আগষ্ট শনিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

সভাপতি—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলার
রেভারেণ্ড
ডাঃ ডব্লিউ, এস্, আর্কহার্ট

বিষয়—শ্রীভগবদ্বাণী

বক্তা—শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা দিল্লী গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক
স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা

(শ্রীবিজয়গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ)

নীল জলদ, বৈচিত্র্যে পূর্ণ,
শোভিত আকাশে, দামিনী-হাসে।
দু-কূল ভরা, অরুণ-জনমা,
কল্লোলময়ী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে॥
(তাহে) ফুল্ল কমলে, মধুপ গুঞ্জন,
কল নিনাদে, বিহগ-গণে।
ব্রজবধূ প্রীতে, উদ্‌ভ্রান্ত মনে,
একান্তমনে, বহিছে তান॥
লীলা-মাধুরী, সৌন্দর্য্য-সার,
বিলাস ধাম, শ্রীপুলিন বন।
মলয়ানিল, কুসুম-কুঞ্জ,
খগ, মৃগ, সব, লীলা-মগন॥
বহুবর্ণ-রাগে, পূর্ণ দোলা,
ষড়ৈশ্বর্য্য-রাজ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়॥
ভক্তির অজ্ঞাত, স্মৃতি-বিধানে'
নিরত পূর্ণ, শ্রীব্রজ লীলায়॥
যোগমায়াবৃত, ব্রজ-বিহার,
বরষা-কাল, মধুর মিলনে।
শ্রীনন্দ-দুলাল, শ্রীরাধারে ল'য়ে,
ঝুলন খেলেন, যমুনা পুলিনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা ভাদ্র সোমবার—১৩৩৬

শুদ্ধবিরাগই জীবনের লক্ষ্য

ইহ জগতে ভোগ ও ত্যাগের কথারই বহুল প্রচার হইয়াছে। জৈমিন্যাদি ঋষিগণ ইহকালে ও পরকালে ভোগলাভের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাদি গ্রন্থে কর্ম্ম কাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পরলৌকিকালে চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ ভোগ-যজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরও আহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশেও মিল, এপিকিউরিয়াস্ প্রভৃতি জড়বাদিগণ ঐহিক জীবনে ভোগবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন ভোগবাদের কথা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে, কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে জড়ীকৃত হওয়া সমাজের নিয়ন্তৃস্বরূপ হইয়াছে, প্রত্যেক স্ত্রী আচারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহাসক্ত পুরুষদিগকে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনে নিবিষ্ট করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি ভোগ-বিপরীত ফল্গু ত্যাগের কথাও কৌপীনধারী ও গৈরিক-বসনীদের ভিতর দিয়া বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেরই এই বদ্ধমূল ধারণা যে, গৃহে থাকিতে হইলে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের ভোগবাদরূপ ধর্ম্মের অনুসরণ-তৎপর হইতে হইবে, আর সাধু সন্ন্যাসী হইলেই তাঁহাকে ভোগবিপরীত ফল্গুত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া 'জগৎ মিথ্যা', 'অর্থং অনর্থং', 'কামিনী বাঘিনী' প্রভৃতি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে এবং কুম্ভকাদি দ্বারা কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বার ক্রিয়া রোধ করিতে হইবে, ধ্যান দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হইবে। বায়ু রুদ্ধ করিতে হইবে, জনহীন পাহাড় পর্ব্বতে বাস করিয়া মনে মনে কিছুই চিন্তা না করিতে চেষ্টা করিয়া প্রস্তরের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতা ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ উভয়কেই নিরাস করিয়া যুক্ত বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ—এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।"
—গী ৯।২১

অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিতগণ এইরূপে বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কামনাপরবশহেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। পুনশ্চ, শ্রীগীতা ত্যাগবাদিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, সে স্বভাববশতঃ মনে মনে ভোগবাসনামূলে আধিক ভাবে ব্যবহারিক কর্ম্মসকলও সম্পাদন করিতে থাকে। যাহার মনোধর্ম্ম অপগত হয় নাই, তাহার বাহিরে সংযম করিলে কি হইবে, অতএব সে ব্যক্তি মূঢ় ও মিথ্যাচার। সুতরাং ভোগে যে প্রকার মনোধর্ম্ম বর্ত্তমান, ত্যাগেও তদ্রূপ।—এপিঠ ওপিঠ মাত্র—ইহাই বিশেষ।

ত্যাগী প্রচ্ছন্ন-ভোগী। ভোগী নিত্য ভগবৎসুখতৎপর না হইয়া স্বর্গাদি ভোগরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করিয়া কামকামী। ত্যাগীও তদ্রূপ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যকে কপটতার সহিত বাদ দিয়া মুমুক্ষারূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু এরূপ ভোগ ও ত্যাগ সাত্বত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট নহে। শ্রীগীতা বলেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলেই যে বিষয়-ভোগ-স্পৃহা দূর হয়, তাহা নহে। কিন্তু সেবা-রূপ পরম রস লাভ হইলে স্বতঃই তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যুক্তবৈরাগ্যই সাধকগণের পক্ষে সমীচীন। বিষ্ণুর সেবোদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পরমার্থলাভের উপায়। এই জন্যই শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ এই,

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া
যথা-যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রাতিকূল কর পরিহার॥

ভগবদ্ভক্তগণ জানেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের। সুতরাং নিত্য ভগবদ্বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ সেই বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগও করেন না, আবার নিজে ভোক্তা সাজিয়া ভগবানের ভোগ্য বস্তুকে ভোগও করেন না। কিন্তু যাহার বস্তু, তাঁহার ভোগে লাগাইয়া তাঁহারই ভুক্ত বা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন মাত্র। যেটী ভগবৎসুখতাৎপর্য্যের অনুকূল, সেটি ভগবৎসেবার জন্য গ্রহণ করেন, আর যে বস্তুটী ভগবৎসুখতাৎপর্য্যের বিঘ্নকারী, তাহাই ত্যাগ করেন। ভুক্তি বা মুক্তিকামীর ন্যায় তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার জন্য নহে। তাঁহারা জানেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

শ্রীহরির সেবায়, যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

এই জন্যই তাঁহারা ভগবানের সেবোপকরণ অর্থকে অনর্থ ও কামিনীকে বাঘিনী ভাবেন না। তাঁহারা বলেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

তাঁহারা অর্থকে ভগবানের সেবায় লাগাইয়া দেন, কামিনীকে নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

ভগবানই সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা। তিনিই সম্বন্ধ। সুতরাং ভগবানের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়সমূহ নিযুক্ত হইলেই যুক্তবৈরাগ্য সাধিত হয়। সুতরাং যুক্তবৈরাগী বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন না। লৌকিকীই হউক বা বৈদিকীই হউক, সমস্ত কার্য্য হরিসেবানুকূলে করিয়া থাকেন। 'মুরারে বিভক্তা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি॥'

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

এই যুক্তবৈরাগ্যের গুহ্যতা ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভোগিগণ হরিসেবাপরায়ণ যুক্তবৈরাগীকে নিজেদের মত ভোগপরায়ণ মনে করে, হরি-সেবানুকূল কার্য্য বা বিষয়কে স্বকপোলকল্পিত নিজ নিজ ভোগপর ক্রিয়ার [illegible] সমজ্ঞান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। রায় রামানন্দকে 'সংসারী' মনে করে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে ভোগী বলিয়া ধারণা করে, শ্রীরূপ সনাতনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—যথা গ্রন্থাদি রচনা, ভগবানের জন্য সুবর্ণ শ্রেণী সৌধশ্রেণী নির্ম্মাণাদি ক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠাশার চেষ্টা বলিয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস পুরুষদের চরণে অপরাধ করে। ভোগীরা জানিয়া রাখিয়াছে, যাবতীয় ভোগের বস্তু তাহাদের ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সাধুসজ্জনের নিত্য ত্যাগ তাহাদেরই ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য। কিন্তু সমস্ত ভোগের একচ্ছত্র সম্রাট্ একমাত্র ভগবান ও তদনুগ তদীয় উচ্ছিষ্টভোজী ভক্তবৃন্দ। এইজন্যই শ্রীভগবানের বাক্য—

'ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।'

হে পদ্মযোনে আমি ভক্তের মুখেই রস আস্বাদন করি। সুতরাং ভগবানের ভক্তকেই সমস্ত দ্রব্য দিতে হইবে। 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্'।

হায়, ভোগী লোকগুলি কি মূর্খ। ইহারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের ভোগ্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আবার আত্মাকুড়ে পতিত সারমেয়ের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে—'আমিই দুনিয়ার সম্রাট্, আমি এখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, আমার ভোগে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।' শ্রীগীতা এইজন্যই বলিয়াছেন—স্তেন এব সঃ। যাহারা ভগবানের দ্রব্য ভগবানকে দিতে কুণ্ঠিত, তাহারা চোর।

অপরপক্ষে ফল্গু ত্যাগী মায়াবাদিগণ এই যুক্তবৈরাগ্যের রহস্য না বুঝিয়া জগৎকে মায়াময় জ্ঞান করেন

মায়াবাদিগণ কাকুকর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হৈতে বৈষ্ণব।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-পরায়ণ, তিনিই যুক্তবৈরাগী, যিনি কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগী, তিনিই সাধু, ভক্ত ও প্রেমিক, যিনি কৃষ্ণসেবা সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

ইন্দিরা-একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীমদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

মহারাজ শ্রীল যুধিষ্ঠির আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্যাদি বিষয় প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আবণদেব প্রতি দয়াপরবশ হইয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন।

আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম ইন্দিরা। এই ব্রত-প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয় এবং ইনি অধোযোনি প্রাপ্ত পিতৃগণের গতি-দায়িনী। এতৎকথা শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।

সত্য যুগে মাহিষ্মতী পুরে ইন্দ্রসেন নামক নৃপতি ধর্ম ও নীতির সহিত প্রজাগণকে পালন করিতেছিলেন। অল্পদিন মধ্যে তাঁহার অনেক সংখ্যক পুত্র ও পৌত্রাদি জন্মিল এবং তদীয় ভাণ্ডার ধন ও ধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিষ্ণুভক্ত সেই রাজা সমস্ত অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত থাকিয়া মুক্তিপ্রদ গোবিন্দ নাম জপ করিতে করিতে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা সভামণ্ডপে সুখাসীন আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ সহসা অম্বর মার্গে সমাগত হইলেন। নৃপবর সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে যথাবিধি পূজা সমাপনান্তে আসনে উপবেশন করাইলেন। মুনি সুখোপবিষ্ট হইয়া রাজার সপ্তাঙ্গ কুশল প্রশ্ন ও ভজন-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নৃপতি বলিলেন—

হে মুনিবর্য্য! ভবৎ প্রসাদে মদীয় সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আপনার দর্শনে আজ আমার সমুদয় যজ্ঞক্রিয়া সফলা হইল। এক্ষণে ভবদীয় আগমনের কারণ জানিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছে।

শ্রীদেবর্ষি বলিলেন—হে রাজর্ষিত! আমার বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ কর। আমি ব্রহ্মলোক হইতে যমলোকে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক ভক্তির সহিত অর্চ্চিত হইয়া বরাসনে উপবিষ্ট হইলাম। সেই ধর্ম্মদেবের সভায় তোমার পিতাকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মন! মাহিষ্মতীরাজ ইন্দ্রসেনের নিকট মদীয় বাক্য নিবেদন করুন। পূর্ব্বজন্মাজ্জিত কোনও অন্তরায় প্রভাবে আমি যম-সদনে বাস করিতেছি। এক্ষণে ইন্দিরা ব্রতাচরণ দ্বারা পুত্র আমাকে স্বর্গে প্রেরণ করুক। অতএব তোমার পিতার স্বর্গ প্রাপণোদ্দেশে ইন্দিরাব্রতের পালন কর।'

তৎকালে রাজা কর্ত্তৃক ইন্দিরা ব্রতের বিধান পৃষ্ট হইয়া দেবর্ষি বলিলেন—আশ্বিন কৃষ্ণদশমী তিথিতে সংযত হইয়া প্রাতঃ স্নান করিয়া পুনরায় মধ্যাহ্ন স্নান করিবে এবং পিতৃগণের প্রীতি হেতু শ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক একভক্ত আচরণ করিবে এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করিবে। একাদশী দিনে প্রভাতে দন্তধাবন পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালন করিয়া ভক্তিভাবে উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করিবে। 'হে অচ্যুত! আমি সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত ও নিরাহার থাকিয়া আগামী দিনে ভোজন করিব। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি আমার শরণ হও।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মধ্যাহ্নে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ বিপ্রগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন ও দক্ষিণা দান করিবে। পিতৃগণের ভুক্তশেষ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ধেনুগণ দ্বারা ভোজন করাইবে। অনন্তর ধূপ ও গন্ধাদি দ্বারা হৃষীকেশের পূজা সম্পাদন করিয়া তৎসমীপে নিশাজাগরণ বিধি পালন করিবে অর্থাৎ নৃত্য গীত ও হরিলীলা-প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করিবে।

দ্বাদশী-দিনে প্রভাতে বিষ্ণুর অর্চ্চনা ও দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং বন্ধু, দৌহিত্র ও পুত্রাদি সহ সংযত হইয়া ভোজন করিবে। হে রাজেন্দ্র! এবংবিধ বিধানে নিরলস হইয়া এই ব্রত পালন করিলে তোমার পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিবেন।

ইহা বলিয়া মুনিবর অন্তর্হিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী ও পুত্র, ভৃত্য সহ রাজা যথোক্তবিধানে ঐ ব্রত পালন করিলে ঐ নৃপতির মস্তকে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহার পিতা গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করিলেন এবং নৃপতিও নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করিয়া নিজ তনয়কে রাজ্যে নিয়োগানন্তর স্বয়ং স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এই ইন্দিরা-ব্রত-মাহাত্ম্য পঠন ও শ্রবণ-হেতু মানব সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সমুদয় সুখভোগ সমাপনান্তে চিরকালের জন্য বিষ্ণুলোকে বাস করে।

আদি পুরাণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

(৩)

শ্রীব্যাস বলিলেন—সনৎকুমারপ্রোক্ত এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিপুরাণ আমি পরম্পরাক্রমে নারদমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। একদা নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী-তটে মদীয়াশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার শিষ্যগণ উত্থান, অভিবাদন, আসন ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বলিতে লাগিল—হে মুনে! অদ্য সৌভাগ্য বশতঃ আপনার দর্শনে আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞান বিনষ্ট হইল। ভগবতী মায়া কর্ত্তৃক কোটি কোটি মুনিবরও সতত বদ্ধ হইয়া ভ্রামিত হইতেছেন। যোগিগণও মোহিত হইয়া দেহ-গৃহাদিতে আসক্তিবশতঃ জন্মমরণশৃঙ্খলে বন্ধন-প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্য বাক্তিগণ কর্ম্মপর থাকিয়া কেবল সংসার সেবনেই ব্যগ্র আছে। হে তপোধন! ইহাদিগের সংসার হইতে নিস্তার উপায় কি? বর্ণন করুন।

নারদ বলিলেন—বিষ্ণুর মায়ার স্বরূপ ব্রহ্মাদিগণেরও দুর্জ্ঞেয়। উহা বদ্ধজীবগণের মোহার্থ তৎকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে। এই সমুদয় যথার্থ বর্ণনে অশক্ত হইলে সনৎকুমার হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

শ্রীহরির অবতার কথা শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়। যাঁহারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? পৃথিবীতে বিষ্ণুপদ লাভে অন্যদেবার্চ্চনা, বন্ধুসমাগম, ধনাকাঙ্ক্ষা, অভিমান ও যোষিদাসক্তি প্রভৃতি অন্তরায় হইয়া থাকে। যে অধমগণ বিষ্ণুবিমুখ হইয়া কামনাবশে অন্য দেবের অর্চ্চনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়ে গমন করে। দেবগণ কর্ম্মের সহায় মাত্র, কেবল নিজ মঙ্গলে রত, অল্প অপরাধে দেহ ও বিত্তের নাশ করিয়া থাকে। সূর্য্যকে সতত সেবা করিয়াও অরুণের পঙ্গুত্ব নষ্ট হয় নাই, বৃকোদর শিবসেবা দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পরম শৈব বাণ কৃষ্ণকর্ত্তৃক সহস্রবাহুর বিনাশ লাভ করিয়াছে। বিশ্বরূপ বজ্রের সংস্পর্শমাত্র নিহত হইল। অবার ধন ও বিরোধ উভয় কার্য্যেই দেবকর্ত্তৃক নাশই দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুর নিকট উভয় প্রকারেই মুক্তিলাভ ঘটে। মুনিগণ, গোপী সমূহ, কুব্জা, হনুমান্, ভীষ্ম প্রভৃতি আরাধনা করিয়া এবং চেদিরাজ শিশুপাল ও কংসাদি প্রভৃতি দ্বেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন।

মানবগণের মোহার্থ দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি রচিতা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গ-হেতু নরগণের পুত্র, গৃহাদিতে আসক্তি প্রবল হয়। যেরূপ মত্তা মত্ত হস্তী করিণী কর্ত্তৃক পঙ্কে পাতিত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীদ্বারা মানবগণ অন্ধতামস নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। নরগণ নিজবিনাশ দেখিয়াও মোহবশতঃ পতঙ্গগণের অগ্নিস্পর্শবৎ যোষিৎ সঙ্গ করিয়া থাকে। অহো! ইহারা পুরুষের কি অনিষ্টসাধন না করে? তথাপি নরাধমগণ গর্দ্দভবৎ তাহাদের বশীভূত হয়। এই প্রকারে ধনাদিতে আসক্ত হইয়া লোকেরা সত্য, দম, দয়া, মৈত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। নিষ্কাম হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীহরির ভজনে নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

একদা যদুবংশীয় বসুদেব দেবকীর পাণিগ্রহণান্তে প্রয়াণে উদ্যুক্ত হইলে ভোজকুলাধম উগ্রসেন-তনয় কংস শত শত স্বর্ণময় রথের সহিত তাহার অনুগমন করিতেছিল। তৎকালে পথিমধ্যে সকলেরই শ্রবণযোগ্য দৈববাণী উচ্চারিত হইল যে, "ইহার অষ্টম গর্ভ কংসের বিনাশসাধন করিবে।" তাহা শুনিয়া সেই খল দেবকীর প্রাণবিনাশে উদ্যত হইলে বসুদেব কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক তাহাদের উভয়কে কঠিন নিগড়ে শৃঙ্খলিত করিল। স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে থাকিয়া ভগিনীর কীর্ত্তিমন্তাদি পুত্রগণকে বিনাশ করিল। অনন্তর সপ্তমগর্ভে সঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হইলে যোগমায়া তাঁহাকে রোহিণীগর্ভে সন্নিবেশিত করায় ঐ পাপাধম তদীয় অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভূভার-হরণার্থ দেববৃন্দ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণু স্বয়ং বসুদেবের চিত্ত হইতে দেবকীগর্ভে প্রবেশ করেন। যথাকালে কারাগৃহে আবির্ভূত হইলে দেবগণ ও জনক-জননী কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পিতৃকর্ত্তৃক গোকুলে সংরক্ষিত হয়েন। অনন্তর চাণূরবাক্যে উন্মত্ত হইয়া কংস দুর্ম্মন্ত্রিগণের পরামর্শে বালক-হিংসায় প্রবৃত্ত হইল।

গোকুলরাজ নন্দ আত্মজ-জন্মোৎসব সম্পন্ন করিলে কিছুদিন পরে কংসপ্রেরিতা পূতনার স্তন্যপানচ্ছলে কৃষ্ণ তাহাকে জননী গতি প্রদান করিলেন। নরলীলচ্ছলে কংসাদিষ্ট মহাসুরগণকে অনায়াসে বধ করিলেন। শকটকে আকাশে উৎক্ষেপ করিয়া, তৃণাবর্ত্তকে অধোদেশে নিপাতিত করিয়া, বৎস-পালনকালে বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুরকে স্বীয় ধামে প্রেরণ করেন। পরে ব্রহ্মবিমোহন, ধেনুকবধ, কালীয়শাসন, দাবাগ্নিমোক্ষণ, প্রলম্বাসুরবধ ও আত্মমধ্যে বিশ্বপ্রদর্শনাদি লীলা সম্পাদন করেন। তিনি মৃদ্ভক্ষণচ্ছলে বিশ্বরূপ অবলোকন করাইলেন এবং নামরক্ষাকারী গর্গবাক্যে নিজতত্ত্বের সূচনা করিলেন। অনন্তর দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, বৃন্দাবনে বয়স্যগণের সহিত খেলালীলা প্রদর্শন করেন।

অতঃপর প্রাবৃট্‌ক্রীড়া, গিরিধারণ ও দাবানল প্রদর্শন করেন। অষ্টম বর্ষে বস্ত্রহরণ ও নবমবর্ষে রাসক্রীড়া দ্বারা বৃন্দাবনে বাৎসল্যাদি রস প্রকটিত করিলেন। অনন্তর মাথুরলীলা ও শেষে দ্বারকা লীলায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত নরলীলা প্রকাশ করিলেন।

সাধুরক্ষণ, দুষ্কৃতবিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপন-কার্য্যহেতু দ্বাপরযুগের অন্তসময়ে শ্রীহরি স্বয়ং পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক জীবগণের উপকারহেতু লীলা-দ্বারা ভগবদ্ভক্তির সার্থকতা প্রকট করিয়াছিলেন।

(৪)

সূত বলিলেন—এই ত্রিভুবনে যোষিনী স্ত্রী কর্ত্তৃক কে না বিনষ্ট হইতেছে। যেমন পতঙ্গগণ দাহদুঃখ ভুলিয়া, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিয়া উল্লাস-সহকারে পতিত হয়, তদ্বৎ পুরুষ-কুলও স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া ধাবিত হইয়া থাকে। তাহারা মূত্র-পুরীষ-পূর্ণ দেহকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া মেদ, অস্থি, রক্ত ও মজ্জা দ্বারা গঠিত দেহেই বিষ্ঠাসক্ত ক্রিমিবৎ আনন্দ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।—মূঢ়গণ অনর্থ-প্রাপ্ত দুঃখকেও সুখ মনে করে। ধনার্জ্জন-তৃষ্ণায় নানাবিধ অশুভ কর্ম্মের যত্ন করে, এমন কি প্রেয়-তম প্রাণের বিনিময়েও শ্রম করিতে থাকে। তৎকালে মোহবশতঃ ঐহিক, পারলৌকিক মঙ্গল বা আয়ুক্ষয় প্রভৃতি জানিতে পারে না। সে প্রাণ, পিতা, মাতা, সহোদর, সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, মৈত্র্যাদি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধনাশা ত্যাগ করে না। মান, অপমান, শুভ ও অশুভ গণনা না করিয়াও অধম সেবা দ্বারা ধনই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। প্রাপ্ত-ধন-দ্বারা সে সতত অলীক পুত্রকলত্রাদির-ভরণে ব্যগ্র হয়। সেই কুমতি কদাপি সাধুকে বা সদুদ্দেশ্যে প্রদান করে না। আবার বিবাহাদি প্রয়োজন বা লোকমধ্যে প্রতিষ্ঠা-স্থাপন-হেতু ঋণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে কুটুম্বে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ যথার্থ জ্ঞান বা সুখ না পাইয়া ধন সঞ্চিত থাকিলেও তাহার দান, ভোগ, হরিভক্তি বা সাধুসঙ্গ করে না। বরং বিষ্ণুভক্ত্যাদি অনুষ্ঠান-পর ব্যক্তি-গণকে উপহাস করে। সে বলিয়া থাকে— "এই ব্যক্তি স্নেহহীন ও কুটুম্ব ভরণে অশক্ত। কে পরলোক দেখিয়াছেন? যাহার স্বজন-গণ দুঃখ পাইতে থাকে, তাহার মুক্তিই বা কিরূপে হইবে?"

কুটুম্বাসক্ত জনগণ মহামোহে বশীভূত হইয়া অভিমান করে এবং রাজসেবা বা পৌরুষবান্ মানবের সেবা করে। অধমকেও তাহার আত্মীয় হয়। শেষে অসামর্থ্য আসিলে নানা ভাবে প্রতারিত হইয়া বৃথা চিন্তা করে যে, "গৃহ, তনয়, মিত্র, স্বজন, স্ত্রী ইত্যাদি কাহার? এই দুঃখযোনি শরীরে কেহ সুখ দিতে পারে না। কার্য্য-শক্তি থাকিলেই সমাদর পায়, নতুবা অনা-দর লাভ করিয়া থাকে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃথা কালক্ষয় করিয়া থাকে।

অতএব শরীরিগণের হরিভক্তির বিঘ্নভূত এই পাঁচটি। যথাঃ—অন্য দেব-সেবা, স্ত্রীসঙ্গম, ধনসঞ্চয়, স্বজনাসক্তি ও অভিমান। ইহাতে মোহিত মানবগণ অধমগতি প্রাপ্ত হয়েন।

এই পৃথিবীতে কতিপয় তপোবলে দগ্ধ-পাপ মুনি ঘোর সংসার হইতে শঙ্কিত হইয়া বন আশ্রয় পূর্ব্বক হরিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভক্তিভাবে তদীয় পার্ষদরূপে তৎসান্নিধ্যে অবস্থান করিতে-ছেন। অদ্যকালও সেই মধুসূদনের পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। কপট কর্ম্মিগণের কদাপি সেইরূপ গতি সম্ভব নহে।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন—হে সূত! ভগবৎপার্ষদশ্রেষ্ঠ নারদ একান্ত ভক্তিমান্ হইলেও কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কি হেতু ভুবনে পর্য্যটন করেন?

সূত প্রত্যুত্তরে বলিলেন—মানবগণকে সংসারকূপে পতিত, বিষয়াসক্ত ও কালাহি-দষ্ট দেখিয়া শ্রীনারদের দয়া জন্মে। সেই হেতুই তিনি সময়ক্রমে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক শঙ্খ প্রকাশ মোহের সহিত সংসরণ-শীল জীবগণকে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মের অর্চ্চনা ব্যতীত এই মোহের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। এক্ষণে জীব কি প্রকারে গর্ভে অবস্থান করে, তাহার বর্ণন করিতেছি। শুক্র শোণিতের মিলনক্রমে ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। একদিনে দ্রবাকারও তিনদিনে কলল জন্মে, সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া পক্ষমধ্যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। দুই মাসে মস্তক, তিনমাসে হস্ত ও পদ, চতুর্থে কটী, উদর ও অঙ্গুলি, পঞ্চমে রক্তাদি সপ্তধাতু, ষষ্ঠে অস্থি, কর্ণ ও নাসিকা, সপ্তমে মুখ নেত্র, নখর ও লোম প্রভৃতি যাবতীয় শারীর যন্ত্র সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। অষ্টমে ওজঃসঞ্চারিত হইলে পুনঃ পুনঃ গর্ভমধ্যে সঞ্চারণ করিতে থাকে অনন্তর নবমে সমস্ত লক্ষণ যুক্ত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিতে থাকে। সে মনে করে আমি মনুষ্য পশু-পক্ষ্যাদি নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া মূত্র ও পুরীষাবৃত গর্ভাশয়-মধ্যে পৃষ্ঠ, গ্রীবা ও অস্থি একত্রাবস্থাপন্ন করিয়া অতীব কষ্টের সহিত বাস করিয়াছি। হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? যাহার ফলে এইরূপ গর্ভরূপ নরকে যাতনা ভোগ করিতেছি। যদি একবার নির্গত হইতে পারি, যাহাতে পুনরায় এইরূপ গর্ভবাস দুঃখ ভোগ করিতে না হয়, তাহার একমাত্র উপায়-স্বরূপ শ্রীহরির ভজন করিব।'

অনন্তর দশম মাসে সেই ভ্রূণ বায়ু-বেগে যোনিপথে অতীব দুঃখে পীড়িত হইতে হইতে নির্গত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মায়া দ্বারা আলিঙ্গিত হয়। অহো! অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির পোষণচাতুর্য্যের কথা কি বলিব? গর্ভে অবস্থানকালে নানা অন্ননাড়ী-বাহিত রস দ্বারা এবং শৈশবে মাতৃভক্ষিত অন্নপান হইতে উৎপন্ন স্তন্য দ্বারা পোষণ-কার্য্য চলিতে থাকে। অঙ্গচালন বা পার্শ্ব-পরি-বর্ত্তনে শক্তি নাই। শয্যাস্থ কীট কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া মলাক্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কিয়ৎকাল পরে জাগ্রত ও গমন-কার্য্যে সমর্থ হয়। কিন্তু কিরূপে শ্রীহরি নিরন্তর উদরে সমীপে বিদ্যমান থাকেন। তথাপি অজ্ঞগণ তাঁহার পরাঙ্মুখ হওয়ায় ঐ মূঢ় তাঁহাকে জানিতে পারে না।

শ্রীহরি ব্যতীত পোষক, বিধায়ক, পালক বা প্রভু আর কে আছে? হরি আদি, মধ্য ও অন্তে সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হয় এবং মানব তাহাকে মৃত আখ্যা দিয়া স্পর্শ করিতেও অবজ্ঞা করে। পুত্রাদিতে স্নেহ বন্ধন না করিয়া একবার শ্রীহরিতে স্নেহ বন্ধন করিলে আর কদাপি মোহজালে নিবদ্ধ হইয়া নিরয়-গমন করিতে হয় না। শ্রীহরি হৃদয়ে থাকিয়া যে কার্য্য করিয়া থাকেন কোটি কোটি হিতৈষী বান্ধব তাহা সম্পাদনে অক্ষম। তিনি অত্যুন্নতকে নত করেন, নতকে অত্যুচ্চ করিয়া থাকেন। হীনের বৃদ্ধি ও উচ্চের হ্রাস ক্ষণমধ্যেই তৎ-কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। মেরুকে তৃণতুল্য ও তৃণকে মেরুবৎ করিতে তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত। কটাক্ষমাত্রেই ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন। এতাদৃশ সাক্ষাৎ কল্পতরুর আশ্রিত হইলে মানবের অপ্রাপ্য কি থাকিতে পারে? যাহারা ভক্তিভাবে একমাত্র পরমাত্মরূপী শ্রীহরির চরণারবিন্দ আশ্রয় করেন, তাঁহারা স্বর্গাদিসুখও দূরে পরিহার পূর্ব্বক পরানন্দ-সন্দোহ লাভ করিয়া মগ্ন হইয়া থাকেন।

রসগান কি কলির কার্য্য?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উন্নত উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রয়ী লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণই প্রধান উপা-সনা ও নিত্য ভজন। কিন্তু সর্ব্ব-সাধা-রণের নিকট রসগান করা ও অর্থ-ব্যব-সায়ী অনর্থযুক্ত প্রাকৃত রস-পিপাসু কীর্ত্ত-নীয়াদিগের মুখে রসগান শ্রবণ ভয়ানক অপরাধ।

আমরা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর অনর্থযুক্ত নিকৃষ্ট। রং তামাসা ভাল-বাসি। রং তামাসার ভিতর দিয়াও ভজন হয়, এরূপ একটা নজির কি ফতোয়া পাইলে আর কষ্ট করার প্রয়োজন কি? মজাও লুটিব, ভজনও হইবে, এরূপ সুবিধা কে ছাড়ে?

যে পর্য্যন্ত এই রস-গানের ছড়াছড়ি কুপ্রথা স্থগিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-গাম্ভীর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

সর্ব্ব-প্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম, প্রার্থনা ও দাস্য রসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অনিন্দ্য শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব মাত্র উপস্থিত, সেখানে রস-গান শ্রবণ করা ভাল। অন্যথা নহে।

আমাদের রুচির অবস্থা দেখিয়া যুগা-চার্য্য জগদ্গুরু আদেশ করিতেছেন— 'ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে।'

এই ভুবনমঙ্গল বাণী উপেক্ষা করিয়া গোবাসুখ্রি পতঙ্গের ন্যায় রূপ দেখিয়া মুক্তাক আলিঙ্গন করিবার জন্য অভিসারের আয়োজন করা মানুষ মাত্রের উচিত নহে।

অবশ্য যাহারা থিয়েটারে শাড কাপ্তেন গানের সুর, তবলার চাটির সহিত বিশারদ কোথায় কোলেন বা বারনারীর মুখে রাইকানুর গান শুনিবার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত অর্থাদির কলিকলোচিত ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন ও অর্থদ্বারা অনর্থ সংগ্রহ করেন, (এই ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বড় বড় নগর নগরীতে নাগরিকগণের গৃহে এ দৃশ্য প্রচুর) তাহাদিগের কথা অন্য প্রকার।

অন্য প্রকারই বা কি প্রকার বলা চলে। এই যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনের দোলনায় নূপুর-ধ্বনির তালে তালে পা ফেলিয়া রসলীলাগানে বাসর জোয়ার উঠিয়াছে, তাহার শ্রোতাও আবার বড় বড় নাম-জাদা ভাগবত-পাঠক ও গোসাই বাবুর দল। যেমন ভাল, তেমনি গায়িকা, তেমনি শ্রোতা, একেবারে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ। ইহাকে যদি কলির কার্য্য বলা না হয় তবে কলি বেচারা আর কোথায় যাইবে?

জগতে ইন্দ্রিয়-সেবার এত সব প্রাকৃত উপকরণ থাকিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলারস ভোগ করিবার জন্য ছিনিমিনি খেলিতে যাওয়া কতদূর অব-মূঢ়াকারিতার পরিচয়, তাহা আত্ম-কল্যাণ-লাভের বাসনা না থাকিলে বুঝা যাইবে না। "অবোধের আনন্দ গোবধেই হয়।" শুধু বুদ্ধিমানেরা সেই অবোধের পরিণাম দর্শন করিয়া দুঃখিত হন ও বাধা প্রদান করেন। তাঁহারা পারাপকার-রত পালনার্থে অসীম সংগ্রাম-কৌশল প্রদর্শন করেন।

অতএব অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে, যাহার তাহার নিকট রস-গানের প্রথা থাকিলে সেগুলি নিতান্ত কলির কার্য্য।

আমরা এইরূপে কলির কার্য্য সহ যোগিতা করি বলিয়াই কলিপালী উদ্ধব, নন্দন মহারাজ পরীক্ষিতের ও কদম্বগণের শ্রীচরণ-পার্শ্বে স্থানও পাই না। তাহার শ্রীল রূপাদি গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ-বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং ভুবনের বৈরী থাকিয়া রস-শাস্ত্র শ্রবণ কীর্ত্তন-দ্বারা কেবল কলির কার্য্যই করিতে থাকি-লাম।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংপুট ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫্ টাকা দরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্।

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৶০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষান্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,— শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
শ্রীগোদাধরের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানিবাস"
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাপায়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা ভাদ্র, মঙ্গলবার—১৩৩৬

পরমার্থ ও জাতি

এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার মনুষ্য দেখা যায়। একপ্রকার মানব পূর্ণ ভগবদ্‌বিশ্বাসী, আর একপ্রকার কুপমণ্ডুক স্মার্ত্ত। একজনের বিচার—জীবের স্বরূপ লইয়া, আর এক জনের বিচার—বিরূপ লইয়া। শ্রীগীতা জীবাত্মার স্বরূপ-বিচারে বলেন—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

আত্মা—নিত্যবস্তু, সর্ব্বযোনি ভ্রমণ করিয়াও স্থির, অচঞ্চল ও সনাতন। আত্মস্থ, বা নিত্য-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবানের নিত্য সেবাই দৈব পুরুষদিগের অভিলষিত বস্তু। তাঁহাদের চেষ্টা পরিবর্ত্তনশীল, অসৎ, স্থূলদেহের ও সূক্ষ্মদেহের ব্যাপারে নিযুক্ত না থাকিয়া সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনশীল সৎ, আত্মবিষয়েই প্রযুক্ত। ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমেই এই বিরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-ধারণ। গীতা শাস্ত্র আরও বলেন—'এই স্থূল ও লিঙ্গ দেহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিলে বিরূপ-বুদ্ধি নষ্ট না হইয়া আরও বাড়িতে থাকিবে। বিরূপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হইতে হইবে—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে।"

কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি জৈমিনীর মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে বিজড়িত হইয়া কর্ম্মের ফলাবটীতেই নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহারা দেহ-ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না। আত্মবিচারের প্রয়াস দেখাইতে গিয়াও স্মার্ত্তগণ দেহ-বিচারই লইয়া আসেন। পারমার্থিক রাজ্যেও তাঁহাদের দেহ-বিচার প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ বিচারের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুভক্তগণের জন্ম খুঁজিতে গিয়া তাঁহাদের জাতি-বিচার লইয়া ব্যস্ত হন। এই সকল স্মার্ত্ত-বিচারের চশ্‌মা পরিয়া ভাগবত-বস্তুসমূহের জন্মবিচার করিতে গেলে আমরাও বিষ্ণুপাদোদককে প্রাকৃত জল দেখিব, শালগ্রামে শিলা দেখিব, গোবর্দ্ধন শিলা দেখিব, দারুব্রহ্মে কাষ্ঠ দেখিব, ভগবানের দেহকে ভাড়ুম দেশের খাল মনে করিব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্ববস্তুতেই অপ্রাকৃত দর্শন করেন। কারণ, তাঁহারা সেবোন্মুখ।

ভোগোন্মুখ দৃষ্টিতে জড়দর্শন, সেবোন্মুখ-নেত্রে চিন্ময় দর্শন। সুতরাং কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ পতিতের জন্ম কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত। প্রাকৃত জাতি বা বর্ণ যোষিৎ-সঙ্গজ বস্তু মাত্র। ভগবদ্ভক্তের কোন প্রাকৃত জাতি নাই কারণ তাঁহারা প্রাকৃত গুণময় জগতে অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তু। ভোগোন্মুখ মস্তিষ্ক এই সূক্ষ্ম বিচার ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণ গণ্ডকী শিলায় প্রকটিত হইয়া অর্চ্চারূপ ধারণ করিতে পারেন বা অষ্টবিধা অর্চ্চামূর্ত্তিতে বিরাজিত হইতে পারেন, বৈষ্ণব জাতি নীচকুলে উদ্ভূত হইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনারায়ণ শিলা নহেন বা মাটি, কাঠ, পাথর, লৌহ বা বালুকাও নহেন, অথবা বৈষ্ণব চামার, মেথর, চণ্ডাল বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা প্রাকৃত ব্রাহ্মণও নহেন। রুইদাস কখনও চামার নহেন, ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী নহেন, গুহক চণ্ডাল নহেন, উদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণ বণিক নহেন, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ নহেন বা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাকৃত ব্রাহ্মণও নহেন। তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ বস্তু—এক একটী কুলকে পবিত্র করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ। ভক্ত বা বৈষ্ণব ভগবানের অভিন্ন-তনু। বৈষ্ণব অচ্যুত-গোত্রীয়। এই জন্য শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন :—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড় ॥"
—শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০ অঃ মধ্য খণ্ড।

গুণবিহীন জাতি-ব্রাহ্মণের কথা তো অতি দূরের কথা, শমদমাদি গুণসম্পন্ন সগুণ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ, এমন কি, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রীয় বাক্য ও বিচারদ্বারা দেখান যাইতে পারে। যথা, গরুড় পুরাণে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।

শমদমাদি দ্বাদশ গুণসম্পন্ন বিপ্রও যদি অরবিন্দনাভ শ্রীভগবানের সেবা-বিমুখ হন, তবে তাঁহা হইতে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও বরিষ্ঠ। আবার ইহাও যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব হইতে চণ্ডালকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ছোট। জড় স্মার্ত্তাবিচারের বশীভূত হইয়া অনেকে মৃন্ময়ী অর্চ্চাকে স্বর্ণ-প্রতিমা হইতে ন্যূনতর মনে করিয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন, 'মাটির গৌরাঙ্গ' 'সোনার গৌরাঙ্গ' নাম দিয়া থাকেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী অপেক্ষা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ছোট মনে করিয়া উভয়ের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন।

অদ্বয়বস্তু ভগবানের ত্রিবিধ প্রতীতি যথা চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ—

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ ॥"
'ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন'

ভগবানের অঙ্গকিরণ বা শক্তিমানের নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্মপ্রতীতি, জড় মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট ভগবদংশানুভূতিই পরমাত্ম স্ফূর্ত্তি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-প্রতীতিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণবিকাশের সহিত সমগ্র দর্শনই ভগবদ্দর্শন। সুতরাং যিনি ভক্ত বা বৈষ্ণব, তিনি একাধারে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পরমাত্মবিৎ যোগী; অর্থাৎ যিনি লক্ষপতি, তিনি সহস্র ও শতমুদ্রারও অধিকারী। যেমন কোন লক্ষপতিকে যদি বলা হয়, তোমার সহস্র টাকা নাই বা একশত টাকা নাই—তাহা যেমন বাতুলের প্রলাপবৎ, তদ্রূপ যদি ভগবদ্ভক্তকে বলা হয়, তুমি ভক্ত বা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ নও, তবে তাহাও তদ্রূপ বাতুলতা।

জীব স্বরূপতঃ সকলেই ভগবদ্দাস যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।'
'কেহ মানে কেহ না মানে—সব তাঁর দাস ॥'

সকলেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত, তখন সকলের স্বরূপেই ভগবদ্দাস্যের ক্রোড়ীভূত নির্গুণ-ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব অনুস্যূত আছে। যে সকল জীবের এই অন্তর্নিহিত দাস্যবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, আচার্য্য তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করেন। সুতরাং বৈষ্ণবে সগুণ ব্রাহ্মণতা ত অতিনিম্নের কথা, নির্গুণ ব্রাহ্মণতারও অভাব নাই—পূর্ণভাবে বিরাজিত। নির্গুণ ব্রাহ্মণতার চরম পরিণতিই বৈষ্ণবতা। এইজন্যই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম —

'যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥

ভগবদ্ভক্তগণ অনেক সময় স্বরূপের অপূর্ব্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন—যেমন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'নিগুর্ণ অধম আমি সর্ব্বজাতি-বহিষ্কৃত।'

অথবা সনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বোচ্চ কুলে উদ্ভূত হইয়াও বলিয়াছেন :—

'নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।'

অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

'অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি।'

ভগবদ্ভক্তের এই সকল কথা প্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে, ইঁহারা নিজ নিজ নীচ জাতিত্বের পরিচয় স্বমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং ইঁহারা নীচ জাতি, কিন্তু এই সকল জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অপরাধী ব্যক্তিগণ ভগবানের স্বমুখের কথায় কর্ণপাত করে না—

'তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দড়।'

হিন্দুস্থানী ভক্ত তুলসীদাসজী তাঁহার দোঁহাতে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব কোই
করত বিচার।
তুলসী কহে, হরি না ভজত চারো
চামার ॥
হরি ভজে ত চারো জাত মিলকে এক
হো যায়।
অষ্টধাতুসে পরশ লাগাওসে এক সুবসে
বিকায় ॥

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

'ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো
যথা।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা ॥'

চার জাতির যে কেহই হউক না কেন, ভগবানকে ভজন না করিলে সে চামার। চামারেরা যেমন চামড়ার ব্যবসা করে, সেইরূপ জীব ভগবানকে ভুলিয়া চামড়ার প্রতি 'আমি' বুদ্ধি করে এবং দেহের ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজড় হইয়া পড়ে। আর যদি হরিভজন করে, তবে চারিবর্ণের সকলেই ভগবানের জাতি লাভ করে। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে অষ্টধাতুর সর্ব্বধাতুই সোনা হইয়া যায়, তদ্রূপ। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। নতুবা

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥'

এক জাতি

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে 'হংস' নামে একমাত্র জাতির বাস ছিল। তাঁহারা স্বাধ্যায়-নিরত বেদজ্ঞ, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। হংসগণের মধ্যে যাঁহারা ভজন-বলে, যোগবলে, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে অপরাপর স্বগোষ্ঠির মধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই হংসগণের দ্বারা 'পরমহংস' শব্দে গৃহীত হইতেন। সাধারণ বন্দীজ বা কোন নিরত ভাগবতীয়গণের মধ্যে ও পরমহংস-গণের কথা কয়েকস্থানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ভাগবত পরমহংসগণের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ

ও যোগী পরমহংসের যে ভেদ আছে, তাহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদের 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে উদ্দিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দে অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণ-চেতন, কেবল-চেতন, শুদ্ধ-চেতন নিত্য-চেতনের পরিমাণগত বৃহত্ত্ববাচক ও পুষ্টিকারক বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ 'জীব' শব্দ হইতে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন, তাহা শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব-ভগবান্ স্বীয় অনুগতজনের হৃদয়ে পূর্ণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে তিনি অখণ্ড জ্ঞান নির্দ্দেশ করেন নাই। জীব স্বরূপে খণ্ডজ্ঞানময় বস্তু বলিয়া তাহার কোন সময় অখণ্ডজ্ঞানের অন্তর্গত পরিচয়, কখনও বা খণ্ডজ্ঞানের ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি এবং কখনও বা অব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মের বিপরীত দশাবলম্বী জড়াভিমান। জড়াভিমানের আবরণ পরিষ্কার করিলেই জীবের বৈষ্ণব বলিয়া অনুভূতি। তখন চিন্ময় স্বভাবক্রমে জড়াকাঙ্ক্ষা জড়ভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাভাবই তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ করিয়া তুলে। তিনি ব্রহ্মের বস্তু গ্রহণ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতে ব্যস্ত, কখনও বা দৃশ্যজগতের বিবর্ত্তময় অনুভূতিতে ব্রহ্ম বলিতে উদ্গ্রীব, কখনও বা কামকামী হইয়া নির্ভর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট। স্বাভাবিকগণ নিজনিজ গুরুর পাঠ অবস্থা করিয়াই নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানবিকাশফলে অদ্বিতীয়-বাদ অবলম্বন করেন ও দৃশ্য জগতে নিরস্ত করিয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অযথা শ্লাঘা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়াও হংস, অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্য কারবিশেষ ব্রহ্মকে ভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানেন।

কতিপয় হংস মায়াশক্তি প্রচুর চিজ্জড়ের অন্তর্বর্ত্তিতায় বিশেষকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া মায়াশক্তি-পরিণত দৃশ্য জগতের অনুশীলন হইতে বিমুক্ত হন। সেই বিচার সিদ্ধ তাঁহাকে পরমাত্ম-যোগনিরত যোগী করিয়া তুলে। ব্রহ্মজ্ঞ স্বসিদ্ধান্তে এবং নিজ সিদ্ধিকালে যে পদবী লাভ করেন, তাহা হইতে ভগবজ্জ্ঞান-লাভ ও ভগবানে ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে অন্তরায় নহে, বরং তাঁহাদের উন্নতের সমৃদ্ধিমাত্র। ভগবদ্ভক্ত ভাগবত-পরমহংস ব্রহ্মজ্ঞ হংস ও যোগী হংসের উৎকৃষ্ট উন্নতির স্তর মাত্র। ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস নিম্নে অবতরণ করিলে বা অবস্থানাযুক্ত ভ্রষ্টের নিকট অব্রহ্মজ্ঞ বা অযোগী নহেন। ভাগবত পরমহংস উৎকৃষ্ট যোগী ও পরমোন্নত ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহাকে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করা উচিত নহে।

হংস ব্রহ্মজ্ঞ যেখানে নিজের ব্যবস্থ, ব্রহ্মজ্ঞান বা মন্ত্র পরিহার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত গৃহোক্ত সংস্কার গ্রহণ করেন এবং অপর হংসগণের মধ্যে স্বীয় পার্থক্য-স্থাপনে যত্নবান্ হন, সেইকালেই গুণ-কর্ম্ম-বিভাগক্রমে চারিটি বর্ণ ও চারিটী আশ্রম পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে হংস বর্ণ বা একবর্ণ মাত্র অবস্থিত ছিল, পরে ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ অতীত হইলে হংসজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ এবং ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারমুখেই এই বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয়। সাধ্য ও সিদ্ধ বা বিবিৎসা ও বিদ্বৎপ্রণালীতে যে কার্য্যগত ভেদ আছে, তদ্দ্বারা দুই প্রকার বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা-বিচারে শৌক্রপদ্ধতিতে বর্ণনিরূপণ-প্রথা দেশাচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আবার বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ শৌক্রপদ্ধতিকে চিরদিনই পুষ্ট করিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-লিখিত কবষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ লিখিত জাবালের কথা অনুশীলন করিলে আমাদের কেবল শৌক্র-বৃত্তির বিচার স্পষ্টতা লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে উভয় প্রকার প্রণালী-মতেই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ উল্লিখিত করিয়াছেন। উহা যে একবার মাত্র ত্রেতা-প্রারম্ভে নিরূপিত হইয়া শৌক্র-পদ্ধতিমতে চিরদিন চলিবে এবং মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইয়া মাৎসর্য্যপর কেরাণীগিরিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—এরূপ কথা সত্যপ্রিয় ভারতীয় হংস জাতি স্বীকার করেন না। কল্পশাস্ত্র, গোভিল কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্র সঙ্কলিত বেদবাণীতে যে অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধ্য, বিবিৎসোত্থ বা প্রস্তাবমাত্র। হংস জাতি সকলেই সমান হইলেও যখন পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর বিধিগ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারা ও তাঁহাদের অধস্তন ভাবী ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতির পূর্ব্বোক্ত সংস্কার আবশ্যক। যাঁহারা সংস্কার-গ্রহণে অযোগ্য ও অনধিকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও যাঁহাদের কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, তাঁহারা হংসজাতির মধ্যে সংস্কারবর্জ্জিত অদ্বিজ বা শৌক্র অধস্তন মাত্র। দ্বিজেরই পূর্ব্বোক্ত বিধি পালনীয়। যাঁহারা পালন করিলেন, তাঁহাদের কুলগত প্রথানুসারে দ্বিজত্ব চলিতেছিল। যে হংস, দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক 'শূদ্র' শব্দে সংজ্ঞিত হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আলস্যক্রমেই হউক বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, স্ব স্ব স্বভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহাদের দ্বিজত্ব ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ যেকালে গৃহোক্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইবেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণে পুনরায় পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

হংস জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, যোগী ও উপাসকের বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, থাকিবে এবং ছিল। সনাতন প্রথা-মতে যখন বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না, সেইকালে হংসগণই ভাগবত পরমহংসের্ত্তা লাভ করিতেন। [illegible] রত যোগনিরত সম্প্রদায়ে ও তাহার উপরে জ্ঞাননিরত ব্রহ্মজ্ঞ সম্প্রদায়েও পরমহংস দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হংস-জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ-বর্ণও যখন ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলধি-গর্ভে তলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিরীশ্বর নাস্তিক্য-বাদের প্রচার আরম্ভ হইল—শ্রীগুরুদেবের বাক্য বিপর্য্যস্ত হইল, আম্নায়—বেদের নিরঙ্কুশ সত্যের মর্য্যাদা হংসজাতি ভক্তিপথের হৃদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় আচ্ছাদন করিল। তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানে প্রভাবিত হইয়া সত্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে একমাত্র হংসজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

পাশাঙ্কুশা একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ)

"হে ভগবন্ মধুসূদন! আশ্বিনের শুক্লপক্ষের একাদশীটীর মাহাত্ম্য কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন।" যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—এই একাদশীর নাম পাশাঙ্কুশা। ইহাতে মানবগণকে পদ্মনাভের অর্চ্চনা করিতে হয়। তাহা দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ এবং স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি ঘটে। সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক মনুষ্য বহুকাল তপস্যা করিয়া যে ফল লাভ করে, কেবল গরুড়ধ্বজের প্রণতি দ্বারা তাহা পাইয়া থাকে। মানব মোহবশতঃ প্রচুর পাপার্জ্জন করিয়াও শ্রীহরির প্রণতি-হেতু নিরয় গমন করে না। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ও পুণ্যস্থান রহিয়াছে, কেবল শ্রীহরি-নামকীর্ত্তনকারী সুলভই তাহা প্রাপ্ত হয়। এই একাদশীতে উপবাস করিয়া যে সকল মানব শার্ঙ্গধর জনার্দ্দন বিষ্ণুতে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগকে কদাপি যমলোক দর্শন করিতে হয় না। বৈষ্ণব হইয়াও যে ব্যক্তি শিব বা বৈষ্ণব নিন্দা করে, তাহারা নিরয়-গমন অনুগামী। সকল অশ্বমেধ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল একাদশীর উপবাস-ফলের ষোড়শাংশের সমান নহে। [illegible] ইহা স্বর্গ, মোক্ষ, আরোগ্য, সুকলত্র, ধন, ধান্য প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীহরিবাসর অপেক্ষা গয়া, কাশী, বারাণসী, পুষ্কর ও কুরুক্ষেত্র পবিত্র হইতে পারে না। হরিদিনে জাগরণ করিয়া হরিদিনে উপবাস-পরায়ণ হইলে অনায়াসেই বিষ্ণুলোক লাভ ঘটে। ঐ ব্রতী পিতৃ, মাতৃ ও শ্বশুর-পক্ষীয় দশপুরুষকে উদ্ধার করে এবং চতুর্ভুজ, পীতবাস, মাল্যবান্ ও দিব্যরূপ হইয়া হরিমন্দিরে প্রস্থান করে।

বালক, যুবক বা বৃদ্ধ, যে কেহই এই একাদশী পালন করিলে কদাপি দুর্গতি-গ্রস্ত হয় না। ঐ দিবসে স্বর্ণ, তিল ভূমি ধেনু, অন্ন, জল, পাদুকা, ছত্র ও অন্নাদি দান করিলে যমের দর্শন হয় না। যে পুণ্যহীন ব্যক্তির দিনগুলি বৃথা যাপিত হয়, সে কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস পরিত্যাগ করিলেও জীবিত বলিয়া গণ্য হয় না। অতএব যথাশক্তি স্নান দানাদি ক্রিয়া দ্বারা দিবস যাপন করিবে। অধিক কি বলিব, এইদিনে অল্পমাত্র পুণ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মানব কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে।

লাল কাপড় দণ্ড হাতে

বৈষ্ণব কি?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

শুনিতে পাই, গৌড়ীয়মঠ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আচার ও প্রচার করিতেছেন। কথা যদি সত্য হয়, তা'হ'লে মহাপ্রভুর অনুগত অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত ইঁহাদের আচারের পার্থক্য কেন? গৌড়ীয়মঠ ছাড়া কোথায়ও ত' বৈষ্ণবের গেরুয়া বসন বা ত্রিদণ্ডাদি দেখিতে পাই না। ইহার কারণ কি, ইহা কি মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্তর্গত, না এটি একটি গৌড়ীয় মঠেরই স্বকপোল-কল্পিত ব্যাপার? বাস্তবিকই যদি গৌড়ীয়মঠ মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের আচার প্রচারের দোহাই দেন এবং কার্য্যতঃ তদ্বিপরীত অশাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তা'হ'লে ইঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না হয়, তা'হলে ইঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার সঙ্গত, তাহা একটু বিবেচনার বিষয় নহে কি? আমরা চৈতন্যচরিতামৃত বা অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে দেখিতে পাই—শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বৈদিক-সন্ন্যাস-বিধানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্যান্য লীলায় আনুষঙ্গিক কার্য্য [illegible]

[illegible] শিষ্যদিগকে [illegible] গাহিতে [illegible] ত্রিদণ্ডকে [illegible] বলিয়া অভিমান পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের [illegible] [illegible] শিক্ষা দিয়াছিলেন। [illegible] ভজনের সেবায় নিযুক্ত করিয়া যতিত্ব অথবা নামই [illegible]'। কিন্তু ত্রিদণ্ড ধারণ ভগবান্ বা ভাগবত পরমহংস বা রাগানুগ সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের দরকার নাই—এই লীলা অভিনয় করিবার জন্য অবধূত নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক পরমহংস লীলাভিনয়কারী গৌর-সুন্দরের দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা, বুঝিতে হইবে। উহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া কাটিয়া দিলেন এরূপ ব্যাপার নহে। শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম বিধি নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

গৈরিক বসন সম্বন্ধে—মহাপ্রভু গৈরিক বসন ধারণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার নয় জন শিষ্য সকলেই গৈরিক বসন ধারণ করিতেন। এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। একমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসগণের গৈরিক বসন ধারণের বাধ্য-বাধকতা নাই, এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সকল রাগমার্গীয় ভক্তগণ আদর্শ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।" কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিদ্বৎ সন্ন্যাসের অনুপযুক্ত অনধিকারী অকালপক্ব কয়েকব্যক্তি নিঃস্বত্ব-যোগ্যতা থাকা কালে সেই পরমহংসের আচরণের অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়া [illegible] বড় হইবার চেষ্টা করায়, এই সম্প্রদায়-মধ্যে সকলেই অনুরাগের আবরণে বেদবিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। উহা কখনই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বিহিত অনুষ্ঠান হইতে পারে না, বিশেষতঃ পরমহংস গুরুবর্গের পদবী তাঁহাদের দাসগণ কখনও গ্রহণ করিতে পারেন না। এই দোষদুষ্ট সকল গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য এবং যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদিগকে বাস্তবসত্য অর্পণ করিবার জন্য গৌড়ীয় মঠের আবির্ভাব। এই বাক্য সত্য কিনা অনুসন্ধান করুন। সংসারের বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খলতা আনয়নের জন্য আপনাদিগকে বৈষ্ণবগুরুর সজ্জায় সজ্জিত করেন, তাঁহারা গুরু হওয়া বহুদূরের কথা, প্রকৃত বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য হইবারও সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই বৈষ্ণবসমাজের যথেচ্ছা-চারিতে যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার [illegible] অনেকেই [illegible]। [illegible] বিশৃঙ্খলতা ও স্মার্ত্ত-বিচারিত করাই কিন্তু বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের দাসাভিমান-সূচক লিঙ্গলক্ষণ, তাঁহাদের গৈরিক বসন ধারণ বা ত্রিদণ্ড। এরূপ আমাদের কাষ্ঠ উৎপুঞ্জক-প্রকৃতির ব্যক্তিদিগকে বিশিষ্টরূপে [illegible] করা এবং তাঁহারা যে তৃণাদপি সুনীচ সেইটী আমাদিগকে উপলব্ধি করান'। কারণ যাঁহারা ত্রিদণ্ডী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব, ভাগবত, পরমহংস, সিদ্ধ-রাগানুগ প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবদাস, বর্ণাশ্রমান্তর্গত নৈষ্ঠিক জীবমাত্র বলিয়াই পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে একাধারে তাঁহারা বৈষ্ণব গুরুবর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিজ দিগকে বৈষ্ণবের অযোগ্য দাসানুদাসের পরিচয় দেন। আশা করি, গৌড়ীয় মঠ কেন লাল কাপড় ও ত্রিদণ্ড স্বীকার করিয়াছেন, বুঝিতে আর কাহারও অসুবিধা হইবে না।

গুরু-শিষ্য পরীক্ষা

শাস্ত্র বলেন, যখন রাজ্যে অনিত্য থাকে মিত্র প্রতীতিতে নিষ্কপট সত্য-রূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎপার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অনিত্য-বাসীদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধোক্ষজবাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যেকালে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা যায়। 'ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ', ভগবদ্ভক্তিধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে যখন সত্য বস্তু, ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসেন, তখন কর্ম্মফল-ভোগী কর্ম্মপাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা গুরু ইন্দ্রিয়জ্ঞানমত্ত কর্ম্ম-বাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাঁহার আবার, তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য এক বর্ষ-কাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে এক বর্ষকাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত অর্ব্বাক্ শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় শ্রীগুরুদেবের পরীক্ষা কি প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিষ্কপট জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্মবাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবাপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজজ্ঞানলুব্ধ কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'ন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্ণ হইতেছে ভক্তি বৃত্তি—যাহা আত্মার নিত্যবৃত্তি দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য জন্ম-ভোগময়ী চেষ্টার অক্ষজ-জ্ঞানে শ্রীগুরু-দেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন। শিষ্য ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্তর্গত মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর কাল অবস্থান-কাল তাঁহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নিষ্কপট-সত্য নয়নে দেখিবার সুযোগ পা'ন।

চিকিৎসকের অধীনে যে সময় রোগী আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা কালে কখনই তাঁহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে কালে জীব কর্ম্ম-ভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সে-কালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্য-ক্রমে যদি কোন নিষ্কপট সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'ন, তখন শিষ্যক্রব জীব তাঁহার এক বৎসর কাল সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব-ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে। আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহ বাদীকে তাঁহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন।

থাকেন অন্যায় শিষ্যই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না, সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। যেকালে শিষ্যব্রুব আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যব্রুবত্ব হইতে পতন হইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া নামে উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজ গুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহা-কেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন। যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আর গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত করিবেন না। তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ পরীক্ষা বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিষ্কপট সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেও অশক্ত শিষ্য-ব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

মহামহোৎসব

গত ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইতেছে। প্রত্যহ উষায় মঙ্গলারাত্রিকের কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী, পূর্ব্বাহ্ণে নগর-সংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ-সম্মান, অপরাহ্ণে হরিকথা ও [illegible], সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও প্রদোষে [illegible] সংকীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ সম্মানাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে।

আগামী ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার দিন শ্রীবলদেবাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। সজ্জনগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

[illegible]

'গৌড়ীয়-দর্শনে'র বক্তৃতা

গত ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে একটি বিরাট সভার অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী [illegible] সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত [illegible] পি. আর. এস; পণ্ডিত [illegible] চক্রবর্ত্তী; কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ; অধ্যাপক [illegible]; [illegible] নিয়োগী এম. এ. পি. এইচ. ডি. আই. ই. এস. পি. আর. এস; শ্রীযুক্ত [illegible] এম. এ. আই. ই. এস, [illegible] কলেজ; [illegible] এম. এ. [illegible]; অধ্যাপক [illegible] এম. এ., বি. এল; অধ্যাপক [illegible] এম. এ.; অধ্যাপক ডি. এন. [illegible] এম. এ.; [illegible] গোবিন্দ লাল [illegible] ডি. এল. হাইকোর্ট; পণ্ডিত [illegible] এম. এ. বি. এল প্রভৃতি শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] 'গৌড়ীয়-দর্শন' সম্বন্ধে [illegible] দার্শনিক বিচার [illegible] গৌড়ীয়-দর্শন কিরূপে [illegible] করিয়াছে, তাহা [illegible] দার্শনিক-জগতের [illegible] ইতিহাস ও দার্শনিক [illegible] প্রদর্শন [illegible]

[illegible] গৌড়ীয় ও 'সুগৌড়ীয়' কোন [illegible] 'গৌড়ীয়' শব্দে পরিচিত হইতে [illegible] 'বর্ণ' শব্দের তাৎপর্য্য এবং গৌড়ীয়-দর্শনে 'লীলা' পরিভাষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—বর্ণের ভূমিকা [illegible] এবং লীলার ভূমিকা [illegible]। বর্ণ—বিবর্ত্তের অন্তর্গত, অবস্তু, সাপেক্ষ, [illegible], আর লীলা—স্বরূপের [illegible] সম্পূর্ণ বস্তু, নিরপেক্ষ ও নিত্য। গৌড়ীয়-দর্শন—অতীন্দ্রিয় দর্শন, সেই অতীন্দ্রিয়কে দর্শন করিতে হইলে শ্রুতি-দ্বারে দর্শন করিতে হয়। শ্রুতি বা শব্দের সার্থকতা [illegible] করিতে গিয়া স্ফোটবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং পাণিনি-দর্শনোক্ত স্ফোটবাদের যে সাধারণ বিচার [illegible] জয়তী, [illegible] প্রাচীন বৈয়াকরণ, কাশিকা প্রভৃতি [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে [illegible] খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া অর্থাৎ [illegible] পরমাত্মা-নাম [illegible] স্ফোটবাদের এই বিচারের বিরুদ্ধি—যাহা [illegible] শ্রীজীব গোস্বামিপাদের হরিনামামৃত ব্যাকরণে পূর্ণ স্ফুটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিশেষ বিবৃত করিয়া গৌড়ীয়-দর্শনে [illegible] বিচার প্রদর্শন করেন। স্ফোটবাদের সাধারণ বিচার বর্ণ ও বর্ণী-ভেদ [illegible], কিন্তু যেখানে বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, মধ্যে ভেদ নাই, সেখানে যে স্ফোটবাদের তাৎপর্য্য, তাহাই গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা। স্ফোটবাদোক্ত বর্ণাতিরিক্ত, [illegible] আলোচনা-মুখে গৌড়ীয়-দর্শনে বর্ণ ও বর্ণীতে [illegible] গৌড়ীয়-দর্শন [illegible] মতে, তাহা [illegible] করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগ-[illegible] বিচার করেন। গৌড়ীয়-দর্শন কেবল [illegible] নহে, [illegible]

[illegible] গৌড়ীয়-দর্শনে [illegible] নিরীশ্বর চার্ব্বাক, [illegible] বৌদ্ধ [illegible] দর্শনের [illegible] অনুভিক্ষ-দর্শন, [illegible] বাক্‌সর্ব্বস্বরূপী মীমাংসক, উৎপত্তি-[illegible] নৈয়ায়িক, [illegible] বৈশেষিক, তৎপরে চারিপ্রকার ঈশ্বর-দর্শন, যথা—[illegible]-পাতঞ্জল দর্শন, শৈব-দর্শন, [illegible] ও [illegible]-দর্শন সম্বন্ধে বিচার করেন। তৎপরে [illegible] কিরূপে বিচারিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন। মহাপ্রভু এই সকল দার্শনিক বিচার এবং [illegible] বিচার করিয়াছেন, তাহা [illegible] গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য জানান। [illegible] সরস্বতী [illegible] এবং কেবলাদ্বৈত-দর্শনের সঙ্গে গৌড়ীয় দর্শনের যে বিচার শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন,—

'যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
পরের মতের খণ্ডন করে তাহা হইতে॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-জ্ঞান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয়মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত-দর্শন॥
বেদান্ত-মতে—ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' সগুণ॥'

(চৈঃ চরিতামৃত)

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মণ-ক্রব

বেদপাঠী বিপ্রের পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলে। প্রজাপতি ব্রহ্মার অধস্তনকেও ব্রাহ্মণ বলে। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বেদ', সুতরাং বেদাধীতীও ব্রাহ্মণ। [illegible] বলেন, সকল মনুষ্যই ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সকলেই ব্রহ্মার সন্তান, সুতরাং ব্রাহ্মণ, কিন্তু শ্রৌত ও স্মার্ত্ত পালন না করিলে সাধারণতঃ ব্রহ্মার সকল সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করা হয় না। [illegible]

[illegible] বলিয়াছেন,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

———

[illegible] জাতকর্ম্মাদি অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা [illegible] লিখিত আছে—"জাতকর্ম্মাদিভিরষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারৈঃ [illegible] ন ব্রাহ্মণঃ। [illegible] ইতি স্মৃতিঃ।" মূল প্রমাণ, যথা—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ
বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যক্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

———

ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্রবের পুত্র ব্রাহ্মণ, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে নাই। ব্রাহ্মণক্রব সম্বন্ধে মনুসংহিতা ২য় অঃ ৮৫ শ্লোকে দানফলের পরিমাণ বিষয়ে অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণক্রব, [illegible] ব্রাহ্মণ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণের এরূপ লিখিত আছে—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥"

কুল্লুক ভট্ট টীকায় লিখিয়াছেন—যো ব্রাহ্মণো [illegible] ব্রাহ্মণ ব্রবীতি স ব্রাহ্মণব্রুবঃ।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১০৯ অধ্যায়ে 'ব্রাহ্মণক্রব' সংজ্ঞানিরূপণে চারিটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদি [illegible] যঃ
নৈমিত্তিকন্তু যো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণক্রব উচ্যতে॥
[illegible] নিয়মস্থিতঃ
কর্ম্ম কিঞ্চিন্ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণক্রবঃ॥
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণক্রবঃ॥
অধ্যাপয়তি যো নিত্যমধীতে [illegible]
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈর্যুক্তঃ স্যাৎ ব্রাহ্মণক্রবঃ॥"

যাঁহারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত হন নাই, অথচ বর্ণা-[illegible] হইবার সকল যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণক্রব।

মহাভারতে যে শান্তিপর্ব ১৮৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্‌॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ

কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।

ত্যক্ত-বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।

শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥"

ব্রাহ্মণ নিরূপণ বিষয়ে দুই প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণের শৌক্র আধস্তনিক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অভিগমন করিলে তাহাকে গুরু বেদপাঠের উপযোগী জানিয়া কৌলিক রীতি অনুসারে বেদসমীপে আনয়ন করিবেন—ইহাই গোভিল কাত্যায়ন প্রভৃতি গৃহ্যসূত্র মত। বাজসনেয়িগণ এরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু একায়ন-শাখিগণ সাবিত্র-জন্মের উপযোগিতা স্বীকার না করিয়াও যোগ্যশিষ্যকে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করান। শাখা-ভেদে বিভিন্ন পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শূদ্রবংশোদ্ভব কবষকে উপনীত করাইবা ঋষিত্বে গণনা করা আচার্য্যের কৃত্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদে জবালার ঐতিহ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও "পৈতাং ন দিবেৎ" সম্প্রদায়ের মৎসরতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

কপটগুলি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ যে, তাহারা নিজে সুবিধা পাইবা পরদ্রোহে পরমপ্রবীণ। বাঙ্গালা দেশে শৌক্রপদ্ধতিমতে যে সংস্কার প্রদত্ত হয় এবং "পৈতাংন দিবেৎ" সম্প্রদায় যাহা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া স্বায়ত্তীকৃত করিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদিগের সম্বন্ধে সে দিবস জনসমাকুল বাষ্পীয় যানের কক্ষবিশেষে আমরা যে গল্পটী শুনিয়াছি, তাহা এই—

কোন কান্যকুব্জ শৌক্রকুলোদ্ভূত একটি পাঞ্জাবদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"বঙ্গদেশে শৌক্রপদ্ধতিমতে যে ব্রাহ্মণতা চলিতেছে, তাহা আর কিছুই নয়। এই বাষ্পীয় যানের জনসমাকীর্ণ আরোহিগণের মধ্যে যে আরোহী বলপূর্ব্বক দ্বাররোধ পূর্ব্বক যানের ভিতরে উঠিয়া পড়িয়াছেন, তিনি অন্য আরোহিগণকে গাড়ীতে উঠিতে দিতে চান না। ব্রাহ্মণত্বের পাঠ বিলীন হইয়া বেদ-রহিত নিরক্ষর বিপ্রও আপনার সংস্কার-গৌরবে স্ফীত হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণব্রুব বলিবার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়া যানে আরোহণোদ্যত স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে অবহেলা করিতেছেন, যেন না, তিনিই অগ্রে যানারোহণ করিয়াছেন এবং উহাতে একমাত্র তাঁহারই যোগ্যতা বিদ্যমান।"

উপরিলিখিত আর্বিভী শুনিয়া সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্তি হইবে। নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন ইতিহাসগুলি আলোচনা করিবার পর তাঁহারা অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমপদ্ধতির বর্ত্তমান পক্ষাঘাত ব্যাধি অবলোকন পূর্ব্বক বৈষ্ণবসার্ব্বিয় পদ্ধতিকেই বহুমানন করিতে শিখিবেন, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবাচারবিধি পদ্ধতির জনক শ্রীপাদ সনাতন ও তদনুজন শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর জয় হউক। তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর জয় হউক। তাঁহার রচিত 'সৎক্রিয়া সার দীপিকা' ও পরিশিষ্ট 'সংস্কার-দীপিকা' শীঘ্রই সমগ্র জগতে "পৈতাং ন দিবেৎ" সম্প্রদায়ের হৃৎকম্প উপস্থিত করুক। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর 'সংস্কার চন্দ্রিকা' ভারতীয় দৈব সাত্বত সম্প্রদায়ের গৃহে গৃহে পরিপালিত হউক। এতৎপ্রসঙ্গে জাঙ্গোপাদ্মা মাঠামঠরাও 'পৈতাং ন দিবেৎ' সম্প্রদায় কি বলেন?

"পৈতাং ন দিবেৎ" সম্প্রদায় হুঁকোর খোল ও নলচি বাদ দিয়া হুঁকোর তামাকু সেবন করিতে শিখিয়াছেন—এ সাত্বিক দেখিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের ইন্দ্রজাল-বিদ্যা বা চাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডাভ্যস্তকুলধুরন্ধর তর্করত্ন ও তর্কপঞ্চানন তাঁহারাও এবিষয়ে কি বলিতে চান?

তাঁহারা কি মহাভারত ও হরিভক্তিবিলাসে 'দীক্ষা-বিধান-কৃত্যে' পড়েন নাই—'গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ।' এরূপ বহু বহু প্রমাণ তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না কেন?

নাস্তিক।

'নাস্তিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেখা যায়, পাণিনির মতে যাঁ সঃ নাস্তি পরলোক ঈশ্বরো বেতি মতিরস্য স এব নাস্তিকঃ অর্থাৎ যিনি বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বা যাঁহার মতে ভগবান্ ও পরলোক নাই, সেই ব্যক্তিই 'নাস্তিক' পদবাচ্য। মনুসংহিতা (২।১১) বলেন—"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥"

যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র বা তর্ককে আশ্রয়পূর্ব্বক বেদমূল বেদ ও স্মৃতিকে অনাদর করে, সেই সকল বেদনিন্দক 'নাস্তিক' বলিয়া আখ্যাত।

প্রত্যক্ষবাদের উপরই তর্কশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষবাদিগণ বহিঃপ্রজ্ঞা (যথা চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ বা মন) দ্বারা যাহা বিচার করিয়া উঠিতে পারেন, তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করেন। 'নাস্তিক' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক, ইত্যাদিগকেই জানি। কারণ, ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকের মতে আত্মা বা পরকাল নাই। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—মৃতদেহ পোড়াইলে ছাই হয়, সুতরাং ছাই কি আর ফিরিতে পারে? সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধকেই নাস্তিক বলিয়াছেন। ইহারা একমাত্র প্রত্যক্ষই স্বীকার করেন। ইহারা আত্মা স্বীকার না করিলেও জন্মপ্রবাহ স্বীকার করেন। চেতনাই না সুখ-দুঃখের অনুভূতিই করের কারণ। সুতরাং অচিৎ বা চেতনা-বর্জ্জিত হওয়া বা জন্মাভ জন্মপ্রবাহ রূপ দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় বা নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ।

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এই মায়াবিধ অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়া বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আবার জীবকে পরম সত্য দর্শন করাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাসদেব স্বয়ংই তাঁহার এক বিপুল অকৃত্রিম কাব্য রচনা করিয়াছেন। যেখানে সূত্রকর্ত্তা ও ভাষ্যকর্ত্তা একই ব্যক্তি, সেখানে সূত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে কোনও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। যথা—গারুড়ে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।"

তাৎ—স্কন্দে।

এই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই বেদান্তের ১ম সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পরম সত্যের বাস্তবতা স্থাপন করিয়াছেন। ... [illegible] ... শ্রীমদ্ভাগবতের ... [illegible]

—[illegible] অর্থাৎ [illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণই [illegible]। এই অবৈষ্ণব [illegible] প্রত্যক্ষবাদী [illegible] চাহেন, তাঁহারাই নাস্তিক।

বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মানিয়া লইতে যাহারই মায়ার ক্রিয়া বা নাস্তিকতা, এই বস্তু বৌদ্ধ বৌদ্ধই, জৈন, নাস্তিক, চার্ব্বাক, নাস্তিক, কিন্তু ইহারা ছাড়া আরও অনেক প্রকার নাস্তিক আছেন। তাঁহাদের নাস্তিকতা আরও অধিক বেশী। যাহারা বুদ্ধিমান্ ও সক্ষ্ম-সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা এ বিষয়ের বিষয়েক আলোচনা করিবেন। মায়াবাদের বহিমুর্খ-হইলে-পরমসত্যা-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন না। আমরা বিশ্বকুলেতের পরমসত্যের ধ্যানকারী শ্রীব্যাসদেবের অনুগত জনের একটী পরম উপাদেয় গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক,

বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

সৌগতগণ প্রকাশ্যভাবে বেদ না মানার জন্য নাস্তিক পদবী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ বেদকে আশ্রয় করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে নাস্তিক হইয়াছেন। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫ অঃ ৭ম শ্লোক :—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

ঐ—৬২।৩১ শ্লোক—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তুঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

বরাহে—

"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।

ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠে বলিয়াছেন—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।

অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥"

"শ্রীবিগ্রহ" বলিতে [illegible] সাধারণতঃ প্রতিকে [illegible] বিগ্রহকে [illegible] করে। তাঁহারা নাস্তিক জীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত [illegible] [illegible] নিকট প্রকাশিত [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] —(১) [illegible] [illegible]

[illegible] (৫) [illegible] ([illegible]) [illegible] মূর্ত্তি [illegible] অভিজ্ঞিত। এই [illegible] সম্প্রদায় মাধ্যবাদিগণের [illegible] প্রকারে যৌক্তিক যুক্তিযুক্তিতে [illegible] অভাব বশতঃ উহা নাস্তিক বা অভিমানিতার পুত্তলিকা মাত্র; [illegible] উপায় শ্রীবিগ্রহ নহেন। যথা হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাস ৩০৩ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন,—

"ধূপিতে পূজিতে মূর্ত্তে মানবিবর্জ্জিতে।
মন্ত্রহীনে [illegible] পতিতে চাণ্ডমিনু।
[illegible] পরিতপ্তক্ষিতে।
[illegible] চক্রঃ পরিণামং
বিবেকিনঃ॥"

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি শ্রীসনাতনের [illegible] হরিভক্তি-বিলাসের ১৯শ বিলাসে, লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিধানের তাৎপর্য্য এই যে অন্তর্য্যামী ভগবান্ উদাসীন-ভাবে [illegible] অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর চক্ষে তাঁহার ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন; ঐ সেবাপরা বৃত্তিকে জাগরিতা করিতে হইলে হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেবা-[illegible] সাধকের প্রয়োজন হয়, তাহাই প্রাণ-স্বরূপ বহির্গতে শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা।

শাস্ত্র বলেন, শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রতিষ্ঠিত হইলে, জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টাপরতা হইতে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়। যথা, হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাসে, একাদশ স্কন্ধের ভাগবত-বাক্য,

"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-
মন্দিরম্।"

(ভাঃ ১১।২৭।১৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

"[illegible] প্রতিষ্ঠা। জীবমন্দিরম্ সর্ব্বজীবাশ্রয়[illegible] [illegible]" অর্থাৎ [illegible] অনাস্থিত নামই প্রতিষ্ঠা। আর 'জীবমন্দির' বলিতে সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্। সুতরাং 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণ-স্বরূপ ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রকটরূপে স্থাপন করা বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীবিগ্রহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই। তথাপি [illegible] কর্ম্মমার্গে জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের [illegible] বুদ্ধি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাসের এই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রাণ-[illegible] [illegible] উপ-লব্ধ হইলে, তাহাতে দেহ-দেহীভেদ-জ্ঞান বা [illegible]—এইরূপ [illegible] সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিগ্রহের [illegible] [illegible] নিবেদন করিবার [illegible] ([illegible] ১৯।২১—২৯৫)। উহা অর্চ্চাবতারের অঙ্গ-বিমোহন ও জ্যোতির্-বর্দ্ধন-লীলা মাত্র। ঐ বিধি [illegible] আবাহন-বিসর্জ্জন বা কাগজ নহে। উদাহরণ-স্বরূপ যথা, ভগবানের ভয়, স্নেহ নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ [illegible]-শ্রীকৃষ্ণের ভয়, শিশুপাল-জনিত ক্রোধ, গোচারণ প্রভৃতি লীলার পরিশ্রম, তজ্জনিত নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানে ঐগুলি না থাকিলেও ভক্তগণের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষের নিমিত্তই তিনি ঐগুলি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে হইবে না।

অনুভূতিবাদের সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১৯ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবাদের কোন নিকাম ভক্ত হয়ত বলিতে পারেন যে, 'অস্তি কিঞ্চিৎ' অর্থাৎ কিছু বটে, এই অনুভূতিটুকু ব্যতীত অন্য যে জাতি গুণ-আকারাদি কৃত ভেদ আছে, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। কোন অবলম্বন বা আশ্রয় ব্যতীত সর্ব্ব[illegible]-রূপ ভেদের গ্রহণ হইতে পারে না, এই অকিঞ্চিৎকর যুক্ত্যাভাস বলে, অনুভূতির সবিশেষতা অপ্রতিপন্ন করিবার যে প্রয়াস, তাহা যেন খদ্যোত দ্বারা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের জ্যোতির্দীপ্ত রূপরাশি আবরণ করিবার উদ্যমবৎ হাস্যাস্পদ ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যদি জাত্যাদি পরম্পরাভাবরূপ ভেদ গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইত, তাহা হইলে লোকে অশ্ব ক্রয় করিতে যাইয়া ছাগ ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতে পারিত, কিংবা কাহারও ঘটের প্রয়োজন হইলে ঘট ক্রয় করিতে যাইয়া বিক্রেতা যদি তাহাকে পট প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিক্রেতাকে এযে পট, আমি ইহা চাহিনা, আমাকে ঘট দেওয়া হউক, এরূপ বলা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।

[illegible] 'অস্তি কিঞ্চিৎ' এইরূপ নির্ব্বি-শেষ বিষয় মানিতে প্রস্তুত, অথচ জাত্যাদি-কৃত ভেদকে প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কোন তীর্থে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া [illegible] জন-সংঘের সংঘট্ট হইয়া পড়িলে কোন পর-স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব হরণ করিয়া তাঁহাকেই স্ত্রী বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যায়, প্রতিবাদি-গণের এরূপ ঘটনা ঘটিলেও প্রচুর লোক-সংঘট্টের ভিতর হইতে আকৃতিকৃত ভেদের প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভব লাভ করিয়াই উহার স্ত্রীকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন এবং হাসিমুখে সস্ত্রীক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর 'অস্তি কিঞ্চিৎ' সহ জাত্যাদি কৃত ভেদও যে প্রত্যক্ষগোচর, সে বিষয়ে বোধ করি, আর প্রতিবাদিগণের কোন সন্দেহ থাকিবে না এবং তাঁহাদিগকে এই গুরুতর সিদ্ধান্তবিরোধক যুক্তিটী প্রদর্শন করাইয়া দিবার জন্য আশা করি আমা-দিগকে একটু সুনজরেই দেখিবেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে অনুভূতি, নির্ব্বিশেষ নহে, সবিশেষ।

তবে কোন কোন স্থলে অনুভূতি নির্ব্বি-শেষ বলিয়া ভ্রম হয়, তথায় বস্তুর জাতি-গুণাদি অভিব্যক্ত অথবা অব্যক্ত বলিয়াই ভ্রম [illegible], আবার কোথাও গ্রহণ-শক্তির ন্যূনতাবশতঃ ঐরূপ ভাণ হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

মায়াবাদী আরও বলিয়াছেন যে, ঘটো-হস্তি' ইত্যাদি অনুভবকে ঐ অনুভব-মাত্রই ঘটাদি অভাবিক পদার্থের বোধ জন্য, বলিয়া ব্যাবর্ত্তন হয়। আচ্ছা এই নির্ণয়টীও কি বিভাজ্যবিষয়ক নহে? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, কি, একটিতে বাধ হয়? অবিরোধে কি কোথাও বাধ হয়? বিভিন্ন দুইটি অনুভবের মধ্যে বিরোধ হইলেই উভয়ের একটীর বাধ হইয়া থাকে। ঘটানুভব, পটানুভব ইত্যাদি সুকলের মধ্যে যে কোন দুইটী অনুভব লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ দুই পৃথক্ অনুভবে দেশকালাদির ভেদবশতঃ কোনরূপ বিরোধ হওয়াই সম্ভবপর নহে। যদি ঘট ও পট-[illegible] দুইটী অনুভব একই সময়ে হইতে পারিত, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল এবং সেই বিরোধবশতঃ উহাদের মধ্যে যে কোন একটির [illegible] হইতে পারিত। কিন্তু বিরোধ হওয়ার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বাধও হইতে পারে না। ঘটো-হস্তি ইত্যাদি অনুভবে ঐ অনুভব ও ঘটাদি অভাবিক পদার্থে দেশকালাদির ভেদ থাকা-বশতঃ কোন বিরোধ নাই, বিরোধ না থাকায় বাধও নাই এবং বাধ না থাকায় ব্যাবৃত্তি হইতে পারে না। আচ্ছা ভাল, যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে বাধ বা ব্যাব-র্ত্তন হয়, তাহা হইলে ঘটাদির অভিজ্ঞতা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যাইবে মানিব; তবে মায়াবাদিদিগ্ মহোদয়; আপনাদের এইরূপ দার্শনিক যুক্তির অভিনব-আবর্ত্তে পড়িয়া যদি কেহ ইহা সহ্য করিতে অক্ষম হয়, দেখিবেন যেন দয়া করিয়া ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না।

অনুভূতির নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন-প্রয়াসী মায়াবাদীর এই অনুভূতি-বাদ যে কত অসংখ্য ক্রটিবিশিষ্ট, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক, উহার আরও কয়েকটি কথার কিছু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

ইঁহারা বলিতেছেন যে, 'জ্ঞান পদার্থ কাহারও বিষয় হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় বা জ্ঞাপ্য নহে। উহা স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রহণ অপর কেহ করাইয়া দিতে পারে না।' আচ্ছা আপনাদের এ কথাটি কি সত্য? অপর কাহারও অনুভব কি স্বীয় অনুভবের বিষয় হয় না? এবং অতীত কালের বিবিধ অনুভব কি বর্ত্তমান কালের জ্ঞানের বিষয় হয় না? অথবা বর্ত্তমান সময়ের অনুভবকে কি ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞানের বিষয়রূপে পাওয়া যাইবে না? আরও বলিতেছেন যে, যাহা কাহারও বিষয় হয়, তাহা জড়। সুতরাং অপরের অনুভব স্বীয় হইলে অথবা অতীতের অনুভব বর্ত্তমানে অনুভূত হইলে, সেই অনুভবকে আর অনুভব বলা চলিবে না, তাহাকে জড় বলিতে হইবে—একথা অতীব আপত্তিজনক। জ্ঞানপদার্থ কাহারও বিষয়, হয় না, একথা নিতান্ত সাহসের। জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইলেও উহা অপরের অনুভবের আশ্রয়। আচ্ছা জ্ঞানবস্তুর স্বরূপই এইরূপ, যে বস্তুর স্বভাব যাহা, তৎসম্বন্ধে ঐরূপ তর্ক বৃথা।

মায়াবাদী আবার বলিতেছেন যে, যিনি স্বীয় সত্তা দ্বারা প্রকাশ করেন, তিনি অজড়, অনুভূতি স্বীয় সত্তা দ্বারা প্রকাশিত হয়েন বলিয়াই অনুভূতিই (জ্ঞানই) আত্মা। উত্তম যুক্তি বটে, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে এ কথাটী বলার ফল এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, দীপ স্বীয় সত্তা দ্বারা প্রকাশ করে বলিয়া উহাও অজড়, অর্থাৎ চেতন, সুতরাং প্রদীপও আত্মা।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে বসিয়া যেখানেই যখ যাহা হইয়া যাহা তাহা লিখি-লেই কি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে? যেমন দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য না হইলে দেখনের সিদ্ধি হইতে পারে না, দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য না হইলে দর্শনের সিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ অহং রূপ জ্ঞাতা এবং তদ্রূপ জ্ঞেয় পদার্থের অভাবে জ্ঞান বা অনুভূতির সিদ্ধি হইতে পারে না। এবং এই হেতু আত্মা স্বয়-প্রকাশ হইলেও অহং পদ প্রত্যয় দ্বারা জানা যাইতে পারেন। অথবা অন্যপ্রকারে বলা যাইতে পারে, অহং আত্মার স্বরূপ এবং অনুভূতি বা জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৷৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের মূল্য ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৵০। ৶১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ তিনটাকা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশ; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং কালাভৈরবগলি, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ভিগিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯৮নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিংড়ী পোঃ, খামারগ্রাম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

গৌড়ীয় দর্শনের বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[illegible] গৌড়ীয় দর্শনের [illegible] ... [illegible] গৌড়ীয় দর্শনের [illegible] বিচার [illegible] ... [illegible]

[illegible] পরিত্যক্ত ([illegible]) [illegible] সম্প্রদায়ের বাদের বিচার প্রদর্শন করেন এবং বৈশেষিক, [illegible] বিচারে মূলের চতুর্দিকে পৃথিব্যাদি [illegible] নিত্য চতুর্বিধ [illegible] পরিমাণের অর্থাৎ পূর্ণ [illegible]-দর্শনের কথা বিচার করেন। [illegible] অন্তর্গত [illegible]-দর্শনের সহিত [illegible] বিশ্ব-বৈষ্ণব-দর্শনের তুলনায় যেমন, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], হার্টম্যান, [illegible], [illegible], কান্ট, স্পিনোজা, বার্কলি, হিউম, [illegible], [illegible] প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের দার্শনিক-চিন্তা-স্রোত বিচার করেন। লেমার্ক ও ডারউইনের মূল [illegible] ক্রম-বিকাশ-বাদ কিরূপে ভাগবতীয় দর্শনের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি—এই দশাবতারের বিচারে [illegible] ক্রম-বিকাশ-পরিণাম বিকৃত মূল অনুকরণ, [illegible] পূজা, [illegible] পূজার [illegible] কিরূপে বর্তমান [illegible] প্রচারিত [illegible]-পূজার অনুকরণ, [illegible] এবং [illegible] বাদের অন্তর্গত সন্দেহবাদ বশীভূত হইয়া কিরূপে [illegible] ও [illegible] পরিণত, আবার জীব বিচার-[illegible] হইতে ক্রম-বিকাশ, [illegible] জীবের সেবা-বৃত্তির [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] বর্জিত [illegible] উপাসনা, তৎপরে [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] উপাসনা, তৎপরে [illegible] রাজনীতি-সমর্থিত সীতা-রামের উপাসনা, [illegible] উপাসনা হইতে [illegible] উপাসনা, [illegible] উপাসনা হইতে মধুর-রসের উপাসনা, তাহা হইতে আবার [illegible] রাধাগোবিন্দের উপাসনা কিরূপে গৌড়ীয়-দর্শনের [illegible] অধিকার করিয়াছে, তাহা বিবৃত করেন।

[illegible] গৌড়ীয়-দর্শনে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] গৌড়ীয়-দর্শন [illegible], [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] অর্থাৎ পূর্ণ [illegible] কোন প্রকারে [illegible] দার্শনিক [illegible]। গৌড়ীয়-দর্শন [illegible] কথা [illegible]। [illegible] [illegible]

হইয়াছে, তাহাও প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেন। [illegible] স্থান [illegible], [illegible] গৌড়ীয়-দর্শনে কোন দেশ কাল পাত্রগত জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই, গৌড়ীয়-দর্শন —সার্বভৌম-দর্শন। আচার্যপাদ বিভিন্ন [illegible] বৈচিত্র্যপূর্ণ বাগ-বাক্য-দ্বারা 'গৌড়ীয়-দর্শন' ব্যাখ্যা করেন। গৌড়ীয়-দর্শন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই সকল কপটতার অতীত বাস্তব-সত্য দর্শনের সন্ধান প্রদান করেন। গৌড়ীয়-দর্শনে মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তির কথা বিশেষভাবে বিবৃত আছে। গৌড়ীয়-দর্শন অভিধেয় মূলক, তাহা নীরস নহে—সম্পূর্ণ সরস। গৌড়ীয় দর্শনের বিচারে ভগবৎ-প্রীতিতেই নিজ প্রীতি পর্যবসিত। গৌড়ীয় যেরূপভাবে দর্শন করেন, সেরূপভাবে দর্শন করিলেই গৌড়ীয়ের দর্শন হইবে,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ইহাই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা। গৌড়ীয়-দর্শনের কথা উপনিষদ্ [illegible] 'নিত্যো নিত্যানাং', 'হিরন্ময়েন পাত্রেণ' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'রসো বৈ সঃ', 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে', 'অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানম্', 'তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি', 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্' প্রভৃতি বহু বহু বেদ-মন্ত্রের গীতি আড়ম্বরে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবর্ত্তকৃতিগত স্ফোটবাদ দার্শনিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে [illegible] নাম চিদি [illegible] 'তৎসৎ' মন্ত্রে গৌড়ীয়-দর্শনের মূল কথা প্রচার করিয়াছেন। যে স্ফোটবাদ বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ স্থাপন করিয়াছে, সেই স্ফোটবাদই গৌড়ীয়-দর্শনের বিবর্ত্তকৃতিগত হইয়া ছান্দোগ্যের মন্ত্রে গৌড়ীয়-দর্শনের নিত্যসিদ্ধ সত্তা আবিষ্কার করিয়াছে—

"[illegible] উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ
স উদ্গীথঃ" ।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্ন-
ত্বান্নামনামিনোঃ॥"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

প্রাকৃত সহজিয়ার উপলব্ধির বিষয় নহে

চণ্ডীদাস ও রামী, বিদ্যাপতি ও লছিমা দেবী সংক্রান্ত নানাপ্রকার ঘৃণিত কথা নীচ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রচারিত কিম্বদন্তী মাত্র। উক্ত কামী ভোগিগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি-অনুসারে ঐ অপবাদগুলি শুকবাক চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ নিজ ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া লইতেছেন। সহজিয়াদের অস্পৃশ্য জাল পুঁথিগুলিতেই পরবর্ত্তি কালে ঐ সকল অপরাধ মূলক বিষয় স্থান পাইয়াছে। "বৈ-দিগ্দর্শনী" নামক একখানা অসংখ্য ভ্রমপরিপূর্ণ সহজিয়াবাদ-প্রচারকারিণী বৈষ্ণববিরোধিনী নবীনা পুস্তিকায় এই সকল কথা স্থান পাইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—যাঁহার একমাত্র শিক্ষা "অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৪), যিনি কীর্ত্তনীয়া ছোট-হরিদাস দ্বারা [illegible] স্ত্রীলোক মহাজনের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জীবন্ত ভাবে জগতে প্রচার করিলেন; যাঁহার "ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১২০)—শিক্ষা [illegible] প্রদান করিলেন; যাঁহার "দুষ্টজন মধ্যে ক্রুদ্ধপর সব স্ত্রী-সম্ভাষণে।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৪৪) যাঁহার শিষ্যস্বরূপ রসতত্ত্বাচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামী "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৩)—এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর এবং আচার্য্য শ্রীস্বরূপ, রূপ, যে মহাজনদ্বয় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত রসপদাবলীকে নিত্য-কণ্ঠভূষণ-স্বরূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চরিত্রে যে কোন প্রকার অপবাদের অবকাশ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি থাকিতে পারে? ঘৃণিত কামুকগণ নিজ নিজ ভোগীরূপ মহাজনের চরিত্র কলুষিত করিবার উদ্দেশে এবং নিজ নিজ দুষ্কর্মজনিত পাপ পোষণ করিবার জন্য জাল পুঁথি রচনা করিয়া এবং তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাদৃশ নীতি-বর্জ্জিত অশিক্ষিত সমাজের বিলাসের ইন্ধন যোগাইতেছে মাত্র।

শ্রীগৌরমন্ত্র

দেবতামাত্রেরই 'নাম' ও 'মন্ত্র' আছে, গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন, তখন তাঁহার মন্ত্র যে অবশ্যই শাস্ত্রে আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চাবিগ্রহ তাঁহার সময় হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চাবিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁহার মন্ত্রাদিও—নিত্য, নাম, মন্ত্র ও বিগ্রহ অভিন্ন। গৌরসুন্দর বৈকুণ্ঠ বস্তু। অগ্রে কৃষ্ণ ছিলেন, পরে গৌরসুন্দর হইলেন বা অগ্রে গৌর ছিলেন, পরে কৃষ্ণ হইয়াছেন এরূপ নহে, উভয়েই নিত্য। গোলোকের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠে গৌরকৃষ্ণ তদীয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত হইতেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর হইতে অভিন্ন, তাঁহার নাম ও মন্ত্র অনাদি ও নিত্য। রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি ভগবদবতার-সকলের মন্ত্র শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং"—(৭।৯।৩৮)—এই ভাগবতীয় পদ্যানুসারে গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নাবতার জানা যায়। প্রচ্ছন্নাবতারের মন্ত্র, সকল শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার মন্ত্র থাকিতে পারে না—এরূপ বিচার সমীচীন নহে। আবার কোন শাস্ত্রই যে প্রচ্ছন্নাবতারের মন্ত্র প্রকাশ করেন নাই—তাহাও নহে। কারণ 'ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র', 'অনন্তসংহিতা' প্রভৃতি সাত্বত-তন্ত্রে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে সেই মন্ত্র আম্নায়-পারম্পর্য্যে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। ইনি শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিক্ষানুসারে "ভজনপদ্ধতি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে 'গৌরমন্ত্রের' উল্লেখ আছে। চিড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজীও 'পূজাপদ্ধতি' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কালনা শান্তিপুরের কোন কোন অর্বাচীন পুরুষক করিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চাবিগ্রহ থাকিলেই যে তাঁহার মন্ত্র স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ বলা যায় না। কেননা গৌরকৃষ্ণ অভেদ সুতরাং কৃষ্ণমন্ত্র দ্বারাই গৌরবিগ্রহের উপাসনা বা পূজা হইবে। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা বা কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজায় কোন পার্থক্য নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া গৌরমন্ত্রের দিকার নাই,—এরূপ নহে। গৌরকৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি অপরাধ জননী। যাঁহারা বলেন, আমরা কৃষ্ণমন্ত্র স্বীকার মাত্র করিব, গৌরমন্ত্র স্বীকারের প্রয়োজন নাই, অথবা গৌরমন্ত্র স্বীকার মাত্র করিব, কৃষ্ণমন্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা উভয়েই ভেদ-বাদী। এই জন্য জড়বুদ্ধি পরিহার করিয়া নিষ্কপটে গৌরকৃষ্ণের সেবা করিবার উপদেশ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২৫শ, ২৭০—

চৈতন্যলীলা অমৃতপূর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দুঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥

অনর্থ মুক্ত স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তগণ অপরাধ-শূন্য শুদ্ধকৃষ্ণনাম-গ্রহণফলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহাদের অর্চ্চন মার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা স্বরূপতঃ নাই, কিন্তু কদর্য্যশীল, বিক্ষিপ্তচিত্ত, জড়গন-প্রমত্ত ব্যক্তিদিগের জড়প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিক মার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভ)। বিশেষতঃ কৃষ্ণনাম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য বস্তু, কিন্তু গৌরনাম বা গৌরমন্ত্র অমুক্ত কুলেরও উপাস্য। গৌরনাম গ্রহণের ফলে আমাদের অপরাধ শীঘ্রই বিদূরিত হয় ও পরক্ষণেই আমরা গৌরাভিন্ন কৃষ্ণনাম গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করি। বদ্ধজীবের কৃষ্ণনাম-গ্রহণাপেক্ষা গৌরনামগ্রহণের যোগ্যতা অধিক—এতৎ প্রসঙ্গে "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" (চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪), 'চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার' (চৈঃ চঃ আদি ৮৩১) ইত্যাদি আলোচ্য।

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা

শঙ্করাবতার শ্রীল দ শঙ্করাচার্য্য অক্ষজ জ্ঞান-বাদীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় অধোক্ষজ শ্রীভগবানের আদেশে বেদবিরুদ্ধ কল্পিত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অক্ষজবাদিগণ বুঝিয়া বুঝিতে পারেন না যে, অধোক্ষজ বা বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। এইজন্যই বেদ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া" "যেন ঊ" ইত্যাদি। জড়ীয় বিচার যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরই সকল সময় যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবে কি প্রকারে? ইট্টক-খণ্ড পর্ব্বতের সহিত সংঘর্ষ করিতে গেলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তদ্রূপ বুদ্ধি বা জ্ঞানবৃত্তিদ্বারাই আত্মস্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর।

"যদ্যপ্যসৌ প্রত্যক্ষেণ নান্যাদৃক্,"
"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"
"অথৈব তত্ত্বজিজ্ঞাসয়া তে
মদনুগ্রহাৎ"
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন
সেবয়া"

সূর্য্যালোকেই সূর্য্যদর্শন সম্ভব, বৈদ্যুতিক আলোক যতই প্রবল শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন, সূর্য্যদর্শন করাইতে পারে না। মায়াবাদ আর কিছুই নহে—প্রত্যক্ষবাদের চরম পরিণতি মাত্র। মায়াবাদী প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিচার করিয়া দেখিলেন, জগতের বস্তুমাত্রই নামরূপাত্মক বা বৈচিত্র্যময়। সুতরাং ব্রহ্ম বা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু নিশ্চয়ই জড়-বিপরীত বস্তু হইবেন অর্থাৎ নামরূপবিহীন নিরাকার নির্বিশেষ মাত্র। জগতের বস্তুতে ভেদ বর্ত্তমান, সুতরাং ব্রহ্ম জড়-বিপরীত স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত। ইহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা পরম সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেই কোনও না কোনও মতবাদে প্রবেশ করিতে হইবে। কেহ চার্বাকাদির ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ স্থূল-দেহকেই যথাসর্বস্ব সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে ও তদ্বিচারমূলে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিবে, নতুবা পূর্ণবিজ্ঞান শ্রীভগবানের চিৎশক্তি অস্বীকার করিয়া কল্পবিলক্ষণ নির্বিশেষ-মাত্র স্থাপন করিবে। এইজন্যই শ্রুতি বলেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং
রতাঃ।

অর্থাৎ কেহ অবিদ্যা বা বেদ না মানিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কেহ অতিবিদ্যার জালে পড়িয়া ঘোরতমে প্রবিষ্ট হইতেছে।

মায়াবাদ বেদ বিরুদ্ধ। কারণ বেদ ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিতেছেন—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।"

এই বাক্যে শক্তির বৈচিত্র্য এবং "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"—এই বাক্যদ্বারা নিত্যবস্তুর নানাত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি" [illegible] এই বাক্যে [illegible] উল্লিখিত হইতেছে। [illegible] তাঁহারা [illegible] পূর্ণ শুদ্ধভক্তিমূলে [illegible] নির্দেশ করিয়াছেন।

"অপাণিপাদো [illegible]
[illegible]
পুনঃ [illegible]
[illegible]"

সুতরাং পূর্ণবিজ্ঞানময় ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহাতে যুগপৎ সমস্ত বিরোধি গুণসমূহ থাকিতে পারে। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষ। তাঁহাতে বিভুত্ব ও অণুত্ব, সর্বজ্ঞতা ও অজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও ভক্ত-কৃপালুতা প্রভৃতি অসংখ্য পরস্পর বিরোধি গুণরাজি একই সময়ে অতি সুন্দরভাবে বিরাজমান থাকিতে পারে। ইহাই ভগবানের পূর্ণ স্বরূপের ও ভগবত্তার পরিচায়ক। নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ বা আংশিক পরমাত্মরূপ ভগবানেরই কোষ্ঠীভূত। এই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব ভগবানের প্রসন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা না থাকিলে আর বুঝা যায় না। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবাণী—

"[illegible] আত্মানং
[illegible]"

যাঁহারা একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন, তাঁহারাই মায়াবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভগবানের কৃপাবলে অধোক্ষজ-স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। যেখানে অবিদ্যা বা নিজে বিচার দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু বুঝিবার চেষ্টা [illegible] অতএব [illegible] [illegible] নাস্তিকতা। [illegible]—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]"

[illegible]

অনুভূতিবাদের সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

([illegible])

অতঃপর [illegible] যদি [illegible] কিন্তু বেদান্তাদির [illegible] করিতে যাইয়া যদি বলিয়া থাকেন যে, অনুভূতি এবং অহং একই, কেবল ব্যবহারতঃ পৃথক্ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলে তাহা আরও একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

আমি একণে জিজ্ঞাসা করি, অনুভূতি ও অহং যদি [illegible] পৃথক্ পৃথক্ প্রতিভাত [illegible] তবে [illegible] অনুভূতিরই অর্থাৎ আমিই জ্ঞান, এইরূপ ঐক্য অনুভূত হওয়া উচিত হইত না কি?

শুক্তি দেখিয়া যখন রজত প্রাপ্তি হয়, সেখানে পাইয়া অনুভব হয় 'ইদং রজতং' —অর্থাৎ ইহা রজত, তখন ইদং ও রজত একত্বকরণে ঐক্য সম্বন্ধে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন বিশিষ্ট [illegible] অনুভূতি ও অহং একত্বরূপে ঐরূপ ('অহং জ্ঞানম্' বলে) ঐক্য কখনও অনুভূত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে সকল লোকেরই [illegible] অনুভব হয়, তাহা প্রতিবাদিগণ, মায়াবাদিগণ [illegible] বলিতে [illegible] করিবার পর একটু [illegible] দেখিলেই অনুভূতি ও অহংএর ঐক্যভ্রম তাঁহাদের বিদূরিত হইয়া যাইবে।

যিনি অনুভব করেন, তাঁহার অনুভবসম্বন্ধে [illegible] 'আমি অনুভব করিতেছি' আমার এই জ্ঞান [illegible] এই প্রকার অনুভবই হয়। [illegible] কুঠারাদি [illegible] যে প্রকৃতই পৃথক্, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মায়াবাদী [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] বিকার-রহিত এবং [illegible] আত্মবিকার [illegible] নহে। [illegible] বলিয়া মনে হয়।

মায়াবাদের [illegible] মায়াবাদীর এই [illegible] কি প্রকার [illegible] একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে।

[illegible] জ্ঞান [illegible] ধর্ম্ম এবং অহঙ্কার [illegible]। কিন্তু [illegible] অহঙ্কারের [illegible] জড়, [illegible] যদি [illegible] আত্মধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে [illegible] প্রাচীন ও প্রাচীনাদিগের [illegible] আত্মধর্ম্মবিশিষ্ট বলিলে কোন [illegible] কোন আপত্তির কারণ হইবে না। এইরূপ অলক্ষণ ও অসঙ্গত ব্যাপারে মনোভিনিবেশ না করিয়া মোহজনক মায়াবাদ-মরুর [illegible] পরিত্যাগ করিলেই সুধী সমাজে নৈতিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন, এবং তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অহংই জ্ঞাতা, অহংই আত্মা এবং জ্ঞান তাঁহারই ধর্ম্ম।

পাগলামি পরিত্যাগ করিয়া নৈতিক হইতে বলায় মায়াবাদীগণ-পাগলামি [illegible] আমাদের উপর চটিয়া গিয়া বলিতে পারেন যে, লৌহপিণ্ডে উষ্ণতা না থাকিলেও তাহাতে অগ্নির সম্বন্ধ হইলে যেমন উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে, তদ্রূপ অন্তঃকরণরূপ অহঙ্কার জড় হইলেও চিদ্রূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহা জ্ঞাতা হইতে পারে।

মত্তব্যক্তির যেমন পূর্ব্বাপর উক্তির কোন সম্বন্ধ থাকে না এবং সেই কারণেই তাঁহাদের উক্তিকে প্রলাপ বকা বা মাতলামি বলা হয়, তদ্রূপ মায়াবাদীর পূর্ব্ব উক্তির সহিত পর উক্তির কোন সঙ্গতি না থাকায় তাঁহারাও যে ঠিক প্রকৃতিস্থ নহেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

বলিতেছেন যে, চিদ্রূপ আত্মার সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণ জ্ঞাতা হইতে পারে। কিন্তু একথা বলিলে আর কি হইবে?

এরূপ বলিবার পথটি মায়াবাদী নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কারণ অগ্নি স্বয়ং উষ্ণ বলিয়া লৌহে উষ্ণতা সঞ্চারণ করিতে পারেন। কিন্তু মায়াবাদীর আত্মা যদি স্বয়ং জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, না হয়, তিনি জড় অহঙ্কারকে জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু মায়াবাদীর আত্মা নিজে জ্ঞাতৃত্ববিহীন হওয়ায় তিনি অহঙ্কারকে কেমন করিয়া জ্ঞাতৃত্বযুক্ত করিবেন? নিজের যাহা নাই, তাহা অপরকে দিবেন কেমন করিয়া? অর্থবিহীন ব্যক্তির পক্ষে মুদ্রা দান যেরূপ, [illegible] এই জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধ-বিহীন মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ আত্মার জড় অন্তঃকরণে জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম সঞ্চারের কথাও তদ্রূপ।

ইহাতেও যদি বলেন যে, ভাল, জ্ঞাতৃত্বের কথা থাকুক, অহঙ্কার ও আত্মা, এই উভয়ের মধ্যে কাহারও জ্ঞাতৃত্ব নাই থাকুক, কিন্তু অহঙ্কারে আত্মার অভিব্যক্তি প্রতিবিম্ব ত স্বীকার করা যাইতে পারে। যেমন দর্পণে মুখ দেখিলে লোক আপন মুখ তাহাতে দেখিতে পায়, তদ্রূপ অহঙ্কার দর্পণরূপে অভিব্যঞ্জক হইয়াছে এবং আত্মা তাহাতে নিজকে অনুভব করিতেছেন, এরূপ নির্দ্দেশ ও করা যাইতে পারে।

মায়াবাদীর এই যুক্তি শুনিয়া যদি কেহ বলিয়া বসেন যে, 'ওগো আমার মাতা বন্ধ্যা', তাহা হইলে তাহার এই উক্তিরই বা কি দোষ দেওয়া যাইতে পারে? কারণ, মায়াবাদের মতানুসারে আত্মা বা অনুভূতি স্বয়ং প্রকাশ এবং অন্তঃকরণাদি সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক। সুতরাং সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মরূপ অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক যদি অচিদ্রূপ (জড়রূপ) অহঙ্কারই হয়, তাহা হইলে কথাটি ঠিক আমার মাতা বন্ধ্যা বলার ন্যায় হইতেছে না কি?

এইরূপ বৃথা তর্কে অহং পদার্থই যে আত্মা, তাহা আরও উত্তমরূপেই অবগত হওয়া যায় এবং সেই অহং পদার্থই যে জ্ঞাতা এবং অনুভূতি বা জ্ঞান যে সেই আত্মারই ধর্ম্ম, তাহাই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং অনুভূতিকে কখনই নির্ব্বিশেষ বলিতে পারা যায় না, অনুভূতি সবিশেষ।

শরণাগতি

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বিভুচৈতন্য মায়াধীশ শ্রীভগবান্। তদধীন অণুচিৎ অণু [illegible] প্রযুক্ত তৎস্বরূপে মায়াবশযোগ্যতা বর্ত্তমান, প্রাকৃত দৃষ্টান্তে বিভুচৈতন্যকে যদি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সহিত তুলনা করা যায়, অণুচিৎকে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বলা যাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বাত্যা-সংযোগে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং বাত্যাকে নিজায়ত্ত করিয়া তৎসহ নানাবিধ ক্রীড়া করে; কিন্তু একটী পৃথক্ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বাত্যা-স্পর্শেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ঐ পৃথক্ স্ফুলিঙ্গগুলি যদি আবার বৃহৎ অগ্নিরাশির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডের পোষকতা রূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন ঐ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও বৃহত্তের আশ্রয়ে থাকার দরুণ বৃহত্তেরই গুণে গুণান্বিত হয়। তখন আর ঐ স্ফুলিঙ্গ বাত্যার দ্বারা অভিভূত হয় না। সুতরাং অণুচৈতন্য মায়াবশযোগ্য জীব যখন বিভুচিৎ মায়াধীশ শ্রীভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া ভগবানের ত্রিকালে পোষকতা বা সেবা করিতে থাকেন, তখনই সে মায়াকে জয় করিয়া নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হয়।

ভগবানের মায়াশক্তি-নির্ম্মিত জগৎ বহির্ম্মুখ বা ভগবদ্বিমুখ জীবের জন্য একটি কুহক সদৃশ। নানাবিধ কুহক দ্বারা প্রলোভিত করিয়া মায়াশক্তি বহির্ম্মুখ জীবকে এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করে। ক্ষুদ্র মশক হইতে আরম্ভ করিয়া কীট, পতঙ্গ, সিংহ এমন কি বৃহৎ হস্তীও নিজ নিজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভেদ্য লৌহকারাগার হইতে মুক্তি পাইতে পারে না, যাহা কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে কেবল তিনিই যদি কৃপা করিয়া খুলিয়া দেন তবেই তাহাদের মুক্তি সম্ভব। কারাগারে পতিত জন্তু যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া কত প্রকারেই না বহির্গমনের উপায় খুঁজিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমাদের পক্ষেও তদ্রূপ। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত যাহাদের এই সংসার-কারাগারের যন্ত্রণা একটুও অনুভূতিতে আসিয়াছে, সকলেই এই কারাগার হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। কেহ যোগ, কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম্ম ইত্যাদি নিজ চেষ্টা কৃত নানাবিধ উপায় দ্বারা সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। লৌহপিঞ্জরের ফাঁক দিয়া কোন জন্তু মুখ বা পদ প্রবেশ করাইয়া যেমন ভাবিয়া থাকে এইবার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, মাথাটা বাহির হইলেই হয়, কেহ বা মস্তক একটু প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া বলে—'এইবার আমি কারাগার মুক্ত' তদ্রূপ কোনও জীব নিজ নিজ চেষ্টাকৃত সাধনবলে অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন আমার মুক্ত হইবার অল্প বাকী আছে—আবার কেহ বলিতেছে "আমি মুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।" কিন্তু ইহারা নিজেরা যাহাই ভাবুন না কেন, ইহারা মুক্ত হইতে পারেন না বা পারিবেন না যে পর্য্যন্ত না যাঁহার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহার শরণাগত না হইবেন। তিনি একমাত্র সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীবকেই কারাগার হইতে মুক্ত করিবেন, অপর কেহই মুক্তি পাইতে পারিবেন না। এইজন্যই শ্রীগীতায় ভগবান স্বমুখে বলিতেছেন:—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

আমার সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রমা। যাহারা একমাত্র আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়ার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন অর্থাৎ নিজ নিজ চেষ্টা-সমন্বিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যদেবতা প্রপত্তি দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে

(ক্রমশঃ)

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] ১৩৩৫ [illegible]

[illegible] গৌড়ীয়-[illegible] প্রাঙ্গণে
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-
নারায়ণ রায় [illegible]
মহোদয়ের

অভিভাষণ

[illegible] চিত্তম্ [illegible]
[illegible]
সমর্পয়িতুম্ [illegible] স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি
দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং
সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং
যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ
নমঃ॥
[illegible] যতোহবিদ্যাদিক্লেশকর্মবিমুক্তিঃ।
[illegible]
[illegible] য [illegible] বং
[illegible]॥
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র
ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং
ধীমহি।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো
নমঃ॥

আপনারা গত দুই রবিবারে এই অ্যাল-বার্ট হলে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যা-বিনোদ [illegible] বক্তৃতা শুনিয়াছেন। গুরুকৃপাবলে [illegible] অলৌকিক বক্তৃতা-[illegible]। তাঁহার অসাধারণ [illegible] ও [illegible] অপূর্ব্ব [illegible] বর্ণনা [illegible], আমার সে সাধ্য [illegible] [illegible] সে সাধ্য [illegible] তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার [illegible] হইয়াছে, [illegible] যখন [illegible] উপস্থিত [illegible] সাহস [illegible]। তাহাই [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছি—[illegible]—[illegible] হইয়াছি। [illegible] উপস্থিত হইতে পারেন নাই, [illegible] [illegible] [illegible]।

আজ কিন্তু আমাদের [illegible] [illegible] নাই [illegible]। [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ প্রভুর [illegible]—এই বক্তৃতা আমাদের [illegible]—বিশ্ববাসী সকলেরই [illegible] অতিমর্ত্ত্য প্রভাবশালী পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উপদেশ দান করিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আপনাদের ও আমাদের স্ব-স্ব জন্ম সার্থক হউক—জীবন ধন্য হউক। আপনারা সকলেই গৌড়ীয়মঠের নাম বোধ হয় শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে কলিযুগ-পাবনাবতারী রাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের উহাই যথার্থ লোক ও ভক্ত। শ্রীশ্রীমন্ মহা-প্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বিশ্বের ধর্ম্ম—চৈতন্য ধর্ম্ম। তাঁহার লীলা লোকচক্ষুতে অপ্রকট কালে শ্রীজীব, শ্রীরূপ, সনাতন, গোপালভট্ট প্রভৃতি প্রচার করিয়া যান। ষট্‌সন্দর্ভ, হরিভক্তিবিলাস, উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, চম্পূপ্রভৃতি প্রকাশ করিয়া হতভাগ্য আমা-দের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া যান। তার বহুদিন পরে আবার পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥'

তাই পরবর্ত্তি-যুগে আবার শ্রীবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ—এই গৌড়ীয় প্রভুত্রয়ের অধ্যক্ষতায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়বঙ্গে পুনঃ প্রচারিত হয়। আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের অমল জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইল। ভগবানেরই লীলা। ভগ-বানের লীলা আমরা কি করিয়া বুঝিব? দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই গৌড়বঙ্গে আবার অমা-নিশার আবির্ভাব হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সমাজ গৌড়ীয় সাহিত্যকে অশ্লীলতার পরিপুষ্টির বিষয় ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকেও একটু উপেক্ষার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন—নাসিকা কুঞ্চন করিতে লাগিলেন। এজন্য দায়ী কাহারা? যাহারা অবৈষ্ণব, মহা-প্রভুর সিদ্ধান্তবিরোধী বাণী প্রচার করেন, তাঁহারাই। তথাকথিত কর্ত্তাভজা, নেড়া নেড়ী, সখীভেকী প্রভৃতির দল। তাদের আচরণ এতই ঘৃণ্য, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের আচরণ এত ঘৃণ্য যে, বৈষ্ণব বলিলেই লোকে মনে করিত—একটা [illegible] মূর্খ, ভণ্ড, কদাচারী, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। কি দুর্ভাগ্য আমরা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের সময় হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তাঁহার আগমনী-গীতি গাহিতেছেন। [illegible],

'তিনি এস হিয়ে এস [illegible],
[illegible] প্রেম-অবতার।'

তোমা ছাড়া বহুদিন কাঁদিছে ভারত দীন
তুমি গেছ আঁখি-তারা গিয়াছে আহার।

হে দেব, তোমার পাবনী-লীলা, তোমার অযাচিত মহাকারুণ্য পুনরায় দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আবার এস প্রভু, আবার এস। আবার প্রেমের অমৃত লহরী শত সহস্র ধারে প্রবা-হিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করুক। "আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে" ভগবান্ আসি-বেন, নিশ্চয় আসিবেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান্ একা আসেন না, অঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অবতীর্ণ হন—লোক লোচনের গোচরীভূত হন। তাই আমার মনে হয়, এই গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপ্রবর বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ প্রচার করিয়া তাঁহার আগমনী-বার্ত্তা লোককে প্রচার করিতে-ছেন। ইহাঁকে সকলে এখনও চেনে না—জানে না, অনেক বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। 'এ প্রফেট ইজ নট অনারড্ অ্যাট হোম অর ইন হিজ ওউন টাইম'। ইঁহার সহিত কথামাত্র পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহার হই-য়াছে, তিনিই জানেন, ইঁহার কি অসা-ধারণ পাণ্ডিত্য! কি অতুলনীয় বৈরাগ্য! কি অহৈতুকী ভক্তি! কি অতিমর্ত্ত্য ক্ষমতা! আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান যুগে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সার্ব্বজনীন সার্ব্বকালিক বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনমান্য সর্ব্ব-জনপ্রিয় প্রচারক।

অধুনা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচার দ্বারা বিশ্ব-বাসীকে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা জানান হয়, শুনান হয়। বক্তৃতার দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার দ্বারা, সংবাদপত্রাদি প্রকাশ দ্বারা নানা উপায়ে এই গোস্বামী প্রভুর চরণা-শ্রিত দাসেরা কলিহত জীবকে এই মহান্ ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিতেছেন।

আসুন আমরা সকলেই আজ গুরু-দেবের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করি, বন্দনা করি। তিনি—গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য, বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষক। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কোটি-কোটি প্রণাম। গোস্বামী প্রভুপাদ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় বৈরাগ্য, অহৈতুকী ভক্তি, মহাবদান্যতা, মহাকারুণ্য সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব। আমার দীনা বাণী তাঁহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। প্রভুপাদের শিষ্যগণও এক একজন দিক্‌পাল বিশেষ। পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, বাগ্-বিভূতি,—সকল দিকেই গুরুকৃপায় প্রভু-পাদের শিষ্যগণের সঙ্গে বর্ত্তমান কালে কাহারও তুলনা হয় না।

আমরা সকলেই এই মহাবদান্য গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রিত দাস তাঁহার দাস কেন, তদ্দাস-দাস-দাসানাং দাসত্বাভি-লাষী। আমার আজ আনন্দের সীমা নাই, পরম ভাগবত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচা-রক প্রভুর মুখে সকলে হরিকথা শ্রবণ করিয়া জন্ম সার্থক করুন।

এই অ্যালবার্ট হলে কত সভা-সমিতি হইয়া থাকে, কিন্তু আজ এই অ্যালবার্ট হল মহাতীর্থে পরিণত—এখানে আজ হরি-কথা—চৈতন্যকথা হইতেছে।

আজ আমাদের মহাবদান্য গুরু ও আচার্য্য গৌড়ীয়-দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখবাণী শুনাইবেন। উঁহার ন্যায় বক্তাও যেরূপ দুর্লভ, শ্রোতাও তদ্রূপ দুর্লভ। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা উঁহার কথা শুনিতে হইবে, তাহার পর যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইবে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

আমার প্রশ্ন ও সন্দেহ আজ গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিতেছি। তিনি মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(ক্রমশঃ)

শরণাগতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিকে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি উপায় যেমন বদ্ধ বা মুমুক্ষু জীবকৃত চেষ্টা মাত্র, অপরদিকে দেবতাগণও আজ্ঞাপালক সেবক, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান স্বতন্ত্র পুরুষ নহেন বলিয়া মায়ার উপর তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার নাই। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের 'মামেব' অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই—এই শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন, 'মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্বপ্রপন্ন-বাৎসল্যনীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশ সৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি তে এতামর্ণ-[illegible] মায়াং [illegible]-[illegible] [illegible]। তাং তীর্ত্বা মদ্-[illegible] প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্-নুবন্তীতি। মামেবেত্যেবকারো মদন্যেষাং শিবব্রহ্মাদীনাং প্রপত্ত্যা তত্তারণং নেত্যাহ শ্রুতিশ্চৈবমাহ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি চ। বয়ং তৃণীষ ভয়ং তে ন্যত্ত্বে কৈবল্যাশ্রয়া নঃ। এক এবেশ্বরস্তত্র ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ইতি। ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ। মুক্তি-প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি।'

অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর মায়াধীশ শরণাগতজন-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমাকে যাঁহারা সাধুর প্রকট সঙ্গ হেতু আশ্রিত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই

এই মায়াসমুদ্র গোষ্পদ অতিক্রম করার ন্যায় অনায়াসেই পার হইতে পারেন এবং আমার কৃপায় আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া প্রসন্ন একমাত্র আনন্দের আকর মায়াধীশ আমাকে প্রাপ্ত করেন। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' এই শব্দ দ্বারা আমি ব্যতীত অন্যান্য আত্মাপালক ব্রহ্মরুদ্রাদির শরণাগত হইলে মুক্ত হওয়া যাইবে না। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—একমাত্র পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। দেবতাগণও মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। আমরা মুক্তি দিতে পারিব না। একমাত্র ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই মুক্তির অধিপতি। দেবাদিদেব শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন 'সকল জীবের মুক্তিপ্রদাতা একমাত্র বিষ্ণুই এ বিষয়ে সংশয় নাই।'

নিরপেক্ষ বিচারহীন লোকসকল যেন ইহাকে গোঁড়ামী মনে না করেন। উপনিষদাদি শ্রুতি, গীতাদি সাত্বত স্মৃতি, সাত্বত পুরাণ, সাত্বততন্ত্র সর্ব্বস্থানে একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতির দ্বারাই এই মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, অন্য উপায়ে পারা যায় না—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। সমগ্র শ্রীগীতাটী যদি সারগ্রাহী হইয়া বিচার করা যায়, তবে দেখা যায়, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি জীবকৃত চেষ্টা-সমূহের অবতারণা করিয়া শ্রীভগবান্ তত্তৎ চেষ্টায় শরণাগতি উদ্দেশক না হইলে সকলই নিষ্ফল প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে পূর্ণ শরণাগতিই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণপ্রদ, তাহা স্বয়ং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়াছেন—(১৮।৬৫,৬৬)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

"মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

গীতার [illegible] প্রথমেই অর্জ্জুন যখন ধর্ম্ম-বিমূঢ় চিত্ত হইয়া নিজ শ্রেয়োনির্ণয়ে অক্ষম হইলেন, তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বলিলেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। ২।৭

আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহাই আপনি আমাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক বলুন। আমি আপনার শরণাগত শিষ্য। গীতার মধ্যেও শরণাগতি লক্ষণা শ্রদ্ধার কথা শ্রীভগবান্—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদি রূপ বহুমুক্তির উপায় বিচার করিতে যাইয়া সকামকর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী নির্বিশেষজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী, আবার সর্ব্বপ্রকার যোগিগণের মধ্যে শরণাগত শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭।

ভগবান্ জ্ঞানীদের কথায় বলিতেছেন—জ্ঞান যদি মোক্ষাদি কৈতবরূপ কথায় মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া ভক্তিবৃত্তির উদয় করায়, তবেই জ্ঞানের সার্থকতা।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

জীবসকল অনেক জন্ম সাধনের ফলে জ্ঞানবান্ বা চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে জড়ত্যাগ-কালীন অদ্বৈত-ভাব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। এইটীই বিপদের সময়। এই সময় যদি তাহার স্বরূপ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ প্রপত্তি না আসে, তবেই বিপদের কথা। কিন্তু কোনও সুকৃতি-ফলে যদি তিনি শরণাগত হন, তখন তিনি সেবোন্মুখ বৃত্তিতে সকল বস্তুতেই বাসুদেব সম্বন্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেইরূপ মহাত্মা বড়ই দুর্লভ। শুক সনকসনাতনাদির ভাগবত-জ্ঞান স্ফূর্ত্তিই তাহার উদাহরণ। ইঁহারা পূর্ব্বে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু গুরুভক্ত ব্যাস ও নারদাদির সঙ্গে ভগবদ্ গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের যখন শরণা-পত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধার উদয় হইল, তখন তাঁহারা জ্ঞান বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে নিজদিগকে মুক্ত অভিমান করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা অতিকষ্টে শ্রেষ্ঠপদবীতে আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।২।৩২

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অতএব শ্রুতি স্মৃতি সকলেই একবাক্যে শরণাগতিরই আদেশ করিয়াছেন। এই শরণাগতি অণুচৈতন্য জীবের নিত্যধর্ম্ম। এই নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলে আর পতনের আশঙ্কা নাই। এই জন্যই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা-বাক্য—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৯।৩১

হে অর্জ্জুন আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার অনন্য ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।

একমাত্র শরণাগত ভক্তই সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃত কৌশল জানেন, আর কেহ জানেন না।

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
শ্রীগীতা ১০।১০

শ্রীনাম

(পরবিদ্যাপীঠের [illegible])

অনেকেই বলিয়া থাকেন "নাম নিলেই হইল, ইহাতে আবার বিচার কি? যিনি নামগ্রহণ করেন, তিনি যিনিই হউন না কেন, বা তাঁহার বাহ্য আচরণ যাহাই হউক না কেন? তাঁহার নাম-গ্রহণের ফল হবে না কেন," কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—আদি ৮ মঃ—

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ কখনও নাম নহে। আর ব্যবধান-রহিত নাম হইলে তাহার প্রভাব নিমেষও ক্ষয় হয়। কিন্তু অনেকেই নামাপরাধকেই নাম বলিয়া ধারণা করেন। নামাপরাধ নিশার অন্ধকারস্থানীয়—নামাভাস অরুণোদয়-স্থানীয় ও শুদ্ধ নাম নির্ম্মল সূর্য্যসদৃশ। নামাপরাধদ্বারা জাগতিক মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু নামের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ভগবৎ-প্রেম হইবে না।

বাহিরের কৃত্রিম অশ্রুপুলকাদি বিকারই কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং" (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যৎ হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেপি অশ্মসার-হৃদয়তয়া নিন্দেয়ম্।' অর্থাৎ বাহিরে অশ্রুপুলক দেখা গেলেও যাহার হৃদয় শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতির জন্য ব্যাকুল না হয়, তাহা পাষাণবৎ কঠিন। সেইটী বাস্তবিক ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণ নহে। কনিষ্ঠ অধিকারিগণের অর্থাৎ যাহাদের অপেক্ষা শ্রীভগবানে [illegible] অপেক্ষা তাহাদের প্রাকৃত বুদ্ধি অধিক হয় নাই, তাঁহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাঁহাদের অহৈতুক-সেবাবৃত্তি নাই বলিয়া ঐরূপ অশ্রুপুলকাদি নিন্দনীয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু [illegible] বলিয়াছেন :—

নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি [illegible]

[illegible] প্রায়ঃ [illegible]

[illegible] ॥

অর্থাৎ জীবের নিসর্গপিচ্ছিল [illegible] [illegible] কেবল রজস্তমোগুণা-শ্রিত হইতে পারে। তাহা বাস্তবিক [illegible] নহে, [illegible] [illegible] ক্রিয়া মাত্র। [illegible] নামাভাস [illegible] উদয়ের পূর্ব্বাবস্থা। যেমন [illegible] সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অবস্থা, তদ্রূপ [illegible] এব—

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥
[illegible] কহে বৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি ভক্ত না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

নামাভাসে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু শুদ্ধ নাম বা অমৃত [illegible] কোন সম্বন্ধ হয় নাই। নামাভাসযুক্ত নিরপরাধ হইলে নামে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাহাই প্রকৃত শুদ্ধনাম। নামাভাসে মুক্তি [illegible] জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন এবং স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া স্বরূপের কার্য্য [illegible] অভিধেয় ভক্তি বা সেবা যাজন করিতে থাকেন। এই সেবোন্মুখ বৃত্তির উদয়েই প্রকৃত নামের উদয় হয় ও তখনই নামের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয় ও নাম লইতেই প্রেম হয়। অহৈতুকী সেবোন্মুখতার অভাবে শ্রীভগবানের নাম হয় না। যাহা হয়, তাহা অক্ষরাদির [illegible] বিমুখ চেষ্টা বা নামাপরাধ। যথা শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলা একই [illegible] চিন্ময় মূর্ত্তি। এই শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যথা জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতির গ্রাহ্য নহে। কিন্তু জীব যখন ভগবৎ-সেবোন্মুখ হন, তখনই তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইহারা [illegible] [illegible] [illegible] নহে। [illegible] সেবোন্মুখ [illegible]

উদিত হইলেই, [illegible] [illegible]-বিদ্যালয়ে [illegible] হয়। যথা—

"[illegible] হৃদয়ে যদে [illegible] অঙ্গেয়েছু তবে,

[illegible] ॥"

[illegible] অধোক্ষজ-সেবা[illegible] গণে "সুখনিঃসৃত নাম শ্রবণ করিবেন [illegible] 'নামের উদয় [illegible]' অভক্ত অকলঙ্কামর [illegible] সাধু [illegible] মুখে [illegible] মায়াকৃত নাম [illegible] কারণ, তাহারা হয় অন্যাভিলাষী, [illegible] ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী। তাহারা [illegible]-বিমুখ বলিয়া নাম তাহাদের ভুক্তি-[illegible]-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ; কিন্তু অধোক্ষজ-সেবালাভের উপায় [illegible] [illegible]। তাহারা আরোহবাদী, সুতরাং তাহাদের, [illegible] [illegible]-বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠপাথর-বুদ্ধি, শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি।

শ্রী[illegible] শ্রী[illegible] প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয় ॥"

নামের [illegible] উচ্চারিত হইলে [illegible] নাম নহে। [illegible] [illegible] মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব। তিনিই পূজার্হ ও তাঁহার মুখ হইতে নাম শ্রবণ করিতে হইবে। যথা শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ১৫শ পঃ) বৈষ্ণবলক্ষণবর্ণনে বলিয়াছেন:—

"[illegible] কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপক্ষয়।

নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥

অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।

চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।

সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥"

অতএব [illegible]-[illegible] ব্যক্তিই বৈষ্ণব। নামচ্ছলে মায়াপরাধ [illegible] কখনও অবৈষ্ণব নহে। তাহার মুখে নাম-মন্ত্রাদি শ্রবণ নিষেধ। যথা হরিভক্তিবিলাসে—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ [illegible] [illegible]

[illegible] ॥"

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রে দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিবে।

শ্রীমদ্—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।

শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥"

হরিকথা প্রকৃতপক্ষে অমৃতস্বরূপ হইলেও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে শ্রবণ করা [illegible] নহে; যেমন দুগ্ধ সুস্বাদু হইলেও

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাকৃত [illegible] [illegible] থাকে। অতএব [illegible] বৈষ্ণবেরই সঙ্গ [illegible]।

মায়াবাদগত

অনুভূতিবাদের

আলোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনুভূতির নির্বিশেষত্ব স্থাপন-প্রয়াসী মায়াবাদিগণ তাঁহাদের কল্পিত মতবাদ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিশেষ ভাবে খণ্ডিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে মায়াবাদের কোন উৎকট ভক্ত ঐ অনুভূতি ও অহঙ্কারের কথা লইয়া হয়ত তীব্র আবেগ-ভরে বলিয়া বসিতে পারেন যে, গৃহের বাতায়ন-পথ-দ্বারা যে সূর্য্য-কিরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, তদুপরি করতল স্থাপন করিলে করতল দিব্য উজ্জ্বল হয়। সূর্য্য-কিরণ লাগিয়া করতল উজ্জ্বল হইলেও করতল যেমন সূর্য্য কিরণের অভিব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার অনুভূতি কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও অনুভূতির অভিব্যঞ্জক হইতে পারে।

অতঃপর কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে মায়াবাদীর একথাটিও যে নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল, তাহা বেশ ভাল রূপেই বুঝিতে পারা যায়। করতল কর্তৃক পুঞ্জীকৃত হইয়া সূর্য্য-কিরণ করতলকে উজ্জ্বল করে।

এস্থলে কিরণের প্রাচুর্য্যই করতলের উজ্জ্বলতার কারণ, করতল সূর্য্য-কিরণের অভিব্যঞ্জক নহে। সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশ অনুভূতিও অহঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। কেবল গায়ের জোরে ওরূপ আবোল তাবোল বকিলে মায়াবাদেরই অপসিদ্ধান্তে একটা গুরুতর দোষ উপস্থিত হইবে। কারণ, মায়াবাদী পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, অহঙ্কার প্রকাশ অজ্ঞানাধীন, তাহা জড়। সুতরাং অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলিলে [illegible] জড় হইয়া পড়িবেন।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি-প্রতিজ্ঞানুসারে মায়াবাদী বলিতেছেন যে, "ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ" এবং শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার" করাইয়া [illegible]। এই কথা বলিয়া ইহারা যেন [illegible] [illegible] পূর্ব্বক সমুদ্র উল্লঙ্ঘনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আচ্ছা, এস্থলে আমাদের দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া স্বপক্ষে আপনাদের [illegible]-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলে কি বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে? যদি না হয়, তাহা হইলে এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জ্ঞান ভ্রম-নিবর্ত্তক কিম্বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-সাধক? উহা সত্য অথবা মিথ্যা? তাহাত আপনারা কোন মতেই বলিতে পারিবেন না; কারণ যে জ্ঞানটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, আপনাদের কেবলাদ্বৈতবাদ রূপ বড় সাধের সুখ-স্বপ্ন-দর্শন চিরতরে ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আবার আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অনুভূতি বা জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিতেছেন, তাঁহারা যদি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের জ্ঞানটিকেও সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কল্পিত অদ্বৈত মতটিকে কল্পনা-সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিবে না কি?

কল্পনা-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক আপনারা যে মায়াবাদরূপ মাকাল ফল লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই 'মায়াবাদ' মায়াবিনীর প্রাকৃত বাক্চাতুর্য্যরূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আপনাদের সেই বড় সাধের 'মায়াবাদ' যখন কল্পনা-সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইলেন, তখন মায়াবাদ-বিরহে বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত হইয়া 'কাঁহা যাঁও কাঁহা পাঁও' বলিয়া একবার লম্ফ প্রদান করিয়া দেখুন, যদি সৌভাগ্যবলে খুঁজিয়া পান, তাহা হইলে সম্ভোগরস পুষ্টির সহায়তা করিবে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, আপনাদের বুদ্ধির দোষে মায়াবাদের মায়া [illegible]-[illegible] ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাতে লজ্জিত হইয়া মায়াবাদ যখন কল্পনা-সমুদ্রের অতলতলে ডুবিয়াছেন, তখন যে আর তাহার সঙ্গ পাইবেন এবং সুখী সমাজে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করাইতে পারিবেন এরূপ সম্ভব নহে।

যাহা হউক অতঃপর পূর্ব্ব প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইতেছে। এক্ষণে ভ্রম-নিবর্ত্তক বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-সাধক জ্ঞানটিকে যখন ইহারা মিথ্যা বলিতে বাধ্য, তখন এই জ্ঞানটি মিথ্যা হইলে তাহার ফল কিরূপ হয়, তাহাই একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি এই জ্ঞানটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ইহার নিবর্ত্তক কে? যদি বলেন যে, এই ভ্রম নিবর্ত্তক জ্ঞানটি ক্ষণিক বলিয়া উহা আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সঙ্গত হইবে না। কারণ মায়াবাদের মতানুসারে ভ্রমনিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ, তাহার উৎপত্তি এবং নাশ কেবল কল্পনা মাত্র, সুতরাং যুক্তির আশ্রয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে যে, ঐ নাশরূপ কল্পনার নাশক কে? যদি বলেন যে, উহার নাশক ব্রহ্ম-স্বরূপ, তাহা হইলে কি বলিতেছেন একটু মনোযোগ-সহকারে ভাবিয়া দেখুন। যে ব্রহ্ম নিত্য এবং সত্য, তিনি [illegible] ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানটি নাশ করিবার [illegible] বিদ্যমান, তখন আর ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মিবার অবকাশ কোথায়? এবং এই ভ্রম নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতাই বা কে?

অধ্যাসকে ত' আর কিছুতেই জ্ঞাতা বলিতে পারিবেন না। কারণ অধ্যাস [illegible] নিষেধ্য বা নিবর্ত্ত্য কোটির অন্তর্গত। আর যদি ব্রহ্ম-স্বরূপকেই ঐ ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতা বলেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট গোলযোগ থাকিয়া যায়। কারণ তখন জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে যে, ব্রহ্মের এই যে জ্ঞাতৃত্ব ইহা (অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানকে অনুভব করিতেছেন) অধ্যস্ত অথবা স্বরূপগত?

ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্বকে যদি অধ্যস্ত বলেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্বরূপ অধ্যাসটি নিবৃত্ত করিবার জন্য অন্য কোন ভ্রম-নিবর্ত্তক-জ্ঞানরূপ বর্ত্তিকালোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িবে এবং কেবল তাহাতেও নিবৃত্তি হইবে না, কারণ যখন এই ভ্রমনিবর্ত্তক জ্ঞানরূপ বর্ত্তিকালোকটী নির্ব্বাপিত হইবে, তখন আবার ব্রহ্মের ভ্রম-নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব রূপ অধ্যাসটীকে নাশ করিবার জন্য নূতন জ্ঞানালোকের অপেক্ষা থাকিবে এবং এইরূপ পৌনঃপুনিক ব্যাপার উপস্থিত হওয়ায় গুরুতর অনবস্থা দোষ সঞ্চারিত হইবে। সুতরাং ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্বকে আপনারা আর বোধ হয় অধ্যস্ত বলিতে পারিবেন না। এখন যদি বলেন যে, ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত, তাহা হইলে আপনারা ত' সত্য কথাই স্বীকার করিলেন। এই কথাটুকু আপনাদের শ্রীমুখ হইতে বাহির করিতে অনেক ত' এত কচ্‌কচি করা গেল এবং আপনারাও বড় অল্প কষ্ট পাইলেন না। একথাটী প্রথম মুখে স্বীকার করিলে ত' আর কোন গোলযোগই হইত না।

যাহা হউক, অবশেষে যে স্বীকার করিলেন, "ব্রহ্ম জ্ঞাতাও বটেন", তাহাতেই আমাদের পরম সুখ। কি করিবেন বলুন উপায় নাই, ব্রহ্ম যে সত্য সত্যই জ্ঞাতা। অতঃপর আশা করি, আর বোধ হয় অনুভূতিকে নির্বিশেষ বলিয়া অনুভূতি বা জ্ঞানই ব্রহ্ম একথা বলিবেন না। তিনি জ্ঞানী, জ্ঞান তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। তিনি বিশেষ্য, জ্ঞান তাঁহার বিশেষণ, তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—তিনি শক্তির আশ্রয়। তিনি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহের আশ্রয়, এগুলি তাঁহাতে অধ্যাস নহে, পরন্তু স্বরূপগত। তাই শ্রুতি তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।"

আপনারা ত' যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন অনুভূতির নির্বিশেষত্বের দোহাই দিয়া সর্ব্বশক্তিমৎ ব্রহ্মকে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বানাইতে পারিলেন না, তখন আর কেন, 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি অভিমান-মঞ্চ হইতে একবার একটু নামিয়া আসুন, সেই নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বৃন্দাবনবিহারী দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে আপনাদের সহিত সমবেত হইয়া একযোগে অবনত মস্তকে বারংবার প্রণাম করি। এবং প্রার্থনা করি, যেন আর 'মায়াবাদ পিশাচীর কবলে পড়িয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নখ শোভা দর্শনে বঞ্চিত না হই।'

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্রীকলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুল সহ ৩৲, ভিঃ পিঃতে ৩।০, বৎসরে ৫০ সংখ্যা। ষাণ্মাসিক ১৷০; ত্রৈমাসিক ৮০
সত্বর গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়ভূম
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

"শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "সমুদ্রাভিমুখে"।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ধ্যানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible]গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য মঠের প্রাপ্তব্য গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিঃ দ্রঃ—[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠে [illegible] লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যধারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন—গ্রাহক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। [illegible] ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।